Contents

تحقيق
مشكوة المصابيح
তাহক্বীক্ব
মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ
(৪র্থ খণ্ড)
‘আল্লামাহ্ ওলীউদ্দীন আবূ ‘আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ‘আবদুল্লাহ
আল্ খাতীব আল্ ‘উমারী আত্ তিব্‌রীযী (রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি)
তাহক্বীক্ব
‘আল্লামাহ্ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি)
হাদীস একাডেমী
HADITH ACADEMY
হাদীস একাডেমী
(শিক্ষা, গবেষণা এবং প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

তাহক্বীক্ব

মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ

(চতুর্থ খণ্ড)

[‘আরাবী ও বাংলা]

মূল :
‘আল্লামাহ্ ওয়ালীউদ্দীন আবূ ‘আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ‘আবদুল্লাহ আল্ খত্বীব আল্ ‘উমারী আত্ তিব্‌রীযী (রহঃ)

তাহক্বীক্ব :
‘আল্লামাহ্ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

পরিষদ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত

হাদীস একাডেমী
(শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

তাহক্বীক্ব
মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ (চতুর্থ খণ্ড)

প্রকাশনায় : হাদীস একাডেমী
২১৪, বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
ফোন : 02-9591801
মোবাইল : 01915-604598, 01843-05498, 01767-566646

প্রথম প্রকাশ : সফর ১৪৩৮ হিজরী
নভেম্বর ২০১৬ ঈসায়ী
অগ্রহায়ণ ১৪২৩ বাংলা

কম্পিউটার কম্পোজ : ইউনিক কম্পিউটার্স
৮৯/৩, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : 01777-756365
Gmail: uniquebongshal@gmail.com

মুদ্রণে : এম. আর. প্রিন্টার্স
পাতলা খান লেন, ঢাকা।
মোবাইল : 01855-844550

হাদিয়্যাহ্ : ৯০০/- (নয়শত) টাকা মাত্র

Mishkaatul Masaabeeh (Volume- 4)
Published by Hadith Academy, 90 No. Hazi Abdullah Sarker Lane, Bangshal / 214 No. Bangshal Road, Dhaka-1100, Bangladesh. Phone: 02-9591801, Mobile: 01915-604598, 01843-05498, 01767-566646, First Print: November 2016, Price: 900.00 (Nine Hundred) Taka Only. US$ 23.00.

অনুবাদ ও সম্পাদনা পরিষদ

- **শায়খ আবদুল খালেক সালাফী**
  অধ্যক্ষ- আল মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
  সাবেক অধ্যক্ষ- মাদরাসাহ্ মুহাম্মাদিয়্যাহ্ আরাবিয়্যাহ্, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
- **শায়খ শামসুদ্দীন সিলেটী**
  সাবেক উপাধ্যক্ষ- রসূলপুর ওসমান মোল্লা সিনিয়র মাদরাসাহ্, নারায়ণগঞ্জ।
- **শায়খ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলীলুর রহমান আল-মাদানী**
  মুহাদ্দিস- মাদরাসাহ্ মুহাম্মাদিয়্যাহ্ আরাবিয়্যাহ্, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
- **শায়খ মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম**
  প্রধান মুহাদ্দিস- শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসাহ্, ধামরাই, ঢাকা।
- **শায়খ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান আল-মাদানী**
  অধ্যক্ষ- মাদরাসাতুল হাদীস, নাযির বাজার, ঢাকা।
  প্রেসিডেন্ট- ইসলামিক এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
- **শায়খ মুহাম্মাদ মাসঊদুল আলম আল-উমরী**
  ডি. এইচ. (ভারত)
  শায়খুল হাদীস ও অধ্যক্ষ- মাদরাসাহ্ দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ্, পাঁচরুখী, নারায়ণগঞ্জ।
- **শায়খ মুহাম্মাদ ইব্রাহীম আল-মাদানী**
  দা'ঈ- ধর্ম মন্ত্রণালয়, সঊদী আরব বাংলাদেশ
  মুহাদ্দিস- মাদরাসাহ্ মুহাম্মাদিয়্যাহ্ আরাবিয়্যাহ্, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
- **শায়খ মুফাযযল হুসাইন আল-মাদানী**
  উপাধ্যক্ষ- মাদরাসাহ্ মুহাম্মাদিয়্যাহ্ আরাবিয়্যাহ্, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
- **ড. শায়খ হাফেয মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম**
  মুদাররিস- মাদরাসাহ্ মুহাম্মাদিয়্যাহ্ আরাবিয়্যাহ্, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
  লিসান্স ইন কুরআন- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্, সৌদী আরব।
- **ডা. শায়খ আবূ আব্দিল্লাহ খুরশিদুল আলম মুরশিদ বগুড়াবী**
  মুহাদ্দিস- মাদরাসাতুল হাদীস, নাযির বাজার, ঢাকা।
- **শায়খ মুহাম্মাদ আবদুল মু'মিন বিন আবদুল খালেক**
  মুদার্‌রিস- মাদরাসাহ্ মুহাম্মাদিয়্যাহ্ আরাবিয়্যাহ্, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
- **শাইখ মুহাম্মাদ আবদুল মালেক আল-মাদানী**
  'আরাবী প্রভাষক- কাঞ্চনপুর এলাহিয়া বি. এ. ফাযিল মাদ্‌রাসাহ্, টাঙ্গাইল।
- **শায়খ মুফতী মোস্তফা সোহেল হিলালী**
  সাবেক সহকারী মুফতী- জামেয়া কাসিমুল উলূম দরগাহ হযরত শাহজালাল (রহ.), সিলেট।
  সাবেক মুহাদ্দিস- মাদরাসাহ্ দারুস্ সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।
- **শায়খ তানযীলুর রহমান বিন ইমদাদুল হক**
  মুদার্‌রিস- আল মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
- **শায়খ আলমগীর কবির**
  মুদার্‌রিস- মাদরাসাতুল ঈমান, শাহাজাদপুর, গুলশান, ঢাকা।
- **শায়খ আহসানুল্লাহ বিন মাজীদুল হক**
  মুদার্‌রিস- মাদরাসাতুল হাদীস, নাযির বাজার, ঢাকা।
- **শায়খ মুহাম্মাদ আবদুর রায্যাক্ব বিন ইবরাহীম**
  অনার্স- 'আরাবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
  [অধ্যয়নরত] বি.এ. অনার্স, শারী'আহ্ (আইন) বিভাগ- আল ক্বাসিম ইউনিভার্সিটি, আল ক্বাসিম, সৌদী আরব।
- **শায়খ রবিউল ইসলাম বিন আবুল কালাম**
  সাবেক সিনিয়র মুদার্‌রিস- মাদরাসাহ্ দারুস্ সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।
  [অধ্যয়নরত] বি.এ. অনার্স, শারী'আহ্ (আইন) বিভাগ- আল ক্বাসিম ইউনিভার্সিটি, আল ক্বাসিম, সৌদী আরব।
- **শায়খ আবদুর রহমান বিন মোবারক আলী**
  'আরাবী প্রভাষক- হাজী মোঃ ইউসুফ মেমোরিয়াল দারুল হাদীস মাদরাসাহ্, সুরিটোলা, ঢাকা।
  চেয়ারম্যান- ইমাম পাবলিকেশন্স লিঃ, ঢাকা।
- **শায়খ তাকীউদ্দীন বিন ফজলুল হক**
  মুদার্‌রিস-
  বিসাল ইসলামিয়াহ্ মহিলা মাদ্‌রাসাহ্, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

সম্পাদনা সহযোগী : সাকিব বিন নূর হুসায়ন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আমাদের কথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান রব্বুল 'আলামীনের এবং লক্ষ-কোটি দরূদ ও সালাম মানবতার মুক্তির দূত, সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী এবং সকলের অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় একমাত্র আদর্শ নেতা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি।

মানব সভ্যতার বিকাশ, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন। ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তন বাণী কুরআন ও সহীহ হাদীসের মাধ্যমেই আমরা পেয়েছি। কুরআন মাজীদ হচ্ছে তাত্ত্বিক বিধি-বিধান সম্বলিত আসমানী গ্রন্থ; হাদীস হচ্ছে তার প্রায়োগিক বিশ্লেষণ। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন : "নিশ্চয় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে তোমাদের জন্য উস্‌ওয়াতুন হাসানাহ্ বা সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে"– (সূরাহ্ আল আহযাব ৩৩ : ২১)। হাদীস শরীফে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে- রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্র হচ্ছে কুরআনের বাস্ড়ব রূপ।

কুরআন বুঝতে হলে হাদীসের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। বাংলা ভাষায় বেশ কিছু সংখ্যক তাফসীর প্রকাশিত হলেও সে তুলনায় সংকলিত হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে তাহক্বীক্ব করা বাংলা অনুবাদ খুব কমই প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে দেশের মানুষের কাছে হাদীসের মান যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে যেমন যথেষ্ট সচেতনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তেমনি মাদ্‌রাসার ছাত্রদের কাছে তাহক্বীক্ব করা কিতাবের আকর্ষণ ও চাহিদাও দীর্ঘদিনের। তাই হাদীস সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেয়ার জন্য রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহীহ হাদীস জানার ও মুসলিমদের সত্যিকার ইসলামের পথে সুপ্রতিষ্ঠিত করার আন্তরিক প্রচেষ্টার ফসল হচ্ছে এ অনুবাদ গ্রন্থ। বর্তমান বিশ্ব বহু মাযহাবের ডামাডোলের মধ্যে বসবাস করে ফিরকাবন্দীর মহাজালে আবদ্ধ হয়ে সহীহ হাদীসের বাস্তব জ্ঞান না থাকার জন্য বর্তমান যুগের মুসলিমগণ সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের সন্ধান না পেয়ে সত্যিকার ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে বিভিন্ন মতবাদের শিকারে পরিণত হচ্ছে।

সুতরাং যে সকল মুসলিম ভাই ও ভগ্নিগণ য'ঈফ হাদীস বাদ দিয়ে শুধু সহীহ হাদীসের উপর 'আমাল করতে চায় (আর এটাই সকলের জন্য অত্যাবশ্যক) তাহক্বীক্বকৃত 'মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ' অনুবাদ গ্রন্থখানি তাদের যথেষ্ট উপকারে আসবে ইন্‌শা-আল্ল-হ। বঙ্গানুবাদকৃত 'মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ'-এর (আলবানী'র) তাহক্বীক্ব, তাখরীজ এবং কুতুবুস্ সিত্তাহ্ সহ অন্যান্য সুনান গ্রন্থের শরাহ্ কিতাব থেকে ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ এটাই প্রথম।

'হাদীস একাডেমী' তাহক্বীক্ব ও ব্যাখ্যাসহ "মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ" গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশনা কার্যক্রম গ্রহণ করে। আমরা আশা করি, আমাদের এ গ্রন্থটি গুণীমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হবে। তবুও মানবীয় প্রচেষ্টায় ত্রুটি থাকাই স্বাভাবিক। সুহৃদ পাঠকগণ, বিশেষত হাদীস চর্চায় নিয়োজিত 'আলিমগণ প্রামাণ্য ত্রুটি নির্দেশ করলে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি রইল।

পরিশেষে এ কাজটি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যে সকল 'আলিম ও দীনী ভাই-বোন বিভিন্নভাবে মেধা, শ্রম, অর্থ, অনুপ্রেরণা, পরামর্শ দিয়ে নিরলসভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পাশাপাশি দু'আ করছি।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকলকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ দান কর। আমীন!

হাদীস একাডেমী
(শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

ব্যাখ্যার গ্রন্থপঞ্জী

১. ফাতহুল বারী (ভাষ্যগ্রন্থ : সহীহুল বুখারী)

লেখক : ইমাম হাফিয আহমাদ ইবনু 'আলী ইবনু হাজার আল 'আস্ক্বালানী [জন্ম-মৃত্যু : ৭৭৩ – ৮৫৬ হিঃ]
তাহক্বীক্ব : আবদুল 'আযীয ইবনু 'আবদুল্লাহ বিন বায
তারক্বীম : মুহাম্মাদ ফুআদ 'আবদুল বাক্বী
প্রকাশনী : দারুল হাদীস, মিসর।

২. শারহু ইমাম নাবাবী ['আল মিনহাজ্জ' নামে প্রসিদ্ধ] (ভাষ্যগ্রন্থ : সহীহ মুসলিম)

লেখক : ইমাম আবূ যাকারিয়্যা ইয়াহ্ইয়া ইবনু শারফ আন্ নাবাবী [জন্ম-মৃত্যু : ৬৩১ – ৬৭৬ হিঃ]
তাহক্বীক্ব ও তা'লীক্ব : মুহাম্মাদ বায়ূমী
প্রকাশনী : দারুল গাদ্দিল জাদীদ, মিসর।

৩. 'আওনুল মা'বূদ (ভাষ্যগ্রন্থ : আবূ দাউদ)

লেখক : 'আল্লামাহ্ আবুত্ব ত্বইয়িব মুহাম্মাদ শামসুল হাক্ব 'আযীম আবাদী [জন্ম-মৃত্যু : ১২৭৩ – ১৩১৯ হিঃ]
তা'লীক্ব : হাফিয শামসুদ্দীন ইবনু ক্বইয়ূম আল জাওযিয়্যাহ্
তাহক্বীক্ব : 'ইসামুদ্দীন আস্ সবাবিত্বী
প্রকাশনী : দারুল হাদীস, মিসর।

৪. তুহফাতুল আহ্ওয়াযী (ভাষ্যগ্রন্থ : জামি' আত্ তিরমিযী)

লেখক : ইমাম হাফিয আবুল 'আলা মুহাম্মাদ 'আবদুর রমান ইবনু 'আবদুর রহীম আল মুবারকপূরী [মৃত্যু : ১৩৫৩ হিঃ]
তাহক্বীক্ব : 'আম্মাদ যাকী আল বারূদী
প্রকাশনী : মাকতাবাতুল তাওফীক্বিয়্যাহ্, মিসর।

৫. শারহু সুনান আন্ নাসায়ী (ভাষ্যগ্রন্থ : নাসায়ী)

লেখক : ইমাম আস্ সুয়ূত্বী [মৃত্যু : ৯১১ হিঃ] ও ইমাম সিন্দী [মৃত্যু : ১১৩৬ হিঃ]
তাহক্বীক্ব : ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসায়ন আয্ যাহাবী
প্রকাশনী : দারুল হাদীস, মিসর।

৬. শারহু সুনান ইবনু মাজাহ (ভাষ্যগ্রন্থ : ইবনু মাজাহ)

লেখক : হাফিয আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ আল ক্বায্বীনী [জন্ম-মৃত্যু : ৬০৭-৬৭৫ হিঃ]
তাহক্বীক্ব, তারক্বীম ও তা'লীক্ব : মুহাম্মাদ ফুআদ 'আবদুল বাক্বী
তাখরীজ : ড. মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসায়ন আয্ যাহাবী
প্রকাশনী : দারুল হাদীস, মিসর।

৭. মুনতাক্বা (ভাষ্যগ্রন্থ : মুয়াত্ত্বা মালিক)

লেখক : আল ক্বাযী আবুল ওয়ালীদ সুলায়মান বিন খাল্ফ বিন সা'দ বিন আইয়ূব আল বাযী [মৃত্যু : ৪৯৪ হিঃ]
তাখরীজ : 'আবদুল ফাত্তাহ্ আল আলাফী আশ্ শাওরী
প্রকাশনী : মাকতাবাতুল তাওফীক্বিয়্যাহ্, মিসর।

৮. মিরক্বা-তুল মাফা-তীহ (ভাষ্যগ্রন্থ : মিশ্কা-তুল মাসা-বীহ)

লেখক : 'আল্লামাহ্ আশ্ শায়খ 'আলী ইবনু সুলত্বান মুহাম্মাদ আল ক্বারী [মৃত্যু : ১০১৪ হিঃ]
তাহক্বীক্ব : শায়খ জামাল 'আয়তানী
প্রকাশনী : মাকতাবাহ্ থানভী, দেওবন্দ, ভারত।

সংস্করণ বৈশিষ্ট্য

- বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস বিশ্ববিখ্যাত রিজালশাস্ত্রবিদ 'আল্লামাহ্ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর "তাহক্বীক্বে মিশকাত" গ্রন্থসহ অন্যান্য তাখরীজ গ্রন্থের সহায়তায় হাদীসের মান (সহীহ্, য'ঈফ) নিরূপণ করা হয়েছে।
- কুতুবুস্ সিত্তাহ্সহ অন্যান্য সুনান গ্রন্থ থেকে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সংকলিত করেছি যা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ও গ্রহণযোগ্য। আর সহাবা, তাবি'ঈ, তাবি'ঈন, জুমহূর 'উলামাহ্ এবং খ্যাতনামা 'আলিমদের মতামত ও সিদ্ধান্তসমূহ উল্লেখিত হয়েছে।
- প্রতিটি দুর্বল হাদীসের কারণ বর্ণনার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে।
- মিশকাত সংকলক প্রতিটি হাদীসের যে রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন, হাদীসের নম্বরসহ তা' উল্লেখ করা হয়েছে।
- মূল ইবারত পাঠ সহজকরণের লক্ষ্যে সুস্পষ্টভাবে পূর্ণাঙ্গ হরকত সন্নিবেশ করা হয়েছে।
- হাদীস বর্ণনা ক্ষেত্রে একাধিক রাবীর নাম একত্রে আসলে সর্বশেষ নামের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্মানসূচক পাঠ সংকেত উল্লেখের চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন- আবূ হুরায়রাহ্, আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা।
- কুরআন মাজীদের আয়াতের ক্ষেত্রে প্রথমে সূরার নাম, তারপর সূরার নম্বর, শেষে আয়াত নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- (সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ ২ : ২৮৬)।
- বাংলায় ব্যবহৃত 'আরাবী শব্দগুলোর সঠিক 'আরাবী উচ্চারণের সাথে মিল রাখার যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন- নামায স্থলে সলাত, একবচনে সহাবী, বহুবচনে সহাবা, সনদ এর পরিবর্তে সানাদ, নবী এর পরিবর্তে নাবী, হুরাইরা এর পরিবর্তে হুরায়রাহ্, আবু সাঈদ খুদরী এর পরিবর্তে আবূ সা'ঈদ আল খুদ্রী, মদীনা এর পরিবর্তে মাদীনাহ্, ফেরেশ্তা লিখতে একবচনে মালাক, বহুবচনে মালায়িকাহ্, আমল থেকে 'আমাল ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে।
- মূল হাদীস ও ব্যাখ্যার অনুবাদে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। সর্বোপরি গ্রন্থখানায় বিশুদ্ধ অনুবাদ, তাহক্বীক্ব ও তাখরীজ সন্নিবিষ্টকরণে দেশের প্রখ্যাত 'আলিমগণের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

৪র্থ খণ্ড সম্পর্কিত কয়েকটি জরুরী কথা

আলহাম্‌দুলিল্লাহ, আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ ১ম থেকে ৩য় খণ্ড পর্যন্ত উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ শায়খ 'উবায়দুর রহমান মুবারকপূরী (রহঃ) রচিত "মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ"-এর যুগান্তকারী ভাষ্যগ্রন্থ "মির্'আ-তুল মাফা-তীহ" হতে সংক্ষিপ্তাকারে ব্যাখ্যা সংযোজিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। শায়খ 'উবায়দুর রহমান মুবারকপূরী (রহঃ) মুসলিম জাহানের অসংখ্য খিদমাত করে গেছেন যা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তিনি "মির্'আ-তুল মাফা-তীহ" ভাষ্যগ্রন্থটি কিতাবুল মানাসিক (হাজ্জ পর্ব) পর্যন্ত সম্পন্ন করে ইন্তিকাল করেছেন।

এমতাবস্থায় আমরা কুতুবুস্ সিত্তাহ্ (১. সহীহুল বুখারী, ২. সহীহ মুসলিম, ৩. আবূ দাউদ, ৪. তিরমিযী, ৫. ইবনু মাজাহ ও ৬. নাসায়ী)-সহ অন্যান্য সুনান গ্রন্থ থেকে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সংকলিত করেছি। আর সহাবা, তাবি'ঈ, তাবি'-তাবি'ঈন এবং বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ও গ্রহণযোগ্য জুমহূর 'উলামাহ্, খ্যাতনামা 'আলিমদের মতামত ও সিদ্ধান্তসমূহ উল্লেখিত হয়েছে। অত্র গ্রন্থে বিশেষভাবে যাদের মত সন্নিবেশিত করা হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শা'বী, মাসরূক, ইমাম আবূ হানীফাহ্, মালিক, শাফি'ঈ, আহমাদ বিন হাম্বাল, 'আল্লামাহ্ আওযা'ঈ, সাওরী, হাফিয ইবনু হাজার আল 'আসক্বালানী, নাবাবী, ত্বীবী, তূরিবিশতী, ত্বহাবী, কুসতুলানী, ইবনু তায়মিয়্যাহ্, কুশমিহানী, মুহয়্যিউস্ সুন্নাহ্, কুরতুবী, ক্বাযী 'ইয়ায, সিনদী, সুয়ূত্বী, খত্ত্বাবী, শাওকানী, ত্বাবারী, মুযহির, ইবনু মুনীর, ইবনু হুমাম, ইবনুত্ তীন, ইবনু রুশ্দ, ইবনু রাসলান, ক্বাযী আবূ বাক্র ইবনু 'আরাবী, রাগিব, ইসহাক্ব, মাযিরী, মুহাল্লাব, ইবনু বাত্ত্বল, কিরমানী, ইসহাক্ব আল কাওসাজ, বাকিল্লানী প্রমুখ [*রহিমাহুমুল্লাহ*]।

যে সকল শরাহ (ব্যাখ্যা) গ্রন্থের আলোকে অত্র গ্রন্থ খণ্ডের ব্যাখ্যা নেয়া হয়েছে তা হলো– ফাতহুল বারী, শার্হুন্ নাবাবী, 'আওনুল মা'বূদ, তুহফাতুল আহওয়াযী, শার্হুন্ নাসায়ী, মুনতাক্বা, মির্ক্বা-তুল মাফাতীহ ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, যেহেতু 'মির্ক্বা-তুল মাফাতীহ' মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ-এর শরাহ গ্রন্থ, তাই যেসব ক্ষেত্রে 'মির্ক্বা-তুল মাফাতীহ' থেকে হাদীসের ব্যাখ্যা নেয়া হয়েছে, সেখানে রেফারেন্স হিসেবে শুধু কিতাবের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কোন নম্বর দেয়া হয়নি। কেননা 'মিশ্‌ক্বা-তুল মাসা-বীহ' ও 'মির্ক্বা-তুল মাফাতীহ'-এর হাদীসের নম্বর একই।

মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ্ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য

'মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ' মূলত মুহাদ্দিস মুহ্য়্যিইউস্ সুন্নাহ্ বাগাবীর 'মাসাবীহুস্ সুন্নাহ' গ্রন্থের উপর। মুহাদ্দিস ওয়ালীউদ্দীন আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ওরফে খত্বীব তিব্‌রীযী-এর একটি বর্ধিত সংস্করণ। মাসাবীহতে মোট ৪৪৩৪টি হাদীস রয়েছে, আর মিশকাতে রয়েছে ৬২৯৪টি হাদীস। এতে কুতুবুস্ সিত্তাহ্‌র প্রায় সমস্ত হাদীস এবং অন্যান্য গ্রন্থেরও বহু হাদীস স্থান লাভ করেছে। এক কথায়, মিশকাতুল মাসাবীহ হাদীসের একটি নির্ভরযোগ্য বিরাট সংকলন। মুসলিম বিশ্বে এটা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। প্রায় সকল মাদ্‌রাসাহ্ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থটি পড়ানো হয়। মুহাদ্দিসগণ এর বহু আলোচনা-সমালোচনাও করেছেন এবং বহু মুহাদ্দিস এর বহু শারাহ গ্রন্থ লিখেছেন। নীচে এর কতিপয় প্রসিদ্ধ শারাহ গ্রন্থে নাম উল্লেখ করা হলো।

মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ এর বিভিন্ন তারজামা ও শারাহ গ্রন্থ :

১। আল্ কাশিফ আল্ হাক্বায়িক্বিস সুনান : আল্লামা হাসান ইবনু মুহাম্মাদ আত্ ত্বীবী (মৃত ৭৪৩ হিঃ)।

২। মিনহাজুল মিশকাত : 'আবদুল্লাহ্ 'আযীয ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল 'আযীয আবহারী (মৃত ৮৯৫ হিঃ)।

৩। আত্ তা'লীকুস সাবীহ 'আলা মিশকাতিল মাসাবীহ : ইদ্‌রীস কান্দালবী। এটা 'আরাবী ভাষায় লিখিত একটি বিস্তারিত শারাহ। (আমরা ব্যাখ্যাতে এ কিতাবের দিকে ইঙ্গিত দিয়েছি "আত্ তা'লীকুস্ সাবীহ" অথবা "আত্ তা'লীক্ব" শব্দ দ্বারা।)

৪। মির্'আতুল মাফাতীহ শারহি মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ : শায়খ আবুল হাসান 'উবায়দুল্লাহ ইবনু 'আল্লামাহ্ মুহাম্মাদ 'আবদুস্ সালাম মুবারকপূরী।

৫। তানক্বীহুর রুওয়াত ফী তাখরীজি আহাদীসিল মিশকাত : 'আল্লামাহ্ আহ্‌মাদ হাসান দেহলবীর 'আরাবী ভাষায় লিখিত শারাহ গ্রন্থ।

৬। আল্ মুলতাক্বাতাত 'আলা তারজামাতুল মিশকাত : শায়খ আহ্‌মাদ মহিউদ্দীন লাহুরী। উর্দূ ভাষায় চার খণ্ডে প্রকাশিত।

৭। আর্ রহমাতুল মুহাদ্দাদ ইলা মান ইউরিদ তারজামাতুল মিশকাত : 'আবদুল আওওয়াল আল-গাযনাভী। উর্দূ ভাষায় চার খণ্ডে প্রকাশিত।

৮। ত্বারীকুন নাজাত তারজামাতাস্ সিহাহি মিনাল মিশকাত : শায়খ ইব্‌রাহীম রচিত উর্দূ ভাষায় লিখিত, যা বহুবার প্রকাশিত হয়েছে।

৯। আন্ওয়ারুল মাসাবীহ ফী শারহি ওয়া তারজামাতি মিশকাতিল মাসাবীহ : শায়খ 'আবদুস্ সালাম আল্ বাসতাভী, উর্দূ ভাষায় রচিত।

১০। আর্ রহমাতুল মুহাদ্দাস ইলা মান ইউরিদ যিয়াদাতাল 'ইল্‌ম 'আলা আহাদীসিল মিশকাত : নওয়াব সিদ্দীক্ব হাসান খান। এটি 'আরাবী ভাষায় রচিত।

১১। লুম্'আত : শায়খ 'আবদুল হাক্ব মুহাদ্দিস দেহলবী (মৃত ১০৫২ হিঃ)। এটাও মিশকাতের একটি বিখ্যাত ও বিস্তারিত শারাহ।

১২। 'আশিয়াতুল লুম্'আত : এটা লুম্'আত-এরই সার-সংক্ষেপ। যা পারসী ভাষায় লিখিত। এতে তিনি প্রথমে প্রত্যেক হাদীসের পারসী ভাষায় তরজমা করেছেন। অতঃপর অতি সংক্ষেপে মুতাক্বদ্দিমীনদের (পরবর্তীদের) মতামতের সার বর্ণনা করেছেন।

১৩। মাযাহিরিল হাক্ব : নওয়াব কুতুবুদ্দীন খাঁ দেহলবী (মৃত ১২৭৯ হিঃ)। তিনি প্রথমে প্রত্যেক হাদীসের উর্দূ তরজমা করেছেন। অতঃপর শায়খ 'আবদুল হাক্ব মুহাদ্দিস দেহলবীর 'আশিয়াতুল লুম্'আতি-এর আলোচনার উর্দূ অনুবাদ ও তাঁর উস্তায শাহ ইসহাক্ব দেহলীর আলোচনার সার উল্লেখ করেছেন।

১৪। মিরকাতুল মাফাতীহ শারহি মিশকাতুল মাসাবীহ : মুল্লা 'আলী ইবনু সুলতান মুহাম্মাদ আল-ক্বারী (মৃত ১০১৪ হিঃ)।

১৫। যরীআতুন্ নাজাত : শায়খ ইমামুদ্দীন মুহাম্মাদ 'আরিফ ওরফে 'আবদুন্নাবী শাত্তারী আকবরাবাদী (মৃত ১১২০ হিঃ)।

১৬। 'আবদুল ওয়াহ্হব সদরী আল্ মুলতানী (মৃত ১৩৫১ হিঃ)। 'আরাবী ভাষায় তা'লীক্ব গ্রন্থ।

১৭। শায়খ 'আবদুত্ তাওয়াব আল্ মুলতানী (মৃত ১৩৬১ হিঃ)। তিনি উর্দূ ভাষায় মিশকাতের তরজমা ও শারাহ লিখেছেন। যা মুলতানে ছাপানো হয়েছে।

১৮। শারহি মিশকাত : সৈয়দ শারীফ জুরজানী। এটা ত্বীবীর শারাহ্র সার-সংক্ষেপ।

১৯। শারহি মিশকাত : মুল্লা 'আলী তারিমী আকবরাবাদী (মৃত ৯৮১ হিঃ)।

২০। শারহি মিশকাত : শায়খ মুহাম্মাদ সা'ঈদ ইবনু ইমামে রব্বানী (মৃত ১০৭০ হিঃ)।

'ইল্মে হাদীস শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা

সহা-বী (صَحَابِيٌّ) : যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহা-বী বলে।

তা-বি'ঈ (تَابِعِيٌّ) : যিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন সহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে তা-বি'ঈ বলে।

মুহাদ্দিস (مُحَدِّثٌ) : যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সানাদ ও মাতান সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে মুহাদ্দিস বলে।

শায়খ (شَيْخٌ) : হাদীসের শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ বলে।

শায়খায়ন (شَيْخَيْنِ) : সহাবীগণের মধ্যে আবূ বাক্র ও 'উমার رضي الله عنهما-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়। কিন্তু হাদীসশাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়।

হা-ফিয (حَافِظٌ) : যিনি সানাদ ও মাতানের বৃত্তান্তসহ এক লক্ষ হাদীস আয়ত্ব করেছেন তাঁকে হা-ফিয বলা হয়।

হুজ্জাহ্ (حُجَّةٌ) : অনুরূপভাবে যিনি তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্ব করেছেন তাঁকে হুজ্জাহ্ বলা হয়।

হা-কিম (حَاكِمٌ) : যিনি সব হাদীস আয়ত্ব করেছেন তাঁকে হা-কিম বলা হয়।

রিজা-ল (رِجَالٌ) : হাদীসের রাবী সমষ্টিকে রিজা-ল বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে আসমা-উর্ রিজা-ল (اَسْمَاءُ الرِّجَال) বলা হয়।

রিওয়া-য়াত (رِوَايَةٌ) : হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়া-য়াত বলে। কখনো কখনো মূল হাদীসকেও রিওয়া-য়াত বলা হয়। যেমন– এ কথার সমর্থনে একটি রিওয়া-য়াত (হাদীস) আছে।

সানাদ (سَنَدٌ) : হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌছেছে তাকে সানাদ বলা হয়। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মাতান (مَتْنٌ) : হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দ সমষ্টিকে মাতান বলে।

মারফূ' (مَرْفُوْعٌ) : যে হাদীসের সানাদ (বর্ণনা পরম্পরা) রসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌছেছে, তাকে মারফূ' হাদীস বলে।

মাওকূফ (مَوْقُوْفٌ) : যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র উর্ধ্ব দিকে সহাবী পর্যন্ত পৌছেছে, অর্থাৎ– যে সানাদ সূত্রে কোন সহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মাওকূফ হাদীস বলে। এর অপর নাম আসা-র (أَثَارٌ)।

মাওকূফ সহীহ (مَوْقُوْفٌ صَحِيْحٌ) : হাদীস মাওকূফ হলেই যে তা সহীহ হবে না তা নয়। বরং কোন সময় মাওকূফ হলেও তা 'আমালযোগ্য হতে পারে।

মাক্বতূ' (مَقْطُوْعٌ) : যে হাদীসের সানাদ কোন তাবি'ঈ পর্যন্ত পৌছেছে, তাকে মাক্বতূ' হাদীস বলা হয়।

তা'লীক্ব (تَعْلِيْقٌ) : কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদীসের পূর্ণ সানাদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীস বর্ণনা করেছেন, এরূপ করাকে তা'লীক্ব বলা হয়। কখনো কখনো তা'লীক্বরূপে বর্ণিত হাদীসকেও তা'লীক্ব বলে। ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সহীহ গ্রন্থে এরূপ বহু 'তা'লীক্ব' রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, বুখারীর সমস্ত তা'লীক্বেরই মুত্তাসিল সানাদ রয়েছে। অনেক সংকলনকারী এ সমস্ত তা'লীক্ব হাদীস মুত্তাসিল সানাদে বর্ণিত করেছেন।

মুদাল্লাস (مُدَلَّسٌ) : যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খের (উস্তাযের) নাম উল্লেখ না করে তাঁর উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের নিকট তা শুনেছেন অথচ তিনি তাঁর নিকট সে হাদীস শুনেননি– সে হাদীসকে মুদাল্লাস হাদীস এবং এরূপ করাকে 'তাদ্‌লীস, আর যিনি এরূপ করেন তাঁকে মুদাল্লিস বলা হয়। মুদাল্লিসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, যে পর্যন্ত না এ কথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তিনি একমাত্র সিক্বাহ্ রাবী থেকেই তাদ্‌লীস করেন অথবা তিনি আপন শায়খের নিকট শুনেছেন বলে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন।

মুযত্বারাব (مُضْطَرِبٌ) : যে হাদীসের রাবী হাদীসের মাতান বা সানাদকে বিভিন্ন প্রকারে বর্ণনা করেছেন সে হাদীসকে হাদীসে মুযত্বারাব বলা হয়। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত সম্পর্কে অপেক্ষা করতে হবে, অর্থাৎ- এ ধরনের রিওয়া-য়াতে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

মুদ্‌রাজ (مُدْرَجٌ) : যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে অনুপ্রবেশ করিয়েছেন, সে হাদীসকে মুদ্‌রাজ এবং এরূপ করাকে **'ইদ্‌রাজ'** বলা হয়। ইদ্‌রাজ হারাম।

মুত্তাসিল (مُتَّصِلٌ) : যে হাদীসের সানাদের ধারাবাহিকতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মুত্তাসিল হাদীস বলে।

মুন্‌ক্বতি' (مُنْقَطِعٌ) : যে হাদীসের সানাদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানে কোন স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুন্‌ক্বাতি' হাদীস, আর এ বাদ পড়াকে ইন্‌ক্বিতা' বলা হয়।

মুরসাল (مُرْسَلٌ) : যে হাদীসের সানাদের ইন্‌ক্বিতা' শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ– সহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তা-বি'ঈ সরাসরি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁকে মুরসাল হাদীস বলা হয়।

মুতা-বি' ও শা-হিদ (مُتَابِعٌ وَ شَاهِدٌ) : এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসকে প্রথম রাবীর হাদীসের মুতা-বি' বলা হয়। যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী, অর্থাৎ– সহাবী একই ব্যক্তি হন। আর এরূপ হওয়াকে মুতাবা'আত বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীস শাহিদ বলে। আর এরূপ হওয়াকে শাহাদাহ্ বলে। মুতাবা'আহ্ ও শাহাদাহ্ দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বৃদ্ধি পায়।

মু'আল্লাক্ব (مُعَلَّقٌ) : সানাদের ইন্‌ক্বিত্বা' প্রথম দিকে হলে, অর্থাৎ– সহাবার পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে তাকে মু'আল্লাক্ব হাদীস বলা হয়।

মা'রূফ ও মুন্‌কার (مَعْرُوْفٌ وَ مُنْكَرٌ) : কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন মকবুল (গ্রহণযোগ্য) রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে তাকে মুনকার বলা হয় এবং মাকবুল রাবীর হাদীসকে মা'রূফ বলা হয়। মুন্‌কার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

সহীহ (صَحِيْحٌ) : যে মুত্তাসিল হাদীসের সানাদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালাত ও যাব্‌তা-গুণসম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষ-ত্রুটিমুক্ত তাকে সহীহ হাদীস বলে।

সহীহ লিযা-তিহী (صَحِيْحٌ لِذَاتِهِ) : ন্যায়পরায়ণ, আয়ত্বশক্তি সম্পন্ন ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি থেকে অবিচ্ছিন্ন, শায ও গোপন দোষ-ত্রুটিমুক্ত সানাদে বর্ণিত হাদীসকে 'সহীহ লিযা-তিহী' বলা হয়, যা সর্বক্ষেত্রেই 'আমালযোগ্য।

সহীহ লিগয়রিহী (صَحِيْحٌ لِغَيْرِهٖ) : আসলে হাদীসটি হাসান, কিন্তু সানাদ সংখ্যা বেশী হওয়াতে শক্তিশালী হয়ে 'হাসান'-এর স্তর থেকে 'সহীহ'-এর স্তরে উন্নীত হয়। তবে 'সহীহ লিযা-তিহী' হতে পারে না, 'সহীহ লিগয়রিহী' হয়। হাদীসটি 'আমালযোগ্য দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে।

হাসান (حَسَنٌ) : যে হাদীসের কোন রাবীর যব্‌ত্ব বা আয়ত্ব গুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে তাঁকে হাসান হাদীস বলা হয়। ফিক্‌হবিদগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে শারী'আতের বিধান নির্ধারণ করেন।

হাসান লিযা-তিহী (حَسَنٌ لِذَاتِهِ) : যে হাদীসটির বর্ণনাকারীর আয়ত্বশক্তি স্বল্প, ন্যায়পরায়ণ, রাবী অবিচ্ছিন্ন, শায ও গোপন দোষ-ত্রুটিমুক্ত সানাদে বর্ণনা করেছেন তাকে 'হাসান লিযা-তিহী' বলে। 'হাসান লিযা-তিহী'-এর মধ্যে 'সহীহ'-এর সকল শর্তের সমাবেশ ঘটে। তবে ضَبْطٌ (যব্ত্ব)-এর ক্ষেত্রটা ভিন্ন, আর তা হলো : যব্ত্ব তথা আয়ত্বশক্তি, 'হাসান লিযা-তিহী'-এর কোন কোন রাবীর মধ্যে 'সহীহ লিযা-তিহী'-এর রাবীর চেয়ে কম থাকে। কিন্তু দলীল গ্রহণ ও 'আমাল ওয়াজিব করার ক্ষেত্রে 'সহীহ লিযা-তিহী'-এর মতই।

হাসান লিগয়রিহী (حَسَنٌ لِغَيْرِهِ) : কবূল স্থগিত হাদীসকে 'হাসান লিগয়রিহী' বলে। যেমন- مَسْتُوْر বা তার মতো লুক্কায়িত রাবীর রিওয়ায়াত। যাকে কোনভাবে কেউ চিনে না, অজ্ঞাত থাকে। তবে যখন তার মতো বা তার থেকে শক্তিশালী রাবী দ্বারা তার সমর্থন পাওয়া যায় তখন হাদীসটি কবূল বা 'আমালযোগ্য হয়। আসলে হাদীসটি য'ঈফ। কিন্তু বাহিরের সমর্থনে শক্তিশালী হওয়ার কারণে তার উপর হাসান আপতিত হয়েছে। সবসময় হাদীসটি 'আমালযোগ্য নয়।

হাসান সহীহ (حَسَنٌ صَحِيْحٌ) : একটি হাদীস দু'জন রাবী বর্ণনা করেছেন দুই সানাদে। এক সানাদে হাসান আর অপর সানাদে 'সহীহ'। এ ব্যাপারে আরো মতপার্থক্য বিদ্যমান। তবে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত হলো– কোন ক্ষেত্রে রাবীর মধ্যে দু'টো সিফাতের সম্ভাবনা সমানভাবে বিদ্যমান। কোন্‌টিকে কোন্‌টির উপর প্রাধান্য দেয়া যাচ্ছে না। এমন ক্ষেত্রে ইমাম উভয় সিফাতের রাবীকে সংযুক্ত করে বলেছেন 'হাসান সহীহ'। তখন এ হাদীসটি নিম্নস্তর হিসেবে বিবেচিত হবে সে হাদীস থেকে যাকে দৃঢ়তার সাথে সহীহ বলা হয়েছে। আর যদি হাদীসটি 'হাসান' তথা একক রাবী বিশিষ্ট না হয় তাহলে দু'টো বিশেষণ একত্রিত হওয়ার কারণে দু'টো সানাদ, যার একটি 'হাসান' এবং অপরটি 'সহীহ'। তখন এ হাদীসটি বেশী শক্তিশালী হবে ঐ হাদীস থেকে যার সাথে শুধু যুক্ত হয়েছে 'সহীহ'।

য'ঈফ (ضَعِيْفٌ) : যে হাদীসের রাবী কোন হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন তাকে য'ঈফ হাদীস বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসকে দুর্বল বলা হয়, অন্যথায় নাবী ﷺ-এর কোন কথাই য'ঈফ নয়।

খুবই দুর্বল (ضَعِيْفٌ جِدًّا) : সানাদে একাধিক দুর্বল রাবীর কারণে তা 'খুবই দুর্বল' হয়।

মাওযূ' (مَوْضُوْعٌ) : যে হাদীসের রাবী জীবনে একবার হলেও ইচ্ছাকৃতভাবে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা কথা রটনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

মাত্রূক (مَتْرُوْكٌ) : যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয় বরং সাধারণ কাজে-কর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তার বর্ণিত হাদীসকে মাত্রূক হাদীস বলা হয়। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিত্যাজ্য।

শা-য (شَاذٌ) : হাদীসের পরিভাষায় কোন দুর্বল রাবী যে বিশ্বস্ত রাবীর বিপরীতে বর্ণনা করেন এমন বর্ণনাকে 'শা-য' বলা হয়। তবে রিজালশাস্ত্রে কোন হাদীস বা রাবী সম্পর্কে যখন কোন মুহাদ্দিস বা ইমাম এই পরিভাষা ব্যবহার করেন তখন সেই হাদীস পরিত্যাজ্য বা 'আমালযোগ্য নয়, এমনটাই বুঝায়।

মুব্হাম (مُبْهَمٌ) : যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি, যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে– এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মুব্হাম হাদীস বলে। এ ব্যক্তি সহাবী না হলে তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়া-তির (مُتَوَاتِرٌ) : যে সহীহ্ হাদীস সানাদের প্রত্যেক স্তরে এত অধিক লোক রিওয়া-য়াত করেছেন যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব তাকে মুতাওয়া-তির হাদীস বলে। এ ধরনের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (عِلْمُ الْيَقِيْنِ) লাভ হয়।

খব্রে ওয়া-হিদ (خَبَرٌ وَاحِدٍ) : সানাদের প্রত্যেক স্তরে এক, দু' অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে খব্রে ওয়া-হিদ বা আখবারুল আহাদ বলা হয়। এ হাদীস তিন প্রকার :

> **মাশহূর (مَشْهُوْرٌ)** : যে হাদীস সানাদের প্রত্যেক স্তরে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে মাশহূর হাদীস বলা হয়।
>
> **'আযীয (عَزِيْزٌ)** : যে হাদীস সানাদের প্রত্যেক স্তরে অন্তত দু'জন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে 'আযীয বলা হয়।
>
> **গরীব (غَرِيْبٌ)** : যে হাদীস সানাদের কোন এক স্তরে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গরীব হাদীস বলা হয়।

হাদীসে কুদ্সী (حَدِيْثٌ قُدْسِيٌّ) : এ ধরনের হাদীসের মূলকথা সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত, যেমন আল্লাহ তাঁর নাবী ﷺ-কে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিব্রীল আলায়হিস্ সালাম-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন, মহানাবী ﷺ তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

মুত্তাফাক্ব 'আলায়হি (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : যে হাদীস একই সহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়ে গ্রহণ করেছেন, তাকে মুত্তাফাকুন 'আলায়হি হাদীস বলে।

'আদা-লাত (عَدَالَةٌ) : যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাক্বওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে তাকে 'আদা-লাত বলে। এখানে তাক্বওয়া বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কার্য থেকে বিরত থাকা, যেমন– হাট-বাজারে বা প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তা-ঘাটে প্রস্রাব-পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাও বুঝায়।

যব্ত্ব (ضَبْطٌ) : যে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে যব্ত্ব বলা হয়।

সিক্বাহ্ (ثِقَةٌ) : যে রাবীর মধ্যে 'আদা-লাত ও যব্ত্ব বা স্মৃতিশক্তি উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান, তাকে সিক্বাহ্ সা-বিত (ثَابِت) বা সাবাত (ثبة) বলা হয়।

সানাদ সহীহ্ (إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ) : যে হাদীসের সানাদে 'সহীহ্'-এর সকল শর্ত বিদ্যমান থাকে তখন সে সানাদের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ বলেন 'সানাদ সহীহ্'।

সানাদ য'ঈফ (إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ) : যে হাদীসের সানাদে কোন য'ঈফ রাবী বিদ্যমান থাকে তখন মুহাদ্দিসগণ সে সানাদের ব্যাপারে বলেন 'সানাদ য'ঈফ'।

মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ (চতুর্থ খণ্ড)-এর সূচীপত্র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْبُيُوْعِ

পর্ব-১২ : ক্রয়-বিক্রয় (ব্যবসা)

(١) بَابُ الْكَسْبِ وَطَلَبِ الْحَلَالِ

অধ্যায়-১ : উপার্জন করা এবং হালাল রুযী অবলম্বনের উপায় সন্ধান করা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٧٥٩ -[١] عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِيْ كَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৭৫৯-[১] মিক্বদাদ বিন মা'দীকারিব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কারো জন্য নিজের হাতের (কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে) উপার্জনের আহারের চেয়ে আর কোনো উত্তম আহার নেই (অর্থাৎ- কোনো ব্যক্তি কখনো উত্তম খাদ্য খায়নি হাতের উপার্জনের খাদ্যের চেয়ে)। আল্লাহর নাবী দাউদ আলায়হিস সালাম নিজের হাতের উপার্জনে আহার করতেন। (বুখারী)[১]

ব্যাখ্যা : (خَيْرًا) অর্থাৎ উত্তম খাদ্য। (مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ) স্বহস্তে উপার্জন। মুযহির বলেন, স্বহস্তে উপার্জনের অনেক উপকারিতা রয়েছে। তন্মধ্যে উপার্জনকারী কর্মে ব্যস্ত থাকার ফলে নিজেকে অন্যায় ও অনর্থক কাজ হতে বিরত রাখতে সক্ষম হয়। অন্যের নিকট হাত পাতার যিল্লতি থেকে রক্ষা পায় এবং অহংকার হতে মুক্তি পায়। তবে উপার্জনকারীকে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, কর্মই তার রিয্ক্বের ব্যবস্থাপক নয় বরং রিযক্বের ব্যবস্থাপক মহান রিয্ক্বদাতা আল্লাহ তা'আলা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ) নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার নাবী দাউদ আলায়হিস সালাম স্বহস্তে উপার্জন করে খেতেন। নাবূওয়াত আল্লাহ প্রদত্ত মহান মর্যাদা। এত সুমর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজে উপার্জন করে স্বীয় ব্যয় নির্বাহ করতেন। এ দ্বারা স্বহস্তে উপার্জনের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, স্বহস্তে উপার্জন সম্মানহানীর বিষয় নয় বরং তা সুমর্যাদার অধিষ্ঠিত নাবীদের সুন্নাত। (ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২০৭২)

---

[১] সহীহ : বুখারী ২০৭২, আহমাদ ১৭১৮১, সহীহ আল জামি' ৫৫৪৬, সহীহ আত্ তারগীব ১৬৮৫। আহমাদ-এর সানাদে বাক্বিয়্যাহ্ মুদাল্লিস রাবী থাকলেও তার মুতাবি' রয়েছে।

٢٧٦٠ - [٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَأَنَّ اللّٰهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ: ﴿يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا﴾ [سورة المؤمنون ٢٣: ٥١] وَقَالَ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [سورة البقرة ٢: ١٧٢] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ؟». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৭৬০-[২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা পুত-পবিত্র, তিনি পুত-পবিত্র জিনিসকেই গ্রহণ করেন। আল্লাহ তা'আলা যে কাজ করতে রসূলদের প্রতি নির্দেশ করেছেন তদ্রূপ এই একই কাজের নির্দেশ মু'মিনদেরকেও করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "হে রসূলগণ! পাক-পবিত্র হালাল রুযী খাও এবং নেক আ'মাল কর"– (সূরাহ্ আল মু'মিনূন ২৩ : ৫১)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন : "হে মু'মিনগণ! আমি তোমাদেরকে যা উপজীবিকা স্বরূপ দান করেছি সেই পাক-পবিত্র বস্তুসমূহ ভক্ষণ কর"– (সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ ২ : ১৭২)। অতঃপর তিনি (ﷺ) দৃষ্টান্ত হিসেবে এক ব্যক্তির অবস্থা উল্লেখ করে বলেন যে, এ ব্যক্তি দূর-দূরান্তের সফর করছে, তার মাথার চুল এলোমেলো, শরীর ধূলাবালুতে মাখা। এ অবস্থায় ঐ ব্যক্তি দু' হাত আকাশের দিকে উঠিয়ে কাতর কণ্ঠে বলে ডাকছে, হে রব্! হে রব্! কিন্তু তার খাবার হারাম, পানীয় হারাম, পরনের পোশাক হারাম। আর এ হারামই সে ভক্ষণ করে থাকে। তাই এমন ব্যক্তির দু'আ কিভাবে ক্ববূল হতে পারে? (মুসলিম)[২]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ) আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, অর্থাৎ তিনি সকল প্রকার দোষ-ত্রুটিমুক্ত।

(لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا) তিনি পবিত্র ছাড়া কিছু গ্রহণ করে না। আল্লাহর রাস্তায় যা কিছু দান করা হয় তা যদি পবিত্র না হয়, শারী'আতের দৃষ্টিতে হালাল না হয় এবং নিয়্যাতের মধ্যে অসৎ উদ্দেশ্য থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা ঐ দান গ্রহণ করেন না। 'আল্লামাহ্ ইমাম নাবাবী বলেন, অত্র হাদীসে হালাল উপার্জন থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং অসদোপায়ে উপার্জন করতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করা থেকে পরোক্ষভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

(শারহু মুসলিম ৭/৮ খণ্ড, হাঃ ১০১৫)

(يُطِيلُ السَّفَرَ) "দীর্ঘপথ ভ্রমণ করে" অর্থাৎ আল্লাহর পথে ভ্রমণ করে যেমন হাজ্জ, জিহাদ, আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের নিমিত্তে।

(أَشْعَثَ أَغْبَرَ) চুল এলোমেলো ও শরীর ধূলিমলিন করে। অর্থাৎ তার শরীরে ভ্রমণের ছাপ স্পষ্ট দেখা যায়।

(يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ : يَا رَبِّ! يَا رَبِّ!) আকাশপানে হাত তুলে ইয়া রব্, ইয়া রব্! বলে কান্নাকাটি করে। অর্থাৎ যে অবস্থায় আল্লাহর নিকট দু'আ করলে তিনি তা ক্ববূল করেন ঐ সকল অবস্থায়ই তার মধ্যে বিদ্যমান। এতদসত্ত্বেও তার দু'আ ক্ববূল হয় না, কারণ (مَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ) তার খাবার তার পানীয়, তার পোশাক সকল কিছুই হারাম উপায়ে অর্জিত।

---

[২] **সহীহ** : মুসলিম ১০১৫, তিরমিযী ২৯৮৯, আহমাদ ৮৩৪৮, দারিমী ২৭১৭, সহীহ আল জামি' ২৭৪৪, সহীহ আত্ তারগীব ১৭১৭।

(فَأَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ؟) অতএব কিভাবে তার দু'আ ক্ববূল করা হবে। এতে জানা গেল যে, দু'আ ক্ববূল হওয়ার পূর্ব শর্ত হলো হালাল উপায়ে অর্জিত খাবার খেতে হবে এবং হালাল উপায়ে অর্জিত পোশাক পরিধান করতে হবে। তাহলেই আল্লাহর কাছে দু'আ গৃহীত হবে নচেৎ নয়। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٧٦١ ـ [٣] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৭৬১-[৩] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষের সামনে এমন একটি যুগ আসবে, যখন কেউ কি উপায়ে ধন-সম্পদ উপার্জন করলো, হারাম না হালাল উপায়ে– এ ব্যাপারে কেউ কোনো প্রকার পরোয়া করবে না। (বুখারী)[৩]

ব্যাখ্যা : (مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ) "ঐ যুগের লোক এটা ভ্রুক্ষেপ করবে না সে কি হালাল মাল গ্রহণ করল নাকি হারাম মাল গ্রহণ করল।" অর্থাৎ তার উপার্জন হালাল পন্থায় হলো নাকি হারাম পন্থায় হলো মোটেই তা পরোয়া করবে না। ইবনুত্ তীন বলেন : নাবী ﷺ এ বাক্য দ্বারা মালের ফিত্নাহ্ সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন : এমন একটা সময় আসবে যখন মানুষের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে সম্পদ অর্জন করা। কিন্তু এ অর্জন হারাম পন্থায় হলো নাকি হারাম পন্থায় হলো তা সে পরোয়া করবে না। তার নিকট হালাল হারামের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়টাই তার নিকট সমান। নাবী ﷺ এই পার্থক্য না করাকেই তিরস্কার করেছেন। নচেৎ হালাল পন্থায় সম্পদ উপার্জন করা দোষণীয় বিষয় নয়, বরং তা কাম্য।
(ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২০৫৯)

٢٧٦٢ ـ [٤] وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهٖ وَعِرْضِهٖ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِيْ يَرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهٗ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৭৬২-[৪] নু'মান ইবনু বাশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। আর এ উভয়ের মধ্যে এমন অনেক সন্দেহভাজন বিষয় বা বস্তু আছে, যে ব্যাপারে অনেক মানুষই এগুলো হালাল, কি হারাম– এ বিষয়ে অবগত নয়। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় হতে বিরত থাকবে, তার দীন ও মান-মর্যাদা পুত-পবিত্র থাকবে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহে পতিত থাকবে, সে সহসাই হারামে জড়িয়ে পড়বে। বিষয়টি সেই রাখালের ন্যায়, যে রাখাল তার পশুপালকে নিষিদ্ধ এলাকার সীমার কাছাকাছি নিয়ে চরালো, তার পাল অজান্তেই নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। সাবধান! প্রত্যেক দায়িত্বশীলেরই (প্রশাসন বা সরকারেরই) চারণভূমি (নিষিদ্ধ এলাকা) আছে, আর আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধ চারণভূমি হারামসমূহকে নির্ধারিত করেছেন। মনে রাখতে হবে, মানব দেহের ভিতরে

---

[৩] সহীহ : বুখারী ২০৫৯, নাসায়ী ৪৪৫৪, সহীহ আল জামি' ৮০০৩, সহীহ আত্ তারগীব ১৭২২।

একটি গোশ্‌তপিণ্ড আছে, যা ভালো থাকলে গোটা শরীরই ভালো থাকে। আর এটি নষ্ট হয়ে গেলে বা বিকৃতি ঘটলে সমস্ত শরীরটাই নষ্ট হয়ে যায়। সেই গোশ্‌তপিণ্ডটিই হলো 'ক্বল্‌ব' (অন্তঃকরণ)। (বুখারী, মুসলিম)[৪]

ব্যাখ্যা : (اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ) "হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট"– এ দুইয়ের মাঝে কিছু বস্তু আছে অস্পষ্ট।

'আল্লামাহ্ নাবাবী বলেন : বস্তু তিন প্রকার– (১) সুস্পষ্ট হালাল। যার হালাল হওয়া বিষয়টি গোপনীয় নয়। যেমন- রুটি, ফলমূল, তৈল, মধু, ঘি, দুধ, হালাল প্রাণীর গোশত ও তার ডিম– এরূপ খাবার জাতীয় বস্তু। অনুরূপভাবে কথাবার্তা বলা, চলাফেরা করা ইত্যাদি যা হালাল হওয়া সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই।

(২) সুস্পষ্ট হারাম। যেমন- মাদকদ্রব্য, শুকর, মৃত পশুর গোশ্‌ত, পেশাব, প্রবাহিত রক্ত। অনুরূপ যিনা করা, মিথ্যা বলা, পরনিন্দা করা এবং বিয়ে করা হারাম নয় এমন মহিলার দিকে তাকানো।

(৩) সন্দেহযুক্ত বস্তু। অর্থাৎ এমন বিষয় যার হালাল হওয়াটা সুস্পষ্ট নয় এবং হারাম হওয়ায় সুস্পষ্ট নয়: এজন্য এর বিধান অনেক মানুষেই জানে না। তবে ধর্মীয় বিধান সম্পর্কে যারা বিশেষ জ্ঞান রাখে তারা ইজতিহাদের মাধ্যমে শারী'আতের দলীলের ভিত্তিতে বস্তুগুলোকে হালাল অথবা হারামের সাথে সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়। তবে ইজতিহাদ করার পরও যদি তার বিধান সুস্পষ্ট না হয় তাহলে সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন স্বরূপ তা পরিত্যাগ করাই আল্লাহ ভীতির দাবী এবং তা নাবী ﷺ-এর এ বাণীর অন্তর্ভুক্ত।

(فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهٖ وَعِرْضِهٖ) "যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয় পরিত্যাগ করল সে তার দীন ও মর্যাদাকে রক্ষা করল।" অর্থাৎ শারী'আতের তিরস্কার থেকে সে তার দীনকে রক্ষা করল এবং মানুষের সমালোচনা থেকে স্বীয় মর্যাদাকে সংরক্ষণ করল। (শারহু মুসলিম ১১/১২ খণ্ড, হাঃ ১৫৯৯)

(مَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ) "যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়ে পতিত হলো সে হারামের মধ্যে নিপতিত হলো। যেহেতু সন্দেহযুক্ত বস্তু হালালও হতে পারে, আবার হারামও হতে পারে। তাই হারামে নিপতিত হওয়া থেকে মুক্ত নয়। এটা সেই নিষিদ্ধ এলাকার সাথে তুলনীয় সরকার যে এলাকাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে। এখন কেউ যদি নিষিদ্ধ এলাকার সীমানার নিকট দিয়ে ঘুরাফেরা করে তাহলে যে কোনো মুহূর্তে নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে যেতে পারে, তেমনিভাবে যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বস্তু হতে দূরে না থাকে তাহলে যে কোনো মুহূর্তে হারামে নিপতিত হতে পারে। তাই সন্দেহযুক্ত বস্তু হতে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়।

٢٧٦٣-[٥] وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

২৭৬৩-[৫] রাফি' বিন খদীজ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুকুর বিক্রয়লব্ধ মূল্য ঘৃণিত বস্তু, যিনা-ব্যভিচারের বিনিময়ও ঘৃণিত, শিঙ্গা লাগানোর (রক্তমোক্ষণের) ব্যবসা ঘৃণিত। (মুসলিম)[৫]

---

[৪] **সহীহ** : বুখারী ৫২, মুসলিম ১৫৯৯, তিরমিযী ১২০৫, আবূ দাউদ ৩৩৩০, আহমাদ ১৮৩৭৪, দারিমী ২৫৭৩, সহীহ আত্ তারগীব ১৭৩১।

[৫] **সহীহ** : মুসলিম ১৫৬৮, আবূ দাউদ ৩৪২১, তিরমিযী ১২৭৫, আহমাদ ১৫৮২৭, দারিমী ২৬৬৩, সহীহ আল জামি' ৩০৭৭, সহীহাহ্ ৩৬২২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫১৫২।

ব্যাখ্যা : (ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ) "কুকুরের মূল্য ঘৃণ্য বা হারাম" শুধুমাত্র خَبِيثٌ শব্দ দ্বারা কোনো কিছু হারাম হওয়া বুঝায় না। কেননা এ হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, (كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ) "রক্তমোক্ষণের উপার্জন ঘৃণ্য।" অথচ সর্বসম্মতিক্রমে তা হলো হালাল। কুকুরের মূল্য হারাম হওয়ার দলীল পরবর্তী ২৭৬৪ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

(مَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ) "যিনার উপার্জন ঘৃণ্য"। অর্থাৎ হারাম এ বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ সর্বসম্মতিক্রমে তা হারাম। কেননা যিনাকারিণী তা যিনার বিনিময় হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। আর যিনা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। আর যে কাজ করা হারাম তার বিনিময় গ্রহণ করাও হারাম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٧٦٤ -[٦] وَعَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৭৬৪-[৬] আবূ মাস্‘ঊদ আল আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কুকুর বিক্রয় মূল্য, যিনা-ব্যভিচারের বিনিময় হতে ও গণকের গণনার মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

(বুখারী, মুসলিম)[৬]

ব্যাখ্যা : (نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) কুকুরের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। ‘আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন : অধিকাংশ ‘আলিমদের মতে কুকুর বিক্রয় করা বিশুদ্ধ নয়। ইমাম নাবাবী বলেন : কুকুর বিক্রয় করা হারাম। তা বিক্রয় করা বিশুদ্ধ নয়, তার মূল্য হালাল নয়। কুকুর প্রশিক্ষিত অথবা অপ্রশিক্ষিত হোক, তা পালন করা বৈধ হোক অথবা না হোক, তা হত্যাকারীর ওপর কোনো জরিমানা নেই। অধিকাংশ ‘আলিমদের অভিমত এটাই। তন্মধ্যে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ), হাসান বাসরী (রাঃ), রবী‘আহ্, আওযা‘ঈ, হাকাম, হাম্মাদ, শাফি‘ঈ, আহমাদ, দাঊদ, ইবনুল মুনযির প্রমুখ ‘আলিমগণ।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেন : যে সকল কুকুর দ্বারা উপকার গ্রহণ করা বৈধ তা বিক্রয় করা বিশুদ্ধ। তা হত্যাকারীর ওপর জরিমানা ওয়াজিব। ইবনুল মুনযির (রহঃ), জাবির (রাঃ), ‘আত্বা, নাখ‘ঈ প্রমুখ ‘আলিমগণ হতে তা বিক্রয় করা বৈধ হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। ইমাম মালিক (রহঃ) হতে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনা মতে, তা বিক্রয় করা বৈধ না বটে, তবে তা হত্যাকারীর ওপর জরিমানা প্রযোজ্য। ২য় বর্ণনা মতে, তা বিক্রয় করা বিশুদ্ধ এবং হত্যাকারীর ওপর জরিমানা ওয়াজিব। ৩য় বর্ণনা মতে, তা বিক্রয় করা বিশুদ্ধ নয় এবং তা হত্যাকারীর ওপর কোনো জরিমানা নেই। (শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৫৬৭)

(حُلْوَانِ الْكَاهِنِ) "গণকের উপার্জন"। গণকের উপার্জনকে حُلْوَانِ এজন্য বলা হয় যে, তা বিনা পরিশ্রমে সহজেই উপার্জন হয়। মূলত গণক মিথ্যা কথা দ্বারা মানুষকে ধোঁকা দেয় আর তা হারাম বিধায় গণকের উপার্জন হারাম।

٢٧٦٥ -[٧] وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ أٰكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهٗ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৭৬৫-[৭] আবূ জুহায়ফাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) রক্তমোক্ষণ কাজের বিনিময়, কুকুর বিক্রয় মূল্য ও যিনা-ব্যভিচারের বিনিময় মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি (সাঃ) লা‘নাত

[৬] সহীহ : বুখারী ২২৩৭, মুসলিম ১৫৬৭, আবূ দাঊদ ৩৪২৮, নাসায়ী ৪৬৬৬, তিরমিযী ১১৩৩, ইবনু মাজাহ ২১৫৯, আহমাদ ১৭০৭০, দারিমী ২৬৬১০, ইরওয়া ১২৯১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫১৫৭।

Contents

(অভিসম্পাত) করেছেন সুদগ্রহীতা ও সুদদাতার প্রতি। তিনি (ﷺ) আরো লা'নাত করেছেন ওই ব্যক্তির প্রতি যে দেহের কোনো অংশে নাম বা চিত্রাঙ্কন করে ও করায়। তাছাড়াও তিনি (ﷺ) ছবি অঙ্কনকারীর প্রতিও লা'নাত করেছেন। (বুখারী)[৭]

ব্যাখ্যা : (نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ) রক্তের মূল্য নিতে নাবী ﷺ নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ রক্ত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। কেননা প্রবাহিত রক্ত নাপাক। তাই তার মূল্য গ্রহণ করা হারাম। কারো কারো মতে, রক্তের মূল্য বলতে রক্তমোক্ষণের বিনিময় উদ্দেশ্য।

(لَعَنَ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهٗ) "সুদগ্রহীতা সুদদাতা উভয়ের প্রতি নাবী ﷺ লা'নাত করেছেন। কোনো কাজের প্রতি লা'নাত করা উক্ত কাজ হারাম হওয়ার দলীল। অর্থাৎ সুদ দেয়া ও সুদ নেয়া উভয়টিই হারাম।

(الْوَاشِمَةَ) "উল্কি অঙ্কনকারিণী"। অর্থাৎ শরীরে সুঁই গেঁথে ছিদ্র করে তার মধ্যে সুরমা অথবা নীল প্রয়োগ করে শরীরের কোনো অংশকে সবুজ অথবা নীল রঙে রূপান্তর করা। মূর্খ ও কাফিরগণ এ কাজ করে থাকে। আর এতে সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন আনা হয়। আর সৃষ্টির পরিবর্তন আনয়ন করা হারাম। তাই উল্কি আঁকা হারাম এবং এ কাজ করানোও হারাম। তাই যে এ কাজ করে এবং করায় উভয়ের প্রতিই লা'নাত।

(الْمُصَوِّرَ) "ছবি অঙ্কনকারী" এর দ্বারা প্রাণীর প্রতিকৃতি নির্মাণ বা তার ছবি অঙ্কন করা। কেননা যে সমস্ত মূর্তির পূজা হয় তা প্রাণীর আকৃতিতে গঠিত। তাই আল্লাহ তা'আলা প্রাণীর প্রতিকৃতি বা তার ছবি বানানো হারাম করেছেন। আর এ কর্ম সম্পাদনকারীর প্রতি লা'নাত। পক্ষান্তরে বৃক্ষ ও তরুলতার ছবি অঙ্কন করা হারাম নয়। কেননা এগুলোর ছবি বানিয়ে পূজা করা হয় না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٧٦٦ ـ[٨] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ». فَقِيلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّهٗ تُطْلٰى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لَا هُوَ حَرَامٌ». ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذٰلِكَ: «قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ إِنَّ اللّٰهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا أَجْمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَأَكَلُوْا ثَمَنَهٗ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৭৬৬-[৮] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন মাক্কাহ্ বিজয়ের বৎসর, সেখানে অবস্থানকালে আল্লাহ ও তাঁর রসূল মদ বিক্রি, মৃতজীব বিক্রি, শূকর বিক্রি, কোনো প্রকার মূর্তি বিক্রি হারাম করে দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! মৃত জীবের চর্বি নৌকায় (বিভিন্ন চামড়াজাত দ্রব্যে) লাগানো হয় এবং লোকেরা তা দিয়ে বাতি জ্বালিয়ে থাকে, তা বিক্রি করা সম্পর্কে আপনার সিদ্ধান্ত কি? উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, তা-ও বিক্রি করা যাবে না, এটাও হারাম। অতঃপর এর সাথে তিনি (ﷺ) এ কথাও বললেন, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদী জাতিকে ধ্বংস করুন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য যখন (হালাল যাবাহকৃত জীবেরও) চর্বি হারাম করলেন, তখন তারা (অবাধ্য হয়ে কৌশল অবলম্বন করে) তা গলিয়ে বিক্রি করতে লাগলো ও এর মূল্য ভোগ করতে থাকলো।

(বুখারী, মুসলিম)[৮]

---

[৭] **সহীহ :** বুখারী ৫৯৬২, আহমাদ ১৮৭৬৮।

[৮] **সহীহ :** বুখারী ২২৩৬, মুসলিম ১৫৮১, আবূ দাউদ ৩৪৮৬, নাসায়ী ৪২৫৬, তিরমিযী ১২৯৭, ইবনু মাজাহ ২১৬৭, আহমাদ ১৪৪৯৫, ইরওয়া ১২৯০।

ব্যাখ্যা : (إِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ) "আল্লাহ ও তাঁর রসূল হারাম করেছেন মদ, মৃত পশু, শুকর ও মূর্তি বিক্রয় করা।" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে উল্লিখিত বস্তুসমূহ হারাম করেছেন এবং তা ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম করেছেন। আর আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর হাদীসসমূহে উক্ত বস্তুগুলোর ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন : অত্র হাদীসে আল্লাহর উল্লেখের পরে তাঁর রসূলের উল্লেখ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা তা হারাম করেছেন এবং আল্লাহর পক্ষ হতে রসূল ﷺ মানুষের মাঝে এর ঘোষণা দিয়েছেন। কেননা রসূল ﷺ হলেন পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি।

(أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟) "মৃত পশুর চর্বি" সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? অর্থাৎ এর হুকুম কি? তা ব্যবহার করা বা তা বিক্রয় করা কি বৈধ? কেননা লোকজন বিভিন্ন কাজে তা ব্যবহার করে থাকে। যেমন নৌকা প্রলেপ দেয়া, চামড়া পাকা করা এবং জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। অতএব তা দ্বারা এ কাজ করা কি বৈধ? নাবী ﷺ বললেন : «لَا هُوَ حَرَامٌ» না, তা ব্যবহার করা বৈধ নয়, বরং তা ব্যবহার করা হারাম, অথবা তা বিক্রয় করা অবৈধ।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : «لَا هُوَ حَرَامٌ» এর অর্থ হলো তোমরা তা বিক্রয় করবে না। কেননা তা বিক্রয় করা হারাম। ইমাম শাফি'ঈ ও তাঁর সহচরদের মতে মৃত পশুর চর্বি বিক্রয় করা হারাম। তা ব্যবহার করা বৈধ নয়। 'আত্বা ইবনু আবূ রবাহ এবং মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তৃবারী (রহঃ)-এর অভিমতও তাই। অধিকাংশ 'আলিমদের মতে মৃত পশুর পাকা চামড়া ব্যতীত আর কোনো কিছুই ব্যবহার করা বৈধ নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

হাদীসের শিক্ষা : (১) যা খাওয়া হারাম তা ব্যবহার করাও হারাম। তবে শারী'আত যেক্ষেত্রে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে, সেক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা বৈধ। যেমন- যে পশু খাওয়া বৈধ তা মারা গেলে তার চামড়া পাকা করে তা ব্যবহার করা বৈধ যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (২) যা খাওয়া হারাম তা বিক্রয় করাও হারাম। এমনকি তা রূপান্তর করে বিক্রয় করাও হারাম।

٢٧٦٧ - [٩] وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَجَمَلُوْهَا فَبَاعُوْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৭৬৭-[৯] 'উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদী জাতিকে ধ্বংস করুন; (হালাল জীবেরও) চর্বি তাদের জন্য হারাম করা হয়েছিল। কিন্তু তারা ঐরূপ জাতীয় চর্বি গলিয়ে তা বিক্রি করেছে। (বুখারী, মুসলিম)[১]

ব্যাখ্যা : (فَجَمَلُوْهَا فَبَاعُوْهَا) "তা আগুনের দ্বারা জ্বাল দিয়ে গলিয়ে বিক্রয় করত।"

(شُحُوْمُ) চর্বি, আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর চর্বি হারাম করেছিলেন। ফলে তারা তা আগুনে শেক দিয়ে ودك, গলিত চর্বিতে রূপান্তর করত, এজন্য রসূল ﷺ তদের জন্য বদ্দু'আ করেছেন। কেননা হারাম বস্তুকে তারা হালাল করার জন্য হিলার আশ্রয় নিয়েছিল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٧٦٨ - [١٠] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[১] সহীহ : বুখারী ২২২৩, মুসলিম ১৫৮২, নাসায়ী ৪২৫৭, ইবনু মাজাহ ৩৩৮৩, দারিমী ২১৫০, আহমাদ ১৭০।

২৭৬৮-[১০] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ (সাঃ) কুকুর বিক্রির মূল্য ও বিড়াল বিক্রয়ের মূল্য (গ্রহণ করতে) নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)[১০]

ব্যাখ্যা : (نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ) নাবী (সাঃ) কুকুর ও বিড়ালের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। কুকুরের মূল্য সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা হয়েছে।

"বিড়ালের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে বিড়াল দ্বারা কোনো উপকার হয় না অথবা এ নিষেধাজ্ঞা দ্বারা উদ্দেশ্য তার মূল্য গ্রহণ করা মাকরূহ। কেননা বিড়াল পবিত্র, তা নাপাক নয় যা অন্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে তা বিক্রয় করে তার মূল্য গ্রহণ করা এজন্য অপছন্দ করেছেন যাতে লোকেরা তা দান করতে অথবা ধার দিতে অভ্যস্ত হয়। অতএব যে বিড়াল দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় তা যদি কেউ বিক্রয় করে তবে তা বৈধ এবং তার মূল্য হালাল। এটাই অধিকাংশ 'আলিমদের অভিমত। তবে ইবনুল মুনযির, আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ), তাউস ও মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তা বিক্রয় করা বৈধ নয় এবং তারা এ হাদীসটি দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

জুমহূর 'আলিমগণ এর জবাবে বলেছেন যে, হাদীসে এর দ্বারা হারাম উদ্দেশ্য নয়, বরং মাকরূহ উদ্দেশ্য এবং সেই বিড়াল বিক্রয় করা নিষেধ যার দ্বারা কোনো উপকার হয় না।

٢٧٦٩ـ[١١] وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: حَجَمَ أَبُوْ طَيْبَةَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ لَهٗ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهٗ أَنْ يُخَفِّفُوْا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهٖ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৭৬৯-[১১] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তৃয়বাহ্ নামের এক লোক রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন (রক্তমোক্ষণ করেছিলেন)। তিনি (সাঃ) (এর বিনিময়ে) তাকে এক সা' খুরমা দেবার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং তার মালিকপক্ষকে আদেশ করলেন, তার ওপর ধার্যকৃত উপার্জনের পরিমাণ কমিয়ে দিতে। (বুখারী, মুসলিম)[১১]

ব্যাখ্যা : (فَأَمَرَ لَهٗ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ) শিঙ্গা লাগানের বিনিময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবূ তৃয়বাহ্-কে এক সা' খেজুর দেয়ার নির্দেশ দিলেন। হাদীসের এ অংশ প্রমাণ করে যে, শিঙ্গা লাগিয়ে উপার্জন করা বৈধ। কেননা তা যদি বৈধ না হয়ে হারাম হত, তাহলে নাবী (সাঃ) তাকে বিনিময় দেয়ার নির্দেশ দিতেন না।

* এক সা' : প্রায় আড়াই কেজি বা সামান্য কম। আর লুগাহ্ ৪৮৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে, সাড়ে তিন সেরের সমান।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٧٧٠ـ[١٢] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ. وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيِّ: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهٖ وَإِنَّ وَلَدَهٗ مِنْ كَسْبِهٖ»

---

[১০] সহীহ : মুসলিম ১৫৬৯, নাসায়ী ৪৬৬৮, আহমাদ ১৫১৪৮, ইবনু মাজাহ ২১৬১, সহীহাহ্ ২৯৭১। তবে আহমাদ ও ইবনু মাজাহ এর সানাদটি রাবী ইবনু লাহ্ইয়া থাকায় দুর্বল। আর নাসায়ী «كلب صيد» বর্ধিত অংশটিকে মুনকার বলেছেন।

[১১] সহীহ : বুখারী ২১০২, মুসলিম ১৫, আবূ দাউদ ৩৪২৪, তিরমিযী ১২৭৮, আহমাদ ১২৮৮৩।

২৭৭০-[১২] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন : নিজের উপার্জনের আহার সর্বোত্তম আহার। তোমাদের সন্তানদের উর্পাজনও তোমাদের উপার্জনের মধ্যে গণ্য।

(তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ্)[১২]

আর আবূ দাউদ ও দারিমী-এর এক রিওয়ায়াতে এ মর্মই ভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে (অর্থাৎ মানুষের নিজের উপার্জনই শ্রেষ্ঠ আহার, আর তার সন্তান-সন্ততি তার উপার্জনের মধ্যে গণ্য)।

ব্যাখ্যা : (إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ) "তোমরা যা ভক্ষণ কর, তন্মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট খাবার হচ্ছে তোমাদের উপার্জন"। অর্থাৎ শিল্প, ব্যবসা অথবা কৃষিকার্যের মাধ্যমে তোমরা যা উপার্জন কর, তাই তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট খাবার।

(وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ) "তোমাদের সন্তানও তোমাদের উপার্জন।" কেননা ব্যক্তির সন্তান তারই অংশ। অতএব সন্তানের উপার্জন স্বীয় উপার্জনেরই অংশবিশেষ। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ) "তুমি ও তোমার মাল তোমার পিতার"। ইবনু রুসলান বলেন : لِأَبِيكَ শব্দের মধ্যে لام বর্ণনাটি বৈধতা বুঝানোর জন্য, মালিকানা বুঝানোর জন্য নয়। কেননা সন্তানের মালের মালিক সন্তান নিজেই এবং এ মালের যাকাতও সন্তানের ওপর। আর সন্তান মারা গেলে পিতা সন্তানের মালের উত্তরাধিকার হয়। অতএব এ থেকে বুঝা গেল যে, প্রয়োজন অনুসারে পিতা সন্তানের মাল থেকে তার অনুমতি ব্যতীতই ব্যবহার করতে পারবে– এটা তার জন্য বৈধ। কিন্তু তাই বলে পিতা সন্তানের মালের মালিক নয়।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৩৫৮)

٢٧٧١ - [١٣] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهٖ إِلَّا كَانَ زَادَهٗ إِلَى النَّارِ. إِنَّ اللهَ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ وَلٰكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَكَذَا فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

২৭৭১-[১৩] 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : কোনো বান্দা হারাম পথে উপার্জিত অর্থ-সম্পদ দান-সদাক্বাহ্ করলে তা কবূল করা হবে না এবং (ঐ অর্থ-সম্পদ) নিজের কাজে ব্যবহার করলেও তাতে বারাকাত হবে না। আর ঐ অর্থ-সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেলে তা তার জন্য জাহান্নামের পুঁজি হবে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মন্দের দ্বারা মন্দ মিটিয়ে দেন না, তবে সৎকাজ দ্বারা মন্দকাজ নির্মূল করেন। কেননা অবশ্যই মন্দ মন্দকে মিটাতে পারে না।

(আহমাদ ও শারহুস্ সুন্নাহ্)[১৩]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ اللهَ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ) "আল্লাহ তা'আলা খারাপ দ্বারা খারাপ দূর করেন না।" অর্থাৎ হারাম পন্থায় অর্জিত সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করা আরেকটি খারাপ কাজ। আর খারাপ কাজ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তার হারাম উপায়ে সম্পদ অর্জনের অপরাধ ক্ষমা করেন না।

---

[১২] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩৫২৮, নাসায়ী ৪৪৪৯, তিরমিযী ১৩৫৮, ইবনু মাজাহ ২২৯০, আহমাদ ২৫২৯৬, ইরওয়া ১৬২৬, সহীহ আল জামি' ১৫৬৬।

[১৩] **য'ঈফ :** আহমাদ ৩৬৭২, শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৯৩০। কারণ এর সানাদে আস্ সাব্বাহ বিন মুহাম্মাদ একজন দুর্বল রাবী। তবে মুসতাদরাক হাকিমে এর একটি দুর্বল শাহিদ বর্ণনা রয়েছে।

(وَلٰكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ) "বরং সৎকার্য দ্বারা অসৎকার্য দূরীভূত করেন।" অর্থাৎ হালাল উপায়ে অর্জিত সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বান্দার অপরাধ ক্ষমা করেন। হাদীসের এ অংশটুকু আল্লাহ তা'আলার বাণী : ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ "অবশ্যই সৎকর্ম অসৎকর্মকে বিদূরিত করে"– (সূরাহ্ হূদ ১১ : ১১৪) এর দিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

(إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ) "অবশ্যই নাপাক নাপাকীকে বিদূরিত করে না।" বরং পবিত্র অপবিত্রতাকে বিদূরিত করে।

হাদীসের শিক্ষা : হারাম উপায়ে অর্জিত মাল আল্লাহর পথে ব্যয় করলে তা ক্বূল হয় না। বরং হারাম উপায়ে অর্জিত মাল আল্লাহর পথে ব্যয় করে সাওয়াব অর্জনের আশা করা কুফ্‌রী। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٧٧٢ - [١٤] (صحيح لغيره) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلٰى بِهٖ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ

২৭৭২-[১৪] জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে দেহের গোশ্‌ত হারাম উপার্জনে গঠিত, তা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। হারাম ধন-সম্পদে গঠিত ও লালিত পালিত দেহের জন্য জাহান্নামই উপযোগী। (আহমাদ, দারিমী, বায়হাক্বী– শু'আবুল ঈমান)[১৪]

ব্যাখ্যা : (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ) "হারাম মাল ভক্ষণ করে শরীরে যে গোশত গজিয়েছে তা জান্নাতে যাবে না।" অর্থাৎ হারাম ভক্ষণকারী ব্যক্তি প্রথমবারেই জান্নাতে প্রবেশ করবে না। বরং হারাম ভক্ষণ করার শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে যেতে পারবে। তবে যদি তাওবাহ্ করে অথবা তাওবাহ্ ব্যতীতই গুনাহ ক্ষমা করা হয় অথবা কারো সুপারিশ মঞ্জুর করা, তবে তা ভিন্ন কথা। আর যদি হারামকে হারাম মনে না করে তা হালাল মনে করে যেমন সুদকে হারাম মনে না করে তা হালাল মনে করে, তাহলে সে কক্ষনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কেননা তা কুফ্‌রী। আর কাফির চির জাহান্নামী। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٧٧٣ - [١٥] وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلٰى مَا لَا يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَى الدَّارِمِيُّ الْفَصْلَ الْأَوَّلَ

২৭৭৩-[১৫] হাসান ইবনু 'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীটি মুখস্থ করে রেখেছি যে, যে কাজে মনে সন্দেহ-সংশয়ের উদ্রেক করে, সে কাজ পরিহার করে সংশয়-সন্দেহহীন কাজ করো। সত্য ও ন্যায়ের মধ্যে প্রশান্তি আছে, আর মিথ্যা ও অন্যায়ের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। (আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী; আর দারিমী'র প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে)[১৫]

---

[১৪] হাসান : আহমাদ ১৪৪১, শু'আবুল ঈমান ৮৯৭২, দারিমী ২৭৭৯।

[১৫] **সহীহ** : নাসায়ী ৫৭১১, তিরমিযী ২৫১৮, আহমাদ ১৭২৭, দারিমী ২৫৭৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৩৪৮, সহীহ আত্ তারগীব ১৭৩৭।

ব্যাখ্যা : (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلٰى مَا لَا يَرِيبُكَ) "যাতে তোমার সন্দেহ হয় তা ছেড়ে দিয়ে যাতে সন্দেহ নেই তাই কর।" 'আল্লামাহ্ তূরিবিশ্তী বলেন : যে কথা অথবা কাজে তোমার সন্দেহ হয় যে, এটা কি নিষিদ্ধ নাকি নিষিদ্ধ নয়, অথবা এটা কি সুন্নাত নাকি বিদ্'আত এ রকম সন্দেহ সৃষ্টি হলে তুমি সেই কথা বা কাজ ছেড়ে দিয়ে এমন কথা বল বা এমন কাজ কর যে কথা বা কাজ হালাল হওয়া সুনিশ্চিত যাতে কোনো সন্দেহ নেই। মোট কথা হচ্ছে বান্দা তার কর্মের ব্যাপারে সন্দেহ বশবর্তী হয়ে কোনো কাজ করবে না। সুনিশ্চিত ইয়াক্বীনের ভিত্তিতে কাজ করবে। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৫১৮)

٢٧٧٤ - [١٦] (حسن لغيره) وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «يَا وَابِصَةُ جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ فَضَرَبَ صَدْرَهُ وَقَالَ: «اسْتَفْتِ نَفْسَكَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ» ثَلَاثًا «الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ

২৭৭৪-[১৬] ওয়াবিসাহ্ ইবনু মা'বাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার উদ্দেশে বললেন, হে ওয়াবিসাহ্! তুমি তো আমাকে ভালো ও মন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে এসেছো। আমি উত্তরে বললাম, জি হ্যাঁ (হে আল্লাহর রসূল!)। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি (ﷺ) তাঁর নিজ আঙ্গুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ করে আমার সিনার উপর রেখে বললেন, তুমি তোমার অন্তরকে জিজ্ঞেস কর– এ কথাগুলো তিনি (ﷺ) তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, যে কাজে অন্তর স্থির থাকবে, যে কাজে অন্তর খুশী ও দ্বিধামুক্ত হয়, তাই ভালো কাজ। আর যে কাজে অন্তরে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব লাগবে, অন্তরে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হবে, তাই মন্দ বা পাপ কাজ। যদিও জনগণ তাতে তোমাকে সমর্থন করে। (আহমাদ, দারিমী)[১৬]

ব্যাখ্যা : (الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ) "সৎকাজ যাতে মনে ও অন্তরে প্রশান্তি আসে"। 'আল্লামাহ্ ক্বাযী (রহঃ) বলেন : কোনো ব্যক্তির নিকট যখন কোনো বিষয় অস্পষ্ট হয় ও মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে এবং সে বুঝতে পারে না কোনটি ঠিক আর কোনটি বেঠিক তাহলে সে নিজেই যদি মুজতাহিদ হয় তাহলে সে বিষয়ে গভীর মনোযোগের সাথে চিন্তা-ভাবনা করবে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য। আর যদি নিজে মুজতাহিদ না হয়, তাহলে মুজতাহিদ ব্যক্তির নিকট থেকে জেনে নিবে। অতঃপর তার হৃদয় মন যা নিশ্চিন্তে গ্রহণ করতে চায় তা গ্রহণ করবে। আর যদি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে না পারে তাহলে তা পরিত্যাগ করবে। আর যাতে কোনো সন্দেহ নেই সে বিষয়ের উপর 'আমাল করবে।

(وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ) "আর তাই গুনাহ যা তোমার মন গুনাহ বলে সন্দেহ করে।" 'আল্লামাহ্ জামাখশারী বলেন : যা তোমার মনে গুনাহ বলে দাগ কাটে বা তোমার চিন্তায় আসে যে, তা গুনাহের কাজ তবে তা গুনাহ।

(تَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ) "তোমার হৃদয় দ্বিধায় পড়ে।" অর্থাৎ হৃদয় খুশী মনে তা গ্রহণ না করে। আর এ অবস্থা তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আল্লাহ তা'আলা যার হৃদয়কে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন।

---

[১৬] **য'ঈফ** : আহমাদ ১৮০০৬, দারিমী ২৫৭৫। কারণ এর সানাদে আইয়ূব বিন 'আবদুল্লাহ বিন মিকরায একজন মাসতূর রাবী আর যুবায়র আবূ 'আবদুস্ সালাম আইয়ূব হতে শ্রবণ করেননি। তবে এ বিষয়ে মুসলিম-এর ২৫৫৩ নং হাদীসটিই যথেষ্ট হবে।

(وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ) "যদিও লোকেরা তা হালাল বলে ফাতাওয়া দেয়।" অর্থাৎ লোকেরা বলে যে, তা হাক্ব বা সঠিক, তবুও তুমি তাদের কথা গ্রহণ করবে না। কেননা তাদের কথা তোমাকে ভুলের মধ্যে ফেলতে পারে। কোনো ব্যক্তির হারাম মালও আছে এবং হালাল মালও আছে বলে তোমার জানা আছে আর কোনো মুফতী যদি ফাতাওয়া দেয় তার মাল নেয়া বা খাওয়া বৈধ, তবুও তুমি তা থেকে বিরত থাকবে। কেননা তুমি নিশ্চিন্ত নও যে, সে তোমাকে যে মাল দিয়েছে তা হালাল না হারাম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٧٧٥ -[١٧] وَعَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتّٰى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ بَأْسٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

২৭৭৫-[১৭] 'আত্বিয়্যাহ্ আস্ সা'দী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাক্বী (পরহেজগার) হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে গুনাহের কাজ হতে বেঁচে থাকার জন্য গুনাহহীন কাজও এড়িয়ে না চলে (যাতে গুনাহে নিপতিত হওয়ার শংকা রয়েছে)।
(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)[১৭]

ব্যাখ্যা : (الْمُتَّقِينَ) "তাক্বওয়া অবলম্বনকারী" ইসলামী শারী'আতের পরিভাষায় মুত্তাক্বী সেই ব্যক্তি যে নিজেকে যে সকল কাজ থেকে বিরত রাখে যে কাজ করলে শাস্তি অবধারিত, অনুরূপ সে সকল কাজ সম্পাদন করে যা না করলে শাস্তি অবধারিত।

তাক্বওয়ার ৩টি স্তর রয়েছে। (১) শিরক হতে মুক্ত হয়ে স্থায়ী শাস্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করা । (২) প্রত্যেক ঐ কাজ পরিত্যাগ করা যা পরিত্যাগ না করলে গুনাহ হয় যদিও তা সগীরাহ্ গুনাহ এবং প্রত্যেক ঐ কাজ করা যা না করলে গুনাহ হয়। (৩) প্রত্যেক ঐ বিষয় থেকে দূরে থাকা যে বিষয় তার অন্তরকে হাক্ব থেকে দূরে রাখে, বরং গোটা দেহ ও মন দিয়ে আল্লাহমুখী হওয়া। আর এটাই প্রকৃত তাক্বওয়া। আর এটি অর্জনের নির্দেশই প্রদান করেছেন আল্লাহ তা'আলা এ বাণীর মধ্যে। ﴿اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যথাযথভাবে"– (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান ৩ : ১০২)। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৪৫১)

٢٧٧٦ -[١٨] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَاٰكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيْ لَهَا وَالْمُشْتَرٰى لَهٗ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

২৭৭৬-[১৮] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মদের সাথে সংশ্লিষ্ট দশ ব্যক্তির ওপর লা'নাত করেছেন– ১। যে মদ তৈরি করে, ২। যে মদ তৈরির নির্দেশ দেয়, ৩। যে মদ পান করে, ৪। যে মদ বহন করে, ৫। যার জন্য মদ বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়, ৬। যে মদ পান করায়, ৭। যে মদ বিক্রি করে, ৮। যে মদের আয় উপভোগ করে, ৯। যে মদ ক্রয় করে, ১০। যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়।
(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)[১৮]

[১৭] **য'ঈফ :** তিরমিযী ২৪৫১, ইবনু মাজাহ ৪২১৫, মুসতাদরাক আল হাকিম ৭৮৯৯, তাহক্বীক্ব রিয়াযুস্ সলিহীন ৬০১, সহীহ আত্ তারগীব ১০৮১। আলবানী (রহঃ) হাদীসটি প্রথমে হাসান বললেও পরবর্তীতে তার নিকট য'ঈফের বিষয়টি প্রতীয়মান হয়েছে।

[১৮] **হাসান :** তিরমিযী ১২৯৫, ইবনু মাজাহ ৩৩৮১, সহীহ আত্ তারগীব ২৩৫৭।

ব্যাখ্যা : (لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً) "রসূলুল্লাহ ﷺ মদের কারণে দশ প্রকার লোকের প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন।" অর্থাৎ মদের সাথে জড়িত দশ শ্রেণীর লোকের প্রতি আল্লাহর লা'নাত।

(وَبَائِعَهَا) "তা বিক্রয়কারী"। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজে মদ বিক্রয় অথবা অন্যের মদ বিক্রয় করে দেয় অথবা মদ বিক্রয়ে সহযোগিতা করে– এ সকল প্রকার লোকের প্রতিই আল্লাহর লা'নাত বর্ষিত হয়।

(وَاٰكِلَ ثَمَنِهَا) "মদের মূল্য ভক্ষণকারীর"। অর্থাৎ মদ উৎপাদন করে তা বিক্রয় করে তার মূল্য ভক্ষণকারী অথবা মদের ব্যবসা করে মুনাফা অর্জন করে তা ভক্ষণকারী– এরা সকলেই এ লা'নাতের মধ্যে শামিল। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٧٧٧ ـ [١٩] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ إِلَيْهِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

২৭৭৭-[১৯] ইবনু 'উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মদের ওপর, মদ পানকারীর ওপর, যে মদ পান করায় তার ওপর, মদ বিক্রেতার ওপর, মদ ক্রেতার ওপর, মদ তৈরিকারীর ওপর, মদের ফরমায়েশকারীর ওপর, মদ বহনকারীর ওপর এবং যার জন্য মদ বহন করা হয় তাদের ওপর আল্লাহ লা'নাত করেছেন। (আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ)[১৯]

ব্যাখ্যা : (لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ) "আল্লাহ তা'আলা মদের প্রতি লা'নাত করেছেন।" কারণ মদ হলো অপকর্মের মূল। এজন্য আল্লাহ তা'আলা মদের প্রতি লা'নাত করেছেন যাতে মানুষ এই হারাম বস্তু থেকে দূরে থাকে। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : হাদীসে বর্ণিত মদের সাথে সম্পৃক্ত সকল প্রকার লোকের প্রতি আল্লাহর লা'নাত। আর অত্র হাদীসে এ সম্পর্কে আলোচনা দীর্ঘ করার উদ্দেশ্য হলো যে কোনভাবেই হোক যদি কোনো ব্যক্তি মদের সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে সে গুনাহগার বলে বিবেচিত হবে। এমনকি জেনে শুনে মদ উৎপাদনকারীর নিকট তার উপকরণ বিক্রয় করাও হারাম এবং এ বিক্রয়কারীও লা'নাতের মধ্যে শামিল হবে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٧٧٨ ـ [٢٠] وَعَنْ مُحَيِّصَةَ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي اُجْرَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ فَلَمْ يَزَلْ يَسْتَأْذِنُهُ حَتّٰى قَالَ: «اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

২৭৭৮-[২০] মুহাইয়্যাসাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যে শিঙ্গা লাগায় তার কাজের পারিশ্রমিক ভোগ করার অনুমতি চাইলেন। তিনি (ﷺ) তাকে নিষেধ করলেন; তিনি বারবার অনুমতি চাইতে থাকলেন। পরিশেষে তিনি (ﷺ) বললেন, ওই রোজগার তোমার পানি বহনের উট ও তোমার ক্রীতদাসের খাবারের খাতে ব্যয় কর। (মালিক, তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[২০]

ব্যাখ্যা : (أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ) "তোমার দাসকে তা খাওয়াও।" অর্থাৎ নাবী ﷺ মুহাইয়্যাসাহ্ رضي الله عنه-কে বললেন, রক্তমোক্ষণের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ তুমি নিজে না খেয়ে তা তোমার দাসকে খাওয়াও। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, নাবী ﷺ মুহাইয়্যাসাহ্-কে যে এ অর্থ খেতে নিষেধ করলেন– এ নিষেধ দ্বারা হারাম

[১৯] হাসান : আবূ দাউদ ৩৬৭৪, ইবনু মাজাহ ৩৩৮০, আহমাদ ৪৭৮৭, ইরওয়া ২৩৮৫, সহীহ আল জামি' ৫০৯১, সহীহ আত্ তারগীব ২৩৫৬।

[২০] সহীহ : আবূ দাউদ ৩৪২২, তিরমিযী ১২৭৭, ইবনু মাজাহ ২১৬৬, আহমাদ ২৩৬৯০, সহীহাহ্ ৪০০০, মালিক ২/৯৭৪।

উদ্দেশ্য নয়। যদি তা উদ্দেশ্য হত তাহলে নাবী ﷺ দাস ও আযাদের মধ্যে পার্থক্য করতেন না। কেননা যা হালাল নয় সেক্ষেত্রে মুনীবের জন্য বৈধ নয় যে, তা তার দাসকে খাওয়াবে। বরং এ নিষেধ এজন্য ছিল যে, লোকজন এ ধরনের নিম্নমানের পেশা নিজের জন্য বেছে না নিয়ে মর্যাদাপূর্ণ পেশার দিকে অগ্রসর হয়। আর দাসের তো কোনো মর্যাদা নেই। তাই তার পক্ষে এ নিম্নমানের পেশা দ্বারা উপার্জিত খাবার খেতে কোনো সংশয় নেই। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٧٧٩ - [٢١] (موضوع) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الزَّمَارَةِ. رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

২৭৭৯-[২১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কুকুর বিক্রির মূল্য ও গান গায়িকাদের উপার্জন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[২১]

ব্যাখ্যা : (وَكَسْبِ الزَّمَارَةِ) "পতিতাবৃত্তির উপার্জন নিষেধ করেছেন।" অর্থাৎ পতিতাবৃত্তি হারাম এবং উপার্জনও হারাম। (الزَّمَارَةِ) শব্দটি زمر থেকে উৎপত্তি, যার অর্থ গান গাওয়া। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন : পতিতাকে زمارة এজন্য বলা হয় যে, এ পেশা গ্রহণকারী নারীরা অধিকাংশই গান গেয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ বলেছে, শব্দটি মূলত زمارة নয়, বরং শব্দটি হলো رمازة। যার উৎপত্তি رماز থেকে। আর এর অর্থ হলো চোখ দিয়ে ইশারা করা। পতিতাগণ পুরুষদেরকে চোখের ইশারায় ডেকে থাকে, তাই এদেরকে رمازة বলা হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٧٨٠ - [٢٢] وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ وَفِيْ مِثْلِ هٰذَا نَزَلَتْ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ﴾ [سورة لقمان ٣١: ٦]. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَعَلِيُّ بْنُ يَزِيْدَ الرَّاوِيْ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ. وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ جَابِرٍ: نَهٰى عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ فِيْ بَابِ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ. إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى

২৭৮০-[২২] আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা গায়িকা বেচা-কেনা করো না তাদেরকে (মেয়েদেরকে) গান শিক্ষাও দিয়ো না, এর মূল্য হারাম। এ জাতীয় কাজ যারা করে তাদের ব্যাপারেই কুরআন মাজীদের এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, অর্থাৎ- "কতক মানুষ আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করার উদ্দেশে অজ্ঞতাবশত অবান্তর কথাবার্তা ক্রয় করে আর আল্লাহ্‌র পথকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। ওদের জন্যই আছে অবমাননাকর শাস্তি।"- (সূরাহ্ লুক্বমান ৩১ : ৬)। [আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, হাদীসটি গরীব। আর 'আলী ইবনু ইয়াযীদ হাদীস বর্ণনা ক্ষেত্রে দুর্বল। জাবির (রাঃ)-এর 'বিড়াল খেতে নিষেধ করেন' হাদীসটি 'যা খাওয়া হালাল' অধ্যায়ে ইন্‌শা-আল্লা-হ আমরা শীঘ্রই উল্লেখ করব।][২২]

---

[২১] **সহীহ :** শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৯৩৮, সহীহাহ্ ৩২৭৫। আলবানী (রহঃ) সিলসিলাতুস্ সহীহায় হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তবে শায়খ যুবায়র 'আলী যাঈ (রহঃ) মিশকাতের তাহক্বীক্বে হাদীসটিকে হিশাম বিন হাস্‌সান কর্তৃক 'আন্'আনাহ্ সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় দুর্বল বলেছেন।

[২২] **য'ঈফ :** তিরমিযী ১২৮২, ইবনু মাজাহ ২১৬৮, সহীহ আল জামি' ৫০৯১। কারণ এর সানাদে 'আলী বিন ইয়াযীদ একজন দুর্বল রাবী।

ব্যাখ্যা : (لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ) "তোমরা গায়িকা দাসী বিক্রয় করবে না।" الْقَيْنَ বলা হয় দাসীকে, চাই সে গায়িকা হোক অথবা না হোক। 'আল্লামাহ্ তূরিবিশতী বলেন : অত্র হাদীসে الْقَيْنَاتِ দ্বারা গায়িকা দাসী উদ্দেশ্য। কেননা দাসী যদি গায়িকা না হয় তাহলে তাকে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ নয় দাসী বিক্রয় করা বৈধ।

(ثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ) "এদের মূল্য হারাম"। অর্থাৎ যে সকল দাসী গায়িকা তাদের বিক্রয় করা হারাম এজন্য যে, এদের মূল্য হারাম। তাই তাদেরকে বিক্রয় করাও নিষিদ্ধ। তবে তারা যদি গান গাওয়া পরিত্যাগ করে তাহলে তাদেরকে বিক্রয় করা বৈধ এবং তাদের ক্রয়-বিক্রয় বিশুদ্ধ।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১২৮২; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٧٨١ ـ [٢٣] عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ

২৭৮১-[২৩] 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অন্যান্য ফার্য কাজ আদায়ের সাথে হালাল রুযী-রোজগারের ব্যবস্থা গ্রহণ করাও একটি ফার্য। (বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান)[২৩]

ব্যাখ্যা : (طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ) "হালাল উপায়ে উপার্জনের রাস্তা তালাশ করা ফার্য।" অর্থাৎ নিজের প্রয়োজন মিটানো অথবা অন্যের প্রয়োজন মিটানোর দায়িত্ব যার ওপর অর্পিত তার কর্তব্য হলো হালাল উপায়ে উপার্জন করা। রাস্তা খোঁজে বের করা। অর্থাৎ সুনিশ্চিত হালাল এমন পন্থায় উপার্জন করা যা হালাল হতে পারে, আবার হারাম হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। এমন সন্দেহজনক পন্থা পরিহার করে নিশ্চিত হালাল পন্থায় উপার্জন করা ফার্য।

(بَعْدَ الْفَرِيضَةِ) "ফার্যের পর ফার্য"। অর্থাৎ সলাত, সওম ও হাজ্জ ইত্যাদি ফার্য কার্য সম্পাদনের মতো হালাল উপায়ে উপার্জন করাও একটি ফার্য কাজ, আর তা অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে। হাজ্জ জীবনে মাত্র একবার ফার্য, সওম বৎসরে মাত্র এক মাস, কিন্তু হালাল উপার্জন সর্বদাই ফার্য। তা কোনো সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٧٨٢ ـ [٢٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أُجْرَةِ كِتَابَةِ الْمُصْحَفِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُمْ مُصَوِّرُونَ وَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ مِنْ عَمَلِ أَيْدِيهِمْ. رَوَاهُ رَزِيْنٌ

২৭৮২-[২৪] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তাঁকে একবার কুরআন মাজীদ লেখার মজুরি বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, জবাবে তিনি বললেন, তাতে কোনো দোষ নেই। কারণ তারা তো (কুরআনের) হরফসমূহের নক্সা অঙ্কন করে নিজ হাতের উপার্জন খেয়ে থাকে। (রযীন)[২৪]

---

[২৩] **খুবই য'ঈফ** : শু'আবুল ঈমান ৮৩৬৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১১৬৯৫। কারণ এর সানাদে "আব্বাদ বিন কাসীর" একজন মাতরূক রাবী।

[২৪] শায়খ যুবায়র 'আলী যাঈ (রহঃ) বলেন : আমি হাদীসটি রযীনে পাইনি। বরং এটি আবূ দাউদ "আল মাসাহিফ" নামক গ্রন্থের ১৪৭ ও ১৯৯ নং পৃষ্ঠায় দু'টি দুর্বল সানাদে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : (إِنَّمَا هُمْ مُصَوِّرُونَ) "তারা তো শুধুমাত্র অঙ্কনকারী"। অর্থাৎ মুসহাফ লেখকগণ শুধুমাত্র কুরআনের অক্ষর অঙ্কন করে আর তা দূষণীয় নয়।

(وَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ مِنْ عَمَلِ أَيْدِيهِمْ) "তারা তো শুধুমাত্র তাদের স্বীয় হস্তের উপার্জনই ভক্ষণ করে।" আর স্বীয় হস্তের উপার্জন সর্বাধিক উত্তম উপার্জন। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন : পাঠ করা এবং পঠিত, লেখা এবং লিখিত এর সবগুলোর সমন্বয়ে হলো কুরআন তথা মুসহাফ। এক্ষেত্রে লেখা ও পাঠ করা এটি হলো মানুষের কর্ম। তাই মুসহাফ লেখা যেহেতু মানুষের কর্ম সেহেতু মুসহাফ লিখে তার পারিশ্রমিক নেয়া বৈধ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٧٨٣ - [٢٥] (صحيح لغيره) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهٖ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

২৭৮৩-[২৫] রাফি' ইবনু খদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! কোন্ ধরনের উপার্জন সর্বোত্তম? তিনি (ﷺ) বললেন, নিজের হাতের কাজ (কায়িক পরিশ্রমের কাজ) এবং প্রত্যেক সঠিক ক্রয়-বিক্রয়। (আহমাদ)[২৫]

ব্যাখ্যা : (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهٖ) "স্বীয় হস্তের কর্ম"। যেমন কৃষিকাজ, ব্যবসা, লেখা ও হস্তশিল্প– এ সবগুলোই স্বীয় হস্তের কর্ম। আর এ ধরনের কর্মের উপার্জিত অর্থ সর্বাধিক উত্তম।

(بَيْعٍ مَبْرُورٍ) "সঠিক ক্রয়-বিক্রয়" এর দ্বারা উদ্দেশ্য এমন ক্রয়-বিক্রয়, যার মধ্যে ধোঁকা-বিশ্বাস ভঙ্গ নেই। অথবা যে ক্রয়-বিক্রয় শারী'আতসম্মত, শারী'আত সমর্থন করে না এমন ক্রয়-বিক্রয় নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٧٨٤ - [٢٦] (سنده ضعيف) وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: كَانَتْ لِمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ جَارِيَةٌ تَبِيعُ اللَّبَنَ وَيَقْبِضُ الْمِقْدَامُ ثَمَنَهُ فَقِيلَ لَهُ: سُبْحَانَ اللهِ أَتَبِيعُ اللَّبَنَ؟ وَتَقْبِضُ الثَّمَنَ؟ فَقَالَ نَعَمْ وَمَا بَأْسٌ بِذٰلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

২৭৮৪-[২৬] আবূ বাক্‌র ইবনু আবূ মারইয়াম (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিক্বদাম ইবনু মা'দীকারিব (রাঃ)-এর একটি ক্রীতদাসী ছিল। সে দুধ বিক্রি করতো আর মিক্বদাম (রাঃ) এর মূল্য গ্রহণ করতেন। তাঁকে বলা হলো, সুব্‌হানাল্লাহ! দাসীটি দুধ বিক্রয় করছে আর তুমি তার মূল্য গ্রহণ করছ? জবাবে মিক্বদাম বললেন, জি হ্যাঁ, গ্রহণ করি; এতে কোনো দোষ নেই। আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, লোকেদের সামনে এমন যুগ আসবে (হারাম হতে বাঁচার জন্য) অর্থ-কড়ি (দিরহাম ও দীনারের মূল্য) ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। (আহমাদ)[২৬]

---

[২৫] **সহীহ লিগয়রিহী** : আহমাদ ১৭২৬৫, সহীহাহ্ ৬০৭, সহীহ আত্ তারগীব ১৬৮৮, শু'আবুল ঈমান ৮৩৬৭। হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিষয়ে শায়খ আলবানী (রহঃ) সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্-তে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

[২৬] **য'ঈফ** : আহমাদ ১৭২০১। কারণ এর সানাদে আবূ বাক্‌র বিন আবী মারইয়াম তার ঊর্ধ্বতন রাবী মিকদাম বিন মা'দীকারিব-এর সাক্ষাৎ পাননি। তাই সানাদটি মুনক্বতি'।

ব্যাখ্যা : (أَتَبِيعُ اللَّبَنَ؟ وَتَقْبِضُ الثَّمَنَ؟) "দাসীটি দুধ বিক্রিয় করছে আর আর তুমি তার মূল্য গ্রহণ করছ?" অর্থাৎ তোমার উপস্থিতিতে দাসী মাল বিক্রয় করছে, তুমি পাহারাদারের মতো তার নিকট দাঁড়িয়ে আছ এবং তুমি এ বিক্রয়লব্ধ মূল্য গ্রহণ করছ– মর্যাদানুযায়ী এ কাজ তোমার জন্য শোভা পায় না।

(وَمَا بَأْسٌ بِذٰلِكَ) "এতে তো কোনো দোষ নেই"। কেননা তা হারাম নয় এবং এতে শারী'আতের কোনো বিধান লঙ্ঘিত হচ্ছে না।

(لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ) "মানুষের নিকট এমন এক সময় আসবে যখন দীনার ও দিরহাম ছাড়া কোনো উপকার হবে না"। এখানে দীনার ও দিরহাম দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পদ। অর্থাৎ এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ কারো চরিত্র দ্বারা মূল্যায়ন করবে না, বরং সম্পদের দ্বারা মূল্যায়ন করবে। যার সম্পদ আছে মানুষ তাকে সমীহ করবে ও সম্মান দেখাবে যদিও চরিত্রের দিক থেকে সে নিম্নমানের হয়। ত্বীবী (রহঃ) বলেন : মানুষের পক্ষে স্বহস্তে উপার্জন না করে কোনো উপায় থাকবে না, কারণ কেউ যদি স্বয়ং উপার্জন না করে তাহলে সে হারামের মধ্যে নিপতিত হবে। বর্ণিত আছে যে, কেউ মিক্বদামকে বলেছিল, স্বহস্তে উপার্জন তো আপনার সম্মানহানি হবে। উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, এতে আমার মর্যাদাহানি হবে না, বরং এর দ্বারা আমার মর্যাদা রক্ষা পাবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٧٨٥ -[٢٧] وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ أُجَهِّزُ إِلَى الشَّامِ وَإِلَى مِصْرَ فَجَهَّزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ فَأَتَيْتُ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كُنْتُ أُجَهِّزُ إِلَى الشَّامِ فَجَهَّزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ فَقَالَتْ: لَا تَفْعَلْ مَالَكَ وَلِمَتْجَرِكَ؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا سَبَّبَ اللّٰهُ لِأَحَدِكُمْ رِزْقًا مِنْ وَجْهٍ فَلَا يَدَعْهُ حَتّٰى يَتَغَيَّرَ لَهُ أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ

২৭৮৫-[২৭] নাফি' (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সিরিয়া ও মিসরে ব্যবসায়ী পণ্য রপ্তানি করতাম। একবার আমি ইরাক্বেও পণ্য পাঠালাম। অতঃপর উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলাম, আমি তো সিরিয়ায় পণ্য সরবরাহ করে থাকি, অতঃপর এবার ইরাক্বেও মাল রপ্তানি করেছি। আমার কথা শুনে তিনি ('আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)) বললেন, এরূপ করবে না; তোমার আগের ব্যবসাস্থলে (শহরে) কি হয়েছে? আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কারো রিয্ক্ব আল্লাহ তা'আলা এক উপায় হতে দিতে থাকলে, তাতে কোনো বাধা বা অসুবিধা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তা পরিবর্তন করবে না।

(আহমাদ, ইবনু মাজাহ)[২৭]

ব্যাখ্যা : (فَقَالَتْ: لَا تَفْعَلْ) "আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেন : তুমি এরূপ করবে না।" অর্থাৎ তোমার ব্যবসার স্থান পরিত্যাগ করবে না।

(مَالَكَ وَلِمَتْجَرِكَ؟) "তোমার এবং তোমার ব্যবসাস্থলের কি হয়েছে?" অর্থাৎ তোমারই বা কি ঘটেছে এবং তোমার ব্যবসাস্থলের মধ্যে কি ঘটেছে, যার জন্য তুমি ব্যবসাস্থল পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছ।

---

[২৭] **য'ঈফ** : ইবনু মাজাহ ২১৪৮, আহমাদ ২৬০৯২, য'ঈফ আল জামি' ৫৩৯। হাদীসটি বেশ কয়েকটি কারণে ত্রুটিযুক্ত। প্রথমতঃ মাখলাদ বিন যহ্হাক্ব এমন একজন দুর্বল রাবী যার হাদীসের দ্বারা মুতাবা'আতও গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ যুবায়র বিন 'উবায়দ একজন মাজহূল রাবী। তৃতীয়তঃ নাফি' মাজহূলুল হাল। কারণ তিনি ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্হু)-এর আযাদকৃত দাস নয়।

তোমার কি কোনো কিছু হয়েছে যার জন্য তোমার ব্যবসাস্থল পরিবর্তন করতে হবে? অথচ এখানে তুমি ব্যবসা করে অভ্যস্ত, স্থান তোমার পরিচিত। তোমার ব্যবসায় যদি কোনো ক্ষতি না হয়ে থাকে তাহলে এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে তোমার পূর্বের জায়গায় স্থির থাক।

(فَلَا يَدَعْهُ حَتّٰى يَتَغَيَّرَ لَهٗ) "তার মধ্যে যদি কোনো পরিবর্তন না আসে তাহলে তা ত্যাগ করবে না।" অর্থাৎ যে স্থানে সে ব্যবসাতে লিপ্ত আছে সেখানে তার ব্যবসার মধ্যে যদি ক্ষতির কারণ না ঘটে তাহলে সে ব্যক্তি ঐ স্থান ছেড়ে চলে যাবে না। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : অত্র হাদীসের শিক্ষা এই যে, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো বৈধ বিষয়ের মধ্যে কল্যাণ লাভ করে তাহলে সে এ বিষয়টি আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে। ঐ বৈধ বিষয় ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো বৈধ বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হবে না। হ্যাঁ যদি তা পরিত্যাগ করার মতো কোনো কারণ দেখা দেয় তবে তা ভিন্ন কথা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٧٨٦ ـ[٢٨] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ فَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهٖ فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ: تَدْرِيْ مَا هٰذَا؟ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكَهَانَةَ إِلَّا أَنِّيْ خَدَعْتُهٗ فَلَقِيَنِيْ فَأَعْطَانِيْ بِذٰلِكَ فَهٰذَا الَّذِيْ أَكَلْتَ مِنْهُ قَالَتْ: فَأَدْخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ يَدَهٗ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِيْ بَطْنِهٖ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৭৮৬-[২৮] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর একটি ক্রীতদাস ছিল। দাসটি তাঁর জন্য রুযী-রোজগার করতো এবং তিনি তা খেতেন। একবার সেই ক্রীতদাসটি কোনো খাবার নিয়ে এলে আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তা খেলেন। ক্রীতদাসটি তাঁকে বললেন; আপনি কি জানেন– এটা কিভাবে উপার্জিত হয়েছে? আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করলেন, এ মাল কিভাবে উপার্জিত? তখন ক্রীতদাসটি বললো, জাহিলী যুগে একবার আমি এক ব্যক্তির কাছে গণকের কাজ করেছিলাম, অথচ আমি গণনার কাজও ভালো করে জানতাম না। আমি গণনার ভান করে তাকে ধোঁকা দিয়েছিলাম। ঐ ব্যক্তির সাথে আজ আমার দেখা হলে সে আমাকে আগের ঐ গণনার বিনিময়ে বস্তুটি দান করেছে, আপনি তাই খেয়েছেন। তিনি বলেন, (এ কথা শুনামাত্র) আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) গলার ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে পেটের সব জিনিস বমি করে ফেলে দিলেন। (বুখারী)[২৮]

ব্যাখ্যা : (كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) "জাহিলী যুগে আমি একব্যক্তির ভাগ্য গণনা করেছিলাম।" ইসলামী শারী'আতে ভাগ্য গণনা করা হারাম আর এ দ্বারা উপার্জন করাও হারাম। ইতোপূর্বে ২৭৬৪ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, গণকের উপার্জন হারাম।

(وَمَا أُحْسِنُ الْكَهَانَةَ إِلَّا أَنِّيْ خَدَعْتُهٗ) "আমি ভালোভাবে ভাগ্য গণনা করতে পারতাম না তবে আমি তাকে ধোঁকা দিয়েছিলাম।" মূলত ভাগ্য গণনার বিষয়টিই ধোঁকা। কেননা কার ভাগ্যে কি আছে তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। অন্য কারো পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। কাজেই কেউ কারো ভাগ্য গণনা করতে পারে, এটি একটি মিথ্যা ও ধোঁকা। আর এ গোলাম নিজেই বলেছে যে, আসলে আমি ভাগ্য গণনা করতে জানতাম না, বরং আমি তাকে ধোঁকা দিয়েছিলাম। অর্থাৎ আমি মিথ্যা বলেছিলাম।

---

[২৮] **সহীহ :** বুখারী ৩৮৪২, সহীহ আত্ তারগীব ১৭৩৮।

(فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ) "অতঃপর তিনি পেটে যা ছিল সব কিছু বমি করে ফেলে দিলেন"। কারণ আবূ বাকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু জানতেন যে, গণকের উপার্জন হারাম। আর হারাম উপার্জন খাওয়া অবৈধ। তাই তিনি যা খেয়েছিলেন তা বমি করে ফেলে দিলেন যাতে পেটের মধ্যে কোনো হারাম খাদ্য না থাকে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٧٨٧ - [٢٩] (صحيح لغيره) وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ

২৭৮৭-[২৯] আবূ বাক্র রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে দেহ হারাম খাদ্য দিয়ে প্রতিপালিত হয়েছে, সে দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান)[29]

ব্যাখ্যা : (جَسَدٌ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ) "যে শরীর হারাম খাদ্য দ্বারা পালিত হয়েছে"। অর্থাৎ হারাম খাদ্য গ্রহণ করে যে শরীর বেড়ে উঠেছে ঐ শরীর বা দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কেননা যে শরীর হারাম খাদ্য গ্রহণ করে বেড়ে উঠে ঐ শরীরের রক্ত ও মাংস হারাম। তাই ঐ শরীরও জান্নাতের জন্য হারাম, এজন্য ঐ শরীর জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٧٨٨ - [٣٠] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ: شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبَنًا وَأَعْجَبَهُ وَقَالَ لِلَّذِي سَقَاهُ: مِنْ أَيْنَ لَكَ هٰذَا اللَّبَنُ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلٰى مَاءٍ قَدْ سَمَّاهُ فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْقُوْنَ فَحَلَبُوْا لِيْ مِنْ أَلْبَانِهَا فَجَعَلْتُهُ فِيْ سِقَائِيْ وَهُوَ هٰذَا فَأَدْخَلَ عُمَرُ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَهُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ

২৭৮৮-[৩০] যায়দ ইবনু আসলাম রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। নিশ্চয় তিনি বলেন, 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব রাযিয়াল্লা-হু আনহু দুধ পান করেন এবং তিনি তা খুব পছন্দ করেন। আর তিনি ঐ ব্যক্তিকে বললেন, যিনি তাকে পান করিয়েছেন। এ দুধ তুমি কোথায় পেলে? অতঃপর তিনি তাকে জানালেন যে, তিনি এক কূপের নিকট গিয়েছিলেন যার নাম তিনি তাতে উল্লেখ করলেন, অতঃপর হঠাৎ তিনি সেখানে সদাক্বার উট দেখেন। যা তারা দুধ দোহন করাচ্ছিল। তাই তারা আমার জন্য এর দুধ দোহন করে। অতঃপর আমি তা আমার মশকে রেখে দেই। আর এটা সেই দুধ। তারপর 'উমার স্বীয় হাত প্রবেশ করালেন (গলার মধ্যে)। অতঃ পর একে বমি করে বের করলেন। (বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান)[30]

ব্যাখ্যা : (مِنْ أَيْنَ لَكَ هٰذَا اللَّبَنُ؟) "এ দুধ তুমি কোথায় পেলে?" অর্থাৎ যে দুধ তুমি আমাকে পান করিয়েছ যা অনেক সুস্বাদু, এ দুধ তুমি কোথা থেকে এনেছ?

(فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْقُوْنَ) পানির ঘাটে যাকাতের উট ছিল এবং উটে রাখালেরা সে উট দোহন করে তার দুধ দরিদ্রদেরকে পান করাচ্ছিল, অথবা তারা ঐ উটগুলোকে পানির ঘাট থেকে পানি পান করাচ্ছিল।

(فَحَلَبُوْا لِيْ مِنْ أَلْبَانِهَا فَجَعَلْتُهُ فِيْ سِقَائِيْ) "তারা ঐ উট দোহন করে আমাকেও কিছু দিলে তা আমি আমার পানপাত্রে রেখে দিয়েছিলাম।" অর্থাৎ রাখালেরা যখন ঐ উটগুলো দোহন করে তার দুধ দরিদ্রদের

---

[29] হাসান : সহীহাহ্ ২৬০৯, শু'আবুল ঈমান ৫৭৫৯।

[30] য'ঈফ : শু'আবুল ঈমান ৫৩৮৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১১৮৫৪। কারণ সানাদটি মুনক্বতি', যায়দ বিন আসলাম 'উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর সাক্ষাৎ পাননি।

Contents

দিচ্ছিল সে দুধ থেকে কিছু দুধ আমাকে দেয়ার পর সে দুধ আমি আমার পানি পানপাত্রে সংরক্ষণ করে রেখেছিলাম।

(وَهُوَ هٰذَا) "আর এ দুধ সেই দুধ"। অর্থাৎ যে দুধ পান করে আপনার নিকট খুব সুস্বাদু লেগেছে, ঐ দুধ যাকাতের উট থেকে রাখালদের দেয়া সেই দুধ।

(فَأَدْخَلَ عُمَرُ يَدَهٗ فَاسْتَقَاءَهٗ) "উমার তাঁর হাত মুখে প্রবেশ করিয়ে বমি করলেন।" অর্থাৎ 'উমার রাঃ যখন জানতে পারলেন, ঐ দুধ ছিল যাকাতের উটের দুধ তখন তিনি তা বমি কর ফেলে দিলেন। কেননা যাকাত তাঁর জন্য হালাল ছিল না। আর যে পশু হালাল নয় তার দুধও হালাল নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٧٨٩ - [٣١] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنِ اشْتَرٰى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ لَهٗ صَلَاةً مَا دَامَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَ أُصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَقَالَ صُمَّتَا إِنْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ سَمِعْتُهٗ يَقُولُهٗ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ. وَقَالَ: إِسْنَادُهٗ ضَعِيفٌ

২৭৮৯-[৩১] ইবনু 'উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দশটি মুদ্রার বিনিময়ে একটি কাপড় কিনেছে, যার মধ্যে একটি মুদ্রা হারাম ছিল। যতদিন ওই ব্যক্তির পরনে কাপড়টি থাকবে তার সলাত গৃহীত হবে না। ইবনু 'উমার রাঃ এ কথা শুনার পর তাঁর দু' কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, আমার কান দু'টি বধির হয়ে যাবে যদি আমি এ বর্ণনা নাবী ﷺ-কে বলতে না শুনে থাকি।

(আহমাদ, বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান; তিনি বলেন, সানাদ দুর্বল)[৩১]

ব্যাখ্যা : (لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ لَهٗ صَلَاةً) "আল্লাহ তা'আলা তার সলাত ক্ববূল করবেন না।" 'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন : যদিও হারাম উপার্জন দ্বারা পোশাক কিনে তা পরিধান করে সলাত আদায় করলে ঐ সলাত তাকে ক্বাযা করতে হবে না, কিন্তু সলাত দ্বারা তার কোনো সাওয়াব অর্জিত হবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

হাদীসের শিক্ষা : হারাম উপায়ে অর্জিত সম্পদ ব্যবহার করে 'ইবাদাত করলে আল্লাহর নিকট ঐ 'ইবাদাত গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ ঐ 'ইবাদাতের মাধ্যমে সাওয়াব অর্জিত হয় না।

(٢) بَابُ الْمُسَاهَلَةِ فِي الْمُعَامَلَةِ

অধ্যায়-২ : ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেনে সহনশীলতা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٧٩٠ - [١] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرٰى وَإِذَا اقْتَضٰى. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

[৩১] য'ঈফ : আহমাদ ৫৭৩২, শু'আবুল ঈমান ৬১১৪, য'ঈফ আল জামি' ৫৪২০। কারণ এর সানাদে বাক্বিয়্যাহ্ একজন মুদাল্লিস রাবী আর 'উসমান বিন যুফার একজন মাজহূল রাবী।

Contents

২৭৯০-[১] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ ওই লোকের ওপর রহম করুন; যে লোক বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ও ক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং নিজের প্রাপ্য আদায়ের জন্য চাওয়ার ক্ষেত্রে সহনশীল হয়। (বুখারী)[৩২]

ব্যাখ্যা : (رَجُلًا سَمْحًا) "এমন দানবীর ব্যক্তিকে বলা হয়, যে ব্যক্তি প্রাপ্য ছেড়ে দেয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের দানশীল ব্যক্তিদের প্রতি দয়া করেন।

(وَإِذَا اقْتَضٰى) "এবং ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে পাওনা চাওয়ার সময় নম্রতা অবলম্বন করে ও কঠোরতা পরিহার করে। অর্থাৎ বারবার তাগাদা করে ঋণ গ্রহীতাকে অতিষ্ঠ করে তোলে না।

(ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২০৭৮)

হাদীসের শিক্ষা : সকল ক্ষেত্রে নম্রতা অবলম্বনকারীর প্রতি আল্লাহ তা'আলা দয়াশীল।

٢٧٩١ ـ[٢] وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقِيْلَ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُ. قِيلَ لَهُ انْظُرْ قَالَ: مَا أَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ أَنِّيْ كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَأُجَازِيهِمْ فَأُنْظِرُ الْمُوسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ فَأَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৭৯১-[২] হুযায়ফাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের এক লোকের কাছে মৃত্যুর মালাক (ফেরেশতা) তার রূহ ক্ববয করার জন্য উপস্থিত হলেন। ওই লোকটিকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কি কোনো বিশেষ নেক 'আমাল করেছো? লোকটি বললো, আমার স্মরণ নেই। লোকটিকে বলা হলো, তুমি চিন্তা করো। অতঃপর লোকটি বললো, একটি কাজ ছাড়া এমন কোনো ভালো কাজের কথা আমার স্মরণে আসে না। আর তা হলো দুনিয়ার জীবনে আমি লোকেদের সাথে ব্যবসা করতাম, ব্যবসায়ী আদান প্রদানের ক্ষেত্রে আমি লোকেদের সাথে সহানুভূতিশীল থাকতাম। আমার দেনাদার ধনী লোক হলেও আমি তাকে সময় দান করতাম, আর দেনাদার গরীব-লোক হলে আমি তাকে আমার পাওনা মাফ করে দিতাম। এ (নেক) 'আমালের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।

(বুখারী, মুসলিম)[৩৩]

ব্যাখ্যা : (فَقِيْلَ لَهُ : هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟) "তাকে প্রশ্ন করা হলো, তুমি কি কোনো ভালো কাজ করেছ?" তাকে কখন এ প্রশ্ন করা হয়েছিল– এ প্রসঙ্গে 'উলামাগণের মতানৈক্য রয়েছে। হাদীসের প্রকাশমান অর্থ দ্বারা বুঝা যায় মৃত্যুর সময় তাকে এ প্রশ্ন করা হয়েছিল। 'আল্লামাহ্ মুযহির বলেন : এ প্রশ্ন ছিল ক্ববরে। ত্বীবী (রহঃ) বলেন : ক্বিয়ামাত দিবসে তাকে এ প্রশ্ন করা হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(قِيلَ لَهُ انْظُرْ) "তাকে বলা হবে তুমি দেখ" অর্থাৎ তুমি চিন্তা করে দেখ কখনো ভালো কাজ করেছি কিনা?

(أُجَازِيهِمْ فَأُنْظِرُ الْمُوسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ) "তাদের সাথে ভালো আচরণ করতাম।" ঋণী ব্যক্তির নিকট হতে পাওনা পরিশোধের সময় ভালো আচরণ করতাম। পাওনা পরিশোধ করতে সক্ষম এমন ব্যক্তিকেও আমি তার ঋণ পরিশোধের জন্য সময় দিতাম। পক্ষান্তরে দরিদ্র ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম

---

[৩২] সহীহ : বুখারী ২০৭৬, ইবনু মাজাহ ২২০৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৯০৩, সহীহ আল জামি'৩৪৯৫, সহীহ আত্ তারগীব ১৭৪২।

[৩৩] সহীহ : বুখারী ৩৪৫১, মুসলিম ১৫৬০, আহমাদ ২৩৩৫৩, সহীহ আত্ তারগীব ৯০৪।

হলে তাকে আমি পাওনার অংশবিশেষ অথবা পূর্ণ পাওনাটাই ছেড়ে দিতাম। 'আল্লামাহ্ নাবাবী বলেন : অত্র হাদীসে ঋণ পরিশোধে সক্ষম ব্যক্তিকে সময় দেয়া আর অক্ষম ব্যক্তিকে ঋণ মাফ করে দেয়ার ফাযীলাত বর্ণিত হয়েছে। (শারহ্ মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৫৬০)

হাদীসের শিক্ষা : কোনো প্রকার ভালো কাজকেই অবজ্ঞা করতে নেই, যদিও তা সামান্য হয়। কেননা অল্প ভালো কাজই তার জন্য সৌভাগ্য অথবা দয়া অর্জনের কারণ হতে পারে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٧٩٢-[٣] وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ نَحْوَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ «فَقَالَ اللهُ أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ تَجَاوَزُوْا عَنْ عَبْدِيْ»

২৭৯২-[৩] আর মুসলিম-এর এক বর্ণনায় 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির ও আবূ মাস্'ঊদ (রাঃ) হতে এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। এতে উল্লেখ হয়েছে, ওই লোকটির কথার পর আল্লাহ তা'আলা বললেন, নিশ্চয় সহানুভূতি প্রদর্শনে আমি তোমার অপেক্ষা অধিক অগ্রসর। [এ কথা বলে আল্লাহ মালায়িকাহ্-কে (ফেরেশতাগণকে) আদেশ করলেন] আমার এ বান্দার প্রতি তোমরা ক্ষমা ও সহানুভূতি প্রকাশ করো।[৩৪]

ব্যাখ্যা : (أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ) "এ ব্যাপারে আমি তোমার চাইতে অধিক হাক্বদার" অর্থাৎ ক্ষমা করতে আমি তোমার চাইতে অধিক সক্ষম, কেননা আমি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

(تَجَاوَزُوْا عَنْ عَبْدِيْ) "তোমরা আমার বান্দাকে ছাড় দাও" অর্থাৎ দুনিয়াতে যেহেতু আমার এ বান্দা দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল। সে তাদের প্রতি দয়া করেছে, তাদের ছাড় দিয়েছে, তাই তোমরাও আমার এ বান্দাকে ছাড় দাও, কেননা ছাড় দেয়ার ক্ষেত্রে আমি তার চাইতে অধিক সক্ষম। আর ছাড় দেয়াটা আমার গুণ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٧٩٣-[٤] وَعَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৭৯৩-[৪] আবূ ক্বতাদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : ব্যবসা-বাণিজ্যে অধিক ক্বসম খাওয়া হতে বেঁচে থাকবে। এর কারণে (সাময়িক) পণ্য বেশি বিক্রি হলেও (পরিশেষে) বারাকাত কমে যায়। (মুসলিম)[৩৫]

ব্যাখ্যা : (إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ) "বেচা-কেনাতে তোমরা অধিক পরিমাণে শপথ করা থেকে বিরত থাক"। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : তোমরা নিজেদেরকে বেশী বেশী শপথ করা থেকে বাঁচিয়ে রাখ। অত্র হাদীসে অধিক পরিমাণে শপথ করা নিষেধ করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায়, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শপথ করা বৈধ যদি তা সত্য শপথ হয়। এ ব্যাপারে ইজমা, অর্থাৎ সকলের ঐকমত্য রয়েছে।

(فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ) "কেননা তা পণ্যের প্রচলন দ্রুত করে কিন্তু এতে বারাকাত চলে যায়"। অর্থাৎ পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কথায় কথায় শপথ করার ফলে যদিও পণ্যের প্রসারে প্রভাব ফেলে, কিন্তু এ রকম শপথ

---

[৩৪] সহীহ : মুসলিম ১৫৬০।

[৩৫] সহীহ : মুসলিম ১৬০৭, নাসায়ী ৪৪৬০, ইবনু মাজাহ ২২০৯, আহমাদ ২২৫৪৪, সহীহ আল জামি' ২৬৮৫, সহীহ আত্ তারগীব ১৭৯৫।

যেহেতু মিথ্যা মিশ্রণের সম্ভাবনা থাকে বা অজান্তেই মিথ্যা বলে ফেলে, তাই এ শপথ দ্বারা বারাকাত অর্জিত না হয়ে বরং বারাকাত কমিয়ে দেয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٧٩٤ ـ[٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اَلْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৭৯৪-[৫] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : বেশি বেশি ক্বসম খাওয়ায় মালের কাটতি হয়, কিন্তু বারাকাত দূর করে দেয়। (বুখারী, মুসলিম)[৩৬]

ব্যাখ্যা : (اَلْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ) "শপথ পণ্যের প্রচার দ্রুত করে" অর্থাৎ অধিক পরিমাণে শপথ পণ্যের প্রচার দ্রুত ছড়িয়ে দেয়ার কারণ হয়। অথবা শপথকারী মনে করে যে, এতে পণ্য দ্রুত প্রচলিত হবে।

(مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ) "বারাকাত দূরীভূত করার কারণ" অধিক পরিমাণে শপথ করার কারণে বারাকাত চলে যায়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

হাদীসের শিক্ষা : ক্রয়-বিক্রয়ে বেশী বেশী শপথ করা নিষেধ। প্রয়োজন ব্যতীত শপথ করা মাকরূহ। (শারহু মুসলিম ১১/১২ খণ্ড, হাঃ ১৬০৬)

٢٧٩٥ ـ[٦] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ». قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «اَلْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৭৯৫-[৬] আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামাতের দিন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি (দয়ার) দৃষ্টি দিবেন না, তাদেরকে (গুনাহ ক্ষমা করে দিয়ে) পাক-পবিত্র করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে (নির্ধারিত) কঠিন 'আযাব। আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ কথা শুনার পর সাথে সাথে বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রসূল! যাদের জন্য অধঃপতন ও ধ্বংস, তারা কারা? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, (১) যে লোক পরনের কাপড় পায়ের গিরার নীচে পরে, (২) যে দান করে খোটা দেয়, (৩) যে লোক নিজের মাল বেশি চালু করার চেষ্টায় মিথ্যা ক্বসম করে। (মুসলিম)[৩৭]

ব্যাখ্যা : (لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ) "আল্লাহ তা'আলা তাদের দিকে তাকাবেন না"। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টি দিবেন না।

(وَلَا يُزَكِّيهِمْ) "তাদেরকে পবিত্র করবেন না" অর্থাৎ তাদের 'আমালকে বৃদ্ধি করবেন না এবং গুনাহের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করবেন না।

(وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) "তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি"। এমন শাস্তি যার বেদনা অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে।

---

[৩৬] সহীহ : বুখারী ২০৮৭, মুসলিম ১৬০৬, আবূ দাউদ ৩৩৩৫, নাসায়ী ৪৪৬১, আহমাদ ৭২০৭, সহীহ আত্ তারগীব ১৭৯৪।

[৩৭] সহীহ : মুসলিম ১০৬, আবূ দাউদ ৪০৮৭, নাসায়ী ২৫৬৩, তিরমিযী ১২১১, ইবনু মাজাহ ২২০৮, আহমাদ ২১৪৩৬, দারিমী ২৬৪৭, ইরওয়া ৯০০, সহীহ আত্ তারগীব ১৭৮৭।

(الْمُسْبِلُ) "পরিধেয় বস্ত্র ঝুলিয়ে দেয়া" অর্থাৎ যে ব্যক্তি অহংকারবশতঃ তার পরিধানের কাপড় টাকনুর নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে দেয়। (শারহু মুসলিম ১/২ খণ্ড, হাঃ১০৬)

(الْمَنَّانُ) "খোঁটাদানকারী" অর্থাৎ দান করার পরে আবার খোঁটা দেয়। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

হাদীসের শিক্ষা : (১) অহংকারবশতঃ পরিধেয় বস্ত্র টাকনুর নীচে ঝুলিয়ে দেয়া হারাম। তবে অসাবধানতার কারণে যদি কাপড় টাকনুর নীচে পরে যায় তবে তা হারাম নয়। (২) দান করে খোঁটা দেয়া হারাম। এতে দানের সাওয়াব বিনষ্ট হয়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٧٩٦ ـ[٧] عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ

২৭৯৬-[৭] আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : সত্যবাদী, আমানাতদার ব্যবসায়ী (ক্বিয়ামাতের দিন) নাবী, সিদ্দীক্ব ও শাহীদদের দলে থাকবেন।

(তিরমিযী, দারাকুত্বনী)[৩৮]

ব্যাখ্যা : (اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ) "সত্যনিষ্ঠ ও আমানাতদার ব্যবসায়ী" অর্থাৎ যে ব্যবসায়ী সর্বদা সত্য বলে মিথ্যার আশ্রয় নেয় না, সেই সাথে আমানাতদারিতা রক্ষা করে, খিয়ানাত করে না; সে ব্যবসায়ী নাবী, সত্যবাদী ও শাহীদগণের দলভুক্ত হবেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٧٩٧ ـ[٨] وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

২৭৯৭-[৮] ইবনু মাজাহ (রহঃ) এ হাদীসটিকে 'আব্‌দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেছেন, হাদীসটি গরীব।[৩৯]

ব্যাখ্যা : (وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ) হাদীসটি ইবনু মাজাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনু মাজার বর্ণনাটি এ রকম (اَلتَّاجِرُ الْأَمِيْنُ الصَّدُوْقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) অর্থাৎ "আমানাতদার সত্যনিষ্ঠ মুসলিম ব্যবসায়ী ক্বিয়ামাত দিবসে শাহীদগণের সাথে থাকবে।"

٢٧٩٨ ـ[٩] وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ غَرَزَةَ قَالَ: كُنَّا نُسَمّٰى فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّ بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ فَشُوْبُوْهُ بِالصَّدَقَةِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

২৭৯৮-[৯] ক্বায়স ইবনু আবূ গরাযাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সময়ে আমাদেরকে (ব্যবসায়ীদেরকে) 'সামাসিরাহ্' (দালাল গোষ্ঠী) হিসেবে অভিহিত করা হতো। একবার রসূলুল্লাহ

---

[৩৮] য'ঈফ : তিরমিযী ১২০৯, দারিমী ২৫৮১, দারাকুত্বনী ২৮১৩, য'ঈফ আল জামি' ২৫০১, সহীহ আত্ তারগীব ১৭৮২।

[৩৯] য'ঈফ : তিরমিযী ১২০৯, ইবনু মাজাহ ২১৩৯। কারণ এর সানাদে কুলসূম বিন জাওশান একজন দুর্বল রাবী।

ﷺ আমাদের কাছ দিয়ে যাবার সময় আমাদেরকে ওই নামের চেয়ে আরো উত্তম ও সুন্দর নামে অভিহিত করলেন। তিনি (ﷺ) বললেন, হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! ব্যবসাকার্যে অনর্থক ও নিষ্প্রয়োজন কৃস্ম কাটা হয়ে থাকে। তাই তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সাথে বিশেষভাবে দান-সদাক্বাহ্ও করবে।

(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)[৪০]

ব্যাখ্যা : (كُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ) "আমাদেরকে সামাসিরাহ্ বলা হত" অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের 'সামাসিরাহ্' বলে আহ্বান করা হত। নিহায়াহ্'র লেখক বলেন : সামাসিরাহ্ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে ব্যক্তি ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে দূতিয়ালী করে থাকে। অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। ইমাম খত্ত্বাবী বলেন : সিমসার অনারব শব্দ। যারা বেচা-কেনার মাধ্যমে লিপ্ত ছিল তাদের অধিকাংশই ছিল অনারব। ফলে 'আরব ব্যবসায়ীগণ তাদের কাছ থেকে এ শব্দটি শিখে নেয় এবং নিজেদের মধ্যে তা প্রয়োগ করে। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১২০৮)

(فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ تاجر) "নাবী ﷺ বললেন, হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়!" অর্থাৎ নাবী ﷺ ব্যবসায়ীদেরকে অনারব ভাষার পরিবর্তে 'আরবী ভাষা ব্যবহার করে তাদেরকে التُّجَّارِ। শব্দ দ্বারা আহ্বান করেন। আর তাই এ শব্দটি ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রচলিত হয়। এজন্য বলা হয়েছে যে, নাবী ﷺ সিমসার শব্দ পরিবর্তন করে تاجر নামকরণ করেছেন। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১২০৮)

(إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ) "বেচা-কেনাতে অনর্থক কথা ও নিষ্প্রয়োজন কৃসম কাটা হয়" অর্থাৎ বেচা-কেনার সময় ক্রেতা ও বিক্রেতা অনেক অনর্থক কথা বলে থাকে, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে বিক্রেতা মিথ্যা শপথও করে ফেলে যা কাবীরাহ্ গুনাহ।

(فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ) "এর সাথে সদাক্বাহ্ মিশিয়ে দাও" অর্থাৎ বেচা-কেনার চুক্তি সম্পাদনের সাথে সাথেই সদাক্বাহ্ কর। কেননা সদাক্বাহ্ আল্লাহ তা'আলার গযবকে ঠাণ্ডা করে দেয়। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন : বেচা-কেনার সময় অনর্থক অতিরিক্ত কথাবার্তা বলতে পারে, এমনকি অনেক সময় তা শপথ পর্যন্ত গড়ায়। এতে কাবীরাহ্ গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যা আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন এবং এমন ব্যক্তির ওপর রাগান্বিত হন। অতএব আল্লাহ তা'আলার রাগ প্রশমিত করার জন্য তোমরা সদাক্বাহ্ কর। অত্র হাদীসে বেশী বেশী সদাক্বাহ্ করার ইঙ্গিত রয়েছে। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

٢٧٩٩ -[١٠] وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «التُّجَّارُ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقٰى وَبَرَّ وَصَدَقَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

২৭৯৯-[১০] 'উবায়দ ইবনু রিফা'আহ্ رضي الله عنه তাঁর পিতার মাধ্যমে নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি (ﷺ) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন হাশ্‌রের ময়দানে ব্যবসায়ীগণ বদকাররূপে উপস্থিত হবেন। অবশ্য যারা মুত্তাক্বী, পরহেযগার, নেককার ও সত্যবাদী হবেন তারা এরূপ হবেন না। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)[৪১]

ব্যাখ্যা : (إِلَّا مَنِ اتَّقٰى) "তবে যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অবলম্বন করল" অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাবীরাহ্ ও সগীরাহ্ গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখল, কোনো ধোঁকাবাজী করল না এবং খিয়ানাত করল

---

[৪০] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩৩২৬, নাসায়ী ৩৭৯৮, তিরমিযী ১২০৮, ইবনু মাজাহ ২১৪৫, আহমাদ ১৬১৩৯, সহীহ আল জামি' ৭৯৭৪।

[৪১] **সহীহ :** তিরমিযী ১২১০, ইবনু মাজাহ ২১৪৬, সহীহাহ্ ১৪৫৮, দারিমী ২৫৮০।

না, লোকেদের সাথে সদাচারণ করল এবং 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য করল এমন ব্যবসায়ীগণ পাপীদের দলভুক্ত হবে না।

(وَبَـرَّ وَصَدَقَ) "শপথ পূর্ণ করল এবং সত্য কথা বলল"। ক্বাযী 'ইয়ায বলেন : যেহেতু ব্যবসায়ীদের লেনদেনের মধ্যে প্রকৃত বিষয় গোপন করে ধোঁকা দেয়ার প্রবণতা বেশী এবং পণ্য কাটতির জন্য মিথ্যা শপথের মতো জঘন্য কাজে লিপ্ত হওয়ার ঘটনা অহরহ ঘটে থাকে, তাই তাদেরকে পাপী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তবে যারা হারাম কার্য পরিহার করে, শপথ করলে সত্য শপথ করে এবং শপথ পূর্ণ করে, আর সাধারণভাবে সত্য কথা বলে তাদেরকে পাপীদের দল থেকে পৃথক করেছেন।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১২১০; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٨٠٠ -[١١] وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيمَانِ. عَنِ الْبَرَاءِ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

২৮০০-[১১] ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) হাদীসটি বারা হতে শু'আবুল ঈমান-এ বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।[৪২]

وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ مِنَ الْفَصْلُ الثَّالِثُ.

আর এ অধ্যায়ে তৃতীয় অনুচ্ছেদ নেই।

(٣) بَابُ الْخِيَارِ

অধ্যায়-৩ : ক্রয়-বিক্রয়ে পছন্দের স্বাধীনতা (অবকাশ থাকা)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٨٠١ -[١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلٰى صَاحِبِهٖ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهٖ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُوْنَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ»

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَا». وَفِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: «أَوْ يَقُوْلُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهٖ: اخْتَرْ» بَدَلَ: «أَوْ يَخْتَارَا».

---

[৪২] সহীহ : শু'আবুল ঈমান ৫৪০৮।

২৮০১-[১] ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই জন্য অবকাশ থাকে একজন অপরজনের ক্রয়-বিক্রয়কে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পৃথক হয়ে না যায়। তবে পছন্দের শর্তে (গ্রহণ-প্রত্যাখ্যানের) ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত। (বুখারী, মুসলিম)[৪৩]

মুসলিম-এর এক বর্ণনায় রয়েছে, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে যখন মূল্য নির্ধারণ করে, তখন তাদের উভয়ের জন্য একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয়কে প্রত্যাখ্যান কিংবা গ্রহণ করার সুযোগ থাকে। বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই ক্রয়-বিক্রয়কে গ্রহণ করার কথা বলে নিলে সে সময় ক্রয়-বিক্রয় অবধারিত হয়ে যায় (প্রত্যাখ্যানের সুযোগ থাকে না)।

তিরমিযীর এক বর্ণনায় রয়েছে, ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ থাকে যে পর্যন্ত একে অপর হতে পৃথক না হয় বা গ্রহণ করার কথা না বলে নেয়। বুখারী মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, "অথবা একজন অপরজনকে গ্রহণ করার কথা বলে নেয়" বাক্যের পরিবর্তে রয়েছে– "কিংবা একজন অপরজনকে বলে, গ্রহণ কর (অপরজন বলে, গ্রহণ করলাম)"।

ব্যাখ্যা : (مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) "যতক্ষণ ক্রেতা ও বিক্রেতা একে অপর থেকে পৃথক না হয়ে যায়" অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতা বেচা-কেনার চুক্তি সম্পন্ন করার পর যতক্ষণ মাজলিস থেকে পৃথক না হয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত উভয় পক্ষের জন্য উক্ত চুক্তি বাতিল করার ইখতিয়ার থাকবে। যে কোনো পক্ষ চুক্তি বাতিল করতে পারবে যতক্ষণ না তারা মাজলিস পরিত্যাগ করে। অতএব বুঝা গেল যে, تفرقا "পৃথক হয়ে গেল" এর দ্বারা উদ্দেশ্য মাজলিস পরিত্যাগ করা। এ মত গ্রহণ করেছেন সহাবীদের মধ্যে 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব, ইবনু 'উমার, ইবনু 'আব্বাস, আবূ হুরায়রাহ্, আবূ বারযাহ্ আসলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) প্রমুখ। তাবি'ঈদের মধ্যে তাউস, শা'বী প্রমুখ। অতঃপর ফুকাহাদের মধ্যে যুহরী, আওযা'ঈ, ইবনু আবূ যিব, সুফ্ইয়ান ইবনু 'উয়াইনাহ্, শাফি'ঈ, ইবনুল মুবারক, 'আলী ইবনুল মাদীনী, আহমাদ ইবনু হাম্বাল, ইসহাক্ব ইবনু রহওয়াইহ্, আবূ সাওর, আবূ 'উবায়দ, ইমাম বুখারী (রহঃ)-সহ মুহাদ্দিসগণ।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফাহ্ এবং ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে تفرقا দ্বারা উদ্দেশ্য বেচা-কেনার কথাবার্তা শেষ করা। অর্থাৎ বেচা-কেনার কথাবার্তা শেষ হলেই বিক্রয় কার্যকর হবে। চাই মাজলিসে যাকুক অথবা তা ত্যাগ করুক। কথাবার্তা শেষ করার পর আর কারো ইখতিয়ার থাকবে না।

(إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ) তবে খিয়ারের (অবকাশের) শর্তে চুক্তি সম্পাদন হলে তার বিধান ভিন্ন। "তবে অবকাশের শর্তে"-এর ব্যাখ্যায় তিনটি অভিমত বিদ্যমান।

(১) বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে বলে, ইখতিয়ার করুন আর ক্রেতা বলে ইখতিয়ার করলাম, তাহলে চুক্তি কার্যকর হবে। মাজলিস হতে পৃথক হওয়া পর্যন্ত ইখতিয়ার থাকবে না।

(২) ক্রেতা যদি বিক্রেতাকে বলে, এ চুক্তি কার্যকর করা বা তা পরিত্যাগ করার জন্য তিনদিনের মেয়াদ থাকবে। তাহলে মাজলিস পরিত্যাগ করলেও চুক্তি বাতিল করার ইখতিয়ার থাকবে তিনদিন পর্যন্ত।

(৩) চুক্তির সময় শর্তারোপ করল এ চুক্তি বাতিল করার কোনো ইখতিয়ার থাকবে না। তাহলে মাজলিস পরিত্যাগ করা পর্যন্ত ইখতিয়ার বিলম্বিত হবে না। বরং তাৎক্ষণিকভাবে বিক্রয়ের চুক্তি কার্যকর হবে। (শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৫৩১)

---

[৪৩] **সহীহ :** বুখারী ২১১১, মুসলিম ১৫৩১, আবূ দাউদ ৩৪৫৪, নাসায়ী ৪৪৬৫, তিরমিযী ১২৪৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৯১৬।

٢٨٠٢ - [٢] وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِىْ بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৮০২-[২] হাকীম ইবনু হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ক্রেতা ও বিক্রেতা একজন অপরজন হতে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত উভয়ের জন্যই ক্রয়-বিক্রয়কে প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ থাকবে। তারা যদি সততার সাথে ক্রয়-বিক্রয় করে ও পণ্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেয় তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে বারাকাত দান করা হবে। আর যদি তারা পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করে রাখে ও মিথ্যায় আশ্রয় নেয়, তাহলে তাদের (দোষ-ত্রুটির কারণে) ক্রয়-বিক্রয়ে বারাকাত দূর করে দেয়। (বুখারী, মুসলিম)[৪৪]

ব্যাখ্যা : (فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا) "যদি তারা সত্য বলে এবং বর্ণনা করে" অর্থাৎ বিক্রেতা দ্রব্যের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে এবং এক্ষেত্রে সত্য বলে। আর ক্রেতা তার দেয় মূল্যের মধ্যে কোনো ত্রুটি থাকলে অর্থাৎ ক্রেতার প্রদানকৃত মুদ্রার মধ্যে কোনো ত্রুটি থাকলে তা বর্ণনা করে এবং বর্ণনার ক্ষেত্রে সত্যাশ্রয়ী হয়।

(بُوْرِكَ لَهُمَا فِىْ بَيْعِهِمَا) "তবে তাদের বেচা-কেনার চুক্তিতে বারাকাত দেয়া হয়।"

(وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا) "ক্রেতা ও বিক্রেতা যদি মিথ্যা বলে এবং গোপন করে" অর্থাৎ উভয়েই তার দেয় পণ্য ও মূলের মধ্যে কোনো ত্রুটি থাকলে মিথ্যা বলে ও প্রকৃত ব্যাপার গোপন করে।

(مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) "তাহলে তাদের বেচা-কেনার বারাকাত দূর করে দেয়া হয়" অর্থাৎ এ বেচা-কেনার মধ্যে লাভ হয় না। অর্থাৎ ক্রেতা পণ্য ক্রয় করে ঠকার কারণে লাভবান হতে পারে না। আর বিক্রেতা ও ক্রেতাকে ঠকানোর কারণে তার উপার্জন হারামে পরিণত করে। আর হারাম উপায়ে অর্জিত মাল তার জীবনের কোনো ক্ষেত্রের জন্যই কল্যাণকর নয়। (শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৫৩২)

٢٨٠٣ - [٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنِّىْ أُخْدَعُ فِى الْبُيُوْعِ فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ» فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوْلُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৮০৩-[৩] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নাবী (সাঃ)-এর কাছে এসে নিবেদন করলো, আমি ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ঠকে যাই। তার কথা শুনে তিনি (সাঃ) তাকে বললেন, ক্রয়-বিক্রয়ের সময় তুমি বলে দিবে, ধোঁকা দেবেন না। এরপর থেকে সে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ে ঐরূপ কথা বলে দিতো। (বুখারী, মুসলিম)[৪৫]

ব্যাখ্যা : (إِنِّىْ أُخْدَعُ فِى الْبُيُوْعِ) "আমি বেচা-কেনাতে ধোঁকাপ্রাপ্ত হই" অর্থাৎ বেচা-কেনার নিয়মকানুন সঠিকভাবে জানি না, ফলে লোকজন আমাকে ঠকিয়ে দেয়।

«إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ» "যখন তুমি বেচা-কেনা করবে তখন বলবে ঠকানো চলবে না"। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : 'আলিমগণ বলেছেন, নাবী (সাঃ) হাব্বান ইবনু মুনক্বিয (রাঃ)-কে ঐ বাক্য এজন্য শিখিয়ে দিয়েছেন যে, সে বেচা-কেনাতে পারঙ্গম ছিল না, ফলে পণ্য এবং তার মূল্য নির্ণয় করতে পারত না।

---

[৪৪] **সহীহ :** বুখারী ২০৭৯, মুসলিম ১৫৩২, আবূ দাউদ ৩৪৫৯, নাসায়ী ৪৪৬৪, তিরমিযী ১২৪৬, আহমাদ ১৫৩২৭, দারিমী ২৫৮৯, সহীহ আল জামি' ২৮৯৬, সহীহ আত্ তারগীব ১৭৮৪।

[৪৫] **সহীহ :** বুখারী ২১১৭, মুসলিম ১৫৩৩, আবূ দাউদ ৩৫০০, নাসায়ী ৪৪৮৪, আহমাদ ৫৯৭০।

বিক্রেতার নিকট ঐ বাক্য বললে সে যেন বুঝতে পারে যে, এ ব্যক্তি বেচা-কেনাতে পারদর্শী নয় এবং তাকে ঠকালে সে আবার ঐ পণ্য ফেরত দিবে। যাতে করে বিক্রেতা তাকে ঠকানোর চেষ্টা না করে, বরং সে নিজের জন্য যা কল্যাণ মনে করে ঐ ক্রেতার জন্য তাই কল্যাণ মনে করে তার সঙ্গে সেরূপ আচরণ করে। (ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২১১৭)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٨٠٤ - [٤] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهٗ أَنْ يُّفَارِقَ صَاحِبَهٗ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهٗ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

২৮০৪-[৪] ‘আম্‌র ইবনু শু‘আয়ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতার মাধ্যমে দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ক্রেতা বিক্রেতা একে অপর থেকে পৃথক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উভয়ের জন্য (ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করার) অবকাশ থাকবে। তবে যদি অবকাশের শর্তে বিক্রয় হয়ে থাকে তবে ভিন্ন কথা। ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান হয়ে যায় কিনা– এ আশঙ্কায় ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে একে অপর হতে দ্রুত পৃথক হওয়া ঠিক নয়। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী)[46]

ব্যাখ্যা : (لَا يَحِلُّ لَهٗ أَنْ يُّفَارِقَ صَاحِبَهٗ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهٗ) “বেচা-কেনার চুক্তি বাতিল করার দাবী করতে পারে– এই ভয়ে মাজলিস থেকে চলে যাওয়া কারো জন্য বৈধ নয়” এ হাদীস প্রমাণ করে যে, يفارق দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাজলিস পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ বেচা-কেনার চুক্তি সম্পাদন হওয়ার পর তা কোনো একপক্ষ বাতিল করতে পারে এই ভয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রেতা-বিক্রেতাকে মাজলিস পরিত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন। এ থেকে জানা গেল যে, মাজলিস ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত এ চুক্তি ভঙ্গ করার অধিকার রয়েছে। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১২৪৭)

٢٨٠٥ - [٥] (حسن صحيح) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَتَفَرَّقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

২৮০৫-[৫] আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ক্রেতা-বিক্রেতা লেনদেনের বিষয়ে তাদের উভয়ের সম্মতি ব্যতীত যেন একে অপর থেকে পৃথক হয়ে না যায়।(আবূ দাউদ)[47]

ব্যাখ্যা : (إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ) “সন্তুষ্টি ব্যতীত”। ‘আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন : ক্রেতা ও বিক্রেতা একে অপর থেকে পৃথক হয়ে যাবে না অনুমতি ব্যতীত। ‘আল্লামাহ্ ক্বারী বলেন : ক্রেতা পণ্য গ্রহণ না করে এবং বিক্রেতা তার মূল্য গ্রহণ না করে একে অপর থেকে পৃথক হয়ে যাবে না, কেননা এতে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। অথবা একে অপরের সাথে পরামর্শ ব্যতীত পৃথক হয়ে যাবে না। আর নিষেধ দ্বারা পৃথক হওয়া হারাম বুঝায় না। কেননা এতে ঐকমত্য রয়েছে যে, চুক্তি সম্পাদনে একে অপরের অনুমতি ব্যতীত পৃথক

---

[46] **হাসান :** আবূ দাউদ ৩৪৫৬, নাসায়ী ৪৪৮৮, তিরমিযী ১২৪৭, আহমাদ ৬৭২১, ইরওয়া ১৩১১, সহীহ আল জামি‘ ৬৬৭২।
[47] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩৪৫৮, সহীহ আল জামি‘ ৬৭০৬, তিরমিযী ১২৪৮।

Contents

হয়ে যাওয়া বৈধ। 'আল্লামাহ্ আশরাফ (রহঃ) বলেন : অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, চুক্তি সম্পাদনের পরও মাজলিস থেকে পৃথক হওয়া পর্যন্ত চুক্তি বাতিলের স্বাধীনতা রয়েছে।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১২৪৮; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٨٠٦ -[٦] عَنْ جَابِرٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَيَّرَ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْبَيْعِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ

২৮০৬-[৬] জাবির ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এক বেদুঈনকে বিক্রয় কাজ শেষ হওয়ার পরও তা বাতিল করার অবকাশ দিয়েছেন। (তিরমিযী; তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ গরীব)[৪৮]

ব্যাখ্যা : (خَيَّرَ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْبَيْعِ) "বেদুঈনকে বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের পর স্বাধীনতা দিয়েছিলেন"। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : হাদীসের প্রকাশমান অর্থ প্রমাণ করে যে, ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর অভিমত সঠিক। কেননা চুক্তি সম্পাদনের পরও মাজলিস ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত চুক্তি বাতিল করার স্বাধীনতা থাকলে বেদুঈনকে চুক্তি সম্পাদনের পর স্বাধীনতা দেয়ার কোনো অর্থ হয় না। এর উত্তরে বলা হয় যে, এ হাদীসটি মুত্বলাক্ব যা মুকাইয়্যাদ হাদীস দ্বারা শর্তযুক্ত। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১২৪৯)

(٤) بَابُ الرِّبَا

অধ্যায়-৪ : সুদ

সকল মুসলিম এ বিষয়ে ঐকমত্য যে, সুদ হারাম। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন : "আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন এবং বেচা-কেনাকে করেছেন হালাল"– (সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ ২ : ২৭৫)। আর এ বিষয়ে অসংখ্য প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে যা সুদ হারাম হওয়ার অকাট্ট দলীল। নাবী ﷺ ছয়টি বিষয় উল্লেখ করেছেন যাতে সুদ হয়। আর তা হলো– সোনা, রূপা, গম, যব, খেজুর ও লবণ। আহলুয্ যাহিরদের মতে এ ছয়টি বস্তু ছাড়া আর অন্য কোনো বস্তুতে সুদ নেই। তাদের ব্যতীত অন্য সকল 'আলিমদের মতে ছয়টি দ্রব্যের মধ্যেই সুদ সীমাবদ্ধ নয়। বরং যে সকল বস্তুতে উল্লিখিত বস্তুর গুণাবলী পাওয়া যাবে তাতেও সুদ হবে। তবে গুণাবলী কি এ বিষয়ে 'আলিমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম মালিক-এর মতে, সোনা ও রূপার মুদ্রা ছাড়াও যত ধরনের মুদ্রা রয়েছে তাতে সুদ হারাম। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতে ওযনকৃত বস্তু হওয়ার কারণে সোনা-রূপাতে সুদ হারাম। অতএব সকল প্রকার ওযনকৃত দ্রব্যের মধ্যে সুদ হবে।

অন্য চারটি দ্রব্য, অর্থাৎ গম, যব, খেজুর ও লবণের মধ্যে সুদ হওয়ার কারণ ইমাম শাফি'ঈ-এর মতে তা খাদ্যদ্রব্য। অতএব সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্যতেই সুদ হবে। আর ইমাম মালিক-এর মতে তা প্রধান খাদ্য এবং সংরক্ষিত বস্তু। অতএব সংরক্ষিত সকল প্রকার প্রধান খাদ্যশস্যের মধ্যেই সুদ হবে।

---

[৪৮] হাসান : তিরমিযী ১২৪৯।

আর ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতে তা মাকীল অর্থাৎ পাত্র দ্বারা পরিমাপ করা বস্তু। অতএব পাত্র দ্বারা পরিমাপ করা হয় এমন সকল বস্তুতেই সুদ হবে। 'আলিমগণ এ বিষয়েও একমত যে, সুদ হয় এমন বস্তু কমবেশী করে এবং বাকীতেও বেচা-কেনা বৈধ যদি উভয় বস্তুর সুদের কারণ এক না হয় যেমন- সোনা ও গম। আর যদি একজাতীয় বস্তু হয় তাতে কমবেশী করা বৈধ নয় এবং বাকীতে বেচা-কেনাও বৈধ নয়। আর যদি একজাতীয় না হয়ে ভিন্ন জাতীয় হয় কিন্তু সুদ হওয়ার কারণ এক হয় তাহলে কমবেশী করা বৈধ কিন্তু বাকীতে বিক্রয় বৈধ নয়। যেমন সোনা ও রূপা এবং গম ও খেজুর।

(শারহু মুসলিম ১১/১২ খণ্ড, হাঃ ১৫৮৪)

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٨٠٧ ـ[١] عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهٗ وَكَاتِبَهٗ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৮০৭-[১] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) লা'নাত করেছেন : যে ব্যক্তি সুদ খায়, যে সুদ দেয়, যে সুদের কাগজপত্র লিখে, যে দু'জন সুদের সাক্ষী হয় তাদের সকলের ওপর। তিনি (সাঃ) আরো বলেছেন, (গুনাহের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে) তারা সকলেই সমান। (মুসলিম)[৪৯]

ব্যাখ্যা : «هُمْ سَوَاءٌ» "তারা সকলেই সমান" অর্থাৎ সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, এর লেখক এবং সাক্ষী– এরা সকলেই পাপের সমান ভাগীদার। 'আল্লামাহ্ নাবাবী বলেন : এতে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সুদ আদান প্রদান যেমন হারাম, অনুরূপভাবে সুদের চুক্তি লেখা এবং এর সাক্ষী দেয়া উভয়ই হারাম।

(শারহু মুসলিম ১১/১২ খণ্ড, হাঃ ১৫৯৯; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

হাদীসের শিক্ষা : সর্বপ্রকার হারাম কাজে সহযোগিতা করা হারাম। এতে হারাম কার্য সম্পাদনকারীর মতো সহযোগিতাকারীও পাপের সমান অংশীদার।

٢٨٠٨ ـ[٢] وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم: «اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثَلًا بِمَثَلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هٰذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৮০৮-[২] 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ আদান প্রদান করা হলে সমপরিমাণে নগদে হাতে হাতে আদান প্রদান করতে হবে। তবে যদি অন্য কোনো জাতীয় কিছু দিয়ে লেনদেন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে পরিমাণের বিনিময় নির্ধারণ করে সম্মতির ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারো, যদি উভয়ে উপস্থিত থেকে নগদে আদান প্রদান করা হয়।

(মুসলিম)[৫০]

---

[৪৯] সহীহ : মুসলিম ১৫৪৯, সহীহ আত্ তারগীব ১৮৪৭।

ব্যাখ্যা : (سَوَاءً بِسَوَاءٍ) "সমান সমান" অর্থাৎ একজাতীয় দ্রব্য পরিমাণে সমান সমান হলে তা বিক্রয় বৈধ। যদি কমবেশী হয় তাহলে ঐ বেচা-কেনা সুদের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তা হারাম।

(إِذَا اخْتَلَفَتْ هٰذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ) "উল্লেখিত দ্রব্যসমূহের মধ্যে ভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের সাথে বেচা-কেনাতে পরিমাণে কমবেশী হলে দূষণীয় নয়। অর্থাৎ তা সুদ নয় বিধায় ঐ বেচা-কেনা বৈধ। অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, গম ও যব একজাতীয় দ্রব্য নয় বরং তা ভিন্ন জাতীয় দ্রব্য। অতএব গমের বিনিময়ে যবের বেচা-কেনাতে পরিমাণে কমবেশী করা বৈধ।

(يَدًا بِيَدٍ) "হাতে হাতে" অর্থাৎ বিনিময় নগদ হতে হবে বাকী চলবে না। অর্থাৎ ভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের বেচা-কেনাতে পরিমাণে কমবেশী বৈধ হলেও তার বিনিময় নগদ হতে হবে বাকী চলবে না।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٨٠٩ - [٣] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِيْ فِيهِ سَوَاءٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৮০৯-[৩] আবূ সা'ঈদ আল খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : স্বর্ণ স্বর্ণের বিনিময়ে, রূপা রূপার বিনিময়ে, গম গমের বিনিময়ে, যব যবের বিনিময়ে, খেজুর খেজুরের বিনিময়ে, লবণ লবণের বিনিময়ে লেনদেন করা হলে, সেক্ষেত্রে সমপরিমাণে উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে নগদে আদান প্রদান করতে হবে। আর যে ব্যক্তি একই জাতীয় পণ্যের বিনিময়ে বেশি দেয় ও বেশি দাবী করে বেশি গ্রহণ করবে, তাহলে সে সুদ লেনদেনকারী বলে গণ্য হবে। অতএব এ ব্যাপারে গ্রহীতা ও দাতা উভয়েই সমান অপরাধী। (মুসলিম)[৫১]

ব্যাখ্যা : (فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى) "যে বেশী দিল অথবা বেশী নিল সে সুদের কারবার করল" দাতা যদি বেশী দেয় এবং গ্রহীতা বেশী নেয় তাহলে তারা উভয়ে সুদের কারবারে লিপ্ত হলো। এক্ষেত্রে উভয়েই সমান, অর্থাৎ উভয়ের গুনাহ সমান। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٨١٠ - [٤] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِيْ رِوَايَةٍ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ».

২৮১০-[৪] উক্ত রাবী (আবূ সা'ঈদ আল খুদ্‌রী রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে সমতা ছাড়া লেনদেন করবে না (যাতে তা ওযনে সমপরিমাণ না হয়), তাই উভয়ের মধ্যে কম-বেশি করবে না। ঠিক অনুরূপভাবে রূপাকে রূপার বিনিময়ে সমতা ছাড়া লেনদেন

---

[৫০] সহীহ : মুসলিম ১৫৮৭, আবূ দাউদ ৩৩৪৯, নাসায়ী ৪৫৬১, আহমাদ ২২৬৮৩, আহমাদ ২৬২১, সহীহ আল জামি' ৩৪৪৫, ইরওয়া ১৩৪৬।

[৫১] সহীহ : মুসলিম ১৫৮৪, আহমাদ ১১৯২৮।

করো না (যদি তা সমপরিমাণ না হয়), তাই উভয়ের মধ্যে কম-বেশি করবে না। আর এ পণ্যদ্বয়ে বাকির বিনিময় নগদের সাথে করো না। (বুখারী, মুসলিম)[৫২]

আর এক বর্ণনায় আছে, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ ও রূপার বিনিময়ে রূপা– উভয় পণ্যদ্বয়ে সমান ওযন ব্যতীত বিক্রি করো না।

ব্যাখ্যা : (وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ) "এক অংশের উপর অপর অংশ বেশী করিও না" অর্থাৎ সোনার বিনিময়ে সোনা ও রূপার বিনিময়ে রূপা বেচা-কেনাতে পরিমাণে কমবেশী করিও না। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন : সোনা বলতে সকল প্রকার সোনা উদ্দেশ্য। 'আল্লামাহ্ ক্বারী বলেন : শারহুস্ সুন্নাতে উল্লেখ আছে, অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, সোনার গহনা যদি সাধারণ সোনার বিনিময়ে বেচা-কেনা করা হয় তবুও ওযনে সমান সমান হতে হবে। গহনা বানাতে মজুরীর জন্য ওযনে কমবেশী করা বৈধ নয়।

(غَائِبًا بِنَاجِزٍ) "অনুপস্থিতিকে উপস্থিত বস্তুর সাথে বিনিময় করো না" অর্থাৎ দাতা ও গ্রহীতার উভয়ের সোনা বা রূপা উপস্থিত তথা নগদ হতে হবে। একপক্ষের দ্রব্য নগদ, অন্যপক্ষের দ্রব্য বাকী লেনদেন চলবে না। (শারহু মুসলিম ১১/১২ খণ্ড, হাঃ ১৫৮৪; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٨١١ ـ[٥] وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ: كُنْتُ أَسمعُ رَسُولَ ﷺ يَقُولُ: «اَلطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৮১১-[৫] মা'মার ইবনু 'আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, খাদ্য-সামগ্রীর বিনিময় সমপরিমাণ হতে হবে। (মুসলিম)[৫৩]

ব্যাখ্যা : (اَلطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ) "খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য সমান সমান হতে হবে" প্রত্যেক খাদ্য বস্তুকেই طعام বলা হয়। আবার طعام শব্দ দ্বারা গমও বুঝানো হয়ে থাকে। হাদীসে طعام শব্দ দ্বারা যদি গম উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বিষয়টি সুস্পষ্ট। অর্থাৎ গমের সাথে গম বিনিময় করলে উভয়পক্ষের গমই সমান সমান হতে হবে। কমবেশী করা যাবে না। আর যদি طعام শব্দ দ্বারা যে কোনো খাদ্যবস্তু বুঝানো হয়, তাহলে যে কোনো একজাতীয় খাদ্যবস্তুর বিনিময়কালে কমবেশী করা যাবে না। আর যদি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তু বিনিময় করা হয়, তাহলে কমবেশী করা যাবে তবে তা নগদ হতে হবে। বাকী বিনিময় চলবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٨١٢ ـ[٦] وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৮১২-[৬] 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : স্বর্ণের বিনিময় স্বর্ণের সাথে যদি লেনদেন নগদে না হয়, সেক্ষেত্রে তা সুদী লেনদেন হবে। আর রূপার বিনিময় রূপার সাথে যদি লেনদেন নগদে না হয়, তবে সেটা সুদী লেনদেন হবে। আর গমের বিনিময় গমের সাথে যদি লেনদেন নগদে না হয়, তবে সেক্ষেত্রে সুদী লেনদেন হবে। আর যবের বিনিময় যবের সাথে যদি লেনদেন নগদে না হয়, হবে

[৫২] **সহীহ** : বুখারী ২১৭৭, মুসলিম ১৫৮৪, নাসায়ী ৪৫৭০, তিরমিযী ১২৪১, আহমাদ ১১০০৬, সহীহ আল জামি' ৭২১১।
[৫৩] **সহীহ** : মুসলিম ১৫৯২, সহীহ আল জামি' ৩৯৫২।

তা সুদী লেনদেন হবে। আর খেজুরের বিনিময় খেজুরের সাথে যদি লেনদেন নগদে না হয়, তবে তা সুদী লেনদেন হবে। (বুখারী, মুসলিম)[৫৪]

ব্যাখ্যা : (إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) "দাও এবং নাও" অর্থাৎ বিনিময় নগদ হতে হবে। বেচা-কেনার ক্ষেত্রে যে সকল বস্তুতে সুদ কার্যকর তাতে বাকী চলবে না, নগদ হতে হবে। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : সোনার বিনিময়ে সোনা অনুরূপ অন্যান্য বেচা-কেনার ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের বস্তু উপস্থিত হতে হবে। অর্থাৎ বেচা-কেনার মাজলিস থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার পূর্বেই উভয়ের মধ্যে বিক্রিত বস্তু ও তার মূল্য তথা বিনিময় আদান প্রদান হতে হবে। কেননা বেচা-কেনার জন্য তা আবশ্যক। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٨١٣ -[٧] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلٰى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا؟» قَالَ: لَا وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هٰذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثِ فَقَالَ: «لَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا». وَقَالَ: «فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذٰلِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৮১৩-[৭] আবূ সা'ঈদ ও আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) খায়বার এলাকায় এক ব্যক্তিকে চাকুরী দিলেন। ওই ব্যক্তি সেখান থেকে বেশ ভালো খেজুর নিয়ে এলেন। তিনি (ﷺ) তা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, খায়বারের সব খেজুরই কি এমন ভালো হয়? ওই ব্যক্তি বললো, জি না, হে আল্লাহর রসূল! আমরা এক সা' এরূপ খেজুর দু' সা' (খারাপ) খেজুরের বিনিময়ে গ্রহণ করে থাকি। অথবা ভালো দুই সা' খারাপ তিন সা'র বিনিময়ে গ্রহণ করে থাকি। এ কথা শুনে তিনি (ﷺ) বললেন, এভাবে বিনিময় করো না। বরং খারাপ খেজুর (দু' বা তিন সা') মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করে ওই মুদ্রা দিয়ে ভালো খেজুর কিনে নাও। তিনি (ﷺ) এ কথাও বললেন, ওযন করা বস্তুরও একই হুকুম। (বুখারী, মুসলিম)[৫৫]

ব্যাখ্যা : (إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هٰذَا بِالصَّاعَيْنِ) "আমরা এর এক সা' খেজুর দুই সা' খেজুরের বিনিময়ে নিয়ে থাকি"। অর্থাৎ নিম্নমানের দুই সা' খেজুর দিয়ে উন্নতমানের এক সা' খেজুর গ্রহণ করে থাকি।

(فَقَالَ: «لَا تَفْعَلْ) "তিনি বললেন, তুমি এরূপ করবে না"। অর্থাৎ দুই সা' খেজুর দিয়ে এক সা' খেজুর আনবে না। কেননা এ ধরনের লেনদেন সুদের অন্তর্ভুক্ত।

(بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا) মিশ্রিত (নিম্নমানের) খেজুর দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করে ঐ মূল্য দ্বারা উন্নতমানের খেজুর ক্রয় করবে।

(فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذٰلِكَ) "ওযনকৃত বস্তুর হুকুমও অনুরূপ" অর্থাৎ পাত্র দ্বারা পরিমাপকৃত বস্তু একজাতীয় হলে যেমন কমবেশী করা যায় না, অনুরূপ ওযনের মাধ্যমে পরিমাপকৃত বস্তুতেও একজাতীয় দ্রব্যের মধ্যে কমবেশী করা যাবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৫৪] সহীহ : বুখারী ২১৩৪, মুসলিম ১৫৮৬,, আবূ দাউদ ৩৪৪৮, নাসায়ী ৪৫৫৮, তিরমিযী ১২৪৩, ইবনু মাজাহ ২২৫৩, আহমাদ ১৬২, ইরওয়া ১৩৪৭।

[৫৫] সহীহ : বুখারী ২২০১, মুসলিম ১৫৯৩, নাসায়ী ৪৫৫৩, দারিমী ২৬১৯, ইরওয়া ১৩৪০।

٢٨١٤ ـ [٨] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «مِنْ أَيْنَ هٰذَا؟» قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيءٌ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ: «أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ وَلٰكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ اٰخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهٖ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৮১৪-[৮] আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন বিলাল (রাঃ) নাবী (সাঃ)-এর কাছে 'বার্নী' জাতীয় খুরমা নিয়ে আসলেন। নাবী (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই জাতীয় খুরমা কোথায় পেলে? বিলাল (রাঃ) বললেন, আমার কাছে কিছু খারাপ খুরমা ছিল। আমি এগুলোর দু' সা' এ জাতীয় এক সা' খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করেছি। এটা শুনে তিনি (সাঃ) বললেন, আহ! এটাই তো 'সুদী' লেনদেন। এটাইতো প্রকৃত সুদ। এরূপ করবে না, বরং তুমি এ খারাপ খুরমা পরিমাণে বেশি দিয়ে ভালো খুরমা পরিমাণে কম কিনতে চাইলে পৃথকভাবে মুদ্রার বিনিময়ে খারাপ খুরমা বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে ভালো খুরমা ক্রয় করবে। (বুখারী, মুসলিম)[৫৬]

ব্যাখ্যা : (أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا) "আহ্ এটা তো প্রকৃত সুদ" অর্থাৎ একই জাতীয় দ্রব্যে কমবেশী করে বেচা-কেনা করা তো প্রকৃত সুদ। আর তা হারাম।

(لَا تَفْعَلْ) "তুমি এরূপ করবে না" যেহেতু এ ধরনের বেচা-কেনা করা হারাম, তাই তুমি তা পরিহার করবে।

হাদীসের শিক্ষা : (১) সুদ হারাম, (২) সুদের বেচা-কেনা বিশুদ্ধ নয়। অর্থাৎ এ ধরনের বেচা-কেনা বাতিল। (৩) হালাল পন্থা খুঁজে বের করা এবং অনুসারীদের জন্য হালাল পন্থা জানিয়ে দেয়া ইমামের কর্তব্য। (ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২৩১২)

٢٨١٥ ـ [٩] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «بِعْنِيهِ» فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ وَلَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدَهُ حَتّٰى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ أَوْ حُرٌّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৮১৫-[৯] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার একজন ক্রীতদাস (কোনো এলাকা হতে মাদীনায় এসে) নাবী (সাঃ)-এর হাতে হিজরত করার বায়'আত করলো (অর্থাৎ- সে সর্বদা রসূল (সাঃ)-এর সান্নিধ্যে থাকার উদ্দেশে অঙ্গীকার করলো)। সে যে ক্রীতদাস তা নাবী (সাঃ) জানতেন না। অতঃপর (কিছু দিন পর) ক্রীতদাসের মুনীব তাঁকে (খুঁজতে এসে নাবী (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে) নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করল। তখন নাবী (সাঃ) তাকে বললেন, এ ক্রীতদাসকে আমার কাছে বিক্রি করে দাও। তখন তিনি (সাঃ) দু'টি হাবশী (কৃষ্ণাঙ্গ) ক্রীতদাসের বিনিময়ে তাকে ক্রয় করে নিলেন। তারপর তিনি (সাঃ) কোনদিন কোনো ব্যক্তিকে সে ক্রীতদাস না মুক্ত ব্যক্তি, তা জিজ্ঞেস না করে কোনো বায়'আত গ্রহণ করতেন না। (মুসলিম)[৫৭]

ব্যাখ্যা : (فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ) "অতঃপর তিনি এ গোলামটিকে দু'জন কালো গোলামের বিনিময়ে কিনে নিলেন" অর্থাৎ এ গোলামটি ইসলাম গ্রহণ করার কারণে দু'জন অমুসলিম গোলামের বিনিময়ে এ মুসলিম গোলামটিকে কিনে রেখে দিলেন।

---

[৫৬] সহীহ : বুখারী ২২১২, মুসলিম ১৫৯৪, নাসায়ী ৪৫৫৭, আহমাদ ১১৫৯৫।

[৫৭] সহীহ : মুসলিম ১৬০২, নাসায়ী ৪১৮৪, তিরমিযী ১২৩৯, ইবনু মাজাহ ২৮৬৯, আহমাদ ১৪৭৭২।

হাদীসের শিক্ষা : প্রাণীর ক্ষেত্রে সুদ নেই। অর্থাৎ প্রাণী ক্রয়-বিক্রয়ে কমবেশী করা বৈধ। তা মানুষ হোক অথবা পশু হোক। অধিকাংশ 'আলিম এ মত পোষণ করেন। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতে তা বৈধ নয়। (শারহু মুসলিম ১১/১২ খণ্ড, হাঃ ১৬০২)

٢٨١٦ - [١٠] وَعَنْهُ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمّٰى مِنَ التَّمْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৮১৬-[১০] উক্ত রাবী (জাবির رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কোনো খুরমার স্তূপের পরিমাণ না জেনে পরিমাপকৃত খুরমার বিনিময়ে লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)[৫৮]

ব্যাখ্যা : (نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ) "রসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন স্তূপকৃত খেজুর বিক্রয় করতে যার পরিমাণ জানা নেই ঐ খেজুরের বিনিময়ে যার পরিমাণ সুনিশ্চিত।" অর্থাৎ সুদ কার্যকর এমন বস্তুর বিনিময় করতে উভয়পক্ষের বস্তু সমান হওয়া জরুরী। যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে উভয়পক্ষের দ্রব্য সমপরিমাণ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। হাদীসে বর্ণিত পদ্ধতিতে যেহেতু একপক্ষের দ্রব্যের পরিমাণ জানা যায় কিন্তু অন্যপক্ষের দ্রব্যের পরিমাণ অজ্ঞাত, তাই এ ধরনের বেচা-কেনা অবৈধ।

হাদীসের শিক্ষা : (১) সুদ কার্যকর এমন বস্তু অনুমানের ভিত্তিতে বেচা-কেনা অবৈধ। (২) একপক্ষের দ্রব্যের পরিমাণ জানা কিন্তু অপরপক্ষের দ্রব্যের পরিমাণ অজ্ঞাত, এমন বেচা-কেনাও হারাম।

(শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৫৩০)

٢٨١٧ - [١١] وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَبِيْ عُبَيْدٍ قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِيْنَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيْهَا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ دِيْنَارًا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «لَا تُبَاعُ حَتّٰى تُفَصَّلَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৮১৭-[১১] ফাযালাহ্ ইবনু আবূ 'উবায়দ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খায়বার বিজয়ের দিন বারো দীনার (স্বর্ণ মুদ্রার) বিনিময়ে একটি মালা কিনলাম। এ মালা স্বর্ণ-দানাও ছিল, আবার পুঁতি-মিশ্রিতও ছিল। আমি স্বর্ণ-দানাগুলো পৃথক করে দেখলাম, তা পরিমাণে বারো দীনারের চেয়েও বেশি। আমি এ ক্রয়ের ব্যাপারে নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে, জবাবে তিনি (ﷺ) বললেন, এসব ক্ষেত্রে পৃথক করা ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় জায়িয নয়। (মুসলিম)[৫৯]

ব্যাখ্যা : (فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ) "তাতে সোনা ও পুঁতি ছিল" অর্থাৎ হারেরও অধিক পুঁতি ও সোনার মিশ্রণে নির্মিত ছিল। পুঁতি সোনা থেকে পৃথক করার পর দেখা গেল সোনার ওযন বারো দীনার।

(لَا تُبَاعُ حَتّٰى تُفَصَّلَ) "সোনাকে পুঁতি থেকে আলাদা করার আগে বেচা যাবে না" অর্থাৎ যে মালার মধ্যে পুঁতি ও সোনার মিশ্রণ থাকে সে মালা সোনার বিনিময়ে বেচা-কেনা করতে চাইলে বেচার আগে সোনাকে পুঁতি থেকে পৃথক করে সোনার বিনিময়ে সোনা সমপরিমাণের ওযনে বিনিময় করতে হবে। কমবেশী

[৫৮] সহীহ : মুসলিম ১৫৩০, নাসায়ী ৪৫৪৭, সহীহ আল জামি' ৬৯৩৪।

[৫৯] সহীহ : মুসলিম ১৫৯১, আবূ দাউদ ৩৩৫২, নাসায়ী ৪৫৭৩, তিরমিযী ১২৫৩।

করা যাবে না। আর পুঁতি যে কোনো মূল্যে বেচা যাবে। অনুরূপ রূপা অথবা যাবতীয় দ্রব্য যতে সুদ কার্যকর তা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সমান সমান হওয়া আবশ্যক। তাই অন্য কোনো বস্তুর সাথে মিশিয়ে বিক্রয় করা যাবে না। (শারহু মুসলিম ১১/১২ খণ্ড, হাঃ ১৫৯২)

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٨١٨ ـ[١٢] عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقٰى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهٗ مِنْ بُخَارِهٖ». وَيُرْوٰى مِنْ «غُبَارِهٖ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَهْ

২৮১৮-[১২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : লোকেদের মধ্যে এমন যুগ আসবে যখন একজন মানুষও সুদের ব্যবহার থেকে মুক্ত হতে পারবে না। সে প্রত্যক্ষভাবে সুদ না খেলেও সুদের ধোয়া বা ধূলা তাকে সংস্পর্শ করবে।

(আহমাদ, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)[৬০]

ব্যাখ্যা : (فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهٗ مِنْ بُخَارِهٖ) "সে যদি সুদ নাও খায় তবুও তার গায়ে এর তাপ লাগবে" অর্থাৎ সুদ এত ব্যাপকতা লাভ করবে যে, তা থেকে কেউ রেহাই পাবে না। কেউ যদি সরাসরি সুদ খাওয়া থেকে বিরতও থাকে তবুও তার ওপর সুদের প্রভাব পড়বেই। যেমন- কেউ হয়ত সুদ খায় না কিন্তু তার কোনো আত্মীয় সুদ খায় এবং আত্মীয়তার খাতিরে তার বাড়ীতে দা'ওয়াত খেতে হয়। অথবা কেউ তার নিকট উপঢৌকন পাঠালো কিন্তু তা সুদের টাকায় কেনা হয়েছে। আর সে ঐ উপঢৌকন গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

٢٨١٩ ـ[١٣] وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَلَا الْبُرَّ بِالْبُرِّ وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَلَا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ يَدًا بِيَدٍ وَلٰكِنْ بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ وَالتَّمْرَ بِالْمِلْحِ وَالْمِلْحَ بِالتَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ». رَوَاهُ الشَّافِعِىُّ

২৮১৯-[১৩] 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমরা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ বিক্রি করো না– যতক্ষণ পর্যন্ত উভয় দিকের বস্তু সমপরিমাণ না হয়, উভয় বস্তু নগদ লেনদেন না হয় এবং উপস্থিত মাজলিসে হাতে হাতে না হয়। হ্যাঁ, তবে রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ, স্বর্ণের বিনিময়ে রূপা, যবের বিনিময়ে গম, গমের বিনিময়ে যব, লবণের বিনিময়ে খুরমা, খেজুরের বিনিময়ে লবণ– উভয়পক্ষ হতে উপস্থিত নগদ লেনদেনের মাধ্যমে যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করতে পারে। (শাফি'ঈ)[৬১]

---

[৬০] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৩৩৩১, নাসায়ী ৪৪৬০, ইবনু মাজাহ ২২৭৮, আহমাদ ১১০৪১৫, য'ঈফ আল জামি' ৪৮৬৪।
[৬১] সহীহ : মুসলিম ১৫৭৮, মুসনাদুশ্ শাফি'ঈ ৩/১৫।

ব্যাখ্যা : (لٰكِنْ بِيعُوا الذَّهَبَ.....كَيْفَ شِئْتُمْ) "রূপার বিনিময়ে সোনা যেমন ইচ্ছা তেমন নগদে বিক্রয় কর" অর্থাৎ সুদ কার্যকর এমন দ্রব্য তা ভিন্ন জাতের দ্রব্যের কমবেশী করে বেচা-কেনাতে কোনো সমস্যা নেই যদি তা নগদ হয়। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : মুদ্রা অথবা খাদ্যদ্রব্য যদি একজাতীয় না হয়ে ভিন্ন জাতীয় হয় তবে তা নগদে যেমন খুশী তেমন বেচা-কেনা কর। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٨٢٠ـ[١٤] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» فَقَالَ: نَعَمْ فَنَهَاهُ عَنْ ذٰلِكَ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

২৮২০-[১৪] সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে পাকা তাজা খেজুরের বিনিময়ে শুকনা খুরমা ক্রয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে (নিজ কানে) শুনেছি। জবাবে তিনি (ﷺ) বললেন, পাকা তাজা খেজুর শুকালে ওযনে কি কমে? প্রশ্নকারী বললেন, হ্যাঁ! তখন নাবী (ﷺ) পাকা তাজা খেজুরের বিনিময়ে খুরমা ক্রয় করতে নিষেধ করলেন।

(মালিক, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)[৬২]

ব্যাখ্যা : (أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟) "ভেজা দ্রব্য শুকাইলে পরিমাণে কম হয় কি?" যেহেতু ভেজা দ্রব্য শুকাইলে ওযনে বা পরিমাণে কমে যায় তাই বেচা-কেনার সময় তা ওযনে বা পরিমাণে সমান সমান হলেও প্রকৃতপক্ষে তা সমান সমান নয়।

(فَنَهَاهُ عَنْ ذٰلِكَ) "তিনি (ﷺ) তাকে তা করতে নিষেধ করলেন" অর্থাৎ শুকানোর বিনিময়ে ভেজা দ্রব্যের বেচা-কেনা করতে নিষেধ করলেন। যেহেতু ভেজা দ্রব্য শুকিয়ে কমে যায়, ফলে তা সমান সমান হয় না, তাই এ ধরনের বেচা-কেনা বৈধ নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٨٢١ـ[١٥] وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلًا: أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ قَالَ سَعِيدٌ: كَانَ مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

২৮২১-[১৫] সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব (রহঃ) হতে মুরসালরূপে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) কোনো প্রাণীর বিনিময়ে গোশ্‌ত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী সা'ঈদ বলেন, জাহিলিয়্যাতের যুগে এক প্রকার জুয়ার প্রচলন ছিল। তখন ঐভাবে ক্রয়-বিক্রয় হতো। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৬৩]

ব্যাখ্যা : (نَهٰى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ) "প্রাণীর বিনিময়ে গোশ্‌ত বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন"। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, প্রাণীর বিনিময়ে গোশ্‌ত বিক্রয় করা হারাম। তা একই জাতীয় প্রাণীর গোশ্‌ত হোক অথবা ভিন্ন জাতীয় প্রাণীর গোশ্‌ত হোক। ঐ প্রাণীর গোশ্‌ত খাওয়া বৈধ হোক অথবা না হোক। ইমাম শাফি'ঈ ঐ মতের প্রবক্তা। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতে প্রাণীর বিনিময়ে গোশ্‌ত বিক্রয় করা বৈধ। তাঁর মতে অত্র হাদীসের নিষেধ দ্বারা বাকীতে বিক্রয় উদ্দেশ্য।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৬২] সহীহ : আবূ দাউদ ৩৩৫৯, নাসায়ী ৪৫৪৫, তিরমিযী ১২২৫, ইবনু মাজাহ ২২৬৪, ইরওয়া ১৩৫২, মালিক ১৩৫৩।

[৬৩] হাসান : ইরওয়া ১৩৫১, সহীহ আল জামি' ৬৯৩৬, শারহুস্ সুন্নাহ্ ২০৬৬, মালিক ১৩৯৬। এ সানাদটি মুরসাল হওয়ায় যদিও দুর্বল, কিন্তু এর অনেকগুলো শাহিদ থাকায় তা হাসান-এর স্তরে উন্নীত হয়েছে।

٢٨٢٢ ـ[١٦] وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

২৮২২-[১৬] সামুরাহ্ বিন জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ জীবের বিনিময়ে জীব বাকিতে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ্)[৬৪]

ব্যাখ্যা : (نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً) "প্রাণীর বিনিময়ে প্রাণী বাকীতে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন"।

ইমাম শাওকানী (রহঃ) নায়লুল আওত্বার-এ বলেন : জুমহূর 'উলামাগণের মতে প্রাণীর বিনিময়ে প্রাণী বিক্রয় করা বৈধ। তা বাকীতেই হোক আর নগদই হোক। সমান সমান হোক অথবা কমবেশী হোক।

ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে, ভিন্ন জাতীয় প্রাণী হলে কমবেশী করে বিক্রয় করা বৈধ।

জুমহূর 'উলামাগণ বলেন : সামুরাহ্ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি য'ঈফ। পক্ষান্তরে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, প্রাণীর বিনিময়ে প্রাণী বাকীতে বিক্রয় করা বৈধ। তবে ইমাম শাফি'ঈ আরো বলেন : যদি উভয়ের পক্ষ থেকেই অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের পক্ষ থেকেই বাকী হয় তাহলে এ ধরনের বিক্রয় বৈধ নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٨٢٣ ـ[١٧] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الْإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلٰى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلٰى إِبِلِ الصَّدَقَةِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

২৮২৩-[১৭] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র ইবনুল 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ তাঁকে কোনো এক যুদ্ধাভিযানের জন্য সৈন্যবাহিনী প্রস্তুতির আদেশ করেছিলেন। এ সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করতে (সরকারী কোষাগারে, অর্থাৎ- বায়তুল মালে) প্রয়োজনীয় উটের সংকট দেখা গেলো। তখন তিনি (ﷺ) তাঁকে সদাক্বার উট পাওয়া সাপেক্ষে (বায়তুল মাল থেকে) উট ধার নেয়ার আদেশ করলন। সে হিসেবে তিনি (ﷺ) সদাক্বার উট সংগ্রহের সাপেক্ষে এক একটি উট দু' দু'টি উটের বিনিময়ে গ্রহণ করলেন। (আবূ দাঊদ)[৬৫]

ব্যাখ্যা : (فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلٰى إِبِلِ الصَّدَقَةِ) "তিনি দুই উটের বিনিময়ে একটি উট ক্রয় করতেন যাকাতের উট অর্জনের সময় পর্যন্ত মেয়াদে" অর্থাৎ নগদ একটি উট গ্রহণ করতেন, বিনিময়ে দু'টি উট দিবেন যখন যাকাতের উট বায়তুল মালে এসে জমা হয়। আর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাঃ) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশক্রমেই এ কাজ করেছিলেন।

অতএব বুঝা গেল যে, প্রাণীর বিনিময়ে প্রাণী বাকীতে এবং কমবেশী করে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। অতএব প্রাণীর ক্রয়-বিক্রয়ে সুদ নেই।

ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন : এতে পাওয়া যায় যে, প্রাণী বাকীতে এবং কম বেশী করে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৬৪] **সহীহ** : আবূ দাউদ ৩৩৫৬, নাসায়ী ৪৬২০, তিরমিযী ১২৩৭, ইবনু মাজাহ ২২৭০, সহীহ আল জামি' ৬৯৩০।

[৬৫] **য'ঈফ** : আবূ দাউদ ৩৩৫৭, ইরওয়া ১৩৫৮। কারণ এর সানাদে 'আম্র বিন হারিশ একজন মাজহূল রাবী আর এ হাদীসের যতগুলো শাহিদ বর্ণনা রয়েছে সবগুলোই দুর্বল।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٨٢٤ - [١٨] عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ». وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: «لَا رِبًا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৮২৪-[১৮] উসামাহ্ ইবনু যায়দ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : কেবলমাত্র বাকিতে লেন-দেনেই (অনেক ক্ষেত্রে) সুদ সাব্যস্ত হয়। অপর এক বর্ণনায় আছে, নগদে আদান প্রদানের ক্ষেত্রে সুদ সাব্যস্ত হয় না। (বুখারী, মুসলিম)[৬৬]

ব্যাখ্যা : (الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ) "বাকী বিক্রয়ের মধ্যেই সুদ" অর্থাৎ বাকী বিক্রয় ব্যতীত অন্য কোনো ক্রয়-বিক্রয়ে সুদ নেই। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : একজাতীয় বস্তু যদি সমান সমান হয় এবং ভিন্ন জাতীয় বস্তু যদি কমবেশীও হয় তাতে সুদ হয় না যদি তা বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় না হয়। অর্থাৎ সুদীয় বস্তু যদি একজাতীয় হয় তাহলে কমবেশী করলে যেমন সুদ হবে অনুরূপ একপক্ষের বস্তু উপস্থিত এবং অন্যপক্ষের অনুপস্থিত বস্তুর সাথে বিনিময় করে তবে তাও সুদে পরিণত হবে। অনুরূপভাবে সুদীয় বস্তু ভিন্ন জাতীয় হলে তাতে একপক্ষের কম ও অন্যপক্ষের বেশী হলে এবং একপক্ষের উপস্থিত অন্যপক্ষের অনুপস্থিত বস্তুর বিনিময় হলেও তাতেও সুদ হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٨٢٥ - [١٩] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زِنْيَةً». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ: وَقَالَ: «مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ».

২৮২৫-[১৯] 'আব্দুল্লাহ ইবনু হান্‌যালাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। যিনি মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) কর্তৃক গোসলপ্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জেনে শুনে সুদের কেবলমাত্র একটি রৌপ্যমুদ্রা খায়, তার গুনাহ ছত্রিশবার যিনার চেয়ে বেশি হয়। (আহমাদ, দারাকুত্বনী)[৬৭]

আর বায়হাক্বী "শু'আবুল ঈমান"-এ হাদীসটি ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন। এতে অতিরিক্ত এ কথাও আছে যে, তিনি (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তির শরীরের গোশ্‌ত হারাম রিয্‌ক্বে গঠিত তার জন্য জাহান্নামই সর্বোত্তম।

ব্যাখ্যা : (دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زِنْيَةً) "জেনে শুনে এক দিরহাম সুদ খাওয়া ছত্রিশবার যিনা করার চাইতেও মারাত্মক অপরাধ"। মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন : অত্র হাদীস দ্বারা হারাম

---

[৬৬] **সহীহ :** বুখারী ২১৭৮, মুসলিম ১৫৯৬, নাসায়ী ৪৫৮১, ইবনু মাজাহ ২২৫৭, আহমাদ ২১৭৫০, ইরওয়া ১৩৩৮, সহীহ আল জামি' ২৩২৫।

[৬৭] **য'ঈফ :** আহমাদ ২১৯৫৭, দারাকুত্বনী ২৮৪৩, শু'আবুল ঈমান ৫১৩০। কারণ এর সানাদে ইবনু আবী মুলায়কাহ্-এর হানযালাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে শ্রবণ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

মাল ভক্ষণে তিরস্কারের আধিক্য বুঝানো এবং হালাল রিয্‌ক্ব অন্বেষণের উৎসাহ প্রদান উদ্দেশ্য। কেউ যদি না জেনেও করে, পাপের দিক থেকে সে ব্যক্তি জেনে সুদ ভক্ষণ করার সমান অপরাধী। কেননা এ ধরনের জ্ঞান অর্জন করা ফার্‌যে আইন তথা বাধ্যতামূলক। অতএব না জানা কোনো উযর নয় অপরাধ থেকে বাঁচার জন্য।

(مَنْ نَبَتَ لَحْمُهٗ) "যার গোশ্‌ত উৎপন্ন হলো" অর্থাৎ শরীরে গোশ্‌ত গঠিত হলো এবং হাড় শক্ত হলো।

(مِنَ السُّحْتِ) "হারাম মাল দ্বারা" যার মধ্যে সুদ এবং ঘুষ অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ যে সকল উপায়ে অন্যায়ভাবে বান্দার হাক্ব বিনষ্ট করা হয়, এসবই السحت -এর অন্তর্ভুক্ত।

(فَالنَّارُ أَوْلٰى بِهٖ) "আগুন তার জন্য অধিক উপযুক্ত" অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন ঐ শরীরের জন্য অধিক উপযুক্ত। কেননা মানুষের শরীর যখন সুদের মাল দ্বারা গঠিত হয় তখন ঐ শরীর অনেক অপরাধের সাথে জড়িয়ে পরে, ফলে তা জাহান্নামের উপযোগী হয়ে যায়। এমনকি যদি কোনো ব্যক্তি সুদকে হালাল মনে করে, তাহলে সে কাফির হয়ে যায়। আর কাফিরের জন্য জাহান্নাম অবধারিত। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٨٢٦ - [٢٠] (صحيح لغيره) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «الرِّبَا سَبْعُونَ جُزْءًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهٗ».

২৮২৬-[২০] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সুদের গুনাহের সত্তর ভাগের ক্ষুদ্রতম ভাগ হলো নিজের মায়ের সাথে যিনা করা।[68]

ব্যাখ্যা : (الرِّبَا سَبْعُونَ جُزْءًا) "সুদের মধ্যে সত্তরটি গুনাহ রয়েছে" অর্থাৎ সুদের গুনাহের মধ্যে সত্তর প্রকারের গুনাহ আছে।

(أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهٗ) "তন্মধ্যে নিম্নমানের গুনাহ হলো মায়ের সাথে যৌন সঙ্গম করা" সুদের গুনাহ যিনার চাইতেও অধিক মারাত্মক কারণ এই যে, এতে অন্যায়ভাবে বান্দার হাক্ব বিনষ্ট করা হয়। আর সুদদাতা হয় যুল্‌মের শিকার। আর যিনার ক্ষেত্রে অধিকাংশ যিনা সংঘটিত হয় মহিলার সম্মতিক্রমে। ফলে তাতে বান্দার হাক্ব বিনষ্ট না হয়ে আল্লাহর হাক্ব বিনষ্ট হয়। আল্লাহর হাক্ব ক্ষমা করা বা না করা তা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। পক্ষান্তরে বান্দার হাক্ব ক্ষমা বান্দার ইচ্ছাধীন। আর পরকালে বান্দার হাক্ব বিনষ্ট করার কারণেই অধিকাংশ মানুষ জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٨٢٧ - [٢١] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنِ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهٗ تَصِيْرُ إِلٰى قُلٍّ» رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيمَانِ. وَرَوٰى أَحْمَدُ الْأَخِيْرَ

২৮২৭- ইবনু মাস্‌'ঊদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সুদের মাধ্যমে সম্পদ (বাহ্যত) বেশি হলেও পরিণামে তা স্বল্পই। (ইবনু মাজাহ ও বায়হাক্বী- শু'আবুল 'ঈমানে পূর্বোক্ত হাদীসটিসহ বর্ণনা করেছেন; আর ইমাম আহমাদ শেষের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)[69]

ব্যাখ্যা : (إِنِ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ) "সুদ যদিও সম্পদ বাড়ায়" অর্থাৎ সুদের কারবারের মাধ্যমে যদিও দুনিয়াতে সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং তা পরিমাণে বেড়ে যায়।

---

[68] **য'ঈফ** : ইবনু মাজাহ ২২৭৪, শু'আবুল ঈমান ৫১৩৩। কারণ এর সানাদে আবূ মা'শার নাজীহ বিন 'আবদুর রহমান একজন দুর্বল রাবী।

[69] **সহীহ** : ইবনু মাজাহ ২২৭৯, আহমাদ ৩৭৫৪, শু'আবুল ঈমান ৫১২৩ সহীহ আল জামি' ৩৫৪২।

(فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيْرُ إِلٰى قُلٍّ) "কিন্তু তা পরিণতিতে স্বল্প"। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : সুদের পরিণতি অপমান অপদস্ত, কেননা এতে কোনো বারাকাত নেই। অর্থাৎ দুনিয়াতে সুদের মাধ্যমে অনেক অর্থ উপার্জন করলেও পরকালে এর পরিণতি হবে দারিদ্র্যতা। কেননা সুদের মাধ্যমে বান্দার যে হাক্ব নষ্ট করা হয়েছে, পরকালে তা পরিশোধ করতে হবে নেক 'আমাল দিয়ে। আর নেক 'আমাল না থাকলে মাযলূমের গুনাহ কাঁধে তুলে নিতে হবে এবং এ গুনাহ নিয়ে জাহান্নামে যেতে হবে। ফলে সুদের পরিণতি হবে অনন্ত ভয়াবহ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٨٢٨ - [٢٢] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ عَلٰى قَوْمٍ بُطُوْنُهُمْ كَالْبُيُوْتِ فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرٰى مِنْ خَارِجِ بُطُوْنِهِمْ فَقُلْتُ: مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هٰؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ

২৮২৮-[২২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আমি মি'রাজের রাতে এমন এক শ্রেণীর লোকেদের কাছে গেলাম, যাদের পেট গৃহের ন্যায় প্রশস্ত। এতে অনেক সাপ রয়েছে, এগুলোকে পেটের বাহির হতে দেখা যায়। আমি (আমার সঙ্গী জিবরীল আমীনকে) জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল! এরা কারা? জবাবে তিনি বললেন, এরা সুদখোর। (আহমাদ, ইবনু মাজাহ)[৭০]

ব্যাখ্যা : (بُطُوْنِهِمْ كَالْبُيُوْتِ) "তাদের পেটগুলো ঘরের ন্যায়" তাদের পেটগুলো এত বড় হবে যে, তা দেখতে ঘরের মতো বিরাট আকারের হবে।

(فِيهَا الْحَيَّاتُ) "তাতে আছে অনেক সাপ" সুদের মাধ্যমে অন্যায়ভাবে ভুক্ত সম্পদকে সাপে পরিণত করা হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٨٢٩ - [٢٣] وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَنْهٰى عَنِ النَّوْحِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

২৮২৯-[২৩] 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে অভিসম্পাত করতে শুনেছেন– সুদ গ্রহীতার প্রতি, সুদ দাতার প্রতি, সুদের দলীলপত্র লেখকের প্রতি এবং দান-খয়রাতে বাধাদানকারীর প্রতিও। আর তিনি (ﷺ) মৃতের জন্য বিলাপ করে কাঁদতে নিষেধ করতেন। (নাসায়ী)[৭১]

ব্যাখ্যা : (مَانِعَ الصَّدَقَةِ) "সদাক্বাহ্ অস্বীকারকারী" অর্থাৎ যারা অর্জিত সম্পদে নির্ধারিত হারে ধার্যকৃত আবশ্যকীয় যাকাত দিতে অস্বীকার করে তাদের প্রতি আল্লাহর রসূল (ﷺ) অভিশম্পাত করেছেন।

(وَكَانَ يَنْهٰى عَنِ النَّوْحِ) "তিনি নিয়াহাহ্ করতে নিষেধ করতেন" অর্থাৎ কারো মৃত্যু খবরে শোক প্রকাশ করতে গিয়ে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে নিষেধ করতেন। এ হাদীস প্রমাণ করে যে, মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশার্থে চিৎকার করে ক্রন্দন করা হারাম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৭০] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ ২২৭৩, আহমাদ ৮৬৪০, য'ঈফ আল জামি' ১৩৩, য'ঈফ আত্ তারগীব ১১৬৩। কারণ এর সানাদে আবুস্ সাল্‌ত একজন মাজহূল রাবী আর 'আলী বিন যাদ্'আন একজন দুর্বল রাবী।

[৭১] **সহীহ :** নাসায়ী ৫১০৩।

٢٨٣٠ - [٢٤] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ إِنَّ اٰخِرَ مَا نَزَلَتْ اٰيَةُ الرِّبَا وَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ

২৮৩০-[২৪] 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুদ হারাম হওয়ার আয়াতই (কুরআন মাজীদের) সর্বশেষ আয়াত। আর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকাল হয়ে গেছে অথচ সুদের পরিপূর্ণ বর্ণনা তিনি (ﷺ) আমাদের কাছে (স্পষ্ট করে) রেখে যাননি। সুতরাং কুরআন সুন্নাহ্'য় বর্ণিত সুদ এবং যে সব ক্ষেত্রে সুদের কোনো প্রকার সন্দেহের সৃষ্টি হয়, তাও বর্জন করবে। (ইবনু মাজাহ, দারামী)[৭২]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ اٰخِرَ مَا نَزَلَتْ اٰيَةُ الرِّبَا) "সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত হলো সুদ সম্পর্কে নাযিলকৃত আয়াত" অর্থাৎ লেনদেন সম্পর্কীয় বিধান সম্বলিত নাযিলকৃত আয়াতের মধ্যে সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত হলো সুদ সম্পর্কিত আয়াত। কেননা সাধারণভাবে নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত হলো সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৩ নং আয়াত- ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ.....﴾

(وَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا) "সুদ সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর তা আমাদের জন্য তাফসীর না করেই রসূল ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন।" 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : সুদ সম্পর্কিত সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াতটি হলো সূরাহ্ আল বাক্বারার ২৭৫ হতে ২৭৯ নং আয়াত- ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا ..... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ আয়াতটির অর্থ সুস্পষ্ট এজন্য নাবী ﷺ এর কোনো ব্যাখ্যা করেননি।

(فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ) "তোমরা সুদ ও সন্দেহ পরিত্যাগ কর" অর্থাৎ সুদ সম্পর্কিত আয়াত অনুসারে তোমরা কর্ম পরিচালনা কর। এতে তোমরা কোনো প্রকার সন্দেহ পোষণ করো না এবং সুদ হালাল করার জন্য কোনো প্রকার বাহানার আশ্রয় গ্রহণ করো না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٨٣١ - [٢٥] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدٰى إِلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبْهُ وَلَا يَقْبَلْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرٰى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذٰلِكَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيمَانِ

২৮৩১-[২৫] আনাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কাউকে ঋণ দেয়, আর ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে কোনো হাদিয়্যাহ্ (উপহার) দেয়, তা গ্রহণ করবে না। অথবা ঋণগ্রহীতা যদি তার বাহনে ঋণদাতাকে বসাতে চায়, তবে এর উপর বসবে না। তবে যদি ঋণ লেন-দেন করার পূর্বে তাদের মধ্যে এরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে, সেক্ষেত্রে ভিন্নকথা।

(ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমানে)[৭৩]

ব্যাখ্যা : (فَأَهْدٰى إِلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبْهُ وَلَا يَقْبَلْهَا) "যদি ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে কোনো উপঢৌকন বা উপহার দেয় তবে ঋণদাতা তার উপঢৌকন গ্রহণ করবে না এবং সে যদি তার বাহনে উঠাতে চায় তবে তার বাহনে উঠবে না।" অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা ঋণ নেয়ার পরে ঋণদাতাকে কোনো প্রকার উপকার

[৭২] হাসান : ইবনু মাজাহ ২২৭৬, আহমাদ ২৪৬।

[৭৩] য'ঈফ : ইবনু মাজাহ ২৪৩২, ইরওয়া ১৪০০, সহীহাহ্ ১১৬২। কারণ রাবী ইসমা'ঈল বিন 'আইয়্যাশ এর ঊর্ধতন রাবী 'উতবাহ্ একজন অসিরীয় ব্যক্তি আর সিরীয় ব্যক্তি ছাড়া অন্য সকলের থেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে ইসমা'ঈল একজন দুর্বল রাবী।

করতে চাইলে দাতা সে উপকার গ্রহণ করবে না। কেননা এ উপকার সুদের সমতুল্য। কেননা ঋণের বিনিময়ে যে লাভ বা উপকার গ্রহণ করা হয় তাই সুদ। অতএব দাতার পক্ষে গ্রহীতা কর্তৃক কোনো প্রকারের উপহার অথবা কোনো প্রকারের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ অবৈধ।

(إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرٰى بَيْنَهٗ وَبَيْنَهٗ قَبْلَ ذٰلِكَ) "তবে ঋণ গ্রহণের পূর্বে যদি তাদের মধ্যে এ ধরনের লেনদেন হয়ে থাকে তবে তা ভিন্ন কথা।" অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতার মধ্যে ঋণ গ্রহণের আগে থেকেই হৃদ্যতা থাকে এবং তাদের মাঝে উপঢৌকন লেনদেন প্রচলন থেকে থাকে তাহলে ঋণ গ্রহণের পরেও তার কাছ থেকে উপঢৌকন নেয়া যাবে। কারণ এ উপঢৌকন দানের জন্য নয় বরং পূর্বেকার অভ্যাস অনুযায়ী উপহার, ফলে তা গ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٨٣٢ ـ [٢٦] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَقْرَضَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَا يَأْخُذْ هَدِيَّةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ تَارِيخِهٖ هٰكَذَا فِي الْمُنْتَقٰى

২৮৩২-[২৬] উক্ত রাবী (আনাস) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী বলেছেন : কোনো লোক অপর কোনো লোককে ঋণ দিলে, ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো হাদিয়্যাহ্ (উপহার) গ্রহণ করবে না। (বুখারী; এটি তাঁর তারীখে বর্ণনা করেছেন, মুনতাক্বায়ও এরূপ বর্ণিত আছে)[৭৪]

ব্যাখ্যা : (هٰكَذَا فِي الْمُنْتَقٰى) মুনতাক্বাতেও এরূপ বর্ণিত আছে, 'মুনতাক্বা' এমন একটি হাদীস গ্রন্থ যা ফিক্‌হের মাসআলাহ্ অনুসারে ইমাম আহমাদ-এর কোনো ছাত্র সংকলন করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٨٣٣ ـ [٢٧] وَعَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ أَبِيْ مُوسٰى قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلَامٍ فَقَالَ: إِنَّكَ بِأَرْضٍ فِيهَا الرِّبَا فَاشٍ إِذَا كَانَ لَكَ عَلٰى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدٰى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حَبْلَ قَتٍّ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهٗ رِبًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৮৩৩-[২৭] আবূ বুরদাহ্ ইবনু আবূ মূসা (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি মাদীনায় এসে 'আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম -এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। আমাকে তিনি বললেন, তুমি এমন এলাকায় বসবাস করছো, যেখানে সুদের প্রচলন অত্যধিক। অতএব কারো কাছে যদি তোমার কোনো পাওনা থাকে, সে যদি তোমাকে হাদিয়্যাহ্ হিসেবে এক বোঝা খড় অথবা এক গাঠুরী যব, অথবা ঘাসের একটি বোঝাও দেয়; তুমি তা গ্রহণ করবে না। কারণ এটা সুদ হিসেবে সাব্যস্ত হবে। (বুখারী)[৭৫]

ব্যাখ্যা : (إِذَا كَانَ لَكَ عَلٰى رَجُلٍ حَقٌّ) "যখন কারো নিকট তোমার কোনো হাক্ব থাকে" অর্থাৎ কোনো প্রকার পাওনা থাকে।

(فَأَهْدٰى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حَبْلَ قَتٍّ) "আর সেই ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তোমাকে হাদিয়্যাহ্ স্বরূপ একবোঝা খড় অথবা একবোঝা যব অথবা এক আটি পশুর খাদ্য জাতীয় ঘাস দান করে, অর্থাৎ দানকৃত বস্তু যত স্বল্পমূল্যের অথবা সামান্য বস্তু হোক না কেন।

---

[৭৪] মুনতাক্বাল আখবার ২৯৭০।

[৭৫] সহীহ : বুখারী ৩৮১৪।

(فَلَا تَأْخُذْهُ) "তুমি তা গ্রহণ করবে না" (فَإِنَّهُ رِبًا) কেননা তা সুদ, অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা ব্যক্তির নিকট থেকে ঋণ ব্যক্তির কোনো প্রকার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ সুদের নামান্তর। তাই তা গ্রহণ করা নিষেধ যদিও সে ঐ ধরনের কোনো কিছু শর্ত করে না থাকে। তবে 'উলামাগণের মতে এ ধরনের সুযোগ গ্রহণ হারাম নয়, বরং তা মাকরূহ। আর যদি ঋণ দেয়ার সময় শর্তারোপ করে, তবে সুদ এবং তা গ্রহণ করা হারাম।

(ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৮১৪)

(٥) بَابُ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْبُيُوْعِ

অধ্যায়-৫ : নিষিদ্ধ বস্তু ক্রয়-বিক্রয়

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٨٣٤ -[١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا أَوْ كَانَ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهٰى عَنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ قَالَ: «وَالْمُزَابَنَةِ: أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى إِنْ زَادَ فَلِيْ وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৮৩৪-[১] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) 'মুযাবানাহ্' জাতীয় ক্রয়-বিক্রয় হতে নিষেধ করেছেন। আর তা হলো বাগানের মধ্যে রেখে ফল বিক্রি করা। গাছ হতে পেড়ে তা শুকালে কি পরিমাণ খুরমা হবে ওই পরিমাণ খুরমা দিয়ে এর বিনিময়ে গাছের খেজুর গাছে রেখেই অনুমান করে ক্রয়-বিক্রয় করা। আর যদি আঙ্গুর হয়, কিসমিসের বিনিময়ে অনুমান করে ক্রয়-বিক্রয় করা। মুসলিম-এর বর্ণনায় ক্ষেতের শস্যদানার বেলায়ও এভাবে ক্রয়-বিক্রয় করা নিষেধ। (বুখারী, মুসলিম)

মুত্তাফাকুন 'আলায়হি-এর অন্য এক বর্ণনায় আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুযাবানাহ্ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি (সাঃ) আরো বলেছেন, (খেজুর) গাছের মাথায় যে খেজুর রয়েছে তা নির্দিষ্ট পরিমাপ করে খেজুরের বিনিময়ে বিক্রয় করা হলো 'মুযাবানাহ্'। যদি বেশি হয় তবে তা আমার (বিক্রেতার লাভে) হবে। যদি কম হয় তবে তা আমারই ক্ষতি হিসেবে পরিগণিত হবে (অর্থাৎ- এর লাভ-ক্ষতি আমারই হবে)। (বুখারী, মুসলিম)[৭৬]

ব্যাখ্যা : (نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ) "রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুযাবানাহ্ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন।" গাছের তাজা খেজুর ঘরের শুকনা খেজুরের বিনিময়ে বেচা-কেনা করা। অনুরূপ গাছের তাজা আঙ্গুরের বিনিময়ে ঘরের শুকনা আঙ্গুর তথা কিসমিসের বিনিময়ে বিক্রয় করা অথবা ক্ষেতের ফসলের

---

[৭৬] **সহীহ** : বুখারী২২০৫, মুসলিম ১৫৪২।

বিনিময়ে ঘরের ফসল বিক্রয় করা। এ ধরনের বেচা-কেনাকে মুযাবানাহ্ বলা হয়। রসূলুল্লাহ ﷺ এ ধরনের বেচা-কেনা করতে নিষেধ করেছেন। কারণ গাছের ফল ও ক্ষেতের ফসলের পরিমাণ অনির্দিষ্ট আর ঘরের ফল ও ফসলের পরিমাণ নির্দিষ্ট। নির্দিষ্টের বিনিময়ে অনির্দিষ্টের বেচা-কেনা হারাম। তাই মুযাবানাহ্ হারাম।
(ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, হা ২২০৫)

٢٨٣٥-[٢] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يَّبِيْعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرْقٍ حِنْطَةً وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَّبِيْعَ التَّمْرَ فِيْ رُؤُوْسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرْقٍ وَالْمُخَابَرَةُ: كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৮৩৫-[২] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মুখাবারাহ্, মুহাক্বালাহ্ ও মুযাবানাহ্ করতে নিষেধ করেছেন। 'মুহাক্বালাহ্' হলো ক্ষেতের শস্য একশ' ফুর্‌ক্ব (প্রায় বিশ মণ প্রস্তুতকৃত) গমের বিনিময়ে বিক্রি করা। 'মুযাবানাহ্' হলো খেজুর গাছের মাথায় যে খেজুর রয়েছে, তা কর্তিত বিশ মণ খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করা। "মুখাবারাহ্' অর্থ হলো এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ শস্যের বিনিময়ে ক্ষেত ইজারা (বর্গা) দেয়া। (মুসলিম)[৭৭]

ব্যাখ্যা : (نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ) "রসূলুল্লাহ ﷺ মুখাবারাহ্ ও মুহাক্বালাহ্ নিষেধ করেছেন।" মুখাবারাহ্ বলা হয় ঐ বর্গা চাষকে যাতে চাষী নিজ থেকে বীজ দিয়ে অন্যের জমি চাষ করে। বিনিময়ে সে চাষী জমিনের উৎপাদিত ফসলের এক-চতুর্থাংশ অথবা এক-তৃতীয়াংশ চাষীকে দিবে অথবা জমির এক অংশের ফসল চাষী নিবে এবং অন্য অংশের ফসল জমির মালিক নিবে। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতে বর্গাচাষ বৈধ নয়। পক্ষান্তরে জুমহূর 'উলামাগণের মতে জমির নির্দিষ্ট অংশের ফসল চাষীকে না দিয়ে বরং পূর্ণ জমিতে উৎপাদিত ফসলের একটি নির্দিষ্ট চাষীকে দেয়া হলে এ ভাগ চাষ বৈধ। কেননা নাবী ﷺ খায়বারের জমি খায়বারবাসীদের ভাগে চাষ করিয়েছেন এবং উৎপাদিত অর্ধেকাংশ তিনি নিয়েছেন যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে অত্র হাদীসে নিষিদ্ধ মুখাবারাহ্ দ্বারা উদ্দেশ্য চাষীকে জমির নির্দিষ্ট অংশের ফসল দেয়া। কেননা এতে এক অংশের ফসল কম হওয়া অথবা ফসল না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। (শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৫৩৬)

মুহাক্বালাহ্ নিষিদ্ধ মুযাবানার একটি প্রকার আর তা হচ্ছে ক্ষেতের ফসল ঘরের ফসলের বিনিময়ে বেচা-কেনা করা। যার আলোচনা পূর্বের হাদীসে গত হয়েছে।

٢٨٣٦-[٣] وَعَنْهُ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৮৩৬-[৩] উক্ত রাবী (জাবির رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন মুহাক্বলাহ্, মুযা-বানাহ্, মুখা-বারাহ্ ও মু'আ-ওয়ামাহ্ হতে এবং নিষেধ করেছেন (অনির্দিষ্টভাবে) কিছু অংশ বাদ দিতেও। আর 'আরা-ইয়া'-কে জায়িয করেছেন। (মুসলিম)[৭৮]

---

[৭৭] সহীহ : মুসলিম ১৫৩৬, মুসনাদ আশ্ শাফি'ঈ ৫২৫।

[৭৮] সহীহ : মুসলিম ১৫৩৬, আবূ দাউদ ৩৪০৪, নাসায়ী ৪৬৩৪, ইবনু মাজাহ ২২৬৬, আহমাদ ১৪৯২১।

ব্যাখ্যা : * ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর মতে عَرَايَا ('আরা-ইয়া-) হলো দানকৃত খেজুর বৃক্ষ হতে আহরণকৃত খেজুর; অর্থাৎ- এক ব্যক্তি কোনো একটি বৃক্ষের খেজুর দান করার পর এ ব্যক্তি ফলগুলোকে দানকারী ব্যতীত অন্যের নিকট বিক্রয় করা। (সম্পাদক)

এখানে (مُعَاوَمَةِ) মু'আ-ওয়ামাহ্ (এটি জাহিলী যুগের এক ধরনের ক্রয়-বিক্রয়)। গাছের খেজুর বিক্রি করা অথবা ২-৩ কিংবা ততোধিক বয়সী গাছ বিক্রি করা তাতে ফল ধরার পূর্বেই, অর্থাৎ গাছে ফল আসার আগেই গাছের সাথে সম্ভাব্য ফলের দামসহ গাছ বিক্রি করাকে মু'আওয়ামাহ্ বলা হয়। এ ধরনের লেনদেন হারাম। কারণ কোনো বস্তু সৃষ্টি হওয়ার আগেই তা বিক্রি করা পেটে সন্তান আসার পূর্বেই উক্ত সন্তানকে বিক্রি করার নামান্তর।

হাদীসে উল্লেখিত (اَلثُّنْيَا) আস্ সুন্ইয়া- এটি এক ধরনের ক্রয়-বিক্রয়। মুহিব্বুস্ (রহঃ) বলেন : অনির্ধারিত অংশকে আলাদা করে কোনো খেজুর বাগান বিক্রি করাকে আস্ সুন্ইয়া- বলা হয়। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় বিক্রিত বস্তু অজ্ঞাত থাকার কারণে তা হারাম। তবে 'আরা-ইয়া লেনদেন বৈধ। মালিক কর্তৃক কোনো খেজুর গাছ ফল খাওয়ার জন্য অন্যকে দান করাকে 'আরা-ইয়া' বলা হয়।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : অনুমানের ভিত্তিতে কয়েকটি খেজুরগাছ এ বলে বিক্রি করা যে, গাছে যতগুলো পাকা খেজুর আছে তা শুকালে তিন সা' পরিমাণ খুরমা হবে। আর এ তিন সা' পরিমাণ খুরমার দাম ধরে মালিক অন্যের কাছে বাগানের কয়েকটি খেজুর গাছ বিক্রি করে, আর ক্রেতা ও বিক্রেতা একই বৈঠকে তা হস্তগত করে এবং এতে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই সন্তুষ্ট থাকে। তবে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ে দ্রব্য পাঁচ ওয়াসাক্বের কম হতে হবে। এর বেশি হলে তা অবৈধ হবে। তবে পাঁচ ওয়াসাক্বের বৈধতার ব্যাপারে ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর দু'টি মত আছে। তার কিছু মত হলো পাঁচ ওয়াসাক্বের 'আরিয়্যাহ্ লেন-দেন জায়িয (এক ওয়াসাক্ব পরিমাণ ৬০ সা' = ১৫০ কেজি বা তিন মণ ৩০ কেজি) কারণ পাকা খেজুরের বিনিময়ে খুরমা বিক্রি হারাম। কিন্তু 'আরিয়্যাহ্ পদ্ধতিতে এমনটি হয় না। আর 'আরিয়্যার ব্যাপারে বৈধতাও রয়েছে এবং এটি ধনী-গরীব সবার ক্ষেত্রেই বৈধ, আর এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٨٣٧ـ[٤] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا أَنَّهٗ رَخَّصَ فِى الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৮৩৭-[৪] সাহ্ল ইবনু আবূ হাসমাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রস্তুতকৃত খুরমার বিনিময়ে (গাছে বিদ্যমান রেখে) খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি (ﷺ) অবশ্য 'আরা-ইয়া বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন। 'আরা-ইয়া'র ফলকেই অনুমান করে বিক্রি করে সেই অনুমান অনুযায়ী খুরমা দিবে। 'আরা-ইয়া'র ফল ক্রেতা তা পাকা ও তাজা অবস্থায় খাবে। (বুখারী, মুসলিম)[৭৯]

ব্যাখ্যা : জুমহূর 'উলামাগণের মতে আল 'আরিয়্যাহ্ হলো মালিক কর্তৃক খেজুর বাগানের মধ্য হতে কয়েকটি খেজুর গাছ অন্যকে ফল খাওয়ার জন্য দান করাকে 'আরা-ইয়া বলা হয়। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : এটি শারী'আতসম্মত। কারণ 'আরা-ইয়া মুযাবানাহ্ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ নাবী (ﷺ)-এর কথায় খুরমার বিনিময়ে ফল বিক্রি করাকে মুযাবানাহ্ বলা হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ- ৬/৭২ পৃঃ)

---

[৭৯] সহীহ : বুখারী ২১৯১, মুসলিম ১৫৪০।

সহীহুল বুখারীর অন্য বর্ণনায় রয়েছে, (رخص لهم في بيع العرايا) আর সেখানে ইয়াহ্‌ইয়া বিন সা'ঈদ ও আহলে মাক্কাহ্ (ইবনু 'উয়াইনাহ্ (রাঃ))-এর বর্ণনার মাঝে কিছু ভিন্নতা দেখা যায়। ইয়াহ্‌ইয়া বিন সা'ঈদ-এর বর্ণনায় তিনি (ﷺ) 'আরা-ইয়া ধরনের কেনা-বেচাকে অনুমানের মাধ্যমে এবং মালিকের ভক্ষণ করার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করেছেন। (যেমন পূর্বের হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে) কিন্তু ইবনু 'উয়াইনাহ্ (রাঃ)-এর বর্ণনায় (নাবী ﷺ) 'আরা-ইয়া কেনা-বেচায় মুত্বলাকভাবে (শর্তহীনভাবে) অনুমোদন দিয়েছেন। কোনো নির্দিষ্ট করেননি।

হাফিয ইবনু হাজার 'আসক্বালানী (রহঃ) বলেন : ইবনু 'উয়াইনাহ্-এর বর্ণনাটি উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ, যা তিনি ইবনু জুরায়জ থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবনু জুরায়জ 'আত্বা থেকে, আর 'আত্বা বর্ণনা করেছেন জাবির (রাঃ) থেকে। (ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৪৮)

٢٨٣٨ـ[٥] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَرْخَصَ فِيْ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَكَّ دَاوُدُ ابْنُ الْحُصَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৮৩৮-[৫] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ 'আরা-ইয়া' জাতীয় ক্রয় বিক্রয়ে- ফলের অনুমানে খুরমার বিনিময়ে অনুমতি দিয়েছেন। যা সাধারণত পাঁচ আওসুক্ব-এর কম হয়ে থাকে, অথবা পাঁচ আওসুক্ব-এর মধ্যে হয়ে থাকে। দাউদ ইবনু হুসায়ন তা সন্দেহে করেছেন। (বুখারী, মুসলিম)[৮০]

ব্যাখ্যা : অপর নুসখাতে (অনুলিপিতে) (رَخَّصَ) তাশদীদ যোগে রয়েছে। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, হাদীসে উল্লেখিত بِخَرْصِهَا এর بِا বর্ণটি সাবাবিয়্যা বা কারণবাচক বুঝাতে এসেছে। অর্থাৎ- নাবী ﷺ তাজা খেজুর খুরমার বিনিময়ে অনুমানের মাধ্যমে লেনদেন করার অনুমোদন দিয়েছেন। যদি তা পাঁচ ওয়াসাক্বের কম হয়। সুতরাং পাঁচ ওয়াসাক্বের বেশী হলে এরূপ কেনা-বেচা হারাম হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٨٣٩ـ[٦] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: نَهٰى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّٰى تَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتّٰى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ.

২৮৩৯-[৬] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বিক্রয়কারী ও ক্রেতাকে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন যতদিন পর্যন্ত গাছের ফল (খাবার বা কাজে লাগানোর) উপযুক্ত না হবে। (বুখারী, মুসলিম)[৮১]

মুসলিম-এর অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, খেজুরে যতদিন পর্যন্ত লাল বা হলোদ বর্ণ না আসে এবং শীষ জাতীয় শস্য (গম ও যব প্রভৃতি) বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন (যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে পেকে শুকিয়ে সাদা না হয়ে যায়)। আর কোনো প্রকার মোড়কে নষ্ট হওয়া থেকে আশঙ্কামুক্ত না হয়ে যায়, অর্থাৎ- ব্যাধি হতে মুক্ত থাকতে হবে।

---

[৮০] সহীহ : বুখারী ২৩৮২, মুসলিম ১৫৪১, আবূ দাউদ ৩৩৬৪।

[৮১] সহীহ : বুখারী ২১৯৪, মুসলিম ১৫৯৪, আবূ দাউদ ৩৩৬৭, দারিমী ২৫৯৭, ইরওয়া ১৩৫৫।

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, গাছের ফল পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় বিক্রয় করা জায়িয নেই। আর এ মর্মে ইবনু 'আব্বাস, জাবির, আবূ হুরায়রাহ্, যায়দ বিন সাবিত, আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (رضي الله عنه) এবং 'আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) প্রমুখগণের বর্ণনা রয়েছে। কারণ গাছের অপরিপক্ক ফল বিনষ্ট হওয়া থেকে মুক্ত নয়। যখন গাছের ফল নষ্ট হয়ে যাবে তখন তো ক্রেতার জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

জুমহূর 'উলামাগণ এ হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, কাঁচা খেজুরের বিনিময় পাকা খেজুর কেনা-বেচা করা হারাম, যদি ওযনে সমান হয়। কারণ সমতা তখনই গণ্য হবে যখন ফল পরিপক্ক হবে। আর খেজুর শুকালে পাকা খেজুর কাঁচা খেজুরের তুলনায় কমই হ্রাস পায়। (ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২১৮৩)

٢٨٤٠ -[٧] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى تُزْهِيَ قِيلَ: وَمَا تُزْهِيْ؟ قَالَ: «حَتّٰى تَحْمَرَّ» وَقَالَ: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللّٰهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيْهِ؟». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৮৪০-[৭] আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) খেজুর ফল পরিপক্ক হবার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। প্রশ্ন করা হলো, পরিপক্কতা কি? তিনি (ﷺ) বলেন, ফল লাল হওয়া। তিনি (ﷺ) আরো বলেছেন, আল্লাহর দেয়া কোনো বালা-মুসীবাতে যদি এ ফল নষ্ট হয়ে যায়, তবে মুসলিম ভাই (ক্রেতা) হতে কিসের বিনিময়ে মূল্যমান গ্রহণ করবে। (বুখারী, মুসলিম)[৮২]

ব্যাখ্যা : (حَتّٰى تُزْهِيَ) 'আল্লামাহ্ খত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন : زها শব্দের অর্থ হলো ফলের উপরে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়া বা দীর্ঘ সময় গাছে থাকা এবং ফল পূর্ণতা লাভ করা। আর أُزْهِيَ হলো ফল লাল বর্ণ ধারণ করা বা পেকে যাওয়া। নাসায়ী'র বর্ণনায় মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত রয়েছে, নাবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, ফলের পরিপক্ক হওয়া কি? তিনি (ﷺ) বললেন, লাল বর্ণ হওয়া। ইমাম ত্বহাবী (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ফল পরিপক্ক হওয়ার পর যদি ক্রয়-বিক্রয় হয় এবং বিক্রিত ফলে যদি ক্ষতি বা লোকসান পৌঁছে তবে ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ বাদ যাবে, অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ মূল্য ফেরত দিতে হবে। ইমাম আহমাদ ও আবূ 'উবায়দ (রহঃ)-এর মতে সম্পূর্ণ মূল্য ফেরত দিতে হবে। তবে ইমাম শাফি'ঈ-এর মতে, বিক্রেতার ওপর কোনো দায় বর্তাবে না। তারা বলেন যে, এক্ষেত্রে বিক্রেতার ওপর দায় তখনই বর্তাবে, যখন ফল পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই অকাট্য কোনো শর্ত ছাড়াই ক্রয়-বিক্রয় হবে। আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। (ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২১৯৮)

٢٨٤١ -[٨] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ السِّنِيْنَ وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৮৪১-[৮] জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) (কোনো প্রকার গাছ বা বাগানের ফল) কয়েক বছরের জন্য অগ্রিম বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং (বিক্রিত ফল ক্রেতা কর্তৃক) সংগ্রহের আগে যা নষ্ট হয়, তার মূল্য কর্তন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। (মুসলিম)[৮৩]

---

[৮২] সহীহ : বুখারী ২১৯৮, মুসলিম ১৫৫৫, আহমাদ ১২১৩৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৯৯০।

[৮৩] সহীহ : মুসলিম ১৫৩৬, আবূ দাউদ ৩৩৭৪, নাসায়ী ৪৬২৭, আহমাদ ১৪৩২০।

Contents

ব্যাখ্যা : (بَيْعِ السِّنِيْنَ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কোনো ফলদার বৃক্ষ কয়েক বছরের জন্য ক্রয়-বিক্রয় করা। এরূপ বিক্রয়কৃত গাছের পাকা ফল যদি কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বা অন্য কোনো কারণে নষ্ট হয় তবে বিক্রেতার প্রাপ্ত মূল্য কর্তন করতে হবে। ইবনু মালিক (রহঃ) বলেন, এখানে (أَمَرَ) বা নির্দেশমূলক শব্দ দ্বারা মুস্তাহাব উদ্দেশ্য। আর এটা অধিকাংশ 'উলামাগণের মত। কেননা বিক্রিত ফসল ক্রেতা কর্তৃক হস্তগত হওয়ার পর তাতে কোনো ক্ষতি হলে তা ক্রেতার জিম্মায় থাকবে- (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)। তবে ফল পাকার পর যখন তা বিক্রি করা হবে এবং বিক্রেতা তা ক্রেতার কাছে অর্পণ করবে, অতঃপর কোনো দুর্যোগে ফল নষ্ট হলে এটি কি বিক্রেতার জিম্মায় বা নষ্টের দায়ভার ক্রেতার ওপর বর্তাবে? নাকি বিক্রেতার ওপর বর্তাবে। এ বিষয়ে 'উলামাগণের মাঝে বৈপরীত্য রয়েছে।

ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) তার দু'টি মতের মধ্যে বিশুদ্ধ মতে ও ইমাম আবূ হানীফাহ্, আল লায়স বিন সা'দ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন, এটা ক্রেতার দায়িত্ব থাকবে ফল নষ্টের দায়ভার ক্রেতার দিকে বর্তাবে এবং এর জন্য মূল্য কর্তন আবশ্যক নয়, তবে মুস্তাহাব হবে। আর শাফি'ঈ (রহঃ)-এর পূর্ব মতে এবং এক দল 'উলামার মতে, এটা বিক্রেতার দায়িত্ব থাকবে এবং এর জন্য মূল্য কর্তন ওয়াজিব। ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন : ফলের ক্ষতি যদি এক-তৃতীয়াংশের কম হয়। তবে মূল্য কর্তন ওয়াজিব নয়। আর যদি এক-তৃতীয়াংশ বা তার বেশী ক্ষতি হয় তবে মূল্য কর্তন ওয়াজিব হবে এবং ক্ষতির দায়-দায়িত্ব বিক্রেতার দিকেই বর্তাবে। (শারহু মুসলিম ১০ম খণ্ড, হাঃ ১৫৫৪)

٢٨٤٢ -[٩] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৮৪২-[৯] উক্ত রাবী (জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তুমি যদি তোমার কোনো মুসলিম ভাইয়ের কাছে (তোমার বাগানের অথবা গাছের) ফল বিক্রি করো। অতঃপর যদি তা (গ্রহণের পূর্বেই) নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার কাছ থেকে কোনো প্রকার মূল্য গ্রহণ করা জায়িয হবে না। কেননা তার পাওনা তাকে বুঝিয়ে না দিয়ে কিরূপে তার কাছ থেকে তুমি কোনো মূল্য গ্রহণ করবে? (মুসলিম)[৮৪]

٢٨٤٣ -[١٠] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانُوْا يَبْتَاعُوْنَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوْقِ فَيَبِيعُوْنَهُ فِي مَكَانِهِ فَنَهَاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِهِ فِي مَكَانِهِ حَتّٰى يَنْقُلُوْهُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

২৮৪৩-[১০] ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অনেক মানুষ বাজারে আগত খাদ্যদ্রব্য বাজারের সম্মুখে গিয়েই ক্রয় করে ফেলতো। অতঃপর এখানে বসেই আবার এ মাল বিক্রি করতো। রসূলুল্লাহ ﷺ এ শ্রেণীর ক্রেতাদেরকে সেখান থেকে ঐ খাদ্যদ্রব্য (বিক্রয়ের সাধারণ জায়গায় সরিয়ে না) নিয়ে সেখানে বসেই বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন, (অর্থাৎ- যে স্থানে ক্রয় করেছে ঐ স্থানে বিক্রয় না করে অন্য স্থানে বিক্রয় করা)। (আবূ দাউদ; আর আমি হাদীসটি বুখারী-মুসলিমে পাইনি)[৮৫]

---

[৮৪] **সহীহ :** মুসলিম ১৫৫৪, নাসায়ী ৪৫২৭, দারিমী ২৫৯৮, ইরওয়া ১৩৬৮।
[৮৫] **সহীহ :** বুখারী ২১৬৭, মুসলিম ১৫২৭, আবূ দাউদ ৩৪৯৪, নাসায়ী ৪৬০৬।

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটি এ মর্মে দলীল যে, যে ব্যক্তি খাদ্য ক্রয় করবে, অতঃপর ক্রয় করার স্থান ত্যাগ না করে উক্ত খাদ্য বিক্রি করা তার জন্য বৈধ নয়। আর এটাই জুমহূর 'উলামাগণের বক্তব্য। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৪৯১)

কারণ এ ক্ষেত্রে স্থান ত্যাগ করার মাধ্যমে দ্রব্য হস্তগত হয়। এটা 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ)-এর মত। ইবনুল মালিক (রহঃ) বলেন : এক্ষেত্রে দ্রব্যের স্থানান্তর, অর্থাৎ তা বিক্রেতার হাত থেকে ক্রেতার হাতে পৌছা। আর উক্ত স্থান হতে অন্য স্থান, অর্থাৎ- যে স্থানে দ্রব্য কেনা হলো তা পুনরায় বিক্রি করতে চাইলে উক্ত স্থান হতে অবশ্যই অন্য স্থানে যেতে হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٨٤٤ ـ [١١] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيْعُهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৮৪৪-[১১] উক্ত রাবী (ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো ব্যক্তি কোনো খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে তা করায়ত্ব না করা পর্যন্ত যেন বিক্রি না করে। (বুখারী, মুসলিম)[৮৬]

٢٨٤٥ ـ [١٢] وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «حَتّٰى يَكْتَالَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৮৪৫-[১২] ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর এক বর্ণনায় রয়েছে, "যে পর্যন্ত না ওই খাদ্য-দ্রব্য পরিমাপ করে বুঝে নেয়।" (বুখারী, মুসলিম)[৮৭]

ব্যাখ্যা : ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর অপর বর্ণনায় রয়েছে (حَتّٰى يَكْتَالَهُ), অর্থাৎ যতক্ষণ না তা পরিমাপ করে হস্তগত না করবে ততক্ষণ তা অন্যের কাছে বিক্রি করবে না। এখানে সম্পদের ওযন করা বা পরিমাপ করা ক্রয়ের সাথে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং গচ্ছিত সম্পদ বিক্রি করার পূর্বে তা ওযন করা শর্ত নয় এবং ক্রয়কৃত সম্পদের সম্পদ ওযন বা পরিমাপ নির্ধারণ দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, কেউ যদি হিবা বা দান কিংবা অন্য কোনো উপায়ে সম্পদের মালিক হয় তবে তিনি তা পরিমাপ করার পূর্বেই বিক্রি করতে পারবে। আর যদি ক্রয়কৃত সম্পদ দান করতে চায় তবে পরিমাপ ছাড়াই তা জায়িয। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٨٤٦ ـ [١٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَّا الَّذِىْ نَهٰى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتّٰى يُقْبَضَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৮৪৬-[১৩] ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ নিষেধ করেছেন : কোনো খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে তা হস্তগত হওয়ার আগে যেন বিক্রি না করে। ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, প্রত্যেক জিনিসের এরূপ হুকুম বলেই মনে করি। (বুখারী, মুসলিম)[৮৮]

ব্যাখ্যা : এখানে নাবী ﷺ খাদ্যের প্রতি, অর্থাৎ- দানা জাতীয় খাদ্যের উপরই নিষেধাজ্ঞা বর্তায়। কিন্তু ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা, (لَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ) অর্থাৎ খাদ্যের মতো অন্যান্য সকল বস্তু ক্রেতা তা পূর্ণ পরিমাপ করার পূর্বে বিক্রি করতে পারবে না। এ কথা প্রসঙ্গে ইবনুল মালিক (রহঃ) বলেন : এ কথাটি ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষ হতে বলা হয়নি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৮৬] **সহীহ :** বুখারী ২১২৬, মুসলিম ১৫২৬, আবূ দাউদ ৩৪৯২, নাসায়ী ৪৫৯৫, আহমাদ ৫২৩৫, সহীহ আল জামি' ৫৯২৭।

[৮৭] **সহীহ :** বুখারী ২১৩৫, মুসলিম ১৫২৫, আবূ দাউদ ৩৪৯৬, নাসায়ী ৪৫৯৭।

[৮৮] **সহীহ :** বুখারী ২১৩৫, মুসলিম ১৫২৫, আবূ দাউদ ৩৪৯৭, তিরমিযী ১২৯১, ইবনু মাজাহ ২২২৭, আহমাদ ১৮৪৭।

٢٨٤٧ - [١٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِبَيْعٍ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا: إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «مَنِ اشْتَرٰى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ».

২৮৪৭-[১৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : [১] যারা বাজারে বিক্রি করার জন্য বাহির হতে খাদ্য-দ্রব্য নিয়ে আসে, তাদের খাদ্য-দ্রব্য ক্রয়ের জন্য বাজারে পৌঁছার আগেই এগিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হবে না। [২] আর ক্রয়-বিক্রয়ের কথা চলার সময় একজনের সাথে অন্য কেউ এ বিষয়ে কথা বলবে না। [৩] ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়ে দালালী করবে না। [৪] গ্রামের লোকের পণ্য-সামগ্রী শহরের লোকজন বিক্রি করে দেবার জন্য চাপ প্রয়োগ করবে না। [৫] উট, ছাগলের (বিক্রয় করার আগে তার) স্তনে দু' তিন দিনের দুধ জমা রেখে স্তনকে ফুলিয়ে রাখবে না। যদি কেউ এরূপ করে তখন ক্রয়কারীর জন্য দুধ দোহনের পর সুযোগ থাকবে, ইচ্ছা করলে সে ক্রয়-বিক্রয় ঠিক রাখবে, আর ইচ্ছা করলে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করে তা ফেরত দিবে। তবে যদি ভঙ্গ করে (দুধ পানের জন্য) তাকে এক সা' খুরমা সাথে দিয়ে দিবে। (বুখারী, মুসলিম)[৮৯]

মুসলিম-এর এক বর্ণনায় আছে, যে লোক স্তন ফুলানো বকরী ক্রয় করবে, তার জন্য তিনদিনের সুযোগ থাকবে। সে বকরী ফেরত দেয়, তবে এর সাথে এক সা' খাদ্যদ্রব্য ফেরত দিবে, অর্থাৎ- উত্তম গম দিতে সে বাধ্য নয়।

ব্যাখ্যা : 'উলামাগণ এ মর্মে একমত হয়েছেন যে, কেউ কারো ক্রয়ের উপর ক্রয় এবং বিক্রয়ের উপর বিক্রয় এবং কারো দর করার উপর অন্য কারো দর করা নিষিদ্ধ। তবে যদি কেউ এমনটা করে এবং কেনা-বেচায় চুক্তিবদ্ধ হয় তাহলে সে নাফরমান বা সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সেই সাথে কেনা-বেচা সংঘটিত হয়ে যাবে। আর এটাই শাফি'ঈ, হানাফীসহ অন্যান্যদের মত। কিন্তু দাঊদ (রহঃ)-এর মতে কেনা-বেচা সংঘটিত হবে না। মালিক (রহঃ) হতে দু'টি বর্ণনা রয়েছে, তাদের অধিকাংশই এ মত দিয়েছেন যে, একে অন্যের উপর কেনা-বেচা করা বৈধ তার ক্ষেত্রেই হবে, যে মূল্য বেশী দিবে। ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) এটার ক্ষেত্রে কতিপয় সালাফগণ অনীহা প্রকাশ করেছেন।

আর (وَلَا تَنَاجَشُوْا) অর্থাৎ- (النجش) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কোনো দ্রব্যের মূল্য বেশী বলা, এটা দ্রব্য কেনার প্রতি আগ্রহী হয়ে নয়, বরং অন্যকে ধোঁকা দেয়ার জন্য করা হয়। যাতে উক্ত দ্রব্য বেশী মূল্যে ক্রেতা ক্রয় করে নেয়। এটা হারাম। দালালের ধোঁকার মধ্যে দিয়ে যদি ক্রয়-বিক্রয় হয় আর এটা সম্পর্কে যদি বিক্রেতা অবগত না থাকে, তবে এ ধরনের কেনা-বেচা বৈধ। পাপ সম্পূর্ণ কর্তার ওপর বর্তাবে। আর এটা যদি বিক্রেতার তরফ থেকে না হয়ে থাকে তবে ক্রেতার কোনো ঐচ্ছিকতা থাকবে না।

[৮৯] সহীহ : বুখারী ২১৫০, মুসলিম ১৪১২, ১৫২৪, নাসায়ী ৪৪৯৬, আবূ দাউদ ৩৪৪৩, আহমাদ ১০০০৪, সহীহ আল জামি' ৭৪৪৯।

(وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ.....) অর্থাৎ- উটনীর স্তন থেকে ২/৩ দিন যাবৎ দুধ দোহন না করে স্তন বড় করা যাতে ক্রেতার মনে এ ধারণা জন্মে যে, অধিক পরিমাণে দুধ দেয়াই এ উটনীর স্বভাব। এমনটা করা হারাম। (শারহু মুসলিম ১০ম খণ্ড, হাঃ ১৫১৫)

٢٨٤٨-[١٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرٰى مِنْهُ فَإِذَا أَتٰى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৮৪৮-[১৫] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যারা বাজারে বিক্রি করার জন্য (বাহির হতে) খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসছে, তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে মিলিত হবে না। যদি কেউ এরূপ করে কোনো প্রকার পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে, তবে ঐ বিক্রেতা বাজারে পৌছার পর (বিক্রয় ভঙ্গ করার) অবকাশ থাকবে। (মুসলিম)[৯০]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসগুলো থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, পণ্য বাজারে আসার পূর্বেই ক্রেতা কর্তৃক আগে বাড়িয়ে পণ্য ক্রয় করা হারাম। আর এটাই শাফি'ঈ, মালিকী ও জুমহূর 'উলামাগণের মত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও আওযা'ঈ (রহঃ)-এর মতে যদি মানুষের ক্ষতি না হয় তবে এটি জায়িয। আর এর প্রভাবে মানুষের ক্ষতি (বাজারে পণ্য সংকট, চড়া মূল্য) হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে এটি মাকরূহ।

ইমামগণ বলেন : এমন কেনা-বেচা হারাম হওয়ার কারণ হলো পণ্য আমদানী বা রফতানীর ক্ষেত্রে মানুষের ক্ষতি দূর করা এবং ধোঁকাবাজদের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকা। (শারহু মুসলিম ৯ম খণ্ড, হাঃ ১৫১৯)

٢٨٤٩-[١٦] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتّٰى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৮৪৯-[১৬] ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা পণ্য-সামগ্রী বাজারে পৌছার পূর্বে অগ্রগামী হয়ে বিক্রয় দ্রব্য ক্রয়ের জন্য যেও না, যে পর্যন্ত তা বিক্রয়ের স্থানে উপস্থিত না করা হয়। (বুখারী, মুসলিম)[৯১]

ব্যাখ্যা : এখানে (السِّلَعَ) হলো পণ্য সামগ্রী, এগুলো বাজারে পৌছার পর বাহন থেকে না নামানো পর্যন্ত কেনা-বেচা জায়িয নেই। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٨٥٠-[١٧] وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلٰى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطِبُ عَلٰى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৮৫০-[১৭] উক্ত রাবী (ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো লোক তার মুসলিম ভাইয়ের বেচাকেনার কথার বলার সময় নিজে বেচাকেনার কথা উত্থাপন করতে পারবে না। আর কোনো মুসলিম ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের উপর নিজে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, যদি ঐ ভাই তা অনুমতি দেয়, তাহলে পারবে। (মুসলিম)[৯২]

---

[৯০] **সহীহ :** মুসলিম ১৫১৯, নাসায়ী ৪৫০১, ইবনু মাজাহ ২১৭৮, আহমাদ ১০৩২৪, দারিমী ২৬০৮, ইরওয়া ১৩১৭, সহীহ আল জামি' ৭৪৪৮।

[৯১] **সহীহ :** বুখারী ২১৬৫, মুসলিম ১৫১৭, সহীহ আল জামি' ৭৫৮৯।

[৯২] **সহীহ :** মুসলিম ১৪১২, আবূ দাঊদ ২৯৮১, নাসায়ী ৪৫০৪, ইবনু মাজাহ ১৮৬৮, আহমাদ ৪৭২২, দারিমী ২২২২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৯৬৬, সহীহ আল জামি' ৭৬০০।

Contents

ব্যাখ্যা : অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, একজন মু'মিন অপর মু'মিনের ভাই, সুতরাং কোনো ঈমানদার ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় কোনো ঈমানদারের কেনা-বেচা করার উপর কেনা-বেচা করা এবং তার প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দেয়া। এ হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, কারো প্রস্তাবের উপর (কেনা-বেচার) প্রস্তাব করা হারাম। এখানে (لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلٰى بَيْعِ أَخِيهِ) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : পণ্যের মূল্য নির্ধারণ হওয়ার পর ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে তৃতীয় ব্যক্তি প্রবেশ করে বেশী দাম বলা। (শারহু মুসলিম ৯ম খণ্ড, হাঃ ১৪১২)

٢٨٥١ -[١٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلٰى سَوْمِ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৮৫১-[১৮] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : কোনো লোক তার কোনো মুসলিম ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলার উপর নিজে ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলবে না। (মুসলিম)[৯৩]

ব্যাখ্যা : নাবী (ﷺ)-এর কথা (عَلٰى خِطْبَةِ أَخِيهِ) অর্থাৎ- অন্য ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর। 'আল্লামাহ্ খত্ত্বাবী (রহঃ) সহ অন্যান্য 'উলামাগণ বলেন যে, প্রথম প্রস্তাবদাতা যদি কাফির হয়, তবে তার ওপর মুসলিম ব্যবসা কিংবা বিবাহের ক্ষেত্রে প্রস্তাব দিতে পারবে। আর যদি প্রথম প্রস্তাবদাতা মুসলিম হয় তবে তার ওপর প্রস্তাব দেয়া হারাম। আওযা'ঈ (রহঃ) অনুরূপ কথা বলেছেন। জুমহূর 'উলামাগণ বলেছেন, কাফিরের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব করাও হারাম। তবে বিশুদ্ধ কথা হলো প্রস্তাবের ক্ষেত্রে ফাসিক্ব বা অন্য কারো মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। (শারহু মুসলিম ৯ম খণ্ড, হাঃ ১৪১৩)

٢٨٥٢ -[١٩] وَعَنْ جَابِرٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৮৫২-[১৯] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : শহরের লোকেরা আগত গ্রাম্য লোকেদের পণ্য-সামগ্রী বিক্রি করে দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে পারবে না। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা লোকেদের একজনকে অপরজন দ্বারা লাভবান হওয়ার সুযোগ দিয়ে থাকেন। (মুসলিম)[৯৪]

ব্যাখ্যা : অপর বর্ণনায় আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, শহরের লোক গ্রাম্য লোকের পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করে দেয়ার চাপ প্রয়োগের ব্যাপারে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে। যদিও সে তার বাবা কিংবা ভাই হোক না কেন। এ সকল হাদীস থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, গ্রাম্য লোকের দ্রব্য বিক্রি করে দেয়ার ব্যাপারে শহরের লোকের চাপ প্রয়োগ করা সম্পূর্ণ হারাম। ইমাম শাফি'ঈ ও অধিকাংশ বিদ্বানগণ এমন সিদ্ধান্তই দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। (শারহু মুসলিম ১০ম খণ্ড, হাঃ ১৫২২, ১৫২৪)

٢٨٥٣ -[٢٠] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: نَهٰى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْاٰخَرِ بِيَدِهٖ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا

---

[৯৩] সহীহ : মুসলিম ১৫১৫, আহমাদ ৯৩৩৪, ইরওয়া ১২৯৮, সহীহ আল জামি' ৭৬০১।

[৯৪] সহীহ : মুসলিম ১৫২২, নাসায়ী ৪৪৯৫, তিরমিযী ১২২৩, ইবনু মাজাহ ২১৭৬, আহমাদ ১৪২৯১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৯৬৩, সহীহ আল জামি' ৭৬০৩।

يُقْلِبُهُ إِلَّا بِذٰلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْاٰخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذٰلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ وَاللِّبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُوَ أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرٰى: احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৮৫৩-[২০] আবূ সা'ঈদ আল খুদ্রী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কাপড় পরার দু'টি পদ্ধতিকে নিষেধ করেছেন এবং ক্রয়-বিক্রয়েরও দু'টি নিয়ম নিষেধ করেছেন। ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়ম দু'টি হলো 'মুলামাসাহ্' ও 'মুনাবাযাহ্'। 'মুলামাসাহ্' হলো রাতে বা দিনে ক্রেতা-বিক্রেতার (বিক্রয়ের) কাপড়টিতে হাত দিয়ে স্পর্শ করলেই সে তা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু সেটা দেখে বিবেচনা করার কোনো সুযোগই তার থাকবে না। আর 'মুনাবাযাহ্' হলো পরস্পর একজনের কোনো কাপড় অন্যজনের দিকে ছুঁড়ে মারলেই তাদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। ক্রয়ের বস্তু যাচাই-বাছাইয়ের কোনো সুযোগই তার থাকবে না এবং উভয়পক্ষের মতামতেরও অপেক্ষা করা হবে না। আর কাপড় পরার (নিষিদ্ধ) পদ্ধতি দু'টি হলো– [১] লুঙ্গি জাতীয় কাপড় পরা ছাড়া এক চাদরে শরীর ঢাকার জায়গায় চাদরের একদিক কাঁধে উঠিয়ে রাখা; যাতে করে অপর পাশ খোলা হয়ে যায়, যে কাঁধের উপর কোনো কাপড় থাকে না। [২] লুঙ্গি জাতীয় কাপড় পরে ইহতিবা পদ্ধতিতে বসা, অর্থাৎ দু' হাঁটু খাড়া করে বসা। এতে করে সতরের মধ্যে কোনো কাপড় থাকে না। (বুখারী, মুসলিম)[৯৫]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে যে কয়টি কেনা-বেচার রূপ বলে দেয়া হয়েছে সব ক'টি বাতিল। আল মুনাবাযাহ্ (একে অন্যের প্রতি পণ্য ছুঁড়ে মারার মাধ্যমে যে কেনা-বেচা করা) এটি তিন পদ্ধতিতে হতে পারে। (১) ক্রেতা-বিক্রেতার যে কেউ নিজের পক্ষ হতে পণ্য ছুঁড়ে মারার মাধ্যমে লেন-দেন ঠিক করা– এটি ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর ব্যাখ্যা। (২) এমন কথা বলা যে, আমি এ পণ্য তোমার কাছে বিক্রি করলাম, যখন আমি এ পণ্য তোমার দিকে ছুঁড়ে মারবো, তখন কোনো ইখতিয়ার বা যাচাই করার সুযোগ থাকবে না এবং বিক্রি আবশ্যক হয়ে যাবে। (৩) কংকর বা পাথর ছুঁড়ে মারার মাধ্যমে লেনদেন করা। [এ তিন পদ্ধতিই জাহিলী জামানার পদ্ধতি, এ সবগুলো পদ্ধতি হরাম] (শার্হু মুসলিম ১০ম খণ্ড, হাঃ ১৫১২)

٢٨٥٤ـ[٢١] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৮৫৪-[২১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কাঁকর নিক্ষেপ করার ক্রয়-বিক্রয় হতে এবং ধোঁকার ক্রয়-বিক্রয় হতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)[৯৬]

ব্যাখ্যা : কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে কেনা-বেচার তিনটি ব্যাখ্যা রয়েছে। (১) এ কাপড়গুলোর মধ্য হতে যেটিতে আমার নিক্ষেপ করা পাথর লাগবে সে কাপড় আমি তোমার কাছে বিক্রি করব। অথবা এ ভূমিতে

---

[৯৫] **সহীহ :** বুখারী ৫৮২০, মুসলিম ১৫১২, নাসায়ী ৪৫১৫।

[৯৬] **সহীহ :** মুসলিম ১৫১৩, নাসায়ী ৪৫১৮, আহমাদ ৭৪১১, দারিমী ২৬০৫, আবূ দাঊদ ৩৩৭৬, ইরওয়া ১২৯৪, সহীহ আল জামি' ৬৯২৯।

আমি পাথর নিক্ষেপ করব, পাথর যেখানে পড়বে সে পর্যন্ত ভূমি আমি তোমার কাছে বিক্রি করব। (২) বিক্রেতা কর্তৃক এটা বলা যে, আমি এ পাথর পণ্যের দিকে নিক্ষেপ করব যেখানে পাথরটি পড়বে সে পণ্য তোমার কাছে বিক্রি করব তবে তাতে তোমার ক্রয় করা বা না করার ঐচ্ছিকতা থাকবে। (৩) এ পাথর আমি নিক্ষেপ করব যেখানে পড়বে সেটা বিক্রিত। আর (غَـرَرٍ) পণ্য অজ্ঞাত রেখে কেনা-বেচা করা, এটি কেনা-বেচা অধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। আর এতে অনেকগুলো মাসআলাহ্ রয়েছে। "বায়'ই গারার" হলো : যা নির্দিষ্ট পরিমাপে পরিমাপ করা যায় না এবং তাতে ক্রেতার পূর্ণ মালিকানা সাব্যস্ত হয় না, যেমন বেশী পানিতে মাছ বিক্রি করা, গাভী বা উটের স্তনে দুধ বিক্রি করা, পশুর পেটের অভ্যন্তরীণ বাচ্চা বিক্রি করা এবং কোনো খাদ্য স্তূপ অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রি করা ইত্যাদি।

জেনে রাখুন যে, নিশ্চয় বায়'ই মুলামাসাহ্, মুনাবাযাহ্, পশুর পেটের বাচ্চা বিক্রি করা, পাথর ছুঁড়ে মারার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রিয় করা ইত্যাদি। এ জাতীয় সকল ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা সংবলিত অনেক নস্ (মূল ইবারত) এসেছে যেগুলো এসব ধরনের লেনদেন-কে "বায়'ই গারার"-এর অন্তর্ভুক্ত করে। আর এসবগুলোকে নিষেধ করা হয়েছে, কারণ এগুলো জাহিলী জামানার ক্রয়-বিক্রয়, এসবগুলো হারাম। আল্লাহ অধিক জানেন। (শারহু মুসলিম ১০ম খণ্ড, হাঃ ১৫১৩, ১৫১৪)

٢٨٥٥ - [٢٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُوْرَ إِلٰى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِىْ فِىْ بَطْنِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৮৫৫-[২২] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিষেধ করেছেন পেটের বাচ্চার বাচ্চা বিক্রয় করা হতে। এটা জাহিলিয়্যাত তথা অন্ধকার যুগের ক্রয়-বিক্রয় ছিল। উট ক্রয় করতো অনেকে এই শর্তে যে, বিক্রেতার উটনীর পেটে যে বাচ্চা হবে, এ বাচ্চা বড় হলে যে বাচ্চা হবে, তা ক্রয়-বিক্রয় করা হলো। (বুখারী, মুসলিম)[৯৭]

ব্যাখ্যা : (بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ) এর উদ্দেশ্যর ব্যাপারে 'উলামাগণের মতপার্থক্য রয়েছে। একদল বলেন যে, কোনো উটনী সন্তান প্রসব করবে, উক্ত সন্তান বড় হয়ে আবার সন্তান প্রসব করবে উক্ত সন্তানের বিনিময়মূল্য গ্রহণ করা হলো বায়'ই হাবালুল হাবালাহ্। ইমাম মুসলিম এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন, এ ব্যাখ্যাটি ইবনু 'উমার (রাঃ) কর্তৃক প্রদত্ত। ইমাম শাফি'ঈ ও মালিক (রহঃ) এবং তাদের অনুসারীগণ অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অপর 'উলামাগণ বলেন যে, গর্ভবর্তী উটনীর গর্ভের বাচ্চা মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করাই হলো হাবালুল হাবালাহ্। আর এ ব্যাখ্যাটি হলো : আবূ 'উবায়দাহ্ মা'মার বিন মুসান্নাহ্ ও তাঁর অনুসারী 'উবায়দাহ্ আল ক্বাসিম বিন সালামাসহ অন্যান্য ভাষাবিদগণ কর্তৃক প্রদত্ত। তবে হাফিয আসক্বালানী (রহঃ) বলেন : প্রথম ব্যাখ্যাটি অগ্রগণ্য। কারণ তা হাদীস অনুযায়ী। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, জাহিলী জামানার লোকেরা উটের গোশ্‌ত বিক্রি করত হাবালুল হাবালাহ্ পর্যন্ত।

আর (حَبَلِ الْحَبَلَةِ) হলো উটনী তার পেটের সন্তান প্রসব করবে, অতঃপর উক্ত সন্তান বড় হয়ে গর্ভ ধারণ করবে, সে গর্ভের বাচ্চা উটনীই হলো (حَبَلِ الْحَبَلَةِ)। নাবী (সাঃ) এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় হারাম করেছেন। (ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২১৪৩, শারহু মুসলিম ১০ম খণ্ড, হাঃ ১৫১৪)

---

[৯৭] সহীহ : বুখারী ২১৪৩, মুসলিম ১৫১৪, আবূ দাউদ ৩৩৮০, নাসায়ী ৪৬২৫, আহমাদ ৫৩০৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৯৪৭।

٢٨٥٦ـ[٢٣] وَعَنْهُ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৮৫৬-[২৩] উক্ত রাবী (ইবনু 'উমার رضي الله عنهما) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ষাড় দিয়ে সঙ্গম করিয়ে (পাল দিয়ে) বিনিময় নিতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী)[৯৮]

ব্যাখ্যা : ষাড়ের পাল দেয়ার বিনিময় গ্রহণ করা বা ষাড়ের বীর্যের মূল্য গ্রহণ করা। এর মাঝে গারার বা ধোঁকা বিদ্যমান থাকার কারণে এটা নাবী ﷺ নিষেধ করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৬/৭৮ পৃঃ)

٢٨٥٧ـ[٢٤] وَعَنْ جَابِرٍ: قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৮৫৭-[২৪] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ উট দিয়ে পাল দেয়া এর মজুরী গ্রহণ করা হতে এবং জমি চাষ ও (পানি) সেচ করতে দেয়ার বিনিময় গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)[৯৯]

٢٨٥٨ـ[٢٥] وَعنهُ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৮৫৮-[২৫] উক্ত রাবী (জাবির رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি কাউকে দান করে, এর বিনিময় গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)[১০০]

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত দু'টি হাদীস থেকে জানা যায় যে, কোনো ব্যক্তির যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি থাকে আর কেউ যদি উক্ত পানি নিজে এবং তার চতুষ্পদ প্রাণীগুলোকে পান করানোর ইচ্ছা ব্যক্ত করে তবে তাকে পানি পান থেকে বাধা প্রদান করা নাজায়িয। কিন্তু সে যদি ক্ষেত-খামার বা খেজুর বাগানে পানি সেচ করতে চায় তবে মালিক পানির বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ করলে তা বৈধ হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৬/৭৮,৭৯ পৃঃ)

٢٨٥٩ـ[٢٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৮৫৯-[২৬] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উৎপাদিত ঘাসের মূল্য আদায়ের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানির মূল্য গ্রহণ করতে পারবে না। (বুখারী, মুসলিম)[১০১]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত (لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ) এর অর্থ হলো : কোনো একটি কূপের চারপাশে ঘাস রয়েছে এবং সেখানে উক্ত কূপ ছাড়া অন্য কোনো পানির ব্যবস্থা নেই। সেখানকার মেষ পালক বা রাখালদের এবং মেষ পালগুলোর পানি পান করার অন্য কোনো ব্যবস্থা না থাকলে মালিক কর্তৃক কূপের পানি পান করতে নিষেধ করা হারাম। কেননা যাতে তারা তৃষ্ণাজনিত কারণে ক্ষতির সম্মুখীন না হয়। আর তাদের পানি পান করা নিষেধ করলে মূলত তা মেষ চড়ানোই নিষেধ করা হবে। জুমহূর 'উলামাগণ এমনই ব্যাখ্যা

---

[৯৮] সহীহ : বুখারী ২২৮৪, আবূ দাউদ ৩৪২৯, নাসায়ী ৫৬৭১, তিরমিযী ১২৭৩, আহমাদ ৪৬৩০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫১৫৬, সহীহ আল জামি' ৬৯৬৬।

[৯৯] সহীহ : মুসলিম ১৫৬৫, নাসায়ী ৪৬৭০, সহীহ আল জামি' ৬৯৪১।

[১০০] সহীহ : মুসলিম ১৫৬৫, ইবনু মাজাহ ২৪৭৭, আহমাদ ১৪৬৩৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৯৫৩, সহীহ আল জামি' ৬৯৪২।

[১০১] সহীহ : বুখারী ২৩৫৩, মুসলিম ১৫৬৬,সহীহ আল জামি' ৭৪৮৬।

দিয়েছেন। আর সহীহ মুসলিম-এর বর্ণনায় হিলাল ইবনু আবূ মায়মূনাহ্ (রহঃ)-এর সূত্রে.... আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, "প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বিক্রি করা যাবে না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানির মূল্য গ্রহণ যদি বৈধই হত, তবে পানি বিক্রি করাও তো জায়িয হত। আল্লাহ তা'আলাই অধিক জানেন।
(ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৩৫৩)

٢٨٦٠-[٢٧] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهٗ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهٗ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هٰذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهٗ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتّٰى يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّيْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৮৬০-[২৭] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (ﷺ) (বিক্রির জন্য) স্তূপীকৃত খাদ্যদ্রব্যের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এর ভিতর হাত ঢুকালে আঙুল ভিজা ভিজা অনুভব হলো। তিনি (ﷺ) মালিককে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? সে উত্তর দিলো, বৃষ্টির পানিতে এ খাদ্যদ্রব্যগুলো ভিজে গিয়েছিল; হে আল্লাহর রসূল! তখন তিনি (ﷺ) বললেন, ভিজাগুলোকে স্তূপের উপরে রাখলে না কেন, যাতে করে লোকেরা তা দেখতে পায়? প্রতারণাকারীর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।
(মুসলিম)[১০২]

ব্যাখ্যা : এখানে (صُبْرَةِ طَعَامٍ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : কোনো ধরনের ওযন কিংবা পরিমাপ ছাড়া যে খাদ্য একত্রিত করা হয়। আর এখানে খাদ্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : ভক্ষণযোগ্য দানা জাতীয় খাদ্য। আলোচ্য হাদীসে এ মর্মে অনুমোদন রয়েছে যে, বাজারের যিনি হিসাবরক্ষক (ইজারাদার) কিংবা তার স্থলাভিষিক্ত অন্য কেউ বাজারে আমদানিকৃত পণ্য যাচাই করতে পারবেন যাতে জানা যায় যে, তাতে অন্যকে ধোঁকা দেয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৬/৭৯ পৃঃ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٨٦١-[٢٨] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ يُّعْلَمَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২৮৬১-[২৮] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি, বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) নিষেধ করেছেন বিক্রি হওয়া দ্রব্য হতে অনির্দিষ্ট পরিমাণ কিয়দংশ বাদ রেখে ক্রয়-বিক্রয় করতে। তবে নির্দিষ্ট পরিমাণ বাদ রেখে বিক্রি করলে তা জায়িয। (তিরমিযী)[১০৩]

ব্যাখ্যা : ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, (اَلثُّنْيَا) হলো বাগানের ফল বিক্রি করা এবং সেই সাথে উক্ত বাগানের অনির্ধারিত কিছু অংশ আলাদা করা (অর্থাৎ- অনির্ধারিত কিছু অংশ বিক্রয়ের মধ্যে না রেখে তা স্বতন্ত্রভাবে নিজের জন্য রাখা)। এ ধরনের কেনা-বেচা বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ এতে বিক্রিত বস্তুতে অজ্ঞতা বা ধোঁকা রয়েছে। আর বিক্রিত বস্তু থেকে যদি নির্দিষ্ট কোনো অংশ আলাদা করা হয় যেমন বাগানের

---

[১০২] সহীহ : মুসলিম ১০২, আবূ দাউদ ৪৩৫২, তিরমিযী ১৩১৫, ইবনু মাজাহ ২২২৪, আহমাদ ৭২৯২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৯০৫, সহীহ আত্ তারগীব ১৭৬৫।

[১০৩] সহীহ : তিরমিযী ১২৯০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৯৭১।

এক-চতুর্থাংশ অথবা বাগানের নির্দিষ্ট কয়েকটি গাছের ফল আলাদা করা হলে জায়িয হবে। কারণ তাতে কোনো ধরনের ধোঁকার সম্ভাবনা নেই। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٨٦٢ـ[٢٩] وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتّٰى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتّٰى يَشْتَدَّ هٰكَذَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ عَنْ أَنَسٍ

وَالزِّيَادَةُ الَّتِىْ فِى الْمَصَابِيْحِ وَهُوَ قَوْلُهٗ: نَهٰى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتّٰى تَزْهُوَ إِنَّمَا ثَبَتَ فِىْ رِوَايَتِهِمَا: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهٰى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّٰى تَزْهُوَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

২৮৬২-[২৯] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কালো না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আঙ্গুর ও হৃষ্টপুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত শস্যজাত দ্রব্য বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী, আবূ দাউদ; আর তারা উভয়ে এক বর্ণনায় আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন)[১০৪]

মাসাবীহ সংকলক অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন যে, ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি (সাঃ) লাল বা হলুদ আকার ধারণ না করা পর্যন্ত খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আর ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব।

ব্যাখ্যা : এ মর্মে 'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহঃ) বলেন, গাছেই খেজুর পরিপক্কতার পর তা খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করা নিষিদ্ধ। তবে তা দীনার বা দিরহাম কিংবা টাকা-পয়সা ইত্যাদির বিনিময়ে বিক্রি করা যাবে। আর পাকা খেজুর খুরমার বিনিময়ে বিক্রি করা নিষিদ্ধ, তবে 'আরা-ইয়া হলে এটি জায়িয। (بيع العاريا) 'আরা-ইয়া নামক কেনা-বেচার আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৩৭১)

٢٨٦٣ـ[٣٠] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

২৮৬৩-[৩০] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) ঋণের বিনিময়ে ঋণ ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। (দারাকুত্বনী)[১০৫]

ব্যাখ্যা : এটা হলো, কোনো ব্যক্তির ঋণ তার ক্রেতার ওপরে বিক্রি করা অপর ক্রেতার ঋণের বিনিময়ে কিছু বর্ধিত আদায়ের শর্তে বিক্রি করা।

٢٨٦٤ـ[٣١] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

২৮৬৪-[৩১] 'আম্র ইবনু শু'আয়ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বায়না জাতীয় ক্রয়-বিক্রয় হতে নিষেধ করেছেন।

(মালিক, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ)[১০৬]

---

[১০৪] **সহীহ :** তিরমিযী ১২২৮, আবূ দাউদ ৩৩৭১, ইবনু মাজাহ ২২১৭, আবূ দাউদ ১৩৩১৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৯৯৩, ইরওয়া ১৩৬৬।

[১০৫] **য'ঈফ :** দারাকুত্বনী ৩০৬০, মুসতাদরাক লিল হাকিম ২৩৪২, য'ঈফ আল জামি' ৬০৬১। কারণ হাদীসে মূসা বিন 'উক্ববাহ্-এর নামটি ভুলক্রমে এসেছে, মূলত তিনি হলেন মূসা বিন 'উবায়দাহ্ আর্ রাযী যিনি একজন দুর্বল রাবী।

ব্যাখ্যা : আন্ নিহায়াহ্ গ্রন্থে রয়েছে যে, (بَيْعِ الْعُرْبَانِ) হলো পণ্য ক্রয় করার পর বিক্রেতার নিকট পূর্ণমূল্য পরিশোধ না করে আংশিক মূল্য এ শর্তে প্রদান করা যে, যদি ক্রয় সংঘটিত হয় তবে ক্রেতা পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করবে। আর যদি ক্রয় সংঘটিত না হয় তবে ক্রেতা উক্ত পণ্য ফেরত দেবে এবং পরিশোধিত আংশিক মূল্য বিক্রেতা ফেরত দেবে না। এটা সকল ফকীহদের মতে বাতিল। কারণ এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ে গারার রয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٨٦٥ـ[٣٢] وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

২৮৬৫-[৩২] 'আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ জোর-জবরদস্তিমূলক ক্রয়-বিক্রয় ও প্রতারণামূলক দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় এবং পুষ্ট হওয়ার আগে ফল ক্রয়-বিক্রয় করা হতে নিষেধ করেছেন। (আবূ দাঊদ)[১০৭]

ব্যাখ্যা : আন্ নিহায়াতে রয়েছে যে, জবরদস্তিমূলক ক্রয়-বিক্রয় দুই ধরনের হতে পারে।

১. বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতাকে চুক্তি সম্পাদনের জন্য জবরদস্তি করা– এটি বায়'ই ফাসিদ। এতে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হবে না। ২. ক্রেতার কাছে যদি বিক্রেতা ঋণগ্রস্ত থাকে তবে সে ঋণের মূল্য সমপরিমাণ পণ্য ক্রয় করতে বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতার ওপর চাপ প্রয়োগ বা জবরদস্তি করা, এ ক্ষেত্রে ক্রেতার উক্ত পণ্যের চাহিদা থাকলে জবরদস্তিতে কোনো সমস্যা নেই। তবে বিদ্বানগণ এটাকে অপছন্দ করছেন। আল্লাহই ভালো জানেন। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৩৮০)

٢٨٦٦ـ[٣٣] وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرَمُ فَرَخَّصَ لَهٗ فِي الْكَرَامَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২৮৬৬-[৩৩] আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'কিলাব' বংশের কতিপয় লোক নাবী ﷺ-কে ষাড়ের পাল বা প্রজননের মজুরির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলো। তিনি (ﷺ) তাকে তা করতে নিষেধ করলেন। সেই লোকটি তখন বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমরা ষাড়ের পাল দেয়ার বিনিময়ে সৌজন্যমূলক কিছু পেয়ে থাকি। তখন তিনি (ﷺ) তাকে সৌজন্য গ্রহণের অনুমতি দিলেন। (তিরমিযী)[১০৮]

ব্যাখ্যা : (فَنُكْرَمُ) অর্থাৎ- আমাদেরকে ষাড় গ্রহণকারিণী মাদি প্রাণীর মালিক কোনো শর্ত ছাড়াই হাদিয়্যাহ্ হিসেবে কিছু সম্মানী দিয়ে থাকে, বিনিময়ের ভিত্তিতে নয়। অতঃপর নাবী ﷺ এ মর্মে হাদিয়্যাহ্ গ্রহণের অনুমতি দিলেন। আলোচ্য হাদীসে এ মর্মে দলীল রয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি যদি মাদি প্রাণীর ষাড় গ্রহণের পর কোনো শর্ত ছাড়াই ষাড়ের মালিককে কিছু হাদিয়্যাহ্ বা সম্মানী দিয়ে থাকে তবে তা গ্রহণ করা বৈধ। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১২৭৪)

---

[১০৬] **য'ঈফ :** মালিক ১৩৩১, আবূ দাঊদ ৩৫০২, ইবনু মাজাহ ২১৯২।

[১০৭] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ৩৩৮২, য'ঈফ আল জামি' ৬০৬১। কারণ এর সানাদে আনী তামীম গোত্রের জনৈক শায়খ একজন মাজহূল রাবী।

[১০৮] **সহীহ :** তিরমিযী ১২৭৪।

٢٨٦٧ـ[٣٤] وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أَبِيعَ مَا لَيسَ عِنْدِيْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِيْ رِوَايَةٍ لَهُ وَلِأَبِيْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِيْ فَأَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوْقِ قَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

২৮৬৭-[৩৪] হাকীম বিন হিযাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে নিষেধ করেছেন ঐ জাতীয় দ্রব্য বিক্রি করতে যা আমার দখলে নেই। (তিরমিযী)[১০৯]

তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী-এর আর এক বর্ণনায় আছে, রাবী বলেন : আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! কোনো ব্যক্তি এমন কোনো বস্তু আমার কাছে ক্রয় করতে চাইলো যা আমার কাছে নেই, আমি কি বাজার হতে তার জন্য তা কিনে আনবো। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যা তোমার আয়ত্তে নেই, তা বিক্রি করো না।

ব্যাখ্যা : "যা তোমার হস্তগত নয় তা বিক্রি করার নয়" এর অর্থ হলো পালিয়ে যাওয়া দাস অন্যের নিকট বিক্রি করা, বিক্রয়যোগ্য বস্তু হস্তগত হওয়ার পূর্বেই বিক্রি করা, কিংবা অন্যের সম্পদ তার অনুমতি ছাড়াই বিক্রি করা। কারণ এতে জানা যায় না, মালিক বিক্রির ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছে কিনা– এরূপ লেনদেন ফাসিদ বলে গণ্য হবে। ইমাম শাফি'ঈ এমনটাই বলেছেন।

তবে একদল 'উলামাগণ বলেছেন, এ ক্ষেত্রে চুক্তি সংঘটিত হওয়া মালিকের অনুমতির উপরে নির্ভরশীল। এটা ইমাম মালিক, আসহাবে হানীফাহ্ ও ইমাম আহ্মাদ (রহঃ) প্রমুখগণের কথা।

('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৫০০)

٢٨٦٨ـ[٣٥] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِيْ بيعةٍ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

২৮৬৮-[৩৫] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একই দ্রব্যের ক্রয়ের মধ্যে দু' রকমে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। (মালিক, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী)[১১০]

ব্যাখ্যা : শারহুস্ সুন্নাতে 'উলামাগণ এক চুক্তিতে ২টি বিক্রির ব্যাখ্যা করেছেন দু' ভাবে।

১. এটা বলা যে, এ কাপড় নগদে ১০ দিরহাম/দীনারের বিনিময়ে ও এক মাস সময়ের বিনিময়ে ২০ দিরহাম/দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করলাম। এরূপ ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ হয়ে (ভেঙ্গে) যাবে। কারণ এতে মূল্য অনির্ধারিত রয়েছে।

২. আমি তোমার কাছে এ দাস ১০ দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করলাম এ শর্তে যে, তোমার দাসী এর বিনিময়ে আমাকে প্রদান করবে। এটাও ফাসিদ বা বাতিল হবে। কেননা বিক্রি এবং শর্ত একাকার হয়ে গেছে, এর ফলে মূল্য অজ্ঞাত রয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[১০৯] **হাসান :** তিরমিযী ১২৩২, আবূ দাউদ ৩৫০৩, নাসায়ী ৪৬১৩, ইবনু মাজাহ ২১৮৭, আহমাদ ১৫৩১৫, ইরওয়া ১২৯২, সহীহ আল জামি' ৭২০৬।

[১১০] **হাসান :** মালিক ১৪০৪, তিরমিযী ১২৩১, আবূ দাউদ ৩৪৬১, নাসায়ী ৪৬৩৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৯৭৩, সহীহ আল জামি' ৬৯৪৩।

٢٨٦٩ -[٣٦] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِيْ صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ. رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

২৮৬৯-[৩৬] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এক বিক্রয়ের মধ্যে দু' বিক্রয়ের ব্যবস্থা রাখতে রসূলুল্লাহ (ﷺ) নিষেধ করেছেন। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[১১১]

٢٨٧٠ -[٣٧] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِيْ بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا صَحِيْحٌ

২৮৭০-[৩৭] উক্ত রাবী ('আম্‌র ইবনু শু'আয়ব (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : ঋণ ও ক্রয়-বিক্রয় একসাথে জায়িয নয়। বিক্রয়ের সাথে দু'টি শর্তারোপ করাও জায়িয নয়। যে দ্রব্যে ঝুঁকির সম্ভাবনা (জিম্মাদারী) নেই সেই দ্রব্য হতে লভ্যাংশের অধিকার হাসিল হবে না। আর যে দ্রব্য তোমার আয়ত্তে নেই, তা বিক্রি করাও জায়িয নয়। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী; ইমাম তিরমিযী [রহঃ] বলেছেন, হাদীসটি সহীহ)[১১২]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসের বাহ্যিক দিক বিচারে কতিপয় 'উলামাগণ বলেন : ক্রয়-বিক্রয়ে একটি শর্তারোপ করা হলে তা সঠিক হবে আর দুই বা ততোধিক শর্তারোপ করা হলে তা বিশুদ্ধ হবে না। যেমন এটা বলা যে, আমি আমার (দোকানের) কাপড় তোমার কাছে বিক্রি করব এই শর্তে যে, তা আমি সেলাই করব, অর্থাৎ মজুরীর বিনিময়ে তা বানিয়ে দেব, এটা বিশুদ্ধ হবে। তবে এমনটি বলা বিশুদ্ধ নয় যে, আমি এটা কম করে দেব ও এর সেলাই আমি করব। তবে অধিকাংশ 'উলামাগণের বক্তব্য হলো : এক শর্ত কিংবা দুই শর্তের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। আর তারা এ মর্মে একমত হয়েছেন যে, যে ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ে দু'টি শর্ত রয়েছে, সেটি বিশুদ্ধ নয়।

(وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ...) অর্থাৎ মালিকানা ছাড়া কোনো দ্রব্যের লাভ গ্রহণ করা জায়িয নেই। যেমন কোনো দ্রব্য ক্রয় করে তা বিক্রেতার কাছে থেকে হস্তগত করার পূর্বেই অন্যের কাছে বিক্রি করা, এটা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এর লাভ গ্রহণ করাও জায়িয নেই। কারণ বিক্রিত পণ্য প্রথম বিক্রেতার হস্তগত রয়েছে। এটি হস্তগত না হওয়ার কারণে ক্রেতার জিম্মায় নেই।

ইবনুল মুনযির (রহঃ) বলেন যে, সকল সালাফগণ এ মর্মে একমত রয়েছে যে, ঋণ গ্রহীতার ওপরে যদি বর্ধিত অর্থ কিংবা হাদিয়্যার শর্ত দেয়া হয়, তবে বর্ধিত অর্থ বা হাদিয়্যাহ্ গ্রহণ করাটা সুদ বলে গণ্য হবে। ইবনু মাস্'উদ, উবাই বিন কা'ব এবং ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, তারা সকলেই এমন ঋণ লেন-দেন হতে নিষেধ করেছেন যাতে মুনাফা চলমান থাকে।

ইবনু সীরীন (রহঃ) হতে বর্ণিত, 'উমার (রাঃ) উবাই বিন কা'ব-কে দশ হাজার দিরহাম ঋণ দিলেন। অতঃপর উবাই বিন কা'ব (রাঃ)-এর পক্ষ হতে তার নিজ ভূমিতে উৎপাদিত ফল 'উমার (রাঃ)-কে হাদিয়্যাহ্

---

[১১১] হাসান : শারহুস্ সুন্নাহ্ ২১১২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০৮৮০।

[১১২] সহীহ : তিরমিযী ১২৩৪, আবূ দাউদ ৩৫০৪, নাসায়ী ৪৬১৫, আহমাদ ৬৬৭১, ইরওয়া ১৩০৬, সহীহ আল জামি' ৭৬৪৪।

Contents

দেয়া হলো। 'উমার (রাঃ) তা গ্রহণ না করে ফিরে দিলেন। অতঃপর উবাই বিন কা'ব (রাঃ) তাঁর কাছে এসে বললেন, মাদীনাবাসী এটা জানে যে, আমার ফলের উৎপাদন অনেক ভালো হয়েছে। এটার আমার কোনো দরকার ছিল না, কেন আপনি এটা ফেরত দিলেন? এরপর তাঁকে হাদিয়্যাহ্ দেয়া হলো এবং তিনি তা গ্রহণ করলেন। এখানে উবাই বিন কা'ব (রাঃ) ঋণের কারণে হাদিয়্যাহ্ দিয়েছেন কিনা, এটা অস্পষ্ট থাকায় 'উমার (রাঃ) তা গ্রহণ না করে ফিরে দিলেন। যখন তিনি নিশ্চিত হলেন এটা ঋণের কারণে নয়, তখন তিনি তা গ্রহণ করলেন। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৫০১)

٢٨٧١ -[٣٨] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالنَّقِيعِ بِالدَّنَانِيرِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

২৮৭১-[৩৮] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাক্বী' নামক স্থানে উট বিক্রি করতাম দীনারের (স্বর্ণমুদ্রার) বিনিময়ে এবং ক্রয়ের সময় দিরহামের (রৌপ্যমুদ্রার) বিনিময়ে গ্রহণ করতাম। আবার কোনো সময় 'দিরহাম' বিক্রি করে তার স্থলে 'দীনার' গ্রহণ করতাম। আমি নাবী (ﷺ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে এ বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তিনি (ﷺ) বললেন, এ জাতীয় বিনিময় গ্রহণে কোনো দোষ নেই। তবে স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রার উপস্থিত মূল্য হারে উক্ত স্থানে বিনিময় করতে হবে, কিছু অংশ বাকী রেখে ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পর পৃথক হতে পারবে না। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, দারিমী)[১১৩]

ব্যাখ্যা : "দীনারের পরিবর্তে দিরহাম ক্রয়-বিক্রয় করা বা দিরহামের বিনিময়ে দীনার ক্রয়-বিক্রয় করা।" এ ধরনের লেন-দেন একই বৈঠকে উক্ত দিনের চলমান নির্ধারিত মূল্যে ক্রেতা-বিক্রেতা কর্তৃক পূর্ণ হস্তগত হওয়ার শর্তে সম্পাদন করা মুস্তাহাব। 'আল্লামাহ্ খত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন, এরূপ লেনদেনে ক্রেতা বিক্রেতার মাঝে কোনো সমস্যা (দরদাম, পণ্য হস্তগত হওয়া, মূল্য নির্ধারিত থাকা বা না থাকা ইত্যাদি বিষয়ে) থাকলে ক্রেতা-বিক্রেতার কেউ একে অপর থেকে আলাদা হতে পারবে না। কারণ দীনারের পরিবর্তে দিরহাম কেনা-বেচা এটি প্রতিরূপ বা পরিবর্তিত রূপ। আর পরিবর্তিত বস্তুর চুক্তি পূর্ণ হস্তগত হওয়া ছাড়া বিশুদ্ধ হবে না। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৩৫২)

٢٨٧٢ -[٣٩] وَعَنِ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ أَخْرَجَ كِتَابًا: هٰذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ اشْتَرٰى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبْثَةَ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

২৮৭২-[৩৯] 'আদ্দা ইবনু খালিদ ইবনু হাওযাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি একটি লিখিত চুক্তিপত্র করলেন, তাতে লেখা ছিল 'আদ্দা ইবনু খালিদ ইবনু হাওযাহ্ (রাঃ) ও রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মধ্যে (ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত)। তিনি তাঁর নিকট হতে একটি দাস বা দাসী ক্রয় করেছেন যাতে কোনো প্রকার রোগ-ব্যাধি ছিল না, কোনো ত্রুটি ছিল না এবং দুই মুসলিমের মধ্যে পরস্পরের সম্মতিতে ক্রয়-বিক্রয়ে কোনো অনিচ্ছা ছিল না। (তিরমিযী; তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)[১১৪]

---

[১১৩] **য'ঈফ** : তিরমিযী ১২৪২, আবূ দাউদ ৩৩৫৪, নাসায়ী ৪৫৮২, আহমাদ ৫৫৫৯, ইরওয়া ১৩৫৯।

[১১৪] **হাসান** : তিরমিযী ১২১৬, ইবনু মাজাহ ২২৫১, সহীহ আল জামি' ২৮২১।

٢٨٧٣-[٤٠] وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِىْ هٰذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ يَزِيْدُ عَلٰى دِرْهَمٍ؟» فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

২৮৭৩-[৪০] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) একখণ্ড কম্বল ও একটি পেয়ালা বিক্রি করতে ইচ্ছা পোষণ করলেন। তিনি (ﷺ) ক্রেতার আহ্বানে বলতে লাগলেন, এই কম্বলখণ্ড ও পেয়ালা কে ক্রয় করবে? জনৈক ব্যক্তি বলল, আমি উভয়টিকে এক দিরহামের [রৌপ্য-মুদ্রার] বিনিময়ে কিনতে পারি। নাবী (ﷺ) বললেন, এক দিরহামের চেয়ে বেশি কে দেবে? এক ব্যক্তি তাঁকে দুই দিরহামের বিনিময় দিল। তিনি (ﷺ) উক্ত ব্যক্তির কাছে তা বিক্রি করে দিলেন। (তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ্)[১১৫]

ব্যাখ্যা : এখানে এটা প্রমাণিত হয় যে, বিক্রেতা যখন পণ্য বিক্রয় করতে রাজি না হবে তখন মূল্যের উপরে বর্ধিত কিছু বা মূল্য বাড়িয়ে দেয়া বৈধ।

'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহঃ) বলেন, এটি কোনো ধরনের দর কষাকষি নয়। দর কষাকষি হলো পণ্য কিনতে আগ্রহী ব্যক্তি ও বিক্রেতার মাঝে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের উপর ক্ষান্ত থাকবে এবং উভয় চুক্তিবদ্ধ হবে না। আর ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে দরাদরি চলাবস্থায় অন্যজন বিক্রেতাকে বলবে যে, আমি এ পণ্য ক্রয় করব। এমনটি মূল্য নির্ধারিত হওয়ার পর করা হারাম। অন্যদিকে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের যদি কেউ বেশী বলে তবে এটি হারাম নয়। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১২১৮)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٨٧٤-[٤١] عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَن بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُنَبِّهْهُ لَمْ يَزَلْ فِيْ مَقْتِ اللهِ أَوْ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

২৮৭৪-[৪১] ওয়াসিলাহ্ ইবনু আস্‌ক্বা' (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো ত্রুটিযুক্ত দ্রব্যের দোষ প্রকাশ না করে (না জানিয়ে) বিক্রি করবে, সে সবসময় আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে নিমজ্জিত থাকবে। অথবা বলেছেন, সবসময় তার ওপর মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) লা'নাত করবেন। (ইবনু মাজাহ্)[১১৬]

ব্যাখ্যা : এমন ক্রয়-বিক্রয় করা কোনো মুসলিমের স্বভাব বা চরিত্র হতে পারে না। নাবী (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয়, সে আমার দলভুক্ত নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[১১৫] য'ঈফ : তিরমিযী ১২১৮, আবূ দাউদ ১৬৪১, ইবনু মাজাহ ৩১৯৮, আহমাদ ১২১৩৪, ইরওয়া ১২৮৯, য'ঈফ আত্ তারগীব ৫০৪।

[১১৬] য'ঈফ : ইবনু মাজাহ ২২৪৭, য'ঈফ আল জামি' ৫৫০১, য'ঈফ আত্ তারগীব ১০৯৪। কারণ এর সানাদে একজন মুদাল্লিস রাবী রয়েছে।

(٦) بَابٌ فِى الْبَيْعِ الْمَشْرُوْطِ

অধ্যায়-৬ : ক্রয়-বিক্রয়ের শর্তসমূহ

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٨٧٥ -[١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهٗ مَالٌ فَمَالُهٗ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ وَحْدَهٗ

২৮৭৫-[১] ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে লোক তা’বীর করার পর কোনো খেজুর বাগান ক্রয় করবে, সেক্ষেত্রে ঐ বাগানের বিক্রেতারা মালিকানা পাবে। তবে যদি ক্রেতা শর্তারোপ করে, তখন ক্রেতাই পাবে। যদি কেউ কোনো ক্রীতদাস ক্রয় করে এবং ঐ ক্রীতদাসের কিছু মাল রয়েছে, সেই মাল বিক্রেতার হবে। অবশ্য যদি ক্রেতা শর্তারোপ করে নেয়।

(মুসলিম; আর বুখারী শুধু প্রথম অংশ বর্ণনা করেছেন)[১১৭]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যবসায়িক চুক্তির চাহিদায় বাধা সৃষ্টি করবে না– এমন শর্তরোপ করা বৈধ। এ হাদীসে দলীল রয়েছে যে, খেজুর কিংবা অন্যান্য ফলের গাছে তা‘বীর করা বৈধ। আর এ বৈধতার উপর ‘উলামাগণের ইজমা রয়েছে। তবে তা‘বীর করার পরে কিংবা পূর্বে খেজুর গাছ বিক্রি করলে উক্ত গাছের ফল বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা– এ ব্যাপারে ‘উলামাগণের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে। ইমাম মালিক, শাফি‘ঈ, আল লায়স এবং অধিকাংশ ‘উলামাগণের মতে খেজুর গাছ যদি তা‘বীর করার পর বিক্রি করা হয় তবে ফল বিক্রেতার মালিকানায় থাকবে। আর ক্রেতা যদি এ বলে শর্ত করে যে, আমি গাছ ও গাছের ফলসহ ক্রয় করলাম তবে ফল ক্রেতার বলে গণ্য হবে। আর বিক্রেতা যদি ফল নিজের হওয়ার শর্তরোপ করে, তবে এটা শাফি‘ঈ ও অধিকাংশ ‘আলিমগণের মতে বৈধ হবে। ইমাম আবূ হানীফার মতে গাছ তা‘বীর করার আগে কিংবা পরে বিক্রি করলে ফল সর্বাবস্থায় বিক্রেতার বলে গণ্য হবে।

(ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৩৭৯; শারহু মুসলিম ১০ম খণ্ড, হাঃ ১৫৪৩)

٢٨٧٦ -[٢] وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّهٗ كَانَ يَسِيْرُ عَلٰى جَمَلٍ لَهٗ قَدْ أَعْيٰى فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِهٖ فَضَرَبَهٗ فَسَارَ سَيْرًا لَيْسَ يَسِيْرُ مِثْلَهٗ ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيْهِ بِوُقِيَّةٍ» قَالَ: فَبِعْتُهٗ فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهٗ إِلٰى أَهْلِيْ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ أَتَيْتُهٗ بِالْجَمَلِ وَنَقَدَنِيْ ثَمَنَهٗ وَفِيْ رِوَايَةٍ فَأَعْطَانِيْ ثَمَنَهٗ وَرَدَّهٗ عَلَيَّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ أَنَّهٗ قَالَ لِبِلَالٍ: «اقْضِهِ وَزِدْهُ» فَأَعْطَاهُ وَزَادَهٗ قِيْرَاطًا.

---

[১১৭] **সহীহ :** বুখারী ২৩৭৯, মুসলিম ১৫৪৩, নাসায়ী ৪৬৩৬, তিরমিযী ১২৪৪, ইরওয়া ১৩১৪, সহীহ আল জামি‘ ৫৯২৯।

২৮৭৬-[২] জাবির হতে বর্ণিত। একদিন তিনি তাঁর একটি উটে চড়ে যাচ্ছিলেন, উটটি নিতান্তই ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় নাবী ﷺ উটটির কাছে গেলেন এবং তাকে আঘাত করলেন। এতে করে উটটি এমন দ্রুত গতিতে চলতে লাগলো যে, যেরূপ চলতে (পূর্বে) সে সক্ষম ছিল না। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, উটটি আমার কাছে (চল্লিশ দিরহাম বা রৌপ্য-মুদ্রায়) বিক্রি করে ফেল। তিনি বলেন, উক্ত দরে আমি বিক্রি করলাম, কিন্তু এ শর্ত দিলাম যে, আমি বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে এর উপর চড়ব। মাদীনায় পৌঁছে আমি উটটি নিয়ে নাবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলোম; তিনি (ﷺ) আমাকে এর মূল্য আদায় করে দিলেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি (ﷺ) আমাকে এর মূল্য আদায় করে দিলেন এবং উটটিও ফেরত দিয়ে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[১১৮]

বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, তিনি (ﷺ) বিলাল -কে বললেন তাঁকে এর মূল্য দিয়ে দাও এবং কিছু অতিরিক্তও দিয়ে দাও। উক্ত দরে বিলাল জাবির -কে তাঁর প্রাপ্য প্রদান করলেন এবং অতিরিক্ত এক ক্বীরাত্ব দিলেন।

ব্যাখ্যা : সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদ-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, নাবী ﷺ একে (উট) পা দ্বারা আঘাত করলেন এবং দু'আ করলেন। ইউনুস বিন বাকির (রহঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, নাবী ﷺ একে আঘাত করলেন এবং দু'আ করলেন, অতঃপর উট এমন দ্রুত চলতে লাগল, এর পূর্বে আর কখনো এমন দ্রুত চলেনি। ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শর্তারোপ বৈধ কিনা– এ মর্মে ইখতিলাফ রয়েছে, তবে মুদ্দা কথা হলো যারা শর্তের বৈধতার কথা উল্লেখ করেছেন তাদের সংখ্যা মুখালিফদের তুলনায় ঢের বেশী এবং এটাই প্রাধান্যযোগ্য হওয়ার একটি দিক। অতঃপর এটাই (শর্তারোপ বৈধ হওয়ার মত) অধিক বিশুদ্ধ এবং এ ব্যাপারে জাবির হতে অর্থগত শর্তের ব্যাপারে বর্ণিত রয়েছে যে, নাবী ﷺ বললেন : উটটি আমার কাছে বিক্রি কর এবং তুমি এর পিঠে সওয়ার হয়ে মাদীনায় পৌঁছার শর্ত থাকবে। এছাড়াও এ মর্মে একাধিক হাদীস রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৭১৮)

٢٨٧٧ -[٣] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وُقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عُدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ وَيَكُونُ وَلَاؤُكِ لِي فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «خُذِيهَا وَأَعْتِقِيهَا» ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللّٰهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ فَقَضَاءُ اللّٰهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللّٰهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৮৭৭-[৩] 'আয়িশাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন বারীরাহ্ আমার নিকট এসে বলল, আমি আমার মালিকের সাথে প্রতি বছর এক উক্বিয়্যাহ্ [৪০ দিরহাম] হিসাবে নয় বছরে নয় উক্বিয়্যাহ্ [৩৩৬ দিরহাম] দেয়ার শর্তে লিখিত চুক্তিনামা সম্পাদনা করেছি, এজন্য আপনি আমাকে সাহায্য করুন। 'আয়িশাহ্ বললেন, তোমার মালিক যদি ইচ্ছাপোষণ করে (আর তোমার যদি সম্মতি থাকে) যে,

[১১৮] **সহীহ :** বুখারী ২৭১৮, মুসলিম ৭১৫, নাসায়ী ৪৬৩৭, তিরমিযী ১২৫৩, আহমাদ ১৪১৯৫।

উল্লেখিত দিরহাম একসাথে আদায় করে আমি তোমাকে মুক্ত করে দিব এবং মুক্তিদান সূত্রে আমি তোমার উত্তরাধিকার তথা স্বত্বের অধিকারিণী বলে গণ্য হবো।

বারীরাহ্ তার মালিকের কাছে গিয়ে এ কথা ব্যক্ত করলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করল এবং বলল, উক্ত উত্তরাধিকার-স্বত্ব আমাদের থাকবে। রসূলুল্লাহ ['আয়িশাহ্-কে] বললেন, তুমি তাকে কিনে নাও এবং মুক্ত করে দাও। অতঃপর রসূলুল্লাহ লোকেদেরকে খুত্বাহ্ দিতে গিয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন। অতঃপর বললেন, একশ্রেণীর লোকের এই স্বভাব কেন যে, তারা এরূপ শর্তারোপ করে, যা আল্লাহর কিতাবে নেই? আর আল্লাহর কিতাবে নেই, এমন সকল প্রকার শর্তই বাতিল বলে সাব্যস্ত হবে। এভাবে যদি একশ' শর্তও করে, তবুও আল্লাহ তা'আলার শারী'আতই (বিধানই) অগ্রগণ্য এবং আল্লাহ তা'আলার দেয়া শর্তই সর্বাধিক সুদৃঢ়। তাই উত্তরাধিকার-স্বত্ব একমাত্র মুক্তকারীর বলে গণ্য হবে।

(বুখারী ও মুসলিম)[১১৯]

ব্যাখ্যা : একদল 'উলামার মতে (إِشْتَرِطِي) আলোচ্য أمر ইবাহাত বা বৈধতার জন্য। আর 'আম্‌র-এর উল্লেখ হয়েছে সতর্ক করার জন্য এ মর্মে যে, শর্ত করা বা করাতে কোনো ফায়িদাহ্ নেই। আর সম্ভবত নাবী এটাই বলতে চেয়েছেন।

(اشترطي أو لا تشترطي لا يغيرهم) অর্থাৎ শর্ত করা না করা, এতে তাদের কোনো উপকার হবে না। আর এ ব্যাখ্যাটাই অধিক শক্তিশালী ও মজবুত। যা আয়মান-এর বর্ণনায় প্রমাণিত, নাবী 'আয়িশাহ্-কে বললেন, তুমি শর্তারোপ কর ও তাদেরকেও করতে দাও। তারাও তাদের ইচ্ছানুযায়ী শর্ত করবে। আলোচ্য হাদীসে এটারও বৈধতা রয়েছে যে, লেনদেনের সম্পদ কম হোক বা বেশী হোক তা লিপিবদ্ধ করে রাখা বৈধ। আর ঋণের ক্ষেত্রে তা পরিশোধের বিষয়ে প্রতিমাসের কিস্তিতে মাসের প্রথম, মধ্য উল্লেখ করা ছাড়াই পূর্ণ মাসের সময় নির্ধারণ করা বৈধ। ইবনুল বার এমনটাই বলেছেন। (ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫৬৩)

٢٨٧٨ - [٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهٖ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৮৭৮-[৪] ইবনু 'উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ উত্তরাধিকার স্বত্বকে (মুক্তকরণ সূত্রে) বিক্রি করা এবং তা দান করা হতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, মুসলিম)[১২০]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস "আল ওয়ালা-" বিক্রি করা কিংবা হেবা করা হারাম হওয়ার উপর প্রমাণ করে। কারণ এ দু'টির কোনটি বৈধ হবে না এবং "ওয়ালা" তার হাক্বদার থেকে স্থানান্তর করা যাবে না। বরং এটি বংশীয় অংশের মতই। জুমহূর 'উলামাগণসহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী 'উলামাগণ এমনটাই বলেছেন।

(শারহ্ মুসলিম ১০ম খণ্ড, হাঃ ১৫০৬)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٨٧٩ - [٥] عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ قَالَ: ابْتَعْتُ غُلَامًا فَاسْتَغْلَلْتُهٗ ثُمَّ ظَهَرْتُ مِنْهُ عَلٰى عَيْبٍ فَخَاصَمْتُ فِيْهِ إِلٰى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَقَضٰى لِيْ بِرَدِّهٖ وَقَضٰى عَلَيَّ بِرَدِّ غَلَّتِهٖ فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ فَأَخْبَرْتُهٗ فَقَالَ:

---

[১১৯] সহীহ : বুখারী ২১৬৮, মুসলিম ১৫০৪, নাসায়ী ৩৪৫১।

[১২০] সহীহ : বুখারী ২৫৩৫, মুসলিম ১৫০৬, আবূ দাউদ ২৯১৯, নাসায়ী ৪৬৫৮, তিরমিযী ১২৩৬, ইবনু মাজাহ ২৭৪৭, আহমাদ ৪৫৬০, সহীহ আল জামি' ৬৯৩৯।

أَرُوحُ إِلَيْهِ الْعَشِيَّةَ فَأُخْبِرُهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضٰى فِيْ مِثْلِ هٰذَا: أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ فَرَاحَ إِلَيْهِ عُرْوَةُ فَقَضٰى لِيْ أَنْ اٰخُذَ الْخَرَاجَ مِنَ الَّذِيْ قَضٰى بِهٖ عَلَيَّ لَهٗ. رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

২৮৭৯-[৫] মাখলাদ ইবনু খুফাফ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি দাস কিনেছিলাম এবং তার মাধ্যমে কিছু উপার্জনও করিয়েছিলাম। অতঃপর আমি তার মধ্যে একটি দোষ সম্পর্কে অবগত হলোাম এবং শাসনকর্তা 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয (রাঃ)-এর কাছে আমি তার বিষয়ে অভিযোগ করলাম। তিনি বিচার করলেন যে, আমি তাকে ফেরত দিতে পারবো, তবে অবশ্যই তার দ্বারা উপার্জিত সব কিছুই আমাকে ফেরত দিতে হবে। আমি 'উরওয়াহ্ (রহঃ)-এর নিকট এ রায় জানালাম। তিনি বললেন, আমি সন্ধ্যাকালেই শাসনকর্তার নিকট যাবো এবং তাঁকে অবহিত করবো। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) আমাকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) এ জাতীয় ঘটনায় রায় দিয়েছেন যে, উপার্জিত আয় তার তত্ত্বাবধান ব্যয় বলে সাব্যস্ত হবে। 'উরওয়াহ্ (রহঃ) সন্ধ্যাকালেই 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয (রাঃ)-এর কাছে গেলেন। এমতাবস্থায় তিনি বিচার করলেন যে, উক্ত উপার্জিত আয় তিনি পূর্বে (প্রথমে) যাকে দেয়ার জন্য আদেশ করেছিলেন তার কাছ থেকে আমি যেন তা ফেরত নেই। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[১২১]

ব্যাখ্যা : ইবনুল মালিক (রহঃ) বলেন, বিচারক যখন কোনো বিচার কার্যে ভুল করবেন, অতঃপর ভুল প্রমাণিত হলে পুনরায় সঠিক বিচার করা আবশ্যক। যেমন 'উমার বিন 'আবদুল 'আযীয (রহঃ) করেছিলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٨٨٠ - [٦] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيِّ قَالَ: «الْبَيِّعَانِ إِذَا اخْتَلَفَا وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهٖ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ»

২৮৮০-[৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যদি কোনো মতবিরোধ দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে বিক্রেতার কথা অগ্রাধিকার হবে এবং ক্রেতার জন্য অবকাশ থাকবে। (তিরমিযী)[১২২]

ইবনু মাজাহ ও দারিমী-এর বর্ণনায় রয়েছে, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যদি মতবিরোধ দেখা দেয় এবং বিক্রিত দ্রব্য হুবহু সমুপস্থিত থাকে, আর কোনো পক্ষে সাক্ষী না থাকে, সেক্ষেত্রে বিক্রেতার কথা অগ্রাধিকার পাবে। অথবা উভয়ে ক্রয়-বিক্রয়কে বাতিল করে পরস্পর দ্রব্য ও মূল্য ফেরত দিয়ে দিবে।

ব্যাখ্যা : যখন ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে মূল্য, বিক্রিত পণ্য কিংবা লেনদেনের কোনো শর্তের ব্যাপারে দ্বন্দ্ব দেখা দিবে, তখন বিক্রেতার কথা শপথের সাথে (অর্থাৎ বিক্রেতা শপথ করে তার দাবির পক্ষে কথা বলবে) গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন শারী'আতের কায়দায় বলা যায় যে, (أن من كان القول قوله فعليه اليمين) অর্থাৎ যার কথাই আসল বলে গৃহীত হবে, ক্বসম তাকেই করতে হবে। সুবুলুস্ সালামেও অনুরূপ রয়েছে। আহমাদ, নাসায়ীর বর্ণনায় আবূ 'উবায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে, তার কাছে বিক্রেতা ও ক্রেতা

[১২১] হাসান : আবূ দাউদ ৩৫০৮, তিরমিযী ১২৭৫, ইবনু মাজাহ ২২৪২, শারহুস্ সুন্নাহ্ ২১১৯।

[১২২] সহীহ : নাসায়ী ৪৬৪৮, তিরমিযী ১২৭০, ইবনু মাজাহ ২১৮৬।

বিক্রিত পণ্য নিয়ে আসলো এবং ক্রেতা বলল, আমি এটা এমন এমন বিনিময়ে গ্রহণ করেছি। আর বিক্রেতা বলল, আমি এটা এমন এমন কিছুর বিনিময়ে বিক্রি করেছি। (উভয় দাবি ভিন্ন ভিন্ন) অতঃপর 'উবায়দাহ্ (রহঃ) বললেন, 'আবদুল্লাহ এমন বিষয় নিয়ে এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর কাছে এমন বিষয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। নাবী ﷺ বিক্রেতাকে শপথ করার নির্দেশ দিলেন এবং ক্রেতাকে ইচ্ছাধীন দিলেন। চাইলেই সে উক্ত পণ্য কিনতে পারে অথবা বর্জন করতে পারে।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১২৭০)

٢٨٨١ - [٧] وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللّٰهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

وَفِىْ «شَرْحِ السُّنَّةِ» بِلَفْظِ «الْمَصَابِيحِ» عَنْ شُرَيْحٍ الشَّامِيِّ مُرْسَلًا.

২৮৮১-[৭] আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মুসলিম ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করবে (ফেরত দিবে), ক্বিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। (আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ্)[১২৩]

এ হাদীসটি শারহুস্ সুন্নাহ্-এর মধ্যে মাসাবীহের শব্দ দ্বারা শুরাইহ, শামী রহিমাহুল্লাহ মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ নগদ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বলেছেন, (إقالة البيع) বা বিক্রয় ভঙ্গ করার পদ্ধতি হলো, যখন কোনো ব্যক্তি কারো কাছে থেকে কিছু ক্রয় করল, অতঃপর সে চিন্তিত হয়ে পড়ল ক্রয়ের ব্যাপারে। হয়ত তা প্রতারণার আশংকায় কিংবা তার ওই পণ্যের প্রয়োজন না থাকায় অথবা মূল্য না থাকায় আত্ম-প্রবঞ্চনায় লজ্জিত হয়ে বিক্রেতাকে উক্ত পণ্য ফেরত দিল এবং বিক্রেতা তা গ্রহণ করল। আল্লাহ তা'আলা প্রতিদানে তার জটিলতা দূর করে দিবেন ক্বিয়ামাতের দিন। কারণ তার (বিক্রেতা) পক্ষ হতে ক্রেতার ওপর ইহসান করা হয়েছে। কেননা বিক্রিত পণ্য বিক্রেতা ফেরত না নিলে তা ক্রেতার পক্ষে ফেরত দেয়া সম্ভব ছিল না। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৪৫৭)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٨٨٢ - [٨] عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «اِشْتَرٰى رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ عَقَارًا مِنْ رَجُلٍ فَوَجَدَ الَّذِى اشْتَرَى الْعَقَارَ فِىْ عَقَارِهٖ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ فَقَالَ لَهُ الَّذِى اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ عَنِّىْ إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ الْعَقَارَ وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ. فَقَالَ بَائِعُ الْأَرْضِ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا فَتَحَاكَمَا إِلٰى رَجُلٍ فَقَالَ الَّذِىْ تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِىْ غُلَامٌ وَقَالَ الْاٰخَرُ: لِىْ جَارِيَةٌ. فَقَالَ: أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوْا عَلَيْهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقُوْا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[১২৩] **সহীহ** : আবূ দাউদ ৩৪৬০, ইবনু মাজাহ ২১৯৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫০৩০, ইরওয়া ১৩৩৪, সহীহ আল জামি' ৬০৭১, সহীহ আত্ তারগীব ১৭৫৮।

২৮৮২-[৮] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের মধ্যে এক লোক একখণ্ড জমি অপর লোক হতে ক্রয় করলো। ক্রেতা ক্রয়কৃত জমির মধ্যে এক কলসে স্বর্ণ পেল। সে বিক্রেতাকে বলল, তোমার স্বর্ণ তুমি নিয়ে যাও! আমি তো তোমার কাছ থেকে কেবল জমি ক্রয় করেছি, স্বর্ণ ক্রয় করিনি। বিক্রেতা বলল, জমি এবং জমির মধ্যে যা কিছু আছে সবই তো আমি বিক্রি করে দিয়েছি। তারা উভয়ে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ-মীমাংসার জন্য তৃতীয় ব্যক্তির কাছে গেল। সে ব্যক্তি তাদের উভয়কে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের সন্তান-সন্ততি আছে কি? তাদের একজন বলল, আমার একটি ছেলে আছে। অপরজন বলল, আমার একটি মেয়ে আছে। তখন সে ব্যক্তি বলল, তোমাদের ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ কর এবং এই স্বর্ণ বিবাহের ব্যয় নির্বাহ কর, আর দান-খয়রাত করে দাও। (বুখারী ও মুসলিম)[১২৪]

ব্যাখ্যা : এমন পরিস্থিতিতে শারী'আত হুকুম হলো, এ সম্পদ যদি জাহিলী জামানায় পুঁতে রাখা হয় তবে তা প্রোথিত সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যদি জানা যায় যে, এটি মুসলিমদের পক্ষ হতে পুঁতে রাখা হয়েছে তবে এটি কুঁড়ে পাওয়া সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। যদি এ সম্পদের ব্যাপারটা অজ্ঞাত থাকে, অর্থাৎ এ সম্পদের বিষয়ে যদি কোনো ধরনের ধারণা না পাওয়া যায়, তবে এটি পরিত্যক্ত সম্পদ হিসেবে বায়তুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করতে হবে। সম্ভবত তাদের শারী'আতে এমন বিধান ছিল না বিধায় বিচারক এমন ফায়সালা দিয়েছেন। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৪৭২)

(٧) بَابُ السَّلَمِ وَالرَّهْنِ

অধ্যায়-৭ : অগ্রিম বিক্রয় করা এবং বন্ধক রাখা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٨٨٣ - [١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِيْ شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِيْ كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلٰى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৮৮৩-[১] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মাদীনায় পদার্পণ করলেন, তখন মাদীনাবাসীগণ এক, দুই এবং তিন বছরের মেয়াদে বিভিন্ন রকমের ফল ক্রয়-বিক্রয় করতো। তিনি (সাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করবে, অতঃপর তার উচিত অগ্রিম দেয়া নির্ধারিত পরিমাপে (ওযনে) এবং নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত। (বুখারী ও মুসলিম)[১২৫]

---

[১২৪] **সহীহ :** বুখারী ২৪৭২, মুসলিম ১৭২১, আহমাদ ৮১৯১, সহীহ আল জামি' ৯৮৯।

[১২৫] **সহীহ :** বুখারী ২২৩৯, মুসলিম ১৬০৪, আবূ দাঊদ ৩৪৬৩, নাসায়ী ৪৬১৬, তিরমিযী ১৩১১, ইবনু মাজাহ ২২৮০, আহমাদ ১৯৩৭, ইরওয়া ১৩৭৬, সহীহ আল জামি' ৬০৩১।

ব্যাখ্যা : এখানে এ মর্মে দলীল রয়েছে যে, অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় (অর্থাৎ পণ্য লেনদেন হবে মূল্য বিলম্বে পরিশোধের শর্তে) করা বৈধ তবে শর্ত হলো, ওযন পরিমাণ ও পরিমাণ নির্ধারিত হতে হবে। যদি কাপড় কেনা-বেচা হয়, তা নির্ধারিত থাকতে হবে। আর যদি লেনদেন সংখ্যার ভিত্তিতে হয় যেমন, প্রাণী; তবে এর সংখ্যা নির্ধারিত হতে হবে। পক্ষান্তরে কোনো বিষয়ে অজ্ঞাত বা কোনো ধরনের অস্পষ্টতা থাকলে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। (শারহু মুসলিম ১১শ খণ্ড, হাঃ ১৬০৪)

٢٨٨٤ ـ[٢] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اشْتَرَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ طَعَامًا من يَهُودِيّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَّهُ مِنْ حَدِيْدٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৮৮৪-[২] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) এক ইয়াহূদীর নিকট হতে কিছু খাদ্যদ্রব্য বাকিতে ক্রয় করেছেন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এবং তাঁর লৌহবর্ম ঐ ইয়াহূদীর কাছে বন্ধক রেখেছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[১২৬]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে তাদের কথা প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে যে, যারা বলে বাকীতে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনো কিছু বন্ধক রাখা বৈধ নয়। ইসমা'ঈলী (রহঃ) তৃরিক্ব ইবনু নামীর (রহঃ)-এর সূত্রে আ'মাশ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি ইব্‌রাহীম আন্ নাখ'ঈ (রহঃ)-কে বলল, সা'দ বিন যুবায়র (রহঃ) বলেছেন যে, বাকী বিক্রিতে বন্ধক রাখা এটা সুদের সমতুল্য। তিনি (ইবরাহীম নাখ'ঈ) তার কথা এ হাদীসের ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করলেন। (ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২২৫২)

٢٨٨٥ ـ[٣] وَعَنْهَا قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيّ بِثَلَاثِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৮৮৫-[৩] উক্ত রাবী ('আয়িশাহ্ (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইন্তিকালের সময় তাঁর লৌহবর্ম ৩০ সা' (প্রায় তিন মণ) যবের বিনিময়ে এক ইয়াহূদীর কাছে বন্ধক রাখা ছিল। (বুখারী)[১২৭]

٢٨٨٦ ـ[٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৮৮৬-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আরোহণের পশু বন্ধক রাখলে, তার উপর আরোহণ করা যাবে, অবশ্য এর ব্যয়ভারও বহন করতে হবে। তবে দুগ্ধবতী পশু বন্ধক রাখলে, এর দুগ্ধ দোহন (পান) করা যাবে, তখন এর ব্যয়ভারও বহন করতে হবে। আরোহণের এবং দুধ পান করার অধিকার যার রয়েছে তাকেই ব্যয়ভার বহন করতে হবে। (বুখারী)[১২৮]

---

[১২৬] **সহীহ :** বুখারী ২০৬৮, মুসলিম ১৬০৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৯৩৮।

[১২৭] **সহীহ :** বুখারী ২৯১৬, নাসায়ী ৪৬৫১, ইবনু মাজাহ ২৪৩৯, সহীহ আত্ তারগীব ৩২৯৫। তবে নাসায়ী ও ইবনু মাজার বর্ণনাটি ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে।

[১২৮] **সহীহ :** বুখারী ২৫১২, আবূ দাউদ ৩৫২৬, তিরমিযী ১২৫৪, ইবনু মাজাহ ১৪৪০, আহমাদ ১০১১০, ইরওয়া ১৪০৯, সহীহ আল জামি' ৩৯৬২।

ব্যাখ্যা : এখানে তাদের পক্ষে দলীল রয়েছে, যারা বলেন : বন্ধককৃত প্রাণীর পিঠে সওয়ার হওয়া এবং তার দুধ দোহন করা বৈধ। এ ক্ষেত্রে মালিকের অনুমতির প্রয়োজন নেই। আর এটাই আহমাদ, ইসহাক্ব এবং একদল 'উলামার মত। তারা বলেন যে, বন্ধকী প্রাণীর পিঠে সওয়ার ও তার দুধ দোহন করা বৈধ তবে শর্ত হলো, তার পেছনে যতটুকু খরচ হবে সে খরচ অনুপাতে তা থেকে উপকার গ্রহণ বৈধ। এ দু'টি ছাড়া অন্য কোনো উপকার গ্রহণ বৈধ নয়। 'আল্লামাহ্ ইবনু 'আব্দিল বার (রহঃ)-এর বক্তব্য হলো, হাদীসটি মানসূখ। দলীল– ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, "কারো প্রাণীর দুধ দোহন করো না তার অনুমতি ব্যতীত"। 'আল্লামাহ্ শাওকানী (রহঃ) বলেন : মূল কথা হলো, হাদীসটি মুহকাম, মানসূখ নয়। সুতরাং এটি শার'ঈ বিধান হতে পরিত্যাজ্য নয়। এটা এ মর্মে সুস্পষ্ট দলীল, বন্ধকী প্রাণীর উপর সওয়ারী হওয়া ও দুধ পান করা তার প্রতি খরচ অনুযায়ী বৈধ। আল্লাহই ভালো জানেন।

(ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫১২; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১২৫৪)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٨٨٧ -[٥] عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِىْ رَهَنَهٗ لَهٗ غُنْمُهٗ وَعَلَيْهِ غُرْمُهٗ». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مُرْسَلًا

২৮৮৭-[৫] সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বন্ধক রাখা তার মালিককে বন্ধকী জিনিস হতে স্বত্বহীন করে না। উক্ত জিনিসের আয়-ভোগ এবং এর ভরণ-পোষণ তারই ওপর বর্তাবে। (ইমাম শাফি'ঈ [রহঃ] মুরসাল সূত্রে বর্ণিত)[১২৯]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস এটা প্রমাণ করছে যে, বন্ধকী বস্তুর উপকার বা লাভ বন্ধক গ্রহীতার জন্য বন্ধক, সেক্ষেত্রে তো বন্ধকী বস্তুর বন্ধকের ক্ষেত্রে স্থায়ী মালিকানা শর্ত নয়। (অর্থাৎ কারো কাছে কোনো বস্তু বা প্রাণী কিংবা জমি বন্ধক রাখলে যার কাছে বন্ধক রাখা হলো তিনি স্থায়ী মালিক হতে পারবেন না) কারণ বন্ধকী বস্তুর বন্ধকী থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত মালিক তাতে সওয়ার হতে পারবেন না। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

٢٨٨٨ -[٦] وَرُوِىَ مِثْلُهٗ أَوْ مِثْلُ مَعْنَاهُ لَا يُخَالِفُ عَنْهُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مُتَّصِلًا.

২৮৮৮-[৬] আর অনুরূপ হাদীস বা একই অর্থবোধক হাদীস যা সাংঘর্ষিক নয় আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে যুক্ত সানাদে বর্ণনা করেছেন।[১৩০]

٢٨٨٩ -[٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ مَكَّةَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

২৮৮৯-[৭] ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : পরিমাপের ক্ষেত্রে মাদীনাবাসীর প্রচলিত পরিমাপ এবং ওযনের ক্ষেত্রে মাক্কাবাসীর প্রচলিত ওযন গণ্য হবে।

(আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[১৩১]

---

[১২৯] **য'ঈফ :** সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১১২১০, মুসনাদুশ্ শাফি'ঈ ৩/১৬৭-১৮৬। কারণ সানাদটি মুরসাল।

[১৩০] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ ১৪৪১। কারণ এর সানাদটি মুত্তাসিল নয়।

[১৩১] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩৩৪০, নাসায়ী ২৫২০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩২৮৩, ইরওয়া ১৩৪২, সহীহাহ্ ১৬৫, সহীহ আল জামি' ৭১৭০।

ব্যাখ্যা : মাক্কাবাসীগণ ছিলেন ব্যাবসায়ী, আর তাদের চুক্তি ছিল ওযনকেন্দ্রিক এবং ওযনের ব্যাপারে তারা ছিল বেশ অভিজ্ঞ। অন্যদিকে মাদীনাবাসীগণ ছিল ফসল উৎপাদনকারী চাষী, এজন্য তারা পরিমাপ সম্পর্কে বেশী অভিজ্ঞ।

অতঃপর আলোচ্য হাদীসে মাক্কাবাসীদের ওযন ও মাদীনাবাসীদের পরিমাপ খাস করা হয়েছে। শারহুস্ সুন্নাহ্ গ্রন্থে রয়েছে, আলোচ্য হাদীসে পরিমাপ এবং ওযনের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে "আল্লাহ তা'আলার অধিকারগুলোর ক্ষেত্রে"। যেমন যাকাত কাফ্ফারাহ্ ইত্যাদি। এমনকি মাক্কার ওযনে ২০০ দিরহামের কম যাকাত ওয়াজিব নয়। আর সদাক্বাতুল ফিত্বরের ক্ষেত্রে মাদীনার সা' অগ্রগণ্য। আর প্রত্যেক সা' সমান পাঁচ রিত্ল ও এক-তৃতীয়াংশ রিত্ল। রিত্ল হলো ১২৮ দিরহাম, যা উল্লেখিত দিরহাম অনুযায়ী। অথবা এক রিত্ল সমান ১২ উকিয়্যাহ্ বা ২৫৬৪ গ্রাম। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৩৩৮)

٢٨٩٠ـ[٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ: «إِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيتُمْ أَمْرَيْنِ هَلَكَتْ فِيهِمَا الْأُمَمُ السَّابِقَةُ قَبْلَكُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২৮৯০-[৮] ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ পরিমাপ ও ওযনকারীদের উদ্দেশে বলেছেন : তোমাদের ওপর এমন দু'টি দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে, যার কারণে পূর্ববর্তী অনেক উম্মাত ও জাতি ধ্বংস হয়েছে। (তিরমিযী)[১৩২]

ব্যাখ্যা : "তোমাদেরকে দু'টি বিষয়ে বিচারক বানানো হয়েছে, তা হলো, ওযন এবং পরিমাপ।" আর তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন : "যারা মাপে কম দেয় তাদের জন্যই ধ্বংস"– (সূরাহ্ আল মুত্বাফ্ফিফীন ৮৩ : ১)। (الْأُمَمُ السَّابِقَةُ قَبْلَكُمْ) পূর্ববর্তী উম্মাতগণ যথা শু'আয়ব আলায়হিস সালাম-এর ক্বওমের লোকেরা যখন মানুষদের কাছ থেকে মেপে নিত তখন পূর্ণ করে নিত আর যখন মেপে দিত তখন কম করে দিত।
(তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১২১৭)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٨٩١ـ[٩] عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

২৮৯১-[৯] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে লোক কোনো দ্রব্য অগ্রিম ক্রয় করেছে, সে ঐ দ্রব্য স্বীয় হস্তে আসার পূর্বে অপরের নিকট হস্তান্তর করতে পারবে না। (আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[১৩৩]

---

[১৩২] য'ঈফ : তিরমিযী ১২১৭, য'ঈফ আল জামি' ১০৪০। কারণ এর সানাদে হাসান বিন কৃয়স আল ওয়াসিত্বী একজন মাতরূক রাবী।

[১৩৩] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৩৪৬৮, ইবনু মাজাহ ২২৮৩, ইরওয়া ১৩৭৫, য'ঈফ আল জামি' ৫৪১৪। কারণ এর সানাদে আত্বিয়্যাহ্ আল আওফী একজন দুর্বল ও মুদাল্লিস রাবী।

(٨) بَابُ الْاِحْتِكَارِ

অধ্যায়-৮ : খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করা

(بَابُ الْاِحْتِكَارِ) এটা হলো জনগণকে ধোঁকা দেয়ার ইচ্ছায় অথবা অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণের আশায় জনগণের প্রয়োজনের সময় খাদ্য গুদামজাত করা।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٨٩٢ـ[١] عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ «كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ» فِيْ بَابِ الْفَيْءِ إِنْ شَآءَ اللهُ تَعَالٰى

২৮৯২-[১] মা'মার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে লোক খাদ্য-সামগ্রী গুদামজাত করে, সে অপরাধী; সে গুনাহগার সাব্যস্ত হবে। (মুসলিম)[১৩৪]

'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস "বানী নাযীর-এর যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ" অধ্যায়ে অতি শীঘ্রই উল্লেখ করব ইন্‌শা-আল্ল-হু তা'আলা।

ব্যাখ্যা : সহীহ মুসলিম-এর অপর বর্ণনায় রয়েছে, (لا يحتكر الا خاطئ) নাফরমানী ছাড়া কেউ ইহতিকার বা খাদ্য গুদামজাত করবে না। ভাষাবিদগণ বলেন, خَاطِئٌ হলো (العاصى الآثم) বা পাপিষ্ঠ নাফরমানী। আলোচ্য হাদীস ইহতিকার হারামের ব্যাপারে সুস্পষ্ট। আমাদের সাথীবর্গ বলেন যে, সময়ের ক্ষেত্রে যে ইহতিকার করা হয়, উক্ত ইহতিকার বা খাদ্য গুদামজাতকরণ করা হারাম। আর ইহতিকার হলো, বাজার দর মন্দা থাকা অবস্থার ব্যবসার জন্য খাদ্য ক্রয় করা, সে সময়ে বিক্রি না করে যখন মূল্য বৃদ্ধি পাবে তখন বিক্রি করা। 'উলামাগণ বলেন, খাদ্য গুদামজাত করা হারাম হওয়ার মাঝে হিকমাত হলো, সাধারণ জনগণের ক্ষতি প্রতিহত করা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٨٩٣ـ[٢] عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ

২৮৯৩-[২] 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : আমদানীকারক ভাগ্যবান (জীবিকাপ্রাপ্ত) হবে এবং গুদামজাতকারী অভিশপ্ত (বারাকাতবিহীন) হবে। (ইবনু মাজাহ, দারিমী)[১৩৫]

---

[১৩৪] **সহীহ :** মুসলিম ১৬০৫, সহীহ আত্ তারগীব ১৭৮১।

[১৩৫] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ ২১৫৩, দারিমী ২৫৪৮, য'ঈফ আল জামি' ২৬৪৫, য'ঈফ আত্ তারগীব ১১০১। কারণ এর সানাদে 'আলী বিন সালিম বিন সাওবান ও 'আলী বিন যায়দ বিন জুদ্'আন উভয়েই দুর্বল রাবী।

ব্যাখ্যা : "ব্যবসায় কোনো পাপ সংঘটিত হওয়া ছাড়াই লাভবান হওয়া যায়।" অন্যদিকে খাদ্য গুদামজাতকরণে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে পাপের দিকে নিমজ্জিত হয় এবং খাদ্য গুদামজাতকারীর জন্য কোনো বারাকাত হাসিল হয় না। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٨٩٤ -[٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! سَعِّرْ لَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّيْ لَأَرْجُوْ أَنْ أَلْقٰى رَبِّيْ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِيْ بِمَظْلِمَةٍ بِدَمٍ وَلَا مَالٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ

২৮৯৪-[৩] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ)-এর আমলে এক সময় দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পেল। লোকেরা অনুরোধ করল- হে আল্লাহর রসূল! দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য সুনির্ধারিত করে দিন। নাবী (সাঃ) বললেন : দ্রব্যমূল্যের উত্থান-পতন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতেই নির্ধারিত হয়ে থাকে। সুতরাং সঙ্কীর্ণতা ও প্রশস্ততা একমাত্র তিনিই আনেন এবং তিনিই রিয্‌ক্ব দিয়ে থাকেন। সদাসর্বদা আমার এ প্রচেষ্টাই থাকবে, আমি আল্লাহর কাছে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করি যেন আমার ওপর তোমাদের কারো জানের বা মালের প্রতি কোনো অন্যায়-অবিচারের দাবি না থাকে। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ ও দারিমী)[১৩৬]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস থেকে মূল্য নির্ধারণ করা হারাম হওয়ার উপর দলীল গৃহীত হয়। নিশ্চয় মূল্য নির্ধারণ এক প্রকারের অন্যায়। কারণ মানুষেরা তাদের সম্পদের ভিত্তিতে ব্যয় করে। (অর্থাৎ- উৎপাদন বেশী হলে আমদানী বেশী হবে এবং মূল্য কমে যাবে, আর উৎপাদন কম হলে আমদানী কম হবে এবং মূল্য বৃদ্ধি পাবে) আর মূল্য নির্ধারণ করলে তাতে বাধার সৃষ্টি হবে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٨٩٥ -[٤] عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللّٰهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ. وَرَزِيْنٌ فِيْ كِتَابِهٖ

২৮৯৫-[৪] 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মুসলিমে ওপর অভাব-অনটন সৃষ্টি করে খাদ্য-সামগ্রী গুদামজাত করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কুষ্ঠরোগে এবং দারিদ্র্যে নিপতিত করবেন।

(ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী-এর শু'আবুল ঈমান ও 'রযীন' তাঁর গ্রন্থে)[১৩৭]

ব্যাখ্যা : এখানে এ মর্মে প্রমাণ রয়েছে যে, যে ব্যক্তি মুসলিমদের ন্যূনতম ক্ষতির ইচ্ছা পোষণ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে নিজ অর্পিত ও সম্পদের ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন। আর যে মুসলিমের উপকারের ইচ্ছা করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জান ও মালে কল্যাণ দান করবেন। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[১৩৬] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩৪৫১, তিরমিযী ১৩১৪, ইবনু মাজাহ ২২০০, দারিমী ২৫৪৪, আহমাদ ১৪০৫৭।

[১৩৭] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ ২১৫৫, শু'আবুল ঈমান ১১২১৮, য'ঈফ আল জামি' ৫৩৫১, য'ঈফ আত্ তারগীব ১১০২।

٢٨٩٦ - [٥] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا يُرِيدُ بِهِ الْغَلَاءَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللّٰهِ وَبَرِئَ اللّٰهُ مِنْهُ». رَوَاهُ رَزِينٌ

২৮৯৬-[৫] ইবনু 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে লোক মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশে চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাদ্য-সামগ্রী গুদামজাত করে রাখবে, আল্লাহ থেকে সম্পর্কহীন (সে আল্লাহর আইন অমান্যকারী) এবং আল্লাহ তা'আলাও তার থেকে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যান (আল্লাহ তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান)। (রযীন)[১৩৮]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত চল্লিশ দিন দ্বারা নির্ধারিত সময় উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সম্পদ গুদামজাত করা বা জমা করে রাখা এবং এর মাধ্যমে নিজে লাভবান ও অন্যের ক্ষতি কামনা করা। আর এখানে আল্লাহর দায়মুক্তির উপর ব্যক্তির (খাদ্য গুদামজাতকারীর) দায় মুক্তিকেই আগে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পূর্ণ করার উপরই আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকার পূর্ণ করা নির্ভরশীল। (অর্থাৎ ব্যক্তি যদি খাদ্য গুদামজাত করে আল্লাহ তাকে মুসীবাত দিবেন আর যদি না করে তবে আল্লাহ তা'আলা তকে কল্যাণ দিবেন) যেমন আল্লাহ তা'আলার কথা, "তোমরা আমার বিধান বাস্তবায়ন কর, আমি তোমাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করব"– (সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ ২ : ৪০)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٨٩٧ - [٦] وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «بِئْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ: إِنْ أَرْخَصَ اللّٰهُ الْأَسْعَارَ حَزِنَ وَإِنْ أَغْلَاهَا فَرِحَ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَرَزِينٌ فِي كِتَابِهِ

২৮৯৭-[৬] মু'আয রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, গুদামজাতকারী ব্যক্তি কতই না নিকৃষ্ট! আল্লাহ তা'আলা দ্রব্যমূল্য কমিয়ে দিলে সে দুশ্চিন্তায় পড়ে। আর দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দিলে সে আনন্দ-উচ্ছাস প্রকাশ করে।

(বায়হাক্বী'র শু'আবুল ঈমানে ও 'রযীন' তাঁর গ্রন্থে)[১৩৯]

٢٨٩٨ - [٧] (موضوع) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَفَّارَةٌ». رَوَاهُ رَزِينٌ

২৮৯৮-[৭] আবূ উমামাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাদ্যজাত দ্রব্য গুদামজাত করে রাখবে, সে তার এ মাল দান-খয়রাত করে দিলেও তার জন্য যথেষ্ট (কাফ্‌ফারাহ্) হবে না। (রযীন)[১৪০]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, (بِهِ)-এর (ه) সর্বনামটি (طَعَام) এর দিকে প্রত্যাবর্তনশীল। গুদামজাতকৃত খাদ্য থেকে সদাক্বাহ্ বা দান করাও যাবে না। ইবনু 'আসাকির (রহঃ) মা'আয রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের ওপর খাদ্য গুদামজাত করবে ৪০ দিন যাবৎ এবং তার দ্বারা যদি সে দান করে তবে তার দান ক্বুবূল হবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[১৩৮] য'ঈফ : আহমাদ ৪৮৮০। কারণ এর সানাদে আবূ বিশ্‌র একজন মাজহূল রাবী।

[১৩৯] য'ঈফ : শু'আবুল ঈমান ১০৭০২, য'ঈফাহ্ ৫৫৬৭, য'ঈফ আল জামি' ২৩৫১, য'ঈফ আত্ তারগীব ১১০৩। কারণ এর সানাদটি মুনক্বতি'।

[১৪০] মাওযূ' বা বানায়োট : য'ঈফাহ্ ৮৫৯। কারণ এর সানাদে মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান একজন মিথ্যুক রাবী।

(٩) بَابُ الْإِفْلَاسِ وَالْإِنْظَارِ

অধ্যায়-৯ : দেউলিয়া (দারিদ্র্য) হওয়া এবং ঋণীকে অবকাশ দান

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٨٩٩ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهٗ بِعَيْنِهٖ فَهُوَ أَحَقُّ بِهٖ مِنْ غَيْرِهٖ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৮৯৯-[১] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দেউলিয়াগ্রস্ত বলে গণ্য হবে, যে তার কাছে নিজের মাল হুবহু পাবে, সে তার অন্য পাওনাদার অপেক্ষা অগ্রাধিকারযোগ্য হবে। (বুখারী ও মুসলিম)[১৪১]

ব্যাখ্যা : মালিক (রহঃ)-এর বর্ণনায়..... 'আবদুর রহমান বিন হারিস (রহঃ) হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি তার পণ্য সামগ্রী বিক্রি করবে, অতঃপর ক্রেতা দেউলিয়া হয়ে গেল, কিন্তু বিক্রেতার মূল্য সে পরিশোধ করেনি। অতঃপর বিক্রেতা ক্রেতার কাছে তার উক্ত পণ্য সামগ্রী হুবহু পেলে সেই তার সর্বাধিক হাক্বদার। এখান থেকে বুঝা যায় যে, বিক্রেতা মূল্যের কিছু অংশ হস্তগত করলে অবশিষ্ট মূল্য ঋণের মধ্যে গণ্য হবে (অর্থাৎ- ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হবে না)। আর যদি মূল্য সম্পূর্ণ বাকী থাকে তবে ইমাম শাফি'ঈ ও একদল 'উলামাগণের মতে বিক্রেতার ইচ্ছাধীন থাকবে। যদি চায় তাহলে পণ্য সামগ্রী বর্জন করবে এবং ঋণের ভিত্তিতে তার মূল্য নিবে। অথবা ক্রেতা দেউলিয়া কিংবা মৃত্যুবরণ করার ক্ষেত্রে বিক্রেতা তার পণ্য সামগ্রী ফেরত নিতে পারবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٩٠٠ - [٢] وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ» فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهٖ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِغُرَمَائِهٖ «خُذُوْا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذٰلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৯০০-[২] আবূ সা'ঈদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর সময়ে ফল-ফলাদি ক্রয় করে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ভীষণ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ল। রসূলুল্লাহ ﷺ লোকেদেরকে বললেন, তাকে দান-খয়রাতের মাধ্যমে সাহায্য কর। এমতাবস্থায় লোকেরা তাকে দায়-খয়রাত করল, কিন্তু তাতে তার ঋণ পরিশোধ যথেষ্ট হলো না। সুতরাং রসূললুল্লাহ ﷺ ঐ ব্যক্তির পাওনাদারগণকে ডেকে বললেন, যা সমুপস্থিত আছে তা তোমরা আদায় করে নাও; এর অতিরিক্ত আর পাবে না (মাওকূফ করে দাও)। (মুসলিম)[১৪২]

---

[১৪১] সহীহ : বুখারী ২৪০২, মুসলিম ১৫৫৯, আবূ দাউদ ৩৫১৯, ইবনু মাজাহ ২৩৫৮, আহমাদ ৯৩২০, ইরওয়া ১৪৪২, সহীহ আল জামি' ৫৯৯৬।

[১৪২] সহীহ : মুসলিম ১৫৫৬, আবূ দাউদ ৩৪৬৯, নাসায়ী ৪৫৩০, তিরমিযী ৬৫৫, ইবনু মাজাহ ২৩৫৬, আহমাদ ১১৩১৭, ইরওয়া ১৪৩৭।

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে এ মর্মে দলীল রয়েছে যে, মাসজিদের ঋণের পাওনা চাওয়া জায়িয। পাওনাদারের জন্য সুপারিশ করা, বিবাদ মীমাংসা করা, উত্তম মধ্যস্থতা করা, নাফরমানীবিহীন সুপারিশ গ্রহণ করা এবং প্রয়োজনীয় কাজের ইঙ্গিত করা জায়িয। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٩٠١ ـ[٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا تَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللّٰهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا قَالَ: فَلَقِيَ اللّٰهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৯০১-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এক ব্যক্তি লোকেদেরকে ধার দিত। সে তার কর্মচারীকে বলে দিত, কোনো পাওনাদারকে (ঋণ পরিশোধে) অক্ষম দেখলে তাকে মুক্তি দিয়ে দিও। এর ওয়াসীলায় হয়তো আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মুক্তি দিবেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : অতঃপর (মৃত্যুর পর) ঐ ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে পৌঁছলে আল্লাহ তা'আলা তাকে মুক্তি করে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[১৪৩]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, কারো প্রতি ঋণের বোঝা হালকা করাটাই নেকীর কাজ। যদি সেটা একমাত্র আল্লাহর জন্যই হয়ে থাকে এবং তা অসংখ্য পাপের কাফ্ফারাহ্ হবে। আর যে ব্যক্তি এমন কাজের নির্দেশ দিবে তার জন্যও রয়েছে প্রতিদান। আমাদের পূর্ববর্তী শারী'আত যখন আমাদের শারী'আতে প্রশংসা ধারায় এসেছে, সুতরাং তা আমাদের জন্য পুণ্যের কাজ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٩٠٢ ـ[٤] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللّٰهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৯০২-[৪] আবূ ক্বতাদাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি এ কামনা করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামাত দিবসের দুঃখ-কষ্ট হতে মুক্তি দেন, সে যেন অক্ষম ঋণগ্রস্তকে সহজ উপায় করে দেয় অথবা ঋণ মাওকূফ করে দেয়। (মুসলিম)[১৪৪]

٢٩٠٣ ـ[٥] وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَنْجَاهُ اللّٰهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৯০৩-[৫] উক্ত রাবী (আবূ ক্বতাদাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অক্ষম ঋণীকে সময় দিবে অথবা ঋণ মাওকূফ করে দেবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামাত দিবসের দুঃখ-কষ্ট হতে তাকে মুক্তি দান করবেন। (মুসলিম)[১৪৫]

٢٩٠٤ ـ[٦] وَعَنْ أَبِي الْيَسَرِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللّٰهُ فِي ظِلِّهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[১৪৩] সহীহ : বুখারী ২০৭৮, মুসলিম ১৫৬২, আহমাদ ৭৫৭৯, সহীহ আল জামি' ৪৪৫৪।

[১৪৪] সহীহ : মুসলিম ১৫৬৩, সহীহ আত্ তারগীব ৯০৩।

[১৪৫] সহীহ : মুসলিম ১৫৬৩।

২৯০৪-[৬] আবুল ইয়াসার (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অক্ষম ঋণীকে সময়দান করবে অথবা তার ঋণ মাওকূফ করবে, আল্লাহ তা'আলা (ক্বিয়ামাত দিবসে) তাকে তাঁর ছায়া দান করবেন। (মুসলিম)[১৪৬]

٢٩٠٥ـ[٧] وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ: أَبُوْ رَافِعٍ فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقُلْتُ: لَا أَجِدُ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৯০৫-[৭] আবূ রাফি' (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) (জনৈক ব্যক্তিকে) একটি যুবা উট ধার নিলেন। অতঃপর সদাক্বার উট (সরকারী কোষাগারে) আমদানী হলে আবূ রাফি' (رضي الله عنه) আমাকে তার ঋণ পরিশোধ করতে আদেশ করলেন। আমি বললাম, শুধুমাত্র উটনীর বাচ্চা আছে (যা তুলনামূলকভাবে বড়)। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : সেই বড়টিই তাকে দিয়ে দাও; অবশ্যই লোকেদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তার প্রাপ্য পরিশোধে উত্তমতা অবলম্বন করে। (মুসলিম)[১৪৭]

٢٩٠٦ـ[٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَغْلَظَ لَهٗ فَهَمَّ أَصْحَابُهٗ فَقَالَ: «دَعُوْهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَاشْتَرُوْا لَهٗ بَعِيْرًا فَأَعْطُوْهُ إِيَّاهُ» قَالُوْا: لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهٖ قَالَ: «اشْتَرُوْهُ فَأَعْطُوْهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৯০৬-[৮] আবূ হুরায়রাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট কঠোরতার সাথে প্রাপ্যের তাগাদা করল; এতে সহাবীগণ তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি (ﷺ) সহাবীগণকে বললেন, তাকে কিছু বলো না। কেননা পাওনাদার কঠোরতা প্রয়োগের অধিকার রাখে। তার প্রাপ্য পরিশোধের জন্য একটি উট কিনে তাকে দিয়ে দাও। সহাবীগণ বললেন, তার প্রাপ্য বড় উট ছাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি (ﷺ) বললেন, বড়টিই ক্রয় করে তাকে দিয়ে দাও। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম, যে অন্যের প্রাপ্য পরিশোধে উত্তম হয়। (বুখারী ও মুসলিম)[১৪৮]

ব্যাখ্যাঃ আলোচ্য হাদীস দু'টি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অন্যের কাছ থেকে কর্জে হাসানাহ্ ও ঋণ গ্রহণ বৈধ। নাবী (ﷺ) প্রয়োজনীয় কর্জ নিতেন এবং তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে ঋণ থেকে আশ্রয় কামনা করতেন। আর এখানে এটাও প্রমাণিত হয় যে, প্রাণীর ক্ষেত্রেও বাকী বিক্রি বৈধ। তার হুকুম হলো, কর্জ বা হাওলাদের অনুরূপ হুকুম।

যার ওপর ঋণ রয়েছে সেটা হাওলাদ কিংবা অন্য যে কোনো বিষয়ে হোক, তা পরিশোধের সময় কিছু বৃদ্ধি দেয়া মুস্তাহাব আর এটাই সুন্নাত ও উত্তম আদর্শের অন্তর্ভুক্ত। তবে কখনই এটি ঋণের সাথে চলমান

---

[১৪৬] সহীহ : মুসলিম ৩০০৬, আহমাদ ১৫৫২১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫০৪৪, সহীহ আল জামি' ৬১০৬।

[১৪৭] সহীহ : মুসলিম ১৬০০, আবূ দাউদ ৩৩৪৬, নাসায়ী ৪৬১৭, তিরমিযী ১৩১৮, ইবনু মাজাহ ২২৮৫, আহমাদ ২৭১৮১, ইরওয়া ১৩৭১, সহীহ আত্ তারগীব ১৭৫৩।

[১৪৮] সহীহ : বুখারী ২৩০৬, মুসলিম ১৬০১, তিরমিযী ১৩১৭, ইবনু মাজাহ ২৪২৩, আহমাদ ৯৩৯০, সহীহ আত্ তারগীব ১৭৫২।

থাকবে না, কারণ এটি নিষিদ্ধ। কেননা কর্জ বা ঋণের চুক্তির সময় যা শর্তারোপ করা হয় তা নিষিদ্ধ এবং এটাই সুদ। তবে ঋণ পরিশোধের সময় সন্তুষ্টচিত্তে ঋণদাতাকে কিছু বর্ধিত মাল বা অন্য কিছু প্রদান করা মুস্তাহাব। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٩٠٧ـ[٩] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلٰى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৯০৭-[৯] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সক্ষম ব্যক্তির জন্য (অন্যের দেনা পরিশোধে) গড়িমসি করা যুল্‌ম। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দেনা পরিশোধের জন্য কোনো সক্ষম ব্যক্তির ওপর দায়িত্ব অর্পণ করলে তা গৃহীত করা কর্তব্য। (বুখারী ও মুসলিম)[১৪৯]

ব্যাখ্যা : ঋণের প্রাপক ব্যক্তি যদি ধনীও হয় তবুও ঋণ পরিশোধ করা ওয়াজিব। ধনাঢ্য হওয়া তার প্রাপ্য বিলম্ব হওয়ার কারণ নয়। ধনীর ব্যাপারে যখন এমন বিধান, তখন প্রাপক ব্যক্তি যদি গরীব হয় তাহলে তো সেটা ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে আরো অগ্রগামী। সুতরাং এ মর্মে ব্যাখ্যায় আর অস্পষ্টতা থাকে না। ‘উলামাগণের মাঝে এ মর্মে মতপার্থক্য রয়েছে যে, পাওনাদার চাওয়ার পূর্বেই পরিশোধে সক্ষম ব্যক্তি পরিশোধে বিলম্ব করলে সে ফাসিক্ব হবে কিনা। তবে আলোচ্য হাদীসটি পাওনাদারের চাওয়ার উপর নির্ভর করছে। এছাড়া অন্যান্য হাক্বদার যারা রয়েছেন, যেমন- স্ত্রীর প্রতি স্বামীর হাক্ব, দাসের প্রতি মুনীবের ও প্রজার প্রতি রাজার হাক্ব এবং এর বিপরীত দিকটা, অর্থাৎ- স্বামীর প্রতি স্ত্রীর হাক্ব, মুনীবের প্রতি দাসের হাক্ব, রাজার প্রতি প্রজার হাক্ব- এসবগুলোই এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির টালবাহানা করা যুল্‌মের অন্তর্ভুক্ত হবে না। (ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২২৮৭)

٢٩٠٨ـ[١٠] وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِيْ حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتّٰى سَمِعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ بَيْتِهٖ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهٖ وَنَادٰى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: «يَا كَعْبُ!» قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَأَشَارَ بِيَدِهٖ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ: «قُمْ فَاقْضِهٖ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৯০৮-[১০] কা‘ব ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে একদিন মাসজিদের মধ্যে ইবনু আবূ হাদরাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে তাঁর প্রাপ্য ঋণের তাগাদা করলেন। উভয়ের কথোপকথনে উচ্চ আওয়াজের সৃষ্টি হলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ঘর থেকে তা শুনতে পেয়ে দরজার পর্দা উঠিয়ে বললেন, হে কা‘ব! কা‘ব রাযিয়াল্লাহু আনহু উপস্থিত বলে ছুটে আসলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের ইশারায় বললেন, তাকে তার প্রাপ্য ঋণের অর্ধেক মাফ করে দাও। কা‘ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তা-ই করলাম। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে বললেন, এবার অবশিষ্ট ঋণ পরিশোধ করে দাও। (বুখারী ও মুসলিম)[১৫০]

---

[১৪৯] **সহীহ :** বুখারী ২২৮৭, মুসলিম ১৫৬৪, আবূ দাউদ ৩৩৪৫, নাসায়ী ৪৬৯১, তিরমিযী ১৩০৮, ইবনু মাজাহ ২৪০৪, আহমাদ ৮৯৩৮, সহীহ আত্ তারগীব ১৮১৪।

[১৫০] **সহীহ :** বুখারী ৪৫৭, মুসলিম ১৫৫৮, আবূ দাউদ ৩৫৯৫, নাসায়ী ৫৪০৮, আহমাদ ২৭১৭৭, ইরওয়া ১৪২২।

٢٩٠٩ ـ[١١] وَعَن سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أُتِيَ بِجِنَازَةٍ فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قَالُوا: لَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أُتِيَ بِجِنَازَةٍ أُخْرٰى فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قَالُوا: نَعَمْ فَقَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟» قَالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ قَالَ: «هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟» قَالُوا: لَا قَالَ: «صَلُّوا عَلٰى صَاحِبِكُمْ» قَالَ أَبُوْ قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَعَلَيَّ دَيْنُهٗ فَصَلَّى عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৯০৯-[১১] সালামাহ্ ইবনুল আক্ওয়া‘ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা নাবী ﷺ-এর কাছে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় একটি জানাযাহ্ উপস্থিত করা হলো। লোকেরা নাবী ﷺ-কে জানাযার সলাত আদায়ের অনুরোধ করলো। তিনি (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, মৃত লোকের ওপর কোনো ঋণ আছে কি? তারা বলল, না। তখন তিনি (ﷺ) জানাযার সলাত আদায় করলেন। অতঃপর অপর একটি জানাযাহ্ আনা হলো। সেটির ব্যাপারেও তিনি (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, মৃত ব্যক্তির ওপর কোনো ঋণ আছে কি? তখন বলা হলো, হ্যাঁ, আছে। জিজ্ঞেস করলেন, (ঋণ পরিশোধে) কোনো কিছু রেখে গেছে কি? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, তিনটি স্বর্ণমুদ্রা রেখে গেছে। তখন তিনি (ﷺ) এ জানাযার সলাত আদায় করলেন। অতঃপর আরেকটি জানাযাহ্ উপস্থিত করা হলে সেটির ব্যাপারেও তিনি (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, তার ওপর কোনো ঋণ আছে কি? লোকেরা বলল, তিনটি স্বর্ণমুদ্রা তার ওপর ঋণ আছে। তিনি (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, কিছু রেখে গেছে কি? লোকেরা বলল, না। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জানাযার সলাত আদায় করে নাও। আবূ কৃতাদাহ্ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ লোকের জানাযার সলাত আদায় করিয়ে দিন, আমি তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিলাম। তখন তিনি (ﷺ) তার জানাযার সলাত আদায় করিয়ে দিলেন। (বুখারী)[১৫১]

ব্যাখ্যা : দারাকুত্বনীতে ‘আলী কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, নাবী ﷺ যখন কোনো জানাযায় যেতেন তখন মৃত ব্যক্তির ‘আমাল সম্পর্কে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতেন না, বরং তিনি তার ঋণ আছে কিনা এটা জিজ্ঞেস করতেন, যদি বলা হত ঋণ আছে তবে তিনি (ﷺ) সে জানাযাহ্ হতে নিজেকে বিরত রাখতেন। আর যদি বলা হত তার কোনো ঋণ নেই, তবে তিনি জানাযার সলাত আদায় করতেন। একবার আগন্তুক এক জানাযায় নাবী ﷺ-এর তাকবীর দেয়া মুহূর্তে তাকে বলা হলো, তার দুই দিরহাম ঋণ রয়েছে। নাবী ﷺ জানাযাহ্ থেকে বিরত হলেন এবং ‘আলী উক্ত ঋণের দায়িত্ব নিলে নাবী ﷺ জানাযাহ্ আদায় করলেন এবং ‘আলী -এর জন্য দু‘আ করলেন। “জাযা-কাল্ল-হু খইরান ওয়া ফাক্কাল্লা-হু রাহানাক” অর্থাৎ- আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং আল্লাহ তোমার ঋণের বোঝা হালকা করুন।

ইবনুল বাত্ত্বল (রহঃ) বলেন : জুমহূর ‘উলামাগণের মতে ঋণের দায়িত্ব নেয়া বৈধ। কেউ দায়িত্ব নিলে এ ঋণ পরিশোধ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের দিকে বর্তাবে না। ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে বর্তাবে। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতে মৃত ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের মতো সম্পদ থাকলে ঋণের জিম্মাদার ব্যক্তি তা থেকে ঋণ পরিশোধ করতে পারবে। আর মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের মতো সম্পদ না থাকলে, জিম্মাদারের নিজের পক্ষ হতে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। (ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২২৮৯)

---

[১৫১] সহীহ : বুখারী ২২৮৯, আহমাদ ১৬৫১০।

٢٩١٠ - [١٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ عَلَيْهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৯১০-[১২] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে লোক পরিশোধের নিয়্যাতে অপর লোকের মাল (ঋণরূপে) গ্রহণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার ঋণ পরিশোধ করে দেন। আর যে লোক বিনষ্ট করার নিয়্যাতে ঋণদাতার মাল গ্রহণ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করে দেন। (বুখারী)[১৫২]

ব্যাখ্যা : ইবনুল বাত্ত্বল (রহঃ) বলেন : এখানে অন্যের সম্পদ কুক্ষিগত না করা ও ঋণ উত্তমরূপে আদায় করার প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে। আর প্রতিদান দেয়া হবে 'আমালের ভিত্তিতে। 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর বর্ণনা রয়েছে যে, বান্দার ঋণ পরিশোধে নিয়্যাত থাকলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ঋণ পরিশোধে সাহায্য করবেন। তিনি বলেন, আমি সে সাহায্য অনুসন্ধান করতাম। (ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২৩৮৭)

٢٩١١ - [١٣] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ يُكَفِّرُ اللهُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ». فَلَمَّا أَدْبَرَ نَادَاهُ فَقَالَ: «نَعَمْ إِلَّا الدَّيْنَ كَذٰلِكَ قَالَ جِبْرِيلُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৯১১-[১৩] আবূ কৃতাদাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! আমি জানতে চাই, যদি দৃঢ়পদ থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশে পশ্চাদপদ না হয়ে সম্মুখপানে অগ্রসর হয়ে আল্লাহর পথে শাহীদ হই, তবে কি আল্লাহ আমার সব গুনাহ মাফ করে দেবেন? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর ঐ লোক চলে যেতে উদ্যত হলে পিছন থেকে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে ডেকে বললেন, কিন্তু ঋণ ক্ষমা করা হবে না। জিবরীল আলায়হিস্ সালাম এসে এ কথাটিই বলে গেলেন। (মুসলিম)[১৫৩]

ব্যাখ্যা : একমাত্র আল্লাহর জন্য ইখলাস নিয়্যাতের সাথে যে যুদ্ধ করবে তার জন্য উল্লেখিত সাওয়াব প্রযোজ্য। বংশীয় মর্যাদা, গনীমাত ও বীরত্ব কিংবা অন্য কিছুর আশায় যুদ্ধ করলে উল্লেখিত সাওয়াব প্রযোজ্য নয়। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথায় (إِلَّا الدَّيْنَ বা ঋণ ব্যতীত) এ মর্মে সতর্কবাণী রয়েছে যে, জিহাদ, শাহাদাতের মৃত্যু কিংবা অন্যান্য 'আমাল কখনো মানবীয় অধিকারের কাফ্ফারাহ্ হবে না। এগুলো শুধু আল্লাহ তা'আলার হাক্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কাফ্ফারাহ্ হবে। (শারহু মুসলিম ১৩শ খণ্ড, হাঃ ১৮৮৫)

٢٩١٢ - [١٤] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৯১২-[১৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শাহীদের ঋণ ছাড়া সব গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (মুসলিম)[১৫৪]

---

[১৫২] সহীহ : বুখারী ২৩৮৭, ইবনু মাজাহ ২৪১১, আহমাদ ৮৭৩৩, সহীহ আল জামি' ৫৯৮০, সহীহ আত্ তারগীব ১৭৯৯।

[১৫৩] সহীহ : মুসলিম ১৮৮৫, নাসায়ী ৩১৫৬, তিরমিযী ১৭১২, আহমাদ ২২৫৮৫, সহীহ আল জামি' ১৪২৫।

[১৫৪] সহীহ : মুসলিম ১৮৮৬, আহমাদ ৭০৫১, সহীহ আল জামি' ৮১১৯, সহীহ আত্ তারগীব ১৩৫৫।

٢٩١٣ - [١٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ: «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ قَضَاءً؟» فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ». فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَامَ فَقَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৯১৩-[১৫] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযাহ্ উপস্থিত করা হলে তিনি (ﷺ) জিজ্ঞেস করতেন, তার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা রেখে গেছে কি? যদি বলা হতো, হ্যাঁ, ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা রেখে গেছে, তবে তিনি (ﷺ) তার জানাযার সলাত আদায় করতেন। অন্যথায় মুসলিমদের উদ্দেশে বলতেন, তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযার সলাত আদায় করে নাও। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁকে বিভিন্ন জিহাদে বিজয় দিলেন, তখন বললেন, আমি মু'মিনদের জন্য তাদের নিজের চেয়ে অধিক কল্যাণকামী। এমতাবস্থায় মু'মিনদের মধ্য হতে কেউ ঋণ পরিশোধ না করে মৃত্যুবরণ করলে, তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার ওপর বর্তাবে। পক্ষান্তরে মৃত ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে গেলে তা তার উত্তরাধিকারীগণ পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)[১৫৫]

ব্যাখ্যা : 'উলামাগণ বলেন, নাবী (ﷺ)-এর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযার সলাত না আদায় করার কারণ হলো, মানুষদেরকে তাদের জীবদ্দশাতেই ঋণ পরিশোধের উপর উৎসাহিত করা এবং ঋণমুক্ত মৃত্যুবরণ করা। তা না হলে নাবী (ﷺ)-এর জানাযাহ্ আদায় হতে বঞ্চিত হবে। তবে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ওপর জানাযাহ্ হারাম কিনা– এ ব্যাপারে ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, জানাযার বৈধতা ঋণের জিম্মাদারদের ওপর নির্ভর করবে। অর্থাৎ- যদি ঋণ পরিশোধের জিম্মাদার কেউ থাকে তবে তার জানাযাহ্ আদায় করা বৈধ। যেমনটা সহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২২৯৮)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٩١٤ - [١٦] عَنْ أَبِي خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ فَقَالَ: هٰذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

২৯১৪-[১৬] আবূ খলদাহ্ আয্ যুরাক্বী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা আমাদের সাথি এক ব্যক্তি দেউলিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়লে তার ব্যাপারে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, এ জাতীয় বিষয়ে রসূলুল্লাহ (ﷺ) সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, কোনো ব্যক্তি দেউলিয়া হয়ে মৃত্যুবরণ করলে তার কাছে যে ব্যক্তি তার কোনো বস্তু হুবহু সংরক্ষিত পায়, সেই তার অগ্রাধিকারী হবে। (শাফি'ঈ ও ইবনু মাজাহ)[১৫৬]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত আলোচনা ২৮৯৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

---

[১৫৫] **সহীহ :** বুখারী ২২৯৮, মুসলিম ১৬১৯, তিরমিযী ১০৭০, আহমাদ ৯৮৪৮, ইরওয়া ১৪৩৩, সহীহ আত্ তারগীব ১৮১৩।
[১৫৬] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ ২৩৬০, মুসনাদুশ্ শাফি'ঈ ৫৬৪, য'ঈফ আল জামি' ২২৪১।

٢٩١٥ ـ[١٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتّٰى يُقْضٰى عَنْهُ». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

২৯১৫-[১৭] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : মু'মিন তার ঋণের কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে যতক্ষণ না তার পক্ষ হতে তা পরিশোধ করা হয়। (শাফি'ঈ, আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও দারিমী; আর তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব)[১৫৭]

ব্যাখ্যা : ত্ববারানীতে ইবনু উমার (রাঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে, ঋণ দু' প্রকার : ১. যে ব্যক্তি তার ওপর থাকা ঋণ পরিশোধের ইচ্ছা নিয়ে মৃত্যুবরণ করল, আমি (নাবী (ﷺ)) তার অভিভাবক। ২. যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের ইচ্ছা না করে (আত্মসাৎ করার ইচ্ছায়) মৃত্যুবরণ করল। এর কারণে সেদিন তার নেকী হতে কর্তন করা হবে, যেদিনে কোনো দিরহাম ও দীনার থাকবে না। 'আল্লামাহ্ শাওকানী (রহঃ) বলেন, এমন অর্থবোধক অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নাবী (ﷺ) এটা বলেছেন, ঋণী ব্যক্তির ওপর জানাযাহ্ নিষিদ্ধ হওয়ার পর যখন আল্লাহ তা'আলা তাকে অনেক দেশে বিজয় দান করলেন এবং প্রচুর সম্পদ অর্জিত হলো। তখন তিনি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জাযানাহ্ আদায় করতেন এবং বায়তুল মাল হতে তাদের ঋণ পরিশোধ করতেন। আর এটাই যাকাত বণ্টনের আটটি খাতের একটি। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৩য় খণ্ড, হাঃ ১০৭৮)

٢٩١٦ ـ[١٨] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «صَاحِبُ الدَّيْنِ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ يَشْكُوْ إِلٰى رَبِّهِ الْوَحْدَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

২৯১৬-[১৮] বারা ইবনু 'আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণের দায়ে আবদ্ধ থাকবে। ক্বিয়ামাত দিবসে তার রবের কাছে সে নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকার অভিযোগ করতে থাকবে। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[১৫৮]

٢٩١٧ ـ[١٩] وَرُوِيَ أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يَدَّانُ فَأَتٰى غُرَمَاؤُهٗ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَاعَ النَّبِيُّ ﷺ مَالَهٗ كُلَّهٗ فِيْ دَيْنِهٖ حَتّٰى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ. مُرْسَلٌ هٰذَا لَفْظُ الْمَصَابِيْحِ. وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الْأُصُوْلِ إِلَّا فِي الْمُنْتَقٰى

২৯১৭-[১৯] অপর এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, মু'আয (রাঃ) ঋণ নিতেন। নাবী (ﷺ)-এর নিকট তাঁর পাওনাদারগণ উপস্থিত হলে নাবী (ﷺ) তার দেনা পরিশোধের জন্য মু'আয-এর সমস্ত সম্পদ বিক্রি করে দিলেন। এমনকি মু'আয (রাঃ) দেউলিয়া হয়ে পড়লেন। মাসাবীহুস্ সুন্নাহ্'তে হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে, মূল কিতাবসমূহে হাদীসটি পাওয়া যাইনি, তবে 'মুনতাক্বা' কিতাবে তা বর্ণিত আছে।[১৫৯]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে এ মর্মে দলীল পাওয়া যায় যে, কোনো ব্যক্তি দেউলিয়া হলে কিংবা মারা গেলে, ঋণের পাওনাদারের পাওনা সন্ধান করলে বিচারক মৃতব্যক্তির সম্পদ বিক্রি করতে পারবেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[১৫৭] **সহীহ :** তিরমিযী ১০৭৮, ইবনু মাজাহ ২৪১৩, আহমাদ ১০৫৯৯, দারিমী ২৫৯৪, সহীহ আল জামি' ৬৭৭৯, সহীহ আত্ তারগীব ১৮১১।

[১৫৮] **য'ঈফ :** শারহুস্ সুন্নাহ্ ২১৪৮, য'ঈফ আল জামি' ৩৪৫৬, য'ঈফ আত্ তারগীব ১১৩১। কারণ এর সানাদে ফুযালাহ্ বিন মুবারক একজন মুদাল্লিস রাবী আর আবূ দাউদে এর একটি য'ঈফ শাহিদ বর্ণনা রয়েছে।

[১৫৯] **য'ঈফ :** হাকিম ৫১৯২, ইরওয়া ১৪৩৫, মাসাবীহুস্ সুন্নাহ ২১৪৫, মুনতাকাল আখবার ২৯৯৬। কারণ এর সানাদটি মুরসাল।

٢٩١٨ـ[٢٠] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ شَابًّا سَخِيًّا وَكَانَ لَا يُمْسِكُ شَيْئًا فَلَمْ يَزَلْ يُدَانُ حَتّٰى أَغْرَقَ مَالَهٗ كُلَّهٗ فِي الدَّيْنِ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَكَلَّمَهٗ لِيُكَلِّمَ غُرَمَاءَهٗ فَلَوْ تَرَكُوا لِأَحَدٍ لَتَرَكُوا لِمُعَاذٍ لِأَجْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَاعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَالَهٗ حَتّٰى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ. رَوَاهُ سَعِيْدٌ فِيْ سُنَنِهٖ مُرْسَلًا

২৯১৮-[২০] 'আব্দুর রহমান ইবনু কা'ব ইবনু মালিক বলেন, মু'আয ইবনু জাবাল তরুণ দানশীল ছিলেন- কোনো কিছু গচ্ছিত রাখতেন না। এমনকি তিনি ঋণে দায়বদ্ধ হয়ে পড়লেন, ফলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ঋণে নিমজ্জিত হয়ে গেল। এমতাবস্থায় তিনি নাবী -এর কাছে এসে অনুরোধ করলেন- তিনি () যেন তাঁর পাওনাদারগণের কাছে সুপারিশ করেন। পাওনাদারগণের পক্ষে প্রাপ্যের দাবি মাওকূফ করা যদি সম্ভব হতো, তবে অবশ্যই মু'আয-এর জন্য তা ছেড়ে দিতেন। কেননা, রসূলুল্লাহ সুপারিশ করেছিলেন। পরিশেষে তিনি () পাওনাদারগণের জন্য মু'আয-এর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে দিলেন। এমনকি মু'আয দেউলিয়া হয়ে পড়লেন।

(সা'ঈদ তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে মুরসালরূপে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)[১৬০]

٢٩١٩ـ[٢١] وَعَنِ الشَّرِيْدِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهٗ وَعُقُوْبَتَهٗ» قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: يُحِلُّ عِرْضَهٗ: يُغَلَّظُ لَهٗ. وَعُقُوْبَتَهٗ: يُحْبَسُ لَهٗ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

২৯১৯-[২১] শারীদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : সামর্থ্যবান ব্যক্তি গড়িমসি করলে তাকে লজ্জিত করা এবং শাস্তি দেয়া জায়িয। 'আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক বলেছেন, লজ্জিত করার অর্থ তার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করা, আর শাস্তি দেয়ার অর্থ তাকে জেলখানায় রাখা।

(আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[১৬১]

٢٩٢٠ـ[٢٢] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ: «هَلْ عَلٰى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟» قَالُوْا: نَعَمْ قَالَ: «هَلْ تَرَكَ لَهٗ مِنْ وَفَاءٍ؟» قَالُوْا: لَا قَالَ: «صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ» قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ: عَلَيَّ دَيْنُهٗ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَتَقَدَّمَ فَصَلّٰى عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ مَعْنَاهُ وَقَالَ: «فَكَّ اللّٰهُ رِهَانَكَ مِنَ النَّارِ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيْكَ الْمُسْلِمِ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقْضِيْ عَنْ أَخِيْهِ دَيْنَهٗ إِلَّا فَكَّ اللّٰهُ رِهَانَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

২৯২০-[২২] আবূ সা'ঈদ আল খুদ্‌রী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী -এর নিকট একটি জানাযাহ্ উপস্থিত করা হলো তার সলাত আদায়ের জন্য। তিনি () জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সাথী মৃত ব্যক্তির ওপর কোনো ঋণ আছে কি? লোকেরা বলল, জি হ্যাঁ। তিনি () জিজ্ঞেস করলেন, ঋণ

---

[১৬০] য'ঈফ : প্রাগুক্ত।

[১৬১] হাসান : আবূ দাউদ ৩৬২৮, নাসায়ী ৪৬৮৯, ইবনু মাজাহ ২৪১৭, আহমাদ ১৭৯৪৬, ইরওয়া ১৪৩৪, সহীহ আল জামি' ৫৪৮৭, সহীহ আত্ তারগীব ১৮১৫।

পরিশোধের কোনো ব্যবস্থা রেখে গেছে কি? লোকেরা বলল, জি না। তিনি (ﷺ) বললেন, তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযার সলাত আদায় করে নাও। তখন 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমি নিলাম। অতঃপর তিনি (ﷺ) তার জানাযার সলাত আদায় করলেন।

অপর এক বর্ণনায় আরো আছে যে, নাবী ﷺ 'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দান করুন, যেভাবে তুমি তোমার মুসলিম ভাইকে মুক্ত করেছো। যে কোনো মুসলিম তার ভাইকে ঋণ হতে মুক্ত করবে, ক্বিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তাকে মুক্তি দান করবেন। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[১৬২]

ব্যাখ্যা : নিশ্চয় ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের আত্মাগুলো ঋণের জন্য দায়ী থাকবে, যেমনটা দুনিয়াতে ছিল। আর মানুষেরা ক্বিয়ামাতের দিন তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "প্রত্যেক আত্মা তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী"– (সূরাহ্ আল মুদ্দাস্‌সির ৭৪ : ৩৮)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٩٢١ ـ[٢٣] وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيْءٌ مِنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُوْلِ وَالدَّيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

২৯২১-[২৩] সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তির মৃত্যু হবে অহংকারমুক্ত, খিয়ানাতমুক্ত ও ঋণমুক্ত অবস্থায়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও দারিমী)[১৬৩]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, হাদীসে উল্লেখিত তিনটি বিষয় থেকে যে মুক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ না করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৫৭২)

٢٩٢٢ ـ[٢٤] وَعَنْ أَبِيْ مُوسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِيْ نَهَى اللهُ عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ لَهٗ قَضَاءً». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ

২৯২২-[২৪] আবূ মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : বান্দা আল্লাহ তা'আলার নিকট উপস্থিত হলে কাবীরাহ্ গুনাহসমূহের পরেই সর্বশ্রেষ্ঠ গুনাহগার সাব্যস্ত হবে এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করা যে, সে ঋণগ্রস্ত অথচ তা পরিশোধের ব্যবস্থা রেখে যায়নি। (আহমাদ ও আবূ দাঊদ)[১৬৪]

ব্যাখ্যা : আল্লাহর অবাধ্যতা হলো, কাবীরাহ্ গুনাহের কাজ, কিন্তু ঋণ নেয়া আল্লাহর অবাধ্যতা নয়। বরং কর্জ কিংবা ঋণ দেয়া বৈধ। নাবী ﷺ অতি কঠিনভাবে বলেছেন সে ব্যক্তির জন্য, যে ঋণ রেখে মারা যায় এবং তা পরিশোধের জন্য কোনো সম্পদ রেখে যায় না, যা দ্বারা মানুষের পাওনা পরিশোধ করা যায়। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৩৪০)

---

[১৬২] **য'ঈফ :** শারহুস্ সুন্নাহ্ ২১৫৫। কারণ এর সানাদে তিনজন দুর্বল রাবী রয়েছে। তারা হলেন 'উবায়দুল্লাহ বিন আল ওয়ালীদ, 'আতিয়্যাহ্ বিন সা'দ এবং আবূ সা'ঈদ।

[১৬৩] **সহীহ :** তিরমিযী ১৫৭২, ইবনু মাজাহ ২৪১২, সহীহ আত্ তারগীব ২৮৯২, দারিমী ২৫৯৫।

[১৬৪] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ৩৩৪২, য'ঈফ আল জামি' ১৩৯২, য'ঈফ আত্ তারগীব ১১৩২।

٢٩٢٣ - [٢٥] وَعَن عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلٰى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَانْتَهَتْ رِوَايَتُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ «شُرُوطِهِمْ»

২৯২৩-[২৫] 'আম্‌র ইবনু 'আওফ আল্ মুযানী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন : মুসলিমদের পরস্পর আপোস-মীমাংসাকে ইসলাম অনুমোদন করে। কিন্তু যে মীমাংসা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করবে, তা জায়িয নয়। মুসলিমগণ পরস্পরের মধ্যে যে শর্ত করবে, তা অবশ্যই পালন করতে হবে। কিন্তু যে শর্ত ও চুক্তি হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করবে তা জায়িয হবে না।
(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও আবূ দাঊদ; আবূ দাঊদ বর্ণনা করেন 'শর্তসমূহ' পর্যন্ত)[১৬৫]

ব্যাখ্যা : 'নায়নুল আওত্বার'-এ রয়েছে, উল্লেখিত বক্তব্যটা সব ধরনের মীমাংসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তবে আলোচ্য হাদীস যা আলাদা করেছে তা ব্যতীত। তিরমিযীর অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, মুসলিমদের মাঝে মীমাংসা করা বৈধ। তবে সে মীমাংমা ছাড়া যার দ্বারা হালাল হারাম হয়ে যাবে এবং হারাম হালাল হয়ে যাবে। আর তিরমিযী এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। তবে অধিকাংশ বর্ণনায় "হাসান" হুকুম লাগানো হয়েছে।
('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৫৯১)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٩٢٤ - [٢٦] عَن سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرٍ فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ فَجَاءَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِيْ فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ فَبِعْنَاهُ وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ: «زِنْ وَأَرْجِحْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

২৯২৪-[২৬] সুওয়াইদ ইবনু কৃয়স (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং মাখরাফাতুল 'আব্‌দী (রাঃ) 'হাজার' নামক অঞ্চল হতে ব্যবসার উদ্দেশে কাপড় নিয়ে মাক্কায় আসলাম। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি (ﷺ) আমাদের নিকট হতে একটি পায়জামা কিনতে চাইলেন। আমরা তাঁর নিকট তা বিক্রি করলাম। (অর্থের) বিনিময়ে বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী ওযন পরিমাপ করে দেয় এমন এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিল। তখন তিনি (ﷺ) তাকে (রৌপ্য-মুদ্রার বিনিময়ে) ওযন করে দিতে বললেন এবং এটাও বললেন, ওযন করার সময় প্রাপ্যের চেয়ে একটু বেশি দেবে। (আহমাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও দারিমী; আর ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ)[১৬৬]

---

[১৬৫] **সহীহ :** তিরমিযী ১৩৫২, আবূ দাঊদ ৩৫৯৪, ইবনু মাজাহ ২৩৫৩, ইরওয়া ১৪২০, সহীহ আল জামি' ৩৮৬২। তবে আবূ দাঊদের সানাদটি দুর্বল, আর তার শাহিদ বর্ণনা দ্বারা তা হাসান-এর স্তরে উন্নীত হয়েছে।

[১৬৬] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৩৩৩৬, তিরমিযী ১৩০৫, ইবনু মাজাহ ২২২০, আহমাদ ১৯০৯৮, দারিমী ২৬২৭।

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে দলীল রয়েছে যে, ওযন কিংবা পরিমাপ করার উপরে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়িয। এর অর্থ হলো, বণ্টনকারী ও হিসাবরক্ষকের পারিশ্রমিক প্রদান। তবে সা'ঈদ বিন মুসাইয়্যাব (রহঃ) ওযনকারীর পারিশ্রমিক দেয়া অপছন্দ করতেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালও অপছন্দ করতেন।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৩০৫)

٢٩٢٥ - [٢٧] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ فَقَضَانِيْ وَزَادَنِيْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২৯২৫-[২৭] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল। পরিশোধের সময় তিনি (ﷺ) আমাকে আমার প্রাপ্যের চেয়ে বেশি দিলেন। (আবূ দাউদ)[১৬৭]

٢٩٢٦ - [٢٨] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِينَ أَلْفًا فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ: «بَارَكَ اللهُ تَعَالٰى فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

২৯২৬-[২৮] 'আব্দুল্লাহ ইবনু আবূ রবী'আহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আমার নিকট হতে চল্লিশ হাজার (দিরহাম) ঋণ করেছিলেন। যখন তাঁর কাছে অর্থের ব্যবস্থা হলো, তখন তিনি (ﷺ) আমার প্রাপ্য পরিশোধ করলেন এবং দু'আ করলেন- *"বা-রকাল্ল-হু তা'আলা- ফী আহলিকা ওয়ামা-লিকা"* (অর্থা- আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনে বারাকাত দান করুন)। আর বললেন, ঋণ দেয়ার প্রতিদান হচ্ছে ঋণদাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং ঋণ পরিশোধ করা। (নাসায়ী)[১৬৮]

ব্যাখ্যা : (الْأَدَاءُ) অর্থাৎ- উত্তমরূপে পূর্ণ করে দেয়া। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : যদি বল যে, ঋণের উপর অতিরিক্ত কিছু দেয়া জায়িয নয় কেননা এ মর্মে হুকুম সাব্যস্ত রয়েছে এবং মূল পাওনা বা ঋণ ছাড়া কিছু দেয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তবে আমি বলব যে, এটা ঋণের উপর বর্ধিত কিছু আবশ্যকতার ভিত্তিতে শর্তের মাধ্যমে চাপিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু অনুগ্রহ কর্তার ওপর কৃতজ্ঞ হওয়া এবং তার হাক্ব আদায় করা (ঋণ যথাযথ আদায় করা) ওয়াজিব। আর কিছু বৃদ্ধি দেয়াটা অনুগ্রহ।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٩٢٧ - [٢٩] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ عَلٰى رَجُلٍ حَقٌّ فَمَنْ أَخَّرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

২৯২৭-[২৯] 'ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : ঋণ প্রদানকারী ব্যক্তি যদি ঋণ গ্রহণকারীকে কিছু দিনের সময় দিয়ে থাকে, তবে সে প্রতিদিনের বিনিময়ে সদাক্বাহ্ বা দান-খয়রাত করার সাওয়াব লাভ করবে। (আহমাদ)[১৬৯]

٢٩٢٨ - [٣٠] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ الْأَطْوَلِ قَالَ: مَاتَ أَخِيْ وَتَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ وَتَرَكَ وَلَدًا صِغَارًا فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَخَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عَنْهُ». قَالَ: فَذَهَبْتُ فَقَضَيْتُ عَنْهُ وَلَمْ تَبْقَ إِلَّا امْرَأَةٌ تَدَّعِيْ دِينَارَيْنِ وَلَيْسَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ قَالَ: «أَعْطِهَا فَإِنَّهَا صَادِقَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

---

[১৬৭] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩৩৪৭, বুখারী ২৩৯৪, মুসলিম ৭১৫, আহমাদ ১৪২৩৫।

[১৬৮] **সহীহ :** নাসায়ী ৪৬৮৩, ইবনু মাজাহ ২৪২৪, ইরওয়া ১৩৮৮, সহীহ আল জামি' ২৩৫৩।

[১৬৯] **খুবই য'ঈফ :** আহমাদ ১৯৯৭৭। কারণ এর সানাদে আবূ দাউদ একজন মাতরূক রাবী।

২৯২৮-[৩০] সা'দ ইবনুল আত্বওয়াল রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ভাই তিনি নাবালক সন্তান-সন্ততি ও তিনশত দীনার (স্বর্ণ-মুদ্রা) রেখে মৃত্যুবরণ করলেন। আমার ইচ্ছা হলো- এ দীনারগুলো তাদের জন্য ব্যয় করবো। রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তোমার ভাই ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেছে; তার ঋণ পরিশোধ কর। এমতাবস্থায় আমি গিয়ে ঋণ পরিশোধ করলাম এবং পুনরায় এসে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সব ঋণই পরিশোধ করে দিয়েছি; কেবলমাত্র জনৈকা মহিলা অবশিষ্ট রয়েছে। সে দুই দীনার পাওয়ার দাবি করে, কিন্তু তার পক্ষে কোনো সাক্ষী নেই। তিনি (ﷺ) বললেন, তাকেও দিয়ে দাও, সে সত্যবাদিনী। (আহমাদ)[১৭০]

٢٩٢٩ -[٣١] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ حَيْثُ يُوضَعُ الْجَنَائِزِ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَصَرَهُ قِبَلَ السَّمَاءِ فَنَظَرَ ثُمَّ طَأْطَأَ بَصَرَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ قَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ مَا نَزَلَ مِنَ التَّشْدِيدِ؟» قَالَ: فَسَكَتْنَا يَوْمَنَا وَلَيْلَتَنَا فَلَمْ نَرَ إِلَّا خَيْرًا حَتّٰى أَصْبَحْنَا قَالَ مُحَمَّدٌ: فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: مَا التَّشْدِيدُ الَّذِىْ نَزَلَ؟ قَالَ: «فِي الدَّيْنِ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِيْ سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِيْ سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِيْ سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ عَاشَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يُقْضٰى دَيْنُهٗ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ نَحْوَهٗ

২৯২৯-[৩১] মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্‌দুল্লাহ ইবনু জাহ্‌শ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা মাসজিদের সামনে খোলা জায়গায় বসাছিলাম, যেখানে জানাযাহ্ রাখা হতো। রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্যে বসে ছিলেন। তখন তিনি (ﷺ) আকাশের দিকে চোখ উঠিয়ে তাকালেন, অতঃপর দৃষ্টিকে অবনত করে কপালের উপর হাত রেখে বললেন, সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! কী কঠোরতম (আয়াত) অবতীর্ণ হলো!

বর্ণনাকারী বলেন, আমরা একদিন একরাত নিশ্চুপই রইলাম; এ সময়ের মধ্যে সব ভালোই দেখলাম। মুহাম্মাদ রাঃ বলেন, পরবর্তী দিন ভোর হলে আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, কি কঠোরতা অবতীর্ণ হয়েছে? তিনি (ﷺ) বললেন, ঋণের বিষয়ে কঠোরতা অবতীর্ণ হয়েছে। ঐ আল্লাহর ক্বস্‌ম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! কোনো লোক আল্লাহর পথে শাহীদ হয়ে পুনরায় জীবন লাভ করেছে, আবার শাহীদ হয়ে পুনরায় জীবন লাভ করেছে, আবার শাহীদ হয়ে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে এবং তার ওপর ঋণ থাকায় সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার ঋণ পরিশোধ করা হয়।

(আহমাদ ও শারহুস্ সুন্নাহ্)[১৭১]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : এখানে উদ্দেশ্য হলো, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্বিয়ামাতের দিন ঋণ পরিশোধ করতে হবে এবং তিনি বলেন, আমার জীবনে ঋণের ব্যাপারে এত কঠোর কথা আমি কখনো শুনিনি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[১৭০] **হাসান :** আহমাদ ১৭২২৭। তবে তাতে فَاذْهَبْ فَاقْضِ عَنْهُ এভাবে এসেছে। এর সানাদে আবূ জা'ফার যদিও একজন মাজহূল রাবী, তবে এর শাহিদ বর্ণনা রয়েছে।

[১৭১] **সহীহ :** নাসায়ী ৪৬৮৪, আহমাদ ২২৪৯৩, সহীহ আল জামি' ৩৬০০, সহীহ আত্ তারগীব ১৮০৪।

(١٠) بَابُ الشِّرْكَةِ وَالْوَكَالَةِ

অধ্যায়-১০ : অংশীদারিত্ব ও ওয়াকালাহ্ (দায়িত্ব প্রদান)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٩٣٠ - [١] عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ: أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ فَيَقُولَانِ لَهُ: أَشْرِكْنَا فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ فَيُشْرِكُهُمْ فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ هِشَامٍ ذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৯৩০-[১] যুহরাহ্ ইবনু মা'বাদ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তাঁর দাদা 'আব্দুল্লাহ ইবনু হিশাম রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে নিয়ে বাজারে যেতেন এবং খাদ্যশস্য ক্রয় করতেন। অতঃপর তাঁর সাথে ইবনু 'উমার ও ইবনুয্ যুবায়র রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর সাক্ষাৎ হতো। তখন তাঁরা তাঁকে বলতেন, আপনি আমাদেরকেও আপনার সাথে শারীক করুন। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার জন্য বারাকাতের দু'আ করেছেন। অতঃপর তিনি তাঁদেরকে নিজের সাথে শারীক করতেন। এমনও হতো যে, কোনো কোনো সময় তিনি পূর্ণ এক উট বোঝাই মালামাল লাভ করতেন এবং নিজের বাড়ির দিকে তা পাঠিয়ে দিতেন। (যুহরাহ্ বলেন) বিষয় হলো এই যে, একদিন আমার দাদা 'আব্দুল্লাহ ইবনু হিশাম রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে তাঁর মা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে তাঁর জন্য বারাকাতের দু'আ করেছিলেন। (বুখারী)[১৭২]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে রয়েছে যে, ছোটদের মাথা স্পর্শ করে আদর দেয়া, ছোটদের বায়'আত বর্জন করা, কেনাবেচার আশায় বাজারে যাওয়া, যেখানে সেখানে বারাকাত অনুসন্ধান করা ইত্যাদি শারী'আতসম্মত। আবূ 'আব্দুল্লাহ বলেন, 'উরওয়াহ্ আল বারিক্বি বাজারে প্রবেশ করতেন এবং তিনি ৪০ হাজার দীনার/দিরহাম লাভ করেছিলে। এমনকি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানী কেনার জন্য এক দীনার দিয়েছিলেন। তিনি তা দ্বারা দু'টি ছাগল কিনে একটি বিক্রি করে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে একটি ছাগল এক দীনার নিয়ে এসেছিলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য বারাকাতের দু'আ করেছিলেন। (ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫০১, ২৫০২)

٢٩٣١ - [٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اَقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ قَالَ: «لَا تَكْفُوْنَنَا الْمُؤْنَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ». قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৯৩১-[২] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আনসারগণ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, হে আল্লাহর নাবী! আমাদের খেজুর বাগানগুলো আমাদের ও মুহাজির ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দিন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, না, আমাদের জন্য তোমাদের পক্ষ হতে এটাই যথেষ্ট যে, তোমরাই বাগান

---

[১৭২] সহীহ : বুখারী ২৫০১।

তত্ত্বাবধান করবে, আমরা তোমাদেরকে ফল-ফলাদিতে শারীক করবো। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর নাবী! আমরা এটা শুনলাম ও মেনে নিলাম। (বুখারী)[১৭৩]

ব্যাখ্যা : মুহাজির সহাবীগণ আনসারদের সম্পদের নির্দিষ্ট অংশের মালিক হয়েছিলেন, আকাবার রাত্রিতে নাবী ﷺ-এর শর্তের ভিত্তিতে। যেটা তিনি (ﷺ) আকাবার রাত্রিতে আনসারদের ওপর শর্তারোপ করেছিলেন। (ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৩২৫)

٢٩٣٢ ـ [٣] وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ شَاةً فَاشْتَرٰى لَهٗ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهٗ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْعِهٖ بِالْبَرَكَةِ فَكَانَ لَوِ اشْتَرٰى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৯৩২-[৩] ‘উরওয়াহ্ ইবনু আবুল জা‘দ আল বারিক্বী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে একটি বকরি ক্রয়ের জন্য একটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) দিলেন। তিনি তা দ্বারা তাঁর জন্য দু’টি বকরি ক্রয় করলেন। অতঃপর একটি এক দীনারে বিক্রি করে দিলেন এবং একটি বকরি ও একটি দীনার তাঁকে এনে দিলেন। অতএব, রসূলুল্লাহ ﷺ ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে তাঁর জন্য বারাকাতের দু‘আ করলেন। সুতরাং তিনি যদি মাটিও ক্রয় করতেন, তাতেও লাভবান হতো। (বুখারী)[১৭৪]

ব্যাখ্যা : ‘উরওয়াহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, নাবী ﷺ-এর জন্য একটি চাদর নিয়ে আসা হলো, আর তিনি আমাকে এক দীনার দিলেন এবং বললেন, হে ‘উরওয়াহ্! চাদর দাও, অতঃপর আমার জন্য একটি ছাগল কিনে নিয়ে এসো। অতঃপর আমি এক দীনার দিয়ে দু’টি ছাগল কিনলাম। উল্লেখিত হাদীস থেকে পাওয়া যায় যে, অতিরিক্ত জিনিস বিক্রি করা জায়িয। তবে ইমাম শাফি‘ঈ-এর মতে জায়িয নয়। আর এটাও বুঝা যায়, যেমন ‘উরওয়াহ্ একই সাথে বিক্রেতা ও ক্রেতা ছিলেন। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৬৪২)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٩٣٣ ـ [٤] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهٗ قَالَ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهٗ فَإِذَا خَانَهٗ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ رَزِينٌ: «وَجَاءَ الشَّيْطَانُ».

২৯৩৩-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমি দুই অংশীদারদের মধ্যে তৃতীয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা একে অপরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। যখন তাদের কেউ অপরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, আমি তাদের মধ্যে হতে সরে পড়ি। (আবূ দাঊদ; কিন্তু রযীনে বর্ণিত হয়েছে, ‘শায়ত্বন এসে পৌঁছে’)[১৭৫]

---

[১৭৩] সহীহ : বুখারী ২৩২৫।

[১৭৪] সহীহ : বুখারী ৩৬৪২, আবূ দাঊদ ৩৩৮৪।

[১৭৫] য‘ঈফ : আবূ দাঊদ ৩৩৮৩, ইরওয়া ১৪৬৮, য‘ঈফ আল জামি‘ ১৭৪৮, য‘ঈফ আত্ তারগীব ১১১৪। কারণ এর সানাদে আবূ হাইয়্যান আত্ তায়মী একজন মাজহূল রাবী আর এর সানাদে ইনক্বিতা‘ রয়েছে।

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : শারীক হলো একে অন্যের সম্পদের এমন সংমিশ্রণ, যা আলাদা করা যায় না।

আলোচ্য হাদীস থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, শারীক ব্যবসা মুস্তাহাব। কারণ বারাকাত তো আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিল হয়। একক ব্যবসায় যার সম্পূর্ণ বিপরীত। আর দু'জন শারীকের প্রত্যেকই একে অন্যের ভালোর আশা করে, আল্লাহ তা'আলা সর্বদাই বান্দার সাহায্যে এগিয়ে আসেন, যতক্ষণ সে তার মুসলিম ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার শারীক ব্যবসার তৃতীয়জন। কারণ তিনি বারাকাত অনুগ্রহ ও লাভ দিয়ে মালের মধ্যে শারীক হন। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৩৮১)

٢٩٣٤ -[٥] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلٰى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

২৯৩৪-[৫] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : আমানাত আদায় করবে, যে তোমার কাছে আমানাত রেখেছে এবং তোমার সাথে যে খিয়ানাত করেছে, তার সাথেও খিয়ানাত করবে না। (তিরমিযী, আবূ দাউদ ও দারিমী)[১৭৬]

ব্যাখ্যা : আন্ নাহ্‌লে রয়েছে যে, আলোচ্য হাদীস এ মর্মে দলীল, খিয়ানাতকারীর খিয়ানাতের জবাব অনুরূপ কর্ম দিয়ে দেয়া জায়িয নেই। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৫৩২)

٢٩٣٥ -[٦] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلٰى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: إِنِّيْ أَرَدْتُ الْخُرُوْجَ إِلٰى خَيْبَرَ فَقَالَ: «إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِيْ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا فَإِنِ ابْتَغٰى مِنْكَ اٰيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلٰى تَرْقُوَتِهٖ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

২৯৩৫-[৬] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খায়বারের দিকে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলাম। অতঃপর নাবী ﷺ-এর কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম দিয়ে বললাম, হে আল্লাহর নাবী! আমি খায়বারের দিকে যেতে চাই। তিনি (ﷺ) বললেন, যখন সেখানে আমার উকিলের নিকট পৌঁছবে, তার থেকে পনের 'ওয়াসাক্ব' (খেজুর) নিবে। সে যদি তোমার কাছে আমার কোনো নিদর্শন খোঁজ করে, তখন তুমি কোনো কাজের জন্য কাউকে তার গলার হাঁসুলির (অলঙ্কারের) উপর হাত রেখ। (আবূ দাউদ)[১৭৭]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে দলীল রয়েছে যে, উকিল বা মাধ্যম নিযুক্ত করা বৈধ এবং এতে উকিল ও মু'কিল (যার কাছে উকিল পাঠানো হয়) দু'জনের মাঝে এমন নিদর্শন রাখার দলীল পাওয়া যায়, যে নিদর্শন সম্পর্কে তারা দু'জন ছাড়া আর কেউ জানবে না। যাতে করে একে অপরের ওপর নির্ভর করতে পারে।
('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৬২৯)

---

[১৭৬] **সহীহ লিগয়রিহী :** আবূ দাউদ ৩৫৩৫, তিরমিযী ১২৬৪, সহীহাহ্ ৪২৩, সহীহ আল জামি' ২৪০।

[১৭৭] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৩৬৩২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১১৪৩২। কারণ এর সানাদে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব একজন মুদাল্লিস রাবী।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٩٣٦ - [٧] عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلٰى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

২৯৩৬-[৭] সুহায়ব আর্ রূমী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন প্রকার বিষয়ে বারাকাত রয়েছে– অঙ্গীকারের উপর বিক্রি করা (নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত), ভাগে বা শারীকে ব্যবসা-বাণিজ্য করা এবং ঘরের কাজে গমের সাথে যব মেশানো, বিক্রির উদ্দেশে নয়। (ইবনু মাজাহ্)[১৭৮]

ব্যাখ্যা : (ثَلَاثٌ) থেকে উদ্দেশ্য হলো তিনটি বৈশিষ্ট্য, (فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ) তাতে বারাকাত আছে, অর্থাৎ তাতে অনেক কল্যাণ আছে।

(الْبَيْعُ إِلٰى أَجَلٍ) অর্থাৎ- মূল্যের ক্ষেত্রে ক্রেতা ব্যক্তিকে অবকাশ দেয়া যার ফলে অফুরন্ত সাওয়াব ও সুন্দর গুণকীর্তন ধার্য করা হয়।

(الْمُقَارَضَةُ) লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্বভিত্তিক যৌথ ব্যবসা। ত্বীবী (রহঃ) বলেন : অন্যকে দেয়ার জন্য ব্যক্তি নিজ সম্পদ হতে কিছু আলাদা করা, যাতে সে ব্যক্তি ঐ সম্পদ কাজে খাটিয়ে লাভ করতে পারে এবং লভ্যাংশ উভয়ে বণ্টন করে নিতে পারে। এতে অল্পতুষ্টি ও পণ্য বৃদ্ধির প্রতি লোভ না করার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

(إِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ) অর্থাৎ- "জীবিকা পূর্ণতার উদ্দেশে যবের সাথে গম মিশ্রিত করা।" যা আল্লাহ তা'আলার বাণী থেকে প্রমাণিত। ﴿إِذَا أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا﴾ "আর যারা যখন খরচ করে তখন সীমালঙ্ঘন করে না, কার্পণ্য করে না এবং এর মাঝেই স্থির।" এ বাণী হতে গৃহীত। (সূরাহ্ আল ফুরক্বান ২৫ : ৬৭)

ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন : তিনটি বৈশিষ্ট্যের মাঝে নিজ অধিকারে ছাড় দেয়ার প্রমাণ রয়েছে। তিনটি বৈশিষ্ট্য হতে প্রথম দু'টির উপকারিতা অন্যের দিকে বর্তায়, আর তৃতীয়টিতে নিজের দিকে। হাদীসে (لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ) বলার কারণ ব্যক্তির প্রবৃত্তি দমন করা। আর বিক্রয়ের জন্য মিশ্রিত করার অনুমতি না দেয়ার কারণ এতে মুসলিমদের এক ধরনের ধোঁকায় পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٩٣٧ - [٨] وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِدِيْنَارٍ لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ أُضْحِيَّةً فَاشْتَرٰى كَبْشًا بِدِيْنَارٍ وَبَاعَهُ بِدِيْنَارَيْنِ فَرَجَعَ فَاشْتَرٰى أُضْحِيَّةً بِدِيْنَارٍ فَجَاءَ بِهَا وَبِالدِّيْنَارِ الَّذِي اسْتَفْضَلَ مِنَ الْأُخْرٰى فَتَصَدَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالدِّيْنَارِ فَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي تِجَارَتِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ

---

[১৭৮] খুবই য'ঈফ : ইবনু মাজাহ ২২৮৯, য'ঈফ আল জামি' ২৫২৫। কারণ এর সানাদে নাস্‌র ইবনুল ক্বসিম মাজহূল রাবী আর সালিহ মাজহূলুল হাল।

২৯৩৭-[৮] হাকীম ইবনু হিযাম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটি কুরবানীর পশু ক্রয়ের জন্য একটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) দিয়ে বাজারে পাঠালেন। তিনি এক দীনারে একটি দুম্বা ক্রয় করলেন এবং তা দুই দীনারে বিক্রি করলেন। অতঃপর তিনি এক দীনার দিয়ে একটি কুরবানীর পশু ক্রয় করলেন। অতঃপর পশু ও অতিরিক্ত দীনার এনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা (অতিরিক্ত দীনার) দান করে দিলেন এবং তার জন্য দু'আ করলেন যেন তার ব্যবসা-বাণিজ্যে বারাকাত হয়।

(তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[১৭৯]

ব্যাখ্যা : (فَتَصَدَّقَ بِهٖ) অর্থাৎ দীনারটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দান করলেন। মাধ্যমে বিদ্বানদের একটি দল এ অংশটিকে মূলনীতি নির্ধারণ করে বলেছেন, যার কাছে সন্দেহের পন্থায় সম্পদ পৌঁছবে এবং তার হাক্বদার কে তা জানবে না, এমতাবস্থায় সে তা দান করে দিবে। এখানে সন্দেহের দিক হলো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর প্রাণী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে 'উরওয়াকে অনুমতি দেননি এবং হাকীম বিন হিযামকেও না। এমতাবস্থায় তা দান করার সম্ভাবনা রাখছে, কেননা সে অর্থ তিনি আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশে কুরবানীর প্রাণী ক্রয়ের জন্য বের করেছেন। সুতরাং তিনি তার মূল্য খেতে অপছন্দ করেছেন। এ উক্তিটি "নায়নুল আওত্বার"-এ ব্যক্ত করেছেন।' ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৩৮৪; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, ১২৫৭)

'আওনুল মা'বূদে অবশিষ্ট আলোচনাতে আছে, খত্ত্বাবী বলেন : এ হাদীসটি ঐ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত আসহাবুর্ রায় যার দ্বারা দলীল গ্রহণ করে থাকে, কেননা তারা (আসহাবুর্ রায়) 'আম্র রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক যায়দ-এর মাল বিক্রয় বৈধ মনে করে। যায়দ কর্তৃক এর অনুমতি দেয়া ছাড়াই অথবা 'আম্র-এর কাছে দায়িত্ব অর্পণ ছাড়াই। অথচ বিক্রয়কে মালিকের অনুমতির উপর ঝুলিয়ে রাখা হয়, অতঃপর মালিক যদি অনুমতি দেয় তাহলে তা বৈধ হয় তবে তারা মালিকরে অনুমতি ছাড়া মালিকের জন্য ক্রয় করা বৈধ মনে করে না। আর মালিক বিন আনাস ক্রয়-বিক্রয় উভয়টা বৈধ বলেছেন। শাফি'ঈ এর কোনটিকেই বৈধ মনে করেন না, কেননা তা ধোঁকা। আর তিনি জানেন না, মালিক ঐ ক্রয়-বিক্রয় অনুমতি দিবেন কি দিবেন না? অনুরূপভাবে তিনি কণের সন্তুষ্টি অথবা ওয়ালীর অনুমতির উপর ঝুলে থাকা বিবাহকে বৈধ মনে করেন না।

('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৩৮৪)

(١١) بَابُ الْغَصْبِ وَالْعَارِيَةِ

অধ্যায়-১১ : কারো সম্পদে অন্যায় হস্তক্ষেপ, ঋণ ও ক্ষতিপূরণ

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٩٣٨ ـ [١] عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهٗ يُطَوَّقُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[১৭৯] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৩৩৮৬, তিরমিযী ১২৫৭। কারণ এর সানাদে হাবীব বিন আবি সাবিত একজন মুদাল্লিস রাবী।

২৯৩৮-[১] সা'ঈদ ইবনু যায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি কারো এক বিঘত পরিমাণ জমিন জোরজবরদস্তি দখল করেছে, ক্বিয়ামাত দিবসে তার গলায় সাত তবক হতে ঐ পরিমাণ জমিন বেড়িরূপে পরিয়ে দেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)[১৮০]

ব্যাখ্যা : অন্য বর্ণনাতে এসেছে, (مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ طَوَّقَهُ اللهُ فِي سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘত জমি গ্রাস করবে ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাকে সাত তবক জমিনের মাঝে বেষ্টন করে ফেলবেন।" বিদ্বানগণ বলেন, এতে সুস্পষ্ট যে, জমিন সাত স্তর বিশিষ্ট। আর তা আল্লাহ তা'আলার ﴿سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ অর্থাৎ- "সাতটি আকাশ এবং সে পরিমাণে জমিন"– (সূরাহ্ আত্ব ত্বলাক্ব ৬৫ : ১২) এ আয়াতের অনুকূলে। পক্ষান্তরে সাদৃশ্যকে সাতটি আকৃতির সাথে ব্যাখ্যা করা বাহ্যিকতার বিপরীত। অনুরূপভাবে ঐ ব্যক্তির কথা বাহ্যিকতার বিপরীত যে বলে, হাদীসে সাত জমিন দ্বারা সাত অঞ্চল উদ্দেশ্য। বিদ্বানগণ একে বাতিল করে দিয়েছেন, কেননা ব্যাপারটি যদি এমনই হত তাহলে এ অঞ্চলের এক বিঘতের কারণে অন্য অঞ্চলের সমান্যতম পরিমাণও অবিচারকারীর গলাবদ্ধ স্বরূপ করা হত না যা জমিনের স্তরসমূহের বিপরীত, কেননা তা মালিকানার ক্ষেত্রে এ বিঘত পরিমাণের অধীন। সুতরাং যে এ জমিনের কোনো অংশের মালিক হবে সে তার মালিক হবে এবং জমি স্তর হতে তার নীচে যা আছে তারও মালিক হবে।

ক্বাযী বলেন : জমিনসমূহের পুরু, এদের স্তরসমূহে ও এদের মাঝে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে যে হাদীস এসেছে তা সুদৃঢ় নয়, পক্ষান্তরে হাদীসে উল্লেখিত গলায় বেড়ি পরিয়ে দেয়া সম্পর্কে তারা বলেন, হাদীসের অর্থ এ হওয়ার সম্ভাবনা আছে যে, তাকে তা বহন করার দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হবে, আরও সম্ভাবনা রাখছে তার গর্দানে তা বেড়ির মতো করে দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'আলা বলেন, "যে সম্পদে তারা কৃপণতা অবলম্বন করেছে অচিরেই ক্বিয়ামাতের দিন তা তাদের গলায় বেড়ী স্বরূপ পরিয়ে দেয়া হবে।" (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান ৩ : ১৮)

একমতে বলা হয়েছে, এর অর্থ হলো জমি আত্মসাতের যে পাপ তা তার পাপ গলায় বেড়ী স্বরূপ করে দেয়া হবে। (শারহু মুসলিম ১১/১২শ খণ্ড, হাঃ ১৬১০)

ত্বীবী (রহঃ) বলেন : তৃতীয় হাদীসটি একে সমর্থন করছে, আল্লাহ তাকে ঐ জমিন খনন করতে দায়িত্ব চাপিয়ে দিবেন, পরিশেষে সে সাত জমিনের শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

শারহুস্ সুন্নাহ্-তে আছে, বেড়ী স্বরূপ করার অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা তাকে অন্যায়ভাবে দখলকৃত জমিতে ধসিয়ে দিবেন, ফলে দখলকৃত জমি তার গলায় বেড়ী স্বরূপ হয়ে যাবে। একমতে বলা হয়েছে, ক্বিয়ামাতের দিন ঐ জমিন বহন করাকে বেড়ী স্বরূপ করা হবে। অর্থাৎ- তাকে চাপিয়ে দেয়া হবে, ফলে তা হবে কষ্টসাধ্যের বেড়ী, প্রথাগত বেড়ী না, সালিম তার পিতা হতে যা বর্ণনা করেছেন তার আলোকে এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিশ্চয় নাবী (ﷺ) বলেন, (مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلٰى سَبْعِ أَرَضِينَ) অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে জমিনের কোনো অংশ গ্রাস করবে তা সহ তাকে ক্বিয়ামাতের দিন সপ্তজমিন পর্যন্ত ধসিয়ে দেয়া হবে।" এটা আহমাদ হতে বুখারীর বর্ণনা। আর এভাবেও সমন্বয় করা যায় যে, অবিচারকারীর সাথে ঐ সকল ধরনের আচরণ করা হবে। অথবা নিযার্তনকারী ও নির্যাতিত ব্যক্তির বিভিন্নতার কারণে কঠোরতা ও দুর্বলতার দিক দিয়ে শাস্তিকেও বিভিন্ন রকম করা হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[১৮০] সহীহ : বুখারী ৩১৯৮, মুসলিম ১৬১০,আহমাদ ১৬৩৩।

٢٩٣٩ـ[٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهٖ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُؤْتٰى مَشْرَبَتُهٗ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهٗ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهٗ وَإِنَّمَا يَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৯৩৯-[২] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন বিনা অনুমতিতে কারো পশুর দুধ না দোহন করে। কারণ তোমাদের মধ্যে কেউ কি পছন্দ করে, কেউ তার কোঠায় আসুক এবং তার খাদ্য ভাণ্ডার (ভেঙ্গে তা) থেকে তার খাদ্যশস্য নিয়ে যাক। অবশ্যই পশুর স্তন তাদের জন্য খাদ্য সুরক্ষিত করে রাখে। (মুসলিম)[১৮১]

ব্যাখ্যা : (فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهٗ) "তার খাদ্য বের করা হবে এবং গ্রাস করা হবে।"

(وَإِنَّمَا يَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ) অর্থাৎ- দুধ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাদের চতুষ্পদ জন্তুর ওলানসমূহ তোমাদের ঐ সকল ধনভাণ্ডারের স্থানে গণ্য যা তোমাদের খাদ্য সংরক্ষণ করে। সুতরাং যে তাদের চতুষ্পদ জন্তুর দুধ দোহন করল সে যেন তাদের ধন-ভাণ্ডারগুলো ভেঙ্গে দিল এবং তাদের ধন-ভাণ্ডার হতে কিছু চুরি করল।

শারহুস্ সুন্নাহ্-তে আছে, অধিকাংশ বিদ্বানদের নিকট এর উপর 'আমাল করা, অর্থাৎ অনুমতি ছাড়া অন্যের প্রাণীর দুধ দোহন করা বৈধ নয়, তবে যে তীব্র ক্ষুধায় কাতর তার কথা আলাদা এবং সে ক্ষতিপূরণ দিবে।

একমতে বলা হয়েছে, তার ওপর ক্ষতি-পূরণ বর্তাবে না, কেননা শারী'আত তার জন্য তা বৈধ করেছে। আহমাদ, ইসহাক্ব ও অন্যান্যগণ দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি ছাড়াও অন্যের জন্য তা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে মত পেশ করেছেন আর তা ঐ সময় যখন মালিক উপস্থিত থাকবে না। কেননা মাদীনার দিকে আল্লাহর রসূলের হিজরতের সময় আবূ বাক্‌র (রাঃ) আল্লাহর রসূলের জন্য এক কুরায়শ ব্যক্তির ছাগলের দুধ দোহন করেছিল। ঐ ব্যক্তির দাস ছাগলটিকে চড়াচ্ছিল কিন্তু সেখানে মালিক উপস্থিত ছিল না। তাছাড়া সামুরাহ্ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে আছে, নিশ্চয় নাবী (সাঃ) বলেন : তোমাদের কেউ যখন চতুষ্পদ জন্তুর নিকট আসবে তখন সেখানে যদি তার মালিক থাকে, তাহলে সে যেন তার মালিকের কাছে অনুমতি নেয়, আর সেখানে যদি কেউ না থাকে তাহলে সে যেন তিনবার আওয়াজ দেয়, অতঃপর কেউ যদি তার ডাকে সাড়া দেয় তাহলে তার কাছে যেন সে অনুমতি নেয় আর কেউ যদি সাড়া না দেয় তাহলে সে যেন দুধ দোহন করে পান করে এবং সাথে যেন বহন না করে। কিছু বিদ্বান মুসাফির ব্যক্তিকে অন্যের বৃক্ষের ফল খাওয়ার ক্ষেত্রে অবকাশ দিয়েছেন, যা ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে গরীব সানাদে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি নাবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন, নাবী (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি কারো বাগানে প্রবেশ করবে সে যেন কাপড়ে বহন না করে খায়, তাহলে তার কোনো জরিমানা নেই। অধিকাংশ বিদ্বানদের কাছে মালিকের অনুমতি ছাড়া তা বৈধ নয়, তবে ক্ষুধার প্রয়োজনে হলে তা আলাদা কথা। তূরিবিশতী বলেন : বিদ্বানদের কতক এ হাদীসকে ক্ষুধা ও প্রয়োজনের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন, কেননা মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ হারাম সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে যে হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে তার মুকাবিলায় এ হাদীসগুলো প্রমাণ হিসেবে পেশ করার মতো নয়।

---

[১৮১] **সহীহ :** বুখারী ২৪৩৫, মুসলিম ১৭২৬, আবূ দাঊদ ২৬২৩, ইবনু মাজাহ ২৩০২, আহমাদ ৪৫০৫, ইরওয়া ২৫২২, সহীহ আল জামি' ৭৬৩৬।

নাবাবী (রহঃ) বলেন : দুর্দশাগ্রস্তহীন ব্যক্তির যখন খাদ্যের মালিকের প্রতি এভাবে সাহস থাকবে যে, সে জানছে অথবা ধারণা করছে যে, খাদ্য হতে মালিকের অনুমতি ছাড়া তা হতে সে খেলে মালিকের অন্তর এতে সন্তুষ্ট থাকবে তাহলে এ ব্যক্তির খাওয়ার সুযোগ আছে। দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি যদি মৃত জন্তু এবং অন্যের খাদ্য পায়, তাহলে এক্ষেত্রে মতানৈক্য আছে। [মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন] আহনাফদের মতে সর্বাধিক বিশুদ্ধ হলো, সে মৃত জন্তু খাবে তবু অন্যের ফল বিনানুমতিতে খাবে না। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

ইবনু হাজার 'আসক্বালানী (রহঃ) তাঁর 'নিহায়াহ্' গ্রন্থে বলেন : (الماشية) শব্দটি উট, গরু এবং ছাগলের ওপর প্রয়োগ হয় তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাগলের ওপর প্রয়োগ হয়। এমনিভাবে এতে (خزانته) এর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, ঐ স্থান অথবা পাত্র যাতে উদ্দেশিত বস্তু সংরক্ষণ করা হয়।

(ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৪৩৫)

শারহু মুসলিমে হাদীসটির অর্থের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, গুদামে সংরক্ষিত খাদ্য মালিকের অনুমতি ছাড়া গ্রহণ বৈধ না হওয়ার ক্ষেত্রে গুদামে সংরক্ষিত খাদ্যের সাথে ওলানে সংরক্ষিত দুধের সাথে সাদৃশ্য দিয়েছেন।

আলোচ্য হাদীসে কয়েকটি উপকারিতা রয়েছে তা হলো : অনুমতি ব্যতীত মানুষের সম্পদ গ্রহণ হারাম, তা হতে খাওয়া ও তা ব্যয় করা হারাম, এতে দুধ ও অন্যান্য জিনিসের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই, চাই অভাবী হোক বা অভাবী না হোক, তবে ঐ দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি যে মৃত জন্তু পায় না, অন্যের খাদ্য পায় সে আবশ্যক হিসেবে খাদ্য খাবে এবং আমাদের নিকট ও জুমহূরের নিকট তার পরিবর্তে মালিককে কিছু দেয়া আবশ্যক হয়ে যাবে। কতিপয় সালাফ ও কতিপয় মুহাদ্দিস বলেন, তা আবশ্যক হবে না তবে এটা দুর্বল অভিমত। অতঃপর সে যদি মৃত জন্তু এবং অন্যের খাদ্য পায় তাহলে তাতে বিদ্বানদের প্রসিদ্ধ মতানৈক্য আছে, আমাদের (শাফি'ঈদের) সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে মৃত জন্তু খাবে। (শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৭২৬-[১৩])

٢٩٤٠ ـ[٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدٰى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ فَجَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ: «غَارَتْ أُمُّكُمْ» ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتّٰى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৯৪০-[৩] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী (ﷺ) তাঁর জনৈকা সহধর্মিণীর ঘরে ছিলেন। তখন উম্মুল মু'মিনীনদের অপর একজন বড় পেয়ালায় করে নাবী (ﷺ)-এর জন্য কিছু খাদ্য পাঠালেন। নাবী (ﷺ) যাঁর ঘরে ছিলেন তিনি খাদিমের হাতে আঘাত করলে তা পড়ে ভেঙ্গে গেল। নাবী (ﷺ) পেয়ালার টুকরাগুলো একত্র করলেন এবং তাতে যে খাদ্য ছিল তা জমা করতে লাগলেন। আর বললেন, তোমাদের উম্মুল মু'মিনীন ঈর্ষান্বিত হয়েছেন। অতঃপর তিনি (ﷺ) খাদিমকে ঐ পর্যন্ত আটকে রাখলেন যে পর্যন্ত না যাঁর ঘরে ছিলেন তাঁর ঘর হতে একটি ভালো পেয়ালা আনা হলো। অতঃপর তিনি (ﷺ) যাঁর পেয়ালা ভাঙ্গা হয়েছিল তাঁকে ভালো পেয়ালাটি দিলেন এবং ভাঙ্গাটি তাঁর জন্য রাখলেন যিনি তা ভেঙ্গেছেন।

(বুখারী)[১৮২]

---

[১৮২] সহীহ : বুখারী ৫২২৫।

ব্যাখ্যা : (غَارَتْ أُمُّكُمْ) যারা উপস্থিত ছিল তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, الأم তথা "মা" কথা দ্বারা ঐ নারী উদ্দেশ্য যিনি পেয়ালাটি ভেঙ্গে ছিলেন, আর তিনি হলেন মু'মিনদের মা 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা। দাউদী বাড়াবাড়ি করে বলেন, (أمكم) উক্তি দ্বারা "সারাহ" উদ্দেশ্য, তাঁর নিকট কথাটির অর্থ এরূপ যে, অভিমান সংঘটিত হয়েছে তার দরুন তোমরা আশ্চর্যবোধ করো না, কেননা ইতিপূর্বে তোমাদের মা অভিমান করেছিল। পরিশেষে ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম তাঁর ছেলে ইসমা'ঈল আলায়হিস্ সালাম-কে বাড়ী হতে বের করে দেন। এমতাবস্থায় ইসমা'ঈল ছোট শিশু তাঁর মাতার সাথে শস্যহীন উপত্যকার দিকে ছুটে যান। যদিও এর কতিপয় দিক রয়েছে, কিন্তু উদ্দেশ্য এর বিপরীত। আর উদ্দেশ্য হলো, পেয়ালা ভাংচুরকারিণী। যারা এ হাদীসের ব্যাখ্যা করেছে তারা সকলে এ অর্থই করেছেন। আর তারা বলেছেন, আত্ম-সম্মানবোধের কারণে যা কিছু ঘটে তাতে তাকে দায়ী না করার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, কেননা ঐ মুহূর্তে ক্রোধের কারণে জ্ঞান বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় বিবেক জাগিয়ে তোলা কঠিন।

আবূ ইয়া'লা (لا بأس به) 'নির্দোষ' সূত্রে 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা হতে মারফূ'ভাবে বর্ণনা করেন, "নিশ্চয় আত্ম-সম্মানবোধের কারণে রাগান্বিত ব্যক্তি উপত্যকার উপরাংশ অপেক্ষা নিম্নাংশের দিকে দৃষ্টি দেয় না।" এটা তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কোনো এক ঘটনায় বলেন।

'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আন্হু হতে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত, "নিশ্চয় আল্লাহ নারীদের ওপর আত্ম-সম্মানবোধ আবশ্যক করে দিয়েছেন। সুতরাং তাদের মধ্যে যে ধৈর্য ধারণ করবে তার জন্য একজন শাহীদের সাওয়াব থাকবে।" বায্যার একে সংকলন করে একে বিশুদ্ধতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য তবে তাদের মাঝে 'উবায়দ বিন সব্বাহ-এর ব্যাপারে মতানৈক্য করা হয়েছে। আর "সারাহ"-এর ব্যাপারে দাউদীর প্রয়োগ যে, "তিনি সম্বোধিতদের মা"। এতে বিবেচনার বিষয় আছে, কেননা তারা যদি ইসমা'ঈল আলায়হিস্ সালাম-এর বংশধর হয় তাহলে তাদের মা হবে হাজেরা, সারাহ্ নয়; পক্ষান্তরে তারা বানু ইসরাঈল বংশধরের হওয়া সুদূর পরাহত। অতএব সারাহ্ তাদের "মা" হওয়া "বিশুদ্ধতার মাপকাঠিতে অসম্ভব।"

(ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫২২৫)

٢٩٤١-[٤] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهٗ نَهٰى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৯৪১-[৪] 'আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ রাযিয়াল্লাহু আন্হু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করতে ও কারো নাক-কান কাটতে নিষেধ করছেন। (বুখারী)[১৮৩]

ব্যাখ্যা : (عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ) مُثْلَةٌ বলা হয় জীবিতাবস্থায় প্রাণীর কোনো কোনো অংশ কেটে ফেলা।

(ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৫১৬)

অতঃপর ইমাম বুখারী (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) "যিনাকারী যখন যিনা করে তখন সে মু'মিন থাকে এমন না" এ হাদীস উল্লেখ করেছেন। আর এ হাদীসে আছে,

وَلَا ينتهب نهبة ترفع النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ...

অর্থাৎ- "ছিনতাইকারী যখন ছিনতাই করে, আর মানুষের দৃষ্টি তার দিকে উঠে থাকে, এমতাবস্থায় সে মু'মিন থাকতে পারে না।" অনুবাদে এ থেকে অনুমতি নেয়ার শর্তারোপের উপকারিতা লাভ করা যাচ্ছে। কেননা ছিনতাইকারীর দিকে দৃষ্টি উঠানো স্বভাবত অনুমতি না নেয়ার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে।

(ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৪৭৪)

---

[১৮৩] সহীহ : বুখারী ২৪৭৪।

Contents

(نُهبَةً) ব্যাখ্যাতে আছে- প্রকাশ্যে জোর করে কোনো কিছু ছিনিয়ে নেয়া। আহমাদে হুমাম-এর বর্ণনাতে এসেছে- দৃষ্টি উঠানো দ্বারা মূলত যাদের থেকে লুণ্ঠন করা হয় তাদের অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, কেননা তাদের কাছ থেকে যারা লুণ্ঠন করে তাদের দিকে তারা তাকিয়ে থাকে এবং তাতে বাধা দিতে সক্ষম হয় না, যদিও তার কাছে তারা বিনয় প্রকাশ করে। এর দ্বারা আড়াল না হওয়া বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে, তখন এটা লুণ্ঠনের আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যে পরিণত হবে, এটা চুরি এবং ছোঁ মেরে নেয়ার বিপরীত। কেননা তা গোপনে হয়ে থাকে, ছিনতাই করা সর্বাধিক গুরুতর, কারণ এতে আছে অধিক যুল্ম এবং পরোয়া না করা। (ফাতহুল বারী ১২শ খণ্ড, হাঃ ৬৭৭২)

٢٩٤٢ -[٥] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ فَانْصَرَفَ وَقَدْ اٰضَتِ الشَّمْسُ وَقَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِيْ صَلَاتِيْ هٰذِه لَقَدْ جِيْءَ بِالنَّارِ وَذٰلِكَ حِينَ رَأَيْتُمُونِيْ تَأَخَّرْتُ مَخَافَةَ أَنْ يُّصِيبَنِيْ مِنْ لَفْحِهَا وَحَتّٰى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهٗ فِي النَّارِ وَكَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهٖ فَإِنْ فُطِنَ لَهٗ قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِيْ وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهٖ وَحَتّٰى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ الَّتِيْ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتّٰى مَاتَتْ جُوعًا ثُمَّ جِيْءَ بِالْجَنَّةِ وَذٰلِكَ حِينَ رَأَيْتُمُونِيْ تَقَدَّمْتُ حَتّٰى قُمْتُ فِيْ مَقَامِيْ وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِيْ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرَتِهَا لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ ثُمَّ بَدَا لِيْ أَنْ لَا أَفْعَلَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৯৪২-[৫] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সময়ে সূর্যগ্রহণ হলো, যেদিন তাঁর পুত্র ইব্রাহীম ইন্তিকাল করেছিলেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) লোকেদেরকে নিয়ে ছয় রুকূ‘ ও চার সাজদাহ্ দিয়ে দুই রাক্‘আত সলাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি (ﷺ) সলাত শেষ করলেন, আর সূর্য তার পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল। এমতাবস্থায় তিনি (ﷺ) বললেন, তোমাদেরকে যেসব বিষয়ের ওয়া‘দা দেয়া হয়, আমি আমার এই সলাতে তা প্রত্যক্ষ করেছি। এমন সময় আমার সামনে জাহান্নামকে আনা হয়েছিল। আর এটা তখনই হয়েছিল যখন তোমরা আমাকে দেখছিলে, তখন আগুনের ফুল্কি পৌঁছার ভয়ে আমি পিছনে হটেছিলাম। এমনকি বাঁকা মাথা লাঠিধারী [‘আম্র ইবনু লুহায়‘আহ্]-কেও দেখেছি, সে তাতে আপন নাড়িভুঁড়ি টানা-হিঁচড়ে করছিল, সে বাঁকা মাথা লাঠি দিয়ে হাজীদের জিনিস চুরি করতো। যদি লোকেরা টের পেত, তখন বলে উঠতো, আমার লাঠির মাথায় আটকে গেছে। আর যদি টের না পেত তবে তা নিয়ে যেত। এমনকি আমি জাহান্নামে বিড়ালধারীকেও দেখেছি, যে সেটি বেঁধে রেখেছিল। অথচ তাকে খাদ্য দিত না, আর ছেড়েও দিত না, যাতে তা মাটির জীব ধরে খেতে পারে। পরিশেষে তা ক্ষুধায় কাতর হয়ে মারা গেল। অতঃপর আমার কাছে জান্নাত আনা হলো, আর তা ঐ সময় হয়েছিল যখন তোমরা দেখলে আমি সামনে এগিয়ে গেলাম, এমনকি আমি আমার এ অবস্থানে দাঁড়ালাম। অবশ্যই তখন আমি এই ইচ্ছায় হাত বাড়িয়ে ছিলাম যে, আমি তার ফল নেই, যাতে তোমরা তা দেখতে পাও। অতঃপর আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, আমি যেন তা থেকে বিরত থাকি। (মুসলিম)[১৮৪]

---

[১৮৪] সহীহ : মুসলিম ৯০৪, ইরওয়া ৯৫৬।

ব্যাখ্যা : (بَدَا لِيْ أَنْ لَا أَفْعَلَ) ত্বীবী (রহঃ) বলেন : সম্ভবত জান্নাতের ফল তাদের কাছে প্রকাশ না পাওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক মনে করা যাতে স্থির ঈমান অস্থিরতার দিকে পরিবর্তিত না হয় অথবা তিনি যদি তাদেরকে জান্নাতের ফল দেখান, তাহলে তাদেরকে জাহান্নামে পোড়ানো দেখানোও আবশ্যক হয়ে যেত। আর তখন আশার উপর ভয় প্রাধান্য পেত, ফলে তাদের জীবন পদ্ধতির বিষয়াবলী ধ্বংস হয়ে যেত। এজন্যই নাবী ﷺ বলেন : (لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا) অর্থাৎ- "আমি যা জানি তোমারা যদি তা জানতে অবশ্যই তোমরা বেশি কাঁদতে এবং অল্প হাসতে।"

নাবাবী (রহঃ) বলেন : বিদ্বানগণ বলেন, সম্ভবত নাবী ﷺ জান্নাত, জাহান্নাম স্বচক্ষে দেখেছেন, আল্লাহ তা প্রকাশ করেছেন এবং নাবীর মাঝে ও এদের মাঝ থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছেন যেভাবে মাসজিদে আক্বসা এবং তাঁর মাঝের পর্দা সরিয়ে দেয়া হয়েছিল। আর এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এ দর্শন ছিল 'ইল্‌মী দর্শন। অর্থাৎ ইতিপূর্বে তিনি যা জানতে পারেননি ঐ সময় ওয়াহীর মাধ্যমে তাঁকে তা বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে। অতঃপর এ থেকে তাঁর এমন ভয়-ভীতি অর্জন হয়েছে ইতোপূর্বে যা অর্জন হয়নি, প্রথম ব্যাখ্যাটি সর্বোত্তম এবং হাদীসের শব্দসমূহের সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যময়, যাতে আছে স্বচক্ষে দেখার উপর প্রমাণ বহনকারী বিষয়সমূহ আর এটা তার পেছানোর কারণে যাতে জ্বলন্ত আগুন তাঁর কাছে পৌঁছতে না পারে এবং আঙ্গুরের থোকা ছিঁড়ে আনতে আগানোর কারণে।

অত্র হাদীসের শিক্ষা : (১) জান্নাত, জাহান্নাম সৃষ্ট, উপস্থিত এবং জান্নাতের ফল দুনিয়ার ফলের মতো দেখতে। আর এটা আহলুস্ সুন্নাহ্‌র মত, (২) ধ্বংস ও শাস্তির স্থান থেকে পেছানো সুন্নাত, (৩) অল্পকাজ সলাতকে বাতিল করে না, (৪) কোনো কোনো মানুষকে বর্তমানে প্রকৃত জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, বিড়ালটিকে বাঁধার কারণে ঐ মহিলাটিকে জাহান্নামে শাস্তি দেয়াতে ঐ ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে যে, মহিলার কাজটি কাবীরাহ্ গুনাহ ছিল। কেননা, বিড়ালকে বাধা এবং বিড়ালটির মৃত্যু পর্যন্ত মহিলার ঐ কাজে অটল থাকা সগীরাহ্ গুনাহের উপর স্থায়ী হওয়া, আর সগীরাহ্ গুনাহের উপর স্থায়ী হওয়া সগীরাহ্ গুনাহকে কাবীরাহ্ গুনাহে পরিণত করে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٩٤٣ -[٦] وَعَن قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا مِنْ أَبِيْ طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ: الْمَنْدُوبُ فَرَكِبَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: «مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৯৪৩-[৬] ক্বতাদাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি, একদিন মাদীনায় (শত্রু আক্রমণের) চাঞ্চল্য দেখা দিল। তখন নাবী ﷺ আবূ ত্বলহাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে একটি ঘোড়া ধার নিলেন, যার নাম ছিল 'মানদূব' এবং অনুসন্ধানের জন্য তাতে আরোহণ করলেন। কিন্তু যখন ফিরে এলেন, তখন বললেন, আমি তো কিছু দেখলাম না; আর আমি এ ঘোড়াকে দ্রুতগামী হিসেবেই পেয়েছি।

(বুখারী ও মুসলিম)[১৮৫]

---

[১৮৫] সহীহ : বুখারী ২৬২৭, মুসলিম ২৩০৭, আবূ দাউদ ৪৯৮৮, তিরমিযী ১৬৮৫, আহমাদ ১২৭৪৪, ইরওয়া ১৫১২, সহীহ আল জামি' ৫৬২৫।

ব্যাখ্যা : (مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ) "কিছুই দেখলাম না" অর্থাৎ আতঙ্কিত হওয়ার মতো কিছু দেখতে পেলাম না। অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঘোড়াটিকে যে ধীরগতিসম্পন্ন বলা হয়ে থাকে আমি এর মধ্যে তার কিছু দেখতে পেলাম না।

হাদীসটি প্রমাণ বহন করছে যে, প্রাণী ধার করা বৈধ, কথায় বৃদ্ধি করা এবং কোনো একটি অর্থের কারণে একটি বস্তুকে আরেকটি বস্তুর সাথে সাদৃশ্য দেয়া বৈধ যদিও তার সকল গুণাগুণ পূর্ণভাবে পাওয়া না যায়। প্রাণীসমূহের নাম রাখা বৈধ, আর প্রাণীসমূহের নাম রাখা ছিল তাদের অভ্যাস। এমনিভাবে যুদ্ধের সরঞ্জাম দ্রুত উপস্থিত করা যখন তা অনুসন্ধান করা হবে, যখন ধ্বংসের আশংকা না করবে তখন শত্রু বাহিনীর সংবাদ উন্মোচনে একাই মানুষের আগে বেড়িয়ে যাওয়া বৈধ। ভয় চলে যাওয়ার পর মানুষকে শুভ সংবাদ দেয়া মুস্তাহাব। এতে আছে, নাবী ﷺ-এর বীরত্ব ও তাঁর অন্তরের শক্তির প্রকাশ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

শারহু মুসলিম-এর বর্ণনাতে ২৩০৭ নং হাদীসে এসেছে, (وَكَانَ فَرَسًا يُبَطَّأُ) অর্থাৎ- ঘোড়াটি পূর্বে ধীর-স্থিরে চলত। অতঃপর নাবী ﷺ-এর মহা বারাকাতে ও মু'জিযাতে ঘোড়াটি দ্রুত চলতে থাকে যা নাবী ﷺ-এর উক্তি (وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا) দ্বারা বুঝা যায়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٩٤٤ - [٧] عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَحْيٰى أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهٗ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

২৯৪৪-[৭] সা'ঈদ ইবনু যায়দ رضي الله عنه হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি পতিত ভূমি চাষাবাদের উপযোগী করে সেটা তার (হাক্)। অন্যায় দলখকারীর মেহনতের কোনো হাক্ব নেই।

(আহমাদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[১৮৬]

ব্যাখ্যা : (مَنْ أَحْيٰى أَرْضًا مَيْتَةً) মৃত জমিন বলতে ঐ জমিন যা আবাদ করা হয়নি, জমিন আবাদ করাকে জীবিতের সাথে সাদৃশ্য দেয়া হয়েছে এবং আবাদ না করে জমিন শূন্য রাখাকে মৃতের সাথে সাদৃশ্য দেয়া হচ্ছে।

'ইরাক্বী বলেন : الميتة، الموات এবং الموتان অর্থাৎ- ঐ জমিনকে বলা হয় যা আবাদ করা হয়নি, অনাবাদী জমিনকে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে মৃতের সাথে এর সাদৃশ্য থাকার কারণে, আর তা হলো মৃতের মাধ্যমে যেমন উপকৃত হওয়া যায় না, তেমনি জমিতে শস্য রোপণ, নির্মাণ অথবা অনুরূপ কিছু বর্জনের মাধ্যমে উপকৃত হওয়া যায় না।

(فَهِيَ لَهٗ) অর্থাৎ- ঐ জমিন ঐ ব্যক্তির মালিকানায় পরিণত হবে চাই সে জমিন বসতির নিকটবর্তী থাকুক অথবা দূরত্বে থাকুক, চাই ইমাম ঐ ব্যাপারে অনুমতি দিক অথবা অনুমতি না দিক এটা জুমহূরের উক্তি। আর আবূ হানীফার মতে মুতলাকভাবে ইমামের অনুমতি আবশ্যক। আর মালিক (রহঃ)-এর মতে যার বসতির নিকটে হবে সে জমির ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে। আর নিকটবর্তীতার আরও সীমা হলো বসতির

---

[১৮৬] সহীহ : আবূ দাউদ ৩০৭৩, তিরমিযী ১৩৭৮, আহমাদ ১৪৯০০, ইরওয়া ১৫২০।

অধিকারীরা যা দেখা-শোনা করার মুখাপেক্ষী। আর ত্বহাবী সমুদ্র ও নদীর পানির উপর এবং পাখি ও প্রাণী হতে যা শিকার করা হয় তার উপর ক্বিয়াস করার মাধ্যমে এ অধ্যায়ের হাদীস দ্বারা জুমহূরের পক্ষ সমর্থন করেছেন। কেননা তারা ঐ কথার উপর একমত হয়েছেন যে, যে তা গ্রহণ করবে অথবা শিকার করবে সেই তার মালিক হবে চাই নিকটে থাকুক অথবা দূরে থাকুক, চাই ইমাম অনুমতি দিক অথবা অনুমতি না দিক, ফাত্‌হুল বারীতেও অনুরূপ আছে। আমি বলব, আবূ হানীফার দু' সাথী জুমহূরের উক্তির মাধ্যমে আবূ হানীফার বিরোধিতা করেছেন। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৩৭৮)

খত্ত্বাবী বলেন : মৃত ভূখণ্ডকে জীবিত করা, অর্থাৎ জমিন খনন করা, তাকে ফসলীতে পরিণত করা, সেখানে পানি প্রবাহিত করা এবং আবাদের ধরণসমূহ থেকে অনুরূপ কিছু করা। যে এ ধরনের কাজ করবে, সে এর মাধ্যমে জমিনের মালিক হয়ে যাবে। চাই তা বাদশাহর অনুমতিতে হোক অথবা অনুমতি ছাড়া হোক আর তা এ কারণে যে, এটা শর্ত ও জাযার ব্যাখ্যা, এটা কোনো ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে কোনো ব্যক্তির ওপর কোনো সময়কে বাদ দিয়ে কোনো সময়ের উপর সীমাবদ্ধ নয়। অধিকাংশ বিদ্বানগণ এ দিকে গিয়েছেন।

(لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ) খত্ত্বাবী বলেন : ব্যক্তি নিজ জমিন ছাড়া অন্যের জমিনে মালিকের অনুমতি ছাড়া কোনো কিছু রোপণ করা অথবা মালিকের অনুমতি ছাড়া অন্যের জমিতে কোনো কিছু নির্মাণ করা, এমন ক্ষেত্রে রোপণকারী বা নির্মাণকারীকে তা উপড়িয়ে ফেলার ব্যাপারে নির্দেশ করা হবে। তবে জমির মালিক তা বর্জনের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকলে আলাদা কথা।

নিহায়াহ্ গ্রন্থে আছে- কোনো ব্যক্তির এমন কোনো জমিনে আসা যে জমিনকে তার পূর্বে অন্য কোনো লোক জীবিত করেছে আবাদ করেছে, অতঃপর সে জমিন নিজের জন্য সাব্যস্ত করতে দখল স্বরূপ তাতে কোনো কিছু রোপণ করা। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ৩০৭১)

٢٩٤٥ـ[٨] وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلًا. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

২৯৪৫-[৮] হাদীসটি ইমাম মালিক (রহঃ) 'উরওয়াহ্ (রহঃ) হতে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, এটা হাসান গরীব।[১৮৭]

٢٩٤٦ـ[٩] وَعَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهٖ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيمَانِ وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْمُجْتَبٰى

২৯৪৬-[৯] আবূ হুররাহ্ আর্ রক্কাশী (রহঃ) তাঁর চাচা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাবধান! কারো ওপর যুল্‌ম করবে না। সাবধান! কারো মাল তার মনোতুষ্টি ছাড়া কারো জন্য হালাল নয়। (বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান, দারাকুত্বনী- মুজ্‌তাবা)[১৮৮]

ব্যাখ্যা : (لَا تَظْلِمُوا) "তোমরা যুল্‌ম করবে না" অর্থাৎ- তোমাদের কতক কতকের প্রতি যেন অবিচার না করে। এভাবে বলা হয়েছে- তবে সর্বাধিক প্রকাশমান অর্থ হলো "তোমরা তোমাদের নিজেদের প্রতি অবিচার করো না।" এ বাক্যাংশটুকু নিজের ওপর যুল্‌ম করা এবং অন্যের ওপর যুল্‌ম করা উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করছে। হাদীসে বারংবার সতর্ক করা হয়েছে তার কারণ এই যে, হাদীসে উভয় বাক্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হুকুম রাখে,

[১৮৭] হাসান : মালিক ১৪৯৫।

[১৮৮] সহীহ : আহমাদ ২০৬৯৫, শু'আবুল ঈমান ৫১০৫, ইরওয়া ১৪৫৯, সহীহ আল জামি' ৭৬৬২।

এমতাবস্থায় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। আর দ্বিতীয় বাক্যটি যার সাথে বান্দার অধিকার সম্পর্ক রাখে, এদিকে ইশারা করাই সর্বাধিক উপযুক্ত।

(لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ) বাক্যাংশটিতে ব্যক্তি বলতে মুসলিম এবং যিম্মী ব্যক্তি উদ্দেশ্য।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٩٤٧-[١٠] وَعَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২৯৪৭-[১০] 'ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ইসলামে 'জালাব' এবং 'জানাব' ও 'শিগার' নেই। আর যে ব্যক্তি কোনো প্রকার লুণ্ঠন করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (তিরমিযী)[১৮৯]

ব্যাখ্যা : (لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ) ক্বাযী বলেন : দৌড় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে 'জালাব' বলতে বুঝায়, ব্যক্তি তার ঘোড়ার পেছনে লোক নিয়োগ করা যে ব্যক্তি তার প্রথম ব্যক্তির পেছনে আরো একটি ঘোড়া নিয়ে আসবে এবং প্রথম ব্যক্তির ঘোড়াকে শিস দিবে। আর 'জানাব' বলতে তার ঘোড়ার পাশে অন্য একটি খালি ঘোড়া রাখা যখন আরোহণের ঘোড়াটি দুর্বল হয়ে যাবে তখন ব্যক্তি খালি ঘোড়াতে চড়বে। আর সদাক্বার ক্ষেত্রে 'জালাব', 'জানাব'-এর ব্যাখ্যা যাকাত পর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আর 'শিগার' হলো কোনো ব্যক্তির অপর ব্যক্তির সাথে নিজ বোনকে বিবাহ দেয়া এ শর্তে যে, অপর ব্যক্তি তার বোনকে প্রথম ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিবে এবং উভয়ের মাঝে কোনো মুহর সাব্যস্ত না করা। শহর যখন মানুষমুক্ত হয় তখন বলা হয়। (شَغَرَ الْبَلَدُ) শব্দ থেকেই (شِغَار) শব্দের উৎপত্তি, কেননা তা মুহরমুক্ত বন্ধন। হাদীসটি এ ধরনের বন্ধন বিশুদ্ধ না হওয়ার প্রমাণ বহন করছে, কেননা এ ধরনের বন্ধন যদি বিশুদ্ধ হত, তাহলে অবশ্যই ইসলামের মাঝে তা থাকত আর এটাই অধিকাংশ বিদ্বানদের উক্তি। আবূ হানীফাহ্ এবং সাওরী বলেন, বন্ধন বিশুদ্ধ হবে এবং প্রত্যেকের জন্য মুহরে মিসাল আবশ্যক হবে। মুহরে মিসাল বলা হয় কোনো নারীর বংশের মেয়েদের যে মুহর নির্ধারণ করা হয় তার সমপরিমাণ মুহর ধার্য করা।

(فَلَيْسَ مِنَّا) অর্থাৎ- আমাদের দলভুক্ত নয় এবং আমাদের পথের উপর নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

তুহফাতুল আহওয়াযীর ভাষ্যকার (شِغَار) সম্পর্কে বলেন : 'নিহায়াহ্' গ্রন্থে আছে, "শিগার" জাহিলী যুগের একটি সুপরিচিত বিবাহ পদ্ধতি, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলত, তুমি আমার সাথে শিগার কর, অর্থাৎ- তুমি তোমার বোনকে অথবা কন্যাকে অথবা তুমি যার বিষয়ের কর্তৃত্ব কর তাকে আমার কাছে বিবাহ দাও। পরিশেষে আমি আমার বোনকে অথবা আমার কন্যাকে অথবা আমার কাছে যার কর্তৃত্ব আছে তাকে তোমার কাছে বিবাহ দিব। বিবাহে দু'য়ের মাঝে মুহর ধার্য করা হত না, এদের প্রত্যেকের লজ্জাস্থান অন্যের লজ্জাস্থানের বিনিময়ে হত। আর একে শিগার বলা হয়েছে উভয় বিবাহের মাঝে মুহর উঠিয়ে নেয়ার কারণে। কুকুর যখন প্রস্রাবের উদ্দেশে তার দু'পায়ের এক পা উঁচু করে তখন 'আরবরা বলে থাকে شَغَرَ الْكَلْبُ আর এখান থেকে এ শব্দের উৎপত্তি।

একমতে বলা হয়েছে, الشَّغْرُ অর্থ দূরত্ব। অন্য মতে বলা হয়েছে, الإِتِّسَاع বা অবকাশ।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৩য় খণ্ড, হাঃ ১১২৩)

---

[১৮৯] সহীহ : তিরমিযী ১২৩, আহমাদ ১৯৯৪৬, সহীহ আল জামি' ৩২৬৭। তবে আহমাদ-এর সানাদটি মুনক্বতি'।

٢٩٤٨ـ[١١] وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لَاعِبًا جَادًّا فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَرِوَايَتُهُ إِلٰى قَوْلِهٖ: «جَادًّا»

২৯৪৮-[১১] সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। নাবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের লাঠি হাসি-কৌতুকচ্ছলে রেখে দেয়ার উদ্দেশে কেড়ে না নেয়। যদি কেউ তার ভাইয়ের লাঠি কেড়ে নেয়, তবে সে যেন তা তাকে ফেরত দেয়। (তিরমিযী; আর আবূ দাউদে 'রেখে দেয়ার জন্য' পর্যন্ত)[১৯০]

ব্যাখ্যা : খত্ত্বাবী বলেন : (لَاعِبًا جَادًّا) এর অর্থ হলো ঠাট্টাচ্ছলে গ্রহণ করার পর তা পুনরায় ফিরিয়ে না দেয়া। এতে তা স্বেচ্ছায় গ্রহণের পর্যায়ে চলে যায়। ইচ্ছাকৃতভাবে (لَاعِبًا جَادًّا) গ্রহণ করার কারণ হলো সেটা চুরি। খেলাচ্ছলে গ্রহণ করতে নিষেধ করার কারণ হলো, তাতে কোনো উপকার নেই, বরং আমুদে সঙ্গীর উপর ক্রোধ ও কষ্ট দেয়ার কারণ হবে। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৯৯৫)

শারহুস্ সুন্নাহ্‌তে আবূ 'উবায়দ থেকে আছে- এর অর্থ হলো ব্যক্তির পণ্য সামগ্রীকে গ্রহণ করবে চুরির উদ্দেশে নয় বরং তাকে রাগান্বিত করতে । সুতরাং চুরি করার ক্ষেত্রে খেলাচ্ছলে তা করে আর প্রকৃতপক্ষে তাকে কষ্ট দেয়া ও রাগান্বিত করার কাজটা ইচ্ছা করেই করে। প্রথমটিকে (فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ) অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের লাঠি নিয়েছে সে যেন তা তার কাছে ফেরত দেয়" এ উক্তিটুকু সমর্থন করছে।

তূরিবিশতী (রহঃ) বলেন : কেবল লাঠি দ্বারা উপমা উপস্থাপন করা হয়েছে। কেননা তা তুচ্ছ জিনিসের অন্তর্ভুক্ত যার কারণে মালিকের বড় ধরনের ক্ষতি সাধন হয় না। তথাপিও তা দ্বারা উপমা উপস্থাপন করার কারণ ঐ কথা বুঝিয়ে দেয়া যে, কারো কাছ থেকে ছোট বস্তু নেয়ার পর তা ফিরিয়ে দেয়া আবশ্যক হলে তার অপেক্ষা বড় বস্তু ফিরিয়ে দেয়ার আরও বেশি প্রাধান্য পাবে এবং তা আরও উল্লেখযোগ্য। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٩٤٩ـ[١٢] وَعَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهٖ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهٖ وَيَتَّبِعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهٗ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

২৯৪৯-[১২] সামুরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার মালামাল হুবহু কারো কাছে পায়, সে তার অধিক হাক্বদার। ক্রেতা তাকে ধরবে (অনুসরণ করবে), যে তার কাছে বিক্রি করেছে। (আহমাদ, আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[১৯১]

ব্যাখ্যা : (مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهٖ) তূরিবিশতী বলেন : এ থেকে উদ্দেশ্য হলো- সম্পদ হতে তা লুণ্ঠন করা হয়েছে অথবা চুরি হয়েছে অথবা নষ্ট হয়ে গেছে।

(مَنْ بَاعَهٗ) অর্থাৎ- তার থেকে মূল্য গ্রহণ করা হবে। খত্ত্বাবী বলেন : এটা ছিনতাই করা এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে যখন তার লুণ্ঠিত হওয়া সম্পদ অথবা চুরি হওয়া সম্পদ কোনো লোকের কাছে পাওয়া যাবে তখন সে তার অধিকারী হবে। যার কাছে মাল পাওয়া গেল সে যদি ঐ মাল কারো কাছ থেকে ক্রয় করে থাকে তবে বিক্রেতার নিকট থেকে ক্রেতা ঐ মালের মূল্য নিয়ে নিবে। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৫২৮)

---

[১৯০] **সহীহ :** তিরমিযী ২১৬০, আবূ দাউদ ৫০০৩।

[১৯১] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৩৫৩১, নাসায়ী ৪৬৮৫, আহমাদ ২০৪১০, য'ঈফ আল জামি' ৫৮৭০। কারণ এর সানাদে ক্বতাদাহ্ একজন মুদাল্লিস রাবী আর হাজ্জাজ বিন আরত্বত দুর্বল রাবী।

٢٩٥٠ ـ[١٣] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتّٰى تُؤَدِّيَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

২৯৫০-[১৩] উক্ত রাবী (সামুরাহ্ ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি যা বুঝে নিয়েছে সে তার জন্য দায়ী হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা সে প্রাপককে বুঝিয়ে দিবে।

(তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও ইবনু মাজাহ)[১৯২]

ব্যাখ্যা : (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ) অর্থাৎ- হাতের উপর আবশ্যক সে যা গ্রহণ করেছে তা ফেরত দেয়া। ত্বীবী বলেন, অর্থাৎ- হাত যা গ্রহণ করেছে তা হাতওয়ালার উপর যিম্মাদারী স্বরূপ। অধিকতার দিকে লক্ষ্য করে বিষয়টিকে হাতের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে, কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাত দ্বারাই সম্পদ লেন-দেন হয়ে থাকে।

(حَتّٰى تُؤَدِّيَ) অর্থাৎ- হাত যতক্ষণ পর্যন্ত সে সম্পদ তার মালিকের কাছে ফেরত না দিবে, সুতরাং ছিনতাইয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তির সম্পদ ব্যক্তিকে ফেরত দেয়া আবশ্যক, যদিও ব্যক্তি তার সম্পদ তার কাছ থেকে অনুসন্ধান না করে। আর আরিয়ার ক্ষেত্রে কোনো ফলদার বৃক্ষ নির্দিষ্ট সময় ফেরত দেয়া যখন তার নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে যায় যদিও তার মালিক তার কাছ থেকে তা অনুসন্ধান না করে। আর আমানাত রাখা সম্পদের ক্ষেত্রে একমাত্র ঐ সময় তা ফেরত দেয়া আবশ্যক হবে যখন মালিক তা অনুসন্ধান করবে। এ মত ইবনুল মালিক বর্ণনা করেন। ক্বারী বলেন : এটা একটি সুন্দর বিশ্লেষণ, অর্থাৎ- যে ব্যক্তি কারো সম্পদ ছিনতাই, আরিয়া আমানাত হিসেবে গ্রহণ করবে, ঐ ব্যক্তির তা ফেরত দেয়া আবশ্যক হয়ে যাবে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

নায়নুল আওত্বারের লেখক বলেন : ইবনু 'আব্বাস, আবূ হুরায়রাহ্, 'আত্বা, শাফি'ঈ, আহমাদ ও ইসহাক্ব বলেন, আর ফাতহ-এর ভাষ্যকার একে জুমহূরের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, ধারে নেয়া বস্তু যখন ধারগ্রহণকারীর হাতে ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন সে তার জন্য দায়ী থাকবে। তারা সামুরার উল্লেখিত হাদীস দ্বারা ও আল্লাহ তা'আলার অর্থাৎ- ﴿إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلٰى أَهْلِهَا﴾ "নিশ্চয় আল্লাহ আমানাতকে তার হাক্বদারের কাছে আদায় করে দিতে তোমাদেরকে নির্দেশ দেন"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৫৮) এ বাণীর মাধ্যমে দলীল উপস্থাপন করেন। আর এটা অজানা নয় যে, আমানাত রাখা বস্তু যখন আমানাতদারের হাতে ধ্বংস হয়ে যাবে তখন সে তার জন্য দায়ী হবে না। (নাবী ﷺ-এর সহাবী এবং অন্যান্যদের থেকে কতিপয় বিদ্বান বলেন, আরিয়া গ্রহণকারীর ওপর যিম্মাদারিত্ব আবশ্যক নয়, তবে মালিকের অনুমোদনহীন কাজে ব্যবহার করে থাকলে আলাদা কথা। এটা সাওরী ও কুফাবাসীর উক্তি, ইসহাক্বও এ মত পোষণ করেন।) তারা 'আম্‌র বিন শু'আয়ব-এর হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছে, তিনি তার পিতা হতে, তাঁর পিতা তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় নাবী ﷺ বলেন, (لَا ضَمَانَ عَلٰى مُؤْتَمَنٍ) অর্থাৎ- আমানাতদারের ওপর কোনো যিম্মাদারিত্ব নেই।

শাওকানী (রহঃ) বলেন : নিশ্চয় নাবী ﷺ-এর বর্ণিত উক্তিতে ঐ ব্যাপারে প্রমাণ আছে যে, যে ব্যক্তি কোনো বস্তুর ব্যাপারে আমানাত গ্রহণ করবে তার ওপর কোনো যিম্মাদারী নেই; যেমন সংরক্ষণকারী, আরিয়া

---

[১৯২] য'ঈফ : তিরমিযী ১২৬৬, আবূ দাঊদ ৩৫৬১, ইবনু মাজাহ ২৪০০, আহমাদ ২০০৮৬, দারিমী ২৬৩৮, ইরওয়া ১৫১৬, য'ঈফ আল জামি' ৩৭৩৭। কারণ এর সানাদে ক্বতাদাহ্ একজন মুদাল্লিস রাবী আর সামুরাহ্ ﷺ হতে হাসান বাসরী (রহঃ)-এর শ্রবণ প্রমাণিত না।

গ্রহণকারী, তবে সংরক্ষণকারীর কোনো যিম্মাদারী লাগবে না। এটা সকলের ঐকমত্যে বলা হয়েছে- তবে বস্তু সংরক্ষণের ব্যাপারে অবহেলা করার অপরাধ ঘটে থাকলে আলাদা কথা। অপরাধের কারণে তার যিম্মাদারিত্বের দিক হলো- অপরাধের কারণে ব্যক্তি খিয়ানাতকারীতে পরিণত হয়। আর নাবী ﷺ (وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ) অর্থাৎ- "সংরক্ষণকারী আত্মসাৎকারী না হলে তার ওপর যিম্মাদারিত্ব নেই"- এ উক্তির কারণে খিয়ানাতকারী যিম্মাদার, আর আত্মসাৎকারী খিয়ানাতকারী। এভাবে বস্তু সংরক্ষণকারী হতে যখন বস্তু সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি সৃষ্টি হবে তখন সে দায়ী থাকবে। কেননা এটা খিয়ানাতের একটি ধরণ। পক্ষান্তরে ধার নেয়ার ক্ষেত্রে হানাফী এবং মালিকীগণ ঐ দিকে গিয়েছেন যে, তা ধারগ্রহণকারীর ওপর দায়িত্ব বর্তাবে না, আর এটা ঐ সময় যখন ধারগ্রহণকারী হতে ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ না পাবে।

(তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ১২৬৬)

٢٩٥١ - [١٤] وَعَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ: أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ عَلٰى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِيْ بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلٰى أَهْلِهَا. رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

২৯৫১-[১৪] হারাম ইবনু সা'দ ইবনু মুহায়্যিসাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন বারা ইবনু 'আযিব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর একটি উট কারো বাগানে ঢুকে ক্ষয়-ক্ষতি করে দিল। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ ﷺ ফায়সালা করলেন, দিনে বাগান হিফাযাত করার দায়িত্ব বাগানের মালিকের, আর রাতে পশু যা ক্ষয়-ক্ষতি করবে তার জন্য দায়ী পশুর মালিক। (মালিক, আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[১৯৩]

ব্যাখ্যা : 'নিহায়াহ্' গ্রন্থে আছে (حَائِطًا) বলতে বাগান, যখন বাগানের উপর দেয়াল থাকে তখন তাকে (حَائِطًا) বলে। 'শারহুস্ সুন্নাহ্'তে আছে- বিদ্বানগণ ঐ দিকে গিয়েছেন যে, চতুস্পদ জন্তু অন্যের সম্পদ হতে দিনের বেলাতে যা ধ্বংস করবে তাতে চতুস্পদ জন্তুর মালিক দায়ী থাকবে না আর রাতে যা নষ্ট করবে তাতে পশুর মালিক দায়ী থাকবে। কেননা সাধারণ প্রথানুযায়ী বাগানের মালিকেরা তাদের বাগান দিনের বেলাতে সংরক্ষণ করে আর চতুস্পদ জন্তুর মালিকেরা রাতে তাদের পশু বেঁধে রাখে। সুতরাং যে অভ্যাসের বিপরীত করবে সে সংরক্ষণের নিয়ম হতে বেরিয়ে যাবে, এটা ঐ সময় যখন প্রাণীর সাথে প্রাণীর মালিক থাকবে না, আর প্রাণীর সাথে যখন তার মালিক থাকবে তখন প্রাণী যা ক্ষতি সাধন করবে তার দায় প্রাণীর মালিকের ওপর বর্তাবে, চাই মালিক তার ওপর আরোহণ করে থাকুক অথবা তাকে পরিচালনা করুক অথবা বেঁধে রাখুক অথবা প্রাণীটি দাঁড়িয়ে থাকুক এবং চাই প্রাণীটি তার হাত দ্বারা অথবা পা দ্বারা অথবা মুখ দ্বারা ক্ষতি সাধন করুক। এ মতের দিকে গিয়েছেন ইমাম মালিক ও শাফি'ঈ। আর আবূ হানীফার সাথীবর্গ ঐ দিকে গিয়েছেন যে, মালিক প্রাণীর সাথে না থাকলে মালিকের ওপর যিম্মাদারী নেই, রাতে হোক অথবা দিনে হোক। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৫৬৬; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٩٥٢ - [١٥] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الرِّجْلُ جُبَارٌ وَالنَّارُ جُبَارٌ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

২৯৫২-[১৫] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ বলেছেন : পা দণ্ডহীন এবং আগুন দণ্ডহীন। (আবূ দাউদ)[১৯৪]

---

[১৯৩] **মুরসাল সহীহ** : আবূ দাউদ ৩৫৭০, ইবনু মাজাহ ২৩৩২, সহীহাহ্ ২৩৮, ইরওয়া ১৫২৭, মালিক ১৫০৫, আহমাদ ২৩৬৯১।

[১৯৪] **য'ঈফ** : আবূ দাউদ ৪৫৯২, ইরওয়া ১৫২৬, য'ঈফ আল জামি' ৩১১৩। কারণ যুহরী হতে বর্ণনায় সুফ্ইয়ান বিন হুসায়ন একজন দুর্বল রাবী।

ব্যাখ্যা : (الرِّجْلُ جُبَارٌ) অর্থাৎ- চতুষ্পদ জন্তু পথে তার পা দ্বারা যা মাড়িয়ে থাকে, যাকে আঘাত করে তার কারণে কোনো দণ্ড নেই। ইবনুল মালিক বলেন : অর্থাৎ- প্রাণীর আরোহীকে যখন প্রাণী ফেলে দিবে অথবা প্রাণী তার পা দ্বারা যখন কোনো মানুষকে আঘাত করবে তখন তা দণ্ডহীন, আর যদি তাকে হাত দিয়ে (সামনের পা) আঘাত করে তাহলে তা দণ্ডনীয়। আর তা এ কারণে যে, আরোহী তার সামনের দিক নিয়ন্ত্রণ করতে ক্ষমতা রাখে, পেছনের দিক না। শাফি'ঈ বলেন : হাত এবং পা উভয়টি যিম্মাদারীর ক্ষেত্রে সমান। (النَّارُ جُبَارٌ) প্রয়োজনে ত্রুটি ছাড়াই আগুন জ্বালানোর কারণে বিনা শত্রুতায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যা জ্বালিয়ে দিয়েছে তার কারণে দণ্ড নেই। শারহুস্ সুন্নাহ্'তে আছে- কোনো ব্যক্তি যখন তার অধিকারের মাঝে আগুন জ্বালায়, অতঃপর বাতাস তাকে অন্যের সম্পদের দিকে এমনভাবে নিয়ে যায় যে, তাকে প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখে না, তা দণ্ডহীন। আর এটা ঐ সময় যখন বাতাস শান্ত থাকার সময় আগুন জ্বালানো হয়, অতঃপর বাতাস প্রবাহিত হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٩٥٣-[١٦] وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২৯৫৩-[১৬] হাসান বাস্রী (রহঃ) সামুরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। নাবী ﷺ বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যখন কোনো পশুপালের কাছে (ক্ষুধার্ত অবস্থায়) পৌছে; তখন সেখানে যদি তাদের মালিক থাকে, তবে সে যেন তার নিকট হতে অনুমতি নেয়। আর যদি সেখানে মালিক না থাকে, সেক্ষেত্রে সে যেন তিনবার শব্দ করে। যদি কেউ তাতে সাড়া দেয়, তবে তার নিকট হতে যেন অনুমতি নেয়। আর যদি কেউ সাড়া না দেয়, সেক্ষেত্রে সে দুধ দোহন করে পান করবে, আর সাথে করে যেন নিয়ে না যায়। (আবূ দাউদ)[১৯৫]

ব্যাখ্যা : খত্ত্বাবী বলেন : এ অনুমতি ঐ দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে খাদ্য পায় না। এমতাবস্থায় সে নিজের ব্যাপারে ধ্বংসের আশংকা করে, সুতরাং যখন এরূপ হবে তখন তার জন্য এরূপ কাজ করা বৈধ হবে। কতক হাদীসবিশারদ ঐ দিকে গিয়েছেন, এটা এমন বিষয় যে, নাবী ﷺ তাকে এর মালিক করে দিয়েছেন। সুতরাং তা তার জন্য বৈধ। এতে তার জন্য মূল্য আবশ্যক হবে না। অধিকাংশ ফিক্বহবিদগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, তার জন্য মূল্য আবশ্যক। যখন মূল্য পরিশোধ করতে সক্ষম হবে তখন তা মালিককে প্রদান করবে। কেননা নাবী ﷺ বলেন, (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِه) কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ তার সন্তুষ্টি ছাড়া বৈধ হবে না।

হাফিয শামসুদ্দীন ইবনুল ক্বইয়িম (রহঃ) বলেন : বায়হাক্বী ইয়াযীদ বিন হারূন-এর হাদীস হতে বর্ণনা করেন, তিনি সা'ঈদ আল জারীরী থেকে, তিনি আবূ নাযরাহ্ হতে, তিনি আবূ সা'ঈদ আল খুদরী হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, নাবী ﷺ বলেন :

فَلْيَحْلُبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلَنَّ وَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى حَائِطٍ فَلْيُنَادِ ثَلَاثًا يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَحْمِلَنَّ وَهٰذَا الْإِسْنَادُ عَلٰى شَرْطِ مُسْلِمٍ.........

---

[১৯৫] **সহীহ** : আবূ দাউদ ২৬১৯, তিরমিযী ১২৯৬, ইরওয়া ২৫২১, সহীহ আল জামি' ২৬৫।

অর্থাৎ- তোমাদের কেউ যখন রাখালের কাছে আসবে তখন সে যেন আহ্বান করে, হে উটের রাখাল! তিনবার, অতঃপর রাখাল যদি তার ডাকে সাড়া দেয়, তাহলে তাকে যা বলার বলবে আর যদি সাড়া না দেয় তাহলে সে যেন উটের দুধ দোহন করে এবং পান করে, সঙ্গে যেন বহন না করে। আর তোমাদের কেউ যখন কোনো বাগানের কাছে আসবে তখন সে যেন আহ্বান করে, তিনবার- হে বাগানের মালিক! অতঃপর বাগানের মালিক যদি তার ডাকে সাড়া দেয় তাহলে তাকে যা বলার তা তাকে বলবে আর সাড়া না দিলে খাবে। এমতাবস্থায় সঙ্গে নিয়ে যাবে না। এ সূত্রটি মুসলিম-এর শর্তে। এর সানাদে সা'ঈদ আল জারীরী একক হওয়ার কারণে কেবল বায়হাক্বী একে ত্রুটিযুক্ত সাব্যস্ত করেছেন, আর তার শেষ বয়সে ব্রেইনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, আর তার থেকে ইয়াযীদ বিন হারূন-এর শ্রবণ শেষ বয়সে। আর সামুরার হাদীসকে ত্রুটিযুক্ত সাব্যস্ত করেছেন সামুরাহ্ হতে হাসান-এর হাদীস শ্রবণে মতানৈক্যের কারণে। রাবীদ্বয়ের বিশুদ্ধতার পর এ দু'টি ত্রুটি হাদীসদ্বয়কে হাসান-এর স্তর হতে বের করে দিতে পারবে না। জুমহূরের নিকট হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রে যে হাসানের মাধ্যমে দলীল গ্রহণ করা হয়। ইমাম আহমাদ-এর দু' মতের মধ্যে এক মতানুযায়ী এ হাদীসদ্বয়ের উপর 'আমাল করার কথা বলেছেন।

ইমাম শাফি'ঈ বলেন : নিঃসন্দেহে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি বাগানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে সে যেন খায় এবং সাথে যেন নিয়ে না যায়। এ ক্ষেত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, যদি আমাদের কাছে তা প্রমাণিত হয়, তাহলে তার বিরোধিতা করব না। কুরআন এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, অনুমতি ছাড়া কারো সম্পদ ভক্ষণ করা বৈধ না। আর যে হাদীসটির দিকে ইমাম শাফি'ঈ ইঙ্গিত করেছেন তা হলো, ইমাম তিরমিযী ইয়াহ্ইয়া বিন সুলায়ম হতে বর্ণনা করেন, তিনি 'উবায়দুল্লাহ বিন 'উমার হতে, তিনি নাফি' হতে, তিনি 'আবদুল্লাহ বিন 'উমার হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, নাবী ﷺ বলেন : (مَنْ دَخَلَ حَائِطًا لِيَأْكُلْ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً) অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি বাগানে প্রবেশ করবে সে যেন খায় এবং সাথে যেন নিয়ে না যায়।" এ হাদীসটি গরীব, এ হাদীসটি আমি ইয়াহ্ইয়া বিন সুলায়ম-এর সানাদ ছাড়া অন্য কারো সানাদে জানি না। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২২৫৪)

ইয়াহ্ইয়া বিন সুলায়ম বলেন, কুতায়বাহ্ আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, তিনি বলেন, লায়স আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, তিনি ইবনু আযলান হতে, তিনি 'আম্‌র বিন শু'আয়ব হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় নাবী ﷺ-কে ঝুলন্ত ফল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো, জওয়াবে তিনি (ﷺ) বললেন, অর্থাৎ- যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে তা থেকে কিছু খায় এবং সাথে না নিয়ে যায়, তার ওপর কোনো অভিযোগ নেই। (তিরমিযী হাঃ ১২৮৯ : হাসান)

অতঃপর তিনি বলেছেন, এটি একটি হাসান হাদীস, এ হাদীসগুলো গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বিদ্বানগণ মতানৈক্য করেছেন।

একদল ঐ দিকে গিয়েছেন যে, এগুলোর হুকুম কার্যকর, প্রয়োজন এবং প্রয়োজন ছাড়া ফল খাওয়া এবং দুধ পান করা বৈধ হবে এবং এতে তার ওপর যিম্মাদারিত্ব থাকবে না, এটা ইমাম আহমাদ-এর প্রসিদ্ধ মত। একদল বলেন, এ হতে কোনো কিছুই তার জন্য বৈধ নয়, তবে প্রয়োজনে খেতে ও পান করতে পারবে কিন্তু তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। এটা মালিক, শাফি'ঈ ও আবূ হানীফাহ্ হতে বর্ণিত, এ মতের স্বপক্ষে তারা অনেক দলীল উপস্থাপন করেছেন সেগুলোর একটি হলো- মহান আল্লাহর বাণী : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ অর্থাৎ- "হে মু'মিনগণ! যারা ঈমান এনেছো তোমরা অন্যায়ভাবে তোমাদের পরস্পরের মাঝে তোমাদের সম্পদসমূহ খেয়ে ফেলো না, তবে

তোমাদের সন্তুষ্টচিত্তে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে”– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ২৯)। আর উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে পারস্পরিক সন্তুষ্টি অনুপস্থিত।

দ্বিতীয় : বাগান এবং চতুস্পদ জন্তু যদি কোনো ইয়াতীমের হয়ে থাকে, আর কোনো ব্যক্তি যদি তাথেকে খায়, তাহলে সে অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করল। সুতরাং সে শাস্তিযোগ্য বলে গণ্য হবে।

তৃতীয় : ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাদের বিশুদ্ধ কিতাবদ্বয়ে আবূ বাক্রাহ্ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় নাবী ﷺ বিদায় হাজ্জে তাঁর ভাষণে বলেছেন : (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا) অর্থাৎ- নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সম্মান তোমাদের ওপর হারাম তোমাদের এ মাসে, তোমাদের এ শহরে, তোমাদের এ দিনের হারামের মতো এবং সহীহ মুসলিমে জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। (শারহু মুসলিম- ইমাম নাবাবী, হাঃ ১৪৫-[১২১৭])

চতুর্থ : যা সহীহাতে আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নিশ্চয় নাবী ﷺ বলেন : (كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ) অর্থাৎ- প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও তার সম্মান অপর মুসলিমের ওপর হারাম। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬০৪২)

পঞ্চম : বায়হাক্বী বিশুদ্ধ সানাদে ইবনু ‘আব্বাস থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় নাবী ﷺ বিদায় হাজ্জে ভাষণ দিলেন- আর তাতে আছে : «ولا يحل لامرىء مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ عَنْ طِيب نَفْسٍ» অর্থাৎ- কোনো ব্যক্তির জন্য তার ভাইয়ের সম্পদ হতে কিছুই বৈধ হবে না, তিনি তাকে সন্তুষ্টচিত্তে যা দান করবেন তা ছাড়া।

ষষ্ঠ : মুসলিম যা তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, ‘আবদুল্লাহ বিন ‘উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, যা তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় নাবী ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন, (لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُؤْتَى مَشْرَبَتَهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ) অর্থাৎ- তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া তার ভাইয়ের চতুস্পদ জন্তুর দুধ দোহন না করে, তোমাদের কেউ কি তার পানপাত্রে এসে, অতঃপর তার সংরক্ষণাগারের দরজা ভেঙ্গে ফেলাকে পছন্দ করে?... আল হাদীস।

সপ্তম : নিশ্চয় এটা মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ, সুতরাং তা তার সমস্ত সম্পদের মতো হারাম।

পূর্ববর্তীরা বলেন, তোমরা যা উল্লেখ করেছ তাতে এমন কিছু নেই যা বৈধতার হাদীসগুলোর বিরোধিতা করবে, তবে একমাত্র ইবনু ‘উমার-এর হাদীস যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে সামুরার হাদীসের বিরোধী। তবে এদের মাঝে সমন্বয় সাধনের সুযোগ আছে। আর মহান আল্লাহর ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ২৯) এ বাণী বিরোধের স্থানকে শামিল করছে না, কেননা এটা শারী‘আত প্রণেতার বৈধতার মাধ্যমে খাওয়া। সুতরাং কিভাবে অবৈধ হবে? আর এটা কোনো বিষয়ে ‘আম্‌কে খাসকরণের বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত না, বরং এ ধরণটি আয়াতের মাঝে প্রবেশ করেনি। যেমনিভাবে আয়াতের মাঝে সন্তানের সম্পদ পিতার খাওয়া নিষেধ করেনি। অধিকন্তু আল্লাহর এ বাণী কেবল অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণের উপর প্রমাণ বহন করছে, যে সম্পদ ভক্ষণের ব্যাপারে শারী‘আত প্রণেতা ও সম্পদের মালিক অনুমতি দেয়নি। সুতরাং যখন শারী‘আত অনুমতি অথবা মালিকের তরফ হতে অনুমতি পাওয়া যাবে তখন বাতিল হবে না। আর জ্ঞাতব্য যে, শারী‘আতের অনুমতি সম্পদের মালিকের অনুমতি অপেক্ষা শক্তিশালী। সুতরাং যে সম্পদে মালিক অনুমতি দিবে সে সম্পদ অপেক্ষা ঐ সম্পদ অধিক হালাল হবে যে সম্পদে শারী‘আত অনুমতি দিবে।

আর এ কারণেই গনীমাতের সম্পদ সর্বাধিক হালাল ও উত্তম, উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত এবং পিতার দিকে সম্বন্ধ করে সন্তানের সম্পদ সর্বাধিক উত্তম সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬১৬)

٢٩٥٤-[١٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

২৯৫৪-[১৭] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো বাগানে ঢুকে সে যেন তা হতে খায়, তবে যেন কাপড় ভর্তি করে কিছু না নিয়ে যায়। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ; কিন্তু ইমাম তিরমিযী [রহঃ] বলেন, হাদীসটি গরীব)[১৯৬]

ব্যাখ্যা : আবূ 'ঈসা (তিরমিযী) বলেন : ইবনু 'উমার-এর হাদীস গরীব হাদীস। এ সানাদ ছাড়া অন্য কোনো সানাদে হাদীসটি আমি জানতে পারিনি। কতিপয় বিদ্বান মালিকের অনুমতি ছাড়াই মুসাফির ব্যক্তিকে ফল খাওয়ার ব্যাপারে অবকাশ দিয়েছেন, আর কতিপয় মূল্য ছাড়া তা খাওয়াকে অপছন্দ করেছেন।

ইমাম নাবাবী শারহুল মুহাযযাবে বলেন : যে ব্যক্তি বাগান, শস্য ক্ষেত অথবা চতুষ্পদ জন্তুর পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে এমন ব্যক্তির মাসআলার ক্ষেত্রে বিদ্বানগণ মতানৈক্য করেছেন। জুমহূর বলেন, ব্যক্তির তা হতে গ্রহণ করা বৈধ হবে না, তবে একান্ত প্রয়োজনাবস্থায় ব্যক্তি তা হতে গ্রহণ করবে এবং জরিমানা দিবে, এটা শাফি'ঈ এবং জুমহূরের মত।

কতিপয় সালাফ বলেন, তার জন্য কিছুই আবশ্যক হবে না। আহমাদ বলেন, যখন বাগানের উপর কোনো দেয়াল থাকবে না, তখন বাগানোর টাটকা ফল খাওয়া তার জন্য বৈধ হবে। ইমাম আহমাদ-এর দু'টি বর্ণনার মাঝে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে বিনা প্রয়োজনেও তা বৈধ। অন্যমতে যখন সে তার মুখাপেক্ষী হবে তখন বাগানের দেয়াল থাক আর না থাক কোনো অবস্থাতে তার ওপর জরিমানা বর্তাবে না। শাফি'ঈ মতটিকে তার সাথে সম্পর্কিত করেছেন হাদীসের বিশুদ্ধতার উপরে। বায়হাক্বী বলেন, ইবনু 'উমার-এর হাদীস মারফূ'।

(حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً) অর্থাৎ- যখন তোমাদের কেউ কোনো বাগানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে, তখন সে যেন ঐ বাগান হতে খায় এবং কাপড়ে যেন না নেয়। তিরমিযী একে সংকলন করেছেন এবং একে গরীব বলেছেন। এমনিভাবে ফাতহুল বারীতে আছে, তুহফাতুল আহওয়াযীর ভাষ্যকার বলেন : আমি বলব, বায়হাক্বী এ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। অতঃপর বলেছেন, হাদীসটি বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হয়নি এবং বিভিন্ন সানাদে এটি দুর্বল সাব্যস্ত হয়েছে। হাফিয বলেন, সঠিক কথা হলো- এ সানাদগুলো মিলে সহীহ-এর স্থল হতে নীচে আসবে না। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১২৮৭)

٢٩٥٥-[١٨] وَعَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعَهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ: أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: «بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

২৯৫৫-[১৮] উমাইয়্যাহ্ ইবনু সফ্ওয়ান (রহঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হুনায়ন যুদ্ধের দিনে নাবী (ﷺ) তাঁর লৌহবর্মসমূহ ধারে নিলেন। তখন সফ্ওয়ান বললেন, হে মুহাম্মাদ! জোর-জবরদস্তি করে নিলে? তিনি (ﷺ) বললেন, না; বরং ধারে নিলাম, ফেরত দেয়া হবে। (আবূ দাঊদ)[১৯৭]

---

[১৯৬] সহীহ : আবূ দাঊদ ২৩০১, তিরমিযী ১২৮৭, ইরওয়া ২৫১৭।

[১৯৭] সহীহ : আবূ দাঊদ ৩৫৬২, আহমাদ ১৫৩০২, সহীহাহ্ ৬৩১।

ব্যাখ্যা : (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعَهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ) ইবনুল মালিক বলেন : বর্মের মালিক কাফির ছিল। অর্থাৎ- সফ্ওয়ান পরবর্তীতে হুনায়ন যুদ্ধের পর ইসলাম গ্রহণ করে। দিনের হুকুম-আহকাম জানতে, কুরআন ও হাদীস শ্রবণ করতে আল্লাহর রসূলের অনুমতি নিয়ে মাদীনাতে প্রবেশ করেছিল এ শর্তে যে, ইসলাম ধর্ম যদি পছন্দ হয় তাহলে ইসলাম গ্রহণ করবে, অন্যথায় মুসলিমদের তরফ থেকে কোনো কষ্টের সম্মুখীন না হয়ে নিজের দেশে ফিরে যাবে। অতঃপর সে ধারণা করল যে, নাবী ﷺ বর্ম নিচ্ছে, এমতাবস্থায় তা ফেরত দিবে না। তাই সে বলল, হে মুহাম্মাদ! এটা কি জবরদস্তি স্বরূপ?

(فَقَالَ : أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ؟) বলা হয়েছে, এ আহ্বান মু'মিন হতে প্রকাশ পেতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন : ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ অর্থাৎ- "রসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের মাঝে কতককে তোমাদের কতকের আহ্বানের মতো মনে করো না"– (সূরাহ্ আন্ নূর ২৪ : ৬৩)। আর ত্বীবী رحمه الله আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'আলার বাণী হতে যা উল্লেখ করেন তা হলো- ﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ﴾ অর্থাৎ- "তোমাদের কর্তৃক কতকের কাছে কথা প্রকাশ করার মতো তাঁর কাছে (উচ্চৈঃস্বরে) কথা প্রকাশ করো না"– (সূরাহ্ আল হুজুরাত ৪৯ : ২)। এটা স্থানের প্রতিকূল, উদ্দেশের অনুপযোগী। তূরিবিশতী বলেন : নিশ্চয় সেদিন সে মুশরিক ছিল, তার অন্তরের মিলনস্থলে জাহিলী গোড়ামী গ্রাস করেছিল।

(مَضْمُونَةٌ) অর্থাৎ- ফেরতযোগ্য, অর্থাৎ- নিশ্চয় আমি তা ধার নিচ্ছি এবং তা ফেরত দিব, অতঃপর ফেরত দেয়ার অর্থটি জোরদার করার জন্য যিম্মাদারী শব্দ প্রয়োগ করেছেন। কি করে আমি তা ফেরত দিব না, যা আমার যিম্মায় রয়েছে।

ত্বীবী (রহঃ) এভাবে এর বিশ্লেষণ করেছেন। ইবনুল মালিক বলেন : (مَضْمُونَةٌ)-এর ব্যাখ্যা হলো ফেরত দেয়াটা তার যিম্মায়, অর্থাৎ- মালিকের কাছে খাদ্য রসদ ফেরত দেয়া আরিয়া গ্রহণকারীর ওপর আবশ্যক হবে। এতে 'আরিয়ার বিদ্যমানতার সময় হুবহু তা ফেরত দেয়া আবশ্যক হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করেছে।%%%%%%%%%

ক্বাযী বলেন : এ হাদীসটি ঐ ব্যাপারে দলীল স্বরূপ যে, 'আরিয়াহ্ গ্রহণকারীর ওপর 'আরিয়াহ্ যিম্মাদারী স্বরূপ। সুতরাং তার হাতে যদি তা ধ্বংস হয়ে যায় অবশ্যই তাকে যিম্মাদারী বহন করতে হবে– এ ব্যাপারে মত পেশ করেছেন ইবনু 'আব্বাস। আর আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه এ দিকেই গিয়েছেন। অতঃপর 'আত্বা, শাফি'ঈ ও আহমাদ। আর শুরাইহ, হাসান, নাখ'ঈ, আবূ হানীফাহ্ এবং সাওরী গিয়েছেন ঐদিকে, যে আরিয়া ব্যক্তির হাতে আমানাত স্বরূপ, বাড়াবাড়ী না করলে যিম্মাদারিত্ব বহন করতে হবে না।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٩٥٦ـ[١٩] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

২৯৫৬-[১৯] আবূ উমামাহ্ আল বাহিলী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ঋণের জিনিস ফেরত দিতে হবে। উপকারের স্বার্থে প্রাপ্ত জিনিস ফেরত দিতে হবে (অর্থাৎ- তিনি ঋণী)। ঋণ শোধ করতে হবে এবং জামিনদারকে দণ্ড দিতে হবে। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[১৯৮]

---

[১৯৮] সহীহ : তিরমিযী ১২৬৫, ইবনু মাজাহ ২৩৯৮, আবূ দাউদ ৩৫৬৫, আহমাদ ২২২৯৪, ইরওয়া ১৪১২, সহীহাহ্ ৬১০, সহীহ আল জামি' ৪১১৬।

ব্যাখ্যা : (الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ) তূরিবিশতী বলেন : অর্থাৎ- 'আরিয়াহ্ (ধারে নেয়া বস্তু) তার মালিকের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে হবে। ব্যাখ্যাকারগণ যিম্মাদারিত্বের ক্ষেত্রে তাদের মতানৈক্য অনুযায়ী এর ব্যাখ্যাকরণেও তারা মতানৈক্য করেছেন। যারা 'আরিয়াহ্-এর বস্তু ধারগ্রহণকারী তার যিম্মাদার তারা বলেন, বস্তু বিদ্যমান থাকলে হুবহু তা আদায় করবে, আর বিনষ্ট হয়ে গেলে মূল্য আদায় করবে। যে এর বিপরীত মনে করে তার কাছে আদায় করার উপকারিতা হলো মালিকের নিকট সামগ্রী ফিরিয়ে দেয়ার ব্যয়ভার 'আরিয়াহ্ গ্রহণকারীর ওপর আবশ্যক করে দেয়া।

(الْمِنْحَةُ) 'মিন্‌হাহ্' অর্থাৎ- ব্যক্তি তার সাথীকে যা দান করে, অর্থাৎ- দুধ পান করার জন্য দুগ্ধবর্তী প্রাণী হতে অথবা ফল খাওয়ার জন্য বৃক্ষ হতে অথবা ফসল ফলানোর জন্য জমিন হতে তাকে যা দান করে। (مَرْدُودَةٌ) 'মারদূদাহ্' দ্বারা উপকার লাভের মালিক হয়, বস্তুর মালিক হয় না, তাই তা ফেরত দিতে হবে। (غَارِمٌ) 'আ-রিম' অর্থাৎ- সে যার যিম্মাদারী গ্রহণ করেছে তা তার নিজের ওপর আবশ্যক করে নিয়েছে। অর্থাৎ- যিম্মাদার যে ঋণের যিম্মাদারী গ্রহণ করেছে তা আদায় করা তার জন্য আবশ্যক।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২১২০; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٩٥٧ - [٢٠] وَعَنْ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا أَرْمِي نَخْلَ الْأَنْصَارِ فَأُتِيَ بِي النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «يَا غُلَامُ لِمَ تَرْمِي النَّخْلَ؟» قُلْتُ: آكُلُ قَالَ: «فَلَا تَرْمِ وَكُلْ مِمَّا سَقَطَ فِي أَسْفَلِهَا» ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «اللّٰهُمَّ أَشْبِعْ بَطْنَهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فِي «بَابِ اللُّقَطَةِ» إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى

২৯৫৭-[২০] রাফি' ইবনু 'আম্‌র আল গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বাচ্চা ছিলাম। আনসারদের খেজুর গাছে ঢিল ছুঁড়তাম। একবার আমাকে নাবী (ﷺ)-এর নিকট ধরে আনা হলো। তিনি (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, হে বাচ্চা! তুমি কেন খেজুর গাছে ঢিল ছোঁড়? আমি বললাম, খেতে। তিনি (ﷺ) বললেন, ঢিল ছুঁড়ো না, গাছের নীচে যা পড়ে থাকে তা খেয়ো। (রাবী বলেন) অতঃপর তিনি (ﷺ) তার মাথার উপর হাত বুলিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তার পেটকে ভরে দাও।

(তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[১৯৯]

অচিরেই আমরা তা 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব-এর হাদীস "কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু" অধ্যায়ে উল্লেখ করব ইন্‌শা-আল্ল-হ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে প্রমাণ রয়েছে, লেখক (রহঃ) যা দিয়ে অধ্যায় বেঁধেছেন তার। অধ্যায়টি হলো- (بَاب مَنْ قَالَ إِنَّهُ يَأْكُلُ مِمَّا سَقَطَ) অর্থাৎ- "নিশ্চয় বৃক্ষ হতে নীচে যা পড়ে তা সে খাবে"।

('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬১৯)

(وَكُلْ مِمَّا سَقَطَ فِي أَسْفَلِهَا) অর্থাৎ- নীচে যা পতিত হয় তা হতে খাও। কেননা সাধারণ নিয়ম এই যে, অধিকাংশ সময় আহরকের জন্য পতিত জিনিসের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করা হয়। বিশেষ করে ফলের প্রতি ঝোঁকপ্রবণ শিশুদের ক্ষেত্রে। মুযহির বলেন : নিরুপায় ব্যক্তির ক্ষেত্রে আল্লাহর রসূল (ﷺ) তার জন্য পতিত খেজুর খাওয়া বৈধ করেছিলেন, অন্যথায় পতিত বস্তু খাওয়াও তার জন্য বৈধ হবে না। কেননা তা অন্যের সম্পদ, অনুমতি ব্যতীত তা অন্যের জন্য বৈধ নয়, যেমন গাছে থাকা খেজুর অন্যের জন্য অবৈধ।

---

[১৯৯] য'ঈফ : আবূ দাউদ ২৬২২, তিরমিযী ১২৮৮, ইবনু মাজাহ ২২৯৯, আহমাদ ২০৩৪৩।

ত্বীবী (রহঃ) বলেন : ছোট ছেলেটি যদি নিরুপায় হত তাহলে জমিনের উপর কিছু না থাকলে তার জন্য বৃক্ষ হতে ঢিল ছুঁড়ে আহরণ করা খেজুর খাওয়া বৈধ করতেন।

(ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهٗ فَقَالَ: «اللّٰهُمَّ أَشْبِعْ بَطْنَهٗ) একমতে বলা হয়েছে, এটা ঐ কথার উপর প্রমাণ বহন করছে যে, ছোট ছেলেটি নিরুপায় ছিল না। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٩٥٨ ـ[٢١] عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهٖ خُسِفَ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلٰى سَبْعِ أَرْضِيْنَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৯৫৮-[২১] সালিম (রহঃ) তাঁর পিতা ['আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা)] হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে অন্যায়ভাবে কারো কিছু জমিন নিয়েছে, ক্বিয়ামাতের দিন তাকে সাত তবক জমিন পর্যন্ত ধসিয়ে দেয়া হবে। (বুখারী)[২০০]

ব্যাখ্যা : (يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلٰى سَبْعِ أَرْضِيْنَ) এতে ঘোষণা রয়েছে যে, পরকালেও জমিন সাতটি থাকবে। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

হাদীস হতে আরও বুঝা যায়, অন্যায়ভাবে কারো জমিন দখল করা কাবীরাহ্ গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। এ পাপের কারণে পাপী ব্যক্তিকে ক্বিয়ামাতের দিন জমিনে ধসিয়ে দেয়া হবে।

٢٩٥٩ ـ[٢٢] وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا الْمَحْشَرَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

২৯৫৯-[২] ইয়া'লা ইবনু মুর্রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো কোনো জমিন নিয়ে নিয়েছে, তাকে তার মাটি হাশ্রের মাঠে নিতে বাধ্য করা হবে। (আহমাদ)[২০১]

ব্যাখ্যা : ইবনুল মালিক বলেন : এটা বলা যাবে না যে, ক্বিয়ামাতের দিন দায়িত্ব অর্পণের সময় নয়, কেননা আমরা বলব, এ থেকে উদ্দেশ্য হলো- কষ্টের জন্য অক্ষম করা, কষ্ট প্রদান, প্রতিদানের জন্য। পরীক্ষার জন্য কষ্ট প্রদান নয়, আর এরই অন্তর্ভুক্ত হলো- ছবি অংকনকারীরা যা ছবি অংকন করেছে তাতে আত্মা ফুঁকে দেয়ার জন্য ক্বিয়ামাতের দিন বাধ্য করা।

ত্ববারানী এবং যিয়া (রহঃ) হাকাম বিন হারিস (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন এবং তার শব্দ, (مَنْ أَخَذَ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا جَاءَ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهٗ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ) অর্থাৎ- যে ব্যক্তি মুসলিম ব্যক্তির কোনো পথ গ্রাস করবে, ক্বিয়ামাতের দিন সে তা নিয়ে আসবে, সাত জমিনসহ সে তা বহন করবে। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

[২০০] **সহীহ** : বুখারী ২৪৫৪, সহীহ আল জামি' ৫৯৮৩।

[২০১] **হাসান** : আহমাদ ১৭৫৫৮, সহীহাহ্ ২৪২, সহীহ আত্ তারগীব ১৮৬৮।

٢٩٦٠ - [٢٣] وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ كَلَّفَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتّٰى يَبْلُغَ اٰخِرَ سَبْعِ أَرَضِينَ ثُمَّ يُطَوَّقَهُ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

২৯৬০-[২৩] উক্ত রাবী [ইয়া'লা ইবনু মুররাহ্ রাদিয়াল্লাহু আন্হু] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে কেউ অন্যায়ভাবে কারো এক বিঘত জমি নিয়ে নেয়, আল্লাহ তাকে তার জমিনের সাত তবকের শেষ পর্যন্ত খুঁড়তে বাধ্য করবেন। অতঃপর তার গলায় তা শিকলরূপে পরিয়ে দেয়া হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের (হাশ্রের) বিচার শেষ করা হয়। (আহমাদ)[২০২]

ব্যাখ্যা : (إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) খুড়তে নির্দেশ করা হবে ক্বব্রে যা শেষ হবে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত।

(حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ) উল্লেখিত অংশে অবিরাম শাস্তি ও শাস্তি হতে মুক্তি না পাওয়ার ব্যাপারে ইঙ্গিত রয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(١٢) بَابُ الشُّفْعَةِ

অধ্যায়-১২ : শুফ্‘আহ্

শুফ্‘আহ্ হলো ব্যক্তির মালিকানার মধ্যে সংযুক্ত একটি মালিকানার নাম। এটা মূলত ‘আরবদের উক্তি- (كَانَ وِتْرًا فَشَفَعْتُهُ بِاٰخَرَ) অর্থাৎ- “সে বেজোড় ছিল, অতঃপর অন্যের মাধ্যমে তাকে জোড়ে পরিণত করেছি। আমি তার জোড়া নির্ধারণ করেছি।” এ থেকে গৃহীত। অর্থাৎ- অংশীদার হওয়ার কারণে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রি হওয়ার সময় তা ক্রয়ের অগ্রাধিকার লাভ। শা‘বী (রহঃ)-এর মতে,

مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ حَاضِرٌ فَلَمْ يَطْلُبْ ذٰلِكَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ. অর্থাৎ- যার শুফ্‘আহ্ বিক্রি করা হবে, এমতাবস্থায় সে উপস্থিত থেকে তা দাবী না করলে তার কোনো শুফ্‘আহ্ নেই। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٩٦١ - [١] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِيْ كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৯৬১-[১] জাবির রাদিয়াল্লাহু আন্হু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম শুফ্‘আহ্-এর বিষয়ে ফায়সালা করেছেন সেসব (স্থাবর) সম্পত্তিতে, যা ভাগ-বণ্টন করা হয়নি। যখন সীমানা নির্ধারিত হয় ও পথ পৃথক করা হয়, তখন শুফ্‘আহ্ নেই। (বুখারী)[২০৩]

---

[২০২] সহীহ : আহমাদ ১৭৫৭১, সহীহাহ্ ২৪০, সহীহ আল জামি‘ ২৭২২, সহীহ আত্ তারগীব ১৮৬৮।

[২০৩] সহীহ : বুখারী ২২১৩, আবূ দাউদ ৩৫১৪, তিরমিযী ১৩৭০, ইবনু মাজাহ ১৪৯৯, আহমাদ ১৪১৫৭, সহীহ আল জামি‘ ৮৩৮।

ব্যাখ্যা : (فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ) যখন বণ্টনের মাধ্যমে সীমানা নির্ধারিত হয়। ইবনুল মালিক বলেন : অর্থাৎ যখন নির্দিষ্ট করা হয় এবং বণ্টনের ফলে আইল বা খুঁটি দ্বারা তা প্রকাশ করা হয়।

(وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ) রাস্তা পৃথক করা হয়। ইবনুল মালিক বলেন : অর্থাৎ একত্র অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে তা পৃথকভাবে প্রকাশ পায়। (ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২২৫৭)

٢٩٦٢ ـ[٢] وَعَنْهُ قَالَ: قَضٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِيْ كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ: «لَا يَحِلُّ لَهٗ أَنْ يَبِيْعَ حَتّٰى يُؤْذِنَ شَرِيْكَهٗ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهٖ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৯৬২-[২] উক্ত রাবী [জাবির রাঃ] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক এমন অংশীদারী সম্পত্তিতে শুফ্‘আহ্’র অধিকার দিয়েছেন, যা ভাগ-বণ্টন করা হয়নি। যদি তা ঘর-বাড়ি বা বাগান হয়। তার পক্ষে তা বিক্রি করা জায়িয নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অংশীদারকে অবহিত করে। অংশীদার স্বীয় ইচ্ছায় গ্রহণ করবে, আর ইচ্ছা না করলে ছেড়ে দেবে। যখন এ সংবাদ না দিয়ে বিক্রি করবে, শুফ্‘আহ্-ই তার হাক্বদার হবে। (মুসলিম)[২০৪]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি, “যে ব্যক্তির বাড়ী-ভিটা অথবা খেজুর বৃক্ষের ক্ষেত্রে অংশীদার থাকবে ঐ ব্যক্তির জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত তা বিক্রয় করা বৈধ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত বিক্রয়ের বিষয়টি তার অংশীদারকে না জানানো হবে, অতঃপর অংশীদার যদি পছন্দ করে তাহলে তা গ্রহণ করবে আর অপছন্দ করলে তা ছেড়ে দিবে।”

অন্য বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রসূল ﷺ বণ্টন করা হয়নি এমন প্রত্যেক অংশীদার পূর্ণ জিনিসে শুফ্‘আর ফায়সালা দিয়েছেন, অর্থাৎ- বাড়ী-ভিটা অথবা বাগান অংশীদারকে না জানিয়ে বিক্রয় করা বৈধ হবে না। অতঃপর অংশীদার যদি তা গ্রহণ করতে চায় তাহলে সে গ্রহণ করবে আর যদি ছেড়ে দিতে চায়। তাহলে ছেড়ে দিবে, অতঃপর ব্যক্তি যখন তা বিক্রি করে দিবে। অংশীদারকে যদি না জানিয়ে তা বিক্রয় করা হয় তাহলে বিক্রয়ের পর অংশীদার তার বেশি হাক্বদার।

অন্য বর্ণনায় আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : জমি অথবা বাড়ী-ভিটা অথবা বাগানের ক্ষেত্রে প্রতিটি অংশীদারিত্ব বস্তুতে শুফ্‘আহ্ আছে, ব্যক্তির জন্য তা বিক্রয় করা ততক্ষণ পর্যন্ত ঠিক হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত বিক্রয়ের বিষয়টি তার অংশীদারের কাছে উপস্থাপন না করা হবে। অতঃপর অংশীদার তা গ্রহণ করবে অথবা বর্জন করবে, অতঃপর ব্যক্তি যদি বিক্রয়ের বিষয়ে উপস্থাপন করতে অস্বীকার করে তাহলে বিক্রয়ের পর অংশীদার তার বেশি হাক্বদার যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে না জানানো হবে। যা বিক্রি করা হয়নি এমন ভূসম্পত্তির ক্ষেত্রে অংশীদারের জন্য শুফ্‘আহ্ প্রমাণের ব্যাপারে মুসলিমগণ একমত। বিদ্বানগণ বলেন, শুফ্‘আহ্ প্রমাণের ক্ষেত্রে কৌশল হলো অংশীদার হতে ক্ষতি দূর করা, আর শুফ্‘আকে ভূসম্পত্তির সাথে খাস করা হয়েছে, কেননা তা সর্বাধিক ক্ষতিকর শ্রেণী। তারা ঐ কথার উপরেও একমত হয়েছে যে, প্রাণী, কাপড়, পণ্য সামগ্রী ও সকল স্থানান্তরযোগ্য বস্তুর মাঝে শুফ্‘আহ্ নেই।

ক্বাযী বলেন : কতিপয় ব্যক্তি ব্যতিক্রম পথ অবলম্বন করে, পণ্য সামগ্রীতেও শুফ্‘আহ্ সাব্যস্ত করেছেন। আর তা ‘আত্বা হতে বর্ণিত, প্রতিটি জিনিসে তা সাব্যস্ত হবে এমনকি কাপড়েও ইবনুল মুনযির

[২০৪] সহীহ : মুসলিম ১৬০৮, আবূ দাউদ ৩৫১৩, নাসায়ী ৪৬৪৬, আহমাদ ১৪৪০৩, ইরওয়া ১৫৩২।

এভাবে তার থেকে বর্ণনা করেন। আহমাদ হতে এক বর্ণনা আছে, নিশ্চয় শুফ্‘আহ্ প্রাণী এবং পৃথক ভবনে সাব্যস্ত হয়। পক্ষান্তরে বণ্টনকৃত বস্তু তাতে কি প্রতিবেশিত্বের কারণে শুফ্‘আহ্ সাব্যস্ত হবে? এতে মতানৈক্য রয়েছে। শাফি‘ঈ, মালিক, আহমাদ ও জুমহূর বিদ্বানদের মতে প্রতিবেশিত্বের কারণে শুফ্‘আহ্ সাব্যস্ত হবে না। ইবনুল মুনযির একে ‘উমার ইবনুল খত্ত্বাব, ‘উসমান বিন ‘আফফান, সা‘ঈদ বিন মুসাইয়্যাব, সুলায়মান বিন ইয়াসার, ‘উমার বিন ‘আব্দুল ‘আযীয, যুহরী, ইয়াহ্ইয়া আল আনসারী, আবুয্ যিনাদ, রবী‘আহ্, মালিক, আওযা‘ঈ, মুগীরাহ্ বিন ‘আবদুর রহমান, আহমাদ, ইসহাক্ব এবং আবূ সাওর-এর কাছ থেকে একে বর্ণনা করেছেন। আর আবূ হানীফাহ্ ও সাওরী বলেন, প্রতিবেশিত্বের কারণে শুফ্‘আহ্ সাব্যস্ত হবে। আর আল্লাহ সর্বাধিক ভালো জনেন।

শারহু মুসলিম-এর ভাষ্যকার বলেন : আমাদের সাথীবর্গ এবং অন্যান্যরা এ হাদীস দ্বারা ঐ কথার উপর প্রমাণ গ্রহণ করেছেন যে, শুফ্‘আহ্ কেবল বণ্টনের সম্ভাবনা রয়েছে এমন ভূসম্পত্তির ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হয়, ছোট গোসলখানা, চাক্কি (যাঁতাকল) এবং অনুরূপ কিছুর বিপরীত। যা বণ্টনের সম্ভাবনা রাখে না এমন বস্তুর ক্ষেত্রে যারা শুফ্‘আর কথা বলে তারা এ হাদীসের মাধ্যমেই দলীল পেশ করে। (শারহু মুসলিম ১১/১২শ খণ্ড, হাঃ ১৬০৮)

٢٩٦٣-[٣] وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهٖ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৯৬৩-[৩] আবূ রাফি‘ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : শুফ্‘আহ্’র সর্বাধিক হাক্বদার হলো তার নিকটতম প্রতিবেশী। (বুখারী)[২০৫]

ব্যাখ্যা : (اَلْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهٖ) অর্থাৎ- প্রতিবেশী তার নৈকট্যের কারণে অন্য প্রতিবেশী অপেক্ষা শুফ্‘আর বেশি হাক্বদার।

তিরমিযীতে জাবির-এর হাদীসে এসেছে, (اَلْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهٖ يُنْتَظَرُ بِهٖ إِذَا كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا) অর্থাৎ- প্রতিবেশী তার নৈকট্যের কারণে অন্য প্রতিবেশী অপেক্ষা শুফ্‘আর বেশী হাক্বদার, প্রতিবেশী যখন অনুপস্থিত থাকবে তখন বিক্রেতা তার অপেক্ষা করবে যদি তাদের উভয়ের পথ একই হয়। ইবনু বাত্ত্বাল বলেন, আবূ হানীফাহ্ এবং তার সাথীবর্গ এ হাদীসের মাধ্যমে প্রতিবেশীর জন্য শুফ্‘আহ্ প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করেছেন। অন্যান্যগণ এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, প্রতিবেশী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অংশীদার ঐ কথার উপর ভিত্তি করে যে, আবূ রাফি‘ দু’টি বাড়ীতে সা‘দ-এর অংশীদার ছিল। আর এজন্যই তিনি তাকে তার থেকে তা ক্রয়ের জন্য আহ্বান করেছেন।

নিশ্চয় তিনি বলেন, আর তাদের উক্তি নিঃসন্দেহে আভিধানিক অর্থে এমন না যা শারীককে প্রতিবেশী নামকরণ করার দাবী করে, সুতরাং তা প্রত্যাখ্যাত। কেননা কোনো জিনিসের নিকট হওয়া প্রতিটি জিনিসকে তার প্রতিবেশী বলা হয়, ব্যক্তি এবং তার স্ত্রীর মাঝে যে মেলামেশা রয়েছে সে কারণে ‘আরবরা ব্যক্তির স্ত্রীকে তার প্রতিবেশী বলে।

ইবনুল মুনীর এর সমালোচনা করেছেন, যে হাদীসের বাহ্যিক দিক হলো আবূ রাফি‘ সা‘দ-এর বাড়ীর বিস্তৃত অংশের না। ‘উমার বিন শুব্বাহ উল্লেখ করেন, সা‘দ বিদেশে দু’টি বাড়ী ক্রয় করেছিলেন, বাড়ী দু’টি সামনাসামনি ছিল উভয়ের মাঝে দশ গজ ব্যবধান ছিল, আর যে বাড়ীটি মাসজিদের ডান পাশে ছিল তা ছিল আবূ রাফি‘-এর। অতঃপর তিনি তার থেকে তা ক্রয় করেছেন। অতঃপর তিনি (ইবনু বাত্তল) অধ্যায়ের

[২০৫] সহীহ : বুখারী ২২৫৮, আবূ দাউদ ৩৫১৬, নাসায়ী ৪৭০২, ইবনু মাজাহ ২৪৯৫, ইরওয়া ১৫৩৮, সহীহ আল জামি‘ ৩১০৪।

হাদীসটি চালিয়ে দেন। সুতরাং তার কথা দাবী করছে, নিশ্চয় সা'দ আবূ রাফি' থেকে বাড়ী ক্রয় করার পূর্বে আবূ রাফি'-এর প্রতিবেশী ছিল, অংশীদার ছিল না। কতিপয় আহনাফ বলেন, যে সকল শাফি'ঈ মতাবলম্বীরা শব্দটির প্রকৃত অর্থকে রূপকার্থের উপর চাপিয়ে দেয়ার কথা বলে, তাদের কর্তব্য প্রতিবেশীর শুফ্'আহ্ সম্পর্কে কথা বলা। কেননা প্রতিবেশীর নিকটবর্তী অর্থে প্রকৃত, আর অংশীদার অর্থে রূপক।

যারা প্রতিবেশীর শুফ্'আহ্ সাব্যস্ত করেনি তারা প্রমাণ পেশ করেছে যে, যে কারণে শারীকের জন্য শুফ্'আহ্ সাব্যস্ত হয় তা প্রতিবেশীর মধ্যে অনুপস্থিত আর তা হলো- অংশীদারের কাছে কখনো অংশীদার পৌছে, তখন আগত অংশীদার কর্তৃক অপর অংশীদার কষ্ট পায়, ফলে প্রয়োজন "পরস্পর বণ্টনের" দিকে আহ্বান করে, এতে ব্যক্তির মালিকত্বের কর্তৃত্বে ঘাটতির মাধ্যমে ক্ষতি সাধন হয়, অথচ বণ্টনকৃত বস্তুতে এটা পাওয়া যায় না। আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত। (ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২২৫৮)

٢٩٦٤ ـ[٤] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهٗ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِيْ جِدَارِهٖ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৯৬৪-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোনো প্রতিবেশী যেন তার কোনো প্রতিবেশীকে দেয়ালে কড়িকাঠ গাড়তে বারণ না করে। (বুখারী ও মুসলিম)[২০৬]

ব্যাখ্যা : (لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهٗ) অর্থাৎ- মানবতা ও সদারচণ স্বরূপ। (أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِيْ جِدَارِهٖ) অর্থাৎ- অন্যের দেয়ালে, যখন তা দেয়ালের ক্ষতিসাধন না করবে। নাবাবী (রহঃ) বলেন : বিদ্বানগণ এ হাদীসের অর্থের ক্ষেত্রে মতানৈক্য করেছেন। হাদীসটি কি প্রতিবেশীকে নিজ বাড়ীর দেয়ালের উপর কাঠ বা লাকড়ী রাখার সুযোগ দেয়া সদাচরণ, নাকি আবশ্যক? এ ক্ষেত্রে ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম মালিক-এর অনুসারীদের দু'টি উক্তি রয়েছে, দু'টি উক্তির মাঝে সর্বাধিক বিশুদ্ধ হলো তা সদাচরণ স্বরূপ। ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও এ মত পোষণ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ ওয়াজিব এ মত পোষণ করেছেন আহমাদ ও হাদীস বিশারদগণ, আর এ বর্ণনার পরে আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উক্তির কারণে এটিই প্রকাশমান : (مَالِيْ أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ، وَاللّٰهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ) অর্থাৎ- আমার কি হলো, আমি তোমাদেরকে এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখছি, আল্লাহর শপথ আমি অবশ্যই তা তোমাদের কাঁধসমূহের মাঝে নিক্ষেপ করব। আর এটা এ কারণে যে, তারা এর প্রতি 'আমাল করা হতে বিরত ছিল। আবূ দাউদ-এর বর্ণনাতে আছে- অতঃপর তারা তাদের মাথাসমূহ ঘুরিয়ে নিলে তিনি বলেন, আমার কি হলো আমি তোমাদেরকে দেখছি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ? অর্থাৎ- এ সুন্নাত অথবা বৈশিষ্ট্য, অথবা উপদেশ অথবা বাণীসমূহ হতে।

(لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ) এ উক্তির অর্থ হলো, এর মাধ্যমে আমি ফায়সালা করব, তা স্পষ্ট করব, এর মাধ্যমে তিরস্কার করে তোমাদেরকে দুঃখিত করব, যেমন বস্তু দ্বারা মানুষকে তার কাঁধের মাঝে আঘাত করা হয়। পূর্ববর্তীরা উত্তর দিয়েছে যে, তাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়া মূলত এ কারণে যে, তারা তা হতে নুদুব তথা সদাচরণের অর্থ গ্রহণ করেছেন ওয়াজিবের না। আর যদি তা ওয়াজিব হত তাহলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়ার উপর একমত হত না। তূীবী বলেন, (لَأَرْمِيَنَّ بِهَا) উক্তিতে সর্বনামটি লাকড়ীর দিকে প্রত্যাবর্তন করা বৈধ হবে এবং তা হবে তাঁর দাবীর উপর তাদের অকাট্য দলীল গ্রহণ সম্পর্কে ইঙ্গিত স্বরূপ। অর্থাৎ- আমি

---

[২০৬] **সহীহ** : বুখারী ২৪৬৩, মুসলিম ১৬০৯, আবূ দাউদ ৩৬৩৪, তিরমিযী ১৩৫৩, ইবনু মাজাহ ১৩৩৫, সহীহ আল জামি' ৭৭৮৪।

বলছি না যে, লাকড়ী দেয়ালের উপর নিক্ষেপ করা হবে, বরং তোমাদের কাঁধসমূহের মাঝে, এটা মূলত প্রতিবেশীর অধিকারের ক্ষেত্রে দয়া ও সদাচরণ করতে এবং প্রতিবেশীর বোঝা বহন করতে নাবী ﷺ ওয়াসিয়্যাত করার কারণে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৪৬৩)

٢٩٦٥ -[٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৯৬৫-[৫] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা কোনো রাস্তার (প্রস্থের) ব্যাপারে মতভেদ করবে, তখন তার প্রস্থ ধরবে সাত হাত। (মুসলিম)[২০৭]

ব্যাখ্যা : (إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ) অর্থাৎ- "তোমরা যখন পথের ক্ষেত্রে মতানৈক্য করবে তখন তোমরা তাকে সাত হাতে পরিণত করবে" এ শব্দে বর্ণনা করেন। অনুরূপ ইবনু মাজাহতে ইবনু 'আব্বাস-এর হাদীস রয়েছে।

(فِي الطَّرِيقِ) অর্থাৎ মৃত রাস্তা (পরিত্যক্ত)। মুসতামূলী তার বর্ণনাতে الْمِيتَاءِ শব্দ বৃদ্ধি করেছেন এবং এর কোনো সমর্থন নিয়ে আসা হয়নি, আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه-এর বর্ণনার ক্ষেত্রে তা সংরক্ষিতও না। স্বভাবত হাদীসের কতিপয় সানাদে যা বর্ণিত হয়েছে, এ বর্ণনাকে সেদিকে ইঙ্গিত করতে লেখক একে তরজমাতে উল্লেখ করেছেন। আর ওটা 'আব্দুর রায্যাক্ব ইবনু 'আব্বাস হতে যা সংকলন করেছেন তার অন্তর্ভুক্ত। ইবনু 'আব্বাস নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, (الْمِيتَاءِ فَاجْعَلُوهَا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ) অর্থাৎ- "তোমরা যখন মৃত পথের ক্ষেত্রে মতানৈক্য করবে তখন তোমরা তাকে সাত হতে পরিণত কর।"

'আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ যিয়াদাতুস্ সানাদে বর্ণনা করেন, তৃবারী 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, (إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ فَاجْعَلُوهَا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ) অতঃপর তিনি একে দীর্ঘ হাদীসের মাঝে উল্লেখ করেন। ইবনু 'আদীতে আনাস-এর হাদীসে আছে, (قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ) "আল্লাহর রসূল ﷺ ঐ মৃত পথের ব্যাপারে ফায়সালা দিয়েছেন যেখানে প্রত্যেক স্থান হতে আসা হয়।" তিনটি সানাদেই সমালোচনা রয়েছে।

(بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ) যা প্রকাশ পাচ্ছে তা হলো- এখানে ذِرَاعٌ দ্বারা আদাম সন্তানের হাত উদ্দেশ্য। সুতরাং তা মাঝারি পন্থার মাধ্যমে বিবেচনা করা হবে। একমতে বলা হয়েছে- এখানে ذِرَاعٌ দ্বারা বিল্ডিংয়ের সুপরিচিত গজ উদ্দেশ্য। তৃবারী বলেন, এর অর্থ- অংশীদারপূর্ণ পথের পরিমাণ সাত হাত করা। অতঃপর জমিনে অংশীদারদের প্রত্যেকের জন্য ঐ পরিমাণ অবশিষ্ট থাকা যার মাধ্যমে সে উপকৃত হয় এবং অন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। পথকে সাত হাতে পরিণত করাতে হিকমাত হলো- প্রবেশ করা ও বের হওয়ার ক্ষেত্রে বোঝাসমূহ যেন পথে প্রবেশ করতে পারে। গেইটসমূহের নিকট রাস্তা যে পরিমাণ তাদের জন্য আবশ্যক রাস্তা সে পরিমাণ তাদের জন্য প্রশস্ত হতে পারে। যে পথের কিনারাতে বেচাকেনার জন্য বসবে সে পথ যদি সাত হাত অপেক্ষা বেশী হয় তাহলে অতিরিক্ত অংশে বসা হতে নিষেধ করা যাবে না। আর যদি কম হয় তাহলে নিষেধ করা হবে যাতে অন্যের পথ সংকীর্ণ হয়ে না যায়। (ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৪৭৩)

---

[২০৭] সহীহ : মুসলিম ১৬১৩, ইবনু মাজাহ ২৩৩৯, সহীহাহ্ ৩৯৬০, সহীহ আল জামি' ২৯১।

কোনো ব্যক্তি যদি তার মালিকানাধীন কোনো ভূখণ্ডকে পথিকদের অবলম্বনের পথ হিসেবে নির্ধারণ করে তাহলে সে পথের পরিমাণ হবে তার ইচ্ছামাফিক এবং উত্তম হলো রাস্তা প্রশস্ত হওয়া। আর রাস্তাটি যদি কোনো সম্প্রদায়ের ভূমিতে হয় এবং তারা তা শস্য ফলানোর উপযুক্ত করার ইচ্ছা করে, অতঃপর তারা কোনো পথের পরিমাণের (প্রশস্ততার ক্ষেত্রে) উপর ঐকমত্য হলে সেটাই ধর্তব্য। পক্ষান্তরে তার পরিমাণের ক্ষেত্রে মতানৈক্য করলে তা হবে সাত হাত। এটাই হাদীসের উদ্দেশ্য। আর আমরা যখন কোনো চলার পথকে সাত হাত হতে বেশী পাবো, তাহলে কারো জন্য সে পথের কোনো অংশের উপর কর্তৃত্ব করা বৈধ হবে না, যদিও তা পরিমাণে কম হয় তবে তার জন্য তার আশেপাশের জমি আবাদ করার অধিকার রয়েছে। সে তাকে এমনভাবে আবাদ করার ক্ষমতা রাখবে যা পথিকদের ক্ষতিসাধন করবে না।

(শারহু মুসলিম ১১/১২শ খণ্ড, হাঃ ১৬১৩)

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٩٦٦ ـ[٦] عَنْ سَعِيْدِ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا أَوْ عَقَارًا قَمِنٌ أَنْ لَا يُبَارَكُ لَهٗ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهٗ فِىْ مِثْلِهٖ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ

২৯৬৬-[৬] সা'ঈদ ইবনু হুরায়স (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে যখন কোনো ব্যক্তি বাড়ি অথবা জমিন বিক্রি করবে, তার কাজে বারাকাত না হওয়ারই সে উপযুক্ত। তবে সে যদি তা অনুরূপ কাজে লাগায়। (ইবনু মাজাহ ও দারিমী)[২০৮]

ব্যাখ্যা : (أَوْ عَقَارًا) আর তা হলো ভূসম্পত্তি অথবা প্রত্যেক এমন সম্পদ যার মূল (বা উত্তম) আছে, অর্থাৎ- বাড়ী অথবা ভূসম্পত্তি এমনটি 'মুগরিব' গ্রন্থে আছে। (أَنْ لَا يُبَارَكُ لَهٗ) অর্থাৎ- প্রয়োজন ছাড়াই তা বিক্রি করলে বিক্রয়কারীকে তার বিক্রয় করা বস্তুর মূল্যে বারাকাত দেয়া হবে না।

(إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهٗ) অর্থাৎ- তবে বিক্রয় করা বস্তুর মূল্যকে যদি ঐ রকম কাজে, তথা বাড়ী ও ভূসম্পত্তির কাজে ব্যবহার করা হয় তাহলে আলাদা কথা। মুযহির বলেন : বাড়ী এবং জমিসমূহ বিক্রয় করা এবং সেগুলোর মূল্য স্থানান্তরযোগ্য বিষয়ের জন্য ব্যয় করা মুস্তাহাব নয়। কেননা এগুলো অনেক উপকারী, বিপদগ্রস্ত কম হয়, চোর একে চুরি করে না, এর সাথে কোনো আক্রমণ সম্পর্কিত হয় না, যা স্থানান্তরযোগ্য বস্তুসমূহের বিপরীত। অতএব সর্বোত্তম হলো তা বিক্রয় না করা। আর যদি তা বিক্রয় করে তবে সর্বোত্তম হলো তার মূল্য জমিন ক্রয় অথবা ঘর-বাড়ী নির্মাণের জন্য ব্যয় করা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٩٦٧ ـ[٧] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهٖ يُنْتَظَرُ لَهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَأَبُوْ دَاوٗدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ

২৯৬৭-[৭] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : প্রতিবেশী তার শুফ্'আর সর্বাধিক হাক্বদার। প্রতিবেশী অনুপস্থিত থাকলে তার জন্য এ ব্যাপারে অপেক্ষা করা হবে, যদি উভয়ের পথ এক হয়। (আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ ও দারিমী)[২০৯]

---

[২০৮] **হাসান :** ইবনু মাজাহ ৩৪৯০, দারিমী ২৬৬৭, সহীহাহ্ ২৩২৭১, সহীহ আল জামি' ৬১২০।

ব্যাখ্যা : (اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهٖ) অর্থাৎ- তার প্রতিবেশীর শুফ্‘আহ্ সম্পর্কে। (يُنْتَظَرُ بِهٖ) ইবনু রিসলান বলেন, এ অংশটুকু সম্ভাবনা রাখছে একজন শিশু যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাপ্তবয়স্ক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য শুফ্‘আর বিষয়ে অপেক্ষা করতে হবে। আর তৃবারানী তাঁর মু‘জামুস্ সগীর ও আওসাতে জাবির হতে মারফূ‘ সূত্রে বর্ণনা করেন, (الصَّبِيُّ عَلٰى شُفْعَتِهٖ حَتّٰى يُدْرِكَ فَإِذَا أُدْرِكَ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) "শিশু যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাপ্তবয়স্ক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে শুফ্‘আর উপরে থাকবে। অতঃপর যখন প্রাপ্তবয়স্ক হবে, তখন ইচ্ছা করলে শুফ্‘আহ্ গ্রহণ করবে আর ইচ্ছা করলে তা বর্জন করবে।" দুর্বল; এর সানাদে ‘আবদুল্লাহ বিন বুযায়গ আছে, নায়ল গ্রন্থে এভাবে আছে।

(إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا) অর্থাৎ- দু’ প্রতিবেশী অথবা দু’ বাড়ীর রাস্তা যদি এক হয়। নায়ল গ্রন্থকার বলেন, শুধু প্রতিবেশিত্বের কারণে শুফ্‘আহ্ প্রমাণিত হয় না। বরং তার সাথে পথের সংযুক্তি আবশ্যক।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৩৬৯; ‘আওনুল মা‘বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩০৫৩)

(وَإِنْ كَانَ غَائِبًا) এতে ঐ ব্যাপারে প্রমাণ আছে যে, অনুপস্থিত ব্যক্তির শুফ্‘আহ্ বাতিল হয় না, যদিও উপস্থিত হতে বিলম্ব হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই বলা হয়েছে।

٢٩٦٨ ـ [٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الشَّرِيكُ شَفِيعٌ وَالشُّفْعَةُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২৯৬৮-[৮] ইবনু ‘আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শারীক হলো শাফী‘, আর প্রত্যেক [স্থাবর] জিনিসেই শুফ্‘আহ্ রয়েছে। (তিরমিযী)[২১০]

ব্যাখ্যা : (وَالشُّفْعَةُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ) যা স্থানান্তরযোগ্য অথবা স্থানান্তরযোগ্য নয় যারা এমন সকল বস্তুর ক্ষেত্রে, শুফ্‘আহ্ রয়েছে বলে উক্তি করেন তারা এ হাদীসকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, কিন্তু হাদীসটি মুরসাল হওয়ার কারণে ত্রুটিযুক্ত।

হাফিয ইবনু হাজার ফাতহুল বারীতে বলেন : বায়হাক্বী ইবনু ‘আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে মারফূ‘ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন, (الشُّفْعَةُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ) "প্রত্যেক বস্তুতে শুফ্‘আহ্ আছে।" এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে মুরসাল হওয়ার কারণে তা ত্রুটিযুক্ত। তৃহাবী জাবির-এর হাদীস হতে এমন এক সানাদে এর শাহিদ বা সমর্থন বর্ণনা করেছেন। যার বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে (لا بأس) বলা হয়েছে। (لا بأس) বলতে এমন বর্ণনাকারী যাদের হাদীস দলীলযোগ্য নয়, তবে পরীক্ষা চালানোর জন্য লেখা যাবে।

অধিকাংশ বিদ্বানগণ বলেন, শুফ্‘আহ্ কেবল ঘর-বাড়ী ও জমিতে হয়ে থাকে। তারা প্রত্যেক বস্তুতে শুফ্‘আর মতামত ব্যক্ত করেননি। তারা জাবির-এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, (قَضٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِيْ كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ) অর্থাৎ- বণ্টন করা হয়নি এমন প্রত্যেক অংশীদারপূর্ণ বিষয়ে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম শুফ্‘আর ফায়সালা দিয়েছেন তথা বাড়ী-ভিটা অথবা বাগানের ক্ষেত্রে। হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন। ক্বারী বলেন, এ হাদীসটিতে ঐ ব্যাপারে প্রমাণ আছে যে, যা কিছু স্থানান্তরযোগ্য নয় এমন

---

[২০৯] **সহীহ :** তিরমিযী ১৩৬৯, আবূ দাউদ ৩৫১৮, ইবনু মাজাহ ২৪৯৪, ইরওয়া ১৫৪০, আহমাদ ১৪২৫৩, দারিমী ২৬৬৯।

[২১০] **মুনকার :** তিরমিযী ১৩৭১, য‘ঈফাহ্ ১০০৯, য‘ঈফ আল জামি‘ ৩৪৩৫। কারণ এর সানাদে রাবী আবূ হামযাহ্ অন্যান্য সিক্বাহ্ রাবীদের বিপরীতে হাদীসটিকে মাওসূল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সিক্বাহ্ রাবীগণ হাদীসটি মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ক্ষেত্র ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে শুফ্‘আহ্ প্রমাণিত হয় না। যেমন- ঘর-বাড়ী, জমি-জমা, বাগ-বাগিচা। যা স্থানান্তর করা যায় তাতে শুফ্‘আহ্ নেই, যেমন পণ্য-সামগ্রী ও প্রাণীসমূহ। এটা সাধারণ বিদ্বানদের উক্তি।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৩৭১)

٢٩٦٩-[٩] وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا وَهُوَ أَصَحُّ

২৯৬৯-[৯] তিনি [ইমাম তিরমিযী (রহঃ)] বলেন, হাদীসটি ইবনু আবূ মুলায়কাহ্ (রহঃ) হতে মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে, আর এটাই অধিক বিশুদ্ধ।[২১১]

٢٩٧٠-[١٠] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللّٰهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ: هٰذَا الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ يَعْنِيْ: مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِيْ فَلَاةٍ يَسْتَظِلُّ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ وَالْبَهَائِمُ غَشْمًا وَظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ يَكُوْنُ لَهُ فِيهَا صَوَّبَ اللّٰهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ

২৯৭০-[১০] ‘আব্দুল্লাহ ইবনু হুবায়শ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে বরই গাছ কেটেছে, তাকে আল্লাহ মাথা নিচু করে জাহান্নামে নিপেক্ষ করবেন। (আবূ দাউদ)[২১২]

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হাদীসটি সংক্ষিপ্ত। এর মর্ম হলো, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে বিনা কারণে মাঠের বরই গাছ কাটবে। যেহেতু গাছের নিচে মুসাফির ও পশুপাল আশ্রয়-বিশ্রাম নেয়, তাই আল্লাহ তার মাথাকে নিচু করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

ব্যাখ্যা : (مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً) অর্থাৎ- উদ্ভিদ বিশেষ। ত্ববারানীর বর্ণনাতে একটু বেশী এসেছে, (مِنْ سِدْرِ الْحَرَمِ)। “হারামের বরই গাছ” আর এ বর্ণনাটির উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে দিচ্ছে, জটিলতা দূর করছে। এভাবে শারহুল জামি‘উস্ সগীরে আছে, (سُئِلَ أَبُو دَاوُدَ...إِلَخْ) আবূ দাউদকে প্রশ্ন করা হলো..... শেষ পর্যন্ত। আর আবূ দাউদ যার মাধ্যমে উত্তর দিয়েছে তাও আছে এবং বিদ্বানগণ ঐ ব্যাপারে তাকে সমর্থন করেছেন। তার বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা আবশ্যক।

নিহায়াহ্ গ্রন্থকার বলেন, একমতে বলা হয়েছে- এর দ্বারা তিনি মাক্কার বরই বৃক্ষ উদ্দেশ্য করেছেন, কেননা তা হারাম এলাকা। একমতে বলা হয়েছে- মাদীনার বরই বৃক্ষ, তা কর্তন করতে নিষেধ করা হয়েছে যাতে তা (গাছ) সেদিকে হিজরতকারীদের জন্য ছায়াতে পরিণত হতে পারে। আরও একমতে বলা হয়েছে, এ দ্বারা ঐ বরই বৃক্ষ উদ্দেশ্য যা মরুভূমিতে হয়ে থাকে, আর তাতে পথিক এবং প্রাণীসমূহ ছায়া গ্রহণ করে থাকে। অথবা যা মানুষের মালিকানাধীন থাকে, অতঃপর অত্যাচারী তার ওপর অত্যাচার চালিয়ে অন্যায়ভাবে তা কর্তন করে। এ সত্ত্বেও হাদীসটি মুযতরাবুর্ রিওয়ায়াহ্। কেননা অধিকাংশ বর্ণনাই ‘উরওয়াহ্ বিন যুবায়র হতে বর্ণনা করা হয়, আর তিনি বরই বৃক্ষ কাটতেন এবং তা দ্বারা দরজা তৈরি করতেন।

হিশাম বলেন : এগুলো বরই বৃক্ষের দরজা, আমার পিতা কেটেছেন এবং তা কাটা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে বিদ্বানগণ একমত।

(صَوَّبَ اللّٰهُ) মাথা ধরে নিক্ষেপ করবেন জাহান্নামে। (‘আওনুল মা‘বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫২৩০)

---

[২১১] হাসান : প্রাগুক্ত।
[২১২] হাসান : আবূ দাউদ ৫২৩৯, সহীহাহ্ ৬১৪, সহীহ আল জামি‘ ৬৪৭৬।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٩٧١ - [١١] عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا. وَلَا شُفْعَةَ فِيْ بِئْرٍ وَلَا فَحْلِ النَّخْلِ. رَوَاهُ مَالِكٌ

২৯৭১-[১১] 'উসমান ইবনু 'আফফান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোনো জমিনে সীমানা নির্ধারিত হয়, তখন তাতে শুফ্'আহ্ নেই। কূপ ও নর খেজুর গাছেও শুফ্'আহ্ নেই। (মালিক)[২১৩]

ব্যাখ্যা : (إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا) ঐ কথার উপর ভিত্তি করে যে, প্রতিবেশীর কোনো হাক্ব নেই। কেননা বণ্টনের মাধ্যমে সীমানাসমূহ তাদের প্রত্যেকের অধিকারকে আলাদা করে দিল, তখন নিঃসন্দেহে তারা অংশীদারিত্বের হুকুম হতে প্রতিবেশিত্বের হুকুমের দিকে বেরিয়ে গেল। ঐ হাদীস যাতে বর্ণিত হয়েছে যে, (الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ) অর্থাৎ- প্রতিবেশী তার নৈকট্যের কারণে অন্য প্রতিবেশী অপেক্ষা শুফ্'আর বেশী হাক্বদার। এখানে الْجَارُ বা প্রতিবেশী দ্বারা অংশীদার উদ্দেশ্য।

(وَلَا شُفْعَةَ فِيْ بِئْرٍ) এখানে কূপ দ্বারা এমন কূপ উদ্দেশ্য, (আল্লাহ সর্বাধিক জানেন) যে কূপ যৌথ ভূমি নয়, আর তার পানি বণ্টন করা হয় না, আর তা প্রান্ত বা জমির পাশের কূপসমূহের অন্তর্ভুক্ত অথবা জমি সিক্ত করার কূপসমূহের অন্তর্ভুক্ত, তবে কূপ ব্যতীত ঐ জমি বিক্রি করা হয়েছে অথবা বণ্টন করা হয়েছে।

(وَلَا فَحْلِ النَّخْلِ) নর খেজুর গাছে শুফ্'আহ্ নেই। নিহায়াহ্ গ্রন্থকার বলেন : (فَحْلِ النَّخْلِ) বলতে ঐ নর খেজুর গাছ যা দ্বারা পরাগায়ন করা হয়। তাতে শুফ্'আহ্ এজন্য সাব্যস্ত হয়নি যে, যখন কোনো সম্প্রদায়ের একটি বাগান থাকে এবং বংশ পরম্পরায় তারা তার ওয়ারিস হয়ে তা বণ্টন করে নেয় এবং তাদের নর খেজুর গাছ থাকে যা দ্বারা তারা পরাগায়ন করে। অতঃপর ওয়ারিসদের মধ্য হতে একজন যখন তার অংশ বিক্রয় করে তখন তার নর ও মাদী সকল গাছই বিক্রয় করে তখন তার অংশীদারদের জন্য তাতে শুফ্'আহ্ থাকে না। কেননা ঐ নর খেজুর গাছ বণ্টন করা সম্ভব নয়।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; আল মুনতাক্বা শারহু মুয়াত্ত্বা মালিক ৮ম খণ্ড, হাঃ ১৪৪৭)

(١٣) بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

অধ্যায়-১৩ : বাগান ও জমিনের বর্গা (পরস্পর সেচকার্য করা ও ভাগে কৃষিকাজ, বর্গাচাষ করা)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٩٧٢ - [١] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَفَعَ إِلٰى يَهُوْدِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلٰى أَنْ يَعْتَمِلُوْهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ شَطْرُ ثَمَرِهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[২১৩] য'ঈফ : মালিক ১৪৫৯। কারণ এর সানাদটি মুনক্বতি'।

وَفِيْ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَعْطٰى خَيْبَرَ الْيَهُوْدَ أَنْ يَعْمَلُوْهَا وَيَزْرَعُوْهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا.

২৯৭২-[১] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারের খেজুর বাগান ও জমিন খায়বারের ইয়াহূদীদেরকে দিয়েছিলেন। তারা নিজেদের অর্থায়নে তাতে চাষাবাদ করবে; আর রসূলুল্লাহ ﷺ তার ফল ও ফসলের অর্ধেক পাবেন। (মুসলিম)[২১৪]

বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, অবশ্যই রসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারকে ইয়াহূদীদের দিয়েছিলেন, তারা তাতে পরিশ্রম করবে ও শস্য ফলাবে, আর তারা উৎপাদনের অর্ধেকের অধিকারী হবে।

ব্যাখ্যা : (المساقة) বলতে কোনো বৃক্ষের ব্যাপারে কোনো লোককে এভাবে কর্মী নিয়োগ করা যে, সে পানি দেয়া ও লালন-পালনের মাধ্যমে বৃক্ষের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এ শর্তের উপর যে, আল্লাহ তা'আলা যে ফল দান করবেন বর্গাদাতা ও গ্রহীতার মাঝে নির্দিষ্ট অংশ বণ্টন হবে, যেমনটি আবাদী জমির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

শারহু মুসলিমে আছে,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ وَفِي رِوَايَةٍ عَلٰى أَنْ يَعْتَمِلُوْهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ شَطْرُ ثَمَرِهَا.

রসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারের ভূমিকে তার অধিবাসীদের নিকট বর্গা দিয়েছেন, তাতে উৎপন্ন ফল ও ফসলের অর্ধেকের বিনিময়ে। অপর বর্ণনায় রয়েছে, খায়বারের অধিবাসীদের সুযোগ দিয়েছেন এ শর্তে যে, তারা নিজ ব্যয়ে চাষ করবে এবং উৎপাদিত ফলের অর্ধেক রসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রদান করবে।

এ হাদীসগুলোতে বর্গা দেয়ার বৈধতা রয়েছে– এ ব্যাপারে মত পেশ করেছেন মালিক, সাওরী, লায়স, শাফি'ঈ, আহমাদ; মুহাদ্দিসদের মাঝে সমস্ত ফাকীহগণ, আহলুয্ যাহির ও জুমহূর বিদ্বানগণ। আবূ হানীফাহ্ বলেন, বর্গা দেয়া বৈধ হবে না এবং তিনি এ হাদীসগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, খায়বারকে বলপূর্বক বিজয় দান করা হয়েছে, তার অধিবাসীরা ছিল আল্লাহর রসূলের দাস। সুতরাং তিনি যা গ্রহণ করেছেন, তা তারই এবং যা ছেড়ে দিয়েছেন তা তারই।

জুমহূর এ হাদীসগুলোর বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নাবী ﷺ-এর (أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ) "আল্লাহ তোমাদের যতক্ষণ পর্যন্ত স্বীকৃতি দান করবে আমি তোমাদেরকে স্বীকৃতি দান করব।" এ উক্তির মাধ্যমে দলীল গ্রহণ করেছেন। এটা ঐ ব্যাপারে স্পষ্ট যে, নিশ্চয় এরা দাস ছিল না। ক্বাযী বলেন : খায়বারের ক্ষেত্রে তারা মতানৈক্য করেছে তাকে বলপূর্বকভাবে, নাকি সন্ধির মাধ্যমে, নাকি যুদ্ধ ছাড়া সেখান থেকে তার অধিবাসীদেরকে বিতাড়নের মাধ্যমে বিজয় হয়েছে? নাকি তার কিছু অংশের সাথে সন্ধি করে এবং কিছু অংশকে বলপূর্বকভাবে? তিনি এমন বলেন, সর্বশেষ উক্তিটি বর্ণিত উক্তিসমূহের মাঝে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত। আর তা মালিক এবং তার অনুসারীদের বর্ণনা, ইবনু 'উয়ায়নাহ্ মত পেশ করেছেন। তিনি বলেন, প্রতিটি উক্তির পক্ষেই দলীল বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম-এর এক বর্ণনাতে আছে, রসূল ﷺ যখন খায়বারের উপর বিজয় লাভ করলেন, তখন সেখান হতে ইয়াহূদীদের বের করে দেয়ার ইচ্ছা করলেন, কেননা তখন তা

---

[২১৪] **সহীহ :** বুখারী ২২৮৫, মুসলিম ১৫৫১, আবূ দাউদ ৩৪০৯, ইরওয়া ১৪৮০।

আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং মুসলিমদের। এটা ঐ ব্যক্তির পক্ষে প্রমাণ বহন করছে যে ব্যক্তি বলেছে বলপূর্বকভাবে খায়বার বিজয় হয়েছে। কেননা মুসলিমদের হাক্ব প্রতিষ্ঠিত হয় কেবলমাত্র বলপূর্বক বিজয়ের ক্ষেত্রে। যে ব্যক্তি বলেছে 'সন্ধির মাধ্যমে' তার কথার বাহ্যিক দিক হলো, নিশ্চয় ভূমিটি মুসলিমদের হওয়ার ব্যাপারে তাদের সাথে সন্ধি করা হয়েছে। আর আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।

আর যে বৃক্ষ বর্গা দেয়া বৈধ হবে সেক্ষেত্রে তারা মতানৈক্য করেছে। দাউদ (রহঃ) বলেন : বিশেষ করে খেজুর বৃক্ষের ব্যাপারে বৈধ হবে। শাফি'ঈ বলেন : বিশেষভাবে খেজুর ও আঙ্গুর বৃক্ষের ব্যাপারে বৈধ হবে। মালিক বলেন : সকল বৃক্ষের ব্যাপারে বৈধ হবে, এ মতের পক্ষে শাফি'ঈ (রহঃ)-এরও একটি উক্তি রয়েছে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

"ফল বা ফসল" অর্থাৎ যেমন ফলের গাছ বর্গা দেয়া বৈধ, তেমনি ফসলের ক্ষেতও বর্গা দেয়া বৈধ। ইবনু আবূ লায়লা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ ও সকল সুফীগণ, মুহাদ্দিসদের মাঝে যারা ফাকীহ তারা আহমাদ, ইবনু খুযায়মাহ্, ইবনু শুরায়হ ও অন্যান্যগণ বলেন, ফলের বৃক্ষ বর্গা দেয়া এবং শস্যক্ষেত্র বর্গা দেয়া একত্রে বৈধ এবং এদের হতে প্রতিটি আলাদাভাবেও বৈধ। (শারহু মুসলিম ৯/১০ম খণ্ড, হাঃ ১৫৫১)

٢٩٧٣ - [٢] وَعنهُ قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرٰى بِذٰلِكَ بَأْسًا حَتّٰى زَعَمَ رَافِعُ ابْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْهَا فَتَرَكْنَاهَا مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৯৭৩-[২] উক্ত (ইবনু 'উমার رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বর্গার লেনদেন করতাম, আর তাতে কোনো প্রকার আপত্তি আছে বলে জানতাম না, যতক্ষণ পর্যন্ত না রাফি' ইবনু খদীজ رضي الله عنه বললেন, নাবী ﷺ তা নিষেধ করেছেন। অতঃপর তার কারণে আমরা তা পরিত্যাগ করলাম। (মুসলিম)[২১৫]

ব্যাখ্যা : মুহাম্মাদ বিন হাসান, মালিকী মতের অনুসারী একদল এবং অন্যান্যগণ বলেন, স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বিনিময়ে, জমিতে উৎপাদিত ফল ও ফসলের এক-চতুর্থাংশের বিনিময়ে এবং এছাড়াও অন্যান্যের বিনিময়ে বর্গা দেয়া বৈধ। আর এটাই প্রণিধানযোগ্য পছন্দনীয় মত। শাফি'ঈ এবং তার অনুসারীরা স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্যান্যের বিনিময়ে إِجارة (ইজারত) বা ভাড়া দেয়া বৈধ হওয়ার ব্যাপারে রাফি' বিন খদীজ ও সাবিত বিন যহ্হাক-এর স্পষ্ট বর্ণনার প্রতি নির্ভর করেছে। আর নিষেধাজ্ঞার হাদীসগুলোকে দু'টি ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যা করেছে, দু'টির একটি হলো জমি ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে পানি প্রবাহের নিকটবর্তী অংশের শস্য, অথবা জমিনের একটি নির্দিষ্ট অংশের শস্য অথবা উৎপাদিত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ এবং অনুরূপ নির্ধারণ করা অবৈধ। দ্বিতীয়তঃ নিষেধাজ্ঞার হাদীসসমূহ দ্বারা বর্গা দেয়া অপছন্দনীয় বলে মন্তব্য করেছেন এবং বিনিময় ব্যতীত জমি চাষ করতে দেয়াকে মুস্তাহাব বলেছেন। হাদীসসমূহের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে এ দু'টি ব্যাখ্যা অথবা দু'টির যে কোনো একটি ব্যাখ্যা আবশ্যক। বুখারী এবং অন্যান্যগণ এ দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটির দিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه হতে এ অর্থ বর্ণনা করেছেন। আর আল্লাহ সর্বাধিক ভালো জানেন। (শারহু মুসলিম ৯/১০ম খণ্ড, হাঃ ১৫৪৭)

٢٩٧٤ - [٣] وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُوْنَ الْأَرْضَ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبَعَاءِ أَوْ شَيْءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَنَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ

[২১৫] সহীহ : মুসলিম ১৫৪৭, ইবনু মাজাহ ২৪৫০, আহমাদ ৪৫৮৬।

عَنْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ : فَكَيْفَ هِيَ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ وَكَأَنَّ الَّذِىْ نُهِيَ عَنْ ذٰلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِيزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৯৭৪-[৩] হান্যালাহ্ ইবনু ক্বয়স (রহঃ) রাফি' ইবনু খদীজ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার দুই চাচা আমাকে বলেছেন, তাঁরা নাবী (সাঃ)-এর যুগে জমিন বর্গা দিতেন এরূপে- খালের নিকটের জমিনে যা উৎপাদিত হবে, তা তাদের প্রাপ্য অথবা জমির মালিক অপর কোনো অংশ বাদ রাখতো। অতঃপর নাবী (সাঃ) আমাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন। হান্যালাহ্ (রহঃ) বলেন, আমি রাফি' (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, দিরহাম ও দীনারের বিনিময়ে ভাড়া দেয়া কেমন হয়? তিনি বললেন, এতে কোনো আপত্তি নেই। (রাফি' অথবা কোনো রাবী অথবা ইমাম বুখারী বলেন) যা হতে নিষেধ করা হয়েছে, তা এরূপই। হালাল-হারামের বিষয়ে অভিজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যদি এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করেন, তবুও তার অনুমতি দেবেন না। যেহেতু তাতে বিপদসমূহের আশঙ্কা রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)[২১৬]

ব্যাখ্যা : (يَسْتَثْنِيهِ) যাতে এটা অন্য বর্ণনার অনুকূল হতে পারে, এজন্য তিনি যেন এক-তৃতীয়াংশ এবং এক-চতুর্থাংশ পৃথককরণের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

(فَقَالَ رَافِعٌ : «لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ») এ উক্তিটি রাফি'-এর নিজ ইজতিহাদে হওয়ার সম্ভাবনা রাখছে এবং তা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ঐ জ্ঞান ভাষ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে হওয়ার সম্ভাবনা রাখছে। অথবা জমি ভাড়া দেয়া সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা মুত্বলাক্ব বা শর্তহীনভাবে ছিল না, বরং যখন অপরিচিত বস্তু এবং অনুরূপ বস্তু সম্পর্কে হবে। সুতরাং এ থেকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে জমি ভাড়া নেয়া বৈধ হওয়ার ব্যাপারে মাসআলাহ্ সাব্যস্ত হলো। হাদীসটির মারফূ' হওয়াকে প্রাধান্য দিতে হবে যা আবূ দাঊদ এবং নাসায়ী বিশুদ্ধ সানাদে সা'ঈদ বিন মুসাইয়্যাব হতে বর্ণনা করেন, তিনি রাফি' বিন খদীজ হতে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় তিনি বলেন :

نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ وَرَجُلٌ مَنَحَ أَرْضًا وَرَجُلٌ اكْتَرٰى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

আল্লাহর রসূল (সাঃ) মুহাক্বালাহ্ ও মুযাবানাহ্ নিষেধ করেছেন এবং তিনি বলেন, শস্য ফলাবে তিন ব্যক্তি– এমন ব্যক্তি যার জমি আছে, এমন ব্যক্তি যাকে কোনো বিনিময় ব্যতীত জমি চাষ করতে দেয়া হয়েছে, এমন ব্যক্তি যে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে জমি ভাড়া নিয়েছে।

তবে নাসায়ী অন্য সানাদে বর্ণনা করেন সে সানাদের মারফূ' অংশ হলো মুহাক্বালাহ্ ও মুযাবানাহ্ নিষেধ করা, এর অবশিষ্ট অংশ সা'ঈদ বিন মুসাইয়্যাব-এর কথার অন্তর্ভুক্ত। মালিক একে তার মুয়াত্ত্বা গ্রন্থে বর্ণনা করেন। শাফি'ঈ তার থেকে, তিনি ইবনু শিহাব থেকে, তিনি সা'ঈদ বিন মুসাইয়্যাব হতে বর্ণনা করেন।

(الْمُخَاطَرَةِ) অর্থাৎ ধ্বংসের দিকে উঁকি দেয়া। লায়স-এর এ উক্তি জুমহূরের মতের অনুকূল, অর্থাৎ জমিন ভাড়া দেয়া সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞাতে এরূপ চাপিয়ে দেয়া যা ধোঁকা ও অজ্ঞতার দিকে বর্তায়। শর্তহীনভাবে জমি ভাড়া দেয়া সম্পর্কে না, এমনকি স্বর্ণ ও রৌপ্যের মাধ্যমে না। অতঃপর জুমহূর (অর্থাৎ

---

[২১৬] **সহীহ** : বুখারী ২৩৪৬, মুসলিম ১৫৪৭, আবূ দাঊদ ৩৩৯২, আহমাদ ১৭২৭৮।

অধিকাংশ 'আলিম) জমি হতে উৎপাদিত অংশের মাধ্যমে জমি ভাড়া জায়িয হওয়া সম্পর্কে মতানৈক্য করেছেন। যারা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে মত পোষণ করেছেন তারা নিষেধাজ্ঞার হাদীসগুলোকে নাহিয়ে তানযিহীর উপর চাপিয়েছেন, এর উপর প্রমাণ বহন করছে ইবনু 'আব্বাস-এর উক্তি, যেমন তিনি বলেন, (وَلٰكِنْ أَرَادَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ) অর্থাৎ- "তবে তাদের কতক কতকের উপর দয়া করার ইচ্ছা করবে।" আর যারা জমি হতে উৎপাদিত কোনো অংশের মাধ্যমে জমি ভাড়া দেয়া বৈধ বলেনি তারা বলেছে, জমি ভাড়া দেয়া সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞাকে ঐ কথার উপর চাপিয়ে দিতে হবে, যখন জমির মালিক জমির কোনো অংশকে শর্ত করবে অথবা নদীর পাশে যা উৎপন্ন হবে তা জমির মালিকের জন্য শর্ত করবে। এর প্রতিটিতে ধোঁকা ও অজানা থাকার কারণে।

মালিক বলেন, নিষেধাজ্ঞাকে ঐ অবস্থার উপর চাপিয়ে দিতে যখন জমি ভাড়া খাদ্য অথবা খেজুরের মাধ্যমে সংঘটিত হবে, যাতে খাদ্যের বিক্রয় খাদ্যের মাধ্যমে না হয়।

ইবনুল মুনযির বলেন : মালিক যা বলেছে তা ঐ কথার উপর চাপিয়ে দিতে হবে। যখন (الْمُكْرٰى بِهٖ) "যার মাধ্যমে ভাড়া দেয়া হয়েছে" জমিন হতে উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ স্বরূপ খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে, অতঃপর ব্যক্তি যখন নিজ যিম্মায় নির্দিষ্ট খাদ্যের মাধ্যমে অথবা উপস্থিত খাদ্যের মাধ্যমে ভাড়া নিবে এবং জমির মালিক তা নিয়ে নিবে তখন বৈধতা হতে কোনো বাধা দানকারী থাকবে না। আল্লাহ সর্বাধিক ভালো জানেন।

(ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৩৪৬-২৩৪৭)

٢٩٧٥ -[٤] وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهٗ فَيَقُولُ: هٰذِهِ الْقِطْعَةُ لِيْ وَهٰذِهٖ لَكَ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِهٖ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهٖ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৯৭৫-[৪] রাফি' ইবনু খদীজ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মাদীনায় সর্বাধিক জমিনের মালিক ছিলাম। আমাদের মধ্যে কেউ তার জমিন এভাবে বর্গা দিতো আর বলতো যে, জমিনের এ অংশ আমার আর ঐ অংশ তোমার অথচ কখনও কখনও এ স্থানে ফসল উৎপাদিত হতো, আর ঐ স্থানে হতো না। অতঃপর নাবী ﷺ তাদেরকে এটা নিষেধ করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[২১৭]

ব্যাখ্যা : (حَقْلًا) উত্তম পানি। একমতে বলা হয়েছে- চাড়া গাছ যখন তার নলা মোটা হয়ে শক্ত হওয়ার পূর্বে তার পাতা বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়, অতঃপর শস্যের উপর প্রয়োগ করা হয়, এ হতেই مُحَاقَلَةٌ (মুহাক্বালাহ্) শব্দের উৎপত্তি। অতঃপর একে مزارعة উপর প্রয়োগ করা হয়েছে।

(ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৩৩২)

(هٰذِهِ الْقِطْعَةُ لِيْ) এ অংশ আমার অর্থাৎ এ অংশে যে ফসল উৎপাদন হবে তা আমার। (وَهٰذِهٖ لَكَ) এ অংশ তোমার অর্থাৎ এ অংশে যা উৎপাদন হবে তা তোমার।

(فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِهٖ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهٖ) কখনো কখনো এ অংশে ফসল হতো আর ঐ অংশে ফসল হতো না।

(فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ) ফলে নাবী ﷺ তাদেরকে নিষেধ করলেন। অর্থাৎ ধোঁকা তথা একপক্ষের ক্ষতিতে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকার কারণে এ পদ্ধতিতে জমি বর্গা দেয়া নিষেধ করলেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[২১৭] সহীহ : বুখারী ২৩৩২, মুসলিম ১৫৪৭।

٢٩٧٦ -[٥] وَعَنْ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْهُ قَالَ: أَيْ عَمْرُو إِنِّيْ أُعْطِيهِمْ وَأُعِينُهُمْ وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِيْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلٰكِنْ قَالَ: «أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهٗ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৯৭৬-[৫] 'আম্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ত্বাউসকে বললাম, আপনি যদি জমিন বর্গা দেয়া ছেড়ে দিতেন! কেননা, 'উলামাগণ মনে করেন, নাবী ﷺ এটা বারণ করেছেন। তিনি বললেন, হে 'আম্‌র! আমি কৃষকদের দান করি এবং সাহায্যও করি। আমাদের 'উলামাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, নাবী ﷺ তা নিষেধ করেননি। তবে নিশ্চয় তিনি (ﷺ) এ কথা বলেছেন, তোমাদের কারো পক্ষে মুসলিম ভাইকে (বিনিময় ব্যতীত ধাররূপে) জমিন দেয়া, তার ওপর নির্দিষ্ট কর গ্রহণ করার চেয়ে উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)[২১৮]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ أَعْلَمَهُمْ) অর্থাৎ মাদীনাবাসী ও তার যুগে যে সকল সহাবীগণ ছিল তাদের মাঝে অধিক জ্ঞানী। (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ) অর্থাৎ- রাফি'-এর হাদীসে উল্লেখিত পদ্ধতিতে জমি ভাড়া দেয়া হত।

(مَعْلُومًا) আকাশের বৃষ্টি এবং জমিনের উৎকর্ষতা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকার কারণে, নির্দিষ্ট কর গ্রহণ না করে বিনা ভাড়ায় জমি চাষ করার সুযোগ দিতে উৎসাহ প্রদান করেছেন যাতে তার সম্পদ হাত ছাড়া হয়ে না যায়।

তূরিবিশতী বলেন : চাষাবাদের ঐ হাদীসগুলো যা লেখক বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসের কিতাবসমূহে ঐ সকল আরও যত হাদীস প্রমাণিত আছে সে হাদীসগুলোর বাহ্যিকরূপে পরস্পর বিরোধী ও বৈপরীত্য আছে। এ হাদীসগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে সামষ্টিক কথা হলো যে, রাফি' বিন খদীজ নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে অনেক হাদীস শুনেছে এবং তার কারণ বিভিন্ন। অতঃপর সকল হাদীসগুলোকে তিনি একই সূত্রে শৃঙ্খলিত করেছেন। অতঃপর এ কারণেই তিনি একবার বলেন, আমি আল্লাহর রসূলকে বলতে শুনেছি। কখনো বলেন, আমার কাছে আমার চাচা সম্পর্কিত ব্যক্তি এবং অন্য ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমার দু' চাচা আমার কাছে সংবাদ দিয়েছেন ঐ সকল হাদীসগুলোতে ত্রুটি হলো এটাই যে, তারা বিশৃঙ্খল শর্ত করত, অনির্ধারিত ভাড়ায় তারা পারস্পরিক লেনদেন করত। ফলে তাদের এ থেকে নিষেধ করা হয়।

কতকে আছে, তারা জমি ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে পরস্পরে বিতর্ক করত, পরিশেষে এ বিষয় তাদেরকে পারস্পরিক মুখোমুখী হওয়ার দিকে ঠেলে দিত। তখন নাবী ﷺ বললেন, এটাই যদি তোমাদের অবস্থা হয় তাহলে শস্যক্ষেত্র ভাড়া দিবে না আর যায়দ বিন সাবিত এটা তার হাদীসে বর্ণনা করেছেন। আর কতক হাদীসে আছে, নিশ্চয় নাবী ﷺ মুসলিম ব্যক্তি তার ভাইয়ের কাছ থেকে জমি বাবদ নির্দিষ্ট ভূমিকর গ্রহণ করা। অতঃপর আকাশের বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে অথবা জমির উৎকর্ষতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার ফলে অযথা তার সম্পদ চলে যাবে। ফলে পরস্পর বিভেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়া সম্ভাবনা রয়েছে। আর ইবনু 'আব্বাস-এর হাদীস হতে এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, যার ভূমি আছে সে যেন চাষ করে অথবা তার ভাইকে বিনা ভাড়ায় চাষ করতে দেয়। আর ওটা হলো মানবতা ও সহযোগিতার পন্থা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[২১৮] সহীহ : বুখারী ২২৩০, মুসলিম ১৫৫০।

٢٩٧٧ - [٦] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَىٰ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৯৭৭-[৬] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তির কোনো জমিন আছে সে যেন তা চাষ করে অথবা তার ভাইকে চাষ করতে দেয়। যদি সে তা না করে, তবে যেন সে তার জমিন ধরে রাখে। (বুখারী ও মুসলিম)[২১৯]

ব্যাখ্যা : মুযহির বলেন : মানুষের সম্পদ থেকে উপকার সাধন হওয়া উচিত। অতএব যার জমি আছে সে তা চাষ করবে যাতে তা থেকে তার উপকার লাভ হয়। অথবা তা তার ভাইকে চাষ করতে দিবে যাতে তাথেকে তার সাওয়াব অর্জিত হয়। এ দু' পন্থায় কোনো পন্থা উপকার না নিয়ে সে যদি তার জমি আটকিয়ে রাখে রাখুক। এটা তার জন্য ধমকি।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : ইমাম শাফি'ঈ এবং তাঁর অনুসারীদের মতে স্বর্ণ বা রূপার বিনিময়ে জমি ভাড়া দেয়া বৈধ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٩٧٨ - [٧] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ اٰلَةِ الْحَرْثِ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ هٰذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ الذُّلَّ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৯৭৮-[৭] আবূ উমামাহ্ আল বাহিলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি একটি লাঙ্গল ও চাষযোগ্য কিছু যন্ত্রপাতি দেখে বললেন, আমি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে জাতির ঘরেই এগুলো ঢুকবে, সে জাতিতেই আল্লাহ লাঞ্ছনা প্রবেশ করাবেন। (বুখারী)[২২০]

ব্যাখ্যা : কাশমীহানী-এর বর্ণনাতে (إِلَّا أَدْخَلَهُ الذُّلَّ) এসেছে, আর আবূ নু'আয়ম-এর উল্লেখিত বর্ণনাতে (إِلَّا أَدْخَلُوا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ ذُلًّا لَا يَخْرُجُ عَنْهُمْ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) এসেছে- এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জমিনের অধিকারসমূহ হতে তাদের ওপর যা আবশ্যক হয়ে পড়ে, শাসকগণ জমির কারণে যে অধিকার তাদের কাছ থেকে দাবী করে থাকে জমিতে কাজ করা সর্বপ্রথম যিম্মীদের ওপর সূচনা লাভ করে, তখন সহাবীগণ ঐ কাজে আত্মনিয়োগ করা অপছন্দ করতেন।

ইবনুত্ তীন বলেন : এটা নাবী ﷺ-এর তরফ হতে অদৃশ্য সম্পর্কে সংবাদ প্রদান। কেননা বর্তমান দৃশ্য হলো- অধিকাংশ নির্যাতন চাষীদের ওপর বর্তায়। (ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৩২১)

কিছু বিদ্বানগণ বলেন যে, হাদীসের বাহ্যিক অর্থে চাষের মধ্যে যিল্লতি বলে বুঝা যায়। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি তেমন নয়। কেননা তাতে মানুষের কল্যাণ নিহিত আছে, তাই চাষ করা মুস্তাহাব যা সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত।

অত্র হাদীসে এ কথা বলার কারণ এই যে, সহাবীগণ যাতে জিহাদ পরিত্যাগ করে চাষের কাজে মনোযোগী না হয়ে পরে। কেননা তাতে কাফিরদের বিজয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর এটাই হলো বড় যিল্লতি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[২১৯] **সহীহ :** বুখারী ২৩৪০, মুসলিম ১৫৩৬, ইবনু মাজাহ ২৪৫১, আহমাদ ১৪৮১৩।

[২২০] **সহীহ :** বুখারী ২৩২১, সহীহাহ্ ১০।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٩٧٩ -[٨] عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ زَرَعَ فِىْ اَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهٗ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهٗ نَفَقَتُهٗ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

২৯৭৯-[৮] রাফি' ইবনু খদীজ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি অনুমতি ছাড়া কোনো সম্প্রদায়ের জমিনে কৃষিকাজ করে, তার জন্য কৃষির কোনো অংশ নেই। সে তার খরচ পাবে মাত্র। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ; ইমাম তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীসটি গরীব)[২২১]

ব্যাখ্যা : (مَنْ زَرَعَ فِىْ اَرْضِ قَوْمٍ......) এতে ঐ ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোনো জমি জবরদখল করবে এবং তাতে ফসল ফলাবে তখন ফসল জমির মালিকের জন্য সাব্যস্ত হবে এবং জবরদখলকারীর জন্য যা সে জমিনে খরচ করেছে, জমির মালিক তা তাকে অর্পণ করবে। তিরমিযী বলেন, কতিপয় বিদ্বানদের কাছে এ হাদীসের উপর 'আমাল আছে। আর তা হলো আহমাদ ও ইসহাক্ব-এর মত। ইবনু রিসলান শারহুস্ সুনানে বলেন, এর মাধ্যমে আহমাদ ঐ ব্যাপারে (যেমন তিরমিযী বলেন) দলীল গ্রহণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি অন্যের ভূমিতে বীজ ফলাবে এবং ভূমির মালিক তার ভূমি ফেরত চাইবে তখন তা ঐ অবস্থা হতে মুক্ত না, হয়তো ভূমির মালিক তার ভূমি ফেরত চাওয়া এবং তা শস্য কাটার পর গ্রহণ করা অথবা জমির মালিক তার জমি ফেরত চাওয়া এবং শস্য কাটার পূর্বে শস্য জমিনে দণ্ডায়মান থাকা। অতঃপর মালিক যদি তার জমি গ্রহণ করে তাহলে শস্য কাটার পর সে জমির অধিকারী হবে। কেননা শস্য জমি জবরদখলকারীর। এক্ষেত্রে কোনো মতানৈক্য আছে বলে আমরা জানি না। আর ওটা এ কারণে যে, তা তার সম্পদের বৃদ্ধি জমি সোপর্দ করার সময় পর্যন্ত তার ওপর জমির ভাড়া, জমির ক্ষতি সাধনের জরিমানা বর্তাবে এবং খোদাই করা জমি সমান করে দিতে হবে। আর জমির মালিক যদি জবরদখলকারী হতে জমি গ্রহণ করে এবং জমিতে শস্য বিদ্যমান থাকে তখন জমির মালিক জবরদখলকারীকে জমির শস্য উপড়ানোর ব্যাপারে জবরদস্তি করার ক্ষমতা রাখবে না। মালিক জবরদখলকারীকে তার খরচ দিয়ে দেয়া, শস্য তার জন্য থেকে যাওয়া অথবা শস্য জবরদখলকারীর জন্য ছেড়ে দেয়া এ দু'য়ের মাঝে মালিককে ইচ্ছার স্বাধীনতা দেয়া হবে। আর 'উবায়দ এ মত পোষণ করেছেন।

শাফি'ঈ এবং অধিকাংশ ফাকীহগণ বলেন, নিশ্চয় মালিক ফসল উপড়ানোর ব্যাপারে জবরদখলকারীকে জবরদস্তি করার ক্ষমতা রাখবেন, তারা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর (لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ) "অত্যাচারী মেহনতের কোনো অধিকার নেই" এ বাণীর মাধ্যমে দলীল উপস্থাপন করেছেন। সর্বাবস্থায় তাদের মতে শস্য শস্যবীজের মালিকের জন্য সাব্যস্ত হবে। এর উপরেই জমি ভাড়া দেয়া হবে। পূর্ববর্তীরা যার মাধ্যমে দলীল গ্রহণ করেছে তার সামষ্টিক হলো আহমাদ এবং আবূ দাউদ যা সংকলন করেছে, নিশ্চয় নাবী ﷺ বিজিত অঞ্চলে শস্য দেখে মুগ্ধ হলেন...... আল হাদীস। অত্র হাদীস ঐ কথার উপর প্রমাণ বহন করছে যে শস্য জমির অনুসরণ করবে।

(وَلَهٗ نَفَقَتُهٗ) অর্থাৎ- জমি জবরদখলকারীর জন্য তাই থাকবে যা জমি চাষ, পানি সেচ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যোগান স্বরূপ জমির উপর যা ব্যয় করেছে। (আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৪০০)

---

[২২১] সহীহ : আবূ দাউদ ৩৪০৩, তিরমিযী ১৩৬৬, ইবনু মাজাহ ২৪৬৬।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٩٨٠ -[٩] عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَزَارَعَ عَلِيٌّ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَاٰلُ أَبِي بَكْرٍ وَاٰلُ عُمَرَ وَاٰلُ عَلِيٍّ وَابْنُ سِيرِينَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْأَسْوَدِ: كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلٰى: إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهٖ فَلَهُ الشَّطْرُ. وَإِنْ جَاؤُوْا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৯৮০-[৯] ক্বয়স ইবনু মুসলিম (রহঃ) ইমাম আবূ জা'ফার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মাদীনায় এমন কোনো মুহাজির পরিবার ছিল না যাঁরা জমিনে উৎপাদিত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের বিনিময়ে বর্গার লেনদেন করেননি। এমনিভাবে বর্গার লেনদেন করেছেন 'আলী, সা'দ ইবনু মালিক, 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস্‌'উদ, 'উমার ইবনু 'আব্দুল আযীয, ক্বাসিম ইবনু মুহাম্মাদ, 'উরওয়াহ্ ইবনুয্ যুবায়র এবং আবূ বাক্‌র-এর পরিবার, 'উমার-এর পরিবার, 'আলী-এর পরিবার ও ইবনু সীরীন। 'আব্দুর রহমান ইবনু আস্‌ওয়াদ বলেন, আমি বর্গাচাষে 'আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ-এর অংশীদার ছিলাম। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) লোকেদের সাথে বর্গার লেনদেন করেছেন এরূপে- যদি 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজ হতে বীজ দিতেন, তবে তিনি অর্ধেক অংশ পেতেন। আর যদি তারা (কৃষকেরা) বীজ দেয়, তারা এমন এমন অংশ পাবে।

(বুখারী)[২২২]

ব্যাখ্যা : ইমাম বুখারী তাঁর জামি' আস্ সহীহাহ্-তে (بَابُ الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهٖ) এ অধ্যায়ের অধীনে অত্র হাদীসটি নিয়ে এসেছেন, হাদীসটির অর্থ হলো তারা এক-তৃতীয়াংশের বিনিময়ে এবং এক-চতুর্থাংশের বিনিময়ে শস্য ক্ষেত্র চাষ করতেন। এ আসারটিকে 'আব্দুর রায্‌যাক্ব মাওসূল সূত্রে তথা সানাদ পরম্পরাভাবে বর্ণনা করেছেন। ইবনুত্ তীন বর্ণনা করেন, কাবিসী একে অস্বীকার করেছেন।

(ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, অধ্যায়- ৮ : অর্ধেক বা অনুরূপ কিছুর বিনিময়ে বর্গাচাষ)

(١٤) بَابُ الْإِجَارَةِ
অধ্যায়-১৪ : ভাড়ায় প্রদান ও শ্রম বিক্রি

اَلْإِجَارَةُ-এর অভিধানিক অর্থ- প্রতিদান দেয়া, 'আরবরা যখন কাউকে প্রতিদান দেয়, তখন তারা বলে থাকে أُجرته অর্থাৎ- আমি তাকে পারিশ্রমিক প্রদান করলাম। ইবনু হাজার 'আস্‌ক্বালানী একে উল্লেখ করেছেন। আর 'মুগরিব'-এ আছে, পরিভাষিক অর্থে-, কোনো কিছুর বিনিময়ে কাউকে উপকার লাভের জন্য বস্তুর মালিক বানিয়ে দেয়া। আভিধানিক অর্থে তা أُجْرَةٌ শব্দের বিশেষ্য আর তা হলো শ্রমিক ভাড়া করা।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[২২২] সহীহ : বুখারী ৩২২৮।

Contents

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٩٨١-[١] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: زَعَمَ ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৯৮১-[১] 'আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাবিত ইবনু যহ্হাক رضي الله عنه মনে করেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বর্গাচাষ নিষেধ করেছেন এবং ইজারার অনুমতি দিয়েছেন। রাবী (সাবিত رضي الله عنه) বলেন, ইজারাতে কোনো আপত্তি নেই। (মুসলিম)[২২৩]

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত বাক্যাংশে اَلْمُزَارَعَةِ বলতে নাজায়িয বলে যা জানা গেছে, আর مُؤَاجَرَةِ বলতে জায়িয বলে যা জানা গেছে। (لَا بَأْسَ بِهَا) অর্থাৎ পরিচিত শ্রম বিক্রিতে কোনো সমস্যা নেই।
(মিরকাতুল মাফাতীহ)

مُزَارَعَةِ এর বৈধ পন্থা সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা গত হয়েছে।

٢٩٨٢-[٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ فَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৯৮২-[২] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ শিঙ্গা লাগাতেন এবং শিঙ্গাদাতাকে মজুরি দিয়েছেন এবং তিনি (ﷺ) নাকে ঔষধও নিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[২২৪]

ব্যাখ্যা : (فَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ) এ অংশটি শিঙ্গা লাগিয়ে পারিশ্রমিক নেয়া বৈধ হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করছে।

(اِسْتَعَطَ) অর্থাৎ- সে তার নাকে ঔষধ প্রবেশ করাল। তৃীবী (রহঃ) বলেন, السعوط শব্দের 'সীন' বর্ণে 'যবর' দিয়ে এক প্রকার ঔষধ যা নাকে প্রবেশ করানো হয়, যেমন 'আরবীতে বলা হয় (اسعطت الرجل) (وَاسْتَعَطَ) অর্থাৎ- আমি লোকটির নাকে ঔষধ দিলাম লোকটি নাকে ঔষধ গ্রহণ করল। উল্লেখিত হাদীসাংশ (اِسْتَعَطَ) এর মাঝে শ্রমিক খাটানোর বিশুদ্ধতা এবং ঔষধ প্রয়োগের বৈধতার প্রমাণ রয়েছে।
(মিরকাতুল মাফাতীহ)

ফাতহুল বারীতে এসেছে, (اِسْتَعَطَ) সে নাক দিয়ে ব্যবহার করল, আর তা হলো ব্যক্তি তার পিঠের উপর ভর করে গা এলিয়ে দেয়া এবং তার কাঁধদ্বয়ের মাঝে এমন কিছু রাখা যা কাঁধদ্বয়কে উঁচু করে রাখবে, যাতে তার মাথা ঢালু হতে পারে এবং তার নাকে পানি অথবা তেল পতিত হতে পারে, যাতে আছে বিচ্ছিন্ন অথবা মিশ্র ঔষধ। যাতে এর মাধ্যমে তা মস্তিষ্কে পৌঁছতে পারে এবং মস্তিষ্কে যে রোগ আছে তা হাঁচির মাধ্যমে বের করতে পারে।

তিরমিযীতে অন্য সানাদে ইবনু 'আব্বাস হতে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত আছে- (أَنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ السَّعُوْطُ) অর্থাৎ- নিঃসন্দেহে তোমরা যে সকল ঔষধ ব্যবহার করে থাক তার মাঝে নাক সর্বোত্তম।
(ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৬৯১)

---

[২২৩] সহীহ : মুসলিম ১৫৪৯, আহমাদ ১৬৩৮৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫১৮৮, দারিমী ২৬৫৮. সহীহ আল জামি' ৬৯০৪।

[২২৪] সহীহ : বুখারী ৫৬৯১, মুসলিম ১২০২, আবূ দাউদ ৩৮৬৭, নাসায়ী ১৫৮০, আহমাদ ২৩৩৭, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮২৩৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫১৫০।

٢٩٨٣ - [٣] وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا بَعَثَ اللّٰهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ». فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ كُنْتُ أَرْعٰى عَلٰى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

২৯৮৩-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ এমন কোনো নাবী পাঠাননি যিনি ছাগল-ভেড়া চরাননি। সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনিও কি? তিনি (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ, আমিও কিছু ক্বীরাত্বের বিনিময়ে মাক্কাহ্বাসীদের ছাগল-ভেড়া চরাতাম। (বুখারী)[২২৫]

ব্যাখ্যা : (عَلٰى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ) ইবনু মাজার এক বর্ণনাতে সুওয়াইদ বিন সা'ঈদ হতে বর্ণিত আছে, তিনি 'আম্‌র বিন ইয়াহ্ইয়া হতে বর্ণনা করেন, (كُنْتُ أَرْعَاهَا لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْقَرَارِيطِ) অর্থাৎ- আমি মাক্কাবাসীদের জন্য তা ক্বারারীতের বিনিময়ে চড়াতাম।

অনুরূপভাবে ইসমা'ঈলী একে মানী'ঈ হতে, তিনি মুহাম্মাদ বিন হাস্‌সান হতে, তিনি 'আম্‌র বিন ইয়াহ্ইয়া হতে বর্ণনা করেছেন। হাদীসের বর্ণনাকারীদের একজন সুওয়াইদ বলেন, প্রত্যেক বকরীকে এক ক্বীরাত্বের বিনিময়ে, অর্থাৎ- ক্বীরাত্ব বলতে যা দীনার অথবা দিরহাম-এর অংশ। মিরক্বাতুল মাফাতীহে বলা হয়েছে- قراريط শব্দটি قيراط এর বহুবচন, আর তা দানিক্বের অর্ধেক, আর دانق (দানিক্ব) দিরহামের এক ৬ষ্ঠমাংশ।"

ইবরাহীম হারবী বলেন, قراريط (ক্বারারীত্ব) মাক্কাতে একটি স্থানের নাম। রৌপ্যের ক্বারারীত্ব উদ্দেশ্য করা হয়নি। ইবনু নাসির-এর অনুসরণে ইবনু জাওযী একে সঠিক বলেছেন এবং সুওয়াইদ এর ব্যাখ্যাকে ভুল সাব্যস্ত করেছেন। তবে প্রথমটিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, কেননা মাক্কাবাসীরা সেখানে এমন কোনো জায়গা চিনে না যাকে قراريط বলা হয়। আর নাসায়ী নাস্‌র বিন হাযান হতে যা বর্ণনা করেছেন তা হলো নাস্‌র বলেন : উটের মালিক এবং বকরীর মালিকরা গর্বে লিপ্ত হয়। অতঃপর আল্লাহর রসূল বলেন, "মূসাকে প্রেরণ করা হলো, তখন তিনি বকরীর রাখাল ছিলেন; আর যখন দাউদকে প্রেরণ করা হলো, তখন তিনিও বকরীর রাখাল ছিলেন এবং আমাকে প্রেরণ করা হলো, এমতাবস্থায় আমি যিয়াদে আমার পরিবারের বকরী চড়াতাম।"

কেউ কেউ বলেন, 'আরবরা মুদ্রার অন্তর্গত ক্বীরাত্ব বলে কিছু চিনত না। এ কারণে সহীহাতে এসেছে, তারা ভূখণ্ড জয় করত, যেখানে ক্বীরাত্বের আলোচনা হয়। বিদ্বানগণ বলেন, নবূওয়াতের পূর্বে বকরী চড়ানোর মধ্য দিয়ে নাবীদেরকে অনুপ্রেরণা দেয়াতে হিকমাত হলো তাদের জাতির বিষয়ে তাদেরকে যে দায়িত্ব সম্পাদন করতে দেয়া হচ্ছে বকরী চড়ানোর মাধ্যমে সে ব্যাপারে তাদের অনুশীলন অর্জন হওয়া। কেননা এগুলোর সাথে তাদের মেলামেশার কারণে তাদের যা অর্জন হবে তা হলো সহনশীলতা ও দয়া। কেননা তারা যখন বকরী চড়ানোর মাঠে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর এগুলো একত্র করবে এবং এক চারণ ক্ষেত্র হতে আরেক চারণ ক্ষেত্রে স্থানান্তর করবে এদের শত্রুকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ হিংস্র জন্তু এবং অন্যান্য যেমন চোর ইত্যাদি হতে রক্ষা করার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করবে এবং এদের স্বভাবের ভিন্নতা, এগুলো দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও এদের মারাত্মক বিচ্ছিন্নতা, এগুলোর মাধ্যমে সন্ধির মুখাপেক্ষিতা জানবে, তখন এ ধৈর্য ধারণ করা হতে তারা উম্মাতের প্রতি দয়ালু হবে, তাদের স্বভাবের ভিন্নতা, জ্ঞানের বৈপরীত্য সম্পর্কে জানবে, অতঃপর তাদের ভাঙ্গা পরিস্থিতিকে মেরামত করবে। অতঃপর তাদের ঐ কষ্ট সহ্য করা ঐ অপেক্ষা অধিক সহজ হয়ে যাবে

[২২৫] সহীহ : বুখারী ২২৬২, সহীহ আল জামি' ৫৫৮১।

যদি তাদেরকে ঐ ব্যাপারে কর্ম সম্পাদন করতে প্রথমবার দায়িত্ব দেয়া হয়। বকরী চড়ানোর মাধ্যমে ঐ ব্যাপারে ক্রমান্বয়ে যা অর্জন হবে সে কারণে। এ ক্ষেত্রে বকরীকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে তার কারণ বকরী অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা দুর্বল; উট, গরু রশি দ্বারা বাধা সম্ভবপর হওয়ার কারণে এদের অপেক্ষা বকরীর বিচ্ছিন্নতা অধিক প্রচলিত নিয়মে বকরীর ক্ষেত্রে এমন না, এগুলো অধিক বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এগুলো অন্যান্য প্রাণীদের তুলনায় অধিক দ্রুত আনুগত্যশীল। নাবী ﷺ সৃষ্টি জীবের মাঝে সর্বাধিক সম্মানিত– এ কথা জানার পরও এ বিষয়কে নাবী ﷺ-এর উল্লেখ করাতে এমন কিছু আছে, যাতে নিজ রবের প্রতি নাবী ﷺ-এর মহা নম্রতা, নিজের ওপর, নিজ ভাই নাবীদের ওপর, সকল নাবীদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ প্রকাশ পাচ্ছে। (ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২২৬২)

٢٩٨٤ ـ[٤] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ تَعَالٰى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطٰى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهٗ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهٖ أَجْرَهٗ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৯৮৪-[৪] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন, ক্বিয়ামাত দিবসে আমি তিন লোকের বিরুদ্ধে বাদী হবো- [১] যে লোক আমার নামে অঙ্গীকার করে পরে তা ভঙ্গ করেছে, [২] যে লোক স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য খেয়েছে এবং [৩] যে লোক শ্রমিক নিয়োগ করে পূর্ণ কাজ আদায় করে নিয়েছে, কিন্তু তার প্রাপ্য মজুরী প্রদান করেনি। (বুখারী)[২২৬]

ব্যাখ্যা : (ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ) ইবনু খুযায়মাহ্, ইবনু হিব্বান এবং ইসমা'ঈলী এ হাদীসে (وَمَنْ كُنْتُ خصمه خصمته) অর্থাৎ- আমি তার বিপক্ষে দাঁড়াব তার বিপক্ষে কথা বলব।" এ অংশটুকু বৃদ্ধি করেছেন। ইবনুত্ তীন বলেন, তিনি সুবহানাহূ ওয়াতা'আলা সমস্ত অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে, তবে এদের ওপর তিনি স্পষ্টভাবে কঠোরতা আরোপ করেছেন।

(أَعْطٰى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ) সকল বর্ণনাতে মাফঊল বিলুপ্ত হওয়াবস্থায় এসেছে, উহ্য হলো (أَعْطٰى يَمِيْنَهٗ بِيْ) অর্থাৎ- সে আমার নামে অঙ্গীকার করল, ঐ ব্যাপারে সে আল্লাহর শপথ করল। অতঃপর তা ভঙ্গ করল। (بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهٗ) বর্ণনার মাধ্যমে "খাওয়া" কথাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, কেননা তা সর্বাধিক বড় উদ্দেশ্য।

আবূ দাউদে 'আব্দুল্লাহ বিন 'উমার কর্তৃক মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে- (ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ) "তিন ব্যক্তির সলাত গ্রহণ করা হয় না।" অতঃপর তাদের মাঝে বর্ণনা করেছেন, (وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا) "এবং এমন ব্যক্তি যে স্বাধীন ব্যক্তিকে দাসে পরিণত করেছে।"

খত্ত্বাবী বলেন : সাধীন ব্যক্তিকে দাসে পরিণত করা দু'টি বিষয়ের মাধ্যমে সংঘটিত হয়, প্রথমতঃ দাসকে মুক্তি দেয়া। তা গোপন করে রাখা অথবা তা অস্বীকার করা। দ্বিতীয়তঃ দাস হতে মুক্তি দেয়ার পর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে কাজে লাগানো, দু'টির মাঝে প্রথমটি শক্তিশালী।

মুহাল্লাব বলেন : এর পাপ অধিক কঠিন তার কারণ মুসলিমরা স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সমান। সুতরাং যে ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করবে, সে ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহর বৈধ করা বিষয়ে স্বাধীন ইচ্ছা হতে বাধা দিবে, আল্লাহ যে অপমান হতে তাকে রক্ষা করেছেন সে ঐ ব্যক্তির জন্য তা আবশ্যক করল।

---

[২২৬] **সহীহ :** বুখারী ২২২৭, ইবনু মাজাহ ২৪৪২, আহমাদ ৮৬৯২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৩৩৯। তবে শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহঃ) হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। কারণ এর সানাদে "ইয়াহ্ইয়া বিন সুলায়ম" খুবই বিতর্কিত একজন রাবী। তিনি এ বিষয়ে ইরওয়াউল গালীলে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী বলেন : স্বাধীন ব্যক্তি আল্লাহর বান্দা, সুতরাং যে স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষতি করবে তার মালিক (আল্লাহ) তার বিপক্ষে থাকবে।

ইবনুল মুনযির বলেন : তারা (বিদ্বানগণ) এ ব্যাপারে দ্বিমত করেনি যে, যে ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করবে তার হাত কাটা যাবে না। অর্থাৎ- যখন তাকে তার মতো সুরক্ষিত স্থান হতে চুরি না করবে। তবে 'আলী হতে যা বর্ণনা করা হয় তা হলো- যে ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করবে, তার হাত কাটা হবে। তিনি বলেন, স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় বৈধ হওয়ার ব্যাপারে প্রাচীন মতানৈক্য ছিল, অতঃপর তা উঠে গেছে। অতঃপর 'আলী হতে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে স্বীকৃতি দিবে যে, সে দাস তাহলে সে দাস।

(وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ) এ অংশটুকু ঐ ব্যক্তির অর্থে যে ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে এবং তার মূল্য খেয়ে ফেলে, কেননা অত্র হাদীসে ব্যক্তি শ্রমিক থেকে বিনা মজুরীতে পূর্ণাঙ্গ উপকারিতা লাভ করেছে, এ ক্ষেত্রে সে যেন তার মূল্য খেয়ে ফেলেছে। কেননা সে তার থেকে বিনা পারিশ্রমিকে সেবা গ্রহণ করেছে, এ ক্ষেত্রে যেন সে তাকে দাস বানিয়েছে। (ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২২২৭)

٢٩٨٥ ـ[٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ إِنَّ فِي الْمَاءِ لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرِئَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذٰلِكَ وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللّٰهِ أَجْرًا حَتّٰى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ! أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللّٰهِ أَجْرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللّٰهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ: «أَصَبْتُمْ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا».

২৯৮৫-[৫] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ)-এর সহাবীগণের মধ্যে একদল এক পানির কূপওয়ালাদের কাছে পৌঁছলেন, তাদের মধ্যে একজনকে বিচ্ছু অথবা সাপে দংশন করেছিল। কূপওয়ালাদের এক লোক এসে বললো, আপনাদের মধ্যে কোনো মন্ত্র (চিকিৎসা) জানা লোক আছে কি? এ কূপের ধারে একজন বিচ্ছু বা সাপে কাটা লোক রয়েছে। তখন তাঁদের মধ্য হতে একজন (আবূ সা'ঈদ আল খুদ্‌রী (রাঃ)) গেলেন এবং কিছু ছাগলের বিনিময়ে তার ওপর সূরা ফাতিহাহ্ পড়ে ফুঁক দিলেন। এতে সে সুস্থ হয়ে উঠলো এবং সহাবী ছাগলগুলো নিয়ে স্বীয় সাথীদের কাছে আসলেন। তাঁরা এটা অপছন্দ করে বলতে লাগলেন, আপনি কি আল্লাহর কিতাবের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিলেন? পরিশেষে তাঁরা মাদীনায় পৌঁছলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ইনি আল্লাহর কিতাবের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিয়েছেন। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তোমরা যেসব জিনিসের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিয়ে থাকো, তাদের মধ্যে কিতাবুল্লাহ (আল্লাহর কিতাব) অধিকতর উপযোগী। (বুখারী)[২২৭]

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তোমরা ঠিকই করেছো, তা ভাগ-বণ্টন কর এবং আমার জন্যও তোমাদের সাথে এক অংশ রেখ।

---

[২২৭] সহীহ : বুখারী ৫৭৩৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫১৪৬, সহীহ আল জামি' ১৫৪৮।

ব্যাখ্যা : (لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ) বর্ণনাকারীর সন্দেহ সে জন্য উল্লেখিত শব্দদ্বয়ের মাঝে أَوْ তথা, অথবা বর্ণনা করেছেন। لَدِيغٌ শব্দটি অধিকাংশ সময় ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় যাকে বিচ্ছু দংশন করেছে এবং سَلِيمٌ শব্দটি ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় যাকে সাপ দংশন করেছে।

(رَجُلٌ مِنْهُمْ) একমতে বলা হয়েছে, তিনি হলেন : আবূ সা'ঈদ আল খুদরী। (فَقَرَأَ) ফল কথা, ঐ লোকটি তাদেরকে বলল, তোমরা আমাকে এ পরিমাণ ছাগল দিবে এ শর্তে আমি এ বিচ্ছু কাটা রোগীটিকে ঝাড়ব। অতঃপর রোগীর লোকেরা তাতে রাজী হলে আবূ সা'ঈদ রোগীর ওপর সূরা ফাতিহাহ্ পাঠ করলেন ঐ বর্ণনার উপর ভিত্তি করে যে, সূরা ফাতিহাহ্ বিষ হতে আরোগ্য দানকারী। অতঃপর রোগীটি আল্লাহর কালামের বারাকাতে মুক্তি লাভ করল। একমতে বলা হয়েছে, ছাগলের সংখ্যা ছিল ত্রিশ এবং তারাও ছিল ত্রিশ জন।

(حَتّٰى قَدِمُوا) ত্বীবী বলেন : এ অংশটি "তারা বলল, তুমি আল্লাহর কিতাবের বিনিময়ে এ সব গ্রহণ করেছ?" এ অংশের সাথে সম্পর্কিত। এর অর্থ হলো- তারা পথে এ বিষয়টিকে সর্বদা অস্বীকার করছিল, পরিশেষে তারা মাদীনাতে আগমন করে।

(كِتَابِ اللّٰهِ) ক্বাযী বলেন, এতে কুরআন পাঠের জন্য শ্রমিক ভাড়া করা, কুরআন দ্বারা ঝাড়-ফুঁক দেয়া বৈধ হওয়া এবং কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে পরিশ্রমিক গ্রহণ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ আছে। এক সম্প্রদায় তা হারাম সাব্যস্ত করার মত পোষণ করেছেন, আর তা হলো- যুহরী, আবূ হানীফাহ্ এবং ইসহাক্ব (রহঃ)-এর মত। তারা 'শারহুস্ সুন্নাহ্'তে 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত হতে বর্ণিত আগত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। অত্র হাদীসটিতে কুরআন দ্বারা, আল্লাহর যিক্র দ্বারা ঝাড়ফুঁক বৈধ হওয়া এবং তার বিনিময়ে মজুরী গ্রহণের ব্যাপারে দলীল আছে। কেননা ক্বিরাআত বৈধ কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যারা মুসহাফ ক্রয়-বিক্রয় এবং তা লিপিবদ্ধ করার বিনিময়ে মজুরী গ্রহণ করার অবকাশ দিয়েছেন তারা এর মাধ্যমে দলীল গ্রহণ করেছেন। এ মত পোষণ করেছেন- হাসান, শা'বী, 'ইকরিমাহ্, সুফ্ইয়ান, মালিক, শাফি'ঈ এবং আবূ হানীফার সাথীবর্গ (রহঃ)।

(اقْسِمُوا) ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এটা মানবিকতা, স্বেচ্ছাসেবা, সাথীদের সাথে ভালোবাসার আচরণ এবং নম্রতা প্রদর্শন অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। অন্যথায় সমস্ত-বকরীর মালিক ঝাড়ফুঁককারী। (لِيْ مَعَكُمْ سَهْمًا) নাবী ﷺ এ কথাটি বলেছেন তাদের মনে স্বাচ্ছন্দ্য দানের উদ্দেশ্য এবং তাদেরকে জানানোর ব্যাপারে আধিক্যতা স্বরূপ যে, এটা হালাল, এতে সন্দেহ নেই। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٩٨٦ -[٦] عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهٖ قَالَ: أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَتَيْنَا عَلٰى حَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالُوْا: إِنَّا أُنْبِئْنَا أَنَّكُمْ قَدْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هٰذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رُقْيَةٍ؟ فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهًا فِي الْقُيُوْدِ فَقُلْنَا: نَعَمْ فَجَاؤُوْا بِمَعْتُوْهٍ فِي الْقُيُوْدِ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً أَجْمَعُ بُزَاقِيْ ثُمَّ أَتْفُلُ قَالَ: فَكَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطَوْنِيْ جُعْلًا فَقُلْتُ: لَا حَتّٰى أَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «كُلْ فَلَعَمْرِيْ لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ

২৯৮৬-[৬] খারিজাহ্ ইবনু সাল্‌ত (রহঃ) তাঁর চাচা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হতে রওয়ানা হয়ে এক 'আরব গোত্রের কাছে পৌঁছলাম। তারা বলল, আমরা সংবাদ পেয়েছি, আপনারা এ ব্যক্তির (রসূলুল্লাহ ﷺ-এর) নিকট হতে কল্যাণ (কিতাবুল্লাহ) নিয়ে এসেছেন। আপনাদের নিকট কি কোনো চিকিৎসা বা মন্ত্র আছে? আমাদের নিকট শিকলে বন্দী একটি পাগল আছে। আমরা বললাম, হ্যাঁ, আছে। তারা বন্দী অবস্থায় পাগলটাকে নিয়ে আসলো। আমি তিনদিন পর্যন্ত সকাল-সন্ধ্যা তার ওপর এরূপে সূরা ফাতিহাহ্ পড়লাম, আমি আমার থুথু একত্র করে তার ওপর ফুঁকলাম। তিনি বলেন, এতে সে হঠাৎ বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে গেল। অতঃপর তারা আমাকে কিছু (চিকিৎসার বিনিময়ে) পারিশ্রমিক দিলো। আমি বললাম, না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করি। তিনি (ﷺ) বললেন, খাও! আমার জীবনের শপথ, অবশ্যই কেউ তো বাতিল মন্ত্র (চিকিৎসা) দ্বারা খায়, আর তুমি তো সত্য (কিতাবুল্লাহ'র) মন্ত্র দ্বারা আহার্য করছো। (আহমাদ ও আবূ দাঊদ)[২২৮]

ব্যাখ্যা : 'আয়নী বলেন : এ ঘটনাটি যা খারিজার চাচার হাদীসে আছে তা ঐ ঘটনা নয় যা আবূ সা'ঈদ-এর হাদীসে আছে। কেননা এ হাদীসে যে আছে সে পাগল এবং একে ঝড়ফুঁকারী খারিজার চাচা। আর অপর হাদীসে রোগী ব্যক্তি বিচ্ছুতে কাটা এবং তাকে ঝাড়ফুঁককারী আবূ সা'ঈদ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞাত। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৮৯৭)

(لَعَمْرِىْ) 'আমার জীবনের শপথ'। ত্বীবী (রহঃ) বলেন : হয়তো এ সকল ক্বসমের ক্ষেত্রে নাবী ﷺ-কে অনুমতি দেয়া হয়েছিল, আর এটা মহান আল্লাহর ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِىْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ﴾ অর্থাৎ- "আপনার বয়সের শপথ! নিঃসন্দেহে তারা তাদের মাতলামিতে দিশেহারা।" এ বাণীর কারণে নাবী ﷺ-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। একমতে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ তাঁর নাবী ﷺ-এর জীবনের শপথ করেছেন এবং অন্য কারো জীবনের শপথ কখনো করেননি, এটা মূলত নাবী ﷺ-এর সম্মানার্থে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٩٨٧ـ[٧] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

২৯৮৭-[৭] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা শ্রমিককে তার ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দিবে। (ইবনু মাজাহ)[২২৯]

ব্যাখ্যা : (قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ) এ থেকে পারিশ্রমিক দ্রুত প্রদান করা এবং প্রতিশ্রুতি পূর্ণকরণে টালবাহানা বর্জন করা উদ্দেশ্য। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٩٨٨ـ[٨] وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلٰى فَرَسٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَفِي الْمَصَابِيْحِ: مُرْسَلٌ

২৯৮৮-[৮] হুসায়ন ইবনু 'আলী رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যাচঞাকারীর হাক্ব রয়েছে, যদিও সে ঘোড়ায় চড়ে আসে।

(আহমাদ ও আবূ দাঊদ; আর মাসাবীহতে মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে)[২৩০]

---

[২২৮] সহীহ : আবূ দাউদ ৩৯০১, আহমাদ ২১৮৩৬, সহীহাহ্ ২০২৭।

[২২৯] সহীহ : ইবনু মাজাহ ২৪৪৩, ইরওয়া ১৪৯৮, সহীহ আল জামি' ১০৫৫।

ব্যাখ্যা : (لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ) অর্থাৎ যাচঞ্চাকারী ঘোড়ায় আরোহণ করে এলেও তাকে বিমুখ করবে না। এতে ঐ মুসলিম ব্যক্তি সম্পর্কে উত্তম ধারণা করতে নির্দেশ আছে যে মুসলিম যাচঞ্চা করার মুখোমুখী হয়েছে তার প্রতি মন্দ ধারণার মাধ্যমে এবং তাকে অপমানিত করার মাধ্যমে তার মুখোমুখী হওয়া যাবে না। বরং তার প্রতি আনন্দ প্রকাশের মাধ্যমে তাকে সম্মান করতে হবে। নিশ্চয় যে ঘোড়াটি তার অধীনে আছে তা ধার করাও হতে পারে অথবা সে ঐ ব্যক্তিরও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে ধনী হওয়া সত্ত্বেও যার জন্য যাকাত গ্রহণ বৈধ। এমন হতে পারে যে, সে অন্যের দায় বহন করে অথবা পরস্পরের মাঝে শত্রুতার মীমাংসা করতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে অথবা সে আল্লাহর পথে অংশগ্রহণকারীদের একজন হতে পারে তখন এ ব্যক্তি যাকাত হতে অমুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য যাকাত গ্রহণ করা বৈধ হবে।

('আওনুল মা'বূদ ৩য় খণ্ড, হাঃ ১৬৬২)

ইবনুল আসীর 'নিহায়াহ্'তে বলেন, যাচঞ্চাকারী, অনুসন্ধানকারী-এর তাৎপর্য হলো- যাচঞ্চাকারী যখন তোমার সম্মুখীন হবে তখন তার ব্যাপারে উত্তম ধারণা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সত্যায়ন করা সম্ভবপর হওয়া সত্ত্বেও মিথ্যারোপ ও ফিরিয়ে দেয়ার মাধ্যমে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করা। অর্থাৎ- তুমি যাচঞ্চাকারীর ক্ষতি করবে না যদিও তার দৃশ্য তোমাকে সন্দেহে পতিত করে, সে ঘোড়ায় আরোহণ করে আসে, কেননা ব্যক্তির কখনো ঘোড়া থাকে তার পেছনে থাকে পরিবার অথবা ঋণ যার উপস্থিতিতে তার সদাক্বাহ্ গ্রহণ বৈধ হয় অথবা সে যোদ্ধা অথবা ঋণগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, আর তার জন্য সদাক্বাতে একটি অংশ রয়েছে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٩٨٩ ـ[٩] عَنْ عُتْبَةَ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَرَأَ: ﴿طسٓمٓ﴾ حَتّٰى بَلَغَ قِصَّةَ مُوْسٰى قَالَ: «إِنَّ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَجَرَ نَفْسَهٗ ثَمَانِ سِنِيْنَ أَوْ عَشْرًا عَلٰى عِفَّةِ فَرْجِهٖ وَطَعَامِ بَطْنِهٖ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ

২৯৮৯-[৯] 'উত্বাহ্ ইবনুল মুনযির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ছিলাম, তিনি (সূরা আল ক্বাসাস-এর) '*ত্বা*' '*সীন*' '*মীম*' হতে পড়তে শুরু করে মূসা আলায়হিস সালাম-এর ঘটনা পর্যন্ত পৌঁছে বললেন, মূসা আলায়হিস সালাম লজ্জাস্থান সংরক্ষণ ও পেটপূর্তির জন্য আট বা দশ বৎসর নিজেকে মজুরীতে খাটিয়েছিলেন। (আহ্মাদ ও ইবনু মাজাহ)[২৩১]

ব্যাখ্যা : (حَتّٰى بَلَغَ قِصَّةَ مُوْسٰى) অর্থাৎ- শু'আয়ব আলায়হিস সালাম-এর সাথে তার মিলিত হওয়ার ঘটনা। (أَجَرَ نَفْسَهٗ ثَمَانِ سِنِيْنَ أَوْ عَشْرًا) অর্থাৎ- বরং মাওয়ার্দী বুখারী এবং অন্যান্যগণ দশ সংখ্যা গ্রহণ করেছেন, নিঃসন্দেহে তিনি দু'টি সময়ের মাঝে শেষ সময়টি সম্পন্ন করেছেন, এরপর তাঁর কাছে আরও দশ বছর অবস্থান করেছেন, এরপর প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করেছেন।

---

[২৩০] **য'ঈফ** : আবূ দাউদ ১৬৬৫, আহমাদ ১৭৩০, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৪৬৮, য'ঈফাহ্ ১৩৭৮, য'ঈফ আল জামি' ৪৭৪৬। কারণ এর সানাদে "ইয়া'লা বিন আবী ইয়াহ্ইয়া" একজন অপরিচিত রাবী।

[২৩১] **খুবই দুর্বল** : ইবনু মাজাহ ২৪৪৪, ইরওয়া ১৪৮৮, য'ঈফ আল জামি' ২০১৬। দু'টি কারণে, প্রথমতঃ বাকিয়্যাহ্ একজন মুদাল্লিস রাবী আর দ্বিতীয়তঃ তার উস্তায মাস্লামাহ্ বিন 'উলাই একজন মাতরূক রাবী।

(عَلٰى عِفَّةِ فَرْجِه) অর্থাৎ- নিজেকে পবিত্র রাখার উদ্দেশ্য।

(وَطَعَامِ بَطْنِه) ত্বীবী বলেন : শিষ্টাচার অবলম্বনে তিনি এর মাধ্যমে বিবাহ সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন এবং ঐ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, পবিত্রতা অর্জনের লক্ষ্যে যে পন্থা গ্রহণ করা হয় তা সম্পদ হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত। আর এ ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে। আবূ হানীফার সাথীবর্গ বলেন : কোনো নারীর এক বছর সেবা করে তা মুহরানা গণ্য করার মাধ্যমে ঐ নারীকে বিবাহ করা বৈধ হবে না, তবে কোনো মেয়েলোকের দাস এক বছর সেবা করার মাধ্যমে ঐ মেয়েকে বিবাহ করা আবূ হানীফার সাথীবর্গ বৈধ বলেছেন। আর তারা বলেছেন সম্ভবত এটা ঐ শারী'আতে বৈধ ছিল এবং মুহর অন্য কিছু হওয়াও সম্ভব। তিনি কেবল এ সময়ে তার ছাগলের রাখাল হওয়াকে উদ্দেশ্য করেছেন। নির্দিষ্ট সময় কাজ করার চুক্তি অথবা নির্দিষ্ট পারিশ্রমিককে মুহর গণ্য করে ব্যক্তির অনুমতিসাপেক্ষে বিবাহ করা ইমাম শাফি'ঈ বৈধ বলেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٩٩٠-[١٠] وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! رَجُلٌ أَهْدٰى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْاٰنَ وَلَيْسَتْ بِمَالٍ فَأَرْمِيْ عَلَيْهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ: «إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

২৯৯০-[১০] 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি এক লোককে লেখা এবং কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলাম, সে আমার জন্য একটি ধনুক উপহার দিয়েছে, যা মূল্যবান কোনো মাল নয়। সুতরাং আমি কি জিহাদে ঐ ধনুক ব্যবহার করতে পারি? তিনি (ﷺ) বললেন, যদি তুমি জাহান্নামের শিকল গলায় পরতে ভালোবাসা, তবে তা গ্রহণ করতে পারো। (আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[২৩২]

ব্যাখ্যা : (لَيْسَتْ بِمَالٍ) অর্থাৎ- সামাজিক প্রথায় ধনুকের হিসাব মজুরীর মাঝে গণ্য করা হয়নি। সুতরাং তা গ্রহণ ক্ষতি সাধন করবে না। এভাবে ফাতহুল ওয়াদূদে আছে, (وَلَيْسَتْ بِمَالٍ) অর্থাৎ- তা তেমন কোনো বড় ধরনের সম্পদ নয়। আর পারস্পরিক পরিচিতিতে ধনুককে মজুরীর মাঝে গণ্য করা হয়নি, অথবা ধনুক এমন কোনো সম্পদ নয় যা বিক্রয়ের জন্য সঞ্চয় করব, বরং তা সরঞ্জাম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ) অর্থাৎ আগুনের বেড়ী তোমার গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে। খত্ত্বাবী বলেন : এ হাদীসের অর্থ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিদ্বানগণের একটি সম্প্রদায় মতানৈক্য করেছেন। অতঃপর তাদের কেউ হাদীসটির বাহ্যিকতার দিকে গিয়েছেন। তারা মনে করেছেন যে, কুরআন শিক্ষা দিয়ে মজুরী গ্রহণ বৈধ নয়। যুহরী, আবূ হানীফাহ্ ও ইসহাক্ব বিন রহওয়াই এ মত পোষণ করেছেন। একদল বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত শর্ত না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত এতে কোনো সমস্যা নেই। এটা হাসান বাসরী, ইবনু সীরীন ও শা'বী-এর মত। অন্যান্যগণ একে বৈধ বলেছেন আর তা 'আত্বা, মালিক, শাফি'ঈ ও আবূ সাওর-এর মত। তারা সাহ্ল বিন সা'দ-এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন যাতে আছে যে, নাবী (ﷺ) ঐ লোকটিকে বলেছিলেন, যে ব্যক্তি মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিল, অথচ মুহর দেয়ার মতো কিছু খুঁজে পেল না।

(زَوَّجْتُكَهَا عَلٰى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ) অর্থাৎ- "কুরআন হতে তোমার সাথে যা আছে তার বিনিময়ে আমি তোমাকে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম।" আর তারা 'উবাদার হাদীসকে ঐদিকে ব্যাখ্যা করেছেন

[২৩২] হাসান : আবূ দাউদ ৩৪১৬, ইবনু মাজাহ ২১৫৭, আহমাদ ২২৬৮৯।

যে, তিনি কুরআন শিক্ষা দানের মাধ্যমে অনুদান করেছেন এবং তাতে সাওয়াবের নিয়্যাত করেছেন, শিক্ষাদানের সময় বিনিময় এবং উপকার গ্রহণ করা তার উদ্দেশ্য ছিল না। অতঃপর নাবী ﷺ তাকে তার সাওয়াব বিনষ্ট হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এবং সে ব্যাপারে তাকে হুমকি দিয়েছেন। আর এ ক্ষেত্রে 'উবাদার পন্থা হলো ঐ ব্যক্তির পন্থা যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তির হারানো বস্তুকে ফেরত দিল, অথবা অনুদান স্বরূপ অথবা সাওয়াবের আশায় সমুদ্রে কারো ডুবে যাওয়া বস্তু উদ্ধার করে দিল। সুতরাং ঐ ব্যাপারে তার কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণের অধিকার নেই। সাওয়াবের উদ্দেশ্য ঐ কাজটি করার পূর্বে সে যদি তার জন্য পারিশ্রমিক অনুসন্ধান করে থাকে, ওটা তার জন্য বৈধ হবে। আহলুস্ সুফ্ফাহ্ (মাসজিদে বসবাসকারী) নিঃস্ব সম্প্রদায় এরা মানুষের অনুদান দ্বারা জীবন যাপন করত। সুতরাং তাদের কাছ থেকে সম্পদ গ্রহণ অপছন্দনীয় এবং তাদের নিকট তা ফিরিয়ে দেয়া মুস্তাহাব। কতিপয় বিদ্বান বলেন, কুরআন শিক্ষা দেয়ার বিনিময়ে মজুরী গ্রহণের অনেক অবস্থা রয়েছে, যখন মুসলিমদের মাঝে বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া আরও ব্যক্তি থাকবে, যে কুরআন শিক্ষার কাজ সম্পাদন করবে তখন ঐ ব্যক্তির জন্য কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে মজুরী গ্রহণ বৈধ হবে। কেননা ঐ ফারয তখন তার ওপর নির্দিষ্ট হবে না। আর ঐ ব্যক্তি যখন এমন অবস্থায় অথবা এমন স্থানে থাকবে যেখানে সে ছাড়া অন্য কেউ ঐ কাজ সম্পাদন করে না, তখন তার জন্য মজুরী গ্রহণ বৈধ হবে না– এক্ষেত্রে মতবিরোধপূর্ণ হাদীসসমূহ এভাবেই ব্যাখ্যা করতে হবে।

ফাতহুল ওয়াদূদে সুয়ূত্বী বলেন : এক সম্প্রদায় এ হাদীসের বাহ্যিক দিক গ্রহণ করেছেন, অন্যরা এর ব্যাখ্যা করেছে এবং তারা বলেছে, এটা (زَوَّجْتُكَهَا عَلٰى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) "কুরআন হতে তোমার সাথে যা আছে তার বিনিময়ে আমি তোমাকে তার সাথে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম।" এ হাদীস এবং 'আবদুল্লাহ বিন 'আব্বাস-এর (إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ) অর্থাৎ- "তোমরা যার পরিশ্রমিক গ্রহণ করে থাক তার মধ্যে আল্লাহর কিতাব সর্বাধিক অগ্রগণ্য।" এর দ্বারা কুরআন শিক্ষা দিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার প্রমাণ পেশ করেছেন। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৪১৩)

(١٥) بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَالشِّرْبِ

অধ্যায়-১৫ : অনাবাদী জমিন আবাদ করা ও সেচের পালা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٩٩١ - [١] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ». قَالَ عُرْوَةُ: قَضٰى بِهِ عُمَرُ فِيْ خِلَافَتِه. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৯৯১-[১] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : যে লোক মালিকবিহীন এমন কোনো জমিন আবাদ করে, সে-ই তার প্রকৃত হাক্বদার। 'উরওয়াহ্ (রহঃ) বলেন, 'উমার (রাঃ)-ও তাঁর খিলাফাতকালে এ আদেশ করেছিলেন। (বুখারী)[২৩৩]

---

[২৩৩] **সহীহ :** বুখারী ২৩৩৫, আহমাদ ২৪৮৮৩, সহীহ আল জামি' ৬০৫৭।

ব্যাখ্যা : (فَهُوَ أَحَقُّ) ইসমা'ঈলী একটু বেশী বর্ণনা করেছেন, (فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا) সে ঐ জমির ব্যাপারে অন্য অপেক্ষা বেশী হাক্বদার।

(قَضٰى بِهٖ عُمَرُ فِىْ خِلَافَتِهٖ) মুহাম্মাদ বিন 'উবায়দুল্লাহ আস্ সাকাফী-এর সানাদে 'উমার পর্যন্ত সানাদ পরম্পরা সূত্রে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, যা «خراج» অধ্যায়ে আছে। মুহাম্মাদ বিন 'উবায়দুল্লাহ আস্ সাকাফী বলেন : 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব পত্র লিখলেন, যে ব্যক্তি কোনো মৃত ভূখণ্ডকে জীবিত করবে সে ঐ ব্যাপারে সর্বাধিক হাক্বদার। অন্য একটি সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, 'আম্‌র বিন শু'আয়ব অথবা অন্য কারো থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন : "যে ব্যক্তি কোনো জমিনকে তিন বছর অকেজো ফেলে রাখবে তাকে আবাদ করবে না, অতঃপর অন্য কেউ এসে তা আবাদ করবে, তখন সে জমিন আবাদকারীর জন্যই সাব্যস্ত হবে।" অকেজো করে রাখা দ্বারা যেন তার উদ্দেশ্য সে জমিন পাথরে পরিণত হওয়া, কোনো কিছু নির্মাণ অথবা অন্য কিছু দ্বারা তা রক্ষা না করা। ত্বহাবী প্রথম সানাদটিকে সাকাফী পর্যন্ত উল্লেখিত সানাদে এর অপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, বাসরাবাসীদের অন্তর্ভুক্ত আবূ 'আব্দুল্লাহ নামক এক ব্যক্তি 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে গেল। অতঃপর বলল, বাসরা ভূখণ্ডে একটি জমি আছে তা কোনো মুসলিমের নিকটে না এবং তা ভূমিকর আদায়ের জমিও না। সুতরাং আপনি যদি চান তাহলে তা আমাকে দিতে পারেন, আমি তাতে শাক-সবজি ও যায়তূনের আবাদ করব। অতঃপর 'উমার আবূ মূসার কাছে পত্র লিখল, যদি তা এমন হয়ে থাকে তাহলে তা তাকে দাও। (ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৩৩৫)

٢٩٩٢ -[٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَا حِمٰى إِلَّا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৯৯২-[২] ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'ব ইবনু জাস্‌সামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন : আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ছাড়া পশু চারণের জমিন সংরক্ষণ করার অধিকার কারো নেই। (বুখারী)[২৩৪]

ব্যাখ্যা : (لَا حِمٰى إِلَّا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ﷺ) ফাতহুল বারীতে আছে, 'আরবদের নিকট (حِمٰى) এর মূল হলো- তাদের কোনো নেতা যখন উর্বর স্থানে যেত, তখন উঁচু স্থানে একটি কুকুর দ্বারা আওয়াজ করাত, কুকুরের আওয়াজ যে পর্যন্ত পৌঁছত চতুর্দিকে ঐ স্থান পর্যন্ত সংরক্ষণ করত, তখন সেখানে অন্য কেউ প্রাণী চড়াত না অথচ ঐ নেতা অন্য চারণভূমিতে অন্যদের সাথে তার প্রাণী চড়াত।

(حِمٰى) বলতে সংরক্ষিত স্থান, তা বৈধতার বিপরীত। এর উদ্দেশ্য হলো, ঐ মৃত ভূখণ্ড আবাদ করা হতে বাধা দেয়া, যাতে সেখানে পূর্ণরূপে ঘাস উৎপন্ন হয়, অতঃপর বিশেষ প্রাণীসমূহ সেখানে চড়তে পারে এবং অন্য প্রাণীসমূহকে বাধা দিতে পারে। শাফি'ঈদের নিকট প্রণিধানযোগ্য মাস্‌আলাহ্ হলো- সংরক্ষিত ভূমি খলীফার জন্য নির্দিষ্ট। তবে কেউ কেউ গভর্নরদেরকে এর সাথে সম্পর্কিত করেছেন। ইমাম ত্বহাবী মৃত ভূখণ্ড জীবিত করার ক্ষেত্রে ইমামের অনুমতিকে শর্ত করে তার মতের পক্ষে দলীল গ্রহণ করেছেন। উভয়ের মাঝে পার্থক্য করার মাধ্যমে সমালোচনা করা হয়েছে, কেননা সংরক্ষণ করা ভূমি জীবিত করা ভূমি অপেক্ষা নির্দিষ্ট। আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত। (ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৩৭০)

---

[২৩৪] **সহীহ :** বুখারী ২৩৭০, আবূ দাঊদ ৩০৮৩, আহমাদ ১৬৬৬৬, সহীহ আল জামি' ৭৪৯১।

٢٩٩٣-[٣] وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِيْ شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلٰى جَارِكَ». فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتّٰى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلٰى جَارِكَ» فَاسْتَوْعَى النَّبِيُّ ﷺ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهٗ فِيْ صَرِيحِ الْحُكْمِ حِينَ أَحْفَظَهُ الْأَنْصَارِيُّ وَكَانَ أَشَارَ عَلَيْهِمَا بِأَمْرٍ لَهُمَا فِيهِ سَعَةٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৯৯৩-[৩] 'উরওয়াহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাররাহ্ হতে প্রবাহিত নালার পানি বণ্টন সম্পর্কে (আমার পিতার) যুবায়র (রাঃ)-এর সাথে এক আনসারীর বিবাদ হলো। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, হে যুবায়র! তুমি তোমার জমিনে পানি দাও, অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর জমিনের দিকে ছেড়ে দাও। আনসারী বলে উঠলো- আপনার ফুফাতো ভাই, এজন্য কি? এতে নাবী (ﷺ)-এর চেহারা মুবারক মলিন হয়ে গেল। এবার তিনি (ﷺ) বললেন, হে যুবায়র! তুমি তোমার জমিনে পানি দাও, অতঃপর তা আটকে রাখো যাতে পানি আইল পর্যন্ত পৌঁছে, অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর জমিনের দিকে ছেড়ে দাও। এখন নাবী (ﷺ)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশে যুবায়রকে তার পূর্ণ হাক্ব দিয়ে দিলেন, যখন আনসারী তাঁকে রাগান্বিত করলো। আর প্রথমে উভয়ের সুবিধার জন্য তাদেরকে এমন নির্দেশ দিয়েছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[২৩৫]

ব্যাখ্যা : (شِرَاجِ الْحَرَّةِ) অর্থাৎ- পানি প্রবাহের স্থান। حَرَّةٌ (হাররাহ্) বলা হয় ঐ সমতল জায়গাকে যেখানে কালো পাথর আছে।

(تَلَوَّنَ وَجْهُهٗ) অর্থাৎ- নবূওয়াতের মর্যাদা নষ্ট করা এবং এ ব্যক্তির মন্দ কথার কারণে ক্রোধে তার চেহারা বিবর্ণ আকার ধারণ করল।

(يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ) এখানে (الْجَدْرِ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- দেয়ালের গোড়া। একমতে বলা হয়েছে, বৃক্ষের গোড়া, প্রথম উক্তিটি বিশুদ্ধ। বিদ্বানগণ এর পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন, সম্পূর্ণ ভূমিতে পানি এ পরিমাণ উঁচু হওয়া যে, মানুষের পায়ের টাখনু ভিজে যায়, পানির নিকটবর্তী প্রথম ভূমির মালিকের অধিকার রয়েছে, জমিনে এ সীমা পর্যন্ত পানি আটকিয়ে রাখা। অতঃপর তার ঐ প্রতিবেশীর দিকে পানি ছেড়ে দেয়া যে তার পরে আছে। আর যুবায়র ছিল প্রথম মালিক। তাই আল্লাহর রসূল তাকে তার ভালোবাসার দৃঢ়তা প্রকাশ করলেন এবং বললেন, (اسْقِ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلٰى جَارِكَ) অর্থাৎ- তুমি তোমার অধিকার অপেক্ষা কমে তোমার জমিকে অল্প কিছু সিক্ত কর, অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর দিকে তা ছেড়ে দাও। এটা যুবায়র-এর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ স্বরূপ। তাঁর ঐ জ্ঞান থাকার কারণে যে, তিনি এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকবেন এবং তার প্রতিবেশীর প্রতি দয়াকে প্রাধান্য দিবেন। অতঃপর প্রতিবেশী যা বলার তা যখন বলল তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) যুবায়রকে তার পূর্ণ অধিকার গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলেন। বিদ্বানগণ বলেন, যে ধরনের কথা আনসারী বলল সে ধরনের কথা যদি বর্তমানে নিজ প্রবৃত্তির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কোনো মানুষ হতে প্রকাশ পায়, তাহলে এ ধরনের উক্তি কুফ্রীতে পরিণত হবে। তার ওপর মুরতাদের হুকুমসমূহ প্রয়োগ হবে। তখন শর্তসাপেক্ষে

[২৩৫] **সহীহ :** বুখারী ২৩৫৯, মুসলিম ২৩৫৭, আবূ দাউদ ৩৬৩৭, নাসায়ী ৫৪০৭, তিরমিযী ১৩৬৩, ইবনু মাজাহ ২৪৮০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১১৮৫৪।

তাকে হত্যা করা আবশ্যক হবে। তাঁরা বলেন, নাবী ﷺ তাকে কেবল এজন্য ছেড়ে দিয়েছেন যে, তিনি ইসলামের সূচনাতে মানুষের সাথে মিলে থাকতেন, সর্বোত্তম পন্থায় তাদের উক্তি প্রতিহত করতেন, মুনাফিক্ব এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে তাদের পক্ষ হতে কষ্টদানে ধৈর্য ধারণ করতেন এবং বলতেন, "সহজতা আরোপ কর কাঠিন্যতা আরোপ করো না, শুভ সংবাদ দাও, মানুষকে সংস্পর্শ হতে দূরে ঠেলে দিও না।" আরও বলতেন, "মানুষ যেন এ আলোচনায় লিপ্ত না হয় যে, মুহাম্মাদ তাঁর সাথীবর্গকে হত্যা করে।" মহান আল্লাহ বলেন, "আপনি সদা তাদেরকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে দেখবেন তবে তাদের কিছু সংখ্যক ছাড়া, সুতরাং তাদেরকে উপেক্ষা করুন, তাদেরকে ক্ষমা করুন, নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন"- (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ১৩)। ক্বাযী বলেন, দাউদী বর্ণনা করেন যে, এ লোকটি যে যুবায়র-এর সাথে বাদানুবাদ করেছিল সে মুনাফিক্ব ছিল। (শারহু মুসলিম ১৫/১৬শ খণ্ড, হাঃ ২৩৫৭)

'শারহুস্ সুন্নাহ্'তে আছে- আল্লাহর রসূলের উক্তি "হে যুবায়র! তুমি তোমার জমি সিক্ত কর, অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর জমির দিকে পানি ছাড়ো। এটা সদাচরণ করতে যুবায়র-এর প্রতি নির্দেশ স্বরূপ ছিল, পারস্পরিক উদারতাগ্রহণ পূর্বক ছিল, অধিকারে ছাড় দেয়ার মাধ্যমে প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ স্বরূপ ছিল, এটা তার পক্ষ হতে নির্দেশ স্বরূপ ছিল। অতঃপর তিনি যখন আনসারীকে দেখলেন সে অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞ, তখন তিনি যুবায়রকে তার পূর্ণ অধিকার ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিলেন। নাবী ﷺ রাগান্বিত অবস্থায় বিচারককে বিচার করতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি স্বীয় রাগের অবস্থায় আনসারীর বিরুদ্ধে হুকুম দিয়েছেন এটা এ কারণে যে, তিনি রাগ ও সন্তুষ্টি উভয় অবস্থাতে না-হাক্ব তথা অন্যায় কথা বলা থেকে নিরাপদ ছিলেন। হাদীসটিতে আছ- নিশ্চয় ঐ সকল উপত্যকা ও প্রবাহের পানি যার ঝর্ণা ও নালার মালিকানা সাব্যস্ত করা যায় না তা বৈধ। এ ক্ষেত্রে মানুষ সমান। নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি এ ঝর্ণা বা নালাসমূহের মধ্যে অগ্রগামী হবে সে ব্যক্তি অন্য অপেক্ষা ঐ নালা বা ঝর্ণার সর্বাধিক অধিকারী হবে। পানি বণ্টনের ক্ষেত্রে উপরের অধিবাসীগণ পানি অংশের কাছাকাছি হওয়ার কারণে তাদেরকে নিম্নগামীদের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। আর পানি অংশের উপরের অধিবাসীদের প্রয়োজন মেটানোর পর তাদের পানির যথেষ্টতা মনে করা হবে, অতঃপর পানি অংশের নিম্নগামীরা পানি নিবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٩٩٤ ـ [٤] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا تَمْنَعُوْا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوْا بِهٖ فَضْلَ الْكَلَإِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৯৯৪-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অতিরিক্ত ঘাসে বাধা দেয়ার উদ্দেশে তোমরা কাউকেও অতিরিক্ত পানিতে বাধা দিয়ো না। (বুখারী ও মুসলিম)[২৩৬]

ব্যাখ্যা : মিরক্বাতুল মাফাতীহ-এর ২৮৫৮ নং হাদীস এ শ্রেণীর হাদীস, তাতে বলা হয়েছে, (قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ) অর্থাৎ- "জাবির رضي الله عنه বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ পানির অতিরিক্তাংশ বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।" তথা যে ব্যক্তি পানির অতিরিক্তাংশ তার প্রাণীকে পান করাতে চায় তার কাছে তা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, পক্ষান্তরে কেউ যদি সে পানি শস্য ক্ষেত অথবা খেজুর বাগানে দিতে চায় তাহলে মূল্য ছাড়া তা তাকে দান না করা পানির মালিকের জন্য বৈধ হবে।

---

[২৩৬] **সহীহ :** বুখারী ২৩৫৪, মুসলিম ১৫৬৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১১৮৪৪।

আর ২৮৫৯ নং হাদীসে এসেছে, (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ) অর্থাৎ- আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন : অতিরিক্ত পানি বিক্রয় করা যাবে না যাতে এর মাধ্যমে ঘাস বিক্রি করা হয়। অর্থাৎ- কূপের মালিক তার প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি বিক্রয় করবে না, কেননা ক্রেতা তখন ঐ ভূমিতে চড়তে মুখাপেক্ষী প্রাণীসমূহের মালিকের ওপর কঠোরতা আরোপ করবে, অতঃপর এ বিষয়টি তাদেরকে পানিওয়ালার নির্যাতন সীমাতিক্রম করার কারণে শুধু পানি অথবা পানি এবং ঘাস উভয়টি ক্রয় করতে বাধ্য করবে। পরিশেষে পানি এবং ঘাস ক্রয় না করা পর্যন্ত তাদের তা সম্ভব হবে না। এটা পূর্ণাঙ্গ অবিচার ও সীমালঙ্ঘন। চতুষ্পদ জন্তুর মালিকেরা তাদের চতুষ্পদ জন্তুদেরকে পানি পান করানো এবং মাঠে চড়ানো সম্ভবপর হওয়ার নিমিত্তে পানির বিনিময়ে যে সম্পদ তারা ব্যয় করেছে সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে নাবী ﷺ পানি ক্রয় করাকে ঘাস ক্রয় করার স্থলাভিষিক্ত করেছেন। খত্ত্বাবী বলেন : এর ব্যাখ্যা হলো নিশ্চয় কোনো লোক যখন কোনো মৃত ভূখণ্ডে কূপ খনন করবে, অতঃপর তা আবাদের মাধ্যমে তার মালিকানা অর্জন করবে, অতঃপর কোনো সম্প্রদায় ঐ মৃত ভূখণ্ডে এসে তার ঘাসে প্রাণী চড়াবে, এমতাবস্থায় সেখানে ঐ কূপ ছাড়া পানি না থাকলে তখন কূপের মালিকের পক্ষে এ সম্প্রদায়কে ঐ পানি পান করানো হতে বাধা দেয়া বৈধ হবে না। কেননা সে যদি তাদেরকে পানি হতে বাধা দেয় তাহলে প্রাণীর মালিকদের পক্ষে ঐ মাঠে প্রাণী চড়ানো সম্ভব হবে না। তখন প্রাণীর মালিকদেরকে পানি হতে বাধা দেয়া শত্রুতা স্বরূপ গণ্য হবে। আর এটা বৈধ নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٩٩٥ -[٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ حَلَفَ عَلٰى سِلْعَةٍ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطِيَ وَهُوَ كَاذِبٌ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلٰى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللهُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَاءٍ لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ» وَذُكِرَ حَدِيثُ جَابِرٍ فِي» بَابِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْبُيُوعِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

২৯৯৫-[৫] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তিন শ্রেণী লোকের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি (রহমাতের দৃষ্টিতে) দেখবেন না। [১] যে লোক কোনো পণ্য-সামগ্রীর ব্যাপারে শপথ করেছে যে, 'এটার যে মূল্য বলা হয়েছে তার চেয়ে বেশি মূল্য বলা হয়ে গেছে', অথচ সে মিথ্যা বলছে। [২] যে লোক অপর কোনো মুসলিমের মাল অন্যায়ভাবে গ্রহণ করতে 'আস্‌রের পর মিথ্যা শপথ করেছে এবং [৩] যে লোক প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানিতে বাধা দিয়েছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আজ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করা হতে বিরত থাকব, যেভাবে তুমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি প্রদান করা হতে বিরত ছিলে যা তোমার হাত সৃষ্টি করেনি। [আর জাবির রাঃ-এর বর্ণিত হাদীস নিষিদ্ধ ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে]।(বুখারী ও মুসলিম)[২৩৭]

ব্যাখ্যা : (بَعْدَ الْعَصْرِ) 'আস্‌রের সময়কে কেবল এজন্য নির্দিষ্ট করেছেন, কেননা প্রয়োজনীয় শপথসমূহ এ সময়ে সংঘটিত হয়। একমতে বলা হয়েছে, কেননা সে সময়টি লাভবান না হয়ে নিজ পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার সময়। ফলে তখন লাভবান হতে মিথ্যা শপথ করে। একমতে বলা হয়েছে, সে সময়টি উল্লেখ করেছেন, কেননা তা সময়ের মাঝে সম্মানিত সময় হিসেবে বিবেচিত। সুতরাং ঐ সময়ে মিথ্যা শপথ হবে সর্বাধিক ঘৃণিত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[২৩৭] সহীহ : বুখারী ২৩৬৯, মুসলিম ১০৮, সহীহ আল জামি' ৩০৬৬, সহীহ আত্ তারগীব ১৭৮৯।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٩٩٦ - [٦] عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى الْأَرْضِ فَهُوَ لَهُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

২৯৯৬-[৬] হাসান আল বাস্‌রী (রহঃ) সূত্রে সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি (মালিকবিহীন) জমিনের চারদিকে দেয়াল ঘেরা দিয়েছে, ঐ জমিন তার মালিকানাধীন। (আবূ দাউদ)[২৩৮]

ব্যাখ্যা : (عَلَى الْأَرْضِ) অর্থাৎ- মৃত ভূখণ্ডের চতুর্দিকে।

(فَهُوَ لَهُ) তূরিবিশ্‌তী বলেন : যারা সীমানায় পাথর বা কোনো কিছু রাখার মাধ্যমে মালিকানা সাব্যস্তের মত পোষণ করে থাকে, তারা এ হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণ উপস্থাপন করে থাকে। অথচ এর মাধ্যমে কোনো প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় না। কেননা কেবল মালিকানা সাব্যস্ত হয় আবাদকরণের মাধ্যমে। পক্ষান্তরে জমিনে পাথর বা কোনো কিছু রাখার মাধ্যমে অথবা দেয়াল দ্বারা বেষ্টনী দেয়ার মাধ্যমে কিছুতেই জমিন আবাদ করা সাব্যস্ত হয় না। তাঁর উক্তিতে (عَلَى الْأَرْضِ) অংশ রয়েছে যা বর্ণনার মুখাপেক্ষী। কেননা প্রত্যেক জমিন আবাদকরণের মাধ্যমে মালিকানা সাব্যস্ত হয় না।

ত্বীবী (রহঃ) বলেন : এ ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ হিসেবে তার উক্তি (أَحَاطَ)-ই যথেষ্ট। কেননা এটা ঐ কথার উপর প্রমাণ বহন করছে যে, সে প্রতিবন্ধক কোনো প্রাচীর তৈরি করবে, যা ভিতরের বস্তুসমূহকে বেষ্টন করে রাখবে, যেমন ছাগলের খাঁচা স্বরূপ কোনো বেষ্টনী তৈরি করা, অথবা চতুস্পদ জন্তুর খোয়ার স্বরূপ। নাবাবী (রহঃ) বলেন : ব্যক্তি যখন চতুস্পদ জন্তুর খোয়ার অথবা ফল শুকাবার খামার অথবা লাকড়ী এবং খড়কুটা জমা রাখার স্থান নিরূপণ করবে, তখন দেয়াল নির্মাণ করা শর্ত, দেয়াল নির্মাণ ছাড়া শুষ্ক খেজুরের ডাল এবং পাথর দাঁড় করানো যথেষ্ট হবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٩٩٧ - [٧] وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَقْطَعَ لِلزُّبَيْرِ نَخِيْلًا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

২৯৯৭-[৭] আসমা বিনতু আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবায়র রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে একটি খেজুর বাগান দান করেছিলেন। (আবূ দাউদ)[২৩৯]

ব্যাখ্যা : (أَقْطَعَ لِلزُّبَيْرِ نَخِيْلًا) খত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন : খেজুর বৃক্ষ হলো প্রকাশ্য সম্পদ, প্রকাশ্য উপকারী বস্তু; যেমন প্রকাশ্য খনি। সুতরাং খেজুর বৃক্ষ তার সাথে সাদৃশ্য রাখে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবায়র-কে এক-পঞ্চমাংশ হতে তা দান করেছেন, যা তার অংশ, আর আল্লাহ সর্বজ্ঞাত। আবূ ইসহাক্ব আল মারওয়াযী নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মুহাজিরদেরকে ঘর-বাড়ী দান করাকে ধার দেয়া অর্থের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে থাকেন।

('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ৩০৬৭)

---

[২৩৮] **য'ঈফ** : আবূ দাউদ ৩০৭৭, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩০৭৭, আহমাদ ২০১৩০। কারণ এর সানাদে কৃতাদাহ্ একজন মুদাল্লিস রাবী। তিনি 'আন্'আনাহ্' সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

[২৩৯] **হাসান** : আবূ দাউদ ৩০৬৯।

ক্বাযী বলেন : (الْإِقْطَاعُ) বলতে জমিনের একটি অংশ কাউকে নির্দিষ্ট করে দেয়া। শারহুস্ সুন্নাহ্তে আছে, (الْإِقْطَاعُ) ক্ষেত্র অনুপাতে তা দু'প্রকার : প্রথমতঃ অনাবাদী ভূমি আবাদের মাধ্যমে তার মালিকত্ব অর্জন করা। দ্বিতীয়তঃ দয়াবশত কিছু, যেমন ইমাম কাউকে বাজারের স্থানে বসার জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া যাতে সেখানে বসতে পারে। যুবায়র-কে নির্দিষ্ট করে দেয়া প্রথম প্রকারের আওতাভুক্ত। মুযহির বলেন, খেজুর বৃক্ষ প্রকাশ্য মাল যা খনির সাথে সাদৃশ্য রাখছে। নাবী ﷺ তাকে তা এক-পঞ্চমাংশ হতে দান করেছেন যা তার অংশ। অথবা তা ঐ মৃত ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ইতিপূর্বে কেউ যার মালিকানা অর্জন করেনি, অতঃপর সেই প্রথম তা আবাদের মাধ্যমে তার মালিকত্ব লাভ করে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٩٩٨ ـ[٨] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَ لِلزُّبَيْرِ حُضْرَ فَرَسِهِ فَأَجْرَى فَرَسَهُ حَتّٰى قَامَ ثُمَّ رَمٰى بِسَوْطِهِ فَقَالَ: «أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

২৯৯৮-[৮] ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ যুবায়র রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে তাঁর এক ঘোড়ার দৌড়ের সমপরিমাণ জমিন দিতে বললেন। তাই যুবায়র রাযিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় ঘোড়া দৌড়ালেন, পরিশেষে ঘোড়া থেমে গেল। অতঃপর তিনি স্বীয় চাবুক ছুঁড়লেন। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, তাকে তার চাবুক পৌঁছার স্থান পর্যন্ত দিয়ে দাও। (আবূ দাঊদ)[২৪০]

ব্যাখ্যা : অধ্যায়ের হাদীসগুলো ঐ কথার উপর প্রমাণ বহন করছে যে, নাবী ﷺ এবং তার পরবর্তী ইমামদের পক্ষে বৈধ হবে কাউকে বাদ দিয়ে কাউকে কোনো জমি এবং খনি নির্দিষ্ট করে দেয়া। শর্ত হলো- যখন এতে কোনো উপকার থাকবে। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ৩০৭০)

নাবাবী (রহঃ) বলেন : এতে ইমামের জন্য বায়তুল মালের মালিকানাভুক্ত জমি কাউকে নির্দিষ্ট করে দেয়া বৈধ হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। ইমাম কর্তৃক নির্দিষ্ট করে দেয়া ছাড়া কেউ তার মালিকানা অর্জন করবে না। অতএব ইমাম কখনো বায়তুল মালের মালিকানাভুক্ত ভূমি কোনো মানুষকে নির্দিষ্ট করে দিবে এবং মানুষ তার মালিকত্ব অর্জন করবে। মূলত এতে কল্যাণজনক হিসেবে যা মনে করে সে কারণে। সুতরাং ইমামের দেয়া দীনার, দিরহাম এবং অন্যান্য জিনিসের যেমন মালিকত্ব অর্জিত হয় তেমনিভাবে এর মালিকত্ব অর্জিত হবে। কখনো ইমাম ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমিন হতে উপকার লাভের মালিক বানাবে। অতঃপর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ব্যক্তি জমি হতে উপকার লাভের অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে মৃত ভূখণ্ড আবাদ করা প্রত্যেকের জন্যই বৈধ, এতে ব্যক্তি ইমামের অনুমতির মুখাপেক্ষী হবে না। এটা ইমাম মালিক, শাফি'ঈ ও জুমহূরের মত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٢٩٩٩ ـ[٩] وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ قَالَ: فَأَرْسَلَ مَعِيْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: «أَعْطِهَا إِيَّاهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

২৯৯৯-[৯ 'আলক্বামাহ্ (রহঃ) তাঁর পিতা ওয়ায়িল ইবনু হুজ্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নাবী ﷺ তাঁকে (ইয়ামানের) হাযরামাওতে একটি জমিন দান করেছিলেন। তিনি (ওয়ায়িল রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

---

[২৪০] সানাদ য'ঈফ : আবূ দাঊদ ৩০৭২, আহমাদ ৬৪৫৮, কারণ এর সানাদে 'আবদুল্লাহ বিন 'উমার আল 'উমারী একজন দুর্বল রাবী। তবে কেউ কেউ নাফি' থেকে তার বর্ণনাকে হাসান স্তরের বলেছেন।

এজন্য আমার সাথে মু'আবিয়াহ্ (ইবনুল হাকাম)-কে পাঠিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, তাকে তা বুঝিয়ে দাও। (তিরমিযী ও দারিমী)[২৪১]

ব্যাখ্যা : (بِحَضْرَمَوْتَ) ইয়ামান একটি শহরের নাম, এখানে দু'টি বিশেষ্যকে একটি বিশেষ্যে পরিণত করা হয়েছে।

সুয়ূত্বী বলেন : এক বর্ণনাতে বলা হয়েছে, জনৈক সৎব্যক্তির সম্প্রদায় যখন ধ্বংস হয়ে গেল, তখন সৎ ব্যক্তি মু'মিনদের সাথে তার সম্প্রদায়ের কাছে আসলো, অতঃপর যখন সে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছলো তখন সে মারা গেল, অতঃপর বলা হলো (حَضَرَمَوْتُ) অর্থাৎ- মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে। আর মুবার্‌রাদ উল্লেখ করেছেন- নিশ্চয় তা ইয়ামানিয়্যার দাদা 'আম্‌র-এর উপাধি। তিনি যে কোনো যুদ্ধে যেতেন নিহতের সংখ্যা বেশি হত। অতঃপর যে তাকে দেখত তাকে বলত (حَضَرَمَوْتُ) মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে। অতঃপর এ কথা যখন আধিক্যতা লাভ করল, তখন তা লকব বা উপাধি হিসেবে স্থির হলো। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٠٠-[١٠] وَعَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ الْمَأْرِبِيِّ: أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ الَّذِي بِمَأْرِبَ فَأَقْطَعَهُ إِيَّاهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا أَقْطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ: فَرَجَعَهُ مِنْهُ قَالَ: وَسَأَلَهُ مَاذَا يُحْمٰى مِنَ الْأَرَاكِ؟ قَالَ: «مَا لَمْ تَنَلْهُ أَخْفَافُ الْإِبِلِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ

৩০০০-[১০] আব্‌ইয়ায ইবনু হাম্মাল মা'রিবী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট স্বীয় গোত্রের প্রতিনিধিরূপে আসলেন। তখন তিনি মা'রিব-এ অবস্থিত লবণের কূপটি তাঁর নিকট (দান হিসেবে) চাইলেন। তিনি (ﷺ) তাঁকে তা দান করলেন। যখন তিনি রওয়ানা হলেন, তখন এক ব্যক্তি (আক্‌রা ইবনু হাবিস) বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তাঁকে প্রস্রবণের অফুরন্ত পানি দিয়ে দিলেন। (আক্‌রা বলেন) অতঃপর তিনি (ﷺ) তাঁর নিকট হতে তা ফেরত নিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আব্‌ইয়ায এটাও জানতে চাইলেন যে, আরাক গাছের কোন্‌টি রক্ষা করা যায়? তিনি (ﷺ) বললেন, যা উটের ক্ষুর নাগাল পায় না। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও দারিমী)[২৪২]

ব্যাখ্যা : (قَالَ رَجُلٌ) ত্বীবীর বর্ণনানুযায়ী লোকটি আকরা বিন হাবিস। একমতে বলা হয়েছে, নিশ্চয় লোকটি 'আব্বাস বিন মিরদাস (الْمَاءَ الْعِدَّ) অর্থাৎ- এমন অবিরাম পানি যা প্রবাহিত হওয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না।

(فَرَجَّعَهُ مِنْهُ) "তিনি তার নিকট থেকে তা ফেরত নিলেন"। ক্বারী বলেন, এ থেকে বুঝা গেল খনিজ সম্পদ দান করা, ঐ সময় বৈধ হবে যখন তা লুক্বায়িত থাকবে কষ্ট এবং যোগান ছাড়া যার সামান্য অংশ অর্জন হয় না; যেমন- লবণ, পেট্রোল, মূল্যবান পাথর, লাল সোনা ইত্যাদি। আর যা বাহ্যিক শ্রম এবং কর্ম ছাড়াই যা হতে উদ্দেশ্য অর্জন হয় তা কাউকে নির্দিষ্ট করে দেয়া বৈধ না। বরং তাতে সকল মানুষ অংশীদার; যেমন- ঘাস, উপত্যকার পানি ইত্যাদি। আর বিচারক যখন ফায়সালা দিবে, অতঃপর সে ফায়সালার বিপরীতে হাক্ব প্রকাশ পাবে, এমতাবস্থায় বিচারক তার ফায়সালাকে ভেঙ্গে দিবে এবং ঐ ফায়সালা হতে ফিরে আসবে।

---

[২৪১] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩০৫৮, তিরমিযী ১৩৮১, দারিমী ২৬৫১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭২০৫।

[২৪২] **হাসান লিগয়রিহী :** তিরমিযী ১৩৮০, ইবনু মাজাহ ২৪৭৫,, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৪৯৯, আবূ দাউদ ৩০৬৪।

(عما يحمى من الأراك) ফাতহুল ওয়াদূদ গ্রন্থকার বলেন, এটা হতে উদ্দেশ্য হলো- লোকটি নাবী ﷺ-কে ঐ আরাক সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, যা সংরক্ষণ করা যাবে, যেন লোকটি বলেছে, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! কোন্ আরাক সংরক্ষণ করা যাবে?

অধ্যায়ের হাদীসগুলো ঐ কথার উপর প্রমাণ বহন করছে যে, নাবী ﷺ এবং তার পরবর্তী ইমামদের জন্য বৈধ হবে কাউকে কোনো খনি নির্দিষ্ট করে দেয়া। আর 'নির্দিষ্ট করে দেয়া' উদ্দেশ্য হলো- কোনো মৃত ভূখণ্ড কতক ব্যক্তির সাথে নির্দিষ্ট। চাই তা কোনো খনি হোক অথবা কোনো জমি হোক। তবে তা এ শর্তে যে, ঐ মৃত ভূখণ্ডের সাথে কেউ সম্পৃক্ত থাকতে পারবে না। ইবনুত্ তীন বলেন, কাউকে কোনো কিছু নির্দিষ্ট করে দেয়াকে ঐ সময়ই কেবল إقطاع বলা যাবে, যখন তা ভূসম্পত্তি অথবা স্থাবর সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হবে। আর কেবল মালে ফাই থেকেই কাউকে কোনো কিছু নির্দিষ্ট করে দেয়া বৈধ। মুসলিম ব্যক্তির অথবা চুক্তিতে আবদ্ধ কোনো অমুসলিম ব্যক্তির অধিকার হতে কাউকে কোনো কিছু নির্দিষ্ট করে দেয়া যাবে না।

أَخْفَافُ الْإِبِلِ অর্থাৎ- চারণভূমি এবং বসতি হতে বিচ্ছিন্ন। এতে ঐ ব্যাপারে দলীল রয়েছে যে, বসতির নিকটবর্তী মৃত ভূখণ্ড নির্দিষ্ট কাউকে আবাদ করতে দেয়া বৈধ না। এটা মূলত শহরবাসীরা তাদের প্রাণীসমূহের চারণভূমি হিসেবে ব্যবহার করবে তার প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়ার কারণে। আর তিনি তাঁর (مَا لَمْ تَنَلْهُ أَخْفَافُ الْإِبِلِ) "উটের পদচারণা যেখানে পৌছেনি" এ উক্তি দ্বারা ঐদিকে ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ জমি আবাদ করা যেন দূরবর্তী স্থানে হয় যেখানে বিচরণকারী উট না পৌছে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ দ্রষ্টব্য; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ৩০৬২)

٣٠٠١-[١١] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: اَلْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

৩০০১-[১১] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন প্রকার জিনিসে সকল মুসলিম অংশীদার; আর তা হলো পানি, ঘাস ও আগুন। (আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[২৪৩]

ব্যাখ্যা : (فِي الْمَاءِ) অর্থাৎ- ঐ পানি যা কারো অনুসন্ধান এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জন হয়নি, যেমন খাল এবং কূপের পানি এবং নদী হতে গ্রহণ করে কোনো পাত্রে অথবা পুকুর এবং নালাতে সংরক্ষণ করা হয়নি।

(الْكَلَإِ) ভিজা এবং শুকনা তৃণলতা। খত্ত্বাবী বলেন : এর অর্থ হলো ঐ ঘাস যা অনাবাদী ভূখণ্ডে উৎপন্ন হয় এবং জনগণ পশু চড়ায়, তা কাউকে বাদ দিয়ে কারো জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া বৈধ নয়। আর ঘাস যখন কোনো ব্যক্তির সুনির্দিষ্ট মালিকানাভুক্ত জমিতে উৎপন্ন হবে তখন তা ঐ ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট সম্পদ, তার অনুমতি ছাড়া অন্য কারো তার সম্পদে অংশীদার হওয়ার অধিকার নেই।

(وَالنَّارِ) আগুনে অংশীদার হওয়া থেকে উদ্দেশ্য হলো- সে আগুন হতে প্রদীপ জ্বালাতে, তার আলো দ্বারা আলো গ্রহণ করতে কাউকে নিষেধ করা যাবে না, তবে আগুন প্রজ্জ্বলনকারীর এ অধিকার আছে যে, সে আগুন হতে অগ্নিশিখা গ্রহণ করতে কউকে বাধা দিবে। কেননা তা আগুনকে কমিয়ে দেয় এবং আগুনকে নিভিয়ে দেয়ার পর্যায়ে পৌছায়। একমতে বলা হয়েছে, আগুন দ্বারা ঐ পাথর উদ্দেশ্য যা দ্বারা আগুন জ্বালানো হয়। যখন এ পাথর কোনো অনাবাদী ভূখণ্ডে হবে তখন তা হতে কিছু গ্রহণ করতে কাউকে বাধা দেয়া যাবে না।

---

[২৪৩] সহীহ : আবূ দাউদ ৩৪৭৭, ইবনু মাজাহ ২৪৭২, আহমাদ ২৩০৮২, সহীহ আত্ তারগীব ৯৬৬। তবে ইবনু মাজার সানাদে 'আবদুল্লাহ বিন খিরাশ দুর্বল রাবী থাকায় তা দুর্বল।

সিনদী বলেন : এক সম্প্রদায় এ হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেছে। অতঃপর তারা বলেছে যে, এ তিনটি বিষয়ে কারো মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা যাবে না এবং সাধারণভাবে এগুলো বিক্রি করাও বৈধ হবে না। বিদ্বানদের মাঝে প্রসিদ্ধ যে, (الْكَلَإِ) তথা ঘাস দ্বারা ঐ বৈধ ঘাস যা কারো সাথে নির্দিষ্ট নয়। আর (الْمَاءِ) তথা পানি দ্বারা আকাশ, ঝর্ণা এবং নদীসমূহের পানি, যার মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। আর (وَالنَّارِ) তথা আগুন দ্বারা ঐ বৃক্ষ উদ্দেশ্য মানুষ যাকে বৈধভাবে লাকড়ী স্বরূপ গ্রহণ করে, অতঃপর তা দ্বারা আগুন জ্বালায়। আর এ পানি যখন মানুষ তার পাত্রে, তার মালিকানায় সংরক্ষণ করবে তখন তা বিক্রি করা বৈধ হবে না। এভাবে অন্যান্য বস্তু। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৪৭৪)

٣٠٠٢ - [١٢] وَعَنْ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَبَايَعْتُهُ فَقَالَ: «مَنْ سَبَقَ إِلٰى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهٗ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩০০২-[১২] আসমার ইবনু মুযার্‌রিস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে (ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার) বায়'আত করলাম। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, যে ব্যক্তি কোনো পানির (কূপের) কাছে প্রথমে পৌঁছে, আর ঐ পানির কাছে তার পূর্বে কোনো মুসলিম পৌঁছেনি, তখন সেটা তার (হাক্ব)। (আবূ দাঊদ)[২৪৪]

ব্যাখ্যা : (مَنْ سَبَقَ إِلٰى مَاءٍ) অর্থাৎ- বৈধ পানি, এভাবে অন্যান্য বৈধ বস্তু; যেমন- ঘাস, লাকড়ী ইত্যাদি। অন্য বর্ণনাতে (إِلٰى مَاءٍ) অর্থাৎ- (لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهٗ) সে যা গ্রহণ করেছে তা তার জন্য মালিকানা যে কোনো কূপের কাছে আসে। যা ঐ স্থানে অবশিষ্ট থাকবে তা নয়, কেননা তাতে তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٠٣ - [١٣] وَعَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا: أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحْيٰى مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ لَهٗ وَعَادِيُّ الْأَرْضِ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّيْ». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ

৩০০৩-[১৩] ত্বাউস [ইবনু কায়সার] (রহঃ) মুরসালরূপে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো অনাবাদি জমিন চাষাবাদ করবে, ঐ জমিন তার (হাক্ব) হবে। মালিকবিহীন জমিন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের, অতঃপর আমার পক্ষ হতে তা তোমাদের। (শাফি'ঈ)[২৪৫]

ব্যাখ্যা : (وَعَادِيُّ الْأَرْضِ) অর্থাৎ- বিল্ডিং এবং ঐ পুরনো ভূসম্পত্তি যার মালিক জানা যায় না। হূদ 'আলায়হিস্ সালাম-এর সম্প্রদায় 'আদ জাতির যুগে তাতে অধিকারে গত হওয়ার কারণে সেদিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে।

(لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ) অর্থাৎ- অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ যা মনে করেন এবং সঠিক বলে জানেন, সে অনুপাতে রসূল ﷺ তাতে কর্তৃত্ব করবেন।

(ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّيْ) তোমরা তা আবাদকরণে আমি তোমাদেরকে তা দান করার মাধ্যমে। ক্বাযী (রহঃ) বলেন : এতে বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহর উল্লেখ তাঁর রসূলের উল্লেখের জন্য ভূমিকা স্বরূপ। এটা মূলত তাঁর মহামর্যাদার কারণে। আর নাবী ﷺ-এর হুকুম আল্লাহর হুকুম। এজন্য তার হতে তাঁর রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[২৪৪] য'ঈফ : আবূ দাঊদ ৩০৭১, য'ঈফ আল জামি' ৫৬২২।

[২৪৫] য'ঈফ : আল উম্ম লিশ্ শাফি'ঈ ৪/৪৫। কারণ সানাদটি মুরসাল।

٣٠٠٤-[١٤] وَرُوِيَ فِيْ «شَرْحِ السُّنَّةِ» : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ الدُّوَرَ بِالْمَدِينَةِ وَهِيَ بَيْنَ ظَهْرَانِيْ عِمَارَةِ الْأَنْصَارِ مِنَ الْمَنَازِلِ وَالنَّخْلِ فَقَالَ بَنُوْ عَبْدِ بْنِ زُهْرَةَ : نَكِّبْ عَنَّا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ : «فَلِمَ ابْتَعَثَنِيَ اللهُ إِذًا؟ إِنَّ اللهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهِمْ حَقُّهُ».

৩০০৪-[১৪] শারহুস্ সুন্নাহ্'র এক বর্ণনায় আছে, নাবী ﷺ 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ)-কে মাদীনায় বসতবাড়ির জায়গা জায়গিররূপে দান করলেন; আর তা ছিল আনসারদের খেজুর বাগান ও বাড়ির ইমারতের মধ্যস্থলে। তখন আনসারীদের বানী 'আব্দ ইবনু যুহ্রাহ্ গোত্র বলে উঠল, হে আল্লাহর নাবী! উম্মু 'আব্দ-এর পুত্রকে আমাদের কাছ থেকে দূরে রাখুন। তখন তিনি (ﷺ) তাদের উদ্দেশে বললেন, তবে কেন আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন? আল্লাহ ওই জাতিকে পাক-পবিত্র করেন না যাদের মধ্যে দুর্বলের হাক্ব প্রতিষ্ঠা করা হয় না।[২৪৬]

ব্যাখ্যা : ক্বাযী বলেন : বর্ণনাকারী الدُّوَرُ দ্বারা এ সকল বাসস্থান এবং আঙ্গিনা উদ্দেশ্য করেছেন, যেখানে ঘর নির্মাণ করার জন্য আল্লাহর রসূল ﷺ তাকে তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

(فَلِمَ ابْتَعَثَنِيَ اللهُ إِذًا؟) তবে কেন আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন? অর্থাৎ আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং সবল ও দুর্বলের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য। আমার জাতি যদি দুর্বলকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিতই করে তাহলে আমাকে প্রেরণ করার ফায়দা কি? (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٠٥-[١٥] (حسن صحيح) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضٰى فِي السَّيْلِ الْمَهْزُوْرِ أَنْ يُمْسَكَ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلٰى عَلَى الْأَسْفَلِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

৩০০৫-[১৫] 'আম্র ইবনু শু'আয়ব (রহঃ) তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ 'মাহ্যূর' নামক ময়দানের পানির ব্যাপারে ফায়সালা দিয়েছেন– তা ততক্ষণ পর্যন্ত আটকে রাখা যাবে, যতক্ষণ না তা পায়ের ছোট গিরা পর্যন্ত পৌঁছে। অতঃপর উপরের ব্যক্তি নিচের ব্যক্তির জন্য ছেড়ে দেবে। (আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[২৪৭]

ব্যাখ্যা : (حَتّٰى يَبْلُغَ) অর্থাৎ- পানি। এ হাদীস এবং এর পূর্বে যে হাদীস আছে তাতে আছে উঁচু জমির মালিক তার অপেক্ষা নিম্নবর্তী জমির পূর্বে নিজ জমিকে স্রোত এবং কূপের পানি দ্বারা সিক্ত করার অধিকার রাখে। পানি যতক্ষণ পর্যন্ত টাখনুদ্বয় পর্যন্ত না পৌঁছবে ততক্ষণ পর্যন্ত উঁচু জমির মালিক পানি আটকিয়ে রাখবে।

ইবনুত্ তীন বলেন, যতক্ষণ টাখনুদ্বয় পর্যন্ত পানি না পৌঁছবে ততক্ষণ পর্যন্ত উঁচু জমির মালিক পানি আটকিয়ে রাখবে। জুমহূর 'উলামাদের এটাই অভিমত। ইবনু কিনানাহ্ একে খেজুর বাগান ও বৃক্ষের সাথে নির্দিষ্ট করেছেন। তিনি বলেন, পক্ষান্তরে শস্যের ক্ষেত্রে জুতার ফিতা পর্যন্ত।

ত্ববারী বলেন : ভূমি বিভিন্ন ধরনের। সুতরাং প্রত্যেক ভূমির জন্য ঐ পরিমাণ পানি জমিয়ে রাখতে হবে যা ঐ জমির জন্য যথেষ্ট হবে। নায়লুল আওত্বারে এভাবেই উল্লেখ আছে। [কানযুল উম্মাল দ্রষ্টব্য]

(আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৬৩৬)

---

[২৪৬] য'ঈফ : আল উম্ম লিশ্ শাফি'ঈ ৪/৪৫, শারহুস্ সুন্নাহ্ ২১৮৯, মুসনাদুশ্ শাফি'ঈ ৪৩৫। কারণ এটি মুরসাল সানাদে বর্ণিত।

[২৪৭] হাসান : আবূ দাউদ ৩৬৩৯, ইবনু মাজাহ ২৪৮২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১১৮৫৮।

٣٠٠٦ - [١٦] وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ عَضُدٌ مِنْ نَّخْلٍ فِيْ حَائِطِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَ الرَّجُلِ أَهْلُهُ فَكَانَ سَمُرَةُ يَدْخُلُ عَلَيْهِ فَيَتَأَذّٰى بِهِ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَطَلَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ لِيَبِيْعَهُ فَأَبٰى فَطَلَبَ أَنْ يُنَاقِلَهُ فَأَبٰى قَالَ: «فَهَبْهُ لَهُ وَلَكَ كَذَا» أَمْرًا رَغْبَةً فِيهِ فَأَبٰى فَقَالَ: «أَنْتَ مُضَارٌّ» فَقَالَ لِلْأَنْصَارِيِّ: «اذْهَبْ فَاقْطَعْ نَخْلَهُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

وَذُكِرَ حَدِيْثُ جَابِرٍ: «مَنْ أَحْيٰى أَرْضًا» فِيْ «بَابِ الْغَصْبِ» بِرِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ. وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ أَبِيْ صِرْمَةَ: «مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللّٰهُ بِهِ» فِيْ «بَابِ مَا يُنْهٰى مِنَ التَّهَاجُرِ».

৩০০৬-[১৬] সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসারী লোকের বাগানে তাঁর কিছু খেজুর গাছ ছিল। আর ঐ আনসারীর সাথে তার পরিবার ছিল। তাই যখন সামুরাহ্ (রাঃ) বাগানে প্রবেশ করতেন, তখন আনসারীর তাতে কষ্ট অনুভব হতো। এ কারণে আনসারী নাবী (সাঃ)-এর নিকট এসে বিষয়টি উল্লেখ করলেন। নাবী (সাঃ) সামুরাহ্ (রাঃ)-কে ডেকে তা বিক্রি করে দিতে বললেন, কিন্তু সামুরাহ্ (রাঃ) তাতে অসম্মতি প্রকাশ করলেন। অতঃপর তিনি (সাঃ) বললেন, তার পরিবর্তে অন্য কোথাও গাছ নিয়ে নাও। কিন্তু সামুরাহ্ (রাঃ) তাতেও রাজি হলো না। অতঃপর নাবী (সাঃ) বললেন, তুমি তাকে তা দান কর, আর তোমার জন্য এতেই কল্যাণ (প্রতিদান) রয়েছে। সর্বোপরি তিনি (সাঃ) তাকে উৎসাহমূলক কথা বললেন, কিন্তু এতেও তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। তখন তিনি (সাঃ) বললেন, তুমি প্রতিবেশীর পক্ষে অকল্যাণকামী। আর আনসারীকে বললেন, যাও তুমি তার গাছ কেটে ফেল। (আবূ দাঊদ)[২৪৮]

জাবির (রাঃ)-এর হাদীস 'যে জমি আবাদ করে' জবরদখলের অধ্যায়ে সা'ঈদ বিন যায়দ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। আর আমরা উল্লেখ করব আবূ সিরমাহ্'-এর হাদীস– 'যে ব্যক্তি অপরকে কষ্ট দেয় আল্লাহ তাকে কষ্ট দেয়' 'বিচ্ছিন্নতা নিষিদ্ধ' অধ্যায়ে।

ব্যাখ্যা : (أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ عَضُدٌ مِنْ نَّخْلٍ) খত্ত্বাবী বলেন : عَضُدٌ এভাবে আবূ দাউদের বর্ণনাতেও আছে। অর্থাৎ- এমন খেজুর বৃক্ষকে উদ্দেশ্য করছে ইতিপূর্বে যাতে খেজুর আসেনি এবং ফুলও আসেনি। আস্‌মা'ঈ বলেন, যখন কোনো খেজুর বৃক্ষের ডাল থাকে এবং গ্রহণকারী তা হতে গ্রহণ করে তখন তাকে 'আরবীতে (النَّخْلَةُ الْعَضِيدَةُ) বলে। এতে তথ্য রয়েছে যে, নাবী (সাঃ) অংশীদার হতে ক্ষতি প্রতিহত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ হাদীসে এমন কিছু নেই যে, তিনি তার খেজুর বৃক্ষ উপড়িয়েছেন, বিষয়টি এ ধরনের হওয়ার সাথে সাদৃশ্য রাখছে যে, তিনি কেবল ক্ষতি হতে ব্যক্তিকে পৃথক রাখতেই এ কথা বলেছেন।

সিনদী বলেন : (عَضُدٌ مِنْ نَّخْلٍ) এ অংশ দ্বারা খেজুর বৃক্ষের স্তর উদ্দেশ্য করেছেন এবং এ কথাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে, যদি তার অনেক খেজুর বৃক্ষ থাকত তাহলে আনসারীকে সেগুলো কাটার ব্যাপারে নির্দেশ করতেন না। আনসারীর কাছে পৌঁছার কারণে আনসারীর যে ক্ষতি সাধন হয় তার অপেক্ষা সামুরার বেশি ক্ষতি হওয়ার কারণে। আর يُنَاقِلَهُ শব্দের সর্বনামও খেজুর বৃক্ষ একটি হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করছে। অতএব বিশুদ্ধ কথা হলো عضيد এমন খেজুর বৃক্ষ ব্যক্তি যা হতে হাত দ্বারা গ্রহণ করে।

---

[২৪৮] **য'ঈফ** : আবূ দাঊদ ৩৬৩৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১১৮৮৩। কারণ মুহাম্মাদ বিন 'আলীর শ্রবণটি সামুরাহ্ হতে প্রমাণিত না হওয়ায় সানাদ মুনক্বতি'।

নিহায়াহ্ গ্রন্থে আছে- তিনি খেজুর বৃক্ষের স্তর উদ্দেশ্য করেছেন। একমতে বলা হয়েছে, সেটা হলো (عَضُدٌ مِنْ نَخْلٍ) খেজুর বৃক্ষের যখন কোনো ডাল থাকবে তখন ব্যক্তি সেখানে থেকে গ্রহণ করবে আর সেটাই হলো عضيد।

কামূসে আছে, العضد এবং العضيد বলতে খেজুর বৃক্ষের স্তর। তাতে আরও আছে طريقة বলতে দীর্ঘ খেজুর বৃক্ষ। أَنْتَ مُضَارٌّ অর্থাৎ- তুমি মানুষের ক্ষতি চাচ্ছ। আর যে ব্যক্তি মানুষের ক্ষতি চায় তার ক্ষতি প্রতিহত করা বৈধ এবং তোমার ক্ষতি প্রতিহত করা হবে, অর্থাৎ তোমার বৃক্ষ কাটা হবে।

[ফাতহুল ওয়াদূদ দ্রষ্টব্য] ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৬৩৩)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٠٠٧-[١٧] عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا الشَّيْءُ الَّذِيْ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «اَلْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالنَّارُ» قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! هٰذَا الْمَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا بَالُ الْمِلْحِ وَالنَّارِ؟ قَالَ: «يَا حُمَيْرَاءُ! مَنْ أَعْطٰى نَارًا فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَنْضَجَتْ تِلْكَ النَّارُ وَمَنْ أَعْطٰى مِلْحًا فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا طَيَّبَتْ تِلْكَ الْمِلْحُ وَمَنْ سَقٰى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ يُوجَدُ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً وَمَنْ سَقٰى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ لَا يُوجَدُ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৩০০৭-[১৭] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত। একদিন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! কোন্ জাতীয় জিনিস নিষেধ করা অবৈধ? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : পানি, লবণ ও আগুন। তিনি ('আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)) বলেন, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এই পানির ব্যাপারটা তো বুঝলাম, কিন্তু লবণ ও আগুনের ব্যাপারটা কি? তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে হুমায়রা ('আয়িশাহ্)! যে আগুন দান করেছে সে যেন আগুনে যা কিছু পাক করেছে তার সবটাই দান করেছে, আর যে লবণ দান করেছে সে যেন লবণে যা কিছু সুস্বাদু করেছে তা সবটুকুই দান করেছে। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমকে পানি পান করিয়েছে, যেখানে পানি পাওয়া যায় সেখানে, সে যেন একটা ক্রীতদাস মুক্ত করেছে। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমকে পানি পান করিয়েছে, যেখানে পানি পাওয়া যায় না সেখানে, সে যেন তাকে জীবনই দান করেছে। (ইবনু মাজাহ)[২৪৯]

ব্যাখ্যা : (وَمَنْ أَعْطٰى مِلْحًا فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا طَيَّبَتْ تِلْكَ الْمِلْحُ) ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : এখানে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিচক্ষণ পদ্ধতিতে স্পষ্টভাবে উত্তর দিয়েছেন, অর্থাৎ- তুমি তোমার থেকে এ বিষয়টি পরিহার কর এবং লক্ষ্য কর ঐ ব্যক্তির দিকে যে ব্যক্তি এ তুচ্ছ বিষয় হতে নিষেধ করার কারণে তার নিজ থেকে এ অফুরন্ত পুণ্য ছুটে যায় যে ব্যাপারে ব্যক্তি দান করতে অপারগ নয়। আর এ কারণেই রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উক্তি (طَيَّبَتْ) -এর মাঝে (مِلْحٌ)-এর সর্বনাম স্ত্রীলিঙ্গ নিয়েছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো স্বল্পতা, নগণ্যতা।

---

[২৪৯] য'ঈফ : ইবনু মাজাহ ২৪৭৪, য'ঈফ আত্ তারগীব ৫৬৭। কারণ এর সানাদে 'আলী বিন যায়দ বিন জাদ্'আন একজন দুর্বল রাবী, যুহায়র বিন মারযূক্ব অপরিচিত রাবী আর 'আলী বিন গুরাব মুদাল্লিস রাবী। উপরন্তু এর দু'টি দুর্বল শাহিদ বর্ণনা রয়েছে।

(وَمَنْ يَسْقِي مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ.....) জানতে না চাওয়া সত্ত্বেও উত্তরে পানির আলোচনা নিয়ে আসা হয়েছে, এটা মূলত পানির ব্যাপারে 'আয়িশার জ্ঞানের দাবীকে প্রত্যাখ্যান করার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ- তুমি এ ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে জান না। এ কারণে আলোচনাতেও পানির কথা পরে নিয়ে এসেছে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(١٦) بَابُ الْعَطَايَا

অধ্যায়-১৬ : দানসমূহ

الْعَطَايَا শব্দটি عطية এর বহুবচন, উদ্দেশ্য শাসনকর্তাদের দান, তাদের অনুদান। গাযালী (রহঃ) "মিনহাজুল আবিদীন" গ্রন্থে বলেন, আপনি বলুন : এ সময়ে আপনি বাদশাহদের পুরস্কার গ্রহণে কি বলবেন? তাহলে জেনে রাখুন! এ ব্যাপারে বিদ্বানগণ মতানৈক্য করেছে। এক সম্প্রদায় বলেছে, প্রত্যেক ঐ সকল বস্তু যে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না যে, তা হারাম, ব্যক্তির পক্ষে তা গ্রহণ করার সুযোগ আছে। অন্যরা বলেন, যে বস্তুর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না যে, তা হালাল তা গ্রহণ না করাই উত্তম। কেননা এ যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাদশাহদের সম্প্রদায়ের সাথে হারাম মিশে আছে এবং হালাল তাদের হাতে নেই, আর থাকলে অতি নগণ্য। অন্য সম্প্রদায় বলেন, বাদশাহদের অনুদানের ব্যাপারে যখন নিশ্চিত হওয়া যাবে না যে, তা হারাম, তখন তা ধনী, দরিদ্র সকলের জন্য বৈধ হবে, দায়ভার কেবল দাতার ওপর বর্তাবে। তারা বলে কেননা নাবী ﷺ ইসকান্দারিয়ার বাদশাহ মুকাওকিসের উপঢৌকন গ্রহণ করেছিলেন, আল্লাহ তা'আলার ﴿أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ "তারা হারাম খেতে অভ্যস্ত"- (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৪২) এ বাণী সত্ত্বেও নাবী ﷺ ইয়াহূদীদের থেকে ধার গ্রহণ করেছিলেন। তারা বলেন, নিঃসন্দেহে সহাবীদের একটি দল অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনগুলো পেয়েছে। এমতাবস্থায় তারা তাদের থেকে ধার গ্রহণ করেছে, তাদের মাঝে রয়েছে আবূ হুরায়রাহ্, ইবনু 'আব্বাস, ইবনু 'উমার এবং আরো অনেকে। আর একদল বলেন, তাদের সম্পদ হতে সামান্যতম হালাল হবে না, ধনীর জন্যও না দরিদ্রের জন্যও না, কেননা তারা অন্যায় অবিচারের মাধ্যমে চিহ্নিত। তাদের সম্পদের অধিকাংশ হারাম, আর হুকুম অধিকাংশের জন্যই বর্তায়।

সুতরাং এ থেকে সে যেন আবশ্যকীয়ভাবে বিরত থাকে। অন্য এক দল বলেন, যে বস্তুর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না যে, তা হারাম তা শুধুমাত্র দরিদ্রের জন্য হালাল। তবে দরিদ্র যদি জানে যে, তা হুবহু ছিনতাই করা সম্পদ, তখন সে সম্পদ একমাত্র মালিকের নিকট ফেরত দেয়া ছাড়া তার পক্ষে তা গ্রহণ করার সুযোগ নেই। বাদশাহর সম্পদ হতে গ্রহণ করাতে দরিদ্রের ওপর সংকীর্ণতা নেই, অতঃপর ফাকীরকে যদি দান করা হয়, তাহলে তা নিঃসন্দেহে দরিদ্রের পক্ষে গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। আর যদি তা মালে ফাই অথবা ভূমিকর অথবা উশর হয়, তাহলে সেখানে ফাকীরের অধিকার থাকবে অনুরূপভাবে বিদ্বানগণের জন্য। 'আলী বিন আবূ ত্বালিব رضي الله عنه বলেন, যে ব্যক্তি আনুগত্যের সাথে ইসলামে প্রবেশ করবে এবং প্রকাশ্য কুরআন পাঠ করবে, তার জন্য প্রত্যেক বছর বায়তুল মালে দু'শত দিরহাম থাকবে। এক বর্ণনাতে দু'শত দীনারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যদি দুনিয়াতে তা গ্রহণ না করে তাহলে পরকালে তা গ্রহণ করবে। আর বিষয়টি যখন এমনই তখন ফাকীর এবং বিদ্বান নিজ অধিকার হতে গ্রহণ করবে। তারা বলেন, সম্পদ যখন ছিনতাই করা সম্পদের সাথে মিশ্রিত হবে, তাকে আলাদা করা সম্ভব হবে না অথবা সম্পদ যখন ছিনতাই করা সম্পদ হবে তা মালিকের কাছে এবং মালিকের উত্তরাধিকারীদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব না হবে, তখন

বাদশাহর পক্ষে তা দান করে দেয়া ছাড়া তা হতে মুক্তি পাওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না। আল্লাহ এমন নন যে, তাকে দরিদ্রের ওপর দান করতে আদেশ করবেন এবং দরিদ্রকে তা গ্রহণ করতে নিষেধ করবেন অথবা তা গ্রহণ করতে অনুমতি দিবেন অথচ তা তার ওপর হারাম। সুতরাং দরিদ্রের তা গ্রহণের সুযোগ আছে, তবে যদি হুবহু ছিনতাই করা এবং হারাম সম্পদ হয় তাহলে তার জন্য তা গ্রহণ করার সুযোগ থাকবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٠٠٨-[١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّيْ أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِيْ مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ بِهٖ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا». فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: إِنَّهٗ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ وَتُصُدِّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبٰى وَفِي الرِّقَابِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلٰى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ أَوْ يُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩০০৮-[১] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। 'উমার (রাঃ) খায়বার যুদ্ধে (গনীমাতের) একখণ্ড জমিন লাভ করলেন। অতঃপর তিনি নাবী (সাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি খায়বারে একখণ্ড জমিন লাভ করেছি, তার চেয়ে উত্তম সম্পদ আমি আর কক্ষনো লাভ করিনি। হে আল্লাহর রসূল! এখন আমাকে এতে কি করতে বলেন? তখন তিনি (সাঃ) বললেন, আপনি যদি চান তবে এর মূলস্বত্ব রক্ষা করে লভ্যাংশ দান করে দিতে পারেন। তাই 'উমার (রাঃ) তা এরূপে দান করলেন যে, তার মূল বিক্রি করা যাবে না, হেবা (দান) করা যাবে না এবং তাতে উত্তরাধিকার প্রবর্তিত হবে না। তা (হতে উৎপাদিত ফল-ফসল) দান করা হবে অভাবগ্রস্তদের মাঝে, আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে, দাসমুক্তকরণে, আল্লাহর পথে (জিহাদে), মুসাফিরদের জন্য ও মেহমানদের জন্য। যে উক্ত জমিনের মুতাওয়াল্লী হবে সে জমা না করে তা হতে ন্যায্যভাবে খেতে বা (নিজ পরিবারকে) খাওয়াতে পারবে। এতে কোনো দোষ নেই। (বুখারী ও মুসলিম)[২৫০]

ব্যাখ্যা : (فَمَا تَأْمُرُنِيْ بِهٖ؟) অর্থাৎ- এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি নির্দেশ করছেন? কেননা আমি তা আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করতে ইচ্ছা করেছি, এমবতাবস্থায় আমি জানি না কোন্ পন্থায় তা আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করব।

(وَتَصَدَّقْتَ بِهَا) অর্থাৎ- সে জমির আয়, অর্জিত শস্যদানা ও ফলফলাদি দান কর। (لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ وَتُصُدِّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ) অর্থাৎ- সে জমির আয় হতে অর্জিত বস্তু দরিদ্রদের মাঝে দান করে দিতে হবে, তথা মাদীনার নিঃস্বদের মাঝে অথবা আহলে সুফ্ফার মাঝে কিন্তু সে জমি বিক্রয় ও দান করা নিষিদ্ধ।

---

[২৫০] **সহীহ** : বুখারী ২৭৩৭, মুসলিম ১৬৩২, আবূ দাউদ ২৮৭৮, নাসায়ী ৩৫৯৯, তিরমিযী ১৩৭৫, ইবনু মাজাহ ২৩৯৬, আহমাদ ৪৬০৮, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৪৮৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৯০১, ইরওয়া ১৫৮২, সহীহ আল জামি' ১৪১৮।

﴿وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى﴾ উদ্দেশ্য রসূল ﷺ-এর নিকটবর্তী, অথবা তাঁর নিজের নিকটবর্তী, তবে বাহ্যিক দিক হলো- তাদের ধনী, দরিদ্র সকলে এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। (وَفِي الرِّقَابِ) অর্থাৎ- ঐ সকল দাস যারা তাদের ঋণ আদায়ের ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ এবং এর বিনিময়ে দাসদেরকে ক্রয় করে তাদেরকে মুক্ত করে দেয়াও উদ্দেশ্য হতে পারে। (وَفِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ) নিবেদিত যোদ্ধা বা হাজী (وَابْنِ السَّبِيلِ) মুসাফির ব্যক্তি, যদিও তিনি নিজ দেশে ধনী হন।

(قَالَ ابْنُ سِيرِينَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى : غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا) অর্থাৎ- তা থেকে নিজের জন্য কোনো পুঁজি জমাবেন না। নাবাবী (রহঃ) বলেন, এতে ওয়াক্‌ফের মৌলিকভাবে বিশুদ্ধতার ব্যাপারে দলীল আছে। আর তা জাহিলী কালিমাসমূহের বিরোধী। আর মুসলিমগণ ঐ ব্যাপারে একমত। এতে আরও আছে- ওয়াক্‌ফ করা বস্তু বিক্রি করা যায় না, দান করা যায় না এবং তার উত্তাধিকারীও হওয়া যায় না। তাতে কেবল ওয়াক্‌ফকারীর শর্তানুপাতে উপকার লাভ করা যায়। এতে ওয়াক্‌ফকারীর শর্তসমূহ বিশুদ্ধ। আরও রয়েছে ওয়াক্‌ফের মর্যাদা আর তা হলো চলমান দান। আরো রয়েছে ঐ বস্তু দান করা শ্রেষ্ঠ যা ব্যক্তি ভালোবাসে। 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রকাশ্য শ্রেষ্ঠত্ব, বিভিন্ন বিষয়ে কল্যাণকামী ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারীর পরামর্শের শ্রেষ্ঠত্ব, কল্যাণের পন্থাসমূহ। এতে আরও আছে, খায়বার অঞ্চল বলপূর্বক বিজয় করা হয়েছিল এবং বিজয়ীরা তার মালিক হয়েছিল, তা বণ্টন করেছিল, তাদের অংশসমূহের উপর তাদের মালিকানা অব্যাহত ছিল। আরও আছে আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখা এবং তাদের জন্য ওয়াক্‌ফ করার মর্যাদা।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, শারহু মুসলিম ১১/১২শ খণ্ড, হাঃ ১৬৩৩)

٣٠٠٩ - [٢] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْعُمْرٰى جَائِزَةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩০০৯-[২] আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : 'উমরা বা ভোগ দখলস্বত্ব দান করা জায়িয। (বুখারী ও মুসলিম)[২৫১]

ব্যাখ্যা : ইমাম বুখারী তাঁর বুখারীতে «الرقبى» শব্দ দ্বারা অধ্যায় বেঁধেছেন এবং তার অধীনে «العمرى» জীবনস্বত্বদান সম্পর্কিত দু'টি হাদীস নিয়েছেন, যেমন তিনি মনে করছেন «العمرى» এবং «الرقبى» উভয়ে প্রতিশব্দ। আর এটা জুমহূরের অভিমত। ইমাম মালিক, আবূ হানীফাহ্ এবং মুহাম্মাদ «الرقبى»-কে নিষেধ করেছেন। আর আবূ ইউসুফ জুমহূরের অনুসরণ করেছেন। আর নাসায়ী বিশুদ্ধ সানাদে ইবনু 'আব্বাস কর্তৃক মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেন, (الْعُمْرٰى وَالرُّقْبٰى سَوَاءٌ) অর্থাৎ-'উমরা এবং রুকবা সমান। নাসায়ীতে ইসরাঈল-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি 'আব্দুল কারীম হতে, আর তিনি 'আত্বা হতে বর্ণনা করেন। নিশ্চয় 'আত্বা বলেন, "আল্লাহর রসূল ﷺ 'উমরা এবং রুক্বা করতে নিষেধ করেছেন, আমি বললাম, রুক্বা কি? তিনি (ﷺ) বললেন, কোনো ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে বলবে, এটা তোমার জন্য তোমার বেঁচে থাকা পর্যন্ত। যদি তোমরা এমন কর তাহলে তা বৈধ। এভাবে তিনি একে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন, তিনি একে ইবনু জুরায়জ-এর সানাদেও বর্ণনা করেছেন, তিনি 'আত্বা হতে, তিনি হাবীব বিন আবূ সাবিত হতে, তিনি ইবনু 'উমার হতে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেন, "কোনো 'উমরা নেই, কোনো রুক্বা নেই, যে ব্যক্তি কাউকে কোনো বস্তু 'উমরা এবং রুক্বা হিসেবে দিবে সেটা ঐ ব্যক্তির জন্য তার জীবদ্দশাতে এবং তার মৃত্যুর পর মালিকানা সাব্যস্ত হবে।" এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরশীল তবে হাবীব এ হাদীসটি ইবনু 'উমার হতে

---

[২৫১] **সহীহ :** বুখারী ২৬২৬, মুসলিম ১৬২৬, আবূ দাঊদ ৩৫৪৮, নাসায়ী ৩৭৫৪, তিরমিযী ১৩৪৯, আহমাদ ৮৫৬৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫১২৯।

শ্রবণের ক্ষেত্রে মতানৈক্য করা হয়েছে। অতঃপর নাসায়ী এক সানাদে একে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, অন্য সানাদে এর অর্থ এসেছে, মা'ওয়ার্দী (রহঃ) বলেন, "নিষেধাজ্ঞা কি দিক নির্দেশনা করছে?" এ ব্যাপারে তারা মতানৈক্য করেছে। স্পষ্ট হলো- নিষেধাজ্ঞা হুকুম অভিমুখী হচ্ছে। একমতে বলা হয়েছে, জাহিলী শব্দের এবং রহিত হওয়া হুকুমের মুখাপেক্ষী হচ্ছে। আর একমতে বলা হয়েছে- যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে তা সম্পাদন করা যতক্ষণ পর্যন্ত উপকারে আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত "নাহী" তার নিষেধাজ্ঞার বিশুদ্ধতাকে বাধা দিবে। পক্ষান্তরে যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে তার বিশুদ্ধতা তথা তাতে যখন জড়িত হওয়া ব্যক্তির ওপর ক্ষতিকারক হবে, তখন "নাহী" তার অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞার বিশুদ্ধতাকে বাধা দিবে না। যেমন ঋতুর সময়ে ত্বলাক্ব দেয়া, আর জীবনস্বত্ব দান করার বিশুদ্ধতা জীবনস্বত্ব দানকারীর ওপর ক্ষতিকারক, কেননা বিনিময় ব্যতিরেকে তার মালিকানা দূর হয়ে যায়। এ সকল কিছু ঐ ক্ষেত্রে যখন নিষেধাজ্ঞাকে হারাম অর্থের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর নিষেধাজ্ঞাকে যদি মাকরূহ অর্থের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়, তাহলে এ ব্যাপারে প্রমাণ বহন করবে না, স্পষ্ট আলামাত হলো, এর হুকুম বর্ণনায় হাদীসের শেষে যা বর্ণনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে তাঁর (اَلْعُمْرٰى جَائِزَةٌ) "জীবনস্বত্ব দান করা বৈধ" এ উক্তি স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তিরমিযীতে আবুয্ যুবায়র-এর সানাদে আছে, তিনি জাবির থেকে বর্ণনা করেন, জাবির একে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬২৬)

٣٠١٠ - [٣] وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْعُمْرٰى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩০১০-[৩] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় 'উমরা বা জীবনস্বত্ব যাকে দেয়া হয়েছে, তার ওয়ারিসগণই তা উত্তরাধিকাররূপে পাবে। (মুসলিম)[২৫২]

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ-এর উক্তি, "যে কোনো ব্যক্তি জীবনস্বত্ব দান করবে, তাহলে সে জীবনস্বত্ব দান তার জন্য এবং তার পরবর্তীর জন্য, কেননা জীবনস্বত্ব যাকে দান করা হয়েছে, তা যে দান করেছে তার কাছে আর ফিরে আসবে না, কেননা সে এমন এক দান করেছে যাতে উত্তরাধিকারী পতিত হয়েছে।" অন্য বর্ণনাতে আছে- "যে ব্যক্তি জীবনস্বত্ব দান করবে, সেক্ষেত্রে জীবনস্বত্ব দান তার জন্য এবং তার পরবর্তীর জন্য..... শেষ পর্যন্ত। অন্য বর্ণনায় আছে- "জাবির (রাঃ) বলেন, জীবনস্বত্ব দান কেবল আল্লাহর রসূল ﷺ (আগত) কথাটি বলার মাধ্যমে বৈধ করেছেন; আর ত হলো, এটা তোমার জন্য ও তোমার পরবর্তীদের জন্য। আর যখন বলবে, এটা তোমার বেঁচে থাকা পর্যন্ত তোমার জন্য, তাহলে নিশ্চয় তা তার মালিকের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। জাবির হতে অন্য বর্ণনাতে এসেছে- "নিশ্চয় নাবী ﷺ বলেছেন : "জীবনস্বত্ব দান ঐ ব্যক্তির জন্য যাকে তা দান করা হয়েছে।" অন্য বর্ণনাতে এসেছে, "জীবনস্বত্ব দান ঐ ব্যক্তির জন্য বৈধ।" অন্য বর্ণনাতে আছে, "জীবনস্বত্ব দান উত্তবাধিকারীর।" আমাদের সাথীগণ এবং অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেন, জীবনস্বত্ব দানের উদাহরণ এরূপ : যেমন কোনো ব্যক্তি বলল, আমি তোমাকে এ বাড়ীটি জীবনস্বত্ব স্বরূপ দান করলাম। অথবা একে আমি তোমার বয়স পর্যন্ত, অথবা তোমার জীবন পর্যন্ত অথবা তোমার জীবন-যাপন করা পর্যন্ত অথবা তোমার জীবিত থাকা পর্যন্ত অথবা তোমার অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত তোমার জন্য নির্ধারণ করে দিলাম অথবা এমন আরো শব্দ বলা যা পূর্বের বর্ণিত শব্দের অর্থ প্রদান করে।

(العقب) এর দ্বারা উদ্দেশ্য মানুষের সন্তান এবং তাদের বংশধর।

আমাদের সাথীবর্গ বলেন, (اَلْعُمْرٰى) এর তিন অবস্থা।

---

[২৫২] **সহীহ :** মুসলিম ১৬২৫, আহমাদ ১৪১৭২, সহীহ আল জামি' ৩০৬৬।

প্রথমতঃ "আমি তোমাকে এ বাড়িটি দান করলাম, অতঃপর তুমি যখন মারা যাবে তখন তা তোমার উত্তরাধিকারী, অথবা পরবর্তীদের জন্য সাব্যস্ত হবে।" এ কথা বলা বিনা মতানৈক্যে এটা বিশুদ্ধ হবে। এ শব্দের মাধ্যমে তাকে এ বাড়ীটির তদারকির মালিক বানিয়ে দেয়া হবে, আর তা হলো দান তবে দীর্ঘ ইবারতের মাধ্যমে। অতঃপর যাকে দেয়া হয়েছে সে যখন মারা যাবে তখন বাড়ীটি তার উত্তরাধিকারীদের বলে গণ্য হবে। আর মৃত ব্যক্তির যদি উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহলে বায়তুল মালের জন্য। কোনো অবস্থাতেই তা দানকারীর দিকে ফিরে আসবে না, এটা ইমাম মালিক-এর মতের খেলাফ।

দ্বিতীয়তঃ "আমি একে তোমার বয়স পর্যন্ত তোমার জন্য করে দিলাম।" এ কথার উপর সীমাবদ্ধ থাকা। এ ছাড়া অন্য কথা না বলা। এটি বিশুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম শাফি'ঈ-এর দু'টি মত আছে। সে দু'টি মতের মাঝে সর্বাধিক বিশুদ্ধ হলো- নতুন মত, তা বিশুদ্ধ হওয়া। এর হুকুম প্রথম অবস্থার হুকুম। আর অপরটি হলো- প্রবীণ মত, নিঃসন্দেহে তা বাতিল।

আমাদের কতক সাথীবর্গ বলেন, প্রবীণ মত হলো- নিশ্চয় বাড়ীটি যাকে জীবনস্বত্ব স্বরূপ দান করা হয়েছে, তার জীবিত থাকা পর্যন্ত বাড়ীটি তার জন্য হবে। অতঃপর সে যখন মারা যাবে তখন বাড়ীটি দানকারীর কাছে অথবা দানকারীর উত্তরাধিকারীদের কাছে ফিরে আসবে। কেননা বাড়ীটির সাথে সে তার জীবিত থাকাকে নির্দিষ্ট করেছে। আবার কেউ বলেন, প্রবীণ মত হলো- বাড়ীটি এক প্রকারের ধারস্বরূপ। দাতা যখন ইচ্ছা করবে তখন তা ফিরিয়ে নিবে। অতঃপর দাতা যখন মারা যাবে, তখন বাড়ীটি দাতার উত্তরাধিকারীদের কাছে ফিরে আসবে।

তৃতীয়তঃ বাড়ীটি আমি তোমার বয়স পর্যন্ত নির্দিষ্ট করলাম, অতঃপর তুমি যখন মৃত্যুবরণ করবে তখন তা আমার কাছে ফিরে আসবে। আর আমি যদি মৃত্যুবরণ করি তাহলে তা আমার উত্তরাধিকাদের কাছে ফিরে আসবে। এ অবস্থায় বিশুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সাথীবর্গের কাছে মতানৈক্য রয়েছে, তাদের কেউ একে বাতিল সাব্যস্ত করেছে। তাদের কাছে সর্বাধিক বিশুদ্ধ হলো, এ অবস্থার বিশুদ্ধ হওয়া এবং এর হুকুম প্রথম অবস্থার হুকুম। তারা সাধারণ বিশুদ্ধ হাদীসগুলোর উপর নির্ভর করেছে। যেমন- (الْعُمْرٰى جَائِزَةٌ) জীবনস্বত্ব দান বৈধ এবং এর মাধ্যমে তার বিশৃঙ্খল শর্তসমূহের ক্বিয়াস হতে সরে গেছে।

(শারহু মুসলিম ১১/১২শ খণ্ড, হাঃ ১৬২৫)

٣٠١١ ـ[٤] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرٰى لَهٗ وَلِعَقِبِه فَإِنَّهَا لِلَّذِىْ أُعْطِيَهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِىْ أَعْطَاهَا لِأَنَّهٗ أَعْطٰى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيْثُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩০১১-[৪] উক্ত রাবী (জাবির রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তিকে জীবনস্বত্ব দেয়া হয় তা তার ও তার উত্তরাধিকারীদের জন্য, যাকে দেয়া হয়েছে সেটা তারই হয় এবং যে দিয়েছে তার দিকে (পুনরায়) ফিরে আসে না। কারণ সে এমনভাবে দান করেছে যাতে (গ্রহীতার) উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)[২৫৩]

ব্যাখ্যা : সহীহ মুসলিমে আবূ সালামাহ্ হতে যুহরীর বর্ণনাতে আছে- "যে কোনো ব্যক্তিকে জীবনস্বত্ব দান করা হবে তা তার জন্য এবং তার পরবর্তীদের জন্য। কেননা জীবনস্বত্ব দান ঐ ব্যক্তির জন্য সাব্যস্ত হয়

---

[২৫৩] **সহীহ :** বুখারী ২৬২৫, মুসলিম ১৬২৫,, আবূ দাউদ ৩৫৫৩, নাসায়ী ৩৭৪৫, তিরমিযী ১৩৫০, আহমাদ ১৫২৯০, ইরওয়া ১৬০৭, সহীহ আল জামি' ২৭১৬।

যাকে তা দান করা হয়েছ, যে তা দান করেছে তার কাছে তা ফিরে আসবে না, কেননা সে এমন দান করেছে যাতে উত্তরাধিকারিত্ব সংঘটিত হয়েছে।" এ শব্দ যুহরী হতে মালিক-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, এতে অনুরূপ যুহরী হতে ইবনু জুরায়জ-এর সূত্রে আছে আর এতে যুহরী হতে লায়স-এর সানাদে আছে, আর "তাতে তার হাক্ব আছে এবং তা যাকে জীবনস্বত্ব দান করা হয়েছে তার জন্য এবং তার পরবর্তীদের জন্য।" এ কথাটি মাকতূ' বা বিচ্ছিন্ন এবং তার শেষে কোনো কারণ উল্লেখ করেননি। মুসলিমে যুহরী হতে মা'মার-এর সূত্রে আছে, "জীবনস্বত্ব দান কেবল এটা আল্লাহর রসূল ﷺ আগত কথা বলার মাধ্যমে বৈধ করেছেন আর তা হলো- এটা তোমার জন্য এবং তোমার পরবর্তীদের জন্য। অতঃপর যখন ব্যক্তি বলবে, "তোমার জীবন-যাপন পর্যন্ত এটা তোমার জন্য" তখন তা মালিকের দিকে ফিরে আসবে। মা'মার বলেন : যুহরী এ ব্যাপারে ফাতাওয়া দিত, আর তিনিও কারণ উল্লেখ করেননি। (ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬২৫)

٣٠١٢-[٥] وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِيْ أَجَازَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَقُوْلَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلٰى صَاحِبِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩০১২-[৫] উক্ত রাবী (জাবির رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ জীবনস্বত্বের অনুমতি দিয়েছেন এভাবে যে, দাতা এরূপ বলবে– 'এটা তোমার ও তোমার উত্তরাধিকারীদের জন্য'; কিন্তু যে এভাবে বলবে, 'এটা তোমার জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি বেঁচে থাকবে', তখন তা তার দাতার কাছে ফিরে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)[২৫৪]

ব্যাখ্যা : (إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِيْ أَجَازَ.....) ফাতহুল ওয়াদূদ গ্রন্থকার বলেন, এটা জাবির বিন 'আব্দুল্লাহ-এর ইজতিহাদ। সম্ভবত তিনি এটা (أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ) অর্থাৎ- "যে কোনো ব্যক্তিকে জীবনস্বত্ব দান করা হবে তা তার জন্য এবং তার পরবর্তীর জন্য"। এ হাদীসের অর্থ হতে গ্রহণ করেছেন। আর ইজতিহাদ কখনো ভাষ্যের বিরোধিতা করতে পারে না। আর ইজতিহাদে কোনো দলীল নেই। সুতরাং এর মাধ্যমে সাধারণ হাদীসগুলো বিশেষিত হবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৫৫২)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٠١٣-[٦] عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُرْقِبُوْا أَوْ لَا تُعْمِرُوْا فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَ فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩০১৩-[৬] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : তোমরা 'রুক্ববা-'রূপে ও 'উমরা-'রূপে (ফেরতের প্রত্যাশায়) দান করো না। যে ব্যক্তিকে 'রুক্ববা-' বা 'উমরা-'রূপে কোনো জিনিস দান করা হলে, সেটা তার ওয়ারিসগণই পাবে। (আবূ দাউদ)[২৫৫]

ব্যাখ্যা : (لَا تُرْقِبُوْا) ক্রিয়াটি الرقب শব্দ হতে, এভাবে اَلْمُرَاقَبَةِ ক্রিয়ামূল হতে এসেছে। রুকবার ধরণ হলো- ব্যক্তির বলা, আমি এ বাড়ীটিকে তোমাকে বাস করার জন্য দান করলাম। সুতরাং তোমার পূর্বে

[২৫৪] সহীহ : বুখারী ২৬২৫, মুসলিম ১৬২৫, আবূ দাউদ ৩৫৫৫, আহমাদ ১৪১৩১, ইরওয়া ১৬১২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫১৩৯।
[২৫৫] সহীহ : আবূ দাউদ ৩৫৫৬।

আমি যদি মারা যাই তাহলে বাড়ীটি তোমার জন্য সাব্যস্ত হবে, পক্ষান্তরে তুমি যদি আমার পূর্বে মারা যাও তাহলে বাড়ীটি আমার কাছে ফিরে আসবে। ক্রিয়াটি المراقبة ক্রিয়ামূল হতে এসেছে- কেননা চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তিদ্বয়ের প্রত্যেকে তার সাথীর মৃত্যুর প্রতি লক্ষ্য রাখে। এ হাদীসটি عمرى এবং رقبى সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা স্বরূপ। অর্থাৎ- তোমরা 'উমরা এবং রুকবা তথা জীবনস্বত্ব দানের মাধ্যমে তোমাদের সম্পদকে নষ্ট করো না এবং তোমাদের কর্তৃত্ব হতে তা বের করে দিয়ো না। সুতরাং এমন এক কর্ম সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এসেছে যা করলে কোনো উপকার বয়ে আনবে না, আর তোমরা যদি তা কর তাহলে তা বিশুদ্ধ হবে। একমতে বলা হয়েছে- এ নিষেধাজ্ঞা ছিল বৈধ সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে। অতঃপর তা বৈধতার দলীলাদি দ্বারা রহিত হয়েছে। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞাত। এভাবে ফাতহুল ওয়াদূদে আছে। আর মুসলিমে জাবির হতে আবুয্ যুবায়র-এর সানাদে আছে- নিশ্চয় তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন : "তোমরা তোমাদের সম্পদ তোমাদের কাছে ধরে রাখো, তা নষ্ট করো না। কেননা যে ব্যক্তি জীবনস্বত্ব দান করবে তাহলে তা ঐ ব্যক্তির জন্য সাব্যস্ত হবে যাকে তা জীবনস্বত্ব স্বরূপ দান করা হয়েছে, তা দান গ্রহীতা ব্যক্তির জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুবস্থায় তার পরবর্তীদের জন্য।" এ বর্ণনাটি প্রথম অর্থটিকে সমর্থন করছে।

(لِوَرَثَتِهِ) ত্বীবী, রহিমাহুল্লাহ বলেন, (لِوَرَثَتِهِ) এর সর্বনামটি যাকে জীবনস্বত্ব দান করা হয়েছে তার জন্য ব্যবহৃত। আর (فَمَنْ أُرْقِبَ) এর মাঝে فاء বর্ণটি নিষেধাজ্ঞার কারণ বর্ণনা করছে। অর্থাৎ তোমরা ধারণা বশবর্তী হয়ে এবং প্রতারিত হয়ে 'উমরা এবং রুকবা পন্থায় জীবনস্বত্ব দান করো না। আর এ ধারণা করো না যে, দান করা হয়েছে তা গ্রহীতাকে তার মালিক বানাবে না, তাই তার মৃত্যুর পর তা তোমাদের কাছে ফিরে আসবে। কেননা যে ব্যক্তিকে 'উমরা এবং রুকবা পন্থায় কোনো কিছু দান করা হবে, তা পররর্তীতে ঐ ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের জন্য সাব্যস্ত হবে। সুতরাং এর উপর ভিত্তি করে ঐ ব্যাপারে জুমহূরের মতের সঠিকতা নিশ্চিত হচ্ছে যে, জীবনস্বত্ব দান ঐ ব্যক্তির জন্য সাব্যস্ত যাকে দান করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে সে এ সম্পদের পূর্ণাঙ্গ মালিকানা লাভ করবে এবং বিক্রয় ও অন্য সকল পন্থায় এতে পূর্ণাঙ্গ কর্তৃত্ব করবে, তারপরে সে বস্তু তার উত্তরাধিকারীদের জন্য সাব্যস্ত হবে। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৫৫৩)

٣٠١٤ - [٧] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْعُمْرٰى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَالرُّقْبٰى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

৩০১৪-[৭] উক্ত রাবী (জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : 'উমরা- জায়িয, যে ব্যক্তিকে 'উমরা-'রূপে দেয়া হয়েছে তা তারই (প্রাপ্য)। আর 'রুকবা-' জায়িয, যে ব্যক্তিকে 'রুকবা-'রূপে দেয়া হয়েছে তা তারই (প্রাপ্য)। (আহমাদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[২৫৬]

ব্যাখ্যা : (الْعُمْرٰى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا) এতে ঐ ব্যাপারে প্রমাণ আছে যে, 'উমরা এবং রুকবা পন্থায় জীবনস্বত্ব দান হুকুমের ক্ষেত্রে সমান এবং এটা জুমহূরের মত। মালিক, আবূ হানীফাহ্ ও মুহাম্মাদ রুকবা পন্থায় জীবনস্বত্ব দানকে নিষেধ করেছেন। আর আবূ ইউসুফ জুমহূরের মতকে সমর্থন করেছেন। আর নাসায়ী ইবনু 'আব্বাস হতে বিশুদ্ধ সূত্রে মাওকূফভাবে বর্ণনা করেন, 'উমরা এবং রুকবা পন্থায় স্বত্বদান সমান এভাবে ফাতহুল বারীতে আছে।

---

[২৫৬] সহীহ : আবূ দাউদ ৩৫৫৮, তরমিযী ১৩৫১, ইবনু মাজাহ ২৩৮৩, আহমাদ ১৪২৫৪, ইরওয়া ১৬১০, সহীহ আল জামি' ৪১৩৮।

Contents

খত্ত্বাবী বলেন : আবূ হানীফাহ্ বলেছেন, 'উমরা পন্থায় জীবনস্বত্ব দানের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হয়, আর রুকবা পন্থা ধার স্বরূপ। ইমাম শাফি'ঈ-এর কাছে 'উমরার মতো রুক্বাও উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হয়, এটা হাদীসের বাহ্যিকতার হুকুম। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৫৫৫)

আবূ 'ঈসা বলেন : এটা হাসান হাদীস। বর্ণনাকারীদের কতক এ হাদীসটিকে এই সানাদে আবুয্ যুবায়র হতে, তিনি জাবির হতে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি একে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেননি। আল্লাহর রসূলের সাথীবর্গদের হতে এবং অন্যান্যদের কতিপয় বিদ্বানের কাছে এর উপর 'আমাল যে, রুক্বা 'উমরার মতো বৈধ। এটা আহমাদ এবং ইসহাক্ব-এর মত।

আর কুফাবাসী এবং অন্যান্য হতে কতিপয় বিদ্বান 'উমরা এবং রুক্বার মাঝে পার্থক্য করেছেন। অতঃপর তারা 'উমরাকে বৈধ ঘোষণা করেছে এবং রুক্বাকে বৈধ ঘোষণা করেননি।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৩৫১)

আহমাদ এবং নাসায়ী ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন, "যে ব্যক্তি 'উমরা পন্থায় জীবনস্বত্ব দান করবে তার জন্য তা বৈধ। আর যে ব্যক্তি রুক্বা পন্থায় জীবনস্বত্ব দান করবে তার জন্য তা বৈধ। আর দান করে ফেরত গ্রহণকারী বমি করে পুনরায় গ্রহণকারীর মতো।" (الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أَعْمَرَهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أَرْقَبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ) এ শব্দে বর্ণনা করেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٠١٥ ـ [٨] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «أَمْسِكُوْا أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ لَا تُفْسِدُوْهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرٰى فَهِيَ لِلَّذِىْ أُعْمِرَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِه». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩০১৫-[৮] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমাদের ধন-সম্পদ তোমরা নিজেদের নিকট আঁকড়ে রাখ এবং তা বিনষ্ট করো না। সাবধান, যে ব্যক্তি 'উমরা'রূপে দান করেছে তা তারই (প্রাপ্য) হবে; যে ব্যক্তিকে তা দান করা হয়েছে– তার জীবনকালে, মৃত্যুকালে এবং পরবর্তীতেও তার ওয়ারিসগণই তার (হাক্বদার) হবে। (মুসলিম)[২৫৭]

ব্যাখ্যা : (وَلِعَقِبِه) নাবাবী (রহঃ) বলেন : তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, 'উমরা পন্থায় জীবনস্বত্ব দান কার্যকরী বিশুদ্ধ দান, যাকে তা দান করা হয়েছে সে তাতে পূর্ণাঙ্গরূপে মালিকানা লাভ করবে, তা কখনো দাতার কাছে ফিরে আসবে না, আর যখন তারা তা জানবে তখন যার ইচ্ছা হবে সে 'উমরা পন্থায় জীবনস্বত্ব দান করবে এবং দেখেশুনে তাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করবে সে তা বর্জন করবে। কেননা তারা ধারণা করত যে, 'উমরা পন্থায় জীবনস্বত্ব দান বিশেষ ধরনের ধার স্বরূপ। এক্ষেত্রে পুনরায় তা দাতার কাছে ফিরে আসবে। তাই রসূলুল্লাহ (ﷺ) (وَلِعَقِبِه) বলে ঐ ধারণা বাতিল করে দিয়েছেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[২৫৭] সহীহ : মুসলিম ১৬২৫, আহমাদ ১৪৩৪১, ইরওয়া ১৬০৭।

(١٧) بَابٌ فِي الْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ

অধ্যায়-১৭ : হাদিয়্যাহ্ (উপহার) ও হিবার (অনুদান) প্রসঙ্গে

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٠١٦ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرِّيحِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩০১৬-[১] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তিকে সুগন্ধি দান করা হয়, সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়। কেননা, এটা ওযনে হালকা, অথচ সুঘ্রাণযুক্ত। (মুসলিম)[২৫৮]

ব্যাখ্যা : (الرَّيْحَانٌ) ভাষাবিদ এবং হাদীসের অপরিচিত শব্দ সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তিরা এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, (رَيْحَانٌ) প্রত্যেক সুগন্ধিময় জাতীয় উদ্ভিদ।

মুসলিম-এর ব্যাখ্যাকার বলেন : আমরা যা উল্লেখ করেছি তা বর্ণনার পর ক্বাযী 'ইয়ায বলেন, এ হাদীস দ্বারা আমার কাছে সকল ধরনের সুগন্ধি উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা রাখছে। এ হাদীসের ক্ষেত্রে আবূ দাউদ-এর বর্ণনাতে (مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ) অর্থাৎ- "যার কাছে সুগন্ধি উপস্থাপন করা হবে"। আর সহীহুল বুখারীতে এসেছে, (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ) "নাবী ﷺ সুগন্ধি ফেরত দিতেন না"। এ হাদীসটিতে আছে- যার কাছে সুগন্ধি উপস্থাপন করা হবে বিনা আপত্তিতে তা ফেরত দেয়া অপছন্দনীয়।

(كَانَ بْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِأَلُوَّةٍ غَيْرَ مُطَرَّاةٍ أَوْ بِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الْأَلُوَّةِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ)

এখানে استجمر বলতে সুগন্ধি ব্যবহার করা, গ্রহণ করা বুঝানো হয়েছে।
(শারহু মুসলিম ১৪/১৫শ খণ্ড, হাঃ ২২৫৩)

মিরক্বাতুল মাফাতীহে এসেছে, (خَفِيفُ الْمَحْمَلِ) অর্থাৎ- বহন করা কঠিন নয়। (طَيِّبُ الرِّيحِ) কেননা এ থেকে জান্নাতের সুগন্ধি শোকা যায়। আর বর্ণিত হয়েছে, নিশ্চয় তা জান্নাত হতে এসেছে যেমন অচিরেই হাদীসে আসবে। (হাদীসটি মুরসাল)

ত্বীবী বলেন, উপঢৌকন ফেরত দেয়া সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো- উপঢৌকন যখন অল্প হয় এবং তা যে কোনো উপকারকে শামিল করে তখন তোমরা তা ফেরত দিবে না, যাতে উপঢৌকনদাতা কষ্ট না পায়..... শেষ পর্যন্ত। এতে মানুষের উপঢৌকন গ্রহণের মাধ্যমে তাদের অন্তরসমূহ সংরক্ষণের ব্যাপারে ইঙ্গিত রয়েছে। বর্ণিত হয়েছে, তোমরা একে অপরকে উপঢৌকন দাও, পরস্পর একে অপরকে ভালোবাস। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[২৫৮] সহীহ : মুসলিম ২২৫৩, শারহুস্ সুন্নাহ্ ৩১৭২, সহীহ আল জামি' ৬৩৯২।

٣٠١٧ - [٢] وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩০১৭-[২] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ সুগন্ধি জাতীয় দ্রব্য ফিরিয়ে দিতেন না। (বুখারী)[২৫৯]

ব্যাখ্যা : আবূ নু'আয়ম বিশ্র বিন মু'আয-এর সানাদে 'আব্দুল ওয়ারিস থেকে বর্ণনা করেন, 'আব্দুল ওয়ারিস 'আযরাহ্ বিন সাবিত হতে বর্ণনা করেন, 'আয্রাহ্ বলেন, (دَخَلْتُ عَلٰى ثُمَامَةَ فَنَاوَلَنِي طِيبًا قُلْتُ قَدْ تَطَيَّبْتُ فَقَالَ كَانَ أَنَسٌ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ) "আমি সুমামার কাছে পৌঁছলে, সে আমাকে সুগন্ধি দিল, আমি বললাম, আমি সবেমাত্র সুগন্ধি লাগিয়েছি, তখন সে বলল, আনাস সুগন্ধিকে ফেরত দিতেন না।"

(ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫৮২)

٣٠١٨ - [٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩০১৮-[৩] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দান করে ফেরত নেয়, সে কুকুরের সদৃশ; সে স্বীয় বমি পুনরায় খায়। আমাদের মাঝে এই নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত কাম্য নয়। (বুখারী)[২৬০]

ব্যাখ্যা : (لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ) একমতে বলা হয়েছে- যার মাধ্যমে মন্দের উপমা পেশ করা হয় সে ব্যাপারে কাজ করা আমাদের জাতির জন্য মানায় না। ক্বাযী رحمه الله বলেন, আমাদের জন্য ঐ নিন্দনীয় গুণ দ্বারা গুণান্বিত হওয়া উচিত না যে ক্ষেত্রে সর্বাধিক নিকৃষ্ট প্রাণী সর্বাধিক নিকৃষ্ট অবস্থায় আমাদের অংশীদার হবে। অথচ উপমা পেশ করা হয়- অবাক অভিনব বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে চাই তা প্রশংসাজ্ঞাপক হোক অথবা নিন্দাজ্ঞাপক হোক।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না তাদের জন্য রয়েছে মন্দ দৃষ্টান্ত আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সুউচ্চ দৃষ্টান্ত"- (সূরাহ্ আন্ নাহ্ল ১৬ : ৬০) এর মাধ্যমে দান করা বস্তু গ্রহীতা আয়ত্তে নেয়ার পর দানকারীর তা ফিরিয়ে নেয়া বৈধ না হওয়ার ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করা হয়েছে। নাবাবী (রহঃ) বলেন, দান-সদাক্বাহ্ গ্রহণ করার পর তা গ্রহীতার কাছ থেকে ফিরিয়ে নেয়া হারাম হওয়ার ব্যাপারে দৃষ্টান্তটি স্পষ্ট। তবে কোনো ব্যক্তি তার সন্তানকে এবং তার সন্তানের সন্তানকে যা দান করেছে তা উদ্দেশ্য নয়, যেমন এ ব্যাপারে নু'মান বিন বাশীর-এর হাদীসে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এটা শাফি'ঈ, মালিক ও আওযা'ঈ-এর অভিমত। আবূ হানীফাহ্ এবং অন্যান্যরা বলেন, পিতা এবং মাহরাম ছাড়া প্রত্যেক দাতা ফিরিয়ে নিতে পারবে। অনাত্মীয়দের থেকে দান ফিরিয়ে নেয়া যাবে বলে যারা মনে করে তাদের কাছে এ হাদীসটিতে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তা মাকরূহ অর্থে হারাম অর্থে নয়। আর তিনি 'উমার رضي الله عنه-এর হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করে থাকেন। যখন তিনি ঐ ঘোড়া ক্রয় করতে চেয়েছিলেন, আল্লাহর পথে যার উপর তিনি কাউকে আরোহণ করতে দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি ঐ সম্পর্কে আল্লাহর রসূলকে প্রশ্ন করলে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, যদিও সে তা তোমাকে এক দিরহামের বিনিময়ে দেয়, তথাপিও তা ক্রয় করবে না। তুমি তোমার দান

---

[২৫৯] **সহীহ** : বুখারী ৫৯২৯, তিরমিযী ২৭৮৯, আহমাদ ১৩৭৪৯, সহীহ আল জামি' ৪৮৫২, মুখতাসারুশ্ শামায়িল ১৮৬।
[২৬০] **সহীহ** : বুখারী ২৬২২, নাসায়ী ৩৬৯৯, তিরমিযী ১২৯৮, আহমাদ ১৮৭২, সহীহ আল জামি' ৫৪২৬।

ফিরিয়ে নিবে না। কেননা দানকে ফেরত গ্রহণকারী ঐ কুকুরের মতো, যে বমি করার পর পুনরায় তা চেটে নেয়। তূরিবিশতী বলেন : এ উক্তি যখন দান করা বস্তুর ক্রয় করার হুরমাতকে আবশ্যক সাব্যস্ত করতে পারল না, তখন এভাবে এ হাদীস কোনো বস্তু দান করার পর তা ফিরিয়ে নেয়া হারাম হওয়াকে আবশ্যক সাব্যস্ত করতে পারবে না। কিন্তু তূীবী এমন এক মাধ্যমে এর সমালোচনা করেছেন যাতে বিস্ময় রয়েছে।

জামি'উস্ সগীরে আছে, (الْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهٖ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهٖ) অর্থাৎ- "দান করে তা ফেরত গ্রহণকারী বমি করে পুনরায় তা ভক্ষণকারীর মতো।" (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠١٩ ـ [٤] وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتٰى بِهٖ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّيْ نَحَلْتُ ابْنِيْ هٰذَا غُلَامًا فَقَالَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهٗ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَأَرْجِعْهُ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّهٗ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُوْنُوْا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بَلٰى قَالَ: «فَلَا إِذًا». وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّهٗ قَالَ: أَعْطَانِيْ أَبِيْ عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضٰى حَتّٰى تُشْهِدَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَتٰى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّيْ أَعْطَيْتُ ابْنِيْ مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِيْ أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: «أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هٰذَا؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ». قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهٗ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّهٗ قَالَ: «لَا أَشْهَدُ عَلٰى جُوْرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩০১৯-[৪] নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তাঁর পিতা তাঁকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে গেলেন, অতঃপর বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার এই সন্তানকে আমি একটি ক্রীতদাস দান করেছি। তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি কি তোমার সব সন্তানকে এরূপে দান করেছ? তিনি বললেন, না। তিনি (ﷺ) বললেন, তবে তুমি তা ফেরত নাও।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে- তুমি কি চাও যে, তোমার সকল সন্তানেরা তোমার সাথে সমভাবে সদ্ব্যবহার করুক? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি (ﷺ) বললেন, তবে এরূপ জায়িয হবে না। অপর বর্ণনায় আছে, নু'মান (রাঃ) বলেছেন : আমার পিতা আমাকে কিছু দান করলেন। তখন (আমার মা) 'আম্‌রাহ্ বিনতু রওয়াহাহ্ (রাঃ) (আমার পিতাকে) বললেন, আমার এতে সম্মতি নেই যতক্ষণ না এতে আপনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে সাক্ষী রাখেন। অতঃপর আমার পিতা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে বললেন, আমি 'আম্‌রাহ্ বিনতু রওয়াহাহ্'র গর্ভজাত আমার এই সন্তানকে একটি উপহার প্রদান করেছি। কিন্তু 'আম্‌রাহ্ আমাকে বলেছে, হে আল্লাহর রসূল! আপনাকে যেন সাক্ষী রাখি। তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি কি তোমার সকল সন্তানকে এর অনুরূপ দান করেছ? তিনি বললেন, না। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, তবে আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমার সকল সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে সমানভাবে সদ্ব্যবহার কর। বর্ণনাকারী (নু'মান (রাঃ)) বলেন, সুতরাং তিনি ফিরে এসে স্বীয় দান ফিরিয়ে নিলেন। অপর বর্ণনায় আছে, তিনি (ﷺ) বললেন, আমি অন্যায়ের কাজে সাক্ষী হই না। (বুখারী ও মুসলিম)[২৬১]

---

[২৬১] **সহীহ :** বুখারী ২৫৮৬-৮৭, মুসলিম ১৬২৩।

ব্যাখ্যা : নু'মান বিন বাশীর হতে বর্ণিত, নিশ্চয় তার পিতা তাকে নিয়ে আল্লাহর রসূলের কাছে আসলো। অতঃপর বলল, নিশ্চয় আমি আমার এ সন্তানকে আমার একটি দাস দান করেছি। অতঃপর আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, তোমার প্রত্যেক সন্তানকে কি এরূপ দান করেছ? তিনি বললেন, না। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, (فَارْجِعْهُ)। এক বর্ণনায় বলেন, (فارددہ) অর্থাৎ- তুমি তা ফিরিয়ে নাও। অন্য বর্ণনায় তাদের প্রত্যেকের প্রতি এরূপ করেছ? তিনি বললেন, না। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে ন্যায়-ইনসাফ কর। নু'মান বিন বাশীর বলেন, "অতঃপর আমার পিতা ফিরে গিয়ে ঐ দান ফিরিয়ে নিলেন।" অন্য বর্ণনাতে আছে- আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "তাহলে তুমি আমাকে সাক্ষী রেখো না। কেননা আমি অন্যায়ের ব্যাপারে সাক্ষী হই না।" অন্য বর্ণনায় আছে- "তুমি আমাকে অন্যায়ের ব্যাপারে সাক্ষী রেখো না।" অন্য বর্ণনায় আছে, "আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, এ ব্যাপারে আমাকে ছাড়া অন্যকে সাক্ষী রাখো।" অন্য বর্ণনাতে আছে, "আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, কেননা আমি সাক্ষী দেই না।" অন্য বর্ণনাতে আছে, "তিনি বলেন, আমার জন্য এটা উপযোগী না। নিশ্চয় আমি সত্য ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে সাক্ষী দেই না।"

অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, দানের ক্ষেত্রে ব্যক্তির উচিত তার সন্তানসমূহের মাঝে সমতা রক্ষা করা, তাদের প্রত্যেককে অন্যের মতো দান করা, কাউকে অতিরিক্ত না দেয়া। ছেলে-মেয়ের মাঝে সমতা রক্ষা করা। আমাদের কতক সাথীবর্গ বলেন, ছেলের জন্য মেয়ের দিগুণ থাকবে। বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ কথা হলো- হাদীসের বাহ্যিকতার দিকে লক্ষ্য করে উভয়কেই মাঝে সমানভাবে দান করবে।

(শারহু মুসলিম ১১/১২শ খণ্ড, হাঃ ১৬২৩)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٠٢٠ - [٥] (حسن صحيح) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَرْجِعُ أَحَدٌ فِيْ هِبَتِه إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِه». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

৩০২০-[৫] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পিতা তার স্বীয় পুত্রের হিবা (দান করা) ব্যতীত কেউই নিজ হিবার জিনিস ফিরিয়ে নিতে পারে না।

(নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ)[২৬২]

ব্যাখ্যা : (إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِه) একমতে বলা হয়েছে, হাদীসাংশটুকু দান ফিরিয়ে হারাম হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করছে। তবে কেবল সন্তানের ক্ষেত্রে তা ফিরিয়ে নেয়া বৈধ, কেননা সন্তান এবং সন্তানের সম্পদ পিতার জন্য সাব্যস্ত। ইমাম শাফি'ঈ এ মত গ্রহণ করেছেন, যেমন তিনি বলেন : দান ফিরিয়ে নেয়া পিতা ছাড়া কারো জন্য বৈধ হবে না। কোনো ফায়সালা এবং সন্তুষ্টি ছাড়া দান ফিরিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে কেউ স্বয়ংসম্পন্ন নয়, তবে পিতার ক্ষেত্রটি আলাদা। কেননা তিনি যখন প্রয়োজনমুখী হবেন এককভাবে এ ক্ষমতা রাখবেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[২৬২] **সহীহ :** নাসায়ী ৩৬৮৯, ইবনু মাজাহ ২৩৭৮, সহীহ আল জামি' ৭৬৮৬।

٣٠٢١ - [٦] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتّٰى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

৩০২১-[৬] ইবনু 'উমার ও ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : কোনো ব্যক্তির পক্ষে দান করে, অতঃপর তা ফেরত নেয়া জায়িয নয়; শুধুমাত্র পিতা তার নিজ পুত্রকে যা দান করে সেটা ছাড়া। যে ব্যক্তি দান করে, অতঃপর তা ফেরত নেয়, তার দৃষ্টান্ত সেই কুকুরের মতো যে খায়, পরিশেষে যখন পেটপুরে খায় তখন বমি করে, অতঃপর নিজ বমিই পুনরায় খায়। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ; তিরমিযী একে সহীহ্ বলেছেন)[২৬৩]

ব্যাখ্যা : (وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا.....) এতে দান ফিরিয়ে নেয়া হারাম সাব্যস্তকরণের উপর প্রমাণ রয়েছে। আর এটা হলো- জুমহূর বিদ্বানদের মাযহাব। ইমাম বুখারী (بَابٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ) "দান, সদাক্বাহ্ ফিরিয়ে নেয়া কারো জন্য বৈধ না" এ ভাষ্যে একটি অধ্যায় বেঁধেছেন। সন্তান এবং অনুরূপকে দান করা সম্পর্কে যা এসে থাকে তা জুমহূর আলাদাভাবে দেখেছেন। হাদাবিয়্যা এবং আবূ হানীফাহ্ সদাক্বাহ্ ছাড়া অন্যান্য দান ফিরিয়ে নেয়া বৈধ হওয়ার ব্যাপারে মত পোষণ করেছেন। তবে মাহ্‌রাম ব্যক্তিকে দানের বিষয়টি আলাদা। তারা বলেন, হাদীসটি দ্বারা মাকরূহ বিষয়ে কঠোরতা উদ্দেশ্য। ত্বহাবী বলেন : (كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ) "বমি করে পুনরায় তা গ্রহণকারীর মতো।" এ উক্তি যদিও হারাম সাব্যস্তকরণকে দাবী করছে তথাপিও অন্য বর্ণনাতে অতিরিক্ত আছে, আর তা হলো- তার উক্তি (كَالْكَلْبِ) যা হারাম সাব্যস্ত না করার উপর প্রমাণ বহন করছে। কেননা কুকুর 'ইবাদাতকারী না। সুতরাং বমি তার উপর হারাম নয়। উদ্দেশ্য হলো- কুকুরের কাজের সাথে সাদৃশ্য রাখে এমন কাজ থেকে পবিত্র থাকা। ব্যাখ্যাটি অসম্ভব এবং হাদীসের বাচন-ভঙ্গি এর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে এর সমালোচনা করা হয়েছে এ ধরনের ভাষ্যের ক্ষেত্রে শারী'আতের রীতি হলো কঠোর ধমক। যেমন- সলাতে কুকুরের মতো বসা, কাকের মতো ঠোকরানো এবং শিয়াল ও অনুরূপ কিছুর মতো এদিক-সেদিক তাকানো সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। এ বর্ণনাগুলো দ্বারা সলাত আদায়কারীর জন্য উক্ত কাজসমূহ হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতএব সুদূরপ্রসারী ব্যাখ্যার দিকে তাকানো হবে না। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২১৩১)

٣٠٢٢ - [٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَهْدٰى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ بَكْرَةً فَعَوَّضَهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ فَتَسَخَّطَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ فُلَانًا أَهْدٰى إِلَيَّ نَاقَةً فَعَوَّضْتُهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ فَظَلَّ سَاخِطًا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৩০২২-[৭] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুইন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে একটি উটনী হাদিয়্যাহ্ (উপহার) দিল। তিনি (সাঃ) তার প্রতিদানে তাকে ছয়টি উটনী উপহার দিলেন, কিন্তু এতে

[২৬৩] সহীহ : আবূ দাউদ ৩৫৩৯, নাসায়ী ৩৬৯০, তিরমিযী ২১৩২, ইবনু মাজাহ ২২৭৭।

সে মনোতুষ্টি হলো না। এ খবর নাবী ﷺ-এর কাছে পৌছলে তিনি (ﷺ) আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন। অতঃপর বললেন, অমুক আমাকে একটি উটনী হাদিয়্যাহ্ দিয়েছে, আর আমি তার প্রতিদানে তাকে ছয়টি উটনী হাদিয়্যাহ্ দিয়েছি, তবুও সে তাতে সন্তুষ্ট হলো না। আমি দৃঢ়ভাবে ইচ্ছা করেছি যে, কোনো কুরায়শী অথবা আনসারী অথবা সাক্বাফী অথবা দাওসী (গোত্র) ছাড়া কারো হাদিয়্যাহ্ গ্রহণ করব না।

(তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[২৬৪]

ব্যাখ্যা : এ সম্পর্কে নাবী ﷺ-এর উদ্বেগের কারণ ইমাম তিরমিযী যা 'কিতাবুল মানাকিব'-এর শেষে আইয়ূব-এর হাদীস হতে সংকলন করেন, তিনি সা'ঈদ আল মাকবূরী হতে, তিনি আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় এক বেদুঈন ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে একটি বকনা উট উপহার দিল, একটির বদৌলতে তিনি বেদুঈনকে ৬টি বকনা উট দিলেন। এতে বেদুঈন ব্যক্তি রাগান্বিত হলে ঐ সংবাদ আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে পৌছল। অতঃপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তাঁর গুণকীর্তন করলেন। এরপর বললেন, "নিশ্চয় অমুক আমাকে একটি উপহার দিয়েছে তার বিনিময়ে আমি তাকে ৬টি বকনা উট উপহার দিয়েছি, এরপর সে রাগান্বিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে আমি ইচ্ছা করেছি কুরায়শ, আনসারী, সাক্বাফী এবং দাউসী গোত্র ছাড়া অন্য কারো কাছে থেকে উপহার গ্রহণ না করতে। মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব কর্তৃক তিরমিযীতেও আছে, মুহাম্মাদ সা'ঈদ বিন আবূ সা'ঈদ আল মাকবূরী বলেন, ফাযারাহ্ গোত্রের এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর কাছে তার ঐ উট হতে একটি উটনী উপহার দিলেন যে উটগুলো তারা বনে পেয়েছিল। অতঃপর সে উটনীর বিনিময় স্বরূপ তিনি কিছু বিনিময় দিলে লোকটি অসন্তুষ্ট হলো, এরপর আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি, "নিশ্চয় 'আরবের কোনো লোক উপহার দেয়, অতঃপর আমার কাছে যা আছে সে পরিমাণে আমি তার প্রতিদান দেই, অতঃপর এতে সে রাগান্বিত হয় এবং আমার ওপর রাগ অব্যাহত রাখে। আল্লাহর শপথ! আমার এ স্থানের পর কুরায়শ, আনসারী, সাক্বাফী অথবা দাওসী গোত্র ছাড়া 'আরবের কোনো লোক হতে আমি উপঢৌকন গ্রহণ করব না। তূরিবিশ্তী (রহঃ) বলেন, নাবী ﷺ ঐ ব্যক্তি হতে হাদিয়্যাহ্ গ্রহণ অপছন্দ করেছেন, হাদিয়্যার বিনিময়ে যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য আরো বেশি অনুসন্ধান করা। নাবী ﷺ কেবল হাদীসে উল্লেখিতদের মাঝে অন্তরের উদারতা, সুউচ্চ লক্ষ এবং বদলা গ্রহণের প্রতি দৃষ্টি না থাকার যে লক্ষণ পেয়েছিলেন সে কারণে এ মর্যাদার সাথে তাদেরকে নির্দিষ্ট করেছেন।

শারহুস্ সুন্নাহ্ গ্রন্থকার বলেন, বিদ্বানগণ ঐ সাধারণ দানের ক্ষেত্রে মতানৈক্য করেছেন যাতে প্রতিদান শর্ত করা হয় না। অতঃপর ফিক্হ শাস্ত্রবিদদের একদল মত পোষণ করেছেন যে, এ হাদীসের কারণে দান সাওয়াবের দাবী রাখে। আর তাদের কেউ এমন আছে যারা দানের ক্ষেত্রে মানুষকে তিন স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। ব্যক্তিকে ঐ ব্যক্তির তরফ থেকে দান করা, যে তার অপেক্ষা নিম্ন স্তরের। এটা দ্বারা সম্মান করা হয়, এটা সওয়াবের দাবী রাখে না। এভাবে সমকক্ষ হতে সমকক্ষকে দান করা, এতেও সাওয়াবের প্রত্যাশা নেই। আরেকটি হলো উর্ধ্বতন ব্যক্তির তরফ হতে নিম্নস্তরের ব্যক্তিকে দান করা, এ দান সাওয়াবের দাবী রাখে। কেননা এর দ্বারা দাতা উপহার দান এবং সাওয়াবের উদ্দেশ্য করে। অতঃপর প্রতিদানের পরিমাণ প্রচলিত নিয়ম এবং সামাজিক অভ্যাস অনুযায়ী হয়। একমতে বলা হয়েছে, প্রতিদান দানকৃত বস্তুর সমমূল্যের হতে হবে। অন্যমতে বলা হয়েছে, দাতা যতক্ষণ পর্যন্ত সন্তুষ্ট না হয়। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৫৩৪)

---

[২৬৪] **হাসান :** আবূ দাউদ ৩৫৩৭, নাসায়ী ৩৫৯০, তিরমিযী ৩৯৪৫, আহমাদ ৭৯১৮, সহীহ আল জামি' ২১১৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৩৮৩।

তুহফাতুল আহওয়াযীর ৩৯৫৭ নং হাদীসের ব্যাখ্যায় বেদুঈন ব্যক্তির রাগের কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, বেদুঈন ব্যক্তি আল্লাহর রসূলের দান ও দানের প্রবাহ সম্পর্কে যা শুনেছিল সে কারণে প্রতিদান পাওয়ার ক্ষেত্রে তার আশা ছিল অনেক বেশি। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৩৯৫৭)

٣٠٢٣-[٨] وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَ وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ تَحَلّٰى بِمَا لَمْ يُعْطَ كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُوْرٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৩০২৩-[৮] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তিকে দান করা হয় তার যদি সামর্থ্য থাকে সে যেন তার প্রতিদান (বিনিময়) দেয়; আর যে অসমর্থ সে যেন তার (দানকারীর) প্রশংসা করে। কারণ যে তার প্রশংসা করেছে সে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে, আর যে তা লুকিয়েছে সে অকৃতজ্ঞ হয়েছে। আর যে দান না পেয়েও পেয়েছে বলে (ঘোষণা করেছে), সে মিথ্যার দু'টি কাপড় পরিধানকারীর ন্যায় হয়েছে (দ্বিগুণ মিথ্যুক হিসেবে পরিগণিত হয়েছে)। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[২৬৫]

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তিকে কোনো কিছু দান করা হবে, অতঃপর সে ব্যক্তি সম্পদগত সামর্থ্য রাখলে সে যেন দানের মাধ্যমে দাতা ব্যক্তিকে বিনিময় প্রদান দেয়। আর সামর্থ্য না রাখলে সে যেন তার গুণকীর্তন করে। এক বর্ণনাতে আছে, সে যেন তার জন্য দু'আ করে, কেননা যে ব্যক্তি গুণকীর্তন করল, সে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল, সামষ্টিকভাবে তার বিনিময় প্রদান করল। আর যে ব্যক্তি দানের মাধ্যমে সমতা রক্ষা না করে অথবা গুণকীর্তনের মাধ্যমে বদলা না দিয়ে অনুগ্রহকে গোপন করবে সে অনুগ্রহকে অস্বীকার করল, তার অধিকার আদায় করা হতে বিরত থাকলো। আর ব্যক্তিকে যা দেয়া হয়নি তথাপিও তা তাকে দেয়া হয়েছে উল্লেখ করে যে নিজেকে সজ্জিত করবে সে ঐ ব্যক্তির মতো যে দু'জন মিথ্যুক হিসেবে মিথ্যা বলেছে অথবা দু'জন মিথ্যুক হিসেবে দু'টি বস্তু প্রকাশ করেছে। নাবী (সাঃ) এ কথাটি ঐ মহিলাকে বলেছিলেন, যে বলেছিল, হে আল্লাহর রসূল! আমার একটি সতীন আছে। এমতাবস্থায় আমার স্বামী আমাকে যা দেয়নি তা আমাকে দিয়েছেন বলে আমার পরিতৃপ্তি লাভ করাতে আমার কি কোনো অপরাধ হবে?

খত্ত্বাবী বলেন : 'আরব দেশে এক লোক ছিল, সে পরিচিত লোকেদের দু'টি করে কাপড় দান করত, উদ্দেশ্য হলো- যাতে মানুষ তার সম্পর্কে ধারণা করে যে, সে একজন প্রসিদ্ধ সম্মানিত লোক। কেননা পরিচিতরা মিথ্যা বলে না, অতঃপর মানুষ যখন তাকে এ অবস্থায় দেখবে তখন তারা তার কথার উপর তার মিথ্যা সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করবে। এটা মূলত তার নিজকে সত্যবাদীদের সাথে সাদৃশ্য দেয়ার কারণে। ব্যক্তির কাপড়দ্বয় ছিল তার মিথ্যার কারণ, ফলে কাপড়দ্বয়কে মিথ্যার কাপড়দ্বয় বলে নামকরণ করা হয়। অথবা কাপড়দ্বয় মিথ্যার কারণ না, একে চাদর এবং লুঙ্গির বিবেচনায় দ্বিবচন করা হয়েছে, অতঃপর এ মহিলাকে ঐ পুরুষের সাথে সাদৃশ্য দেয়া হয়েছে। যামাখ্‌শারী ফায়িক গ্রন্থে বলেন, কৃত্রিমতা প্রকাশকারীকে মিথ্যার দু' কাপড় পরিধানকারী তথা যে কোনো মিথ্যাবাদীর সাথে সাদৃশ্য দেয়া হয়েছে। আর সে হলো ঐ ব্যক্তি যে লোক দেখানোর জন্য সৎ লোকেদের কাপড় পরিধান করে। ব্যক্তির দিকে দু'টি কাপড় সম্বন্ধ করেছেন। কেননা দু'টি কাপড় দু'টি পোষাকের মতো। দ্বিবচন দ্বারা উদ্দেশ্য করেছে যে, কৃত্রিমতা প্রকাশকারী ঐ ব্যক্তির মতো যে ব্যক্তি মিথ্যার দু'টি কাপড় পরিধান করেছে দু'টির একটিকে পরিধান করেছে এবং অপরটি

[২৬৫] হাসান : আবূ দাউদ ৪৮১৩, তিরমিযী ২০৩৪, সহীহাহ্ ৬১৭, সহীহ আত্ তারগীব ৯৬৮।

লুঙ্গি স্বরূপ ব্যবহার করেছে। মিরক্বাতুল মাফাতীহে ইবনু হাজার 'আস্ক্বালানী বলেন : সুতরাং সে সম্মানকে পরিধান করেছে এবং লুঙ্গি স্বরূপ ব্যবহার করেছে। সুতরাং লুঙ্গি এবং চাদর দ্বারা ঐদিকে ইঙ্গিত যে, তার মাথা হতে তার পায়ের পাতা পর্যন্ত মিথ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত।

দ্বিবচন দ্বারা ঐ দিকে ইঙ্গিত হওয়ারও সম্ভাবনা রাখছে যে, কৃত্রিমতার মাধ্যমে তার দু'টি নিন্দনীয় অবস্থা অর্জন হয়েছে। একটি হলো যার মাধ্যমে কৃত্রিমতা প্রকাশ করেছে তার অনুপস্থিতি, অপরটি হলো- মিথ্যা প্রকাশ। এভাবে ফাতহে আছে, আবূ 'উবায়দাহ্ বলেন : সে ঐ ব্যক্তি যে ভনিতাকারী, দুনিয়া বিমুখতার কাপড় পড়ে এবং সে মনে করে যে, সে দুনিয়াবিমুখী। একমতে বলা হয়েছে- তাকে দু'টি কাপড়ের সাথে সাদৃশ্য কেবল এজন্য দেয়া হয়েছে যে, সে কৃত্রিমতা প্রকাশকারী দু'টি মিথ্যা বলেছে। অতঃপর সে তার নিজেকে এমন গুণে গুণান্বিত করেছে যা তার মাঝে নেই। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০৩৪)

٣٠٢٤ـ[٩] وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهٖ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩০২৪-[৯] উসামাহ্ ইবনু যায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার প্রতি কোনো উত্তম আচরণ করা হলো, আর সে উত্তম আচরণকারীকে বলল, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। সে তার অনেক প্রশংসা করল। (তিরমিযী)[২৬৬]

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তির প্রতি সদাচরণ করা হবে, অর্থাৎ- কোনো কিছু দান করা হবে। অতঃপর সে তার প্রতিদান দিতে অক্ষম হয়ে দাতাকে বলবে, আল্লাহ আপনাকে ইহজীবন ও পরজীবনের সর্বোত্তম প্রতিদান দিন, তাহলে গ্রহীতা এতে দাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে যথার্থতা করবে। আর তা এভাবে যে, সে নিজ ঘাটতির কথা স্বীকার করল এবং যারা প্রতিদান দিতে অক্ষম সে নিজকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করল, আর তার প্রতিদানকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করল যাতে আল্লাহ তাকে পূর্ণাঙ্গ প্রতিদান দেন। বিদ্বানদের কেউ বলেন, তোমার হাতদ্বয় যখন প্রতিদান দেয়া হতে অক্ষম হয়ে পড়বে তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও দু'আর ক্ষেত্রে তোমার জিহ্বা যেন দীর্ঘ হয়। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০৩৫)

٣٠٢٥ـ[١٠] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

৩০২৫-[১০] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (আহমাদ ও তিরমিযী)[২৬৭]

ব্যাখ্যা : (مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ.....) খত্ত্বাবী বলেন : একে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, তন্মধ্যে একটি হলো মানুষের অনুগ্রহকে অস্বীকার করা এবং তাদের সৎ কাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা যার স্বভাব ও অভ্যাসের পরিণত হবে সে মহান আল্লাহর অনুগ্রহকেও অস্বীকার করা এবং তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করাও তার অভ্যাসের পরিণত হবে। দ্বিতীয়টি- বান্দার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের ব্যাপারে বান্দার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নিঃসন্দেহে তিনি গ্রহণ করবেন না যতক্ষণ বান্দা মানুষের অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করবে এবং

---

[২৬৬] **সহীহ :** তিরমিযী ২০৩৫, সহীহ আল জামি' ৬৩৬৮, সহীহ আত্ তারগীব ৯৬৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৪১৩।

[২৬৭] **সহীহ :** তিরমিযী ১৯৫৫, আহমাদ ১১২৮০, সহীহাহ্ ৪১৬। তবে আহমাদ-এর সানাদটি দুর্বল।

তাদের সদাচরণকে অস্বীকার করবে। এটা মূলত দু'টি বিষয়ের একটি অপরটির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৯৫৫)

٣٠٢٦ - [١١] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَتَاهُ الْمُهَاجِرُونَ فَقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا رَأَيْنَا قَوْمًا أَبْذَلَ مِنْ كَثِيرٍ وَلَا أَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيلٍ مِنْ قَوْمٍ نَزَلْنَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ: لَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَةَ وَأَشْرَكُونَا فِي الْمَهْنَأِ حَتّٰى لَقَدْ خِفْنَا أَنْ يَذْهَبُوا بِالْأَجْرِ كُلِّهِ فَقَالَ: «لَا مَا دَعَوْتُمُ اللّٰهَ لَهُمْ وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

৩০২৬-[১১] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন মাদীনায় আগমন করলেন, মুহাজিরগণ তাঁর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা যাদের মধ্যে এসেছি তাঁদের চেয়ে অধিক দানশীল এবং অল্প দ্বারা হলেও সহানুভূতিশীল প্রদানের মতো কোনো সম্প্রদায় আমরা আর দেখিনি। তাঁরা আমাদের দুঃখ-কষ্টের ভাগিদার হয়েছেন এবং কষ্টার্জিত দ্রব্যে আমাদেরকে শারীক করেছেন, যাতে আমরা আশঙ্কা করছি যে, তারাই সকল সাওয়াব নিয়ে যাবেন। তিনি (ﷺ) বললেন, তা ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাদের জন্য দু'আ ও প্রশংসা করবে। (তিরমিযী; তিনি এটা সহীহ বলেছেন)[২৬৮]

ব্যাখ্যা : (لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ) রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রথম আগমনে যখন মাদীনায় আসলেন।

(أَتَاهُ الْمُهَاجِرُونَ) অর্থাৎ- আনসারীরা তাদের সেবায় আঞ্জাম দেয়া এবং তাদের বাড়ী-ঘর ও বাগানসমূহের অর্ধেক তাদেরকে দান করার পর শেষ পর্যন্ত মুহাজিরগণ যেন তাদের স্ত্রীদের বিবাহ করতে পারে সে উদ্দেশে তাদের কেউ তাঁর সর্বাধিক সুন্দরী স্ত্রীদেরকে ত্বলাক্ব দিল। যেমন্ আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তাদের পরে যারা ঘর-বাড়ী ও ঈমান লাভ করেছিল তারা তাঁদের কাছে হিজরত করে যাওয়া ব্যক্তিদেরকে ভালোবাসে এবং তাদেরকে যা দেয়া হয়েছে সে কারণে নিজেদের অন্তরে কোনো প্রয়োজন অনুভব করে না, নিজেদের ওপরে তাদেরকে প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের প্রয়োজন থাকে।" (সূরাহ্ আল হাশ্‌র, ৫৯ : ৯)

(مَا رَأَيْنَا قَوْمًا أَبْذَلَ مِنْ كَثِيرٍ وَلَا أَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيلٍ) অর্থাৎ- অধিক সম্পদ ব্যয়কারী এবং অল্প সম্পদ দিয়ে হলেও এত অধিক উত্তম সহানুভূতি প্রকাশকারী কোনো সম্প্রদায় আমরা দেখিনি।

(مِنْ قَوْمٍ نَزَلْنَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ) অর্থাৎ- আমরা যাদের কাছে এবং যাদের মাঝে অবস্থান নিয়েছি। এ অবস্থান নেয়াকালে তারা বেশি সম্পদের অধিকারী হোক অথবা কম সম্পদের মালিক হোক উভয় অবস্থায় তারা নিঃসন্দেহে আমাদের প্রতি দয়া করেছে। হাদীসাংশে قوم দ্বারা আনসারগণ উদ্দেশ্য।

(لَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَةَ) অর্থাৎ- তারা ঘর-বাড়ী তৈরি ও খেজুর বাগান আবাদ করে ও অন্যান্য কাজের মাধ্যমে আমাদের সেবা করার কষ্ট বহন করেছে।

(وَأَشْرَكُونَا فِي الْمَهْنَأِ) অর্থাৎ- তারা আমাদেরকে ভাইদের মতো করে জীবন শুদ্ধি ও যথার্থতার উপযোগী তাদের কষ্টার্জিত সম্পদে অংশীদার করেছে। একমতে বলা হয়েছে, বিনা কষ্টে যা আসে তাকে الْمَهْنَأِ বলা হয়। ইবনু মালিক বলেন, তারা আমাদেরকে তাদের খেজুর বাগানের ফলে অংশীদার করেছে, খেজুর বৃক্ষে পানি ও সেগুলো মেরামত করার কষ্টে আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়েছে এবং আমাদেরকে তাদের ফলের অর্ধেক

---

[২৬৮] সহীহ : আবূ দাঊদ ৪৮১২, তিরমিযী ২৪৮৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১২০৩৫।

দান করেছে। ক্বাযী বলেন, তারা তাদেরকে তাদের যে সকল শস্য ও ফলে অংশীদার করেছে এর মাধ্যমে তারা তাই উদ্দেশ্য করছে।

(حَتّٰى لَقَدْ خِفْنَا أَنْ يَّذْهَبُوْا بِالْأَجْرِ كُلِّهٖ) অর্থাৎ- আমাদের প্রতি আনসারীদের অনুগ্রহের আধিক্যতার কারণে আমাদের সকল 'ইবাদাতের সাওয়াব এবং মাক্কাহ্ হতে মাদীনায় হিজরত করার সাওয়াব আল্লাহ তাদেরকে দিয়ে দিবেন।

(فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَا) অর্থাৎ- তারা সকল পুণ্য নিয়ে যাবে না, কেননা আল্লাহর দয়া প্রশস্ত। সুতরাং তোমাদের জন্য থাকবে 'ইবাদাত করার পুণ্য, আর তাদের জন্য থাকবে পরস্পর সহযোগিতা করার সাওয়াব।

(مَا دَعَوْتُمُ اللّٰهَ لَهُمْ وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ) অর্থাৎ- যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাদের জন্য কল্যাণের দু'আ করতে থাকবে, কেননা তোমাদের প্রতি তাদের অনুগ্রহ করার কারণে তোমাদের দু'আ তাদের জন্য যথেষ্ট হবে, আর তোমাদের ভালো কর্মের সাওয়াব তোমাদের দিকে ফিরে আসবে। ত্বীবী (রহঃ) বলেন : তারা যখন তাদের নিজেদের ওপর ক্লেশ, ক্লান্তি বহন করেছে এবং সুখে-দুঃখে আমাদেরকে অংশীদার করেছে, তখন নিঃসন্দেহে তারা অনেক প্রতিদান পাওয়ার অধিকার অর্জন করেছে। সুতরাং কীভাবে আমরা তাদের প্রতিদান দিব? অতঃপর আল্লাহর রসূল উত্তর দিলেন না, অর্থাৎ- তোমরা যেরূপ ধারণা করেছ বিষয়টি ঐরূপ নয়, কেননা তোমরা যখন তাদের কর্মের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাদের ব্যাপারে গুণকীর্তন করলে এবং তাদের জন্য অবিরাম দু'আ করতে থাকলে তখন তোমরা তাদেরকে প্রতিদান দিয়ে দিলে।

(তুহফাতুল আওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৪৮৭)

٣٠٢٧ - [١٢] وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ الضَّغَائِنَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩০২৭-[১২] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমরা একে অপরকে হাদিয়্যাহ্ (উপহার) দেবে। কেননা, হাদিয়্যাহ্ হিংসা-বিদ্বেষ বিদূরিত করে। (তিরমিযী)[২৬৯]

ব্যাখ্যা : (فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ الضَّغَائِنَ) অর্থাৎ- বিদ্বেষ, শত্রুতা দূর করে এবং প্রীতি, ভালোবাসা নিয়ে আসে। যেমন বলা হয়েছে- (تَهَادُوا تَحَابُّوا وَتَصَافَحُوا يَذْهَبُ الْغِلُّ عَنْكُمْ) অর্থাৎ- তোমরা একে অপরকে উপহার দাও, একে অপরকে ভালোবাসো, পরস্পরে মুসাফাহা কর– এ সকল আচরণ তোমাদের থেকে বিদ্বেষ দূর করবে। এটা আবূ হুরায়রাহ্ হতে ইবনু আসাকির যা বর্ণনা করেছে সে আলোকে। ত্বীবী বলেন : এটা এ কারণে যে, রাগ, হিংসা, বিদ্বেষ নিয়ে আসে আর উপহার সন্তুষ্টি নিয়ে আসে। সুতরাং যখন সন্তুষ্টির কারণ আগমন করবে তখন অসন্তুষ্টির কারণ দূর হয়ে যাবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٢٨ - [١٣] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقُّ فِرْسَنِ شَاةٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩০২৮-[১৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমরা একে অপরকে হাদিয়্যাহ্ দাও, কেননা হাদিয়্যাহ্ অন্তরের বিদ্বেষ, প্রচণ্ড ক্রোধ, শত্রুতা দূর করে। এক প্রতিবেশিনী

---

[২৬৯] জাল : মুসনাদুশ্ শিহাব ৬৬০। কারণ এর সানাদে আবূ ইউসুফ ইয়া'কূব বিন মুহাম্মাদ বিন 'উবায়দ আল কূফী একজন মিথ্যুক রাবী। এছাড়াও সানাদে আরো কিছু ত্রুটি রয়েছে।

অপর প্রতিবেশিনীকে হাদিয়্যাহ্ (উপহার) দিতে যেন কোনো প্রকার অবহেলা না করে এবং কেউ যেন হাদিয়্যাহ্-কে সামান্য (তুচ্ছ) মনে না করে- যদিও তা এক টুকরা ছাগলের খুর হয়। (তিরমিযী)[২৭০]

ব্যাখ্যা : (وَحَرَ الصَّدْرِ) অর্থাৎ- অন্তরের বিদ্বেষ। একমতে বলা হয়েছে, বিদ্বেষ এবং রাগ। অন্যমতে বলা হয়েছে, মারাত্মক রাগ। আরো একমতে বলা হয়েছে, শত্রুতা। এভাবে নিহায়াহ্ গ্রন্থে আছে, (وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا)। উহ্য ভাষ্য হবে- (لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ هَدِيَّةً مُهْدَاةً لِجَارَتِهَا) অর্থাৎ- কোনো প্রতিবেশিনী যেন তার নিবেদিত উপহার তার প্রতিবেশিনীকে দিতে তুচ্ছ মনে না করে। ত্বীবী একে উল্লেখ করেছেন। নিহায়াহ্ গ্রন্থে আরো আছে, (الْجَارَةُ الضَّرَّةُ) অর্থাৎ- সতীন প্রতিবেশিনী। এটা মূলত তাদের উভয়ের মাঝে সান্নিধ্য থাকার কারণে। প্রতিবেশিনী তার সতীনের ভালো লক্ষ্য করে, অতঃপর ঐ ভালো তাকে রাগান্বিত করে।

(وَلَوْ شِقُّ فِرْسَنِ شَاةٍ) অর্থাৎ- পায়ের খুরের অর্ধেক অথবা তার কিছু অংশ। যেমন- নাবী ﷺ বলেন : তোমরা আগুন থেকে বেঁচে থাকো, যদিও খেজুরের অংশ দিয়ে হয়। فِرْسَن বলতে অল্প গোশত বিশিষ্ট হাড় আর তা হলো উট এবং ছাগলের খুর। ক্বাযী বলেন, উট এবং ছাগলের খুর যে কোনো চতুস্পদ জন্তুর খুরের স্তরে। অত্র হাদীসে আল্লাহর রসূল ﷺ মানুষকে ঐ দিকে নির্দেশনা করেছেন যে, একে অপরকে উপহার দেয়া বিদ্বেষসমূহ দূর করে, অতঃপর এ ব্যাপারে তিনি অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন এমনকি সর্বাধিক তুচ্ছ বস্তুও উল্লেখ করেছেন, কেননা তিনি প্রতিবেশিনীকে সতীনের সাথে তুলনা করেছেন। ইবনুল মালিক বলেন, অর্থাৎ- প্রতিবেশিনীর কাছে থাকা খাদ্য অপর প্রতিবেশিনীর কাছে পাঠাও যদিও তা অল্প জিনিস হয়। মিরক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা বলেন, আমি বলব : ইবনু 'আদী ইবনু 'আব্বাস হতে "কামিল" গ্রন্থে যা বর্ণনা করেছেন তা একে সমর্থন করছে। আর তা হলো, তোমরা তোমাদের মাঝে একে অপরকে খাদ্য উপহার দাও। কেননা উপহার, রিয্‌ক্ব বৃদ্ধি করে। ত্ববারানী উম্মু হাকীম হতে বর্ণনা করেন, তোমরা একে অপরকে উপহার দাও, কেননা উপহার ভালোবাসাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং অন্তরের বিদ্বেষ দূর করে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٢٩ _[١٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ الْوَسَائِدُ وَالدُّهْنُ وَاللَّبَنُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ قِيلَ: أَرَادَ بِالدُّهْنِ الطِّيبَ

৩০২৯-[১৪] ইবনু 'উমার رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন প্রকার জিনিস ফিরিয়ে দেয়া যায় না– বসার গদি বা বালিশসমূহ, তেল ও দুধ। (তিরমিযী)[২৭১] ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, হাদীসটি গরীব। কেউ বলেছেন, তেল অর্থে এখানে সুগন্ধিকে বুঝিয়েছেন।

ব্যাখ্যা : (ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ) অর্থাৎ- তিন প্রকারের উপহার অতি নগণ্য হওয়া এবং উপহার দাতার কষ্ট কম হওয়ার কারণে এ উপহারগুলো ফেরত দেয়া উচিত হবে না।

ত্বীবী বলেন : বসার গদি, সুগন্ধি এবং দুধ দ্বারা তিনি (ﷺ) মেহমানকে সম্মান জানানো উদ্দেশ্য করছেন, আর তা হলো অল্প অনুদান স্বরূপ উপহার, সুতরাং এগুলো ফেরত দেয়া উচিত হবে না।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৭৯০)

---

[২৭০] **য'ঈফ** : তিরমিযী ২১৩০, য'ঈফ আল জামি' ২৪৮৯। কারণ এর সানাদে আবূ মা'শার নাযীহ একজন দুর্বল রাবী। তবে হাদীসের ২য় অংশ সহীহ।

[২৭১] **হাসান** : তিরমিযী ২৭৯০, সহীহাহ্ ৬১৯, সহীহ আল জামি' ৩০৪৬, মুখতাসার আশ্ শামায়িল ১৮৭।

٣٠٣٠-[١٥] وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أُعْطِيَ أَحَدُكُمُ الرَّيْحَانَ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُرْسَلًا

৩০৩০-[১৫] আবূ 'উসমান আন্ নাহদী (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যখন কাউকে সুগন্ধি জাতীয় দ্রব্য দেয়া হয়, তখন সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়। কেননা, তা জান্নাত হতে বের হয়ে এসেছে। (তিরমিযী মুরসালরূপে)[২৭২]

ব্যাখ্যা : (الرَّيْحَانَ) নিহায়াহ্ গ্রন্থকার বলেন, তা হলো- সকল শ্রেণীর ঘ্রাণের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক সুগন্ধিময় উদ্ভিদ। (فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ) অর্থাৎ- এর মূল জান্নাত থেকে এসেছে, সেই সাথে এটা বহনে হালকা, অর্থাৎ- অল্প কষ্ট ও অনুদান। একে ফেরত দেয়া যাবে না। আর অনেক বস্তুই মূলত জান্নাত হতে বের হয়েছে। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৭৯১)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٠٣١-[١٦] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ: انْحَلِ ابْنِيْ غُلَامَكَ وَأَشْهِدْ لِيْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَأَلَتْنِيْ أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِيْ وَقَالَتْ: أَشْهِدْ لِيْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَلَهُ إِخْوَةٌ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «أَفَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَلَيْسَ يَصْلُحُ هٰذَا وَإِنِّيْ لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلٰى حَقٍّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩০৩১-[১৬] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাশীর رضي الله عنه-এর স্ত্রী ('আমরাহ্ বিনতু রওয়াহাহ্ رضي الله عنها) বাশীরকে বলল, আমার ছেলেকে তোমার ক্রীতদাসটি দান কর এবং এতে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে সাক্ষী রাখিও। অতঃপর সে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! অমুকের মেয়ে আমার নিকট আবদার করেছে, আমি যেন তার ছেলেকে আমার ক্রীতদাসটি দান করি এবং বলেছে, 'এ ব্যাপারে যেন রসূলুল্লাহ ﷺ-কে সাক্ষীও রাখি।' তখন তিনি (ﷺ) বললেন, তার অন্য ভাই আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি (ﷺ) বললেন, তাদের প্রত্যেককেই কি এর অনুরূপ দান করেছে? সে বলল, না। তিনি (ﷺ) বললেন, তবে এটা ন্যায়সঙ্গত নয়। আর আমি হাক্ব ব্যতীত অন্য কিছুর উপরে সাক্ষী হই না । (মুসলিম)[২৭৩]

ব্যাখ্যা : শিক্ষণীয় বিষয়- (১) সন্তানাদিকে দানের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা প্রতিটি ব্যক্তির ওপর আবশ্যক। (২) কোনো প্রশ্নকারীর উত্তর দেয়ার পূর্বে ঐ প্রশ্নের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্ভাবনাময় সমস্যাগুলো সম্পর্কে যে কোনো পন্থায় জেনে নেয়া। (৩) অন্যায়ের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া বৈধ না। (৪) কোনো সাক্ষ্যের প্রয়োজন হলে সৎ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখা। (সম্পাদক)

---

[২৭২] **য'ঈফ** : তিরমিযী ২৭৯১, য'ঈফাহ্ ৭৬৪, য'ঈফ আল জামি' ৩৮৫, মুখতাসার আশ্ শামায়িল ১৮৯। কারণ সানাদটি মুরসাল।

[২৭৩] **সহীহ** : মুসলিম ১৬২৪, আহমাদ ১৪৪৯২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫১০১।

٣٠٣٢ - [١٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِبَاكُورَةِ الْفَاكِهَةِ وَضَعَهَا عَلٰى عَيْنَيْهِ وَعَلٰى شَفَتَيْهِ وَقَالَ: «اَللّٰهُمَّ كَمَا أَرَيْتَنَا أَوَّلَهٗ فَأَرِنَا اٰخِرَهٗ» ثُمَّ يُعْطِيهَا مَنْ يَكُونُ عِنْدَهٗ مِنَ الصِّبْيَانِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيْرِ

৩০৩২-[১৭] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কোনো নতুন ফল-মূল আনা হলে তিনি (ﷺ) তা স্বীয় দুই চোখের উপরে ও দুই ঠোঁটে লাগাতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ! যেভাবে তুমি আমাদেরকে এর প্রথমটি দেখিয়েছ সেভাবে এর শেষটিও দেখাও। অতঃপর তা তাঁর নিকট যে সমস্ত শিশু থাকত তাদেরকে দিয়ে দিতেন।

(বায়হাক্বী- দা'ওয়াতুল কাবীর)[২৭৪]

ব্যাখ্যা : (بِبَاكُورَةِ الْفَاكِهَةِ) নিহায়াহ্ গ্রন্থে আছে- প্রতিটি বস্তুর প্রথম অবস্থা হচ্ছে সে বস্তুর (بَاكُورَةٌ) (বাকূরাহ্)।

(وَضَعَهَا عَلٰى عَيْنَيْهِ) অর্থাৎ তাঁর ওপর আল্লাহর অনুগ্রহের মহত্ব বর্ণনার্থে তা চোখে মলতেন।

(وَعَلٰى شَفَتَيْهِ) অর্থাৎ- আল্লাহ তাঁর ওপর যা দান করেছেন তার কৃতজ্ঞতা আদায়ার্থে তাতে চুমু দিতেন।

(وَقَالَ: «اَللّٰهُمَّ كَمَا أَرَيْتَنَا أَوَّلَهٗ فَأَرِنَا اٰخِرَهٗ») অর্থাৎ- দুনিয়াতে দেখিয়েছ তখন দু'আ হবে দীর্ঘস্থায়ী অর্থে অথবা পরকালে তখন ইঙ্গিত হবে ঐ দিকে যে, পরকালের জীবন একমাত্র প্রকৃত জীবন, আর দুনিয়ার সাচ্ছন্দ্য নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং তা পরকালীন সাচ্ছন্দ্যের নমুনা।

(مِنَ الصِّبْيَانِ) কেননা ফলের প্রতি তাদের ঝোঁক সর্বাধিক এবং ফল ও শিশুর মাঝে পূর্ণাঙ্গ সামঞ্জস্য। ত্বীবী রহঃ বলেন : নাবী ﷺ প্রথম ফল কেবল শিশুকে দিতেন, শিশু ও বৃক্ষের প্রথম ফলের মাঝে সামঞ্জস্য থাকার কারণে। আর তা এ দিকে হতে যে, শিশু অন্তরের ফল এবং মানুষের সূচনা।

জাযারী হিস্‌ন নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, নাবী ﷺ যখন প্রথম ফল দেখতেন তখন বলতেন,

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَنَابِتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا.

অর্থাৎ- "হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ফলে বারাকাত দিন, আমাদেরকে আমাদের স্থানে বারাকাত দিন, আমাদেরকে আমাদের সা'তে বারাকাত দিন, আমাদেরকে আমাদের মুদ্দে বারাকাত দিন।"

অতঃপর তাঁর কাছে যখন ফল নিয়ে আসা হত তখন উপস্থিত সবচেয়ে ছোট বাচ্চাকে ডাকতেন, অতঃপর ঐ ফল তাকে দিতেন। একে মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ প্রত্যেকেই আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণনা করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[২৭৪] **য'ঈফ :** আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৫১৪। কারণ এর সানাদে 'আবদুর রহমান বিন ইয়াহ্ইয়া বিন সা'ঈদ আল উযারী একজন মাতরূক রাবী।

(١٨) بَابُ اللُّقْطَةِ

অধ্যায়-১৮ : কুড়িয়ে পাওয়া দ্রব্য-সামগ্রী

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٠٣٣-[١] عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا». قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ» قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «مَالَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتّٰى يَلْقَاهَا رَبُّهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: فَقَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ»

৩০৩৩-[১] যায়দ ইবনু খালিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন করল। তিনি (ﷺ) বললেন, তার থলি ও মুখবন্ধন চিনে নিবে, তারপর এক বছরকাল তার প্রচার করবে। ইতোমধ্যে যদি তার মালিক আসে, নতুবা তোমার ইচ্ছা (দান কর বা খাও)। আবার সে জিজ্ঞেস করল, তবে যদি হারানো বস্তু ছাগল হয়? তিনি (ﷺ) বললেন, সেটা তোমার, না হয় তোমার ভাইয়ের (অধিকার), না হয় নেকড়ে বাঘের। সে পুনরায় জানতে চাইল, তবে হারানো উটের বিধান কি? তিনি (ﷺ) বললেন, তাতে তোমার মাথা ব্যথার কি আছে? যেহেতু এর সাথে তার মশক ও জুতা রয়েছে, তাই পানিতে নেমে পানি এবং গাছের কাছে গিয়ে পাতা খাবে, পরিশেষে তার মালিক তাকে পেয়ে যাবে। (মুত্তাফাকুন 'আলায়হি)[২৭৫]

মুসলিম-এর অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি (ﷺ) বললেন : সেটা এক বছরকাল প্রচার করবে এবং দ্রব্যের মুখবন্ধন ও থলি চিনে রাখবে। অতঃপর (যদি মালিক না আসে) তুমি তা খরচ করবে। এরপর যদি মালিক আসে তখন তাকে তা দিয়ে দেবে।

ব্যাখ্যা : (وِكَاءَهَا) অর্থাৎ- যার মাধ্যমে বাধা হয়। "ফায়িক্ব"-এ আছে (الْعِفَاصُ) বলতে চামড়া, কাপড় অথবা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি পাত্র বা থলেবিশেষ যার মাঝে হারানো বস্তু থাকে।

নিহায়াহ্ গ্রন্থে আছে, (الْوِكَاءُ) বলতে ঐ সূতা যার দ্বারা থলে, ব্যাগ এবং অনুরূপ কিছু বাধা হয়। ইবনুল মালিক বলেন, যে ব্যক্তি হারানো বস্তু দাবী করবে তার সত্য-মিথ্যা জানার জন্য কেবল হারানো বস্তুর থলে এবং তার বাঁধন চিনে নেয়ার নির্দেশ করা হয়েছে।

---

[২৭৫] **সহীহ :** বুখারী ২৪২৯, মুসলিম ১৭২২, আবূ দাউদ ১৭০৪, তিরমিযী ১৩৭২, ইবনু মাজাহ ২৫০৭, আহমাদ ১৭০৫০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৮৯০, ইরওয়া ১৬৬৪।

'শারহুস্ সুন্নাহ্'তে আছে- বিদ্বানগণ (اعْرِفْ عِفَاصَهَا) "তুমি তার ব্যাগ বা পাত্রকে চিনে রাখ।" এ উক্তির ক্ষেত্রে ঐ বিষয় নিয়ে মতানৈক্য করেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি এসে হারানো বস্তুর দাবী করে এবং হারানো বস্তুর পাত্র বা থলেকে ও তার বাঁধনকে চিনে, এমন অবস্থায় হারানো বস্তুটি যে পেয়েছে তার জন্য কি আবশ্যক তা দাবীদারকে ফেরত দেয়া? ইমাম মালিক ও আহমাদ বলেন যে, প্রমাণ ছাড়াই দাবীদারকে হারানো বস্তু দিয়ে দেয়া আবশ্যক। কেননা চিনে নেয়া এবং পাত্র বা থলের বাঁধন থেকে এটাই উদ্দেশ্য। ইমাম শাফি'ঈ এবং আবূ হানীফার সাথীবর্গ বলেন, ব্যক্তি যখন পাত্র বা থলে, বাঁধন, সংখ্যা, ওযন জানবে চিনবে এবং হারানো বস্তু যে পেয়েছে তার অন্তরে গেঁথে যাবে যে, দাবীদার সত্যবাদী, তখন দাবীদারকে তা দিয়ে দিবে।

(ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً) ইবনুল হুমাম বলেন : এক বছর যাবৎ হারানো বস্তু অবহিতকরণ সম্পর্কে নির্দেশের বাহ্যিক রূপ শারী'আতী রীতি এবং সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী বারংবার অবহিতকরণকে দাবী করেছে, যদিও সারা বছরে একবার অবহিতকরণ সংঘটিত হওয়াকে সমর্থন করছে। তবুও একে অভ্যাসের উপর চাপিয়ে দেয়া আবশ্যক যে, একের পর এক তা করবে এবং যখনই সম্ভাব্য স্থান পাবে তখনই তার পুনরাবৃত্তি করবে। ইবনুল মালিক বলেন, প্রথম সপ্তাহে প্রত্যেক দিন দু'বার করে হারানো বস্তু সম্পর্কে অবহিত করবে, একবার দিনের শুরুতে, অন্যবার দিনের শেষে। দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রত্যেক দিন একবার করে, এরপর সপ্তাহে একবার।

(فَشَأْنُكَ بِهَا) অর্থাৎ- তুমি যা ভালো মনে কর তাই কর, একে ত্বীবী উল্লেখ করেছেন। একমতে বলা হয়েছে, সদাক্বাহ্, বিক্রয়, খাওয়া এবং অনুরূপ যা চাও তুমি তাই কর। মূল কথা, তুমি যদি ঐ সম্পদের মুখাপেক্ষী হও, তাহলে তার দ্বারা উপকৃত হও অন্যথায় তা দান করে দাও। ক্বাযী বলেন, এতে ঐ ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে যে, যে ব্যক্তি হারানো বস্তু কুড়াবে এবং এক বছর তা অবহিত করবে, এমতাবস্থায় ঐ বস্তুর মালিক প্রকাশ না পেলে তার অধিকারে থাকবে, ঐ বস্তুর মালিক হওয়ার চাই সে ব্যক্তি ধনী হোক অথবা দরিদ্র হোক। অনেক সহাবী এবং তাবি'ঈ এ মত পোষণ করেছেন। শাফি'ঈ, আহমাদ এবং ইসহাক্বও এ মত পোষণ করেছেন। ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণনা করা হয়েছে, নিশ্চয় তিনি বলেন : ধনী ব্যক্তি তা দান করে দিবে, তার দ্বারা উপকার নিবে না এবং তার মালিকও হবে না। এ মত পোষণ করেন সাওরী, ইবনুল মুবারক ও আবূ হানীফার সাথীবর্গ। উবাই বিন কা'ব হতে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা এ প্রথম মতটিকে সমর্থন করছে। নিশ্চয় উবাই বিন কা'ব বলেন, "আমি একটি থলে পেলাম। অতঃপর যদি তার মালিক আসে তাহলে তাকে তা দিয়ে দাও, অন্যথায় তুমি তা উপভোগ কর।" এ পর্যন্ত আর উবাই ছিল স্বচ্ছল আনসারীদের অন্তর্ভুক্ত।

(قَالَ : هِيَ لَكَ) অর্থাৎ- তুমি যদি সেই হারানো বস্তু গ্রহণ কর এবং সে সম্পর্কে অবহিত কর। এমতাবস্থায় তার মালিক না আসে সে বস্তু তোমার বলে গণ্য হবে। (أَوْ لِأَخِيكَ) এর মাধ্যমে তিনি বস্তুর মালিককে উদ্দেশ্য করেছেন অর্থাৎ হারানো বস্তু তুমি কুড়িয়ে নেয়ার পর তার মালিক আসলে তা ঐ মালিকের জন্য অথবা তুমি তা কুড়িয়ে না নিয়ে ঐভাবেই রেখে দাও আর হঠাৎ তার মালিক চলে আসলে তাহলেও সেটা তার জন্য। একমতে বলা হয়েছে, এর অর্থ হলো- তুমি যদি হারানো বস্তু না কুড়াও তাহলে অন্য কেউ তা কুড়াবে।

(أَوْ لِلذِّئْبِ) অর্থাৎ- তুমি যদি তা না কুড়াও তাহলে নেকড়ে তা নিয়ে নিবে, এতে হারানো বস্তু কুড়ানোর ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। ত্বীবী (রহঃ) বলেন, তুমি যদি তা ছেড়ে দাও এবং অন্য কেউ তা গ্রহণ না করে, তাহলে অধিকাংশ সময় নেকড়ে তা খেয়ে নিবে।

(مَعَهَا سِقَاؤُهَا) অর্থাৎ- তৃষ্ণা নিবারণের জন্য তার পাকস্থলী পানপাত্রের স্থলাভিষিক। কেননা যখন সে পানির কাছে যায় তখন কয়েকদিন পিপাসিত থাকার কারণে তৃষ্ণা নিবারণ স্বরূপ পানিতে যা থাকে সব পানি পান করে নেয়।

(وَحِذَاؤُهَا) অর্থাৎ- তার খুরসমূহ। চারণভূমিতে যাওয়ার ব্যাপারে তার ক্ষমতা থাকা এবং পিপাসার ব্যাপারে তার ধৈর্য ধারণ করার কারণে পিপাসায় মারা যাওয়া থেকে তার ব্যাপারে সাধারণত নিরাপদ থাকা যায়। পানপাত্র দুধের হয়ে থাকে আবার পানিরও হয়ে থাকে। এখানে উট তার পাকস্থলিতে যা সংরক্ষণ করে থাকে তাই উদ্দেশ্য। সুতরাং মাঠে চড়ার ক্ষেত্রে উটের পাকস্থলী পানপাত্রের স্থলাভিষিক্ত। অথবা এর দ্বারা তিনি পিপাসার ব্যাপারে উটের ধৈর্যধারণকে উদ্দেশ্য করেছেন, কেননা ঐ ব্যাপারে প্রাণীসমূহের মাঝে উট সর্বাধিক ধৈর্যশীল।

(وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتّٰى يَلْقَاهَا رَبُّهَا) ত্বীবী (রহঃ) বলেন, তিনি "পাত্র" কথা দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন যে, উট যখন পানির ঘাটে যায় তখন উট নিজ পিপাসার কারণে তৃষ্ণা নিবারণ স্বরূপ সেখানে যা পানি থাকে সব পান করে নেয়। উট প্রাণীসমূহের মাঝে সবচাইতে দীর্ঘ সময় পিপাসার্ত অবস্থায় থাকতে পারে। একমতে বলা হয়েছে, উট পানির প্রয়োজনমুখী হওয়ার সময় পানির কাছে যায়, অতঃপর নাবী ﷺ উল্লেখিত অংশ পানির ব্যাপারে উটের ধৈর্য ধারণ করাকে উদ্দেশ্য করেছেন এবং জুতা দ্বারা উটের পায়ের খুর উদ্দেশ্য করেছেন। এ খুরের মাধ্যমে সে ভ্রমণ করা, দূরবর্তী দেশ পাড়ি দেয়া এবং দূরবর্তী পানির কাছে যাওয়ার ব্যাপারে ক্ষমতা রাখে। নাবী ﷺ উটকে ঐ ব্যক্তির সাথে সাদৃশ্য দিয়েছেন যার কাছে জুতা ও পানপাত্র আছে। তিনি رب শব্দটিকে উটের দিকে কেবল এজন্য সম্বন্ধ করেছেন, কেননা চতুষ্পদ জন্তু 'ইবাদাতকারী না, শারী'আতী হুকুম পালনে সম্বোধিত না। সুতরাং তা সম্পদসমূহের স্থলাভিষিক্ত। যার মালিককে সে সম্পদের দিকে সম্বন্ধ করা বৈধ। আর নাবী ﷺ তাদেরকে ঐ সম্পদের রব সাব্যস্ত করেছেন।

(ثُمَّ اسْتَنْفِقْ) অতঃপর যখন হারানো বস্তুর মালিক জানা যাবে না তখন তুমি তার মালিকানা গ্রহণ কর এবং তা তোমার নিজের জন্য খরচ কর। এখানে নির্দেশটি বৈধতা বুঝানোর জন্য এসেছে। (فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ) "অতঃপর যদি তার মালিক আসে তাহলে তা ঐ মালিকের কাছে ফেরত দাও" এ উক্তির মর্ম। অর্থাৎ- যদি হারানো বস্তুটি হুবহু অবশিষ্ট থাকে তাহলে তাই ফেরত দিবে, অন্যথায় তার মূল্য ফেরত দিবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٣٤ -[٢] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ اٰوٰى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩০৩৪-[২] উক্ত রাবী (যায়দ ইবনু খালিদ (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে হারানো পশুকে আশ্রয় দিয়েছে সে নিজেই পথহারা, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার প্রচার করে। (মুসলিম)[২৭৬]

ব্যাখ্যা : (مَنْ اٰوٰى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا) অর্থাৎ- যে ব্যক্তি হারানো পশুকে আশ্রয় দিবে, অতঃপর যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ সম্পর্কে মানুষকে অবহিত না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেও পথভ্রষ্ট। আর সে হারানো বস্তুর মালিকানা গ্রহণ করবে না। ضَالّ (ভ্রষ্ট) দ্বারা উদ্দেশ্য সঠিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন। অধ্যায়ের সকল হাদীসে ঐ ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে যে, হারানো বস্তু কুড়ানো এবং তার মালিক হওয়া বিচারকের হুকুমের মুখাপেক্ষী না এবং বাদশাহর হুকুমেরও মুখাপেক্ষী না– এ ব্যাপারে সবাই একমত। এতে আছে- ধনী এবং দরিদ্রের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। এটা আমাদের এবং জুমহূরের অভিমত। (শারহু মুসলিম ১১/১২শ খণ্ড, হাঃ ১৭২৫)

---

[২৭৬] **সহীহ** : মুসলিম ১৭২৫, আহমাদ ১৭০৫৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৮৯৭, সহীহ আল জামি' ৬৯২৬।

٣٠٣٥ - [٣] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩০৩৫-[৩] 'আব্‌দুর রহমান ইবনু 'উসমান আত্ তায়মী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ হাজীদের হারানো কোনো প্রকার জিনিস উঠাতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)[২৭৭]

ব্যাখ্যা : (نَهٰى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ) "হারানো বস্তুর মালিক হওয়ার উদ্দেশে তা গ্রহণ করা" সম্পর্কে নিষেধ করেছেন। পক্ষান্তরে শুধু সংরক্ষণের জন্য হারানো বস্তু গ্রহণ করতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। আর এটা নাবী ﷺ-এর অপর হাদীসে অন্য একটি উক্তির মাধ্যমে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আর তা হলো (وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ) অর্থাৎ- হারানো বস্তু কুড়ানো কারো জন্য বৈধ হবে না, তবে যে ঘোষণা দেয়ার উদ্দেশে গ্রহণ করবে তার জন্য বৈধ। (শারহু মুসলিম ১১/১২শ খণ্ড, হাঃ ১৭২৪)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٠٣٦ - [٤] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهٗ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِيْ حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِيْنُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ» وَذَكَرَ فِيْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ كَمَا ذَكَرَ غَيْرُهٗ قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: «مَا كَانَ مِنْهَا فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ وَالْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهُوَ لَكَ وَمَا كَانَ فِي الْخَرَابِ الْعَادِيِّ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَرَوٰى أَبُوْ دَاوُدَ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهٖ: وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ إِلٰى اٰخِرِهٖ

৩০৩৬-[৪] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব (রহঃ) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে গাছে ঝুলন্ত ফলের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি (ﷺ) বললেন, যদি কোনো অভাবগ্রস্ত তা হতে কিছু খায় তাতে কিছুই নেই, যদি আঁচলে ভরে কিছু না নিয়ে যায়। হ্যাঁ, যদি তার কিছু নিয়ে যায়, তবে তার ওপর দুই গুণ দণ্ড বর্তাবে, তারপর শাস্তিও হবে। আর যে তার কিছু চুরি করবে শস্য মাড়াইয়ের স্থানে বা শস্য শুকানোর ওঠানে আশ্রয় দেয়ার পর, যার মূল্য একটি ঢাল পরিমাণ, তার হাত কাটা যাবে। উল্লেখ্য যে, 'আম্‌র (রহঃ)-এর দাদা হারানো উট ও ছাগলের বর্ণনা করেন যেভাবে অন্যরা উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে হারানো জিনিস সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করা হলো। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, যা চলমান পথে-ঘাটে অথবা ঘনবসতি এলাকায় পাওয়া যায়, তবে তার জন্য সে এক

---

[২৭৭] সহীহ : মুসলিম ১৭২৪, আবূ দাউদ ১৭১৯, আহমাদ ১৬০৭০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৮৯৭৬, সহীহ আল জামি' ৬৯৭৯, মুসতাদরাক লিল হাকিম ২৩৭৩।

বছর প্রচার করবে, তারপর যদি তার মালিক আসে, তবে তো তা তাকে দিয়ে দেবে, আর যদি এর মালিক না আসে, তবে তা তোমার (অধিকার) হবে। আর যা জনমানবহীন জায়গায় পাওয়া যায় তাতে এবং মাটিতে প্রোথিত গুপ্তধনের এক-পঞ্চমাংশ বায়তুল মালে (সরকারী কোষাগারে) দিতে হবে (আর অবশিষ্টটা তোমার হবে)। (নাসায়ী)[২৭৮]

আবূ দাউদ 'হারানো জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো' হতে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : (الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ) কাটা এবং শুকানোর পূর্বে খেজুর যা ঝুলন্ত ছিল তা উদ্দেশ্য। الثمر (ফল) শব্দটি খেজুর, আঙ্গুর ও অন্যান্য ফল থেকে আর্দ্র, শুকনো উভয় ধরনের ফলকে অন্তর্ভুক্ত করে।

(وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ) অর্থাৎ- লুঙ্গির ভাঁজ, কাপড়ের কিনারা, তথা সে যেন তা থেকে তার কাপড়ে গ্রহণ না করে। নিহায়াহ্ গ্রন্থে এ রকম আছে। (غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً) উল্লেখিত হাদীসাংশে রয়েছে, ফলের গাছ হতে কোনো ফল নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া হারাম। অতঃপর যদি কোনো ফল নিয়ে বেরিয়ে যায় তাহলে তা ঐ ফল গাছ থেকে কেটে খুলায় তাকে আশ্রয় দেয়ার পূর্বে অথবা এরপর হওয়া থেকে মুক্ত নয়। সুতরাং তা যদি কাটার পূর্বে হয় তাহলে ঐ ব্যক্তির ওপর জরিমানা এবং শাস্তি বর্তাবে। আর যদি তা কাটা এবং খুলায় তাকে আশ্রয় দেয়ার পর হয়, তাহলে তার।

(فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ) "অতঃপর তা ঢালের মূল্যের সমপরিমাণে পৌঁছে" এ উক্তির কারণে গৃহীত অংশ যদি নিসাব পরিমাণে পৌঁছে তাহলে তার হাত কাটতে হবে আর এটা ঐ কথার উপর নির্ভর করছে যে, খুলা সংরক্ষিতস্থল। অধিকাংশ সময় এমনই হয়ে থাকে, কেননা সংরক্ষিত স্থান হতে চুরি করা ছাড়া হাত কাটা জায়িয নয়। "সবুলুস্ সালামে" এভাবেই আছে।

(فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ) শাস্তি বলতে তা'যীর উদ্দেশ্য। বায়হাক্বী'র বর্ণনাতে আছে, (بِأَنَّ الْعُقُوبَةَ جَلَدَاتُ نَكَالٍ) অর্থাৎ- নিশ্চয় শাস্তি বলতে শাস্তির চাবুক। এর দ্বারা তিনি সম্পদের মাধ্যমে শাস্তি বৈধ হওয়ার উপর প্রমাণ গ্রহণ করেছেন, কেননা তার দ্বিগুণ শাস্তি সম্পদ দ্বারা শাস্তির অন্তর্ভুক্ত। প্রবীণ মতে ইমাম শাফি'ঈ একে বৈধ বলেছেন, অতঃপর এ মত থেকে তিনি প্রত্যাবর্তন করেছেন। আর বলেছেন, কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে কারো ওপর দ্বিগুণ জরিমানা করা যাবে না। শাস্তি কেবল দেহে, সম্পদে না। তিনি বলেন, এটা রহিত হয়ে গেছে। আর একে রহিতকারী হলো- আল্লাহর রসূল ﷺ প্রাণীর মালিকের ব্যাপারে ফায়সালা দিয়েছেন, প্রাণী রাত্রে যা ধ্বংস করবে তার কারণে প্রাণীর মালিককে জরিমানা করা হবে। তিনি বলেন, তারা এমন ব্যক্তিকে মূল্যের মাধ্যমে জরিমানা করতেন। খত্ত্বাবী বলেন, এ ব্যাপারটি তা'যীর স্বরূপ হওয়ার সাথে সাদৃশ্য রাখছে। উদ্দেশ্য- ফলে ঐ কাজের কর্তা ঐ কাজ থেকে বিরত থাকবে। মূল হলো- কোনো বস্তু ধ্বংসকারীর উপর ঐ বস্তু অপেক্ষা বেশি ক্ষতিপূরণ দেয়া আবশ্যক নয়। একমতে বলা হয়েছে, এটা ইসলামের সূচনাতে ছিল, কর্মসমূহের উপর এ ধরনের কতিপয় শাস্তি সংঘটিত হত, অতঃপর তা রহিত হয়ে গেছে। গাছে ঝুলন্ত ফল চুরি করার ক্ষেত্রে হাত কাটার বিধান বাদ দেয়া হয়েছে। কেননা মাদীনার বাগানসমূহের পাশ দিয়ে কোনো দেয়াল ছিল না।

(الْجَرِيْنُ) অর্থাৎ- খেজুর শুকানোর স্থান, খেজুরের জন্যও গম শুকানোর উঠানের মতো স্থান আছে। (ثَمَنَ الْمِجَنِّ) নিহায়াহ্ গ্রন্থকার বলেন, المجن অর্থ ঢাল। কেননা এটা তার বাহককে আড়াল করে।

---

[২৭৮] হাসান : আবূ দাউদ ১৭১০, সহীহ আল জামি' ৫৬৫৮, নাসায়ী ৪৯৫৮।

ঢালের মূল্য ছিল তিন দিরহাম, আর তা হলো দীনারের এক-চতুর্থাংশ। এটা হলো ইমাম শাফি'ঈ-এর কাছে চুরির নিসাব যে পরিমাণ মূল্য চুরি করলে হাত কাটা যাবে।

(فِى الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ) الْمِيتَاءِ শব্দটির 'মীম' বর্ণটি অতিরিক্ত যা الْإِتْيَان হতে এসেছে। খত্ত্বাবী এবং ইবনুল আসীর বলেন, অবলম্বনীয় পথ, যে পথে মানুষ আসা-যাওয়া করে। (وَالْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ) অর্থাৎ- যে গ্রামে মানুষের আসা-যাওয়া আছে, তথা আবাদি গ্রাম যেখানে মানুষ বসবাস করে। (وَمَا كَانَ فِى الْخَرَابِ) খত্ত্বাবী বলেন : সাধারণ অনাবাদি জায়গা। ('আওনুল মা'বূদ ৩য় খণ্ড, হাঃ ১৭০৭)

٣٠٣٧ - [٥] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﷺ وَجَدَ دِينَارًا فَأَتَى بِهِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَسَأَلَ عَنْهُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «هٰذَا رِزْقُ اللّٰهِ» فَأَكَلَ مِنْهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَأَكَلَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ أَتَتِ امْرَأَةٌ تَنْشُدُ الدِّينَارَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «يَا عَلِيُّ! أَدِّ الدِّينَارَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৩০৩৭-[৫] আবূ সা'ঈদ আল খুদ্‌রী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি হারানো দীনার পেলেন এবং তা ফাত্বিমাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে দিলেন। অতঃপর (প্রচারের পর) সে ব্যাপারে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি (ﷺ) বললেন, এটা আল্লাহ প্রদত্ত রিয্‌ক্ব। সুতরাং এটা হতে স্বয়ং রসূলুল্লাহ ﷺ-ও খেলেন এবং 'আলী ও ফাত্বিমাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-ও খেলেন। অতঃপর এক স্ত্রীলোক দীনারের সন্ধানে এলেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে 'আলী! তার দীনার পরিশোধ করে দাও। (আবূ দাউদ)[২৭৯]

ব্যাখ্যা : (هٰذَا رِزْقُ اللّٰهِ) স্পষ্ট যে, এটা অবহিতকরণের পর হয়েছে। এখান থেকে এ মাস্‌আলাহ্ গ্রহণ করা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক বস্তুর অবহিতকরণ তার যথেষ্টতা অনুপাতে, এটা সিনদী-এর মত। অথবা কোনো অবহিতকরণ ছাড়াই তা প্রয়োজনমুখী ব্যক্তির জন্য সাব্যস্ত হবে। তবে এ শর্তে যে, তার মালিক যখন চলে আসবে তখন তা মালিককে ফেরত দিতে হবে। এটা শায়খ মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইসহাক্ব (রহঃ)-এর অভিমত। শায়খ 'আব্দুল হাক্ব দেহলবী-এর লেখা মিশকাতের ব্যাখ্যা গ্রন্থ "লাম্‌'আত"-এ স্পষ্ট আছে যে, ঐ বস্তু সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি। এটা কতিপয়ের মত যে, অল্প বস্তুর ক্ষেত্রে অবহিতকরণের প্রয়োজন নেই। অল্পের সীমার ক্ষেত্রে বিদ্বানগণ মতানৈক্য করেছেন। একমতে বলা হয়েছে, তা দশ দিরহামের কম হবে। একমতে বলা হয়েছে, এক দীনার এবং তার কমে যা হবে। ('আওনুল মা'বূদ ৩য় খণ্ড, হাঃ ১৭১১)

٣٠٣٨ - [٦] وَعَنِ الْجَارُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৩০৩৮-[৬] জারূদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলিমের হারানো বস্তু আগুনের শিখা স্বরূপ (যদি তা প্রচার না করা হয়)। (দারিমী)[২৮০]

ব্যাখ্যা : (ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ) নিহায়াহ্ গ্রন্থে আছে, ضالة বলতে প্রত্যেক ঐ জিনিসের অন্তর্ভুক্ত নষ্ট বস্তু যা প্রাণী এবং অন্যান্য হতে সংগ্রহ করা হয়। এটা পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এবং বহুবচন সকল কিছুর উপর প্রয়োগ হয়। (حَرَقُ النَّارِ) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হারানো বস্তুর ঘোষণা না দেয়ার জন্য এবং তাতে খিয়ানাত করা উদ্দেশ্য। হারানো বস্তু গ্রহণ করা আগুন জ্বালিয়ে দেয়ার দিকে ঠেলে দেয়া। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[২৭৯] হাসান : আবূ দাউদ ১৭১৪।

[২৮০] সহীহ : ইবনু মাজাহ ২৫০২।

٣٠٣٩ - [٧] وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِيْ عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

৩০৩৯-[৭] 'ইয়ায ইবনু হিমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো হারানো বস্তু পায়, সে যেন এক কি দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সে ব্যাপারে সাক্ষী রাখে এবং তা গোপন ও গায়ব না করে। অতঃপর যদি তার মালিককে পায় তাকে তা ফিরিয়ে দেয়। নচেৎ তা আল্লাহর মাল, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দেন। (আহমাদ, আবূ দাউদ ও দারিমী)[২৮১]

ব্যাখ্যা : (فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ) খত্ত্বাবী বলেন : এটা শিষ্টাচার ও নির্দেশনামূলক আদেশের শব্দ। আর ওটা দু'টি অর্থের কারণে। দু'টি অর্থের একটি হলো- পার্থিব জীবনে শায়ত্বন তাকে প্ররোচিত করতে পারে ঐ বস্তু নিজের করে নেয়ার জন্য আর তাতে আমানাতের খিয়ানাত হয়ে যাবে, তাই সাক্ষী রাখবে। অপর অর্থটি হলো- ঐ বিষয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া থেকে নিরাপদ থাকা যায় না, ফলে তার উত্তরাধিকাররা ঐ হারানো বস্তুটির দাবী করে এবং ব্যক্তি তাকে ঐ উত্তরাধিকার স্বত্বের মাঝে অনুমোদন দেয়।

'সুবুল'-এ আছে, এ হাদীসটি হারানো বস্তু কুড়ানোর পর দু'জন ন্যায় ইনসাফকারী ব্যক্তির মাধ্যমে সাক্ষ্য রাখার আবশ্যক হওয়ার অতিরিক্তের উপকারিতা দিচ্ছে। ইমাম আবূ হানীফাহ্ এ মত পোষণ করেছেন এবং এটা ইমাম শাফি'ঈ-এর দু' মতের একটি। অতঃপর তারা বলেছে, হারানো বস্তু কুড়ানোর ব্যাপারে এবং তার বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে সাক্ষ্য রাখা আবশ্যক। ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফি'ঈর দু' মতের একটি হলো- সাক্ষ্য রাখা আবশ্যক নয়। কেননা বিশুদ্ধ হাদীসগুলোতে সাক্ষ্যের আলোচনা নেই। সুতরাং সাক্ষ্য রাখার এ বিষয়টি মুস্তাহাবের দিকে বর্তাবে। পূর্ববর্তীরা বলেন, এ অতিরিক্তাংশ বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হওয়ার পর এর প্রতি 'আমাল করা অবশ্যক। সুতরাং সাক্ষ্য রাখা আবশ্যক। হাদীসসমূহে এর আলোচনা না থাকা এ মাস্আলার বিরোধিতা করবে না। সঠিক কথা হলো- সাক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

(وَلَا يُغَيِّبْ) অর্থাৎ- তা অন্যত্র চালান দেয়ার মাধ্যমে অদৃশ্য করবে না। (فَهُوَ مَالُ اللهِ) এতে জাওয়াহিরীদের ঐ ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে যে, যে ব্যক্তি হারানো বস্তু কুড়ায় তাহলে হারানো বস্তু ঐ ব্যক্তির মালিকানায় পরিণত হবে এবং সে তার জরিমানা দিবে না। কখনো উত্তর দেয়া হয়ে থাকে যে, এটা জরিমানা আবশ্যক করা হতে যা গত হয়েছে তার সাথে শর্তযুক্ত।

(يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- নিশ্চয় অবহিতকরণের এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর হারানো বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ। ('আওনুল মা'বূদ ৩য় খণ্ড, হাঃ ১৭০৬)

٣٠٤٠ - [٨] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

وَذُكِرَ حَدِيْثُ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يْكَرِبَ: «أَلَا لَا يَحِلُّ» فِي «بَابِ الْاِعْتِصَامِ».

---

[২৮১] সহীহ : আবূ দাউদ ১৭০৯, নাসায়ী ৫৮০৮, ইবনু মাজাহ ২৫০৫, আহমাদ ১৭৪৮১, সহীহ আল জামি' ৬৫৮৬।

৩০৪০-[৮] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ছড়ি, চাবুক, রশি এবং এগুলোর ন্যায় (স্বল্পমূল্য) জিনিস- যদি কোনো ব্যক্তি উঠায়, তখন তা দিয়ে নিজে উপকার লাভ করতে আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন। (আবূ দাঊদ)[২৮২]

মিক্বদাম ইবনু মা'দীকারিব (রাঃ)-এর হাদীস 'সাবধান, হালাল নয়' "সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা" অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা : (وَأَشْبَاهِهِ) অর্থাৎ- যাকে অল্প বলে গণ্য করা হয়।

(يَنْتَفِعُ بِـهِ) অর্থাৎ- হারানো বস্তুর ক্ষেত্রে হুকুম হলো- যে ব্যক্তি হারানো বস্তু কুড়ায় সে এক বছর অবহিত না করেই তা দ্বারা উপকৃত হতে পারবে। শারহুস্ সুন্নাহ্ গ্রন্থকার বলেন, এতে ঐ ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে যে, কম সম্পদের ক্ষেত্রে অবহিত করার প্রয়োজন নেই। আর আল্লাহ সর্বাধিক ভালো জানেন।

('আওনুল মা'বূদ ৩য় খণ্ড, হাঃ ১৭১৪)

(١٩) بَابُ الْفَرَائِضِ وَالْوَصَايَا

অধ্যায়-১৯ : ফারায়িয (মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বণ্টন সম্বন্ধীয়) ও অন্তিম উপদেশ বা আদেশ)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٠٤١ - [١] عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَنَا أَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيَّ قَضَاؤُهٗ. وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهٖ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِيْ فَأَنَا مَوْلَاهُ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهٖ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩০৪১-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : আমি মু'মিনদের জন্য তাদের নিজেদের চেয়েও অনেক ঘনিষ্ঠতর। তাই যে ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায়, আর যে তা পরিশোধ করার পরিমাণ সম্পত্তি রেখে না যায়, তা পরিশোধের ভার আমার। আর যে ধন-সম্পদ রেখে যায় তা তার ওয়ারিসদের জন্য।

অপর বর্ণনায় আছে- যে ঋণ অথবা অসহায় সন্তান রেখে যায়, সে যেন আমার নিকট আসে, আমিই তার অভিভাবক। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে- যে ধন-সম্পদ রেখে যাবে তাতে তার ওয়ারিসদের (অধিকার) হবে; আর যে কোনো (ঋণের) বোঝা রেখে যাবে তা আমার ওপর ন্যস্ত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)[২৮৩]

---

[২৮২] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ১৭১৭, ইরওয়া ১৫৫৮। কারণ এর সানাদে আবুয্ যুবায়র একজন মুদাল্লিস রাবী।

[২৮৩] **সহীহ :** বুখারী ৬৭৩১, মুসলিম ১৬১৯, নাসায়ী ১৯৬৩, তিরমিযী ১০৭০, ইবনু মাজাহ ২৪১৫, আহমাদ ৭৮৯৯, সহীহ আল জামি' ১৪৫৪, সহীহ আত্ তারগীব ১৮১৩।

ব্যাখ্যা : ইসলামের প্রাথমিককালে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কোনো মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলে- তিনি ঐ ব্যক্তির ঋণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে নিতেন, এতে যদি মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করার মতো কোনো সম্পদ না থাকত, তাহলে তিনি (ﷺ) জানাযায় ইমামতি না করে সহাবীদেরকে জানাযাহ্ আদায়ের নির্দেশ করতেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইসলামের বিজয় দান করলে তিনি জানাযার ইমামতি বর্জন না করে বলতেন- "আমিই মু'মিনদের প্রতি জাগতিক ও ধর্মীয় সকল বিষয়ে তাদের অধিক হাক্বদার। তাদের প্রতি আমার দয়া, অনুগ্রহ ও স্নেহ-ভালোবাসা সকল কিছু থেকে অধিকতর। সুতরাং আমিই তাদের ঋণ পরিশোধে অধিক হাক্বদার।"

সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি ঋণগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে আর তার পরিবার ও সন্তান-সন্ততি নিঃস্ব-অসহায় এবং অভাবগ্রস্ত হয়ে থাকে, তাহলে আমি নিজেই তাদের ভরণ-পোষণ ও যাবতীয় খরচ বাহক।

كَلًّا - শব্দটির ك বর্ণে যবর এবং ل বর্ণে তাশদীদ যোগে অর্থ হলো- ভারী হওয়া, অনাথ হওয়া, পিতৃহীন হওয়া ইত্যাদি। এরূপ ব্যক্তিদের ভরণ-পোষণ এবং দেখাশুনার দায়িত্ব নাবী ﷺ নিজে গ্রহণ করেছেন। (ফাতহুল বারী ১২শ খণ্ড, হাঃ ৬৭৩১; শারহু মুসলিম ১১/১২শ খণ্ড, হাঃ ১৬১৯; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٤٢-[٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلٰى رَجُلٍ ذَكَرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩০৪২-[২] ইবনু 'আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নির্ধারিত (ধন-সম্পদের) অংকসমূহ তাদের হাক্বদারদেরকে পৌঁছিয়ে দেবে। তারপর যা বাঁচবে তা নিকটতম পুরুষ ব্যক্তির জন্য। (বুখারী ও মুসলিম)[২৮৪]

ব্যাখ্যা : মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ কুরআনুল মাজীদে বর্ণিত নির্ধারিত অংশ কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত ওয়ারিসদের অংশ দেয়ার পর মৃত ব্যক্তির সম্পদের অবশিষ্টাংশ পাওয়ার অধিকতর উপযুক্ত ও নিকটবর্তী হলেন- ঐ পুরুষ যার জন্যে কুরআনুল মাজীদ অংশ নির্ধারণ করেনি আর ঐ সকল পুরুষের মধ্যে সর্বাগ্রে রয়েছেন মৃত ব্যক্তির ছেলে, অতঃপর ভাই। এভাবে সম্পর্কের দিক দিয়ে যে মৃত ব্যক্তির নিকটতর হবে সেই অবশিষ্ট অংশ পাবে। এটাই অবশিষ্টাংশ বণ্টনের মূলনীতি।

যে সকল ওয়ারিসের অংশ কুরআন নির্ধারণ করে দিয়েছে তারা হলেন সর্বমোট বারো জন। তন্মধ্যে চারজন পুরুষ– যথা : ১. পিতা, ২. দাদা, ৩. বৈপিত্রেয় ভাই, ৪. স্বামী। এবং আটজন মহিলা- যথা : ১. স্ত্রী, ২. কন্যা, ৩. নাতনী (ছেলের কন্যা) ৪. সহোদরা বোন, ৫. বৈপিত্রেয় বোন, ৬. বৈমাত্রেয় বোন, ৭. মা, ৮. দাদী। (ফাতহুল বারী ১২শ খণ্ড, হাঃ ৬৭৩২; শারহু মুসলিম ১১/১২ খণ্ড, হাঃ ১৬১৫; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٤٣-[٣] وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩০৪৩-[৩] উসামাহ্ ইবনু যায়দ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলিম কাফিরের ওয়ারিস হবে না, আর কাফিরও মুসলিমের ওয়ারিস হবে না। (বুখারী ও মুসলিম)[২৮৫]

---

[২৮৪] **সহীহ** : বুখারী ৬৭৩২, মুসলিম ১৬১৫, তিরমিযী ২০৯৮, আহমাদ ২৬৫৭, ইরওয়া ১৬৯০, সহীহ আল জামি' ১২৪৬।

[২৮৫] **সহীহ** : বুখারী ৬৭৬৪, মুসলিম ১৬১৪, তিরমিযী ২১০৭, ইবনু মাজাহ ২৭২৯, আবূ দাউদ ২৯০৯, আহমাদ ২৭৭৪৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬০৩৩।

ব্যাখ্যা : কোনো মুসলিম মৃত্যুবরণ করলে তার সম্পদ ভিন্ন ধর্মাবলম্বী তথা ইয়াহূদী-খ্রিস্টান, অগ্নিপূজকসহ অন্য ধর্মের অনুসারীরা ঐ মুসলিমের সম্পদে ওয়ারিস হবে না। তথা মুসলিম কোনো কাফিরকে ওয়ারিস বানাবে না। এ কথার উপর সকল ফাকীহ ও 'আলিম ঐকমত্য পোষণ করেছে।

তবে কাফিরের পরিত্যক্ত সম্পদে মুসলিম ওয়ারিস অংশীদার হবে কিনা– এ ব্যাপারে ফাকীহ ও 'আলিমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

জুমহূর সহাবী, তাবি'ঈ ও তাবি-তাবি'ঈগণ বলেন : কাফিরের সম্পদে মুসলিম ওয়ারিস হবে না।

অপরদিকে মু'আয ইবনে জাবাল, মু'আবিয়াহ্, সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব ও মাসরূক (রহঃ) সহ অন্যান্যরা বলেন, কাফিরের সম্পদে মুসলিম ওয়ারিস হবে, কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ» "ইসলাম সর্বদাই সমুন্নত, পরাভূত হবার নয়।"

তাই মুসলিম কাফিরের সম্পদে ওয়ারিস হবে। অমুসলিম মুসলিমের সম্পদে ওয়ারিস হবে না। তবে জুমহূরের প্রামাণ্য হাদীস বিশুদ্ধ।

মুরতাদ কখনো মুসলিমদের সম্পদে ওয়ারিস হবে না। এটা সর্বসম্মত মত। অনুরূপভাবে মুসলিম কি মুরতাদের সম্পদে ওয়ারিস হবে? তা নিয়ে ফাকীহদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। মালিক, শাফি'ঈ, রবী'আহ্ ইবনু আবূ লায়লা প্রমুখসহ অনেকেই মনে করেন মুসলিম ব্যক্তিও মুরতাদের সম্পদের ওয়ারিস হবে না। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেন, মুরতাদ হওয়ার পর যে সম্পদ অর্জিত হবে তা বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগারে) জমা হবে, আর ইসলাম অবস্থায় যা অর্জিত হয়েছে মুসলিম তার ওয়ারিস হবে।

(ফাতহুল বারী ১২শ খণ্ড, হাঃ ৬৭৬৪; শারহু মুসলিম ১১/১২ খণ্ড, হাঃ ১৬১৪; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٤٤-[٤] وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩০৪৪-[৪] আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : কোনো সম্প্রদায়ের মুক্ত ক্রীতদাস সে গোত্রেরই একজন। (বুখারী)[২৮৬]

ব্যাখ্যা : কোনো ব্যক্তি যদি দাস আযাদ করে, তাহলে ঐ দাসের যদি কোনো রক্ত সম্পর্কিত আসাবা (তথা এমন উত্তরাধিকারী যাদের কোনো নির্ধারিত অংশ কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়নি) না থাকে তাহলে ঐ দাসের আযাদকারী মুনীব আসাবা সাবাবিয়্যাহ্ হিসেবে তার সম্পদের মালিক হবে।

হাদীসে উল্লেখিত 'মাওলা' শব্দটি আযাদকারী এবং আযাদকৃত উভয়ের জন্যই ব্যবহার হয়ে থাকে, তবে এখানে আযাদকারী অর্থেই ব্যবহার বেশী যুক্তিযুক্ত। (ফাতহুল বারী ১২শ খণ্ড, হাঃ ৬৭৬১; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٤٥-[٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَذُكِرَ حَدِيثُ عَائِشَةَ: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ» فِيْ بَابٍ قَبْلَ «بَابِ السَّلَمِ»؟ وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ الْبَرَاءِ اَلْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ فِيْ بَابِ بُلُوْغِ الصَّغِيْرِ وَحِضَانَتِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰى.

৩০৪৫-[৫] উক্ত রাবী (আনাস রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : গোত্রের ভাগিনেও গোত্রেরই একজন। (বুখারী ও মুসলিম)[২৮৭]

---

[২৮৬] সহীহ : বুখারী ৬৭৬১।

'আয়িশাহ্ -এর বর্ণিত হাদীস 'নিশ্চয় মুক্ত ক্রীতদাসের পরিত্যাজ্য' অধ্যায়টি 'আগাম বিক্রয়' অধ্যায়ের পূর্বের অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। আর বারা -এর বর্ণিত 'খালা মায়ের মতো' হাদীসটি ইন্‌শা-আল্ল-হ বর্ণনা করব 'নাবালেগ বালেগ হওয়া ও তার প্রতিপালন' অধ্যায়ে।

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে রসূলুল্লাহ বর্ণনা করেন- কোনো ক্বওমের বোনের পুত্র সে ক্বওমেরই অন্তর্ভুক্ত। তথা বোনের পুত্র মৃত ব্যক্তির রক্ত সম্পর্কীয় ওয়ারিস। তারা কখনো সম্পদ পাবে না যদি মৃত ব্যক্তির যাবিল ফুরূজ বা নির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত ওয়ারিস এবং আসাবা বিদ্যমান থাকে। কেননা যাবিল আরহাম মৃত ব্যক্তির তৃতীয় স্তরের ওয়ারিস। যাবিল আরহাম বা রক্ত সম্পর্কীয় ওয়ারিসদের ধারাবাহিক নাম নিম্নরূপ-

১. কন্যার সন্তান। ২. বোনের সন্তান, ৩. ভাতিজা, ৪. চাচাতো বোন, ৫. ফুফাতো বোন, ৬. মামাতো বোন, ৭. খালাতো বোন, ৮. নানা, ৯. বৈ।

উল্লেখিত যাবিল আরহামগণ মৃত ব্যক্তির তৃতীয় স্তরের ওয়ারিস হওয়ার কারণে যাবিল ফুরূজ ও আসাবাদের উপস্থিতিতে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে মীরাস পাবে না।
(ফাতহুল বারী ১২শ খণ্ড, হাঃ ৬৭৬২; শারহু মুসলিম ৭/৮ খণ্ড, হাঃ ১০৫৯; মিরক্বাতুর মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٠٤٦-[٦] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتّٰى». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

৩০৪৬-[৬] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : দুই ভিন্নধর্মের লোক একে অপরের ওয়ারিস হয় না। (আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[২৮৮]

ব্যাখ্যা : পরস্পর ভিন্ন ধর্মী দু'টি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় একজন অপরজন থেকে উত্তরাধিকারী সূত্রে সম্পদ লাভ করে না। তথা মৃত ব্যক্তি এবং তার ওয়ারিসদের মাঝে দু'জন দু' ধর্মের হলে একে অপরের সম্পদে ওয়ারিস হবে না। পরস্পর ভিন্নধর্মী দ্বারা কি উদ্দেশ্য তা নিয়ে ফাকীহদের মাঝে মতভেদ রয়েছে-

ইবনুল মালিক (রহঃ) বলেন, ধর্মের ভিন্নতা মানে- পরস্পর কুফ্‌রী ধর্মের হলে। তথা একজন ইয়াহূদী অপরজন খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী বা একজন অগ্নিপূজক অপরজন মূর্তিপূজক ইত্যাদি। এক কথায় যদি পরস্পরে ভিন্নধর্মী হয় কুফ্‌রী ধর্মের ক্ষেত্রে তাহলে একজন অপরজনকে ওয়ারিস বানাবে না।

ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। অধিকাংশ ফাকীহ ও 'আলিম বলেছেন, ধর্মের মাঝে ভিন্নতা মানে "একজনে ইসলাম ধর্মের অনুসারী আর অপরজন কুফ্‌রী ধর্মের অনুসারী" তথা পরস্পরে ইসলাম ধর্ম এবং কুফ্‌রী ধর্মের মাঝে ভিন্ন হলে একে অপরকে ওয়ারিস বানাবে না। এক্ষেত্রে সকল কুফ্‌রী ধর্ম "এক"। কেননা রসূলুল্লাহ বলেন, «اَلْكَفَرَةُ كُلُّهُمْ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ» সকল কাফির একটি গোষ্ঠী। (কুফ্‌রীর দিক থেকে)। সুতরাং ইসলামের বিপরীতে রয়েছে কুফ্‌রী ধর্ম (ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজক ইত্যাদি সবই কুফ্‌রী)। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৯০৮; তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২১০৮; মিরক্বাতুর মাফাতীহ)

---

[২৮৭] **সহীহ :** বুখারী ৭৬৬৫, মুসলিম ১০৫৯, নাসায়ী ২৬১১, তিরমিযী ৩৯০১।
[২৮৮] **হাসান :** আবূ দাউ ২৯১১, ইবনু মাজাহ ২৭৩১, আহমাদ ৬৬৬৪, ইরওয়া ১৭১৯, সহীহ আল জামি' ৭৬১৩।

٣٠٤٧-[٧] وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ جَابِرٍ.

৩০৪৭-[৭] আর ইমাম তিরমিযী (রহঃ) জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।[২৮৯]

٣٠٤٨-[٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَلْقَاتِلُ لَا يَرِثُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

৩০৪৮-[৮] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হত্যাকারী (নিহতের) উত্তরাধিকার হয় না। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[২৯০]

ব্যাখ্যা : ইমাম ইবনুল মালিক (রহঃ) বলেন : যে হত্যার দ্বারা হত্যাকারীর ক্বিসাস অথবা কাফ্‌ফারাহ্ ওয়াজিব হয়। ঐ ধরনের হত্যাকারী হত্যাকৃত ব্যক্তি থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ লাভ করবে না।

'আল্লামাহ্ মুযহির বলেন : এ হাদীসের ভিত্তিতে ইচ্ছাকৃত হত্যা ও ভুলক্রমে হত্যা, এমনকি পাগল এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির হত্যার হুকুম একই।

ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন : যদি হত্যাকারী ভুলবশতঃ কাউকে হত্যা করে তাহলে উত্তরাধিকারী সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে না।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেন : হত্যাকারী যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক বা পাগল হয় তাহলে তারা উত্তরাধিকারী সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে না। কেননা তাদের ওপর শারী'আতের বিধান প্রযোজ্য হয় না।

শারহুল ফারায়িযে 'আল্লামাহ্ সাইয়্যিদ শারীফ বলেছেন : হত্যাকারী মীরাস থেকে তখনই বঞ্চিত হবে যখন সে না হাক্ব হত্যা করবে। কিন্তু কেউ যদি কাউকে ক্বিসাস অথবা হাদ্দ ক্বায়িম করতে গিয়ে অথবা কারো আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে হত্যা করে তাহলে সে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না। অনুরূপ ন্যায়বিচারক শাসক বিদ্রোহী হত্যা করলে সে তার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২১০৯; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٤٩-[٩] وَعَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ تَكُنْ دُوْنَهَا أُمٌّ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩০৪৯-[৯] বুরায়দাহ্ ইবনু হুসায়ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দাদী ও নানীর জন্য এক-ষষ্ঠাংশ নির্ধারণ করেছেন, যদি তাদের সাথে (মৃতের) মা না থাকে। (আবূ দাউদ)[২৯১]

ব্যাখ্যা : যদি মৃত ব্যক্তির মা জীবিত না থাকে তাহলে ঐ মৃত ব্যক্তির দাদী এবং নানী মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে এক-ষষ্ঠাংশের মালিক হবে। আর যদি মৃত ব্যক্তির মা জীবিত থাকে তাহলে মৃত ব্যক্তির দাদী এবং নানী কেউই উত্তরাধিকার সূত্রে মৃত ব্যক্তির সম্পদে মালিক হবে না। কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তির পিতা জীবিত থাকে তাহলে শুধুমাত্র দাদী বঞ্চিত হবে। তবে দাদী এক বা একাধিক যতই হোক না কেন তারা সবাই এক ষষ্ঠাংশের মালিক হবে এবং একাধিক দাদীর উপস্থিতিতে তা সমভাবে বণ্টিত হবে।

('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৮৯২; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[২৮৯] **সহীহ :** তিরমিযী ২১০৮।

[২৯০] **সহীহ :** তিরমিযী ২১০৯, ইবনু মাজাহ ২৭৩৫, সহীহ আল জামি' ৪৪৩৬।

[২৯১] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ২৭৯৫।

٣٠٥٠-[١٠] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

৩০৫০-[১০] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয়ে চিৎকার করে, তার (মৃত্যুতে) জানাযাহ্ আদায় করতে হবে এবং সে ওয়ারিস হবে। (ইবনু মাজাহ ও দারিমী)[২৯২]

ব্যাখ্যা : যদি কোনো নবজাতক শিশু জন্মগ্রহণের পর স্বর উচুঁ করে তথা হাঁচি, শ্বাস-প্রশ্বাস বা নড়াচড়ার মাধ্যমে জীবিত প্রমাণ করার পর মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার গোসল ও কাফন কার্য সম্পন্ন করে তাকে সকল মৃত মুসলিমের ন্যায় দাফন করবে, আর সে ওয়ারিস হিসেবে উত্তরাধিকার সম্পদ লাভ করবে এবং তার থেকেও অন্যরা ওয়ারিস হবে।

শারহুস্ সুন্নাহে বর্ণিত আছে- যদি কোনো লোক মৃত্যুবরণ করে, এমতাবস্থায় তার কোনো সন্তান গর্ভে থাকে, তাহলে গর্ভস্থিত সন্তানের জন্যে সম্পদ বরাদ্দ রাখবে। যদি সন্তান জীবিতাবস্থায় জন্মগ্রহণ করে তাহলে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ লাভ করবে, অন্যথায় নয়। জীবিতাবস্থায় জন্মগ্রহণ করে চাই আওয়াজ করুক বা না করুক নবজাতক উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ লাভ করবেই। আর এমনটিই বলেছেন ইমাম সাওরী, আওযা‘ঈ, শাফি‘ঈ ও ইমাম আবূ হানীফার শিষ্যবৃন্দ (রহঃ)।

অন্য আরেকদল অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তারা উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ দিয়েছেন। আর اسْتِهْلَال অর্থ হলো স্বর উঁচু করা। ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন : اسْتِهْلَال প্রমাণিত হবে হাঁচির মাধ্যমে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٥١-[١١] وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَحَلِيفُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৩০৫১-[১১] কাসীর ইবনু ‘আব্দুল্লাহ (রহঃ) তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কোনো গোত্রের মুক্ত ক্রীতদাস তাদেরই একজন, গোত্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি তাদেরই একজন এবং গোত্রের ভাগিনেও তাদেরই একজন। (দারিমী)[২৯৩]

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসে তিনজন যাবিল আরহাম-এর প্রাপ্ত অংশের ব্যাপারে আলোচিত হয়েছে।

প্রথমতঃ কোনো ক্বওমের আযাদকারী ব্যক্তিই আযাদকৃত গোলামের সম্পদে আসাবা সাবাবিয়্যাহ্ হিসেবে ওয়ারিস হবে। পূর্বে এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ কোনো ক্বওমের মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তিও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। ‘আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন- পরস্পরে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে হওয়া যায়। যেমন : একে অপরকে বলবে “আমার রক্তই তোমার রক্ত, আমার পোশাকই তোমার পোশাক, আমার চুক্তিই তোমার চুক্তি, আমার যুদ্ধই তোমার যুদ্ধ, আমি তোমার সম্পদে ওয়ারিস হবো, আর তুমি আমার সম্পদে ওয়ারিস হবে।

---

[২৯২] **য‘ঈফ :** ইবনু মাজাহ ২৮৫০, দারিমী ৩১৬৮, য‘ঈফ আল জামি‘ ৩৬৩। কারণ এর সানাদে রাবী বিন বাদ্‌র একজন মাতরূক রাবী।

[২৯৩] **সহীহ :** দারিমী ২৫৭০। যদিও এর সানাদটি দুর্বল কিন্তু এর মাতানগুলো সহীহ সূত্রে প্রমাণিত। যেমন প্রথম অংশটুকু সহীহ বুখারীতে, দ্বিতীয় অংশটুকু আদাবুল মুফরাদে আর তৃতীয় অংশটুকু বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

Contents

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতে- মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস হবে। তবে শর্ত হলো এমতাবস্থায় মৃত ব্যক্তির জন্যে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ওয়ারিস না থাকা।

মীরাসের আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তির জন্য মৃত ব্যক্তির সম্পদ এক-ষষ্ঠাংশ নির্ধারিত ছিল। আর তা ছিল আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর প্রেক্ষিতঃ "আর তোমাদের যারা মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তাদেরকে তাদের প্রাপ্যাংশ প্রদান কর।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৩৬)

পরবর্তীতে উক্ত বিধানকে রহিত করা হয়েছে আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর প্রেক্ষিতঃ "আর রক্ত সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণ একে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠতর।" (সূরাহ্ আল আহ্যাব ৩৩ : ৬)

সুতরাং মৃত ব্যক্তির যদি কোনো আসাবা এবং যাবিল আরহাম না থাকে তাহলে এমতাবস্থায় মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তি ওয়ারিস হবে। 'আল্লামাহ্ বায়যাভী (রহঃ) বলেন : ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির হাতে ইসলাম গ্রহণ করে এবং এ মর্মে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, তারা একে অপরের পরস্পরের পরিত্যক্ত সম্পদের ওয়ারিস হবে, তবে উক্ত চুক্তি বিশুদ্ধ এবং তারা একে অপরকে ওয়ারিস বানাবে।

তৃতীয়তঃ কোনো ক্বওমের বোনের ছেলে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। পূর্বে এই এর ব্যাখ্যা আলোচিত হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٥٢ -[١٢] وَعَنِ الْمِقْدَامِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «أَنَا أَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِه فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيْنَا وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِه وَأَنَا مَوْلٰى مَنْ لَا مَوْلٰى لَه أَرِثُ مَالَه وَأَفُكُّ عَانَه وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَه يَرِثُ مَالَه وَيَفُكُّ عَانَه». وَفِىْ رِوَايَةٍ: «وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَه أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُه وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَه يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُه». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩০৫২-[১২] মিক্বদাম ইবনু মা'দীকারিব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি প্রত্যেক মু'মিনের জন্যই তার নিজের চেয়েও বেশি ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং যে ঋণ অথবা পোষ্য (সন্তান-সন্ততি) রেখে যাবে তা আমার যিম্মাদারিত্ব হবে; আর যে ধন-সম্পদ রেখে যাবে তা তার ওয়ারিসদের হবে। আমিই অভিভাবক যার অভিভাবক নেই, আমি তার ধন-সম্পদের ওয়ারিস হবো এবং তার বন্দীত্ব মুক্ত করব। (অনুরূপভাবে) মামা তার ওয়ারিস হবে যার কোনো ওয়ারিস নেই, সে তার ধন-সম্পদের ওয়ারিস হবে এবং তার বন্দীত্ব মুক্ত করবে।

অপর বর্ণনায় আছে, আমি তার ওয়ারিস হব যার ওয়ারিস নেই, আমি তার রক্তপণ দেব এবং তার ওয়ারিস হব। মামা তার ওয়ারিস হবে যার ওয়ারিস নেই, সে তার রক্তপণ দেবে ও তার ওয়ারিস হবে। (আবূ দাঊদ)[২৯৪]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি মু'মিনদের প্রতি জাগতিক ও ধর্মীয় সকল বিষয়ে তাদের নিজেদের থেকে অধিকতর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তাদের প্রতি আমার স্নেহ-ভালোবাসা, মায়া-মমতা সকল কিছুর থেকেও অধিকতর।

---

[২৯৪] হাসান : আবূ দাঊদ ২৯০০।

সুতরাং তাদের কেউ যদি কোনো ঋণ রেখে মারা যায় বা তার পরিবার-পরিজন রেখে মারা যায়, আর ঐ মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করার মতো কেউ না থাকে বা তার কোনো সম্পদ না থাকে এবং তার পরিবার-পরিজনকে দেখাশুনা ও তাদের ভরণ-পোষণের খরচ বহনের কিছুই না থাকে তাহলে মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে ও পরিবারের ভরণ পোষণে আমি নিজেই যিম্মাদার।

আর যে ব্যক্তি কোনো সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করে তাহলে ঐ সম্পদ মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফন ঋণ পরিশোধ ও ওয়াসিয়্যাত পূর্ণ করার পর অবশিষ্ট সম্পদ ওয়ারিসদের মাঝে বণ্টন করবে।

আর কোনো মৃত ব্যক্তির যদি ওয়ারিস না থাকে, তাহলে আমি (মুহাম্মাদ ﷺ) নিজেই ঐ মৃত ব্যক্তির সম্পদের ওয়ারিস। 'আল্লামাহ্ ক্বাযী 'ইয়ায (রহঃ) বলেন : "রসূলুল্লাহ ﷺ ঐ মৃত ব্যক্তির সম্পদে ওয়ারিস হবেন যার কোনো ওয়ারিস নেই"– এ কথার মর্মার্থ হলো ঐ ব্যক্তির সম্পদকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে তথা বায়তুল মালে স্থানান্তরিত করা হবে এবং এটা আল্লাহ ও তার রসূলের জন্য।

অতঃপর যদি হত্যার মতো অপরাধের কারণে মৃত ব্যক্তির ওপরে কাফ্ফারাহ্ ওয়াজিব হয়, তাহলে রসূলুল্লাহ ﷺ মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে কাফ্ফারাহ্ আদায় করে উক্ত মৃত ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করে দেন। আর যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায় এমতাবস্থায় মামা ব্যতীত অন্য কোনো ওয়ারিস না থাকে, তাহলে মামা তার বোনের ছেলের সম্পদে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় হওয়ার কারণে ওয়ারিস হবে এবং মৃত ব্যক্তির ওপর যদি হত্যার কাফ্ফারাহ্ ওয়াজিব হয় তাহলে সে মৃতের সম্পদ থেকে কাফ্ফারাহ্ আদায় করে তাকে মুক্ত করবে।

জ্ঞাতব্য যে, যাবিল আরহাম তথা রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় হলো মৃত ব্যক্তির এমন ওয়ারিস যারা যাবিল ফুরূজ বা নির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত ওয়ারিস নয় এবং আসাবাও নয়। সুতরাং যাবিল আরহাম কি মৃত ব্যক্তির সম্পদে ওয়ারিস হবেন– এ নিয়ে সহাবী এবং তাবি'ঈদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। 'উমার, 'আলী, ইবনু মাস্'উদ, মু'আয ইবনু জাবালসহ অধিকাংশ সহাবী ও 'আলক্বামাহ্, নাখ'ঈ, ইবনু সীরীন, 'আত্বা, মুজাহিদসহ একদল তাবি'ঈ এবং ইমাম আবূ হানীফাহ্, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদসহ একদল ফাকীহ মনে করেন যে, "যাবিল আরহাম" উত্তরাধিকার সূত্রে ওয়ারিস হবে এবং ইমাম মালিক, শাফি'ঈসহ অন্যান্য বলেন যে, যাবিল আরহাম ওয়ারিস হবে না। মৃত ব্যক্তির যদি কোনো উত্তরাধিকারী ব্যক্তিবর্গ না থাকে তাহলে তার সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে। তারপরও যাবিল আরহাম-কে পরিত্যক্ত সম্পদ দেয়া হবে না।

('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৮৯৭; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٥٣ـ[١٣] وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِىْ لَاعَنَتْ عَنْهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

৩০৫৩-[১৩] ওয়াসিলাহ্ ইবনুল আস্ক্বা' رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : স্ত্রীলোক তিনটি মীরাস (উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি) সম্পূর্ণরূপে লাভ করে, তার মুক্ত ক্রীতদাসের মীরাস, তার হারানো প্রাপ্ত সন্তানের মীরাস এবং যে সন্তান সম্পর্কে সে লি'আন করেছে তার মীরাস।

(তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[২৯৫]

---

[২৯৫] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ২৯০৬, তিরমিযী ২১২৫, ইবনু মাজাহ ২৭৪২, আহমাদ ১৬০০৪, ইরওয়া ১৫৭৬, য'ঈফ আল জামি' ৫৯২৫। কারণ এর সানাদে 'উমার বিন রাবাহকে ইমাম বুখারীসহ জুমহূর মুহাদ্দিসগণ দুর্বল বলেছেন। ইবনে 'আদী (রহঃ) বলেছেন : মুহাদ্দিসগণ 'আবদুল ওয়াহিদ আন্ নাস্রী হতে বর্ণিত তার সকল হাদীসকে মুনকার বলেছেন । আর এ হাদীসটি সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেছেন- একজন মহিলা তিন ধরনের উত্তরাধিকারী সম্পদ লাভ করে, প্রথমতঃ যদি কোনো মহিলা কোনো দাস-দাসীকে আযাদ করে এবং উক্ত দাস দাসীর কোনো ওয়ারিস না থাকে মুনীব ব্যতীত, এমতাবস্থায় ঐ মহিলা মুনীব তার আযাদকৃত দাস-দাসীর সম্পদের ওয়ারিস হবে। দ্বিতীয়তঃ কোনো মহিলা যদি কোনো শিশুকে রাস্তায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পায়, যার কোনো পিতা-মাতা নেই। আর ঐ শিশুর মৃত্যু পরবর্তী পরিত্যক্ত সম্পদে কোনো ওয়ারিস না থাকে, তাহলে ঐ সংগ্রহকারিণী মহিলাই তার সম্পদের ওয়ারিস হবে। এই মতটি শুধুমাত্র ইসহাক্ব ইবনে রাহিবিয়্যাহ্ সমর্থন করেছেন, অপরদিকে অন্য সকল 'আলিম একমত যে, শিশুর সংগ্রহকারীর জন্য কোনো পরিত্যক্ত সম্পদ নেই। দলীল : রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- «لَا وَلَاءَ إِلَّا وَلَاءُ الْعَتَاقَةِ» অর্থাৎ- আযাদ করার মাধ্যমে অভিভাবকত্ব অর্জন করা ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে অভিভাবকত্ব নেই। তৃতীয়তঃ যে মহিলার স্বামী তার গর্ভস্থিত সন্তানকে লি'আনের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করেছে, ঐ গর্ভস্থিত সন্তান জীবিতাবস্থায় জন্মগ্রহণ করলে পরবর্তীতে তার সম্পদ থেকে তার মা ওয়ারিস হবে কিন্তু পিতা ওয়ারিস হবে না এবং তাকে ওয়ারিস বানাবে না।

('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৯০৩; তুহফাতুল আওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২১১৫; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٥٤-[١٤] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًى لَا يَرِثُ وَلَا يُوْرَثُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩০৫৪-[১৪] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব رحمه الله তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : যে কোনো ব্যক্তি স্বাধীনা নারী অথবা দাসীর সাথে যিনা করেছে, সে সন্তান হবে যিনার সন্তান। সে যিনাকারীর ওয়ারিস হবে না এবং মাওরূসী (উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগদখলকৃত)-ও হবে না। (তিরমিযী)[২৯৬]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেছেন যে, যদি ব্যভিচারী কোনো পুরুষ কোনো স্বাধীনা নারী অথবা কোনো দাসীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং উক্ত ব্যভিচারের ফলে মহিলার গর্ভে সন্তান ধারণ হয়; তাহলে ঐ সন্তান তার মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত পুরুষ থেকে অথবা তার নিকটতম ব্যক্তি থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো সম্পদ লাভ করবে না। আর ঐ ব্যভিচারী পুরুষও উক্ত সন্তান থেকে কোনো সম্পদ উত্তরাধিকারী সূত্রে লাভ করবে না। কেননা নসব বা বংশ সাব্যস্ত হলেই কেবল উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হয় অন্যথায় নয়। আর যিনা বা ব্যভিচারের মাধ্যমে বংশ সাব্যস্ত হয় না।

(তুহফাতুল আওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২১১৩; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٥٥-[١٥] وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ مَوْلًى لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَاتَ وَتَرَكَ شَيْئًا وَلَمْ يَدَعْ حَمِيمًا وَلَا وَلَدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَعْطُوْا مِيْرَاثَهٗ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهٖ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

৩০৫৫-[১৫] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক মুক্ত দাস মারা গেল এবং কিছু মীরাস (উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি) রেখে গেল, কিন্তু সে কোনো আত্মীয়-স্বজন বা সন্তান-সন্ততি রেখে গেল না। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তার মীরাস তার গ্রামবাসীদের কাউকে দিয়ে দাও।

(আবূ দাউদ ও তিরমিযী)[২৯৭]

---

[২৯৬] **সহীহ :** তিরমিযী ২১১৩, সহীহ আল জামি' ২৭২৩।

[২৯৭] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২৯০২, তিরমিযী ২১০৬, ইবনু মাজাহ ২৭৩৩, আহমাদ ২৫০৫৪।

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক দাসের পরিত্যক্ত সম্পদের বণ্টননীতি বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক দাস মৃত্যুবরণ করে এবং সে কিছু সম্পদ রেখে যায়। তার এমন কোনো নিকটাত্মীয় বা সন্তান ছিল না; যে তার সম্পদের মালিক হবে। তখন রসূল ﷺ বললেন, তোমরা তার সম্পদকে তার এলাকার বা গ্রামের কোনো ব্যক্তিকে সদাক্বাহ্ হিসেবে দিয়ে দাও যা দিয়ে সে প্রয়োজন পূরণ করবে। কেননা ঐ সম্পদটা বায়তুল মালের অংশ হিসেবে পরিগণিত হলো। তা মুসলিমদের কল্যাণে ব্যয় করা যাবে। 'আল্লামাহ্ ক্বাযী 'ইয়ায (রহঃ) বলেন : রসূলুল্লাহ ﷺ গ্রামের ঐ লোকটিকে দাসের পরিত্যক্ত সম্পদ সদাক্বাহ্ হিসেবে অথবা দয়া-অনুগ্রহ হিসেবে প্রদান করার নির্দেশ দিলেন। কেননা সম্পদটা মূলত বায়তুল মালের। কারো অভাব দূরীকরণের জন্যে তা ব্যয় করা বৈধ। তবে এ কথা সর্বজনবিদিত যে, নাবীরা কারো সম্পদে ওয়ারিস হয় না এবং তাঁরাও কাউকে ওয়ারিস বানায় না।

('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৮৯৯; তুহফাতুল আওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২১০৫; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٥٦ـ[١٦] وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِيرَاثِهِ فَقَالَ: «الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا أَوْ ذَا رَحِمٍ» فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا وَلَا ذَا رَحِمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعْطُوا الْكُبْرَ مِنْ خُزَاعَةَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: قَالَ: «انْظُرُوا أَكْبَرَ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ»

৩০৫৬-[১৬] বুরায়দাহ্ আল আসলামী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খুযা'আহ্ গোত্রের এক (লা-ওয়ারিস) ব্যক্তি মারা গেল এবং তার মীরাস নাবী ﷺ-এর নিকট আনা হলো। তিনি (ﷺ) বললেন, তার কোনো ওয়ারিস অথবা দূর-আত্মীয় আছে কিনা খোঁজ কর, কিন্তু তারা তার কোনো ওয়ারিস কিংবা আত্মীয়-স্বজন পেল না। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, খুযা'আহ্ গোত্রের প্রবীণ কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে দাও। (আবূ দাউদ)[২৯৮] অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, খুযা'আর প্রবীণ কোনো ব্যক্তিকে সন্ধান করে দেখ।

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসে "আয্দ" প্রদেশের বিখ্যাত ও বৃহৎ গোষ্ঠী খুযা'আর এক লোক মৃত্যুবরণ করলে তার সম্পদ বণ্টনের জন্যে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসা হলে রসূল ﷺ বললেন- তোমরা ঐ মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস বা নিকটতম রক্তসম্পর্কীয় কোনো ব্যক্তিকে খুঁজে বের কর। কিন্তু তারা এমন কাউকে খুঁজে পেলেন না যারা তার নিকটতম রক্তসম্পর্কীয় ব্যক্তি হিসেবে সম্পদের মালিক হবে। তখন রসূল ﷺ বললেন- তোমরা তার পরিত্যক্ত সম্পদকে তোমাদের খুযা'আহ্ গোত্রের সর্দার বা গোত্র প্রধানকে দিয়ে দাও। আর এটা মর্যাদার দিক বিবেচনায়, ওয়ারিস হিসেবে নয়।

কেউ কেউ বলেন, রসূল ﷺ ঐ সম্পদকে মৃত ব্যক্তির ঊর্ধ্বতন কোনো পুরুষ থাকলে তাকে দিতে বলেছেন। তবে কেউ কেউ বলেন, সম্প্রদায়ের প্রবীণ ব্যক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন বয়োঃবৃদ্ধ যিনি ঐ মৃত ব্যক্তির উর্ধ্বতন কোনো নিকটাত্মীয়। আর এটা শুধুমাত্র মর্যাদার দিক বিবেচনায় হয়েছে।

('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৯৯০; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٥٧ـ[١٧] وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: إِنَّكُمْ تَقْرَؤُوْنَ هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [سورة النساء٤: ١٢] وَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُوْنَ

[২৯৮] য'ঈফ : আবূ দাউদ ২৯০৪, আহমাদ ২২৯৪৪।

دُوْنَ بَنِي الْعَلَّاتِ الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُوْنَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَفِيْ رِوَايَةِ الدَّارِمِيِّ: قَالَ: «الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ يَتَوَارَثُوْنَ دُوْنَ بَنِي الْعَلَّاتِ...» إِلٰى اٰخِرِهِ

৩০৫৭-[১৭] 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মৃতের সম্পত্তি বণ্টনের বিষয়ে) তোমরা কি এ আয়াত পড়ে থাক– "তোমরা যে ওয়াসিয়্যাত কর, সে ওয়াসিয়্যাতও ঋণ আদায়ের পর"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১২)। অথচ রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঋণ আদায়ের হুকুম দিয়েছেন ওয়াসিয়্যাতের পূর্বে (যদিও অত্র আয়াতে ঋণের উল্লেখ পরে হয়েছে)। তিনি আরও হুকুম দিয়েছেন, সহোদর ভাই-বোন ওয়ারিস হবে, সৎ ভাই-বোন নয়। সুতরাং ভাই ওয়ারিস হয় একই পিতা-মাতার ঘরের, কেবল এক পিতার সন্তান (ও ভিন্ন মায়ের) ভাইয়ের নয়। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[২৯৯]

কিন্তু দারিমীর বর্ণনায় রয়েছে, সহোদর ভাই ওয়ারিস হবে, সৎ ভাই নয়।

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দু'টি নির্দেশনা আলোচিত হয়েছে। প্রথমতঃ রসূল (সাঃ) মৃত ব্যক্তির সম্পদে ঋণ আদায়কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ওয়াসিয়্যাত পূরণ করা হবে ঋণ আদায়ের পর সম্পদ বাকী থাকলে সে সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা।

দ্বিতীয়তঃ রসূল (সাঃ) আবশ্যক করেছেন যে, যদি মৃত ব্যক্তির সহোদর ভাই-বোন জীবিত থাকে এবং তাদের সাথে বৈমাত্রেয় ভাই-বোনও বিদ্যমান থাকে, এমতাবস্থায় কেবল সহোদর ভাই-বোন অধিক ঘনিষ্ঠের কারণে তার পরিত্যক্ত সম্পদের ওয়ারিস হবে, বৈমাত্রেয় ভাই-বোন বঞ্চিত হবে। বৈমাত্রেয় ভাই-বোন হলো যাদের পিতা এক তবে মা ভিন্ন। (তুহফাতুল আওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০৯৪; মিরকাতুল মাফাতীহ)

٣٠٥٨-[١٨] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا وَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ: «يَقْضِي اللّٰهُ فِيْ ذٰلِكَ» فَنَزَلَتْ اٰيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلٰى عَمِّهِمَا فَقَالَ: «أَعْطِ لِابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

৩০৫৮-[১৮] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন সা'দ ইবনু রবী'-এর ঔরসজাত দুই কন্যাসহ তাঁর স্ত্রী রসূলূলাহ (সাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ কন্যা দু'টি সা'দ ইবনু রবী'-এর। তাদের পিতা আপনার সাথে উহুদের যুদ্ধে শাহীদ হয়েছেন। তাদের চাচা তাদের সকল ধন-সম্পদ নিয়ে গিয়েছে এবং তাদের জন্য কিছুই রাখেননি। অথচ তাদের (ধন-সম্পদ আত্মসাতের কারণে) বিয়ে দেয়া যাবে না। তিনি (সাঃ) বললেন, আল্লাহ এ ব্যাপারে কোনো হুকুম জারি করবে। তখন উত্তরাধিকারের আয়াত নাযিল হলো। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের চাচার কাছে লোক পাঠিয়ে বললেন, সা'দ-এর দুই কন্যাকে দুই-তৃতীয়াংশ এবং তাদের মা-কে অষ্টমাংশ দাও; অতঃপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা তোমার (হাক্ব)।

(আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ; ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব)[৩০০]

---

[২৯৯] **হাসান :** তিরমিযী ২০৯৪, ইবনু মাজাহ ২৭৩৯, দারিমী ২৯৮৮, ইরওয়া ১৬৮৮।

[৩০০] **হাসান :** আবূ দাউদ ২৮৯২, তিরমিযী ২০৯২, ইবনু মাজাহ ২৭২০, আহমাদ ১৪৭৯৮, ইরওয়া ১৬৭৭।

ব্যাখ্যা : এখানে সা'দ ইবনে রবী'আহ্-এর পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টননীতি আলোচিত হয়েছে। সা'দ ইবনু রবী'আহ্ এক স্ত্রী ও দুই কন্যা রেখে উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। শাহাদাতের পর জাহিলী যুগে মহিলাদের বঞ্চিত করার রীতি অনুযায়ী সমুদয় সম্পদ তার ভাই করায়ত্ত করে নিলেন, দুই মেয়ের ভরণ-পোষণ ও তাদের বিবাহের খরচ নির্বাহের জন্য এক কপর্দক সম্পদও রাখলেন না। তখন স্ত্রী দুই কন্যাকে সাথে নিয়ে রসূল ﷺ-এর দরবারে অভিযোগ করেন। রসূল ﷺ এ ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করেন। এ সময় আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসার মীরাস সংক্রান্ত আয়াত নাযিল করেন। রসূল ﷺ তখন ঐ দুই মেয়ের চাচাকে (সা'দ-এর ভাই-কে) ডেকে এনে নির্দেশ দিলেন যে, সমুদয় সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ সা'দ-এর কন্যাদ্বয়কে এবং এক-অষ্টমাংশ তাদের মাকে (সা'দ-এর স্ত্রীকে) প্রদান কর এবং বাকী সম্পদ তুমি আসাবা হিসেবে গ্রহণ কর।

স্ত্রীকে এক-অষ্টমাংশ আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর প্রেক্ষিতঃ "যদি তোমাদের সন্তান থাকে তাহলে স্ত্রীর জন্য রয়েছে তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পদের এক-অষ্টমাংশ"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১২), এটাই ইসলামের প্রথম মীরাসের আয়াত। (তুহফাতুল আওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০৯২; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٥٩ - [١٩] وَعَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: سُئِلَ أَبُوْ مُوسٰى عَنِ ابْنَةٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَائْتِ ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَسَيُتَابِعُنِيْ فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِيْ مُوسٰى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَقْضِيْ فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ: «لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسٰى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ: لَا تَسْأَلُوْنِيْ مَا دَامَ هٰذَا الْحِبْرُ فِيكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩০৫৯-[১৯] হুযায়ল ইবনু শুরাহ্বীল (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ মূসা আল আশ্'আরী ﷺ-কে কন্যা, পুত্রের কন্যা ও ভগ্নি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, কন্যার অর্ধেক ও ভগ্নির অর্ধেক। তবে একবার ইবনু মাস্'উদ ﷺ-কে জিজ্ঞেস কর, আশা করা যায় তিনিও আমার অনুরূপ বলবেন। ইবনু মাস্'উদ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো এবং তাকে আবূ মূসার উত্তরও জানানো হলো। তিনি বললেন, তবে তো আমি পথভ্রষ্ট হবো এবং সুপথপ্রাপ্তদের অন্তর্গত হব না। আমি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেব, যে সিদ্ধান্ত স্বয়ং নাবী ﷺ দিয়েছিলেন, তা হলো– কন্যার অর্ধেক এবং পুত্রের কন্যার এক-ষষ্ঠাংশ, দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ করার উদ্দেশে। আর অবশিষ্ট যা থাকবে, তা (এক-তৃতীয়াংশ) ভগ্নির। রাবী বলেন, অতঃপর আমরা আবূ মূসা ﷺ-এর নিকট গেলাম এবং তাঁকে ইবনু মাস্'উদ-এর উত্তর জানালাম। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না তোমাদের মধ্যে যতক্ষণ এ মহাপণ্ডিত বিদ্যমান আছেন। (বুখারী)[৩০১]

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসে একটি বণ্টননীতি আলোচিত হয়েছে। আবূ মূসা ﷺ-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল- "কোনো ব্যক্তি যদি এক কন্যা, এক পৌত্রী এবং এক বোন রেখে মারা যান- তাদের মাঝে কিভাবে সম্পদ বণ্টন করা হবে। তখন আবূ মূসা ﷺ বলেন- এক কন্যা পাবে অর্ধাংশ, এটা ছিল আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে। আর কন্যা যদি একজন হয়, তাহলে তার জন্যে রয়েছে অর্ধাংশ"। (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১৭৬)

---

[৩০১] সহীহ : বুখারী ৬৭৩৬।

উক্ত আয়াতে "ওয়ালাদ" অর্থ সন্তান এতে নর-নারী উভয়েই অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবত আবূ মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু এ বিষয়ে অমনোযোগী ছিলেন। অথবা তিনি "ওয়ালাদ" দ্বারা শুধু পুরুষকেই বুঝতে পেরেছিলেন। অথবা আসাবা হিসেবে বোনের অর্ধাংশের কথা বুঝিয়েছেন।

অতঃপর এই মাসআলায় ইবনু মাস্‌'উদকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেন- এক কন্যা পাবে অর্ধাংশ এবং পৌত্রী পাবে এক-ষষ্ঠাংশ (আর এটা হলো কন্যা ও পৌত্রীর অংশ দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ করার জন্যে) ও অবশিষ্ট সম্পদ বোন আসাবা হিসেবে পাবে। এভাবেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বণ্টন করেছেন।
('আওনুল মা'বূদ ১২শ খণ্ড, হাঃ ৬৭৩৬; মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٦٠-[٢٠] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابْنِيْ مَاتَ فَمَا لِيْ مِنْ مِيرَاثِهٖ؟ قَالَ: «لَكَ السُّدُسُ» فَلَمَّا وَلّٰى دَعَاهُ قَالَ: «لَكَ سُدُسٌ اٰخَرُ» فَلَمَّا وَلّٰى دَعَاهُ قَالَ: «إِنَّ السُّدُسَ الْاٰخَرَ طُعْمَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৩০৬০-[২০] 'ইম্‌রান ইবনু হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! আমার পুত্রের পুত্র মারা গেছে, আমার জন্য তার উত্তরাধিকারের কি (কিছু) রয়েছে? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ রয়েছে। সে যখন রওনা দিল, তখন তাকে ডেকে বললেন, তোমার জন্য আরেক ষষ্ঠাংশ রয়েছে। সে যখন যেতে লাগল, আবার ডেকে বললেন, দ্বিতীয়-ষষ্ঠাংশ তুমি নি'আমাতরূপে পেলে।
(আহমাদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদ; ইমাম তিরমিযী [রহঃ] বলেন, এটা হাসান সহীহ)[৩০২]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তির জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন- লোকটি জিজ্ঞেস করলেন আমার ছেলে মৃত্যুবরণ করেন- এমতাবস্থায় সে দুই মেয়ে এবং আমাকে (তথা আমি তার পিতা) রেখে যান। আমি তার সম্পদ থেকে কী পাব? তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- দুই মেয়ে পাবে সমুদয় সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ আর তুমি দু'ভাবে সম্পদ পাবে- তাহলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত এক-ষষ্ঠাংশ এবং অবশিষ্ট সম্পদ আসাবা হিসেবে পাবে। আর তাও এক-ষষ্ঠাংশ। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নি'আমাত। যা তুমি অর্জন করেছ মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর সংখ্যা কম হওয়ার কারণে। কেননা যদি আরো কোনো উত্তরাধিকারী থাকত তাহলে অবশিষ্টাংশের মধ্যে ঘাটতি এসে যেত। আর হাদীসে طُعْمَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আসাবা, যা অনির্ধারিত। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৮৯৩; তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০৯৯; মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٦١-[٢١] وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلٰى أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ تَسْأَلُهٗ مِيرَاثَهَا فَقَالَ لَهَا: مَا لَكِ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ شَيْءٌ وَمَا لَكِ فِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْءٌ فَارْجِعِيْ حَتّٰى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرٰى إِلٰى عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

[৩০২] য'ঈফ : তিরমিযী ২০৯৯, আবূ দাউদ ২৮৯৬, আহমাদ ১৯৯১৫। কারণ এর সানাদে কৃতাদাহ একজন মুদাল্লিস রাবী আর হাসান বাস্‌রী হাদীসটি 'আন্‌'আন সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ: هُوَ ذٰلِكَ السُّدُسُ فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهٖ فَهُوَ لَهَا. رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৩০৬১-[২১] ক্ববীসাহ্ ইবনু যুআয়ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাক্র (রাঃ)-এর নিকট এক নানী এসে তার (কন্যার সন্তানের) উত্তরাধিকারের ব্যাপারে জানতে চাইলেন। তিনি তাকে বললেন, আল্লাহর কিতাবে তোমার কোনো অংশ নেই এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নাতেও তোমার কোনো অংশ নেই। এখন যাও! আমি সহাবীদের জিজ্ঞেস করে দেখি। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলে মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রাঃ) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তিনি নানীকে ছয় ভাগের এক ভাগ দিয়েছেন। তখন আবূ বাক্র (রাঃ) বললেন, আপনার সাথে আপনি ছাড়া অপর কেউ ছিল কি? তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ্ (রাঃ) মুগীরাহ্-এর কথার অনুরূপ বললেন। অতএব আবূ বাক্র (রাঃ) তার জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ দেয়ার হুকুম দিলেন। (ক্ববীসাহ্ বলেন,) অতঃপর একদিন অন্য দাদী এসে 'উমার (রাঃ)-কে তার উত্তরাধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, সে ছয় ভাগের এক ভাগই। তোমরা যদি উভয়ে থাক তবে তা তোমাদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন হবে। তবে উভয়ের মধ্যে একজন হলে তা তারই (হাক্ব) হবে।

(মালিক, আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, দারিমী ও ইবনু মাজাহ)[৩০৩]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে এক দাদী আবূ বাক্র (রাঃ)-কে তার প্রাপ্ত অংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে বলেন, দাদীর অংশ কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়নি। সুতরাং আমি সহাবীদেরকে বিষয়টি জিজ্ঞেস করব। তিনি মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন- আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি (সাঃ) দাদীকে এক-ষষ্ঠাংশ দিয়েছেন। আবূ বাক্র (রাঃ) এভাবে দু'জনের সাক্ষ্য নিয়ে দাদীকে এক-ষষ্ঠাংশ দিয়ে দিলেন।

অনুরূপভাবে অন্য একজন দাদী 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব-এর নিকটে আসলে তিনি তাকে এক-ষষ্ঠাংশ দেন। তবে এই এক-ষষ্ঠাংশ দাদীর প্রাপ্তাংশ, চাই দাদী একজন হোক বা একাধিক হোক। তবে এক্ষেত্রে যদি দাদীর সাথে মৃত ব্যক্তির মা থাকে তাহলে দাদী-নানী সবাই বঞ্চিত হবে। আর যদি মৃত ব্যক্তির পিতা থাকে তাহলে শুধুমাত্র দাদী বঞ্চিত হবে নানী বঞ্চিত হবে না।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২১০০; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

বিঃ দ্রঃ 'আরবীতে جَدَّةٌ শব্দের অর্থ- দাদী-নানী। তাই দাদী-নানীর একই বিধান।

٣٠٦٢-[٢٢] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فِي الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا: أَنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ ضَعَّفَهُ

৩০৬২-[২২] 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাদী তার নিজ ছেলের সাথে থাকলে (নাতির) উত্তরাধিকার পাবে কিনা সে ব্যাপারে বলেন যে, সে হলো প্রথম দাদী যাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজ ছেলের সাথে এক-ষষ্ঠাংশ দিয়েছেন, অথচ তার ছেলে জীবিত।

(তিরমিযী ও দারিমী; কিন্তু ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে য'ঈফ বলেছেন)[৩০৪]

---

[৩০৩] **য'ঈফ :** তিরমিযী ২১০১, আবূ দাঊদ ২৮৯৪, ইবনু মাজাহ ২৭২৪, আহমাদ ১৭৯৮০, দারিমী ২৯৪৯।

[৩০৪] **য'ঈফ :** তিরমিযী ২১০২, ইরওয়া ১৬৮৭। কারণ এর সানাদে মুহাম্মাদ বিন সালিম একজন দুর্বল রাবী।

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ দাদীকে এক-ষষ্ঠাংশ দিয়েছেন মীরাস হিসেবে নয় বরং দান-অনুদান হিসেবে। আর রসূল ﷺ সর্বপ্রথম দাদীকে এভাবে সম্পদ দিয়েছেন। যদিও পিতার বর্তমানে দাদী কোনো মীরাস পায় না। এটাই জুমহূর সহাবী, তাবি'ঈ ও ইমামদের মত।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২১০২; মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٦٣-[٢٣] وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِ: «أَنْ وَرِّثْ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

৩০৬৩-[২৩] যহ্‌হাক ইবনু সুফ্‌ইয়ান رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছে লিখেছেন, আশ্‌ইয়াম আয্ যিবাবী-এর স্ত্রীকে তার স্বামীর রক্তপণের অংশ দাও!

(তিরমিযী ও আবূ দাউদ; ইমাম তিরমিযী [রহঃ] বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ)[৩০৫]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ যহ্‌হাক ইবনু সুফ্‌ইয়ান-কে চিঠির মাধ্যমে জানালেন যে, যিবাবী সহাবী যাকে ভুলক্রমে হত্যা করা হয়েছে তার স্ত্রীকে প্রাপ্ত দিয়াত থেকে মীরাস দাও। হত্যাকারীর ওপর ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ সর্বপ্রথম হত্যাকৃত ব্যক্তিই মালিক হবে। অতঃপর ঐ রক্তমূল্য বা দিয়াত হত্যাকৃত ব্যক্তির অন্যান্য সম্পদের মতো ওয়ারিসদের মাঝে বণ্টন করা হবে।

('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৯২৫; তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৪১৫; মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٦٤-[٢٤] (حسن صحيح) وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ: مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يُسْلِمُ عَلٰى يَدَيْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ: «هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ

৩০৬৪-[২৪] তামীম আদ্ দারী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, শারী'আতে একজন মুশরিক কোনো মুসলিমের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তার (উত্তরাধিকারের) হুকুম কি? তিনি (ﷺ) বলেন, সে মুসলিম তার নিকটতম ব্যক্তি তার জীবনে ও মরণে।

(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও দারিমী)[৩০৬]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ একটি জিজ্ঞাসার উত্তর দিচ্ছেন, মুশরিকদের মধ্য থেকে যদি কোনো ব্যক্তি অপর কোনো মুসলিমের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে শারী'আতের বিধান কী? তথা যার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে সে কি ঐ লোকটির অভিভাবক হবে? ঐ লোকটির মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সম্পদের কে মালিক হবে? তখন রসূল ﷺ উত্তরে বলেন- যদি কোনো উত্তরাধিকারী না থাকে তাহলে যার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে সেই ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তির জীবনে ও মরণে সবচেয়ে নিকটতর ব্যক্তি। অর্থাৎ- ওয়ারিসদের অনুপস্থিতিতে ঐ লোকটিই তার সম্পদের মালিক হবে।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২১১২; মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৩০৫] **সহীহ** : তিরমিযী ২১১০, আবূ দাউদ ২৯২৭, ইবনু মাজাহ ২৬৪২, আহমাদ ১৫৭৪৬, ইরওয়া ২৬৪৯।

[৩০৬] **হাসান** : তিরমিযী ২১১২, আবূ দাউদ ২৯১৮,ইবনু মাজাহ ২৭৫২, দারিমী ৩০৩৭।

٣٠٦٥-[٢٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا غُلَامًا كَانَ أَعْتَقَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ لَهُ أَحَدٌ؟» قَالُوا: لَا إِلَّا غُلَامٌ لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِيرَاثَهُ لَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৩০৬৫-[২৫] ইবনু 'আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক মারা গেল এবং তার মুক্ত করা একটি ক্রীতদাস ছাড়া কাউকেও উত্তরাধিকারী রেখে গেল না। নাবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তার কি কেউ (আত্মীয়-স্বজন) আছে? লোকেরা বলল, তার মুক্ত করা একটি ক্রীতদাস ছাড়া আর কেউই নেই। তখন নাবী ﷺ তার উত্তরাধিকার তাকে (ক্রীতদাসকে) দিয়ে দিলেন। (আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[৩০৭]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ লোকটির যাবতীয় সম্পদ দাসকে দিয়ে দেন। কেননা সম্পদে মূলত কোনো উত্তরাধিকারী না থাকায় বায়তুল মাল হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। তাই রসূল ﷺ ঐ সম্পদকে দানের ভিত্তিতে দাসকে দিয়ে দেন মীরাসের ভিত্তিতে নয়। ক্বাযী শুরাইহ, ত্বাউস প্রমুখ বিদ্বানগণ অবশ্য আযাদকৃত ব্যক্তিকেও আযাদকারীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির অন্য কোনো ওয়ারিস না থাকলে ওয়ারিস সাব্যস্ত করে থাকেন।

('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৯০২; তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২১০৬; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٦٦-[٢٦] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَرِثُ الْوَلَاءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ

৩০৬৬-[২৬] 'আম্র ইবনু শু'আয়ব রহঃ তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : যে ধন-সম্পদের ওয়ারিস হয় সে মুক্ত করা ক্রীতদাসেরও ওয়ারিস হয়।

(তিরমিযী; আর তিনি বলেছেন, এর সানাদ মজবুত নয়)[৩০৮]

ব্যাখ্যা : আযাদকৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ কে পাবে তা এখানে আলোচিত হয়েছে। যদি আযাদকৃত মৃত ব্যক্তির আযাদকারী ছাড়া কোনো ওয়ারিস না থাকে তাহলে ঐ আযাদকারীই তার সম্পদের ওয়ারিস হবে। আর যদি আযাদকারী জীবিত না থাকে তাহলে তার পুরুষ আসাবাগণ সম্পদের মালিক হবে, বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে না। আযাদকারী মহিলা হলেও সেই তার পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক হবে। তবে কোনো মহিলার আসাবা ঐ আযাদকৃতের সম্পদের মালিক হবে না।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২১১৪; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٠٦٧-[٢٧] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ قُسِّمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

---

[৩০৭] য'ঈফ : আবূ দাউদ ২৯০৫, তিরমিযী ২১০৬, ইবনু মাজাহ ২৭৪১।

[৩০৮] য'ঈফ : তিরমিযী ২১১৪, য'ঈফ আল জামি' ৬৪২৬। কারণ এর সানাদে ইবনু লাহী'আহ্ একজন দুর্বল রাবী।

৩০৬৭-[২৭] 'আব্‌দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে উত্তরাধিকার জাহিলিয়্যাত যুগে বণ্টিত হয়েছে, তা জাহিলিয়্যাতের বণ্টন অনুসারেই থাকবে। আর ইসলামের যুগে যে উত্তরাধিকার পেয়েছে, তা ইসলামী শারী'আহ্ অনুসারেই বণ্টিত হবে। (ইবনু মাজাহ)[৩০৯]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বর্ণনা করেছেন- জাহিলী যুগে মীরাসের যে বণ্টন পদ্ধতি ছিল, এটা জাহিলিয়্যাতের বণ্টননীতির উপরই থাকবে। আর যে মীরাস ইসলামকে পেয়ে গেছে, তথা যে মীরাস ইসলামী যুগে বণ্টন হবে সেটা ইসলামী মূলনীতির উপরই বণ্টন হবে। জাহিলী যুগের বণ্টননীতি সুস্পষ্টভাবে ইসলামী যুগের বণ্টননীতির বিপরীত ছিল। তাই কোনো লোক যদি মীরাসের আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে জাহিলী যুগের নিয়মানুসারে সম্পদের বণ্টন করে তাহলে মীরাসের বিধান নাযিল হওয়ার পর পুনরায় ইসলামী নীতিতে বণ্টনের প্রয়োজন নেই এবং মীরাসের আয়াত নাযিলের পর জাহিলী নিয়মে সম্পদ বণ্টন চলবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٦٨ -[٢٨] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ كَثِيرًا يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُوْرَثُ وَلَا تَرِثُ. رَوَاهُ مَالِكٌ

৩০৬৮-[২৮] মুহাম্মাদ ইবনু আবূ বাক্‌র ইবনু হায্‌ম (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি তাঁর পিতা (আবূ বাক্‌র ইবনু হায্‌ম)-কে অনেকবার বলতে শুনেছেন, 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব (রাঃ) বলতেন, কি আশ্চর্য! ফুফু (ভাইয়ের পুত্র বা মেয়ের) মাওরূস হয় অথচ সে (তাদের) ওয়ারিস হয় না। (মালিক)[৩১০]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসে মুহাম্মাদ ইবনু আবূ বাক্‌র বর্ণনা করেছেন, তিনি তার পিতা আবূ বাক্‌র-কে খুব বেশি বলতে শুনেছেন যে, 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব (রাঃ) বলতেন, ফুফুদের জন্য আশ্চর্যের বিষয় হলো তার ভাইয়ের পুত্র থেকে ওয়ারিস হয় কিন্তু তারা (ফুফুরা) ভাতিজাদেরকে ওয়ারিস বানায় না, অর্থাৎ ফুফুরা হলো রক্তসম্পর্কীয় ওয়ারিস। তারা মৃত ব্যক্তির এমন ওয়ারিস যাদের কোনো অংশের বর্ণনা কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাতে রসূলে নেই ও তারা মৃত ব্যক্তির আসাবাও নয়। ফুফুরা ভাইয়ের পুত্র থেকে সম্পদ পাবে কিনা– এ বিষয়ে সহাবী, তাবি'ঈ ও তাবি-তাবি'ঈদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে অত্র হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় মাদীনাবাসীর কিছু লোক 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব-এর এই উক্তি দিয়ে ফুফীদের জন্য দুই-তৃতীয়াংশের দ্বারা ফায়সালা করতেন। তবে অধিকাংশ মুহাক্কিক 'উলামায়ে কিরাম ফুফীদের ওয়ারিস হওয়ার ব্যাপারে বিরোধিতা করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٦٩ -[٢٩] وَعَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَزَادَ ابْنُ مَسْعُودٍ: وَالطَّلَاقَ وَالْحَجَّ قَالَا: فَإِنَّهُ مِنْ دِيْنِكُمْ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৩০৬৯-[২৯] 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'ফারায়িয' শিক্ষা লাভ কর। ইবনু মাস্‌'ঊদ (রাঃ) অতিরিক্ত বলেছেন, ত্বলাক্ব ও হাজ্জের মাসায়িলও। অতঃপর উভয়ে বলেছেন, কেননা তা তোমাদের দীনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। (দারিমী)[৩১১]

---

[৩০৯] সহীহ : ইবনু মাজাহ ২৭৪৯, ইরওয়া ১৭১৭, সহীহ আল জামি' ৫৬৫৭।

[৩১০] য'ঈফ : মালিক ২/১১২৪। কারণ এর সানাদে আবূ বাক্‌র ইবনু হায্‌ম ও 'উমার (রাঃ)-এর মাঝে ইন্‌ক্বিত্বা' রয়েছে।

[৩১১] য'ঈফ : দারিমী ২৮৯৩, ২৮৯৮। কারণ দারিমীর উভয় সানাদেই ইনক্বিত্বা' রয়েছে। প্রথম সানাদে রাবী ইবরাহীম ও 'উমার (রাঃ) আর দ্বিতীয় সানাদে আল ক্বসিম বিন ওয়ালীদ ও ইবনু মাস্‌'ঊদ (রাঃ)-এর মাঝে।

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব (রাঃ) 'ইলমুল ফারায়িয শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। কেননা এটা দীনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইবনু মাস্'ঊদ 'ইলমুল ফারায়িযের সাথে সাথে তুলাক্ব ও হাজ্জ বিষয়ক জ্ঞান অর্জনের কথাও বলেছেন। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীস «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ. فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ» "তোমরা 'ইলমুল ফারায়িয শিক্ষা গ্রহণ কর এবং এটা মানুষকেও শিক্ষা দাও। কেননা এটা সমস্ত 'ইল্‌মের অর্ধেক।" 'ইলমুল ফারায়িয সকল জ্ঞানের অর্ধেক, এটা অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করার জন্যে বলা হয়েছে। মানুষের জীবন-মৃত্যু দু'টি অবস্থার মধ্যে মৃত্যুর সাথে এই জ্ঞানটির সংশ্লিষ্টতার কারণে রসূল (সাঃ) এমনটি বলেছেন। কেননা মানুষের দু'টি অবস্থা হয়ত জীবন নতুবা মরণ যাবতীয় 'ইল্‌ম জীবিত অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। আর মীরাসটা মৃত্যুর সাথে সংশ্লিষ্ট। আর এটা দু'টি অবস্থার একটি, তাই এটাকে জ্ঞানের অর্ধেক বলেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(٢٠) بَابُ الْوَصَايَا

অধ্যায়-২০ : ওয়াসিয়্যাত (অন্তিম উপদেশ বা নির্দেশ)

وَصَايَا শব্দটি বহুবচন, একবচনে وصيحة যা نصية বা উপদেশ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ﴾

"আর আমি তোমাদের পূর্বে কিতাব যাদেরকে কিতাব দিয়েছি এবং তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১৩১)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٠٧٠-[١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصٰى فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩০৭০-[১] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে মুসলিমের এমন ধন-সম্পদ আছে যা ওয়াসিয়্যাত করা যায়; তার নিজের কাছে ওয়াসিয়্যাতনামা লেখে না রেখে দু' রাত অতিবাহিত করারও তার অধিকার (সুযোগ) নেই। (বুখারী ও মুসলিম)[৩১২]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওয়াসিয়্যাতযোগ্য সম্পদের লিখিত প্রমাণ রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, কোনো মুসলিম ব্যক্তির উচিত নয়, তার ওয়াসিয়্যাতযোগ্য সম্পদ রেখে সে দু' রাত কাটাবে, অথচ তার কাছে তার ওয়াসিয়্যাত লিখিত থাকবে না। কেননা ওয়াসিয়্যাত জীবনের অত্যন্ত

---

[৩১২] সহীহ : বুখারী ২৭৩৮, মুসলিম ১৬৩৭, আবূ দাউদ ২৭৬২, নাসায়ী ৩৬১৫, তিরমিযী ৯৭৪, ইবনু মাজাহ ২৬৯৯, আহমাদ ৯৮৫০, দারিমী ৩২১৯, ইরওয়া ১৬৫২, সহীহ আল জামি' ৫৬১৪।

গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মানুষ মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পদ ওয়ারিসদের মাঝে বণ্টনের পূর্বে ওয়াসিয়্যাত পূর্ণ করতে হয়। আর ঐ ব্যক্তি যদি কোনো সম্পদ ওয়াসিয়্যাত করে লিখিত না রেখে মারা যায় তাহলে ওয়ারিসগণ ওয়াসিয়্যাত আদায়ে কোনো কারণে ভুলে গেলে সে জন্য ওয়াসিয়্যাতকারী দায়ী থাকবেন। তাইতো রসূল ﷺ বলেছেন, অব্যশই ওয়াসিয়্যাতযোগ্য সম্পদ লিখিত রাখবে। এ ব্যাপারে জুমহূর 'উয়ামায়ে কিরাম বলেন- ওয়াসিয়্যাতযোগ্য সম্পদ লিখিত রাখা মুস্তাহাব।

(ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৭৩৮; শারহু মুসলিম ১১/১২ খণ্ড, হাঃ ১৬২৭; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٧١ - [٢] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ مَرَضًا أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ: إِنَّ لِيْ مَالًا كَثِيْرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِيْ إِلَّا ابْنَتِيْ أَفَأُوْصِيْ بِمَالِيْ كُلِّهٖ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَثُلُثَيْ مَالِيْ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَالشَّطْرِ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلٰى فِيْ امْرَأَتِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩০৭১-[২] সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাক্কাহ্ বিজয়ের বৎসর আমি এমন এক রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হলোম, যা আমি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌছলাম। এমনি সময় রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখতে আসলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার প্রচুর ধন-সম্পদ আছে, আর আমার একমাত্র কন্যা ছাড়া (ঔরসজাত) কোনো ওয়ারিস নেই। আমি কি আমার সমস্ত ধন-সম্পদ (অপর কারো জন্য) ওয়াসিয়্যাত করে যেতে পারব? তিনি (ﷺ) বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে কি দুই-তৃতীয়াংশ? তিনি (ﷺ) বললেন, না। আমি বললাম, তবে কি অর্ধেক? তিনি (ﷺ) বললেন, না। আমি বললাম, তবে কি এক-তৃতীয়াংশ? তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ, এক-তৃতীয়াংশ; আর এক-তৃতীয়াংশও অতিরিক্ত। তুমি তোমার ওয়ারিসদেরকে দরিদ্র রেখে যাওয়া অপেক্ষা সচ্ছল রেখে যাওয়া তোমার জন্য উত্তম, যাতে তারা অন্যের নিকট যাচঞা না করে (হাত না পাতে)। তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে তোমার পরিবারের প্রতি যে খরচ করবে, নিশ্চয় এতেও তোমাকে সাওয়াব দেয়া হবে- এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে (খাদ্য) লোকমা উঠিয়ে দাও তাতেও। (বুখারী ও মুসলিম)[৩১৩]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসে কী পরিমাণ সম্পদ ওয়াসিয়্যাত করা বৈধ তা বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে। সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস মৃত্যুশয্যায় শায়িত হলে, রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখতে যান। তখন সে রসূল ﷺ-কে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার একমাত্র কন্যা ব্যতীত আর কোনো উত্তরাধিকারী নেই। আমার এই প্রচুর ধন-সম্পদ সবটুকু কি আমি ওয়াসিয়্যাত করে দিব আল্লাহর রাস্তায় দান করার জন্য? রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অনুমতি দেননি, এভাবে সে দুই-তৃতীয়াংশ এবং পরে অর্ধাংশ ওয়াসিয়্যাত করতে চাইলেও রসূল ﷺ তাকে অনুমতি দেননি। সর্বশেষ সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস তার সমুদয় সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ ওয়াসিয়্যাত করতে আগ্রহ প্রকাশ করলে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন যে, এটাও বেশি হয়ে যায়। এ থেকে বুঝা যায় এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ ওয়াসিয়্যাত বৈধ, তবে এর কম হওয়াটাই উত্তম। কেননা সন্তান-সন্ততিকে অভাবগ্রস্ত

---

[৩১৩] সহীহ : বুখারী ১২৯৫, মুসলিম ১৬২৮, তিরমিযী ২১১৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬০২৬, ইরওয়া ৮৯৯, সহীহ আল জামি' ১৩৮২।

Contents

রেখে যাওয়ার চেয়ে তাদেরকে স্বচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া উত্তম। অন্যথায় তারা মানুষের নিকট হাত পেতে ভিক্ষা করবে। যে ব্যক্তি ওয়াসিয়্যাত করার মাধ্যমে প্রতিদান পেতে চায়, সে ব্যক্তির স্মরণ রাখা উচিত যে, পরিবার-পরিজনের জন্য যা কিছু ব্যয় করা হয় তার প্রতিদান তাকে দেয়া হবে। এমনকি ঐ লোকমাটির প্রতিদানও দেয়া হবে যা তার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে। সুব্হানাল্লাহ! কেননা প্রতিটি ভালো কাজের সাওয়াব আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাকে নিয়্যাত অনুসারে দিয়ে থাকেন। যদি কাজটি দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। (ফাতহুল বারী ৩য় খণ্ড, হাঃ ১২৯৫; শার্হু মুসলিম ১১/১২ খণ্ড, হাঃ ১৬২৮; মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٠٧٢ - [٣] عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ: عَادَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا مَرِيضٌ فَقَالَ: «أَوْصَيْتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «بِكَمْ؟» قُلْتُ: بِمَالِيْ كُلِّهِ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ. قَالَ: «فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ؟» قُلْتُ: هُمْ أَغْنِيَاءُ بِخَيْرٍ. فَقَالَ: «أَوْصِ بِالْعُشْرِ» فَمَا زَالَتْ أُنَاقِصُهُ حَتّٰى قَالَ: «أَوْصِ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩০৭২-[৩] সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রোগাগ্রস্ত হয়ে পড়লে রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখতে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ওয়াসিয়্যাত করার ইচ্ছা করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি (ﷺ) বললেন, কি পরিমাণ? আমি বললাম, আমার সমস্ত ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে দিতে ইচ্ছা পোষণ করেছি। তিনি (ﷺ) বললেন, তোমার সন্তানের জন্য কি রাখতে চাও? আমি বললাম, তারা বহু সম্পদের অধিকারী। তিনি বললেন, তারপরও তুমি এক-দশমাংশ ওয়াসিয়্যাত কর! তিনি (সা'দ (রাঃ)) বলেন, আমি সর্বদা তাঁকে 'এটা কম হয়, এটা কম হয়' বলতে থাকলাম। পরিশেষে তিনি (ﷺ) বললেন, তবে এক-তৃতীয়াংশ ওয়াসিয়্যাত করতে পার, আর এক-তৃতীয়াংশও অধিক। (তিরমিযী)[৩১৪]

٣٠٧٣ - [٤] وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَعْطٰى كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ: «اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ»

৩০৭৩-[৪] আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিদায় হাজ্জের খুত্ববায় বলতে শুনেছি, আল্লাহ প্রত্যেক হাক্বদারকে তার হাক্ব দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং কোনো ওয়ারিসের জন্যই কোনো ওয়াসিয়্যাত নেই। (আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[৩১৫]

ইমাম তিরমিযী অতিরিক্ত বলেছেন, [তিনি (ﷺ) এটাও বলেছেন :] সন্তান বিছানার মালিকের; আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর। আর পরকালে তাদের হিসাব আল্লাহর হাতে।

---

[৩১৪] **সহীহ** : তিরমিযী ৯৭৫।

[৩১৫] **সহীহ** : আবূ দাউদ ২৮৭০, তিরমিযী ২১২০, ইবনু মাজাহ ২৭১৩, আহমাদ ২২২৯৪, ইরওয়া ১৬৫৫, সহীহ আল জামি' ১৭৮৮।

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিদায় হাজ্জের খুত্ববাহ্ কিয়দাংশ আলোচিত হয়েছে। তিনি বলেন- নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক অধিকারীর অধিকার বা অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ- সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছেন। সুতরাং কোনো ওয়ারিসের জন্যে ওয়াসিয়্যাত করা বৈধ হবে না। কেননা ওয়ারিসদের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রাপ্ত অংশকে সু-নির্ধারিত করেছেন। তাই ওয়ারিসদের মীরাসের আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে ওয়ারিসদের জন্য ওয়াসিয়্যাত ফারয ছিল, মীরাসের আয়াত নাযিল হলে তা বাতিল হয়ে যায়। তবু কেউ যদি করে ফেলে তাবে ওয়ারিসদের অনুমতিক্রমে তা বৈধ হবে। তিনি আরো বলেন, সন্তান তারই হবে যার অধীনে সন্তানের মা রয়েছে এবং যিনাকারীর জন্য রয়েছে পাথর তথা শারী'আত কর্তৃক শাস্তি। উক্ত শাস্তি পৃথিবীতে যিনাকারীদের কার্যকর করা হবে এবং তাদের যাবতীয় হিসাব আল্লাহর ওপর। ইচ্ছা করলে তিনি তাকে পরকালে শাস্তি দিবেন, আর যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তাকে ক্ষমা করবেন। বলা হয় যে, যদি কারো ওপর শারী'আতের হাদ্দ কার্যকর করা হয় তাকে পরকালে শাস্তি দেয়া হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা পরম ক্ষমাশীল।

('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৮৭; তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২১২০; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٧٤-[٥] وَيُرْوٰى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ» مُنْقَطِعٌ هٰذَا لَفْظُ الْمَصَابِيحِ. وَفِيْ رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيْ: قَالَ: «لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ».

৩০৭৪-[৫] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন : ওয়ারিসের জন্য ওয়াসিয়্যাত নেই, তবে যদি ওয়ারিসরা অনুমতি দেয়। মাসাবীহ-এর এ শব্দ কর্তিত হয়েছে; আর দারাকুত্বনীর বর্ণনায় রয়েছে, তিনি (ﷺ) বলেছেন : ওয়ারিসের জন্য ওয়াসিয়্যাত জায়িয নেই, তবে ওয়ারিসরা অনুমতি দিলে।[৩১৬]

٣٠٧٥-[٦] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللهِ سِتِّيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ» ثُمَّ قَرَأَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصٰى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ [سورة النساء ٤: ١٢] إِلٰى قَوْلِهٖ ﴿وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ﴾ [سورة النساء ٤: ١٣]. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

৩০৭৫-[৬] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো পুরুষ বা নারী ষাট বছর যাবৎ আল্লাহর 'ইবাদাত করে, অতঃপর তাদের নিকট যখন মৃত্যু এসে পৌঁছে, আর তখন তারা ওয়াসিয়্যাত দ্বারা ওয়ারিসের ক্ষতি করে, যাতে তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه এ আয়াত পাঠ করলেন : ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِىْ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ "ওয়াসিয়্যাতের পর যা ওয়াসিয়্যাত করা হয় এবং ঋণ পরিশোধের পর যদি ওয়াসিয়্যাতকারী ক্ষতি না করে- এটাই বড় সাফল্য" আল্লাহ তা'আলার এ বাণী পর্যন্ত। (আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও ইবনু মাজাহ)[৩১৭]

---

[৩১৬] **য'ঈফ** : দারাকুত্বনী ৪২৯৭, ইরওয়া ১৬৫৬, য'ঈফ আল জামি' ৬১৯৮। কারণ এর সানাদে 'আত্ব আল খুরাসানী একজন দুর্বল ও মুদাল্লিস রাবী।

[৩১৭] **য'ঈফ** : আবূ দাঊদ ২৮৬৮, তিমিরিযী ২১১৭, ইবনু মাজাহ ২৭০৪, আহমাদ ২/৭৭২৮।

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ ওয়াসিয়্যাত করার মাধ্যমে ওয়ারিসের অধিকার নষ্টকারীকে **জাহান্না**মের সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন- যদি কোনো পুরুষ বা স্ত্রীলোক ষাট বছর পর্যন্ত আল্লাহর **আনু**গত্যে জীবন অতিবাহিত করে। অতঃপর যখন তাদের দু'জনের মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়। তখন তারা ওয়াসিয়্যাতের মাধ্যমে উত্তরাধিকারীর ক্ষতি করে। তথা কোনো অপরিচিত ব্যক্তির জন্য এক-তৃতীয়াংশের বেশি ওয়াসিয়্যাত করে বা সমুদয় সম্পদ যে কোনো এক ওয়ারিসকে দান করে দেয় যাতে অন্যান্য ওয়ারিসরা তার সম্পদ থেকে কোনো অংশ না পায়। এমতাবস্থায় তাদের উভয়ের জন্য জাহান্নামের আগুন অবধারিত হয়ে যায়। কেননা এতে আল্লাহর বিধানকে অবজ্ঞা করা হয়।

এ সময় আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন- অর্থাৎ- "ওয়াসিয়্যাতের পর যা ওয়াসিয়্যাত করা হয় এবং ঋণ পরিশোধের পর যদি ওয়াসিয়্যাতকারী ক্ষতি না করে– এটাই বড় সাফল্য"

('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৮৬৪; তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২১১৭; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٠٧٦-[٧] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ عَلٰى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلٰى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ وَمَاتَ عَلٰى تُقًى وَشَهَادَةٍ وَمَاتَ مَغْفُوْرًا لَهٗ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

৩০৭৬-[৭] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ওয়াসিয়্যাত করে মারা গেছে সে সত্যপথ ও সুন্নাতের উপর মারা গেছে, মুত্তাক্বী ও শাহীদরূপে মারা গেছে এবং আল্লাহর ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে মারা গেছে। (ইবনু মাজাহ)[৩১৮]

ব্যাখ্যা : ওয়াসিয়্যাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করতে রসূলুল্লাহ ﷺ ফাযীলাতের এ কথা বলেছেন। ওয়াসিয়্যাত করে কেউ যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়।

প্রথমতঃ ঐ ব্যক্তি সরল-সঠিক ও শক্তিশালী ভিত্তির উপর মৃত্যুবরণ করে।

দ্বিতীয়তঃ এমন সুন্নাতের উপর সে মৃত্যুবরণ করে যা রবের নিকট গ্রহণীয় এবং রোমাঞ্চকর।

তৃতীয়তঃ ঐ ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট বিষয়াবলী পালন ও নিষিদ্ধ বস্তু থেকে বিরত থেকে তাক্বওয়ার মানদণ্ডের উপরে মৃত্যুবরণ করে।

চতুর্থতঃ ওয়াসিয়্যাতকারী শাহীদী মর্যাদা নিয়ে মারা যায়। সর্বশেষ ঐ ওয়াসিয়্যাতকারী আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। যা হলো প্রকৃত উদ্দেশ্য। তবে সগীরাহ্ গুনাহ ক্ষমা করা হয়। কেননা কাবীরাহ্ গুনাহ থেকে মুক্তির পথ হলো তাওবাহ্। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٧٧-[٨] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ أَوْصٰى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ ابْنُهٗ هِشَامٌ خَمْسِيْنَ رَقَبَةً فَأَرَادَ ابْنُهٗ عَمْرٌو أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ الْخَمْسِيْنَ الْبَاقِيَةَ فَقَالَ: حَتّٰى أَسْأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ أَبِيْ أَوْصٰى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ وَإِنَّ

---

[৩১৮] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ ২৭০১, য'ঈফ আল জামি' ৫৮৪৮। কারণ এর সানাদে 'আওফ একজন মাজহূল রাবী।

هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُونَ رَقَبَةً أَفَأُعْتِقُ عَنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذٰلِكَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩০৭৭-[৮] ‘আম্‌র ইবনু শু‘আয়ব রাঃ তাঁর পিতা ও দাদা পরম্পরায় বর্ণনা করেন যে, ‘আস্ ইবনু ওয়ায়িল রাঃ (প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত হওয়ায়) ওয়াসিয়্যাত করে যান যে, তার পক্ষ হতে যেন একশত ক্রীতদাস মুক্ত করা হয়। তদনুসারে তার পুত্র হিশাম পঞ্চাশটি ক্রীতদাস মুক্ত করেন। অতঃপর তাঁর পুত্র ‘আম্‌র বাকি পঞ্চাশটি স্বাধীন করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। তবে বললেন, আমি স্বাধীন করব না যতক্ষণ না এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করব। অতঃপর তিনি নাবী ﷺ-এর খিদমাতে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা তার পক্ষ হতে একশত ক্রীতদাস মুক্ত করার ওয়াসিয়্যাত করে গেছেন আর বাকী রয়েছে পঞ্চাশটি; আমি কি তার পক্ষ হতে তা মুক্ত করব? এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে যদি মুসলিম হতো, আর তোমরা তার পক্ষ হতে তা মুক্ত করতে অথবা দান-সদাক্বাহ্ করতে বা হাজ্জ করতে, তাহলে তার নিকট তার সাওয়াব পৌঁছত। (আবূ দাঊদ)[৩১৯]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে কোনো কাফিরের ওয়াসিয়্যাত, তার মুসলিম ওয়ালীর জন্য পালন করার বিধান প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। ‘আস ইবনু ওয়ায়িল ছিলেন একজন কাফির। যিনি ইসলামী যুগ পেয়েও ইসলাম গ্রহণ করেন নি। তিনি তার ওয়ারিসদেরকে তার মৃত্যুর পর তার পক্ষ থেকে একশত গোলাম আযাদ করতে ওয়াসিয়্যাত করেন। তখন তার ছেলে হিশাম তার পক্ষ থেকে পঞ্চাশটি গোলাম আযাদ করে দেন। আর হিশাম তিনি ছিলেন, প্রাথমিককালে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। তিনি মাক্কায় ইসলাম গ্রহণ করে পরবর্তীতে বর্তমান ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন। অতঃপর তার অপর পুত্র ‘আম্‌রও পঞ্চাশটি গোলাম আযাদ করার ইচ্ছা করেন, ‘আম্‌র পঞ্চম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন, তিনি বিষয়টি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করার মনঃস্থির করলেন যে, তার কাফির পিতার পক্ষ থেকে গোলাম আযাদ করা বৈধ কিনা? অতঃপর সে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন- ইয়া রসূলাল্লাহ ﷺ! আমার পিতা একশত গোলাম আযাদ করার জন্য ওয়াসিয়্যাত করে যান, হিশাম পঞ্চাশটি গোলাম তার পক্ষ থেকে আযাদ করে দিয়েছেন, বাকী পঞ্চাশটি গোলাম আমি কি তার পক্ষ থেকে আযাদ করে দিব? উত্তরে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি সে মুসলিম হতো আর তুমি তার পক্ষ থেকে গোলাম আযাদ করতে, সদাক্বাহ্ প্রদান করতে এবং হাজ্জ আদায় করতে তবে সে সাওয়াব পেত। কিন্তু সে মুসলিম না হয়ে মারা যাওয়ার কারণে এসব তার কোনো উপকার হবে না। (‘আওনুল মা‘বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৮৮০; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٧٨ ـ [٩] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثَ وَارِثِهِ قَطَعَ اللّٰهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৩০৭৮-[৯] আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ওয়ারিসদের উত্তরাধিকারের অংশ কেটেছে, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা‘আলা তার জান্নাতের উত্তরাধিকারীর অংশ কেটে নিবেন। (ইবনু মাজাহ)[৩২০]

---

[৩১৯] হাসান : আবূ দাঊদ ২৮৮৩, সহীহ আল জামি‘ ৫২৯১।

[৩২০] মাওযূ‘ : ইবনু মাজাহ ২৭০৩, য‘ঈফ আল জামি‘ ৫২২৩। ‘আল্লামাহ্ বুসীরী বলেন : এর সানাদে যায়দ আল ‘আম্মী এবং তার সন্তান ‘আবদুর রহীম উভয়েই মিথ্যুক রাবী।

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যদি তার ওয়ারিসকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করে ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাকে জান্নাতের মীরাস থেকে বঞ্চিত করবেন। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তি আশায় থাকে, সে তার পূর্বসুরীদের থেকে মীরাস পাবে, পরিশেষে যখন ঐ ব্যক্তি তার ওয়ারিসকে বঞ্চিত করে তখন আল্লাহ তা'আলাও ঐ ব্যক্তিকে (যিনি ওয়ারিসকে বঞ্চিত করেছেন তাকে) তার সর্বশেষ প্রত্যাশা জান্নাতপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করেন।

'আল্লামাহ্ রাগিব বলেন : কোনরূপ চুক্তি ব্যতিরেকে অন্যের থেকে কারো নিকট সম্পদের স্থানান্তরকে الْوِرَاثَةُ (ওয়ারাসাহ্) বলা হয়। এ কারণেই উক্ত প্রক্রিয়াকে اَلْمُنْتَقِلِ عَنِ الْمَيِّتِ "মৃত ব্যক্তির স্থানান্তরকৃত সম্পদ" নামকরণ করা হয়। কেউ কেউ বলেন : কোনো কষ্ট-পরিশ্রম ব্যতীত যা অর্জিত হয় তা-ই 'ওয়ারাসাহ্'। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন : ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ أُورِثْتُمُوْهَا﴾ "এই হলো জান্নাত তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করা হয়েছে"– (সূরাহ্ আয্ যুখরুফ ৪৩ : ৭২)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٧٩-[١٠] وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ.

৩০৭৯-[১০] আর বায়হাক্বী (রহঃ) তাঁর শু'আবুল ঈমানে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন।[৩২১]

[৩২১] বায়হাক্বীতে এ শব্দে পাওয়া যায়নি।

(١٣) كِتَابُ النِّكَاحِ

পর্ব-১৩ : বিবাহ

আন্ নিহায়াহ্ গ্রন্থে রয়েছে যে, যদি কোনো ব্যক্তির যিনায় লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে, এমনকি যদি নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব না হয় তবে তার জন্য বিবাহ করা ফার্‌য। আর যদি স্ত্রীর চাহিদা মেটাতে না পারার আশংকা থাকে তবে বিবাহ করা মাকরূহ।

দাউদ আয্ যাহিরী ও তার অনুসারীদের মতে, স্ত্রী সহবাস ও স্ত্রীর খরচ বহনে সক্ষম ব্যক্তির ওপর বিবাহ করা ফার্‌যে আইন। যেমন আল্লাহ তা'আলার কথা : অর্থাৎ- "নারীদের মধ্য হতে যাদের তোমাদের ভালো লাগে তাদের বিবাহ কর।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৩)

তবে বিবাহের ক্ষেত্রে 'উলামাগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। কারো মতে ফার্‌যে কিফায়াহ্, কারো মতে ওয়াজিব কিফায়াহ্, কারো মতে মুস্তাহাব আবার কারো মতে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ (গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত) আর এটাই অধিক বিশুদ্ধ মত এবং তা 'ইবাদাতের অতি নিকটবর্তীও বটে। এমন বৈবাহিক জীবনে ব্যস্ত থাকা বিবাহ মুক্ত থাকার চেয়ে অনেক উত্তম। তবে ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর মতে বিবাহ মুক্ত হয়ে 'ইবাদাতে মশগুল থাকাই উত্তম।

'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহঃ) বলেন : সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা মুস্তাহাব। অন্যথায় বিবাহ মুক্ত থেকে 'ইবাদাতে ব্যস্ত থাকাই উত্তম। এটা জুমহূর 'উলামাগণের মত। আবূ হানীফাহ্ ও ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর কতিপয় অনুসারী এবং ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে বিবাহ করাই উত্তম। সামর্থ্য না থাকলে বিবাহ করা মাকরূহ।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٠٨٠ - [١] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهٗ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهٗ لَهٗ وِجَاءٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩০৮০-[১] 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন অবশ্যই বিবাহ করে। কেননা বিবাহ দৃষ্টি অবনত করে ও লজ্জাস্থানের অধিক অধিক হিফাযাত করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন সওম (রোযা) রাখে। কেননা, সওম তার জন্য ঢালস্বরূপ (অর্থাৎ- অবৈধ যৌনচাহিদা থেকে বিরত রাখে)।

(বুখারী ও মুসলিম)[৩২২]

---

[৩২২] **সহীহ** : বুখারী ৫০৬৬, মুসলিম ১৪০০, নাসায়ী ৩২১০, তিরমিযী ১০৮১, আহমাদ ৪০২৩, ইরওয়া ১৭৮১, সহীহ আল জামি' ৭৯৭৫।

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহঃ) বলেন : اَلْبَاءَةُ "বাআত" এর উদ্দেশ্য নিয়ে 'উলামাগণের মাঝে দু'টি অগ্রগণ্য মত রয়েছে। তন্মধ্যে অধিক বিশুদ্ধ মত হলো, اَلْبَاءَةُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সহবাস। সুতরাং মূল কথা হলো যে, সহবাসে সক্ষম সে যেন বিবাহ করে। আর যে স্ত্রীর ভরণ-পোষণে অক্ষম ও সহবাসে অক্ষম, তার যৌন চাহিদা দমন করার জন্য সিয়াম পালন করতে হবে আর এটাই তার খারাপ মনোবৃত্তি দূর করবে।

দ্বিতীয় মত হলো, বিবাহের খরচাদি বহনের সক্ষমতা (অর্থাৎ- দেন-মুহর, ওয়ালীমা ইত্যাদি)। সুতরাং হাদীটির উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি বিবাহের সমস্ত খরচ পরবর্তী স্ত্রী খরচাদি বহনে সক্ষম সে যেন বিবাহ করে। আর যে এতে অক্ষম সে তার প্রবৃত্তি দমনে সিয়াম পালন করবে। তবে আমি ('আসক্বালানী) বলব : হাদীসে উল্লেখিত বাক্যে (مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ) এখানে اَلْبَاءَةُ এর মধ্যে সহবাসে সক্ষমতা ও স্ত্রীর যাবতীয় খরচাদিসহ সবই রয়েছে। কারণ তিরমিযীতে আস্ সাওরী (রহঃ)-এর সূত্রে আ'মাশ (রহঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি اَلْبَاءَةُ করতে সক্ষম নয় সে সিয়াম পালন করবে। তিরমিযীর বর্ণনায় আবূ 'আওয়ানাহ্-এর সূত্রে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি বিবাহ করতে সক্ষম সে যেন বিবাহ করে। আবার নাসায়ীর বর্ণনায় রয়েছে, যার সামর্থ্য আছে সে বিবাহ করবে।

ইবন হায্ম (রহঃ) বলেন : সহবাসে সক্ষম ব্যক্তি মাত্র সবার ওপর বিবাহ করা ফার্‌য, যদি তার বিবাহ করার সামর্থ্য থাকে। এতে যদি সে অক্ষম হয় তবে বেশী বেশী সিয়াম পালন করবে। আর এটাই এক দল সালাফগণের বক্তব্য।

ইবনুল বাত্তল (রহঃ) বলেন : নাবী (ﷺ)-এর কথা দ্বারা বিবাহ ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। কারণ বিবাহের পরিবর্তে সিয়াম পালন ওয়াজিব না, সুতরাং বিবাহটা অনুরূপই হবে। সিয়াম পালনের নির্দেশ রয়েছে সহবাসে অক্ষমতার কারণে, সুতরাং তা আবশ্যকীয় নয়। ব্যাপারটা এ রকম যে, কেউ কাউকে বলল, এ কাজ তোমার জন্য করা ওয়াজিব, তবে তা যদি না পার তবে তোমার জন্য এটা করা ভালো।

আহমাদ-এর প্রসিদ্ধ বক্তব্য রয়েছে যে, পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে বিবাহ করা ওয়াজিব নয়। 'আল্লামাহ্ কুরতুবী (রহঃ) বলেন : সামর্থ্যবান ব্যক্তির যদি বিবাহ ছাড়া নিজের ওপর কিংবা দীনের ব্যাপারে ক্ষতির (যিনায় লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা) আশঙ্কা থাকে এবং বিবাহ ছাড়া যদি এ অবস্থা থেকে মুক্তির সম্ভাবনা না থাকে তবে তার জন্য বিবাহ করা ওয়াজিব। এতে কারো দ্বিমত নেই।

(ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫০৬৫)

٣٠٨١-[٢] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلٰى عُثْمَانَ ابْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهٗ لَاخْتَصَيْنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩০৮১-[২] সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) নিষেধ করেন 'উসমান ইবনু মায্'উন (রাঃ)-এর বিবাহ না করার সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করার। যদি তিনি (ﷺ)-ও তাঁকে এরূপ অনুমতি দিতেন, তাহলে আমরা সকলে খোজা বা খাসি হয়ে যেতাম। (বুখারী ও মুসলিম)[৩২৩]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষত্ব নষ্ট করা, সৃষ্টির পরিবর্তন করা ও নি'আমাত অস্বীকার করা– এসবই ভ্রান্ত চিন্তা; কেননা মানুষের পুরুষ হিসেবে জন্ম নেয়া একটি বড়

---

[৩২৩] **সহীহ :** বুখারী ৫০৭৩, মুসলিম ১৪০২, নাসায়ী ৩২১২, তিরমিযী ১০৮৩, ইবনু মাজাহ ১৮৪৩, আহমাদ ১৫১৪, দারিমী ২২১৩।

নি'আমাত যখন এটা দূর করবে তখন সে মহিলার সাদৃশ্য হবে এটি পূর্ণতার উপর অপূর্ণতাকে মনোনীত করা।

'আল্লামাহ্ কুরতুবী (রহঃ) বলেন : আদাম সন্তান ছাড়া অন্যান্য প্রাণীগুলোর ক্ষেত্রে উপকার পাওয়ার স্বার্থ ছাড়া খাসি করা জায়িয নেই। 'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহঃ) বলেন : যে সকল প্রাণীর গোশত খাওয়া হয় না সে সব প্রাণীকে খাসি করা সম্পূর্ণ হারাম। আর সে সব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল সে সব প্রাণী ছোট থাকা অবস্থায় খাসি করা জায়িয, বড় হওয়ার পর তা জায়িয নয়। (ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫০৭৩-৭৪)

'আল্লামাহ্ বাগাবী (রহঃ) অনুরূপ কথা বলেছেন, অর্থাৎ- যে সব প্রাণীর গোশত খাওয়া হয় না সে সব প্রাণী খাসি করা হারাম। আর যে সব প্রাণী গোশত খাওয়া যায় সে সব প্রাণী ছোট থাকাতে খাসি করা জায়িয। বড় হলে তা হারাম।

٣٠٨٢ - [٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩০৮২-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : (মূলত) চারটি গুণের কারণে নারীকে বিবাহ করা হয়– নারীর ধন-সম্পদ, অথবা বংশ-মর্যাদা, অথবা রূপ-সৌন্দর্য, অথবা তার ধর্মভীরুর কারণে। (রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন) সুতরাং ধর্মভীরুকে প্রাধান্য দিয়ে বিবাহ করে সফল হও। আর যদি এরূপ না কর তাহলে তোমার দু' হাত ধূলায় ধূসরিত হোক (ধর্মভীরু মহিলাকে প্রাধান্য না দিলে ধ্বংস অবধারিত)! (বুখারী ও মুসলিম)[৩২৪]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের বিশুদ্ধ অর্থ হলো, নাবী (ﷺ) বিবাহের ক্ষেত্রে লোকজন যা করত তাই উল্লেখ করেছেন। লোকজন উল্লেখিত চারটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিত। আর এ সবগুলোর পর ছিল দীনদারিত্বের বিষয়, আর নাবী (ﷺ) বলেন : হে সঠিক পথের সন্ধানী! তুমি দীন-দারিত্বকেই প্রাধান্য দাও। তবে এটি এ মর্মে নির্দেশ নয়।

'আল্লামাহ্ কুরতুবী (রহঃ) বলেন : আলোচ্য হাদীসের অর্থে চারটি বৈশিষ্ট্য যা নারীর বিবাহের প্রতি আগ্রহ যোগায়, তা নির্দেশ বা ওয়াজিব নয়। বরং এ বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা বৈধ, তবে দীন-দারিত্ব দেখাটা অধিক অগ্রগণ্য। তিনি আরো বলেন যে, এ হাদীস থেকে এটা মনে করা যাবে না যে, নারী পুরুষের কুফু বা সমতা এ চারটির মধ্যে সীমাবদ্ধ। (ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫০৯০)

٣٠٨٣ - [٤] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩০৮৩-[৪] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : দুনিয়ার সমস্ত কিছুই (তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী) ধন-সম্পদ। (তন্মধ্যে) মুসলিম সতীসাধ্বী রমণী সর্বশ্রেষ্ঠ ধন। (মুসলিম)[৩২৫]

---

[৩২৪] **সহীহ :** বুখারী ৫০৯০, মুসলিম ১৪৬৬, নাসায়ী ৩২৩০, আবূ দাউদ ২০৪৭, ইবনু মাজাহ ১৮৫৮, আহমাদ ৯৫২১, ইরওয়া ১৭৮৩, সহীহ আল জামি' ৩০০৩।

[৩২৫] **সহীহ :** মুসলিম ১৪৬৭, নাসায়ী ৩২৩২, আহমাদ ৬৫৬৭, সহীহ আল জামি' ৩৪১৩।

ব্যাখ্যা : দুনিয়ার ভোগসামগ্রী অতি সামান্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন : হে রসূল! আপনি বলুন দুনিয়ার ভোগবিলাশ অতি নগণ্য"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৭৭)। এ মর্মে নাবী ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে দুনিয়া যদি একটি মশার ডানার সমতুল্য হত তাহলে কাফিরদেরকে দুনিয়াতে পানিও পান করতে দিতেন না। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৩২০)

আর দুনিয়ার উত্তম উপভোগ্য হলো সতী নারী, কারণ এটা আখিরাতের কর্মের উপর নির্ধারিত। আর আল্লাহ তা'আলার কথা, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন"– (সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ ২ : ২০) 'আলী رضي الله عنه এর ব্যাখ্যা করেছেন সতী নারী ও 'আখিরাতে কল্যাণ দান করুন' এর ব্যাখ্যা করেছেন জান্নাতের হূর। অর্থাৎ- আখিরাতে জান্নাতী হূর দানের মাধ্যমে কল্যাণ দান করুন।

٣٠٨٤-[٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِيْ صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِيْ ذَاتِ يَدِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩০৮৪-[৫] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উট আরোহণকারিণীদের মধ্যে সর্বোত্তম নারী কুরায়শ বংশের নারীগণ, তারা শৈশবকালে সন্তানের প্রতি অধিক স্নেহপরায়ণা হয় এবং স্বামীর ধন-সম্পদের উত্তম রক্ষণাবেক্ষণকারিণী হয়। (বুখারী ও মুসলিম)[৩২৬]

ব্যাখ্যা : মারইয়াম عليها السلام-এর বর্ণনা সংক্রান্ত হাদীসের শেষে আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه-এর কথা (মারইয়াম বিনতু 'ইমরান عليها السلام কখনই উটের পিঠে সওয়ার হননি) এর থেকে বুঝা যায় যে, হাদীসে উল্লেখিত গুণাবলী থেকে মারইয়াম عليها السلام-কে তিনি আলাদা করছেন। কারণ তিনি তো উঠের পিঠে সওয়ার হননি, কাজেই কুরায়শী নারীদের শ্রেষ্ঠত্ব তো তার ওপর বর্তায় না। তবে কুরায়শী সকল নারীদের ওপর মারইয়াম عليها السلام-এর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, নারীদের মধ্যে উত্তম নারী হলেন মারইয়াম عليها السلام, নারীদের মধ্য উত্তম নারী হলো খাদীজাহ্ رضي الله عنها। আর নাবী ﷺ-এর কথা (خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ) এটা দ্বারা আরবের নারীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ তাদের অধিকাংশই উটের পিঠে সওয়ার হতেন। (ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫০৮২)

আর কুরায়শী নারীদের শ্রেষ্ঠত্ব হাদীসে উল্লেখিত গুণাবলীর কারণে। সেগুলো হলো, সন্তানদের প্রতি রক্ষণশীল হওয়া, তাদের প্রতি স্নেহশীল হওয়া, উত্তমভাবে তাদের প্রতিপালন করা তারা ইয়াতীম হলে তাদের প্রতিপালনে অবিচল থাকা। অনুরূপভাবে স্বামীর সম্পদের ক্ষেত্রে তার হাক্ব আদায় করা, তা সংরক্ষণ করা, আমানাত রক্ষা করা, খরচ বা অন্য বিষয়ের ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনা করা সহ বিবিধ গুণাবলীর কারণে আরবের নারীরা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ। (শারহু মুসলিম ১৫/১৬ খণ্ড, হাঃ ২৫২৭)

٣٠٨٥-[٦] وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِىْ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩০৮৫-[৬] উসামাহ্ ইবনু যায়দ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার (ইন্তিকালের) পরে আমার উম্মাতের পুরুষদের জন্য নারী অপেক্ষা অধিক ফিত্‌নার শঙ্কা আর কিছুতেই রেখে যাইনি। (বুখারী ও মুসলিম)[৩২৭]

[৩২৬] সহীহ : বুখারী ৫০৮২, মুসলিম ২৫২৭, সহীহাহ্ ১০৫২, সহীহ আল জামি' ৩৩২৯।

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, নারীদের ফিত্নাহ্ অবশ্যই অন্যান্য বিষয়গুলো থেকে অধিক কঠিন এবং আল্লাহর বাণী এটাই সমর্থন করে, "মানব জাতিকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী"– (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান ৩ : ১৪)। তিনি তাদেরকে দুনিয়ার মোহ ভালোবাসার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কোনো কোনো 'উলামাহ্গণ বলেন, নারীদের সবকিছুতে অনিষ্টতা আছে, বিশেষ করে তাদের হাড় না মানা স্বভাবে আরো বেশী অনিষ্টতা রয়েছে। সেই সাথে তাদের জ্ঞানের কমতি ও দীনের কমতিও রয়েছে। জ্ঞানের কমতি হলো, পুরুষকে তার মোহে অন্ধ করা। আর দীনের কমতি হলো, দীনের কর্মের বিষয়ে উদাসীন থাকা এবং দুনিয়া অনুসন্ধানের ফলে পরকালীন ধ্বংস ডেকে আনা। আর এটাই বড় ফাসাদ বা বিপর্যয়।

(ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫০৯৬; শারহু মুসলিম ১৭/১৮ খণ্ড, হাঃ ২৭৪০; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٨٦-[٧] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِيْ إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩০৮৬-[৭] আবূ সা'ঈদ আল খুদ্‌রী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুনিয়া হলো চিত্তাকর্ষক সবুজের সমারোহ। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে পাঠিয়ে পরীক্ষা করতে চান যে, তোমরা কিরূপে আ'মাল কর। সুতরাং (দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে) আল্লাহর ভয় কর এবং নারীদের ব্যাপারে সাবধান থাক। কেননা, বানী ইসরাঈলদের মধ্যে সর্বপ্রথম নারীদের মধ্যেই ফিত্নাহ্ সংঘটিত হয়েছিল। (মুসলিম)[৩২৮]

ব্যাখ্যা : নারীদের থেকে বেঁচে থাক, কারণ তোমরা তাদের কারণে শারী'আতের নিষিদ্ধ কর্মগুলোতে পতিত হতে পার এবং তাদের কারণে দুনিয়ার ফিত্নায় পতিত হয়ে যাবে। কারণ দুনিয়ার প্রথম ফিতনাহ্ তাদের কারণেই হয়েছে।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : তোমরা তাদের (নারীদের) দিকে ঝুঁকে পড়া থেকে বেঁচে থাক এবং তাদের কথা গ্রহণ থেকে বেঁচে থাক। কারণ তাদের জ্ঞান কম এবং তাদের অধিকাংশ কথায় কোনো কল্যাণ নেই। (শারহু মুসলিম ১৫/১৬ খণ্ড, হাঃ ২৭৪২; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٨٧-[٨] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «الشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: «الشُّؤْمُ فِيْ ثَلَاثَةٍ: فِي الْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ وَالدَّابَّةِ».

৩০৮৭-[৮] ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অকল্যাণ নিহিত রয়েছে নারী ও আরোহণে (গাড়িতে)। (বুখারী ও মুসলিম)[৩২৯]

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, অকল্যাণ তিন প্রকার জিনিসে– নারী, বাড়িতে ও আরোহণে (চতুষ্পদ জন্তু হতে)।

---

[৩২৭] **সহীহ :** বুখারী ৫০৯৬, মুসলিম ২৭৪০, তিরমিযী ২৭৮০, ইবনু মাজাহ ৩৯৯৮, সহীহাহ্ ২৭০১, সহীহ আল জামি' ৫৫৯৭।

[৩২৮] **সহীহ :** মুসলিম ২৭৪২, তিরমিযী ২১৯১, ইবনু মাজাহ ৪০০০।

[৩২৯] **সহীহ :** বুখারী ৫০৯৩, মুসলিম ২২২৫, নাসায়ী ৩৫৬৮, তিরমিযী ২৮২৪, আবূ দাউদ ৩৯২২, আহমাদ ৬৪০৫, সহীহ আল জামি' ৩৭২৭।

ব্যাখ্যা : অপর বর্ণনায় রয়েছে, যদি অশুভ লক্ষণ থাকত তবে তা ঘোড়া, বাড়ী ও নারীর মধ্যেই থাকত। 'উলামাগণ এ ব্যাপারে কিছুটা ইখতিলাফ করেছেন। ইমাম মালিক ও একদল 'উলামাগণের মতে বাড়ী কখনও কখনও আল্লাহ তা'আলা ক্ষতি কিংবা ধ্বংসের কারণ হিসেবে গণ্য করেন। অনুরূপ নির্ধারিত মহিলা অথবা ঘোড়া কিংবা খাদিম, এগুলোতে কখনও আল্লাহর ফায়সালাতেই ক্ষতি বা ধ্বংস থাকতে পারে।

অতএব, হাদীসের অর্থ হলো, কখনও কখনও উল্লেখিত তিনটির মাধ্যমে অকল্যাণ অর্জিত হতে পারে। খত্ত্বাবী বলেন, এ তিনটিতে সত্ত্বাগতভাবে কোনো অকল্যাণ নেই। বরং এগুলোর মাঝে আল্লাহর ফায়সালাতেই কখনও কখনও অকল্যাণ এসে পরে।

(ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫০৯৩; শারহু মুসলিম ১৩/১৪ খণ্ড, হাঃ ২২২৫; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٨٨ - [٩] وَعَنْ جَابِرٍ: قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَزْوَةٍ فَلَمَّا قَفَلْنَا كُنَّا قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ: «تَزَوَّجْتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ؟» قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبٌ قَالَ: «فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ». فَلَمَّا قَدِمْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ: «أَمْهِلُوْا حَتّٰى نَدْخُلَ لَيْلًا أَيْ عِشَاءً لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩০৮৮-[৯] জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (সাঃ)-এর সাথে এক যুদ্ধে শারীক ছিলাম। (যুদ্ধ শেষে ফেরার সময়) যখন আমরা মাদীনার নিকটবর্তী হলোাম, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি একজন সদ্যবিবাহিত। তিনি (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বিবাহ করেছ! উত্তরে বললাম, জী হ্যাঁ। (পুনরায়) তিনি (সাঃ) বললেন, কুমারী না বিধবা? আমি বললাম, বিধবা। তিনি (সাঃ) বললেন, কুমারী বিবাহ করলে না কেন? তাহলে তুমিও তার সাথে আমোদ-প্রমোদ করতে এবং সেও তোমার সাথে মন খুলে আমোদ-প্রমোদ করত। জাবির (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমরা যখন মাদীনায় পৌঁছলাম, তখন আমরা নিজ ঘরে প্রবেশে উদ্যত হলোাম। তখন তিনি (সাঃ) বলেছেন : থাম! রাত (সন্ধ্যা) পর্যন্ত অপেক্ষা কর (এখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করো না), আমরা রাতে নিজ নিজ ঘরে প্রবেশ করব। কেননা স্ত্রী তার অবিন্যস্ত চুল আঁচড়ে (পরিপাটি হতে) নিতে পারে এবং স্বামী বিচ্ছিন্না (প্রবাসী স্বামীর) নারী ক্ষুর ব্যবহার করে অবসর হয় (অর্থাৎ- নাভির নীচের চুল পরিষ্কার করে নিতে পারে)। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৩০]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে রয়েছে যে, (কুমারী) মহিলাকে বিবাহ করা উত্তম এবং স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের সাথে খেল-তামাশা করা ভালো। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : সাইয়্যিবা (ত্বলাক্বপ্রাপ্তা) মহিলার অন্তর পূর্ব স্বামীর দিকে ঝুঁকে থাকে বিধায় তার পূর্ণ ভালোবাসা সে দিতে পারে না, যা কুমারী মহিলা দিতে পারে। যেমনটি বর্ণিত রয়েছে তোমরা কুমারী মহিলা বিয়ে কর, কেননা তারা অধিক প্রেমময়ী।

(لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ) এর অর্থ হলো, যাতে স্ত্রী তার স্বামীর উপভোগের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে। সুতরাং পরিবারের কাছে সফর থেকে আগমনের সংবাদ না পৌঁছিয়ে পরিবারের কাছে হঠাৎ যাওয়া বিধিসম্মত নয়।

(ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫২৪৭; শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ৪১৫; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৩৩০] **সহীহ :** বুখারী ৫২৪৭, মুসলিম ৭১৫, আবূ দাউদ ২০৪৮, নাসায়ী ৩২১৯, তিরমিযী ১১০০, দারিমী ২২৬২, ইরওয়া ১৭৮৫, সহীহ আল জামি' ৪২৩৩।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٠٨٩-[١٠] عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ عَوْنُهُمْ: اَلْمُكَاتَبُ الَّذِىْ يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِىْ يُرِيدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِىْ سَبِيلِ اللّٰهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৩০৮৯-[১০] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সাহায্য করেন। (প্রথমত) ক্রীতদাস- যে তার মুক্তিপণ পরিশোধ করে স্বাধীন হতে চায়। (দ্বিতীয়ত) বিবাহ উদ্যমী ব্যক্তি- যে স্বীয় চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশে হয়। (তৃতীয়ত) মুজাহিদ- যে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। (তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)[৩৩১]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : উল্লেখিত বিষয়গুলোতে সাহায্যের ঘোষণার কারণ হলো, উল্লেখিত কাজগুলো খুব কঠিন, যা মানুষকে জটিলতায় ফেলে দেয়, যদি আল্লাহ তা'আলা এ কাজগুলোর জন্য সাহায্যের ঘোষণা না দিতেন তবে মানুষ এ কাজগুলোর জন্য দাঁড়াত না। আর এগুলোর মধ্যে সব চাইতে কঠিন হলো, যিনা থেকে দূরে থাকা। কেননা এটা বহুগামিতা থেকে মানুষকে স্থিতিশীল চারিত্রিক চাহিদায় প্রবেশ করায়। অর্থাৎ- اَلْعَفَافُ মানুষকে একাধিক নারীর কাছে গমন করা থেকে বিরত রাখে। আর বহুগামিতা হলো, নিম্নশ্রেণীর চতুষ্পদ প্রাণীর চাহিদা। সুতরাং যখন কেউ নিজেকে যিনা থেকে বেঁচে রাখবে সে আল্লাহর সাহায্য পাবে। আর আল্লাহ তা'আলার সাহায্য তাকে মালায়িকার (ফেরেশতাদের) অবস্থানে উঠাবে এবং উঁচু আসনে সমাসীন করে। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৬৫৫; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٩٠-[١١] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِنْ لَا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

৩০৯০-[১১] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যখন তোমাদের নিকট কেউ বিবাহের প্রস্তাব পাঠায়, তখন দীনদারী ও সচ্চরিত্রের মূল্যায়ন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ কর। যদি তোমার তা না কর, তাহলে দুনিয়াতে বড় রকমের ফিত্নাহ্-বিশৃঙ্খলা জন্ম দেবে। (তিরমিযী)[৩৩২]

ব্যাখ্যা : এটা এ কারণে যে, যদি তোমরা সম্পদ কিংবা অন্য দিক বিবেচনায় বিবাহ না দাও তবে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যে, অধিকাংশ মহিলা স্বামী ছাড়া থাকবে। অন্য দিকে অনেক পুরুষ-ই স্ত্রী ছাড়া থেকে যাবে। এর ফলে যিনা-ব্যভিচারের মাধ্যমে ফিত্নাহ্-ফাসাদ সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং কখনও কখনও এ বিষয় নিয়ে অভিভাবকগণ বিপাকে পড়বেন। আর বংশ বিস্তার বন্ধ হয়ে যাবে এবং মীমাংসার ও সৃষ্ট ফিত্নাহ্ থেকে মুক্তির সম্ভাবনাক্রমেই ক্ষীণ হয়ে যাবে।

---

[৩৩১] **সহীহ :** তিরমিযী ১৬৫৫, ইবনু মাজাহ ২৫১৮, নাসায়ী ৩২১৮।

[৩৩২] **হাসান :** তিরমিযী ১০৮৪, ইবনু মাজাহ ১৯৬৭, ইরওয়া ১৮৬৮।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : আলোচ্য হাদীস ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতের স্বপক্ষে দলীল। তিনি বলেন, দীন ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ে কুফু (সমতা) প্রযোজ্য নয়। জুমহূর 'উলামাগণের মতে চারটি বিষয়ে কুফু লক্ষণীয়- যথা (১) দীনদারিত্ব (২) স্বাধীন হওয়া (৩) বংশ (৪) কর্ম অর্থাৎ কর্ম করে খেতে পারবে কিনা। তবে মহিলা কিংবা তার অভিভাবক যদি কুফু বা সমতা ছাড়াই বিবাহে রাজী হয় তবে বিবাহ সঠিক হবে। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৩য় খণ্ড, হাঃ ১০৮৪; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٠٩١ -[١٢] وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৩০৯১-[১২] মা'ক্বিল ইবনু ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা বিবাহ কর স্বামীভক্তি ও অধিক সন্তান প্রসবকারিণীকে। কেননা, (ক্বিয়ামাত দিবসে) তোমাদের সংখ্যাধিক্যের গর্ব অন্যান্য উম্মাতের উপর বিজয় প্রকাশ করতে চাই। (আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[৩৩৩]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত اَلْوَدُوْدَ (আল ওয়াদূদ) হলো, যে মহিলা তার স্বামীকে বেশী ভালোবাসে তাকে ওয়াদূদ বলা হয়। আর اَلْوَلُوْدَ (আল ওয়ালূদ) বলতে সে নারীকে বুঝায়, যে অধিক সন্তান জন্ম দেয়। বিবাহের জন্য পাত্রী যাচাইয়ের ক্ষেত্রে নাবী ﷺ এ দু'টো গুণ নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেছেন। এর কারণ হলো, অধিক সন্তান জন্মাদানে সামর্থ্যবান নারী যদি প্রেমবিনয়ী না হয়, তবে স্বামী তার দিকে আকৃষ্ট হবে না। আবার প্রেমময়ী নারী যদি সন্তান জন্ম না দিতে পারে তাহলে মূল উদ্দেশ্যই অর্জন হবে না। আর জন্মহার বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি জাতি বৃহৎ জাতিকে পরিণত হতে পারে।

উল্লেখিত দু'টো গুণই কুমারী নারীর মাঝে বিদ্যমান বলে জানা যায়। ('আওনুল মা'বূদ ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২০৪৯)

٣٠٩٢ -[١٣] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضٰى بِالْيَسِيْرِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مُرْسَلًا

৩০৯২-[১৩] 'আব্দুর রহমান ইবনু সালিম ইবনু 'উত্বাহ্ ইবনু 'উওয়াইম ইবনু সা'ইদাহ্ আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতা, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কুমারী রমণী বিয়ে কর, কেননা কুমারী রমণীর মুখের মধুময়তা বেশি, অধিক গর্ভধারণযোগ্য এবং অল্পতুষ্টের অধিকারী। (ইবনু মাজাহ মুরসালসূত্রে)[৩৩৪]

ব্যাখ্যা : এখানে নাবী ﷺ কুমারী মেয়েকে বিবাহ করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। কেননা তারা অধিক মিষ্টভাষী হয়ে থাকে, যেমন- মহান আল্লাহ বলেন :

﴿هٰؤُلَاۤءِ بَنَاتِيْ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾

"তারা আমার সৃষ্ট কন্যা, তারা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র।" (সূরাহ্ হূদ ১১ : ৭৮)

---

[৩৩৩] হাসান : আবূ দাউদ ২০৫০, নাসায়ী ৩২২৭।

[৩৩৪] সহীহ : ইবনু মাজাহ ১৮৬১, সহীহাহ্ ৬২৩, সহীহ আল জামি' ৪০৫৩।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٠٩٣-[١٤] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَمْ تَرَ لِلْمُتَحَابِّيْنَ مِثْلَ النِّكَاحِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৩০৯৩-[১৪] ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ দম্পতির পরস্পরের প্রতি যে আন্তরিক প্রেম-ভালোবাসা, তা অন্য (কোথাও) দু’জনের মাঝে তুমি দেখতে পাবে না। (ইবনু মাজাহ)[৩৩৫]

٣٠٩٤-[١٥] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللّٰهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৩০৯৪-[১৫] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার সাথে পাক-পবিত্রাবস্থায় সাক্ষাত প্রত্যাশা করে, সে যেন স্বাধীনা রমণীকে বিয়ে করে। (ইবনু মাজাহ)[৩৩৬]

٣٠٩٥-[١٦] وَعَنْ أَبِي امَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يَقُوْلُ: «مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللّٰهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهِ أَبَرَّتْهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِيْ نَفْسِهَا وَمَالِهِ». رَوَى ابْنُ مَاجَهْ الْأَحَادِيْثَ الثَّلَاثَةَ

৩০৯৫-[১৬] আবূ উমামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মু’মিন বান্দা আল্লাহভীতি অর্জনের পর মু’মিনাহ্ স্ত্রী অপেক্ষা অধিক উত্তম আর কোনো নি‘আমাত লাভ করবে না। (তার স্বামী) তাকে যদি কোনো কিছুর আদেশ করে তৎক্ষণাৎ সে তা পালন করে; তার দিকে তাকালে সে (হাস্যমুখে) স্বামীকে খুশি করে দেয়; যদি তার বিষয়ে কোনো শপথ করে, সে তা পূর্ণ করে। আর স্বামী যদি তার থেকে দূরে (প্রবাসে) থাকে, তবে সে স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার নিজের (লজ্জাস্থানের) হিফাযাত করে ও স্বামীর ধন-সম্পদের মধ্যে কল্যাণ কামনা করে। (ইবনু মাজাহ)[৩৩৭]

٣٠٩٦-[١٧] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّيْنِ فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِيْ».

---

[৩৩৫] হাসান : ইবনু মাজাহ ১৮৪৭, সহীহাহ্ ৬২৪, সহীহ আল জামি‘ ৫২০০।

[৩৩৬] য‘ঈফ : ইবনু মাজাহ ১৮৬২, য‘ঈফ আল জামি‘ ৫৩৮৮। কারণ এর সানাদে সালাম বিন সিয়ার ও কাসির বিন সালিম দু’জনই দুর্বল রাবী।

[৩৩৭] য‘ঈফ : ইবনু মাজাহ ১৮৫৭, য‘ঈফ আল জামি‘ ৪৯৯৯। কারণ এর সানাদে ‘আলী বিন যায়দ এবং ‘উসমান বিন আবুল ‘আতিকাহ্ দু’জনই দুর্বল রাবী।

৩০৯৬-[১৭] আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষ যখন বিয়ে করে তখন সে তার ঈমানের অর্ধেক পূর্ণ করে, অবশিষ্টাংশ লাভের জন্য সে যেন আল্লাহভীতি অর্জন করে।[৩৩৮]

٣٠٩٧ - [١٨] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً». رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شعب الْإِيمَان

৩০৯৭-[১৮] 'আয়িশাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সর্বাপেক্ষা উত্তম বিবাহ হলো স্বল্প খরচে সম্পন্ন করা। (বায়হাক্বী হাদীস দু'টি শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন)[৩৩৯]

(١) بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ وَبَيَانِ الْعَوْرَاتِ

অধ্যায়-১ : (বিবাহের প্রস্তাবিত) পাত্রী দেখা ও সতর (পর্দা) প্রসঙ্গে

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٠٩٨ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: «فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩০৯৮-[১] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল যে, আমি জনৈকা আনসারী নারীকে বিয়ে করার ইচ্ছা করেছি (আপনার কী অভিমত?)। তিনি (ﷺ) বললেন, (বিয়ের পূর্বে) তাকে দেখে নাও। কেননা, আনসারী নারীদের চক্ষুতে কিছু দোষ থাকে। (মুসলিম)[৩৪০]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে রয়েছে যে, বিবাহের জন্য মনোনীত মহিলাকে দেখা মুস্তাহাব। আর এটাই আমাদের মালিকী, হানাফী, কূফী, আহমাদ ও জুমহূর 'উলামাগণের মত। আর মহিলার চেহারা ও দু' হাতের কব্জি পর্যন্ত দেখা বৈধ। কেননা চেহারাতেই প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, মহিলাটি সুন্দরী নাকি এর বিপরীত। আর হাত দেখার মাধ্যমে মহিলার দেহের নমুনা পাওয়া যাবে যে, দেহ কোমল নাকি এর বিপরীত। আর এটাই অধিকাংশ 'উলামাগণের মত। (শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৪২৪)

٣٠٩٩ - [٢] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৩৩৮] হাসান : শু'আবুল ঈমান ৫১০০, সহীহাহ্ ৬২৫, সহীহ আল জামি' ৬১৪৮।

[৩৩৯] য'ঈফ : আহমাদ ২৪৫২৯, শু'আবুল ঈমান ৬৫৬৬। কারণ এর সানাদে ইবনু সাখবারাহ্-এর বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ ইখতিলাফ করেছেন।

[৩৪০] সহীহ : মুসলিম ১৪২৪, নাসায়ী ৩২৪৬, আহমাদ ৭৮৪২, সহীহাহ্ ৯৫।

Contents

৩০৯৯-[২] ইবনু মাস্‘ঊদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ বলেছেন : কোনো নারী যেন অপর কোনো নারীর সাথে ঘনিষ্ঠতার সাথে সাক্ষাতের পরে স্বীয় স্বামীর সামনে উক্ত নারীর (রূপের) এরূপ বর্ণনা না করে, যাতে স্বামী যেন তাকে দেখছে। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৪১]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত নিষেধাজ্ঞা দ্বারা হিকমাত হলো, স্বামী উক্ত বর্ণনাকৃত নারীর গুণাবলীর প্রতি আসক্ত হয়ে যেতে পারে। এর ফলশ্রুতিতে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ হয়ে যেতে পারে, কিংবা দাম্পত্য জীবনে কলহ সৃষ্টি হতে পারে। নাসায়ীর বর্ণনায় ইবনু মাস্‘ঊদ হতে বর্ণিত রয়েছে, যে কোনো মহিলা অপর কোনো মহিলার সঙ্গে শরীর মিলে এক কাপড়ের নিচে রাত যাপন করবে না এবং পুরুষ পুরুষের সাথেও এভাবে রাত যাপন করবে না। (ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫২৪০)

٣١٠٠-[٣] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلٰى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلٰى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩১০০-[৩] আবূ সা‘ঈদ আল খুদরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ বলেছেন : কোনো পুরুষ যেন অপর পুরুষের এবং কোনো নারী যেন অপর নারীর সত্‌র (লজ্জাস্থান) না দেখে। আর কোনো পুরুষ যেন অপর পুরুষের সাথে এক কাপড়ের নিচে না ঘুমায় (শোঁছে)। আর কোনো নারীও যেন অপর নারীর সাথে এক কাপড়ের নিচে না থাকে। (মুসলিম)[৩৪২]

ব্যাখ্যা : স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে একে অন্যের লজ্জাস্থানের দিকে দেখা হারাম। তবে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সবকিছুই দেখতে পারে, তবে যৌনাঙ্গ দেখার ব্যাপারে তিনটি অবস্থা রয়েছে; তার মধ্যে বিশুদ্ধ মত হলো, স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের লিঙ্গের দিকে অপ্রয়োজনীয় দৃষ্টিপাত করা মাকরূহ, তবে হারাম নয়। তবে স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্যদের একে অন্যের লজ্জাস্থানের দিকে দেখাটা যদি শারী‘আত আবশ্যকীয় কোনো বিষয় হয় তবে তা জায়িয। যেমন- ক্রয়-বিক্রয়, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়। তবে নির্জনস্থানে পুরুষের লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করা যেখানে কোনো মানুষ তাকে দেখবে না এমন স্থানে লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করা প্রয়োজনীয় হলে তা জায়িয। আর যদি প্রয়োজন না থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে ‘উলামাগণের মাঝে মতবিরোধ আছে। কারো মতে মাকরূহ, আবার কারো কারো মতে তা হারাম। অধিক বিশুদ্ধ মত হলো, তা হারাম।

(শারহু মুসলিম ৩/৪ খণ্ড, হাঃ ৩৩৮)

٣١٠١-[٤] وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩১০১-[৪] জাবির হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : কোনো বিবাহিতা নারীর নিকটে স্বামী অথবা মাহরাম ছাড়া (বিবাহ নিষিদ্ধ যাদের সাথে) কেউ যেন রাত্রি যাপন না করে। (মুসলিম)[৩৪৩]

---

[৩৪১] সহীহ : বুখারী ৫২৪০-৪১, আবূ দাঊদ ২১৫০, তিরমিযী ২৭৯২, আহমাদ ৩৬০৯, সহীহ আল জামি‘ ৭১৯৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪১৬১।

[৩৪২] সহীহ : মুসলিম ৩৩৮, তিরমিযী ২৭৯৩, আহমাদ ১১৬০১, ইরওয়া ১৮০৮, সহীহ আল জামি‘ ৭৮০০।

[৩৪৩] সহীহ : মুসলিম ২১৭১, সহীহাহ্ ৩০৮৬।

ব্যাখ্যা : ‘উলামাগণ বলেছেন, এখানে সাইয়িবা মহিলাকে খাস করার কারণ হলো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাইয়িবা মহিলার সংকোচবোধের কমতি থাকায় তার কাছে অন্য পুরুষের প্রবেশ করাটা সহজ হয়। কিন্তু বাকেরা বা কুমারী মহিলার অত্যধিক লজ্জাবোধ ও সংকোচবোধের ফলে তার কাছে বেগানা পুরুষের প্রবেশ করা অনেক কঠিন। তাই হাদীসে সাইয়িবা-কে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে।

(শারহু মুসলিম ১৩/১৪ খণ্ড, হাঃ ২১৭১)

٣١٠٢-[٥] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «اَلْحَمْوُ الْمَوْتُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩১০২-[৫] ‘উক্ববাহ্ ইবনু ‘আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা কোনো নারীদের নিকট গমন (নিঃসঙ্গভাবে গৃহে প্রবেশ) করো না। (এটা শুনে) জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রসূল! দেবর সম্পর্কে আপনি কি বলেন? (উত্তরে) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, দেবর তো মরণসম বা মরণের ন্যায়। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৪৪]

ব্যাখ্যা : সহীহ মুসলিমে ইবনু ওয়াহ্‌ব তাঁর বর্ণনায় বৃদ্ধি করেছেন যে, আমি আল লায়স-এর কাছে শুনেছি حَمْوُ (হাম্‌ওয়া) হলো স্বামীর ভাই বা তার নিকট আত্মীয়গণ।

আলোচ্য হাদীসে দেবর বা স্বামীর নিকট আত্মীয়কে মৃত্যু বলা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো দেবরের সাথে নির্জন একাকী থাকা দীনের ধ্বংস আবশ্যক করে, যদি তারা নাফরমানীতে পতিত হয়। আর যিনায় পতিত হলে রজম আবশ্যক হয়ে যাবে অথবা স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ হওয়ার মাধ্যমে নারী নিজের ধ্বংস ডেকে আনবে। কারণ ঈর্ষা স্বামীকে ত্বলাক্ব প্রদানে উৎসাহিত করবে। কোনো পুরুষের তার ভাইয়ের স্ত্রীর সাথে নির্জন বাস করা যা মৃত্যুর সমান। ‘আরবীগণ ঘৃণিত কাজকে মৃত্যুর সাথে তুলনা করে থাকেন। ইবনুল আরাবী বলেন যে, এটা এমন কথা যা ‘আরবীগণ বলেন; যেমন আপনি এটা বলবেন “সিংহই মৃত্যু”। অর্থাৎ- সিংহের আক্রমণে পরা মানে মৃত্যু। অর্থাৎ- তোমরা তা থেকে বেঁচে থাক যেমন মৃত্যু থেকে বেঁচে থাক।

(ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫২৩২)

٣١٠٣-[٦] وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩১০৩-[৬] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা শরীরে শিঙ্গা লাগানোর অনুমতি চাইলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ ত্বয়বাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে অনুমতি দিলেন। রাবী (জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমার জানামতে, আবূ ত্বয়বাহ্ উম্মু সালামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর দুধ-ভাই ছিল, অথবা (অপ্রাপ্তবয়স্ক) বালক ছিল। (মুসলিম)[৩৪৫]

٣١٠٤-[٧] وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِيْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৩৪৪] **সহীহ :** বুখারী ৫২৩২, মুসলিম ২১৭২, তিরমিযী ১১৭১, আহমাদ ১৭৩৪৭, দারিমী ২৬৮৪, সহীহ আত্ তারগীব ১৯০৮।

[৩৪৫] **সহীহ :** মুসলিম ২২০৬, আবূ দাউদ ৪১০৫, ইবনু মাজাহ ৪৩৮০, আহমাদ ১৪৭৭৫, ইরওয়া ১৭৯৮।

৩১০৪-[৭] জারীর ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে (কোনো নারীর প্রতি) আকস্মিক দৃষ্টি নিক্ষেপ হওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি (সাঃ) তদুত্তরে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়ার আদেশ দিলেন। (মুসলিম)[৩৪৬]

ব্যাখ্যা : হঠাৎ তাকানোর অর্থ হলো, কোনো বেগানা নারীর দিকে অনিচ্ছাবশত দৃষ্টি যাওয়া, প্রথমবার হঠাৎ দৃষ্টি পড়ায় কোনো পাপ হবে না। অবস্থায় দৃষ্টি ফেরানো আবশ্যক হয়ে যাবে। যদি দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় তবে পাপ হবে না। কিন্তু নারীর দিকে সর্বদা দৃষ্টি দিয়ে রাখলে অবশ্যই পাপ হবে।

'উলামাগণ বলেন, এ হাদীসে দলীল রয়েছে যে, নারীর চেহারা ঢাকা আবশ্যক নয় বরং এটা তার জন্য মুস্তাহাব এবং পুরুষের দৃষ্টি সর্বাবস্থায় নিম্নমুখী রাখা আবশ্যক। তবে সাক্ষীপ্রদান, চিকিৎসা, নারীকে বিবাহের প্রস্তাব, কিংবা কেনা-বেচা ইত্যাদি বিষয়ে নারীর দিকে দেখা যাবে। (শারহু মুসলিম ১৩/১৪ খণ্ড, হাঃ ২১৫৯)

٣١٠٥ -[٨] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِيْ صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِيْ صُورَةِ شَيْطَانٍ إِذَا أَحَدَكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِيْ قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذٰلِكَ يَرُدُّ مَا فِيْ نَفْسِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩১০৫-[৮] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : (ভিন্ন পুরুষের জন্য) যার সঙ্গে বিবাহ বৈধ এমন নারীর আগমন-প্রত্যাগমন শায়ত্বনরূপী। যখন তোমাদের কারো নিকট কোনো নারী ভালো লাগে (বা তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে) এবং তোমাদের কারো হৃদয়ে চাঞ্চল্যের (কামভাব) সৃষ্টি হয়, তখন সে যেন নিজ স্ত্রীর নিকট গমন করে সহবাস করে নেয়। এটা তার অন্তরের সব অবস্থা দূর করে দেবে। (মুসলিম)[৩৪৭]

ব্যাখ্যা : 'উলামাগণ বলেন, এর অর্থ হলো কু-বাসনার দিকে ইঙ্গিত করা। পুরুষের অন্তরে নারীর প্রতি দুর্বলতার যে এক ফিত্‌নাহ্ দিয়েছেন সে দিকে ডাকা, নারীর প্রতি দেখার যে এক স্বাদ এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে পুরুষকে আকৃষ্ট করা– এ সবই আলোচ্য হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। আর এটা শায়ত্বনের খারাপ কাজের দিকে মানুষকে ডাকা বা কুমন্ত্রণা দেয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর কোনো মহিলার প্রয়োজন ছাড়া পুরুষের মাঝে বের হওয়া উচিত নয় এবং পুরুষেরও উচিত নারীর পোশাক ও তার ইজ্জত-আব্রু থেকে দৃষ্টি নিচু রাখা। (শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৪০৩)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣١٠٦ -[٩] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلٰى مَا يَدْعُوهُ إِلٰى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

---

[৩৪৬] সহীহ : মুসলিম ২১৫৯, তিরমিযী ২৭৭৬, আবূ দাঊদ ২১৪৮, আহমাদ ১৯১৬০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৫৭১।

[৩৪৭] সহীহ : মুসলিম ১৪০৩, আহমাদ ১৪৭৪৪। তবে আহমাদ-এর সানাদটি দুর্বল।

৩১০৬-[৯] জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন কোনো নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে, আর যদি তার পক্ষে এমন কোনো অঙ্গ দেখা সম্ভব হয় যা বিবাহের পক্ষে যথেষ্ট, তখন তা যেন দেখে নেয়। (আবূ দাউদ)[৩৪৮]

ব্যাখ্যা : মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, যার অন্তরে আল্লাহ তা'আলা কোনো নারীকে বিবাহ করার আগ্রহ জাগিয়ে দিবেন, তার দিকে দেখতে কোনো দোষ নেই। নাবাবী (রহঃ) বলেন : কোনো মহিলাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করলে তাকে দেখা মুস্তাহাব। আর এটাই জুমহূর 'উলামাগণসহ মালিক, শাফি'ঈ, হানাফী, কুফী মাযহাবের মত। তবে উক্ত মহিলার শুধু চেহারা ও দু'হাত দেখা বৈধ হবে। কারণ এ দু'টো লজ্জাস্থান নয়। আর চেহারাতে নারীর সুন্দরী বা অসুন্দরী হওয়া প্রমাণিত হবে। আর দু' হাত দেখায় তার দেহের সৌন্দর্য প্রমাণিত হবে। আর এটাই আমাদের ও আধিকাংশ 'উলামাগণের মত। হাফিয শামসুদ্দীন ইবনুল কুইয়্যুম (রহঃ) বলেন : ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) বলেছেন, পয়গামকৃত মহিলা পর্দায় আবৃত অবস্থায় তার চোহারা ও দু'হাত দেখা যাবে, এর বেশী কিছু দেখা যাবে না। ('আওনুল মা'বূদ ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২০৮২)

٣١٠٧-[١٠] وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَطَبْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟» قُلْتُ: لَا قَالَ: «فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرٰى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

৩১০৭-[১০] মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জনৈকা নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলাম, এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি কি তাকে দেখেছ? আমি বললাম, না, দেখিনি। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি তাকে দেখে নাও। কেননা, এই দেখা তোমাদের মাঝে (বৈবাহিক সম্পর্ক) প্রণয়-ভালোবাসা জন্ম দিবে। (আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, দারিমী)[৩৪৯]

٣١٠٨-[١١] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: رَأٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَأَتٰى سَوْدَةَ وَهِيَ تَصْنَعُ طِيبًا وَعِنْدَهَا نِسَاءٌ فَأَخْلَيْنَهُ فَقَضٰى حَاجَتَهُ ثُمَّ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ رَأٰى امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَقُمْ إِلٰى أَهْلِهِ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৩১০৮-[১১] ইবনু মাস্'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈকা নারীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ হওয়ায় (তাঁর মনে তা প্রভাব পড়ায়) তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীয় স্ত্রী সাওদাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর নিকট গেলেন। ঐ সময়ে সাওদাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহা সুগন্ধি প্রস্তুত করছিলেন এবং তাঁর কাছে কয়েকজন নারী বসে ছিল। তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখে সাওদাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে একাকী ছেড়ে চলে গেল। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ চাহিদা পূরণ করলেন। অতঃপর ঘোষণা করলেন যে, অপর নারী দর্শনে কোনো পুরুষের হৃদয়ে চাঞ্চল্যের (কামভাবের) সৃষ্টি হলে সে যেন স্বীয় স্ত্রীর নিকট যায়। কেননা ঐ নারীর সদৃশ তার (প্রত্যেক) স্ত্রীর নিকটও আছে। (দারিমী)[৩৫০]

---

[৩৪৮] হাসান : আবূ দাউদ ২০৮২, সহীহাহ্ ৯৯, আহমাদ ১৪৫৮৬, ইরওয়া ১৭৯১, সহীহ আল জামি' ৫০৬।

[৩৪৯] সহীহ : নাসায়ী ৩২৩৫, তিরমিযী ১০৮৭, ইবনু মাজাহ ৮৬৬৫, আহমাদ ১৮১৫৪, সহীহাহ্ ৯৬, সহীহ আল জামি' ৮৫৯।

[৩৫০] সানাদ হাসান : দারিমী ২২৬১।

٣١٠٩-[١٢] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩১০৯-[১২] উক্ত রাবী (ইবনু মাস্‘উদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : রমণী মাত্রই আবরণীয় (বিষয়), যখন সে বের হয় তখন শায়ত্বন তাকে সুশোভিত করে তোলে বা শায়ত্বন হাত আড় করে তার প্রতি তাকায়। (তিরমিযী)[৩৫১]

ব্যাখ্যা : শায়ত্বনের তাশরীফের অর্থ হলো, নারীর কোনো অঙ্গের দিকে সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং পর্দার উপর তার হাত বিছিয়ে দেয়। এর অর্থ হলো, নারীর তার নিজকে প্রকাশ করাটা খুব নিকৃষ্ট কাজ। যখন সে বের হয় বাজে দৃষ্টি তাকে লক্ষবস্তু বানিয়ে নেয়, ফলে সে অন্যের দিকে ধাবিত হয় এবং অন্য কেউ তার দিকে ধাবিত করে, ফলে উভয় কিংবা উভয়ের একজন ফিত্নায় পতিত হয়। অথবা মানবরূপী পাপাচারী ব্যক্তি শায়ত্বনী কাজের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১১৭৩)

٣١١٠-[١٣] (حسن لغيره) وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِعَلِيٍّ: «يَا عَلِيُّ! لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولٰى وَلَيْسَتْ لَكَ الْاٰخِرَةُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

৩১১০-[১৩] বুরায়দাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ ‘আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে বললেন, হে ‘আলী! (কোনো নারীর প্রতি) আকস্মিক একবার দৃষ্টিপাতের পর আবার দৃষ্টিপাত করো না। তোমার জন্য প্রথম দৃষ্টি (অনিচ্ছার কারণে) জায়িয, পরবর্তী দৃষ্টি জায়িয নয়।

(আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, দারিমী)[৩৫২]

ব্যাখ্যা : কোনো মহিলার দিকে প্রথমবার তাকানোর পর দ্বিতীয়বার আর তাকাবে না। কারণ প্রথমবার তাকানোটা ছিল অনিচ্ছায়। দ্বিতীয়বার তাকানোটা তো তোমার ইচ্ছায় হলো। আর এটার পাপ তোমার উপরেই বর্তাবে। (‘আওনুল মা‘বূদ ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২১৪৯)

٣١١١-[١٤] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهٗ أَمَتَهٗ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلٰى عَوْرَتِهَا». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلٰى مَا دُوْنَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩১১১-[১৪] ‘আম্র ইবনু শু‘আয়ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতার মাধ্যমে দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন কোনো স্বীয় ক্রীতদাসীকে নিজের ক্রীতদাসের (অপর স্বাধীন পুরুষের) সাথে বিবাহ দেয়, তখন সে যেন উক্ত দাসীর সত্বরের (গোপনাঙ্গের) প্রতি দৃষ্টিপাত না করে। অন্য রিওয়ায়াতে আছে, সে যেন তার নাভি হতে হাঁটুর উপর পর্যন্ত না দেখে।

(আবূ দাঊদ)[৩৫৩]

---

[৩৫১] সহীহ : তিরমিযী ১১৭৩, ইরওয়া ২৭৩, সহীহ আল জামি‘ ৬৬৯০।

[৩৫২] হাসান : তিরমিযী ২৭৭৭, আবূ দাঊদ ২১৪৯, আহমাদ ২২৯৯১, সহীহ আল জামি‘ ৭৯৫৩।

[৩৫৩] হাসান : আবূ দাঊদ ৪১১৪।

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস এটাই স্পষ্ট করেছে যে, নাভী ও হাঁটুদ্বয় সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়, যা অন্যান্য হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়। নাভী ও হাঁটুদ্বয়ের মাঝে যা তা সতর নয়।

'উলামাগণ এ মর্মে ঐকমত্য রয়েছেন যে, পুরুষের নাভী সতর নয়। আর হাঁটু ইমাম মালিক, শাফি'ঈ ও আহমাদ (রহঃ)-এর মতে 'আওরাত বা লজ্জাস্থান নয়। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও শাফি'ঈ মাযহাবের কতিপয় অনুসারীর মতে এটা লজ্জাস্থানের অন্তর্ভুক্ত। আর দাসীর লজ্জাস্থান ইমাম মালিক ও শাফি'ঈ (রহঃ)-এর মতে পুরুষের লজ্জাস্থানের মতই। ইমাম আবূ হানীফাহ্-এর মতে তার পেট ও পিঠ লজ্জাস্থানের অন্তর্ভুক্ত। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪১১০)

٣١١٢-[١٥] وَعَنْ جَرْهَدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৩১১২-[১৫] জারহাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : তুমি কি জান না উরু (রান) সত্‌রের (গোপনাঙ্গের) অন্তর্ভুক্ত। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[৩৫৪]

٣١١٣-[١٦] وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ: «يَا عَلِيُّ! لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرْ إِلٰى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ

৩১১৩-[১৬] 'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে 'আলী! তুমি নিজের উরু (রান) খুলো না এবং কোনো জীবিত বা মৃতের উরুর প্রতিও দৃষ্টিপাত করো না।

(আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[৩৫৫]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মৃত ও জীবিত ব্যক্তির সতরের হুকুম একই। সতরের ক্ষেত্রে ও জীবিত ব্যক্তির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩১৩৮; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣١١٤-[١٧] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ: مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى مَعْمَرٍ وَفَخِذَاهُ مَكْشُوْفَتَانِ قَالَ: «يَا مَعْمَرُ! غَطِّ فَخِذَيْكَ فَإِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ». رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

৩১১৪-[১৭] মুহাম্মাদ ইবনু জাহ্‌শ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মা'মার নামক এক সহাবীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন ঐ সময়ে তাঁর উরু খোলা ছিল। (এটা দেখে) তিনি (ﷺ) তাঁকে বললেন, হে মা'মার! তোমার উরুদ্বয় ঢেকে রাখ, কেননা উরুদ্বয় সত্‌রের অন্তর্ভুক্ত। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৩৫৬]

٣١١٥-[١٨] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلٰى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوْهُمْ وَأَكْرِمُوْهُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

---

[৩৫৪] সহীহ : আবূ দাউদ ৪০১৪, তিরমিযী ২৭৯৫, আহমাদ ১৫৯৩১, দারিমী ২৬৯২।

[৩৫৫] খুবই দুর্বল : আবূ দাউদ ৩১৪০, ইবনু মাজাহ ১৪৬০, আহমাদ ১২৪৯, ইরওয়া ৬৯৮, য'ঈফ আল জামি' ৬১৮৭। কারণ এর সানাদে হাবীব বিন আবী সাবিত একজন মুদাল্লিস রাবী আর তার এবং তার শায়খের মাঝে গোপনকৃত রাবী 'আম্র বিন খালিদ আল ওয়াসিত্বী একজন মিথ্যার অপবাদপ্রাপ্ত মাতরূক রাবী।

[৩৫৬] হাসান : শারহুস্ সুন্নাহ্ ২২৫১, আহমাদ ২২৪৯৫, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭৩৬১।

৩১১৫-[১৮] ইবনু 'উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : তোমরা (বিনা প্রয়োজনে) উলঙ্গ হবে না। কেননা তোমাদের সাথে সর্বদা মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) থাকেন, কেবলমাত্র প্রস্রাব-পায়খানা করা ও স্ত্রীসহবাসের সময় ব্যতীত, যাঁরা কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। সুতরাং তোমরা তাঁদের প্রতি লজ্জাবোধ কর এবং তাঁদেরকে (যথাযোগ্য) সম্মান কর। (তিরমিযী)[৩৫৭]

ব্যাখ্যা : ইবনুল মালিক (রহঃ) বলেন : একান্ত প্রয়োজন ছাড়া 'আওরাত বা লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করা বৈধ নয়। যেমন প্রস্রাব-পায়খানা, স্ত্রী সহবাস এবং অনুরূপ কোনো একান্ত প্রয়োজনে তা উন্মুক্ত করা যাবে।
(তুহফাতুল আহওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৮০০; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣١١٦-[١٩] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَمَيْمُونَةُ إِذْ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «احْتَجِبَا مِنْهُ» فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَلَيْسَ هُوَ أَعْمٰى لَا يُبْصِرُنَا؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟ أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৩১১৬-[১৯] উম্মু সালামাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন তিনি ও বিবি মায়মূনাহ্ রসূলুল্লাহ -এর নিকট উপস্থিত ছিলেন, এমন সময় 'আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মু মাকতূম সেখানে আসলে তিনি () তাঁদেরকে পর্দার আঁড়ালে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। আমি (উম্মু সালামাহ্) বললাম, সে কি অন্ধ নয়? সে তো আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না! এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ বললেন, তোমরা কি অন্ধ যে, তাকে দেখতে পাচ্ছ না? (আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ)[৩৫৮]

ব্যাখ্যা : যে সকল 'উলামাগণ বলেন যে, মহিলাদের জন্য পুরুষের দিকে তাকানো হারাম যেমনটা পুরুষের মহিলার দিকে তাকানো হারাম। আর এটাই ইমাম শাফি'ঈ ও আহমাদ (রহঃ)-এর একটি কথা। 'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহঃ) বলেন : এ মতটি অধিক বিশুদ্ধ। যেমন আল্লাহ তা'আলার কথা : হে রসূল ! আপনি ঈমানদার নারীদেরকে তাদের দৃষ্টি নিচু রাখতে বলুন। (সূরাহ্ আন্ নূর ২৪ : ৩১)

অন্যদিকে যারা বলেন যে, মহিলা পুরুষের নাভীর নিচ থেকে মাঝামাঝি অংশটুকু ছাড়া দেখতে পারবে। তাদের দলীল 'আয়িশাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, সেখানে রয়েছে হাবশীরা মাসজিদে তীরন্দাজী খেলছিল আর 'আয়িশাহ্ তা দেখছিলেন। নাবী তার চাদর দ্বারা তাকে পর্দা করে রাখছিলেন। এর জবাবে বলা যায় যে, 'আয়িশাহ্ তখন দায়িত্বশীলা ছিলেন না, অর্থাৎ- নাবালেগা ছিলেন। 'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহঃ) বলেন : 'আয়িশাহ্ তখন না-বালেগা ছিলেন, অথবা এটি পর্দার বিধান আগমনের পূর্বের ঘটনা।

হাফিয 'আসক্বালানী (রহঃ) বলেন : যখন হাবশী দল এসেছিল তখন 'আয়িশাহ্ -এর বয়স ছিল ১৬ বছর। এ ছাড়া তারা ফাত্বিমাহ্ বিনতু ক্বয়স বর্ণিত হাদীস দ্বারাও দলীল গ্রহণ করে থাকেন, নাবী তাকে ইবনু উম্মু মাখতুম-এর ঘরে 'ইদ্দাত পালন করতে বলেন এবং তিনি বললেন যে, সে অন্ধ লোক তুমি তার বাড়ীতে তোমরা কাপড়-চোপড় রাখতে পারবে। আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন : উম্মু সালামাহ্ বর্ণিত হাদীস

---

[৩৫৭] **য'ঈফ :** তিরমিযী ২৮০০, ইরওয়া ৬৪, য'ঈফ আল জামি' ২১৯৮। কারণ এর সানাদে লায়স বিন আবী সুলায়ম একজন দুর্বল রাবী।

[৩৫৮] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৪১১২, তিরমিযী ২৭৭৮, আহমাদ ২৬৫৩৭, ইরওয়া ১৮০৬, য'ঈফাহ্ ৫৯৫৮, রিয়াযুস্ সলিহীন ১৬৩৫। কারণ এর সানাদে নাবহান একজন মাজহূল রাবী।

নাবী ﷺ-এর স্ত্রীদের জন্য খাস। আর ফাত্বিমাহ্ বিনতু ক্বয়স رضي الله عنها বর্ণিত হাদীস সকল নারীদের জন্য প্রযোজ্য। এভাবেই আবূ দাউদ দু'টি হাদীসের মাঝে সমন্বয় করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন : এটা অনেক উত্তম সমন্বয়। 'আল্লামাহ্ মুনযিরী (রহঃ)-ও অনুরূপ সমন্বয় করেছেন। আর আমাদের শায়খবৃন্দ এটাকে খুব সুন্দর সমন্বয় বলে অবহিত করেছেন। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪১০৮)

٣١١٧-[٢٠] وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ خَالِيًا؟ قَالَ: «فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيِى مِنْهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

৩১১৭-[২০] বাহ্‌য ইবনু হাকীম (রহঃ) তাঁর পিতা ও দাদা (মু'আবিয়াহ্) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : স্বীয় স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া সকল মানুষ হতে তোমার লজ্জাস্থানের হিফাযাত করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! যদি কেউ (নির্জনে) একাকী থাকে? উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, তখন আল্লাহকেই লজ্জা পাওয়া অধিকতর কর্তব্য। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ)[৩৫৯]

ব্যাখ্যা : বাহ্‌য বিন হাকীম (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস প্রমাণ করে যে, নির্জন জায়গাতেও বিবস্ত্র হওয়া বৈধ নয়। কিন্তু ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মতে নির্জন কিংবা একাকীত্ব গোসল করার ক্ষেত্রে বিবস্ত্র হওয়া বৈধ। তিনি মূসা ও আইয়ূব (রহঃ)-এর ঘটনা থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন।

এখানে উভয় বর্ণনার সমন্বয়ে বলা যায় যে, বাহ্‌য বিন হাকীম (রহঃ)-এর বর্ণনাকৃত হাদীসটির উপর 'আমাল করা উত্তম। ইমাম বুখারী (রহঃ) সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তার কথা, যে ব্যক্তি নির্জন স্থানে বিবস্ত্র হয়ে গোসল করবে এবং যে ব্যক্তি ঢেকে গোসল করবে তার অধ্যায়। আর নির্জন স্থানে ঢেকে গোসল করা উত্তম। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৭৬৯)

٣١١٨-[٢١] وَعَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩১১৮-[২১] 'উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : কোনো পুরুষ অপর (মাহরাম তথা বিবাহ বৈধ এমন) নারীর সাথে নিঃসঙ্গে দেখা হলেই শায়ত্বন সেখানে তৃতীয় জন হিসেবে উপস্থিত হয়। (তিরমিযী)[৩৬০]

٣١١٩-[٢٢] وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَلِجُوا عَلَى الْمُغَيَّبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ» قُلْنَا: وَمِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَمِنِّي وَلٰكِنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

---

[৩৫৯] হাসান : আবূ দাউদ ৪০১৭, তিরমিযী ২৭৯৪, ইবনু মাজাহ ১৯২০, আহমাদ ২০০৩৪, ইরওয়া ১৮১০, সহীহ আল জামি' ২০৩।

[৩৬০] সহীহ : তিরমিযী ১১৭১, ২১৬৫।

৩১১৯-[২২] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন : যে গৃহে স্বামী অনুপস্থিত থাকে তাদের (স্ত্রীদের) গৃহে তোমরা প্রবেশ করো না। কেননা, শিরায় রক্তের ন্যায় শায়ত্বন তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে অবাধে বিচরণ করে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার মধ্যেও কি (অনুরূপ)? উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ। তবে আল্লাহ তা'আলা শায়ত্বনের মুকাবালায় আমাকে সাহায্য করেছেন বলে আমি (শায়ত্বনের কুমন্ত্রণা ও অনিষ্ট হতে) নিরাপদে আছি। (তিরমিযী)[৩৬১]

ব্যাখ্যা : এমন হতে পারে যে, মানুষের শিরা-উপশিরায় চলার জন্য শায়ত্বন সক্ষমতা পেয়েছে। অথবা তার অত্যধিক কুমন্ত্রণার কারণে আলোচ্য হাদীসে সতর্ক করা হয়েছে।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১১৭২; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣١٢٠ - [٢٣] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا وَعَلَى فَاطِمَةَ ثَوْبٌ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا فَلَمَّا رَأَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا تَلْقَى قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩১২০-[২৩] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী (ﷺ) (কন্যা) ফাত্বিমাহ্ (রাঃ)-এর ঘরে দান করেছেন এমন ক্রীতদাসসহ গমন করেন। তখন তাঁর পরিধানে এত ছোট কাপড় ছিল যে, মাথা ঢাকলে পা খুলে যায়, আর পা ঢাকলে মাথা খুলে যায়। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর এরূপ অবস্থা দেখে বললেন, তুমি অস্বস্তিবোধ করো না, এখানে তোমার পিতা ও তোমার স্বীয় গোলাম ব্যতীত আর কেউই নেই।

(আবূ দাউদ)[৩৬২]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে এ মর্মে দলীল রয়েছে যে, দাসের জন্য তার মুনীবাকে দেখা বৈধ, কারণ সে তার জন্য মাহরাম ব্যক্তি। প্রয়োজনীয় তার সঙ্গে সফর করতে পারবে। মাহরাম ব্যক্তির সঙ্গে যেমন দেখা করতে পারবে তেমন দাসের সঙ্গেও দেখা করতে পারবে। আর এমন মত দিয়েছেন 'আয়িশাহ্ (রাঃ), সা'ঈদ বিন মুসাইয়্যাব, ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)। আর এটাই অধিকাংশ সালাফদের কথা। পক্ষান্তরে জুমহূর 'উলামাগণের মতে দাস বেগানা পুরুষের মতই, কেননা দাস আযাদ হয়ে যাওয়ার পর তার সঙ্গে বিবাহ বৈধ। আল্লাহই ভালো জানেন। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪১০২)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣١٢١ - [٢٤] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ فَقَالَ: لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَخِي أُمِّ سَلَمَةَ: يَا عَبْدَ اللهِ! إِنْ فَتَحَ اللهُ لَكُمْ غَدًا الطَّائِفَ فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَدْخُلَنَّ هٰؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৩৬১] হাসান : তিরমিযী ১১৭২, আহমাদ ১৪৩২৪, দারিমী ২৮২৪, য'ঈফ আল জামি' ৬২৭২। হাদীসটির সানাদে মুজালিদ বিন সা'ঈদ দুর্বল রাবী হলে এর শাহিদ থাকায় তা হাসান-এর স্তরে উন্নীত হয়েছে।

[৩৬২] সহীহ : আবূ দাউদ ৪১০৬, ইরওয়া ১৭৯৯।

৩১২১-[২৪] উম্মু সালামাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী তাঁর নিকট ছিলেন এবং আমার ঘরে এক নপুংসকও উপস্থিত ছিল। এমন সময়ে সে আমার সহোদর ভাই-কে ('আব্দুল্লাহ ইবনু আবূ উমাইয়্যাহ্-কে) বলল, হে 'আব্দুল্লাহ! আগামীতে আল্লাহ তা'আলা যদি ত্বায়িফবাসীকে বিজয়ী করেন, তাহলে আমি তোমাকে গয়লান-এর কন্যাকে দেখাব, সে তো চার-এর সাথে আসে এবং আট-এর সাথে যায়। এটা শুনে নাবী বললেন, সাবধান! এরা যেন কক্ষনো তোমাদের কাছে আসতে না পারে। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৬৩]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ খত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন : এখানে উদ্দেশ্য হলো, নিশ্চয় তার (বিনতু গয়লান-মুখান্নাস) তার পেটে চারটি ভাঁজ ছিল যখন সে সামনের দিকে আসতো তার এ চারটি ভাঁজ স্পষ্ট দেখা যেত। যখন পিছনে ফিরত তখন এ চারটি ভাঁজের প্রান্ত দেখা যেত যা পেটের দুই প্রান্তের সমন্বয়ে আটটি ভাঁজে রূপান্তরিত হয়। আর এসব গুণাবলী সাধারণত বলিষ্ঠ দেহধারী নারীদের হয়ে থাকে। স্বাস্থ্যবতী নারী ছাড়া এমন গুণাবলী পাওয়া যাবে না। আর অধিকাংশ মানুষের স্বভাব হলো তারা এমন গুণ বিশিষ্ট নারীর প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়।

অন্য বর্ণনায় সা'দ হতে বর্ণিত, নাবী বলেছেন : যখন সে সামনের দিকে আসে তখন সে ছয়টি নিয়ে আসে এবং যখন পিছনে ফেরে তখন চারটি নিয়ে ফিরে। অর্থাৎ- দুই হাত দুই পা ও পেটের দু' প্রান্তের ভাঁজ সমষ্টি। আর পিছনে ফিরলে তা কমে চারটি হয়ে যাওয়ার কারণ হলো, পিছনে ফিরলে তার দুই বুক ঢেকে যায় যা দেখা যায় না। আর যখন নাবী এমন গুণাবলীর কথা শুনলেন যা পুরুষকে আকৃষ্ট করে তখন নাবী এদেরকে তার স্ত্রীদের (উম্মুল মু'মিনীনের) উপর প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন। কারণ মানুষের কাছে তাঁদের (উম্মুল মু'মিনীনদের) দৈহিক গুণাগুন বর্ণনা করবে, এর ফলে পর্দার উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়ে যাবে। (ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫২৩৫)

٣١٢٢-[٢٥] وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ حَمَلْتُ حَجَرًا ثَقِيلًا فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِيْ سَقَطَ عَنِّيْ ثَوْبِيْ فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَخْذَهٗ فَرَاٰنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِيْ: «خُذْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ وَلَا تَمْشُوْا عُرَاةً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩১২২-[২৫] মিস্ওয়ার ইবনু মাখরামাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (শৈশবে) এক ভারী পাথর বহন করে চলছিলাম। এমতাবস্থায় আমার পরিধেয় কাপড় খুলে পড়ে গেল এবং আমি তা পরতে পারছিলাম না। এমন সময় রসূলুল্লাহ আমাকে দেখে বললেন : কাপড় পরে নাও, উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা করো না। (মুসলিম)[৩৬৪]

ব্যাখ্যা : নাবী -এর কথা (خُذْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ) অর্থাৎ- কাপড় উঠিয়ে তা পরিধান কর। এটি একক ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে, কারণ পরনের কাপড় খুলে পরে যাওয়াটা উক্ত ব্যক্তির সাথে (মিসওয়াব বিন মাখরাহ্) খাস ছিল। এর পরবর্তী বাক্য (لَا تَمْشُوْا عُرَاةً) অর্থাৎ- তোমরা উলঙ্গ হয়ে পথ চলো না, এটা সকল উম্মাতের জন্য প্রযোজ্য। (শারহু মুসলিম ১৩/১৪ খণ্ড, হাঃ ৩৪১)

٣١٢٣-[٢٦] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا نَظَرْتُ أَوْ مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَطُّ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

---

[৩৬৩] সহীহ : বুখারী ৪৩২৪, মুসলিম ২১৮০, আহমাদ ২৬৪৯০।
[৩৬৪] সহীহ : মুসলিম ৩৪১, আবূ দাউদ ৪০১৬, সহীহ আল জামি' ৩২১২।

Contents

৩১২৩-[২৬] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কক্ষনো রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করিনি। (ইবনু মাজাহ)[৩৬৫]

٣١٢٤ ـ[٢٧] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلٰى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهٗ إِلَّا أَحْدَثَ اللّٰهُ لَهٗ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتَهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ

৩১২৪-[২৭] আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : কোনো মু'মিনের যদি মাহরাম নারীর প্রতি প্রথম দৃষ্টি পড়ে, আর সাথে সাথে সে দৃষ্টি নীচু করে দেয়, আল্লাহ তা'আলা তার বিনিময়ে তাকে এমন এক 'ইবাদাতের সুযোগ সৃষ্টি করেন, যার স্বাদ সে অন্তরে অনুভব করে। (আহমাদ)[৩৬৬]

٣١٢٥ ـ[٢٨] وَعَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ: بَلَغَنِيْ أَنَّ رَسُوْلَ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللّٰهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ

৩১২৫-[২৮] হাসান বাস্‌রী (রহঃ) হতে মুরসালরূপে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : স্বেচ্ছায় মাহরাম নারীকে দর্শনকারী পুরুষ ও স্বেচ্ছায় প্রদর্শনকারিণী নারী উভয়ের ওপর আল্লাহ তা'আলার লা'নাত (অভিশাপ)। (বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমানে)[৩৬৭]

(٢) بَابُ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ وَاسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ

অধ্যায়-২ : বিয়ের ওয়ালী (অভিভাবক) এবং নারীর অনুমতি গ্রহণ প্রসঙ্গে

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣١٢٦ ـ[١] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتّٰى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّٰى تُسْتَأْذَنَ». قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩১২৬-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : প্রাপ্তবয়স্কা বা বিধবা নারীর অনুমতি ব্যতীত তার বিয়ে দেয়া যাবে না। কুমারীর সম্মতি ব্যতীত তার বিয়ে দেয়া যাবে না। তারা (উপস্থিত সহাবায়ি কিরাম) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! কুমারীর সম্মতি কিরূপে হবে? উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তার নিরবতাই (বিয়ের) সম্মতি। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৬৮]

---

[৩৬৫] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ ৬৬২, ১৯২২, আহমাদ ২৫৫৬৮, ইরওয়া ১৮১২। কারণ এর সানাদে মাওলা 'আয়িশাহ্ মাজহূল রাবী।

[৩৬৬] **খুবই দুর্বল :** আহমাদ ২২২৭৮, য'ঈফাহ্ ১০৬৪, য'ঈফ আত্ তারগীব ১১৯৫। কারণ এর সানাদে 'উবায়দুল্লাহ বিন যাহ্‌র একজন মাতরূক রাবী।

[৩৬৭] **য'ঈফ :** শু'আবুল ঈমান ৭৩৯৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৫৬৬। কারণ এর সানাদে 'আবদুর রহমান বিন সালমান একজন দুর্বল রাবী।

[৩৬৮] **সহীহ :** বুখারী ৬৯৬৮, মুসলিম ১৪১৯, আবূ দাঊদ ২০৯২, নাসায়ী ৩২৬৫, তিরমিযী ১১০৭, ইবনু মাজাহ ১৮৭১, আহমাদ ৯৬০৫, দারিমী ২২৩২, ইরওয়া ১৮২৮।

ব্যাখ্যা : أَيِّمُ (আইয়িম) সে মহিলাকে বলা হয় যে তার স্বামীর মৃত্যু কিংবা তুলাক্বের কারণে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আর এটাই আইয়িম বা স্বামী পরিত্যক্ত মহিলার মৌলিক পরিচিতি। এ হাদীসে স্বামী পরিত্যক্ত মহিলা ও কুমারী মহিলার মাঝে সস্পষ্টতই পার্থক্য দেখা যায়। এখানে সাইয়িবা মহিলার নির্দেশ পাওয়া ও বাকেরা (কুমারী মহিলা) থেকে অনুমোদন নেয়ার কথা বলা হয়েছে। কাজেই উভয়ের মাঝে এ দৃষ্টিকোণ থেকে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় যে, নির্দেশ পাওয়াটা তার সঙ্গে পরামর্শ করার আবশ্যকতার উপর প্রমাণ করে। সুতরাং ওয়ালী বিবাহের ক্ষেত্রে সাইয়িবা মহিলার প্রকাশ্য অনুমতির দিকে মুখাপেক্ষী হবে। যদি বিবাহে আপত্তি জানায় তবে তার বিবাহ দেয়া সর্বসম্মতিক্রমে নিষেধ। কিন্তু কুমারী মহিলার বিষয় তার বিপরীত। তার অনুমোদন মুখে কথা বলা ও নীরব থাকার মাধ্যমে হতে পারে।

অন্যদিকে «الْأَمْرِ» নির্দেশ তার বিপরীত, স্পষ্ট মৌখিক কথা বলাটা হলো «الْأَمْرِ» যা সাইয়িবা মহিলা থেকে পাওয়া জরুরী। অন্যদিকে কুমারী মহিলার নীরব থাকাই অনুমতি হিসেবে গণ্য হবে। কারণ সে মুখে কথা বলতে লজ্জাবোধ করে। (ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫১৩৬)

٣١٢٧ -[٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا». وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا». وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩১২৭-[২] 'আব্‌দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : প্রাপ্তবয়স্কা বা স্বামীহীনা নারী তার (বিয়ের অনুমতির) ব্যাপারে ওয়ালী থেকে বেশি অধিকার রাখে। আর কুমারী তার ব্যাপারে অনুমতির অধিকার রাখে এবং (বিয়েতে) নিরবতা তার অনুমতি।

অন্য বর্ণনায় আছে যে, বিবাহিতা (বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা) তার (বিয়ের) ওয়ালী অপেক্ষা বেশি (কর্তৃত্বের) অধিকারিণী এবং কুমারীর সম্মতি নিতে হবে, তার নিরবতাই সম্মতি। (মুসলিম)[৩৬৯]

ব্যাখ্যা : ইমাম শাফি'ঈ, ইবনু আবূ ইয়া'লা, আহমাদ, ইসহাক্ব (রহঃ)-সহ অন্যান্য 'উলামাগণ বলেন, বিবাহের ওয়ালী যদি বাবা কিংবা দাদা হয় তবে কুমারী মহিলা থেকে অনুমতি নেয়া মুস্তাহাব। যদি তার অনুমতি ছাড়াই বিবাহ দিয়ে দেয় তবে বিবাহ বিশুদ্ধ হবে। কারণ বাবা কিংবা দাদা তার প্রতি পূর্ণ স্নেহশীল। অন্যদিকে বাবা কিংবা দাদা ব্যতীত অন্য কেউ ওয়ালী হলে অনুমতি নেয়া ওয়াজিব, অনুমতি ছাড়া বিবাহ বিশুদ্ধ হবে না। তবে আওযা'ঈ, আবূ হানীফাহ্ এবং কূফার 'উলামাগণের মতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কা কুমারী মহিলা থেকে বিবাহের অনুমতি নেয়া ওয়াজিব। অন্যদিকে নাবী ﷺ-এর কথা কুমারী মহিলার চুপ থাকাই তার অনুমতি, এটি সকল কুমারী মহিলা ও ওয়ালী সবার জন্য প্রযোজ্য। আর কুমারী মহিলার নীরব থাকাই অনুমতির জন্য যথেষ্ট। কিন্তু স্বামী পরিত্যক্ত মহিলার ক্ষেত্রে মৌখিক অনুমতি জরুরী, ওয়ালী তার বাবা কিংবা অন্য যে কেউ হোক না কেন কারণ প্রথম বিবাহের ফলে তার পূর্ণ লজ্জাবোধ দূর হয়ে যায়।

(শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৪২১; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৩৬৯] সহীহ : মুসলিম ১৪২১, আবূ দাউদ ২০৯৮, নাসায়ী ৩২৬০, তিরমিযী ১১০৮, আহমাদ ১৮৮৮, ইরওয়া ১৮৩৩, সহীহাহ্ ১২১৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪০৮৪।

٣١٢٨ -[٣] وَعَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذٰلِكَ فَأَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ: نِكَاحِ أَبِيهَا

৩১২৮-[৩] খানসা বিনতু খিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তার পিতা তাঁকে (পূর্বে বিবাহিতা অবস্থায় দ্বিতীয়বার) বিয়ে দিলেন, এতে তিনি সম্মত ছিলেন না। অতঃপর তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে অভিযোগ করলে তিনি (ﷺ) ঐ বিয়ে নাকচ করে দেন। (বুখারী)[৩৭০]

ইবনু মাজাহ্'র রিওয়ায়াতে রয়েছে, তার পিতার দেয়া বিবাহ বলে উল্লেখ আছে।

ব্যাখ্যা : সাওরীর অপর বর্ণনায় রয়েছে, খানসা বিনতু খিযাম বলেন : আমার বাবা আমাকে বিবাহ দিয়েছে আমার পছন্দের বাইরে, আর আমি তখন কুমারী ছিলাম। এ বর্ণনটি সঠিক নয় বরং উক্ত মহিলার সাইয়িবা হওয়ার বর্ণনাটি অধিক বিশুদ্ধ, কারণ .... ইয়াহইয়া বিন সা'ঈদ বিন আবুল ক্বাসিম (রহিমাহুল্লাহ)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, উক্ত মহিলা নাবী (ﷺ)-কে বলছে যে, আমি আমার সন্তানের চাচাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলাম।

আবূ বাক্রাহ্ বিন মুহাম্মাদ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, এক আনসারী ব্যক্তি খানসা বিনতু খিযাম-কে বিবাহ করল, অতঃপর সে উহুদের যুদ্ধে নিহত হলো, তারপর তার বাবা তাঁকে অন্যত্র বিবাহ দিলে সে রসূল (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল; আমার বাবা আমাকে বিবাহ দিয়েছে। অন্যদিকে আমার সন্তানের চাচা, অর্থাৎ আমার দেবরকেই বিবাহের জন্য অধিক পছন্দ করি। অতএব হাদীসদ্বয় প্রমাণ করে যে, পূর্ব স্বামীর পক্ষ হতে তার সন্তানও ছিল। সুতরাং উক্ত মহিলার সে সময় কুমারী থাকার প্রশ্নই উঠে না। (ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫১৩৮)

٣١٢٩ -[٤] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَلُعَبُهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِيْ عَشْرَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩১২৯-[৪] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) তাঁকে ৭ বছর বয়সে বিয়ে করেন, যখন তাঁকে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ঘরে দেয়া হয় তখন তার বয়স ছিল নয় বছর, তাঁর সাথে খেলনা ছিল। আর তিনি (ﷺ) যখন ইন্তিকাল করেন, তখন তাঁর বয়স ১৮ বছর। (মুসলিম)[৩৭১]

ব্যাখ্যা : এখান থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বাবা তার ছোট মেয়েকে তার অনুমতি ছাড়াই বিবাহ দিতে পারবেন। আর দাদা তো বাবার মতই। ইমাম শাফি'ঈ ও তার সাথীগণ বলেছেন : বাবা তাঁর মেয়েকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ না দেয়া মুস্তাহাব, যাতে সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বামীর সংসারে বন্দি হতে বাধ্য না হয়। আর ছোট বিবাহিতার সাথে বাসরের সময়ের ব্যাপারে স্বামী এবং ওয়ালী যদি এমন বিষয়ে ঐকমত্য হয় যাতে ছোট মহিলার উপর ক্ষতির আশংকা নেই। তবে উক্ত মহিলার সঙ্গে বাসর কিংবা সহবাস করা যাবে। ইমাম মালিক, শাফি'ঈ ও আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেন : উক্ত মহিলার সঙ্গে বাসর তখনই করা যাবে যখন তার সহবাসে সক্ষমতা আসবে, তবে এটা মহিলা ভেদে ভিন্ন হতে পারে। কোনো মহিলার যদি ৯ বছরের পূর্বেই সহবাসের সক্ষমতা আসে তবে তার সাথে বাসরে কোনো বাধা নেই। অন্যদিকে কোনো মহিলার ৯ বছরের পরেও যদি সহবাসের সক্ষমতা না আসে, তবে তার সঙ্গে বাসর করার অনুমতিও নেই।
(শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৪২২)

---

[৩৭০] সহীহ : বুখারী ৫১৩৮, আবূ দাউদ ২১০১, নাসায়ী ৩২৬৮, ইবনু মাজাহ ১৮৭২, ইরওয়া ১৮৩০, দারিমী ২২৩৮।
[৩৭১] সহীহ : মুসলিম ১৪২২।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣١٣٠ـ[٥] عَنْ أَبِىْ مُوسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

৩১৩০-[৫] আবূ মূসা আল আশ্‘আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ওয়ালী (অভিভাবক) ছাড়া কোনো বিবাহ নেই। (আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, মাজাহ ও দারিমী)[৩৭২]

ব্যাখ্যা : ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন : নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা হলো ওয়ালী ছাড়া কোনো বিবাহ হবে না। এর উপর ‘আমাল বিদ্যমান রয়েছে। বিবাহে ওয়ালীর শর্তারোপের ব্যাপারে ‘উলামাগণের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে। জুমহূর ‘উলামাগণ ইমাম তিরমযীর কথা গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন, কোনো মহিলা কোনক্রমেই নিজেকে বিবাহ দিতে পারবে না। উল্লেখিত হাদীসগুলো থেকে তারা দলীল গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেছেন : বিবাহে ওয়ালী শর্ত নয় এবং মহিলার জন্য তার নিজেকে বিবাহে দেয়া জায়িয এবং ওয়ালীর অনুমতি ছাড়াই যদি সে নিজেকে বিবাহ দেয় তবে তা যথেষ্ট হবে।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৩য় খণ্ড, হাঃ ১১০১)

٣١٣١ـ[٦] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهٗ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

৩১৩১-[৬] ‘আয়িশাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে কোনো নারী তার ওয়ালীর (অভিভাবকের) অনুমতি ছাড়া বিয়ে করবে; তার বিয়ে বাত্বিল (না-মঞ্জুর, পরিত্যক্ত), তার বিয়ে বাত্বিল, তার বিয়ে বাত্বিল। যদি এরূপ বিয়েতে স্বামীর সাথে সহবাস হয়ে থাকে, তবে স্ত্রীর মাহ্‌র দিতে হবে তার (লজ্জাস্থান) উপভোগ (হালাল) করার জন্যে। আর যদি তাদের (ওয়ালীগণের) মধ্যে আপোসে মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে যার ওয়ালী নেই শাসক (প্রশাসন) তার ওয়ালী (বলে বিবেচিত) হবে।

(আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ ও দারিমী)[৩৭৩]

ব্যাখ্যা : ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন : “ওয়ালী ছাড়া বিবাহ হবে না” এ কথার উপর বিদ্বান সহাবীগণের ‘আমাল রয়েছে। তাদের মধ্য ‘উমার ইবনুল খত্ত্বাব, ‘আলী ইবনু আবূ তালিব, ‘আব্দুল্লাহ বিন ‘আব্বাস ও আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহুম-সহ প্রমুখগণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং তাবি‘ঈনদের মধ্য হতে ফুক্বাহা কিরামগণ অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। তাদের মধ্য হতে সা‘ঈদ বিন মুসায়্যব, হাসান আল বাসরী, শুরাইহ, ইব্‌রাহীম আন্ নাখ‘ঈ ও ‘উমার বিন ‘আবদুল ‘আযীয-সহ প্রমুখগণ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও সুফ্‌ইয়ান আস্ সাওরী, আওযা‘ঈ, ‘আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক, ইমাম শাফি‘ঈ, আহমাদ ও ইসহাক্ব (রহঃ)-গণ এটাই বলেছেন। (‘আওনুল মা‘বূদ ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২০৮৩)

---

[৩৭২] সহীহ : তিরমিযী ১১০১, আবূ দাউদ ২০৮৫, ইবনু মাজাহ ১৮৮১, আহমাদ ১৯৭৪৬, দারিমী ২২২৮।

[৩৭৩] সহীহ : আবূ দাউদ ৩০৮৩, তিরমিযী ১১০২, ইবনু মাজাহ ১৮৭৯, আহমাদ ২৪২০৫, দারিমী ২২৩০, ইরওয়া ১৮৪০, সহীহ আল জামি‘ ২৭০৯।

Contents

٣١٣٢ـ[٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْبَغَايَا اللَّاتِيْ يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ». وَالْأَصَحُّ أَنَّهٗ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩১৩৲ [৭] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতিরেকে যে নারীর বিয়ে হয়, তারা ব্যভিচারিণী। (রাবী বলেন) তবে উল্লেখিত ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসটি মাওকূফ (অর্থাৎ- নাবী ﷺ-এর বাণী নয়)। (তিরমিযী)[৩৭৪]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : এখানে বাইয়িনা বা প্রমাণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সাক্ষী। সাক্ষী ছাড়া যে মহিলা নিজেকে বিবাহ দিবে সে যিনাকারিণী হবে। আর সহাবীগণ ও তাবি'ঈনগণসহ অন্যান্য বিদ্বানদের এর উপর 'আমাল রয়েছে। তারা বলেছেন, সাক্ষী ছাড়া কোনো বিবাহ হবে না। আর এ মর্মে তাদের মাঝে কোনো মতবিরোধ নেই। তবে কুফাবাসীর অধিকাংশ 'উলামাহ্গণ বলেছেন, বিবাহের সময় দু' সাক্ষীর একত্র সাক্ষী ছাড়া বিবাহ বৈধ নয়। অন্যদিকে কিছু সংখ্যক মাদীনার 'উলামাগণ বর্ণনা করেছেন যে, যদি বিবাহ ঘটা করে হয়, তবে একজনের পর অপর সাক্ষী দিলে বিবাহ বিশুদ্ধ হবে।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৩য় খণ্ড, হাঃ ১১০৩)

٣١٣٣ـ[٨] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَلْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِيْ نَفْسِهَا فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৩১৩৩-[৮] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়াতীম মেয়ের (বিয়ের) ব্যাপারে তার মতামত নিতে হবে, আর তার নিরবতা সম্মতি বলে গণ্য হবে। আর যদি সে অস্বীকার করে, তবে তাকে বাধ্য করা যাবে না (বৈধ হবে না)। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী)[৩৭৫]

ব্যাখ্যা : কতিপয় বিদ্বানদের মতে ইয়াতীমা মহিলাকে যখন বিবাহ দেয়া হবে তখন তার বিবাহ তার সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। বালেগা হওয়ার পর তার ঐচ্ছিক থাকবে সে বিবাহ মেনে নিতেও পারে অথবা ভেঙ্গে দিতেও পারে। আর এটা আসহাবে আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর কথা। অন্যদিকে আল্লাহ তা'আলার কথা, অর্থাৎ- "তোমরা যদি ইয়াতীমা মহিলাদের প্রতি ইনসাফ না করার আশংকা কর তবে তোমাদের চাহিদানুযায়ী বিবাহ কর....."– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৩)। ইয়াতীমা মহিলা (অর্থাৎ- সেসব নাবাগেলা মহিলা যাদের বাবা নেই)" তাদের বিবাহ বৈধ হওয়ার প্রতি প্রমাণ বহন করে।

হাফিয 'আসক্বালানী ফাতহুল বারীতে বলেছেন : এই আয়াতে এ মর্মে দলীল রয়েছে যে, পিতাহীন নাবাগেলা মহিলাকে বিবাহ দেয়া বৈধ। কারণ ইয়াতীমা হলো সে নাবালেগা মহিলা যার বাবা নেই। তবে তাকে বিবাহ দেয়া যাবে এ শর্তে যে, তার জন্য নির্ধারিত মুহর যেন যৎসামান্য না হয়।

('আওনুল মা'বূদ ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২০৯৩)

٣١٣٤ـ[٩] وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ أَبِيْ مُوسٰى

৩১৩৪-[৯] ইমাম দারিমী (রহঃ) আবূ মূসা আল আশ্'আরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।[৩৭৬]

---

[৩৭৪] **য'ঈফ :** তিরমিযী ১১০৩, য'ঈফ আল জামি' ২৩৭৫। কারণ এর সানাদে সা'ঈদ বিন আবী 'আরূবাহ্ মুদাল্লিস রাবী।

[৩৭৫] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২০৯৩, নাসায়ী ৩২৭০, তিরমিযী ১১০৯, সহীহ আল জামি' ৮১৯৪, [আহমাদ] ৭৫২৭।

[৩৭৬] **সহীহ :** দারিমী ২২৩১।

٣١٣٥-[١٠] وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهٖ فَهُوَ عَاهِرٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

৩১৩৫-[১০] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : যে ক্রীতদাস মালিকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করেছে, সে ব্যভিচারী। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, দারিমী)[৩৭৭]

ব্যাখ্যা : (فَهُوَ عَاهِرٌ) অর্থাৎ- যিনাকারী। 'আল্লামাহ্ আল মুযহির (রহঃ) বলেন : মুনীবের অনুমতি ছাড়া দাসের বিবাহ করা বৈধ নয়। ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমাদ (রহঃ) এমনটাই বলেছেন এবং বিবাহ যদি মুনীব মেনে নেয় তবুও এ বিবাহ বিশুদ্ধ হবে না, তবে ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও মালিক (রহঃ)-এর মতে বিবাহ বিশুদ্ধ হবে। ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁর একজন দাস ছিল সে তাঁর অনুমতি ছাড়াই বিবাহ করেছিল। তিনি (ইবনু 'উমার (রাঃ)) উভয়ের বিবাহ ভেঙ্গে দিয়েছিলেন এবং মুহরও বাতিল করেছিলেন এবং ঐ দাসকে তিনি বেত্রাঘাত করেছিলেন। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৩য় খণ্ড, হাঃ ১১১১)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣١٣٦-[١١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩১৩৬-[১১] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক কুমারী মেয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করে বলল, তার অসম্মতিতে পিতা তাকে বিয়ে দিয়েছে। এটা শুনে তিনি (ﷺ) তাকে (স্বামীর সংসারে থাকা বা না থাকার ইচ্ছার) অধিকার প্রদান করলেন। (আবূ দাউদ)[৩৭৮]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে এ মর্মে দলীল রয়েছে যে, কুমারী মেয়েকে বিবাহের জন্য বাধ্য করা বাবার জন্য হারাম এবং বাবা ছাড়া অন্য কোনো ওয়ালী তাকে বিবাহে বাধ্য করতে পারবে না। জোরপূর্বক কোনো মেয়েকে বিবাহ দেয়া বাবার জন্য বৈধ নয়। এমন মত ব্যক্ত করেছেন ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)।

('আওনুল মা'বূদ ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২০৯৬)

٣١٣٧-[١٢] (صحيح دون جملة الزانية) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِيْ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৩১৩৭-[১২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো নারী যেন অপর নারীর বিবাহ সম্পাদন না করে এবং সে নিজেকেও স্বয়ং বিয়ে দিতে পারে না। আর ব্যভিচারিণীই তো সেই, যে নিজেকে বিয়ে দেয়। (ইবনু মাজাহ)[৩৭৯]

---

[৩৭৭] হাসান : আবূ দাউদ ২০৭৮, তিরমিযী ১১১১, দারিমী ২২৭৯, ইরওয়া ১৯৩৩, আহমাদ ১৪২১২। তবে আহমাদ-এর সানাদটি দুর্বল।

[৩৭৮] সহীহ : আবূ দাউদ ২০৯৬, ইবনু মাজাহ ১৮৭৫, আহমাদ ২৪৬৯।

[৩৭৯] সহীহ : ইবনু মাজাহ ১৮৮২, দারাকুত্বনী ৩৫৩৯, ইরওয়া ১৮৪১, সহীহ আল জামি' ৭২৯৮।

٣١٣٨-[١٣] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى أَبِيهِ»

৩১৩৮-[১৩] আবূ সা'ঈদ ও ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهم হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তির কোনো সন্তান (ছেলে বা মেয়ে) জন্মগ্রহণ করে, সে যেন তার উত্তম নাম রাখে। আর (উত্তম) আচার-আচরণ শিক্ষা দেয় এবং যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন যেন তার বিয়ে দেয়। বয়ঃপ্রাপ্তির পর যদি বিয়ে না দেয় এবং ঐ সন্তান যদি কোনো পাপ করে, তবে ঐ পাপের বোঝা পিতার ওপর বর্তাবে।[৩৮০]

٣١٣٩-[١٤] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «فِي التَّوْرَاةِ مَكْتُوبٌ: مَنْ بَلَغَتِ ابْنَتُهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَلَمْ يُزَوِّجْهَا فَأَصَابَتْ إِثْمًا فَإِثْمُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ». رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

৩১৩৯-[১৪] 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব ও আনাস ইবনুল মালিক رضي الله عنهم হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর ওপর অবতীর্ণ) তাওরাত কিতাবে লেখা আছে যে, যখন কারো কন্যা সন্তান বারো বছর বয়সে পৌঁছে, আর সে যদি তার বিয়ে না দেয়, আর তার দ্বারা যদি কোনো পাপকর্ম হয়, তবে ঐ পাপকর্ম পিতার ওপর বর্তাবে।

(উপরোক্ত হাদীস দু'টি [৩১৩৮-৩১৩৯] বায়হাক্বী-এর শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেন)[৩৮১]

(٣) بَابُ إِعْلَانِ النِّكَاحِ وَالْخِطْبَةِ وَالشَّرْطِ

অধ্যায়-৩ : বিয়ের প্রচার, প্রস্তাব ও শর্তাবলী প্রসঙ্গে

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣١٤٠-[١] عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ: «دَعِي هٰذِهِ وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩১৪০-[১] রুবাইয়্যি' বিনতু মু'আব্বিয ইবনু 'আফ্‌রা رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেদিন আমাকে প্রথম স্বামীর ঘরে দেয়া হলো সেদিন নাবী ﷺ আমার ঘরে এসে বিছানায় বসলেন, যেমনভাবে তুমি

[৩৮০] য'ঈফ : শু'আবুল ঈমান ৮২৯৯, য'ঈফাহ্ ৭৩৭। কারণ এর সানাদে সা'ঈদ বিন ইয়াস যার মুখস্থ বিষয়গুলো তালগোল হয়ে গিয়েছিল আর তার থেকে শাদ্দাদ বিন সা'ঈদ এর শ্রবণ ইখতিলাত্বের আগের না পরের তা জানা যায় না।

[৩৮১] য'ঈফ : শু'আবুল ঈমান ৮৩০৩। কারণ এর সানাদে আবূ বাক্‌র বিন আবী মারইয়াম একজন দুর্বল রাবী।

(বর্ণনাকারী রাবী খালিদ ইবনু যাক্ওয়ান) আমার নিকটে বসে আছ। এ সময় বালিকাগণ দফ (একমুখো ঢোল) বাজিয়ে বাদ্‌র যুদ্ধে শাহীদ আমার পিতৃ-পুরুষের শোকগাঁথা গাইতে লাগল। তন্মধ্যে (বালিকাগণের) একজন গেয়ে উঠল, "আমাদের মাঝে এমন একজন নাবী আছেন, যিনি আগামীদিনের (ভবিষ্যতের) খবর রাখেন"। এটা শুনে তিনি (ﷺ) বললেন, এগুলো বলো না, বরং যা পূর্ব থেকে বলে আসছিলে তাই বল। (বুখারী)[৩৮২]

ব্যাখ্যা : তোমরা আমার প্রশংসার সাথে সংশ্লিষ্ট এমন কথা, যা বাড়াবাড়িমূলক তা বর্জন কর। হাম্মাদ বিন সালামাহ্ (রহিমাহুল্লাহ)-এর বর্ণনায় বর্ধিত রয়েছে যে, আগামীকাল কি ঘটবে তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা জানেন। আলোচ্য হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দফ ও গান গাওয়ার মাধ্যমে বিবাহের ঘোষণা করা বৈধ। আর নাবী ﷺ অতিরঞ্জিত করা ঘৃণা করতেন। অদৃশ্যের সংবাদ জানা এটা আল্লাহ তা'আলার সিফাত যা আল্লাহ তা'আলার জন্য খাস। আল্লাহ তা'আলা বলেন : হে রসূল ﷺ! আপনি বলুন, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী এবং জমিনের কেউ অদৃশ্যের ব্যাপারে অবগত নয়। অতঃপর নাবী ﷺ বললেন, বলুন! আমি আমার নিজের লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে অবগত নই, তবে আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত। যদি আমি অদৃশ্যের ব্যাপারে জানতাম তাহলে আমার জন্য কল্যাণই বৃদ্ধি করে নিতাম।

(ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫১৪৭)

٣١٤١ـ[٢] وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: زُفَّتِ امْرَأَةٌ إِلٰى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ: «مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩১৪১-[২] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসার গোত্রের জনৈক পুরুষের সাথে জনৈকা নারীর বিয়ের পরে যখন তাকে স্বামীর নিকট ঘরে পাঠানো হলো, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের নিকট কি কোনো (আনন্দোল্লাস উপকরণ স্বরূপ) ক্রীড়াকৌতুক ছিল না? আনসারগণ তো আমোদ-প্রমোদপ্রিয়। (বুখারী)[৩৮৩]

ব্যাখ্যা : ইবনু 'আব্বাস ও জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর অপর বর্ণনায় রয়েছে, আনসারীরা এমন সম্প্রদায় যারা গজল খুব ভালোবাসে। এছাড়াও একাধিক বিশুদ্ধ হাদীসে মহিলাদের জন্য গান বা গজল গাওয়ার অনুমতি পাওয়া যায়। তবে গান গাওয়া মহিলাদের সঙ্গে যেন পুরুষের সংশ্লিষ্টতা না থাকে। কারণ পুরুষের মহিলার সাদৃশ্য ও মহিলার পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫১৬২)

٣١٤٢ـ[٣] وَعَنْهَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ شَوَّالٍ وَبَنٰى بِيْ فِيْ شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ أَحْظٰى عِنْدَهُ مِنِّيْ؟. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩১৪২-[৩] উক্ত রাবী ('আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে শাও্ওয়াল মাসে বিবাহ করেছেন এবং ঐ মাসেই আমার বাসর রজনী হয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণীগণের মধ্যে আমার চেয়ে কে অধিক (তার ভালোবাসা প্রাপ্তিতে) সৌভাগ্যবতী ছিলেন? (মুসলিম)[৩৮৪]

---

[৩৮২] সহীহ : বুখারী ৫১৪৭, আবূ দাউদ ৪৯২২, তিরমিযী ১০৯০।
[৩৮৩] সহীহ : বুখারী ৫১৬২, সহীহ আল জামি' ৭৯১৮।
[৩৮৪] সহীহ : মুসলিম ১৪২৩, তিরমিযী ১০৯৩, ইবনু মাজাহ ১৯৯০, আহমাদ ২৫৭১৬।

ব্যাখ্যা : 'আয়িশাহ্ ﵂ শাও্ওয়াল মাসে বাসর হওয়া ভালোবাসতেন, আর তাতে বিবাহ হওয়া ও বাসর হওয়া মুস্তাহাব। আমাদের সাথীগণ মুস্তাহাব হওয়ার উপরের দলীল গ্রহণ করেছেন। আর 'আয়িশাহ্ ﵂ এ কথা দ্বারা জাহিলিয়্যাতের সে ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। জাহিলী জামানায় ধারণা ছিল শাও্ওয়াল মাসে বিবাহ বা বাসর হওয়া শুভ নয়। (শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৪২৩)

٣١٤٣-[٤] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَحَقُّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩১৪৩-[৪] 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে সকল শর্ত তোমাদের পূর্ণ করা কর্তব্য, তন্মধ্যে অগ্রাধিকার শর্ত হলো, যার মাধ্যমে তোমরা লজ্জাস্থান হালাল করে থাকো। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৮৫]

ব্যাখ্যা : ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-সহ অধিকাংশ 'উলামাগণ বলেছেন যে, এ শর্ত দ্বারা উদ্দেশ্য বিবাহের চাহিদায় বাধা সৃষ্টি করা নয়, বরং বিবাহের চাহিদা পূরণ করা। যেমন স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করার শর্ত করা, তার খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান নিশ্চিত করার শর্তারোপ করা, স্ত্রীর হাক্ব অপূর্ণ না রাখার শর্তারোপ করা ও একাধিক স্ত্রী থাকলে তার পানি বণ্টন করার শর্তারোপ করা। অন্যদিকে স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাহিরে যাবে না। তার অনুমতি ছাড়া নাফ্ল সিয়াম পালন করবে না, তার বাড়ীতে স্বামীর অনুমতি ছাড়া কাউকে প্রবেশ করতে দিবে না এবং স্বামীর সংসারের আসবাব সামগ্রী তার অনুমতি ছাড়া অন্য কোথাও স্থানান্তর করবে না।

এছাড়া আরো অনুরূপ যে শর্তগুলো আছে সবগুলো পূরণ করা আবশ্যক, তবে এমন কতগুলো শর্ত রয়েছে যা বিবাহের চাহিদা পূরণে বাধা সৃষ্টি করে, যেমন স্বামী তার একাধিক স্ত্রী থাকলে ঘর বণ্টন করবে না, তার স্ত্রীর ওপর খরচও করবে না, তাকে সাথে নিয়ে কোনো ভ্রমণও করবে না। এমন শর্ত পূরণ করা তো আবশ্যক নয়ই, বরং এগুলো বাতিল বলে গণ্য হবে। (শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৪২৮)

٣١٤٤-[٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتّٰى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩১৪৪-[৫] আবূ হুরায়রাহ্ ﵁ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের (বিয়ের) প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না পাঠায় যতক্ষণ না সে বিয়ে করে অথবা নাকচ করে দেয়। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৮৬]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ খত্ত্বাবী (রহঃ) সহ অন্যান্য 'উলামাগণ বলেছেন, একজন অপরজনের কেনা-বেচা কিংবা বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব করা হারাম, এ বিষয়টা কোনো মুসলিমের প্রস্তাবের উপর অন্য কারো প্রস্তাব করা উদ্দেশ্য। কোনো কাফির ব্যক্তির প্রস্তাবের উপর কোনো মুসলিম প্রস্তাব করলে তা হারাম হবে না। আওযা'ঈ (রহঃ) অনুরূপ কথা বলেছেন।

---

[৩৮৫] **সহীহ :** বুখারী ৫১৫১, মুসলিম ১৪১৮, আবূ দাউদ ২১৩৯, নাসায়ী ৩২৮১, তিরমিযী ১১২৭, ইবনু মাজাহ ১৯৫৪, আহমাদ ১৭৩০২, ইরওয়া ১৮৯২, সহীহ আল জামি' ১৫৪৭।

[৩৮৬] **সহীহ :** বুখারী ৫১৪৪, মুসলিম ১৪১৩, আবূ দাউদ ২০৮০, নাসায়ী ৩২৪১, ইবনু মাজাহ ১৮৬৭, সহীহ আল জামি' ৭৬৬৫।

জুমহূর 'উলামাগণ বলেছেন, কাফির ব্যক্তির প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব করাও হারাম। উল্লেখিত মতের জবাবে তিনি বলেন, আলোচ্য হাদীসে أَخِيهِ বা তার ভাই দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যেমন, আল্লাহ তা'আলার কথা, অর্থাৎ- "তোমাদের সন্তানদের খাদ্য খাওয়ার ভয়ে হত্যা করো না"- (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ১৫১)। এ আয়াতে হত্যার নিষেধাজ্ঞা শুধু মুসলিমদের ওপর প্রযোজ্য নয়, বরং সকলের ওপর প্রযোজ্য। সুতরাং বিশুদ্ধ কথা এটাই যে, ফাসিক্ব কাফির কিংবা মুসলিম প্রস্তাবকারীর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

(শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৪১৩)

٣١٤٥-[٦] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا»

৩১৪৫-[৬] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো নারী যেন (স্বয়ং নিজের জন্য) তার বোনের ত্বলাক্ব না চায়; যাতে সে বোনের পাত্র খালি রেখে নিজের পাত্র পূর্ণ করে। কারণ, তার জন্য ভাগ্য নির্ধারিত। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৮৭]

٣١٤٦-[٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلٰى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْاٰخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ».

৩১৪৬-[৭] ইবনু 'উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ শিগার হতে নিষেধ করেছেন। (রাবী নাফি' বলেন) আর শিগার হলো এক ব্যক্তি তার কন্যাকে অন্যের নিকট এ শর্তে বিয়ে দেয় যে, অপর ব্যক্তি তার কন্যাকে এর নিকট বিয়ে দেবে, অথচ উভয় বিয়েতে তাদের মধ্যে কোনো মুহর ধার্য হবে না। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৮৮]

মুসলিম-এর অপর বর্ণনায় আছে- ইসলামে শিগারের কোনো স্থান নেই।

٣١٤٧-[٨] وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩১৪৭-[৮] 'আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার যুদ্ধের দিন মুত্'আহ্ বিবাহ করতে এবং গৃহপালিত গাধার গোশ্ত খাওয়া হতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৮৯]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসের ভিত্তিতে গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া হারাম মনে করি আমরা এবং সকল 'উলামাগণ। তবে সালাফদের মধ্য সহজ পন্থা অবলম্বনকারী একদল 'উলামাহ্ এটা খাওয়া বৈধ মনে করেন।

---

[৩৮৭] সহীহ : বুখারী ৬৬০১, মুসলিম ১৪১৩, আবূ দাউদ ২১৭৬, তিরমিযী ১১৯০, নাসায়ী ৩২৩৯, সহীহ আল জামি' ৭৩০৬।

[৩৮৮] সহীহ : বুখারী ৫১১২, মুসলিম ১৪১৫, আবূ দাউদ২০৭৪, নাসায়ী ৩৩৩৭, তিরমিযী ১১২৪, আহমাদ ৪৫২৬, ইরওয়া ১৮৯৫, সহীহ আল জামি' ৬৮৯১।

[৩৮৯] সহীহ : বুখারী ৪২১৬, মুসলিম ১৪০৭, নাসায়ী ৪৩৩৫, ইবনু মাজাহ ১৯৬১, দারিমী ২০৩৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪১৪৩।

'আয়িশাহ্ ও ইবনু 'আব্বাস -সহ কতিপয় সালাফদের থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া বৈধ। তাদের থেকে আবার হারামের বর্ণনাও রয়েছে। ইমাম মালিক (রহঃ)-এর বর্ণনায় হারাম মাকরূহ উভয় বর্ণনা রয়েছে। (শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৪০৭)

٣١٤٨-[٩] وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهٰى عَنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩১৪৮-[৯] সালামাহ্ ইবনুল আক্ওয়া' হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ আওত্বাস যুদ্ধে তিনদিনের জন্য মুত্'আহ্ বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলেন, অতঃপর পরবর্তীতে তা (স্থায়ীভাবে) নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)[৩৯০]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣١٤٩-[١٠] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ قَالَ: التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ: «التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ». وَالتَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ: «إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَسْتَعِينُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ». وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ ﴿يٰأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ﴾ [سورة آل عمران ٣:١٠٢]

﴿يٰأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

﴿يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيْدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا﴾

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَفِي جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ فَسَّرَ الْأٰيَاتِ الثَّلَاثَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ بَعْدَ قَوْلِهٖ: «إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ» وَبَعْدَ قَوْلِهٖ: «مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا

[৩৯০] সহীহ : মুসলিম ১৪০৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪১৫১, আহমাদ ১৬৫৫২।

وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا» وَالدَّارِمِيُّ بَعْدَ قَوْلِهِ «عَظِيمًا» ثُمَّ يَتَكَلَّمُ بِحَاجَتِهِ وَرَوٰى فِي شَرْحِ السُّنَّةِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي خُطْبَةِ الْحَاجَةِ مِنَ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ.

৩১৪৯-[১০] 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে সলাতের তাশাহ্হুদ এবং হাজাতের (অন্যান্য কাজে) তাশাহ্হুদ পাঠ করা শিখিয়েছেন। তিনি (সাঃ) বলেন, সলাতের তাশাহ্হুদ হলো- *"আত্তাহিয়্যাতু লিল্লা-হি ওয়াস্‌সলাওয়া-তু ওয়াত্ব ত্বইয়িবা-তু, আস্‌সালা-মু 'আলায়কা আইয়ুহান্ নাবীয়্যু, ওয়া রহমাতুল্ল-হি ওয়া বারাকা-তুহ্। আস্‌সালা-মু 'আলায়না- ওয়া 'আলা- 'ইবা-দিল্লা-হিস্ স-লিহীন, আশ্‌হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহূ ওয়া রসূলুহ্"* (অর্থাৎ- সকল প্রকার মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক 'ইবাদাত আল্লাহর জন্য। হে নাবী! আপনার ওপর আল্লাহর সালাম, রহমাত ও বারাকাত বর্ষিত হোক। আমাদের এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের ওপর সালাম বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো মা'বূদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রসূল।) আর হাজাতের তাশাহ্হুদ হলো এই যে, *"ইন্নাল হাম্‌দা লিল্লা-হি ওয়া নাস্‌তা'ঈনুহূ ওয়া নাস্‌তাগ্‌ফিরুহূ ওয়ানা'উযুবিল্লা-হি মিন্ শুরূরি আন্‌ফুসিনা- মাই ইয়াহ্‌দিহিল্লা-হু ফালা- মুযিল্লা লাহূ ওয়ামাই ইউয্‌লিল ফালা- হা-দিয়া লাহূ ওয়া আশ্‌হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ 'আবদুহূ ওয়া রসূলুহ্"* (অর্থাৎ- সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাই। আমরা তাঁর নিকট প্রার্থনা করছি নিজেদের মনের কুচিন্তা হতে। আল্লাহ যাকে হিদায়াত করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হিদায়াত করতে পারে না। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো মা'বূদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁরা বান্দা ও রসূল।)। (রাবী ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ) বলেন) অতঃপর তিনি (সাঃ) তিনটি আয়াত পড়লেন– [১ম আয়াত] অর্থাৎ- "হে মু'মিনগণ! তোমার আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না"– (সূরাহ্ আ-লি 'ইম্‌র-ন ৩ : ১০২)। [২য় আয়াত] অর্থাৎ- "হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে একে অপরের নিকট (স্বীয় অধিকার) প্রার্থনা কর এবং সতর্ক থাক আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১)। [৩য় আয়াত] অর্থাৎ- "হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল, তাহলে আল্লাহ তোমাদের কর্মকাণ্ডকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই লাভ করবে মহাসাফল্য"– (সূরাহ্ আল আহ্‌যা-ব ৩৩ : ৭১)।

(আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, দারিমী)[৩৯১]

আর জামি' আত্ তিরমিযীতে আছে যে, আয়াত তিনটি সুফ্ইয়ান সাওরী বর্ণনা করেছেন।

ইবনু মাজাহ أَلْحَمْدَ لِلّٰهِ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ" বাক্যের পর বাড়িয়ে বলেছেন, نَحْمَدُهٗ "আমরা তার প্রশংসা করছি" এবং مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا "নিজেদের মন্দকর্ম থেকে" বাক্যের পর বৃদ্ধি করেছেন وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا "আর আমাদের মন্দ কার্যক্রম থেকে"।

---

[৩৯১] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২১১৮, নাসায়ী ৩২৭৭, তিরমিযী ১১০৫, ইবনু মাজাহ ১৮৯২, আহমাদ ৪১১৫, দারিমী ২২৪৮। তবে আহমাদ-এর সানাদটি মুনক্বতি' হওয়ায় দুর্বল।

দারিমী বৃদ্ধি করেছেন عَظِيمًا "বড় রকমের কৃতকার্য হয়েছে" বাক্যের পর ثُمَّ يَتَكَلَّمُ بِحَاجَتِهِ "অতঃপর তিনি (ﷺ) হাজাতের উল্লেখ করতেন"। শারহুস্ সুন্নাহ্ কিতাবে ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, 'হাজাত' তথা বিবাহ ও অন্যান্য কাজ বুঝানো হয়েছে।

ব্যাখ্যা : ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল গৃহীত হয় যে, বিবাহের চুক্তির সময় খুত্বাহ্ পড়ার শারী'আত সুন্নাত। ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানে বলেন, বিদ্বানগণ বলেছেন যে, খুত্বাহ্ ছাড়াও বিবাহ বৈধ। আর এটাই সুফ্ইয়ান সাওরীসহ অন্যান্য বিদ্বানদের মতো। ইসমা'ঈল বিন ইব্রাহীম বর্ণিত হাদীস খুত্বাহ্ পড়া বৈধতার উপরে প্রমাণ করে। অতএব বিবাহের খুত্বাহ্ পড়া মুস্তাহাব।

('আওনুল মা'বূদ ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২১১৮)

٣١٥٠-[١١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

৩১৫০-[১১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে খুত্বায় তাশাহ্হুদ (আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন) নেই, তা কাটা হাতের ন্যায়।

(তিরমিযী; তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব)[৩৯২]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ তূরিবিশতী (রহঃ) বলেন : এখানে মৌলিক তাশাহ্হুদ হলো "*আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লা-হ্*" আর এর দ্বারাই আল্লাহর প্রশংসা গণ্য করা হয়। 'আল্লামাহ্ ক্বারী (রহঃ) বলেন : এ হাদীসটি আবূ দাউদ, আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর কাটা হাত দ্বারা সে হাত উদ্দেশ্য যা দ্বারা ব্যক্তি কোনো উপকার পায় না।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৩য় খণ্ড, হাঃ ১১০৬)

٣١٥١-[١٢] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ أَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ فَهُوَ أَقْطَعُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৩১৫১-[১২] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজই আল্লাহর তা'আলার প্রশংসার সাথে শুরু না হলে, তবে তা বারাকাতশূন্য হয়।

(ইবনু মাজাহ)[৩৯৩]

٣١٥٢-[١٣] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَعْلِنُوا هٰذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৩১৫২-[১৩] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা বিবাহকার্য প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে মাসজিদে সম্পন্ন কর এবং তাতে দফ বাজাও।

(তিরমিযী; তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)[৩৯৪]

---

[৩৯২] **সহীহ :** তিরমিযী ১১০৬, আবূ দাউদ ৪৮৪১, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৭৯৬, সহীহাহ্ ১৬৯, সহীহ আল জামি' ৪৫২০।

[৩৯৩] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ ১৮৯৫, আবূ দাউদ ৪৮৪০, ইরওয়া ২, য'ঈফ আল জামি' ৪২১৬। কারণ এর সানাদে কুর্রা একজন বিতর্কিত রাবী।

[৩৯৪] **সানাদ দুর্বল :** তিরমিযী ১০৮৯, ইবনু মাজাহ ১৮৯৫, য'ঈফাহ্ ৯৭৮, য'ঈফ আল জামি' ৯৬৬। কারণ এর সানাদে 'ঈসা বিন মায়মূন একজন দুর্বল রাবী। তবে হাদীসের প্রথম অংশটুকু হাসান সূত্রে প্রমাণিত।

ব্যাখ্যা : ফাক্বীহগণ বলেন, এখানে দফ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যাতে কোনো ঘণ্টাধ্বনি নেই। ইবনুল হুমাম (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। হাফিয 'আসক্বালানী (রহঃ) বলেন : তারা (وَاضْرِبُوا) অর্থাৎ- "দফ বাজাও" এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছে যে, দফ বাজানো শুধু পুরুষের জন্য খাস নয় বরং নারী-পুরুষ সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু হাদীসটি য'ঈফ। একাধিক বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, দফ বাজানোটা এমন মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য যাদের সাথে পুরুষের সাক্ষাৎ হবে না। অনুরূপভাবে বাসরে গান গাওয়া ও মহিলার জন্য নির্ধারিত। পুরুষের জন্য তা বৈধ নয়। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ১০৮৯)

٣١٥٣-[١٤] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فَصَلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ: الصَّوْتُ وَالدُّفُّ فِي النِّكَاحِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

৩১৫৩-[১৪] মুহাম্মাদ ইবনু হাত্বিব আল জুমাহী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : হালাল ও হারাম বিয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো উচ্চৈঃস্বর ও দফ বাজানো।

(আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)[৩৯৫]

ব্যাখ্যা : এখানে الصَّوْتُ (উচ্চৈঃস্বর) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বৈধ গান, অর্থাৎ (যে গানগুলোতে অহেতুক কথা, প্রেম বিনিময়, অশ্লীল বাক্য ও এমন কথা যাতে শির্‌ক রয়েছে, এমন কোনো কথা না থাকা)। কেননা বৈধ গান দফ বাজানোর মাধ্যমে বাসর উপলক্ষে গাওয়া জায়িয। আর রুবায়ই' বিনতু মু'আব্বিয (রাঃ) বর্ণিত হাদীস এটার উপর প্রমাণ করছে। আর এটা সহীহ হাদীস যা বুখারী বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে যে, বালিকারা দফ বেজে গান গাওয়া শুরু করল এবং বাদ্‌রের যুদ্ধে আমাদের পিতৃপুরুষ যারা শাহাদাত বরণ করেছেন তাদের স্মরণ করতে লাগল।

সহীহুল বুখারীর অপর বর্ণনায় রয়েছে, 'আয়িশাহ্ (রাঃ) এক মহিলাকে আনসারী এক পুরুষের সঙ্গে বাসরে পাঠালেন। নাবী (সাঃ) বললেন, হে 'আয়িশাহ্! তোমাদের কাছে কি কোনো গায়িকা ছিল না? কারণ আনসারীরা তো গান খুব পছন্দ করে। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৩য় খণ্ড, হাঃ ১০৮৮)

٣١٥٤-[١٥] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ عِنْدِيْ جَارِيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجْتُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ أَلَا تُغَنِّيْنَ؟ فَإِنَّ هٰذَا الْحَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ يُحِبُّوْنَ الْغِنَاءَ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهٖ

৩১৫৪-[১৫] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার অধীনে এক আনসারী মেয়ে ছিল; যাকে আমি বিয়ে দিলাম। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, হে 'আয়িশাহ্! (বিয়েতে) তোমরা কি গীত গাইলে না? আনসারী গোত্রের লোকেরা তো গীত পছন্দ করে। (সহীহ ইবনু হিব্বান)[৩৯৬]

٣١٥٥-[١٦] (ضعيف جدا اللفظ) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: «أَهَدَيْتُمُ الْفَتَاةَ؟» قَالُوْا: نَعَمْ قَالَ: «أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ تَغَنِّيْ؟» قَالَتْ: لَا

---

[৩৯৫] হাসান : নাসায়ী ৩৩৬৯, তিরমিযী ১০৮৮, ইবনু মাজাহ ১৮৯৬, আহমাদ ১৮২৭৯, ইরওয়া ১৯৯৪, সহীহ আল জামি' ৪২০৬।

[৩৯৬] য'ঈফ : সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৮৭৫, য'ঈফাহ্ ৫৭৪৫। কারণ এর ইসহাক্ব বিন সাহ্‌ল বিন আবূ হাসমাহ্ একজন মাজহূল রাবী।

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৩১৫৫-[১৬] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আয়িশাহ্ (রাঃ) তাঁর এক আত্মীয় আনসারী নারীর বিবাহ সম্পাদন করেন। রসূলুল্লাহ ﷺ (বাইরে থেকে) এসে বললেন, তোমরা কি মেয়েটিকে স্বামীর কাছে পাঠিয়েছ? তারা বলল, জী, হ্যাঁ। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, মেয়েটির সাথে (গীত) গাইতে পারে এমন কাউকে কি পাঠিয়েছ? তিনি বললেন, না। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আনসার গোত্রের মধ্যে গীতপ্রীতি রয়েছে, তাই তোমরা যদি তার সাথে এমন কাউকে পাঠাতে যে গাইত "আমরা তোমাদের নিকট এসেছি, আমরা তোমাদের কাছে এসেছি; তোমাদের কল্যাণ হোক ও আমাদের কল্যাণ হোক"। (ইবনু মাজাহ)[৩৯৭]

٣١٥٦ - [١٧] وَعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৩১৫৬-[১৭] সামুরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো মেয়েকে যদি তার দু'জন ওয়ালী (অভিভাবক) বিবাহ সম্পাদন করে (যা দু'জনের অজানা অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন হয়), তাহলে প্রথমজনের (বিয়ে) সঠিক হবে। অনুরূপ কোনো পণ্যদ্রব্য দু'জনের নিকট বিক্রি করলে প্রথমজনের (বিক্রি) বৈধ হবে। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, দারিমী)[৩৯৮]

ব্যাখ্যা : ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন, এ হাদীসের উপরেই বিদ্বানদের 'আমাল রয়েছে। এ মর্মে তাদের মাঝে কোনো মতপার্থক্য আছে, এটা আমার জানা নেই। সুতরাং দু'জন ওয়ালী যখন আগপিছ করে এক মহিলাকে বিবাহ দিবে তখন প্রথম বিবাহ কার্যকর হবে আর দ্বিতীয়টি বাতিল হবে। আর উভয় ওয়ালী এক সঙ্গে বিবাহ দিলে উভয়টি বাতিল হয়ে যাবে। আর এটাই আস্ সাওরী, আহমাদ ও ইসহাক্বসহ প্রমুখগণের মত। ('আওনুল মা'বূদ ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২০৮৮)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣١٥٧ - [١٨] عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا: أَلَا نَخْتَصِيْ؟ فَنَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ فَكَانَ أَحَدُنَا يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلٰى أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ﴾. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৩৯৭] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ ১৯০০, য'ঈফাহ্ ২৯৮১, য'ঈফ আল জামি' ১৪২০। কারণ এর সানাদে আবুয্ যুবায়র একজন মুদাল্লিস রাবী।

[৩৯৮] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ২০৮৮, নাসায়ী ৪৬৮২, তিরমিযী ১১১০, আহমাদ ২০০৮৫, দারিমী ২২৩৯, য'ঈফ আল জামি' ২২২৪। কারণ হাসান (রহঃ) সামুরাহ্ (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ পাননি।

৩১৫৭-[১৮] ইবনু মাস্‌'ঊদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে থেকে জিহাদে শারীক থাকতাম, তখন আমাদের সাথে স্ত্রীগণ থাকত না, তাই (কাম-উদ্দীপনা হতে হিফাযাতের উদ্দেশে) আমরা খাসী বা খোঁজা হওয়ার কথা জানালে, তিনি (ﷺ) তা করতে আমাদেরকে নিষেধ করলেন। অতঃপর আমাদেরকে মুত্‌'আহ্ বিয়ের অনুমতি দিলেন। সুতরাং আমাদের মধ্যে কেউ কেউ কাপড়ের বিনিময়ে নির্ধারিত সময়ের জন্য বিয়ে করত। অতঃপর 'আব্‌দুল্লাহ ইবনু মাস্‌'ঊদ رضي الله عنه কুরআন মাজীদের আয়াত তিলাওয়াত করলেন, অর্থাৎ- "হে মু'মিনগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য যে পবিত্র জিনিস হালাল করেছেন, তা তোমরা হারাম করো না"– (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৮৭)। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৯৯]

ব্যাখ্যা : বিশুদ্ধ কথা হলো, মুত্‌'আহ্ বিবাহ হারাম হওয়া কিংবা বৈধ হওয়ার বিষয়টা দুই বার সংঘটিত হয়েছে। এটি হালাল ছিল খায়বার যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত। এরপর তা খায়বারের দিনে হারাম করা হয়, এরপর আবার মাক্কাহ্ বিজয়ের বছরে তিনদিনের জন্য বৈধ ঘোষণা করা হয়। আর এটাই আওত্বাসের দিন ছিল, অতঃপর এটা (মুত্‌'আহ্) স্থায়ীভাবে হারাম হয়ে যায় এবং ক্বিয়ামাত পর্যন্ত এটি হারাম থাকবে।

সকল 'উলামাগণহ্ এ মর্মে একমত যে, মুত্‌'আহ্ হলো নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বিবাহ করা, এতে উক্ত মহিলার জন্য কোনো উত্তরাধিকার থাকবে না। আর এ বিবাহ নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হলেই ভঙ্গ হয়ে যাবে। ত্বলাক্বের কোনো প্রয়োজন নেই। আর মুত্‌'আহ্ বিবাহ যে হারাম, এ মর্মে সকল 'উলামাগণের ঐকমত্য রয়েছে। শুধু রাফিজীরা (শী'আরা) এটাকে বৈধ মনে করে। (শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৪০৪)

٣١٥٨ ـ[١٩] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدُمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرٰى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحُ لَهُ شَيَّهُ حَتّٰى إِذَا نَزَلَتِ الْاٰيَةُ ﴿إِلَّا عَلٰى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَاهُمَا فَهُوَ حَرَامٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩১৫৮-[১৯] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুত্‌'আহ্ বিবাহ ইসলামের প্রথম (প্রাথমিক) যুগে ছিল। কেউ যখন কোনো অপরিচিত অবস্থায় দূরবর্তী স্থানে যেত, অতঃপর যতদিন তার ধারণায় সে স্থানে থাকবে, তত দিনের জন্য সে বিয়ে করে নিত। আর উক্ত স্ত্রীলোকটি তার আসবাবপত্র দেখাশুনা করত ও তার খাবার তৈরি করত। এভাবে যখন এ আয়াত নাযিল হলো, অর্থাৎ- "যারা তাদের স্ত্রীগণ ও ক্রীতদাসীগণ ব্যতীত নিজেদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে"– (সূরাহ্ আল মু'মিনূন ২৩ : ৬; সূরাহ্ আল মা'আ-রিজ ৭০ : ৩০)। ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه বলেন, তখন এই দু' শ্রেণীর নারীগণ ব্যতীত সকল লজ্জাস্থান হারাম হয়ে গেল। (তিরমিযী)[৪০০]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : এ আয়াতে কারীমা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদের গুণ বর্ণনা করতে চেয়েছেন যে, নিশ্চয় তারা সকলেই স্ত্রী কিংবা দাসী ব্যতীত বহুগামিতা থেকে নিজেদের লজ্জাস্থানকে হিফাযাত করবে। আর মুত্‌'আহ্ এটি কোনো বিবাহ নয়, কারণ সকলের ঐকমত্য রয়েছে যে, এতে কোনো মীরাস নেই। আবার এটি দাসত্বও নয়। বরং এটি নির্দিষ্ট দিনের জন্য মহিলার নিজের পারিশ্রমিক, সুতরাং এটি কোনো বিধানের আওতায় পড়বে না। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৩য় খণ্ড, হাঃ ১১২২)

---

[৩৯৯] **সহীহ :** বুখারী ৪৬১৫, মুসলিম ১৪০৪, আহমাদ ৩৯৮৬।

[৪০০] **য'ঈফ :** তিরমিযী ১১২২, ইরওয়া ১৯০৩। কারণ এর সানাদে মূসা বিন 'উরওয়া একজন দুর্বল রাবী।

٣١٥٩ - [٢٠] وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلٰى قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ فِىْ عُرْسٍ وَإِذَا جِوَارٍ يُغَنِّيْنَ فَقُلْتُ: أَىْ صَاحِبَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَهْلَ بَدْرٍ يُفْعَلُ هٰذَا عِنْدَكُمْ؟ فَقَالَا: اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا وَإِنْ شِئْتَ فَاذْهَبْ فَإِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَنَا فِى اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

৩১৫৯-[২০] 'আমির ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক বিবাহে ক্বারাযাহ্ ইবনু কা'ব ও আবূ মাস্'ঊদ আল আনসারী (রাঃ) সহাবীদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হই। উক্ত বিবাহে কিছু মেয়ে গীত গাইছে। এটা দেখে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর (সম্মানিত) সহাবীদ্বয় এবং বাদ্‌র যুদ্ধের মুজাহিদগণ! আপনাদের সামনে এগুলো কি করা হচ্ছে (গীত গাইছে)? তখন তাঁরা বললেন, যদি ইচ্ছা হয় আমাদের সাথে বসে শুনতে পার, অন্যথায় চলে যাও। আমাদের জন্য বিয়েতে বিনোদন, আনন্দের (গীতের) অনুমতি দিয়েছেন। (নাসায়ী)[৪০১]

(٤) بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ

অধ্যায়-৪ : যে নারীদেরকে বিয়ে করা হারাম

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣١٦٠ - [١] عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩১৬০-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : কোনো নারী ও তার স্বীয় ফুফু এবং কোনো নারী ও তার স্বীয় খালাকে একত্রে বিয়ে করা যাবে না। (বুখারী ও মুসলিম)[৪০২]

ব্যাখ্যা : অপর বর্ণনায় রয়েছে, ভাতিজির উপর ফুফীকে এবং ভাগ্নির উপর খালাকে বিবাহ করা যাবে না। উল্লেখিত হাদীস 'উলামাগণের জন্য এ মর্মে যথেষ্ট দলীল, স্ত্রী এবং তার ফুফীকে বিবাহ করা, স্ত্রী এবং তার খালাকে একত্র বিবাহ করা হারাম, চাই সেটা নিজ খালা, অর্থাৎ- বাবার বোন এবং মায়ের বোন হোক, অথবা হুকুমগত খালা ও ফুফী (অর্থাৎ- তা হলো দাদার বোন এবং দাদার বাবার বোন এবং ঊর্ধ্বতন যারা রয়েছেন, অথবা নানার বোন, নানীর মায়ের বোনসহ বাবা এবং মায়ের দিক থেকে ঊর্ধ্বতন যারা রয়েছেন তারা সকলেই হুকুমগত খালা ও ফুফীর অন্তর্ভুক্ত) হোক না কেন, এ সকলকে বিবাহের মাধ্যমে একত্র করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। তবে খারিজী ও শী'আদের একদল, যারা মনে করে এটি বৈধ।

(শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৪০৮)

---

[৪০১] **হাসান :** নাসায়ী ৩৩৮৩।

[৪০২] **সহীহ :** বুখারী ৫১০৯, মুসলিম ১৪০৮, নাসায়ী ৩২৮৮, আহমাদ ৯৯৫২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪১১৩, সহীহ আল জামি' ৭৬২১।

٣١٦١ - [٢] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩১৬১-[২] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : বংশগত (রক্ত সম্পর্কের) কারণে ও দুধপান সম্পর্কের ভিত্তিতে সকল ক্ষেত্রে বিবাহ হারাম। (বুখারী ও মুসলিম)[৪০৩]

٣١٦٢ - [٣] وَعَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهٗ حَتّٰى أَسْأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلْتُهٗ فَقَالَ: «أَنَّهٗ عَمُّكِ فَأْذَنِيْ لَهٗ» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّهٗ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ» وَذٰلِكَ بَعْدَمَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩১৬২-[৩] উক্ত রাবী ('আয়িশাহ্ (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমার দুধ-চাচা এসে আমার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম। রসূলুল্লাহ (ﷺ) আসলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, সে তো তোমার চাচা, তাকে অনুমতি দাও। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! (আমি তো জানি) আমাকে নারী দুধপান করিয়েছে, পুরুষে তো পান করায়নি। প্রত্যুত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন যে, তোমার চাচা (আপন চাচার মতো) সে তোমার কাছে আসতেই পারে। ('আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন) এ ঘটনা আমাদের ওপর পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পরে সংঘটিত হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)[৪০৪]

ব্যাখ্যা : বংশীয় সূত্রে মহিলাদের সাথে পুরুষের সাক্ষাতের কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্রে যে হুকুম প্রযোজ্য, দুধপান সূত্রেও সকল ক্ষেত্রে সে হুকুমই প্রযোজ্য। (ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫২৩৯)

٣١٦٣ - [٤] وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! هَلْ لَكَ فِيْ بِنْتِ عَمِّكَ حَمْزَةَ؟ فَإِنَّهَا أَجْمَلُ فَتَاةٍ فِيْ قُرَيْشٍ فَقَالَ لَهٗ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ حَمْزَةَ أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ وَأَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ؟». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩১৬৩-[৪] 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বললাম) হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আপনার চাচা হামযাহ্'র মেয়েকে বিয়ে করতে আগ্রহী হন না? কেননা, সে তো কুরায়শ যুবতীদের মধ্যে সুন্দরী রমণী। তদুত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি কি জান না যে, হামযাহ্ আমার দুধ-ভাই? আল্লাহ তা'আলা বংশগত (রক্ত সম্পর্কের) কারণে যা হারাম করেছেন, দুগ্ধপান করার কারণেও তা হারাম করেছেন। (মুসলিম)[৪০৫]

---

[৪০৩] সহীহ : বুখারী ৫২৩৯, আবূ দাউদ ২০৫৫, দারিমী ২২৯৫, সহীহ আল জামি' ৮০৩৩।

[৪০৪] সহীহ : বুখারী ৫২৩৯, মুসলিম ১৪৪৫, আবূ দাউদ ২০৫৭, নাসায়ী ৩৩১৭, তিরমিযী ১১৪৮, ইবনু মাজাহ ১৯৪৯, আহমাদ ২৪০৮৫, দারিমী ২২৯৪, ইরওয়া ১৭৯৩।

[৪০৫] সহীহ : মুসলিম ১৪৪৮।

٣١٦٤-[٥] وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ».

৩১৬৪-[৫] উম্মুল ফায্‌ল (রাঃ) ('আব্বাস (রাঃ)-এর স্ত্রী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নাবী ﷺ বলেছেন : একবার বা দু'বারের দুধপানে হারাম হয় না।[৪০৬]

٣١٦٥-[٦] وَفِيْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ».

৩১৬৫-[৬] আর 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে, (তিনি বলেন) একবার বা দু'বার চোষণে হারাম হয় না।[৪০৭]

٣١٦٦-[٧] وَفِيْ أُخْرٰى لِأُمِّ الْفَضْلِ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ». هٰذِهٖ رِوَايَاتٌ لِمُسْلِمٍ

৩১৬৬-[৭] উম্মুল ফায্‌ল (রাঃ)-এর অপর বর্ণনায় আছে, (তিনি বলেন) একবার বা দু'বার (দুধপানের জন্য) মুখে (স্তনে) প্রবেশ করানোর ফলে হারাম হয় না।

(উপরোক্ত তিনটি হাদীস ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন)[৪০৮]

ব্যাখ্যা : এক বর্ণনায় রয়েছে, লোকটি বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! এক ঢোক দুধ পান করলেই কি হারাম হয়ে যাবে? তিনি বললেন, না। 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর অপর বর্ণনায় রয়েছে, এ ব্যাপারে কুরআন নাযিল হয়েছে তাতে ১০ ঢোক পান করলে দুধ মা সাব্যস্ত হবে, এর পরবর্তীতে ৫ ঢোক মানসূখ করা হয়। এরপর নাবী ﷺ-এর ইনতিকাল করলেন, এ ব্যাপারে এমনই ছিল। (শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৪৫১)

٣١٦٧-[٨] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ: «عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ». ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْاٰنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩১৬৭-[৮] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআন মাজীদে (প্রথমে) নাযিল হয়েছিল, [﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ অর্থাৎ- "এবং তোমাদের মাতাগণ যারা তোমাদেরকে দুগ্ধপান করিয়েছেন"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ২৩) এ আয়াতের শেষাংশে] عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ "নিশ্চিত জানা যায় দশবার" দুগ্ধপানে হারাম করে, পরে خَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ "নিশ্চিত জানা যায় পাঁচবার"-এর দ্বারা তা মানসূখ (রহিত) হয়ে যায়। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেন। অথচ (সহাবীরা) এটা কুরআনে পড়ত।

(মুসলিম)[৪০৯]

ব্যাখ্যা : মানসূখ তিন প্রকার- (১) হুকুম ও তিলাওয়াত উভয় মানসূখ, যেমন ১০ ঢোক দুধ পান করার আয়াত। (২) তিলাওয়াত মানসূখ, তবে হুকুম বলবৎ রয়েছে। যেমন পাঁচ ঢোক দুধ পান করানোর আয়াত। (৩) হুকুম মানসূখ তিলাওয়াত বলবৎ রয়েছে, যেমন- "তোমাদের মধ্যে যারা মারা যাবে এবং স্ত্রী রেখে যাবে, তারা যেন তাদের স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে, তাদের এক বছরের ভরণ-পোষণের ওয়াসিয়্যাত করে।" (সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ ২ : ২৪০)

---

[৪০৬] **সহীহ :** মুসলিম ১৪৫১, ইবনু মাজাহ ১৯৪০।

[৪০৭] **সহীহ :** মুসলিম ১৪৫০, আবূ দাউদ ২০৬৩, নাসায়ী ৩৩১০, তিরমিযী ১১৫০, ইবনু মাজাহ ১৯৪১, আহমাদ ২৪০২৬, ইরওয়া ২১৪৮, সহীহ আল জামি' ৭২৪১।

[৪০৮] **সহীহ :** মুসলিম ১৪৫১, নাসায়ী ৩৩০৮, আহমাদ ২৬৮৬৭, দারিমী ২২৯৮, ইরওয়া ২১৪৯, সহীহ আল জামি' ৭২৪০।

[৪০৯] **সহীহ :** মুসলিম ১৪৫২, নাসায়ী ৩৩০৭, আবূ দাউদ ২০৬২, ইরওয়া ২১৪৭।

কতটুকু পরিমাণ দুধ পান করলে দুধ মা সাব্যস্ত হবে, এ ব্যাপারে 'উলামাগণের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এবং ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) ও তার অনুসারীদের মতে পাঁচ ঢোকের কমে দুধমা সাব্যস্ত হবে না। জুমহূর 'উলামাগণের মতে ১ ঢোক পান করলেই দুধ মা সাব্যস্ত হবে। এ বর্ণনায় রয়েছে ইবনুল মুনযির, 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ইবনু মাস্'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু), 'আত্বা, তাউস ইবনুল মুসাইয়্যাব, হাসান, মাকহূল, যুহরী, কৃতাদাহ্ (রহঃ) প্রমুখগণ থেকে।

আবূ সূর, আবূ 'উবায়দ, ইবনুল মুনযির ও দাঊদ (রহঃ)-এর মতে তিন ঢোকের কম দুধ পান করলে দুধ মা সাব্যস্ত হবে না। ইমাম শাফি'ঈ ও তার অনুসারীগণ দলীল গ্রহণ করেছেন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) পাঁচ ঢোক দুধ পান করানো হাদীস দ্বারা। ইমাম মালিক (রহঃ) কুরআনুল মাজীদে এ আয়াত, "তোমাদের মা যারা তোমাদের দুধ পান করিয়েছেন"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ২৩)। তার মতে নির্ধারিত কোনো সংখ্যা (ঢোকের সংখ্যা) নেই। দাঊদ ও তার সহযোগীরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস এক ঢোক বা দু'ঢোকে দুধ মা সাব্যস্ত হবে না, এ হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন। (শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৪৫২)

٣١٦٨ - [٩] وَعَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذٰلِكَ فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِيْ فَقَالَ: «انْظُرْنَ مِنْ إِخْوَانِكُنَّ؟ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩১৬৮-[৯] উক্ত রাবী ('আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার ঘরে প্রবেশ করে (অপরিচিত) একজন পুরুষকে দেখতে পেয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। আমি বললাম, সে তো আমার (দুধ) ভাই। প্রত্যুত্তরে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, (শারী'আতের বিধানে দেখ) কারা তোমার দুধ ভাই? কেননা, দুধের বিধান দুধপানের ক্ষুধার তাড়নায় দুধ পান করলে (অর্থাৎ- দুধপানের বয়সের মধ্যে দুধপান করলে বিয়ে হারাম হয় ও পর্দার শিথিলতা থাকে, কিন্তু ঐ বয়সের পরে পান করলে তা নাজায়িয)। (বুখারী ও মুসলিম)[৪১০]

ব্যাখ্যা : শারী'আতে দুধ মা সাব্যস্ত হওয়াটা নির্ভর করে, শিশুর ক্ষুধা নিবারণের উপর। আর এটা শিশুকাল ছাড়া হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং প্রমাণিত হয় বড়দের ক্ষেত্রে দুধ পান করলেও এর কোনো প্রভাব পড়বে না, অর্থাৎ- দুধ মা সাব্যস্ত হবে না। কারণ দুধ পানে তার ক্ষুধা নিবারণ হবে না এবং রুটি বা অন্য কোনো উঠানো খাবার ছাড়া সে পরিতৃপ্তও হবে না। সুতরাং বড় কোনো ছেলেকে কোনো মহিলা দুধ পান করালেও সে দুধ মা হিসেবে পরিগণিত হবে না। শারহুস্ সুন্নাহতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। অন্যদিকে একজন ধাত্রী কত দিন দুধ পান করাবেন– এ মর্মে ইখতিলাফ রয়েছে। একদল 'উলামাগণের মত হলো, পূর্ণ দুই বছর।

দলীল : "ধাত্রীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবেন"– (সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ ২ : ২৩৩)। সুতরাং দু' বছর পূর্ণ হলে দুধ পান করানোর হুকুম আর থাকবে না। ইবনু মাস্'ঊদ, আবূ হুরায়রাহ্, উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) অনুরূপ বলেছেন, ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। ইমাম মালিক (রহঃ) দুই বছরের বেশী পান করানোর কথা বলেছেন। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতে দুধপানের সময়সীমা ৩০ মাস। তার দলীল তাকে গর্ভধারণ করতে ও স্তন্য ছাড়াতে সময় লাগে ৩০ মাস।

(ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬৪৭; শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৪৫৫; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৪১০] সহীহ : বুখারী ৫১০২, মুসলিম ১৪৫৫, আবূ দাউদ ২০৫৮, আহমাদ ২৫৭৯০, দারিমী ২৩০২, ইরওয়া ২১৫১, সহীহ আল জামি' ১৫০২।

٣١٦٩ ـ[١٠] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِيْ إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ فَأَتَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِيْ تَزَوَّجَ بِهَا فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ قَدْ أَرْضَعْتِنِيْ وَلَا أَخْبَرْتِنِيْ فَأَرْسَلَ إِلٰى اٰلِ أَبِيْ إِهَابٍ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوْا: مَا عَلِمْنَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟» فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩১৬৯-[১০] 'উক্ববাহ্ ইবনুল হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি আবূ ইহাব ইবনু 'আযীয রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কন্যাকে বিয়ে করেন। অতঃপর জনৈকা মহিলা এসে বলল, আমি 'উক্ববাহ্ এবং তার স্ত্রীকে দুধপান করিয়েছি (তাদের বিবাহ কি বৈধ?)। 'উক্ববাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু উক্ত মহিলাটিকে বললেন, আপনি যে আমাকে দুধ পান করিয়েছেন (আমি জানি না) এবং তা কক্ষনো আমাকে বলেননি। অতঃপর তিনি ('উক্ববাহ্ ইবনুল হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার স্ত্রীর পরিবারের নিকট লোক পাঠিয়ে জানতে চাইলেন, উত্তরে তারা বলল যে, ঐ মহিলাটি যে আমাদের কন্যাকে দুধ পান করিয়েছে, তা আমরাও জানি না। অতঃপর 'উক্ববাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু মাদীনায় এসে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জানতে চাইলেন। উত্তরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কিভাবে দাম্পত্য জীবন যাপন করবে, যেহেতু একটি কথা (দুধপানের ব্যাপারে) উঠেছে? এটা শুনে 'উক্ববাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার স্ত্রীকে ত্যাগ করলেন (ত্বলাক্ব দিলেন) এবং ঐ স্ত্রী অন্যত্র অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো। (বুখারী)[৪১১]

ব্যাখ্যা : এখানে উদ্দেশ্য হলো, আগন্তুক মহিলা দুধ পান করানোর বিষয়টি নিশ্চিত করছে আর 'উক্ববাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু তা অস্বীকার করছেন, অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত মহিলার কথার উপর ভিত্তি করে তাকে ('উক্ববাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি যা বললেন তা আবশ্যকীয় হতে পারে অথবা তাক্বওয়ার ভিত্তিতে তা (এমন পরিস্থিতিতে স্ত্রী আলাদা করে দেয়া) বৈধ হতে পারে। সঠিক বিষয় আল্লাহই ভালো জানেন। (ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬৪০)

٣١٧٠ ـ[١١] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلٰى أَوْطَاسٍ فَلَقُوْا عَدُوًّا فَقَاتَلُوْهُمْ فَظَهَرُوْا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوْا لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ تَحَرَّجُوْا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ ذٰلِكَ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [سورة النساء ٤: ٢٤] أَيْ فَهُنَّ لَهُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩১৭০-[১১] আবূ সা'ঈদ আল খুদ্‌রী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনায়ন যুদ্ধের সময় আওত্বাস-এর (ত্বায়িফ-এর সন্নিকটবর্তী এলাকার) দিকে একটি সেনাবাহিনী পাঠালেন। তারা শত্রুর ওপর জয়লাভ করেন এবং কিছুসংখ্যক নারী তাদের হস্তগত হয় (যা গনীমাত হিসেবে পরবর্তীতে দাসীতে রূপান্তরিত হয়)। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো কোনো সহাবী অধিকৃত নারীদের মুশরিক স্বামীর থাকার কারণে তাদের সাথে সহবাস করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। (যেহেতু তাদের মুশরিক স্বামীগণ পরাজিত ও পলাতক শত্রুদের মধ্যে জীবিত রয়েছে)। অতঃপর এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন, অর্থাৎ- "এবং

---

[৪১১] সহীহ : বুখারী ২৬৪০, দারিমী ২৩০১, সহীহ আল জামি' ৪৫৯৬। তবে দারিমীর সানাদটি দুর্বল।

(নারীর মধ্যে) তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা নিষিদ্ধ"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ২৪)। (রাবী বলেন) অতঃপর ঐ সমস্ত দাসী তোমাদের জন্য হালাল যখন তাদের 'ইদ্দাত (এক ঋতু) পূর্ণ হলো।
(মুসলিম)[৪১২]

ব্যাখ্যা : এখানে উল্লেখিত এ আয়াতে مُحْصَنَاتُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিবাহিতা নারীগণ। এর অর্থ হলো, বিবাহিতা স্ত্রীগণ তাদের স্বামী ছাড়া অন্যদের ওপর হারাম। কিন্তু যে সকল নারীরা যুদ্ধবন্দী হয়ে তোমাদের অধিনস্থ হবে, তাদের পরবর্তী মুশরিক স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর তারা পবিত্র হওয়ার পর তোমাদের জন্য তাদের ব্যবহার করা হালাল। এ হাদীসে উল্লেখিত তাদের 'ইদ্দাত শেষ হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তারা যদি গর্ভবর্তী হয় তাহলে সন্তানপ্রসব করা, নতুবা এক হায়িয অতিবাহিত করার মাধ্যমে পবিত্র হওয়া। যেমন একাধিক বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। (শারহ্ মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৪৫৬)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣١٧١-[١٢] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلٰى عَمَّتِهَا أَوِ الْعَمَّةُ عَلٰى بِنْتِ أَخِيهَا وَالْمَرْأَةُ عَلٰى خَالَتِهَا أَوِ الْخَالَةُ عَلٰى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا تُنْكَحُ الصُّغْرٰى عَلَى الْكُبْرٰى وَلَا الْكُبْرٰى عَلَى الصُّغْرٰى. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرِوَايَتُهٗ إِلٰى قَوْلِهٖ: بِنْتِ أُخْتِهَا

৩১৭১-[১২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) কোনো পুরুষের পক্ষে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন– কোনো রমণীকে তার ফুফুর সাথে, ফুফুকে তার ভাইয়ের মেয়ের সাথে, ভাইয়ের মেয়েকে তার ফুফুর সাথে, খালাকে তার বোনের মেয়ের সাথে অথবা বোনের মেয়েকে তার খালার সাথে; এমনিভাবে ছোট বোনকে বড় বোনের সাথে, বড় বোনকে ছোট বোনের সাথে। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, দারিমী; নাসায়ী শেষ বাক্যটি বর্ণনা করেছেন "বোনের মেয়ে" পর্যন্ত)[৪১৩]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ খত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন : এমনটা হলে (অর্থাৎ- ভাতিজি বা ভাগ্নির স্ত্রীত্বের উপর তার খালা কিংবা ফুফীকে বিবাহ করা) উভয়ের মাঝে কতটুকু শত্রুতা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা আছে এটা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। কেননা উভয়েই স্বামীর সমান অংশীদার। এর ফলে উভয়ের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ লেগে যাবে। আর এর ফলশ্রুতিতে আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে যাবে। এ অর্থেই দুই সহোদর দাসীকেও সহবাসের ক্ষেত্রে একত্র করা হারাম। অর্থাৎ কোনো মহিলার সাথে তার মুনীব সহবাস করলে তার দাসত্ব থাকা উক্ত মহিলার বোনের সঙ্গে একই মুনীবের সহবাস করা হারাম। এটাই অধিকাংশ 'উলামাগণের কথা। এর উপর ক্বিয়াস করে বলা যায় যে, দাসীর সাথে তার ফুফী কিংবা খালাকে সহবাসের ক্ষেত্রে একত্র করা যাবে না। অন্যদিকে খারিজীরা দু'বোনকে একত্র বিবাহ করা, স্ত্রী খালা কিংবা ফুফুকে বিবাহ করা ঐচ্ছিক মনে করে। তবে তাদের এ ভিন্নমত গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তারা তো দীন থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।
('আওনুল মা'বূদ ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২০৬৫; তুহফাতুল আহওয়াযী ৩য় খণ্ড, হাঃ ১১২৬)

---

[৪১২] সহীহ : মুসলিম ১৪৫৬, নাসায়ী ৩৩৩৩।

[৪১৩] সহীহ : তিরমিযী ১১২৬, আবূ দাউদ ২০৬৫, নাসায়ী ৩২৯৮, দারিমী ২২২৪, আহমাদ ৯৫০০।

٣١٧٢-[١٣] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مَرَّ بِيْ خَالِيْ أَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نَيَارٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌ فَقُلْتُ: أَيْنَ تَذْهَبُ؟ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلٰى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ اٰتِيهِ بِرَأْسِه. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَه وَلِلنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيِّ فَأَمَرَنِيْ اَنْ اَضْرِبَ عُنُقَهٗ وَاٰخُذَ مَالَهٗ وَفِيْ هٰذِهِ الرِّوَايَةِ قَالَ عَمِّيْ بَدَلَ خَالِيْ.

৩১৭২-[১৩] বারা ইবনু 'আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমার মামা আবূ বুরদাহ্ ইবনু নায়ার (রাঃ)-কে পতাকা হাতে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছেন? উত্তরে বললেন, এক লোক তার পিতার (কোন) স্ত্রীকে বিয়ে করেছে, তার মাথা কাটার জন্য রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে পাঠিয়েছেন। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[৪১৪]

আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ ও দারিমীর অপর বর্ণনায় আছে যে, আমাকে তার গর্দান কাটতে (হত্যা করার) এবং ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এ বর্ণনায় 'মামার' শব্দের স্থলে 'চাচার' উল্লেখ আছে।

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ সিনদী (রহঃ) বলেন : জাহিলী জামানায় ছেলে তার বাবার স্ত্রীকে (সৎমা) বিবাহ করত। তারা তাদের বাবাদের স্ত্রী (সৎ মাদের) বিবাহ করত পৈত্রিক সম্পদ পাবার জন্য। এজন্য আল্লাহ তা'আলা সুনির্দিষ্টভাবে তা হারাম করলেন। তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না, যাদেরকে তোমাদের পিতাগণ বিবাহ করেছিল। এ হাদীস থেকে এ মর্মে দলীল পাওয়া যায় যে, কোনো ব্যক্তি যদি শারী'আতের অকাট্য কোনো বিধানের বিপরীত কাজ করে তবে ইমাম বা নেতা তাকে হত্যার নির্দেশ দিতে পারবেন।

('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৪৪৭)

٣١٧٣-[١٤] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩১৭৩-[১৪] উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : দুগ্ধপান ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম হয় যখন দুগ্ধপান পাকস্থলীতে প্রবেশ করে এবং যে দুধ ছাড়ানোর পূর্বে পান করা হয়। (তিরমিযী)[৪১৫]

ব্যাখ্যা : 'আবদুল্লাহ বিন মাস্'উদ (রাঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে, নাবী (ﷺ) বলেন : দুধ পান করার কারণে গোশত ও হাড়ের বৃদ্ধি না ঘটলে দুধ মা সাব্যস্ত হবে না। ইমাম তিরমিযী (রহঃ)-এর বক্তব্য : অধিকাংশ 'উলামাগণের এ কথার উপরই 'আমাল রয়েছে যে, দুই বছরের কম বয়সী ছাড়া দুধ পান করলে উক্ত মহিলা তার দুধ মা সাব্যস্ত হবে না। এটাই ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর কথা। ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) তার মুয়াত্ত্বায় বলেছেন : দু' বছরের কম বয়সী ছাড়া দুধ সন্তান সাব্যস্ত হবে না। আর দু' বছরের কম বয়সে যদি কোনো শিশু এক ঢোক পরিমাণও পান করে তবে উক্ত মহিলা তার জন্য দুধ মা সাব্যস্ত হবে। যেমন 'আবদুল্লাহ বিন 'আব্বাস, সা'ঈদ বিন মুসাইয়্যাব ও 'উরওয়াহ্ ইবনুয্ যুবায়র (রহঃ) বলেন : দু' বছর

---

[৪১৪] সহীহ : তিরমিযী ১৩৬২, আবূ দাউদ ৪৪৫৬-৫৭, নাসায়ী ৩৩৩১, ইবনু মাজাহ ২৬০৭, দারিমী ২২৪৫, ইরওয়া ২৩৫১।

[৪১৫] সহীহ : তিরমিযী ১১৫২, ইরওয়া ২১৫০, সহীহ আল জামি' ৭৬৩৩।

অতিক্রম হওয়ার পর দুধ পান করলে কোনো কিছুই হারাম হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "মাতাগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু' বছর দুধ পান করাবেন। এটা তাঁর জন্য যিনি স্তন্য পান কাল পূর্ণ করতে চান"– (সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ ২ : ২৩৩)। সুতরাং দুধ পানের পূর্ণ সময় হলো দুই বছর, আর এ সময়সীমা পার হলে কোনো কিছু হারাম হবে না। অর্থাৎ- দুধ দানকারী দুধ পানকারীর দুধ মা সাব্যস্ত হবে না।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১১৫২)

٣١٧٤-[١٥] وَعَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا يُذْهِبُ عَنِّيْ مَذَمَّةَ الرِّضَاعِ؟ فَقَالَ: «غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৩১৭৪-[১৫] হাজ্জাজ ইবনু হাজ্জাজ আল আসলামী (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, (রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন) হে আল্লাহর রসূল! কিভাবে আমি দুধপানের হাক্ব আদায় করতে পারি? উত্তরে তিনি (সাঃ) বললেন, একটি (উত্তম) দাস বা দাসী মুক্ত করলে।

(তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, দারিমী)[৪১৬]

ব্যাখ্যা : এখানে (مَذَمَّةَ الرِّضَاعِ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ধাত্রীর আবশ্যকীয় হাক্ব বা অধিকার। মনে হয় জিজ্ঞাসাকারীর জিজ্ঞেস ছিল যে, এমনকি কোনো হাক্ব আছে যা আদায় করলে ধাত্রীর হাক্ব আদায় হয়ে যাবে। আর তারা এটা ভালোবাসত যে, ধাত্রীকে শিশুর দুধ পান শেষ হলে তার সমপরিমাণ পারিশ্রমিক দিতে।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১১৫৩)

٣١٧٥-[١٦] وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ الْغَنَوِيِّ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ فَبَسَطَ النَّبِيُّ ﷺ رِدَاءَهُ حَتّٰى قَعَدَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا ذَهَبَتْ قِيلَ هٰذِهٖ أَرْضَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩১৭৫-[১৬] আবূ তুফায়ল আল গানাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি নাবী (সাঃ)-এর নিকট বসেছিলাম এমন সময় এক মহিলা আসলেন। নাবী (সাঃ) স্বীয় (শরীরের) চাদর বিছিয়ে দিলেন, উক্ত মহিলা তার উপর বসলেন। যখন সে চলে গেলেন, তখন (সহাবীগণের) কেউ বলল, এ মহিলা তো নাবী (সাঃ)-কে দুধপান করিয়েছেন। (আবূ দাঊদ)[৪১৭]

ব্যাখ্যা : জি'রানী হলো, মাক্কার নিকটবর্তী একটি পরিচিত জায়গার নাম। নাবী (সাঃ) সেখানে হুনায়ন যুদ্ধের গনীমাত বণ্টনের জন্য ১০ দিনের বেশী সময় অবস্থান করছিলেন।

আল হাফিয (রহঃ) বলেন : হালিমাতুস্ সা'দিয়্যাহ্ নাবী (সাঃ)-এর দুধ মা ছিলেন। তিনি আবূ যুআয়ব-এর কন্যা ছিলেন। তার নাম 'আব্দুল্লাহ বিন হারিস বিন সা'দ বিন বাক্‌র বিন হাওয়ান।

('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫১৩৫; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣١٧٦-[١٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهٗ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهٗ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

---

[৪১৬] য'ঈফ : নাসায়ী ৩৩২৯, তিরমিযী ১১৫৩, আবূ দাঊদ ২০৬৪, দারিমী ২৩০০, আহমাদ ১৫৭৩৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪২৩০।

[৪১৭] য'ঈফ : আবূ দাঊদ ৫১৪৪, তিরমিযী ১১৫৩ । কারণ এর সানাদে জা'ফার বিন ইয়াহ্ইয়া ও 'উমারাহ্ বিন সাওবান উভয়েই মাসতূরুল হাল।

৩১৭৬-[১৭] ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, গয়লান ইবনু সালামাহ্ আস্ সাক্বাফী ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর সাথে জাহিলিয়্যাত যুগে বিবাহিতা ১০ জন স্ত্রীও মুসলিম হলেন। নাবী ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি চারজন স্ত্রীকে রেখে বাকি সবাইকে ছেড়ে (পৃথক করে) দাও।

(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)[৪১৮]

ব্যাখ্যা : ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) তার মুয়াত্ত্বাতে উল্লেখ করেছেন, এ হাদীস থেকে এটাই গ্রহণ করতে পারি যে, তাদের মধ্যে যে কোনো চারজন স্ত্রী গ্রহণ করে অবশিষ্ট একজনকে আলাদা করে দেয়া যাবে। অন্যদিকে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেছেন : প্রথম চারজন স্ত্রীকে গ্রহণ করতে হবে আর অবশিষ্ট সকল স্ত্রীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। ইব্রাহীম নাখ‘ঈ (রহঃ) অনুরূপ কথা বলেছেন। ইবনুল হুমাম (রহঃ)-এর মতে ইমাম মুহাম্মাদের কথাই অগ্রগণ্য। আর হিদায়াহ্ গ্রন্থে রয়েছে এর বেশী (চারটির বেশী) বিবাহ করা বৈধ নয়। ইবনুল হুমাম (রহঃ) বলেন : এর উপর চার ইমাম সহ সকল মুসলিমের ঐকমত্য রয়েছে।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৩য় খণ্ড, হাঃ ১১২৮; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣١٧٧ـ[١٨] وَعَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَتَحْتِيْ خَمْسُ نِسْوَةٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «فَارِقْ وَاحِدَةً وَأَمْسِكْ أَرْبَعًا» فَعَمَدْتُ إِلٰى أَقْدَمِهِنَّ صُحْبَةً عِنْدِيْ: عَاقِرٍ مُنْذُ سِتِّيْنَ سَنَةً فَفَارَقْتُهَا. رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

৩১৭৭-[১৮] নাওফাল ইবনু মু‘আবিয়াহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি, তখন আমার ৫ জন স্ত্রী ছিল– এ ব্যাপারে নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি (ﷺ) বললেন, একজনকে পৃথক করে দাও এবং ৪ জনকে রাখ (বা রাখতে পার)। অতঃপর আমি অধিককাল (সর্বপ্রথমা) আমার সাহচর্যে ৬০ বছর যাবৎ বন্ধ্যা অবস্থায় কাটিয়েছে, তাকেই বিদায় করার ইচ্ছা করে বিদায় করলাম।

(শারহুস্ সুন্নাহ্)[৪১৯]

٣١٧٨ـ[١٩] وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوْزِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ أَسْلَمْتُ وَتَحْتِيْ أُخْتَانِ قَالَ: «اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

৩১৭৮-[১৯] যহ্হাক ইবনু ফায়রূয্ আদ্ দায়লামী (রহঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি মুসলিম হয়েছি, কিন্তু আমার অধীনে দু’ স্ত্রী পরস্পর দু’ বোন। উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, তাদের মধ্যে কোনো একজনকে পছন্দ কর (রাখতে পার)।

(তিরমিযী, আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ)[৪২০]

ব্যাখ্যা : ইমাম শাফি‘ঈ, মালিক ও আহমাদ (রহঃ)-এর মতে কোনো পুরুষ যদি ইসলাম ক্ববূল করে এবং তার অধীনে যদি দু’বোন স্ত্রী হিসেবে থাকে আর উভয় যদি তার সাথে ইসলাম ক্ববূল করে। তবে দুই স্ত্রীর যে কোনো একজনকে রেখে অপরজনকে বিচ্ছেদ করে দিতে হবে। মিরক্বাতুল মাফাতীহে অনুরূপ বর্ণনা

---

[৪১৮] **সহীহ :** তিরমিযী ১১২৮, ইবনু মাজাহ ১৯৫৩, আহমাদ ৪৬০৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪১৫৭, ইরওয়া ১৮৮৩।

[৪১৯] **য‘ঈফ :** মুসনাদ আশ্ শাফি‘ঈ ২/৪৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৪০৫৭, শারহুস্ সুন্নাহ্ ২২৮৯, ইরওয়া ১৮৮৪। কারণ এর সানাদে একজন মাজহূল রাবী।

[৪২০] **হাসান :** তিরমিযী ১১৩০, ইবনু মাজাহ ১৯৫১, আবূ দাঊদ ২২৪৩।

রয়েছে। 'আল্লামাহ্ খত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন : এ হাদীসে দলীল রয়েছে যে, দু'জন স্ত্রীর একজনকে পছন্দ করলেই অন্যটির সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না, ত্বলাক্ব না দেয়া পর্যন্ত। ('আওনুল মা'বূদ ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২২৪০)

٣١٧٩ -[٢٠] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ قَدْ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِيْ فَانْتَزَعَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الْاٰخَرِ وَرَدَّهَا إِلٰى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهَا أَسْلَمَتْ مَعِيْ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩১৭৯-[২০] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা নারী মুসলিম হয়ে (নতুন) বিবাহ করে। অতঃপর তার (পূর্ব) স্বামী এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমিও মুসলিম হয়েছি এবং সে (স্ত্রী) আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জানে। এটা শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) উক্ত নারীকে তার নবাগত স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন করে পূর্ববর্তী স্বামীর কাছে অর্পিত করলেন।

অপর বর্ণনায় আছে, সে (স্বামী) বলল, আমরা একসাথেই মুসলিম হয়েছি, এতে স্ত্রীকে তার (পূর্বের স্বামীর) নিকট ফিরিয়ে দিলেন। (আবূ দাউদ)[৪২১]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটি এ মর্মে দলীল, যখন স্বামী ইসলাম ক্ববূল করবে আর স্ত্রী যদি তার স্বামীর ইসলাম ক্ববূল সম্পর্কে অবগত হয় তবু বিবাহ অটুট থাকবে। যদি স্ত্রী অন্য কারো সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তবে তা বাতিল হয়ে যাবে এবং বাধ্যতামূলকভাবে তাকে পূর্ব স্বামীর কাছেই যেতে হবে।

('আওনুল মা'বূদ ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২২৩৬)

٣١٨٠ -[٢١] وَرُوِيَ فِيْ «شَرْحِ السُّنَّةِ»: أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ النِّسَاءِ رَدَّهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ عَلٰى أَزْوَاجِهِنَّ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ بَعْدَ اخْتِلَافِ الدِّيْنِ وَالدَّارِ مِنْهُنَّ بِنْتُ الْوَلِيْدِ بْنِ مُغِيْرَةَ كَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهَرَبَ زَوْجُهَا مِنَ الْإِسْلَامِ فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِ ابْنَ عَمِّهٖ وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ بِرِدَاءِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَمَانًا لِصَفْوَانَ فَلَمَّا قَدِمَ جَعَلَ لَهٗ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَسْيِيْرَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حَتّٰى أَسْلَمَ فَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهٗ وَأَسْلَمَتْ أُمُّ حَكِيْمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ امْرَأَةُ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِيْ جَهْلٍ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ وَهَرَبَ زَوْجُهَا مِنَ الْإِسْلَامِ حَتّٰى قَدِمَ الْيَمَنَ فَارْتَحَلَتْ أُمُّ حَكِيْمٍ حَتّٰى قَدِمَتْ عَلَيْهِ الْيَمَنَ فَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ فَثَبَتَا عَلٰى نِكَاحِهِمَا. رَوَاهُ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مُرْسَلًا

৩১৮০-[২১] শারহুস্ সুন্নাহ্-তে বর্ণিত আছে, স্বামী-স্ত্রীর একসাথে মুসলিম হওয়ায় নাবী (সাঃ) কিছু সংখ্যক স্ত্রীলোকের তাদের পূর্ব স্বামীগণের নিকট ফিরিয়ে দিলেন, যদিও ধর্ম ও অবস্থানগত দিক দিয়ে পার্থক্য দেখা দিল। তন্মধ্যে একজন হলো ওয়ালীদ ইবনু মুগীরাহ্-এর কন্যা ও সফ্ওয়ান ইবনু উমাইয়্যাহ্'র স্ত্রী যারা মাক্কাহ্ বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাদের স্বামী ইসলাম ক্ববূলের ভয়ে পালিয়ে যায়। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) সফ্ওয়ান-কে নিরাপত্তাদানের উদ্দেশে স্বীয় চাদর দিয়ে তার চাচাতো ভাই ওয়াহ্ব ইবনু

[৪২১] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ২২৩৮ - ৩৯, ইবনু মাজাহ ২০০৮। কারণ এর সানাদে সিমাক বিন হারব একজন দুর্বল রাবী।

'উমায়র-কে তার নিকট পাঠালেন। যখন সফ্ওয়ান ফিরে আসলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে চারমাস অবাধে ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দিলেন (এজন্য যে, মুসলিমদের সাথে চলাফেরায় তাদের 'আমাল-আখলাক্বের সৌন্দর্য দেখে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়)। অবশেষে সে মুসলিম হয় এবং তার স্ত্রী তার নিকটেই থেকে যায়। অপর একজন হলো 'ইকরিমাহ্ ইবনু আবূ জাহ্ল-এর স্ত্রী হারিস বিনতু হাকীম মাক্কাহ্ বিজয়ের দিনে ইসলাম গ্রহণের ভয়ে পালিয়ে ইয়ামানে চলে যায়। তার স্ত্রী উম্মু হাকীম স্বামীর উদ্দেশে ইয়ামানে যায় এবং স্বামীকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালে সে মুসলিম হয় এবং উভয়ের পূর্ব বিবাহ অটুট থাকে।

(ইমাম মালিক হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনু শিহাব যুহরী হতে মুরসালরূপে বর্ণনা করেন)[৪২২]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣١٨١ ـ[٢٢] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حُرِّمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [سورة النساء ٤: ٢٣] الْاٰيَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩১৮১-[২২] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বংশগত বা রক্ত সম্পর্কের কারণে এবং বৈবাহিক বন্ধনের কারণে সাত শ্রেণীর রমণীর সাথে বিবাহ হারাম করা হয়েছে। অতঃপর তিনি কুরআন মাজীদের আয়াত, অর্থাৎ- "তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাগণকে (বিবাহ করতে)"- (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ২৩) শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন। (বুখারী)[৪২৩]

ব্যাখ্যা : বংশীয় সূত্রে যারা মুহরিমাহ্, অর্থাৎ যাদের সাথে বিবাহ হারাম। তারা হলো মা, কন্যা, বোন, ফুফী, খালা, ভাতিজি ও ভাগ্নি। 'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহঃ) বলেছেন : বৈবাহিক সূত্রে যাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম। তারা হলো শাশুড়ী, পুত্র বধূ (স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর পক্ষের ছেলে) সে সূত্রে, নাতবধূ, নাতনী এবং এর অধস্তন যারা রয়েছে সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত। পিতার স্ত্রী, দাদার স্ত্রী ও তার উর্ধ্বমুখী সকলেই, স্ত্রীর কন্যা (যে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়েছে তার পূর্ব স্বামীর পক্ষের কন্যা) স্ত্রীর উপস্থিতিতে তার বোন এবং খালা, ফুফীও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣١٨٢ ـ[٢٣] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهٗ نِكَاحُ ابْنَتِهَا وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَلَا يَحِلُّ لَهٗ أَنْ يَنْكِحَ أُمَّهَا دَخَلَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهٖ إِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ وَالْمُثَنّٰى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَهُمَا يُضَعَّفَانِ فِي الْحَدِيثِ

৩১৮২-[২৩] 'আম্র ইবনু শু'আয়ব رحمه الله তাঁর পিতার মাধ্যমে দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো (বিবাহিতা) স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তাহলে ঐ স্ত্রীর (পূর্ব

---

[৪২২] **য'ঈফ :** মালিক ২/১১৮১, শারহুস্ সুন্নাহ্ ২২৯০। কারণ এর সানাদটি মুরসাল।

[৪২৩] **সহীহ :** বুখারী ৫১০৫।

স্বামীর) মেয়েকে বিবাহ করা হালাল নয়। আর যদি সহবাস না করে থাকে, তবে সে (ত্বলাক্ব দিয়ে 'ইদ্দাত পালন শেষে) ঐ স্ত্রীর (পূর্ব স্বামীর) মেয়েকে বিয়ে করতে পারে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোনো রমণীকে বিয়ে করে, তাদের মধ্যে সহবাস হোক অথবা না হোক উভয় অবস্থায় উক্ত স্ত্রীর মা-কে (শাশুড়িকে) বিয়ে করা তার জন্য হালাল নয়। (তিরমিযী; ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনান-এ বলেন, বর্ণনার নীতি অনুযায়ী হাদীসটি সহীহ নয়; কারণ হাদীসটি ইবনু লাহী'আহ্ ও মুসান্না ইবনুস্ সব্বাহ 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল, অর্থাৎ- বর্ণনাকারীর স্বীকৃত গুণাবলীর ত্রুটি-বিচ্যুতিতে দুর্বল)[৪২৪]

ব্যাখ্যা : অধিকাংশ বিদ্বানদের এ কথার উপর 'আমাল রয়েছে যে, যখন কেউ কোনো মহিলাকে বিবাহ করবে, অতঃপর সহবাসের পূর্বেই তাকে ত্বলাক্ব দিবে, তবে তার জন্য তার কন্যাকে বিবাহ করা হালাল। অন্যদিকে কেউ যদি কোনো মহিলাকে বিবাহ করে এবং সহবাসের পূর্বে স্ত্রী ত্বলাক্ব দেয় তবে তার জন্য উক্ত স্ত্রীর মাকে বিবাহ করা বৈধ নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার কথা- "তোমাদের স্ত্রীদের মায়েদেরকে তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে....."- (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ২৩)। আর এটাই ইমাম শাফি'ঈ, আহমাদ ও ইসহাক্ব (রহঃ)-এর কথা। হাফিয তাঁর 'আত্ তাকরীব' গ্রন্থে বলেছেন যে, এটা ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর কথা। হিদায়াহ্ গ্রন্থে তাঁর [হাফিয 'আসক্বালানী (রহঃ)] বরাতে রয়েছে, স্ত্রীর মাকে বিবাহ করা যাবে না, চাই তার কন্যার সাথে সহবাস হোক বা না হোক। যেমন আল্লাহর কথা তোমাদের স্ত্রীদের মায়েদেরকে তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। এখানে সহবাস শর্ত করা হয়নি। অনুরূপভাবে সহবাসকৃত স্ত্রীদের কন্যাদের সাথেও বিবাহ বৈধ নয়। কারণ এক্ষেত্রে সহবাস শর্ত করা হয়েছে।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৩য় খণ্ড, হাঃ ১১১৭; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(٥) بَابُ الْمُبَاشَرَةِ

অধ্যায়-৫ : (স্বামী-স্ত্রীর) সহবাস

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣١٨٣ـ[١] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِيْ قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ﴾ [سورة البقرة ٢: ٢٢٣]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩১৮৩-[১] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহূদীগণ বলত, কেউ যদি পিছন দিক হতে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে সঙ্গম করে তাহলে সন্তান ট্যারা বা টেগ্‌রা হয়। এমতাবস্থায় কুরআন মাজীদের এ আয়াত নাযিল হয়, অর্থাৎ- "তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র, তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা যেতে পার"- (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২২৩)। (বুখারী ও মুসলিম)[৪২৫]

---

[৪২৪] য'ঈফ : তিরমিযী ১১১৭, ইরওয়া ১৮৭৯, য'ঈফ আল জামি' ২২৪২। কারণ এর সানদে ইবনু লাহী'আহ্ মুদাল্লিস রাবী আর আল মুসান্নাহ্ ইবনুস্ সব্বাহ দুর্বল রাবী।

[৪২৫] সহীহ : বুখারী ৪৫২৮, মুসলিম ১৪৩৫, ইবনু মাজাহ ১৯২৫, আবূ দাউদ ২১৬৩, ইবনু মাজাহ ১৯২৫।

ব্যাখ্যা : ইবনুল মালিক বলেন, স্ত্রীর পশ্চাৎদ্বারে সঙ্গম সকল ধর্মেই নিষিদ্ধ। কিন্তু পশ্চাৎদিক থেকে সম্মুখের দ্বারে সঙ্গত হওয়া মোটেও নিষিদ্ধ নয়। ইয়াহূদীদের বিশ্বাস ছিল যে, পশ্চাদ্দিক থেকে সঙ্গত হলে তাতে কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে হবে ট্যারা, এটি একটি কুসংস্কার ও ভ্রান্তধারণা। এই ভ্রান্তধারণা অপনোদনের জন্য আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন, "তোমাদের স্ত্রীগণ হলো তোমাদের শষ্যক্ষেত্র স্বরূপ; অতএব তোমরা যেভাবে ইচ্ছা স্বীয় ক্ষেত্রে গমন কর।"

স্ত্রীগণ দ্বারা বিবাহিত ও মালিকানা স্বত্বের দাসীই কেবল উদ্দেশ্য। তাদেরকে ক্ষেতের সাথে তুলনা করা হয়েছে; ক্ষেত যেমন বীজ থেকে ফসল উৎপন্ন করে তদ্রূপ স্ত্রীগণও মানব সন্তানের উৎপাদন ক্ষেত্র। আর এর উপযোগী পন্থা হলো সম্মুখ পথে সঙ্গম হওয়া। পশ্চাৎদ্বার হলো মলের পথ তা (সন্তান) উৎপাদনের ক্ষেত্রও নয়, উপরন্তু এটি ঘৃণিত ও কদর্য কর্ম। "তোমরা যেভাবে ইচ্ছা স্বীয় ক্ষেত্রে গমন কর" এর অর্থ হলো দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে অথবা সম্মুখভাগ হতে অথবা পিছন দিক হতে যেভাবেই ইচ্ছা স্ত্রী গমন তোমাদের জন্য বৈধ, তবে কর্ম সম্পাদন করতে হবে কেবল সম্মুখ দ্বার দিয়ে। আর এতে তোমাদের এবং এর মাধ্যমে জন্মগ্রহণকৃত সন্তানের কোনই ক্ষতির আশংকা নেই।

শার্হুস্ সুন্নাহ্ গ্রন্থাকার বলেন : সমস্ত ইমাম ও মুহাদ্দিস একমত যে, পুরুষ যে পন্থা ও প্রক্রিয়াই হোক না কেন সম্মুখদ্বারে সঙ্গত হলেই তা বৈধ। অত্র আয়াত তার দলীল 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ)-বলেন, স্ত্রীকে ক্ষেতের সাথে তুলনা করার দ্বারা ইশারা করা হয়েছে এই দিকে যে, উৎপাদন ক্ষেত্র হলো সম্মুখদ্বার, আর তা যেন লঙ্ঘিত না হয়। নাবী ﷺ বলেন, সে ব্যক্তি অভিশপ্ত যে তার স্ত্রীর পশ্চাতদ্বার দিয়ে সঙ্গত হয়। সুতরাং তা সর্বসম্মত হারাম। (ফাতহুল বারী ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৫২৮; শার্হু মুসলিম ৯/১০ম খণ্ড, হাঃ ১৪৩৫; মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

٣١٨٤ـ[٢] وَعَنْهُ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَزَادَ مُسْلِمٌ : فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يَنْهَنَا.

৩১৮৪-[২] উক্ত রাবী (জাবির রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কুরআন মাজীদ নাযিল হচ্ছিল তখন আমরা 'আয্ল করতাম। (বুখারী ও মুসলিম)[৪২৬]

মুসলিম-এর অপর বর্ণনায় আছে, আমাদের এ সংবাদ নাবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি (ﷺ) আমাদেরকে নিষেধ করেননি।

ব্যাখ্যা : 'আয্ল হলো রতিক্রিয়ার সময় রেতপাতের পূর্বে পুরুষ তার যৌনাঙ্গকে স্ত্রীঅঙ্গ থেকে বের করা।

জাবির রাঃ-এর কথা "আমরা কুরআন অবতরণকালে 'আয্ল করতাম" এর অর্থ হলো আমাদের 'আয্ল করার এই অবস্থাদি আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণরূপে অবহিত ছিলেন আর কুরআন তখনও নাযিল হচ্ছিল কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে কোথাও তা নিষেধ করেননি। সুফ্ইয়ান সাওরী (রহঃ)-বলেছেন, এ বিষয়ে যদি কোনো নিষেধাজ্ঞা থাকত তাহলে কুরআনে অবশ্যই নিষেধাজ্ঞা জারী হতো।

সহীহ মুসলিম-এর বর্ণনায় অতিরিক্ত এ কথাও এসেছে যে, "আমাদের 'আয্ল করার খবর নাবী ﷺ-এর নিকটও পৌঁছল, কিন্তু তিনিও নিষেধ করলেন না।" 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ)-বলেন, এর অর্থ হলো : ওয়াহী আমাদের এ কাজে নিষেধাজ্ঞা জারী করেনি এবং সুন্নাহ্-ও কোনো নিষেধাজ্ঞা দেয়নি। ইবনুল হুমাম

---

[৪২৬] সহীহ : বুখারী ৫২০৮, মুসলিম ১৪৪০, তিরমিযী ১১৩৭।

(রহঃ) বলেন : অধিকাংশ 'আলিমের নিকট 'আয্‌ল জায়িয। পক্ষান্তরে সহাবীদের একদল এবং তৎপরবর্তী এটাকে অপছন্দ করেছেন। তবে বিশুদ্ধ কথা হলো এটা জায়িয। (ফাতহুল ক্বাদীর ৩য় খণ্ড, ২৭২ পৃঃ)

'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহঃ) বলেন : আমাদের নিকট 'আয্‌ল করা মাকরূহ বা অপছন্দনীয় কাজ। কেননা এটা জন্ম নিরোধের একটি পদ্ধতি এজন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে "আয্‌ল হলো গোপন সমাহিত"।

মিশকাতের ভাষ্যকার মুল্লা 'আলী আল ক্বারী (রহঃ) বলেন : "আমাদের সাথীগণ বিবাহিতা বাদী ও দাসীর অনুমতি ছাড়াই তাদের সাথে 'আয্‌ল করা বৈধ বলে মনে করেন।" তাদের ক্ষেত্রে এটা হারাম নয়, চাই তারা অনুমতি দিক অথবা না দিক। কারণ মালিকানা সত্বের দাসীর গর্ভে সন্তান হলে ঐ দাসী হয় 'উম্মু ওয়ালাদ' বা নিজ সন্তানের মা, ফলে তাকে আর বিক্রয় করা বৈধ নয়। আর যদি বিবাহিতা দাসীর ঘরে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহলে সন্তান মায়ের অনুসরণে দাসত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়; এ উভয় অবস্থাই পুরুষের জন্য ক্ষতির কারণ, সুতরাং এদের সাথে সর্বোতভাবেই 'আয্‌ল বৈধ। পক্ষান্তরে স্বাধীনা স্ত্রী যদি অনুমতি দেয় তবে তার সাথে 'আয্‌ল (সহীহ মতানুযায়ী) হারাম নয়।

(ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫২০৯; শারহু মুসলিম ৯/১০ম খণ্ড, হাঃ ১৪৪০; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣١٨٥ - [٣] وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ لِيْ جَارِيَةً هِيَ خَادِمَتُنَا وَأَنَا أَطُوْفُ عَلَيْهَا وَأَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ: «اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا». فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ فَقَالَ: «قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩১৮৫-[৩] উক্ত রাবী (জাবির রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে এসে বলল, আমার এক দাসী আছে, সে আমাদের কাজকর্ম করে। আমি তার সাথে সহবাস করি; কিন্তু সে গর্ভবতী হোক, এটা আমি চাই না? উত্তরে তিনি (ﷺ) **বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে 'আয্‌ল করতে পার। তবে** জেনে রেখ তার জন্য যা তাক্বদীরে নির্ধারিত হয়েছে তা অবশ্যই ঘটবে। কিছু দিন পরে উক্ত ব্যক্তি এসে বলল, সে দাসী ('আয্‌ল করা সত্ত্বেও) গর্ভবতী হয়েছে। তাই তিনি (ﷺ) বললেন, আমি তো পূর্বেই বলেছি, তার জন্য যা অবধারিত আছে তা অবশ্যই হবে। (মুসলিম)[৪২৭]

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লেখিত 'আরবী শব্দ جَارِيَةٌ মূলত বাদী বা দাসী অর্থেই ব্যবহার হয়, তবে কখনো কন্যা অর্থেও ব্যবহার হয়ে থাকে। এখানে দাসী অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। বর্ণনাকারীর বর্ণনা "আমি তার নিকট যাতায়াত করি" এর অর্থ হলো তার সাথে সঙ্গম করি। কিন্তু তার গর্ভধারণ হোক এটা আমি পছন্দ করি না, সুতরাং আমি কি করতে পারি? এরূপ প্রশ্নের জবাবে রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে তার সাথে 'আয্‌ল করতে পার।

ইবনুল মালিক বলেন : এ হাদীসের মাধ্যমে সঙ্গমকারীর ইচ্ছার ভিত্তিতে দাসীর সাথে 'আয্‌ল করা বৈধ প্রমাণিত হয়, কিন্তু তা সাধারণ অর্থে সকল নারীর বেলায় প্রযোজ্য নয়।

রসূলুল্লাহ ﷺ লোকটিকে 'আয্‌লের অনুমতিদানের ভাষায় যে অর্থ প্রমাণিত হয়েছে তা হলো : তুমি 'আয্‌ল করলে করতে পার, কিন্তু তাতে লাভই বা কি? ঐ মহিলার গর্ভে যা হবার তা হবেই। বাস্তবে ঘটলোও তাই। লোকটি তার দাসীর গর্ভে সন্তান ধারণের ভয়ে তার সাথে 'আয্‌ল করে চলছিল, কিন্তু কিছু দিন পর সে

---

[৪২৭] সহীহ : মুসলিম ১৪৩৯, আবূ দাউদ ২১৭৩, আহমাদ ১৪৩৪৬, সহীহ আল জামি' ১০৫৩।

আল্লাহর নাবীর কাছে এসে আরয করল, হে আল্লাহর রসূল! আমার ঐ দাসী তো গর্ভবতী হয়েছে! নাবী ﷺ তখন বললেন, আমিতো তোমাকে আগেই জানিয়েছি তার গর্ভে আল্লাহ যা নির্ধারণ করে রেখেছিল তা অবশ্যই তার গর্ভে আসবে। জেনে রেখ, নিশ্চয় আমি আল্লাহর বান্দা ও রসূল "আমি কখনও মিথ্যা বলি না এবং নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে কোনো কথা বলি না"। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, এর দ্বারা প্রমাণিত যে, 'আয্‌ল করা সত্ত্বেও গর্ভ সঞ্চার সম্ভব। তবে তা কিভাবে? এ প্রশ্নের উত্তরে 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, পূর্বের অবশিষ্ট শুক্রানু যা তার পুরুষাঙ্গে রক্ষিত ছিল তাই গর্ভে নির্গত হয়েছে এবং তার মাধ্যমেই ভ্রূণ সৃষ্টি হয়েছে। ফাতাওয়ায় ক্বাযীখান-এ এরূপ একটি যুক্তিও উপস্থাপন করা হয়েছে যে, পুরুষ 'আয্‌ল করে হয়তো নারীর যৌনাঙ্গের বাহিরে তার রেতপাত করেছে, তা হতে কিছু শুক্রানু তার গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে ভ্রূণ সঞ্চারিত হয়েছে। (শারহু মুসলিম ৯/১০ম খণ্ড, হাঃ ১৪৩৯; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[এছাড়াও মাযী বা কামরস যা পূর্বেই নির্গত হয় তাতেও শুক্রানু থাকতে পারে বলে বৈজ্ঞানিক মতামত রয়েছে, সুতরাং 'আয্‌ল করা সত্ত্বেও গর্ভধারণ সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত তাতে কোনই সন্দেহ নেই]

٣١٨٦ـ[٤] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ وَقُلْنَا: نَعْزِلُ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ؟ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ: «مَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوْا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩১৮৬-[৪] আবূ সা'ঈদ আল খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বানী মুসত্বালিক্ব যুদ্ধে আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বের হলোম এবং এ যুদ্ধে আমরা অনেক 'আরাবীয় নারী বন্দীনীরূপে করায়ত্ত করি। যেহেতু আমরা দীর্ঘদিন নারীবিহীন থাকায় অস্বস্থিবোধ করছিলাম, ফলে আমরা নারী সঙ্গমের জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়লাম। কিন্তু আমরা 'আয্‌ল করা পছন্দ করলাম এবং আমরা পরস্পরের মধ্যে ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ করে বললাম, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে সমুপস্থিত থাকতে তাঁকে জিজ্ঞেস না করে এরূপ করা কি ঠিক হবে? অতঃপর আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি (ﷺ) বললেন, তোমরা 'আয্‌ল করবে না এমনটি নয়, তবে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত (সৃষ্টিজীব পৃথিবীতে) যা হওয়ার আছে, তা অবশ্যই সৃষ্টি হবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৪২৮]

ব্যাখ্যা : বানী মুস্ত্বালিক্ব 'আরবের খুযা'আহ্ গোত্রের একটি কবীলার নাম। এ হাদীসের আলোকে ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, প্রাচীন মুশরিকদের দাসত্বের অপনামটি ছিল। এটা ইমাম শাফি'ঈ এবং মালিক প্রমুখের অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফাহ্, ইমাম শাফি'ঈ-এর পুরাতন অন্য একটি মত হলো 'আরবদের মধ্যে কখনো দাসত্বের অপনাম জারী হয়নি। তাদের শরাফত ও উচ্চ মর্যাদা সর্বকালেই অক্ষুণ্ণ ছিল। আর 'আয্‌ল বৈধ হওয়া সংক্রান্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা পূর্বাপর হাদীস দ্রষ্টব্য।

(ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪১৩৮; শারহু মুসলিম ৯/১০ম খণ্ড, হাঃ ১৪৩৮; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣١٨٧ـ[٥] وَعَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ: «مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُوْنُ الْوَلَدُ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৪২৮] **সহীহ :** বুখারী ৪১৩৮, মুসলিম ১৪৩৮, আবূ দাউদ ২১৭২, আহমাদ ১১৬৪৭।

৩১৮৭-[৫] উক্ত রাবী (আবূ সা'ঈদ আল খুদ্‌রী رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'আয্‌লের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি (ﷺ) বললেন, প্রত্যেক পানিতে সন্তান জন্ম হয় না। আর আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চান, তখন কোনো কিছুই তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে না। (মুসলিম)[৪২৯]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : সন্তানের ভয়ে লোকেরা 'আয্‌ল করার জন্য রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। তারা মনে করত নারীগর্ভে শুক্রপাত ঘটালেই তা সন্তান জন্মের কারণ হয়। সুতরাং 'আয্‌ল হলো তার প্রতিবন্ধক। এ প্রশ্নের উত্তরে রসূলুল্লাহ ﷺ জানিয়েছেন সকল পানির দ্বারা অর্থাৎ শুক্রের দ্বারাই সন্তান হয় না, আবার আল্লাহ যখন কোনো সৃষ্টিকে সৃষ্টির ইচ্ছা করেন কোনো কিছুই তাকে বাধা দিয়েও রাখতে পারে না। সুতরাং সন্তান জন্ম আল্লাহর ইচ্ছা বা হুকুমের উপর নির্ভরশীল। 'আয্‌ল করা না করায় কোনো আসে যায় না। (শারহু মুসলিম ৯/১০ম খণ্ড, হাঃ ১৪৩৮; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣١٨٨ -[٦] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّيْ أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِيْ. فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لِمَ تَفْعَلُ ذٰلِكَ؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: أُشْفِقُ عَلٰى وَلَدِهَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَوْ كَانَ ذٰلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّوْمَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩১৮৮-[৬] সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমি স্ত্রীসহবাসের সময় 'আয্‌ল করি। এতে তিনি (ﷺ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন এটা কর? উত্তরে সে বলল, আমি তার সন্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ায় এটা করি। এতে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এতে যদি কোনো প্রকার ক্ষতি হতো তাহলে পারস্যবাসী (ইরান) ও রোমকগণও ক্ষতিগ্রস্ত হতো। (মুসলিম)[৪৩০]

ব্যাখ্যা : প্রাচীন 'আরব সমাজের মানুষের ধারণা ছিল, গর্ভবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে, এতে উভয় সন্তানই দুর্বল হয়। অথবা গর্ভাবস্থায় কোনো দুগ্ধপোষ্য শিশু থাকলে এবং সেটি দুগ্ধ পান করলে শিশুর ভীষণ ক্ষতি হয়। গর্ভস্থিত সন্তান হোক দুগ্ধপোষ্য সন্তান হোক অথবা উভয় সন্তানই হোক তার ক্ষতির আশংকা করে জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার সন্তানের ওপর অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ, আমি তাদের ক্ষতি চাই না। সুতরাং আমি কি আমার স্ত্রীর সাথে 'আয্‌ল করব, না একেবারে সহবাস বন্ধ করে দিব? রসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এ কাজ কেন করবে? তখন লোকটি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার স্ত্রীর গর্ভস্থিত সন্তানের প্রতি স্নেহপরায়ণ। সুতরাং সে যেন যমজ হয়ে দুর্বল হয়ে না যায়। অথবা আমি আমার স্ত্রীর দুগ্ধপোষ্য সন্তানের প্রতি আশংকা করি যে, স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে তার ক্ষতি হবে। রসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাকে বললেন, তোমার এই ধারণাই যদি সত্য হতো অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় অথবা দুগ্ধদানকালীন সময়ে স্ত্রীর সাথে সহবাস যদি ঐ সন্তানদের ক্ষতিই হতো তাহলে রোম এবং পারস্যের নারীদের সন্তানগণ অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হতো, কেননা তারা গর্ভাবস্থায় তাদের সন্তানদের দুগ্ধ পান করে থাকে এবং তাদের সাথে সহবাসও করিয়ে থাকে।

(শারহু মুসলিম ৯/১০ম খণ্ড, হাঃ ১৪৪৩; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৪২৯] সহীহ : মুসলিম ১৪৩৮, আহমাদ ১১৪৬২, সহীহ আল জামি' ৩১০।

[৪৩০] সহীহ : মুসলিম ১৪৪৩, আহমাদ ২১৭৭০।

এছাড়া গর্ভাবস্থায় সহবাস করলে যমজ সন্তান হওয়া সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক কথা ও চরম কুসংস্কার। তবে গর্ভস্থিত সন্তানের অন্য ক্ষতির বিষয়টি বিবেচিত। (সম্পাদক)

٣١٨٩ ـ [٧] وَعَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي انَاسٍ وَهُوَ يَقُوْلُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهٰى عَنِ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّوْمِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيْلُوْنَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذٰلِكَ شَيْئًا». ثُمَّ سَأَلُوْهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «ذٰلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ وَهِيَ ﴿وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ﴾ [سورة التكوير ٨١ : ٨]. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩১৮৯-[৭] জুযামাহ্ বিনতু ওয়াহ্ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কিছু সংখ্যক লোকের সাথে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হলোাম। তখন তিনি (ﷺ) বলছিলেন যে, আমি 'গীলাহ্' হতে নিষেধ করতে ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম; কিন্তু যখন পারস্য (ইরান) এবং রোমবাসীদের ব্যাপারে জানতে পারলাম যে, তারা (সন্তানের আশঙ্কায়) গীলাহ্ করে অথচ এটা তাদের কোনো প্রকার ক্ষতির কারণ নেই। অতঃপর লোকেরা তাঁকে 'আয্ল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি (ﷺ) বললেন, এটা পরোক্ষভাবে জীবন্ত কন্যা পুঁতে দেয়া (সমাধিস্থ করা), যে সম্পর্কে কুরআন মাজীদের আয়াত আছে- "যখন জীবন্ত পুঁতে দেয়া কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?" (সূরাহ্ আত্ তাকভীর ৮১ : ৮-৯)। (মুসলিম)[৪৩১]

* 'গীলাহ্' স্তন্যদায়িনী নারীর সাথে সহবাস করা।

ব্যাখ্যা : জুযামাহ্ বিনতু ওয়াহ্ব হলেন 'উক্কাশাহ্ (রাঃ)-এর বোন। جُدَامَةَ 'জুযামাহ্' শব্দটি দাল যোগে 'জুদামাহ্' পাঠ অতি বিশুদ্ধ। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) কোনো জনসমাবেশে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমার মন যা চায় আমি غِيلَةِ 'গীলাহ্' করেত নিষেধ করি। غ (গাইন) অক্ষর যের যোগে অর্থ হলো গর্ভকালে দুগ্ধপান করানো। আর যদি غَ (গাইন) অক্ষরটি যবর যোগে পাঠ করা হয় তাহলে অর্থ হয় দুগ্ধ। নিহায়াহ্ গ্রন্থে আছে غِ (গাইন) বর্ণ যের যোগে বিশেষ্য অর্থে ব্যবহার হয়, আর غَ বর্ণে যবর যোগে অর্থ হলো দুগ্ধদায়িনী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা, অনুরূপ গর্ভাবস্থায় দুগ্ধপান করা। কেউ কেউ বলেন, غِ বর্ণে যের ও যবর পাঠ করলেও অর্থ একই।

ইমাম মালিক বলেন : غِيلَةِ 'গীলাহ' হলো দুগ্ধ দানকারী স্ত্রীকে স্পর্শ করা অর্থাৎ সহবাস করা। ইমাম আস্মা'ঈ এবং অন্যান্য ভাষাবিদগণও এ মত গ্রহণ করেছেন।

রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : আমি রোম ও পারস্যবাসীদের প্রতি লক্ষ্য করলাম, তারা তাদের স্ত্রীদের সাথে 'গীলাহ্' করে থাকে, কিন্তু তাদের সন্তানদের কোনো ক্ষতি হয় না।

'উলামাগণ বলেন, নাবী (ﷺ)-এর নিষেধ করতে চাওয়ার কারণ হলো দুগ্ধপোষ্য সন্তানের ক্ষতির আশংকা; কেননা চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ বলেন, গর্ভবতী মায়ের দুধ হয় রোগাক্রান্ত। সুতরাং 'আরবেরা এটাকে কারাহাত মনে করেন। ক্বাযী 'ইয়ায বলেন : 'আরবেরা 'গীলাহ্' থেকে পরহেয করত, অর্থাৎ গর্ভকালে দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে দুগ্ধপান থেকে বিরত রাখত। তারা মনে করত গর্ভবতী নারীর দুগ্ধ পান করলে সন্তানের

---

[৪৩১] **সহীহ :** মুসলিম ১৪৪২, আবূ দাউদ ৩৮৮২, নাসায়ী ৩৩২৬, তিরমিযী ২০৭৭, আহমাদ ২৭০৩৪, দারিমী ২৬৬৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪১৯৬, সহীহ আল জামি' ৫১৪৫।

ক্ষতি হয়, এটা তাদের বহুল প্রচলিত ধারণা। এজন্য নাবী তা থেকে নিষেধ করতে চেয়েছিলেন, পরে তিনি যখন দেখলেন রোম-পারস্যবাসীগণ এটা করা সত্ত্বেও তাদের সন্তানদের কোনো ক্ষতি হয় না, পরে তিনি নিষেধাজ্ঞা জারী থেকে বিরত হন।

এরপর লোকেরা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'আয্‌ল সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, অর্থাৎ 'আয্‌ল বৈধ কিনা? এ প্রশ্ন সাধারণ সময়ের ব্যাপারেও হতে পারে। উত্তরে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সেটা গোপন হত্যা বা জীবন্ত ক্ববর দেয়া।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : اَلْوَأْدُ বলা হয় কন্যা শিশুকে জীবন্ত ক্ববর দেয়া। জাহিলী যুগে 'আরবেরা কন্যা সন্তানকে সম্মানহানীকর মনে করে অথবা খাদ্যদানের ভয়ে জীবন্ত ক্ববর দিয়ে ফেলত।

আল্লাহ তা'আলা শুক্রবৃন্দকে সৃষ্টি করেছেন মানব সৃষ্টির জন্য, 'আয্‌লের মাধ্যমে সেই শুক্রানু বিনষ্ট করাকে রসূলুল্লাহ ﷺ জীবন্ত ক্ববর দেয়ার সাথে তুলনা করেছেন। অতঃপর আল্লাহর নাবী এ আয়াতটি পাঠ করেন : "আর যখন জীবন্ত প্রোথিত শিশু কন্যাদের জিজ্ঞেস করা হবে কোন্ অপরাধে তোমাদেরকে হত্যা করা হয়েছে?" (সূরাহ্ আত্ তাকভীর ৮১ : ৮-৯) অর্থাৎ ক্বিয়ামাতের দিন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সন্তানদের জীবিত করে জিজ্ঞেস করা হবে তোমাদের পিতাগণ তোমাদের কোন্ অপরাধের কারণে জীবন্ত ক্ববর দিয়ে হত্যা করেছিল?

ইতিপূর্বের আলোচনায় বলা হয়েছে 'আয্‌ল মূলত বৈধ। অত্র হাদীসের ভিত্তিতেও বলা যায় না যে, 'আয্‌ল হারাম, বরং এটা অপছন্দনীয় কাজ। এটা জীবন্ত হত্যা নয়, রূহ ধ্বংস হলো জীবন্ত হত্যা। যেখানে বীর্য নারী গর্ভে তিন চল্লিশ অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তাতে রূহ প্রবিষ্ট হয় না সেখানে তা নারী গর্ভে না দিয়ে বাহিরে নিক্ষেপ করা কিভাবে জীবন্ত হত্যা হতে পারে? 'আয্‌ল বৈধ হওয়া সত্ত্বেও সহাবীগণ অনেকেই এটাকে অপছন্দ করতেন। 'উমার رضي الله عنه তার সন্তানদের 'আয্‌লের জন্য প্রহার করতেন। 'উসমান رضي الله عنه-ও এটা নিষেধ করতেন। মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, 'আয্‌ল হারাম হওয়ার মতটি বিশ্লেষণে দুর্বল কেননা এটা মূলতঃ রূহের ধ্বংস বা হত্যা নয়। তবে নিঃসন্দেহে এটা অপছন্দনীয় কাজ।

'আল্লামাহ্ ইবনুল হুমাম উল্লেখ করেছন, 'উমার 'আলী رضي الله عنهما সহাবীদ্বয় একমত হয়েছেন যে, 'আয্‌ল জীবন্ত ক্ববরদেয়া নয়। আবূ ইয়া'লা প্রমুখ 'উবায়দ ইবনু রিফা'আহ্-এর সূত্রে তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 'উমার, 'আলী, যুবায়র, সা'দ সহ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আরো কতিপয় সহাবীর এক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, তারা 'আয্‌ল সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং বললেন, 'আয্‌ল দোষণীয় নয়। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলে উঠলেন অনেকেই তো মনে করে এটাতো ছোটখাটো জীবন্ত ক্ববর দেয়া! এ কথা শুনে 'আলী رضي الله عنه বললেন, কখনো সাতটি স্তরকাল অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত জীবন্ত ক্ববর বলে বিবেচিত হবে না।

মানব সন্তানের ঐ সাতটি স্তর হলো : (১) মাটির নির্যাস (২) নুতফা বা বীর্য (৩) রক্তপিণ্ড (৪) [থলথলে বা চর্বিত] মাংশ সদৃশ (৫) হাড় হাড্ডি ধারণ (৬) হাড়ে মাংশের আবরণ (৭) মানব আকৃতি বা রূপ অবয়ব ধারণ করা। এ কথা শুনে 'উমার رضي الله عنه 'আলী رضي الله عنه-কে বললেন, আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন, আপনি সত্য কথাই বলেছেন।

লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, গর্ভ সঞ্চারের পর গর্ভপাত করা কি বৈধ হবে? উত্তরে বলেন, মানব আকৃতি ধারণের পূর্বে বৈধ। 'উলামায়ে কিরাম বলেছে একশত বিশ দিনে ভ্রূণে রূহ প্রবিষ্ট হয়, এরপর গর্ভপাত বৈধ নয়। (শারহু মুসলিম ৯/১০ম খণ্ড, হাঃ ১৪৪২; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣١٩٠-[٨] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَعْظَمَ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ «وَفِيْ رِوَايَةٍ: إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِيْ إِلَى امْرَأَتِهٖ وَتُفْضِيْ إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩১৯০-[৮] আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক আমানাত হলো ঐ বিষয়। অন্য বর্ণনায় ক্বিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তা'আলার নিকটে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম ঐ ব্যক্তি– যে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, অতঃপর পরস্পরের মধ্যস্থ গোপনীয়তা (মানুষের মাঝে) প্রকাশ করে দেয়। (মুসলিম)[৪৩২]

ব্যাখ্যা : দাম্পত্য জীবনের একান্তবাস আল্লাহ সুবাহানাহূ ওয়াতা'আলার দেয়া এক বিশেষ উপহার এবং আমানাত। এতে রয়েছে জীবনের প্রশান্তি এবং স্থিতি। এটা অতীব গোপনীয় বিষয় যা রক্ষা করা প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য। মানুষ তার জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য তার স্ত্রীর নিকট উদ্গত হয় এটা আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রেত চিরাচরিত বিধান। এর কথা এবং কর্ম সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখতে হবে, কোনো কিছুই কারো কাছে প্রকাশ করা যাবে না। স্ত্রীর সৌন্দর্য কিংবা ত্রুটি সবকিছুই গোপন রাখতে হবে। কেউ যদি স্ত্রীর নিকট উদ্গত হয়ে তার সৌন্দর্যের কথা অথবা ত্রুটির কথা অপরের নিকট প্রকাশ করে দেয় তাহলে সে ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহর নিকট মহা খিয়ানাতকারী হিসেবে এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হিসেবে উঠবে। স্ত্রীও স্বামীর গোপন কোনো বিষয় প্রকাশ করবে না।

বিজ্ঞজনেরা একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ত্বলাক্ব দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছে তখন তাকে কেউ জিজ্ঞেস করল, তুমি তোমার স্ত্রীকে কেন ত্বলাক্ব দিবে? সে উত্তর করল, সে আমার স্ত্রী কিভাবে আমি তার দোষ তুলে ধরতে পারি? অতঃপর সে যখন তাকে "তার কোনো এক গোপন ত্রুটি বা দোষের কারণে" ত্বলাক্ব দিয়েই ফেলল তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো কি দোষে তুমি তাকে ত্বলাক্ব দিলে? উত্তরে সে বলল, কিভাবে আমি একজন বেগানা নারীর দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করতে পারি?

কেউ কেউ বলেছেন, দাম্পত্য সম্পর্ক পালনে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হলে তা প্রকাশ করা দোষণীয় নয়।
(শারহু মুসলিম ৯/১০ম খণ্ড, হাঃ ১৪৩৭; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣١٩١-[٩] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُوحِيَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ﴾ [سورة البقرة ٢: ٢٢٣] الْآيَةَ: «أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

৩১৯১-[৯] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওপর ওয়াহী নাযিল হয়- "তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত। অতএব, তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা যেতে পার"– (সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ ২ : ২২৩)। তাই সামনের দিক হতে বা পিছন দিক হতে সহবাস কর; কিন্তু গুহ্যদ্বার (মলদ্বার) ও ঋতুবতী (মাসিক থাকাকালীন) হতে বিরত থাক। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)[৪৩৩]

---

[৪৩২] **সহীহ :** মুসলিম ১৪৩৭, আবূ দাউদ ৪৮৭০, আহমাদ ১১৬৫৫, য'ঈফ আল জামি' ১৯৮৬।
[৪৩৩] **হাসান :** তিরমিযী ২৯৮০, ইবনু মাজাহ ১৯২৫, আহমাদ ২৭০৩, সহীহ আল জামি' ১১৪১।

ব্যাখ্যা : ইতিপূর্বে এ হাদীসের অংশ বিশেষের ব্যাখ্যা অতিবাহিত হয়ে গেছে তাই সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। স্ত্রীর নিকট সঙ্গত হতে হলে অবশ্যই সম্মুখ পথ (যোনীপথ) অবলম্বন করতে হবে। পিছন পথ (পায়ুপথ) অবলম্বন করা যাবে না, অনুরূপভাবে মাসিক ঋতুস্রাবকালেও উদ্গত হওয়া যাবে না। এ থেকে আত্মরক্ষার জন্য জোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইমাম সারাখসী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন, কেউ যদি স্ত্রীর মাসিক ঋতুস্রাবকালে সহবাস বৈধ মনে করে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলার এই বাণী তা হারাম হওয়ার স্পষ্ট দলীল : "তোমরা তাদের নিকটেও যেও না যতক্ষণ তারা পূর্ণরূপে পবিত্রতা অর্জন না করে"– (সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ ২ : ২২২)।

সুতরাং আল্লাহর নিষেধ বা হারাম-কে হারাম মনে না করা কুফ্রীর শামিল। ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) অবশ্য কাফির না হওয়ার কথা বলেছেন। মোট কথা স্ত্রী সহবাসে অবশ্যই সম্মুখ পথ অবলম্বন করবে এবং মাসিক ঋতুকালে সহবাস থেকে বিরত থাকবে। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৯৮০; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣١٩٢-[١٠] وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ

৩১৯২-[১০] খুযায়মাহ্ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানাবী ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সত্য প্রকাশে লজ্জাবোধ করেন না, তোমরা তোমাদের স্ত্রীগণের গুহ্যদ্বারে সহবাস করো না। (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারিমী)[৪৩৪]

ব্যাখ্যা : আল্লাহ হাক্ব প্রকাশে লজ্জাবোধ করেন না, অর্থাৎ তিনি হাক্ব বা সত্য কথা বলতে কোনই পরোয়া করেন না। এমনকি লজ্জাষ্কর কথা হলেও তা থেকে বিরত থাকেন না।

প্রশ্ন হলো হায়া বা লজ্জা হলো অন্তরের পরিবর্তন যা একজন মানুষের ওপর কোনো নিন্দনীয় কর্মের কারণে অপতিত হয়, আল্লাহর ব্যাপারে এটা সম্পৃক্ত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব? এর উত্তর হলো, এটা রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ 'আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না' এ কথার সমার্থ হলো তিনি চরম লজ্জাষ্কর কথা হলেও ব্যক্ত বা প্রকাশ করতে ছাড়েন না। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : আল্লাহ তা'আলার দিকে লজ্জার সম্পর্ক মুবালাগাহ্ বা চূড়ান্ত কথা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣١٩٣-[١١] (صحيح لغيره) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَلْعُوْنٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِيْ دُبُرِهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৩১৯৩-[১১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঐ লোক অভিশপ্ত, যে তার স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সহবাস করে। (আহ্মাদ, আবূ দাউদ)[৪৩৫]

٣١٩٤-[١٢] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الَّذِيْ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِيْ دُبُرِهَا لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ». رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

---

[৪৩৪] সহীহ : তিরমিযী ১১৬৪, ইবনু মাজাহ ১৯২৪, দারিমী ১১৮১, আহমাদ ২১৮৬৫, সহীহ আল জামি' ১৮৮৫, সহীহ আত্ তারগীব ২৪২৭, ইরওয়া ২০০৫।

[৪৩৫] হাসান : আবূ দাউদ ২১৬২, আহমাদ ৯৭৩৩।

৩১৯৪-[১২] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে লোক তার স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সহবাস করে আল্লাহ তার প্রতি (রহমাত, করুণা নিয়ে) দৃষ্টিপাত করেন না। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৪৩৬]

٣١٩٥ - [١٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلٰى رَجُلٍ أَتٰى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩১৯৫-[১৩] ইবনু 'আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির প্রতি (রহমাত ও করুণার) দৃষ্টিপাত করেন না, যে কোনো পুরুষের সাথে সহবাস করে অথবা নারীর গুহ্যদ্বারে সহবাস করে। (তিরমিযী)[৪৩৭]

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত তিনটি হাদীসে একই বিষয় আলোচিত হয়েছে যার ব্যাখ্যাও ইতিপূর্বে হয়ে গেছে। সুতরাং পুনঃআলোচনা নিষ্প্রয়োজন। পুরুষের সাথে সঙ্গম এবং নারীর পায়ুপথে সঙ্গমকারীর প্রতি আল্লাহর লা'নাত, সে অভিশপ্ত। ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তার দিকে রহমাতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না (এবং তাকে গুনাহ থেকে মুক্তও করবেন না)। উভয়টি মূলতঃ লাওয়াতাত বা পুং মৈথুন যা হারাম হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যাখ্যা অন্যত্র রয়েছে।

('আওনুল মা'বূদ ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২১৬২; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১১৬৬; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣١٩٦ - [١٤] وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَقْتُلُوْا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৩১৯৬-[১৪] আসমা বিনতু ইয়াযীদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা তোমাদের সন্তানকে সংগোপনে হত্যা করো না, কেননা 'গীলাহ্'র প্রভাবে আরোহীকে ঘোড়া হতে নিচে ফেলে দেয়। (আবূ দাউদ)[৪৩৮]

ব্যাখ্যা : غِيلَةٌ 'গীলাহ' শব্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ৩১৯৬ নং হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে।

অত্র হাদীসে এ শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দুগ্ধদায়িনী স্ত্রীর সাথে সহবাস করার দরুন স্ত্রী পুনরায় গর্ভবতী হওয়া এবং এই গর্ভাবস্থায় দুগ্ধ দান করা। গর্ভাবস্থায় সন্তানকে দুগ্ধদান করলে তা হয় সন্তানের ক্ষতির কারণ।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ বলেছেন, গর্ভবতী নারীর স্তনের দুধ হলো রোগ বিশেষ। তাই এ দুধ শিশু পান করলে সে রোগাক্রান্ত এবং অপ্রকৃতি স্বভাবের হতে পারে।

ইসলামী 'আক্বীদাহ্ হলো সবকিছুর প্রকৃত প্রভাবক হলো আল্লাহ তা'আলা, তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরীক্ষিত বিধান মেনে চলা উচিত। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ২১৬২; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৪৩৬] **হাসান :** আহমাদ ৭৬৮৪, শারহুস্ সুন্নাহ্ ২২৯৭, ইবনু মাজাহ ১৯২৩, সহীহ আল জামি' ১৬৯১, শু'আবুল ঈমান ৪৯৯১।

[৪৩৭] **হাসান :** তিরমিযী ১১৬৫, সহীহ আল জামি' ৭৮০১।

[৪৩৮] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৩৮৮১, ইবনু মাজাহ ২০১২, আহমাদ ২৭৫৬২, সহীহ আল জামি' ৭৩৯১। কারণ এর সানাদে মুহাজির বিন আবী মুসলিম আল আনসারী মাজহূলুল হাল।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣١٩٧ـ[١٥] عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৩১৯৭-[১৫] 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ স্বাধীনা রমণীর সম্মতি ব্যতীত তার সাথে 'আয্‌ল করতে নিষেধ করেছেন। (ইবনু মাজাহ)[৪৩৯]

ব্যাখ্যা : স্বাধীনা নারীর সাথে 'আয্‌ল করতে তার অনুমতি প্রয়োজন, কেননা যৌন কর্মের পূর্ণ আনন্দ তার উপভোগ্য হাক্ব, অথবা সন্তান ধারণের মাধ্যমে মাতৃত্বের সম্মান উপভোগ করা তার নারীত্বের দাবী। সুতরাং রসূলুল্লাহ ﷺ স্বাধীনা নারীর অনুমতি ব্যতিরেকে 'আয্‌ল করতে নিষেধ করেছন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(٦) بَابٌ [خِيَارُ الْمَمْلُوْكِيْنَ]
অধ্যায়-৬ : (গোলামদের স্বাধীনতা প্রদান)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
প্রথম অনুচ্ছেদ

٣١٩٨ـ[١] عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهَا فِيْ بَرِيْرَةَ: «خُذِيْهَا فَأَعْتِقِيْهَا». وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩১৯৮-[১] 'উরওয়াহ্ (রহঃ) 'আয়িশাহ্ রাঃ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ (জনৈকা দাসী) বারীরাহ্ সম্পর্কে তাঁকে ('আয়িশাহ্ রাঃ-কে) বললেন, তাকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দাও। বারীরাহ্-এর স্বামীও দাস ছিল। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে (বিবাহ সম্পর্ক রাখা বা বিচ্ছেদের) অধিকার দিলেন, এতে বারীরাহ্ (বিবাহ বিচ্ছেদ করে) নিজেকে মুক্ত করল। (রাবী বলেন) যদি সে (স্বামী) স্বাধীন হতো, তবে তিনি (ﷺ) তাকে (বারীরাহ্-কে) স্বীয় অধিকার দিতেন না। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৪০]

ব্যাখ্যা : বারীরাহ্ (নাম্নী দাসী) হাদীসে প্রসিদ্ধ একটি নাম। তার সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক ঘটনা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারে রয়েছে। আল্লাহর রসূল ﷺ 'আয়িশাহ্ রাঃ-কে নির্দেশ করেন, তুমি বারীরাহ্-কে খরিদ করে মুক্ত করে দাও। বারীরাহ্-এর স্বামীও ছিল দাস। স্বাধীনা মুসলিম মহিলা দাস স্বামীর বিবাহ বন্ধনে থাকা

---

[৪৩৯] য'ঈফ : ইবনু মাজাহ ১৯২৮, ইরওয়া ২০০৭, আহমাদ ২১২। কারণ এর সানাদে 'আবদুল্লাহ বিন লাহী'আহ্ স্মৃতিশক্তিগত ত্রুটিজনিত কারণে একজন দুর্বল রাবী।

[৪৪০] সহীহ : বুখারী ২৫৬৩, মুসলিম ১৫০৪, আবূ দাউদ ২২৩৩, নাসায়ী ৩৪৫১, তিরমিযী ১১৫৪।

না থাকার অধিকার রাখে। সুতরাং 'আয়িশাহ্ (রাঃ) যখন বারীরাহ্-কে স্বাধীন করে দিলেন তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বারীরাহ্-কে তার দাস স্বামীকে স্বামী হিসেবে বহাল রাখা অথবা তার নিকট থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়ার **অধিকার** বা ইখতিয়ার দিলেন। তিনিও সে ইখতিয়ার গ্রহণ করে তার বিবাহ বন্ধন ভেঙ্গে পৃথক হয়ে গেলেন। **তার স্বামী** মুগীস কত কান্নাকাটি করে তার পিছনে পিছনে ফিরলেন কিন্তু বারীরাহ্ তাকে আর গ্রহণই করলেন **না**।

সুনানু আবী দাউদে 'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে অন্য একটি বর্ণনা রয়েছে, বারীরাহ্-কে যখন স্বাধীন করা **হয়** তখন তার স্বামী দাস নয় বরং স্বাধীনই ছিল। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে ঐ ইখতিয়ার দিয়েছিলেন। **বারীরাহ্** তখন বললেন, আমি তার সাথে থাকা পছন্দ করি না, কারণ সে আমাকে অমুক অমুক দিন অমুক **অমুক** কথা বলেছে।

উভয়বিধ হাদীসের ভিত্তিতে ইমামদের নিম্নোক্ত বক্তব্য স্মর্তব্য :

* স্বামী দাস হলে সর্বসম্মতভাবে স্ত্রী ইখতিয়ার পাবে।

* স্বামী মুসলিম হলে মালিক, শাফি'ঈ, আহমাদ প্রমুখ ইমামদের মতে স্ত্রীর ইখতিয়ার থাকবে না, কিন্তু ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতে এ অবস্থাতেও তার ইখতিয়ার থাকবে। আবূ দাউদে বর্ণিত 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর হাদীস তার পক্ষে প্রামাণ্য দলীল।

* কিন্তু স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যদি একসাথে মুক্ত বা স্বাধীন হয় তখন এই ইখতিয়ার থাকে না। অথবা স্বামী যদি স্বাধীন হয় তখন স্ত্রী স্বাধীনা হোক অথবা দাসী হোক তার বিবাহ বন্ধন ভঙ্গ করার কোনো ইখতিয়ার থাকে না। (ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫২৭৯; শারহু মুসলিম ৯/১০ম খণ্ড, হাঃ ১৫০৪; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣١٩٩-[٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْعَبَّاسِ: «يَا عَبَّاسُ! أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ؟ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا؟» فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ رَاجَعْتِهِ» فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إِنَّمَا أَشْفَعُ» قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩১৯৯-[২] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরাহ্-এর স্বামী মুগীস হাবশী (কালো) ক্রীতদাস ছিল। আমি যেন সে দৃশ্য এখনও দেখছি, যখন মুগীস মাদীনার অলিগলিতে (বারীরাহ্-এর পেছনে পেছনে) অশ্রুসিক্ত নয়নে দাড়ি ভাসিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এটা দেখে নাবী (ﷺ) আমার পিতাকে বলেন, হে 'আব্বাস! বারীরাহ্-এর প্রতি মুগীস-এর গভীর প্রেমাসক্ত এবং মুগীস-এর প্রতি বারীরাহ্-এর অনীহা দেখে তোমার কি বিস্ময়বোধ হয় না! নাবী (ﷺ) বারীরাহ্-কে বললেন, তুমি যদি তাকে পুনরায় গ্রহণ কর (এটা কতই না উত্তম হয়)? তখন বারীরাহ্ বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আমাকে নির্দেশ করছেন? তিনি (ﷺ) বললেন, আমি তো সুপারিশ করছি মাত্র। বারীরাহ্ বলল, তবে আমার তার কোনো প্রয়োজন নেই। (বুখারী)[৪৪১]

[৪৪১] সহীহ : বুখারী ৫২৮৩, আবূ দাউদ ২২৩১, নাসায়ী ৫৪১৭, ইবনু মাজাহ ২০৭৫, সহীহ আল জামি' ৭৯৩৬।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٢٠٠-[٣] عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ مَمْلُوكَيْنِ لَهَا زَوْجٌ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৩২০০-[৩] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি তার অধীনে পরস্পর দু'জন দাস-দাসী দম্পতিকে মুক্ত করার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং এ ব্যাপারে নাবী (ﷺ)-এর কাছে জানতে চান। তিনি (ﷺ) নির্দেশ করলেন নারীর পূর্বে পুরুষকে মুক্ত করার। (আবূ দাউদ, নাসায়ী)[৪৪২]

ব্যাখ্যা : উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর মালিকানায় যে দু'জন দাস-দাসী ছিল তারা ছিল পরস্পর স্বামী-স্ত্রী। তাদের উভয়কে আযাদ করার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শরণাপন্ন হলে তিনি (ﷺ) তাদের পুরুষজনকে আগে আযাদ করার নির্দেশ দেন। যাতে মহিলাটি অর্থাৎ দাসী স্ত্রীটি স্বাধীনা হওয়ার পর তার দাস স্বামীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলার সুযোগ না পায়। মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন, পুরুষের কথা আগে বলা হয়েছে এজন্য যে, সে পূর্ণ এবং উত্তম ব্যক্তি। অথবা কোনো নারীর স্বামী হবে গোলাম বা দাস এটা হবে নারীর জন্য ভীষণ লজ্জাজনক, তাই আগে পুরুষকে মুক্ত করার কথা বলা হয়েছে।
('আওনুল মা'বূদ ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২২৩৪; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٠١-[٤] وَعَنْهَا: أَنَّ بَرِيرَةَ عَتَقَتْ وَهِيَ عِنْدَ مُغِيثٍ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ لَهَا: «إِنْ قَرِبَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৩২০১-[৪] উক্ত রাবী ('আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীস-এর স্ত্রী বারীরাহ্ মুক্তি লাভ করলে রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে (বিবাহ সম্পর্ক রাখা বা বিচ্ছেদের) অধিকার দিয়ে বলেন যে, সে যদি তোমার সান্নিধ্য (সহবাস) লাভ করে থাকে, তবে তোমার কোনো অধিকার নেই। (আবূ দাউদ)[৪৪৩]

ব্যাখ্যা : বারীরাহ্-এর স্বামীর নাম ছিল মুগীস। সেও ছিল কৃতদাস। পূর্বের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে দাসী যদি আগে মুক্ত বা স্বাধীন হয় তাহলে তার দাস স্বামীর বিবাহ বন্ধনে থাকা না থাকার ইখতিয়ার লাভ করে। ইচ্ছা করলে সে তার স্বামীকে স্বামী হিসেবে রাখতেও পারে, ইচ্ছা করলে বিবাহ ভঙ্গও করতে পারে। অত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এই অধিকার ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামী তাকে স্পর্শ না করবে অর্থাৎ তার সাথে সঙ্গম না করবে, কিন্তু যদি সে তার সাথে সঙ্গম করে তবে ঐ অধিকার নিঃশেষ হয়ে যাবে। বারীরাহ্ তার কৃতদাস স্বামীকে বর্জন করেছিলেন। ('আওনুল মা'বূদ ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২২৩৩; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّالِثُ.

আর এ অধ্যায়ে তৃতীয় অনুচ্ছেদ নেই।

---

[৪৪২] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ২২৩৭, নাসায়ী ৩৪৭৬।

[৪৪৩] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ২২৩৬, ইরওয়া ১৯০৮, য'ঈফ আল জামি' ১২৯৫। কারণ এর সানাদে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব বিন ইয়াসার একজন মুদাল্লিস রাবী।

(٧) بَابُ الصَّدَاقِ

অধ্যায়-৭ : মুহর

صَدَاقٌ শব্দটি كِتَابٌএবং سَحَابٌ এর ওযনে এসেছে, এর অর্থ 'মুহর'; ص বর্ণে যের যোগে পাঠ সবচেয়ে বেশী স্পষ্ট এবং বেশী ব্যবহৃত হয়। একে 'মুহর' বা 'মুহরানা' বলা হয় এজন্য যে, এর মাধ্যমে পুরুষের নারীর দিকে উদ্গাত হওয়ার সত্যতা ও অধিকার প্রকাশ করা হয়।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٢٠٢ـ[١] عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ وَهَبْتُ نَفْسِيْ لَكَ فَقَامَتْ طَوِيْلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! زَوِّجْنِيْهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟» قَالَ: مَا عِنْدِيْ إِلَّا إِزَارِيْ هٰذَا. قَالَ: «فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَيْءٌ» قَالَ: نَعَمْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا فَقَالَ: «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: «انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْاٰنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩২০২-[১] সাহ্ল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট জনৈকা রমণী এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি নিজেকে আপনার নিকট (বিবাহের উদ্দেশে) অর্পণ করলাম– এ কথা বলে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। (কিন্তু নাবী (ﷺ) নীরব রইলেন) এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনার যদি (বিয়ের) প্রয়োজন না থাকে, তবে তাকে আমার সাথে বিয়ে দিন। তিনি (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট মুহর হিসেবে এমন কিছু আছে কি যা তুমি দিতে পার? সে বলল, আমার এ লুঙ্গি (জাতীয় পোশাক) ছাড়া আর কিছুই নেই। তিনি (ﷺ) বললেন, লোহার একটি আংটি হলেও সন্ধান কর। কিন্তু সে কিছুই খুঁজে পেল না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি কুরআনের কিয়দংশ (মুখস্থ) আছে? সে বলল, হ্যাঁ, অমুক সূরা, অমুক সূরা আমার জানা আছে। এতে তিনি (ﷺ) বললেন, তোমার যতটুকু কুরআন (মুখস্থ) আছে তার বিনিময়ে তোমাকে তার সাথে বিবাহ সম্পাদন করলাম।

অন্য বর্ণনায় আছে- "যাও, তোমার সাথে তাকে বিয়ে দিলাম, তুমি তাকে কুরআন শিখাও।"

(বুখারী ও মুসলিম)[৪৪৪]

ব্যাখ্যা : হাদীসের বর্ণনাকারী সাহ্ল ইবনু সা'দ আস্ সা'ইদী ছিলেন আনসারী। তার পূর্ব নাম ছিল 'হুযন' অর্থ বিষণ্ন-চিন্তিত-দুঃখিত ইত্যাদি, নাবী (ﷺ) তার এ নাম পরিবর্তন করে 'সাহ্ল' 'কোমল' নাম রেখে দেন। তিনি ছিলেন মাদীনায় মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সহাবী ।

---

[৪৪৪] সহীহ : বুখারী ৫১৩৫, মুসলিম ১৪২৫, আবূ দাঊদ ২১১১, নাসায়ী ৩৫৫৯, তিরমিযী ১১১৪, ইবনু মাজাহ ১৮৮৯, আহমাদ ২২৮৫০, ইরওয়া ১৮২৩।

মহিলাটি যখন নিজেকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বিবাহের জন্য পেশ করেন, দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও রসূলুল্লাহ ﷺ কোনো উত্তর দেননি; এর কারণ হলো মহিলাটির নির্লজ্জতা, অথবা এ ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ না পাওয়া। কিন্তু নির্লজ্জতা কথাটি যথার্থ নয় কারণ আল্লাহর বাণীতে বলা হয়েছে, "আর কোনো মু'মিনাহ্ মহিলা যদি নিজেকে নাবীর নিকট হেবা করে দেয় এবং নাবীও যদি তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ করেন ....."- (সূরাহ্ আল আহযাব ৩৩ : ৫০)।

এতে বুঝা যায়, কোনো নারী নিজেকে বিয়ের জন্য নাবী ﷺ-এর কাছে পেশ করা নির্লজ্জ কাজ নয়। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহিবুল মুদারিক বলেন : আল্লাহ যেন বলেছেন, "হে নাবী! কোনো মু'মিনাহ্ নারীর অন্তরে যদি আপনার বিবাহ বন্ধনে থাকার বাসনা সৃষ্টি হয় আর সে নিজেকে নাবীর কাছে হেবা হিসেবে পেশ করে এবং কোনো প্রকার মুহর দাবী না করে আর আপনিও যদি তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করেন তাহলে বিনা মুহরে তাকে বিবাহ করতে পারবেন, এটা আপনার জন্যই কেবল খাস, অন্য কোনো মু'মিনের জন্য নয়।"

ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه বলেন, আল্লাহর ঐ বাণীর হুকুম ভবিষ্যতের জন্য। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হেবা হিসেবে দেয়া কোনো স্ত্রী ছিলেন না। কেউ কেউ বলেছেন, যে সকল নারী নিজকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হেবা হিসেবে পেশ করেছিলেন তারা হলেন, মায়মূনাহ্ বিনতু হারিস অথবা যায়নাব বিনতু খুযায়মাহ্, অথবা উম্মু শারীক বিনতু জাবির অথবা খাওলাহ্ বিনতু হাকিম।

মুহর প্রদান প্রত্যেক পুরুষের জন্য আবশ্যক। এমনকি মুহর যদি নির্ধারণ নাও করা হয় কিংবা কোনো পুরুষ এটাকে অস্বীকারও করে তবুও তার ওপর এটা আবশ্যক। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, নাবীর নিকট কেউ নিজকে সমর্পণ করলে এবং নাবী তাকে বিয়ে করলে মুহর গুণতে হবে না, এমনকি দৈহিক মিলন হলেও নয়। নাবী ﷺ-এর ব্যাপারে হেবা শব্দ দ্বারা বিবাহ সম্পাদিত হবে কিনা- এ নিয়ে ফুকাহাদের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কুরআন ও হাদীসের প্রকাশ্য অর্থের ভিত্তিতে বিশুদ্ধ মত হলো বিবাহ সম্পাদিত হবে। অনির্ভরযোগ্য অন্য একটি মত হলো 'নিকাহ' ও 'বিবাহ' শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ দ্বারা অর্থাৎ হেবা শব্দ দ্বারা অন্যের যেমন বিবাহ শুদ্ধ হবে না নাবীর বেলায়ও শুদ্ধ হবে না। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেন, যে সকল শব্দ (বিবাহের মাধ্যমে) মালিকানা দৃঢ়তা প্রকাশ করে তা দিয়েই বিবাহ সম্পাদিত হবে। ইমাম মালিক-এর দু'টি মতের একটি হলো হেবা, সদাক্বাহ্, বাই ইত্যাদি শব্দ দ্বারা যদি বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ কর হয় তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে।

এ হাদীসে কোনো মহিলার নিজকে কোনো নেককার ব্যক্তির নিকট বিবাহের জন্য পেশ করা মুস্তাহাব প্রমাণিত। আরো প্রমাণিত যে, যার কাছে প্রস্তাব পেশ করা হবে তার যদি তা পালন বা গ্রহণ সম্ভব না হয় তাহলে সে পূর্ণ নিরবতা অবলম্বন করবে যাতে প্রশ্নকারী বা প্রস্তাবকারী বুঝে নিতে পারেন যে, তার প্রয়োজন নেই। তিনি তাকে না বলে অপমানিত করবেন না।

মহিলাটির প্রস্তাব রসূলুল্লাহ ﷺ গ্রহণ না করলে পাশের দাঁড়ানো ব্যক্তি যখন নিজের সাথে বিয়ের আবেদন জানালেন তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে মুহর দেয়ার মতো তোমার কাছে কিছু আছে কি? লোকটি বললেন, এই লুঙ্গি ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই নেই; এর দ্বারা বুঝা যায় তার চাদরও ছিল না এবং ভিন্ন আরেকটি লুঙ্গিও ছিল না।

হাদীস থেকে প্রমাণিত মহিলাদের মুহর না চাওয়াও জায়িয। বিবাহে মুহর নির্ধারণ করাই মুস্তাহাব, কেননা এতে ঝগড়া নিপাত যায়, আর মহিলারও হয় অধিক উপকার। এতে আরো প্রমাণিত যে, উভয়ের সম্মতির ভিত্তিতে মুহর অতি সামান্য হওয়াও বৈধ, কেননা একটা লোহার আংটি অতীব নগণ্য মূল্যের বস্তুই

বটে। এটাই ইমাম শাফি'ঈ এবং জুমহূর 'উলামাদের মাযহাব। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, মুহরের ন্যূনতম পরিমাণ হতে হবে এক-চতুর্থাংশ দীনার যেটা চুরির নিসাব অর্থাৎ ন্যূনতম এক-চতুর্থাংশ দীনার চুরি করলেই কেবল চোরের হাত কাটা যাবে অন্যথায় নয়। ইমাম আবূ হানীফাহ্ এবং তার অনুসারীরা বলেন, মুহরের ন্যূনতম পরিমাণ হতে হবে দশ দিরহাম। ইমাম শাফি'ঈ এবং জুমহূরের মাযহাব বা মতটিই অধিক সহীহ, কেননা প্রামাণ্য হাদীসটি সহীহ এবং সরীহ অর্থাৎ সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও তার অনুসারীরা বলেন, দশ দিরহামের কম মুহর চলবে না। তাদের দলীল হলো বায়হাক্বী, দারাকুত্বনী ইত্যাদি বর্ণিত হাদীস : "..... দশ দিরহামের কমে কোনো মুহর হবে না।"

কিন্তু গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, এ হাদীস য'ঈফ এবং তা সর্বসম্মতভাবেই য'ঈফ, এমনকি কেউ কেউ এটাকে মাওযূ' বা জাল বলেও উল্লেখ করেছেন। সুতরাং মুহরের বিষয়টি স্বামীর সামর্থ্যের উপর এবং স্ত্রীর স্বীকৃতির ভিত্তিতেই সাব্যস্ত হয়, এর সুনির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ নেই।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, এ হাদীসের ভিত্তিতে লোহার আংটি পরিধান করা বৈধ এবং মুহর নগদ পরিশোধ করা মুস্তাহাব প্রমাণিত।

লোকটির কাছে কোনো কিছুই যখন নেই তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কুরআনের কিছু মুখস্থ আছে কি? লোকটি বললেন হ্যাঁ, অমুক সূরাহ্ মুখস্থ আছে। ইমাম মালিক-এর বর্ণনায় ঐগুলোর নাম উল্লেখ রয়েছে। সুনানু আবী দাউদে আবূ হুরায়রাহ্ প্রমুখাৎ বর্ণিত, সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ এবং তৎসংশ্লিষ্ট সূরার কথা উল্লেখ হয়েছে। এছাড়া দারাকুত্বনীতে মুফাস্সাল সূরাসমূহের কথা এবং আবিশ্ শায়খে ইন্না আ'ত্বয়নাকাল কাওসার-এর কথা এসেছে।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, কুরআন শিক্ষা দেয়া যে মুহর হতে পারে এবং কুরআন শিক্ষার বিনিময় নেয়া জায়িয- এ হাদীস তার দলীল। একদল অবশ্য এটা নিষেধ করেন, তাদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফাহ্ও রয়েছেন।

এ হাদীসে আরো প্রমাণিত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কুফূ বা সমতাও ধর্তব্য বিষয় নয়।

(ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫১৩৫; শারহু মুসলিম ৯/১০ম খণ্ড, হাঃ ১৪২৫; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٠٣-[٢] وَعَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٌّ قَالَتْ: أَتَدْرِيْ مَا النَّشُّ؟ قُلْتُ: لَا قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَنَشٌّ بِالرَّفْعِ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَفِيْ جَمِيْعِ الْأُصُوْلِ

৩২০৩-[২] আবূ সালামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর কাছে জানতে চাইলাম, নাবী ﷺ-এর বিবাহের মুহর কি পরিমাণ ছিল? তিনি বললেন, তাঁর সহধর্মিণীগণের মুহরের পরিমাণ ছিল ১২ উকিয়্যাহ্ (১ উকিয়্যাহ্ ৪০ দিরহামের সমপরিমাণ) ও এক নাশ্। তিনি বললেন, তুমি জান 'নাশ্' কি? আমি বললাম, জানি না। উত্তরে বললেন, অর্ধ উকিয়্যাহ্, অর্থাৎ- এই পাঁচশত দিরহামই (৪০ × ১২ = ৪৮০ + ২০)। (মুসলিম)[৪৪৫]

নাশ্ نَشٌّ এর شِيْن অক্ষরে ضَمَّةٌ শারহুস্ সুন্নাহ্ ও সকল মূল গ্রন্থে এরূপই আছে।

---

[৪৪৫] সহীহ : মুসলিম ১৪২৬, আবূ দাউদ ২১০৫, আহমাদ ২৪৬২৬, শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৩০৩।

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের মুহর ছিল ১২ উকিয়্যাহ্ এবং নাশ্ পরিমাণ। এক উকিয়্যাহ্ হলো চল্লিশ দিরহাম, নাশ্ হলো অর্ধ দিরহাম। ইবনুল আ'রবী বলেন, নাশ্ হলো প্রত্যেক বস্তুর অর্ধেক। সবমিলে সারে বারো উকিয়্যায় পাঁচশত দিরহাম হয়, এটাই ছিল রসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীদের সর্বোচ্চ মুহরের পরিমাণ।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, এ হাদীসের ভিত্তিতে আমাদের সাথীদের নিকট মুস্তাহাব হলো পাঁচশত দিরহাম মুহর নির্ধারণ করা। কেউ যদি প্রশ্ন তোলে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর মুহর চার হাজার দিরহাম অথবা চার লক্ষ দীনার ছিল? এর উত্তর হলো রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মানে উম্মু হাবীবাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর বিবাহের মুহর নাজাশী বাদশাহ রাষ্ট্রীয়ভাবে আদায় করেছিলেন অথবা অনুদান হিসেবে তাকে প্রদান করেছিলেন। সুতরাং তার বিবাহের মুহর পরিমাণ স্বতন্ত্র বিষয়।

(শারহু মুসলিম ৯/১০ম খণ্ড, হাঃ ১৪২৬; মিরকাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٢٠٤ - [٣] عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: أَلَا لَا تُغَالُوْا صَدُقَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وَتَقْوٰى عِنْدَ اللهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ مَا عَلِمْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِه وَلَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِه عَلٰى أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

৩২০৪-[৩] 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা স্ত্রীদের মুহর নির্ধারণে সীমালঙ্ঘন করো না। কেননা যদি উক্ত মুহর নির্ধারণ দুনিয়াতে সম্মান এবং আল্লাহর নিকট তাক্বওয়ার বিষয় হতো, তবে আল্লাহর নাবী ﷺ-ই তোমাদের চেয়ে তা নির্ধারণে অধিক অগ্রগামী হতেন। কিন্তু ১২ উকিয়্যার বেশি পরিমাণ মুহর নির্ধারণ রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোনো সহধর্মিণীকে বিয়ে করেছেন কিংবা কোনো মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। (আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, দারিমী)[৪৪৬]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের বক্তব্য 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর, তিনি অধিক মুহর ধার্য পছন্দ করতেন না। ক্বাযী 'ইয়ায বলেন, لَا تُغَالُوْا অর্থ হলো لا تكثروا। তোমরা বেশী করো না, অর্থাৎ মহিলাদের মুহর খুব বেশী বেঁধো না। বেশী মুহর ধার্য করা কোনো সম্মানের প্রতীক নয় এবং তাক্বওয়ার কোনো কাজও নয়। আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে তাক্বওয়াবান"– (সূরাহ্ আল হুজুরত ৪৯ : ১৩)।

অধিক মুহর যদি সম্মানের প্রতীক হতো তাহলে সর্বপ্রথম নাবী ﷺ নিজে অধিক মুহর দিয়ে বিয়ে করতেন এবং তার কন্যাগণকেও অধিক মুহরে বিয়ে দিতেন, অথচ তিনি ১২ উকিয়্যার বেশী মুহরে কোনো নারীকে বিয়ে করেননি এবং তার কোনো কন্যাকেও বিয়ে দেননি। আর উম্মু হাবীবাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর বিয়েতে অতিরিক্ত টাকার বিষয়টি পূর্বের হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, নাজাশী বাদশা তিনি তা নিজের পক্ষ থেকে

[৪৪৬] **সহীহ :** তিরমিযী ১১১৪, নাসায়ী ৩৩৫১, আবূ দাঊদ ২১০৬, ইবনু মাজাহ ১৮৮৭, দারিমী ২২৪৬, আহমাদ ৩৪০, ইরওয়া ১৯২৭।

নাবীজীর সম্মানে প্রদান করেছিলেন। আর 'নাশ্' বা অর্ধ দিরহাম বা ভগ্নাংশের কথা বাদ দিয়ে এখানে বলা হয়েছে। এরূপ বলার বিধান রয়েছে; সুতরাং তা পূর্বের হাদীসের বর্ণিত সংখ্যার পরিপন্থী নয়।

যদি কেউ প্রশ্ন করে মুহর বেশী না বাঁধার কথাটি আল কুরআনের এই আয়াতের পরিপন্থী, আল্লাহ বলেছেন : "আর যদি তোমরা একজনকে অঢেল বা রাশি রাশি সম্পদ দিয়েও থাকো তবে তা থেকে কোনো কিছুই তোমরা গ্রহণ করো না।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ২০)

উত্তরে বলব, আল কুরআনের আয়াতটি মুহর বেশী প্রদান জায়িয প্রমাণ করে মাত্র, উত্তমতা প্রমাণকারী নয়। আর আমাদের কথা হলো আফযালিয়াত বা উত্তমতা নিয়ে, জায়িয নিয়ে নয়। 'উমার -এর বক্তব্যে ঘোষণা করেন, তোমরা মহিলাদের জন্য চল্লিশ উকিয়্যার বেশী নির্ধারণ করো না, কেউ যদি বেশী নির্ধারণ করে তবে তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা নেয়া হবে। এ কথা শুনে একমহিলা প্রতিবাদ করে বললেন, কে আপনাকে এ কথা বলার অধিকার দিল? অর্থাৎ এই চল্লিশ উকিয়্যার সীমা নির্ধারণের অধিকার কে আপনাকে দিয়েছে? অথচ আল্লাহ বলেছেন, "যদি তোমরা তাদের কাউকে রাশি রাশি সম্পদও মুহর প্রদান কর .....।" এ প্রমাণ ও যুক্তিভিত্তিক দলীল শুনে 'উমার বললেন, মহিলাটি ঠিক বলেছেন, আর লোকটি অর্থাৎ স্বয়ং 'উমার ভুল করেছেন। ('আওনুল মা'বূদ ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২১০৬; তুহফাতুল আহওয়াযী ৩য় খণ্ড, হাঃ ১১১৪)

٣٢٠٥-[٤] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِيْ صِدَاقِ امْرَأَتِهٖ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيْقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩২০৫-[৪] জাবির হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : যে ব্যক্তি স্ত্রীর মুহর হিসেবে এক অঞ্জলি (দু' হাতের মুঠির সমন্বয়ের) পরিমাণ ছাতু অথবা খেজুর দিল, সে তাকে নিজের জন্য হালাল করে নিল। (আবূ দাঊদ)[৪৪৭]

ব্যাখ্যা : বিবাহে মুহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ নিয়ে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অত্র হাদীসটি মুহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারণের ইঙ্গিত বহণ করে। কোনো ব্যক্তি যদি স্ত্রীকে মুহর হিসেবে অঞ্জলিভরে ভাজা গম, যব বা ভুট্টার আটা প্রদান করে, অথবা খেজুর প্রদান করে তাহলে তা মুহর হিসেবে গণ্য হবে এবং স্ত্রী তার জন্য হালাল হয়ে যাবে। যদিও তা দশ দিরহামের চেয়ে কম। ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) উক্ত হাদীস সহ আরো অন্যান্য হাদীসের প্রামাণিকতার ভিত্তিতে উল্লেখিত পরিমাণের মুহর দিয়ে বিবাহ বৈধ হওয়াকে সাব্যস্ত করেন। অনুরূপভাবে হানাফী মাযহাবের কতক আলিম বলেন, যিনি দশ দিরহামের কমে মুহর জায়িয নয় বলে মনে করেন কম পক্ষে তার জন্য উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে ঐ পরিমান মুহরে বিবাহের বৈধতা দেয়া উচিত।

ইমাম খত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন : মুহর স্বামী-স্ত্রীর বিষয়, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের সম্মতিক্রমে ও সন্তুষ্টচিত্তে তা নির্ধারিত হয়। সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ কত এবং কি বস্তু দিয়ে তা আদায় হবে এটা দু'জনে সানন্দে নির্ধারণ করবে। যদিও ফুকাহায়ে কিরাম মুহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ নিয়ে মতানৈক্য করেছেন।

ইমাম সুফ্ইয়ান সাওরী, শাফি'ঈ, আহমাদ, ইসহাক্ব প্রমুখ ইমাম ও ফুকাহার মতে মুহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়, বরং তা স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের সম্মতিতে নির্ধারিত হবে।

---

[৪৪৭] **য'ঈফ** : আবূ দাঊদ ২১১০, শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৩০১। কারণ এর সানাদে মূসা বিন মুসলিম বিন রুমান মাসতূরুল হাল।

প্রখ্যাত তাবি'ঈ সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, একটি চাবুকও যদি স্ত্রীকে মুহর হিসেবে প্রদান করা হয়, তাহলে স্ত্রী বৈধ হয়ে যাবে।

ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন : মুহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ। আসহাবুর রায় বা ক্বিয়াসপন্থীগণ বলেন, মুহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো দশ দিরহাম। তারা এই পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন চোরের হাত কাটার উপর ক্বিয়াস করে, কেননা কোনো চোর সর্বনিম্ন দশ দিরহাম চুরি করলেই কেবল তার হাত কাটা হয়, অন্যথায় নয়। সুতরাং বুঝা গেল একটা অঙ্গের ন্যূনতম বিনিময় দশ দিরহাম, এর নিচে নয়। এ থেকেই তারা ক্বিয়াস করেন যে, স্বামী-স্ত্রী বিবাহের মাধ্যমে একটি অঙ্গকেই বৈধ করে নেয়, আর তা নেয় মুহরের বিনিময়ে। সুতরাং তা দশ দিরহামের নিচে বৈধ নয়।

সা'ঈদ ইবনু জুবায়র (রহঃ) বলেন, মুহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ পঞ্চাশ দিরহাম। 'আল্লামাহ্ নাখ'ঈ (রহঃ) বলেন, মুহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ চল্লিশ দিরহাম। আর ইবনু শুব্রুমাহ্ বলেন, পাঁচ দিরহাম।

যে সকল ফুকাহা বলেন, মুহরের সর্বনিম্ন কোনো পরিমাণ নেই, তারা উল্লেখিত হাদীস ছাড়াও নিম্নের হাদীসটি দলীল হিসেবে পেশ করে থাকেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, «فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» "একটি লোহার আংটি হলেও তুমি তোমার স্ত্রীর মুহর দেয়ার জন্য তা অনুসন্ধান কর।" মুহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ সম্পর্কে এই বিশুদ্ধ হাদীসটি প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। অপরদিরকে হানাফী 'আলিমগণ বলেন, যদিও হাদীসটি বিশুদ্ধ কিন্তু তা ঐ যুগের একটি প্রথার দিকে নির্দেশ করে তা হলো "তুমি একটি লোহার আংটি হলেও মুহর হিসেবে তা নগদ প্রদান কর।" অর্থাৎ হাদীসটি নগদ প্রদানে সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারক, সামগ্রিক মুহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ণয়ক নয়।

বলাবাহুল্য এই তা'বীল বা ব্যাখ্যা সহীহ হাদীস বর্জনের আরেক কৌশল। তাই ব্যাখ্যাকার মুল্লা 'আলী আল ক্বারী (হানাফী) (রহঃ) বলেছেন : উল্লেখিত মতানৈক্যের ভিত্তিতে ও তাদের প্রামাণ্য দলীলের ভিত্তিতে বলা যায় যে, ইমাম শাফি'ঈ সহ যারা মুহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ নেই বলেছেন তাদের মতটিই সুস্পষ্ট বিশুদ্ধ দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত। ('আওনুল মা'বূদ ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২১১০; মির্‌কাতুল মাফাতীহ)

٣٢٠٦ _[٥] وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِيْ فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلٰى نَعْلَيْنِ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَجَازَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩২০৬-[৫] 'আমির ইবনু রবী'আহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বানী ফাযারহ্ গোত্রের জনৈকা রমণীর (মুহর বাবদ) এক জোড়া জুতার বিনিময়ে বিবাহ হয়। অতঃপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এক জোড়া জুতার বিনিময়ে তোমাকে অর্পণ করতে রাজি হয়েছ? সে বলল, জি, হ্যাঁ। তখন তিনি (ﷺ) তার বিবাহের সম্মতি দিলেন। (তিরমিযী)[৪৪৮]

ব্যাখ্যা : মুহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ পূর্বেও হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে, সুতরাং সে বিষয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

হানাফী মাযহাবের 'উলামায়ে কিরাম বলেন, দশ দিরহামের কম মুহর বৈধ হওয়া সংক্রান্ত যত হাদীস রয়েছে সবগুলো দুর্বল, কেবল লোহার আংটি সংক্রান্ত হাদীসটি ছাড়া। ঐ হাদীসের সম্পর্কে তাদের তা'বীল ও ব্যাখ্যা পূর্বের হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে।

---

[৪৪৮] **য'ঈফ :** তিরমিযী ১১১৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৭৮৯, ইরওয়া ১৯২৬। কারণ এর সানাদে 'আসিম বিন 'উবায়দুল্লাহ একজন দুর্বল রাবী।

অনুরূপভাবে ফাযারহ্ গোত্রের এক মহিলা দু'টো জুতার বিনিময়ে বিবাহে রাযী হলে রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অনুমতি দেন, ফলে তাদের বিয়ে শুদ্ধ হয়ে যায় ।

অবশ্য মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন : বিবাহ শুদ্ধ হয় বটে তবে স্ত্রীর জন্য মুহরে মিসাল ধার্য হবে এবং স্বামীর নিকট তা দাবী করবে। পক্ষান্তরে আরেকদল মুহাদ্দিসের বক্তব্য হলো : মূলে একটি হলেও বিশুদ্ধ হাদীস থাকায় য'ঈফ হাদীসগুলো তার সহায়ক হয় ও শক্তি যোগায়।

মুহরে মিসাল হলো নারীর সৌন্দর্যে কমারিত্বে, অর্থ-সম্পদে সমসাময়িক নিজ বংশের অন্যান্য নারীর সমপরিমাণ মুহর হওয়া। নিজ বংশের অন্যান্য নারী হলো আপন বোন, বৈমাতৃয় বোন, বৈপিতৃয় বোন, ফুপু, চাচাত বোন ইত্যাদি। আর ঐ নারীর 'ইদ্দাত হবে মৃত্যুর 'ইদ্দাত, অর্থাৎ চারমাস দশদিন এবং সে স্বামীর যথাযথ মীরাস লাভ করবে। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৩য় খণ্ড, হাঃ ১১১৩; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٠٧ -[٦] وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا شَيْئًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتّٰى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صِدَاقِ نِسَائِهَا. لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ. فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৩২০৭-[৬] 'আল্ক্বমাহ্ (রহঃ) ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। একদিন জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এক ব্যক্তি মুহর নির্ধারণ না করে বিয়ে করেছে এবং স্ত্রীর সাথে সহবাসের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছে; শারী'আতে এর বিধান কি? উত্তরে ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) বললেন, তার পরিবারের অপর নারীদের মুহরের সমপরিমাণ মুহর দিতে হবে। তা হতে কমও নয়, বেশিও নয় এবং স্ত্রীর 'ইদ্দাত (৪ মাস ১০ দিন) পালন করতে হবে এবং স্ত্রী তার উত্তরাধিকারী হবে। এটা শুনে আশ্জা'ঈ গোত্রের এক সহাবী মা'ক্বিল ইবনু সিনান দাঁড়িয়ে বললেন, আমাদের আশ্জা'ঈ গোত্রের এক স্ত্রীলোক বির্ওয়া' বিনতু ওয়াশিক্ব সম্পর্কেও রসূলুল্লাহ ﷺ অনুরূপ বিধান কার্যকরী করেন। এতে ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) অত্যন্ত খুশী হলেন।

(তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, দারিমী)[৪৪৯]

ব্যাখ্যা : 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) ছিলেন সহাবীদের মধ্যে ফাকীহ সহাবী। তিনি ঐ মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হন যে, মহিলার মুহর নির্ধারণ না করেই বিবাহ হয়, অতঃপর সহবাসের পূর্বেই তার স্বামী ইন্তিকাল করেন, এই মহিলার মুহর কি হবে? 'ইদ্দাত কতদিন এবং সে স্বামীর সম্পদের মীরাস পাবে কিনা? সহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) একমাস ভরে ইজতিহাদ করে উত্তর দেন যে, মহিলা মুহরে মিসাল পাবে, এর কমও নয় বেশীও নয়।

ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) এ ফায়সালা দেয়ার পর বললেন, "আমি এ ফয়সালা দিলাম আমার পক্ষ থেকে, যদি সঠিক হয় তবে তা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের পক্ষ থেকে, আর যদি ভুল হয় তবে তা এক বান্দার মায়ের পুত্র থেকে হয়েছে।" অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, "যদি সঠিক হয় তবে তা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের পক্ষ থেকে, আর যদি ভুল হয় তবে তা আমার পক্ষ থেকে এবং শায়ত্বনের পক্ষ থেকে, আল্লাহ ও তার রসূল এ থেকে দায় মুক্ত।" 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাঃ)-কে সত্যায়ন করে মা'আকিল ইবনু সিনান এবং আবুল

---

[৪৪৯] সহীহ : তিরমিযী ১১৪৫, আবূ দাউদ ২১১৪-১৫, নাসায়ী ৩৩৫৪, দারিমী ২২৫২, ইরওয়া ১৯৯৩৯।

জার্‌রাহ্ বলেন, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি রসূলুল্লাহ ﷺ বির্‌ওয়া বিনতু ওয়াসিক-এর কন্যার জন্য এমন ফায়সালাই দিয়েছিলেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‌'উদ এ কথা শুনে খুবই আনন্দিত হন, কারণ তার ইজতিহাদ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফায়সালার অনুকূল হয়েছে। পক্ষান্তরে 'আলী رضي الله عنه সহ সহাবীগণের একটি দল বলেন, মহিলার স্বামীর সাথে সহবাস বা একান্ত বাস না হওয়ায় সে মুহর পাবে না, তবে তার মীরাস এবং 'ইদ্দাত ধার্য হবে। এ ব্যাপারে ইমাম শাফি'ঈ-এর অবশ্য উভয়বিধ বক্তব্য রয়েছে। ইমাম মুযহির (রহঃ) বলেন, ইমাম আবূ হানীফাহ্ এবং ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল-এর মাযহাব ইবনু মাস্‌'উদ رضي الله عنه-এর মতের উপর।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এই ইখতিলাফ হলো ঐ মহিলার ব্যাপারে যার বিবাহে কোনো প্রকারের মুহর নির্ধারণ হয়নি এবং তার স্বামী তার সাথে সহবাসের পূর্বেই (স্বামী) মৃত্যুবরণ করল। কিন্তু যদি স্বামী সহবাস করে মৃত্যুররণ করে থাকে তাহলে সর্বসম্মত মতে স্ত্রীর জন্য মুহরে মিসাল ওয়াজিব হবে। কেউ যদি বিবাহ করে স্ত্রীর সাথে সহবাসের পূর্বেই ত্বলাক্ব প্রদান করে তাহলে ঐ মহিলার স্বামীর অর্থনৈতিক সামর্থ্যের উপর বিবেচনা করে বিচারক বা হাকিম তার জন্য মুত্'আহ্" নির্ধারণ করে দিবেন। যেমন পরিধেয় বস্ত্র, ওড়না, আংটি ইত্যাদি। ('আওনুল মা'বূদ ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২১১৪; তুহফাতুল আহওয়াযী ৩য় খণ্ড, হাঃ ১১৪৫)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٢٠٨-[٧] عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ الْآفِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَرْبَعَةَ دِرْهَمٍ وَبَعَثَ بِهَا إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَعَ شُرَحْبِيْلَ بْنِ حَسَنَةَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৩২০৮-[৭] উম্মু হাবীবাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি 'আব্‌দুল্লাহ ইবনু জাহ্‌শ-এর (বিবাহিতা) স্ত্রী ছিলেন। তার স্বামী 'আব্‌দুল্লাহ ইবনু জাহ্‌শ হাবশায় (পূর্ব নাম আবিসিনিয়া, বর্তমানে ইথিওপিয়া) মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর হাবশার সম্রাট নাজাশী নাবী ﷺ-এর সাথে উম্মু হাবীবাহ্ رضي الله عنها-কে বিবাহ দেন এবং তাঁর পক্ষ হতে চার হাজার দিরহাম মুহর হিসেবে দান করেন।

অপর বর্ণনায় আছে, চার দিরহাম (মুহর দিয়েছেন), অতঃপর শুরাহ্‌বীল ইবনু হাসানাহ্-এর সাথে উম্মু হাবীবাহ্ رضي الله عنها-কে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে পাঠিয়ে দেন। (আবূ দাঊদ, নাসায়ী)[৪৫০]

ব্যাখ্যা : উম্মু হাবীবাহ্ বিনতু আবূ সুফ্‌ইয়ান ছিলেন রসূলে আকরাম ﷺ-এর সম্মানিত স্ত্রীদের একজন। তার আসল নাম ছিল রমালাহ্, কেউ কেউ বলেছেন তার নাম ছিল হিন্দ। মায়ের নাম ছিল সফিয়্যাহ্ বিনতু আবুল 'আস, স্বামীর নাম 'উবায়দুল্লাহ ইবনু জাহ্‌শ। অত্র হাদীসে স্বামীর নাম 'আবদুল্লাহ উল্লেখ হয়েছে, এটা সঠিক নয় বরং 'উবায়দুল্লাহই সঠিক।

উম্মু হাবীবাহ্ رضي الله عنها-এর স্বামী 'উবায়দুল্লাহ-এর সাথে হাবশায় দ্বিতীয়বারের মতো হিজরত করেন। স্বামী সেখানে গিয়ে ইসলাম ত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ কনে এবং মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু এই মহীয়সী রমণী ইসলামের উপর অটল ও অবিচল থাকেন, অতঃপর হাবশার বাদশাহ নাজাশী নিজে অভিভাবক হয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তার বিবাহ সম্পাদন করে দেন।

---

[৪৫০] সহীহ : আবূ দাঊদ ২১০৭, নাসায়ী ৩৩৫০, আহমাদ ২৭৪০৮।

নাজাশী হাবাশার বাদশাহর উপাধি, তার আসল নাম হলো আমিন আসহামাহ। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দা'ওয়াত পত্র পেয়ে তিনি নিজ জন্মভূমিতেই ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয়েছিলেন, কিন্তু রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পাননি। কেউ কেউ তাকে সহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেন তা সঠিক নয়। রসূলুল্লাহ ﷺ এবং ইসলামের প্রতি ছিল তার অপরিসীম ভালোবাসা। তাই মাক্কার কুরায়শদের অত্যাচার থেকে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য রসূলুল্লাহ ﷺ দুইবার মুসলিমদেরকে তার রাজ্যে পাঠিয়েছিলেন, তিনিও মাযলূম মুসলিমদের রাষ্ট্রীয়ভাবে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিয়ে ধন্য করেছিলেন।

বাদশাহ নাজাশী উম্মু হাবীবাহ্ (রাঃ)-এর যাবতীয় মুহর স্বয়ং নিজেই আদায় করেন। এই মুহরের পরিমাণ ছিল চার হাজার দিরহাম মতান্তরে চার হাজার দীনার, মতান্তরে চার দিরহাম।

উম্মু হাবীবাহ্ (রাঃ)-এর বিবাহের স্থান এবং সময় নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরে হাবশাতেই রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তার বিবাহ সম্পাদিত হয়েছে। এক বর্ণনায় রয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ 'আম্‌র ইবনু উমাইয়াহ্ আয্ যামিরী (রাঃ)-কে উম্মু হাবীবাহ্ (রাঃ)-এর বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে নাজাশীর নিকট প্রেরণ করেন। এ প্রস্তাব পেয়ে বাদশাহ নিজেই রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাকে বিয়ে দিয়ে দেন এবং চারশত দীনার মুহর তার নিজের পক্ষ থেকে পরিশোধ করে দেন। অতঃপর বেশ কিছু উপঢৌকন সহ শুরাহবীল ইবনু হাসানাহ্-এর সাথে তাকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতে প্রেরণ করেন।

আরো বর্ণিত আছে, একদা বাদশাহ নাজাশী উম্মু হাবীবাহ্ (রাঃ)-এর নিকট আবরাহা নামক দাসীকে প্রেরণ করলেন, দাসী গিয়ে তাকে বললেন, বাদশাহ আপনাকে বলেছেন, "রসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট পত্র লিখে পাঠিয়েছেন, আমি যেন তোমাকে (তার সাথে) বিয়ে দিয়ে দেই।"

খালিদ ইবনু সা'ঈদ ছিলেন উম্মু হাবীবাহ্ (রাঃ)-এর পিতার চাচাত ভাই, সেই ভিত্তিতে দূর সম্পর্কীয় চাচা। বিয়ের প্রস্তাব শুনেই উম্মু হাবীবাহ্ (রাঃ) তার ঐ চাচাকে ডেকে এনে বিয়ের কার্য সম্পাদনের জন্য উকীল নিযুক্ত করলেন, আর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তার বিয়ের এই সুসংবাদ দানের কারণে আনন্দে বাদশাহর দাসী আবরাহাকে নিজের হাতের দু'টি চুড়ি এবং আংটি খুলে বখশিস দিলেন।

সন্ধ্যায় বাদশাহ নাজাশী বিয়ের আয়োজন করলেন, এজন্য তিনি জা'ফার ইবনু আবূ ত্বালিব এবং সেখানে অবস্থানরত মুসলিমদের উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করলেন। যথাসময়ে লোকজন উপস্থিত হলে বাদশাহ উম্মু হাবীবাহ্ (রাঃ)-এর বিবাহের খুত্বাহ্ নিজেই পাঠ করলেন।

খুত্বার কিছু অংশ ছিল নিম্নরূপ :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ السَّلَامِ الْمُؤْمِنِ الْمُهَيْمِنِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُولُهٗ أَرْسَلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّينِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ أَجَبْتُ إِلٰى مَا دَعَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ أَصْدَقْتُهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ ذَهَبًا.....

খুত্বাহ্ শেষে বাদশাহ উপস্থিত সকলের জন্য প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা ঢেলে দিলেন। এরপর খালিদ ইবনু সা'ঈদ কথা বললেন এবং বাদশাহর খুত্বার ন্যায় খুত্বাহ্ পাঠ করলেন, অতঃপর বললেন, হে বাদশাহ নামদার! আল্লাহর রসূল ﷺ আপনাকে যেদিকে আহ্বান করেছেন আপনি সাড়া দিয়েছেন এবং আবূ সুফ্ইয়ান-এর কন্যা উম্মু হাবীবাহ্ (রাঃ)-কে তার সাথে বিবাহ সম্পাদন করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তার রসূলকে বারাকাত দান করুন।

এ বক্তব্য শুনে বাদশাহ্ খালিদ ইবনু সা'ঈদকেও প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা দিলেন, এবং তিনি এগুলো গ্রহণ করলেন। অনুষ্ঠানাদি শেষ হলে লোকেরা চলে যেতে চাইলে বাদশাহ তাদের নিবৃত করে বললেন : আপনারা বসুন, নাবীদের সুন্নাত হলো কোনো বিবাহ সম্পাদন করলে সেখানে আপ্যায়ন করা। সুতরাং আমি একজন নাবীর বিয়ে সম্পাদন করলাম, তাই আপনারা কিছু খানা খেয়ে যাবেন। এরপর তিনি খানা হাজির করলেন এবং লোকেদের খেতে দিলেন, সকলেই খানা খেয়ে (রাজদরবারে অনুষ্ঠিত রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উম্মু হাবীবাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর বিবাহের) অনুষ্ঠান থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। ঐতিহাসিক ও তাফসীরকার 'আল্লামাহ্ তাবারীর বর্ণনা মতে, এ ঘটনা নবূওয়াতের সপ্তম বর্ষে সংঘটিত হয়েছিল।

উম্মু হাবীবাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর এই বিবাহের সময় তার পিতা আবূ সুফ্ইয়ান মুশরিক এবং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন।

কেউ কেউ এই বিয়ে উম্মু হাবীবাহ্-এর হাবাশাহ থেকে মাদীনায় ফেরার পর হয়েছে বলে দাবী করেছেন, তবে প্রথম মতটিই অধিক প্রসিদ্ধ।

বাদশাহ তার দেশে আশ্রিত মুসলিমদের খুব খাতির নাওয়ায করেছেন, তাদের বিন্দু পরিমাণ কষ্টও সহ্য করেননি। তিনি বলেছেন, আমি একজন মুসলিমকে সামান্য একটু কষ্ট দেয়ার বিনিময়ে এক পর্বত পরিমাণ স্বর্ণ লাভকেও প্রিয় মনে করি না। ('আওনুল মা'বূদ ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২১০৭; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٠٩ـ[٨] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَكَانَ صِدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامَ أَسْلَمَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أَبِي طَلْحَةَ فَخَطَبَهَا فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ فَإِنْ أَسْلَمْتَ نَكَحْتُكَ فَأَسْلَمَ فَكَانَ صِدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

৩২০৯-[৮] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ ত্বলহাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু উম্মু সুলায়ম রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে বিয়ে করেন, তাদের মুহর ছিল ইসলাম গ্রহণ। উম্মু সুলায়ম রাযিয়াল্লাহু আনহা আবূ ত্বলহাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পূর্বে ইসলাম ক্বূল করেন। অতঃপর আবূ ত্বলহাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। উম্মু সুলায়ম রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি; যদি তুমি ইসলাম ক্বূল কর তবে তোমার সাথে বিয়ে হতে পারে। অতঃপর আবূ ত্বলহাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন। এ ইসলাম গ্রহণ তাঁদের বিয়ের মুহর বলে গণ্য হয়। (নাসায়ী)[৪৫১]

ব্যাখ্যা : আবূ ত্বলহাহ্-এর আসল নাম হলো যায়দ ইবনু সাহ্ল আল আনসারী আন্ নাজ্জারী। আবূ ত্বলহাহ্ হলো তার কুন্ইয়াত বা উপনাম, উপনামেই তিনি সমাধিক প্রসিদ্ধ। তিনি আনাস ইবনু মালিক-এর মায়ের স্বামী। তিনি ছিলেন নামকরা তীরন্দাজদের অন্যতম। সেনাদলের ভিতর আবূ ত্বলহার আওয়াজের জন্য রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ভূয়সী প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেছেন।

আনাস-এর মা উম্মু সুলায়ম ছিলেন মিলহান-এর কন্যা। তার আসল নামের ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। মালিক ইবনু নায্র প্রথম তাকে বিবাহ করেন, সেখানে তার ঘরে আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন। এই মালিক আনাস-এর মাকে রেখে মুশরিক অবস্থায় নিহত হলে তার মা ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর আবূ ত্বলহাহ্ তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন, কিন্তু আবূ ত্বলহাহ্ মুশরিক থাকায় তিনি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাকে ইসলাম গ্রহণে আহ্বান জানান। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে আবূ ত্বলহাহ্ ইসলাম গ্রহণ করলেন; উম্মু

[৪৫১] **সহীহ :** নাসায়ী ৩৩৪০।

সুলায়ম তাকে বললেন, ঠিক আছে আমি তোমাকে বিবাহ করব, তোমার ইসলাম গ্রহণের কারণে আমি তোমার নিকট থেকে কোনো মুহরও গ্রহণ করব না।

অতঃপর আবূ ত্বলহাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বিবাহ করলেন, আর তাঁর ইসলাম গ্রহণই হলো তাদের দু'জনের মাঝের বিবাহের মুহরানা। উম্মু সুলায়ম আবূ ত্বলহার আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

এ হাদীসে ইশারা রয়েছে যে, দীনী উপকারিতা বা উপকারলাভ মুহর (বিনিময়) হতে পারে এবং কুরআন শিক্ষা দেয়াও এ অর্থে ব্যবহার বৈধ হতে পারে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(٨) بَابُ الْوَلِيْمَةِ

অধ্যায়-৮ : ওয়ালীমাহ্ (বৌভাত)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٢١٠-[١] عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: «مَا هٰذَا؟» قَالَ: إِنِّيْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: «بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩২১০-[১] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'আব্দুর রহমান ইবনু 'আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর শরীরে হলুদের চিহ্ন দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কিসের রং এটা? তিনি বললেন, আমি জনৈকা (আনসারী) নারীকে খেজুর দানার সমপরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে বিয়ে করেছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার বিয়েকে বারাকাতময় করুন। একটি বকরী দিয়ে হলেও তুমি ওয়ালীমাহ্ কর। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৫২]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ-এর শরীরে অথবা কাপড়ে (জা'ফরানের) হলোদে চিহ্ন লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন, একি? অর্থাৎ এ হলোদ রং কোত্থেকে এলো? উত্তরে তিনি বললেন, আমি একজন মহিলাকে বিয়ে করেছি।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন : প্রশ্ন ছিল গায়ে বা কাপড়ে রং লাগার কারণ কি? উত্তরে যা বলার তাই বললেন। মূলতঃ এটা ছিল استفهام انكارى অর্থাৎ অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন, তিনি যেন এটা অস্বীকার ও অপছন্দ করছিলেন। তিনি সুগন্ধ মিশ্রিত তৈল মাখতে নিষেধ করতেন। এর উত্তরে 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যেন বললেন, এটা তার মাখানো কোনো সুগন্ধযুক্ত তেলের রং নয় বরং তার নব বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে বাসর উদযাপনের ফলে তার সংস্পর্শে লাগা রং বিশেষ, এটা ইচ্ছাজনিত নয় এবং অসাবধানতাজনিত বিষয়। 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ-এর বিবাহের মুহর নির্ধারিত হয়েছিল এক নাওয়াত পরিমাণ ওযনের স্বর্ণ।

---

[৪৫২] সহীহ : বুখারী ৫১৪৮, মুসলিম ১৪২৭, নাসায়ী ৩৩৭২, তিরমিযী ১০৯৪, ইবনু মাজাহ ১৯০৭, আহমাদ ১৩৩৭০, দারিমী ২২৫০।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহঃ) বলেন : নাওয়াত বলা হয় পাঁচ দিরহামকে, যেমন বিশ দিরহামকে এক নাশ্ এবং চল্লিশ দিরহামকে এক উকিয়্যাহ্ বলা হয়। কেউ কেউ বলেছেন, নাওয়াত হলো ঐ পরিমাণ স্বর্ণ যার মূল্য পাঁচ দিরহামের মতো। আবার কেউ কেউ বলেছেন, নাওয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো খেজুরের বিচি। শেষ কথা যা এখানে স্পষ্ট তা হলো সামান্য পরিমাণ স্বর্ণ। এই পরিমাণকেই কেউ এক-ষষ্ঠাংশ মিসক্বালের কাছাকাছি বলে উল্লেখ করেছেন; কেউ এক-চতুর্থ মিছক্বাল বা তার চেয়েও কম যার মূল্য দশ দিরহামের সমান বলে উল্লেখ করেছেন। তবে প্রথম মতটি গ্রহণ অধিক সম্ভাবনাময়। সুতরাং নাওয়াতের অর্থ পাঁচ দিরহামের পরিমাণ, যা স্বর্ণের ওযনে সমান, অর্থাৎ সাড়ে তিন মিসকাল স্বর্ণ।

নাবী ﷺ 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ-এর বিবাহের কথা শুনে তার দাম্পত্য জীবনের বারাকাতের জন্য দু'আ করলেন : «بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ» অর্থাৎ আল্লাহ তোমার জীবনকে বারাকাতময় করুন। এ হাদীস থেকে বিবাহিত ব্যক্তির জন্য বারাকাতের দু'আ করা মুস্তাহাব বা সুন্নাত প্রমাণিত হয়।

নাবী ﷺ 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ-কে বিবাহোত্তর ওয়ালীমাহ্ খাওয়ানোর নির্দেশ করেন। ইবনুল মালিক বলেন, নাবী ﷺ-এর এই প্রকাশ্য নির্দেশসূচক বাক্য দ্বারা কতিপয় 'উলামাহ্ বিবাহোত্তর ওয়ালীমাহ্ খাওয়ানোকে ওয়াজিব বলে মন করেন। তবে অধিকাংশ 'উলামারা বলেন, এ নির্দেশ মুস্তাহাব অর্থে ব্যবহৃত হবে।

ওয়ালীমাহ্ কখন করতে হবে? এর উত্তরে বলা হয় ওয়ালীমাহ্ হবে বাসর উদযাপনের পরে, কেউ আবার বিবাহের আক্দ সম্পাদন হওয়ার পরেই মতামত পেশ করেছেন। কেউবা আবার বিবাহের সময় এবং বাসর উদযাপনের পর দু' সময়েই ওয়ালীমা করার কথা বলেছেন। ইমাম মালিকের একদল অনুসারী তো সাতদিন ভরে ওয়ালীমাগ্ খাওয়ানো মুস্তাহাব বলে মনে করে থাকেন। তবে নির্ভরযোগ্য এবং পছন্দনীয় মত হলো ওয়ালীমাহ্ খাওয়ানো বিবাহকারীর সাধ্য ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করবে।

(ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২০৪৯; শারহু মুসলিম ৯/১০ম খণ্ড, হাঃ ১৪২৭; মির্‌কাতুল মাফাতীহ)

٣٢١١ - [٢] وَعَنْهُ قَالَ: مَا أَوْلَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهٖ مَا أَوْلَمَ عَلٰى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩২১১-[২] উক্ত রাবী (আনাস রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যায়নাব বিনতু জাহ্শ (রাঃ)-এর বিয়েতে যত বড় আয়োজনে ওয়ালীমাহ্ করেন, আর অন্য কোনো স্ত্রীর বিয়েতে তা করেননি। এতে তিনি (ﷺ) এক বকরী দ্বারা ওয়ালীমাহ্ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৫৩]

ব্যাখ্যা : হাদীসের মর্মকথা হলো, রসূলুল্লাহ ﷺ তার স্ত্রী যায়নাব-এর সাথে বিবাহোত্তর ওয়ালীমাহ্ যত বেশী সুন্দর এবং পরিসরে করেছিলেন এমনটি অন্য কোনো স্ত্রীর বেলায় করেননি। তিনি বকরী যবেহ করে তার ওয়ালীমাহ্ করেছিলেন।

মাওয়াহিব নামক গ্রন্থে আছে, উম্মুল মু'মিনীন যায়নাব বিনতু জাহ্শ (রাঃ) ছিলেন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফুপী আমীমাহ্ বিনতু 'আবদুল মুত্তালিব-এর কন্যা। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তার পালক পুত্র যায়দ ইবনু হারিসাহ্-এর সাথে বিবাহ দিয়ে দেন। দীর্ঘদিন অবস্থানের পর যায়দ ইবনু হারিসাহ্ তাকে ত্বলাক্ব প্রদান করেন। অতঃপর যখন তার 'ইদ্দাত শেষ হয় তখন রসূলুল্লাহ ﷺ যায়দ ইবনু হারিসাকে বলেন, তুমি

[৪৫৩] সহীহ : বুখারী ৫১৬৮, মুসলিম ১৪২৮, ইবনু মাজাহ ১৯০৮, আবূ দাউদ ৩৭৪৩, ইরওয়া ১৯৪৫।

যায়নাব-এর কাছে গিয়ে আমার কথা উল্লেখ কর, অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে তাকে বিয়ের প্রস্তাব পেশ কর। যায়দ ইবনু হারিসাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদেশ পালনে যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)-এর বাড়ী গেলাম এবং দরজার দিকে পিঠ ফিরিয়ে কললাম, হে যায়নাব! আল্লাহর রসূল তোমাকে স্মরণ করিয়ে অর্থাৎ বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছেন। এ কথা শুনে যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেন, আমি কোনো কাজই করতে যাই না যতক্ষণ না আমার রবের নির্দেশ জারী হয়। অতঃপর যায়নাব তার একটি মাসজিদ ছিল সেদিকে রওনা হলেন, এরপর এ আয়াত নাযিল হলো :

﴿فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ অর্থাৎ- "অতঃপর যায়দ যখন যায়নাবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দিলাম।" (সূরাহ্ আল আহযাব ৩৩ : ৩৭)

অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সোজা যায়নাব-এর বাড়ী চলে আসলেন এবং অনুমতি ছাড়াই তার ঘরে প্রবেশ করলেন। (সহীহ মুসলিম)

এ ঘটনার পর মুনাফিক্বরা বলতে লাগল মুহাম্মাদ পুত্রবধূকে হারাম বলে অর্থাৎ ছেলের বউকে বিবাহ করা হারাম বলে ঘোষণা করে থাকে অথচ নিজেই পুত্রবধূকে বিয়ে করে বসেছে। তখনই এ আয়াত নাযিল হলো :

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ﴾

অর্থাৎ "মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যেকার কোনো পুরুষের পিতা নয়।" (সূরাহ্ আল আহযাব ৩৩ : ৪০)

যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অন্যান্য স্ত্রীদের ওপর গর্ব করে বলতেন : তোমাদের পিতাগণ "তোমাদের অভিভাবক হয়ে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে তোমাদেরকে" বিয়ে দিয়েছেন আর আমাকে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিজে সপ্তম আসমানের উপর আমাকে (রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে) বিয়ে দিয়েছেন। (তিরমিযী)

যায়নাব-এর আসল নাম ছিল বারীরাহ্, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার নাম রাখলেন যায়নাব।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন যায়নাবকে বিয়ে করলেন তখন ওয়ালীমার জন্য ক্বওমের লোকজনকে দা'ওয়াত করলেন। লোকজন খানা খাওয়া শেষ হলে বসে বসে গল্প শুরু করল, এটা হলো রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য ভীষণ কষ্টের, কারণ তিনি তাদের উঠে চলে যাওয়ার জন্য উদ্যত করলেন কিন্তু তারা উঠলেন না। অনেকেই রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ বিব্রত ও অস্বস্তি অবস্থা দেখে একে একে উঠে চলে গেলেন কিন্তু তিনজন লোক অবশিষ্ট বসেই রইলেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘরে প্রবেশের জন্য এসে দেখেন লোকজন বসেই আছেন। এরপর তারা যখন চলে গেলেন তখন আমি (আনাস (রাযিয়াল্লাহু আন্হু)) গিয়ে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে খবর জানালাম যে, তারা চলে গেছেন।

এরপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘরে প্রবেশ করলেন। এ সময় আমি ঘরে ঢোকার জন্য গেলাম কিন্তু তিনি আমার ও তার মাঝে পর্দা টেনে দিলেন, তখনই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন :

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নাবীর ঘরে প্রবেশ করো না।" (সূরাহ্ আল আহযাব ৩৩ : ৫৩)

বিস্তারিত ঘটনা তাফসীরে ইবনু কাসীর ও অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থ দেখুন।

(ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫১৬৮; শারহু মুসলিম ৯/১০ম খণ্ড, হাঃ ১৪২৮; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢١٢-[٣] وَعَنْهُ قَالَ: أَوْلَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِينَ بَنٰى بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩২১২-[৩] উক্ত রাবী (আনাস রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যায়নাব বিনতু জাহ্‌শ রাঃ-এর বিয়েতে ওয়ালীমাহ্ করেন, তিনি লোকেদেরকে রুটি ও গোশ্‌ত দ্বারা পরিতৃপ্ত করেন। (বুখারী)[৪৫৪]

ব্যাখ্যা : যায়নাব বিনতু জাহ্‌শ-এর সাথে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবাহ ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্ময়কর বিবাহ। আবহমানকালের সামাজিক কুসংস্কার ভেঙ্গে আল্লাহ তা'আলা মানব সভ্যতার সামাজিক সংস্কার সাধন করেন। এ বিবাহ সম্পাদনের কাজ সপ্তম আসমানের উপর সংঘটিত হয়। রসূলুল্লাহ ﷺ এ বিবাহে প্রচুর লোকজনকে ওয়ালীমার দা'ওয়াত করেছিলেন। সেখানে অঢেল গোশত রুটি তৈরি হয়েছিল অথবা গোশত রুটি সংমিশ্রণে সারীদ বা অন্যকিছু তৈরি হয়েছিল। লোকজন এসব খাদ্য অত্যন্ত তৃপ্তিসহ খেয়েছিলেন।

(ফাতহুল বারী ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৭৯৪; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢١٣-[٤] وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩২১৩-[৪] উক্ত রাবী (আনাস রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সফিয়্যাহ্ রাঃ-কে মুক্ত করে বিয়ে করেন। এ মুক্তিদান মুহর হিসেবে পরিগণিত হয় এবং হায়স (খেজুর, পনির ও ঘি সংমিশ্রণে প্রস্তুতকৃত) খাদ্য দ্বারা ওয়ালীমাহ্ করেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৫৫]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ইবনু হাজার 'আসক্বালানী (রহঃ) বলেন : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন সফিয়্যাহ্ রাঃ ছিলেন মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর ভাই হারূন ইবনু 'ইমরান আলায়হিস্ সালাম-এর বংশের হুয়াই ইবনু আখতাব-এর কন্যা। তার পিতা মাদীনার বিখ্যাত ইয়াহূদী বানু নাযীর গোত্রের সর্দার ছিলেন, মা ছিলেন বানী কুরায়যাহ্-এর সর্দার সামাওয়াল-এর কন্যা। সফিয়্যাহ্-এর আসল নাম ছিল যায়নাব, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে এসে তার নাম হয় সফিয়্যাহ্। সফিয়্যাহ্ পিতা এবং মাতা উভয়ের বংশের দিক থেকে ছিলেন দারুণ বংশমর্যাদার অধিকারিণী। সপ্তম হিজরীতে খায়বার যুদ্ধের মাধ্যমে তিনি যুদ্ধবন্দী হিসেবে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে মুক্ত করে দেন এবং স্বীয় বিবাহ বন্ধনে এনে উম্মুল মু'মিনীনের মর্যাদা দান করেন।

বন্দিত্ব থেকে তাকে মুক্ত করাই ছিল তার বিবাহের মুহর। মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, এটা একমাত্র রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য খাস বা বিশেষত্ব ছিল। শারহুস্ সুন্নাহ্ গ্রন্থকার বলেন, বিদ্বানগণ মতবিরোধ করেছেন ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে তার দাসীকে মুক্ত করে বিবাহ করে নেয় এবং ঐ দাসত্ব মুক্তই তার মুহর ধার্য করে। নাবী ﷺ-এর একদল সহাবীসহ কতিপয় বিদ্বান প্রকাশ্য হাদীসের ভিত্তিতে দাসত্ব মুক্তিকে মুহর ধার্য করা বৈধ মনে করেন। কিন্তু অন্য আরেকদল বিদ্বান এটা বৈধ বলে মনে করেন না। তারা প্রকাশ্য ঐ হাদীসের নানা তা'বীল বা ব্যাখ্যা করে থাকেন।

এ হাদীস থেকে এটাও দলীল গ্রহণ করা হয় যে, দাসীকে মুক্ত করার পর তাকে বিবাহ করা অপছন্দনীয় নয়। দাস-দাসীর প্রথা বর্তমানে পৃথিবীতে চালু নেই। সুতরাং বিস্তারিত আর আলোচনা করা হলো না।

---

[৪৫৪] **সহীহ :** বুখারী ৪৭৯৪, আহমাদ ১৩৭৬৯।

[৪৫৫] **সহীহ :** বুখারী ৫১৫৯, মুসলিম ১৩৬৫, আবূ দাউদ ২০৫৪, তিরমিযী ১১১৫, ইবনু মাজাহ ১৯৫৭।

নাবী ﷺ-এর এই স্ত্রী সফিয়্যাহ্ (রাঃ)-এর বিবাহের ওয়ালীমাহ্ হায়স নামক খাদ্য দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছিল। হায়স হলো খেজুর, পনীর এবং ঘি-এর সংমিশ্রণে তৈরি এক প্রকার উপাদেয় এবং অত্যন্ত রুচিকর ও সুস্বাদু খাদ্য, যা 'আরবদের কাছে খুব জনপ্রিয় ও লোভনীয় ছিল। (ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫১৬৯; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢١٤-[٥] وَعَنْهُ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنٰى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلٰى وَلِيمَتِهٖ وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالْأَقِطُ وَالسَّمْنُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩২১৪-[৫] উক্ত রাবী (আনাস (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ খায়বার ও মাদীনার পথে (প্রত্যাবর্তনকালে) সফিয়্যাহ্ (রাঃ)-এর সাথে (বিবাহ বাসরের উদ্দেশে) তিনদিন অবস্থান করেন। আমি মুসলিমগণকে তাঁর ওয়ালীমার দা'ওয়াত করি, কিন্তু উক্ত ওয়ালীমায় রুটি-গোশ্ত ছিল না। অতঃপর তিনি (ﷺ) চামড়ার দস্তরখানা বিছানোর নির্দেশ দিলেন। দস্তরখানা বিছানো হলে তাতে খেজুর, পনির ও ঘি রাখলেন। (বুখারী)[৪৫৬]

ব্যাখ্যা : খায়বার বিজয় শেষে রসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনাহ্ এবং খায়বারের মধ্যবর্তী 'সহবা' নামক ভূ-খণ্ডে তাঁবু খাটিয়ে তিনরাত অতিক্রম করেন। এ সময়ে সফিয়্যাহ্ (রাঃ) তার বাসরেই রাত যাপন করেন। নাবী ﷺ-এর রীতি ছিল যখনই কোনো অঞ্চল বা কোনো দূর্গ জয় করতেন সেখানে তিনি তিনদিন বা তিনরাত কাটিয়ে বিজয় চূড়ান্ত ও নিশ্চিত করে এবং পরিবেশ স্থিতিশীল করে সেখান থেকে ফিরতেন। এই সহবা নামক স্থানেই আনাস-এর মা উম্মু সুলায়ম বিনতু মিলহান সফিয়্যাহ্ (রাঃ)-কে সাজগোজ করিয়ে বধূবেশে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাঁবুতে প্রেরণ করেন। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বাসর উদযাপনের জন্য এ সময় (নতুন) বিশেষ তাঁবু তৈরি করা হয়েছিল। পরদিন নাবী ﷺ-এর নির্দেশক্রমে আনাস (রাঃ) ওয়ালীমার জন্য মুসলিমদের দা'ওয়াত করলেন। নাবী ﷺ চামড়ার বিছানা বা দস্তরখানা বিছানোর জন্যও নির্দেশ করলেন, ফলে তা বিছানো হলো। এবার দস্তরখানে খেজুর, পনীর, ঘি ইত্যাদি রাখা হলো এবং সেগুলো মিশ্রিত করে হায়স তৈরি করা হলো। এই ওয়ালীমার খাদ্য তালিকায় গোশত এবং রুটি ছিল না।

সফিয়্যাহ্ (রাঃ)-এর বিস্তারিত ঘটনা বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। মাওয়াহিব নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, উম্মুল মু'মিনীন সফিয়্যাহ্ বিনতু হুয়াই ইবনু আখতাব, কেননা ইবনু আবুল হুক্বায়ক্ব-এর বিবাহাধীন ছিলেন। ৭ম হিজরীতে তার স্বামী খায়বার যুদ্ধে নিহত হলে এবং খায়বার পতন হলে তিনি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে বন্দী হিসেবে নীত হন। বন্দীদের যখন একত্রিত করা হয় তখন সহাবী দাহিয়্যাতুল কূলবী (রাঃ) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে আরয কারলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে (বন্দীদের মধ্য থেকে) একটা দাসী দান করুন। আল্লাহর নাবী বললেন, যাও তুমি ঐ বন্দীদের মধ্য থেকে একটি বন্দী নিয়ে নাও। দাহিয়্যাহ্ গিয়ে সফিয়্যাহ্ বিনতু হুয়াই-কে নিয়ে নিলেন। এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর কাছে এসে জানালেন, হে আল্লাহর রসূল! সম্ভ্রান্ত বানী নাযীর ও বানী কুবায়যার নেত্রী সফিয়্যাহ্কে দাহিয়্যাহ্-এর হাতে তুলে দিলেন?

---

[৪৫৬] সহীহ : বুখারী ৪২১৩, নাসায়ী ৩৩৮২, আহমাদ ১৩৭৮৬।

তার মতো সম্ভ্রান্ত এবং মহীয়সী নারীর তো সে মর্যাদা দিতে পারবে না, সে তো কেবল আপনার স্বকীয় সত্তার জন্যই শোভন! এ কথা শুনে নাবী ﷺ বললেন, দাহিয়্যাহ্-কে ডাকো। দাহিয়্যাহ্ সফিয়্যাহ্‌কে নিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে হাযির হলে তিনি দাহিয়্যাহ্-কে বললেন, তুমি বন্দীদের মধ্যে থেকে অন্য একটি বন্দী নিয়ে যাও। অতঃপর নাবী ﷺ তার সকল গুণাবলী ও বংশ মর্যাদার খেয়াল করে তাকে মুক্ত করে দিলেন এবং নিজে বিয়ে করে নিলেন। তার মুক্ত হওয়াটাই ছিল তার বিয়ের মুহর। খায়বায় এবং মাদীনার মধ্যবর্তী সহবা নামক স্থানে উম্মু সুলায়ম রাযিয়াল্লাহু আনহা (আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মা) সফিয়্যাহ্-এর পোষাক পরিবর্তন করে উত্তম পোষাক পরালেন এবং সুন্দররূপে সাজিয়ে বধূবেশে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাসরে পেশ করলেন। লোকেরা সফিয়্যার ব্যাপারে বলাবলি করছিল। কেউ বলল আল্লাহর নাবী তাকে বিয়ে করেছেন, কেউ বলছিল তাকে উম্ম ওয়ালাদ বানিয়েছেন। এক পর্যায়ে লোকেরা যখন দেখল যে, রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে লোকজন থেকে পর্দাবৃত করছেন তখন তারা বুঝে নিলেন যে, তিনি তাকে স্ত্রী হিসেবেই গ্রহণ করেছেন।

জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, খায়বারের যুদ্ধের সময় যেদিন সফিয়্যাহ্-এর বাবা, ভাই নিহত হলো সেদিন নাবী ﷺ সফিয়্যাহ্-কে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে দিয়ে পরিবারের জীবিত অবশিষ্ট লোকেদের সাথে চলে যাওয়ার অথবা ইসলাম গ্রহণ করার ইখতিয়ার দিয়ে স্বীয় সত্বার সান্নিধ্যে থাকার কথা জানালেন। সফিয়্যাহ্ ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং আল্লাহ ও তার রসূলকেই গ্রহণ করে নিলেন। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বিভিন্ন বর্ণনাবলীর সার-সংক্ষেপ এই যে, রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এই প্রস্তাবই দিয়েছিলেন যে, আমাকে কি তোমার প্রয়োজন আছে? উত্তরে সফিয়্যাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হে আল্লাহর রসূল আমি শির্‌কের জীবনেই এটা মনে মনে কামনা করতাম আর আল্লাহ যখন আমাকে সেই সুযোগ করে দিলেন তা কিভাবে আমি ত্যাগ করতে পারি? আবূ হাতিম প্রমুখ মুহাদ্দিস 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার থেকে একটি ঘটনা উদ্বৃত করেছেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ সফিয়্যাহ্-এর "চোখে কোনো কিছু দিয়ে আঘাতের নীলাভ" দাগ লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন, এ দাগ কিসের? উত্তরে তিনি বললেন, একদা আমি আমার স্বামীর কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলাম এমন সময় স্বপ্নে দেখি আকাশের চাঁদ আমার কোলে এসে পড়ল! এ স্বপ্নের কথা স্বামীকে জানালে তিনি আমার মুখমণ্ডলে ভীষণভাবে চপটেঘাত করে বলেন, তুমি বুঝি এখন ইয়াসরিবের রাজার আশা করছ?

(ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪২১৩; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢١٥-[٦] وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى بَعْضِ نِسَائِهٖ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيْرٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩২১৫-[৬] সফিয়্যাহ্ বিনতু শায়বাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ তাঁর জনৈকা স্ত্রীর বিবাহে দুই মুদ যব (ছাতু) দ্বারা ওয়ালীমাহ্ করেন। (বুখারী)[৪৫৭]

ব্যাখ্যা : হাদীসের বর্ণনাকারী সফিয়্যাহ্ বিনতু শায়বাহ্ আল হাজারী রাযিয়াল্লাহু আনহা তিনি নাবী ﷺ-এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন কিনা অর্থাৎ স্হাবিয়াতের মর্যাদা লাভ করেছিলেন কিনা তা নিয়ে জীবনীকারগণ ইখতিলাফ করেছেন। অনেকেই বলেছেন, তিনি নাবী ﷺ-এর সাক্ষাৎ পাননি। সুতরাং তার বর্ণিত হাদীস মুরসাল, তবে একটি সানাদে তিনি 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখতে হলে ফাতহুল বারী দ্রষ্টব্য।

[৪৫৭] সহীহ : বুখারী ৫১৭২।

'আল্লামাহ্ সুয়ূত্বী (রহঃ) বলেন : নাবী ﷺ সামান্য দুই মুদ পরিমাণ যব বা ছাতু দিয়ে যেই স্ত্রীর ওয়ালীমাহ্ করেছিলেন সম্ভবত তিনি ছিলেন উম্মু সালামাহ্ (রাঃ), তার আসল নাম ছিল হিন্দ, উম্মু সালামাহ্ হলো ডাকনাম বা উপনাম। কেউ কেউ তার নাম রামশা বলেও উল্লেখ করেছেন, তবে অনেক মুহাদ্দিসই এটাকে ভিত্তিহীন বলেছেন। উম্মু সালামাহ্-এর পিতার নাম ছিল আবূ উমাইয়াহ্ ইবনু মুগীরাহ্ আল মাখযূমী, মাতা আতিকাহ্ বিনতু আমির ইবনু রবী'আহ্! কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন, তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশেরই ফুপাতো বোন। উম্মু সালামাহ্-এর প্রথম বিয়ে হয় আবূ সালামাহ্ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল আসাদ আল মাখযূমীর সাথে। তিনি তার স্বামীর সাথে হাবাশায় প্রথম হিজরতকারী ছিলেন।

সহীহ মুসলিমে উম্মু সালামাহ্ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি তিনি (ﷺ) ইরশাদ করেছেন : কোনো ব্যক্তি যদি বিপদ মুসীবাতে নিপতিত হয়, অতঃপর সে বলে *"ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলায়হি র-জি'উন, আল্ল-হুম্মা জুর্নী ফী মুসীবাতি ওয়াখলুফ্লী খয়রম মিন্হা-"*, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে তার চেয়েও উত্তম স্থলাভিষিক্ত–প্রতিনিধি দান করেন। উম্মু সালামাহ্ বলেন, আমার স্বামী আবূ সালামার মৃত্যু হলে আমি *"ইন্না লিল্লা-হি ..."* পড়তে লাগলাম, কিন্তু মনে মনে ভাবলাম আমার স্বামী আবূ সালামার চেয়ে উত্তম মানুষ আর কে আছে? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার রসূলকেই আমার জন্য তার স্থলাভিষিক্ত করলেন।

উম্মু সালামার দীনের প্রতি অগাধ বিশ্বাস এবং আল্লাহ ও তদীয় রসূলের প্রতি অসাধারণ ভালোবাসা ইসলামের ইতিহাস তাকে মহীয়সী করে তুলেছে। তিনি বিধবা হলে তার অসহায়ত্ব দেখে আবূ বাক্র (রাঃ) তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন, কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করেন, অতঃপর 'উমার (রাঃ) প্রস্তাব দেন, এটাও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রস্তাব আসলে তিনি তাকে স্বাগত জানিয়ে আরয করেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার প্রস্তাব আমার জন্য তো ভীষণ আনন্দের বিষয় কিন্তু আমার যে তিনটি সমস্যা রয়েছে; প্রথমতঃ আমি অত্যন্ত লজ্জাশীলা নারী, দ্বিতীয়তঃ আমি বেশ কয়জন নাবালেগ শিশুর দেখাশুনার দায়িত্বশীলা, তৃতীয়তঃ আমি এমন একজন নারী যে, এখানে আমার কোনো অভিভাবকও নেই যিনি আমাকে ওয়ালী হয়ে বিবাহ দিবেন? এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডেকে বললেন, ওহে উম্মু সালামাহ্! কোনো তুমি যে লজ্জা-শরমের কথা বলছ আমি আল্লাহর কাছে তোমার জন্য দু'আ করব যাতে আল্লাহ তা'আলা তোমার এই অহেতুক লজ্জা দূর করে দেন। আর তুমি যে সন্তানের কথা বলছ নিশ্চয় তাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হবেন। আর তুমি বলেছ তোমার অভিভাবকের কথা, তোমার নিকটে দূরে এমনকি কোনো অভিভাবক আছে যে আমাকে অপছন্দ করতে পারে? এ কথা শুনে উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) তার ছেলেকে বললেন, হে বৎস! তুমি আমাকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বিয়ে দিয়ে দাও। অতঃপর সে তার মাকে প্রিয় নাবী ﷺ-এর সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেন। এ দ্বারা প্রমাণিত যে, সন্তান ওয়ালী হয়ে তার বিধবা কিংবা স্বামীহীনা মাকে বিবাহ দিতে পারে। অবশ্য ইমাম শাফি'ঈ তার ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। (ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫১৭২; মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢١٦ -[٧] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: فَلْيُجِبْ عُرُسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ

৩২১৬-[৭] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কাউকেও ওয়ালীমার দা'ওয়াত দিলে সে যেন তাতে শামিল থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৫৮]

---

[৪৫৮] সহীহ : বুখারী ৫১৭৩, মুসলিম ১৪২৯, আবূ দাউদ ৩৭৩৬, সহীহ আল জামি' ৫৩৬, সহীহ আত্ তারগীব ২১৫৩।

মুসলিম-এর বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, সে যেন ওয়ালীমায় (বা এ জাতীয় দা'ওয়াতে) শারীক হয়।

ব্যাখ্যা : বিবাহের ওয়ালীমার দা'ওয়াত দেয়া সুন্নাত, গ্রহণ করাও সুন্নাত। সহীহ মুসলিম-এর এক বর্ণনায় ওয়ালীমাহ্ এবং অনুরূপ অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি যেমন 'আক্বীক্বার দা'ওয়াতের কথাও এসেছে। এমনকি খাৎনার দা'ওয়াত। তবে বিবাহের ওয়ালীমাহ্ ও অনুরূপ অন্যান্য দা'ওয়াতের কথাটি মুসলিমের উদ্ধৃতিতে বলা হলো, এটা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা নয় বরং রাবীর নিজস্ব কথা যা তিনি তাতে সংযোজন করেছেন। জামিউস্ সগীর গ্রন্থে হাদীসটি এভাবে এসেছে, "তোমাদের কেউ যখন কোনো নব বরের ওয়ালীমার জন্য দা'ওয়াত দেয় তখন সে যেন তা ক্ববূল করে।" মুসলিম ও ইবনু মাজাহও এটি বর্ণনা করেছেন। বলা হয়, ওয়ালীমার দা'ওয়াত গ্রহণ করা ওয়াজিব, বিনা ওযরে দা'ওয়াত তরককারী গুনাহ্গার হবে। এ ব্যাপারে নাবী ﷺ-এর আরো নির্দেশ রয়েছে, নাবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি দা'ওয়াত বর্জন করল সে আল্লাহ ও তদীয় রসূলের নাফরমানী করল।" (সহীহ মুসলিম হাঃ ১০৬, ১৪৩১)

কেউ কেউ বলেছেন, দা'ওয়াতে হাযির হওয়া মুস্তাহাব আর সওম পালন না করলে খাওয়াও ভালো। দা'ওয়াত যদি ওয়ালীমাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর হয় তাহলে তা গ্রহণ করা মুস্তহাব।

যে সকল ওযরের কারণে ক্ববূলের আবশ্যকতা রহিত হবে অর্থাৎ দা'ওয়াত পরিহার করা যাবে সেগুলো হলো : খাদ্য সন্দেহযুক্ত হওয়া, খাদ্যানুষ্ঠানে শুধু ধনীদের খাস করে দা'ওয়াত করা হয় এবং গরীবদের বর্জন করা হয়, অথবা সেখানে এমন লোক আছে যে উপস্থিত সভ্যদের কষ্ট দেয়, অথবা সেখানে এমন সব লোক বসবে যাদের সাথে বসা উচিত নয়। অথবা দা'ওয়াতকারী তার অনিষ্টতা চাপা দেয়ার জন্য কিংবা তার যশ খ্যাতি প্রকাশের লোভে দা'ওয়াত করেছে। অথবা দা'ওয়াতকারী তার বাতিল ও নিষিদ্ধ কর্মের সমর্থন আদায় বা সাহায্যের জন্য দা'ওয়াত করছে। কিংবা সেখানে নিষিদ্ধ কর্ম হয়ে থাকে যেমন মদ্যপান, অশ্লীল খেল-তামাশা ইত্যাদি। এমনকি বিছানাও যদি রেশমীর বিছানা হয় এ জাতীয় অনুষ্ঠানের দা'ওয়াত বর্জন করা বৈধ, বরং উচিত বর্তমানের দা'ওয়াতী অনুষ্ঠানগুলোতে কোনো না কোনো দিক থেকে এ জাতীয় কর্মকাণ্ড হয়েই থাকে। সুতরাং এ জাতীয় অনুষ্ঠানে যোগদান না করার ওযর বিদ্যমান এবং গ্রহণযোগ্য।

(ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫১৭৩, শারহু মুসলিম ৯ম/১০ম খণ্ড, হাঃ ১৪২৯; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢١٧-[٨] وَعَنْ جَابِرٍ: قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلٰى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩২১৭-[৮] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কাউকেও খাবার আয়োজনে দা'ওয়াত দিলে, সে যেন গ্রহণ করে। তবে ইচ্ছা থাকলে খাবে, অন্যথায় খাবে না। (মুসলিম)[৪৫৯]

ব্যাখ্যা : ওয়ালীমাহ্ অথবা 'আক্বীক্বাহ্ ইত্যাদি খাবার অনুষ্ঠানের দা'ওয়াত গ্রহণ করা উচিত এবং সেখানে উপস্থিত হওয়াও উচিত। ইবনুল মালিক (রহঃ) বলেন, এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে, আর নির্দেশসূচক বাণী ওয়াজীবের অর্থ প্রদান করে, যদি সঙ্গত কোনো ওযর না থাকে। অবশ্য যার দূর-দূর্গম কষ্টকর পথপরিক্রমার ওযর রয়েছে তার ওপর থেকে রহিত হয়ে যাবে।

জুমহূর 'উলামার মতে এ নির্দেশসূচক বাণী মুস্তাহাব অর্থে ব্যবহার হবে।

---

[৪৫৯] সহীহ : মুসলিম ১৪৩০, আবূ দাউদ ৩৭৪০, ইবনু মাজাহ ১৭৫১, আহমাদ ১৫২১৯, সহীহ আত্ তারগীব ২১৫৫।

দা'ওয়াত ক্ববূল করার পর খাওয়ার বিষয়টিও তার ইচ্ছা, ইচ্ছা করলে সে খেতে পারে ইচ্ছা করলে তা পরিহারও করতে পারে। হাদীসটি আবূ দাঊদও বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আবূ দাঊদ, আহমাদ, মুসলিম, তিরমিযী প্রমুখ আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হু থেকে নিম্নের বাক্য আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন :

"তোমাদের কাউকেও যখন কোনো খাদ্যের জন্য দা'ওয়াত দেয়া হয় সে যেন তা ক্ববূল করে নেয়, যদি সে সায়িম (রোযাদার) না হয় তবে যেন সে খায় আর যদি সায়িম হয় তবে তাদের সাথে যেন (অনুষ্ঠানে) সঙ্গ দেয়।

ত্ববারানী-এর বর্ণনায় "সে যেন তাদের সাথে সঙ্গ দেয়" এর পরিবর্তে "সে যেন তাদের বারাকাতের জন্য দু'আ করে" বাক্য এসেছে। আবার মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী ইত্যাদি গ্রন্থে এসেছে "সায়িম (রোযাদার) হলে সে যেন বলে আমি সায়িম"। (শারহু মুসলিম ৯/১০ম খণ্ড, হাঃ ১৪৩০; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢١٨ -[٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩২১৮-[৯] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঐ ওয়ালীমার খাদ্য নিকৃষ্ট খাদ্য, যে আয়োজনে শুধু ধনীদের দা'ওয়াত করা হয় এবং গরীবদের বঞ্চিত করা হয়। আর যে (বিনা কারণে) দা'ওয়াত প্রত্যাহার করে, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করল।

(বুখারী ও মুসলিম)[৪৬০]

ব্যাখ্যা : এখানে মন্দ খাদ্য বলতে ঐ অনুষ্ঠানের খাদ্য যাতে শুধু ধনীদের দা'ওয়াত করা হয় গরীবদের পরিহার করা হয়, যেমন মানুষের মধ্যে মন্দ মানুষ সেই যে নিজে একাই খায় অন্যকে খাদ্যে অংশ দেয় না বা শারীক রাখে না।

ক্বাযী 'ইয়ায বলেন : খাদ্যকে মন্দ বলে অভিহিত করা হয়েছে এর কারণ পরের বাক্যে উল্লেখ হয়েছে, আর তা হলো গরীবকে বর্জন করা। মূলতঃ কোনো খাদ্য মন্দ নয় বরং খাদ্যের অবস্থার কারণে তাকে মন্দ বলা হয়েছে মাত্র। সুতরাং কোনো ব্যক্তিকে যদি এমন ওয়ালীমাহ্ দা'ওয়াত করা হয় আর ওয়ালীমার দা'ওয়াত গ্রহণের নির্দেশসূচক হাদীসের ভিত্তিতে সে দা'ওয়াত গ্রহণ করে এবং খাদ্যে অংশগ্রহণ করে তবে সে মন্দ বা নিকৃষ্ট খাদ্য খেলো এমনটি নয়।

কেউ যদি বিনা ওযরে দা'ওয়াত বর্জন করে সে আল্লাহ ও তার রসূলের নাফরমানী করল। আল্লাহর নাফরমানী এজন্য যে, সে ব্যক্তি হাদীস বর্জন করে রসূলের নাফরমানী করল, রসূলের নাফরমানী মানেই আল্লাহর নাফরমানী। দা'ওয়াত গ্রহণ যারা ওয়াজিব বলেন তারা এই যুক্তিতেই বলে থাকেন। কিন্তু জুমহূর 'উলামায়ে কিরাম দা'ওয়াত গ্রহণকে বড় জোর তাকীদযুক্ত মুস্তাহাব বলে মনে করেন।

(ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫১৭৭; শারহু মুসলিম ৯/১০ম খণ্ড, হাঃ ১৪৩২; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢١٩ -[١٠] وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ كَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً لَعَلِّي أَدْعُو النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَصَنَعَ لَهُ طُعَيِّمًا ثُمَّ أَتَاهُ

---

[৪৬০] সহীহ : বুখারী ৫১৭৭, মুসলিম ১৪৩২, আবূ দাঊদ ৩৭৪২, ইবনু মাজাহ ১৯১৩, আহমাদ ৭২৭৯, দারিমী ২১১০, ইরওয়া ১৯৪৭, সহীহ আত্ তারগীব ২১৫১।

فَدَعَاهُ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أَبَا شُعَيْبٍ! إِنَّ رَجُلًا تَبِعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ». قَالَ: لَا بَلْ أَذِنْتُ لَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩২১৯-[১০] আবূ মাস্‘উদ আল আনসারী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারগণের মধ্যে আবূ শু‘আয়ব নামক এক ব্যক্তির গোশ্‌ত বিক্রেতা একজন ক্রীতদাস ছিল। সে ক্রীতদাসকে বলল, তুমি আমার জন্য পাঁচজনের অনুপাতে খাদ্য প্রস্তুত কর। আমি পাঁচজনের মধ্যে নাবী ﷺ-কেও দা‘ওয়াত করতে ইচ্ছুক। সুতরাং সে হিসাবে তাঁর জন্য খাবার তৈরি করা হলো। অতঃপর তিনি নাবী ﷺ-কে দা‘ওয়াত করলেন। অতঃপর পথিমধ্যে তাঁদের (পাঁচজনের) সাথে একজন শামিল হলো। নাবী ﷺ আবূ শু‘আয়বকে ডেকে বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে তাকে (অতিরিক্ত লোকটিকে) অনুমতি দিতে পার, ইচ্ছা করলে না করতে পার। সে বলল, না, বরং আমি তাকে অনুমতি দিলাম। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৬১]

ব্যাখ্যা : সহাবীগণ রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিভিন্ন সময়ই বাড়ীতে দা‘ওয়াত করে নিতেন। আবূ শু‘আয়ব রাঃ সম্ভবত রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারার মধ্যে অনাহারের চিহ্ন দেখতে পেয়েছিলেন, তাই তাকে দা‘ওয়াত করেছিলেন। সুতরাং এজন্য গোলামকে দিয়ে যথাসময়ে কিছু হালকা খাদ্য তৈরি করানো হলো। طُعَيِّمًا শব্দটি ক্ষুদ্রার্থ বাহক বিশেষ্য, এর অর্থ ছোট, ক্ষুদ্র, হালকা ইত্যাদি। এখানে অনাড়ম্বর, সাধারণ বা সাদামাটা খাদ্য বুঝানো উদ্দেশ্যও হতে পারে।

খাদ্য তৈরি হলে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চারজন সহাবীসহ তাকে ডাকলেন। তাদের সাথে আরেকজন সহাবীও গেলেন যাকে দা‘ওয়াত করা হয়নি। বাড়ীতে পৌঁছে রসূলুল্লাহ ﷺ দা‘ওয়াতকারী আবূ শু‘আয়বকে বললেন, হে আবূ শু‘আয়ব! আমাদের সাথে একজন লোক এসেছে, অর্থাৎ সে রাস্তা থেকে এসেছে যাকে তুমি দা‘ওয়াত করনি, এখন তুমি যদি চাও তাকে ভিতরে আসার এবং খানা খাবার অনুমতি দিতে পার আর তুমি ইচ্ছা করলে তাকে বর্জন করতে পার। আবূ শু‘আয়ব তখন বললেন , হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমি তাকে বাদ রাখব না, বরং আমি তাকে অনুমতি দিলাম।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, কোনো ক্বওমের যিয়াফতে যিয়াফতকারীর অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা বা অংশগ্রহণ করা বৈধ নয় এবং সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশ ছাড়া মেহমানের জন্যও বৈধ নয় তাদের সাথে দা‘ওয়াতবিহীন কোনো লোক গমন করলে তাকে অনুমতি দেয়া। হ্যাঁ যদি সর্বসাধারণের আসার অনুমতি থাকে অথবা অতিরিক্ত কেউ আসাতে দা‘ওয়াতকারী খুশী হয়েছেন জানা যায় তবে তা স্বতন্ত্র কথা।

শারহুস্ সুন্নাহ্ গ্রন্থে উল্লেখ আছে, এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, যাকে দা‘ওয়াত করা হয়নি তাকে সেখানে গিয়ে খাদ্য গ্রহণ বৈধ নয়। একদল ‘উলামার মতে কারো সাথে যদি পূর্ব বন্ধুত্ব থাকে ঐ বন্ধু যে খাদ্য দিয়েছে তা সে নিজে খেতে পারবে এবং অপরকেও খাওয়াতে পারবে, এমনকি খাবার বহন করে বাড়ীতেও আনতে পারবে। তবে খাবার দস্তরখানে বসে পড়লে তখন স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম হলো খেয়েই যেতে হবে, বহন করে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া যাবে না এবং অন্যকেও খাওয়ানো যাবে না। একই দস্তরখানে অংশগ্রহণকারী সকলেই পরস্পর একটি খাদ্যে অংশগ্রহণ করতে পারবে, তবে দস্তরখান ভিন্ন হলে তা বৈধ নয়।

মুযহির বলেন : এটি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুস্পষ্ট বিবরণ যে, কারো বাড়ীতে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ, দা‘ওয়াতী ব্যক্তির জন্য ও দা‘ওয়াতকারীর অনুমতি ছাড়া অন্যকে সাথে নিয়ে যাওয়া বৈধ নয়।

---

[৪৬১] **সহীহ :** বুখারী ৫৪৬১, মুসলিম ২০৩৬, তিরমিযী ১০৯৯, সহীহাহ্ ৩৫৭৯।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : দা'ওয়াতী ব্যক্তির সাথে যদি কেউ এসেই পরে তাহলে তার জন্য মুস্তাহাব হলো দা'ওয়াতকারীর অনুমতি প্রার্থনা করা, আর দা'ওয়াতকারীরও উচিত তাকে ফিরিয়ে না দেয়া। হ্যাঁ যদি তার দ্বারা উপস্থিত দা'ওয়াতী মেহমানদের কোনো কষ্ট হয় তবে তাকে স্বহৃদয়তার সাথে মিষ্টি ও নম্র কথা বলে বিদায় করে দিবে, পারলে কিছু খাদ্য সাথে দিয়ে বিদায় করলে আরো ভালো ও সুন্দর হয়।

(ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫৪৬১; শারহু মুসলিম ১৩/১৪ খণ্ড, হাঃ ২০৩৬; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٢٢٠-[١١] عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْلَمَ عَلٰى صَفِيَّةَ بِسَوِيْقٍ وَتَمْرٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

৩২২০-[১১] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সহধর্মিণী সফিয়্যাহ্ (রাঃ)-এর বিবাহে ছাতু ও খেজুর দ্বারা ওয়ালীমা করেছিলেন। (আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[৪৬২]

ব্যাখ্যা : পূর্বে ৩২১৪ নং হাদীসে সফিয়্যাহ্ (রাঃ)-এর বিবাহোত্তর ওয়ালীমার বিবরণ অতিবাহিত হয়েছে, সেই ওয়ালীমার খানা ছিল হায়স। এ হাদীসে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) সফিয়্যাহ্-এর ওয়ালীমাহ্ খেজুর এবং ছাতু দ্বারা সম্পন্ন করেছিলেন। ভিন্ন দু'টি হাদীসের সমন্বয়ে মুহাদ্দিসগণ বলেন, সফিয়্যার সাথে বিয়ের ওয়ালীমায় রসূলুল্লাহ (ﷺ) উভয় খাদ্যই পরিবেশন করেছিলেন, যে বর্ণনাকারীর নিকট যা ছিল অথবা যে যা খেয়েছেন সে তাই বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া আরো বলা যায়, হায়স তৈরি করতেও যব বা ছাতু এবং খেজুর ব্যবহার করা হয়। সুতরাং হয়তো এক বর্ণনাকারী হায়সের কথা বলেছেন, অন্য বর্ণনাকারী হায়সের মৌল উপাদানের কথা বলেছেন, তাই দ্বিবিধ কথার মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই।

('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৭৪০; তুহফাতুল আহওয়াযী ৩য় খণ্ড, হাঃ ১০৯৫; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٢١-[١٢] وَعَنْ سَفِينَةَ: أَنَّ رَجُلًا ضَافَ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: لَوْ دَعَوْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَكَلَ مَعَنَا فَدَعَوْهُ فَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى عِضَادَتَيِ الْبَابِ فَرَأَى الْقِرَامَ قَدْ ضُرِبَ فِيْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَرَجَعَ. قَالَتْ فَاطِمَةُ: فَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا رَدَّكَ؟ قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ لِيْ أَوْ لِنَبِيٍّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ

৩২২১-[১২] সাফীনাহ্ (রাঃ) (উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামাহ্ (রাঃ)-এর মুক্ত দাসী) হতে বর্ণিত। একদিন জনৈক ব্যক্তি 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব (রাঃ)-এর মেহমান হলে তার জন্য খাবারের আয়োজন করেন। এমতাবস্থায় ফাত্বিমাহ্ (রাঃ) বললেন, আমরা যদি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দা'ওয়াত করি আর তিনি আমাদের সাথে আহার করতেন, তবে কতই না উত্তম হত! অতঃপর তারা তাঁকে দা'ওয়াত করলেন। তিনি (ﷺ) এসে ঘরের দরজায় দুই পাশের দুই চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে দেখলেন যে, ঘরের এককোণে একটি রঙিন নকশাদার পর্দা ঝুলছে। এটা দেখে তিনি (ﷺ) ফিরে যেতে লাগলে ফাত্বিমাহ্ (রাঃ) তাঁর পিছু ছুটে বললেন,

---

[৪৬২] **সহীহ :** তিরমিযী ১০৯৫, আবূ দাউদ ৩৭৪৪, ইবনু মাজাহ ১৯০৯, আহমাদ ১২০৭৮।

হে আল্লাহর রসূল! আপনাকে ঘরে প্রবেশ করা থেকে কিসে পিছুটান দিয়েছে (বাধাদান করেছে)? উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, আমার পক্ষে অথবা কোনো নাবীর পক্ষে নকশাকৃত এমন সুসজ্জিত ঘরে প্রবেশ ঠিক নয়। (আহমাদ, ইবনু মাজাহ)[৪৬৩]

ব্যাখ্যা : হাদীসের বর্ণনাকারী হলেন, উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালমাহ্ (রাঃ)-এর আযাদকৃত দাসী।

এক ব্যক্তি 'আলী (রাঃ)-এর মেহমান হয়েছিল। 'আরবদের পরিভাষায় «إِذَا نَزَلَ بِهٖ ضَيْفًا» যখন কোনো বাড়ীতে মেহমান আসে তখন বলা হয় «ضَافَهٗ ضَيْفًا» অর্থাৎ তার নিকটে মেহমান এসেছে। আবার «ضَافَ الرَّجُلُ» লোকটি মেহমানদারী করল; ঐ সময় বলা হয় «إِذَا نَزَلَ بِهٖ ضَيْفًا» যখন তার নিকট মেহমান (হয়েছে) আগমন করে।

ফাত্বিমাহ্ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দা'ওয়াতের ইচ্ছা পোষণ করার কারণ হলো খাদ্যে বারাকাত লাভ করা, আর খানার অনুষ্ঠানটাও সুন্দর হওয়া। রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সর্বোচ্চ সম্মান প্রর্দশন এবং পিতৃত্বেও পরিচয় তো আছেই। ইচ্ছা মোতাবেক তাকে দা'ওয়াত করাও হলো এবং তিনি সময়মত আসলেনও, কিন্তু ঘরের দরজার দু'দিকে দুই চৌকাঠে হাত দিয়ে ঘরের মধ্যে তাকাতেই ভিতরে খুব উন্নত চিকন রঙিন পশমী নকশাদার পর্দার কাপড় টাঙ্গানো দেখলেন। এটা দেখেই তিনি খানাপিনা না করে সোজা বাড়ী রওনা হলেন। ফাত্বিমাহ্ (রাঃ) পিছে পিছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদের ঘরে না ঢুকে এবং খাদ্য গ্রহণ না করেই ফিরে আসার কারণ কি? উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, আমার মতো মানুষের অথবা কোনো নাবীর জন্য উচিত নয় এমন ঘরে প্রবেশ করা যা খুব চাকচিক্যময় করে সাজানো হয়। হাদীসে (مُزَوَّقًا) শব্দ এসেছে, যার অর্থ সাজানো, অলংকৃত ও নকশাদার করা, চাকচিক্য করে তোলা ইত্যাদি।

ইবনুল মালিক ঐ হাদীসের মুতাবা'আত করে বলেন, «كَانَ ذٰلِكَ مُزَيَّنًا مُنَقَّشًا» অর্থাৎ পর্দার কাপড়টি ছিল নকশাদার এবং অলংকৃত। কেউ কেউ বলেছেন ওটা নকশাদার ছিল এমনটি নয় তবে তা বর সাজানোর আসনের মতো ছিল, যা দিয়ে ঘরের প্রাচীর বা বেড়াকে ঢেকে রেখেছে। এটাই রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মনের ব্যাকুলতা সৃষ্টি করেছিল। যা অহংকারীদের কাজের সাদৃশ্য। এ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, যেখানে অপছন্দনীয় কাজ বিদ্যমান সেখানে দা'ওয়াত গ্রহণ করা আবশ্যক নয়।

('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৭৫১; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٢٢ - [١٣] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَمَنْ دَخَلَ عَلٰى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيْرًا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩২২২-[১৩] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি দা'ওয়াত পেয়ে (ওযরবিহীনভাবে) প্রত্যাখ্যান করে, সে আল্লাহ ও রসূলের অবাধ্যাচরণ করল। আর যে ব্যক্তি বিনা দা'ওয়াতে আসলো সে যেন চোর সেজে ঢুকেছে এবং লুণ্ঠনকারীরূপে বের হয়ে গেছে। (আবূ দাঊদ)[৪৬৪]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের ব্যাখ্যা পূর্বের ৩২১৮ নং হাদীসের কিঞ্চিৎ অতিবাহিত হয়েছে। ওযর ছাড়া কারো দা'ওয়াত প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়, যে দা'ওয়াত প্রত্যাখ্যান করলো করল সে আল্লাহ ও তার রসূলের

---

[৪৬৩] হাসান : ইবনু মাজাহ ৩৩৬০, আহমাদ ২১৯২৬।

[৪৬৪] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৩৭৪১, ইরওয়া ১৯৫৪, য'ঈফ আল জামি' ৫৫৭৯, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৩০২। কারণ এর সানাদে দুরুস্ত বিন যিয়াদ একজন দুর্বল রাবী আর আবান বিন ত্বরিক মাজহূল।

নাফরমানী করল। কারো খাবার অনুষ্ঠানে কেউ দা'ওয়াত ছাড়া প্রবেশ সে যেন চোরের মতো সংগোপনে খাবার টেবিলে প্রবেশ করল। এজন্য সে চোরের ন্যায় গুনাহ্গার হবে। সে যদি খায় তাহলে খাবার খেয়ে সে জবরদখলকারী হিসেবে বের হয়। আল্লাহর নাবী ছিলেন উত্তম আদর্শের মূর্তপ্রতীক। তিনি তার উম্মাতকে মাকারিমুল আখলাকিল বাহিয়্যাহ্ বা মনোমুগ্ধকর উত্তম আদর্শ ও চারিত্রিক গুণাবলী শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাদেরকে হীনতা নীচুতা ইত্যাদি অশোভন এবং অসৎ চারিত্রিক আচরণ ও গুণাবলী থেকে বারণ করেছেন। দা'ওয়াত ছাড়া কারো বাড়ীতে প্রবেশ করা হীনতা, নীচুতা, লাঞ্ছনা ও অপমানজনক কর্ম। সুতরাং রসূলুল্লাহ ﷺ তা থেকে তার উম্মাতকে বারণ করেছেন। অনুরূপ কেউ দা'ওয়াত দিলে তা গ্রহণ না করা আত্মঅহংকারীর কাজ এবং পরস্পর সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য পরিপন্থী কাজ, রসূলুল্লাহ ﷺ তা থেকেও উম্মাতকে বারণ করেছেন। খুলকুল হাসানাহ্ বা উত্তম চরিত্র হলো উল্লেখিত দু'টি নিন্দনীয় চারিত্রিক গুণাবলী থেকে ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৭৩৭; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٢٣-[١٤] وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِيْ سَبَقَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৩২২৩-[১৪] রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীগণের মধ্যে এক সহাবী বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাকে যখন দু' ব্যক্তি (একই সাথে) দা'ওয়াত দেয়, তখন নিকটবর্তীর দা'ওয়াত গ্রহণ কর। আর উভয়ের মধ্যে তার দা'ওয়াত গ্রহণ কর যে আগে দা'ওয়াত দিয়েছে। (আহমাদ, আবূ দাউদ)[৪৬৫]

ব্যাখ্যা : বর্ণনাকারী রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীদের মধ্য হতে কোনো একজন তার নাম বা পরিচিতি নেই; সহাবীগণ প্রত্যেকেই যেহেতু ন্যায়পরায়ণ আদেল, সুতরাং তাদের অপরিচিতি কোনো দোষণীয় নয়। অন্য রাবীর কারণে এটি দুর্বল।

মুসলিমদের দা'ওয়াত ক্ববূল করা আবশ্যক, এখন একই সাথে যদি দু'জন মুসলিম দা'ওয়াত প্রদান করে তবে কার দা'ওয়াত ক্ববূল করতে হবে অত্র হাদীসে তার বিধান বিধৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে নিকটতম প্রতিবেশীর দা'ওয়াত আগে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী : "নিকটতম প্রতিবেশী এবং দূরতম প্রতিবেশী "– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৩৬)।

দু'জনের একজন যদি দা'ওয়াতে অগ্রণী হয় তবে অগ্রণীর দা'ওয়াত অগ্রণীয়। কারণ তার হাক্ব আগে সাব্যস্ত হয়েছে। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৭৫২; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٢٤-[١٥] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِيْ سُنَّةٌ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهٖ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩২২৪-[১৫] ইবনু মাস্'ঊদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রথম দিনের খাবারের আয়োজন আবশ্যকীয়, দ্বিতীয় দিনের আয়োজন সুন্নাত, তৃতীয় দিনের আয়োজন লোকদেখানো। আর যে লোকদেখানো আয়োজন করে, আল্লাহ তা'আলাও তাকে সর্বসাধারণের সামনে (ক্বিয়ামাতের দিন) রিয়াকারী বলেই ঘোষণা করবেন। (তিরমিযী)[৪৬৬]

---

[৪৬৫] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৩৭৫৬, আহমাদ ২৩৪৬৬, ইরওয়া ১৯৫১, য'ঈফ আল জামি' ২৯০। কারণ এর সানাদে ইয়াযীদ বিন 'আবদুর রহমান একজন মুদাল্লিস রাবী।

[৪৬৬] **য'ঈফ :** তিরমিযী ১০৯৭, য'ঈফ আল জামি' ৩৬১৬। কারণ এর সানাদে 'আত্বা বিন আস্ সায়িব একজন মুখতালাত্ব রাবী।

ব্যাখ্যা : বিবাহ উৎসবে তিনদিন খানা-পিনা অনুষ্ঠানাদি চলে থাকে। এ ক্ষেত্রে বরপক্ষ মানুষকে দা'ওয়াত করে থাকে, অন্যদের ক্ববূল করার আবশ্যকতা কতটুক অত্র হাদীসে তা বিধৃত হয়েছে। হাদীসে এসেছে, প্রথম দিনের খানা আবশ্যক বা ওয়াজিব। এটা তাদের পক্ষে দলীল যারা ওয়ালীমাহ্ করাকে ওয়াজিব অথবা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ মনে করেন। ওয়াজিবের ভিত্তিতেই তা বর্জনকারী গুনাহগার হয়ে থাকে এবং শাস্তি ও ভর্ৎসনার উপযোগী হয়।

দ্বিতীয় দিনের খানা সুন্নাত, হতে পারে প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় দিনই 'আক্‌দের পরে আবার প্রথম দিন আক্‌দের পূর্বে এবং দ্বিতীয় দিন আক্‌দের পরে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আর তৃতীয় দিনের খানা (খ্যাতি বা সুনামের জন্য) সুনাম সুখ্যাতি এবং রিয়া বা লৌকিকতার জন্য হয়ে থাকে। যেন লোকে তা শোনে এবং দেখে, তবে তাতে রিয়া বা লৌকিকতার চেয়েও সুনাম-সুখ্যাতি অথবা ব্যক্তির স্বাবলম্বীতাই প্রাধান্য পেয়ে থাকে, যা পরিত্যাজ্য। কেননা যে ব্যক্তি অহংকারবশত বা লৌকিকতা প্রদর্শন করতঃ নিজেকে বদান্যতা, মহানুভবতা বা উদারতার গুণে প্রসিদ্ধ করার প্রয়াস চালায়, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামাতের দিবসে "আহলুল আরাসাত" বা ফাঁকা জায়গার অধিবাসীর মাঝে একজন চরম মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রসিদ্ধি করাবেন।

তথায় আল্লাহ তা'আলা বিয়াকারী ব্যক্তির রিয়া (লৌকিকতা) এবং সুম্'আহ্ (সুনাম-সুখ্যাতি) সৃষ্টিকূলের কর্ণকুহরে পৌঁছিয়ে দিবেন, ফলে রিয়াকারী লোকটি জনসম্মুখে অপমানিত হবে।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো ব্যক্তিকে নি'আমাত দিয়ে থাকেন তখন ঐ ব্যক্তির উচিত নি'আমাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। ফলে প্রথম দিনের ওয়ালীমাহ্ আদায়ে ভুল-ত্রুটি শুদ্ধ করার লক্ষে দ্বিতীয় দিনে ওয়ালীমাহ্ অনুষ্ঠান করা মুস্তাহাব। কেননা সুন্নাত পালন ওয়াজিবের পরিপূরক। আর তৃতীয় দিবসের ওয়ালীমাহ্ রিয়া এবং সুম্'আহ্ ছাড়া আর কিছু নয়। তাই প্রথম দিবসের ওয়ালীমার দা'ওয়াত গ্রহণ করা আবশ্যক, দ্বিতীয় দিবসের দা'ওয়াত গ্রহণ করা মুস্তাহাব, আর তৃতীয় দিবসের দা'ওয়াত গ্রহণ করা মাকরূহ তাহরীম তথা হারাম। এতে ইমাম মালিক-এর সাথীদের মতের প্রত্যুত্তর দেয়া হলো। কেননা তারা সাতদিন পর্যন্ত ওয়ালীমার দা'ওয়াত গ্রহণ করা মুস্তাহাব বলেন।

ইমাম ত্ববারানী ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রথম দিবসে ওয়ালীমার খাবার সুন্নাত, দুই দিনের খাবার মর্যাদাপূর্ণ কাজ এবং তিন দিনের খাবার রিয়া ও সুম্'আহ্।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৩য় খণ্ড, হাঃ ১০৯৭; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٢٥ ـ[١٦] (صحيح لغيره) وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ أَنْ يُؤْكَلَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ مُحْيِيُّ السُّنَّةِ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهٗ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا

৩২২৫-[১৬] 'ইকরিমাহ্ (রহঃ) ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নাবী ﷺ লৌকিকতা প্রদর্শনকারী দুই প্রতিযোগীর খাদ্য আয়োজনে যেতে নিষেধ করেছেন। (আবূ দাউদ)[৪৬৭]

মাসাবীহ-এর গ্রন্থকার মুহয়্যিইউস্ সুন্নাহ্ বলেন, প্রকৃতপক্ষে হাদীসটি 'ইকরিমাহ্ মুরসালরূপে নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন।

---

[৪৬৭] সহীহ : আবূ দাউদ ৩৭৫৪, সহীহাহ্ ৬২৭, সহীহ আল জামি' ৬৯৬৫, সহীহ আত্ তারগীব ২১৫৮।

ব্যাখ্যা : মানুষকে খানা খাওয়ানো উত্তম 'ইবাদাত। এটা হতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে, গর্ব-অহংকার কিংবা নাম যশের উদ্দেশে নয়। কেউ যদি ফখর বা গর্ব অহংকার নিয়ে কাউকে দা'ওয়াত করে অথবা গর্ব-অহংকার প্রকাশার্থে দা'ওয়াত করে তবে তাদের এ অনুষ্ঠানের খাদ্য খেতে নাবী ﷺ নিষেধ করেছেন। বিশেষ করে দু'জন বা ততোধিক ব্যক্তি যদি পরস্পর গর্ব অহংকারের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় যে, কে কার উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারে। তবে এ শ্রেণীর মানুষের খাদ্য খাওয়া নিষেধ।

এটা নিষেধ এজন্য যে, এতে রয়েছে আত্মঅহংকার ও রিয়া, আর লৌকিকতা হলো সূক্ষ্ম শির্ক যা গুনাহে কাবীরাহ্ বা মহাপাপ।

অনেক 'আলিমকে দা'ওয়াত করা হলে তারা তা ক্ববূল করতেন না। তাদের যদি বলা হতো সালাফদের অনেককেই তো দা'ওয়াত করা হতো এবং তারা তা ক্ববূলও করতেন? উত্তরে বলতেন, তারা দা'ওয়াত গ্রহণ করতেন পরস্পর সৌহার্দ ও সম্প্রীতি রক্ষার জন্য আর তোমাদের এ দা'ওয়াত তো চলছে অহংকার ও প্রতিদানের ভিত্তিতে।

বর্ণিত আছে, একদা 'উমার ও 'উসমান رضي الله عنهما একটি খাদ্যানুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হন এবং তারা দা'ওয়াত ক্ববূল করেন। দা'ওয়াতে রওয়ানা হয়ে 'উমার رضي الله عنه 'উসমান رضي الله عنه-কে বললেন, আমি তো উপস্থিত হলোাম বটে কিন্তু মন চাচ্ছে যে, অংশগ্রহণ না করি। 'উসমান رضي الله عنه বললেন, কেন? উত্তরে 'উমার رضي الله عنه বললেন, আমি ভয় পাচ্ছি যে, খাদ্যানুষ্ঠানটি গর্বাহংকারের হয় কিনা?

('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৭৫০; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٢٢٦ـ[١٧] عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «الْمُتَبَارِيَانِ لَا يُجَابَانِ وَلَا يُؤْكَلُ طَعَامُهُمَا». قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: يَعْنِى الْمُتَعَارِضَيْنِ بِالضِّيَافَةِ فَخْرًا وَرِيَاءً

৩২২৬-[১৭] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (লোক দেখানো) দুই প্রতিযোগীর দা'ওয়াত ক্ববূল করা ঠিক নয় এবং তাদের খাদ্য গ্রহণও ঠিক নয়।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, 'খাবার আয়োজনে প্রতিযোগী' এর অর্থ লৌকিকতা ও অহংকার প্রদর্শনীর জন্য দা'ওয়াত প্রতিযোগিতাই উদ্দেশ্য।[৪৬৮]

ব্যাখ্যা : পরস্পর গর্ব অহংকারের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত দু'জনের দা'ওয়াত-যিয়াফতে যোগদান করতে নেই। কেননা তাদের উদ্দেশ্য খারাপ। বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে যদি উপস্থিত হতেই হয় তাহলে খানা থেকে বিরত থাকবে, অর্থাৎ খানা খাবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٢٧ـ[١٨] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِجَابَةِ طَعَامِ الْفَاسِقِيْنَ.

৩২২৭-[১৮] 'ইমরান ইবনু হুসায়ন رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ফাসিক্বগণের দা'ওয়াত গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। (বায়হাক্বী)[৪৬৯]

---

[৪৬৯] হাসান : শু'আবুল ঈমান ৫৬৬৭, সহীহাহ্ ৬২৬, সহীহ আল জামি' ৬৬৭১।

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ ফাসিক্ব বা পাপাচারী লম্পটের খানার দা'ওয়াত গ্রহণ করতে নিষেধ করেছন। এটা মুত্বলাক্ব বা সাধারণ নিষেধ, দা'ওয়াত গ্রহণ করলে গুনাহগার হবে এমনটিও নয়। নিষেধ এজন্য যে, ফাসিক্ব ফাজিরের সাধারণ দা'ওয়াতে একজন পরহেজগার ব্যক্তি অবাধে যাতায়াত করলে তার পাপাচারের স্পর্ধা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। অথবা ফাসিক্ব বা পাপাচারীর সাথে একজন পরহেজগার ব্যক্তির অবাধে ওঠা বসা দেখে অন্যদের মধ্যে পাপাচারের প্রতি ঘৃণা ও ভয় দূর হয়ে যাবে, ফলে সমাজে পাপাচারিতার প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পাপাচারী ব্যক্তির পাপ স্পষ্ট ও প্রকাশ্য হওয়ার পরে মুত্তাক্বী ব্যক্তি তার সাথে নির্বিঘ্ন সম্পর্ক স্থাপন আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কারো সাথে সম্পর্কচ্ছেদের 'আমাল করা হয় না, পাপাচার ব্যক্তিকে মুত্তাক্বী ব্যক্তি কর্তৃক উদারভাবে সম্পর্ক রক্ষা একদিকে পাপের প্রতি উল্লাসিকতা প্রদর্শিত হয়, অন্যদিকে পাপাচারী ব্যক্তি পাপকে বর্জন করতে কোনো রূপ গরজ অনুভব করে না। আর এটি যেন পাপের প্রতি এক নীরব সমর্থন।

একই সাথে পাপের প্রতি মুত্তাক্বী ব্যক্তির এক প্রকার সহনীয় মানসিকতা তৈরি হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে পাপের প্রতি ঘৃণাবোধ সমাজ থেকে উঠে যায়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٢٨ـ[١٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلٰى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهٖ وَلَا يَسْأَلْ وَيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهٖ وَلَا يَسْأَلْ».

رَوَى الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ» وَقَالَ: هٰذَا إِنْ صَحَّ فَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُطْعِمُهٗ وَلَا يُسْقِيهِ إِلَّا مَا هُوَ حَلَالٌ عِنْدَهٗ.

৩২২৮-[১৯] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা কোনো মুসলিম ভাইয়ের (দা'ওয়াতে) তার ঘরে যাও, তখন তার (আপ্যায়নে) খাদ্য খাও এবং জিজ্ঞাসাবাদ করো না (খাদ্য কোথা থেকে কিভাবে প্রস্তুত হলো)। অনুরূপ তার পানীয় পান কর, কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ করো না। (উপরোল্লিখিত হাদীস তিনটি বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন)[৪৭০]

আর ইমাম বায়হাক্বী বলেন, যদি হাদীসটি সহীহ হয় তাহলে তার অর্থ হয়– 'মুসলিম ভাই তার অপর মুসলিম ভাইকে হালাল খাদ্য-পানীয় ছাড়া আহার করাবে না'।

ব্যাখ্যা : একজন মুসলিম আরেকজন মুসলিমের প্রতি সুধারণা পোষণ করবে। দা'ওয়াত করে খাবার সামনে দিলে তা খাবে, তা নিয়ে এভাবে প্রশ্ন তুলবে না যে, এ খাদ্য কোথায় পেলে? যাতে তা হারাম না হালাল, এটা প্রকাশ পেয়ে যায়। মুসলিমের খাদ্য পানীয় হালাল হওয়ার দৃঢ় ইয়াক্বীন নিয়েই তার বাড়ী খানাপিনা করবে। তাকে প্রশ্ন করে কষ্ট দিবে না এবং অপমানিত করবে না। আর এটা কেবল ঐ সময় যখন কোনো ব্যক্তির ফিসকিয়াত বা পাপাচারিতা সম্পর্কে জানা না থাকবে। পূর্বের হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ ফাসিক্বের খাদ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন, এ হাদীসে কোনো মুসলিমের খাদ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলতে নিষেধ করেছেন, এ উভয় হাদীসের সমন্বয় কিভাবে হবে? 'আল্লামাহ্ ত্বীবী رحمه الله বলেন : উত্তরে আমরা বলব ফাসিক্ব তো সেই, যে সোজা-সরল সিরাতে মুস্তাক্বীমের সুদৃঢ় পথ লঙ্ঘন করে চলে । সে সোজা-সরল পথ

---

[৪৬৯] য'ঈফ : শু'আবুল ঈমান ৫৪২০, য'ঈফাহ ৫২২৯, য'ঈফ আল জামি' ৬০২৯। কারণ এর সানাদে আবূ 'আবদুর রহমান আস্ সুলামী একজন দুর্বল রাবী।

[৪৭০] য'ঈফ : শু'আবুল ঈমান ৫৪১৯, য'ঈফাহ্ ৬৩২১। কারণ এর সানাদে খালিদ বিন মুসলিম একজন দুর্বল রাবী।

থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে এমনকি অধিকাংশ সময় স্পষ্ট হারাম থেকেও পরহেয করে চলে না, তাই একজন **বিচক্ষণ** ব্যক্তিকে তার খাদ্যগ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসে 'তার ভাই' শব্দ দ্বারা খাস করা হয়েছে এবং 'ইসলাম' শব্দ দ্বারা তাকে বিশেষিত করা হয়েছে। একজন মুসলিমের প্রকাশ্য অবস্থা হবে এই যে, সে হারাম বা নিষিদ্ধ বস্তু থেকে দূরে থাকবে। তাই তার সম্পর্কে অন্যকে ভালো ধারণা এবং এমন আচরণের নির্দেশ করা হয়েছে যাতে তার সাথে ভালোবাসা এবং হৃদ্যতা বেড়ে যায়, প্রশ্ন করে তাকে কষ্ট দেয়া থেকে নিজেকে সে বিরত রাখবে। এটাও সত্য যে, তার খাদ্য থেকে বিরত থাকা তার জন্য ধমকী যেন, সে ফিসকিয়াতে লিপ্ত না হয়; এটা প্রকৃতপক্ষে তার প্রতি সহৃদয়তা ও স্নেহই মাত্র। যেমন হাদীসে এসেছে, তোমার ভাই যালিম এবং মাযলূমকে সাহায্য কর।

ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) বলেন : এ বিষয়ে তিনটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। শেষের হাদীসটি যদি সহীহ হয় তাহলে এর অর্থ হলো একজন কামিল মু'মিন যিনি ফাসিক্ব বা পাপাচারী নন তিনি তার কোনো মুসলিম ভাইকে তার নিকট যে হালাল খাদ্য ও পানীয় রয়েছে তা ছাড়া অন্য কিছু দিতে পারে না, কারণ সে নিজের জন্য হালাল ছাড়া কোনো হারামকে পছন্দ করে না। কেননা হাদীসে এসেছে, "তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ তোমার অন্য (কোনো মুসলিম) ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে যা তুমি তোমার নিজের জন্য পছন্দ কর"– (বুখারী, মুসলিম)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(৯) بَابُ الْقَسْمِ

অধ্যায়-৯ : ভাগ-বণ্টন (সহধর্মিণীদের মধ্যে পালা নিরূপণ প্রসঙ্গে)

الْقَسْمِ। শব্দটির 'ক্বফ' বর্ণে যবর এবং 'সীন' বর্ণে সাকীন যোগে মাসদার বা শব্দমূল হিসেবে পঠিত হয়। অর্থ ভাগ-বণ্টনে করা শারীক বা অংশীদারদের মাঝে প্রাপ্য অংশ বণ্টন করে দেয়া। অনুরূপ স্ত্রীদের মাঝে পালি বণ্টন করা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো স্ত্রীদের নিকট (পালাক্রমিক) রাত যাপন করা। ইবনুল হুমাম (রহঃ) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো স্ত্রীর মাঝে সমতা বিধান করা, একেই নামকরণ করা হয়েছে 'স্ত্রীদের মাঝে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা'। এই ন্যায়বিচার আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি রাতের পালার ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٢٢٩ـ[١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قُبِضَ عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ وَكَانَ يَقْسِمُ مِنْهُنَّ لِثَمَانٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩২২৯-[১] ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের সময় নয়জন সহধর্মিণী ছিল। তন্মধ্যে (বিবি সাওদাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা ব্যতীত) আটজনের জন্য পালা বণ্টন করতেন।

(বুখারী ও মুসলিম)[৪৭১]

[৪৭১] **সহীহ :** বুখারী ৫০৬৭, মুসলিম ১৪৫৬, নাসায়ী ৩১৯৬, আহমাদ ২০৪৪।

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ নয়জন স্ত্রীকে রেখে মৃত্যুবরণ করেন, তারা হলেন– 'আয়িশাহ্, হাফসাহ্, সাওদাহ্, উম্মু সালামাহ্, সফিয়্যাহ্, মায়মূনাহ্, উম্মু হাবীবাহ্, যায়নাব এবং জুওয়াইরিয়াহ্ رضي الله عنهن। নাবী ﷺ এদের আটজনের মধ্যে পালাক্রমে রাত যাপন করতেন। নবম স্ত্রী সাওদাহ্ رضي الله عنها বৃদ্ধা হয়ে পড়লে তার অংশ বা পালা 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-কে হেবা করে দেন। তিনি (ﷺ) তাঁর স্ত্রীদের সকলের নিকট গমন করতেন 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর নিকট গিয়ে তার পালা শেষ হতো।

(ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫০৬৭; শারহু মুসলিম ৯/১০ম খণ্ড, হাঃ ১৪৬৫; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٣٠-[٢] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ لَمَّا كَبِرَتْ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِيْ مِنْكَ لِعَائِشَةَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَسِّمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩২৩০-[২] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণী সাওদাহ্ বার্ধক্যে উপনীত হওয়ায় বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার নিকট আমার প্রাপ্যের দিন (রাত্রি যাপন) আমি 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-কে দিলাম। অতঃপর তিনি (ﷺ) 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর জন্য দু'দিন নির্ধারণ করেন, একদিন তার নিজের আর একদিন সাওদার। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৭২]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি পূর্বের হাদীসের ব্যাখ্যা স্বরূপ। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী সাওদাহ্ رضي الله عنها বিনতু যাম্'আহ্ رضي الله عنها যখন অতিবৃদ্ধা হয়ে পড়েন তখন তিনি তার প্রাপ্য পালাটুকু তার সতীন 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-কে দান করে দেন। সেই ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ ﷺ 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর পালা দুই দিন নির্ধারণ করেন। হিদায়াহ্ গ্রন্থাকার বলেন, যদি একাধিক স্ত্রীদের মধ্য থেকে কেউ তার প্রাপ্য পালা তার সঙ্গীনীদের (সতীনদের) জন্য ছেড়ে দিতে রাযী হয় তবে তা বৈধ। ইবনুল হুমাম (রহঃ) বলেন, স্বামীর পক্ষ থেকে যদি কোনো স্ত্রীকে ঘুষ দিয়ে তার পালা অন্য স্ত্রীকে দেয়া হয় অথবা স্বামীই এ শর্তে বিয়ে করে যে, আমি তার কাছে দু'দিন থাকব, ইত্যাদি শর্তসমূহ বাতিল বলে গণ্য হবে।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : কোনো স্ত্রী যদি তার পালা অন্যকে হেবা করে দেয় তবে পরবর্তী সময়ে সে যখনই চায় তার হেবা প্রত্যাহার করে অধিকার ফিরে নিতে পারবে।

(ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫২১২; শারহু মুসলিম ৯/১০ম খণ্ড, হাঃ ১৪৬৩; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٣١-[٣] وَعَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيهِ: «أَيْنَ أَنَا غَدًا؟» يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُوْنُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ فِيْ بَيْتِ عَائِشَةَ حَتّٰى مَاتَ عِنْدَهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩২৩১-[৩] উক্ত রাবী ('আয়িশাহ্ رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায় (মৃত্যু হবে এমন) অবস্থায় জিজ্ঞেস করছিলেন, আগামীকাল আমি কোথায় (থাকব)? আগামীকাল কার ঘরে (থাকব)? তিনি ('আয়িশাহ্ رضي الله عنها) বলেন, এই (পুনঃপুনঃ) বলার উদ্দেশ্য হলো, 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর পালা কবে আসবে? এমতাবস্থায় সকল স্ত্রী তাঁকে তাঁর সদিচ্ছায় থাকার অনুমতি দিতেন। অতঃপর তিনি 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর ঘরেই অবস্থান করেন এবং তার কাছে থেকেই ইন্তিকাল করেন। (বুখারী)[৪৭৩]

---

[৪৭২] সহীহ : বুখারী ৫২১২, মুসলিম ১৪৬৩ ।

[৪৭৩] সহীহ : বুখারী ৫২১৭, মুসলিম ২৪৪৩, ইরওয়া ২০২১।

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ যে অসুখে মৃত্যুবরণ করেন সেই সময় তিনি তার অসুস্থতার দিনগুলো 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর ঘরে কাটানোর অভিপ্রায়ে এ কথা বলেন যে, আগামীকাল আমি কোথায় থাকব? আগামীকাল আমি কোথায় থাকব? 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর প্রতি অধিক মুহব্বাতের কারণেই তিনি এ কথা বলেছেন। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : নাবী ﷺ-এর কথা (أَيْنَ أَنَا غَدًا؟) "আগামীকাল আমি কোথায় থাকব?" এর ব্যাখ্যা হলো, তিনি (ﷺ) এর দ্বারা 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর পালা আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। অথবা তার প্রশ্নটি ছিল স্ত্রীদের নিকট অনুমতি কামনা করা যেন তারা অসুস্থতার দিনগুলো 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর নিকট থাকার অনুমতি প্রদান করে। সে মতে স্ত্রীগণও তিনি যেখানে থাকতে চান সেখানেই থাকার অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর তিনি (ﷺ) মৃত্যু পর্যন্ত 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর ঘরেই অবস্থান করেন।

মুযহির (রহঃ) বলেন : স্ত্রীদের মধ্যে পালা বণ্টন যে ওয়াজিব এ হাদীস তা প্রমাণ করে এবং এটা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্যও আবশ্যক, এমনকি অসুস্থ অবস্থায়ও।

এটাও সত্য যে, নাবী ﷺ-এর অনুমতি গ্রহণ ছিল স্ত্রীদের প্রতি অধিক ভালোবাসা এবং উত্তম আচরণের ফলশ্রুতি সরূপ এবং তা ছিল মুস্তাহাব। কেউ কেউ বলেছেন, স্ত্রীদের মধ্যে পালা বণ্টন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য ওয়াজিব ছিল না বরং তার জন্য ছিল মুস্তাহাব, কেননা তিনি একই রাতে সমস্ত স্ত্রীদের কাছে গমন করতেন। এর উত্তরে বলা হয়েছে, এটা ছিল পালা বণ্টন ওয়াজিব হওয়ার আগের ঘটনা, অথবা রসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীদের অনুমতি সাপেক্ষেই তা করেছিলেন।

(ফাতহুল বারী ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৪৫০; শারহু মুসলিম ১৫/১৬ খণ্ড, হাঃ ২৪৪৩; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٣٢ـ[٤] وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِه فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهٗ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩২৩২-[৪] উক্ত রাবী ('আয়িশাহ্ (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কোনো সফরে বের হলে তাঁর সহধর্মিণীগণের মধ্যে লটারির মাধ্যমে (নির্বাচিত করে) যার নাম উঠত তাকে সাথে নিয়ে যেতেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৭৪]

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ যখন কোনো সফরে বের হতেন স্ত্রীদের মধ্যে থেকে একজনকে সফরসঙ্গী করতেন। এতে জাগতিক এবং আত্মিক উভয়বিধ কল্যাণ নিহিত ছিল। স্ত্রীদের একজনকে নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি লটারীর ব্যবস্থা করতেন। লটারীতে যার নাম আসত তাকে তিনি সাথে নিয়ে যেতেন।

শারহুস্ সুন্নাহ্ গ্রন্থে রয়েছে, কোনো ব্যক্তি যখন স্বীয় প্রয়োজনে সফরের ইচ্ছা পোষণ করবে আর স্ত্রীদের কাউকে সফরে সাথে রাখতে চাইবে তখন তাদের মধ্যে লটারীর মাধ্যমে একজনকে নির্বাচন করবে। এরপর লটারী করে যখন একজনকে নিয়ে সফরে রওনা হবে তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা বলব তার সফরজনিত অনুপস্থিতকালে সে বাকী স্ত্রীদের মাঝে ন্যায় বিচার করতে পারবে না।

(ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫৯৩; শারহু মুসলিম ১৫/১৬ খণ্ড, হাঃ ২৪৪৫; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٣٣ـ[٥] وَعَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ. قَالَ أَبُوْ قِلَابَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهٗ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৪৭৪] সহীহ : বুখারী ২৬৮৮, মুসলিম ২৭৭০, আবূ দাউদ ২১৩৮, ইবনু মাজাহ ১৯৭০, আহমাদ ২৪৮৫৯, দারিমী ২২৫৪।

৩২৩৩-[৫] আবূ ক্বিলাবাহ্ (রহঃ) আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) বলেছেন : সুন্নাত তরীক্বাহ্ হলো, কেউ যদি পূর্ব বিবাহিতা স্ত্রী থাকাকালীন কুমারী বিয়ে করে তার নিকট সাতদিন অবস্থান করে, পরে পালা বণ্টন করবে। আর যদি বিধবা (বা তুলাক্বপ্রাপ্তা) বিয়ে করে তার নিকট তিনদিন অবস্থান করে, পরে বণ্টন করবে। আবূ ক্বিলাবাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি যদি বলতে ইচ্ছা করি তবে তা হলো, হাদীসটি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৭৫]

ব্যাখ্যা : কোনো ব্যক্তি যদি স্ত্রী থাকতে আরো একাধিক বিয়ে করতে চায় তাহলে সে যদি কুমারী নারীকে বিবাহ করে তাহলে অন্যান্য স্ত্রীদের সাথে পালাবণ্টনের পূর্বেই নববিবাহিতা কুমারী স্ত্রীর নিকট সাত দিন কাটাবে, অতঃপর পালাক্রমের আওতাভুক্ত হবে। আর যদি সায়্যেবাহ বা অকুমারী নারীকে বিয়ে করে তাহলেও অন্যান্য স্ত্রীদের সাথে পালাবণ্টনের আওতাভুক্ত হওয়ার আগে তার সাথে তিন দিন কাটাবে, এরপর পালার অন্তর্ভুক্ত হবে। কুমারী কিংবা অকুমারীকে বিবাহের পর পরই সাত কিংবা তিনের এই ভেদাভেদ মাত্র, এই দিনে অতিবাহিত হলে কুমারী-অকুমারী বা নতুন-পুরাতনের আর কোনো ভেদাভেদ থাকবে না।

অনেক হানাফী 'আলিমসহ ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) অত্র হাদীসের ভিত্তিতে এই মতের প্রবক্তা; পক্ষান্তরে সামনের মুত্বলাক্ব বা সাধারণ নির্দেশসূচক দু'টি হাদীসের ভিত্তিতে হানাফী মাযহাবের আরেক দল 'আলিম বলেন, কুমারী-অকুমারী বা নতুন-পুরাতনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সূরাহ্ আন্ নিসার ৩ নং আয়াত এবং ১২৯ নং আয়াতকেও তারা দলীল হিসেবে গ্রহণ করে থাকে না সেখানে উল্লেখ হয়েছে : "যদি তোমরা আশংকা কর যে, (স্ত্রীদের মধ্যে) ন্যায় বিচার করতে পারবে না।" (সূরাহ আন্ নিসা ৪ : ৩)

আল্লাহ আরো বলেন, "তোমরা কক্ষনো (স্ত্রীদের মধ্যে) ন্যায় বিচার করতে সক্ষম হবে না।"
(সূরাহ আন্ নিসা ৪ : ১২৯)

এখানে স্ত্রীদের অধিকার সমানরূপে বলা হয়েছে। এটা কুরআন, যা অকাট্য, আর হাদীস হলো খবরে ওয়াহিদ যা অকাট্য নয়, সুতরাং তা দ্বারা অকাট্য বস্তুকে রহিত করা যাবে না।

এর উত্তরে বলা হয়, কুরআন যেমন অকাট্য হাদীস সহীহ হলে সেটিও অকাট্য, উপরন্তু এখানে হাদীস দ্বারা কুরআনকে রহিত করাও হচ্ছে না, সুতরাং এরূপ দাবী অবান্তর।

এ হাদীসটি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি এটি মারফূ' হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেননি। বরং তিনি বলেছেন, সুন্নাত হলো যখন কেউ কুমারীকে বিবাহ করবে ...। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় এটি মারফূ' নয়, কিন্তু আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাগরেদ পরবর্তী রাবী আবূ ক্বিলাবাহ্ (রহঃ) বলেন, তুমি ইচ্ছা করলে বলতে পার এ হাদীসটিকে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কেননা কোনো সহাবী যদি বলেন 'সুন্নাত হলো' ... তাহলে এটাকে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত ছাড়া আর কি বুঝাবে? নিশ্চয় নিজে ইজতিহাদ করে বলেননি, বরং রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট শুনেই বলেছেন, সুতরাং সেটা মারফূ' হাদীসেরই মর্যাদাসম্পন্ন।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : কোনো সহাবীর মুখে 'সুন্নাত' বলা মুহাদ্দিসীন এবং জুমহূর সালাফদের মাযহাব মতে বর্ণনাটি মারফূ' হাদীসের মর্যাদা পায়।

কেউ কেউ এটাকে মাওকূফ হাদীসের মর্যাদায় নিয়েছে, কিন্তু তাদের কথার কোনই ভিত্তি নেই।

'আল্লামাহ্ ইবনু হাজার 'আসক্বালানী (রহঃ) বলেন : কোনো সহাবীর মুখে সুন্নাতের দাবী হাদীসটি মুসনাদ তথা সানাদ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত পৌঁছেছে হিসেবে বিবেচিত হয়, কেননা সহাবীগণ সুন্নাত দ্বারা সুন্নাত

---

[৪৭৫] **সহীহ :** বুখারী ৫২১৪, মুসলিম ১৪৬১, আবূ দাঊদ ২১২৪, তিরমিযী ১১৩৯, ইরওয়া ২০২৫।

রসূলই উদ্দেশ্য নিতেন। এছাড়াও এ হাদীসটি আনাস থেকে একাধিক ব্যক্তি মারফূ'ভাবে বর্ণনা **করেছেন** যেমন দারাকুত্বনী প্রমুখ মুহাদ্দিস আনাস থেকে বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, আনাস বলেছেন : **আমি** রসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছি, কুমারীর জন্য সাতদিন এবং অকুমারীর জন্য তিনদিন...। ইমাম **বাযযার**ও অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করেছেন।

(ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫২১৩; শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৪৬১; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٣٤-[٦] وَعَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حِيْنَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهٗ قَالَ لَهَا: «لَيْسَ بِكِ عَلٰى اَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ». قَالَتْ: ثَلِّثْ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: إِنَّهٗ قَالَ لَهَا: «لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩২৩৪-[৬] আবূ বাক্‌র ইবনু 'আব্‌দুর রহমান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ উম্মু সালামাহ্-কে বিয়ে করার পর তাঁর খিদমাতে থাকাকালীন ভোরে উঠে বললেন, তুমি তোমার বংশের নিকট সম্মানহানী হবে না; যদি তুমি ইচ্ছা কর তবে আমি তোমার নিকট সাতদিন অবস্থান করব। এভাবে অন্য স্ত্রীগণের নিকটও সাতদিন করে থাকব। আর যদি তুমি ইচ্ছা কর তবে তোমার নিকট তিনদিন অবস্থান করব এবং তিনদিন করে পালা বণ্টন করব। তিনি (উম্মু সালামাহ্) বললেন, তবে তিনদিন করে পালা বণ্টন করুন।

অপর বর্ণনায় আছে যে, তিনি () তাঁকে বলেন : কুমারীর জন্য সাতদিন, আর (পূর্ব) বিবাহিতার জন্য তিনদিন। (মুসলিম)[৪৭৬]

ব্যাখ্যা : নাবী উম্মু সালামাহ -কে বিয়ে করার পর তিনি তাকে বলেন, আমার সাথে তোমার বিয়ের কারণে তোমার বংশের মর্যাদার কোনো হানি ঘটবে না। এখানে 'আহ্‌ল' দ্বারা বংশকে বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, 'আহ্‌ল' দ্বারা স্বয়ং রসূলুল্লাহ -কেই বুঝানো হয়েছে, কেননা স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকেই একে অপরের 'আহ্‌ল'। এ অবস্থায় অর্থ হবে তোমার নিকট তিনদিন অবস্থান করায় তোমার প্রতি আমার আগ্রহ ভালোবাসার কমতি বুঝাবে না, কেননা অকুমারীর কাছে তিনদিন অবস্থান করাই বিধান। তবে তুমি যদি চাও তাহলে আমি তোমার নিকট সাতদিনই অবস্থান করতে পারি। কিন্তু তখন অন্যান্য স্ত্রীদের নিকটও সাতদিন অবস্থান করতে হবে।

হিদায়াহ্ গ্রন্থাকার বলেন : স্ত্রীদের মধ্যে গমন পরিক্রমায় সমতাই উদ্দেশ্য, চাই একদিনের হোক অথবা দুই অথবা তিন বা ততোধিক দিনের হোক। এক্ষেত্রে নতুন-পুরাতনের মাঝে কোনো ব্যবধান নেই।

ইবনুল হুমাম (রহঃ) বলেন : আমার ধারণা যে, অধিক দিন একত্রিত করা ক্ষতিজনক, তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি সম্মত হয়ে করে সেটা ভিন্নকথা।

কেউ কেউ বলেছেন, স্বামী স্ত্রীকে তিনের ইখতিয়ার দিবে, তিনদিন নিলে এই তিন অন্যের মধ্যে বণ্টন হবে না, আর সাতদিনের ইখতিয়ার গ্রহণ করলে তিনের অতিরিক্ত দিনগুলো অন্যান্য স্ত্রীদের মধ্যেও পালাবণ্টন হবে।

রসূলুল্লাহ উম্মু সালামাহ্ -কে বলেছিলেন, তুমি চাইলে তোমার নিকট আমার অবস্থানের জন্য সাতদিনই নির্ধারণ করতে পার; নাবী -এর কথার অর্থ হলো তিনদিনের পর তুমি চাইলে সাতদিনই

---

[৪৭৬] **সহীহ :** মুসলিম ১৪৬০, সহীহাহ্ ১২৭১, সহীহ আল জামি' ৫৩৮৬।

অবস্থান করব যাতে তোমার গোত্রের লোকেরা খুশী থাকে। নাবী ﷺ উম্মু সালামাহ্ (রাঃ)-কে কুমারী নারীর মর্যাদা দান করেছেন এবং তার গোত্রের সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেছেন : নবপরিণিতা কুমারী অকুমারীর জন্য বিশেষ সাত অথবা তিন দিনের বিষয়ে ফুকাহাগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। অনেকেই বলেছেন, উল্লেখিত দিনগুলো অন্যান্য স্ত্রীদের মধ্যে পালাক্রমের হিসেবে আসবে না।

'আল্লামাহ্ তূরিবিশ্‌তী (রহঃ) বলেন, কুমারীর জন্য সাতদিন এবং অকুমারীর জন্য তিনদিন এটা সুন্নাত। নববিবাহিতাদের জন্য এই বিশেষ দিনগুলো তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ হওয়ার জন্য শারী'আতের বিশেষ ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে কুমারীর জন্য বেশী দিন ধার্য করা হয়েছে তার ভীতি ও ঘৃণা দূরীভূত হওয়া এবং হৃদয়ের প্রশান্তি ও স্থিতির জন্য, এটা তার বিশেষ ফাযীলাত। 'উলামাদের অধিকাংশের মত হলো, এটা নববিবাহিতাদের বাসর পাওনা। (শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৪৬০; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٢٣٥-[٧] عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهٖ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ: «اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِيْ فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِيْ فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

৩২৩৫-[৭] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের মাঝে ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে পালা বণ্টন করতেন এবং বলতেন, "হে আল্লাহ! আমার সাধ্যমত (এই বিষয়ের) বণ্টন করলাম, আর যে ব্যাপারে তোমার আয়ত্তে ও আমার সাধ্যাতীত (মনের দুর্বলতা ও ভালোবাসার দরুন), সে বিষয়ে তুমি আমাকে অপরাধী করিও না"। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ ও দারিমী)[৪৭৭]

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ সকল বিষয়েই তার স্ত্রীদের মধ্যে সমবণ্টন করতেন, বিশেষ করে রাত্রি যাপনের পালা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি পূর্ণরূপে ইনসাফভিত্তিক ফায়সালা করতেন। কোনো ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের কারো বিশেষ কিছু গুণাবলীর কারণে তার প্রতি স্বামীর অধিক ভালোবাসা থাকা স্বাভাবিক। নাবী ﷺ-এর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। এটা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। আর এটা ইনসাফের পরিপন্থীও নয়। তবু তিনি এ বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করতেন এবং নিজের অপারগতা প্রকাশ করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তিনি (ﷺ) আল্লাহর কাছে এই বলে প্রার্থনা করতেন, "হে আল্লাহ! স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ করা বা বাহ্যিক সমতা রক্ষা করা যেহেতু আমার আয়ত্তাধীন, আমি তা করছি, কিন্তু কোনো স্ত্রীর প্রতি হৃদয়ের টান বা অধিক ভালোবাসা এটা আমার আয়ত্তের বাহিরে। হে আল্লাহ! তুমিই তো মানুষের ক্বলব বা হৃদয় পরিবর্তনের মালিক, সুতরাং তুমি যে বিষয়ের মালিক সে বিষয় তুমি আমার অপরাধ ধরো না এবং আমাকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করো না।"

---

[৪৭৭] **য'ঈফ** : আবূ দাউদ ২১৩৪, নাসায়ী ৩৯৪৩, তিরমিযী ১১৪০, ইবনু মাজাহ ১৯৭১, দারিমী ২২৫৩, য'ঈফ আল জামি' ৪৫৯৩।

Contents

ইবনুল হুমাম (রহঃ) বলেন : প্রকাশ্য হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় যে, স্ত্রীদের কারো প্রতি অধিক ভালোবাসা বা হৃদয়ের টান ছাড়া অন্যান্য বিষয় ইনসাফ করা নাবী ﷺ-এর আয়ত্তের এবং ক্ষমতার মধ্যে ছিল। সুতরাং সেগুলোর মধ্যে ইনসাফ ও সমতা বিধান তার জন্যও আবশ্যক ছিল। তবে মেলামেশা ও আলিঙ্গনে সমতা বজায় (সর্বসম্মতভাবে) আবশ্যক নয়।

(তুহ্ফাতুল আহওয়াযী ৩য় খণ্ড, হাঃ ১১৪০; ফাতহুল কাদীর ৩য় খণ্ড, ৩০০পৃঃ; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٣٦-[٨] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ

৩২৩৬-[৮] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : যদি কোনো পুরুষের দু'জন সহধর্মিণী থাকে আর সে তাদের মধ্যে যদি ন্যায়বিচার না করে, তবে সে ক্বিয়ামাতের দিন একপাশ ভঙ্গ (অঙ্গহীন) অবস্থায় উঠবে। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ ও দারিমী)[৪৭৮]

ব্যাখ্যা : যার দুই বা ততোধিক স্ত্রী থাকবে তার জন্য ওয়াজিব স্ত্রীদের খাদ্য বস্ত্র এবং তাদের কাছে রাত্রিযাপনে ন্যায়বিচার বা সমতা রক্ষা করা। যে এটা করবে না, সে গুনাহগার হবে। হাদীসে বলা হয়েছে, সে ক্বিয়ামাতের দিন একদিকে অবশ তথা প্যারালাইসিসগ্রস্ত হয়ে উঠবে। কেউ কেউ বলেছেন, হাশ্রের ময়দানের লোকেরা তাকে এ অবস্থায় দেখতে থাকবে, ফলে এটা হবে তার জন্য লজ্জাষ্কর ব্যাপার এবং বেশী শাস্তি। হাদীসে দু'জন স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে, কিন্তু দু'জন এখানে সীমাবদ্ধ নয়, তিন বা চারজন স্ত্রীর বেলায়ও সমতা রক্ষা আবশ্যক, অন্যথায় তার বেলায়ও একই শাস্তি প্রযোজ্য হবে।

স্ত্রীদের একজন যদি স্বাধীন অন্যজন দাসী হয় তাহলে স্বাধীন ও দাসীর ক্ষেত্রে বণ্টন ব্যবস্থা অনুযায়ী সমতা বণ্টিত হবে। (বর্তমানে দাসীর প্রথা নেই, সুতরাং এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো না)।

(সম্পাদক)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে স্ত্রীদের মধ্যে রাত্রি যাপনে অবশ্যই সমতা রক্ষা করতে হবে; কিন্তু সঙ্গম, আলিঙ্গন ইত্যাদিতে সমতা রক্ষা আবশ্যক নয়। কারণ এটা নির্ভর করে ব্যক্তির সুস্থতা, উদ্যম, প্রফুল্লতা, মানসিকতা, পরিবেশ ইত্যাদির উপর। এতদসত্ত্বেও কখনো কখনো তা ওয়াজিব হয়ে যায়। অর্থাৎ সঙ্গম না করলে কোনো একজন পাপে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা হয়ে পড়লে তখন সঙ্গম করা আবশ্যক হয়ে যায়। আর স্বাভাবিকভাবে আবশ্যক না হলেও একেবারে পরিহার করা বৈধ নয়।

('আওনুল মা'বূদ ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২১৩৩; তুহ্ফাতুল আহওয়াযী ৩য় খণ্ড, হাঃ ১১৪১; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٢٣٧-[٩] عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُوْنَةَ بِسَرِفَ فَقَالَ: هٰذِهٖ زَوْجَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوهَا وَلَا تُزَلْزِلُوهَا وَارْفُقُوا بِهَا فَإِنَّهٗ كَانَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ

[৪৭৮] সহীহ : তিরমিযী ১১৪১, আবূ দাউদ ২১৩৩, ইবনু মাজাহ ১৯৬৯, নাসায়ী ৩৯৪২, আহমাদ ৭৯৩৬, সহীহ আল জামি' ৭৬১, সহীহ আত্ তারগীব ১৯৪৯।

ﷺ تِسْعُ نِسْوَةٍ كَانَ يَقْسِمُ مِنْهُنَّ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ قَالَ عَطَاءٌ: الَّتِيْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَقْسِمُ لَهَا بَلَغَنَا أَنَّهَا صَفِيَّةُ وَكَانَتْ اٰخِرَهُنَّ مَوْتًا مَاتَتْ بِالْمَدِيْنَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَقَالَ رَزِيْنٌ: قَالَ غَيْرُ عَطَاءٍ: هِيَ سَوْدَةُ وَهُوَ أَصَحُّ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ حِيْنَ أَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلَاقَهَا فَقَالَتْ لَهٗ: أَمْسِكْنِيْ قَدْ وَهَبْتُ يَوْمِيْ لِعَائِشَةَ لَعَلِّيْ أَكُوْنُ مِنْ نِسَائِكَ فِي الْجَنَّةِ

৩২৩৭-[৯] 'আত্বা (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'সারিফ' নামক স্থানে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী মায়মূনাহ্ (রাঃ)-এর জানাযায় ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর সাথে উপস্থিত হলোাম। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) উপস্থিত সকলের উদ্দেশে বললেন, সাবধান! ইনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণী, তোমরা যখন কাঁধে তাঁর লাশ বহন করবে, তখন ঝাকি দিও না এবং জোরে নাড়া-চাড়া দিও না, বরং খুব ধীরস্থিরতার সাথে উঠাও। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নয়জন সহধর্মিণীদের মধ্যে আটজনের জন্য পালা বণ্টন করতেন এবং একজনের জন্য করতেন না। বর্ণনাকারী 'আত্বা (রহঃ) বলেন, আমার জানা মতে সহধর্মিণীর জন্য যার পালা বণ্টন করতেন না, তিনি ছিলেন সফিয়্যাহ্ (রাঃ)। তিনি সহধর্মিণীগণের মধ্যে সর্বশেষ মাদীনায় মৃত্যুবরণ করেন।

(বুখারী ও মুসলিম)[৪৭৯]

(মিশকাত গ্রন্থাকার বলেন,) ইমাম রযীন বলেন : 'আত্বা (রহঃ) ব্যতীত অন্য হাদীস বিশারদগণ বলেছেন, উক্ত সহধর্মিণীর নাম সাওদাহ্ (রাঃ), এটাই অধিকতর সঠিক। (রসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কারণে তাঁকে ত্বলাক্ব প্রদানের প্রসঙ্গে বললে) সাওদাহ্ নিজের প্রাপ্য অংশ (পালা) 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে দান করে বলেন যে, আপনি আমাকে আপনার সহধর্মিণীরূপে রাখুন, যাতে জান্নাতে আমি আপনার সহধর্মিণীগণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি।

ব্যাখ্যা : বর্ণনাকারী 'আত্বা একজন জালীলুল ক্বদ্‌র তাবি'ঈ, তিনি ইবনু 'আব্বাস-এর সাথে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী মায়মূনাহ্ (রাঃ)-এর জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। ইবনু ইসহাক্ব (রাঃ) বলেন, মায়মূনাহ্ (রাঃ) স্বীয় সত্তাকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীত্ব বরণের জন্য হেবা করে দেন।

মায়মূনাহ্-কে বিয়ের জন্য রসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রস্তাব যখন মায়মূনাহ্ (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছল তখন তিনি একটি উটের পিঠে বসা ছিলেন, তিনি খুশিতে সাথে সাথে বলে উঠেন, (এই) উট এবং উটের উপর যা কিছু আছে সবকিছুই আল্লাহ ও তার রসূলের জন্য। কেউ কেউ বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য নিজেকে হেবা দানকারী ছিলেন আরেকজন। মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন : আমরা বলব রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য প্রথম হেবাদানকারী মায়মূনাহ্ (রাঃ)-ই।

সারিফ হলো তান্‘ঈমের নিকটবর্তী একটি স্থান; এখানেই নাবী ﷺ মায়মূনাহ্-কে বিবাহ করেন এবং তার সাথে বিবাহ বাসর উদযাপন করেন। অতঃপর এই সারিফ নামক স্থানেই তিনি ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয়। এ ইতিহাস কি বিস্ময়কর! রাস্তার একই জায়গায় আনন্দ-বিষাদের মিলনস্থল। ইবনু আব্বাস (রাঃ) উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনাহ্ (রাঃ)-এর লাশ উঠাতে এবং তা বহন করতে বিশেষ সম্মান ও সমীহ প্রদান করেছেন, তার লাশের সাথে সামান্য অবহেলাও যেন না হয়, এ লক্ষে তিনি সকলকে নির্দেশ করেছেন যে, লাশ বহনে তোমরা ধীরস্থিরতা অবলম্বন করবে, জোরে নাড়া বা ঝাকুনি দিবে না, বরং তার মহান শান ও মর্যাদার প্রতি খেয়াল করে তাকে বহন করবে। তিনি তার মর্যাদার বিশেষ একটি

---

[৪৭৯] সহীহ : বুখারী ৫০৬৭, মুসলিম ১৪৫৬, নাসায়ী ৩১৯৬, আহমাদ ২০৪৪।

কারণও বর্ণনা করেছেন আর তা হলো রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নয়জন স্ত্রীর আটজনের মধ্যে পালা বণ্টন করেন, মায়মূনাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা তার প্রাপ্যটুকু সতীনদের জন্য ছেড়ে দেন।

'আত্বা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : আমাদের নিকট খবর পৌঁছেছে নাবী ﷺ যে স্ত্রীর নিকট পালা বণ্টন করেননি তিনি হলেন সফিয়্যাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা। কিন্তু 'আল্লামাহ্ খত্ত্বাবী (রহঃ) তার প্রতিবাদ করে বলেন, 'আত্বা (রহঃ)-এর এটা ধারণা সর্বস্বই বটে তবে তা সত্য নয়, যিনি তার পালা হেবা করে দেন তিনি হলেন সাওদাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা। এখানে মূলতঃ ইবনু জারীর (রহঃ)-এর পক্ষ থেকে হাদীসের বর্ণনায় ভুল হয়েছে। ক্বাযী 'ইয়ায (রহঃ) অবশ্য উভয় মতের মধ্যে সমন্বয় সাধনে সচেষ্ট হয়েছেন। ইমাম রযীন বলেন : 'আত্বা (রহঃ)-এর কথার চেয়ে অন্যের কথাটিই অধিক বিশুদ্ধ। তা হলো রসূলুল্লাহ ﷺ যার জন্য পালা নির্ধারণ করেননি তিনি হলেন সাওদাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা, তিনি তার প্রাপ্য পালা 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে হেবা করে দেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের মধ্যে সফিয়্যাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা সর্বশেষ মৃত ব্যক্তি, যিনি মাদীনায় ইন্তিকাল করেন। তিনি মু'আবিয়াহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফাতকালে পঞ্চাশ হিজরী সনে রমাযান মাসে ইন্তিকাল করেন, মাদীনার বাক্বী কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। আর মায়মূনাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা একান্ন হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন, তিনি ছিষট্টি সনে; কেউ আবার বলেছেন, তেষট্টি সনে ইন্তিকাল করেছেন। 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা সাতান্ন হিজরী সনে মাদীনায় ইন্তিকাল করেছেন, কেউ আটান্ন সনের কথাও বলেছেন। সাওদাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা চুয়ান্ন সনে, হাফসাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা পঁয়তাল্লিশ সনে, উম্মু সালামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা উনষাট সনে, উম্মু হাবীবাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা চুয়াল্লিশ সনে, যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা বিশ সনে, জুওয়াইরিয়াহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা পঞ্চাশ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেছেন।

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, খাদীজাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হিজরতের পূর্বেই মাক্কায় ইন্তিকাল করেন।

(ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫০৬৭; শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৪৬৫; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(١٠) بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ وَمَا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنَ الْحُقُوْقِ

অধ্যায়-১০ : স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার এবং তাদের প্রত্যেকের (স্বামী-স্ত্রীর) পারস্পরিক হাক্ব ও অধিকার সংক্রান্ত

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٢٣٨ـ[١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩২৩৮-[১] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা নারীদেরকে সদুপদেশ দিবে। কারণ তাদেরকে পাঁজরের বাঁকা হাড় হতে সৃষ্টি করা হয়েছে, পাঁজরের হাড়ের মধ্যে সবচেয়ে বাঁকা (হাড়) হলো উপরেরটি। অতঃপর তুমি যদি ঐ হাড়কে সোজা করতে চেষ্টা কর, তবে তা

Contents

ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি রেখে দাও, তবে সর্বদা বাঁকাই থাকবে। সুতরাং (আমার নাসীহাত) তোমরা নারীদেরকে সদুপদেশ দিবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৮০]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : হাদীসে উল্লেখিত اِسْتَوْصُوْا শব্দের س (সীন) বর্ণ তলব বা অনুসন্ধানের অর্থ প্রদান করেছে। এখানে অর্থ হয়েছে তুমি স্ত্রীদের হাক্বের ব্যাপারে তোমার নিজের পক্ষ থেকে কল্যাণ অনুসন্ধান কর, অর্থাৎ কল্যাণের দিকটি বিবেচনা কর।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহঃ) বলেন : اِسْتَوْصُوْا এর অর্থ হলো «أُوصِيكُمْ بِهِنَّ خَيْرًا فَاقْبَلُوا وَصِيَّتِي فِيهِنَّ...» "আমি তোমাদেরকে স্ত্রীদের ব্যাপারে কল্যাণের ওয়াসিয়্যাত করছি, সুতরাং তাদের ব্যাপারে আমার ওয়াসিয়্যাত ক্বূল কর।" উদ্দেশ্য হলো তাদের সাথে কোমল এবং সৌজন্যমূলক আচরণ কর; সৃষ্টিগতভাবে তাদের বক্রতার কারণে পূর্ণ দৃঢ় অবস্থান এবং তার ওপর স্থায়ী থাকা তাদের থেকে আশা করা যাবে না। প্রবাদ বাক্যে আছে, স্ত্রীর (বেহায়াপনা ও বক্রতা) থেকে ধৈর্য ধারণের চেয়ে স্ত্রী গ্রহণ না করে অবিবাহিত থেকে ধৈর্যধারণ অধিক সহজ। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী : "(বেহায়া, নির্লজ্জ, বক্র) নারীদেরকে বিয়ে না করে বিরত থেকে ধৈর্যধারণ করাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ২৫)।

ضِلَع শব্দটির ض বর্ণে কাসরা বা যের যোগে পঠিত হয়। অর্থাৎ পাঁজরের সবচেয়ে উপরের হাড়, যা সাধারণত বক্র হয়ে থাকে। নারীদরেকে এই বক্র হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ঐতিহাসিক সৃষ্টি তত্ত্ব হলো এই যে, আদি মাতা হাওয়া আলায়হিস্ সালাম-কে আদাম আলায়হিস্ সালাম-এর পাঁজরের বক্র হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব নারী সৃষ্টির মৌলতত্ত্ব হলো সে বক্র হাড়ের সৃষ্টি। তাই তাদের স্বভাব প্রকৃতিতে রয়েছে বক্রতা, এ বক্রতা কেউই সম্পূর্ণরূপে সোজা করতে পারবে না। বিধায় তাদের সাথে কোমল নরম ও সৌজন্যমূলক আচরণ করে তাদের থেকে কার্যসিদ্ধি করতে হবে। আর তাদের সাথে জীবন যাপনে গুনাহের সম্ভাবনা না থাকলে সৃষ্টিসুলভ বক্র আচরণে ধৈর্যধারণ করবে। এই বক্রতা জোর জবরদস্তি করে সোজা করতে চাইলে তা ভেঙ্গে যাবে। সুতরাং বেশী জোর জবরদস্তি করা যাবে না।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেছেন : এ হাদীসে নারীদের প্রতি সহানুভূতি এবং ইহসানের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে, আর সৃষ্টিগত বক্র স্বভাবের ও অপূর্ণ জ্ঞানের কারণে ধৈর্যধারণের উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। আনুগত্যে দৃঢ় না থাকায় অথবা কারণ ছাড়াই তাদের ত্বলাক্ব দেয়াও অপছন্দনীয় কাজ, অতএব তা থেকে বিরত থাকবে। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৩৩১; শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৪৬৮; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٣٩-[٢] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩২৩৯-[২] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নারীকে পাঁজরের হাড় হতে সৃষ্টি করা হয়েছে, কক্ষনো সে তোমার জন্য সোজা হবার নয়। অতঃপর তুমি যদি তার নিকট হতে উপকার নিতে চাও, তবে ঐ বক্রাবস্থায় আদায় করতে হবে। তুমি যদি সোজা করতে যাও, তবে ভেঙ্গে ফেলতে পার। 'ভেঙ্গে ফেলা' বলতে তাকে (উপায়-উপায়ন্তর না পেয়ে) ত্বলাক্ব প্রদান করা। (মুসলিম)[৪৮১]

[৪৮০] **সহীহ :** বুখারী ৫১৮৬, মুসলিম ১৪৬৮, ইরওয়া ১৯৯৭, সহীহ আত্ তারগীব ১৯২৭।

[৪৮১] **সহীহ :** মুসলিম ১৪৬৮, সহীহাহ্ ৩৫১৭, সহীহ আল জামি' ৩৯৪৩।

ব্যাখ্যা : এখানে নারী দ্বারা নারী জাতিকে বুঝানো হয়েছে অথবা নারী জাতির আদি সত্ত্বা আদি মাতা হাওয়াকে বুঝানো হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল আদামের পাঁজরের উপরের বাঁকা হাড় থেকে। তুমি তাকে সর্ববিষয়ে এবং সর্বদাই সোজা রাখতে পারবে না বরং সে একেক সময় একেক অবস্থা ধারণ করবে। কখনো তোমার অবদানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, কখনো বা কুফ্‌রী করবে, কখনো আনুগত্য করবে, কখনো অবাধ্যচারী হবে, কখনো হবে অল্পে তুষ্ট, কখনো হবে সীমালঙ্ঘনকারী স্বেচ্ছাচারী।

নারীর এ বক্রতার মধ্য দিয়েই তুমি তোমার ফায়দা হাসিল করে নিবে। আর যদি বেশী জোরাজুরি কর তাহলে তাকে সোজা তো করতেই পারবে না, বরং ভেঙ্গে ফেলবে, অর্থাৎ ত্বলাক্ব দিয়ে দিতে হবে। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : এ হাদীসে বাঁকা হাড় সোজা করা যে অসম্ভব তার ঘোষণা রয়েছে। অর্থাৎ সোজা করতে গিয়ে ভাঙ্গা ছাড়া যদি উপায়ই না থাকে তবে তা ভেঙ্গে ফেলবে বা ত্বলাক্ব প্রদান করবে। কিন্তু ত্বলাক্ব দেয়া তো কাম্য নয়। (শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৪৬৮; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٤٠ـ[٣] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا أُخَرَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩২৪০-[৩] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো মু'মিন যেন মু'মিনাহ্-কে ঘৃণা না করে (বা তার প্রতি শত্রুতা পোষণ না করে); যদি তার কোনো আচরণে সে অসন্তোষ প্রকাশ করে, তবে অন্য আর এক আচার-ব্যবহারে সন্তুষ্টি লাভ করবে। (মুসলিম)[৪৮২]

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ-এর বাণী : (لَا يَفْرَكْ) শেষ অক্ষর সাকীন বা জযম কিংবা পেশ উভয় যোগ পাঠ সিদ্ধ। (ر) বর্ণটি যবর যোগে পঠিত হয়; আভিধানিক অর্থ মর্দন করা, দলিত করা। মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন : (فَرْكٌ) শব্দটি بُغْضٌ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ ঘৃণা, অবজ্ঞা, অপছন্দ ইত্যাদি। হাদীসের অর্থ দাঁড়ায়, কোনো মু'মিন পুরুষ কোনো মু'মিনাহ্ নারীকে অর্থাৎ স্বামী তার স্ত্রীকে ঘৃণা করবে না। কোনো বিষয়েই ঘৃণা বা অবজ্ঞা করবে না, কারণ তার মধ্যে অন্য যে গুণটি রয়েছে তাতে সে খুশি হবে। একজন মানুষ হিসেবে সকল গুণ তার মধ্যে থাকতে পারে না।

ক্বাযী 'ইয়ায বলেন : (لَا يَفْرَكْ) এটা নাফী বা না-বাচক কর্ম কিন্তু অর্থ প্রদান করেছে নাহী বা নিষেধাজ্ঞাবাচক কর্মের। এর অর্থ হয়েছে স্ত্রীর অপছন্দনীয় কিছু দেখে তাকে অবজ্ঞা অথবা ঘৃণা করা কোনো পুরুষের জন্য উচিত নয়। কেননা একটি বিষয় সে অপছন্দ করছে অন্যটি সে অবশ্যই পছন্দ করবে এবং তাতে খুশি হবে। এই ভালো গুণটি দিয়ে সে খারাপটির মোকাবেলা করবে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, দোষ ছাড়া কোনো মানুষই পাওয়া যায় না, কেউ যদি দোষ ছাড়া কোনো মানুষ খুঁজতে যায় তাহলে সে সাথিহীন একাই পড়ে থাকবে।

এতে আরো ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সকল মানুষই বিশেষ করে মু'মিনের মধ্যে কতিপয় উত্তম ও প্রশংসিত স্বভাব বা গুণাবলী রয়েছে, এই উত্তম আচরণ ও গুণাবলীকে বিবেচনায় আনবে আর অন্য খারাপ স্বভাবগুলো ঢেকে রাখবে এবং এড়িয়ে চলবে।

(শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৪৬৯; মুসনাদ আহমাদ ২য় খণ্ড, ৩২৯ পৃঃ; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৪৮২] **সহীহ :** মুসলিম ১৪৬৯, আহমাদ ৮৩৬৩, সহীহ আত্ তারগীব ১৯২৮, সহীহ আল জামি' ৭৭৪১।

٣٢٤١-[٤] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَوْلَا بَنُوْ إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثٰى زَوْجَهَا الدَّهْرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩২৪১-[৪] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বানী ইসরাঈল না হলে গোশ্‌ত কক্ষনো নষ্ট হত (পঁচে যেত) না। আর (মা) হাওয়া না হলে কক্ষনো কোনো নারী স্বামীর খিয়ানাত (ক্ষতি সাধন) করত না। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৮৩]

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ-এর বাণী : "বানী ইসরাঈল যদি না হতো তাহলে গোশত পচন ধরত না।" এটা মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর যামানায় ঘটেছিল। গোশত পচনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তার নি'আমাতের সাথে কুফ্‌রীর শাস্তি প্রদান করেছেন। মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর যামানায় বানী ইসরাঈলদের প্রতি আসমান থেকে সকাল-বিকাল খাদ্য (গোশত রুটি) অবতীর্ণ হতো, শর্ত ছিল তারা খাবে কিন্তু সঞ্চয় রাখতে পারবে না। কিন্তু তারা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় আস্থা না থাকায় তার হুকুমকে অমান্য করে জমা করে রাখতে শুরু করল ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ওপর শাস্তি হিসেবে গোশত পচন ধরা শুরু করল। সেই যে শুরু হলো অদ্যাবধি তা আর বন্ধই হলো না।

'আল্লামাহ্ ক্বাযী 'ইয়ায (রহঃ) বলেন : হাওয়া আলায়হিস্ সালাম যদি আদাম আলায়হিস্ সালাম-কে আল্লাহর আদেশ অমান্য করিয়ে গাছের ফল ভক্ষণে প্ররোচিত না করত তাহলে পৃথিবীর কোনো নারী তার স্বামীর খিয়ানাত করত না।

কেউ কেউ বলেন : হাওয়া আলায়হিস্ সালাম-এর খিয়ানাতটা ছিল আদাম আলায়হিস্ সালাম-এর নিষেধ উপেক্ষা করে তার আগেই ফল ভক্ষণ করা।

আবার কেউ কেউ বলেন : আদাম আলায়হিস্ সালাম নিজেই হাওয়া আলায়হিস্ সালাম-কে বৃক্ষ কর্তনের উদ্দেশে প্রেরণ করেন এবং তিনি (হাওয়া আলায়হিস্ সালাম) উক্ত গাছের দু'টি শাস কর্তন করেন। আর এটিই হলো হাওয়া আলায়হিস্ সালাম-এর খিয়ানাতের ধরণ প্রকৃতি। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৩৩০; শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৪৭০; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٤٢-[٥] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهٗ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي اٰخِرِ الْيَوْمِ» وَفِيْ رِوَايَةٍ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهٗ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهٗ يُضَاجِعُهَا فِي اٰخِرِ يَوْمِهٖ». ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِيْ ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ فَقَالَ: «لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩২৪২-[৫] 'আব্দুল্লাহ ইবনু যাম্'আহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন ক্রীতদাসীর ন্যায় স্ত্রীকে না মারে (অত্যাচার না করা হয়), অথচ দিনের শেষেই তার সাথে সহবাস করে।

অপর বর্ণনায় আছে– তোমাদের কেউ যেন ইচ্ছা করে স্ত্রীকে ক্রীতদাসীর ন্যায় মারমুখো না হয়, হয়তো দিন শেষে তার সাথে সহবাস করতে চাইবে; আর এতে সে অনাগ্রহ প্রকাশ করবে। অতঃপর তিনি (ﷺ) বায়ু নির্গত হওয়ায় হাসি-ঠাট্টাচ্ছলের কারণে উপদেশ করলেন, যে কাজ নিজে কর অন্যের সে কাজে তোমরা কেন হাসবে! (বুখারী ও মুসলিম)[৪৮৪]

---

[৪৮৩] সহীহ : বুখারী ১৩৯৯, মুসলিম ১৪৭০, আহমাদ ৮১৭০, সহীহ আল জামি' ৫৩৩০।

[৪৮৪] সহীহ : বুখারী ৪৯৪২, মুসলিম ১৪৭০।

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী : “তোমাদের কেউ স্ত্রীকে গোলামের ন্যায় প্রহার করবে না।” এর অর্থ প্রচণ্ড মার মারবে না, মানুষ যেভাবে দাস-দাসীকে প্রহার করে থাকে সেভাবে স্ত্রীকে প্রহার করা সম্পূর্ণরূপে নিষেধ। যে স্ত্রী মধুর রাত্রি যাপনের একান্ত সাথী বা অঙ্কশায়িনী দিনে তাকে প্রহার করা এটা কতই না জ্ঞানের স্বল্পতা আর হীনমন্যতার পরিচায়ক। বলা হয়ে থাকে, স্ত্রীকে প্রহারের এ নিষেধাজ্ঞা প্রহারের অনুমতির আগের বিধান যা পরবর্তী বর্ণনায় আসছে। প্রকাশ থাকে যে, নিষেধের বিষয়টি হলো বিশেষ অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ বেদম প্রহার নিষেধ যাকে হাদীসে দাস-দাসীদের প্রহারের সাথে সাদৃশ্য দেয়া হয়েছে। জাহিলী যুগে দাস-দাসীদের অমানসিকভাবে প্রহার করা হতো, এ জাতীয় প্রহার নিষেধ।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, দাস-দাসীকে শিষ্টাচার শিক্ষা দানের জন্য প্রহার করা বৈধ, তবে ক্ষমাটাই উত্তম। তিনি আরো বলেন, যে স্ত্রীকে দিবসে প্রহার করা হলো, সে স্ত্রীর সাথে রাত্রি যাপন করা, মধুর আলিঙ্গনে মিলিত হওয়া লজ্জাজনক নয় কি? তুমি রাতে তার সাথে যেহেতু মিলিত হবে দিনে তাকে প্রহার করো না।

(ফাতহুল বারী ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৯৪২; শারহু মুসলিম ১৭/১৮ খণ্ড, হাঃ ২৮৫৫; মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٤٣ـ[٦] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ لِيْ صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِيْ فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ يَنْقَمِعْنَ مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِيْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩২৪৩-[৬] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খেলার পুতুল নিয়ে সঙ্গী-সাথীদের সাথে নাবী ﷺ-এর ঘরে খেলতাম (তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৯ বছর)। রসূলুল্লাহ ﷺ যখন ঘরে প্রবেশ করতেন, তখন তারা আত্মগোপন করে থাকত। অতঃপর তিনি (ﷺ) তাদেরকে আমার নিকট (খেলতে) পাঠিয়ে দিতেন এবং তারা আমার সাথে খেলা করত। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৮৫]

ব্যাখ্যা : উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে যখন যান তখন তার বয়স ছিল মাত্র নয় বছর। তখনও তার মধ্যে শিশু বা কৈশরসুলভ স্বভাব ছিলই, তাই তিনি অন্যান্য কিশোরীদের সাথে খেলার সামগ্রী এমনকি পুতুল নিয়ে খেলা করতেন। নাবী ﷺ ঘরে প্রবেশ করলে ঐ বালিকাগুলো লজ্জায় এখানে সেখানে আত্মগোপন করে থাকতো। রসূলুল্লাহ ﷺ তার স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে শিশু-কিশোরদের প্রতি স্নেহ-বাৎসল্যতা প্রদর্শনপূর্বক তাদের ধরে এনে লজ্জা ভাঙ্গিয়ে দিলেন এবং পুনরায় 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর সাথে খেলায় জুড়ে দিলেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, এরপর তারা আমার সাথে খেলা শুরু করলো। তখন তারা যে পুতুল দিয়ে খেলা শুরু করতো তা বর্তমানের পুতুলের ন্যায় পুতুল নয় বরং খেলার সামগ্রী কাপড় বা তুলা দ্বারা তৈরি পুতুল সদৃশ এক প্রকার খেলনা ছিল মাত্র।

(ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬১৩০; শারহু মুসলিম ১৫ খণ্ড, হাঃ ২৪৪০; মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٤٤ـ[٧] وَعَنْهَا قَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْمُ عَلٰى بَابِ حُجْرَتِيْ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ بِالْحِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسْتُرُنِيْ بِرِدَائِهِ لِأَنْظُرَ إِلٰى لَعِبِهِمْ بَيْنَ أُذُنِهِ وَعَاتِقِهِ ثُمَّ يَقُوْمُ مِنْ أَجْلِيْ حَتّٰى أَكُوْنَ أَنَا الَّتِيْ أَنْصَرِفُ فَاقْدُرُوْا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيْثَةِ السِّنِّ الْحَرِيْصَةِ عَلَى اللَّهْوِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৪৮৫] **সহীহ :** বুখারী ৬১৩০, মুসলিম ২৪৪০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৮৬৩।

৩২৪৪-[৭] উক্ত রাবী ('আয়িশাহ্ رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর ক্বসম! আমি নাবী ﷺ-কে আমার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি, (ঈদের দিনে) হাবাশী যুবকরা যখন মাসজিদের আঙিনায় বর্শা নিয়ে খেলা করছিল, তখন আমি তাঁর ঘাড় ও কানের ফাঁক দিয়ে তাদের খেলা দেখতে পারি সেজন্য রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাদর দিয়ে আমাকে ঢেকে রেখেছিলেন এবং (আমার মুহাব্বাতে) ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন যতক্ষণ না আমি স্বেচ্ছায় ফিরে আসতাম। অতএব এটাই অনুমেয় যে, একজন অল্পবয়স্কা মেয়ের খেলা দেখার প্রতি যে স্বাভাবিক মনোবাসনা, (কত দীর্ঘ সময় ধরে থাকতে পারে) তা অনুমান করা যায়। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৮৬]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে (يَقُوْمُ) শব্দটি 'মাযী' বা অতীতকালের হেকায়েতের হাল বা অবস্থা বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। (حُجْرَتِيْ) এর ইয়াফতটি লামে ইখতিসাস বা বিশেষত্ববাচক। এ লাম মিলকিয়াতের অর্থ প্রদান করার সম্ভাবনাও বিদ্যমান রয়েছে।

(وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ) বাক্যটি জুমলাতু হালিয়া হয়েছে, তার অর্থ হলো : "আর হাবাশীরা (সেখানে) খেলাফরত ছিল।" (الْحِرَابِ) শব্দটি حربة-এর বহুবচন এর অর্থ ছোট বর্শা বা বল্লম।

হাবাশীরা মাসজিদ সংলগ্ন প্রশস্ত জায়গায় বর্শা পরিচালনার প্রশিক্ষণমূলক খেলায় লিপ্ত ছিল। কেউ বলেছেন, এ জায়গাটি ছিল মাসজিদের বাইরে, কেউ বলেছেন ভিতরেই। 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর কামরা মাসজিদ সংলগ্ন ছিল। তাই তিনি কামরার মধ্যে থেকেই তাদের খেলা দেখছিলেন। এজন্য রসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং নিজেই দেখার সুব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি (ﷺ) স্বীয় চাদর দ্বারা পর্দা করে দাঁড়ালেন আর 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে দাঁড়িয়ে কাঁধ ও কানের মাঝের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে তাদের খেলা উপভোগ করলেন। যুদ্ধ যেহেতু 'ইবাদাত, সুতরাং যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করাও আবশ্যক।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : "কাফিরদের সাথে (মোকাবেলার জন্য) তোমাদের সাধ্যানুযায়ী শক্তি (সংগ্রহ কর এবং) প্রস্তুত করো।" (সূরাহ্ আল আনফাল ৮ : ৬০)

সুতরাং মাসজিদ প্রাঙ্গণে অথবা মাসজিদের মধ্যে এ ধরনের খেলা শারী'আতসম্মত। আর 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর দেখার বিষয়টি ছিল পর্দার বিধান জারী হওয়ার পূর্বের ঘটনা। 'আল্লামাহ্ তূরিবিশতীও এমনটিই বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, মাসজিদে খেলায়রত হাবাশীরা ছিল বয়সে অপ্রাপ্ত বয়স্ক। সুতরাং তাদের প্রতি তাকানো অবৈধ ছিল না।

'আয়িশাহ্ رضي الله عنها যতক্ষণ দাঁড়িয়ে খেলা দেখলেন রসূলুল্লাহ ﷺ ততক্ষণ পর্যন্তই দাঁড়িয়ে তাকে খেলা উপভোগ করার সুযোগ দিলেন। এটা ছিল তার প্রতি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সর্বোচ্চ ভালোবাসা এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক বিবেচনার চূড়ান্ত নমুনা। 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর নিজস্ব বর্ণনাতেই বুঝা যায় যে, খেলা দেখার এ সময়টি ছিল দীর্ঘ, আর এই দীর্ঘ সময়ই তিনি (ﷺ) দাঁড়িয়ে ছিলেন।

(ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫১৯০; শারহু মুসলিম ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৮৯২)

٣٢٤٥-[٨] وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنِّيْ لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّيْ رَاضِيَةً وَإِذَا كُنْتِ عَنِّيْ غَضْبٰى» فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذٰلِكَ؟ فَقَالَ: «إِذَا كُنْتِ عَنِّيْ رَاضِيَةً فَإِنَّكَ تَقُوْلِيْنَ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَإِذَا

[৪৮৬] সহীহ : বুখারী ৫২৩৬, মুসলিম ৮৯২, নাসায়ী ১৫৯৫, আহমাদ ১৬১০১, ইরওয়া ১৮০৫।

كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبٰى قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ». قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلْ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩২৪৫-[৮] উক্ত রাবী ('আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, (হে 'আয়িশাহ্!) তোমার মন যখন আমার প্রতি সন্তোষ থাকে এবং যখন অসন্তোষ হয়– তা আমি বুঝতে পারি। আমি ('আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা) জিজ্ঞেস করলাম, কিভাবে তা বুঝতে পারেন? উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যখন তোমার মন আমার প্রতি সন্তোষ থাকে (তখন কথা প্রসঙ্গে ক্বসমের প্রয়োজনে) তুমি বল- "না, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রবের ক্বসম!" অপরদিকে যখন তোমার মন আমার প্রতি অসন্তোষ থাকে তখন তুমি বল- "না, ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর রবের ক্বসম!" আমি ('আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললাম, জি, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! তবে আমি শুধু আপনার নামই পরিত্যাগ করি (কিন্তু হৃদয়ে আপনার প্রতি শ্রদ্ধা, প্রীতি-ভালোবাসা সর্বদা অটুট থাকে)। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৮৭]

ব্যাখ্যা : স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা যত গভীরই হোক না কেন তবু কোনো কোনো সময় তার মধ্যে একটু ভাটা পরে, আর এটার বহিঃপ্রকাশ ঘটে অভিমান দিয়ে। এ অভিমান নিন্দনীয় নয়, বরং এতে তাদের ভালোবাসা আরো গভীর ও অটুট হয়। এটা যেন পরম প্রেমসম্পদকে আরো কাছে টানার আত্মজগতের এক অদৃশ্য প্রস্তাব।

মুসলিম নারীদের আদর্শ উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা-এর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অভিমানের ঘটনা এখানে প্রকাশিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন টের পেলেন তখন তা 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা-এর কাছে বলে ফেললেন যে, আমি কিন্তু তোমার এই কাজ বুঝতে পারি। 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কিভাবে তা বুঝতে পারেন? ওয়াহীর মাধ্যমে বা কাশ্ফের মাধ্যমে, নাকি কোনো কিছুর আলামত আপনার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উত্তরে বললেন, তুমি যখন আমার প্রতি সন্তুষ্ট ও খুশি থাকো তখন কোনো কিছুর শপথ করতে বলে থাকো, 'মুহাম্মাদ-এর রবের শপথ' আর যখন তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকো তখন এ জাতীয় শপথে বলে থাকো, 'ইব্রাহীম-এর রবের শপথ' আমার নামের পরিবর্তে তুমি ইব্রাহীম-এর নাম উচ্চারণ করে থাকো। এর প্রতি উত্তরে 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন, হে আল্লাহর রসূল! হ্যাঁ, তবে এটা আমার মুখের কথাই মাত্র, আল্লাহর শপথ! আমি অভিমানের সময় শুধু মৌখিক আপনার নামটাই বাদ দেই কিন্তু আপনার মহব্বত এবং শ্রদ্ধা আমার হৃদয়ে গভীর ও স্থায়ীভাবে প্রোথিত।

ইবনুল মুনীর (রহঃ) বলেন, 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম বাদ দিয়ে ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর নাম উচ্চারণ করে দূর পথে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা অক্ষুণ্ণই রেখেছেন।

(শারহু মুসলিম ৯ম খণ্ড, হাঃ ২৪৩৯; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٤٦-[٩] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهٗ إِلٰى فِرَاشِهٖ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ: «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُوْ امْرَأَتَهٗ إِلٰى فِرَاشِهٖ فَتَأْبٰى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتّٰى يَرْضٰى عَنْهَا».

---

[৪৮৭] সহীহ : বুখারী ৫২২৮, মুসলিম ২৪৩৯, আহমাদ ২৪৩১৮, সহীহাহ্ ৩৩০২, সহীহ আল জামি' ২৪৯০।

৩২৪৬-[৯] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : স্বামী যখন তার স্ত্রীকে (সহবাসের উদ্দেশে) বিছানায় ডাকে আর স্ত্রী তার ডাক প্রত্যাখ্যান করে। এমতাবস্থায় স্বামী অসন্তোষ অবস্থায় রাত্রি যাপন করে, তখন এ স্ত্রী এভাবে রাত্রি যাপন করে যে, মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) তার ওপর অভিশাপ করতে থাকে রাত্রি শেষে ভোর অবধি। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৮৮]

বুখারী ও মুসলিম-এর অপর বর্ণনায় আছে, তিনি (সাঃ) বলেছেন : ঐ সত্তার কৃসম যার হাতে আমার প্রাণ! কোনো পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে বিছানায় (সহবাসের উদ্দেশে) ডাকে আর স্ত্রী তা প্রত্যাখ্যান করে, তবে আকাশমণ্ডলীর অধিকারী তার প্রতি অসন্তোষ থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত তার স্বামী তার প্রতি সন্তোষ না হয়।

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বাণী : (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلٰى فِرَاشِهٖ) "যখন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বিছানার দিকে আহ্বান করে"। এতে ইশারা রয়েছে একাধিক বিছানার বৈধতা এবং দু'জনের একত্রিত হওয়ার প্রতিও ইশারা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তারা তোমাদের পোষাক স্বরূপ তোমরাও তাদের পোষাক স্বরূপ।" (সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ ২ : ১৮৭)

স্ত্রী যদি আহ্বানে অস্বীকার করে অর্থাৎ শারী'আত ওযর ছাড়া আহ্বানে সাড়া না দেয় বা নিকটে আসতে অস্বীকার করে, আর স্বামী তার প্রতি এ চাহিদা নিয়ে অসন্তুষ্ট মনে বা তার প্রতি রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায়, তাহলে আল্লাহর মালায়িকাহ্ (ফেরেশতামণ্ডলী) সারা রাত ঐ নারীর ওপর লা'নাত বর্ষণ করতে থাকেন। কেননা সে বিনা ওযরে তার স্বামীর প্রতি আনুগত্য নির্দেশ লঙ্ঘন করেছে, যে আনুগত্য কোনো পাপমূলক ছিল না।

অনেকেই বলেছেন, মাসিক ঋতুকালও ওযরের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ মাসিক ঋতু অবস্থায়ও যদি স্বামী তাকে স্বীয় বিছানায় আহ্বান করে তবু তাকে তার সঙ্গ দিতে হবে। কেননা জুমহূর 'উলামার মতে মাসিক অবস্থায় স্ত্রীর সাথে কেবল যৌনমিলন ছাড়া তার সকল কিছুই উপভোগ করতে পারবে এবং এটা তার অধিকার।

মালাকের (ফেরেশতার) লা'নাত হবে সারা রাত্রি অর্থাৎ ফাজ্‌র পর্যন্ত মালাক তার ওপর অভিসম্পাত করতে থাকবে। কেউ কেউ বলেছেন : এমনকি সারা দিনও এ অভিসম্পাত চলবে যতক্ষণ না তার চাহিদা থেকে অমুখাপেক্ষী হয়। পরিবর্তী বর্ণনায় তার প্রমাণ এসেছে। নাবী (সাঃ) বলেছেন, স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করে আর সে যদি তা অস্বীকার করে তাহলে আসমানের সত্ত্বা অর্থাৎ মহান আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন, যতক্ষণ স্বামী তার ওপর সন্তুষ্ট না হন।

এ হাদীস আরো প্রমাণ করে যে, আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হলো স্বামীর অসন্তুষ্টি, অর্থাৎ স্বামী অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহ তা'আলাও অসন্তুষ্ট হন। [এটা তো স্বামীর একটা যৌন চাহিদা মিটানোর বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশ অমান্যের কারণে, আর যিনি আল্লাহর দীনের নির্দেশাবলী অমান্য করে চলছেন তার প্রতি আল্লাহর অসন্তুষ্টি কি রকম হতে পারে?] [সম্পাদক] (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খঃ হাঃ ৩২৩৭, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٤٧ -[١٠] وَعَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ لِيْ ضَرَّةً فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِيْ غَيْرَ الَّذِيْ يُعْطِيْنِيْ؟ فَقَالَ : «اَلْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُوْرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[৪৮৮] সহীহ : বুখারী ৩২৩৭, মুসলিম ১৪৩৬, আবূ দাউদ ২১৪১, আহমাদ ৯৬৭১, ইরওয়া ২০০২, সহীহ আত্ তারগীব ১৯৪৭।

৩২৪৭-[১০] আসমা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা স্ত্রীলোক জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! আমার এক সতীন আছে। অতঃপর আমি যদি ঐ সতীনের নিকট আমার স্বামী যা আমাকে দেয়নি তা পেয়েছি বলে প্রকাশ করি, তাতে কি আমার গুনাহ হবে? তদুত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, না পেয়েও পেয়েছি বলে প্রকাশ করা যেন দ্বিগুণ মিথ্যুক, সে যেন মিথ্যার দু'খানা পোশাক পরিধানকারী। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৮৯]

ব্যাখ্যা : 'আরবীতে ضَرَّةٌ এর অর্থ সতীন। ضَرَّةٌ আভিধানিক অর্থ ক্ষতি, অনিষ্ট, অপকারিতা ইত্যাদি। সতীন হলো স্বামীর অন্য স্ত্রী। একজন পুরুষের দু'জন স্ত্রী থাকলে স্ত্রীদ্বয় পরস্পর সতীন। একাধিক স্ত্রী পরস্পর একে অপরের জন্য ক্ষতির কারণ। সতীন হিংসা অথবা পরশ্রীকাতরতার কারণে অপরের ক্ষতি করে অথবা তাকে নিয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, এজন্য 'আরবেরা একাধিক স্ত্রীকে ضَرَّةٌ 'ক্ষতি' নামে নামাঙ্কিত করেছে, যার সহজ বাংলা রূপ হলো সতীন। অবশ্য মুবালাগাহ্ বা আধিক্য হিসেবে এটা বলা হয়েছে। 'আরবেরা একে طَبَّةٌ (ত্ববাহ্)-ও বলে থাকে যার অর্থ পারদর্শিতা। যেহেতু সতীন একজনের জন্য ক্ষতির ব্যাপারে পারদর্শী হয়ে থাকে বা তার থেকে ক্ষতির আশংকা থেকে থাকে, তাই তাকে বলা হয়। এটা এজন্য যে, সতীন সতীনের দোষ অনুসন্ধানে সচেতন, পারদর্শী ও বিচক্ষণও বটে।

মহিলাটি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে জানতে চাইলেন তার স্বামী তাকে যা প্রদান করে তার সতীনের কাছে তার চেয়ে বেশি প্রকাশ করা বৈধ কিনা? এর উদ্দেশ্য হলো যাতে স্বামী তার নিজের কাছে অধিক প্রিয় হয় এবং সতীনের মধ্যে গোস্বা সৃষ্টি হয় ফলে এর দ্বারা সতীনের ক্ষতি হয় আর স্বামী তার প্রিয় হয়। এর উত্তরে রসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন তা স্পষ্ট। তিনি বললেন, না পেয়ে পাওয়ার ভান করা বা মিথ্যা পরিতৃপ্ত হওয়ার আচ্ছাদন প্রদর্শন করার দৃষ্টান্ত হলো মিথ্যা দু'টি পোশাক পরিধান করা। এ পোশাক দু'টি হয় আমানাত অথবা পরের কাছ থেকে ধার করা বা চেয়ে নেয়া পোশাক। মানুষ তাকে দেখে মনে করবে এই চাকচিক্য সুন্দর দৃষ্টি নন্দন পোশাকটি কতই না সুন্দর এ পোশাকটি হয় তো বা তার নিজের, কিন্তু মূলতঃ তার নয়। অথবা কোনো সাধারণ ব্যক্তি বড় কোনো আবিদ যাহিদ আল্লাহওয়ালার পরহেজগারীর আসকান, জুব্বা ইত্যাদি পরিধান করে নিজেকে মিছামিছি আল্লাহওয়ালা দরবেশ প্রমাণ করতে চাওয়া। এটা যেমন প্রতারণা এবং গুনাহের কাজ ঠিক তেমনি স্বামীর দেয়া কোনো কিছুকে বাড়িয়ে বলা ও প্রকাশ করাও প্রতারণা, বিশেষ করে অন্য সতীনের কাছে প্রকাশ করা গুনাহের কাজ।

(ফাতহুল বারী ৯ম খঃ হাঃ ৫২১৯; শারহু মুসলিম ১৪শ খণ্ড, হাঃ ২১৩০; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٤٨ـ[١١] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: اٰلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهٖ شَهْرًا وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهٗ فَأَقَامَ فِيْ مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اٰلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩২৪৮-[১১] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীগণের সাথে এক মাসের ঈলা (পৃথক থাকার কৃসম) করেছিলেন। কেননা সওয়ারী হতে পড়ে গিয়ে যখন তাঁর (বাম) পা মচকে যায় তখন তিনি (ﷺ) উঁচু কোঠায় উনত্রিশ দিন অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর নেমে আসলে লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এক মাসের ঈলা করেছিলেন (অথচ উনত্রিশ দিনেই নীচে নেমে আসলেন)? উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, (চন্দ্র) মাস কখনও উনত্রিশ দিনেও হয়। (বুখারী)[৪৯০]

---

[৪৮৯] সহীহ : বুখারী ৫২১৯, মুসলিম ২১৩০, আবূ দাউদ ৪৯৯৭, আহমাদ ২৬৯২১, সহীহ আল জামি' ৬৬৭৫।

[৪৯০] সহীহ : বুখারী ৫২০১, নাসায়ী ৩৪৫৬, তিরমিযী ৬৯০, ইবনু মাজাহ ২০৬১, সহীহাহ্ ৩৫০৫।

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সাথে 'ঈলা' করেছিলেন। 'ঈলা' শব্দটি 'আরবী মাসদার বা শব্দমূল إِيْلَاءٌ থেকে آلِىْ অতীতকালের ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয়েছে। 'ঈলা' শব্দের আভিধানিক অর্থ শপথ করা, ক্বসম করা। পরিভাষায় স্ত্রীর নিকট দাম্পত্য সম্পর্কের জন্য বা সহবাস গমন না করার শপথ করা।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘোড়া কিংবা খচ্চরের পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে পায়ে মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হন। এ আঘাতে তাঁর পায়ের জোড়া খুলে যায়। চলতে ফিরতে না পারায় তিনি একটি দ্বিতল ভবনে বিশ্রামের জন্য অবস্থান করেছিলেন। এই সময় তিনি তার স্ত্রীদের সাথে ঈলা করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রসিদ্ধ ঈলার ঘটনা এটি নয়।

রাবীর বর্ণনা (اِنْفَكَّتْ رِجْلُهٗ) অর্থাৎ তার পায়ের জোড়া খুলে গিয়েছিল। এখানে اِنْفَكَّتْ এর অর্থ اِنْفَرَجَتْ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, অর্থাৎ পায়ের গিরার জোড়া থেকে হাড় খুলে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : انفكاك হলো অবষণ্নতা ও দুর্বলতার একটি প্রকার, আর الخلع শব্দের অর্থ হলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এক অংশ থেকে অন্য অংশ সরে যাওয়া, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া।

রসূলুল্লাহ ﷺ ঐ দ্বিতল কক্ষে উনত্রিশ দিন অবস্থানের পর যখন সেখান থেকে অবতরণ করেন, অর্থাৎ ঈলার মেয়াদ শেষ হলে তিনি স্ত্রীদের নিকট গমন করলেন। তখন লোকেরা তাকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো ঈলা করেছিলেন এক মাসের জন্য? নাবী ﷺ তার উত্তরে বললেন, মাস কখনো কখনো উনত্রিশ দিনেও হয়। সম্ভবতঃ ঐ মাসটি উনত্রিশ দিনেই হয়েছিল, তাই নাবী ﷺ উনত্রিশ দিনে তার ঈলার মেয়াদ সমাপ্ত করেছিলেন। শারহুস্ সুন্নাহ্ গ্রন্থকার বলেন, যদি কেউ মাসের কথা উল্লেখ করে বলে আমি আল্লাহর ওয়াস্তে অমুক অমুক মাস সওম পালন করবো, এখন ঐ মাসগুলোর মধ্যে যদি ২৯ দিনের অপূর্ণাঙ্গ মাস এসে যায় তাহলে তার ৩০ পুরতে আরেকটি সিয়াম পালন করতে হবে না। কিন্তু সে যদি মাসের নাম নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করে বলে আমি আল্লাহর ওয়াস্তে একমাস সিয়াম পালন করবো, তাহলে তাকে ত্রিশটি সিয়ামই পালন করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী : "হে নাবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের বলে দিন।" (সূরাহ্ আল আহযাব ৩৩ : ২৮)

এ আয়াতের প্রেক্ষিতে 'আল্লামাহ্ বাগাভী (রহঃ) বলেন : নাবী পত্নীগণ দুনিয়ার আরাম-আয়েশের সামগ্রী এবং জীবন নির্বাহের উপরকরণাদির বরাদ্দ বাড়িয়ে দিতে আবেদন জানালেন। আর স্ত্রীদের কতিপয় কতিপয়ের উপর গায়রাত বা আত্মমর্যাদা প্রকাশ করে নাবীকে কষ্ট দিলেন, এ সময় নাবী ﷺ তাদের বর্জন করলেন এবং এক মাস তাদের নিকট গমন না করার শপথ করলেন, তিনি এ সময় তার সহাবীদের নিকটও বের হননি। লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, তার কি হয়েছে? তারা এও বলতে লাগলেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ তার স্ত্রীদের ত্বলাক্ব দিয়েছেন। 'উমার رضي الله عنه তখন বললেন, আমি অবশ্যই তার আসল ঘটনাটা তোমাদের জানাবো। তিনি বলেন, অতঃপর আমি তখনই রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গমন করে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আপনার স্ত্রীদেরকে ত্বলাক্ব দিয়ে দিয়েছেন? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি মুসলিমদের এই মাত্র মাসজিদের মধ্যে বলতে শুনে আসলাম, তারা বলছে রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের ত্বলাক্ব দিয়েছেন। আপনি আমাকে অনুমতি দিন আমি তাদের বলে আসি যে, তিনি তাঁর স্ত্রীদের ত্বলাক্ব দেননি। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, ইচ্ছা করলে যেতে পারো। 'উমার বলেন, অতঃপর আমি গিয়ে মাসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা দিলাম যে, রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের ত্বলাক্ব দেননি। এ সময় আল্লাহ 'খিয়ারাতের' আয়াত নাযিল করেন।

(ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৯১১; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٤٩ـ[١٢] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ رضي الله عنه يَسْتَأْذِنُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوْسًا بِبَابِهٖ لَمْ يُؤْذَنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ قَالَ: فَأُذِنَ لِأَبِىْ بَكْرٍ فَدَخَلَ ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهٗ فَوَجَدَ النَّبِيَّ ﷺ جَالِسًا حَوْلَهٗ نِسَائُهٗ وَاجِمًا سَاكِتًا قَالَ فَقُلْتُ: لَأَقُوْلَنَّ شَيْئًا أُضْحِكُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأَلَتْنِى النَّفَقَةَ فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ: «هُنَّ حَوْلِىْ كَمَا تَرٰى يَسْأَلْنَنِى النَّفَقَةَ». فَقَامَ أَبُوْ بَكْرٍ إِلٰى عَائِشَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا وَقَامَ عُمَرُ إِلٰى حَفْصَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا كِلَاهُمَا يَقُوْلُ: تَسْأَلِيْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا لَيْسَ عِنْدَهٗ؟ فَقُلْنَ: وَاللّٰهِ لَا نَسْأَلُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا أَبَدًا لَيْسَ عِنْدَهٗ ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ ثُمَّ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ: ﴿يٰأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ﴾ حَتّٰى بَلَغَ ﴿لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيْمًا﴾ [سورة الأعراف٧: ٢٨-٢٩]

قَالَ: فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! إِنِّىْ أُرِيْدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكِ أَمْرًا أُحِبُّ أَنْ لَا تَعْجَلِىْ فِيْهِ حَتّٰى تَسْتَشِيْرِىْ أَبَوَيْكِ». قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ فَتَلَا عَلَيْهَا الْاٰيَةَ قَالَتْ: أَفِيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَسْتَشِيْرُ أَبَوَيَّ؟ بَلْ أَخْتَارُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَأَسْأَلُكَ أَنْ لَا تُخْبِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِىْ قُلْتُ: قَالَ: «لَا تَسْأَلُنِىْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا أَخْبَرْتُهَا إِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَبْعَثْنِىْ مُعَنِّتًا وَلَا مُتَعَنِّتًا وَلٰكِنْ بَعَثَنِىْ مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩২৪৯-[১২] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাক্র رضي الله عنه রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন, যদিও বহু লোক তাঁর দরজায় বসে ছিল, কিন্তু তাদের প্রবেশানুমতি দেয়া হয়নি। [রাবী বলেন,] তিনি (ﷺ) আবূ বাক্র رضي الله عنه-কে অনুমতি দিলেন এবং তিনি প্রবেশ করলেন। অতঃপর পরে 'উমার رضي الله عنه এসে অনুমতি চাইলে তাঁকেও অনুমতি দেয়া হলো এবং তিনিও প্রবেশ করলেন। কিন্তু প্রবেশ করে দেখতে পেলেন নাবী ﷺ বিমর্ষ ও নীরব অবস্থায় বসে থাকতে এবং আশপাশে তাঁর সহধর্মিণীগণও বসে রয়েছে। এমতাবস্থায় 'উমার رضي الله عنه মনে মনে চিন্তা করলেন যে, এমন কোনো কথা বলা যায় যাতে নাবী ﷺ তা শুনে হেসে দেন। তাই বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি যদি দেখতেন বিনতু খারিজাহ্ আমার নিকট (সামর্থ্যের অতিরিক্ত) ভরণ-পোষণের খরচ চাইত, তবে আমি উঠে তার ঘাড় চেপে ধরতাম। এটা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ হেসে দিলেন এবং বললেন, এই যে আমার চারপাশ ঘিরে আছে দেখছেন, এরা আমার নিকটও (বেশি পরিমাণ) খোরপোষ চাচ্ছে। এতে আবূ বাক্র رضي الله عنه উঠে গিয়ে (তার কন্যা) 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর ঘাড় চেপে ধরলেন। অনুরূপভাবে 'উমার رضي الله عنه (তার কন্যা) হাফসাহ্ رضي الله عنها-এর ঘাড় চেপে ধরলেন এবং উভয়ে (আপন আপন কন্যাকে) বলতে লাগলেন, তুমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এমনটি চাচ্ছ যা তার কাছে নেই। তখন সকলেই বলে উঠল, আল্লাহর কৃসম! আমরা কক্ষনো রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এমনটি প্রত্যাশা করব না যা তাঁর কাছে নেই। অতঃপর তিনি (ﷺ) একমাস অথবা উনত্রিশ দিন

তাদের হতে পৃথক রইলেন। অতঃপর এ আয়াত নাযিল হয়, অর্থাৎ- "হে নাবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের বলে দাও- তোমরা যদি পার্থিব জীবন আর তার শোভাসৌন্দর্য কামনা কর, তাহলে এসো, তোমাদেরকে ভোগসামগ্রী দিয়ে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দেই। আর তোমরা যদি আল্লাহ, তাঁর রসূল ও পরকালের গৃহ কামনা কর, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদের জন্য আল্লাহ মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন"– (সূরাহ্ আল আহযাব ৩৩ : ২৮-২৯)।

রাবী বলেন, তিনি (ﷺ) 'আয়িশাহ্ (رضي الله عنها)-কে দিয়ে আরম্ভ করে বললেন, হে 'আয়িশাহ্! আমি তোমার কাছে এমন এক বিষয় বলতে চাই, যে বিষয়ে তোমার বাবা-মায়ের সাথে পরামর্শ ব্যতীত তাড়াতাড়ি করে কোনো মতামত দিবে না। 'আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) বলেন, কি সে বিষয়? হে আল্লাহর রসূল! অতঃপর তিনি (ﷺ) তাঁকে আয়াত তিলাওয়াত করে শুনালেন। তা শুনে 'আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) বললেন, আপনার সম্পর্কে আমি পিতামাতার সাথে কি পরামর্শ করব? বরং আমি আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখিরাতের জীবন গ্রহণ করলাম; অতঃপর বললেন, আমি যা বললাম অনুগ্রহ করে তা আপনার অপর স্ত্রীগণের কাউকেও বলবেন না। তিনি (ﷺ) বললেন, তবে স্ত্রীগণের মধ্যে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, তখন তাকে বলতেই হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমার দ্বারা কাউকে কষ্ট দেয়া এবং কাউকে অসুবিধায় ফেলার কামনাকারী হিসেবে পাঠাননি; বরং আমাকে শিক্ষাদাতারূপে এবং সহজকারীরূপে (সহযোগীরূপে) পাঠিয়েছেন। (মুসলিম)[৪৯১]

ব্যাখ্যা : খায়বার যুদ্ধ থেকে গনীমাতের মাল সম্পদ আসলে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর স্ত্রীগণ তাদের খোর পোষের খরচ বাড়িয়ে দেয়ার দাবী জানালেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাতে রাযী হলেন না। এতে তাদের মন খারাপ হয়ে গেলে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-ও মনোকষ্টে পড়ে যান। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আবূ বাক্‌র (رضي الله عنه) খবর পেয়ে দৌড়ে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাড়িতে যান, গিয়ে দেখেন বাড়ির সামনে অনেক লোক বসা কিন্তু রসূলুল্লাহ (ﷺ) কাউকেই বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেননি। কিন্তু আবূ বাক্‌র উপস্থিত হলে তিনি তাকে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করলেন। অতঃপর 'উমার (رضي الله عنه) আসলে তাকেও অনুমতি দেয়া হলো। তিনি গিয়ে দেখেন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বসে আছেন আর তাঁর স্ত্রীগণ বিষণ্ন মনে নির্বাক হয়ে তার চারপাশেই উপবিষ্ট রয়েছেন। সম্ভবতঃ এটা পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

হাদীসে سَاكِتًا - وَاجِمًا দু'টি শব্দ এসেছে وَاجِمًا এর অর্থ حَزِيْنًا مُهْتَمًّا ভীষণ চিন্তাগ্রস্ত ও শোকাকুল অবস্থা হওয়া। নিহায়াহ্ গ্রন্থে এসেছে, (الْوَاجِمُ مَنْ أَسْكَتَهُ الْهَمُّ) নির্বাক ব্যক্তি, দুঃশ্চিন্তা তাকে নীরব নিস্তব্ধ করে ফেলেছে। রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চেহারার মধ্যেও ছিল বিষণ্নতা, তাই 'উমার (رضي الله عنه) মনে মনে ভাবলেন, আমি এমন একটা কৌতুকপূর্ণ কথা বলবো যাতে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মনোকষ্ট দূর হয়ে মুখে হাসি ফুটে উঠে। অতঃপর তিনি তাকে আনন্দ দেয়ার জন্য বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি যদি খারিজার কন্যা (স্বীয় পত্নী)-কে এ রকম বেশি বেশি খরচ দাবী করতে দেখতাম তাহলে দৌড়ে গিয়ে তার গলা টিপে ধরতাম। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (ﷺ) হেসে ফেললেন। উদ্দেশ্য ছিল রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে একটু আনন্দ দান এবং তাকে উজ্জীবিত করা, আর কৌতুককে কদর্যমুক্ত করা।

হাদীসের শব্দ : (فَضَحِكَ) অতঃপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) হেসে দিলেন, কোনো বর্ণনায় (أَضْحَكَ) ('উমার (رضي الله عنه)) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে হাসালেন। এর ব্যাখ্যায় ইমাম নাবাবী (রহঃ) মুসলিমের শারাহ (ভাষ্য) গ্রন্থে বলেছেন, এটা প্রমাণ করে যে, কেউ যদি তার সাথীকে চিন্তাগ্রস্ত দেখে তবে তাকে এমন কথা বলা অথবা

---

[৪৯১] **সহীহ :** মুসলিম ১৪৭৮, সহীহাহ্ ৩৫৩০, সহীহ আল জামি' ১৮০৬।

এমন কাজের দিকে মনোযোগী করা মুস্তাহাব, যাতে তার চিন্তা দূর হয় এবং মুখে হাসি ফুটে। এতে যেন তার মন প্রাণ ও হৃদয় পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর হয়ে যায়। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও চিন্তাগ্রস্ত লোককে (কোনো কথা বলে) একটু আনন্দ দিতেন।

হাদীসের শব্দ, وَجَأ এর অর্থ করতে গিয়ে মির্ক্বাতুল মাফাতীহ গ্রন্থকার বলেন, الْوَجْأ হলো الضَّرْبُ بِالْيَدِ হাত দ্বারা মারা, কামূস অভিধানে, الْوَجْأ এর অর্থ الضَّرْب দ্বারা করা হয়েছে। 'আরবেরা ضرب প্রহার শব্দকে পরিবর্তন করে তদস্থলে الْوَجْأ শব্দ ব্যবহার করে থাকে। অবশ্য এটা ছড়ি বা লাঠি দিয়ে নয় বরং নিছক হাত দিয়ে গলা ধরার মতো কিছু করা, যেমন আবূ বাক্র এবং 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) স্বীয় কন্যাদের ধরেছিলেন।

আবূ বাক্র ও 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) যখন নিজ নিজ কন্যাকে বললেন, তোমরা এমন সব খরচের আবদার করছো যা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট নেই? অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যা দেয়ার সামর্থ্য নেই? তাই তোমরা চাচ্ছো? উত্তরে তারা দু'জনে অথবা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সকল স্ত্রীই বললেন, আমরা শপথ করে বলছি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট নেই এমন জিনিস কখনো আমরা চাইবো না। এরপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একমাস কিংবা উনত্রিশ দিন তাদের অর্থাৎ স্ত্রীদের স্বীয় বিছানা এবং সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন। অতঃপর এ আয়াত নাযিল হয় : (অর্থ) "হে নাবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের বলে দিন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা করো, তবে আসো, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দেই। পক্ষান্তরে যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং পরকাল কামনা করো, তবে তোমাদের মুহসিন বা সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন মহাপুরস্কার।"

(সূরাহ্ আল আহযাব ৩৩ : ২৮-২৯)

জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার এ প্রস্তাব 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে দ্বারা শুরু করলেন, স্ত্রীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অধিক বুদ্ধিমতী এবং শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারিণী। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে এবং এককভাবে চিন্তা না করে, বরং ধীরস্থিরভাবে পিতা-মাতার সাথে পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রস্তাব পেশ করেন। যাতে বয়সের স্বল্পতাজনিত কারণে এবং দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি তার (চাহিদার) দৃষ্টি অন্যদিকে না গিয়ে পড়ে। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বভাবতই জানতেন যে, তার পিতা-মাতা কখনো রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে তার বিচ্ছেদকে নির্দেশ করবেন না। তাই তিনি পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রস্তাব পেশ করেন।

'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহঃ) বলেন : রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বলেন, "তুমি তাড়াহুড়া করো না", অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না; এটা ছিল তাঁর প্রতি এবং তার পিতা-মাতার প্রতি অধিক ভালোবাসা এবং মুহাব্বাতের কারণে। আর তাকে তার স্ত্রীদের মর্যাদায় অক্ষুণ্ন রেখে পরিবারিক কল্যাণ সাধনের নিমিত্বে। স্বল্প বয়স এবং ক্ষীণ অভিজ্ঞতার করণে তিনি যদি আল্লাহর রসূলকে গ্রহণ না করে দুনিয়াকেই গ্রহণ করে বসেন তাহলে তিনি যেমন ক্ষতির মুখে পড়ে যাবেন, তার পরিবারও অপরিমিত ক্ষতির মুখে পড়বেন, সাথে সাথে অন্যান্য স্ত্রীরাও তার অনুসরণে নানামুখী ক্ষতির মুখে পড়ে যাবেন।

আল্লাহর রসূলের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন ইতিহাসের স্বর্ণ অক্ষরে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত তা লিপিবদ্ধ থাকবে এবং যুগ যুগ কাল ধরে মুসলিম নর-নারীরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেই থাকবে। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) উত্তর দিলেন, আপনার সম্পর্কে আমি পিতা-মাতার সাথে কি পরামর্শ করবো, আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে গ্রহণ করেছি এবং আখিরাতের জীবন বেছে নিয়েছি। আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে গ্রহণ করতে কারো পরামর্শ, সম্মতি ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না।

'আল্লামাহ্ ক্বারী (রহঃ) বলেন : এ বাক্যে ইশারা পাওয়া যায় যে, দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি ভালোবাসা বা আকাঙ্ক্ষী হওয়া এবং আখিরাতের সুখ সন্ধান একই সাথে পূর্ণভাবে সম্ভব নয়। নাবী ﷺ বলেছেন : যে দুনিয়াকে ভালোবাসে আখিরাতে সে হয় ক্ষতিগ্রস্ত, আর যে আখিরাতকে ভালোবাসে সে দুনিয়াতে হয় ক্ষতিগ্রস্ত, সুতরাং হে কল্যাণ প্রত্যাশীরা! তোমরা চিরস্থায়ী বস্তুকে ধ্বংসশীল বস্তুর উপর প্রাধান্য দাও।

'আয়িশাহ্ (রাঃ) নিজের পছন্দের কথা অন্যান্য স্ত্রীদের নিকট ব্যক্ত না করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, স্ত্রীদের যে কেউই জিজ্ঞেস করলে এ ভালো কথাটুকু আমি বলে দিবো, কেননা আমি তো মানুষের জন্য সহজকারী শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি, কষ্টদানকারী নয়।

অন্য হাদীসে এসেছে, আমি মানুষকে জান্নাতের (চিরস্থায়ী সুখ ও নি'আমাতের) সুসংবাদদানকারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে গ্রহণ করবে, পরকালের জীবনকেই দুনিয়ার জীবনের উপর প্রাধান্য দিবে তার জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

(শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৪৭৮; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٥٠ـ[١٣] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ مِنَ اللَّاتِيْ وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ: أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا؟ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِيْ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ [سورة الأحزاب٣٣:٥١]. قُلْتُ: مَا أَرٰى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِيْ هَوَاكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَحَدِيثُ جَابِرٍ: «اتَّقُوا اللّٰهَ فِي النِّسَاءِ» ذُكِرَ فِيْ «قِصَّةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ».

৩২৫০-[১৩] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে নারীরা স্বেচ্ছায় নিজেদেরকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য উৎসর্গ করত (প্রকাশ করত), আমি তাদেরকে নিকৃষ্ট মনে করতাম এবং (মনে মনে) বলতাম, কোনো নারী কি এতটা নির্লজ্জ হতে পারে (কোনো পুরুষের নিকট স্বেচ্ছায় নিজেকে উৎসর্গ করবে)? অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন, অর্থাৎ- "তুমি তাদের যাকে ইচ্ছে সরিয়ে রাখতে পার, আর যাকে ইচ্ছে তোমার কাছে আশ্রয় দিতে পার। আর তুমি যাকে আলাদা ক'রে রেখেছ তাকে কামনা করলে তোমার কোনো অপরাধ নেই..."– (সূরাহ্ আল আহযাব ৩৩ : ৫১)। তখন আমি তাঁকে বললাম- আমি তো দেখি আপনার প্রভু আপনার কামনা-বাসনা পূরণে সর্বদা তৎপর। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৯২]

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে 'মহিলাদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর' বর্ধিতাকারে বিদায় হাজ্জের ঘটনায় বর্ণনা করেন।

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর কথা (كُنْتُ أَغَارُ.....) এর অর্থ হলো أُعِيبُ عَلَيْهِنَّ 'আমি তাদের দোষ মনে করতাম', যাতে মহিলারা নিজেকে অপরের জন্য হেবা করে না দেয়। এটা নারী জাতির স্বভাবজাত একটা লজ্জাঙ্কর বিষয় তবে এই হেবা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য লজ্জাজনক নয় তো বটেই, বরং তা প্রশংসনীয়। কোনো মহিলা তার স্বীয় সত্তাকে নাবীর জন্য হেবা করে দিলে নাবী ﷺ তাকে ইচ্ছা করলে গ্রহণ করতে পারেন অথবা নাও করতে পারেন, এটা তার এখতিয়ার। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যখন এ আয়াত নাযিল করলেন :

---

[৪৯২] সহীহ : বুখারী ৪৭৮৮, মুসলিম ১৪৬৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৩৬৭।

অর্থাৎ- "আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। আপনি যাকে দূরে রেখেছেন তাকে কামনা করলে তাতে আপনার কোনো দোষ নেই... ।"

(সূরাহ্ আল আহ্যাব ৩৩ : ৫১)

'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি যা চান আল্লাহ তা দ্রুতই দিয়ে দেন।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : ঐ আয়াতের ভাবার্থ হলো, হে নাবী! অপরের জন্য যা সীমাবদ্ধ আপনার জন্য তা উন্মুক্ত এবং প্রশস্ত, এটাই আপনার জন্য কল্যাণ। নাবী (সাঃ)-এর জন্য যে সকল নারী নিজকে হেবা বা উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন তারা হলেন : মায়মূনাহ্ (রাঃ); কেউ কেউ বলেছেন, উম্মু শারীক (রাঃ)। কেউ কেউ যায়নাব বিনতু খুযায়মাহ্ (রাঃ)-এর নাম বলেছেন, কেউ খাওলাহ্ বিনতে হাকিম-এর নাম। এ হাদীসের দ্বারা যা প্রকাশ পায় তা হলো উৎসর্গের ঘটনা একদল স্ত্রী দ্বারাই সংঘটিত হয়েছিল। আর এটা সূরাহ্ আল আহ্যাব-এর ৫০ নং আয়াতে বর্ণিত আয়াতের পরিপন্থী নয়; আল্লাহ তা'আলা বলেন : অর্থাৎ- "কোনো মু'মিনাহ্ নারী যদি নিজকে নাবীর জন্য হেবা করে দেয়..... ।" (সূরাহ্ আল আহ্যাব ৩৩ : ৫০)

এখানে নাকিরা বা অনির্দিষ্ট শব্দ কখনো উমূম বা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। সুতরাং হেবাকারী কোনো একজন নির্দিষ্ট স্ত্রীই এমনটি নয় বরং একাধিক স্ত্রী হতে পারেন।

হাদীস শেষে জাবির (রাঃ)-এর কথা- (اِتَّقُوا اللّٰهَ فِي النِّسَاءِ) "নারী জাতির ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো", এর অর্থ হলো : তাদের অধিকার তাদের বিশেষত্বের প্রতি খেয়াল করবে এবং তাদের দুর্বলতা ও দায়বদ্ধতার বিষয়টিও খেয়াল রাখবে।"

(ফাতহুল বারী ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৭৮৮; শারহু মুসলিম ৯/১০ম খণ্ড, হাঃ ১৪৬৪; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٢٥١ - [١٤] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلٰى رِجْلَيَّ فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِيْ قَالَ: «هٰذِهٖ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩২৫১-[১৪] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সফরে ছিলেন। সেখানে আমি তাঁর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করে জয়ী হই। অতঃপর যখন আমার শরীর (মেদ) ভারী হয়ে গেল তখন পুনরায় দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম। এবার তিনি (সাঃ) আমাকে পেছনে ফেলে জয়ী হলেন এবং বললেন, (পূর্বের দৌড় প্রতিযোগিতার) পরাজয়ের প্রতিশোধ হলো এই জয়। (আবূ দাউদ)[৪৯৩]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবন ছিল মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের শ্রেষ্ঠ আদর্শের নমুনা। স্ত্রীদের মনোরঞ্জন বিধান, তাদের সাথে হাসি-কৌতুকের মতো একটি একান্ত বিষয়েও তিনি পবিত্র আদর্শের স্থপতি। সফরের ক্লান্ত শ্রান্ত অবষণ্ন মনেও এক রাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর স্ত্রী 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর সাথে দৌড়ের প্রতিযোগিতা করেন। এটি কোনো সওয়ারে আরহণ করে নয় বরং পায়ে হেঁটে অর্থাৎ খালি পায়ে দৌড়ের পাল্লা। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, দৌড়ে আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে পিছনে ফেলে বিজয়ী হয়ে গেলাম।

---

[৪৯৩] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২৫৭৮, ইরওয়া ১৫০২, সহীহাহ্ ১৫৩১, সহীহ আল জামি' ৭০০৭।

পরবর্তী সময়ে আরেকবার এমনি প্রতিযোগিতা হলো, এতে রসূলুল্লাহ ﷺ বিজয়ী হলেন এবং 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها পিছনে পড়ে গেলেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-কে লক্ষ্য করে বললেন, এটা তোমার গত প্রতিযোগিতা বিজয়ের প্রতিশোধ।

এটা স্ত্রীদের সাথে হুসনু মুআশারাত বা উত্তম আচরণের একট নমুনা। ক্বাযী খান বলেন : চারটি বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা বৈধ। ১. উটের দৌড় প্রতিযোগিতা, ২. ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতা, ৩. তীরন্দাজী প্রতিযোগিতা ৪. এবং পদব্রজে দৌড় প্রতিযোগিতা। অনুরূপ কোনো প্রতিযোগিতার হারজিত যদি একদিক থেকে হয় তবে তা বৈধ, যেমন : একজন বললো যদি আমি তোমার আগে যেতে পারি তবে আমার জন্য এই পুরস্কার আর তুমি যদি আমার ওপর অগ্রগামী হও তবে তোমার জন্য কোনো পুরস্কার নেই।

পক্ষান্তরে যদি পুরস্কারের উভয় দিক থেকে করা হয় তবে তা হারাম, কেননা ওটা জুয়া-বাজী।

অনুরূপ কোনো আমির 'উমারাহ্ যদি দু'জনের মধ্যে ঘোষণা দেয় যে, তোমাদের দু'জনের মধ্যে যে অগ্রগামী হবে তার জন্য এই এই বিনিময় তবে এটাও বৈধ। উপরে উল্লেখিত চারটি বিষয়ে প্রতিযোগিতা জায়িয বলা হয়েছে এজন্য এই বিষয়ে আসার রয়েছে, অন্যান্য প্রতিযোগিতায় আসার নেই।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী হাঃ ২৫৭৫, 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫৭৫)

٣٢٥٢ - [١٥] وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِه وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوْهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৩২৫২-[১৫] উক্ত রাবী ('আয়িশাহ্ رضي الله عنها) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম যে স্বীয় পরিবারের নিকট উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের নিকট সর্বোত্তম। আর যখন তোমাদের যে কেউ মারা যায়, তখন তার (নিন্দা করা) হতে বিরত থাক।

(তিরমিযী, দারিমী)[৪৯৪]

ব্যাখ্যা : হাদীসের উল্লেখিত «أهل» শব্দটি স্বামী-স্ত্রী, পরিবার-পরিজন এবং নিকটতম ব্যক্তির অর্থ বহন করে।

নাবী ﷺ-এর বাণী : "তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তার আহলের কাছে অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর কাছে, স্ত্রী স্বামীর কাছে উত্তম"– এটা উত্তম আচরণ এবং উত্তম চরিত্রের পথ-নির্দেশক। আর এই উত্তম আচরণ এবং উত্তম চরিত্র মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় হয়।

নাবী ﷺ-এর বাণী : (أَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ) "আমি তোমাদের মধ্যে আমার পরিবারের জন্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি" এই শ্রেষ্ঠত্ব উত্তম আচরণ এবং উত্তম গুণাবলীর ভিত্তিতে। কেননা নাবী ﷺ ছিলেন পৃথিবীর সর্বোচ্চ আদর্শ এবং সর্বোত্তম গুণাবলীর অধিকারী।

নাবী ﷺ-এর বাণী : (وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوْهُ) "যখন তোমাদের সাথী (অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন) মৃত্যুবরণ করবে, তাকে ত্যাগ করবে।" এর অর্থ হলো স্মামী-স্ত্রীর কেউ মারা গেলে তার দোষ এবং নিন্দনীয় গুণাবলী আলোচনা করা বা তার কোনো দোষ জনসম্মুখে তুলে ধরা ত্যাগ করবে। কিন্তু উত্তম গুণাবলী আলোচনা করা এবং তা জনসম্মুখে তুলে ধরা, এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা হাদীসে এসেছে, নাবী ﷺ ইরশাদ করেছেন :

---

[৪৯৪] **সহীহ** : তিরমিযী ৩৮৯৫, দারিমী ২৩০৬, সহীহাহ্ ২৮৫।

«اذْكُرُوا مَوْتَاكُمْ بِالْخَيْرِ» "তোমরা মৃতদের ভালো দিকগুলো আলোচনা করো।"

কেউ কেউ বলেছেন, তোমাদের সাথী মৃত্যুবরণ করলে- তাকে ছেড়ে দিবে বা বর্জন করবে, এর অর্থ হলো তার মুহব্বাত ত্যাগ করবে এবং তার জন্য বিলাপ বা কান্নাকাটি ত্যাগ করবে। উত্তম হলো তাকে আল্লাহর রহমাতের দিকে ছেড়ে দিবে অর্থাৎ তার রহমাতের আশ্রয়ে সোপর্দ করবে। নেককারদের জন্য আল্লাহর নিকট হলো উত্তম আশ্রয়, আর সৃষ্টিকর্তার আশ্রয়ই তো শ্রেষ্ঠ এবং পূর্ণ আশ্রয়।

কেউ কেউ বলেছেন, এ বাক্য দ্বারা নাবী ﷺ স্বীয় সত্তাকেই বুঝিয়েছেন অর্থাৎ তোমরা আমার মৃত্যুর পর আমার জন্য আফসোস ও পরিতাপ করবে না।

কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো তুমি মরে গেলে আমাকে ছেড়ে দিবে অর্থাৎ আমার আহ্‌ল-পরিবার ও সহাবীদের কষ্ট দিবে না এবং আমার দীনের ইত্তেবা ছেড়ে দিবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٥٣-[١٦] وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى قَوْلِهِ: «لِأَهْلِي».

৩২৫৩-[১৬] আর ইবনু মাজাহ-তে ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেছেন "আমার পরিবারের জন্য উত্তম" পর্যন্ত।[৪৯৫]

ব্যাখ্যা : ইবনু মাজাহ গ্রন্থে ইবনু 'আব্বাস-এর সূত্রে (لِأَهْلِي) বর্ণিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত দু'টি হাদীস স্বতন্ত্রভাবে আলাদা আলাদাভাবে) বর্ণিত হয়েছে। তাই উভয় হাদীসের মধ্যে মুনাসাবাত বা সম্পর্ক সন্ধানের প্রয়োজন নেই। এ কথার সহায়ক হলো 'আল্লামাহ্ সুয়ূত্বীর কথা, তিনি এ পর্যন্তই উল্লেখ করেছেন, অতঃপর তিনি বলেন, তিরমিযী 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবনু মাজাহ, ইবনু 'আব্বাস থেকে, ত্ববারানী মু'আবিয়াহ্ رضي الله عنه থেকে এবং হাকিমে ইবনু 'আব্বাস-এর সূত্রে «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِلنِّسَاءِ» বাক্য ব্যবহার হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে স্ত্রীদের নিকট উত্তম।"

মুস্তাদরাক হাকিম গ্রন্থে আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه-এর বর্ণনায় «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ» "আমার পর তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে আমার পরিবারের নিকট উত্তম!" উল্লেখ রয়েছে।" (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٥٤-[١٧] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ». رَوَاهُ أَبُوْ نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ

৩২৫৪-[১৭] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো মহিলা যদি পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করে, রমাযানের সিয়াম পালন করে, গুপ্তাঙ্গের হিফাযাত করে, স্বামীর একান্ত অনুগত হয়। তার জন্য জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশের সুযোগ থাকবে।

(আবূ নু'আয়ম হিল্‌ইয়াহ্ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন)[৪৯৬]

ব্যাখ্যা : মহিলার পাঁচ ওয়াক্ত সলাত তার রজঃকাল ছাড়া পবিত্র কালের সলাত। আর একমাস সওম হলো রমাযানের ফারয সওম! তাই তা রমাযান মাসেই আদায়ের মাধ্যমে পালন করা হোক অথবা অসুস্থাজনিত কারণে পরবর্তীতে ক্বাযা আদায়ের মাধ্যমে পালন করা হোক।

---

[৪৯৫] সহীহ : ইবনু মাজাহ ১৯৭৭, সহীহ আল জামি' ৩৩১৪, সহীহ আত্ তারগীব ১৯২৫।

[৪৯৬] য'ঈফ : হিলইয়াতুল আওলিয়া ৬/৩০৮। কারণ এর সানাদে ইয়াযীদ আর্ রুক্বাসী একজন দুর্বল রাবী। এছাড়াও এ হাদীসের কতগুলো দুর্বল শাহিদ বর্ণনা রয়েছে।

(وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا) এর অর্থ হলো যদি নারী তার যৌনাঙ্গকে হিফাযাত করে, অর্থাৎ নিজের ইজ্জত সম্ভ্রম ও সতীত্বকে রক্ষা করে। ব্যাখ্যাকারকগণ নিজের নফস্ বা প্রবৃত্তিকে সকল প্রকার অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখার কথাও বলেছেন।

(وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا) 'যদি সে স্বামীর ইত্বা'আত বা আনুগত্য করে, স্বামীর আনুগত্য বলতে যা অবশ্য পালনীয় তা পালন করে। তাহলে সে জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে। এর অর্থ হলো আটটি জান্নাতের যে কোনোটি সে প্রবেশ করতে পারবে। এখানে ইশারা রয়েছে জান্নাতের কোনো একটিতে যেতে তার বাধা নেই এবং সে দ্রুত তা অর্জন করতে পারবে এবং তাতে পৌঁছতে পারবে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٥٥ -[١٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ اٰمُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩২৫৫-[১৮] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমি যদি কোনো মানবকে সাজদাহ্ করার নির্দেশ দিতাম, তবে স্ত্রীকে তার স্বামীর জন্য সাজদাহ্ করার নির্দেশ দিতাম। (তিরমিযী)[৪৯৭]

ব্যাখ্যা : 'সাজদাহ্' হলো (اِنْقِيَادٍ) বা বশ্যতা ও আত্মসমর্পণের চূড়ান্তরূপ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বাণী : "যদি আমি কোনো মানুষকে সাজদাহ্ করার নির্দেশ করতাম তবে অবশ্যই নারীকে নির্দেশ করতাম তার স্বামীকে সাজদাহ্ করতে।" কেননা স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার এবং হাক্ব এতই বেশি যে, সে তার কৃতজ্ঞতা কোনোভাবেই আদায় করতে সক্ষম হবে না।

সাজদার মতো একটি চূড়ান্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কাজ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য বৈধ হতো তবে এর হাক্বদার স্বামীই হতো; কিন্তু সাজদাহ্ যেহেতু একমাত্র আল্লাহর অধিকার, তিনিই একচ্ছত্রভাবে এ অধিকার ও হাক্ব সংরক্ষণ করেন। সুতরাং এই সাজদার প্রাপ্যতা পৃথিবীর আর কারো জন্যই অবশিষ্ট নেই।

স্বামীকে সাজদার কথা নিছক একটা উপমা হিসেবে বলা হয়েছে মাত্র।

অত্র হাদীসের প্রেক্ষাপট হলো : সহাবী মু'আয (রাঃ) সিরিয়ায় গিয়ে দেখেন তারা তাদের বড়দের সাজদাহ্ করছে। তিনি মনে মনে নিয়্যাত করলেন আমি মাদীনায় গিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সাজদাহ্ করবো। ফিরে এসে তিনি তাই করলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন, মু'আয! তুমি একি করছো? তিনি বললেন, আমি সিরিয়ায় গিয়ে দেখেছি সেখানে সর্বসাধারণ বড় বড় পাদ্রী ও রাজন্যবর্গকে সাজদাহ্ করছে। তাই অমি মনে মনে ভেবেছিলাম মাদীনায় ফিরে গিয়ে আমি আপনাকে সাজদাহ্ দিবো। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন। অনেকে বলে থাকেন সম্মান ও তা'যীমের সাজদাহ্ বৈধ। যেমন (ফাতাওয়ায়ে) ক্বাযী খান (গ্রন্থে) বলেছেন,

إِنْ سَجَدَ لِلسُّلْطَانِ إِنْ كَانَ قَصْدُهُ التَّعْظِيمَ وَالتَّحِيَّةَ دُونَ الْعِبَادَةِ لَا يَكُونُ ذٰلِكَ كُفْرًا وَأَصْلُهُ أَمْرُ الْمَلَائِكَةِ بِالسُّجُودِ لِاٰدَمَ وَسُجُودُ إِخْوَةِ يُوسُفَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

---

[৪৯৭] হাসান : তিরমিযী ১১৫৯, ইবনু মাজাহ ১৮৫৩, ইরওয়া ১৯৯৮, সহীহ আল জামি' ৫২৩৯, সহীহ আত্ তারগীব ১৯৪০।

'ইবাদাতের উদ্দেশ্য না করে যদি সম্মান এবং শ্রদ্ধার জন্য বাদশাহকে সাজদাহ্ করা হয় তাহলে এটা কুফরী হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা মালায়িকার (ফেরেশতাদের) নির্দেশ করেছিলেন আদামকে সাজদাহ্ করতে। অনুরূপ ইউসুফ 'আলায়হিস সালাম-এর ভাইয়েরা ইউসুফকে সাজদাহ্ করেছিলেন।

এই যুক্তির ভিত্তিতে অনেক পীর তার মুরীদ বা শিষ্যদের সাজদাহ্ গ্রহণ করে থাকেন। এরূপ সাজদাহ্ সম্পূর্ণ হারাম ও কাবীরাহ্ গুনাহ। আদামকে সাজদার যে নির্দেশ ছিল তা মালায়িকার প্রতি, আদাম সন্তানের প্রতি (এ নির্দেশ) নয়। উপরোক্ত আদামের এ ঘটনা ঊর্ধ্ব জগতের বিষয় দুনিয়ার শারী'আত ও তার বিধানে তা প্রযোজ্য নয়। সর্বোপরি ঐ সাজদার ধরণ ও প্রকৃতি কেমন ছিল তাও আমাদের কারোই জানা নেই; সুতরাং ওটাকে ভিত্তি করে কোনো মানুষ কোনো মানুষকে কোনো প্রকারের সাজদাহ্ই করা বৈধ নয়।

অনুরূপ সূরা ইউসুফ-এর আরেকটি আয়াত নিয়ে অনেকে ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন। সেটা হলো ইউসুফ 'আলায়হিস সালাম-এর আমন্ত্রণে তার ভাইয়েরা এবং পিতা-মাতা যখন মিসরে পৌছলেন তখন ইউসুফ 'আলায়হিস সালাম পিতাকে যথাসম্মানে সিংহাসনে বসালেন। এ অকল্পনীয় ঘটনা দেখে তারা সবাই তার সামনে (আল্লাহর উদ্দেশে) সাজদায় লুটিয়ে পড়লেন। দেখুন সূরাহ্ ইউসুফ ১০০; এই সাজদাহ্ ইউসুফকে দেয়া হয়নি বরং ইউসুফের সামনে আল্লাহকে সাজদাহ্ দেয়া হয়েছিল।

বিশ্ব বিখ্যাত ফাকীহ 'আল্লামাহ্ মুফতী শাফী (পাকিস্তান) স্বীয় গ্রন্থ তাফসীরে মা'রিফুল কুরআনে এ আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন :

"পিতা-মাতা ও ভ্রাতারা সবাই ইউসুফ 'আলায়হিস সালাম-এর সামনে সাজদাহ্ করলেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ কৃতজ্ঞতাসূচক সাজদাহ্টি ইউসুফ 'আলায়হিস সালাম-এর জন্য নয় বরং আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশেই করা হয়েছিল।

কেউ কেউ বলেন, উপাসনামূলক সাজদাহ্ প্রত্যেক পয়গাম্বরের শারী'আতেই হারাম ছিল, কিন্তু সম্মানসূচক সাজদাহ্ একে অপরকে দেয়া পূর্ববর্তী নাবীগণের শারী'আতে বৈধ ছিল। 'আল্লামাহ্ শাফী (রহঃ) বলেছেন, শির্কের সিঁড়ি হওয়ার কারণে ইসলামী শারী'আতে তাও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٥٦-[١٩] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩২৫৬-[১৯] উম্মু সালামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে রমণী নিজের স্বামীকে সন্তোষ রেখে মৃত্যুবরণ করে, নিশ্চয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী)[৪৯৮]

ব্যাখ্যা : স্বামী যদি 'আলিম এবং মুত্তাক্বী হয় আর তার স্ত্রী আল্লাহর হাক্ব এবং তার বান্দার হাক্ব যথাযথ পালন করে তবে তার জন্য এই ঘোষণা।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গরীব বললেও মূলতঃ হাদীসটি য'ঈফ।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১১৬১; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৪৯৮] **য'ঈফ :** তিরমিযী ১১৬১, ইবনু মাজাহ ৮৫৫৪, য'ঈফাহ্ ১৪২৬, য'ঈফ আত্ তারগীব ১২১১, য'ঈফ আল জামি' ২২২৭। কারণ এর সানাদে রাবী মুসাবির আল হিম্ইয়ারী এবং তার মাতা উভয়েই দুর্বল।

٣٢٥٧ -[٢٠] وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩২৫৭-[২০] ত্বল্‌ক্ব ইবনু 'আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো স্বামী নিজ প্রয়োজনে স্বীয় স্ত্রীকে ডাকলে, সে যেন তৎক্ষণাৎ তার ডাকে সাড়া দেয়, যদিও সে চুলার পাশে (গৃহকর্মীর কাজে) ব্যস্ত থাকে। (তিরমিযী)[৪৯৯]

ব্যাখ্যা : স্বামী তার স্ত্রীর পরিচালক এবং অভিভাবক, সে যে কোনো কাজে তাকে আহ্বান করে সে আহ্বানে তাকে সাড়া দেয়া আবশ্যক, বিশেষ করে তার জৈবিক চাহিদা পূরণের আহ্বানে তাকে অবশ্যই সাড়া দিতে হবে। অত্র হাদীস সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। সে যদি চুলায় রুটি তৈরিতেও লিপ্ত থাকে আর সে ছাড়া বিকল্প কোনো লোক না থাকে তবু তা মূলতবী রেখে স্বামীর আহ্বানে সাড়া দিবে। ইবনুল মালিক বলেন, এ রুটি যদি স্বামীর হয় তবেই এ হুকুম। কারণ স্বামী জানছে যে, সে রুটি তৈরিতে ব্যস্ত, এ সময় ডাকলে তার ক্ষতি হবে, তবু সে যখন ডাকছে, তখন তার ডাকে সাড়া দিতে হবে।

বাযযার কিতাবে যায়দ ইবনু আরক্বাম-এর সূত্রে হাদীসটি এভাবে এসেছে : কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে স্বীয় বিছানায় আহ্বান করে সে যেন (সাথে সাথে) তার ডাকে সাড়া দেয়, যদি সে জাঁতার খিলের উপরও বসা থাকে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১১৬০)

٣٢٥٨ -[٢١] وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللّٰهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৩২৫৮-[২১] মু'আয রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : যখন কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে দুনিয়াতে কষ্ট দেয় (অর্থাৎ- অশ্রদ্ধা, অবাধ্যতা ইত্যাদির মাধ্যমে)। তখন উক্ত স্বামীর জান্নাতের রমণীগণ (হূরেরা) বলতে থাকে, তুমি তাকে কষ্ট দিও না, (যদি কর) তবে আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করবেন। তিনি তোমার নিকট (কিছু সময়ের দিনের) মেহমান, শীঘ্রই তিনি তোমাকে ছেড়ে আমাদের নিকট চলে আসবে। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ; ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব)[৫০০]

ব্যাখ্যা : মু'মিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে "হূরি'ঈন" বা আয়তনয়না হূর দিবেন। আল্লাহ বলেন : "আমি জান্নাতীদেরকে হূরি'ঈনদের সাথে জোড়া মিলিয়ে দিবো"– (সূরাহ্ আদ্ দুখান ৪৪ : ৫৪)। অর্থাৎ বিয়ে দিয়ে দিবো। হূরি'ঈন হলো অতীব উজ্জ্বল সাদা কালো মিশ্রিত, প্রশস্ত ও আনতচক্ষু বিশিষ্ট বা (ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট) অত্যন্ত সুশ্রী, অনন্য সুন্দরী জান্নাতের নারী।

মু'মিন নেককার জান্নাতী বান্দাকে যদি তার দুনিয়ার স্ত্রী কষ্ট দেয় তখন তার জন্য নিযুক্ত জান্নাতের ঐ হূরী'ঈন স্ত্রী তা জানতে পারে।

---

[৪৯৯] **সহীহ :** তিরমিযী ১১৬০, সহীহ আল জামি' ৫৩৪, সহীহ আত্ তারগীব ১৯৪৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪১৬৫।

[৫০০] **হাসান :** তিরমিযী ১১৭৪, ইবনু মাজাহ ২০১৪, আহমাদ ২২১০১, সহীহাহ্ ১৭৩, সহীহ আল জামি' ৭১৯২।

হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন। তুমি তাকে কষ্ট দিও না। এখানে (قَاتَلَكِ اللّٰهُ)-এর ব্যাখ্যা হলো : «لَعَنَكِ عَنْ رَحْمَتِهٖ وَأَبْعَدَكِ عَنْ جَنَّتِهٖ» আল্লাহ তোমাকে তাঁর রহমাত থেকে বঞ্চিত করুন। এবং তাঁর জান্নাত থেকে দূরে রাখুন। সে তো সামান্য কয়দিনের মেহমানস্বরূপ তোমার নিকট গিয়েছে মাত্র, এরপর আমাদের নিকট ফিরে আসবে। তুমি তো তার প্রকৃত সঙ্গী নও, আমরাই তার প্রকৃত সঙ্গী, সুতরাং তোমরা তাকে কষ্ট দিও না।

অত্র হাদীস ও অন্যান্য হাদীসে যেখানে স্বামীর অবাধ্যচারীদের প্রতি মালায়িকার (ফেরেশতাদের) লা'নাতের কথা বলা হয়েছে। এ জাতীয় হাদীস প্রমাণ করে যে, "মালা-য়ি আ'লা-" বা ঊর্ধ্ব জগতের কিছু মালাক (ফেরেশতা) দুনিয়াবাসীর কাজকর্মের খবর রাখেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১১৭৪)

٣٢٥٩-[٢٢] وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

৩২৫৯-[২২] হাকীম ইবনু মু'আবিয়াহ্ আল কুশায়রী (রহঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! স্ত্রীগণ আমাদের ওপর কি অধিকার রাখে? উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি যখন খাও, তখন তাকেও খাওয়াও; তুমি পরলে তাকেও পরিধান করাও, (প্রয়োজনে মারতে হলে) মুখমণ্ডলে আঘাত করো না, তাকে গালি দিও না, (প্রয়োজনে তাকে ঘরে বিছানা পৃথক করতে পার), কিন্তু একাকিনী অবস্থায় রাখবে না। (আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ)[৫০১]

ব্যাখ্যা : স্বামী-স্ত্রী পরস্পর একে অপরের প্রতি কতিপয় হাক্ব বা কর্তব্য রয়েছে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অবশ্য পালনীয় কর্তব্য জানতে চাওয়ায় রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন, তুমি যখন খাবে তাকেও খাওয়াবে, তুমি যখন পরিধান করবে তাকেও পরিধান করাবে। অর্থাৎ প্রত্যেক স্বামীর জন্য ওয়াজিব হলো তার সাধ্যমতো স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ করা। স্বামীর সাধ্যের বাইরে যেমন স্ত্রী উন্নত খাদ্য, উন্নত বস্ত্র পাবে না ঠিক তদ্রূপ স্বামীর সাধ্য থাকতে নিজে খেয়ে স্ত্রীকে উপোস রাখতে এবং বস্ত্রহীন করে রাখতে পারবে না। এমনকি ছিন্ন বস্ত্র অথবা খুব অল্প মূল্যের বস্ত্রও দিবে না। বরং সাধ্যের মধ্যে মানসম্পন্ন এবং ভারসাম্যপূর্ণ বস্ত্র তাকে দিবে।

স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন একটি মধুময় জীবন। সুতরাং এই মধুময় সম্পর্কের কেউই চির ধরাবে না। স্বামী স্ত্রীকে অহেতুক মারধর করবে না। স্ত্রী শারী'আতের কোনো বিধি-বিধান লঙ্ঘনের কারণে একান্তই যদি তার ওপর শাসনমূলক কোনো ব্যবস্থা নিতে হয় তাহলে আল্লাহর এ বাণী লক্ষ্য করবে :

"আর যদি তোমরা (স্ত্রীদের নিকট থেকে) অবাধ্যতার আশঙ্কা করো তাহলে তাদের নাসীহাত করো, (তাতে যদি ফল না হয় তাহলে) তাদের বিছানা পৃথক করে দাও, (যাতে তোমার সঙ্গ না পেয়ে অনুতপ্ত হয়ে তোমার আনুগত্যে ফিরে আসতে পারে)। এতেও যদি সে সংশোধন না হয় তবে তাদের (হালকা) প্রহার করো।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৩৫)

এই প্রহারের ক্ষেত্রে নির্দেশনা হলো : তুমি তার মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না। কেননা মুখমণ্ডল হলো মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রকাশ্য অঙ্গ। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর মধ্যে মুখমণ্ডল হলো অধিক সম্মানিত এবং স্পর্শকাতর, তাই সেখানে আঘাত করা নিষেধ।

---

[৫০১] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২১৪২, ইবনু মাজাহ ১৮৫০, আহমাদ ২০০১৩, ইরওয়া ২০৩৩, সহীহ আত্ তারগীব ১৯২৯।

স্ত্রী ছাড়া অন্য কাউকেও প্রহার করার প্রয়োজন হলে তাকেও মুখমণ্ডলে প্রহার করা এ হাদীসের দ্বারাই নিষিদ্ধ প্রমাণিত; কেননা এ হাদীসে যে মুখমণ্ডলীর কথা বলা হয়েছে তা শুধু স্ত্রীর মুখের কথা বলা হয়নি বরং 'আম্ বা ব্যাপকার্থে সকলের মুখেই প্রহার নিষেধ করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ ﷺ কখনো তার স্ত্রীদের মার-ধর করেননি। হাদীসে যে প্রহারের কথা রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন তা উপরে উল্লেখিত সূরাহ্ আন্ নিসা-এর ঐ আয়াতের ভিত্তিতেই বলেছেন। ফাকীহগণ ঐ প্রহারের একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন যে, ঐ প্রহার হবে মিসওয়াক বা মিসওয়াক জাতীয় কাঠ দ্বারা আঘাত করা। মূলতঃ এটি প্রহার নয় বরং প্রতীকী প্রহার, যাতে স্ত্রী সংশোধিত হয়।

'ফাতাওয়া'-এ ক্বাযী খান চার কারণে স্ত্রীকে প্রহার বৈধ করেছেন।

নাবী ﷺ বলেন, তাকে গালি দিও না। অর্থাৎ তাকে অশ্লীল ও খারাপ ভাষায় গালি গালাজ করো না। অথবা "আল্লাহ তোমাকে খারাপ বানিয়ে দিক" এ জাতীয় কথাও বলো না। আর তাকে বাড়ি ছাড়া করে তাকে অন্যত্রও ফেলে রাখবে না যাতে সে নিরাপত্তাহীনতায় পড়ে যায়। বরং আল কুরআনের নির্দেশ মতো ভিন্ন বিছানায় রাখবে যাতে সে তোমার বিরহ বেদনায় বিনীত হয়ে তোমার আনুগত্যে ফিরে আসে।

('আওনুল মা'বূদ ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২১৪২; মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٦٠ـ[٢٣] وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ لِيْ اِمْرَأَةً فِيْ لِسَانِهَا شَيْءٌ يَعْنِي الْبَذَاءَ قَالَ: «طَلِّقْهَا». قُلْتُ: إِنَّ لِيْ مِنْهَا وَلَدًا وَلَهَا صُحْبَةٌ قَالَ: «فَمُرْهَا» يَقُولُ عِظْهَا «فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَقْبَلُ وَلَا تَضْرِبَنَّ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أُمَيَّتَكَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩২৬০-[২৩] লাক্বীত্ব ইবনু সবিরহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার স্ত্রী অত্যন্ত মুখরিতা (বাচাল)। উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, তবে ত্বলাক্ব দিয়ে দাও। আমি বললাম, কিন্তু ঐ স্ত্রীর ঘরে আমার সন্তান রয়েছে এবং সে আমার দীর্ঘ দিনের দাম্পত্য সঙ্গীনী। উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, তবে তাকে নাসীহাত কর। যদি সে তোমার উপদেশে ভালো হয়ে যায় তবে ভালো। কিন্তু স্ত্রীকে ক্রীতদাসীর ন্যায় মারবে না। (আবূ দাউদ)[৫০২]

ব্যাখ্যা : এখানে "লাক্বীত্ব ইবনু সবিরাহ্" নাম এসেছে, কিন্তু أَسْمَاءِ الْمُصَنِّفِ লেখকদের নাম বা রচয়িতাদের নামের মধ্যে "লাক্বীত্ব ইবনু 'আমির ইবনু সবিরাহ্" রয়েছে। ইনি প্রসিদ্ধ সহাবী, তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে তার স্ত্রীর সম্পর্কে অভিযোগ করেন যে, সে গাল-মন্দ এবং অশ্লীল কথা বলে। নাবী ﷺ তাকে বললেন, 'তুমি তাকে ত্বলাক্ব দিয়ে দাও, অর্থাৎ তুমি যদি তার কথায় ধৈর্য ধারণ করতে না পারো তবে তাকে ত্বলাক্ব দিয়ে দাও। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ নির্দেশ আবশ্যক হিসেবে বিবেচিত হবে না বরং ইবাহাত বা বৈধতার অর্থে ব্যবহৃত হবে। লোকটি বললেন, তার সাথে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক এবং তার থেকে আমার সন্তানও রয়েছে, কিভাবে আমি এই দীর্ঘ ভালোবাসার অবসান ঘটিয়ে তাকে ত্বলাক্ব দেই। এতে আমার সন্তানের জীবনও হয়ে যেতে পারে বিপন্ন। নাবী ﷺ তাকে বললেন : তাহলে তুমি তাকে ভালো উপদেশ দাও, অর্থাৎ ভালো ব্যবহারের নাসীহাত করো, তার মধ্যে যদি সামান্য কল্যাণও থাকে তাহলে সে তোমার উপদেশ কবূল করবে এবং তার ঐ মন্দ অভ্যাস ত্যাগ করবে। নাবী ﷺ নাসীহাতের কথা এজন্য বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তা নির্দেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "তোমরা স্ত্রীদের নাসীহাত করো।"

(সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৩৪)

---

[৫০২] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৪২-৪৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ১০৫৪।

সেকালে মানুষ দাস-দাসীদের নির্দয়ভাবে প্রহার করতো, নাবী ﷺ লোকটিকে বললেন : তুমি তোমার স্বাধীনা স্ত্রীকে ঐরূপ দাস-দাসীর মতো প্রহার করো না। অর্থাৎ সে যদি নাসীহাত ক্ববূল নাই করে, তবে আল কুরআনের অনুমোদিত প্রহারটুকু যেন দয়ার্দ্রতার সাথে হয় এবং হালকা ও মৃদু প্রহার হয়।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২১৪২)

٣٢٦١-[٢٤] وَعَنْ أَيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تَضْرِبُوْا إِمَاءَ اللهِ» فَجَاءَ عُمَرُ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلٰى أَزْوَاجِهِنَّ فَرَخَّصَ فِيْ ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِاٰلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ طَافَ بِاٰلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولٰئِكَ بِخِيَارِكُمْ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ

৩২৬১-[২৪] আয়াস ইবনু 'আব্দুল্লাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আল্লাহ তা'আলার বান্দীগণকে (স্ত্রীগণকে ক্রীতদাসীর ন্যায়) মেরো না। অতঃপর 'উমার رضي الله عنه এসে বললেন, (আপনার নিষেধাজ্ঞার দরুন) স্বামীদের ওপর রমণীদের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এতে রসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে (প্রয়োজনসাপেক্ষে) মারার অনুমতি দিলেন। এমতাবস্থায় রমণীগণ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণীগণের নিকট পুনঃপুন এসে স্বামীদের (অত্যাচারের) ব্যাপারে অভিযোগ করতে লাগল। সুতরাং রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, শুনে রাখ! আমার পরিবার-পরিজনের নিকট স্ত্রীগণ স্বামীদের অভিযোগ নিয়ে পুনঃপুন আসছে যে, তোমাদের মধ্যে (যারা স্ত্রীদেরকে এরূপে কষ্ট দেয়) তারা কোনক্রমেই ভালো মানুষ নয়।
(আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ ও দারিমী)[৫০৩]

ব্যাখ্যা : জাহিলী যুগের নারীদেরকে তাদের স্বামীরা অমানসিকভাবে প্রহার করতো। ইসলাম এসে এই কর্ম বন্ধ করে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে। ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে স্ত্রীকে প্রহার করতেই হলে তা যৎসামান্য, এরপরও বলা হয়েছে এটা কোনো ভদ্রচিত কাজ নয়।

নাবী ﷺ বলেছেন : "তোমরা আল্লাহর বান্দীদের অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীদের প্রহার করো না।" তোমরা যেমন আল্লাহর বান্দা তারাও তেমনি আল্লাহর বান্দি। উভয়ের আদি পিতা আদাম আলায়হিস সালাম ও আদি মাতা হাওয়া আলায়হিস সালাম। সুতরাং তাদের প্রতি সদাচারী হও। এতে নারীরা আস্কারা পেয়ে কিছুটা বাড়াবাড়ি শুরু করলে 'উমার رضي الله عنه রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে অভিযোগ করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার নিষেধাজ্ঞায় স্ত্রীদের স্পর্ধা বেড়ে গেছে, তখন তিনি আবার প্রয়োজনে তাদের প্রহারের অনুমতি প্রদান করলেন। কয়েক দিনের মধ্যে নারীরা নাবী ﷺ-এর স্ত্রীদের নিকট এসে অভিযোগ দিতে শুরু করলেন যে, তাদের স্বামীরা তাদের প্রহার করে। ফলে আল্লাহর রসূল এক যুগান্তকারী কথা বলে দিলেন যে, "যারা স্ত্রীকে প্রহার করে তারা কখনো ভালো মানুষ নয়।" অর্থাৎ ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত মানুষের স্বভাব ও চরিত্র এটা নয় যে, কথায় কথায় স্ত্রীকে ধরে প্রহার করবে।

এটা অতীব ঘৃণিত ও ছোট লোকের কাজ। ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে রসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীদের প্রহারের যে অনুমতি দিয়েছিলেন সেটাও কুরআনের নির্দেশক্রমেই। কিন্তু মানুষ প্রয়োজনে জায়িয বিষয় নিয়ে অতীব

---

[৫০৩] সহীহ : আবূ দাউদ ২১৪৬, ইবনু মাজাহ ১৯৮৫, দারিমী ২২৬৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪১৮৯, সহীহ আল জামি' ৭৩৬০।

বাড়াবাড়ি করে থাকে। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, স্ত্রীকে মারা বৈধ কিন্তু তা কোনো ক্রমেই ভদ্রচিত কাজ নয়, সুতরাং তাকে না মেরে তার খারাপ আচরণ চরিত্রের উপর ধৈর্যধারণ করা এবং তাকে ক্ষমা করাই সবচেয়ে উত্তম এবং অধিকতর সুন্দর। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৭২)

٣٢٦٢-[٢٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلٰى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلٰى سَيِّدِهٖ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩২৬২-[২৫] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে, মালিকের বিরুদ্ধে কর্মচারীকে প্ররোচিত করে, ঐ ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়। (আবূ দাউদ)[৫০৪]

ব্যাখ্যা : স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসা ও মধুর সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিজে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গীনীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাকো এবং তিনি তোমাদের (স্বামী-স্ত্রী) পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছেন।" (সূরাহ্ আর্ রূম ৩০ : ২০)

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সম্প্রীতি ও মুহব্বাত এটা আল্লাহ তা'আলার দেয়া অনুগ্রহ, এই সম্প্রীতি বিনষ্ট করা বা বিনষ্টের চেষ্টা করা ঘৃণিত কাজ।

তথাপি এক শ্রেণীর লোক এই ঘৃণিত কাজে লিপ্ত থাকে। তারা স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর কাছে প্রতারণা করে মিথ্যা বানোয়াট বা ভিত্তিহীন কিছু বলে তাদের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করে থাকে, অনুরূপ মালিকের বিরুদ্ধে গোলামকে কিছু উস্কানীমূলক কথা বলে সম্প্রীতির অবনতি ঘটিয়ে থাকে। এরা নাবী (সাঃ)-এর আদর্শের উপরে নেই, তারা তার অনুসারী নয় এবং দলভুক্ত নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٦٣-[٢٦] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهٖ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩২৬৩-[২৬] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : সচ্চরিত্রের অধিকারী ও পরিবার-পরিজনের সাথে সদ্ব্যবহারকারী প্রকৃত মু'মিনগণের অন্তর্ভুক্ত। (তিরমিযী)[৫০৫]

ব্যাখ্যা : একজন মানুষকে পূর্ণ মু'মিন হতে হলে তাকে অবশ্যই উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। নাবী (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের মধ্য থেকে ঐ ব্যক্তি আমার কাছে অধিক প্রিয় যার চরিত্র অধিক ভালো।

নাওয়াস ইবনু সাম্'আন (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নেকী এবং গুনাহের ব্যাপারে প্রশ্ন করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তরে বলেন, নেকী বা সাওয়াব হলো উত্তম চরিত্র...।

অন্য হাদীসে এসেছে, ক্বিয়ামাতের দিন উত্তম চরিত্র হবে সবচেয়ে ওযনদার 'আমাল। এজন্যই অত্র হাদীসে বলা হয়েছে, পরিপূর্ণ মু'মিন হলো ঐ ব্যক্তি যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।

---

[৫০৪] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২১৭৫, সহীহাহ্ ৩২৪, সহীহ আল জামি' ৫৪৩৭, সহীহ আত্ তারগীব ২০১৪।

[৫০৫] **য'ঈফ :** তিরমিযী ২৬১২, আহমাদ ২৪২০৪, য'ঈফ আল জামি' ১৯৯০, য'ঈফ আত্ তারগীব ১২১০, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১৭২। কারণ এর সানাদের রাবী আবূ ক্বিলাবাহ্ 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে পাননি। ফলে সানাদটি মুনক্বতি'।

মু'মিনের আরেকটি গুণ হলো সে হবে সহানুভূতিশীল, দয়ার্দ্র, কোমল ও বিনয়ী। বিশেষ করে তার পরিবার পরিজনের প্রতি অনুগ্রহশীল ও বিনয়ী হবে। রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারের প্রতি ছিলেন অধিক সহানুভূতিশীল। আল্লাহ বলেন : "তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শের নমুনা"– (সূরাহ্ আল আহযাব ৩৩ : ২১)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٦٤-[٢٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ إِلٰى قَوْلِهٖ «خُلُقًا».

৩২৬৪-[২৭] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রকৃত সচ্চরিত্রবান ব্যক্তিই সর্বোত্তম মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত। আর তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম। (তিরমিযী)[৫০৬]

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ হাদীস। আবূ দাউদ 'সর্বোত্তম ব্যবহার' পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের ব্যাখ্যা পূর্বের হাদীসের ব্যাখ্যার অনুরূপ। তবে এখানে অতিরিক্ত বলা হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে, তার স্ত্রীর কাছে উত্তম'। এর কারণ হলো একজন স্বামীকে তার স্ত্রী যত নিকট থেকে জানতে পারে এবং তার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল বিষয় যত কিছু জানতে পারে সৃষ্টির মধ্যে পৃথিবীর কেউ এত জানতে পারে না। সুতরাং স্বামীর ভালো হওয়ার সেই সাক্ষ্য প্রকৃতপক্ষেই একজন মানুষের জন্য ভালো হওয়ার সাক্ষ্য ও প্রামাণ্য দলীল। অনুরূপভাবে বিপরীত অর্থাৎ স্ত্রী ভালো হওয়ার ক্ষেত্রে স্বামীর সাক্ষ্যকে ধরা যেতে পারে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[এখানে আরেকটি কথা জানা থাকা প্রয়োজন, তা হলো এই যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই দীনের পূর্ণ অনুসারী হতে হবে, অন্যথায় দীন শারী'আতের ধার ধারে না কিন্তু স্ত্রী স্বামীকে ভালো বললেই সে ভালো বলে বিবেচিত হবে না।] (সম্পাদক)

٣٢٦٥-[٢٨] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكٍ أَوْ حُنَيْنٍ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ فَقَالَ: «مَا هٰذَا يَا عَائِشَةُ؟» قَالَتْ: بَنَاتِي وَرَأٰى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهٗ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ فَقَالَ: «مَا هٰذَا الَّذِي أَرٰى وَسْطَهُنَّ؟» قَالَتْ: فَرَسٌ قَالَ: «وَمَا الَّذِي عَلَيْهِ؟» قَالَتْ: جَنَاحَانِ قَالَ: «فَرَسٌ لَهٗ جَنَاحَانِ؟» قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ؟ قَالَتْ: فَضَحِكَ حَتّٰى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهٗ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

[৫০৬] হাসান : তিরমিযী ১১৬২, আবূ দাউদ ৪৬৮২, আহমাদ ৭৪০২, সহীহাহ্ ২৮৪, সহীহ আল জামি' ১২৩২, সহীহ আত্ তারগীব ১৯২৩।

৩২৬৫-[২৮] 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তাবূক বা হুনায়নের যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনকালে তাঁর ঘরে (প্রবেশের সময়) পর্দা ঝুলানো দেখতে পেলেন, আর বাতাসে পর্দা দুলতে থাকায় পর্দার অপরদিক দিয়ে 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর খেলনাগুলো দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, হে 'আয়িশাহ্! এগুলো কী? 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আমার কন্যাগণ (খেলনা)। অতঃপর তিনি (ﷺ) খেলনাগুলোর মাঝে কাপড়ের দুই ডানাবিশিষ্ট ঘোড়া দেখতে পেয়ে বললেন, এগুলোর মধ্যখানে যা দেখছি, তা কী? 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, ঘোড়া। তিনি (ﷺ) বললেন, তার উপরে ঐ দু'টি কী? আমি বললাম, দু'টি ডানা। তিনি (ﷺ) (বিস্ময়াভিভূত হয়ে) বললেন, ঘোড়ারও কি আবার দু'টি ডানা হয়? 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আপনি কি শুনেননি সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর ঘোড়ার অনেকগুলো ডানা ছিল। 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এটা শুনে তিনি (ﷺ) এত বেশি হেসে উঠলেন যে, আমি তাঁর মাড়ির দাঁতগুলো পর্যন্ত দেখতে পেলাম। (আবূ দাউদ)[৫০৭]

ব্যাখ্যা : তাবূক মাদীনাহ্ ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী একটি স্থান যা বর্তমান সৌদী 'আরবের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত একটি শহর। মাদীনাহ্ থেকে তার দূরত্ব ৭৭৮ কিঃ মিঃ।

নবম হিজরীর রজব মাসে এ অভিযান প্রেরিত হয়। এ যুদ্ধকে (غَزْوَةُ الْعُسْرَةِ) কষ্টের যুদ্ধ নামেও অভিহিত করা হয়।

হুনায়ন একটি উপত্যকা যা আরবের বিখ্যাত যিলমাযের নিকটবর্তী একটি এলাকা। কেউ কেউ বলেছেন, হুনায়ন হলো মাক্কাহ্ থেকে তিন রাতের দূরত্বে ত্বায়িফের নিকটবর্তী একটি জলাভূমি। রসূলুল্লাহ ﷺ তাবূকের যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে না হুনায়নের যুদ্ধ থেকে ফিরে দেখেছিলেন, তা বর্ণনাকারীর সন্দেহ থাকায় 'অথবা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর ঘরে তার খেলনার সামগ্রী দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেন, এগুলো কি? তিনি বলেন, এগুলো আমার (খেলার) কন্যা। এই খেলনার মধ্যে কাপড় বা নেকড়া দ্বারা তৈরি পাখা বিশিষ্ট একটি ঘোড়াও ছিল। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ঘোড়ার আবার পাখা হয় নাকি? উত্তরে 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আপনি কি শোনেননি নাবী সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর ঘোড়ার অনেকগুলো পাখা ছিল? রসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা শুনে খুব হাসলেন, এমনকি হাসির কারণে তার মাড়ীর শেষ দু'টি দাঁত প্রকাশ হয়ে গেলো।

বিভিন্ন খেলনা সামগ্রী দ্বারা খেলা করা 'আরব মেয়েদের প্রাচীন ঐতিহ্য। 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা ছোটকালে 'আরব ঐতিহ্যের ভিত্তিতেই নানা জাতীয় খেলনা দিয়ে অন্যান্য মেয়েদের সাথে খেলাধূলা করতেন যা বিভিন্ন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। বয়স হলেও হয় তো ঐ সমস্ত খেলনা সামগ্রী তার ঘরে রয়েই গিয়েছিল যা রসূলুল্লাহ ﷺ দেখেছিলেন। যেমন আজকালও অনেকে শিশুকালের খেলনা সামগ্রী শোকেইসে সংরক্ষণ করে রেখে থাকে।

ইবনুল মালিক বলেন : প্রাণীর প্রতিকৃতি দ্বারা খেলার প্রতি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর অস্বীকৃতি না থাকা এবং তার ঘরে ঐ খেলনা অবশিষ্ট থাকা প্রমাণ করে যে, এ ঘটনা তা হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৫০৭] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪৯৩২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৮৬৪।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٢٦٦ـ[٢٩] عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَقُلْتُ: لَرَسُولُ اللهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ يَسْجُدَ لَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِأَنْ يُسْجَدَ لَكَ فَقَالَ لِي: «أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ؟» فَقُلْتُ: لَا فَقَالَ: «لَا تَفْعَلُوْا لَوْ كُنْتُ اٰمُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَقٍّ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩২৬৬-[২৯] ক্বায়স ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (ইরাকে অবস্থিত, কূফার সন্নিকটবর্তী) 'হীরা' শহরে গিয়ে দেখতে পেলাম যে, তারা তাদের নেতাকে সম্মানার্থে সাজদাহ্ করছে। এটা দেখে আমি মনে মনে বললাম, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ (ﷺ)-ই সাজদাহ্ পাওয়ার সর্বাধিক উপযুক্ত। অতঃপর আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে বললাম, আমি হীরা'র সফরে দেখতে পেলাম যে, সেখানকার অধিবাসীরা তাদের নেতাকে সাজদাহ্ করে। আমি স্থির করেছি যে, আপনিই সাজদার অধিক হাক্বদার। এ কথা শুনে তিনি (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, (তবে কি আমার মৃত্যুর পরে) তুমি আমার ক্বব্রের সম্মুখ দিয়ে গমনকালে ক্বব্রকে সাজদাহ্ করবে? উত্তরে আমি বললাম, (নিশ্চয়) না। তিনি (ﷺ) বললেন, না, (কস্মিনকালেও) করো না। কেননা আমি যদি (আল্লাহ ব্যতিরেকে) অপর কাউকে সাজদাহ্ করতে বলতাম তবে স্বামীদের জন্য রমণীদেরকে সাজদাহ্ করার নির্দেশ করতাম। (আবূ দাউদ)[৫০৮]

ব্যাখ্যা : হীরাত ইরাকের কূফা নগরীর উপকণ্ঠে একটি প্রাচীন শহর। এখানকার লোকের তাদের সমাজের প্রধান ও বড় বড় বীর বাহাদুরকে সাজদাহ্ করে সম্মান প্রদর্শন করতো। হাদীসের বর্ণনাকারী ক্বায়স (রহঃ) এগুলো স্বচক্ষে দর্শন করে মনে মনে ভাবেন আমাদের নেতা মুহাম্মাদ (ﷺ) আমাদের এই সাজদাহ্ পাওয়ার বেশি হাক্বদার; সুতরাং আমরা মাদীনাহ্ পৌঁছে তাকেও সাজদাহ্ করবো। সফর থেকে ফিরে এসে তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট তার মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করে বলেন, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! আমরা কি আপনাকে সাজদাহ্ করবো না?

সাজদাহ্ যেহেতু কারো সম্মান ও দাসত্ব প্রকাশের জন্য করা হয়ে থাকে। আর এই দাসত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্যই স্বীকৃত অন্যের জন্য নয়, সুতরাং (এই দাসত্ব ও সম্মানের) সাজদাহ্ ও আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য স্বীকৃত নয়। নাবী (ﷺ) তাকে বললেন, হে ক্বায়স! আমার মৃত্যুর পর তুমি যদি আমার কবরের পাশ দিয়ে যাও তবে কি ঐ ক্বব্রকে বা ঐ ক্বব্রবাসীকে সাজদাহ্ করবে? সহাবী উত্তরে বললেন, না তা করবো না, সহাবীর এই না বলার পরও রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বললেন, না তোমরা তা কখনো করো না; আমার মৃত্যুর পর যেমন আমার ক্বব্রকে সাজদাহ্ করবে না ঠিক তেমনি আমার জীবদ্দশায়ও আমাকে সাজদাহ্ করবে না। রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ঐ নিষেধাজ্ঞা ঐ সহাবীর জন্য যেমন ছিল ঠিক তেমনি সর্বকালের সকল উম্মাতের জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহ তা'আলার বাণী : "তোমরা সূর্যকে সাজদাহ্ করো না, চন্দ্রকেও না, আল্লাহকে সাজদাহ্ করো, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি একান্ত তার 'ইবাদাত করো।" (সূরাহ্ হা-মীম আস্ সাজদাহ্ ৪১ : ৩৭)

---

[৫০৮] হাসান : আবূ দাউদ ২১৪০, দারিমী ১৫০৪, মুসতাদরাক লিল হাকিম ২৭৬৩।

এ আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : "তোমরা সাজদাহ্ করো ঐ সত্ত্বাকে যিনি চিরঞ্জীব, যার মৃত্যু নেই, আর যার রাজত্বের পতন ঘটে না।" আজ তোমরা আমার সম্মান ও বড়ত্বের কারণে আমাকে সাজদাহ্ দিবে কাল যখন আমি মৃত্যুবরণ করবো এবং ক্ববরে সমাহিত হবো তখন কি করবে? ধ্বংসশীল ও মরণশীল কোনো কিছুকেই সাজদায় দেয়া যাবে না। অতঃপর নাবী ﷺ তাকে নারী জাতির ওপর স্বামীর অধিকার বা হাক্বের কথা উল্লেখ করে বলেন, আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাজদাহ্ দেয়া যদি বৈধ হতো তাহলে নারী জাতিকে নির্দেশ করতাম যে, তারা যেন তাদের স্বামীদেরকে সাজদাহ্ করে। আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সাজদাহ্ বৈধ নয়, তাই নারীকেও তার স্বামীদের সাজদার হুকুম করা হয়নি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[পীর বা পীরের ক্বব্‌রে সাজদাহ্ দানকারীদের এ হাদীস থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত] (সম্পাদক)

٣٢٦٧-[٣٠] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ.

৩২৬৭-[৩০] আর আহমাদ মু'আয ইবনু জাবাল رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেছেন।[৫০৯]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের ব্যাখ্যা পূর্বের হাদীসের অনুরূপ। এ হাদীসটি জামি' আত্ তিরমিযীতে আবূ হুরায়রাহ্ থেকে, মুসনাদ আহমাদে মু'আয ইবনু জাবাল থেকে এবং হাকিম বুরায়দাহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

٣٢٦٨-[٣١] وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

৩২৬৮-[৩১] 'উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে (প্রয়োজনসাপেক্ষে) প্রহার করলে (ক্বিয়ামাত দিবসে) জিজ্ঞাসিত হবে না। (আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[৫১০]

ব্যাখ্যা : স্ত্রীকে প্রহার করার বৈধতা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পূর্বের হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে। পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে ইসলামী সীমারেখার মধ্য থেকে প্রয়োজনে স্ত্রীকে সামান্য প্রহার করার বৈধতা বিদ্যমান রয়েছে। স্ত্রীকে দীন ও আদব শিক্ষা দেয়ার জন্য, শারী'আতের বিধান লঙ্ঘনের কারণে প্রহার করা বৈধ। তবে এই প্রহারের অবশ্যই মুখমণ্ডল ও স্পর্শকাতর কোনো অঙ্গে প্রহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। অমানুষিক নির্যাতন করা যাবে না, অঙ্গহানি ঘটে এমন প্রহার করা চলবে না। এ জাতীয় শত স্ত্রীকে প্রহারের জন্য ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহর দরবারে স্বামীকে জওয়াবদিহী করতে হবে না। এ ধরনের হালকা প্রহারের দরুন দুনিয়ার আদালতেও তার বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করা যাবে না।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : অত্র হাদীসের মধ্যে উল্লেখিত عَلَيْهِ শব্দের «ه» সর্বনামটি পূর্বে উল্লেখিত «مَا» এর দিকে ফিরেছে, এটা النُّشُوز এর অর্থ বহনকারী যা কুরআনে উল্লেখ হয়েছে যেমন : ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ "আর যাদের অবাধ্যতার আশংকা করো"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৩৪)। এই نُشُوز বা অবাধ্যতার কারণে তাদের নাসীহাত করতে হবে, তাতে সংশোধন না হলে তাদের বিছানা ত্যাগ করতে হবে এতেও সংশোধন না হলে, বলা হয়েছে : ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ আর তাদের প্রহার করো।' [এ প্রহার কি পরিমাণ হবে পূর্বে তা অতিবাহিত হয়েছে] (সম্পাদক)

---

[৫০৯] হাসান : আহমাদ ২২৩৩৫। যদিও এই সানাদটি মুনক্বতি' কিন্তু এর শাহিদ হাদীস থাকায় তা হাসানের স্তরে উন্নীত হয়েছে।

[৫১০] য'ঈফ : আবূ দাউদ ২১৪, ইবনু মাজাহ ১৯৮৬, ইরওয়া ২০৩৪, য'ঈফ আল জামি' ৬৩৫০। কারণ এ হাদীসে 'আবদুর রহমান আল মুসলী হতে হাদীস বর্ণনায় দাউদ বিন 'আবদুল্লাহ আল আওদী একাকী হয়েছেন।

সুতরাং স্ত্রীর মধ্যে نُشُوز বা অবাধ্যচারিতা পাওয়া গেলে স্বামী তার সংশোধনের চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রহার করতে পারবেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٦٩-[٣٢] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ: زَوْجِيْ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِيْ إِذَا صَلَّيْتُ وَيُفَطِّرُنِيْ إِذَا صُمْتُ وَلَا يُصَلِّي الْفَجْرَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ: وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ قَالَ: فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمَّا قَوْلُهَا: يَضْرِبُنِيْ إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ كَانَتْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ لَكَفَتِ النَّاسَ». قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِيْ إِذَا صُمْتُ فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ تَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا أَصْبِرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» وَأَمَّا قَوْلُهَا: إِنِّيْ لَا أُصَلِّيْ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ: «فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ يَا صَفْوَانُ فَصَلِّ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

৩২৬৯-[৩২] আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট ছিলাম, এমন সময়ে জনৈকা রমণী এসে বলল, যখন আমি সলাত আদায় করি তখন আমার স্বামী সফ্ওয়ান ইবনু মু'আত্ত্বল আমাকে প্রহার করে, আমি যখন সওম পালন করি তখন সওম ভেঙ্গে দেয় এবং তিনি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফাজ্‌রের সলাত আদায় করে না। রাবী বলেন, সফ্ওয়ানও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তখন তিনি (ﷺ) (অভিযোগের সত্যতা) তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! তার অভিযোগ হলো সলাত আদায়কালে আমি তাকে প্রহার করি– এর উত্তর হলো, সে সলাতে দু'টি (বা দীর্ঘ) সূরা পাঠ করে, যা আমি তাকে নিষেধ করেছি। রাবী বলেন, এটা শুনে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, একটি সূরাই তো লোকেদের জন্য যথেষ্ট। আর তার (পরবর্তী) অভিযোগ- আমি তাকে সওম ভাঙ্গতে বাধ্য করি। অথচ (একাধারে সওম পালনে) এত ধৈর্য ধারণ করতে পারি না, আমি তো একজন যুবক পুরুষ। এটা শুনে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, কোনো স্ত্রীলোক যেন স্বামীর অনুমতি ব্যতীত (নাফ্‌ল) সওম পালন না করে। আর তার (শেষ) অভিযোগ- সূর্যোদয়ের পূর্বে ফাজ্‌রের সলাত আদায় করি না। এর কারণ হলো, আমাদের পরিবারের লোকেরা দীর্ঘ রাত পর্যন্ত জেগে (জমির পানি নিষ্কাশনে লিপ্ত) থাকার দরুন প্রায়ই সূর্যোদয়ের (সঠিক সময়ের) পূর্বে ঘুম হতে উঠতে পারি না। এ কথা শুনে তিনি (ﷺ) বললেন, হে সফ্ওয়ান! যখনই ঘুম হতে জাগবে তখনই সলাত আদায় করবে। (আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ)[৫১১]

ব্যাখ্যা : মহিলার অভিযোগ যে, আমার স্বামী সফ্ওয়ান ইবনু মু'আত্ত্বল সলাত আদায় করলে আমাকে মারে এবং সওম (রোযা) পালন করলে আমার সওম ভেঙ্গে দেয়। অর্থাৎ সে দিনের বেলায় জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে আমাকে সওম ভাঙ্গতে বাধ্য করে বা সওম নষ্ট করে দেয়। সূর্য উদয়ের পূর্বে সে ফাজ্‌রের সলাত আদায় করে না, এটা হাকীকাতেই বা প্রকৃত অর্থেই হতে পারে অথবা কোনো মতে সূর্য উদয়ের পূর্বে আদায়কে মুবালাগাতান বা আধিক্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সূর্য উদয়ের আগে ফাজ্‌র সলাত আদায় করে না। অভিযোগকারিণী মহিলার স্বামী সফ্ওয়ান সেখানেই উপস্থিত ছিলেন, আল্লাহর নাবী (ﷺ) এবার

[৫১১] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৪৫৯, ইবনু মাজাহ ১৭৬২, আহমাদ ১১৭৫৯, সহীহাহ্ ২১৭২।

সফ্‌ওয়ান (রাঃ)-কে তার বক্তব্য কি তা পেশ করতে বললেন। সফ্‌ওয়ান (রাঃ) তার প্রতিটি অভিযোগ স্বীকার করলেন। অতঃপর তার কারণ উল্লেখ করে বললেন, সে রাতে বড় বড় সূরাহ্ দিয়ে সলাত আদায় করে, দিনে প্রত্যহ নাফ্‌ল সওম পালন করে– আমি যুবক মানুষ, দিনের বেলায়ও তার সাথে মেলামেশা করতে পারি না, রাতেও পারি না। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, মানুষ যদি একটি সূরাহ্ পাঠ করতো যথেষ্ট হতো। সলাতের জন্য এটাই যথেষ্ট হতো।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : এর অর্থ হলো যদি শুধু একটি সূরাহ্ অর্থাৎ ফাতিহাই পাঠ করতো তা যথেষ্ট হতো।

সওমের ব্যাপারেও তিনি ঘোষণা করলেন, কোনো মহিলা স্বামীর অনুমতি ছাড়া নাফ্‌ল সওম পালন করতে পারবে না। লোকটি ফাজ্‌রের সলাত বিলম্বে আদায়ের কারণ বর্ণনা করলে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে সফ্‌ওয়ান! তুমি যখনই জাগবে সলাত আদায় করে নিবে।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : সফ্‌ওয়ান-এর ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও নাবী ﷺ তার ওযর গ্রহণ করেছেন, আর স্ত্রীর ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও তার ওযর গ্রহণ করেননি। এটা পুরুষের অধিক হাক্ব নারীর ওপর তা অবহিত করার জন্য। ('আওনুল মা'বূদ ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২৪৫৬; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٧٠ ـ [٣٣] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ فِيْ نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ فَجَاءَ بَعِيرٌ فَسَجَدَ لَهٗ فَقَالَ أَصْحَابُهٗ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! تَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ. فَقَالَ: «اعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَأَكْرِمُوْا أَخَاكُمْ وَلَوْ كُنْتُ اٰمُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ أَمَرَهَا أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَصْفَرَ إِلٰى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلٰى جَبَلٍ أَبْيَضَ كَانَ يَنْبَغِيْ لَهَا أَنْ تَفْعَلَهٗ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

৩২৭০-[৩৩] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ মুহাজির ও আনসারগণের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। তখন একটি উট এসে তাঁকে সাজদাহ্ করল। এটা দেখে সহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনাকে জীব-জন্তু, গাছপালা সাজদাহ্ করে, সুতরাং আপনাকে সাজদাহ্ করা আমরা বেশী হাক্বদার। এতে তিনি (ﷺ) বললেন, তোমরা তোমাদের রবের 'ইবাদাত (সাজদাহ্) কর এবং তোমাদের ভাইকে (নাবী ﷺ-কে যথাযোগ্য) সম্মান কর। আমি যদি (দুনিয়াতে) কারো প্রতি সাজদাহ্ করতে নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে তার স্বামীর প্রতি সাজদাহ্ করার অনুমতি দিতাম। স্বামী যদি স্ত্রীকে (ন্যায়সঙ্গত ও প্রয়োজনে) হলুদ বর্ণের পর্বত হতে কালো বর্ণের পর্বতে এবং কালো বর্ণের পর্বত হতে সাদা বর্ণের পর্বতে পাথর স্থানান্তরের নির্দেশ করে, তবে তার দায়িত্বনিষ্ঠার সাথে তা পালন করা। (আহমাদ)[৫১২]

ব্যাখ্যা : বিভিন্ন বর্ণনা থেকেই জানা যায় যে, পাথর বৃক্ষাদি এবং চতুষ্পদ প্রাণী রসূলুল্লাহ ﷺ-কে সাজদাহ্ করতো। এমনি একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! চতুষ্পদ প্রাণী এবং বৃক্ষাদি আপনাকে সাজদাহ্ করছে আর আমরা করছি না? অথচ পিতা-মাতার আদাব-শিষ্টাচার শিক্ষা দানের চেয়ে নবূওয়াতী দীন শিক্ষা দানের শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে আপনি অধিক হাক্বদার।

---

[৫১২] য'ঈফ : আহমাদ ২৪৯৭৫, ইবনু মাজাহ ১৮৫২। কারণ এর সানাদে 'আলী বিন যায়দ বিন জাদ্'আন একজন দুর্বল রাবী।

সুতরাং এজন্য কি আমরা আপনাকে সাজদাহ্ করবো না? উত্তরে নাবী ﷺ বললেন, 'ইবাদাত করবে আল্লাহর, অর্থাৎ 'ইবাদাতের চূড়ান্ত এবং সর্বোচ্চ অবস্থা হলো সাজদাহ্ প্রদান করা, সুতরাং তা খাস একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত, অন্য কারো জন্যই তা প্রযোজ্য নয়।

নাবী ﷺ বললেন : তোমার ভাইকে সম্মান করবে, অর্থাৎ তাকে অন্তরে ভালোবাসবে এবং তার কথা মেনে চলবে। এর অর্থ হলো তোমরা তোমাদের নাবীর আনুগত্য করবে এবং তাঁর কথা মেনে চলবে, আর তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে দূরে থাকবে। তাঁর এ অধিকার নেই যে, লোকে তাঁকে সাজদাহ্ করবে।

এতে আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর প্রতি ইশারা রয়েছে : "কোনো মানুষ যাকে আল্লাহ তা'আলা কিতাব, রাজত্ব ও নবুওয়াত দান করেছেন, তার এ অধিকার নেই যে, সে লোকেদেরকে বলবে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমার 'আব্‌দ বা বান্দা হয়ে যাও; বরং তোমরা সকলেই আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও"– (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান ৩ : ৭৯)। আল্লাহর এ বাণীর দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে : "তুমি আমাকে যা নির্দেশ করেছো তা ছাড়া আমি তাদের (উম্মাতদের) কিছুই বলিনি, (যা বলেছি তা হলো) তোমরা ঐ আল্লাহর 'ইবাদাত করো যিনি আমার রব এবং তোমাদের রব।" (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ১১৭)

রসূলুল্লাহ ﷺ-কে উটের সাজদাহ্ করার ঘটনাবলী ছিল আদত পরিপন্থী ব্যতিক্রম ঘটনা যা আল্লাহর নির্দেশক্রমে সংঘটিত হয়েছিল। ঐ কাজের মধ্যে আল্লাহর রসূলের কোনো ক্ষমতা বা হাত ছিল না। উটও নিজস্ব ইচ্ছায় সাজদাহ্ করেনি বরং আল্লাহর আদেশ পালনে বাধ্য হয়েছিল, যেমন মালায়িকার (ফেরেশতাগণের) প্রতি আদামকে সাজদাহ্ দানের নির্দেশ হয়েছিল। অতঃপর তারা সাজদাহ্ করেছিল।

স্বামীর আনুগত্য ওয়াজিব হওয়া অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে বুঝানোর জন্য সাজদাহ্ দেয়ার দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। এ দৃষ্টান্ত মুবালাগাহ্ বা অতিরঞ্জন হিসেবে বলা হয়েছে। স্বামী যদি স্ত্রীকে এক পাহাড়ের পাথর অন্য পাহাড়ে নেয়ার মতো কষ্টকর কাজের নির্দেশও করে তবু তা পালন করা উচিত।

দুই রংয়ের দু'টি পাহাড়ের কথা পূর্ণ মুবালাগাহ্ হিসেবে বলা হয়েছে। কেননা সাদা কালো দু'টি পাহাড় পাশাপাশি পাওয়া যাবে না। পাওয়া গেলেও হয় তো একটি থেকে অন্যটি হবে অনেক দূরে, ঐ এক পাহাড় থেকে অন্যটিতে পাথর স্থানান্তরিত করা হবে ভীষণ কষ্টকর কাজ। স্বামী যদি তাও নির্দেশ করে স্ত্রীকে তাই পালন করতে হবে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٧١ ـ[٣٤] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ وَلَا تَصْعَدُ لَهُمْ حَسَنَةٌ الْعَبْدُ الْاٰبِقُ حَتّٰى يَرْجِعَ إِلٰى مَوَالِيهِ فَيَضَعَ يَدَهٗ فِىْ أَيْدِيهِمْ وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَالسَّكْرَانُ حَتّٰى يَصْحُوَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِىْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ

৩২৭১-[৩৪] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন লোকের সলাত গৃহীত হয় না এবং তাদের নেক আ'মাল উর্ধ্বাকাশে পৌঁছায় না। (প্রথমত) পলাতক ক্রীতদাস- যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মালিকের কাছে ফিরে আসে। (দ্বিতীয়ত) সে স্ত্রী- যার প্রতি তার স্বামী অসন্তুষ্ট, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার স্বামী মনোতুষ্ট হয়। (তৃতীয়ত) মদ্যাসক্ত ব্যক্তি- যতক্ষণ পর্যন্ত না তার হুঁশ ফিরে আসে।

(বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান)[৫১৩]

---

[৫১৩] **য'ঈফ :** শু'আবুল ঈমান ৮২৩৭, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ৯৪০, য'ঈফাহ্ ১০৭৫, য'ঈফ আল জামি' ২৬০২, য'ঈফ আত্ তারগীব ১২১৮। কারণ এর সানাদে ওয়ালীদ বিন মুসলিম একজন মুদাল্লিস রাবী আর তিনি একজন সিরীয় যুহায়র বিন মুহাম্মাদ হতে, যাদের বর্ণনা দুর্বল।

ব্যাখ্যা : তিন ব্যক্তি বলতে তিন শ্রেণীর মানুষ বা তিন প্রকৃতি ও বর্ণের মানুষ, এতে নারী পুরুষের কোনো ভেদাভেদ নেই। তাদের সলাত ক্বূল করা হবে না। এর অর্থ পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা হবে না।

لَا تَصْعَدُ এটি فعل الْمُضَارِعَةِ এর চিহ্ন ي বর্ণে যবর এবং পেশ উভয় যোগে পাঠ করা যায় এতে কর্ম ও কর্তৃবাচ্য হিসেবে অর্থের পার্থক্য বুঝে নিতে হবে।

«لَا تَصْعَدُ لَهُمْ حَسَنَةٌ» তাদের নেক 'আমাল উপরে উঠবে না' বা তাদের নেকী উপরে উঠানো হবে না, উপরের অর্থ হলো আল্লাহর নিকটে উঠানো। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "তাঁরই দিকে উত্থিত হয় পবিত্র কথাগুলো আর সৎকাজ সেগুলোকে উচ্চে তুলে ধরে।" (সূরাহ্ আল ফা-ত্বির ৩৫ : ১০)

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, অর্থাৎ তাদের নেক 'আমাল আসমানে উঠানো হবে না। তিন ব্যক্তি বা তিন শ্রেণীর মধ্যে একজন হলো গোলাম বা দাস যে তার মুনীব বা মালিক থেকে পালিয়ে যায়। দাস প্রথা বর্তমানে নেই, সুতরাং এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বর্জন করা হলো।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো ঐ মহিলা যার স্বামী তার ওপর অসন্তুষ্ট। এ মহিলার স্বামী সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তার কোনো 'ইবাদাত আল্লাহর কাছে পৌঁছবে না, অর্থাৎ আল্লাহ তা গ্রহণ করবেন না। তৃতীয় হলো নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি, নেশার ঘোর থেকে ফিরে তাওবাহ্ না করা পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে তার নেক 'আমাল ক্বূল হবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٧٢ - [٣٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

৩২৭২-[৩৫] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, কোন্ রমণী সর্বোত্তম? উত্তরে তিনি (সাঃ) বলেন, যে স্বামী স্ত্রীর প্রতি তাকালে তাকে সন্তুষ্ট করে দেয়, স্বামী কোনো নির্দেশ করলে তা (যথাযথভাবে) পালন করে এবং নিজের প্রয়োজনে ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করে না। (নাসায়ী ও বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমানে)[৫১৪]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (সাঃ) এখানে উত্তম নারীর গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। ইসলামের মৌলিক 'ইবাদাত বন্দেগী যথাযথ পালন সত্ত্বেও অনেক নারী স্বামী সোহাগিনী হতে পারে না। অনেকে স্বামীর অবাধ্য না হলেও আদেশ পালনে যত্নবান ও তৎপর নয়। কেউ বা আবার স্বামীর সম্পদ রক্ষণে দায়িত্বশীল নয়। অনেক সহাবীর প্রশ্নের প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন :

(১) উত্তম নারী হলো সে, যে তার স্বামীকে আনন্দিত করে সে যখন তার দিকে তাকায়। এর অর্থ হলো : সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি হয়ে হাস্যোজ্জ্বল কমনীয় চেহারায় বিনম্রপদে স্বামীর সামনে আসে। মধুমাখা মিষ্টি ভাষায় তার সাথে কথা বলে। তার দিকে তাকিয়ে তার কথা শুনে স্বামী আনন্দিত হয়। (২) 'সে তার স্বামী কোনো আদেশ করলে তা পালন করে।' এই আদেশ আল্লাহর নাফরমানী এবং পাপমূলক আদেশ হওয়া চলবে না এবং শারী'আতের আওতা বহির্ভূত হতে পারবে না। (৩) 'সে তার নিজের জীবন এবং স্বামীর সম্পদের ব্যাপারে এমন কিছু করবে না যা তার স্বামী অপছন্দ করে।' অর্থাৎ সে নারী তার স্বামীর সম্পদের পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণকারী হবে, স্বামীর মাল-সম্পদ তার দ্বারা খোয়া যাবে না। স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে খরচ করবে না এবং তার খিয়ানাত করবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৫১৪] হাসান : নাসায়ী ৩২৩১, আহমাদ ৭৪২১, ইরওয়া ১৭৮৬, সহীহাহ্ ৮৩৩৮, সহীহ আল জামি' ৩২৯৮।

٣٢٧٣-[٣٦] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ: قَلْبٌ شَاكِرٌ وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ وَزَوْجَةٌ لَا تَبْغِيهِ خَوْنًا فِيْ نَفْسِهَا وَلَا مَالِهٖ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ

৩২৭৩-[৩৬] ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যাকে চারটি নি'আমাত দান করা হয়েছে, তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করা হয়েছে– ১- শুকরগুজার অন্তর, ২- যিক্‌র-আয্‌কারে রত জিহ্বা, ৩- বিপদাপদে ধৈর্যশীল শরীর, ৪- নিজের (ইজ্জত-আব্রু) ও স্বামীর ধন-সম্পদে আমানাতদারিতায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ স্ত্রী। (বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান)[৫১৫]

ব্যাখ্যা : আমাদের জীবন ধারণের জন্য যা কিছু ব্যবহার করি সবকিছুই আল্লাহর নি'আমাত। মানুষ যদি এ নি'আমাতসমূহ ব্যবহার করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে পারে এবং বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে পারে তবে উভয় জগতেই সে সার্থক। এসব নি'আমাতরাজির মধ্যে ঐ নি'আমাত আরো শ্রেষ্ঠ নি'আমাত যার বিনিময়ে আখিরাতে সে আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হবে। এ জাতীয় নি'আমাতের মধ্যে এখানে চারটি নি'আমাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

(১) **কৃতজ্ঞ অন্তর :** অর্থাৎ আল্লাহর নি'আমাত পেয়ে যে হৃদয় তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে পারে এমন হৃদয় আল্লাহ যাকে দান করেছেন সে দুই জগতেরই মহা কল্যাণ লাভ করেছে।

(২) **যিক্‌রকারী জিহ্বা :** অর্থাৎ আল্লাহ যাকে তার যিক্‌র আদায়কারী রসনা দান করেছেন সে প্রকাশ্যে গোপনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং যিক্‌রের মাধ্যমে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হয়, এমন ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতের প্রকৃত কল্যাণ হাসিল করেছেন।

(৩) **বিপদে ধৈর্যশীল শরীর :** এর অর্থ আল্লাহ তা'আলা যাকে এমন শরীর দান করেছেন যে শরীর সাংসারিক কষ্ট-ক্লেশের পরও 'ইবাদাতে ধৈর্যশীল থাকে, রোগ-ব্যাধি, শোক, বিপদ-মুসীবাত ইত্যাদি ধৈর্যের সাথে সহ্য করে এবং তাতে আল্লাহকে ভুলে যায় না।

(৪) এমন স্ত্রী, যে নিজের ব্যাপারে এবং স্বামীর ধন-সম্পদের ব্যাপারে খিয়ানাতের চেষ্টা করে না। অর্থাৎ নিজের ইজ্জত-আব্রু এবং স্বামীর মাল-সম্পদ হিফাযাতে সে সংকল্পবদ্ধ।

এই চারটি নি'আমাত আল্লাহ যাকে দান করেছেন তাকে দুনিয়া আখিরাতের শ্রেষ্ঠ নি'আমাত দান করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[৫১৫] **য'ঈফ :** শু'আবুল ঈমান ৪১১৫, য'ঈফাহ্ ১০৬৬, য'ঈফ আত্ তারগীব ১২০৬। কারণ মুআম্মাল বিন ইসমা'ঈল এ হাদীস বর্ণনায় একাকী হয়েছেন।

(١١) بَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ

অধ্যায়-১১ : খুল্‘ই (খুলা‘ ত্বলাক্ব) ও ত্বলাক্ব প্রসঙ্গে

খুলা‘ শব্দটি ‘আরবী خُلْعُ الثوب থেকে নেয়া হয়েছে, ‘আরবেরা এ কথা তখনই বলে اذا ازاله যখন কাপড় খুলে ফেলানো হয়। কেননা নারী পুরুষের পোষাক স্বরূপ, অনুরূপ পুরুষও নারীর পোষাক স্বরূপ। আল্লাহর বাণী : “স্ত্রীগণ তোমাদের পোষাক স্বরূপ তোমরাও তাদের পোষাক।” (সূরাহ্ আল বাকারাহ্ ২ : ১৮৭)

ইসলামের পরিভাষায় মহিলা তার স্বামীর নিকট থেকে কোনো কিছুর (মুহরের) বিনিময়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়াকে খুলা‘ বলা হয়।

কুরআন ও সহীহ হাদীসে খুলা‘ করার বৈধতা রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন : “অতঃপর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি কিছু বিনিময় দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় তবে উভয়ের কারো পাপ হবে না।” (সূরাহ্ আল বাকারহ্ ২ : ১২৯)

নিম্নের বিশুদ্ধ হাদীসটিসহ একাধিক বিশুদ্ধ হাদীসও খুলা‘ বৈধ হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। খুলা‘ ত্বলাক্ব কিনা? এ নিয়ে ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে ইখতিলাফ বিদ্যমান।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-সহ কতিপয় ইমামের মতে খুলা‘ ত্বলাক্ব। পক্ষান্তরে ইমাম আহমাদসহ আরো কতিপয় ফকীহের মতে খুলা‘ ত্বলাক্ব নয়। বরং ‘ফাস্‌খে নিকাহ’ বা বিবাহ বাতিল করা। পূর্বে উল্লেখিত আভিধানিক অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখেও বলা যায়। খুলা‘ হলো বিবাহ খুলে ফেলানো।

মিশকাতের আধুনিক ভাষ্যগ্রন্থ আনোয়ারুল মিশকাতের ব্যাখ্যাকার ইমাম আহমাদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তিনি বলেছেন, খুলা‘ ত্বলাক্ব নয়, বরং ‘বিচ্ছেদ।’ কেননা আল্লাহর কালামে বলা হয়েছে- অর্থাৎ “ত্বলাক্ব দু’বার ..., অতঃপর সে যদি ত্বলাক্ব দেয়”– (সূরাহ্ আত্ব ত্বলাক্ব ৬৫ : ২৯-৩০)। এ শেষ বাক্যের পূর্বে খুলা‘র কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, খুলা‘ ত্বলাক্ব নয়। কেননা প্রথমে ২ ত্বলাক্ব, খুলা‘কে যদি ত্বলাক্ব ধরা হয় তাহলে সেটা এক ত্বলাক্ব, পরের বাক্যে (এক) ত্বলাক্ব উল্লেখ হয়েছে, এতে মোট ৪ ত্বলাক্ব হয়। অথচ এটা কারো কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং খুলা‘ ত্বলাক্ব নয় বরং ‘ফাসখে নিকাহ’ বা বিবাহ ভঙ্গ মাত্র। অবশ্য খুলা‘কে ত্বলাক্বের বর্ণনার মধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র।

ত্বলাক্ব ও তাহলীল গ্রন্থকার হাফিয ইবনু কুইয়িম-এর বরাত দিয়ে লিখেছেন, তিনি বলেন, খুলা‘ যে ত্বলাক্ব নয়, তার প্রমাণ হলো ত্বলাক্বের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা‘আলা যে তিনটি বিধানের কথা বলেছেন, যেগুলোর সব কটি খুলা‘তে পাওয়া যায় না। সে তিনটি নিম্নরূপ :

(১) ত্বলাক্বে রজ্‘ই-এর পর স্বামী তার স্ত্রীকে ‘ইদ্দাতের মধ্যে বিনা বিবাহ ও (বিনা বাধায়) ফিরিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু খুলা‘ হলে স্ত্রীর সম্মতি ব্যতীত তা পারবে না।

(২) ‘ত্বলাক্ব’ তিন পর্যন্ত সীমিত। ত্বলাক্ব সংখ্যা পূর্ণ হয়ে গেলে স্ত্রীর অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ ও মিলন না হওয়া পর্যন্ত প্রথম স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। কিন্তু খুলা‘য় স্ত্রীকে অপর কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়েই প্রথম স্বামীর কাছে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরে যেতে পারবে।

(৩) খুলা‘র ‘ইদ্দাত হলো এক ঋতু। পক্ষান্তরে সহবাসকৃত স্ত্রীর ‘ইদ্দাত হলো তিন তুহর।

(‘ত্বলাক্ব ও তাহলীল’ ১১-১২ পৃঃ, ড. আসাদুল্লাহ আল গালীব)

এ ছাড়াও ঋতুকালে কিংবা পবিত্রকালে, ঋতু পরবর্তী সহবাসকৃত কিংবা সহবাসহীন, সকল অবস্থায়ই খুলা' করতে পারে, কিন্তু ঋতুকালে ত্বলাক্ব দেয়ার বিধান নেই। অনুরূপ ঋতুর পর সহবাসের পূর্বে ত্বলাক্ব দিতে হবে সহবাসের পরে নয়।

স্বামী স্ত্রী উভয়ের যদি দাম্পত্য জীবন মনোমালিন্য, অসহনীয় এবং অপছন্দনীয় হয়; স্বামী যদি বিচ্ছিন্ন হতে চায় তবে সেটা তার হাতে এবং সে তা প্রয়োগ করবে। আর যদি স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হতে চায়, তবে তার হাতে রয়েছে খুলা' এবং সে এটা প্রয়োগ করবে। সুতরাং খুলা' ও ত্বলাক্ব ভিন্ন বস্তু তা স্পষ্ট।

(ফিক্বহুস্ সুন্নাহ্ ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৯, বৈরুত)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٢٧٤-[١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِيْ خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلٰكِنِّيْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩২৭৪-[১] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাবিত ইবনু ক্বয়স-এর স্ত্রী (হাবীবাহ্ বিনতু সাহল) নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সাবিত ইবনু ক্বয়স-এর আচার-ব্যবহার ও দীনদারীর ব্যাপারে আমার কোনো অভিযোগ নেই, কিন্তু ইসলামের ছায়ায় থেকে আমার দ্বারা স্বামীর অবাধ্যতা (কুফ্‌রী) মোটেই অনুচিত। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কি (মুহরে প্রাপ্ত) খেজুরের বাগান তাকে ফিরিয়ে দিতে সম্মত আছ? সে বলল- জি, হ্যাঁ। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) তার স্বামীকে বললেন, তুমি তোমার খেজুরের বাগান ফেরত নিয়ে তাকে এক ত্বলাক্ব দিয়ে দাও। (বুখারী)[৫১৬]

ব্যাখ্যা : সাবিত ইবনু ক্বায়স-এর স্ত্রীর নামের ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। অধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো তার নাম হাবীবাহ্ বিনতু সাহ্ল। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) 'তাকরীব' গ্রন্থে উল্লেখ করেন তিনি সাহবিয়্যাহ্ ছিলেন, তিনি তার স্বামী সাবিত ইবনু ক্বয়স-এর সাথে খুলা' করেন। এর পর উবাই ইবনু কা'ব তাকে বিবাহ করেন।

সাবিত-এর স্ত্রী হাবীবাহ্ বিনতু সাহ্ল (রাঃ) তার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করলে রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে তার স্বামীর মুহর বাবদ দেয়া দু'টি খেজুর বাগান ফেরত দেয়া, অতঃপর সাবিতকে তা গ্রহণপূর্বক তাকে ত্বলাক্ব দেয়ার নির্দেশ করেন।

এখানে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর أمر বা নির্দেশ واجب (আবশ্যক) অর্থে নয়, বরং إرشاد ও إصلاح তথা দিক নির্দেশনা ও সংশোধন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন : এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, খুলা' 'ফাসখে নিকাহ' নয়, বরং 'ত্বলাক্ব'। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৫১৬] **সহীহ :** বুখারী ৫২৭৩, নাসায়ী ৩৪৬৩, ইরওয়া ২০৩৬।

٣٢٧٥-[٢] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِيْ أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩২৭৫-[২] ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তিনি স্বীয় স্ত্রীকে মাসিক (ঋতুস্রাব) অবস্থায় তলাক্ব দেন। এ বিষয়টি ‘উমার (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট জানালেন। এটা শুনে রসূলুল্লাহ (ﷺ) অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, সে যেন তাকে রুজু করে (অর্থাৎ- প্রত্যাহার করে) নেয় এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাকে নিজের কাছে রেখে দেয়। অতঃপর একান্তই তলাক্ব দিতে চাইলে, তবে এক ঋতুস্রাব হতে পবিত্রাবস্থায় উপনীত হলে সহবাসের পূর্বে সে তলাক্ব দিতে পারে। এটাই তলাক্বের ‘ইদ্দাত, আল্লাহ তা‘আলা যা নির্দেশ করেছেন। অপর বর্ণনায় আছে- তাকে রজ্‘আহ্ (প্রত্যাহার) করার আদেশ দাও। অতঃপর (একান্ত প্রয়োজনে) সে যেন পবিত্রাবস্থায় অথবা গর্ভাবস্থায় তলাক্ব দেয়। (বুখারী ও মুসলিম)[৫১৭]

ব্যাখ্যা : তলাক্ব দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করার শারী‘আত ব্যবস্থা। এটা কখন ও কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং তা কিভাবে কার্যকর হবে ইসলামে তার সুবিধিবদ্ধ বিধান রয়েছে। স্ত্রীকে ঋতুকালীন সময়ে কখনো তলাক্ব প্রদান করা যাবে না। ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাঃ) তার স্ত্রীকে ঋতুস্রাবের সময় তলাক্ব প্রদান করেছিলেন, যা শারী‘আতসিদ্ধ নয়। নাবী (ﷺ) এ খবর পেয়ে ভীষণভাবে রাগান্বিত হয়ে যান এবং তার তলাক্ব অকার্যকর করে দিয়ে স্ত্রীকে ফেরত আনতে নির্দেশ করেন। অতঃপর তার প্রতি নির্দেশনা প্রদান করেন যে, একান্তই তলাক্ব দেয়ার প্রয়োজন হলে ঋতুস্রাব অতিবাহিত হয়ে, প্রথম পবিত্রকালে তলাক্ব না দিয়ে দ্বিতীয় পবিত্রকালে তলাক্ব দিবে।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : দ্বিতীয় তুহর বা পরবর্তী পবিত্রকাল পর্যন্ত তলাক্বকে বিলম্বিত করার নির্দেশনার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য কারণ হলো- ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার স্ত্রীর সাথে মনের দূরত্বের কারণেই তলাক্ব দিয়েছিলেন। আল্লাহর নাবী (ﷺ) তার স্ত্রীকে ফেরত এনে তার সাথে স্বাভাবিক সংসার জীবন যাপনের দীর্ঘ সুযোগ করে দিয়েছেন, যাতে এই সময়ের মধ্যে তার সাথে দৈহিক মিলন ঘটায়, এতে তার মনের সঞ্চিত রাগ ও ঘৃণা দূর হয়ে যায় যা তলাক্বের মূল কারণ, এটা নিঃশেষ হয়ে গেলে তলাক্বের আর প্রয়োজনই যেন না হয় এবং তাকে স্ত্রী হিসেবে রেখে দেয়।

মুসলিম উম্মাহ ঋতুস্রাবকালে তলাক্ব প্রদানকে হারাম বলেছেন। এ অবস্থায় তলাক্ব প্রদান করলে গুনাহগার হবে এবং তাকে রজ্‘আহ্ করতে হবে, অর্থাৎ স্ত্রীকে প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

ইমাম আবূ হানীফাহ্, ইমাম আহমাদ, ইমাম শাফি‘ঈসহ জুমহূর ইমাম ও ফুকাহার মতে এই রজ্‘আহ্ মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। অবশ্য ইমাম মালিক ও তার অনুসারীগণ ওয়াজিব বলেছেন।

হাদীসে যে তুহর বা পবিত্রকালে (স্বামী-স্ত্রী) সহবাস হয়নি সেই সময় তলাক্ব দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এর কারণ পরবর্তীতে যাতে গর্ভ প্রকাশিত হয়ে লজ্জিত হতে না হয় এবং প্রসবকাল পর্যন্ত ‘ইদ্দাতও দীর্ঘ না হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৯০৮; শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৪৭১)

---

[৫১৭] সহীহ : বুখারী ৫২৫১, মুসলিম ১৪৭১, আবূ দাউদ ২১৭৯, নাসায়ী ৩৩৯০, আহমাদ ৫২৯৯, দারিমী ২৩০৮, ইরওয়া ২০৫৯, সহীহ আল জামি‘ ৫৩৬৭।

٣٢٧٦ - [٣] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاخْتَرْنَا اللهَ وَرَسُوْلَهٗ فَلَمْ يَعُدَّ ذٰلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩২৭৬-[৩] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে আল্লাহ ও তার **রসূলকে** গ্রহণের অধিকার দিয়েছেন, অতঃপর আমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে গ্রহণ করে নিয়েছি, তিনি (ﷺ) এটা আমাদের ওপর (তৃলাক্ব) হিসেবে গণ্য করেননি। (বুখারী ও মুসলিম)[৫১৮]

ব্যাখ্যা : উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর বর্ণনা (خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের ইখতিয়ার দিয়েছেন, এর অর্থ হলো আমরা উম্মাহাতুল মু'মিনদের অধিকার বা স্বাধীনতা দিয়েছেন যে, ইচ্ছা করলে আমরা আল্লাহর রসূলকে গ্রহণ করে থাকতে পারি, ইচ্ছা করলে তাকে ত্যাগ করে চলে যেতে পারি।

সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় : «خَيَّرَ نِسَاءَهٗ» 'তার স্ত্রীদের ইখতিয়ার দিয়েছিলেন' বাক্য ব্যবহার হয়েছে, উভয়ের অর্থ ও উদ্দেশ্য একই।

'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন : (فَاخْتَرْنَا اللهَ وَرَسُوْلَهٗ فَلَمْ يَعُدَّ ذٰلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا) 'আমরা (রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর স্ত্রীগণ) আল্লাহ ও তাঁর রসূলকেই গ্রহণ করলাম, তিনি এটাকে আমাদের ওপর কোনো তৃলাক্ব গণ্য করেননি। অর্থাৎ এ কথা দ্বারা স্ত্রী তৃলাক্ব হয়ে যায় না। এক তৃলাক্ব, দুই তৃলাক্ব কিংবা তিন তৃলাক্ব রজ্'ই কিংবা বায়েন কোনো তৃলাক্বই হয় না। এটাই অধিকাংশ সহাবীর মত। ইমাম আবূ হানীফাহ্, ইমাম শাফি'ঈ- এই মতই ব্যক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে সহাবীগণের মধ্যে 'আলী, যায়দ ইবনু সাবিত (রাঃ) ফুকাহাগণের মধ্যে ইমাম মালিক সহ কতিপয় ইমাম ও ফাকীহ বলেন, এতে এক তৃলাক্ব রজ্'ই পতিত হবে।

'আল্লামাহ্ বাগাভী (রহঃ) নাবী পত্নীদের ইখতিয়ার প্রদান সংক্রান্ত আয়াতে তাফসীরে বলেন-

اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيْ هٰذَا الْخِيَارِ، هَلْ كَانَ ذٰلِكَ تَفْوِيضَ الطَّلَاقِ إِلَيْهِنَّ حَتّٰى يَقَعَ بِنَفْسِ الِاخْتِيَارِ أَمْ لَا؟.....

রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর স্ত্রীদের যে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন তা নিয়ে 'উলামাদের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে। সেটা কি তাদের প্রতি তৃলাক্বে তাফবীয ছিল যে, তারা ওটা গ্রহণ করলে তা পতিত হতো আর গ্রহণ না করলে পতিত হতো না?

হাসান বাসরী, ক্বতাদাহ্ প্রমুখসহ অধিকাংশ আহলে 'ইল্‌মের মত হলো, কুরআনের এ আয়াতে তৃলাক্বে তাফবীযের কথা বলা হয়নি। বরং এখানে নাবী পত্নীগণকে দুনিয়ার সুখ সামগ্রী অথবা আল্লাহ ও তাঁর রসূল (তথা আখিরাত) এ দুয়ের যে কোনো একটিকে গ্রহণের ইখতিয়ার প্রদান করা হয়েছে। যার কারণে এর তাৎক্ষণিক জওয়াব নয়, বরং চিন্তা ভাবনা করে প্রয়োজনে অভিভাবকের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্তের কথা বলা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে বলেন, তুমি তাড়াহুড়া করো না, বরং ধীরস্থির মতো তোমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিবে। এটা যদি তৃলাক্বে তাফবীয হতো তাহলে উত্তরটি তাৎক্ষণিক প্রয়োজন ছিল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫২৬২)

٣٢٧٧ - [٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فِي الْحَرَامِ يُكَفِّرُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৫১৮] সহীহ : বুখারী ৫২৬২, মুসলিম ১৪৭৭, আবূ দাউদ ২২০৩।

৩২৭৭-[৪] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো ব্যাপারে (হালালকে) হারাম করলে কাফ্‌ফারাহ্ দিতে হবে, "নিশ্চয় তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মধ্যে (জীবনীতে) রয়েছে উত্তম আদর্শ"। (বুখারী ও মুসলিম)[৫১৯]

ব্যাখ্যা : কেউ যদি ইচ্ছা করে কোনো বৈধ জিনিস নিজের ওপর হারাম ঘোষণা দেয় তবে তা ভঙ্গ করলে কাফ্‌ফারাহ্ দিতে হবে। কেননা এটা ক্বস্‌মের পর্যায় হয়ে যায়, ক্বস্‌ম ভঙ্গ করলে যেমন কাফ্‌ফারাহ্ দিতে হয় এটাও ঠিক তাই। এর প্রমাণ দিতে গিয়ে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কুরআনের এই আয়াত পাঠ করেন : "আল্লাহর রসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরাহ্ আল আহযাব ৩৩ : ২১)

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) মূলতঃ এটাই বুঝাতে চেয়েছেন, কেউ যদি আল্লাহর হালালকৃত বস্তুকে স্বেচ্ছায় নিজের ওপর হারাম করে নেয় তার ওপর ক্বস্‌মের কাফ্‌ফারাহ্ ধার্য হবে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন নিজের ওপর আল্লাহর দেয়া হালাল বস্তুকে হারাম করে নিয়েছিলেন তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে তার কাফ্‌ফারাহ্ আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে নাবী! আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন তা কেন নিজের ওপর হারাম করে নিচ্ছেন?" (সূরাহ্ আত্ তাহরীম ৬৫ : ০১)।

(ফাতহুল বারী ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৯০৮; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

এ বিষয়ে সামনের হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

٣٢٧٨ - [٥] وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَشَرِبَ عِنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ: إِنِّيْ أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى احْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَلَنْ أَعُوْدَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ لَا تُخْبِرِيْ بِذٰلِكِ أَحَدًا» يَبْتَغِيْ مَرْضَاةَ أَزْوَاجِهِ فَنَزَلَتْ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ [سورة التحريم٦٦: ١] الْآيَةُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩২৭৮-[৫] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহধর্মিণী যায়নাব বিনতু জাহ্‌শ-এর নিকট তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (কিছু সময় বেশি) অবস্থান করতেন। অতঃপর একদিন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর নিকট মধু পান করেন। এ সংবাদ পেয়ে আমি ও হাফ্‌সাহ্ উভয়ে পরামর্শ করলাম যে, আমাদের মধ্যে যার নিকটই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপস্থিত হবেন, সে যেন বলে, আমি আপনার (মুখ) হতে মাগাফীর-এর (দুর্গন্ধযুক্ত ফলের রস যা মৌমাছি সঞ্চয়ন করে) গন্ধ পাচ্ছি, আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদের ('আয়িশাহ্ ও হাফ্‌সাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)) কোনো একজনের নিকট পৌঁছলে একজন বললেন। উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি যায়নাব বিনতু জাহ্‌শ-এর নিকট মধু খেয়েছি। আমি শপথ করছি, আর কক্ষনো মধু খাবো না, কিন্তু তুমি এটা কাউকেও বলো না। মূলত তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সহধর্মিণীগণের সন্তুষ্টি কামনার্থে এটা (শপথ) করেছিলেন। এমতাবস্থায় কুরআন মাজীদের আয়াত নাযিল হয়- "হে নাবী! আল্লাহ যা তোমার জন্য হালাল করেছেন তা তুমি কেন হারাম করছ? (এর দ্বারা) তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি পেতে চাও?" (সূরাহ্ আত্ তাহরীম ৬৬ : ১)।

(বুখারী ও মুসলিম)[৫২০]

---

[৫১৯] **সহীহ :** বুখারী ৪৯১১, মুসলিম ১৪৭৩, ইবনু মাজাহ ২০৭৩, আহমাদ ১৯৭৬। তবে আহমাদ-এর সানাদটি মুনক্বতি'।

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ মধু পছন্দ করতেন। 'আস্‌র নামাযের পর তিনি প্রত্যেক স্ত্রীর খোঁজ খবর নেয়ার জন্য তাদের ঘরে যেতেন। এ সময় তার স্ত্রী যায়নাব বিনতু জাহ্‌শ তাকে মধু পান করাতেন। মানব স্বভাবসুলভ কারণে অন্যান্য স্ত্রীদের অনেকের কাছেই এটা অপছন্দনীয় ছিল। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها এবং হাফসাহ্ رضي الله عنها উভয় মিলে ফন্দি আটলেন এবং যুক্তি পাকালেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের যার কাছেই আসে সে বলবে আপনার কাছ থেকে মাগাফীরের গন্ধ পাচ্ছি। আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন?

যুক্তি মোতাবেক যথাসময়ে তারা তাই করলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ কিছু বুঝে উঠতে পারলেন না, তিনি বললেন : আমি তো মধুপান করেছি মাত্র। অতঃপর তিনি শপথ করে বললেন, ঠিক আছে আমি আর মধু পান করবো না, তুমি এ কথা আর কাউকে বলো না। এটা ছিল স্ত্রীদের কতিপয়ের মন খুশির জন্য। আল্লাহ তার এ কথা পছন্দ করলেন না। সাথে সাথে আয়াত নাযিল করলেন,

﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ﴾

"হে নাবী! আল্লাহ আপনার জন্য যা বৈধ করেছেন তা আপনি হারাম করছেন কেন? আপনি স্ত্রীদের সন্তুষ্টি খুঁজছেন?" (সূরাহ্ আত্ তাহরীম ৬৬ : ০১)

মাগাফীর হলো এক প্রকার কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের ফলের নির্যাস যা মিষ্ট অথচ ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত।

ইবনুল মালিক বলেন : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হালাল বস্তু নিজের ওপর হারাম করে নেয়াটা ছিল পদস্খলন বা আকস্মিক ভুল, পাপ বা গুনাহের কাজ নয়। এটা ছিল খেলাফে আওলা বা উত্তমতার পরিপন্থী।

সুতরাং আল্লাহর বাণী : ﴿لِمَ تُحَرِّمُ﴾ এবং ﴿عَفَا اللهُ عَنْكَ﴾ বাক্য দ্বারা তার নিন্দা জানানো হয়েছে।

হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মধু হারাম করার কারণে অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু আরেকটি সহীহ হাদীসে এসেছে, তিনি (ﷺ) হাফসার গৃহে মধু পান করেছিলেন, তখন উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্, সফিয়্যাহ্, সাওদাহ্ এরা মিলে পূর্বে উল্লেখিত যুক্তি পাকিয়েছিলেন।

'আল্লামাহ্ বাগাভী (রহঃ) উক্ত আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা করতে গিয়ে মুফাস্‌সিরীনদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, নাবী ﷺ তার স্ত্রীদের মধ্যে পালা বণ্টন করতেন। হাফসাহ্ رضي الله عنها-এর পালার দিন এলে তিনি তার বাপের সাক্ষাৎ যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অনুমতি প্রদান করলেন তিনি বাপের বাড়ী চলে গেলেন। হাফসাহ্ رضي الله عنها যখন চলে গেলেন তখন রসূলুল্লাহ ﷺ মারিয়াহ্ আল ক্বিবত্বিয়্যাহ্ رضي الله عنها-কে ডেকে পাঠালেন। মারিয়াহ্ আল ক্বিবত্বিয়্যাহ্ رضي الله عنها আসলে তিনি তাকে হাফসাহ্ رضي الله عنها-এর ঘরে প্রবেশ করালেন এবং তার সাথে মিলিত হলেন। ইতোমধ্যে হাফসাহ্ رضي الله عنها যখন ফিরে এলেন, এসে দেখেন তার ঘরের দরজা বন্ধ। তিনি অগত্যা দরজায় বসে রইলেন, এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ ঘর্মাক্ত অবস্থায় ঘর থেকে বের হলেন– এ অবস্থা দেখে হাফসাহ্ رضي الله عنها কাঁদতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কাঁদছো কেন? উত্তরে হাফসাহ্ رضي الله عنها বললেন, এজন্যই কি আপনি আমাকে বাপের বাড়ী যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন? আমার পালার দিন, আমার বিছানায় একজন দাসীকে প্রবেশ করিয়েছেন? আপনি কি আমার মর্যাদা এবং আমার সম্মানের কথা ভাবেন না? আপনি স্ত্রীদের একজনের সাথে এই আচরণ করবেন?

রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে কি আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য হালাল করে দেননি? (হে হাফসাহ্!) তুমি থামো! তাকে (মারিয়াহ্ আল ক্বিবত্বিয়্যাহ্ رضي الله عنها) আমার জন্য হারাম করে নিলাম। আমি তোমার সন্তুষ্টি চাই, তবে তুমি এ কথা স্ত্রীদের অন্য কাউকে বলো না- তখন আল্লাহ তা'আলা ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ.....﴾ এ আয়াত নাযিল করেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৫২০] **সহীহ :** বুখারী ৪৯১২, মুসলিম ১৪৭৪, নাসায়ী ৩৭৯৫, আহমাদ ২৫৮৫২, ইরওয়া ২৫৭৩।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٢٧٩-[٦] عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِىْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِىُّ

৩২৭৯-[৬] সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে রমণী বিনা কারণে স্বামীর নিকট ত্বলাক্ব চায়, সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না।

(আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ, দারিমী)[৫২১]

ব্যাখ্যা : ত্বলাক্ব স্বামীর অধিকার, স্ত্রীর নয়। স্ত্রীর সঙ্গত কারণ থাকলে খুলা'র মাধ্যমে সে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। কোনো মহিলা একান্ত কারণ ছাড়া স্বামীর কাছ থেকে ত্বলাক্ব প্রার্থনা করবে না। কোনো কোনো বর্ণনায় এ কথাও এসেছে, কোনো মহিলা নিজের জন্য অথবা অন্যের জন্য ত্বলাক্ব প্রার্থনা করবে না।

যে নারী বিনা কারণে তার স্বামীর কাছে ত্বলাক্ব প্রার্থনা করবে তার জন্য জান্নাতের ঘ্রাণ হারাম অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ। এটা ভীতি ও ধমকিমূলক বাক্য। মুহসিন বা নেককারগণ যেমন প্রথম ধাপেই জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবেন তারা সেই সুঘ্রাণ পাবে না। 'আল্লামাহ্ ক্বাযী 'ইয়ায বলেন : এটাও হতে পারে যে, যদি সে জান্নাতে প্রবেশ করে তবে সুঘ্রাণ থেকে বঞ্চিত থাকবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٨٠-[٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩২৮০-[৭] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হালাল কার্য হলো ত্বলাক্ব। (আবূ দাঊদ)[৫২২]

ব্যাখ্যা : বিবাহ একটি জান্নাতী বন্ধন। এ সম্পর্কের অবসান কারো জন্যই কাম্য নয়। তবু জীবনের অনিবার্য প্রয়োজনে এ সম্পর্কের অবসান ঘটাতেই হয়। স্বামী স্ত্রীর এই বন্ধন ছিন্নের মাধ্যম হলো ত্বলাক্ব।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : ত্বলাক্ব ইসলামে বৈধ হলেও তা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়, কেননা শায়ত্বনের কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হলো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো। সুতরাং শায়ত্বনের প্রিয় কাজ আল্লাহর কাছে কখনো পছন্দনীয় হতে পারে না।

কেউ কেউ বলেন, ত্বলাক্বের প্রকৃতি ও স্বভাবগত বিধান হলো তা হালাল, কিন্তু ওটাকে যখন পাপের সাথে সংমিশ্রণ করা হয়, তখন তা হয় আল্লাহর কাছে অপ্রিয়। যেমন মানুষ অন্যায় ও অযাচিতভাবে স্ত্রীকে ত্বলাক্ব দিয়ে ফেলে, অসময়ে স্ত্রীকে ত্বলাক্ব দেয়, শারী'আত সীমালঙ্ঘন করে একই সঙ্গে একাধিক ত্বলাক্ব দিয়ে দেয় ইত্যাদি। ত্বলাক্ব বৈধ হওয়া সত্ত্বেও হারাম ও বিদ্'আত পন্থায় তা প্রয়োগের কারণে তা হয়

---

[৫২১] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ২২২৬, তিরমিযী ১১৮৭, ইবনু মাজাহ ২৫০০, দারিমী ১৩১৬, আহমাদ ২২৪৪০, ইরওয়া ২০৩৫, সহীহ আল জামি' ২৭০৬, সহীহ আত্ তারগীব ২০১৮।

[৫২২] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ২১৭৮, ইবনু মাজাহ ২০১৮, ইরওয়া ২০৪০, য'ঈফ আল জামি' ৪৪, য'ঈফ আত্ তারগীব ১২৩৮। কারণ আবূ দাঊদ-এর সানাদে মুহাম্মাদ বিন খালিদ এবং ইবনু মাজাহ্-এর সানাদে 'উবায়দুল্লাহ ইবনু ওয়ালীদ ওয়াস্ সাফী দুর্বল রাবী।

আল্লাহর কাছে অপ্রিয় ও অপছন্দনীয়। অথবা তৃলাক্বের দ্বারা উভয়ে যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এমনকি অনেকের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠে তখন তা হয় আল্লাহর কাছে অপ্রিয়।

হাদীসটির ইসনাদ রোগগ্রস্ত অর্থাৎ মু'আল্লাল (সহীহ নয়), সুতরাং বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করা হলো।

٣٢٨١-[٨] وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عَتَاقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ وَلَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ». رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

৩২৮১-[৮] 'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : বিয়ের পূর্বে তৃলাক্ব নেই, মালিকানা ছাড়া মুক্তিদান হয় না, সিয়ামের মধ্যে বিসাল (ইফত্বার ছাড়া অনবরত সওম পালন করা) নেই, বয়ঃপ্রাপ্তির পরে ইয়াতীমত্ব নেই, দুধ ছাড়ানোর পরে দুগ্ধদান সম্পর্ক (দুধ মা) হয় না, একটানা রাত-দিন নীরবতা পালনে কোনো কিছু ('ইবাদাত) নেই। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৫২৩]

ব্যাখ্যা : বিবাহের মাধ্যমে স্বামীত্ব এবং দাসের ওপর মালিকানা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে তৃলাক্ব এবং দাস-দাসীর মুক্তির অধিকার লাভ করা যায় না। যেমন কোনো নারীকে বিবাহের পূর্বে তৃলাক্ব প্রদানের ঘোষণা দিয়ে পরে তাকে বিবাহ করলে পূর্বের ঐ তৃলাক্ব কার্যকর হবে না।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : (لَا طَلَاقَ) এর অর্থ হলো : «لَا وُقُوعَ لِطَلَاقٍ قَبْلَ نِكَاحٍ» অর্থাৎ বিবাহের পূর্বে তৃলাক্ব পতিত হয় না বা কার্যকর হয় না। সওমে বিসাল বা বিরতিহীন সিয়াম হলো ইফত্বার না করে একাধারে বা ক্রমাগত সওম বা রোযা পালন করতে থাকা। নাবী ﷺ এরূপ সওম পালন নিষেধ করেছেন। সাওমের অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা অতিবাহিত হয়েছে।

একটি শিশুর ইয়াতীম থাকার মেয়াদকাল হলো বালেগ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। সুতরাং বালেগ হওয়ার পর ইয়াতীম আর ইয়াতীম থাকে না। অনুরূপ দুধ সম্পর্ক স্থাপিত হয় দুধপানের মেয়াদ কালের মধ্যে দুধপান করলে। এ দুধপানের মেয়াদ হলো দু' বছর। অর্থাৎ দু' বছর বয়সের মধ্যে কোনো শিশু কোনো মহিলার স্তন্য পান করলে তার সাথে দুধ মা সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এর পরে পান করলে দুধ সম্পর্ক স্থাপিত হয় না।

দুধপানের মেয়াদ দু' বছর, আল্লাহ বলেন : "আর জননীগণ তাদের সন্তানদের পুরা দু'বছর দুধ পান করাবে, যে দুধপানের পূর্ণ মেয়াদ পুরো করতে চায়।" (সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ ২ : ২৩৩)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন : "আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের ওয়াসিয়্যাত করছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো (মেয়াদ) দু' বছরে হয়।"
(সূরাহ্ লুক্বমান ৩১ : ১৪)

পূর্ববর্তী দীনে সওম পালনকালে কারো সাথে কথা বলা চলতো না বরং সূর্যাস্ত পর্যন্ত কথা বন্ধ রাখতে হতো। পবিত্র কুরআনে এর একাধিক প্রমাণ রয়েছে; দেখুন- সূরাহ্ মারইয়াম আয়াত ২৬। ইসলামের সওম পালনকালে চুপ থাকার বিধান রহিত হয়েছে। অথবা জাহিলী যুগে মানুষ কোনো কথাবার্তা না বলে ধ্যান মগ্ন থাকাকে 'ইবাদাত মনে করতো। ইসলামে এর বিধান কি, এই প্রশ্নে নাবী ﷺ বলেন, (لَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ) অর্থাৎ দিন থেকে রাত পর্যন্ত নিরবতা পালনে কোনো 'ইবাদাত নেই।

---

[৫২৩] য'ঈফ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৩৫০, আবূ দাউদ ২৭৭৩। কারণ এর সানাদে জুয়াইবির একজন দুর্বল রাবী।

মুল্লা 'আলী আল ক্বারী (রহঃ) বলেন : এই নিরবতায় শিক্ষণীয় কিছু নেই এবং সাওয়াবও কিছু নেই। এটা আমাদের শারী'আতের বিধানও নয়, বরং পূর্ব জাতিদের বিধান।

কেউ কেউ বলেন, এটা নিষেধ এজন্য যে, এটা খৃষ্টানদের সাথে সাদৃশ্যশীল কাজ। জাহিলী যুগেও ই'তিকাফকালে মানুষ কথাবার্তা বন্ধ রাখতো, তাদের প্রতিবাদে এ হাদীস হতে পারে। (শারহুস্ সুন্নাহ্ হাঃ ২৩৫০; মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ৩/৪৪২, ইবনু হুমাম 'আলী ﷺ-এর সূত্রে মারফূ' হিসেবে বর্ণিত হাদীসটি)

٣٢٨٢ - [٩] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا نَذْرَ لِابْنِ اٰدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَزَادَ أَبُوْ دَاوُدَ: «وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ»

৩২৮২-[৯] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব ﷺ তাঁর পিতার মাধ্যমে দাদা হতে বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষের যে বিষয়ের মালিকানা বা অধিকার নেই, তার কোনো নায্‌র (মানৎ) হয় না, যার মালিকানা নেই তার কোনো দাস মুক্ত করার অধিকার নেই। বিবাহ বন্ধন ব্যতীত তার তুলাক্ব নেই। (তিরমিযী)[৫২৪]

আর ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, মালিকানা ছাড়া কেনা-বেচা নেই।

ব্যাখ্যা : 'নযর' বা মানৎ ইসলামে একটি 'ইবাদাত। কেউ যদি কোনো কিছু দান বা হেবার জন্য মানৎ করে তবে তার ওপর অবশ্যই মালিকানা স্বত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। নাবী ﷺ বলেছেন, আদাম সন্তানের কারো কোনো বস্তুর উপর মালিকানা স্বত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত না হলে তাতে নযর বা মানৎ বৈধ নয়। যদি সে কোনো কৃতদাসের ব্যাপারে বলে যে, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে এ দাসটি মুক্ত করবো অথচ এই মানতের সময় সে তার মালিকই হয়নি, তাহলে তার এই মানৎ সহীহ হবে না। আর এই মানতের পর যদি মালিক হয় তবে তাকে মুক্ত করতে হবে না।

আবূ দাঊদ-এর বর্ণনায় এসেছে 'মালিকানা স্বত্ত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় নেই'। এর ব্যাখ্যা পূর্বানুরূপ। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১১৮১)

٣٢٨٣ - [١٠] وَعَنْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ أَنَّهٗ طَلَّقَ امْرَأَتَهٗ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ فَأُخْبِرَ بِذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ وَقَالَ: وَاللّٰهِ مَا أَرَدْتُّ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «وَاللّٰهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً؟» فَقَالَ رُكَانَةُ: وَاللّٰهِ مَا أَرَدْتُّ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِيْ زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّالِثَةَ فِيْ زَمَانِ عُثْمَانَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ إِلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ

৩২৮৩-[১০] রুকানাহ্ ইবনু 'আব্‌দ ইয়াযীদ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি স্বীয় স্ত্রী সুহায়মাহ্-কে নিশ্চিত তুলাক্ব দিলেন। অতঃপর তিনি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বিষয়টি অবহিত করে বললেন, আল্লাহর ক্বসম! আমি এক তুলাক্বের নিয়্যাত করেছি, অন্য কিছু নয়। এটা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর ক্বসম! তুমি

[৫২৪] **সহীহ** : আবূ দাঊদ ২১৯০, তিরমিযী ১১৮১, আহমাদ ৬৭৬৯, ইবনু মাজাহ ২০৪৭, ইরওয়া ১৭৫১, সহীহ আল জামি' ৭৫৪৮।

কি এক ত্বলাক্ব ব্যতীত অন্য কিছু নিয়্যাত করনি? আমি বললাম, আল্লাহর ক্বসম! এক ত্বলাক্ব ব্যতীত অন্য **কিছু** নিয়্যাত করিনি। এতে রসূলুল্লাহ ﷺ তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, **রুকানাহ্** তার স্ত্রীকে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে দ্বিতীয় এবং 'উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে তৃতীয় ত্বলাক্ব দেন। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও দারিমী; কিন্তু নিশ্চয় তারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় ত্বলাক্বের উল্লেখ করেননি)[৫২৫]

ব্যাখ্যা : রুকানাহ্ ইবনু 'আব্দ ইয়াযীদ তার স্ত্রী সুহায়মাহ্-কে اَلْبَتَّةَ। "আল বাত্তাহ্" ত্বলাক্ব প্রদান করেন। 'আল বাত্তাহ্' অর্থ নিশ্চিত, অবশ্যই; অর্থাৎ তিনি তার স্ত্রীকে নিশ্চিত ত্বলাক্ব দিয়েছিলেন যা নিশ্চিত কার্যকর। কেউ যদি স্ত্রীকে 'আল বাত্তাহ্' ত্বলাক্ব দেয় তা কত ত্বলাক্ব হবে– এ নিয়ে ইমাম ও ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর মতে এ অবস্থায় এক ত্বলাক্বে রজ্'ঈ পতিত হবে। তবে যদি দুই অথবা তিনের নিয়্যাত করে তবে তার নিয়্যাত মোতাবেকই হবে।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেন : 'আল বাত্তাহ্' ত্বলাক্ব এক ত্বলাক্বে বায়িনাহ্ বলে বিবেচিত হবে। তিনের নিয়্যাত করলে তিন হবে।

ইমাম মালিক-এর মতে, তিন-ই হবে। সালাফ ও খালাফের একদল মুহাক্কিকের মতে এক ত্বলাক্ব রজ্'ঈ হওয়াটাই অধিক যুক্তিযুক্ত। কেননা একত্রে প্রদত্ত তিন ত্বলাক্ব তিন ত্বলাক্ব হয় না, বরং এক হওয়ার পক্ষে সহীহ মুসলিমে একাধিক বিশুদ্ধ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে, আবূ বাক্র-এর খিলাফাতকালে, অতঃপর 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফাতের প্রথম দুই বছর পর্যন্ত একত্রে প্রদত্ত তিন ত্বলাক্বকে এক ত্বলাক্ব বলে গণ্য করা হতো......... ।

(সহীহ মুসলিম- হাঃ ৩৭৪৬)

٣٢٨٤-[١١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

৩২৮৪-[১১] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তিন বিষয়ে হাসি-ঠাট্টা ও (স্বজ্ঞানে) কথার উক্তি, উভয়ই সঠিক উক্তিরূপে পরিগণিত হবে। বিবাহ, ত্বলাক্ব ও রজ্'আহ্ (এক ত্বলাক্বান্তে প্রত্যাহার)। (তিরমিযী, আবূ দাউদ; ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব)[৫২৬]

ব্যাখ্যা : 'আরবী جِدٌّ-এর অর্থ ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, আগ্রহ, একাগ্রতা ইত্যাদি। মির্ক্বাতুল মাফাতীহ গ্রন্থাকার বলেন, «وَالْجِدُّ مَا يُرَادُ بِهِ مَا وُضِعَ لَهُ» শব্দটি যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে সেই অর্থ গ্রহণ করা বা উদ্দেশ্য হওয়া। আর «الهزل» শব্দটির আভিধানিক অর্থ ঠাট্টা, কৌতুক, রসিকতা ইত্যাদি। পরিভাষায় কোনো শব্দকে যে উদ্দেশে গঠন করা হয়েছে সে অর্থ ছাড়া ভিন্ন কোনো অর্থ গ্রহণ করা, যদিও ঐ অর্থের সাথে গঠিত অর্থের কোনো সম্পর্ক ও সাদৃশ্য নেই।

৩টি বিষয় আগ্রহ বা একান্তভাবে বললে কিংবা কৌতুক রসিকতার সাথে বললেও তা কার্যকর হবে। (এক) ত্বলাক্ব (দুই) নিকাহ বা বিবাহ (তিন) রজ্'আহ্ বা স্ত্রীকে প্রত্যাহার করে নেয়া। অর্থাৎ কেউ যদি সরীহ বা স্পষ্ট শব্দে স্ত্রীকে ত্বলাক্ব দিয়ে বলে আমি খেলাচ্ছলে বা রসিকতা করে ত্বলাক্ব দিয়েছি তার ঠাট্টা রসিকতা ধর্তব্য হবে না বরং তার ত্বলাক্বই কার্যকর হবে।

---

[৫২৫] হাসান : আবূ দাউদ ২২০৬, তিরমিযী ১১৭৭, ইবনু মাজাহ ২০৫১, দারিমী ২২৭৭।

[৫২৬] হাসান : আবূ দাউদ ২১৯৪, তিরমিযী ১১৮৪, ইবনু মাজাহ ২০৩৯, ইরওয়া ১৮২৬, সহীহ আল জামি' ৩০২৭।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহঃ) বলেন : আহলে 'ইল্‌ম বা বিদ্বানগণ একমত যে, ঠাট্টাচ্ছলে ত্বলাক্ব প্রদান করলে তা কার্যকর হবে। প্রাপ্তবয়স্ক জ্ঞানবান ব্যক্তি যখন স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন শব্দে ত্বলাক্ব প্রদান করবে তখন তার এ কথার কোনো মূল্য বা ভিত্তি হবে না যে, আমি খেলাচ্ছলে বা ঠাট্টাচ্ছলে ত্বলাক্ব দিয়েছিলাম। কেননা ঠাট্টাচ্ছলের ত্বলাক্ব অকার্যকর হলে ইসলামের অনেক বিধানই অকার্যকর হয়ে যাবে। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান ও গরীব বলেছেন। 'আল্লামাহ্ মুনযিরী বলেন : হাদীসটি সহীহের শর্তে পৌঁছেনি, অর্থাৎ হাদীসটি য'ঈফ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٨٥-[١٢] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي اغْلَاقٍ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ قِيْلَ: مَعْنَى الْإِغْلَاقِ: الْإِكْرَاهُ

৩২৮৫-[১২] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, জোর-জবরদস্তিমূলক ত্বলাক্ব ও (ক্রীতদাস বা দাসী) মুক্তি হয় না। (আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ)[৫২৭]

কেউ কেউ বলেন, إِغْلَاقٍ (ইগ্‌লা-ক্ব) অর্থ ভয়-ভীতির মাধ্যমে জোর-জবরদস্তি।

ব্যাখ্যা : اغْلَاقٍ এর অর্থ إِكْرَاهُ বাধ্য করা, জবরদস্তি করা, কাউকে কোনো কাজে বাধ্য করা। নাবী (ﷺ)-এর বাণী : জবরদস্তি করে কাউকে ত্বলাক্ব প্রদানে বাধ্য করলে সে ত্বলাক্ব কার্যকর হয় না। কেননা এ সময় ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকে না। অত্র হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাফি'ঈ, মালিক, আহমাদ প্রমুখ ইমাম এই মতই পোষণ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) ঠাট্টাচ্ছলে বিয়ে করলে অথবা ত্বলাক্ব দিলে বিয়ে ও ত্বলাক্ব কার্যকর হওয়ার উপর ক্বিয়াস করে জবরদস্তি করে ত্বলাক্ব প্রদান করলে ত্বলাক্বও কার্যকর হবে বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু এ ক্বিয়াসের চেয়ে হাদীসের উপর 'আমালই উত্তম ও নিরাপদ।

(শারহু বিকায়ার হাওলায় মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

'উসমান (রাঃ) বলেন : পাগল ও নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির ত্বলাক্ব বৈধ নয়। সহাবী 'উকবাহ্ ইবনু 'আমির (রাঃ) বলেন, মাতাল ও জবরদস্তিমূলক ত্বলাক্ব অবৈধ। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) ঠাট্টাচ্ছলে ত্বলাক্ব দিলেও তা কার্যকর হবে, এ কথার উপর ক্বিয়াস করে বলেন, জবরদস্তিমূলক ত্বলাক্ব কার্যকর হবে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٨٦-[١٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَعَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ الرَّاوِيْ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ

৩২৮৬-[১৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : নির্বোধ ব্যক্তির ত্বলাক্ব ব্যতীত সর্বপ্রকার ত্বলাক্ব গৃহীত হয়ে থাকে। (তিরমিযী; তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব এবং হাদীসের জনৈক বর্ণনাকারী 'আত্বা ইবনু 'আজ্‌লান দুর্বল ও ত্রুটিযুক্ত)[৫২৮]

---

[৫২৭] হাসান : আবূ দাউদ ২১৯৩, ইবনু মাজাহ ২০৪৬, নাসায়ী ২০৪৪, আহমাদ ২৬৩৬০, ইরওয়া ২০৪৭, সহীহ আল জামি' ৭৫২৫।

[৫২৮] য'ঈফ : তিরমিযী ১১৯১, ইরওয়া ২০৪২, য'ঈফ আল জামি' ৪২৪০। কারণ এর সানাদে 'আত্বা বিন 'আজলান একজন মাতরূক রাবী।

ব্যাখ্যা : مَعْتُوهٍ এবং مَغْلُوْبُ الْعَقْلِ ব্যতীত সকলের তুলাক্বই বৈধ বা কার্যকর হয়।

مَعْتُوهٌ এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে «اَلْمَجْنُوْنُ الْمُصَابُ فِيْ عَقْلِهٖ» পাগল, যার জ্ঞানের মধ্যে বিকৃতি ঘটেছে। কেউ বলেছেন نَاقِصُ الْعَقْلِ ক্রটিযুক্ত কিংবা স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী।

مَغْلُوْبُ الْعَقْلِ হলো الْمَعْتُوهِ-এর তাফসীর বা ব্যাখ্যামূলক শব্দ। কেউ কেউ বলেছেন, «اَلْمُرَادُ بِالْمَغْلُوبِ السَّكْرَانُ» অর্থাৎ মাগলূব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো السَّكْرَانُ নেশাগ্রস্ত মাতাল এবং অপ্রকৃতস্থ ব্যক্তি। এরূপ অপ্রকৃতস্থ বা বিকৃত মস্তিষ্ক পাগলের তুলাক্ব কার্যকর হবে কিনা, তা নিয়ে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে ইখতিলাফ বা মতপার্থক্য রয়েছে।

মুহাক্কিক সালাফ ও খালাফগণের মতে طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ কার্যকর হবে না। পূর্বের হাদীসের ব্যাখ্যায় নাবী ﷺ-এর সহাবী 'উকবাহ্ ইবনু 'আমির-এর বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বলেছেন, মাতাল ও জবরদস্তিমূলক তুলাক্ব অবৈধ। ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه-এর মতে طَلَاقُ السَّكْرَانِ মাতাল বা নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির তুলাক্ব পতিত হয় না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٨٧-[١٤] وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتّٰى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتّٰى يَعْقِلَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৩২৮৭-[১৪] 'আলী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন ব্যক্তি (ক্বিয়ামাত দিবসে) দায়-দায়িত্বমুক্ত। ঘুমন্ত ব্যক্তি জেগে না ওঠা পর্যন্ত, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালেগ না হওয়া পর্যন্ত এবং নির্বোধ ব্যক্তি (বুদ্ধি-বিবেচনার) জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত। (তিরমিযী, আবূ দাউদ)[৫২৯]

ব্যাখ্যা : 'কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে', এর অর্থ এসব ব্যক্তির পাপ বা গুনাহ ও অপরাধ লিপিবদ্ধ করা হয় না এবং তাদের অপরাধের জন্য শাস্তি প্রযোজ্য হয় না। সুতরাং অপ্রাপ্তবয়স্ক, উন্মাদ, মা'তুহ বা স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী এবং ঘুমন্ত ব্যক্তির তুলাক্ব পতিত হয় না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٨٨-[١٥] وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْهُمَا.

৩২৮৮-[১৫] আর দারিমী 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে এবং ইবনু মাজাহ উভয় হতে বর্ণনা করেছেন।[৫৩০]

ব্যাখ্যা : পূর্ব উল্লেখিত হাদীসটি ইমাম দারিমী 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها থেকে এবং ইবনু মাজাহ 'আলী এবং 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها উভয় থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সামান্য শব্দ পার্থক্যসহ এবং সানাদ পার্থক্যসহ বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

٣٢٨٩-[١٦] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

৩২৮৯-[১৬] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বাঁদি স্ত্রীর তুলাক্ব (সর্বোচ্চ) দু'টি এবং তার 'ইদ্দাতও দুই ঋতুস্রাব। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ ও দারিমী)[৫৩১]

---

[৫২৯] সহীহ : তিরমিযী ১৪২৩, আবূ দাউদ ৪৪০৩।

[৫৩০] সহীহ : ইবনু মাজাহ ২০৪১, দারিমী ২৩৪২, আহমাদ ২৪৬৯৪।

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে দাসী বা বাঁদির 'ইদ্দাতের সময়সীমা বর্ণিত হয়েছে। দাস-দাসী প্রথা বর্তমান না **থাকায় বিস্তারিত** ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা মনে করছি না। (সম্পাদক)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٢٩٠-[١٧] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اَلْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

৩২৯০-[১৭] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : বিবাহ বন্ধন হতে (বিনা কারণে) বিচ্ছিন্নকারিণীগণ (অর্থাৎ- ধন-সম্পদের বিনিময়ে খুলা' ত্বলাক্ব প্রার্থনাকারিণীগণ) মুনাফিক্ব রমণী। (নাসায়ী)[৫৩২]

ব্যাখ্যা : যদি কোনো নারী বিনা কারণে, স্বামীর বিবাহ বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন বা মুক্তির অভিলাষী হয় এবং স্বামীর নিকটে খুলা' ত্বলাক্বের প্রার্থনা করে তবে সে মুনাফিক্ব।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী মুনাফিক্ব বলার ব্যাপারে বলেন, এটা তিরস্কারের ক্ষেত্রে মুবালাগাহ্ করা হয়েছে।

'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) مُنَافِقَاتٌ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, «الْعَاصِيَاتُ بَاطِنًا، وَالْمُطِيعَاتُ ظَاهِرًا» অর্থাৎ গোপনে অবাধ্যচারিণী কিন্তু প্রকাশ্যে হবে, অনুগতশীলা।

ইবনুল হুমাম (রহঃ) সামান্য শব্দ পার্থক্যসহ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে হাদীসটি এসেছে সেই উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٩١-[١٨] وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ مَوْلَاةٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِيْ عُبَيْدٍ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ. رَوَاهُ مَالِكٌ

৩২৯১-[১৮] নাফি' (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি 'সফিয়্যাহ্ বিনতু আবূ 'উবায়দ' (রাঃ)-এর ক্রীতদাসী হতে বর্ণনা করেন, সফিয়্যাহ্ (রাঃ) তাঁর স্বামী ('আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ)) হতে নিজের সমস্ত সহায়-সম্পত্তির বিনিময়ে খুলা' (ত্বলাক্ব) চান। অথচ 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) এতে কোনো দ্বিমত পোষণ করেননি। (মালিক- মুয়াত্ত্বা)[৫৩৩]

ব্যাখ্যা : সফিয়্যাহ্ হলেন মুখতার ইবনু আবূ 'উবায়দাহ্ আস্ সাকাফিয়্যাহ্-এর বোন এবং 'উমার তনয় 'আব্দুল্লাহ-এর স্ত্রী। তিনি নাবী (সাঃ)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এবং তাঁর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণও করেছেন, তবে তিনি সরাসরি রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেননি, অবশ্য 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হাফসাহ্ (রাঃ) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি তার স্বামী 'আব্দুল্লাহ (রাঃ)-এর নিকট থেকে খুলা'র প্রস্তাব দেন। বলা হয়েছে, (بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا) তার সকল কিছুর বিনিময়ে। এই সকল কিছু বলতে তার নিজের সকল সম্পদ অথবা

---

[৫৩১] **য'ঈফ :** তিরমিযী ১১৮২, আবূ দাঊদ ২১৮৯, ইবনু মাজাহ ২০৮০, য'ঈফ আল জামি' ৩৬৫০, দারিমী ২২৯৯। কারণ এর সানাদে মুযাহির বিন আসলাম একজন দুর্বল রাবী।

[৫৩২] **সহীহ :** নাসায়ী ৩৪৬১, তিরমিযী ১১৮৬, ইরওয়া ৬৩২, সহীহ আল জামি' ৬৬৮১।

[৫৩৩] **সহীহ :** মালিক ১২২৯।

তার কাছে স্বামীর দেয়া সকল সম্পদ অথবা তার স্বামীর অধিকার বা পাওনা সকল সম্পদ হতে পারে। **'আব্দুল্লাহ** রাযিয়াল্লাহু আনহু তা প্রদানে অস্বীকার করেননি।

খুলা' করতে গিয়ে স্ত্রীর তার প্রাপ্ত মুহরের টাকা ফেরত দিবে। সে তার প্রাপ্ত টাকার চেয়ে আরো বেশি **টাকা** কি ফেরত দিতে পারবে? এবং স্বামী তার দেয়া মুহরের চেয়ে বেশি নিতে পারবে কিনা?

ইমাম মালিক, শাফি'ঈ, নাসায়ী, 'ইকরিমাহ্, মুজাহিদ প্রমুখ ফাকীহ বলেন, মুহরের চেয়ে বেশি সম্পদের বিনিময়ে স্ত্রীর খুলা' করা বৈধ আছে। সহাবীদের মধ্যে ইবনু 'আব্বাস, ইবনু 'উমার প্রমুখের একই মত। পক্ষান্তরে ইমাম আহমাদ, ইসহাক্ব প্রমুখের মতে মুহরের অতিরিক্ত সম্পদ দিয়ে খুলা' বৈধ নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

এ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা ফাতহুল ক্বদীর ৫৮-৫৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

٣٢٩٢-[١٩] وَعَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ قَالَ: أُخْبِرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهٗ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟» حَتّٰى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَلَا أَقْتُلُهٗ؟. رَوَاهُ النَّسَائِيّ

৩২৯২-[১৯] মাহমূদ ইবনু লাবীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, তিনি তার স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তৃলাক্ব দিয়েছেন। এটা শুনে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভীষণভাবে রাগের সাথে দাঁড়িয়ে বললেন- আমি তোমাদের মধ্যে থাকাবস্থায় আল্লাহর কিতাব (শারী'আতের বিধান)-এর সাথে খেলা (অবজ্ঞা-অবহেলা) করছ? এ কথা শুনে জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি তাকে হত্যা করব? (নাসায়ী)[৫৩৪]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী মাহমূদ ইবনু লাবীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বানী আশহাল গোত্রের আনসারী ছিলেন, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তার থেকে বেশ কিছু হাদীসও বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহচার্য লাভ করেছেন। ইমাম হাকিম বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সহচার্যের কথা জানা যায় না। ইমাম মুসলিম তাকে তাবি'ঈনদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। ইবনু 'আব্দিল বার (রহঃ) বলেন, ইমাম বুখারীর কথাটি সঠিক।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ﴾

তৃলাক্ব দুইবার মাত্র। অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রেখে দিবে, না হয় সহৃদয়তার সাথে মুক্ত করে দিবে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : "অতঃপর সে যদি স্ত্রীকে তৃলাক্ব দেয়, তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না, যে পর্যন্ত না সে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে।" (সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ ২ : ২২৯-৩০)

অতঃপর আল্লাহ বলেন : "তোমরা আল্লাহর আয়াতকে খেল-তামাশা হিসেবে গ্রহণ করো না।" (সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ ২ : ২৩১)

উপরে উল্লেখিত তিনটি আয়াত উল্লেখপূর্বক মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন এভাবে,

التَّطْلِيقُ الشَّرْعِيُّ تَطْلِيقَةٌ بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ عَلَى التَّفْرِيقِ دُونَ الْجَمْعِ وَالْإِرْسَالِ دَفْعَةً وَاحِدَةً.

---

[৫৩৪] **য'ঈফ** : নাসায়ী ৩৪০১, য'ঈফ আল জামি' ২১৮৩।

শারী'আত ত্বলাক্ব হলো একটির পর একটি পৃথক পৃথকভাবে প্রদান করা, (দু'টি বা তিনটি) একত্রে প্রদান না করা। এজন্য 'উলামাগণ সাধারণভাবে একত্রে তিন ত্বলাক্ব প্রদানকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান **করেছেন।** কেননা এতে কুরআনে উল্লেখিত اَلتَّطْلِيْقُ الشَّرْعِيُّ এর যথাযথ সুযোগ থাকে না।

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন : অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, একত্রে তিন ত্বলাক্ব প্রদান করা হারাম। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোস্বা ও প্রত্যাখ্যান পাপের কারণ ছাড়া হয়নি। তিনি শুনে গোস্বায় অগ্নিশর্মা হয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং বলে উঠেন : (أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ.....) আমি তোমাদের মধ্যে বর্তমান থাকতেই আল্লাহর কিতাব নিয়ে খেল তামাশা? তিনি আরও বলেন : এটা বড় ধরনের অস্বীকার, বরং পূর্ণ চূড়ান্ত প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : একত্রে ত্বলাক্ব প্রদান না করে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথক পৃথক ভাবে ত্বলাক্ব প্রদান করার হিকমাত বা গুরুত্ব হলো আল্লাহর কুরআনের এই আয়াতের দাবী বাস্তবায়ন। আল্লাহর বাণী : "আশা করা যায় আল্লাহ এর পরেও (অর্থাৎ 'ইদ্দাত মোতাবেক বা দুই ত্বলাক্বের পরও সমঝোতার) কোনো পথ বের করে দিতে পারেন।" (সূরাহ্ আত্ব ত্বলাক্ব ৬৫ : ০১)

স্বামী যখন তাকে 'ইদ্দাত অনুযায়ী ত্বলাক্ব দিয়ে পৃথক করে দিবেন আল্লাহ তখন তার রাগ-গোস্বাকে মুহব্বাত দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। তার প্রতি ঘৃণার স্থলে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিবেন এবং চূড়ান্ত ত্বলাক্বের দৃঢ় ইচ্ছা বা সংকল্পকে আল্লাহ অনুতপ্তে পরিবর্তন করে দিবেন, ফলে সে তার স্ত্রীকে রজ্'আহ্ বা প্রত্যাহার করে নিবে। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে- "তুমি তিন ত্বলাক্ব" তার ব্যাপারে ইমাম ও ফুকাহাগণ মতবিরোধ করেছেন।

ইমাম মালিক, শাফি'ঈ, আবূ হানীফাহ্, আহমাদ এবং জুমহূর সালাফ ও খলাফ বলেন : এ ক্ষেত্রে তিন ত্বলাক্ব-ই পতিত হবে। সহাবা তাবি'ঈগণ থেকে শুরু করে সালাফ ও খলাফের কতিপয় মুহাক্কিক্ব 'উলামাহ্ বলেন, এ ক্ষেত্রে এক ত্বলাক্ব পতিত হবে। ইমাম ত্বাউস ও আহলুয্ যাহিরগণও এই মতের প্রবক্তা। এ মতের অনুকূলে একাধিক বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে। ৩২৮৩ নং হাদীসে এর কিঞ্চিৎ প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।

ইবনু মুক্বাতিল এবং ইসহাক্ব-এর (এক বর্ণনা) মতে এ ক্ষেত্রে কোনো ত্বলাক্ব-ই পতিত হবে না। কারণ একত্রে তিন ত্বলাক্ব দেয়া হারাম এবং গুনাহের কাজ। আর সেই হারাম পদ্ধতিতে কোনো কাজ করলে তা কার্যকর হবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٩٣-[٢٠] وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّيْ طَلَّقْتُ امْرَأَتِيْ مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ فَمَاذَا تَرٰى عَلَيَّ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طُلِّقَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَبْعٌ وَتِسْعُوْنَ اتَّخَذْتَ بِهَا اٰيَاتِ اللهِ هُزُوًا. رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّأِ

৩২৯৩-[২০] মালিক (রহঃ) হতে বর্ণিত। তাঁর নিকট (বিশ্বস্ত সূত্রে) খবর এসেছে যে, জনৈক ব্যক্তি 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما-কে জিজ্ঞেস করল, আমি স্বীয় স্ত্রীকে একশ' ত্বলাক্ব দিয়েছি, এ সম্পর্কে আমার প্রতি আপনার অভিমত কি? উত্তরে তিনি বললেন, তিনটির মাধ্যমেই তোমার স্ত্রী ত্বলাক্বপ্রাপ্ত হয়েছে, বাকি সাতানব্বইটি দ্বারা তুমি আল্লাহর আয়াত (শারী'আতের বিধান)-এর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছ। (মুয়াত্ত্বা)[৫৩৫]

---

[৫৩৫] **হাসান :** মালিক ১১৯৫। মূলত এর সানাদটি দুর্বল কিন্তু বায়হাক্বী এবং আবূ দাউদে এর শাহিদ বর্ণনা থাকায় তা হাসান-এর স্তরে উন্নীত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : ত্বলাক্বের উদ্দেশ্য হলো স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করা, বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত করা। এই উদ্দেশ্য এক ত্বলাক্বের মাধ্যমেই বাস্তবায়ন করা যায়, দুই বা তিন ত্বলাক্বের প্রয়োজন হয় না। এরপরও যদি কেউ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ত্বলাক্ব দিতে চায় তাহলে এই তিন পর্যন্তই, তার বেশি নয়।

পবিত্র কুরআনে এই তিনের কথাই বলা হয়েছে এবং তা পর্যায়ক্রমে যে, সূরাহ্ আল বাক্বারহ্-এর ২২৯ ও ২৩০ আয়াতে যা উল্লেখ হয়েছে।

ত্বলাক্বের এই অধিকার ও পন্থা পরিত্যাগ করে কেউ যদি একই সঙ্গে বহু সংখ্যক ত্বলাক্ব প্রদান করে তবে সেটা সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহর কিতাব বা বিধান নিয়ে খেল-তামাশার শামিল হবে।

٣٢٩٤ ـ[٢١] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللهُ شَيْئًا عَلٰى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَتَاقِ وَلَا خَلَقَ اللهُ شَيْئًا عَلٰى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

৩২৯৪-[২১] মু'আয ইবনু জাবাল রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে মু'আয! আল্লাহ তা'আলা জমিনের উপর ক্রীতদাস মুক্ত করা হতে সর্বোৎকৃষ্ট কোনো কাজ সৃষ্টি করেননি। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা ত্বলাক্ব অপেক্ষা তার নিকট নিকৃষ্ট কাজও জমিনের উপর ব্যবস্থা করেননি। (দারাকুত্বনী)[৫৩৬]

ব্যাখ্যা : হাদীসের প্রথমাংশে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে দাস-দাসীর প্রচলন বর্তমানে নেই তাই এর ব্যাখ্যা পরিহার করা হলো।

হাদীদের দ্বিতীয় অংশ হলো জমিনের উপর আল্লাহর নিকট ত্বলাক্বের চেয়ে অধিক অপ্রিয় এবং অধিক অপছন্দনীয় কোনো বস্তু করেননি। এ হাদীস এবং এই অর্থের আরো দুই একটি হাদীসের উপর গবেষণা করে দেখা গেছে এগুলো য'ঈফ বা দুর্বল, য'ঈফ হাদীস 'আমালযোগ্য নয়। কেননা এর বিপরীত কুরআন ও সহীহ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তার নাবীকে বলেন, "হে নাবী! আপনারা যখন স্ত্রীদের ত্বলাক্ব দিতে যাবেন, তখন তাদের 'ইদ্দাত পালনের জন্য ত্বলাক্ব দিবেন।" (সূরাহ্ আত্ব ত্বলাক্ব ৬৫ : ০১)

প্রশ্ন হলো আল্লাহ তা'আলা কি তার নাবীকে অপছন্দনীয় কাজটি করার কথা বলেছেন? সহীহ হাদীসে এসেছে, নাবী ﷺ তার কোনো এক স্ত্রীকে ত্বলাক্ব দিয়েছিলেন, পরে তাকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় সহাবীগণ অনেকেই তাদের স্ত্রীদের ত্বলাক্ব দিয়েছেন, হাদীসের এর বহু প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। তবে আল্লাহর নাবী ﷺ সহাবীগণ সকলেই কি আল্লাহর কাছে অপ্রিয় কাজটিই করেছেন? না'উযুবিল্লাহ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৫৩৬] **য'ঈফ :** দারাকুত্বনী ৩৯৮৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫১২০। কারণ এর সানাদটি মুনক্বতি', আর এতে হুমায়দ বিন মালিক একজন দুর্বল রাবী।

(١٢) بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا

অধ্যায়-১২ : তিন ত্বলাক্বপ্রাপ্তা রমণীর বর্ণনা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٢٩٥-[١] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّيْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِيْ فَبَتَّ طَلَاقِيْ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهٗ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزَّبِيْرِ وَمَا مَعَهٗ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ: «أَتُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِيْ إِلٰى رِفَاعَةَ؟» قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: «لَا حَتّٰى تَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهٗ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩২৯৫-[১] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রিফা'আহ্ আল কুরাযী নামে এক সহাবীর স্ত্রী রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে বলল, আমি রিফা'আহ্-এর বিবাহিতা স্ত্রী ছিলাম, সে আমাকে তিন ত্বলাক্ব দিয়ে সম্পূর্ণ সম্পর্ক নিঃশেষ করে দিয়েছে। অতঃপর 'আব্দুর রহমান ইবনুয্ যাবীর (রাঃ)-এর সাথে আমার বিবাহ হয়, কিন্তু তাঁর কাছে এই কাপড়ের আঁচলের মতো ছাড়া আর কিছুই নেই। তিনি (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি রিফা'আহ্-এর নিকট ফিরে যেতে চাও? সে বলল, জি, হ্যাঁ। তিনি (ﷺ) বললেন, না, যে পর্যন্ত না তুমি তার স্বাদ আস্বাদন (সহবাস) কর এবং সে তোমার স্বাদ আস্বাদন করে। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৩৭]

ব্যাখ্যা : عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزَّبِيْرِ ('আবদুর রহমান ইবনুয্ যাবীর)। এখানে 'যা' হরফটি যবর এবং 'বা' হরফটি যের বিশিষ্ট। এতে কোনো মতানৈক্য নেই। তিনি হলেন যাবীর ইবনু বাত্বা। তাকে 'বাত্বায়া-'ও বলা হয়। 'আবদুর রহমান একজন সহাবী ছিলেন। এই 'আবদুর রহমান ইবনুয্ যাবীর ইবনু বাত্বল কুরাযী তিনিই রিফা'আহ্ আল কুরাযী-এর স্ত্রীকে বিবাহ করেছিলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(هُدْبَةِ الثَّوْبِ) অর্থাৎ কাপড়ের আচল বা ঝালর। চোখের পাপড়ি যাকে '*হাদবুন*' বলা হয় তার সাথে সাদৃশ্য রেখে '*হুদবাতুন*' বলা হয়েছে।

(لَا حَتّٰى تَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهٗ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ) 'আইন' হরফ পেশ এবং 'সীন' হরফে যবর। عَسَلَةٌ শব্দের তাসগীর। যার অর্থ মধু। সহবাসের প্রতি ইঙ্গিত। সহবাসের স্বাদকে মধুর স্বাদ ও তার মিষ্টের সাথে সাদৃশ্য দেয়া হয়েছে।

হাদীসের মর্ম : তিন ত্বলাক্বপ্রাপ্তা নারীকে ত্বলাক্বদাতা স্বামী বিবাহ করতে পারবে না, যতক্ষণ না এই নারী অন্য কোনো পুরুষের সাথে বিবাহে আবদ্ধ হয়েছে এবং নতুন স্বামী তাকে সহবাস করে ত্বলাক্ব দিয়েছে এবং ত্বলাক্বের পর 'ইদ্দাত অতিক্রান্ত হয়েছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় স্বামী সহবাসের পর যদি তাকে ত্বলাক্ব দেয় এবং

---

[৫৩৭] **সহীহ :** বুখারী ২৬৩৯, মুসলিম ১৪৩৩, নাসায়ী ৩২৮৩, তিরমিযী ১১১৮, ইবনু মাজাহ ১৯৩২, আহমাদ ২৪০৯৮, ইরওয়া ১৮৮৭।

ত্বলাক্বের পর 'ইদ্দাত শেষ হয় তখনই পূর্বের স্বামী আবার তাকে নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে। কেবল বিবাহের 'আক্বদ হওয়া যথেষ্ট নয়। কেবল 'আক্বদ করেই ত্বলাক্ব দিয়ে দিলে উক্ত নারী পূর্বের স্বামীর জন্য বৈধ হবে না। এটাই সহাবা, তাবি'ঈন এবং তাদের পরবর্তী সমস্ত 'আলিমের মত। কেবলমাত্র সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব তিনি সবার ব্যতিক্রম মত পোষণ করেন এবং বলেন, দ্বিতীয় স্বামী 'আক্বদের পর সহবাস ছাড়া ত্বলাক্ব দিয়ে দিলেও পূর্বের স্বামীর জন্য বিবাহ করা বৈধ হয়ে যাবে। তিনি কুরআনের আয়াত : ﴿حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ﴾ অর্থাৎ "যতক্ষণ না অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে"– (সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ ২ : ২৩) দিয়ে দলীল দেন। কেননা বিশুদ্ধ মতে 'নিকাহ' শব্দটি 'আক্বদের উপর প্রয়োগ হয়। অর্থাৎ কুরআনের মর্মানুযায়ী 'আক্বদ হলেই পূর্বের স্বামী এই স্ত্রী হালাল হয়ে যাবে। জুমহূর 'উলামাহ্ তার কথার উত্তরে বলেন, আয়াতটি যদিও ব্যাপক কিন্তু হাদীস আয়াতটিকে বিশেষিত করে দিয়েছে এবং আয়াতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে দিয়েছে। 'উলামাগণ বলেন, হতে পারে সা'ঈদ-এর কাছে হাদীসটি পৌঁছেনি।

ক্বাযী 'ইয়ায বলেন : খারিজীদের এক গোত্র ছাড়া সা'ঈদ-এর কথা কেউই গ্রহণ করেননি।

'উলামারা এ কথার উপরও একমত যে, স্বামী স্ত্রীর মিলনই পূর্বের স্বামী বৈধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। অর্থাৎ পুরুষের সামনের অঙ্গ মহিলার সামনের অঙ্গে প্রবেশ করলেই বৈধ হয়ে যায়। সহবাসের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে বীর্য বের হওয়া জরুরী নয়। (শারহু মুসলিম ৯/১০ম খণ্ড, হাঃ ১৪৩৩)

[রিফা'আহ্ হলো মাদীনার বিখ্যাত ইয়াহূদী ফুরায়যাহ্ গোত্রের লোক, তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর তার স্ত্রীকে তিন ত্বলাক্ব প্রদান করেন। এটা একত্রেই প্রদান করেন না পৃথক পৃথক, তা উল্লেখ নেই। একত্রে তিন ত্বলাক্ব দেয়ার যেহেতু বিধান নেই। সুতরাং ধরা হবে এ তিন ত্বলাক্ব পৃথক পৃথকভাবেই দিয়েছিলেন।]

(সম্পাদক)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٢٩٦ـ[٢] عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهٗ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৩২৯৬-[২] 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ হীলাকারী (২য় স্বামী) এবং যার জন্য হীলা করা হয় (তথা প্রথম স্বামীর), উভয়ের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। (দারিমী)[৫৩৮]

ব্যাখ্যা : اَلْمُحَلِّلَ শব্দের প্রথম 'লাম' যের বিশিষ্ট। অর্থাৎ দ্বিতীয় স্বামী যে ত্বলাক্বের ইচ্ছায় বা ত্বলাক্ব দেয়ার শর্তে বিবাহ করেছে।

(وَالْمُحَلَّلَ لَهٗ) এখানে প্রথম 'লাম' যবর বিশিষ্ট। অর্থাৎ প্রথম স্বামী যে তার স্ত্রীকে তিন ত্বলাক্ব দিয়েছে।

ক্বাযী বলেন : মুহাল্লিল হলো ঐ ব্যক্তি যে অন্যের তিন ত্বলাক্বপ্রাপ্তা স্ত্রীকে এই উদ্দেশে বিবাহ করে যে, সহবাসের পর তাকে ত্বলাক্ব দিয়ে দিবে, যাতে করে ত্বলাক্বদাতার জন্য বিবাহ বৈধ হয়ে যায়। সে যেন এই নারীকে বিবাহ এবং সহবাসের মাধ্যমে বৈধ করল। আর 'মুহাল্লাল লাহূ' হলো প্রথম স্বামী। রসূলুল্লাহ ﷺ

[৫৩৮] সহীহ : দারিমী ২২৬৩।

উভয়কে অভিশাপ দেয়ার কারণ হলো, এতে মানবতাবোধ নষ্ট করা হয়, **আত্মমর্যাদার** ঘাটতি এবং নিজ **আত্মসম্মানের** তুচ্ছতা এবং তা বিলিন হয়ে যাওয়ার প্রমাণ বহন করে। **'মুহাল্লাল লাহূ'র** দিক থেকে এই অপমানকর বিষয়টি প্রকাশ্য। আর 'মুহাল্লিল' এর দিক থেকে অপমানকর, **কেননা সে যেন অন্যের** উদ্দেশে নিজেকে সহবাসের জন্য ধার দিল। কেননা সে এই স্ত্রীর সাথে সহবাস **করছে যাতে 'মুহাল্লাল লাহূ'র জন্য** হালাল হয়ে যায়। এজন্যই রসূলুল্লাহ ﷺ এমন ব্যক্তিকে ভাড়া করা পাঠার সাথে **তুলনা করেন।**

তবে এ ধরনের বিবাহে 'আক্বদ বা বিবাহ বাতিল হবে বলে প্রমাণ নেই। যদিও **কেউ কেউ এমন বলে** থাকেন। বরং হাদীস থেকে বিবাহ বিশুদ্ধ হয়ে যাওয়ার প্রমাণ মিলে। কেননা রসূল ﷺ **বিবাহকারীকে** 'মুহাল্লিল' তথা বৈধকারী আখ্যা দিয়েছেন। আর বিবাহ শুদ্ধ হলেই বৈধকারী হবে। **কেননা ফাসিদ বা** অকার্যকর বিবাহ বৈধ করতে পারে না। তবে যদি সহবাসের পর ত্বলাক্ব দেয়ার শর্ত করে নেয়, **এ ব্যাপারে** মতানৈক্য রয়েছে। যদিও এ ক্ষেত্রে বিবাহ বাতিল বা অকার্যকর হওয়াটাই প্রকাশ্য।

'আল্লামাহ্ তাক্বীউদ্দীন শুমুনী মিসরী (১৪৬৭ হিঃ) বলেন : মুহাল্লিলকে অভিশাপ দেয়ার কারণ হলো, সে বিচ্ছেদের ইচ্ছায় বিবাহ করেছে, অথচ বিবাহ স্থায়ী সম্পর্কের জন্যই শারী'আতসিদ্ধ। সে এমনটি করে ভাড়া করা পাঠার ন্যায় হয়ে গেছে। আর যার জন্য বৈধ করা হচ্ছে তার ওপর অভিশাপের কারণ হলো, সে এর মাধ্যম হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٩٧ـ[٣] وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.

৩২৯৭-[৩] ইবনু মাজাহ (রহঃ) 'আলী, ইবনু 'আব্বাস ও 'উক্বাহ্ ইবনু 'আমির رضي الله عنهم হতে বর্ণনা করেছেন।[৫৩৯]

ব্যাখ্যা : মুসান্নিফ বলেন : ইবনু মাজাহ হাদীসটি 'আলী, ইবনু 'আব্বাস এবং 'উক্বাহ্ বিন 'আমির থেকে বর্ণনা করেন।

ইবনু মাস্'উদ رضي الله عنه-এর হাদীসটি ইবনু মাজাহ ছাড়াও ইমাম তিরমিযী, আবূ দাঊদ এবং নাসায়ী 'আলী رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেন। ইমাম সুয়ূত্বী হাদীসটি আল জামি'উস্ সগীরে উল্লেখ করে বলেন, ইমাম আহ্মাদ এবং চারজন অর্থাৎ সুনানে আরবা'আ-এর চার ইমাম হাদীসটি 'আলী رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেন। তিরমিযী এবং নাসায়ী ইবনু মাস্'উদ رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেন। তিরমিযী আবার জাবির رضي الله عنه থেকেও হাদীসটি বর্ণনা করেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٢٩٨ـ[٤] وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَقُوْلُ: يُوقَفُ الْمُؤْلِي. رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

৩২৯৮-[৪] সুলায়মান ইবনু ইয়াসার (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দশাধিক সহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছি; তাঁদের প্রত্যেকেই ঈলাকারীকে অপেক্ষা করতে বলেন।(শারহুস্ সুন্নাহ্)[৫৪০]

ব্যাখ্যা : সুলায়মান ইবনু ইয়াসার। প্রখ্যাত তাবি'ঈ এবং প্রসিদ্ধ সাত ফাকীহদের একজন।

---

[৫৩৯] **সহীহ :** ইবনু মাজাহ ১৯৩৪ ['আলী رضي الله عنه হতে], ১৯৩৫ [ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه হতে] (তবে এ সানাদটি দুর্বল), ১৯৩৬ ['উক্বাহ্ বিন 'আমির رضي الله عنه হতে], আবূ দাঊদ ২০৭৬, ইরওয়া ১৮৯৭।

[৫৪০] **সহীহ :** শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৩৬৩।

(إِيلاء) 'ঈলা' হচ্ছে কোনো ব্যক্তি চার মাস বা তার অধিক স্ত্রীর নিকট গমন না করার ক্বস্‌ম করা। অতএব কোনো ব্যক্তি যদি স্ত্রীর সাথে 'ঈলা' করে তবে চার মাস পূর্বে তার নিকট গমন করবে না। গমন করলে সে ক্বস্‌ম ভঙ্গকারী বলে গণ্য হবে এবং ক্বস্‌মের যে কাফ্‌ফারাহ্ রয়েছে তাকে তা আদায় করতে হবে। এই অবস্থায় চার মাস পার হয়ে গেলে কি করবে– এ ব্যাপারে 'আলিমদের মতানৈক্য রয়েছে। অধিকাংশ সহাবীর মতে এভাবে চার মাস অতিক্রম করার কারণে স্ত্রীর ওপর ত্বলাক্ব পতিত হবে না। বরং তাদের বিষয়টি স্থগিত থাকবে। এমতাবস্থায় সে স্ত্রীকে গ্রহণ করে নিলে কাফ্‌ফারাহ্ দিবে, গ্রহণের ইচ্ছা না থাকলে ত্বলাক্ব দিবে। স্ত্রীকে গ্রহণ করা বা ত্বলাক্ব দেয়া কোনটি না করলে ক্বাযী এক ত্বলাক্বের মাধ্যমে তাদের বিবাহ বিচ্ছিন্ন করে দিবেন। ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম আহমাদ প্রমুখ (রহঃ) এই মত পোষণ করেন।

'আলিমদের কারো কারো মতে চার মাসের ভিতর স্ত্রীকে গ্রহণ না করলে অটোমেটিক বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এক ত্বলাক্ব বায়িনাহ্ পতিত হয়ে যাবে। ইমাম সাওরী (রহঃ), ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) ও তাঁর অনুসারীরা এই মত পোষণ করেন। উভয়পক্ষই কুরআনে বর্ণিত 'ঈলা' সংক্রান্ত আয়াত দিয়ে দলীল পেশ করেন। 'ঈলা' সংক্রান্ত যে আয়াতটি কুরআনে বর্ণিত সেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা নিজেদের স্ত্রীদের নিকট গমন করবে না বলে ক্বস্‌ম খেয়ে বসে তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে, অতঃপর যদি পারস্পরিক সমঝোতা করে নেয়, তবে আল্লাহ ক্ষমাকারী দয়ালু। আর যদি ত্বলাক্ব দেয়ার সংকল্প করে নেয়, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী ও জ্ঞানী।" (সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ ২ : ২২৭)

আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) ও তাঁর অনুসারীদের মতে, যদি বর্জনের সংকল্প করে অর্থাৎ চার মাসের ভিতর স্ত্রীকে গ্রহণ না করাই বর্জন বা ত্বলাক্বের সংকল্প। তাই চার মাসের ভিতর গ্রহণ না করলে চার মাস পার হতেই এক ত্বলাক্ব পতিত হয়ে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। 'আবদুর রায্‌যাক্ব এবং ইবনু আবূ শায়বাহ্ তাদের মুসান্নাফে 'উসমান, 'আলী, ইবনু মাস্'ঊদ, ইবনু 'আব্বাস প্রমুখ সহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম থেকে চার মাস পার হয়ে গেলে এক ত্বলাক্ব হয়ে যাওয়ার মতটি বর্ণনা করেন।

(মুসান্নাফ 'আব্দুর রায্‌যাক্ব, অধ্যায় : ত্বলাক্ব, অনুচ্ছেদ : চার মাস অতিক্রম হওয়া, হাঃ ৬/৪৫৩; মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্, অধ্যায় : ত্বলাক্ব, অনুচ্ছেদ : যে ঈলা করল তার সম্পর্কে তারা যা বলেন, হাঃ ৫/১৪৪)

আর যারা বলেন চার মাস পার হলে বিষয়টি স্থগিত থাকবে তাদের মতে আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, যদি চার মাস পার হওয়ার পর ত্বলাক্ব দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইমাম বুখারী ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন,

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتّٰى يُطَلِّقَ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ حَتّٰى يُطَلِّقَ وَيُذْكَرُ ذٰلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

"যখন চার মাস অতিক্রম করবে ত্বলাক্ব না দেয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। ত্বলাক্ব না দেয়া পর্যন্ত স্ত্রীর ওপর ত্বলাক্ব পতিত হবে না। 'উসমান, 'আলী, আবুদ্ দারদা, 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহুম এবং নাবী ﷺ-এর বারোজন সহাবী থেকে এই মত বর্ণিত।"

(সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : তাফসীর, [لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ] -এর ব্যাখ্যা অনুচ্ছেদ, হাঃ ৪৮৮১)

٣٢٩٩-[٥] وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَخْرٍ وَيُقَالُ لَهُ: سَلَمَةُ بْنُ صَخْرٍ الْبَيَاضِيُّ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ حَتّٰى يَمْضِيَ رَمَضَانُ فَلَمَّا مَضٰى نِصْفٌ مِنْ رَمَضَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيْلًا فَأَتٰى رَسُولَ اللهِ ﷺ

فَذَكَرَ لَهٗ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «أَعْتِقْ رَقَبَةً» قَالَ: لَا أَجِدُهَا قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ: «أَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِينًا» قَالَ: لَا أَجِدُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِفَرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو: «أَعْطِهٖ ذٰلِكَ الْعَرَقَ» وَهُوَ مِكْتَلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا «لِيُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩২৯৯-[৫] আবূ সালামাহ্ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় সালমান ইবনু সখ্‌র (রাঃ), যাকে সালামাহ্ ইবনু সখ্‌র আল বায়াযী বলা হতো, তিনি রমাযান মাসে স্বীয় স্ত্রীকে নিজের মায়ের পিঠের মতো বলে ফেললেন, কিন্তু অর্ধেক রমাযানের পর এক রাতে তার সাথে সহবাস করে বসলেন। অতঃপর তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে এতদসম্পর্কে বর্ণনা করলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, একটি ক্রীতদাস মুক্ত করে দাও। তিনি বললেন, আমার তো দাস নেই। তিনি (ﷺ) বললেন, তবে বিরতিহীনভাবে দু' মাস সওম পালন কর। তিনি বললেন, আমার এমন সামর্থ্য নেই। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, তবে ষাটজন মিসকীনকে খাইয়ে দাও। তিনি বললেন, আমার এ ক্ষমতাও নেই। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ ফার্‌ওয়াহ্ ইবনু 'আম্‌র (রাঃ)-কে বললেন, তাকে 'আরক্ব দান কর যাতে সে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারে। عَرَقٌ ('আরক্ব) হলো (খেজুর পাতার প্রস্তুতকৃত) এক প্রকার ঝুড়ি, যেখানে ১৫ বা ১৬ সা' পরিমাণ খেজুর ধরে। [উল্লেখ্য যে, এক সা' = ৩ সের ৯ ছটাক, ১৫ সা' = ১ মণ ১৩ সের ৭ ছটাক, ১৬ সা' = ১ মণ ১৭ সের] (তিরমিযী)[৫৪১]

ব্যাখ্যা : শারী'আতের পরিভাষায় যিহার হলো : নিজ স্ত্রীকে বা স্ত্রীর এমন কোনো অঙ্গ যা দ্বারা পুরো শরীর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এমন কোনো অঙ্গকে চিরতরে বিবাহ হারাম কোনো মহিলার সাথে সাদৃশ্য উপস্থাপন করা। যেমন মা, বোন ইত্যাদি। 'আরবরা যিহার করার সময় স্ত্রীকে মায়ের পিঠের সাথে তুলনা করে বলত (اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ) অর্থাৎ তুমি আমার নিকট আমার মায়ের পিঠের মতো। উদ্দেশ্য হলো আমার মায়ের পিঠ যেমন আমার জন্য ব্যবহার করা হারাম ঠিক তুমিও আমার জন্য হারাম। এ থেকেই এভাবে স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম করা যিহার হিসেবে পরিচিত হয়। আইয়্যামে জাহিলিয়্যাতে কেউ স্ত্রিকে যিহার করলে স্ত্রী চিরতরে হারাম হয়ে যেত। খাওলা বিনতে সা'লাবাহ্ নামক মহিলা সহাবীর সাথে যিহারের ঘটনা ঘটলে কাফ্‌ফারার বিধান নাযিল হয়। (দেখুন ৫৮ নং সূরাহ্ আল মুজাদালাহ্ অবতীর্ণের শানে নুযূল)

(أَعْتِقْ رَقَبَةً) তুমি একজন দাস আযাদ করে দাও। এখান থেকে যিহারের বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ কেউ যিহার করে আবারো সেই স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক জীবন যাপন করতে হলে তাকে কাফ্‌ফারাহ্ স্বরূপ একটি দাস আযাদ বা মুক্ত করে দিতে হবে। হাদীসের ইবারতের বাহ্যত থেকে প্রতীয়মান হলো, দাস ঈমানদার বা মুসলিম হওয়া আবশ্যক নয়। যে কোনো একটি দাস বা দাসী স্বাধীন করে দিলেই কাফ্‌ফারাহ্ আদায় হয়ে যাবে। ইমাম 'আত্বা, নাখ'ঈ, আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) এই মত পোষণ করেন। অপরদিকে ইমাম মালিক, শাফি'ঈ ও অন্যদের নিকট কাফির দাস বা দাসী স্বাধীন করলে কাফ্‌ফারাহ্ আদায় হবে না। কুরআনে হত্যার কাফ্‌ফারাহ্ ঈমানদার দাস বা দাসী দিয়ে আদায় করতে বলা হয়েছে। তাই এখানে ঈমানের শর্ত না থাকলেও অন্য আয়াত দ্বারা এ আয়াতটিও শর্তযুক্ত হয়ে যাবে। এর উত্তর এই দেয়া হয় যে, এক হুকুমকে

---

[৫৪১] সহীহ : তিরমিযী ১২০০।

অন্য আরেকটির হুকুম দিয়ে শর্তযুক্ত করা যায় না। অর্থাৎ কুরআনে হত্যার কাফ্‌ফারার ক্ষেত্রে ঈমানদার দাসের শর্ত করা হয়েছে। তাই এ হুকুম এই শর্তের সাথে যুক্ত থাকবে। অপরদিকে যিহারের কাফ্‌ফারায় ঈমানের শর্ত করা হয়নি। তাই যিহারের হুকুম এই শর্তমুক্ত থাকবে। কুরআনের এক হুকুমকে আরেক হুকুমের শর্ত দিয়ে শর্তযুক্ত করলে কুরআনের শর্তমুক্ত বিধানকে শর্তযুক্ত করে দেয়া হবে, যা শুদ্ধ নয়। তবে ইমাম শাফি'ঈ-এর মত মু'আবিয়াহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারা সমর্থিত হয়। তিনি নাবী (ﷺ)-কে তার একটি দাসী আযাদ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, যা আদায় করা তার ওপর করণীয় ছিল। রসূলুল্লাহ (ﷺ) সেই দাসীকে প্রশ্ন করেন, «أَيْنَ اللهُ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» "আল্লাহ কোথায়? সে বললো, আসমানে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আমি কে? সে বললো, আপনি আল্লাহ তা'আলার রসূল। রসূল (ﷺ) বললেন, আযাদ করে দাও; কেননা সে মু'মিনাহ্।"

(সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : মাসজিদ ও সলাতের স্থান, অনুচ্ছেদ : সলাতের মাঝে কথা হারাম..., হাঃ ৮৩৬)

(فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) ধারাবাহিক দুই মাস সওম পালন কর। যিহারের কাফ্‌ফারার দ্বিতীয় বিধান। অর্থাৎ যে ব্যক্তি দাস আযাদ করতে অপারগ হবে সে দুই মাস ধারাবাহিক সওম পালন করবে। দুই মাস সওম পালনের মাঝে কোনো বিরতি দেয়া যাবে না। একদিন সওম পালন না করলেই আবার তাকে পুনরায় সওম শুরু করে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে দুই মাস সওম পালন করতে হবে।

(أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا) ষাট মিসকীনকে খাবার দাও। যিহারের কাফ্‌ফারার তৃতীয় বিধান। অর্থাৎ সওম পালনে অপারগ হলে ষাট জন মিসকীনকে এক বেলা খাবার দিবে। প্রশ্নকারী সওম পালনে অপারগতা প্রকাশ করায় রসূল (ﷺ) তাকে এই হুকুম দেন। মিসকীনের সংখ্যা ষাট পূর্ণ হতে হবে নাকি এর কম সংখ্যায় ষাটবার খাবার দিলে চলবে এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কুরআন বা হাদীসের বাহ্যিক অর্থ হিসেবে ষাট সংখ্যা পূর্ণ করা জরুরী বলে মনে করেন ইমাম মালিক, শাফি'ঈ আরো অনেকে। অপরদিকে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) ও তার অনুসারীদের মতে একজনকে ষাট দিন খাবার প্রদান করলেও আদায় হয়ে যাবে। এক মিসকীন তার প্রতিদিনের প্রয়োজন হিসেবে পরের দিন নতুন মিসকীন বলে গণ্য হবে।

(أَعْطِهِ ذٰلِكَ الْعَرَقَ) তাকে ঐ 'আরকৃটি দিয়ে দাও। 'আরাক বা 'আর্‌ক্ব পরিমাপের একটি পাত্র। হাদীসের বর্ণনাকারীর মতে যে পাত্রে ১৫ বা ১৬ সা' খেজুর সংকুলান। এর আলোকে ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর মতে একজন মিসকীনকে এক মুদ্দ তথা এক সা'-এর চার ভাগের এক ভাগ খাবার দান করে দিলে চলবে। অপরদিকে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতে প্রত্যেক মিসকীনকে একটি ফিতরার পরিমাণ অর্থাৎ খেজুর, ভুট্টা, যব, কিশমিশ হলে এক সা' আর গম হলে অর্ধ সা' পরিমাণ দিতে হবে। আবূ দাউদ-এর বর্ণনা দিয়ে এই মতের পক্ষে দলীল দেয়া হয়। কেননা আবূ দাউদ-এর বর্ণনায় রয়েছে, (فَأَطْعِمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا) অর্থাৎ তুমি এক ওয়াসাক খেজুর ষাটজন মিসকীনকে খাবার প্রদান কর। এক ওয়াসাক সমান ষাট সা'। অতএব প্রত্যেক মিসকীনকে এক সা' করে প্রদান করতে হবে।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১২০০; মিরক্বাতুল মাফাতীহ :৪০৯-১০)

٣٣٠٠-[٦] وَرَوٰى أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ نَحْوَهٗ قَالَ: كُنْتُ امْرَأً أُصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يُصِيبُ غَيْرِي وَفِي رِوَايَتِهِمَا أَعْنِي أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيَّ: «فَأَطْعِمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا»

৩৩০০-[৬] আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ ও দারিমী সুলায়মান ইবনু ইয়াসার (রহঃ) হতে, তিনি সালামাহ্ ইবনু সখ্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। সালামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নারীদের কাছে এত অধিক গমন করতাম যা অন্যদের দেখা যেত না। আবার আবূ দাঊদ এবং দারিমী-এর বর্ণনায় রয়েছে, তাহলে তুমি এক ওয়াসাক্ব খেজুর ষাট মিসকীনের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পার (এক ওয়াসাক্ব ষাট সা' পরিমাণ)।[৫৪২]

ব্যাখ্যা : (أُصيب من النساء ما لا يصيب غيري) অর্থাৎ আমি মেয়েদের থেকে এমন জিনিস লাভ করতে পারি যা অন্যরা পারে না। এ কথা বলে সহবাসের সামর্থ্যের দিকে ইঙ্গিত করছেন। অর্থাৎ সহবাস ছাড়া থাকা আমার জন্য অধিক কষ্টকর।

হাদীসটি ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতের পক্ষে দলীল, যার আলোচনা উপরের হাদীসের ব্যাখ্যায় করা হয়েছে। এক ওয়াসাক্ব সমান ষাট সা'। অতএব প্রত্যেক মিসকিনকে এক সা' খেজুর প্রদান করবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٣٠١-[٧] وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ: «كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৩৩০১-[৭] সুলায়মান ইবনু ইয়াসার (রহঃ) সালামাহ্ ইবনু সখ্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে। আর তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, যদি যিহারকারী কাফ্‌ফারাহ্ দেয়ার পূর্বে সহবাস করে, তার প্রতিও একটি কাফ্‌ফারাহ্ দিতে হবে। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[৫৪৩]

ব্যাখ্যা : মুযাহির ব্যক্তি অর্থাৎ যে তার স্ত্রীর সাথে যিহার করেছে সে উক্ত স্ত্রীকে নিয়ে বৈবাহিক জীবন-যাপন করতে হলে তাকে কাফ্‌ফারাহ্ দিতে হয়। যার আলোচনা ওপরে হয়েছে। সহবাসের পূর্বেই তাকে কাফ্‌ফারাহ্ আদায় করতে হয়। যিহারের কাফ্‌ফারাহ্ আদায় করার পর সে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে। তবে কেউ যদি কাফ্‌ফারাহ্ না দিয়েই সহবাস করে ফেলে তবে তাকে যিহারের কাফ্‌ফারাহ্ ছাড়াও কাফ্‌ফারাহ্ দেয়ার পূর্বে সহবাসের কারণে অতিরিক্ত আরেকটি কাফ্‌ফারাহ্ দিতে হবে। বর্ণিত হাদীসে এই বিধানের কথাই বলা হয়েছে। এই হাদীসের আলোকে অধিকাংশ 'আলিম এই মতই পোষণ করেন যে, কেউ যিহারের কাফ্‌ফারাহ্ আদায়ের পূর্বে স্ত্রীর সাথে কাম পুরো করার কাজে লিপ্ত হলে তাকে যিহারের কাফ্‌ফারাহ্ ছাড়াও আরেকটি অতিরিক্ত কাফ্‌ফারাহ্ দিতে হবে। ইমাম মালিক, শাফি'ঈ, আহমাদ প্রমুখ (রহঃ) এই মত পোষণ করেন। অপরদিকে হানাফী 'আলিমদের মতে যিহারের কাফ্‌ফারাহ্ আদায়ের পূর্বে স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেললে সে গুনাহ করল। এজন্য তাকে আল্লাহ তা'আলার কাছে তাওবাহ করতে হবে। কিন্তু প্রথম কাফ্‌ফারাহ্ অর্থাৎ যিহারের মূল কাফ্‌ফারাহ্ ছাড়া অন্য কোনো কাফ্‌ফারাহ্ ওয়াজিব হবে না। তবে যিহারের কাফ্‌ফারাহ্ প্রদান না করা পর্যন্ত সহবাসের পুনরাবৃত্তি করবে না।

ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মত অধিকাংশের 'আলিমের মতের সাথে উল্লেখ করলেও মুয়াত্ত্বায় রয়েছে,

ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل ان يكفر ليس عليه الا كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر وليستغفر الله وذلك أحسن ما سمعت.

---

[৫৪২] হাসান : আবূ দাঊদ ২২১৩, ইবনু মাজাহ ২০৬২, দারিমী ২৩১৯, আহমাদ ২৩৭০০।

[৫৪৩] সহীহ : তিরমিযী ১১৯৮, ইবনু মাজাহ ২০৬৪, সুনানুল কবরা লিল বায়হাকী ১৫২৫৮।

"যে তার স্ত্রীর সাথে যিহার করবে, তারপর যিহারের কাফ্ফারাহ্ আদায়ের পূর্বেই স্ত্রীর সহবাস করে ফেলে তবে তার ওপর একটি কাফ্ফারাহ্ ছাড়া অন্য কিছু নেই। তবে সে কাফ্ফারাহ্ দেয়া পর্যন্ত বিরত থাকবে এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এ ব্যাপারে আমি যা মতামত শুনেছি এটাই সর্বোত্তম।" (মুয়াত্ত্বা মালিক, অধ্যায় : ত্বলাক্ব, অনুচ্ছেদ : স্বাধীন ব্যক্তির যিহার, হাঃ ১১৬৭)

এখানে আরো দু'টি মত রয়েছে। 'আবদুর রাহমান ইবনু মাহদীর নিকট যিহারের কাফ্ফারার পূর্বে সহবাস করলে দু'টি কাফ্ফারাহ্ প্রদান করতে হবে। 'আম্র ইবনুল 'আস, কাবীসাহ্, সা'ঈদ ইবনু জুবায়র, যুহরী এবং ক্বতাদাহ্ (রহঃ) থেকে এই মতটি বর্ণনা করা হয়। আবার হাসান বাসারী, নাখ'ঈ (রহঃ) থেকে তিনটি কাফ্ফারাহ্ ওয়াজিব হওয়ার বিবরণ রয়েছে। তবে বর্ণিত হাদীসটি সবার বিরুদ্ধে দলীল। অর্থাৎ মুযাহির ব্যক্তি যিহারের কাফ্ফারাহ্ আদায়ের পূর্বে সহবাস করে নিলে তাকে যিহারের কাফ্ফারাহ্ ছাড়া আরো একটি কাফ্ফারাহ্ আদায় করতে হবে। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১১৯৮; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٣٠٢ـ[٨] عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَغَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ: «مَا حَمَلَكَ عَلٰى ذٰلِكَ؟» قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! رَأَيْتُ بَيَاضَ حِجْلَيْهَا فِي الْقَمَرِ فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِيْ أَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتّٰى يُكَفِّرَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ

وَرَوٰى أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا وَقَالَ النَّسَائِيُّ: الْمُرْسَلُ أَوْلٰى بِالصَّوَابِ مِنَ الْمُسْنَدِ.

৩৩০২-[৮] 'ইকরিমাহ্ رحمه الله ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর সাথে যিহার করে, কিন্তু কাফ্ফারাহ্ দেয়ার পূর্বেই তার সাথে সহবাস করে বসে। অতঃপর নাবী ﷺ-এর নিকট এসে এতদসম্পর্কে বর্ণনা করে। তিনি (ﷺ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন এরূপ করলে? সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি চাঁদের আলোতে তার পায়ের সৌন্দর্যতা দেখে নিজেকে সংবরণ করতে পারিনি। এতে রসূলুল্লাহ ﷺ হেসে ফেললেন এবং বললেন, কাফ্ফারাহ্ দেয়ার পূর্বে যেন তার সংস্পর্শ হতে বিরত থাকে। (ইবনু মাজাহ)[৫৪৪]

ইমাম তিরমিযী (রহঃ)-ও অনুরূপ বর্ণনা করে বলেছেন- হাদীসটি হাসান, সহীহ, গরীব।

আবূ দাউদ ও নাসায়ী মুসনাদ ও মুরসালরূপে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম নাসায়ী (রহঃ) বলেন, হাদীসটি মুসনাদ অপেক্ষা মুরসাল হওয়াই অধিক সঠিক।

---

[৫৪৪] **হাসান :** তিরমিযী ১১৯৯, আবূ দাউদ ২২২১, ইবনু মাজাহ ২০৬৫, নাসায়ী ৩৪৫৭।

ব্যাখ্যা : (بَيَاضَ حِجْلَيْهَا) তার দুই পায়ের শুভ্রতা। حجل শব্দটির 'হা' হরফে যের বা যবর দু' ভাবেই উচ্চারিত হয়। অর্থ হলো পায়ের নূপুর। তার পায়ের পায়ের শুভ্রতা বলে সম্ভবত তার পায়ের সুন্দর রূপের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কোনো কোনো বর্ণনায় (بياض ساقيها) শব্দ এসেছে। অর্থাৎ তার পায়ের গোছার শুভ্রতা। এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, তার পায়ের সুন্দর রূপের দিকে ইঙ্গিত করাই সহাবীর উদ্দেশ্য।

(فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِيْ) আমি আমার নাফ্সের মালিক হতে পারিনি। অর্থাৎ তার পায়ের রূপ দেখে আমি নিজেকে সংবরণ করতে পারিনি।

(وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتّٰى يُكَفِّرَ) অর্থাৎ কাফ্ফারাহ্ না দিয়ে তাকে স্ত্রীর নিকট যেতে বারণ করেন। এই হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, যিহারকারী ব্যক্তি অবশ্যই স্ত্রীর নিকট গমনের পূর্বে কাফ্ফারাহ্ দিয়ে দিবে। কাফ্ফারাহ্ না দিয়ে গমন করলে সে গুনাহগার হবে। তবে গুনাহগার হওয়ার সাথে সাথে যিহারের কাফ্ফারাহ্ ছাড়া পূর্বে গমনের কারণে অতিরিক্ত আরেকটি কাফ্ফারাহ্ দিতে হবে কিনা, তার আলোচনা ইতোপূর্বে করা হয়েছে।

[বর্ণিত হাদীসটির মাধ্যমে বুঝা যায় যে, তাকে অতিরিক্ত আরেকটি কাফ্ফারাহ্ দিতে হবে না। কেননা এখানে রসূলুল্লাহ ﷺ লোকটিকে নির্দেশ দিলেন, সে যেন কাফ্ফারাহ্ না দিয়ে স্ত্রীর নিকট না যায়। এটা অবশ্যই যিহারের কাফ্ফারাহ্। বাকী সে যে একবার চলে গেল এজন্য তাকে রসূলুল্লাহ ﷺ অতিরিক্ত কোনো কাফ্ফারার নির্দেশ দেননি।] (সম্পাদক)

হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, স্ত্রীর সাথে যিহার করলে কাফ্ফারাহ্ আদায় না করে তার সাথে সহবাস না-জায়িয বা অবৈধ। তবে সহবাস ছাড়া সহবাসের প্রাসঙ্গিক কর্ম বৈধ কিনা– এ ব্যাপারে মুল্লা 'আলী ক্বারী মিরক্বাতুল মাফাতীহে লিখেন,

"এরপর জেনে রাখো, ইমাম আবূ হানীফাহ্, ইমাম মালিক (রহঃ)-গণের নিকট সহবাসের প্রাসঙ্গিক বা সহবাসের দিকে আকৃষ্ট করে এমন কাজ হারাম। আর এটা যুহায়রী, আওযা'ঈ, নাখ'ঈ-এর মত। ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এরও একটি মত। ইমাম আহমাদ (রহঃ) থেকে একটি বর্ণনা। ইবনুল হুমাম বলেন, 'প্রকৃত কথা হলো, যিহারের মধ্যে সহবাসের প্রাসঙ্গিক বিষয় নিষেধের ব্যাপারটি মান্সূস অর্থাৎ স্পষ্ট উদ্ধৃত। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ অর্থাৎ "স্পর্শ করার পূর্বে"– (সূরাহ্ আল মুজাদালাহ্ ৫৮ : ৩)। এখানে রূপক অর্থ সহবাস না নিয়ে প্রকৃত অর্থ স্পর্শ নেয়া সম্ভব। আর সহবাস হারাম হয়ে যাবে, কেননা তা স্পর্শের অন্তর্ভুক্ত। অতএব স্পর্শ সহবাস ও স্পর্শ সবই নস্ দ্বারা হারাম হয়ে গেলো।" (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(١٣) بَابٌ [فِيْ كَوْنِ الرَّقَبَةِ فِي الْكَفَّارَةِ مُؤْمِنَةً]

অধ্যায়-১৩ : (যিহারের কাফ্ফারাহ্ ও মু'মিনাহ্ দাসী মুক্তি প্রসঙ্গে)

অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করে মুসান্নিফের উদ্দেশ্য হলো, হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণ করা যে, যিহারের কাফ্ফারায় আযাদকৃত দাস বা দাসী মু'মিন হওয়া আবশ্যক। উসূলে ফিক্বহে মুতলাক্ব তথা শর্তবিহীন হুকুমকে শর্তযুক্ত করার উসূল বা নীতিতে এর বিশদ আলোচনা রয়েছে। এই অনুচ্ছেদের অধীনের হাদীসটি কুরআনের মুতলাক্ব বা যিহারের কাফ্ফারার শর্তমুক্ত হুকুমকে ঈমানের শর্তে শর্তযুক্ত করার প্রমাণ বহন করে, এতে কোনো দ্বিমত পোষণের সুযোগ নেই। তবে মুকাইয়াদ অর্থাৎ শর্তটি কি এভাবে নির্ধারিত যে, ভুলে

হত্যার কাফ্ফারার মতো ঈমানদার ছাড়া আযাদ করলে আদায় হবে না, নাকি উত্তমের বর্ণনা– এতে মতভেদ রয়েছে। আল্লাহ অধিক ভালো জানেন। ২৯৯৯ নং হাদীসের ব্যাখ্যায় এর কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। (সম্পাদক)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٣٠٣ -[١] عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ جَارِيَةً كَانَتْ لِي تَرْعٰى غَنَمًا لِيْ فَجِئْتُهَا وَقَدْ فَقَدَتْ شَاةً مِنَ الْغَنَمِ فَسَأَلْتُهَا عَنْهَا فَقَالَتْ: أَكَلَهَا الذِّئْبُ فَأَسِفْتُ عَلَيْهَا وَكُنْتُ مَنْ بَنِيْ اٰدَمَ فَلَطَمْتُ وَجْهَهَا وَعَلَيَّ رَقَبَةٌ أَفَأُعْتِقُهَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَيْنَ اللهُ؟» فَقَالَتْ: فِي السَّمَاءِ فَقَالَ: «مَنْ أَنَا؟» فَقَالَتْ: أَنْتَ رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَعْتِقْهَا». رَوَاهُ مَالِكٌ

وَفِيْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ قَالَ: كَانَتْ لِيْ جَارِيَةٌ تَرْعٰى غَنَمًا لِيْ قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ اٰسَفُ كَمَا يَأْسَفُوْنَ لٰكِنْ صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَعَظَّمَ ذٰلِكَ عَلَيَّ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَفَلَا أُعْتِقُهَا؟ قَالَ: «اِئْتِنِيْ بِهَا؟» فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ اللهُ؟» قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ قَالَ: «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ قَالَ: «أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ».

৩৩০৩-[১] মু'আবিয়াহ্ ইবনুল হাকাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বললাম- হে আল্লাহর রসূল! আমার জনৈকা দাসী আমার মেষ পাল চরাত। অতঃপর একদিন আমি মেষ পালের নিকট গিয়ে দেখি, একটি মেষ নেই। দাসীকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলেছে। এতে আমি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলোাম এবং আমি অতি সাধারণ মানুষ, তাই (ধৈর্য ধরতে না পেরে) তার গালে এক চড় মেরে দিলাম। অতঃপর আমি বললাম, (কোনো এক কারণে) আমার ওপর একজন দাস বা দাসী মুক্ত করা শারী'আতের বিধানুযায়ী জরুরী হয়ে আছে (যা এখনও করিনি), এমতাবস্থায় উক্ত দাসীকে তার স্থলে মুক্তি দান করলে কি হবে? রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উক্ত দাসীকে জিজ্ঞেস করলেন- বলো তো আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আকাশমণ্ডলীতে। আবার জিজ্ঞেস করলেন, বলো তো! আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহর রসূল। তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে (মু'আবিয়াহ্‌কে) বললেন, হ্যাঁ, তুমি ওকে মুক্ত করতে পার। (মুয়াত্ত্বা মালিক)[৫৪৫]

মুসলিম-এর বর্ণনায় আছে, সে (মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) বলল, আমার এক দাসী উহুদ পাহাড় ও জাওওয়ানিয়্যাহ্-এর অঞ্চলে মেষ পাল চরাত। একদিন আমি তার কাছে গিয়ে দেখলাম যে, আমাদের একটি মেষ নেকড়ে বাঘ নিয়ে চলে গেছে। আমি অতি সাধারণ মানুষ বিধায় তাদের মতো আমিও ক্রোধ সংবরণ

---

[৫৪৫] সহীহ : মুসলিম ৫৩৭, মালিক ১৫৫০, আবূ দাউদ ৯৩০, আহমাদ ২৩৭৬২।

করতে ব্যর্থ হয়ে তাকে চপেটাঘাত করে ফেলি। অতঃপর আমি (ভারাক্রান্ত হৃদয়ে) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে এতদসম্পর্কে বর্ণনা করলাম। তিনি (ﷺ) আমার এ কাজকে গুরুতর অন্যায় বলে মনে করলেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি ওকে মুক্ত করতে পারব? তিনি (ﷺ) বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো। আমি তাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি (ﷺ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বলো তো আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আকাশমণ্ডলীতে। তিনি (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, বলো তো আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহর রসূল। তিনি (ﷺ) আমাকে বললেন, হ্যাঁ, ওকে মুক্ত করতে পার। কারণ, সে মু'মিনাহ্।

ব্যাখ্যা : (فَفَقَدْتُ شَاةً) সীগাটি মা'রূফ মুতাকাল্লিম এবং شاةً শব্দে নসব অর্থাৎ যবর। অর্থাৎ আমি একটি বকরী হারিয়েছি। কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে সীগাটি মাজহূলের গায়ব হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং شاةٌ শব্দে রফা' অর্থাৎ পেশ। অর্থাৎ একটি বকরী হারিয়ে গেছে।

(وَكُنْتُ مَنْ بَنِيْ اٰدَمَ) 'আমি তো একজন মানুষ' এ কথা বলে সহাবী বকরী হারিয়ে যাওয়ার উপর রাগ ও আক্ষেপ এবং তার কারণে দাসীকে থাপ্পড় মারার ওযর বর্ণনা করছেন। কেননা হারিয়ে যাওয়া তাক্বদীরের বিষয়। এখানে আক্ষেপ বিশেষ করে রাগ মু'মিনের শান নয় এবং থাপ্পড় মারা একটি যুল্‌ম। তাই ওযর পেশ করছেন যে, মানুষের ক্ষেত্রে তো অনেক সময় এমনটি হয়েই যায়। কেননা সে অনেক সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

(وَعَلَيَّ رَقَبَةٌ) অর্থাৎ আমার ওপর একটি দাস আযাদের দায় রয়েছে। একটি দাস আযাদ করা অন্য কোনো কারণে পূর্ব থেকে ওয়াজিব থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সে ওয়াজিবটি তিনি এই দাসীটি মুক্ত করে আযাদ করতে চান। আবার থাপ্পড় মারার কারণে একটি দাস মুক্ত করা ওয়াজিব হয়েছে এ উদ্দেশ্যও হতে পারে। যেমন ইবনু 'উমার رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ.

"আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো কারণ ছাড়া তার গোলামকে মারধর করে অথবা চপেটাঘাত করে, তবে এই গোলামকে আযাদ করে দেয়াই তার কাফ্‌ফারাহ্।" (সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : কৃসম, অনুচ্ছেদ : ক্রীতদাসের সাথে সদ্ব্যবহার এবং তাকে চপেটাঘাতের কাফ্‌ফারাহ্, হাঃ ৩১৩১)

মোটকথা, এই দুই কারণের যে কোনো একটি বা উভয় কারণে তিনি এই ক্রীতদাস আযাদ করে দায়মুক্ত হতে পারবেন কিনা তা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জানতে চান।

(أَيْنَ اللّٰهُ؟) আল্লাহ কোথায়? অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক কোথায়? রসূল ﷺ-এর প্রথম প্রশ্ন, আল্লাহ কোথায়? দ্বিতীয় প্রশ্ন আমি কে? কেননা আল্লাহ তা'আলাকে মা'বূদ হিসেবে এবং তাঁকে রসূল হিসেবে বিশ্বাস করার উপর ঈমান নির্ভর করে। আল্লাহ কোথায় এ প্রশ্নের উত্তরে সে বললো, (فِي السَّمَاءِ) অর্থাৎ আল্লাহ আসমানে। আল্লাহ আসমানে বলায় তার ঈমানের উপর বিশ্বাসের কারণ হলো, সে মাক্কার কাফির ও মুশরিকদের মতো প্রতিমায় বিশ্বাসী নয়। বরং মা'বূদ যিনি তিনি উপরে রয়েছেন। পৃথিবীতে যাদের মূর্তি বানিয়ে 'ইবাদাত করা হয় তারা কেউই মা'বূদ নয়। আমি কে এ প্রশ্নের উত্তরে সে বললো (أنت رسول الله) অর্থাৎ আপনি আল্লাহর রসূল। উভয় প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে প্রদানের কারণে সে মু'মিনাহ্ বলে প্রমাণিত হলে রসূল ﷺ বললেন, (أعتقها) অর্থাৎ তাকে আযাদ করে দাও।

মুসান্নিফ (রহঃ) এই বর্ণনাটি উল্লেখের পর সহীহ মুসলিমের আরেকটি বিবরণ উল্লেখ করেন। যেখানে পরিষ্কার রয়েছে, (أعتقها فإنها مؤمنة) অর্থাৎ তাকে আযাদ করে দাও; কেননা সে মু'মিনাহ্।

এ থেকেই তাদের মতটি প্রমাণিত হয় যারা মনে করেন যে, কোনো ওয়াজিব কাফ্ফারার বেলায় ঈমানদার ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী আযাদ করতে হবে।

এ থেকে এই কথার প্রতিও ইঙ্গিত মিলে যে, বর্ণিত সহাবীর ওপর যে দাসমুক্তির দায়টি ছিল তা অন্য কোনো কারণে ওয়াজিব ছিল। থাপ্পড় মারার কারণে নয়। কেননা যে হাদীসে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি কোনো কারণ ছাড়া তার গোলামকে মারধর করে অথবা চপেটাঘাত করে....." এখানে ঈমানদার গোলামকে মারধরের কথা নেই। বরং গোলাম যেই হোক না কেন তাকে কারণ ছাড়া প্রহার করলে এর নিষ্কৃতি সেই গোলামকে আযাদ বা মুক্ত করে দেয়ার মাধ্যমেই হবে। (শারহু মুসলিম ৫/৬ খণ্ড, হাঃ ৫৩৭; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(١٤) بَابُ اللِّعَانِ

অধ্যায়-১৪ : লি'আন

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٣٠٤ - [١] عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ عُوَيْمِرَ الْعَجْلَانِيَّ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ اِمْرَأَتِهٖ رَجُلًا أَيَقْتُلُهٗ فَيَقْتُلُوْنَهٗ؟ أَمْ كَيفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِيْ صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا» قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اُنْظُرُوْا فَإِنْ جَاءَتْ بِهٖ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرَ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهٖ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهٗ وَحَرَةٌ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهٖ عَلَى النَّعْتِ الَّذِيْ نَعْتُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلٰى أُمِّهٖ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৩০৪-[১]। সাহ্ল ইবনু সা'দ আস্ সা'ইদী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উওয়াইমির আল আজ্লানী রাযিয়াল্লাহু আনহু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! কোনো ব্যক্তি যদি স্বীয় স্ত্রীর সাথে অপর পুরুষকে (ব্যভিচারে) দেখতে পায় এবং সে যদি (ক্রোধান্বিত হয়ে) তাকে হত্যা করে বসে, তবে কি নিহতের আত্মীয়স্বজন তাকে হত্যা করবে? (আর এরূপ যদি না করে) তবে সে (স্বামী) কি করবে (অর্থাৎ- এই ব্যভিচারের কারণে তার করণীয় কি)? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার এবং তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে ওয়াহী নাযিল হয়েছে, 'যাও তোমার স্ত্রীকে নিয়ে আসো'। বর্ণনাকারী সাহ্ল রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অতঃপর তারা উভয়ে মাসজিদে এসে লি'আন করল, আমিও অন্যান্য লোকের সাথে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে উপস্থিত থেকে ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিলাম। অতঃপর উভয়ে যখন লি'আন শেষ করল, তখন 'উওয়াইমির বলল, আমি যদি তাকে আমার বিবাহের বন্ধনে রাখি, তাহলে আমি তার ওপর মিথ্যারোপ করেছি, এটা বলে সে তাকে

তিন ত্বলাক্ব প্রদান করল। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি স্ত্রী লোকটি কালো রংয়ের এবং কালো চক্ষুবিশিষ্ট, বড় বড় নিতম্ব, মোটা মোটা পা-বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, তবে মনে করতে হবে 'উওয়াইমির তার সম্পর্কে সত্য বলেছেন। আর যদি রক্তিম বর্ণের ক্ষুদ্রাকৃতির কীটের ন্যায় সন্তান প্রসব করে, তবে মনে করব 'উওয়ামির মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর স্ত্রীলোক এমন বর্ণের সন্তান প্রসব করল যেরূপ রসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা দিয়েছিলেন- সে সেরূপ সন্তানই প্রসব করল।' এর দ্বারা 'উয়াইমির-এর দাবির সত্যতার ধারণা জন্মে, অতঃপর সন্তানটিকে (পিতার পরিবর্তে) মায়ের পরিচয়ে ডাকা হতো।

(বুখারী ও মুসলিম)[৫৪৬]

ব্যাখ্যা : "লি'আন" অর্থাৎ একে অপরে অভিশাপ দেয়া। ইমাম নাবাবী লিখেন, "লি'আন"-কে লি'আন বলার কারণ হলো, স্বামী স্ত্রী উভয় এর মাধ্যমে একে অপর থেকে দূরে সরে যায় এবং তাদের মাঝে বিবাহ চিরস্থায়ীভাবে হারাম হয়ে যায়। ফাতহুল বারীতে লিখেন, লি'আনকে এজন্য লি'আন বলা হয় যেহেতু স্বামী বলে, "আমার ওপর আল্লাহর লা'নাত, যদি আমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হই।"

(قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِيْ صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا) অর্থাৎ তোমার ও তোমার স্ত্রীর বেলায় হুকুম অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব তুমি যাও, গিয়ে তাকে নিয়ে এসো।

লি'আনের বিধান সংক্রান্ত আয়াত কার বেলায় নাযিল হয়- এ নিয়ে 'উলামাহ্ কিরামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে লি'আনের বিধান সংক্রান্ত আয়াত 'উওয়াইমির আল 'আজলানীর বেলায় নাযিল হয়। বর্ণিত হাদীসটি তাদের মতের পক্ষে দলীল। তবে জুমহূর বা সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আলিমের মতে হিলাল ইবনু উমাইয়াহ্-এর ঘটনা কেন্দ্র করে লি'আনের আয়াত অবতীর্ণ হয়। কেননা সহীহ মুসলিমে হিলাল ইবনু উমাইয়াহ্-এর ঘটনার বিবরণে রয়েছে, (وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لَاعَنَ فِي الْإِسْلَامِ) অর্থাৎ "তিনি সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি ইসলামে লি'আন করেন।"

বর্ণনার মাঝে উভয় সম্ভাবনা থাকায় 'আল্লামাহ্ ইবনু হাজার লিখেন, "আমি বলি, যথাসম্ভব উভয়ের বেলায় অবতীর্ণ হয়েছে। সম্ভবত উভয়ের প্রশ্ন পাশাপাশি দুই সময়ে সময়ে ছিল। তাই উভয়ের বেলায় লি'আনের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে, যদিও হিলালের ঘটনা আগের। তাই 'উওয়াইমির-এর বেলায় অবতীর্ণ হয়েছে বা হিলাল ইবনু উমাইয়াহ্-এর অবতীর্ণ হয়েছে উভয় কথায়ই সঠিক। তবে হিলাল প্রথমে লি'আনের বিধান কার্যকর করেছেন। লি'আন কিভাবে করতে হবে তার বিবরণ লি'আন সংক্রান্ত আয়াত অর্থাৎ সূরাহ্ আন্ নূর-এর ৪ নং আয়াতে রয়েছে।

(فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا) অতএব আমি তাকে তিন ত্বলাক্ব দেই। হাদীসের এই অংশ থেকে বুঝা যায়, লি'আন সংঘটিত হয়ে গেলে কেবল লি'আনে বিচ্ছেদ ঘটবে না। কেবল লি'আনে বিচ্ছেদ ঘটলে ত্বলাক্ব দেয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। হয় ত্বলাক্ব দিতে হবে অথবা ক্বাযী বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিবে। পরবর্তী বিবরণে আমরা দেখব যে, (فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا) অর্থাৎ অতএব রসূল ﷺ তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন। এর আলোকে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতে স্বামীর ত্বলাক্ব বা ক্বাযীর ফায়সালা ছাড়া বিচ্ছেদ ঘটবে না।

তবে ইমাম মালিক, শাফি'ঈসহ জুমহূর 'উলামার মতে কেবল লি'আনেই বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। কেননা পরবর্তীতে আরেকটি সহীহ বর্ণনায় আমরা দেখব যে, স্বামী স্ত্রী উভয়ে লি'আন করার পর রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : «حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها» অর্থাৎ তোমাদের হিসাব আল্লাহ তা'আলার

---

[৫৪৬] **সহীহ :** বুখারী ৪৭৪৫, মুসলিম ১৪৯২, নাসায়ী ৩৪০২, দারিমী ২২৭৫।

ওপর, তোমাদের একজন মিথ্যা, তোমার জন্য স্ত্রীকে পাওয়ার আর কোনো রাস্তা নেই। এই হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, লি'আনের মাধমেই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়। বিচ্ছেদ ঘটে যাওয়ার পর ক্বাযী তাদেরকে ভালোভাবে পৃথক করে দিবেন। বিচ্ছেদ ঘটার কারণেই রসূল ﷺ তাদেরক পৃথক করে দিয়েছেন। আর 'উওয়াইমির নিজ থেকে আবার ত্বলাক্ব দেয়ার কারণে বিচ্ছেদ ঘটেনি এর কোনো ইঙ্গিত হাদীসে নেই। হয়ত তার অতিরিক্ত ঘৃণাবোধ সৃষ্টি হওয়ার কারণে তিনি অধিক সতর্কতাবশত তিন ত্বলাক্ব দিয়ে দেন, যাতে কোনো সময় এই স্ত্রীকে সংসারে নিয়ে আসার আর কোনো ধরনের সুযোগ বের না হয়।

(ফাতহুল বারী ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৭৪৫; শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৪৯২)

٣٣٠٥ - [٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَانْتَفٰى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِيْ حَدِيْثِهٖ لَهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَعَظَهٗ وَذَكَّرَهٗ وَأَخْبَرَهٗ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ.

৩৩০৫-[২] ইবনু 'উমার رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ জনৈক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মাঝে লি'আনের বিধান কার্যকর করে দিলেন, কারণ সন্তানকে পুরুষলোকটি স্বীয় সন্তান বলে অস্বীকৃতি জানাল। অতঃপর তিনি (ﷺ) তাদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে সন্তানটি স্ত্রীলোকটির কাছে অর্পণ তথা মায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৪৭]

অত্র হাদীসে আরও উল্লেখ আছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষটিকে উপদেশ ও ভীতিপ্রদর্শন করে বললেন, জেনে রাখ, দুনিয়ার শাস্তির তুলনায় আখিরাতের 'আযাব অতি কঠিন। অতঃপর স্ত্রীলোকটিকে ডেকে অনুরূপভাবে উপদেশ ও ভীতিপ্রদর্শন করে বললেন, জেনে রাখ, দুনিয়ার শাস্তির তুলনায় আখিরাতের 'আযাব অতি সামান্য। কিন্তু তারা উভয়ে তাদের নিজ নিজ রায় ও জিদের উপর অবিচল থাকল, ফলে লি'আন কার্যকরী করতে হলো।

ব্যাখ্যা : (فَانْتَفٰى مِنْ وَلَدِهَا) হাদীসের এই অংশ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এখানে লি'আনের ঘটনাটি ঘটেছিল বাচ্চাকে অস্বীকার করা নিয়ে। অর্থাৎ লোকটি সরাসরি স্ত্রীর ওপর যিনার অভিযোগ আরোপ করেনি, বরং নিজ স্ত্রীর সন্তানটিকে তার নয় বলে দাবী করার ভিত্তিতে লি'আনের ঘটনা ঘটে। অতএব এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, নিজ বাচ্চাকে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে লি'আন বৈধ।

(فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا) অর্থাৎ অতএব রসূল ﷺ তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন। হাদীসের এই অংশ দিয়ে ইমাম আবূ হানীফাহ্ দলীল দেন যেন কেবল লি'আন দ্বারা বিচ্ছেদ ঘটবে না। (এ সংক্রান্ত আলোচনা আমরা ইতোপূর্বে করে এসেছি।)

(وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ) সন্তানটিকে মায়ের সাথে সম্পৃক্ত করে দেন। অর্থাৎ সন্তানের সম্পর্ক পিতার দিকে না থেকে নাকচ করে মায়ের দিকে করে দেন এবং একক মায়ের জন্য বানিয়ে দেন। এ ধরনের সন্তানকে মায়ের দিকে সম্পৃক্ত করে ডাকা হবে এবং মা ও সন্তানের মাঝে মীরাসের বিধান কার্যকর হবে। সহীহ মুসলিমে সাহল رضي الله عنه-এর বিবরণে রয়েছে,

---

[৫৪৭] সহীহ : বুখারী ৫৩১৫, মুসলিম ১৪৯৪, আবূ দাউদ ২২৫৯, ইবনু মাজাহ ২০৬৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪২৮৮।

فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ ثُمَّ جَرَتْ السُّنَّةُ أَنَّهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللهُ لَهَا.

"অতএব তার ছেলেকে মায়ের দিকে সম্পৃক্ত করে ডাকা হতো। এরপর সুন্নাহ চালু হয় যে, সে মায়ের ওয়ারিস হয় এবং মা তার ওয়ারিস হয়, আল্লাহ মায়ের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন।"

(ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫৩১৫; সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : লি'আন, হাঃ ২৭৪১)

٣٣٠٦-[٣] وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَالِيْ قَالَ: «لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৩০৬-[৩] উক্ত রাবী (ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ লি'আনকারী স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বলেছেন : তোমাদের প্রকৃত বিচার (ক্বিয়ামাত দিবসে) আল্লাহই করবেন, নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী (কিন্তু তোমরা তা স্বীকার করছ না)। তোমার সাথে তার আর কোনো সম্পর্ক থাকল না। এটা শুনে স্বামী বলে উঠল, হে আল্লাহর রসূল! (মুহরে প্রদত্ত) আমার ধন-সম্পদের কি হবে? উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, তাতে তোমার কোনো অধিকার থাকবে না। কেননা তুমি যদি (ব্যভিচারের দাবিতে) সত্য বলে থাক, তবে ইতঃপূর্বে যে স্ত্রীর স্বাদ গ্রহণ করেছ তার বিনিময় প্রদান হয়ে গেছে। আর যদি মিথ্যারোপ করে থাক, তবে সে ধন-সম্পদ তোমার নিকট ফেরতের কথাই আসবে না, কাজেই এর দাবী তো করতেই পার না। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৪৮]

ব্যাখ্যা : (حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ) অর্থাৎ তোমাদের দু'জনের প্রকৃত হিসাব, মূল বিষয় উদঘাটন এবং এর প্রতিফল দেয়া আল্লাহ তা'আলার ওপর। কেননা দু'জনের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। নিজ স্বীকারোক্তি ছাড়া তা জানার আমাদের ব্যবস্থা নেই। তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা জানেন এবং তিনি প্রকৃত হিসাব নিতে পারেন। এই হাদীস থেকে আমরা এও বুঝতে পারি যে, গায়ব বা অদৃশ্যের জ্ঞানের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। রসূলুল্লাহ ﷺ অদৃশ্য জ্ঞানের ক্ষমতা রাখেন না। তার সম্মুখে উপস্থিত দুই ব্যক্তির মাঝে কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী এইটুকু যেখানে রসূল ﷺ তার জ্ঞানের ক্ষমতা দিয়ে বলতে পারছেন না সেখানে তিনি সার্বিক গায়বের জ্ঞানের অধিকারী কিভাবে হতে পারেন? আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউই গায়বের জ্ঞানের অধিকারী নন, এর প্রমাণে কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য বক্তব্য রয়েছে।

(لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا) অর্থাৎ তাকে পাওয়ার তোমার আর কোনো রাস্তা নেই। হাদীসের এই অংশটুকু তাদের দলীল যারা বলেন, লি'আন সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়। পৃথক তৃলাক্ব দেয়া বা বিচারকের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। এ সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা হয়েছে।

(يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَالِيْ) হে আল্লাহর রসূল! আমার সম্পদ। অর্থাৎ তার অনৈতিক আচরণে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে গেল। এখন আমি তাকে বিবাহ করতে যে খরচ করেছি, মহর ব্যয় করেছি তার কি হবে? রসূলুল্লাহ ﷺ তার এ কথার উত্তরে বললেন, তুমি সত্যবাদী হলে তোমার সম্পদ তাকে এতদিন ভোগ করার পিছনে খরচ হয়েছে। তাই তুমি কোনো সম্পদ পাবে না। বিয়ে করে ভোগের বিনিময়ে তা কেটে গেছে। আর তুমি মিথ্যাবাদী হলে তা পাওয়া তো অনেক দূরের কথা অর্থাৎ তা পাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৫৪৮] সহীহ : বুখারী ৫৩৫০, মুসলিম ১৪৯৩, আবূ দাউদ ২২৫৭, নাসায়ী ৩৪৭৬, আহমাদ ৪৫৮৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪২৮৭।

٣٣٠٧ - [٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدًّا فِيْ ظَهْرِكَ» فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ: «الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِيْ ظَهْرِكَ» فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّيْ لَصَادِقٌ فَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِيْ مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: ﴿وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [سورة النور ٢٤ : ٦] فَقَرَأَ حَتّٰى بَلَغَ ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ﴾ [سورة النور ٢٤ : ٩]

فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟» ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَفُوْهَا وَقَالُوْا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ قَوْمِيْ سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَبْصِرُوْهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ» فَجَاءَتْ بِهِ كَذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْلَا مَا مَضٰى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِيْ وَلَهَا شَأْنٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৩০৭-[৪] ইবনু ‘আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন হিলাল ইবনু উমাইয়্যাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার স্বীয় স্ত্রীর ওপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অভিযোগ করেন যে, সে শারীক ইবনু সাহমাহ্-এর সাথে ব্যভিচারের লিপ্ত হয়েছে। এটা শুনে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ কর, অন্যথায় তোমার পিঠে (মিথ্যা অপবাদের দরুন) শাস্তি দেয়া হবে। তিনি উত্তরে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! যখন কোনো স্বামী স্বীয় স্ত্রীর সাথে কোনো পুরুষকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখতে পাবে, তখন কি সে (তুলাক্বের জন্য) সাক্ষ্য-প্রমাণ সন্ধানে বের হবে? কিন্তু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে থাকলেন, সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে এসো, অন্যথায় তোমার পিঠে (মিথ্যা অপবাদের) শাস্তি দেয়া হবে। হিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, শপথ সেই আল্লাহর! যিনি আপনাকে নাবীরূপে সত্যায়িত করে পাঠিয়েছেন। আমার (অভিযোগে) আমি নিশ্চয় সত্যবাদী। অবশ্যই আল্লাহ তা‘আলা এমন বিধান নাযিল করবেন, যার দরুন আমার পিঠ (অপবাদের) কোড়া হতে রক্ষা করবেন। (রাবী বলেন) অতঃপর জিবরীল আলায়হিস সালাম অবতরণ করে (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর) আল্লাহর আয়াত নাযিল করলেন- অর্থাৎ- “এবং যারা নিজের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে ..... তার স্বামী সত্যবাদী হলে”- (সূরাহ্ আন্ নূর ২৪ : ৬-৯ আয়াত) পর্যন্ত পৌছলেন। এরপর হিলাল এসে (স্ত্রীসহ) লি‘আনের জন্য প্রস্তুত হলো। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়কে বলতে লাগলেন- জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী। অতএব তোমাদের মধ্যে কেউ কি তাওবাহ্ করতে প্রস্তুত? (উভয়ের অনড় অবস্থানের দরুন) অতঃপর তার স্ত্রী উঠে দাঁড়াল এবং লি‘আনের সাক্ষ্য দিল। কিন্তু যখন পঞ্চমবারে সে উদ্যত হলো, তখন উপস্থিত লোকেরা তাকে থামাতে চেষ্টা করে বলল, সাবধান! এবারের শপথে আল্লাহর গযব অবধারিত (তাই বিরত হও)। এতে স্ত্রীলোকটি থেমে গেল এবং স্থির হয়ে গেল। আমাদের ধারণা হতে লাগল যে, স্ত্রীলোকটি স্বীয় দাবি হতে সরে যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই এই বলে লি‘আন করল যে, চিরকালের জন্য আমি আমার বংশের মর্যাদাহানী করব না, এ কথা বলে সে পঞ্চমবারের শপথও শেষ করল। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

তোমরা দেখে রাখবে, যদি সে কালো ভ্রূযুক্ত ও বড় বড় নিতম্ব এবং মোটা নলাবিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে, তবে সন্তানটি শারীক ইবনু সাহমাহ্-এর। পরিশেষে স্ত্রীলোকটি এরূপ বর্ণনার সন্তানই প্রসব করল। অতঃপর নাবী ﷺ বলেন, যদি আল্লাহর কিতাবের হুকুম-আহকাম জারী না হতো, তবে আমি ঐ স্ত্রীলোকটিকে নিদারুণ শিক্ষা দিতাম। (বুখারী)[৫৪৯]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟) অর্থাৎ রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আল্লাহ জানেন নিশ্চয় তোমাদের একজন মিথ্যুক। তোমাদের মধ্যে কি কোনো একজন তাওবাকারী আছে?" অর্থাৎ তোমাদের উভয়ে জিদের উপর না থেকে প্রকৃত কথা স্বীকার করে নিলে হয়। দু'জনের একজন নিশ্চিত মিথ্যুক। বাহ্যত মনে হয় রসূলুল্লাহ এই কথা লি'আন কার্যকর হওয়ার পর বলেছেন। উদ্দেশ্য হলো যে, মিথ্যুক যেন তাওবাহ্ করে নেয়। আবার লি'আনের পূর্বেই তাদেরকে সতর্ক করার জন্যও বলতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে যে মিথ্যুক সে যেন লি'আন দ্বারা নিজের উপর অভিশাপ ডেকে না আনে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(إِنَّهَا مُوجِبَةٌ) নিশ্চয় এটা সাব্যস্তকারী। অর্থাৎ এভাবে নিজের ওপর অভিশাপ দেয়া নিজের বিপদ ডেকে আনা। যে লি'আনের মাধ্যমে নিজের ওপর অভিশাপের দু'আ করে তা কার্যকর হয়ে যায়। তাই রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে থামাও। কেননা সে এর পরিণতি লক্ষ্য না করে লি'আন করেই যাচ্ছে।

হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, রসূলুল্লাহ ﷺ নিশ্চয় বুঝে নিয়েছিলেন যে, প্রকৃত মিথ্যাবাদী হিলাল নয়, বরং তার স্ত্রীই মিথ্যাবাদী। বিভিন্ন আলামত থেকে বিষয়টি মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে গেছে। বিশেষ করে হিলালের দাবীর উপর আয়াত নাযিল হওয়া তার একটি প্রমাণ। সত্য কথা বলে সাক্ষী নিয়ে আসতে না পারার অপরাধে তিনি যেন অপরাধী হয়ে শাস্তি ভোগ না করেন, তাই আল্লাহ তার কথার পর পরই এ সংক্রান্ত বিধান নাযিল করেন। বিভিন্ন নিদর্শন থেকে হিলালের স্ত্রী মিথ্যাবাদী হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও যিনা সাব্যস্তের শারী'আত দলীল না থাকায় তার ওপর যিনার বিধান আরোপ করা হয়নি। এ থেকে বুঝা যায়, বিচারককে সর্বদা দলীলের উপর নির্ভর করতে হবে। যে বস্তু প্রমাণের জন্য যে দলীল শারী'আত কর্তৃক নির্ধারিত সেই দলীল ছাড়া অন্য কোনা আকার ইঙ্গিতে কোনো কিছু বুঝা গেলে এর উপর নির্ভর করে কোনো ফায়সালা করা যাবে না।

(لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ) অর্থাৎ এখন যিনার স্বীকারোক্তি করে আমার গোত্রকে সর্বদার জন্য লাঞ্ছিত করব না। অর্থাৎ যিনা স্বীকার করলে আমাকে ও আমার গোত্রকে লাঞ্ছনার কালিমা লেপন করতে হবে। এখান থেকে জানা যায় যে, হিলালের দাবীর ভিত্তিতে যিনার স্বীকার না করা কেবল তার দুনিয়াবী লাঞ্ছনা থেকে বাঁচার কারণে ছিল। দুনিয়ার স্বার্থ আখিরাতের তুলনায় বড় করে দেখার কারণে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাসীহাত তার কাছে কাজে আসেনি।

(فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ) "যদি সে জন্ম দেয় কাজলকালো চোখওয়ালা.....।" হাদীসের এই অংশ থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, সাদৃশ্য থেকে কারো বংশ নির্বাচন করা যেতে পারে। কিন্তু বিষয়টি যেহেতু নিশ্চিত নয়, তাই কেবল সাদৃশ্যের মাধ্যমে কারো বংশ সাব্যস্ত হবে না। তবে রসূলুল্লাহ ﷺ সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বাচ্চাকে একজনের দিকে সম্পৃক্ত করলেও বিষয়টিকে একটি অনুমানমূলক হিসেবে ধরা হয়েছে। কেননা সাদৃশ্য বংশের চূড়ান্ত ফায়সালা হলে রসূল ﷺ নিজে বাচ্চা প্রসবের অপেক্ষা করে বাচ্চা দেখে লি'আন না করেই হিলালের স্ত্রীকে যিনাকারিণী সাব্যস্ত করে যিনার বিধান জারী করতে পারতেন। রসূলের

---

[৫৪৯] **সহীহ :** বুখারী ৪৭৪৭, তিরমিযী ৩১৭৯, আবূ দাউদ ২২৫৪, ইবনু মাজাহ ২০৬৭, ইরওয়া ২০৯৮, আহমাদ ২১৩১।

এমনটি না করাই প্রমাণ করে, তাঁর এ কথাটি একটি ধারণার উপর ছিল। যদিও রসূলের ধারণা সঠিক। এছাড়া রসূলুল্লাহ ﷺ ওয়াহীর মাধ্যমে বিষয়টি জানার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু শারী'আত দলীল না থাকায় যিনার বিধান কার্যকর করা যায়নি। তাই এ হাদীসের আলোকে বাচ্চার সাদৃশ্যতা দেখে কাউকে তার দিকে সম্পৃক্ত করা যাবে না এবং কোনো মেয়েকে যিনাকারিণী সাব্যস্ত করা যাবে না।

(لَوْلَا مَا مَضٰى مِنْ كِتَابِ اللهِ) যদি আল্লাহর কিতাবে এর হুকুম না যেত, অর্থাৎ যদি আল্লাহ তা'আলার কিতাবে যিনার বিধান ও তা সাব্যস্তের নির্ধারিত নীতি না থাকত তবে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটা ব্যবস্থা নিতেন। কারণ বিভিন্ন আলামত দ্বারা রসূলের কাছে হিলালের স্ত্রী যিনাকারিণী বলে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যিনার দণ্ডবিধি প্রয়োগের জন্য আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত হুকুম রয়েছে। তিনি এর বাহিরে যাওয়ার ক্ষমতা রাখেন না। (ফাতহুল বারী ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৭৪৭)

সতর্কতা : রসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর প্রেরিত নাবী ও রসূল। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ইজতিহাদ গবেষণা করে মাসআলাহ্ দেয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। কিন্তু ইজতিহাদ বা গবেষণার আলোকে যে হুকুম তিনি দিবেন তা কুরআনের হুকুমের বাহিরে চলে যায় কিনা এ ক্ষেত্রে তার এত ভয় হলে আমরা যারা বিভিন্ন ওজুহাত ও যুক্তির আলোকে কুরআনের ব্যাখ্যার নামে অপব্যাখ্যা করি এবং কুরআনের খেলাফ বিধান দেই তাদের চিন্তা করা উচিত এবং আল্লাহ ও আখিরাতের হিসাবের ভয় করে এমন কর্ম থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য।

٣٣٠٨ـ[٥] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَهْلِيْ رَجُلًا لَمْ أَمَسَّهُ حَتّٰى اٰتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ» قَالَ: كَلَّا وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ كُنْتُ لَأُعَاجِلُهٗ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذٰلِكَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اِسْمَعُوْا إِلٰى مَا يَقُوْلُ سَيِّدُكُمْ إِنَّهٗ لَغَيُوْرٌ وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّيْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৩০৮-[৫] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (খাযরাজ গোত্রের নেতা) সা'দ ইবনু 'উবাদাহ্ رضي الله عنه রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জানতে চাইলেন, যদি কোনো পুরুষকে আমার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখি, তবে চারজন সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত তাকে কি কিছু বলব না? তিনি (ﷺ) বললেন- হ্যাঁ (কিছুই বলবে না)। সা'দ বললেন, কক্ষনো সম্ভব নয়! সেই আল্লাহর শপথ, যিনি আপনাকে সত্য নাবীরূপে পাঠিয়েছেন, আমি তো চারজন সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহের পূর্বেই তাকে তরবারির আঘাতে নিঃশেষ করে দিব। এটা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ (আনসারীগণের উদ্দেশে) বললেন, শুন! তোমাদের নেতা কি বলে? নিশ্চয় সা'দ অত্যন্ত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি, আর আমি তার অপেক্ষা অধিক আত্মমর্যাদাশীল। আর আল্লাহ তা'আলা তো আমার চেয়েও অধিক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। (মুসলিম)[৫৫০]

ব্যাখ্যা : (لَمْ أَمَسَّهُ حَتّٰى اٰتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟) বর্ণিত বাক্যটিতে সুদূর পরাহতমূলক প্রশ্ন চিহ্ন হামযাহ হরফ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ আমার স্ত্রীকে পর পুরুষের সাথে পাওয়ার পরও কি আমি চার সাক্ষী না নিয়ে আসা পর্যন্ত তাকে স্পর্শ করব না? অর্থাৎ তার শরীরে হাত তুলব না? তাকে প্রহার করব না? সহাবীর আত্মমর্যাদার কাছে কাজটি অনেক বড় মনে হলে তিনি আশ্চর্য হয়ে এই প্রশ্ন করেন। তার প্রশ্নের উত্তরে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ। অর্থাৎ এমনটি করা যাবে না। কেননা এর জন্য নির্ধারিত বিধান রয়েছে।

---

[৫৫০] সহীহ : মুসলিম ১৪৯৮, আবূ দাউদ ৪৫৩২, ইবনু মাজাহ ২৬০৫।

হাদীসের এই অংশ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, যে আইন প্রয়োগের যে নীতি বা বিধান রয়েছে তা সেই নীতির আলোকেই চলবে এবং সেভাবেই প্রয়োগ করতে হবে। আইন বা কানুনকে কখনো নিজের হাতে তুলে নেয়া যাবে না। সবাই নিজের হাতে আইনকে তুলে নিলে সমাজের কি দুরাবস্থা হবে তা একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়।

(১৫) অর্থাৎ কখনো এমন হতে পারে না। রসূল ﷺ-এর কথার উপর এমনটি বলা অবশ্যই প্রশ্নবিদ্ধ। তবে মানুষ অনেক সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অনিচ্ছায় কিছু ঘটে গেলে সে ক্ষমাপ্রাপ্ত। সা'দ ইবনু 'উবাদার ঘটনাটি এমনই ছিল। ইমাম নাবাবী (রহঃ) মাওয়ার্দী এবং অন্যান্যদের বরাত দিয়ে বলেন, "তার কথা 'কখনো না..." নাবী ﷺ-এর কথাকে প্রত্যাখ্যান করতঃ ছিল না, রসূলের নির্দেশের বিরোধবশত ছিল না। এটি কেবল মানুষের সেই সময়কার অনিয়ন্ত্রিত অবস্থার খবর দেয়া, যখন সে কোনো বে-গানা পুরুষকে তার স্ত্রীর সাথে দেখে এবং ক্রোধ তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এমতাবস্থায় সে লোক দ্রুত তরবারিই ব্যবহার করবে।

রসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রতিবাদের কারণ বুঝতে পেরেছেন। অর্থাৎ সে এ কথা রসূলের কথার বিরোধী হয়ে বলেনি বরং আত্মমর্যাদার আবেগে নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বলেছে। তাই রসূল ﷺ তার এমন কথার ওযর তুলে ধরে বলেন, তোমাদের সাথীর আত্মমর্যাদা দেখো। আমি আরো বেশি আত্মমর্যাদাবান এবং আল্লাহ তা'আলা আমার চেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাবান। (শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৪৯৮; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٣٠٩ ـ[٦] وَعَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ وَاللهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّيْ وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ اللهُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ بَعَثَ الْمُنْذِرِيْنَ وَالْمُبَشِّرِيْنَ وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللهِ وَمِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৩০৯-[৬] মুগীরাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনু 'উবাদাহ্ رضي الله عنه বললেন, আমি যদি কোনো পুরুষকে আমার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখি, তবে আমি তরবারি দিয়ে হত্যা করে ফেলব। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বলেন, তোমরা কি সা'দ-এর আত্মমর্যাদবোধে বিস্ময় প্রকাশ করছ? আল্লাহর ক্বসম! নিশ্চয় আমি তো তার চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদসম্পন্ন, আর আল্লাহ তা'আলা তো আমার চেয়েও অধিক আত্মমর্যাদাশীল। তাঁর আত্মসম্ভ্রমের দরুন তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল প্রকার অশ্লীল বিষয় হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন। আর মানুষের ওযর-আপত্তি দূর করা আল্লাহর চেয়ে অধিক কেউ ভালোবাসে না। এ কারণে তিনি মানুষের মাঝে সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শনকারী নাবী-রসূলরূপে পাঠিয়েছেন, আর আল্লাহ সর্বাপেক্ষা নিজের প্রশংসা-স্তুতি শুনতে ভালোবাসেন বলে জান্নাতের ওয়া'দাহ্ দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৫১]

ব্যাখ্যা : বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ-এর কথাকে প্রশংসনীয়রূপে দেখলেন; কেননা তার কথাটি আত্মমর্যাদার উপর আঘাত আসার ভিত্তিতে ছিল। পরবর্তীতে রসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলা আত্মমর্যাদার

[৫৫১] সহীহ : বুখারী ৭৪১৬, মুসলিম ১৪৯৯, আহমাদ ১৮১৬৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৭৭৩।

ব্যাখ্যা দেন। হাদীসের আলোকে এর সারমর্ম হলো, গইরত বা আত্মমর্যাদা হচ্ছে, ব্যক্তি তারা মালিকানাধীন বস্তুতে অন্যকে হস্তক্ষেপ করতে দেখলে অপছন্দ করে এবং রাগান্বিত হয়। মানুষের কাছে প্রসিদ্ধ যে, কেউ তার স্ত্রীর দিকে অন্যকে তাকাতে দেখলে বা স্ত্রীর সাথে কোনো কর্মে লিপ্ত দেখলে মানুষ রাগ করে; কেননা এতে তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়। তদ্রূপ আল্লাহর তা'আলার মালিকানাধীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ আল্লাহর ক্রোধের কারণ। আল্লাহ তাঁর এই আত্মমর্যাদার কারণেই অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন। নিজের অধিকারভুক্ত ব্যক্তির সাথে অশ্লীলতা দেখলে মানুষের আত্মমার্যায় যেমন আঘাত হানে, তার চেয়ে বেশি আঘাত হানে আল্লাহর আত্মমর্যাদায়; কেননা সবই আল্লাহর প্রকৃত মালিকানাধীন। আর এ কারণে আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্য এবং গোপনীয় সর্বপ্রকার অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন। মালিকানার আধিক্যের ভিত্তিতে আল্লাহর আত্মমর্যাদাও তেমন অধিক।

(وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللهِ) অর্থাৎ ওযুহাতকে আল্লাহর চেয়ে অধিক ভালোবাসে এমন কেউ নেই। এ কথার মাধ্যমে রসূল ﷺ সা'দ ؓ-কে তার কর্ম থেকে বারণ করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহর তা'আলার গাইরত অধিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি ওযর ভালোবাসেন। তার মর্যাদায় আঘাত হানলেও যে কোনো ওযুহাতে তিনি তা ছেড়ে দেন। পূর্ণ দলীল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত শাস্তি দেন না। শাস্তির দলীল পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য নাবী পাঠান, যারা সতর্ক করেন এবং সুসংবাদ দেন। তাই সা'দ বা যে কারো জন্যেই আত্মমর্যাদায় আবেগপ্রবণ হয়ে দলীল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে কোনো কর্মতৎপরতায় যাওয়া ঠিক নয়। মোটকথা, রসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ-এর আবেগপ্রবণ কথার উপর আপত্তি না করলেও সা'দ যে ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন সেই কর্মে যাওয়ার উপর আপত্তি করেন। (ফাতহুল বারী ১৩ম খণ্ড, হাঃ ৭৪১৬)

٣٣١٠ - [٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ تَعَالٰى يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ لَّا يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৩১০-[৭] আবূ হুরায়রাহ্ ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন; আর মু'মিন মাত্রই আত্মমর্যাদাবোধ থাকে। আল্লাহর আত্মমর্যাদা হলো, তিনি যা হারাম করেছেন, মু'মিন যেন তা হতে দূরে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৫২]

ব্যাখ্যা : (وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ لَّا يَأْتِيَ) সহীহুল বুখারীর কোনো কোনো নুসখায় বর্ণিত ইবারতটি এভাবে (لا) সহকারে এসেছে। অর্থাৎ আল্লাহর গাইরত হলো, মু'মিন আল্লাহ কর্তৃক হারামে লিপ্ত হবে না। কিন্তু বুখারীর অধিকাংশ নুসখায় ইবারতটি (لا) ছাড়া। ফাতহুল বারীতে লিখেন, বুখারীর অধিকাংশ বর্ণনাকারী (لا) ছাড়া বর্ণনা করেছেন। অনেকের মতে এটাই সঠিক। (ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫২২৩)

আমরা ইবারতটিকে (لا) সহ ধরে নিলে তার মর্ম হবে, আল্লাহর মর্যাদার রক্ষা হলো; মু'মিন আল্লাহ কর্তৃক হারামে লিপ্ত হবে না। আর (لا) ছাড়া হলে ইবারতটির মর্ম হবে, আল্লাহর মর্যাদার লঙ্ঘন হলো; মু'মিন আল্লাহ কর্তৃক হারামে লিপ্ত হওয়া। الله اعلم

٣٣١١ - [٨] وَعَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتٰى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِيْ وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَإِنِّيْ أَنْكَرْتُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» قَالَ: حُمْرٌ قَالَ: «هَلْ فِيهَا

---

[৫৫২] সহীহ : বুখারী ৫২২৩, মুসলিম ২৭৬১, তিরমিযী ১১৬৮, আহমাদ ১০৯২৮।

مِنْ أَوْرَقَ؟» قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا قَالَ: «فَأَنَّى تُرَى ذٰلِكَ جَاءَهَا؟» قَالَ: عِرْقٌ نَزَعَهَا. قَالَ: «فَلَعَلَّ هٰذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ» وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৩১১-[৮] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈক বেদুইন এসে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলল, আমার স্ত্রী এক কালো পুত্রসন্তান প্রসব করেছে, আমি তা (আমার সন্তান বলে) অস্বীকার করি। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি উট আছে? সে বলল, জি, হ্যাঁ। তিনি (ﷺ) বলেন, উটগুলো কি রঙের? সে বলল, লাল রঙের। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এর মধ্যে কি লাল-কালো বা ছাই রঙেরও উট আছে? সে বলল, হ্যাঁ, সে রকম উটও আছে। তিনি (ﷺ) বললেন, প্রশ্ন করলেন, তাহলে ঐ রঙের কিভাবে আসলো? সে বলল, বংশানুক্রমে এসেছে। তিনি (ﷺ) বললেন, তোমার সন্তানও তো বংশানুক্রমে কালো বর্ণের লাভ করতে পারে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি (ﷺ) তাকে সন্তান অস্বীকৃতির অনুমতি দিলেন না। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৫৩]

ব্যাখ্যা : (عِرْقٌ نَزَعَهَا) বংশ সূত্রের প্রভাবে এমনটি হয়েছে। অর্থাৎ লাল উট থেকে ধূসরবর্ণ বাচ্চা জন্ম নেয়ার কারণ বংশ সূত্রের প্রভাবে হতে পারে। তথা উটের পূর্ব বংশের কোনো একটি এই বর্ণের থাকার প্রভাব অনেক পরেও পড়তে পারে। রসূলুল্লাহ ﷺ বেদুইনের কথার উত্তরে বললেন, উটের মতো এই সন্তানটিও বংশ সূত্রের প্রভাবে কালো হতে পারে। অর্থাৎ মায়ের মতো না হওয়া ছেলেটি এই মায়ের নয়– এ কথা প্রমাণ করে না।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন : এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, দুর্বল আলামত দ্বারা বাচ্চার বংশ অস্বীকার করা যাবে না। বরং বাচ্চার বংশ নাকচ করতে স্পষ্ট দৃঢ় দলীলের প্রয়োজন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ইমাম নাবাবী বলেন : বর্ণিত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, সন্তান তার পিতার দিকে সম্পৃক্ত হবে, যদিও পিতার বর্ণ ও সন্তানের বর্ণ এক না হয়। এমনকি যদি পিতা সাদা হয় এবং সন্তান কালো হয় বা এর বিপরীত পিতা কালো এবং সন্তান সাদা হয় তবুও সন্তান পিতার দিকেই সম্পৃক্ত হবে। কেবল বর্ণের কারণে বাচ্চার বংশ নাকচ করা যাবে না। এভাবে স্বামী স্ত্রী উভয় সাদা হয় এবং বাচ্চা কালো হয় বা এর বিপরীত হয় তবু বাচ্চাকে নাকচ করা যাবে না। কেননা তার পূর্বের কারো প্রভাব বাচ্চার উপর পড়তে পারে।

হাদীস থেকে আরো বুঝা যায় যে, বাচ্চা নাকচের ইঙ্গিতে তা নাকচ করা হয়েছে বলে গণ্য হবে না এবং অপবাদের দিকে ইঙ্গিত করলে অপবাদ করা হয়েছে বলে গণ্য হবে না।

বর্ণিত হাদীস থেকে ক্বিয়াস ও সাদৃশ্যের ধর্তব্য এবং উপমা পেশ করার প্রমাণ মিলে।

হাদীস থেকে বংশ নাকচ যাতে না হয় সেদিকে সতর্কতা অবলম্বন এবং কেবল সম্ভাবনার দ্বারা বংশের সম্পৃক্ত করার প্রমাণ মিলে। (শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৫০০)

ইমাম নাবাবী (রহঃ)-এর কথা, হাদীসে ক্বিয়াস জায়িযের প্রমাণ মিলে অর্থাৎ মূল ক্বিয়াস জায়িয হওয়ার প্রমাণ মিলে। যদিও এখানে ক্বিয়াস দুর্বল হওয়ার কারণে এর ভিত্তিতে বাচ্চাকে নাকচ করা যাচ্ছে না।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কেবল সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বাচ্চাটি কার এ কথা প্রমাণিত হবে না। পূর্বে আমরা এই মাসআলার দিকে ইঙ্গিত করে এসেছি।

---

[৫৫৩] সহীহ : বুখারী ৭৩১৪, মুসলিম ১৫০০, আবূ দাউদ ২২৬২, নাসায়ী ৩৪৭৮, তিরমিযী ২১২৮, ইবনু মাজাহ ২০০২, আহমাদ ৭২৬৪।

٣٣١٢-[٩] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلٰى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ: أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّيْ فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهٗ سَعْدٌ فَقَالَ: إِنَّهُ ابْنُ أَخِيْ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِيْ فَتَسَاوَقَا إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ أَخِيْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِيْ وَابْنُ وَلِيْدَةِ أَبِيْ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِهٖ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: «احْتَجِبِيْ مِنْهُ» لِمَا رَأٰى مِنْ شَبَهِهٖ بِعُتْبَةَ فَمَا رَاٰهَا حَتّٰى لَقِيَ اللهَ وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: «هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهٗ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِ أَبِيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৩১২-[৯] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরায়শ নেতা 'উত্‌বাহ্ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (উহুদ যুদ্ধে কাফির অবস্থায় যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দন্ত মুবারক শাহীদ করেছিল) সে তার ভাই সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর নিকট মৃত্যুর পূর্বে ওয়াসিয়্যাত করে যায় যে, কুরায়শ নেতা যাম্'আহ্-এর দাসীর গর্ভজাত সন্তান আমার ঔরসের, তুমি তাকে (স্বীয় ভাইয়ের পুত্ররূপে) নিয়ে এসো। তিনি ('আয়িশাহ্ (রাঃ)) বলেন, মাক্কাহ্ বিজয়ের সময়ে সা'দ তাকে গ্রহণ করে বলল, এ আমার ভাইয়ের পুত্র। এদিকে যাম্'আহ্-এর পুত্র 'আব্‌দ (অস্বীকৃতি জানিয়ে বাধা সৃষ্টি করল), এ তো আমার ভাই। অতঃপর উভয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলো। সা'দ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার ভাই একে গ্রহণ করার জন্য আমাকে ওয়াসিয়্যাত করেছে। এর প্রতিবাদে 'আব্‌দ ইবনু যাম্'আহ্ বলল, আমার ভাই, আমার পিতার দাসীর গর্ভের সন্তান, আমার পিতার শয্যাসঙ্গিনীর উৎসে জন্মেছে। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, হে 'আবদ ইবনু যাম্'আহ্! সে তোমারই অংশিদারিত্ব হবে। শয্যা যার সন্তান তার আর ব্যভিচারীর জন্য পাথর (অর্থাৎ- বঞ্চিত হওয়া)। অতঃপর তিনি স্বীয় সহধর্মিণী সাওদাহ্ বিনতু যাম্'আহ্ (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বললেন, তুমি ঐ সন্তান হতে পর্দা করবে, সে তোমার ভাই নয়। কারণ তিনি (সাঃ) পুত্রটির মাঝে 'উত্‌বার গঠন-প্রকৃতির সাদৃশ্য দেখতে পান। অতঃপর ছেলেটি মৃত্যু পর্যন্ত সাওদার সামনে আসেনি। অপর এক বর্ণনায় আছে- হে 'আব্‌দ ইবনু যাম্'আহ্! ঐ ছেলেটি তোমার ভাই, কেননা সে তার পিতার শয্যাসঙ্গিনীর উৎসে জন্মগ্রহণ করেছে। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৫৪]

ব্যাখ্যা : (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) "শয্যা যার সন্তান তার" অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তির স্ত্রী থাকে বা তার মালিকানাধীন দাসী থাকে যাকে সে শয্যায় নিয়েছে, তবে সম্ভাবনাময় সময়ের ভিতর মেয়েটি বাচ্চা জন্ম দিলে সেই বাচ্চার বংশ উক্ত ব্যক্তির দিকে সম্পৃক্ত হবে, আর পিতা ও বাচ্চার মাঝে মীরাসের বিধান এবং পিতা পুত্রের অন্যান্য বিধান কার্যকর হবে। চাই বাচ্চা বর্ণ বা সাদৃশ্যে পিতার মতো হোক বা না হোক।

মহিলা কারো ফিরাশ বা শয্যা কেবল বিবাহের 'আক্বদের মাধ্যমে হয়ে যায়। 'আলিমগণ এ বিষয়ে ইজমা বা ঐকমত্য বর্ণনা করেন। তবে তারা শর্ত করেন যে, শয্যা প্রমাণিত হওয়ার পর সহবাসের সম্ভাবনা থাকতে হবে। যদি সহবাসের কোনো সম্ভাবনা না থাকে যেমন পশ্চিমা কোনো ব্যক্তি প্রাচ্য কোনো নারীকে বিবাহ করল কিন্তু তাদের কেউই কোনো সময় তাদের দেশ ত্যাগ করেনি, এমতাবস্থায় মেয়ে যদি সম্ভাবনাময়

---

[৫৫৪] **সহীহ :** বুখারী ২৭৪৫, ৪৩০৩, মুসলিম ১৪৫৭, আবূ দাউদ ২২৭৩, নাসায়ী ৩৪৪৮, আহমাদ ২৪৯৭৫, সহীহাহ্ ২১০৮, **সহীহ আল জামি'** ৭১৬১।

সময় তথা বিয়ের ছয় মাস পরেও বাচ্চা জন্ম দেয় তবে বাচ্চাটি ঐ ব্যক্তির হবে না। কেননা এটা তার হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এটা হচ্ছে ইমাম মালিক, শাফি‘ঈ এবং সমস্ত ‘আলিমদের মত। তবে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) সম্ভাবনার শর্ত করেননি। কেবল বিবাহের ‘আক্বদের মাধমে তার নিকট বাচ্চার বংশ প্রমাণ হয়ে যাবে যদি ঐ ব্যক্তি বাচ্চাকে তার বলে অস্বীকার না করে।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বাচ্চার বংশ প্রমাণে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনে এই মত পোষণ করেছেন। অর্থাৎ একটি বাচ্চাকে জারজ না বলার সর্বোচ্চ উপায় খুঁজতে হবে। একান্ত নিরুপায় না হলে চেষ্টা করতে হবে তার বংশ প্রমাণের। এখানে বিয়েটাকেই একটি উপায় হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে। তাই অসম্ভবের ক্ষেত্রেও লোকটি যদি বাচ্চাকে তার বলে গ্রহণ করে নেয় তবে তাকে জারজ বলে সমাজে আখ্যায়িত করে বংশ জড় কাটার চেয়ে ভালো।

এ হলো স্ত্রীর ক্ষেত্রে শয্যা প্রমাণিত হওয়া। তবে দাসীর ক্ষেত্রে শয্যা কেবল সহবাস দ্বার প্রমাণিত হবে। কোনো দাসী কারো মালিকানায় আসলে সে তার শয্যা বলে গণ্য হবে না যতক্ষণ না উক্ত ব্যক্তি তার সাথে সহবাস করেছে।

(وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) “আর ব্যভিচারী বঞ্চিত” বাক্যটির শাব্দিক অর্থ হলো যিনাকারীর জন্য পাথর। অর্থাৎ তার জন্য ব্যর্থতা ও বঞ্চিত হওয়া ছাড়া কিছু নেই। বাচ্চার বেলায় তার কোনো অধিকার নেই। ‘আরবরা তার জন্য পাথর এবং তার মুখে মাটি বলে উদ্দেশ্য করেন, তার জন্য ব্যর্থতা ও বঞ্চিত হওয়া ছাড়া কিছু নেই। কেউ কেউ বলেন, তার জন্য পাথর অর্থাৎ তার ওপর রজমের দণ্ডবিধি প্রয়োগ হবে। ইমাম নাবাবী এই মত উল্লেখের পর বলেন, এটি দুর্বল; কেননা যে কোনো যিনাকারীকে রজম করা যায় না। রজম কেবল শারী‘আতে বিবাহিতা ব্যক্তির ওপর প্রয়োগ হয়। এছাড়া কেবল বাচ্চা নাকচের দ্বারা রজমের বিধান জারী হয় না। অথচ হাদীসটি বাচ্চা নাকচের বেলায় বর্ণিত হয়েছে। (শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৪৫৭)

(احْتَجِبِيْ مِنْهُ) “তুমি তার থেকে পর্দা করো” এই হুকুমটি সতর্কতামূলক। কেননা রসূল ﷺ বাচ্চাকে ‘আব্‌দ বিন যাম্‘আহ্-এর বলে সাব্যস্ত করেছেন। এই হিসেবে সে সাওদার ভাই। কিন্তু মূল উসূলের ভিত্তিতে রসূল ﷺ ছেলেটিকে ‘আব্‌দ বিন যাম্‘আহ্-এর জন্য সাব্যস্ত করলেও সাদৃশ্যের ভিত্তিতে রসূলের পূর্ণ অনুমান ছিল ছেলেটি সা‘দ এর ভাইয়ের। তাই সাওদাকে পর্দা করতে বলেন।

এখানে আবারো প্রমাণিত হলো যে, সাদৃশ্যের ভিত্তিতে কোনো কিছু অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু এর ভিত্তিতে কোনো হুকুম প্রদান করা যাবে না। এখানে ছেলেটি সা‘দ এর ভাইয়ের বলে প্রবল ধারণায় না পৌঁছলে রসূল ﷺ সাওদাকে পর্দা করার হুকুম দিতেন না। কিন্তু ছেলেকে সা‘দ-এর ভাইয়ের বলার দৃঢ় কোনো দলীল না থাকায় শয্যার দলীলের ভিত্তিতে ছেলেকে ‘আব্‌দ বিন যাম‘আহ্-এর জন্য সাব্যস্ত করলেন। অপরদিকে রসূল ﷺ-এর অনুমানে ছেলেটি সা‘দ এর ভাইয়ের হওয়ায় সাওদাকে পর্দা করতে বলেন।

٣٣١٣ـ[١٠] وَعَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُوْرٌ فَقَالَ: «أَيْ عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَىْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ فَلَمَّا رَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيْفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُؤُوْسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ: إِنَّ هٰذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৩১৩-[১০] উক্ত রাবী (‘আয়িশাহ্ রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে আমার ঘরে ঢুকে বললেন, হে ‘আয়িশাহ্! তুমি কি জান, মুজায্‌যিয মুদলিজী কি বলেছে? সে

মাসজিদে প্রবেশ করে দেখল যে, উসামাহ্ ও যায়দ একই চাদরে মাথাসহ শরীর ঢেকে শুয়ে আছে, কিন্তু উভয়ের পা দেখা যাচ্ছিল। এটা দেখে সে বলে উঠল, এ পাগুলো একে অপরের অংশ।

(বুখারী ও মুসলিম)[৫৫৫]

ব্যাখ্যা : (وَهُوَ مَسْرُورٌ) রসূলুল্লাহ ﷺ খুশি হওয়ার কারণ ছিল, যায়দ রসূলের পালকপুত্র বলে সবাই জানত। যায়দ-এর সন্তান উসামাহ্ জন্ম নেয়ার পর উসামাহ্ প্রকৃতই যায়দের সন্তান কিনা– এ নিয়ে অনেকের মাঝে কানাঘুষা শুরু হয়ে যায়; কেননা যায়দ ছিলেন ফর্সা আর উসামাহ্ ছিলেন কালো। ব্যতিক্রম বর্ণ বংশের মাঝে কোনো প্রভাব না পড়লেও কারো কারো কানাঘুষা রসূলের মনে কষ্ট দেয়। এদিকে মুজায্যিয আল মুদলিজীকে বংশ চিহ্নিতকারী মনে করা হত। সে যখন উসামার পা দেখে বলল, যায়দ ও উসামার উভয়ে পা সাদৃশ্যপূর্ণ। তখন রসূল ﷺ এ কারণে আনন্দিত হলেন যে, এখন তাদের কানাঘুষা দূর হবে।

দুই ব্যক্তির অঙ্গের প্রকৃতি, কাঠামো ইত্যাদির নিদর্শনের মাধ্যমে সাদৃশ্য প্রমাণ করে বংশ সূত্র প্রমাণ করাকে 'ইলমুল কিয়াফাহ্ বলা হয়। কিয়াফার দ্বারা বংশ প্রমাণ আরবের মাঝে প্রচলিত ছিল।

কিয়াফার জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তির কথার দ্বারা বংশ প্রমাণ হবে কিনা– এ নিয়ে 'আলিমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফাহ্ ছাড়া বাকী প্রসিদ্ধ তিন ইমামই মনে করেন, কিয়াফার দ্বারা বংশ প্রমাণ হবে। বর্ণিত হাদীসটি তাদের পক্ষে দলীল। মুদলিজীর কিয়াফায় রসূল আনন্দিত হওয়া কিয়াফার জায়িযের বৈধতা প্রমাণ করে। তবে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতে কিয়াফার মাধ্যমে বংশ প্রমাণিত হবে না। কেননা অনেক হাদীসের আলোকে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, সাদৃশ্যতা প্রকৃতপক্ষে দলীল নয়। বিভিন্ন কারণে ছেলে পিতা থেকে ভিন্ন হতে পারে আবার সন্তান না হয়ে কারো সাথে মিলে যেতে পারে। কেননা সাদৃশ্য একটা অনুমান মাত্র। আর অনুমানের ভিত্তিতে কোনো কিছু প্রমাণিত হয় না। ইতোপূর্বে কয়েকটি হাদীসে আমরা বিষয়টি দেখতে পেয়েছি।

তাছাড়া বর্ণিত হাদীসে রসূল ﷺ কিয়াফাহ্ দ্বারা উসামার বংশ প্রমাণ করেননি। বরং মুদলিজীর কিয়াফায় আনন্দ প্রকাশ করেছেন মাত্র। এই আনন্দ প্রকাশের কারণ ছিল 'আরবের কিছু লোকের কানাঘুষা দূর হওয়া। এতে সর্বোচ্চ কিয়াফাহ্ জায়িয হওয়ার প্রমাণ মিলে যা মনের সান্ত্বনার কারণ হতে পারে; কিন্তু বংশ প্রমাণের দলীল হয় না। তাই কিয়াফাহ্ দ্বারা বংশ প্রমাণের উপর এই হাদীস দলীল হয় না।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٣١٤-[١١] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ وَأَبِيْ بَكْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنِ ادَّعٰى إِلٰى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهٗ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৩১৪-[১১] সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস ও আবূ বাক্‌রাহ্ رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সদিচ্ছায় স্বীয় পিতৃ-পরিচয় ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে পরিচয় দেয়, জান্নাত তার জন্য হারাম। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৫৬]

ব্যাখ্যা : "যে ব্যক্তি জেনেশুনে তার পরিচয় নিজ পিতার সাথে না দিয়ে অন্যের সাথে দিবে।" অর্থাৎ নিজেকে অন্যের পুত্র বলে দাবী করবে তার জন্য জান্নাত হারাম।

---

[৫৫৫] **সহীহ : বুখারী** ৬৭৭১, মুসলিম ১৪৫৯, আবূ দাউদ ২২৬৭, নাসায়ী ৩৪৯৪, ইবনু মাজাহ ২৩৪৯, ইরওয়া ১৫৭৭, তিরমিযী ২১২৯, আহমাদ ২৪০৯৯।

[৫৫৬] **সহীহ : বুখারী** ৬৭৬৬, মুসলিম ৬৩, ইবনু মাজাহ ২৬১০, আহমাদ ১৪৯৯, দারিমী ২৫৭২।

নিজেকে আপন পিতার সাথে সম্পৃক্ত না করে অন্যের দিকে সম্পৃক্ত করা কাবীরাহ্ গুনাহ। আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের 'আলিমদের মতে কাবীরাহ্ গুনাহ করলে কেউ কাফির হয় না। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের আলোকে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। তাই বর্ণিত হাদীসে জান্নাত হারাম হওয়ার বিষয়টি শুধুমাত্র অন্যের দিকে নিজেকে সম্পৃক্ত করার কারণে নয়। বরং কেউ যদি এই গুনাহের কাজকে হালাল মনে করে তবে সে কাফির হয়ে তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে। কেননা গুনাহকে বৈধ মনে করা কুফ্‌রী। অথবা হাদীসের মর্ম এও হতে পারে যে, কিছু দিনের জন্য জান্নাত তার জন্য হারাম থাকবে। এই গুনাহের শাস্তি ভোগ করেই তাকে জান্নাতে যেতে হবে। আবার পাপটি অত্যন্ত মারাত্মক হওয়ার কারণে রসূলুল্লাহ ﷺ ধমকীর স্বরে এ কথা বলতে পারেন, যদিও জান্নাত তার জন্য হারাম নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٣١٥-[١٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تَرْغَبُوْا عَنْ اٰبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَقَدْ كَفَرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَذُكِرَ حَدِيثُ عَائِشَةَ «مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ» فِيْ «بَابِ صَلَاةِ الْخُسُوْفِ»

৩৩১৫-[১২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের পিতৃ-পরিচয়কে অস্বীকৃতি জানিও না। যে স্বীয় পিতৃ-পরিচয়ে অস্বীকার করল, সে কুফ্‌রী করল। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৫৭]

এখানে 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে আছে, যা প্রথমে উল্লেখ হয়েছে, আল্লাহ অপেক্ষা অধিক কেউ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নয়- সলাতুল খুসূফ (সূর্যগ্রহণের সলাত) অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : "আপন পিতার দিকে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে অনীহা পোষণ করো না। যে ব্যক্তি নিজ পিতা থেকে বিমুখ হয়ে অন্যের দিকে নিজেকে সম্পৃক্ত করে সে কাফির হয়ে গেছে।"

হাদীসদ্বয়ের উদ্দেশ্য হলো, যে জেনে বুঝে স্বেচ্ছায় নিজ বংশের পরিবর্তন ঘটাতে নিজেকে আপন পিতা বাদ দিয়ে অন্যের দিকে সম্পৃক্ত করে। জাহিলিয়্যাহ্ বা অন্ধকার যুগে কেউ অন্যের ছেলেকে তার বানিয়ে নেয়াকে আপত্তি করা হতো না। এই পুত্রই তখন তার দিকে সম্পৃক্ত হত যে তাকে পুত্র বানিয়েছে, এমনকি আয়াত নাযিল হয়, "তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ-পরিচয়ে ডাক। এটাই আল্লাহর কাছে ন্যায়সঙ্গত।" (সূরাহ্ আল আহযাব ৩৩ : ৫)

আরো নাযিল হয়, "এবং আল্লাহ তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি।" (সূরাহ্ আল আহযাব ৩৩ : ৪)

আয়াতদ্বয় নাযিল হলে সবাই নিজেকে প্রকৃত পিতার দিকে সম্পৃক্ত করে ডাকতে থাকেন এবং যে তাকে পালকপুত্র বানিয়েছে তার দিকে সম্পৃক্ত করা ছেড়ে দেন। তবে কেউ কেউ যারা অন্যের দিকে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে প্রসিদ্ধ হয়ে যান, পরিচিতি লাভের জন্য তাদেরকে ঐভাবেই ডাকা হয়। তবে তা বংশ সম্পৃক্তের উদ্দেশে ছিল না। যেমন মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ এর প্রকৃত পিতা হলেন 'আম্‌র ইবনু সা'লাবাহ্। আসওয়াদ তারা বন্ধু হওয়ায় তিনি তাকে পুত্র বানিয়ে নিয়েছিলেন।

হাদীসে 'কাফির হয়ে গেছে' বলতে কুফ্‌রী কর্ম করে কুফ্‌রীর নিকট পৌঁছে যাওয়া উদ্দেশ্য; কেননা গুনাহ কাবীরাহ্ করলে কাফির হয় না বলে আমরা জেনে এসেছি। তাই কুফ্‌রী বলতে এমন কুফ্‌রী উদ্দেশ্য

[৫৫৭] সহীহ : বুখারী ৬৭৬৮, মুসলিম ৬২, আহমাদ ১০৮১৩, সহীহ আল জামি' ৭২৭৯।

নয় যা তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী করে দেয়। তবে পূর্বের মতো এখানেও যদি সে এমন কর্মকে বৈধ মনে করে তবে কাফির হয়ে যাবে। ধমকীর স্বরে এই ধরনের কথা বলারও অবকাশ থাকে। আবার এ অর্থও হতে পারে যে, তার কুফ্রীর আশঙ্কা রয়েছে।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেন, এখানে কুফ্রী শব্দের প্রয়োগটি করার কারণ হলো, সে এমন কর্ম করে আল্লাহ তা'আলার ওপর মিথ্যারোপ করেছে। সে যেন বলছে, আল্লাহ আমাকে অমুকের পানি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, অথচ আল্লাহ তাকে ঐ ব্যক্তির পানি দিয়ে সৃষ্টি করেননি। (ফাতহুল বারী ১২শ খণ্ড, হাঃ ৬৭৬৮)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٣١٦-[١٣] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَنَةِ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلٰى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِيْ شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهٗ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ وَفَضَحَهٗ عَلٰى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ فِي الْأَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৩৩১৬-[১৩] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন লি'আন সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হলো, তখন তিনি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যে মহিলা জারজ সন্তান প্রসব করে তাকে স্বামীর বা মালিকের বলে অন্য গোত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়, অথচ সে ঐ বংশোদ্ভূত নয়, দীনের মধ্যে তার কোনই স্থান নেই এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আর যে পুরুষ স্বীয় ঔরসের সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করে অথচ সন্তান স্নেহমায়া-মমতার মুখ নিয়ে পিতৃত্ব আশায় চেয়ে থাকে, আল্লাহ তার সাথে সাক্ষাৎ করবেন না এবং (হাশ্‌রের ময়দানে) অগ্র-পশ্চাতের সমগ্র মানবসন্তানের সামনে অপমান-অপদস্ত করবেন। (আবূ দাউদ, নাসায়ী ও দারিমী)[৫৫৮]

ব্যাখ্যা : এক গোত্রের নয় এমন কাউকে এই গোত্রে প্রবেশ করানোর অর্থ হলো মিথ্যা বংশ সম্পৃক্ত করা। একজন নারীর গর্ভের সন্তানের ব্যাপারে সেই প্রকৃত মূল অবস্থা সম্পর্কে অবগত। তাই এই মহিলা যদি কোনো সন্তানকে মিথ্যা বলে কোনদিকে সম্পৃক্ত করে তবে সে আল্লাহর দীন ও রহমাতের মাঝে থাকবে না। এই সম্পৃক্তকরণ দুইভাবে হতে পারে। তন্মধ্যে একটি হলো, মহিলা গোপনে কারো সাথে যিনা করে তার গর্ভে অন্যের সন্তানকে নিজের বলে দাবী করা। আর এটাই এ হাদীসের মর্ম। আবার তার গর্ভে নিজের স্বামীর ছেলেকেও মিথ্যা বলে অন্যের দিকে সম্পৃক্ত করতে পারে। উভয়টাই অন্যতম কাবীরাহ্ গুনাহ এবং জঘন্য অপারাধ।

(وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللهُ جَنَّتَهٗ) "আর আল্লাহ তাকে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।" কুরআন হাদীসের আলোকে প্রমাণিত যে, মু'মিন যত বড়ই কাবীরাহ্ গুনাহ করুক না কেন আল্লাহর অনুগ্রহে ক্ষমা পেয়ে বা নির্ধারিত শাস্তি ভোগের পর জান্নাতে যাবে। তাই 'উলামায়ে কিরাম হাদীসের এই অংশের ব্যাখ্যা করেন।

---

[৫৫৮] **য'ঈফ** : আবূ দাউদ ২২৬৩, নাসায়ী ৩৪৮১, দারিমী ২২৮৪, ইরওয়া ২৩৬৭, য'ঈফাহ্ ১৪২৭, য'ঈফ আল জামি' ২২২১, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৪৪৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪১০৮। কারণ এর সানাদে 'আবদুল্লাহ বিন ইউনুস একজন দুর্বল রাবী।

'আল্লামাহ্ তূরিবিশতী বলেন : অর্থাৎ আল্লাহ তাকে সৎকর্মপরায়ণ লোকেদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। বরং তাকে দেরীতে প্রবেশ করাবেন অথবা যতদিন চান শাস্তি দিবেন। তবে যদি সে কাফির হয়ে থাকে তখন তার জন্য চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে যাবে। মহিলা এই জঘন্য অপরাধ বৈধ মনে করে করলে হাদীসের বাহ্যিক অর্থই তার ওপর প্রয়োগ হবে এবং সে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

(وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهٗ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ) অর্থাৎ যে নিজ সন্তানকে অস্বীকার করে এবং তার বংশ নাকচ করে অথচ সে তাকে দেখছে। সে তাকে দেখছে বলে তার জানার দিকে ইঙ্গিত। অর্থাৎ সে জানে এটা আসলে তারই ছেলে। জেনেশুনে সে ছেলেকে অস্বীকার করছে। দেখছে বলে, তারা মায়া মমতার কমতি ও কঠোর হৃদয় এবং তার এই গুনাহের বিশালতার দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। অর্থাৎ নিজের সন্তানকে দেখেও তার একটু মায়ার উদয় হচ্ছে না, বরং সে তাকে অস্বীকার করে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। এই ধরনের পাপী ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা পর্দা দিয়ে তাঁর থেকে পৃথক করে দেন এবং তাকে তাঁর রহমাত থেকে দূরে ঠেলে দেন এবং তাকে সব মানুষের সম্মুখে অপমানিত করেন।

(عَلٰى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ فِي الْأَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ) অর্থাৎ সমস্ত মাখলূক্বের নিকট, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের সমবেত হওয়ার স্থলে তাকে অপমান করবেন। এখানে তার অপমান ও লাঞ্ছনাকে অধিক প্রসার প্রচার করার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٣١٧-[١٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ لِي امْرَأَةً لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «طَلِّقْهَا» قَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا قَالَ: «فَأَمْسِكْهَا إِذَنْ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ النَّسَائِيُّ: رَفَعَهٗ أَحَدُ الرُّوَاةِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَحَدُهُمْ لَمْ يَرْفَعْهُ قَالَ: وَهٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ

৩৩১৭-[১৪] ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে অভিযোগ করল যে, আমার স্ত্রী কাউকেই প্রত্যাহার করে না। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তবে তাকে ত্বলাক্ব দাও। সে বলল, আমি তার প্রতি অত্যন্ত দুর্বল (তথা ভালোবাসী)। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাহলে তাকে (নাসীহাত করে) সংযত রাখ। (আবূ দাঊদ, নাসায়ী)[৫৫৯]

ইমাম নাসায়ী (রহঃ) বলেন, কোনো কোনো রাবী ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পর্যন্ত এর সানাদ বর্ণনা করেছেন, আবার কেউ করেননি। তিনি আরো বলেন, সুতরাং হাদীসটি মুত্তাসিল নয়।

ব্যাখ্যা : (لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ) কোনো কোনো বর্ণনায় (لا تمنع يد لامس) স্পর্শকারীর হাত প্রতিহত করে না। মর্ম হলো, কেউ তার সাথে অশ্লীলতা করলে সে কোনো আপত্তি করে না অথবা তার স্বামীর সম্পদে কেউ হাত দিলে সে বাধা দেয় না।

(طَلِّقْهَا) তুমি তাকে ত্বলাক্ব দিয়ে দাও। কোনো কোনো বর্ণনায় (غَرِّبْهَا) অর্থাৎ তাকে দূরে সরিয়ে দাও। এর মর্মও তাকে ত্বলাক্ব দিয়ে দাও। হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) তালখীসে বলেন, 'উলামায়ে কিরাম হাদীসের বাক্য (لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ) নিয়ে মতানৈক্য পোষণ করেন। কারো কারো মতে এর অর্থ অশ্লীলতা। অর্থাৎ যে তার সাথে অশ্লীলতার আবেদন করত সে প্রত্যাখ্যান করত না বরং সুযোগ দিত। কারো কারো মতে এখানে উদ্দেশ্য হলো, অপচয় করা। অর্থাৎ কেউ তার স্বামীর সম্পদ থেকে কিছু নিতে চাইলে বা নিয়ে নিলে সে বারণ করত না।

---

[৫৫৯] সহীহ : আবূ দাঊদ ২০৪৯, নাসায়ী ৩৪৬৫।

(فَأَمْسِكْهَا إِذَنْ) অর্থাৎ তুমি যখন তাকে ভালোবাস তবে তাকে অশ্লীলতা থেকে বা সম্পদের অপচয় থেকে আটকে রাখো, হয় তাকে চোখের সামনে রেখে অথবা সম্পদের হিফাযাত বা তার সাথে বেশি বেশি সহবাস করে।

হাদীসের উভয় মর্মের মাঝে ক্বাযী আবুত্ তাইয়িব প্রথম মর্মকে অগ্রাধিকার দেন; কেননা কেউ মাল চাইলে তা দেয়া বদান্যতার পরিচয়। আর বদান্যতা ভালো কাজ। অতএব তা ত্বলাক্বের কারণ হতে পারে না। এছাড়া অপচয় যদি তার নিজের সম্পদ থেকে হয় এখানে সে স্বাধীন। আর স্বামীর সম্পদ থেকে হলে স্বামী তার মালের হিফাযাত করে নিবে। অতএব এর কোনটাই ত্বলাক্বের কারণ নয়।

'আল্লামাহ্ মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল সুবুলুস্ সালামে উভয় মর্ম উল্লেখের পর লিখেন, প্রথম মর্ম নেয়া কঠিন, এমনকি আয়াতের আলোকে তা বিশুদ্ধ নয়; কেননা এ ধরনের অশ্লীল নারীকে রসূলুল্লাহ ﷺ তার ঘরে রেখে দেয়ার অনুমোদন দিতে পারেন না। রসূল ﷺ কাউকে দাইয়ূস হওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন না। অতএব হাদীসের এই মর্ম নেয়া ঠিক নয়। আবার দ্বিতীয় মর্ম নেয়াও দূরবর্তী। কেননা অপচয় তার নিজের মালের ক্ষেত্রে হোক বা স্বামীর মালের ক্ষেত্রে তাকে বাধা দেয় সম্ভব। এটা ত্বলাক্বকে ওয়াজিব করতে পারে না। এছাড়া "অমুক স্পর্শকারীর হাত প্রতিহত করে না" বলে বদান্যতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয় না। অতএব হাদীসের নিকটতম উদ্দেশ্য হলো, সে নরম চরিত্রের অধিকারী। তার মাঝে অপরিচিতদের প্রতি ঘৃণাবোধ বা সংকোচবোধ নেই। এমন নয় যে, সে তাদের সাথে অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়ে যায়। পুরুষ মহিলার অনেকেই এ ধরনের রয়েছে যদিও তারা অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকে। যদি তার ইচ্ছা হত যে, সে নিজেকে যিনা থেকে বারণ করে না তবে স্ত্রীর ওপর অপবাদদানকারী হত। ('আওনুল মা'বূদ ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২০৪৮)

٣٣١٨-[١٥] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضٰى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ أُسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِىْ يُدْعٰى لَهٗ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهٗ فَقَضٰى أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهٗ وَلَيْسَ لَهٗ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهٗ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهٗ نَصِيبُهٗ وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِىْ يُدْعٰى لَهٗ أَنْكَرَهٗ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهٗ لَا يَلْحَقُ بِهٖ وَلَا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِىْ يُدْعٰى لَهٗ هُوَ الَّذِى ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৩৩১৮-[১৫] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব رحمه الله তাঁর পিতা হতে দাদার মাধ্যমে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নাবী ﷺ উক্ত সন্তানের ব্যাপারে ফায়সালা প্রদান করেন, যে পিতার মৃত্যুর পরে (দাসীর গর্ভে) সন্তানকে উক্ত পিতার পিতৃত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ তার ওয়ারিসগণের সাথে সংযোজিত করা হয়েছে। তথা ব্যক্তি যদি তার দাসীকে সহবাসকালে তার মালিক থাকে তবে ঐ সন্তান মালিকের সন্তান বলে গণ্য হবে। তবে সহবাসের পূর্বে বণ্টিত সম্পত্তি হতে এ সন্তান উত্তরাধিকার পাবে না, আর বণ্টিত হওয়ার পূর্বে যা সে পেয়েছে তার উত্তরাধিকার এ সন্তান পাবে। ঐ পিতা যাকে সন্তানের পিতা বলে দাবি করা হচ্ছে সে যদি স্বীয় দাসীর গর্ভজাত অথবা ব্যভিচারিণী স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার না করে, তবে তার সন্তান বলে স্বীকৃত হবে না। এরূপ যে সন্তান এমন দাসীর ঘরে জন্ম নেয়, সে তার মালিক ছিল না। অথবা, এমন স্বাধীনা মহিলার সন্তান যার সাথে সে যিনা করেছে; তবে সে সন্তান পিতা বলে ঐ ব্যক্তির ওয়ারিসদের সাথে সংযোজিত হবে

না, যদিও সে তাকে স্বীয় পুত্র বলে দাবি করে। কেননা সে যিনার সন্তান, স্বাধীনা মহিলার ঘরে হোক বা দাসীর ঘরে হোক। (আবূ দাউদ)[৫৬০]

ব্যাখ্যা : (مُسْتَلْحَقٍ) যাকে নিজ বংশভুক্ত বা ঔরসভুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়। হাদীসে এমন ব্যক্তির বংশ নির্ধারণ ও এর মাধ্যমে মীরাসের বিবরণ দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ যাকে কোনো ব্যক্তি জীবিত থাকাবস্থায় তার সন্তান বলে দাবী বা অস্বীকার কোনটাই করেনি, যার দিকে দাবী করা হচ্ছে তার মৃত্যুর পর অন্যান্য ওয়ারিসরা তাকে এই মৃত ব্যক্তির ঔরসজাত অর্থাৎ তাদের মতো সেও এই ব্যক্তির একজন ওয়ারিস বলে দাবী করছেন। এমন ব্যক্তির বেলায় বংশ বা মীরাসের ফায়সালা রসূলুল্লাহ ﷺ এই হাদীসে দিচ্ছেন। বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ যে ফায়সালা দেন তা হলো,

* সন্তানটি যদি এমন দাসী থেকে হয় যে দাসীর মালিক ঐ মৃত ব্যক্তি ছিল এবং সে তার সাথে যেদিন সহবাস করেছে সেদিনও ঐ দাসীর মালিক। তবে ওয়ারিসদের দাবী মতে তাকে ঔরসজাত সাব্যস্ত করা হবে।

* ওয়ারিসরা এই দাবীর পূর্বে যে সম্পদ বণ্টন করা হয়ে গেছে তা থেকে সে কোনো অংশ পাবে না। অর্থাৎ পূর্বের বণ্টনকে রহিত বা পূর্বে যাদেরকে সম্পদ মীরাসের ভিত্তিতে বণ্টন করে দেয়া হয়ে গেছে তাদের কাছ থেকে ফেরত নিয়ে তাকে দিতে হবে না।

* যে মীরাস দাবীর পূর্বে বণ্টন হয়নি উক্ত মীরাসে অন্যান্য ওয়ারিসের মতো সেও অংশীদার হবে; কেননা ওয়ারিসদের দাবীর ভিত্তিতে সেও একজন ওয়ারিস সাব্যস্ত হয়ে গেছে।

* যার সন্তান বলে দাবী করা হচ্ছে সে যদি মৃত্যুর পূর্বে একে তার সন্তান বলে অস্বীকার করে যায় তবে অন্যান্য ওয়ারিসদের দাবীতে বংশ সাব্যস্ত হবে না এবং সে ঐ লোকের ওয়ারিস হবে না।

* যদি সে এমন দাসীর হয় যে দাসীর মালিক মৃত ব্যক্তি ছিল না অথবা স্বাধীনা নারী থেকে হয় যার সাথে ঐ ব্যক্তি যিনা করেছে তবে ওয়ারিসদের দাবীর মাধ্যমে বংশ সাব্যস্ত হবে না। এমন ছেলেকে যার দিকে দাবী করা হচ্ছে সেও যদি দাবী করে তবুও সে তার বংশোদ্ভূত সন্তান হবে না। বরং জারজ সন্তান হবে, চাই সে স্বাধীনা নারী থেকে হোক অথবা দাসী থেকে হোক।

٣٣١٩ ـ[١٦] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ فَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّهَا اللهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُهَا اللهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ وَإِنَّ مِنَ الْخُيَلَاءِ مَا يُبْغِضُ اللهُ وَمِنْهَا مَا يُحِبُّ اللهُ فَأَمَّا الْخُيَلَاءُ الَّتِي يُحِبُّ اللهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَاخْتِيَالُهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ فَاخْتِيَالُهُ فِي الْفَخْرِ» وَفِي رِوَايَةٍ: «فِي الْبَغْيِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৩৩১৯-[১৬] জাবির ইবনু 'আতীক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নাবী ﷺ বলেছেন : আত্মমর্যাদাবোধ আল্লাহর নিকট কোনো ক্ষেত্রে পছন্দনীয় হয়, আবার কোনো ক্ষেত্রে নিন্দনীয় হয়। যে আত্মমর্যাদাবোধ আল্লাহ পছন্দ করেন, তা হলো সন্দেহভাজন আত্মমর্যাদা লালন করা। পক্ষান্তরে সন্দেহভাজন নয় এমন ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদা লালন করা আল্লাহর নিকট নিন্দনীয়। অনুরূপভাবে গর্ববোধ

---

[৫৬০] হাসান : আবূ দাউদ ২২৬৫, ইবনু মাজাহ ২৭৪৬, আহমাদ ৭০৪২, সহীহ আল জামি' ৪৫৪৯।

কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহ পছন্দ করেন এবং কোনো ক্ষেত্রে নিন্দনীয়। আর যে গর্বকে আল্লাহ ভালোবাসেন তা হলো, (ইসলামের শত্রুদের সাথে) যুদ্ধক্ষেত্রে ও দান-সদাক্বাতে গর্ববোধ আল্লাহর নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয়। আর যে গর্ববোধ আল্লাহর কাছে নিন্দনীয় তা হলো (বংশ-মর্যাদার) অহংকারের উদ্দেশে গর্ববোধ। অপর বর্ণনায়, অহংকারের পরিবর্তে যুল্‌ম বা অন্যায় শব্দ এসেছে। (আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী)[৫৬১]

ব্যাখ্যা : (فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ) "গইরত" অর্থ আত্মমর্যাদাবোধ। কোনকিছুর দ্বারা আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগার নাম গাইরত। এর কোনটা আল্লাহর পছন্দ আবার কোনটা আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ। হাদীসে বলা হচ্ছে, (الريبة) এর স্থানে গাইরত আল্লাহর পছন্দ। 'রীবাহ্' অর্থাৎ সন্দেহমূলক স্থান, অপবাদের স্থান। এই আত্মমর্যাদার দুই দিক হতে পারে। একটি হলো : আত্মমর্যাদার কারণে নিজে এমন স্থানে পতিত না হওয়া। আত্মমর্যাদা তাকে নিষিদ্ধ অপবাদমূলক জায়গা থেকে তাকে দূরে রাখার কারণে তা আল্লাহর নিকট পছন্দ। আরেকটি হলো, নিজের মাহরাম কারো সাথে অন্য কাউকে হারাম কাজে লিপ্ত দেখে আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগা। এ ধরনের গাইরত আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়। সহীহ হাদীসে রয়েছে :

مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ.

"আল্লাহর চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাশীল কেউ নেই। আর এজন্যই তিনি অশ্লীলতা (যিনা) হারাম করেছেন।" (সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : নিকাহ, অনুচ্ছেদ : গাইরত, হাঃ ৪৮১৯)

(فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ) অর্থাৎ সন্দেহযুক্ত স্থান বা অপবাদমূলক স্থান ছাড়া গাইরত। এই গইরত আল্লাহ তা'আলার নিকট অপছন্দ। অর্থাৎ বাস্তব কোনো সন্দেহ ছাড়া কারো ওপর খারাপ ধারণার ভিত্তিতে নিজের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগা। যেমন কাউকে দরজা দিয়ে বের হতে দেখে বা কাউকে কারো সাথে কথা বলতে দেখেই মন্দ ধারণার ভিত্তিতে আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগা। এ ধরনের গইরতে পরস্পরের মাঝে অযথা বিদ্বেষ, ক্রোধ ও ফিত্‌নাহ্ সৃষ্টি হয়। এও হতে পারে যে, নিজের মা থাকাবস্থায় পিতা আরেক নারীকে বিয়ে করার কারণে ছেলের আত্মমর্যাদায় আঘাত। এভাবে তার অন্যান্য মাহরামের ক্ষেত্রে। এ ধরনের গাইরতকে আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা যা হালাল করেছেন তার উপর আমাদের সন্তুষ্ট থাকা ওয়াজিব। আল্লাহ কর্তৃক বৈধ বিষয়ে গইরত দেখানো মানে জাহিলিয়্যাতে তথা অন্ধকার যুগের অহংবোধ আত্মমর্যাদাকে অগ্রাধিকার দেয়া। তাই আল্লাহ এমন গাইরতকে অপছন্দ করেন।

(وَإِنَّ مِنَ الْخُيَلَاءِ مَا يُبْغِضُ اللهُ وَمِنْهَا مَا يُحِبُّ اللهُ) অর্থাৎ অহঙ্কার ও আত্মঅহমিকা কোনটা আল্লাহ অপছন্দ করেন এবং কোনটা আল্লাহ ভালোবাসেন।

অহঙ্কার মূলত হারাম হলেও গইরতের মতই কোনো কোনো ক্ষেত্রে অহঙ্কার আল্লাহ তা'আলার পছন্দ। হাদীসে আল্লাহর পছন্দনীয় অহঙ্কার ও অপছন্দীয় অহঙ্কারের বিবরণ দেয়া হয়েছে। যে অহঙ্কার বা গর্বকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন তা হলো, জিহাদে কোনো ব্যক্তির অহঙ্কার। অর্থাৎ যুদ্ধের সময় সে দুশমনের সাথে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে অগ্রে থাকবে; শক্তি, সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রকাশ করবে, যুদ্ধের ময়দানে অহঙ্কারী ভঙ্গিতে চলবে এবং দুশমনকে তুচ্ছ মনে করবে। এই গর্ব আল্লাহর নিকট পছন্দ। নাবী ﷺ জিহাদের ময়দানে গর্বস্বরে বলতেন, (أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ) "আমি নাবী এ কথা মিথ্যা নয়, আমি ইবনুল মুত্ত্বালিব-এর ছেলে।" (সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : জিহাদ, হাঃ ২৬৫২। উল্লেখ্য, বুখারীর একাধিক অধ্যায় ও অনুচ্ছেদের বিভিন্ন জায়গায় হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে)

---

[৫৬১] হাসান : আবূ দাউদ ২৬৫৯, নাসায়ী ২৫৫৮, ইরওয়া ১৯৯৯, সহীহ আল জামি' ২২২১, আহমাদ ২৪১৪৮।

জিহাদের ময়দানে গর্বে নিজের শক্তি সাহস ছাড়াও সাথীদের মাঝে শক্তি সাহস জোগায়।

পছন্দনীয় গর্বের আরেকটি স্থান হলো দান। অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় দান ও সদাক্বাহ্ করতে গর্বভরে করবে। বেশি দিয়েও কম মনে করবে। অর্থাৎ সে ভাববে আমার মতো ধনীর জন্য আরো দেয়া দরকার। কেউ কেউ বলেন, এখানে অহঙ্কার বলতে সে বলবে, আমি ধনী, অতএব বেশি বেশি দান করব, আল্লাহর ওপর আমার আস্থা রয়েছে। এই গর্ব তাকে এবং অন্যকে অধিক দানে উৎসাহিত করে। তাই তা আল্লাহ তা'আলার নিকট পছন্দীয়।

(وَأَمَّا الَّتِيْ يُبْغِضُ اللّٰهُ فَاخْتِيَالُهٗ فِي الْفَخْرِ) এখানে এমন অহঙ্কারের কথা বলা হচ্ছে যা আল্লাহ তা'আলার নিকট অপছন্দ। অর্থাৎ কেবল বড়াইয়ের অহঙ্কার। যেমন কেউ বলে, আমার বংশ অধিক মর্যাদাবান, আমার পিতা অধিক সম্মানিত। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার"– (সূরাহ্ আল হুজুরাত ৪৯ : ৩)। অর্থাৎ অন্যকে হেয় করে নিজেকে বড় ভাবার অহঙ্কার আল্লাহর নিকট অপছন্দীয়।

কোনো কোনো বর্ণনায় (فَاخْتِيَالُهٗ فِي الفخر) এর স্থলে (فَاخْتِيَالُهٗ فِي الْبَغْيِ) বলা হয়েছে। অর্থাৎ অন্যায় কাজের উপর অহঙ্কার। যেমন কেউ গর্ব করে বলে, সে অমুককে হত্যা করেছে, অমুকের মাল ছিনিয়ে নিয়েছে, অথবা অন্যায় কাজ করার সময় গর্ব করে কাজ করে। এ ধরনের অহঙ্কারে আল্লাহ তা'আলা রাগান্বিত হন।

(সুনানু আবী দাউদ- অধ্যায় : জিহাদ, অনুচ্ছেদ : যুদ্ধে অহঙ্কার, হাঃ ২২৮৬)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٣٢٠-[١٧] (حسن صحيح) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ فَلَانًا ابْنِيْ عَاهَرْتُ بِأُمِّهٖ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا دِعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৩২০-[১৭] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। জনৈক ব্যক্তি (রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট) দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল! অমুক আমার সন্তান। জাহিলিয়্যাতের সময় (ইসলাম-পূর্ব যুগে) আমি তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করেছিলাম। এটা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, জাহিলিয়্যাতের প্রথা বাতিল হয়ে গেছে, ইসলামের বিধানে পিতৃত্বের কোনো দাবি নেই, ইসলামী বিধান হলো– সন্তান হবে শয্যাশায়িনীর, আর ব্যভিচারীর জন্য পাথর (নিক্ষেপ)। (আবূ দাউদ)[৫৬২]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ فَلَانًا ابْنِيْ) অর্থাৎ অমুক আমার ছেলে। ছেলে দাবী করা দলীল হিসেবে পরবর্তী বাক্য (عاهرت بأمه في الجاهلية) নিয়ে আসা হয়েছে। অর্থাৎ আমি তার মায়ের সাথে জাহিলিয়্যাতের যুগে যিনা করেছি। মূর্খতার যুগে যিনার মাধ্যমে যে সন্তান হতো তাকেও যিনাকারী তার দিকে সম্পৃক্ত করত। ইসলাম এসে বংশের পবিত্রতা রক্ষা করে এবং বিবাহ ও বৈধ মালিকানাধীন দাসীর মাধ্যমে যে সন্তান হয় কেবল তাকেই নিজ বংশীয় সন্তান বলে স্বীকৃতি দিয়ে বাকী সব অবৈধ পন্থা নাকচ করে। তাই রসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণিত

[৫৬২] হাসান : আবূ দাউদ ২২৭৪, সহীহ আল জামি' ৭৪৯৩।

ব্যক্তির দাবীর উপর বলেন, (لَا دِعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ) অর্থাৎ দাবী করে সন্তানের মালিক হওয়ার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই। জাহিলী যুগের বিধান ইসলামে কার্যকর নয়। ইসলাম এসে জাহিলী বিধানকে মিটিয়ে দিয়েছে। সন্তানের বংশ বৈবাহিক বা মালিকানার শয্যার মাধ্যমে প্রমাণিত হবে। যে যিনা করবে সে সন্তান পাবে না বরং পাথর পাবে। অর্থাৎ তাকে পাথর দিয়ে আঘাত করে মারা হবে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২২৭১)

٣٣٢١-[١٨] وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُنَّ: النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ وَالْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

৩৩২১-[১৮] উক্ত রাবী ('আম্‌র ইবনু শু'আয়ব) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী বলেছেন : চার শ্রেণীর রমণীর সাথে স্বামীর লি'আন গৃহীত হয় না- ১. মুসলিম পুরুষের নাসারা (খ্রিষ্টান) স্ত্রী, ২. মুসলিম পুরুষের ইয়াহূদী স্ত্রী, ৩. গোলাম স্বামীর স্বাধীনা স্ত্রী এবং ৪. স্বাধীনা পুরুষের বাঁদী স্ত্রী।

(ইবনু মাজাহ)[৫৬৩]

ব্যাখ্যা : (أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُنَّ) স্ত্রীর স্বামী যিনার অভিযোগ তুললে এবং স্ত্রী তা অস্বীকার করলে শারী'আত লি'আনের বিধান রেখেছে। অধ্যায়ের শুরুতে আমরা এ সংক্রান্ত হাদীস দেখে এসেছি। এই হাদীসে যাদের মাঝে লি'আনের বিধান কার্যকর হবে না তাদের একটি বিবরণ দেয়া হয়েছে। হাদীসে চার ধরনের নারীর বিবরণ দেয়া হয়েছে যাদের সাথে লি'আন কার্যকর হবে না। যেমন : স্বামী মুসলিম স্ত্রী খ্রীষ্টান, স্বামী মুসলিম স্ত্রী ইয়াহূদ, স্বামী দাস স্ত্রী স্বাধীনা, স্ত্রী দাসী স্বামী স্বাধীন। এই চার প্রকারের মাঝে লি'আনের বিধান নেই।

এ হাদীসের উপর ক্বিয়াস করে ফুক্বাহায়ে কিরাম আরো যাদের মাঝে লি'আনের বিধান কার্যকর হবে না বলে মনে করেন তা হলো : স্বামী যদি পূর্বে কাউকে অপবাদ দেয়ার কারণে দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে থাকে তবে তার কথা গ্রহণ করে লি'আন কার্যকর করা যাবে না। তদ্রূপ স্ত্রী যদি অপবাদের দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে থাকে তবে লি'আন হবে না। এভাবে স্ত্রী না-বালেগাহ, পাগল, ব্যভিচারিণী হলে লি'আন কার্যকর হবে না। মূলত লি'আন একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্বস্‌মের বিধান যার মাঝে স্বামী স্ত্রীর একের উপর অন্যের অভিযুক্ত করা রয়েছে; তাই একজনের কথা অন্যের উপর গ্রহণ করতে হলে মৌলিক মর্যাদায় সমান থাকা বাঞ্ছনীয়। এ কারণে হয়ত শারী'আত এই শর্ত আরোপ করেছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٣٢٢-[١٩] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلَاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ وَقَالَ: «إِنَّهَا مُوجِبَةٌ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

৩৩২২-[১৯] ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী স্বামী-স্ত্রী উভয়কে লি'আন করার সময় একব্যক্তিকে (পুরুষকে) নির্দেশ দিলেন- লি'আন চলাকালীন পঞ্চমবার যখন সে বলতে উদ্যত হবে তখন তার মুখের উপর হাত চেপে ধর। কারণ, পঞ্চমবারের উক্তি "আমি যদি মিথ্যাবাদী হই, তবে আল্লাহর লা'নাত (অভিসম্পাত) আমার ওপর হোক" তথা নিজের ওপর অবধারিত করে নেয়। (নাসায়ী)[৫৬৪]

---

[৫৬৩] খুবই দুর্বল : ইবনু মাজাহ ২০৭১, য'ঈফাহ্ ৪১২৭। কারণ এর সানদে 'উসমান বিন 'আত্বা আল খুরাসানী একজন দুর্বল রাবী।

[৫৬৪] সহীহ : আবূ দাউদ ২২৫৫, নাসায়ী ৩৪৭২, ইরওয়া ২১০১।

ব্যাখ্যা : (إِنَّهَا مُوجِبَةٌ) নিশ্চয় এটা কার্যকরকারী। অর্থাৎ এই পঞ্চমবার বললেই হুকুম কার্যকর হয়ে যাবে। হাদীসের বাহ্যত দৃষ্টিতে এই বাক্যটি ঐ ব্যক্তিকে শিখিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে, সে যেন লি'আনকারীর মুখে হাত রেখে এই বাক্যটি বলে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٣٢٣-[٢٠] وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لَيْلًا قَالَتْ: فَغِرْتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ فَرَأَى مَا أَصْنَعُ فَقَالَ: «مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ أَغِرْتِ؟» فَقُلْتُ: وَمَا لِيْ؟ لَا يَغَارُ مِثْلِيْ عَلَى مِثْلِكَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ» قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَمَعِيَ شَيْطَانٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: وَمَعَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَلٰكِنْ أَعَانَنِيْ عَلَيْهِ حَتّٰى أَسْلَمَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৩২৩-[২০] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একরাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার ঘর হতে নিঃশব্দে বের হয়ে গেলেন। এতে আমার ব্যথাতুর মনে ক্ষোভের উদ্রেক করে। পরক্ষণেই তিনি (সাঃ) ফিরে এসে আমাকে বিমর্ষ ভাব দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হে 'আয়িশাহ্! কি হয়েছে তোমার? তুমি কি ঈর্ষান্বিত হয়েছ? আমি বললাম, আপনার মতো মানুষের প্রতি (সাহচর্য হতে বঞ্চিত হয়ে) আমার মতো নারী কি করে ঈর্ষান্বিত না হয়ে থাকতে পারে? এটা শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তোমাকে শায়ত্বন প্ররোচিত করেছে। আমি (বিস্ময়াভিভূত হয়ে) জিজ্ঞেস করলাম- হে আল্লাহর রসূল! আমার সাথেও কি শায়ত্বন থাকতে পারে? তিনি (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নিকটও শায়ত্বন আসতে পারে? তিনি (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ, তবে তার বিরুদ্ধে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করায় আমি (তার ওয়াস্‌ওয়াসাহ্ হতে) নিরাপদপ্রাপ্ত হই। (মুসলিম)[৫৬৫]

ব্যাখ্যা : (لَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ) "নিশ্চয় তোমার কাছে তোমার শায়ত্বন এসেছে।" এ কথা বলার কারণ হলো, এখানে গাইরতের কোনো কারণ নেই। বৈধ কাজের উপর গাইরত বা আত্মমর্যাদা আল্লাহ তা'আলার পছন্দ নয় বলে আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি। এ কারণেই হয়ত রসূল (সাঃ) 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে এ কথা বলেছেন। 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর মনে রসূলের ওপর সন্দেহ থেকে গাইরত সৃষ্টি হয়েছে এমন কল্পনার সুযোগ নেই। বরং রসূলের জন্য তার অতিরিক্ত ভালোবাসাই এই গাইরতের কারণ। তাই তিনি (সাঃ) বলেছেন, (لَا يَغَارُ مِثْلِيْ عَلَى مِثْلِكَ؟) অর্থাৎ আমার মতো মানুষ আপনার মতো ব্যক্তিত্বের ওপর গাইরত করবে না কেন? তথাপি যেহেতু এখানে গাইরত ভিত্তিহীন তাই রসূল (সাঃ) এ কথা বলেছেন।

(حَتّٰى أَسْلَمَ) সিগাটি মুযারে' মুতাকাল্লিম। حتى হরফের কারণে সিগার শেষের 'মীম' হরফে যবর হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের কারণে আমি শায়ত্বনের ওয়াস্‌ওয়াসা বা কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত থাকি। অথবা সিগাটি মাযির এবং সর্বনাম শায়ত্বনের দিকে প্রত্যাবর্তিত। মাযির সিগা হিসেবে 'উলামাগণ দু'টি অর্থ করে থাকেন। أسلم অর্থ استسلم অর্থাৎ সে আমার অনুগত হয়ে গেছে, ফলে আমাকে কুমন্ত্রণা দেয় না। কেউ কেউ বলেন, অর্থ হলো সে মুসলিম মু'মিন হয়ে গেছে। বাহ্যিক অর্থ এটাই। আল্লাহ অধিক ভালো জানেন।

ক্বাযী 'ইয়ায বলেন : জেনে রাখো, উম্মাত এ কথার উপর একমত যে, নাবী (সাঃ) শায়ত্বনের সব ধরনের কুমন্ত্রণা থেকে সংরক্ষিত ও মুক্ত। শরীর, অন্তর, যবান কোথায়ও শায়ত্বন তাকে কুমন্ত্রণা দিতে পারে না। (শারহু মুসলিম ১৭/১৮ খণ্ড, হাঃ ২৮১৫; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৫৬৫] **সহীহ :** মুসলিম ২৮১৫, আহমাদ ২৪৮৪৫।

(١٥) بَابُ الْعِدَّةِ

অধ্যায়-১৫ : ‘ইদ্দাত

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٣٢٤-[١] عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيْلُهُ الشَّعِيرَ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ: وَاللّٰهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهٗ فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ» فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِيْ بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ: «تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّيْ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَإِنَّهٗ رَجُلٌ أَعْمٰى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِيْنِيْ». قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهٗ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِيْ سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِيْ فَقَالَ: «أَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهٖ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ انْكِحِيْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِهْتُهٗ ثُمَّ قَالَ: «انْكِحِيْ أُسَامَةَ» فَنَكَحْتُهٗ فَجَعَلَ اللّٰهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنْهَا: «فَأَمَّا أَبُوْ جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنِيْ حَامِلًا».

৩৩২৪-[১] আবূ সালামাহ্ (রহঃ) ফাত্বিমাহ্ বিনতু ক্বায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেন। তার স্বামী আবূ ‘আম্‌র ইবনু হাফস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে চূড়ান্ত ত্বলাক্ব দেয়, ঐ সময়ে সে মাদীনায় উপস্থিত ছিল না। অতঃপর স্বামীর ওয়াকীল (প্রতিনিধি : আইয়্যাস ইবনু আবূ রবী‘ এবং হারিস ইবনু হিশাম) আমার নিকট কিছু যব নিয়ে আসে, যাতে আমি (অতি নগণ্য মনে করে) অসন্তোষ হই। ওয়াকীল বলল, আল্লাহর ক্বসম! আমাদের নিকট তোমার আর কিছুই পাওনা নেই। (কারণ, তুমি ত্বলাক্বে বায়িনপ্রাপ্তা অর্থ বাবদ যব ছাড়া আর কিছুই রেখে যায়নি) এতে ফাত্বিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে অভিযোগ করলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমার কোনো খোরাকি খরচ নেই। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে উম্মু শারীক-এর ঘরে ‘ইদ্দাত পালনের নির্দেশ দেন। কিন্তু পরক্ষণেই বললেন, ঐ রমণীর ঘরে তো লোকজনের চলাচল বেশি হয় (অত্যন্ত দানশীলা ও অতিথিপরায়ণতার জন্য)। বরং তুমি ইবনু উম্মি মাকতূম-এর ঘরে ‘ইদ্দাত পালন কর, সে অন্ধ ব্যক্তি বিধায় তুমি নির্দ্বিধায় গায়ের পোশাক ছাড়তে পারবে। অতঃপর যখন তোমার ‘ইদ্দাতকাল শেষ হবে, তখন আমাকে খবর দিবে। ফাত্বিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমার ‘ইদ্দাতকাল শেষ হলে আমি তাঁকে জানালাম যে, মু‘আবিয়াহ্ ইবনু আবূ সুফ্ইয়ান ও আবূ জাহ্‌ম (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) উভয়ে আমার নিকট বিয়ের প্রস্তাব (‘ইদ্দাত শেষে) পাঠিয়েছে। তদুত্তরে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আবূ জাহ্‌ম তো তার কাঁধ হতে লাঠি নামিয়ে রাখে না (তথা সে স্ত্রীকে অত্যধিক মারধর করে অথবা অধিকাংশ সময় সফরে থাকে)। আর মু‘আবিয়াহ্ তো দরিদ্র মানুষ, তার কোনো সহায়-সম্পত্তি নেই। তুমি উসামাহ্ ইবনু যায়দ-কে বিয়ে কর (দীনদারী ও স্বভাব-চরিত্রতায় উত্তমতায় প্রাধান্য দাও)। ফাত্বিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি তাকে বিয়ে করব না (উসামাহ্ কৃষ্ণবর্ণ ক্রীতদাস পুত্র হওয়ার

কারণে)। তিনি (ﷺ) পুনরায় উসামাকে বিবাহ করতে বললে তিনি তাকেই বিয়ে করলেন। আল্লাহ তা'আলা এ বিয়েতে এমন বারাকাত দিলেন যে, অন্য রমণীরা ঈর্ষা পোষণ করত।

অপর বর্ণনায় আছে, আবূ জাহ্‌ম ﷺ স্ত্রীকে অতিমাত্রায় মারধর করত। (মুসলিম)[৫৬৬]

অপর বর্ণনায় আছে যে, তার স্বামী তাকে তিন ত্বলাক্ব দিলে, তিনি নাবী ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করলেন। তিনি (ﷺ) বললেন, তোমার কোনো খোরাকী নেই, তবে তুমি গর্ভবতী হলে পেতে।

ব্যাখ্যা : (طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ) অর্থাৎ তিনি তাকে আবশ্যক কার্যকর ত্বলাক্ব দেন। আবশ্যক কার্যকর ত্বলাক্ব বলতে এমন ত্বলাক্ব বুঝানো হয়েছে যারপর স্ত্রীকে রাখার কোনো সুযোগ থাকে না। তাই এখানে তিন ত্বলাক্ব অথবা তৃতীয় ত্বলাক্ব বুঝানো হয়েছে। হাদীসটির বর্ণনা বিভিন্নভাবে এসেছে। উল্লেখিত বর্ণনায় (طلقها البتة)। কোনো কোনো বর্ণনায় (طلقها ثلاثا) অর্থাৎ তিনি তাকে তিন ত্বলাক্ব দেন। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় : (طلقها اخر ثلاث تطليقات) অর্থাৎ তিন ত্বলাক্বের শেষ ত্বলাক্ব দেন। আবার কোনো বর্ণনায় (طلقها طلقة كانت بقية من طلاقها) অর্থাৎ তিনি তাকে এক ত্বলাক্ব যা তার ত্বলাক্বের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল। আবার কোনো বর্ণনায় البتة বা সংখ্যা শব্দের উল্লেখ ছাড়া কেবল ত্বলাক্ব দেয়ার কথা রয়েছে। অতএব বর্ণনাগুলোর সামঞ্জস্য বিধান হলো, তিনি ইতোপূর্বে দুই ত্বলাক্ব দিয়েছিলেন। শেষবার তিন নম্বর ত্বলাক্বটি দেন। এতে সকল বর্ণনার সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায়। যে বর্ণনায় শুধু ত্বলাক্বের কথা রয়েছে অথবা এক ত্বলাক্ব বা তিন ত্বলাক্বের শেষ ত্বলাক্ব এগুলো স্পষ্ট। আর যিনি আবশ্যক ত্বলাক্বের কথা বর্ণনা করেন, তার কথার উদ্দেশ্য হলো তিনি এক ত্বলাক্ব দিয়েছেন। এর মাধ্যমে পূর্বের ত্বলাক্বসহ তিন ত্বলাক্ব হয়ে সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়ে গেছে। আর যিনি বলেছেন তিন ত্বলাক্ব তার কথার উদ্দেশ্য তিন পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়া।

(শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৪৮০)

(لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ) তোমার জন্য কোনো খোরাকী নেই, অর্থাৎ তুমি 'ইদ্দাত পালনকালে স্বামীর পক্ষ থেকে তুমি খোরাক পাওয়ার অধিকার রাখো না।

ত্বলাক্বপ্রাপ্তা নারী 'ইদ্দাত পালনকালে খোরাকী ও বাসস্থান পাওয়ার অধিকারী হবে কিনা– এ ব্যাপারে 'আলিমদের মতামত হলো, যদি ত্বলাক্ব রজ্‌'ঈ হয় তবে সর্বসম্মতিক্রমে নারী খোরাকী পাওয়ার অধিকারী থাকবে। এভাবে যদি ত্বলাক্ব বায়িনাহ্‌ হয় এবং ত্বলাক্বপ্রাপ্তা নারী গর্ভবতী হয় তবে 'ইদ্দাতকালীন সময়ে নারী বাসস্থান ও খোরাকী পাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা ত্বলাক্বপ্রাপ্তা গর্ভবতী নারীর বেলায় বলেন,

﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

"যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে সন্তানপ্রসব পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে।" (সূরাহ্‌ আল আন্‌'আম ৬ : ৬৫)

আর যদি নারী ত্বলাক্বে বায়িনাহ্‌প্রাপ্তা হয় এবং গর্ভবতী না হয়– এ ব্যাপারে 'আলিমগণ মতানৈক্য পোষণ করেন। ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর মতে উক্ত নারী খোরাক বা বাসস্থান কিছুই পাবে না। বর্ণিত হাদীসটি তিনি এবং তাঁর অনুসারীদের দলীল।

ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) বাসস্থান পাবে; কেননা তা কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ﴾

"তোমরা তোমাদের সামর্থ্যনুযায়ী যেরূপ গৃহে বাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্যে সেরূপ গৃহ দাও।" (সূরাহ্‌ আল আন্‌'আম ৬ : ৬৫)

---

[৫৬৬] সহীহ : মুসলিম ১৪৮০, আবূ দাউদ ২২৮৪, নাসায়ী ৩২৪৫, আহমাদ ২৭৩২৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪০৪৯।

বর্ণিত আয়াত মোতাবেক বাসস্থানের জন্য গৃহ দিতে হবে, তবে খোরাক দিতে হবে না। কেননা খোরাক প্রদান আল্লাহ তা'আলা গর্ভবতী হওয়ার সাথে নির্ধারণ করেছেন। যেমন উপরে আমরা দেখেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে সন্তানপ্রসব পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে।" এর দ্বারা বুঝা যায় যে, গর্ভবতী না হলে খোরাক দেয়ার প্রয়োজন নেই।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতে বাসস্থান ও খোরাক উভয়টি দিতে হবে। তাঁর দলীল উপরোক্ত আয়াত। কেননা আল্লাহ এখানে বাসস্থান দেয়ার কথা বলেছেন। আর বাসস্থান দিয়ে একজন নারীকে আটকে রাখতে বাধ্য করলে তার খোরাক দেয়া এমনিতেই আবশ্যক হয়ে পড়ে। আর অন্য আয়াতে গর্ভবতী হলে খোরাক দেয়ার কথা বলায় গর্ভবতীর খোরাকের বিধান প্রমাণিত হয়। গর্ভবতী না হলে খোরাক না দেয়ার হুকুম উক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় না। এছাড়া এ ঘটনার পরিপেক্ষিতে 'উমার (রাঃ) বলেন, «لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة : لها النفقة والسكنى» "একজন নারীর কথায় আমরা আমাদের রবের কিতাব এবং নাবীর সুন্নাত ছাড়ব না। তার জন্য খোরাক ও বাসস্থান রয়েছে।"

(শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৪৮০; সহীহ ইবনু হিব্বান ১০/৬৩, হাঃ ৪২৫০)

(تَضَعِينَ ثِيَابَكِ) তুমি তোমার কাপড় রাখবে। এখানে 'ইদ্দাত পালনকালীন সময়ের একটি বিধান বলে দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ 'ইদ্দাত পালনকালে তুমি সাজ-সজ্জার কোনো কাপড় পরিধান করবে না বরং তা রেখে দিয়ে অন্য সাধারণ কাপড় পরিধান করবে।

(أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني) অর্থাৎ মু'আবিয়াহ্ এবং আবূ জাহ্‌ম আমাকে বিবাহের জন্য প্রস্তাব পাঠালেন।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, কেউ কাউকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে অন্য কেউ প্রস্তাব দিতে কোনো সমস্যা নেই। যেমন এখানে আবূ জাহম এবং মু'আবিয়াহ্ দু'জনের বিবাহের প্রস্তাব দেয়ার কথা এসেছে। অথচ অন্য হাদীসে রসূল (ﷺ) বলেন, (وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ) "ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয় যতক্ষণ না সে বিবাহ করবে বা ছেড়ে দেয়।"

(সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : বিবাহ, অনুচ্ছেদ : বিয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়া, হাঃ ৪৭৪৭)

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, কারো প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দেয়া বৈধ নয়। 'উলামায়ে কিরাম উভয় হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান এভাবে করেন যে, বিবাহের প্রস্তাব দেয়ার পর তারা যদি একে অপরের প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং কথাবার্তা মোটামুটি পাকাপাকির পর্যায়ে চলে যায়, এমতাবস্থায় অন্য কারো জন্য প্রস্তাব দেয়া জায়িয নয়। এর আগে যেমন কেউ ভালো প্রস্তাবের অপেক্ষায় থাকার কারণে কাউকে কোনো ধরনের কথা দিচ্ছে না, এমতাবস্তায় প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দিতে কোনো সমস্যা নেই।

(فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ) সে তার কাঁধ থেকে লাঠি সরায় না। এর দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে। এক : সে অধিক সফর করে এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সফরের সময় লাঠি সাথে রাখার নিয়ম তাদের ছিল। দুই : 'সে অধিক প্রহারকারী' এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা। এখানে এই অর্থই উদ্দেশ্য; কেননা অন্য বর্ণনায় রয়েছে (انه ضراب للنساء) অর্থাৎ সে মেয়েদেরকে খুব প্রহারকারী।

এ হাদীস থেকে আমরা আরো বুঝতে পারি যে, বিবাহের পূর্বে স্বামী বা স্ত্রী সম্পর্কে কেউ জানতে চাইলে তার দোষ বলা গীবাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা হাদীসে রয়েছে (اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ) অর্থাৎ পরামর্শ চাওয়া হয় এমন ব্যক্তির কাছে আমানাত কাম্য। (তিরমিযী- অধ্যায় : রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদ : পরামর্শ চাওয়া হয় এমন ব্যক্তির কাছে আমানাত কাম্য, হাঃ ২৭৪৭)

অতএব স্বামী বা স্ত্রী কারো ব্যাপারে কেউ জানতে চাইলে তাদের ভিতর বাস্তব কোনো দোষ থাকলে তা বলে দেয়া কর্তব্য। যাতে দোষ না জেনে বিয়ের পরবর্তীতে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এ ক্ষেত্রে পরামর্শদাতাকে অত্যন্ত সতর্কতার দিকে লক্ষ্য রেখে একমাত্র বাস্তব ক্ষতিকারক দোষটিই বলার অনুমোদন থাকবে। অতিরিক্ত বা মিথ্যা কিছু বললেই আমানাতের খিয়ানাতকারী বলে গণ্য হবে।

এ হাদীস থেকে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, নাবী ﷺ অতি দারিদ্র্যের বিষয়টি লক্ষ্য রেখেছেন। অতএব যার কাছে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ পরিমাণ সম্পদ নেই তার বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা দোষের কিছু নয়। হাদীসে এমন ব্যক্তির জন্য বিয়ে না করে সওম পালনের পরামর্শ দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ. وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

"হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিয়ে করে। কেননা, বিবাহ তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও যৌনতাকে সংযমী করে এবং যাদের বিবাহ করার সামর্থ্য নেই, সে যেন সওম পালন করে। কেননা, সওম তার যৌনতাকে দমন করবে।"

(সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : বিবাহ, অনুচ্ছেদ : যার বিয়ের সামর্থ্য নেই সে সওম পালন করবে, হাঃ ৪৬৭৮)

কুরআনেও এদিক ইঙ্গিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা বিবাহে সামর্থ্য নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন"– (সূরাহ্ আল আহযাব ৩৩ : ২৪)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৪৮০)

٣٣٢٥ـ[٢] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِيْ مَكَانٍ وَحِشٍ فَخِيفَ عَلٰى نَاحِيَتِهَا فَلِذٰلِكَ رَخَّصَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ تَعْنِي النُّقْلَةَ وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ؟ أَلَا تَتَّقِي اللّٰهَ؟ تَعْنِيْ فِيْ قَوْلِهَا: لَا سُكْنٰى وَلَا نَفَقَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৩২৫-[২] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, (উপরোক্ত হাদীসের প্রেক্ষিতে) ফাত্বিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নিঃসঙ্গ এক ঘরে অবস্থানের ব্যাপারে শঙ্কার দরুন নাবী ﷺ তাকে ('ইদ্দাত পালনের সময়) অন্যত্র যাওয়ার (গৃহ-ত্যাগের) অনুমতি দান করেন। অপর বর্ণনায় আছে, অতঃপর 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, ফাত্বিমার কি হয়েছে? সে কি আল্লাহকে ভয় করে না, সে বলে ('ইদ্দাতকালে) বাসস্থান ও খোরপোষের বিধান তার জন্য করা হয়নি? (বুখারী)[৫৬৭]

ব্যাখ্যা : 'ইদ্দাত পালনরত নারীর জন্য স্বামীর ঘর ছেড়ে অন্য কোথায়ও যাওয়া বৈধ নয়, তবে যদি এমন কোনো জটিল কারণ দেখা দেয় যার কারণে স্বামীর ঘরে থাকা সম্ভব না হয়, এক্ষেত্রে মহিলা বের হয়ে নিরাপদ স্থানে গিয়ে 'ইদ্দাত পালন করতে পারবে। এ হাদীস এবং পূর্বের হাদীসটিও এই মাসআলার প্রমাণ বহন করে। এখানে স্বামীর ঘরে থাকা জটিল হওয়ার যে কারণটি বলা হয়েছে তা হলো, ঘরটি নির্জন দূর এলাকায় হওয়ায় ভয়ের কারণ ছিল। কোনো কোনো বর্ণনায় ভিন্ন কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। সামনের বর্ণনাটিতে আমরা ভিন্ন কারণ দেখতে পাব।

এ হাদীসটিও তাদের পক্ষে দলীল যারা বলেন, বায়িনাহ্ ত্বলাক্বপ্রাপ্তা নারীর 'ইদ্দাত পালনকালে স্বামী তার গৃহ এবং খোরাক দু'টোই দিবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৫৬৭] সহীহ : বুখারী ৫৩২৫, আবূ দাউদ ২২৯২।

٣٣٢٦-[٣] وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِنَّمَا نُقِلَتْ فَاطِمَةُ لِطُولِ لِسَانِهَا عَلٰى أَحْمَائِهَا. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

৩৩২৬-[৩] সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহঃ) এতদসম্পর্কে বলেন যে, স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের সাথে মুখরা হয়ে ঝগড়া-বিবাদ করার কারণে তাকে গৃহ-ত্যাগের অনুমতি দিয়েছিল। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৫৬৮]

ব্যাখ্যা : তাকে স্বামীর ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে যেতে বলার কারণ হলো, স্বামীর আত্মীয়দের বেলায় তার যবান লম্বা ছিল। অর্থাৎ তার মুখের ভাষা খারাপ ছিল। মুখ দিয়ে সে সবাইকে কষ্ট দিত। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, তাকে বাহিরে যেতে দেয়ার কারণ ছিল, তার স্বভাব ভালো ছিল না।

٣٣٢٧-[٤] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِيْ ثَلَاثًا فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «بَلٰى فَجُدِّيْ نَخْلَكِ فَإِنَّهٗ عَسٰى أَنْ تَصَدَّقِيْ أَوْ تَفْعَلِيْ مَعْرُوْفًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৩২৭-[৪] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালাকে তিন তৃলাক্ব দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় একদিন তিনি স্বীয় বাগানের খেজুর পাড়তে চাইলে জনৈক ব্যক্তি তাকে ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করলেন। এতদসম্পর্কে তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জানালেন। তিনি (ﷺ) বলেন, হ্যাঁ, তুমি বের হয়ে তোমার বাগানের খেজুর পাড়তে পার। কেননা তুমি তো তোমার খেজুরের বিনিময়ে সদাক্বাহ্ করবে বা অন্য কোনো সৎকাজ করবে। (মুসলিম)[৫৬৯]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি প্রমাণ বহন করে যে, তৃলাক্বপ্রাপ্তা নারী 'ইদ্দাত পালনকালে প্রয়োজনীয় কাজের জন্য বাহিরে যেতে পারবে।

ইমাম মালিক, সাওরী, শাফি'ঈ, আহমাদ (রহঃ) ও অন্যান্যদের নিকট প্রয়োজনীয় কাজে দিনে বের হতে পারবে। তাদের নিকট তৃলাক্বের 'ইদ্দাত এবং স্বামী মৃত্যুর 'ইদ্দাত উভয় 'ইদ্দাতেই প্রয়োজনে দিনে বের হতে পারবে। স্বামী মৃত্যুকালীন 'ইদ্দাতের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-ও তাদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন। তবে বায়িনাহ্ তৃলাক্বপ্রাপ্তা নারীর ক্ষেত্রে তাঁর অভিমত হলো, রাত বা দিন কখনোই সে ঘরের বাহিরে বের হবে না। (শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৪৮৩)

٣٣٢٨-[٥] وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৩২৮-[৫] মিস্‌ওয়ার ইবনু মাখ্‌রমাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুবায়'আহ্ আল আস্‌লামী (রাঃ) তার স্বামীর (সা'দ ইবনু খাওয়ালাহ্-এর) মৃত্যুর কয়েক দিন পরে সন্তান প্রসব করেন। এরপর নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বিবাহের অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দেন। অতঃপর তিনি অন্যত্র বিয়ে করেন। (বুখারী)[৫৭০]

---

[৫৬৮] **য'ঈফ :** শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৩৮৪, আবূ দাঊদ ২২৯৬ (আবূ দাঊদ-এর সানাদটি দুর্বল)। কারণ সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব এটি কার থেকে বর্ণনা করেছন তা উল্লেখ করেননি।

[৫৬৯] **সহীহ :** মুসলিম ১৪৮৩, আবূ দাঊদ ২২৯৭, নাসায়ী ৩৫৫০, ইবনু মাজাহ ২০৩৪, দারিমী ২৩৩৪, ইরওয়া ২১৩৪।

[৫৭০] **সহীহ :** বুখারী ৫৩২০, নাসায়ী ৩৫০৬।

ব্যাখ্যা : সুবায়‘আহ্ আল আস্‌লামিয়্যাহ্-এর স্বামী মারা যাওয়ার কতদিন পর বাচ্চা প্রসব হয়েছিল– এ নিয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। এই বর্ণনায় কোনো সংখ্যা ছাড়া কয়েক রাতের কথা বলা হয়েছে। আবার বিশ, পনের, পঁচিশ, বিশ আরো কয়েক রাত, আধা মাস, পনের দিন অর্থাৎ আধা মাস এভাবে সর্বোচ্চ দুই মাসের বর্ণনা পাওয়া যায়। বিভিন্ন বর্ণনা থাকলেও সব বর্ণনা এ কথাটি নিশ্চিত করে যে, তার বাচ্চা প্রসব চার মাস দশ দিনের পূর্বে হয়েছে।

স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর ‘ইদ্দাতের মেয়াদ চার মাস দশ দিন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা।” (সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ ২ : ২৩৪)

‘উলামাদের যারা এ আয়াতটি ব্যাপক মনে করেন তাদের মতে স্বামী মারা যাওয়া যে কোনো ধরনের নারীকে চার মাস দশ দিন ‘ইদ্দাত পালন করতে হবে। যেমন কোনো নারীকে গর্ভবতী রেখে যদি তার স্বামী মারা যায় এবং স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন পর অর্থাৎ চার মাস দশ দিনের পূর্বেই বাচ্চা প্রসব করে তবে তার ‘ইদ্দাত শেষ হবে না। বরং তাকে চার মাস দশ দিন পূর্ণ করতে হবে।

অপরদিকে অধিকাংশ ‘আলিমদের মতে আয়াতটি ব্যাপক নয়। বরং যে নারী গর্ভবতী নয় তার ক্ষেত্রে এ আয়াতটি প্রযোজ্য। গর্ভবতী নারীর ‘ইদ্দাত সর্বাবস্থায় তার বাচ্চা প্রসব। স্বামী মারা যাওয়ার পরপরই যদি স্ত্রী বাচ্চা প্রসব করে তবে তার ‘ইদ্দাত শেষ হয়ে যাবে। বর্ণিত হাদীসটি তাদের পক্ষে প্রমাণ বহন করে। এ হাদীসের আলোকে তারা বলেন, গর্ভবতী নারীর ‘ইদ্দাত বাচ্চা প্রসব। চাই ‘ইদ্দাত স্বামীর মৃত্যুর কারণে হোক অথবা স্বামী তাকে ত্বলাক্ব দেয়ার কারণে হোক। তাদের মতে, কুরআনের আয়াত যেখানে চার মাস দশ দিনের কথা বলা হয়েছে তা ঐ নারীর জন্য যে গর্ভবতী নয়। তাদের আরো দলীল হচ্ছে, কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেন : “গর্ভবতী নারীদের ‘ইদ্দাতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত।” (সূরাহ্ আত্ব ত্বলাক্ব ৬৫ : ৪)

হাদীসের আলোকে তারা উপরের আয়াতটিকে ব্যাপক মনে না করে এই আয়াতটিকেই ব্যাপক মনে করেন এবং এই আয়াতের আলোকে গর্ভবতী নারী চাই ত্বলাক্বের কারণে ‘ইদ্দাত পালন করুক বা স্বামী মারা যাওয়ার কারণে ‘ইদ্দাত পালন করুক সন্তান প্রসবের মাধ্যমে তার ‘ইদ্দাত শেষ হবে। তবে ‘আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু, ইবনু ‘আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-সহ অনেকের মতে, স্বামী মারা যাওয়া গর্ভবতী নারীর ‘ইদ্দাত হবে দুই সময়ের দীর্ঘ সময়। অর্থাৎ যেটা পরে হবে সতর্কতা স্বরূপ সেটাকেই ‘ইদ্দাত গণ্য করতে হবে। যেমন স্বামী মারা যাওয়ার পর চার মাস দশ দিন পূর্বেই যদি বাচ্চা প্রসব হয়ে যায় এক্ষেত্রে ‘ইদ্দাত চার মাস দশ দিন পুরো করবে। আর যদি বাচ্চা প্রসব চার মাস দশ দিন পরে হয় তবে এই মেয়াদ পার হলে ‘ইদ্দাত শেষ হবে না বরং বাচ্চা প্রসব হওয়ার পর ‘ইদ্দাত শেষ হবে।

হাদীসে সন্তান প্রসব না বলে নিফাস হওয়া বলায় আরেকটি জিনিস বুঝা যায়, প্রসবের মাধ্যমে মহিলার ‘ইদ্দাত শেষ হয়ে যাবে বাচ্চাটি যে কোনো প্রকৃতির হোক না কেন। পরিপূর্ণ বাচ্চা, অপরিপূর্ণ বাচ্চা এমনটি গোশতের টুকরো গর্ভপাত করলেও ‘ইদ্দাত শেষ হয়ে যাবে। (ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫৩২০)

٣٣٢٩ ـ[٦] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ ابْنَتِيْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا أَفَنَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ:

«لَا» قَالَ : «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاهُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৩২৯-[৬] উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ)-এর নিকট জনৈক মহিলা এসে বলল যে, আমার মেয়ের স্বামী মারা গেছে। এমতাবস্থায় তার চোখে অসুখ হয়েছে, ('ইদ্দাতকালে) আমি কী তার চোখে সুরমা ব্যবহার করাতে পারব? উত্তরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, না। এতে স্ত্রীলোকটি দু' বা তিনবার অনুমতি চাইল। প্রতিবারেই তিনি (সাঃ) বললেন, না। অতঃপর বললেন- দেখ! মাত্র ৪ মাস ১০ দিন, অথচ জাহিলিয়্যাত (অন্ধকার) যুগে তোমাদের এক একজন নারীকে 'ইদ্দাতকাল এক বছর পূর্ণ হলে উটের গোবর ফেলতে হতো। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৭১]

ব্যাখ্যা : 'ইদ্দাত পালনকালীন সময়ে মহিলার জন্য কোনো ধরনের সাজ-সজ্জা জায়িয নয়। সাজ-সজ্জার মাঝে চোখে সুরমা লাগানো অন্তর্ভুক্ত। তাই বিনা প্রয়োজনে সুরমা লাগানোও অবৈধ এতে কোনো সন্দেহ বা দ্বিমত নেই। কিন্তু প্রয়োজনে সুরমা লাগাতে পারবে কিনা– এ নিয়ে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে। বর্ণিত হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে, 'ইদ্দাতকালীন সময়ে সুরমার ব্যবহার প্রয়োজনে হোক বা অপ্রয়োজনে হোক কোনো ক্ষেত্রেই জায়িয নয়। তবে আরেকটি হাদীস যেখানে আবূ সালামাহ্-এর ওপর উম্মু সালামার শোক পালনকালে নাবী (সাঃ) তার চোখে সাবির (চোখে লাগানোর ওষুধ বিশেষ) দেখে বলেন, এটা কি? তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! এটা সাবির ছাড়া কিছু নয়। রসূল (সাঃ) বলেন, «اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ» "এটাকে রাতে দাও এবং দিনে মুছে ফেল।"

(বায়হাক্বী, মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার, কিতাবুল লি'আন, ইহদাদ অনুচ্ছেদ, হাঃ ১৫৩৪২)

দুই হাদীসের সমন্বয় হলো, প্রয়োজনে রাতে সুরমা বা এ জাতীয় কিছু ব্যবহার জায়িয। কিন্তু দিনে তা কোনো অবস্থায়ই জায়িয নয়। রাতে ব্যবহার করলেও দিনে মুছে ফেলবে।

তবে মূলত নিষেধের হাদীসগুলো অপ্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু বর্ণিত হাদীসে চোখের অভিযোগের পরও নাবী (সাঃ) সুরমা ব্যবহারের নিষেধ করার কারণে বুঝা যায় যে, নিষেধের হাদীস কেবল অপ্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। বরং প্রয়োজন অপ্রয়োজন সর্বক্ষেত্রে সুরমা ব্যবহার নিষেধ থাকবে। তবে 'ইদ্দাত পালনকালে মূল নিষেধ হলো সাজ-সজ্জা। তাই সাজ-সজ্জা ছাড়া প্রয়োজনে ঔষধরূপে ব্যবহারের নিষেধকে 'উলামায়ে কিরাম মাকরূহ তানযিহী হিসেবে ধরে নেন। অর্থাৎ সাজের কারণে ব্যবহার আর প্রয়োজনে ব্যবহার এক নয়। আবার কোনো কোনো 'আলিম বলেন, চিকিৎসার প্রয়োজনে ব্যবহার জায়িয। তাদের মতে এখানে রসূলের নিষেধের কারণ হয়তবা তার অভিযোগটি সাধারণ ছিল, সুরমা ব্যবহার না করলে কোনো অসুবিধা ছিল না। তাই অভিযোগের পরও রসূল নিষেধ করেন।

(إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ) এটাতো কেবল চার মাস দশ দিনই। রাসূল (সাঃ)-এর এ কথার উদ্দেশ্য হলো, 'ইদ্দাত পালন করতে একটু ত্যাগ স্বীকার করা তেমন কিছু নয়। এ কথা বলার পর জাহিলিয়্যাতের যুগে তাদের 'ইদ্দাত পালনের কষ্টের বিবরণ দেন। মূর্খতার যুগে দীর্ঘ এক বছর অনেক কষ্ট করে যে 'ইদ্দাত পালন করা হত ইসলাম সে ধরনের কঠিন কোনো হুকুম দেয়নি। জাহিলী যুগের 'ইদ্দাত পালনের তুলনায় ইসলামের 'ইদ্দাত পালন একেবারেই সহজ। তাই এই সহজ হুকুমটি পালন করতে তোমাদের একটু ত্যাগ করতে হবে।

---

[৫৭১] **সহীহ :** বুখারী ৫৩৩৬, মুসলিম ১৪৮৮, আবূ দাউদ ২২৯৯, তিরমিযী ১১৯৭, নাসায়ী ৩৫৩৩।

হাদীস থেকে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, জাহিলী যুগের এক বছরের 'ইদ্দাত পালনের প্রথা কুরআনের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

(تَرْمِيْ بِالْبَعْرَةِ عَلٰى رَأْسِ الْحَوْلِ) "বছরের মাথায় গোবর নিক্ষেপ করত"। হাদীসের এ অংশে জাহিলী যুগের অনর্থক নিজেকে কষ্ট দেয়ার কুসংস্কারের বিবরণ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এক বছর 'ইদ্দাত পালন করার পর 'ইদ্দাত শেষে তারা ঘর থেকে বের হয়ে গোবর নিক্ষেপ করে 'ইদ্দাতের সমাপ্তি ঘটাত। কোনো কোনো 'আলিম বলেন, গোবর নিক্ষেপ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, 'ইদ্দাত শেষ করা। অর্থাৎ এক বছর অযথা নোংরা কষ্টের পর 'ইদ্দাত থেকে বের হয়ে পৃথক হত যেমন গোবর শরীর থেকে বের হয়ে পৃথক হয়। কেউ কেউ বলেন, এখানে ইঙ্গিত হলো, জাহিলী যুগে 'ইদ্দাত পালনকালে নারী যে কাজ করেছে, এক বছর 'ইদ্দাত পালনের যে ধৈর্য ধরেছে, সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাপড় পরিধান করেছে এবং একেবারে ছোট ঘর আঁকড়ে থেকেছে, স্বামীর অধিকার হিসেবে এমন 'ইদ্দাত পালন করা অত্যন্ত তুচ্ছ বিষয় যেমন কেউ গোবর নিক্ষেপ করল।

(শারহু মুসলিম ৯ম খণ্ড, হাঃ ১৪৮৮)

٣٣٣٠-[٧] وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ وَزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلٰى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৩৩০-[৭] উম্মু হাবীবাহ্ ও যায়নাব বিনতু জাহ্শ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে মু'মিনাহ্ আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের ওপর ঈমান আনে, তার পক্ষে কোনো মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করা বৈধ নয়। অবশ্য কোনো রমণীর স্বামীর মৃত্যুতে ৪ মাস ১০ দিনের জন্য শোক প্রকাশ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৭২]

ব্যাখ্যা : বর্ণিত হাদীসটিও এ কথার উপর দলীল যে, স্বামীর মৃত্যতে 'ইদ্দাত পালনকারী নারী শোক পালন করবে। 'ইদ্দাতের মেয়াদ ও শোকের মেয়াদ একই। চার মাস দশ দিন যেমন 'ইদ্দাত পালন করবে তেমনিভাবে চার মাস দশ দিন সাজ-সজ্জা থেকে বিরত থেকে শোক পালন করবে। আর স্বামী মৃত্যুতে 'ইদ্দাত পালনকারী নারী ছাড়া অন্য কারো জন্য তিন দিনের বেশি শোক পালন জায়িয নয়। কারো মৃত্যুতে দুঃখী হয়ে একজন সর্বোচ্চ তিনদিন এই নিয়্যাতে সাজ-সজ্জা থেকে বিরত থাকতে পারে। শোকের নিয়্যাতে এর বেশি থাকলে গুনাহগার হবে।

শোক পালন উদ্দেশ্য ছাড়া মৃতের দুঃখ কাটতে অধিক সময় গেলে তা এই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়।

٣٣٣١-[٨] وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلٰى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَزَادَ أَبُوْ دَاوُدَ: «وَلَا تَخْتَضِبُ».

৩৩৩১-[৮] উম্মু 'আত্বিয়্যাহ্ (নুসায়বাহ্) (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কোনো রমণী যেন মৃতের জন্য তিনদিনের অধিক শোক পালন না করে, অবশ্য স্বামীর মৃত্যুতে ৪ মাস ১০

[৫৭২] **সহীহ :** বুখারী ৫৩৩৪-৩৫, মুসলিম ১৪৮৬, আবূ দাউদ ২২৯৯, নাসায়ী ৩৫২৭, আহমাদ ২৬৭৫৪, সহীহ আত্ তারগীব ৩৫৩৭।

দিন ব্যতীত। এছাড়া সে যেন রং করা সুতার কাপড় ছাড়া কোনো রঙিন কাপড় না পরে, সুরমা না লাগায় ও সুগন্ধি ব্যবহার না করে। অবশ্য ঋতুস্রাব হতে পাক হওয়ার সময় (শরীরের দুর্গন্ধ দূরীকরণে) 'কুস্‌ত্ব' ও 'আয্‌ফার' জাতীয় কাঠের সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৭৩]

আবূ দাউদ-এর বর্ণনায় আছে, মেহেদিও না লাগায়।

ব্যাখ্যা : (لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلٰى مَيِّتٍ) অর্থাৎ আত্মীয় বা অনাত্মীয় কেউ মারা গেলে মহিলার জন্য তিন দিনের অতিরিক্ত শোক পালন করা জায়িয নয়। কেবল স্বামীর ক্ষেত্রে চার মাস দশ দিন শোক পালন করতে পারবে। এমনকি এই শোক পালন করা জরুরী।

এখানে আমাদেরকে দু'টি বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার। **এক :** স্বামী ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ তিন দিন শোক পালন জায়িয। জরুরী বা ওয়াজিব নয়। তিন দিনের বেশি পালন করলে না-জায়িয হবে। **দুই :** স্বামীর ক্ষেত্রে চার মাস দশ দিন শোক পালন করা কেবল জায়িয নয় বরং ওয়াজিব বা অপরিহার্য। স্বামীর ক্ষেত্রে শোক পালনে শৈথিল্যপ্রদর্শন করলে স্ত্রী গুনাহগার হবে। স্বামীর বেলায় শোক পালনের বিষয়টি বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

আরেকটি বিষয় হলো, চার মাস দশ দিনের শোক পালনের কথা অধিকাংশ নারীর দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। নতুবা মহিলা যদি গর্ভবতী হয় তবে তার 'ইদ্দাত যেমন বাচ্চা প্রসব তেমনি তার শোক পালনের মেয়াদও বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত। স্বামীর মৃত্যুর পর বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত মহিলা শোক পালন করবে। চার মাস দশ দিনের পূর্বেই যদি বাচ্চা প্রসব হয়ে যায় তবে শোক পালনের জন্য মহিলাকে চার মাস দশ দিন পূর্ণ করতে হবে না। মোটকথা, গর্ভপাত পর্যন্ত সময় চার মাস দশ দিনের কম হোক বা বেশি হোক গর্ভবতী মহিলার জন্য এ সময়টুকু শোক পালন করতে হবে। তবে কোনো কোনো 'আলিম বলেন, গর্ভবতী মহিলা চার মাস দশ দিন পার করে ফেললে প্রসব না হলেও তাকে শোক পালন করতে হবে না। অর্থাৎ তাদের মতে শোক পালনের মেয়াদ সবার ক্ষেত্রে চার মাস দশ দিন।

'আলিমগণ বলেন, স্বামী মারা গেলে 'ইদ্দাত পালনের সাথে সাথে শোক পালন করতে হয়, কিন্তু তৃলাকৃপ্রাপ্তা নারীকে কেবল 'ইদ্দাত পালন করতে হয়, 'ইদ্দাতের সাথে শোক পালন করতে হয় না, এর রহস্য হলো; সাজ-সজ্জা এবং সুগন্ধি বিবাহের দিকে আকৃষ্ট করে, তাই এ থেকে বাধা দেয়া হয়েছে। যাতে এই বিরত থাকাটা মহিলাকে বিবাহ থেকে বারণ করে; কেননা মারা যাওয়া স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে বারণ সম্ভব নয়। তাই বিরত থাকাটা স্বামীর পক্ষ হয়ে বারণ করার ন্যায়। অপরদিকে তৃলাকৃপ্রাপ্তা নারীর স্বামী জীবিত থাকায় 'ইদ্দাতের পূর্বে বিবাহতে বিবাহকারী তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে। তাই অন্য কোনো বাধার প্রয়োজন নেই। আর চার মাস দশ দিনের রহস্য হলো, চার মাস পূর্ণ হলে সন্তানের আত্মা আসে, এর সাথে আরো দশ দিন সতর্কতাবশত। (শার্‌হু মুসলিম ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২২৯৯)

(وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ) অর্থাৎ রঙিন কাপড় পরবে না তবে 'আস্‌বের' কাপড় পরতে পারে। 'আস্‌বে'র কাপড় বলতে ইবনুল কৃইয়্যিম ও ইবনু কুদামার মতে, 'আস্‌ব' এক ধরনের উদ্ভিদ, যা দিয়ে কাপড় রঙানো। রঙিন কাপড়ের মাঝে 'আস্‌ব' দ্বারা রঙানো কাপড়ের বৈধতা দেয়া হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য রঙ দ্বারা রঙানো কাপড় না জায়িয।

---

[৫৭৩] **সহীহ :** বুখারী ৫৩৪২, মুসলিম ৯৩৮, আবূ দাউদ ২৩০২, নাসায়ী ৩৫৩৪, ইবনু মাজাহ ২০৮৭, ইরওয়া ২০১৪, সহীহ আল জামি' ৭৬৪৯।

ইবনু হাজার-এর বর্ণনা মতে, এটি এক ধরনের নকশাকৃত চাদর। যার সুতা গিরো দিয়ে রঙিন করার পর কাপড়ের বুননের মাধ্যমে এমন নকশা হত যে, যে জায়গাটি গিরো দেয়া হয়েছে তা রঙিন না হয়ে সাদা থাকত। ইবনুল মুনযির বলেন, 'আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, শোক পালনকারিণী নারীর জন্য হলুদ বা রঙিন কাপড় পরিধান করা জায়িয নয়। তবে কালো রঙে রঙিন কাপড় পরা জায়িয। ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম মালিক (রহঃ)-এর অনুমোদন দেন; কেননা কালোকে সজ্জার জন্য পরিধান করা হয় না, বরং তা চিন্তিত সময়ের পোশাক। ('আওনুল মা'বূদ ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২২৯৯)

ইমাম নাবাবী লিখেন : আমাদের ইমামগণ বলেন, যে কাপড় রঙিন, অথচ তা দ্বারা সজ্জা অবলম্বন করা হয় না তা জায়িয। (শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৪৮৮)

সারকথা, 'ইদ্দাত পালনকারী নারীর জন্য সাজ-সজ্জা অবলম্বন জায়িয নয়। তাই অতি সাধারণ পুরাতন রঙিন কাপড় পরলে তা না জায়িয অবৈধ হবে না। আবার ধবধবে সাদা নতুন উন্নতমানের কাপড় যা সাজের ক্ষেত্রে রঙিনকে হার মানায় বলে দেখা যায় তা পরিধান করা বৈধ হবে না। অর্থাৎ মূল বিষয় হচ্ছে সাজ-সজ্জা অবলম্বন থেকে বিরত থাকা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রঙিন কাপড়কেই সাজের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাই হাদীসে রঙিন কাপড়ের কথা বলা হয়েছে। অতএব অতি সাধারণ রঙিন কাপড় যেমন না-জায়িয হবে না, তেমনি অতি উন্নত সাদা কাপড় জায়িয হবে না। আল্লাহ অধিক জানেন।

(قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ) 'কুস্‌তৃ' এবং 'আযফার' দু'টো সুগন্ধির নাম। শোক পালনকারী নারীর জন্য সুগন্ধি ব্যবহারের অনুমোদন না থাকলেও হায়িয থেকে পবিত্র হওয়ার সময় এই সুগন্ধি সামান্য ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। অল্প একটু ব্যবহারের মাধ্যমে শরীর থেকে হায়িযের রক্তের দুর্গন্ধের যে একটি প্রভাব রয়েছে তা দূর করবে। শরীরকে সুগন্ধযুক্ত করার জন্য ব্যবহার করবে না। তাই নাবী ﷺ এই হালকা সুগন্ধি ব্যবহারের অনুমতি দেন।

(وَلَا تَخْتَضِبُ) আর খিযাব লাগাবে না। শোক পালন অবস্থায় না-জায়িয আরেকটি বস্তু হলো মেহেদী ব্যবহার। মেহেদী সজ্জার অন্তর্ভুক্ত একটি জিনিস। তাই রসূল ﷺ মেহেদী দ্বারা নিজের শরীরে রঙ্গ লাগাতে নিষেধ করেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٣٣٢ - [٩] عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ: أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلٰى أَهْلِهَا فِيْ بَنِيْ خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِيْ طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوْا فَقَتَلُوْهُ قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إِلٰى أَهْلِيْ فَإِنَّ زَوْجِيْ لَمْ يَتْرُكْنِيْ فِيْ مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «نَعَمْ». فَانْصَرَفْتُ حَتّٰى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِيْ فَقَالَ: «اُمْكُثِيْ فِيْ بَيْتِكِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ». قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ

৩৩৩২-[৯] যায়নাব বিনতু কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ সা'ঈদ আল খুদ্‌রী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বোন ফুরয়'আহ্ বিনতু মালিক ইবনু সিনান রাযিয়াল্লাহু আনহা আমাকে বলেছেন যে, 'ইদ্দাত পালনকালে তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে নিজের পিতৃবংশীয় খুদরীর লোকজনের নিকট ফিরে যেতে পারেন কিনা জানতে চাইলেন? কেননা, তাঁর স্বামী তার কয়েকজন পলাতক দাসদের সন্ধানে বের হলে তারা তাকে হত্যা করে ফেলে। যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, ফুরয়'আহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পিত্রালয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কারণ, তার স্বামী ঘরে কোনো প্রকার খোরপোষের ব্যবস্থা করে যায়নি। এমতাবস্থায় তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্মতি দিলে ফুরয়'আহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা রওয়ানা হলেন। কিন্তু হুজরা বা মাসজিদ পর্যন্ত তখনও অতিক্রম করেননি, এ সময়ে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পুনরায় ডাক দিয়ে বললেন, তুমি যে ঘরে আছ তথায় 'ইদ্দাত শেষ হওয়া পর্যন্ত থাক। ফুরয়'আহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, অতঃপর আমি উক্ত ঘরেই ৪ মাস ১০ দিন 'ইদ্দাত পালন করলাম।

(মালিক, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, দারিমী)[৫৭৪]

ব্যাখ্যা : (اُمْكُثِيْ فِيْ بَيْتِكِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهٗ) অর্থাৎ 'ইদ্দাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার বাড়িতেই অবস্থান করো।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে তাকে তার পরিবারে চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। পরক্ষণেই আবার বারণ করে তার ঘরেই 'ইদ্দাত শেষ হওয়া পর্যন্ত থাকতে বলেছেন। হতে পারে প্রথম হুকুমটি ইজতিহাদের মাধ্যমে দিয়েছিলেন। সাথে সাথে ওয়াহীর মাধ্যমে তাকে হুকুম জানানো হলে তিনি ফুরয়'আহ্-কে এই হুকুম দেন। অনেকে মনে করেন, প্রথম হুকুমটি পরবর্তী হুকুমের মাধ্যমে রহিত হয়েছে।

'আল্লামাহ্ শাওকানী নায়লুল আওত্বারে লিখেন, ফুরায়'আহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর হাদীসটি এই মাসআলার উপর দলীল যে, স্বামী মারা গেছে এমন মহিলা 'ইদ্দাত ঐ বাড়িতে পালন করবে যে বাড়িতে থাকাবস্থায় তার কাছে স্বামীর মৃত্যুর খবর এসেছে। এই বাড়ি থেকে বের হয়ে অন্য কোথায় যাবে না। সহাবা, তাবি'ঈন এবং তাদের পরবর্তী এক দল এই মত পোষণ করেন। 'আল্লামাহ্ 'আবদুর রায্‌যাক্ব, 'উমার, 'উসমান, ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুম থেকে এই মতের বর্ণনা নিয়ে আসেন। সা'ঈদ ইবনু মানসূর ইবনু মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর অধিকাংশ ছাত্র থেকে এবং ক্বাসিম ইবনু মুহাম্মদ, সালিম বিন 'আবদুল্লাহ, সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব এবং আতা থেকে এই মতের বর্ণনা করেন এবং হাম্মাদ ইবনু সীরীন থেকে এই মতের বর্ণনা করেন। আর এই মতই পোষণ করেন ইমাম মালিক, আবূ হানীফাহ্, শাফি'ঈ ও তাদের ছাত্ররা এবং আওযা'ঈ, ইসহাক্ব, আবূ 'উবায়দ। শাওকানী বলেন, যিনি এই মতের বিপরীত মত পোষণ করেন তাদের দলীল ফুরয়'আহ্-এর হাদীসের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো নয়। অতএব এ হাদীসের উপর 'আমাল নির্ধারিত।

('আওনুল মা'বূদ ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২২৯৭)

٣٣٣٣ - [١٠] وَعَنْ أُمِّ سلمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَبُوْ سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَيَّ صَبِرًا فَقَالَ: «مَا هٰذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟». قُلْتُ: إِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ لَيْسَ فِيْهِ طِيْبٌ فَقَالَ: «إِنَّهٗ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيْهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ وَتَنْزِعِيْهِ بِالنَّهَارِ وَلَا تَمْتَشِطِيْ بِالطِّيْبِ وَلَا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهٗ خِضَابٌ». قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ؟ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: «بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِيْنَ بِهٖ رَأْسَكِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ

[৫৭৪] সহীহ : আবূ দাঊদ ২৩০০, তিরমিযী ১২০৪, নাসায়ী ৩৫৩২, ইবনু মাজাহ ২০৩১, দারিমী ২৩৩৩, মালিক ১২৯০, ইরওয়া ২১৩১।

৩৩৩৩-[১০] উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার স্বামী আবূ সালামার মৃত্যুর পরে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমার নিকটে (সান্ত্বনা দিতে) এসে দেখলেন যে, আমি মুখে 'সাবির' মেখেছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, হে উম্মু সালামাহ্! এটা কী (মেখেছ)? আমি বললাম, এটা 'সাবির' যার সুগন্ধি নেই। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এটা মুখকে উজ্জ্বল করে, তাই তুমি রাতে ব্যবহার কর, দিনে মুছে ফেল। আর সুগন্ধি ও মেহেদী মেখে চুল পরিপাটি করো না। কেননা মেহেদী হলো খিযাব (রং)। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তবে কী দিয়ে চুল আঁচড়াব, হে আল্লাহর রসূল? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, বরই পাতা দিয়ে তোমার মাথায় প্রলেপ দাও। (আবূ দাঊদ, নাসায়ী)[৫৭৫]

ব্যাখ্যা : (وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَيَّ صَبِرًا) অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমার কাছে প্রবেশ করলেন যখন আমি আমার চেহারায় 'সাবির' লাগিয়ে ছিলাম। صَبِرٌ বা صَبْرٌ শব্দটির অর্থ হলো : ঔষধরূপে ব্যবহৃত তিক্ত উদ্ভিদ বিশেষ। এই উদ্ভিদের রস যা ওষুধ হিসেবে ব্যবহার হয় তাকেও 'صَبِر' বলা হয়। এটা মূলত সজ্জার বস্তু নয় বরং ওষুধী বস্তু। তথাপি রসূল এটাকে বারণ করলেন এবং তার কারণ বলে দিলেন। অর্থাৎ এটা মূলত ঔষধ হলেও তা চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার কারণে সজ্জা অবলম্বনের সাথে সাদৃশ্য রাখে। তাই কেউ তা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করতেই পারে। তাই ঔষধ হিসেবে যদি ব্যবহার করতেই হয় তবে রাত্রি বেলায় ব্যবহার করার নির্দেশ দিলেন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)। রাতে লাগালে আবার দিনের বেলায় তা তুলে ফেলার নির্দেশ দেন। এ থেকে শোকাবস্থায় সজ্জা জাতীয় কোনো কিছু ব্যবহারের ব্যাপারে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কঠোরতা অবশ্যই উপলব্ধি করা যায়। হাদীসে 'সাবির' এর সাথে আরো দু'টি জিনিস নিষেধ করা হয়েছে। **এক :** সুগন্ধি দ্বারা চিরুনী করা। অর্থাৎ সুগন্ধি জাতীয় তেল মাথায় ব্যবহার করে মাথার পরিপাটি করা। **দুই :** মেহেদী ব্যবহার। উভয়টাই সজ্জা। তাই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) শোকাবস্থায় মেহেদী ও সুগন্ধি তেল মাথায় ব্যবহার নিষেধ করেন। তেল অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাথার চুল পরিপাটির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। তাই সুগন্ধি দিয়ে মাথা চিরুনীর কথা বলা হয়েছে। তার মানে এই নয় যে, মাথা ছাড়া অন্যস্থানে সুগন্ধি তেল ব্যবহার করা যাবে। বরং সুগন্ধি জাতীয় যে কোনো কিছু শরীরের যে কোনো অঙ্গে ব্যবহার নিষেধ। কেননা মূল হলে সজ্জা থেকে বিরত থাকা। তবে সুগন্ধি ছাড়া সাধারণ তেল শরীরে যেমন ব্যবহার করা যাবে তেমনি মাথায়ও ব্যবহার করা যাবে। হাদীসের শব্দ 'সুগন্ধি দিয়ে চিরুনী করো না' এ থেকে সুগন্ধিবিহীন তেলের ব্যবহারের অনুমোদন বুঝা যায়। সুগন্ধিযুক্ত তেল ব্যবহার নিষেধের বেলায় 'আলিমদের কোনো মতানৈক্য নেই। কিন্তু সুগন্ধি নেই এমন তেল ব্যবহার জায়িযের অনুমোদন হাদীস থেকে বুঝা গেলেও কেউ কেউ এতে দ্বিমত পোষণ করেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٣٣٤ - [١١] وَعَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اَلْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلِيَّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৩৩৩৪-[১১] উক্ত রাবী (উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে রমণীর স্বামী মারা গেছে, সে ('ইদ্দাতকালে লাল বা) হলুদ রংয়ের কাপড় এবং গেরুয়া রঙের কাপড় পরবে না, অলঙ্কার পরবে না, চুলে বা হাতে মেহেদী লাগাবে না এবং চোখে সুরমা লাগাবে না। (আবূ দাঊদ, নাসায়ী)[৫৭৬]

---

[৫৭৫] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ২৩০৫, নাসায়ী ৩৫৩৭। কারণ হাদীসের রাবী উম্মু হাকিম সম্পর্কে কোনো ব্যাপারে জানা যায় না যে, উনি কে? আর মুগীরাহ্ বিন যহ্‌হাক মাসতূর রাবী।

[৫৭৬] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ২৩০৪, নাসায়ী ৩৫৩৫, আহমাদ ২৬৫৮১, সহীহ আল জামি' ৬৬৭৭।

ব্যাখ্যা : শোক পালনকারিণী নারীর জন্য সাধারণভাবে রঙিন কাপড় এবং সজ্জা অবলম্বন নিষেধের সাথে সাথে কিছু রঙের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে। বর্ণিত হাদীসে বিশেষ রঙের যে কাপড় নিষেধ করা হয়েছে তার মাঝে একটি মু'আস্ফার অর্থাৎ 'উসফুর' দ্বারা রঙিন করা কাপড়। উসফুর রঞ্জক উদ্ভিদ বিশেষ। যা থেকে হল্দে রঞ্জক বের করা হয় এবং এর দ্বার রঞ্জিত কাপড় টকটকে হল্দে হয়। অতিরিক্ত সজ্জার ক্ষেত্রে হলুদ রঙের প্রচলন বেশি থাকায় হয়ত রসূল বিশেষভাবে এটার উল্লেখ করেন।

বিশেষভাবে উল্লেখিত আরেকটি রঙ হলো, 'মুমাশ্শাক্বাহ' অর্থাৎ মিশ্ক দ্বারা রঞ্জক। মিশক হচ্ছে লাল মাটি যা লাল রঞ্জক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সে সময়কার বিশেষ প্রচলন হিসেবে হয়ত বিশেষভাবে এগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। সাজ-সজ্জার জন্য অলঙ্কারের ব্যবহার অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। বর্ণিত হাদীসে রসূল ﷺ অলঙ্কারের কথা পৃথক উল্লেখ করে তা নিষেধ করেন। এর খিযাব অর্থাৎ চুলে রঙ ব্যবহার এবং সুরমা নিষেধ করেন। ইতোপূর্বে আমরা বিভিন্ন হাদীসে এর নিষেধাজ্ঞা দেখেছি। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٣٣٥-[١٢] عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ الْأَحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ: إِنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا لَا يرِثُها وَلَا ترِثُهُ. رَوَاهُ مَالِكٌ

৩৩৩৫-[১২] সুলায়মান ইবনু ইয়াসার (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহ্ওয়াস (রহঃ) যখন শামে (সিরিয়ায়) মৃত্যুবরণ করেন, তখন তার ত্বলাক্বপ্রাপ্তা স্ত্রীর ('ইদ্দাত পালনকালে) তৃতীয় ঋতুস্রাব শুরু হয়। এতদসম্পর্কে মাস্আলাহ্ জানার জন্য মু'আবিয়াহ্ ইবনু আবূ সুফ্ইয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু যায়দ ইবনু সাবিত আল আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট পত্র লেখেন। যায়দ ইবনু সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু মু'আবিয়াকে পত্রযোগে জানালেন যে, (ত্বলাক্বপ্রাপ্তা) স্ত্রীর যখন তৃতীয় ঋতুস্রাব শুরু হয়েছে, তখনই সে স্বামী হতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে গেল এবং স্বামীও তার হতে উত্তরাধিকার পাবে না, সেও স্বামীর উত্তরাধিকার হবে না। (মালিক)[৫৭৭]

ব্যাখ্যা : (هَلَكَ بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا) অর্থাৎ আহওয়াস তার স্ত্রীকে মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে ত্বলাক্ব দেন এবং স্ত্রী সেই ত্বলাক্বে 'ইদ্দাত পালনের সময় তৃতীয় হায়িযে পৌঁছলে আহওয়াস মারা যান।

(يَسْأَلُهُ عَنْ ذٰلِكَ) ঐ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে। অর্থাৎ এমতাবস্থায় আহওয়াস-এর স্ত্রী উত্তরাধিকার সূত্রে স্বামীর সম্পদের নির্ধারিত অংশ পাবে কিনা– এই মাসআলাহ্ সম্পর্কে জানতে যায়দ বিন সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে চিঠি দেন।

---

[৫৭৭] **সহীহ :** মালিক ১২৫৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫৩৮৫, মুসনাদুশ্ শাফি'ঈ ১৯৪।

(إِنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا لَا يرِثُهَا وَلَا ترِثُهُ) অর্থাৎ সে যখন তৃতীয় হায়িযে প্রবেশ করেছে তখন তার 'ইদ্দাত শেষ হয়ে তারা একে অপরের কাছ থেকে পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তাই এমতাবস্থায় স্বামী বা স্ত্রী কেউ কারো ওয়ারিস হবে না।

এই হাদীস থেকে হায়িয হয় এমন নারীর 'ইদ্দাত হায়িয দ্বারা পালিত হবে নাকি পবিত্রতা দ্বারা পালিত হবে, এই মাসআলাটি বের হয়। হায়িয হয় এমন নারীর 'ইদ্দাতের ক্ষেত্রে কুরআনে তিন 'কুরূ' অপেক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- "আর তৃলাক্বপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়িয (কুরূ) পর্যন্ত।" (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২২৮)

'কুরূ' শব্দটি হায়িয এবং পবিত্রতা উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ থেকে ইমামদের মাঝে ঋতুবতী নারীর 'ইদ্দাত পালন হায়িয দ্বারা হবে নাকি পবিত্রতা দ্বারা হবে- এ নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) পবিত্রতা দ্বারা হবে। অর্থাৎ একজন নারী তৃলাক্বপ্রাপ্তা হওয়ার পর তিনটি পবিত্রতা অতিক্রম করলে 'ইদ্দাত শেষ হয়ে যাবে। অপরদিকে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতে তিন হায়িয অতিক্রম হলে 'ইদ্দাত শেষ হবে।

বর্ণিত হাদীসে তৃতীয় হায়িয প্রবেশের সাথে সাথে 'ইদ্দাত শেষ হয়ে বিবাহ সংক্রান্ত সবকিছু পূর্ণ বিচ্ছেদের হুকুম দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তিনবার পবিত্রতা অতিক্রম করাকে 'ইদ্দাত ধরা হয়েছে। তাই হাদীসটি ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর পক্ষে দলীল। 'ইদ্দাত তিন হায়িয হলে বর্ণিত হায়িয শেষ হওয়ার পর বিবাহ বিচ্ছেদের কথা। তবে হাদীসটি মাওকূফ এবং একজন সহাবীর ফাতাওয়া। বিভিন্ন সহাবী থেকে এর বিপরীত ফাতাওয়া পাওয়া যায়। তাই আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতের বিরুদ্ধে হাদীসটি অকাট্য দলীলরূপে গ্রহণযোগ্য নয় বলে হানাফী 'আলিমগণ মনে করেন।

মাসআলাহ্ : বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকাবস্থায় স্বামী বা স্ত্রীর কোনো একজন মারা গেলে অপরজন যেমন ওয়ারিস সূত্রে প্রাপ্ত নির্ধারিত অংশের মালিক হোন তেমনিভাবে তৃলাক্বপ্রাপ্তা নারী 'ইদ্দাত পালনকালে স্বামী বা স্ত্রীর কোনো একজন মারা গেলে অপরজন ওয়ারিস সূত্রে সম্পদের নির্ধারিত অংশের মালিক হোন। কিন্তু 'ইদ্দাত পার করার পর তাদের কারো মৃত্যু হলে কেউ কারো ওয়ারিস হবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٣٣٦ ـ [١٣] وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رُفِعَتْهَا حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهرٍ فَإِنْ بَانَ لَهَا حَمْلٌ فَذٰلِكَ وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ الْأَشْهرِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَلَّتْ. رَوَاهُ مَالِكٌ

৩৩৩৬-[১৩] সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, তৃলাক্বপ্রাপ্তা রমণীর এক বা দুই ঋতুস্রাবের পরে যদি স্রাব বন্ধ হয়ে যায়, তবে তার 'ইদ্দাত প্রসবান্তে অপেক্ষা করবে, অন্যথায় নয় মাস পরে আরও তিন মাস 'ইদ্দাত পালন করবে। অতঃপর তার 'ইদ্দাত শেষ হবে। (মালিক)[৫৭৮]

ব্যাখ্যা : 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব (রাঃ)-এর বর্ণিত আসারে তৃলাক্বপ্রাপ্তা নারীর 'ইদ্দাতের একটি রূপ তুলে ধরা হয়েছে। মূলত 'ইদ্দাত পালনের ক্ষেত্রে নারীভেদে বিভিন্ন রূপ রয়েছে। যেমন হায়িয হয় এমন নারী

---

[৫৭৮] **সহীহ :** মালিক ১২৭০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫৪১২, মুসনাদুশ্ শাফি'ঈ ১৯০।

গর্ভবতী না হলে তিন হায়িয বা তিন পবিত্রতা পার করার মাধ্যমে 'ইদ্দাত পালন করবে। গর্ভবতী হলে প্রসবের মাধ্যমে 'ইদ্দাত শেষ হবে। আর যে নারীর হায়িয হয় না সে তিন মাস অতিক্রম করার মাধ্যমে 'ইদ্দাত পালন করবে। তুলাক্বপ্রাপ্তা নারীর এই তিনটি হুকুম কুরআনুল মাজীদে বর্ণিত। বর্ণিত হাদীস বা আসারে ভিন্ন একটি রূপ তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ কোনো মেয়ে তুলাক্বপ্রাপ্তা হওয়ার পর মেয়েটি ঋতুবতী হওয়ার কারণে মাসিক ঋতু অতিক্রমের মাধ্যমে 'ইদ্দাত পালন শুরু করলো, এক বা দুই হায়িয অতিক্রম করার পর মেয়েটির হায়িয বন্ধ হয়ে গেলো, হায়িয বন্ধ হওয়ার কারণে মেয়েটি গর্ভবতী কিনা, এই সন্দেহ আসার কারণে নয় মাস অপেক্ষা করবে, নয় মাস পর যদি গর্ভের কোনো লক্ষণ না দেখা দেয় তখন নিশ্চিত হলো যে, মেয়েটির গর্ভবতী হওয়ার কারণে হায়িয বন্ধ হয়নি, তাই তখন থেকে সে হায়িয হয় না এমন নারীর 'ইদ্দাত অর্থাৎ তিন মাস 'ইদ্দাত পালন করবে। এই মাসআলার ক্ষেত্রে 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর মতো ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এরও এই মত। (আল মুন্‌তাক্বা ৫ম খণ্ড, হাঃ ১১৯৮)

(١٦) بَابُ الْاِسْتِبْرَاءِ

অধ্যায়-১৬ : জরায়ু মুক্তকরণ বা পবিত্রকরণ

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٣٣٧-[١] عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقَالُوا: أَمَةٌ لِفُلَانٍ قَالَ: «أَيُلِمُّ بِهَا؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৩৩৭-[১] আবুদ্ দারদা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আসন্ন প্রসবা জনৈকা রমণীর নিকট দিয়ে গমনকালে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন, সে কে? উপস্থিত লোকজন বলল, অমুকের দাসী। উক্ত ব্যক্তি কী (এ অবস্থায়) তার সাথে সহবাস করে থাকে? তারা বলল, হ্যাঁ। এতে (ক্রোধান্বিত হয়ে) তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমার তাকে এমনভাবে অভিশাপ দিতে ইচ্ছা করছে যে, এ অভিসম্পাত যেন তার সাথে কুব্‌র পর্যন্ত পৌঁছে, যাতে ইহকাল-পরকাল বরবাদ হয়। কিরূপে সে তার থেকে বাঁদির ন্যায় খিদমাত গ্রহণ করছে, অথচ তার জন্য তা নাজায়িয। প্রকৃতপক্ষে সে কিরূপে অপরের সন্তানকে নিজের ওয়ারিস করবে, অথচ তার জন্য তা নাজায়িয। (মুসলিম)[৫৭৯]

ব্যাখ্যা : (مُجِحٍّ) শব্দের অর্থ হলো ঐ মহিলা যার গর্ভ নিকটবর্তী হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, সে দাসী নাকি স্বাধীনা নারী। যখন সহাবীরা বললেন, সে অমুকের দাসী, তখন জিজ্ঞেস করলেন, সে কি তার সাথে সহবাস করে? তারা বললেন, হ্যাঁ। রসূল (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমার ইচ্ছা হয় যে, তাকে এমন অভিশাপ দিবো যা নিয়ে সে কুব্‌রে প্রবেশ করবে।

---

[৫৭৯] **সহীহ :** মুসলিম ১৪৪১, আহমাদ ২১৭০৩, শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৩৯৫।

হাদীস থেকে যে মাস্‌আলাটি বের হয় তা হলো, স্বাধীনা নারীর ত্বলাক্বের পর যেমন 'ইদ্দাত পালন করা জরুরী তেমনি দাসী নারীর মালিকানা পরিবর্তনের সময় পরবর্তী মালিক তাকে ব্যবহার করার জন্য তার গর্ভাশয় মুক্ত করা জরুরী। গর্ভবতী নারীর 'ইদ্দাত যেমন গর্ভপাত তেমনি স্বাধীনা নারী গর্ভবতী হলে তার এই গর্ভ প্রসবের পরই অন্যের জন্য হালাল হবে। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিশ্চয় জানা ছিল যে, বর্ণিত ব্যক্তি উক্ত দাসীর মালিক গর্ভাবস্থায় হয়েছে। তাই গর্ভের বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত তার সাথে স্ত্রীসুলভ আচরণ জায়িয ছিল না। তাই এই হারাম কাজ দেখে নাবী ﷺ রাগ করে অভিশাপ দেয়ার ইচ্ছা করেন।

(لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ) আমার ইচ্ছা হয় যেন অভিশাপ দেই। এতে প্রমাণ হয় না যে, তিনি অভিশাপ দিয়েছেন। কারণ নাবী ﷺ তার উম্মাতকে অভিশাপ দেন না। তবে সে কাজ করেছে তা অভিশাপ পাওয়ার যোগ্য হওয়ায় রসূল ﷺ এ কথা বলেন।

(أَمْ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟) অর্থাৎ এই বাচ্চাকে ওয়ারিস বানানো তার জন্য হালাল নয়। এমতাবস্থায় সে কেমনে এই বাচ্চাকে ওয়ারিস বানাবে? কেননা বাচ্চাটি যদি ছয় মাসের মাথায় প্রসব হয় তখন জানা যাবে না যে, এটা তার সন্তান নাকি তার পূর্বে যার সাথে এই দাসীর মিলন হয়েছে তার সন্তান। তার বলে নিশ্চিত না হলে এই বাচ্চা ওয়ারিস হবে না, কেননা এতে তার কারণে অন্য ওয়ারিসদের মীরাসে কমতি পড়বে। নিশ্চিত না হয়ে অন্যের মীরাসে কমতি করার কোনো সুযোগ নেই। এছাড়া সে দাস হিসেবে অন্যরা তার মালিক হয়ে তার সাথে দাসের আচরণের ব্যাপারটি ধুম্রজালে পড়ে যাবে। বাস্তবে তার সন্তান না হলে তার ওয়ারিসরা একে গোলাম হিসেবে তাদের মালিকানায় নিতে পারছে না। কেননা এখানে কোনো কিছুই স্পষ্ট নয়। তাই অবস্থা স্পষ্ট হওয়ার জন্য দাসী নারীর সাথে সহবাস করতে তার 'ইসতিবরায়ি রেহেম' বা গর্ভাশয় পাক হওয়া জরুরী। (শারহু মুসলিম ৯/১০ খণ্ড, হাঃ ১৪৪১)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٣٣٨-[٢] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتّٰى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتّٰى تَحِيضَ حَيْضَةً». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

৩৩৩৮-[২] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাঃ নাবী ﷺ-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) বলেন : আওত্বাস যুদ্ধেলব্ধ বন্দীনীদের ব্যাপারে ঘোষণা করেন, গর্ভবতীর সাথে সন্তান প্রসব না পর্যন্ত এবং ঋতুবতীর সাথে ঋতুস্রাব শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ যেন সহবাস না করে।(আহমাদ, আবূ দাউদ, দারিমী)[৫৮০]

ব্যাখ্যা : হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, গর্ভবতী দাসী অন্যের জন্য বৈধ হতে তার গর্ভ প্রসব হওয়া জরুরী। এই হাদীসের পূর্ববতী হাদীসেও আমরা বিষয়টি জেনে এসেছি। তবে দাসী যদি গর্ভবতী না হয় তবে সে অন্যের জন্য বৈধ হতে একটি হায়িয বা ঋতুস্রাব অতিক্রম করবে। এ ক্ষেত্রে স্বাধীনা নারীর 'ইদ্দাতের সাথে বেশকম হলো, স্বাধীনা নারী গর্ভবতী না হলে 'ইদ্দাত তিন হায়িয। আর দাসী নারীর গর্ভাশয় মুক্ত কিনা এক হায়িয দিয়ে দেখাই যথেষ্ট। মূলত একবার হায়িয না হলেই নারী গর্ভবতী নয়– এ কথা স্পষ্ট

[৫৮০] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২১৫৭, আহমাদ ১১২২৮, দারিমী ২৩৪১, ইরওয়া ১৮৭, সহীহ আল জামি' ৭৪৭৯।

হয়ে যায়। কিন্তু শারী'আত চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বনের কারণে স্বাধীনা নারীর ক্ষেত্রে তিন হায়িয 'ইদ্দাত পালনের নির্দেশ দিয়েছে।

গর্ভবতী নয় এমন দাসীর ইসতিব্‌রা বা গর্ভাশয়মুক্ত এক হায়িয দিয়ে দেখার বিষয়টি হাদীসে স্পষ্ট। তাই এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। তবে দাসী নারী যদি এমন হয় যার হায়িয হয় না, তার ক্ষেত্রে 'উলামাদের দু'টি মত পাওয়া যায়। একমতে একমাস অপেক্ষা করে ইসতিব্‌রা করবে। আরেক মতে তিন মাস। প্রথম মতটিই অধিকাংশ 'আলিমদের মত। কেননা গর্ভবতী নয় আবার হায়িয হয় না এমন নারী স্বাধীনা হলে তিন মাস 'ইদ্দাত পালন করতে হয়।

শারী'আত একেকটি হায়িযকে একেক মাসের স্থলে রেখেছে। অতএব হায়িযপ্রাপ্তা দাসীকে যখন এক হায়িয দিয়ে ইসতিব্‌রা করতে হয় তখন যার হায়িয হয় না সে একমাস দিয়ে ইসতিব্‌রা করবে।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٣٣٩ -[٣] وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْم حُنَيْنٍ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ أَنْ يَسْقِيْ مَاء زَرْعَ غَيْرِهٖ» يَعْنِىْ إِتْيَانَ الْحُبَالٰى «وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتّٰى يَسْتَبْرِئَهَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ أَنْ يَّبِيْعَ مَغْنَمًا حَتّٰى يُقَسَّمَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوٗدَ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ إِلٰى قَوْلِهٖ «زَرْعَ غَيْرِهٖ».

৩৩৩৯-[৩] রুওয়াইফা' ইবনু সাবিত আল আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়ন যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের উপর ঈমান রাখে, তার পক্ষে অপরের শস্যক্ষেত্রে নিজের পানি সিঞ্চন করা বৈধ নয়। তিনি (রুওয়াইফা' (রাঃ)) বলেন, অন্যের ক্ষেতে পানি সিঞ্চন দ্বারা গর্ভবতীর সাথে সহবাস করাই বুঝিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের উপরে ঈমান রাখে, তার পক্ষে যুদ্ধবন্দীনী রমণীর সাথে সহবাস করা জায়িয নয় (তথা জরায়ুমুক্ত বা পবিত্রকরণ ছাড়া)। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে, তার পক্ষে বণ্টনের পূর্বে গনীমাতের মাল বিক্রি করা জায়িয নয়। (আবূ দাঊদ)[৫৮১]

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) শুধুমাত্র 'অপরের শস্যক্ষেত্রে নিজের পানি সিঞ্চন করা' পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : হাদীসে তিনটি জিনিসকে অবৈধ করা হয়েছে। প্রত্যেকবারই রসূল বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তার জন্য বৈধ নয়...। এভাবে বলে এই বিষয়গুলোর অবৈধ হওয়ার দৃঢ়তা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যার ঈমান আছে তার জন্য এই তিন কাজের কোনোটিই শোভা পায় না। প্রথমতঃ রসূল ﷺ তাঁর এই হাদীসে যে বিষয়টি হারাম করেন তা হলো, অন্যের গর্ভবতী নারীর সাথে সহবাস না করা। রসূল ﷺ হাদীসে ইঙ্গিতমূলক শব্দ ব্যবহার করে বলেছেন, (أَنْ يَسْقِيْ مَاء زَرْعَ غَيْرِهٖ) অর্থাৎ বৈধ নয় যে, সে অন্যের ক্ষেতের স্থানে কোনো পানি দিবে। পানি দ্বারা বীর্য এবং ক্ষেতের জায়গা দ্বারা নারীর গর্ভাশয় বুঝানো হয়েছে। কুরআনেও আল্লাহ তা'আলা নারীকে ক্ষেতের সাথে তুলনা করেন। মহান আল্লাহ বলেন, "তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র।" (সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ ২ : ২২৩)

---

[৫৮১] হাসান : আবূ দাউদ ২১৫৮, তিরমিযী ১১৩১।

শস্যক্ষেত্র থেকে আমরা যেমন ফসল পাই তেমনি একজন নারী থেকে সন্তানের মতো উত্তম ফসল পাওয়া যায়। তাই নারীকে শস্য ক্ষেতের সাথে সাদৃশ্য দেয়া একেবারে স্পষ্ট।

দ্বিতীয়তঃ হাদীসে রসূল ﷺ যে বিষয়টি হারাম করেন তা হলো দাসী নারীর গর্ভাশয় ইসতিব্‌রা না করেই তার সাথে সহবাস করা। যার আলোচনা ইতোপূর্বের দুই হাদীসে আমরা দেখেছি।

তৃতীয়তঃ যে বিষয়টি হাদীসে হারাম করা হয়েছে তা হলো গনীমাতের সম্পদ মুজাহিদদের মাঝে বণ্টনের পূর্বেই বিক্রি করে দেয়া।

গনীমাতের মাল যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের হাক্ব। বণ্টনের আগে সবাই এর সমষ্টিগত মালিক। তাই বণ্টনের আগে কারো জন্যই এই সম্পদে কোনো ধরনের গোপন হস্তক্ষেপ জায়িয নয়। একটি হাদীসে এসেছে- «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ» "পবিত্রতা ছাড়া সলাত ক্ববূল হয় না এবং গনীমাতের মালে খিয়ানাতের সদাক্বাহ্ ক্ববূল হয় না।"

(সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : পবিত্রতা, অনুচ্ছেদ : সলাতে পবিত্রতা ওয়াজিব, হাঃ ৩২৯)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٣٤٠ـ[٤] عَنْ مَالِكٍ قَالَ: بَلَغَنِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِاسْتِبْرَاءِ الْإِمَاءِ بِحَيْضَةٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ وَثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ وَيَنْهٰى عَنْ سَقْيِ مَاءِ الْغَيْرِ

৩৩৪০-[৪] ইমাম মালিক (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ঋতুবতী বাঁদীদের সাথে এক ঋতু 'ইসতিব্‌রা' (পবিত্রকরণ ব্যবস্থা) করার নির্দেশ দিতেন। আর ঋতুবতী না হলে তিন মাসের অপেক্ষমাণ হতে এবং অপরের শস্যক্ষেতে নিজের পানি সিঞ্চন করতে নিষেধ করতেন।[৫৮২]

ব্যাখ্যা : বর্ণিত হাদীসে হায়িয হয় না এমন দাসী নারীর ইসতিব্‌রার ক্ষেত্রে তিন মাসের কথা বলা হয়েছে। উপরে আমরা দেখেছি যে, হায়িয হয় না এমন দাসীর ক্ষেত্রে অধিকাংশের মতে এক মাস ইসতিব্‌রার জন্য যথেষ্ট। এক হায়িযের উপর ক্বিয়াস করে তারা এক মাসের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। জুমহূর 'উলামার মতে হয়ত বর্ণিত হাদীসটি প্রশ্নবিদ্ধ। তাই তারা এ হাদীস বাদ দিয়ে গ্রহণযোগ্য ক্বিয়াসের আশ্রয় নেন। যথাসাধ্য অনুসন্ধানের পরও হাদীসটি বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জানতে পারিনি। তাই অধিকাংশ 'আলিমের মতে হায়িয হয় না এমন নারীর ইসতিব্‌রা এক মাস হওয়াটাই অগ্রগণ্য বলে মনে হয়।

٣٣٤١ـ[٥] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهٗ قَالَ: إِذَا وُهِبَتِ الْوَلِيدَةُ الَّتِيْ تُوْطَأُ أَوْ بِيعَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ فَلْتَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ وَلَا تُسْتَبْرَئُ الْعَذْرَاءُ. رَوَاهُمَا رَزِيْنٌ

৩৩৪১-[৫] ইবনু 'উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে বাঁদীর সাথে সহবাস করা হয় ঐ বাঁদী দান, বিক্রয় অথবা মুক্ত করা হলে এক ঋতুস্রাব দ্বারা তার 'ইসতিব্‌রা' (জরায়ুমুক্ত বা পবিত্রকরণ) করতে হবে। তবে কুমারী জরায়ুমুক্ত কিনা, তা নিস্প্রয়োজন। (উপরোক্ত হাদীস দু'টি রযীন বর্ণনা করেন)[৫৮৩]

---

[৫৮২] গবেষণা অসম্পূর্ণ।

[৫৮৩] **সহীহ :** রযীনে পাওয়া যায়নি, বরং ইমাম বুখারী (রহঃ) এটি ২২৩৫ নং হাদীসের পূর্বে সানাদবিহীন অবস্থায় বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : (وَلَا تُسْتَبْرَئُ الْعَذْرَاءُ) কুমারী মেয়ে ইসতিব্রা করবে না অর্থাৎ দাসী কুমারী হলে ইসতিব্রা বা গর্ভাশয়ের পবিত্রতা দেখার জন্য অপেক্ষার প্রয়োজন নেই। আমরা দেখছি যে, এটি ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মত। ইমাম নাবাবীর বরাত দিয়ে মিরক্বাতুল মাফাতীহে লিখেন, "নাবাবী বলেন : ইসতিব্রার কারণ হলো কারো মালিকানা অর্জিত হওয়া। অতএব যে ব্যক্তি কোনো দাসীর মালিক হলো, মীরাস, উপঢৌকন অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে; তবে দাসীর জন্য ইসতিব্রা করা জরুরী। চাই মালিকানার পরিবর্তন এমন ব্যক্তির নিকট থেকে হোক যার বীর্য এই দাসীর গর্ভে থাকার সম্ভাবনা আছে বা নাই, যেমন কোনো বাচ্চা বা নারী এই দাসীর মালিক ছিল এবং চাই দাসী ছোট হোক বা বৃদ্ধা হোক, চাই কুমারী হোক বা কুমারী না হোক, চাই বিক্রেতা বিক্রির পূর্বেই ইসতিব্রা করে নিক বা না নিক।" (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ইমাম নাবাবীর কথা গ্রহণযোগ্য। কেননা একটা মেয়ে কুমারী কিনা তা গোপন বিষয়। গোপন বিষয়ের উপর শারী'আতের বাহ্যিক হুকুম লাগানো হয় না। যেমন কোনো মেয়ে বিয়ে হওয়ার পরও প্রকৃতভাবে কুমারী থাকতে পারে, তবুও তাকে 'ইদ্দাত পালন করতে হয়। কেননা গোপন বিষয়ের উপর শারী'আতের বাহ্যিক আহকাম নির্ভর করে না। তাই যে কোনো দাসীর জন্য তার ইসতিব্রার বিধি মোতাবেক ইসতিব্রা করা জরুরী।

(١٧) بَابُ النَّفَقَاتِ وَحَقِّ الْمَمْلُوْكِ

অধ্যায়-১৭ : স্ত্রীর খোরপোষ ও দাস-দাসীর অধিকার

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٣٤٢-[١] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِيْنِيْ مَا يَكْفِيْنِيْ وَوَلَدِيْ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ: «خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৩৪২-[১] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। হিন্দা বিনতু 'উত্বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) (আবূ সুফ্ইয়ান-এর স্ত্রী ও মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মা) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আবূ সুফ্ইয়ান একজন কৃপণ মানুষ। আমার এবং আমার সন্তান-সন্ততির জন্য প্রয়োজনানুযায়ী খাদ্য নির্বাহ করে না, ফলে আমি তার অগোচরে কিছু ব্যবস্থা করি। উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমার এবং তোমার সন্তান-সন্ততির জন্য প্রয়োজনানুপাতে ন্যায়সঙ্গতভাবে গ্রহণ কর। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৮৪]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ) অর্থাৎ আবূ সুফ্ইয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। আবূ সুফ্ইয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্ত্রী রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তথা বিচারকের সামনে তার সমস্যার বাস্তব অবস্থা তুলে ধরেছেন। তাই এটা

[৫৮৪] **সহীহ :** বুখারী ৫৩৬৪, মুসলিম ১৭১৪, আবূ দাউদ ৩৫৩২, নাসায়ী ৫৪২০, ইবনু মাজাহ ২২৯৩, আহমাদ ২৪১১৭, দারিমী ২৩০৫।

হারাম গীবাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। ফাতহুল বারীতে লিখেন, কুরতুবী বলেন : এখানে আবূ সুফ্ইয়ান-এর স্ত্রী তার সব সময়ের অবস্থা কৃপণতা বলছেন না, আর তার কথায় এটা জরুরীও হয় না। কেননা তিনি বলছেন, সে আমার ও আমার বাচ্চার খরচ দিতে কৃপণ। আর এমন অনেক মানুষ রয়েছেন যারা অপরিচিতদের জন্য অনায়াসে খরচ করলেও পরিবারের জন্য খরচ করতে অনেকটা সঙ্কীর্ণতা করেন।

(إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ) তবে আমি যা নেই তার থেকে অথচ সে জানে না। অর্থাৎ সে খরচে কৃপণতা করায় যা দেয় তাতে আমার ও বাচ্চার হয় না, বরং আমি তাকে না জানিয়ে কিছু নিলে তখন আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়।

ইমাম শাফি'ঈ এ হাদীসের বর্ণনায় এই অংশটুকু বৃদ্ধি করেন : (سرا. فهل علي في ذلك من شيء) অর্থাৎ আমি গোপনে কিছু নিয়ে নেই, এতে কি আমার কোনো অসুবিধা আছে?

ইমাম যুহরীর বর্ণনায় : (فهل علي حرج أن اطعم من الذي في له عيالنا) অর্থাৎ আমাদের পরিবারে তার যে সন্তান রয়েছে আমি তাকে খাওয়ালে আমার কোনো সমস্যা আছে কি?

(خُذِىْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدِكِ بِالْمَعْرُوْفِ) আবূ সুফ্ইয়ান (রাঃ)-এর স্ত্রীর কথার উত্তরে রসূল (সাঃ) বললেন, তুমি স্বাভাবিক নিয়ম মোতাবেক তোমার ও তোমার সন্তানের খরচ নিয়ে নিতে পার। অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিবে না। সামাজিকভাবে যতটুকুতে তোমার ও সন্তানের প্রয়োজন বুঝায় এবং যা শারী'আত কর্তৃক স্বামীর ওপর অর্পিত হয়, সেই পরিমাণ নিবে।

কোনো কোনো বর্ণনায় : (لاحرج عليكِ أن تطعميهم بالمعروف) অর্থাৎ স্বাভাবিক নিয়ম মোতাবেক তাদেরকে খাওয়ালে কোনো সমস্যা নেই। (ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫৩৬৪)

এ হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, স্ত্রী ও সন্তানের প্রয়োজনীয় খরচ স্বামীর ওপর ওয়াজিব। কুরআনেও এর বিবরণ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে রিয্‌ক্বপ্রাপ্ত, সে আল্লাহ যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে।" (সূরাহ্ আত্ব ত্বলাক্ব ৬৫ : ৭)

বর্ণিত হাদীস থেকে 'উলামায়ে কিরাম বিভিন্ন মাস্‌আলাহ্ উদঘাটন করেন। ইমাম নাবাবী বলেন : এ হাদীস থেকে যে বিষয়গুলো জানা যায় :

- স্ত্রীর খরচ স্বামীর ওপর ওয়াজিব।
- ছোট দরিদ্র সন্তানের খরচ পিতার ওপর ওয়াজিব।
- খরচের পরিমাণ নির্ধারিত নয় বরং যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু।
- ফাতাওয়া বা ফায়সালা দেয়ার সময় বে-গানা নারীর কথা শুনা বৈধ।
- ফাতাওয়া জিজ্ঞাসার জন্য এমন কথা বলা যায় যা শুনলে যার সম্পর্কে কথা হচ্ছে সে অপছন্দ করবে।
- কারো কাছে যার পাওনা অধিকার রয়েছে এবং এই অধিকার আদায়ে সে অক্ষম, তবে তার জন্য সেই ব্যক্তির সম্পদ থেকে তার অনুমোদন ছাড়া নেয়া বৈধ আছে। তবে ইমাম মালিক ও আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) তা নিষেধ করেন।
- সন্তানের লালন পালনের দায়িত্ব আদায়ে মায়ের জন্য তাদের পিতার সম্পদ থেকে খরচের অধিকার রয়েছে।

- যে বিষয়ে শারী'আতে কোনো পরিমাণ নির্ধারিত নেই সেখানে সামাজিক রীতির উপর নির্ভর করা জায়িয।
- স্বামীর অনুমতি বা তার বাধা না থাকলে স্ত্রীর জন্য প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হওয়া জায়িয আছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহু মুসলিম ১১/১২ খণ্ড, হাঃ ১৭১৪)

কেউ কেউ এ হাদীস থেকে ব্যক্তির অনুপস্থিতে তার ওপর বিচারের ফায়সালা কার্যকর জায়িযের ফাতাওয়া দেন। কিন্তু এ হাদীস থেকে অনুপস্থিত ব্যক্তির ওপর বিচারের ফায়সালা বৈধ প্রমাণ হয় না। কেননা এটা আবূ সুফ্ইয়ান-এর ওপর কোনো ফায়সালা কার্যকর নয়। বরং তার স্ত্রীর জিজ্ঞাসিত মাসআলার ফাতাওয়া প্রদান করেছেন রসূলুল্লাহ ﷺ।

শারহুস্ সুন্নাহ্ কিতাবে রয়েছে, এই হাদীস থেকে এটাও বুঝা যায় যে, ক্বাযী তার জানা মোতাবেক কোনো কিছুর ফায়সালা দিতে পারেন; কেননা নাবী ﷺ আবূ সুফ্ইয়ান-এর স্ত্রীকে দলীল পেশ করতে বাধ্য করেননি।

ব্যক্তির ওপর তার পিতা-মাতা ও সন্তানাদির ভরণ-পোষণ জরুরী। কেননা যখন তার ওপর সন্তানের ভরণ পোষণ জরুরী তখন পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ জরুরী হওয়া অধিক বাঞ্ছনীয় পিতা-মাতার সম্মানের কারণে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٣٤٣ ـ [٢] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَعْطَى اللهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهٖ وَأَهْلِ بَيْتِهٖ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৩৪৩-[২] জাবির ইবনু সামুরাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যখন তোমাদের কাউকে ধন-সম্পদ দান করেন, তখন তা যেন সর্বাগ্রে নিজের ও পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন পূরণ করে। (মুসলিম)[৫৮৫]

ব্যাখ্যা : একজন মানুষের সম্পদ থেকে খরচ পাওয়ার কে বেশি অগ্রাধিকার রাখে সে কথাই এই হাদীসে তুলে ধরেছেন নাবী ﷺ। অর্থাৎ প্রথমে ব্যক্তি তার নিজের জন্য খরচ করবে। অর্থাৎ নিজের সম্পদের উপর তার নিজের অধিকার সবার আগে। এরপর তার পরিবারের অধিকার। পরিবার অর্থাৎ তার স্ত্রী, সন্তান

জাবির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهٰكَذَا وَهٰكَذَا يَقُوْلُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِيْنِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ.

"তুমি তোমার নিজেকে দিয়ে শুরু কর, অতএব নিজের জন্য খরচ কর। যদি এখান থেকে অতিরিক্ত থাকে তবে তোমার পরিবারের জন্য। পরিবারের খরচের পর বাঁচলে আত্মীয়-স্বজনের জন্য। আত্মীয়-স্বজনকে দেয়ার পর বাঁচলে এভাবে পর্যায়ক্রমে তোমার সামনে, ডানে, বামে খরচ করবে।"
(সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : যাকাত, অনুচ্ছেদ : প্রথমে নিজের জন্য খরচ, তারপর পরিবার.., হাঃ ১৬৬৩)

٣٣٤٤ ـ [٣] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهٗ وَكِسْوَتُهٗ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيْقُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[৫৮৫] **সহীহ :** মুসলিম ১৮২২, আহমাদ ২০৮০৫, সহীহাহ্ ২৫৬৮, সহীহ আল জামি' ৩৫৮।

৩৩৪৪-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : (প্রাপ্যাধিকার) দাস-দাসীকে খাদ্যদ্রব্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ (মালিকের কর্তব্য পালনার্থে) প্রদান করতে হবে এবং তাদের ওপর চাপপ্রয়োগ করে সাধ্যাতীত কাজ করানো যাবে না। (মুসলিম)[৫৮৬]

ব্যাখ্যা : বর্ণিত হাদীসে দাসের অধিকার ও তার ব্যয়ভারের আলোচনা করা হয়েছে। দাসের অন্ন বস্ত্রের দায়িত্ব তার মালিকের ওপর। সামাজিক রীতিনুযায়ী তাদের যে খাবার রয়েছে বা পরিধেয় বস্ত্র রয়েছে তা মালিককে বহন করতে হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

হাদীসে দাসের যে অধিকারের কথা বলা হয়েছে তা হলো তার ওপর তার সাধ্যের বাহিরে কোনো কাজ না চাপানো। এ হাদীসসহ পরবর্তী কয়েকটি হাদীসে দাসের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ কেউ কারো দাস হলেই তাকে মানবিক মূল্যায়ন না করে তার সাথে পশুসুলভ আচরণ ইসলাম সমর্থন করে না। রসূল (সাঃ) তাঁর মৃত্যু পূর্ব ওয়াসিয়্যাতটিতেও দাসদের প্রতি খেয়াল রাখার কথা বলেছেন। (সম্পাদক)

٣٣٤٥ - [٤] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৩৪৫-[৪] আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তারা (দাসগণ) তোমাদের ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ যখন তার কোনো ভাইকে অধীন করে দেন, সে যেন নিজে যা খায়, তাকেও তাই খাওয়ায়; নিজে যা পরিধান করে, তাকেও তা পরিধান করায়। তাদের সাধ্যাতীত কাজের জন্য যেন চাপপ্রয়োগ না করে। আর একান্তই যদি সাধ্যাতীত কাজে বাধ্য করে, তবে নিজেও যেন তাকে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করে। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৮৭]

ব্যাখ্যা : (إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ) বাক্যের মুবতাদা বা উদ্দেশ্য উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ যারা তোমাদের গোলাম তারা তোমাদের ভাই। কেননা তোমরা সবাই এক আদামের সন্তান। তোমাদের সকলেরই মূল এক। পার্থক্য এই যে, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধিনস্থ করেছেন। অধিনস্থ হওয়ার কারণে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক থেকে সে বেরিয়ে যায়নি। তাই তার সাথে ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ করতে হবে।

(فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ) সে যা খায় গোলামকে তা খাওয়াবে এবং যা পরিধান করে গোলামকে তা পরাবে।

মালিক যা খাবে গোলাম সেই মানের খাবার দেয়া, মালিক যা পরিধান করবে গোলামকে সেই মানের বস্ত্র পরিধান করতে দেয়ার নির্দেশটি মুস্তাহাব পর্যায়ের। ওয়াজিব বা জরুরী হিসেবে নয়। 'উলামারা এই কথার উপর একমত। তবে আবূ যার গিফারী নিজে যে খাবার খেতেন তার গোলামকে হুবহু সেই খাবার দিতেন, তিনি যে বস্ত্র পরিধান করতেন হুবহু সেই মানের বস্ত্র গোলামকে দেয়ার 'আমালটি মুস্তাহাব 'আমাল ছিল। তবে মালিকের ওপর ওয়াজিব হলো যে শহরে যে খাবার প্রচলিত এবং ব্যক্তি হিসেবে যে পরিধেয় বস্ত্র প্রচলিত সেই এলাকার সামাজিক রীতি অনুযায়ী গোলামকে অন্ন ও বস্ত্র দেয়া। চাই তার মান মালিকের খাবার

[৫৮৬] **সহীহ :** মুসলিম ১৬৬২, আহমাদ ৭৩৬৫, সহীহ আল জামি' ৫১৯১।

[৫৮৭] **সহীহ :** বুখারী ৬০৫০, মুসলিম ১৬৬১, আবূ দাউদ ৫১৫৮, ইবনু মাজাহ ৩৬৯০, আহমাদ ২১৪৩২, ইরওয়া ২১৭৬, সহীহ আত্ তারগীব ২২৮২।

ও পরিধেয় বস্ত্রর সমান হোক বা কম বেশ হোক। এমনকি মালিক যদি কোনো কারণবশত স্বেচ্ছায় তার নিজের অন্ন ও বস্ত্রের মাঝে সংকোচ করে গোলামের জন্য সংকোচ বা কমতি করা জায়িয হবে না। বরং গোলামকে সেই এলাকার প্রচলন অনুযায়ী খাবার ও বস্ত্র দিতে হবে।

(وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ) গোলামকে তার সাধ্যের উপর কাজ চাপাবে না। যদি চাপায় তবে সে তাকে সহযোগিতা করবে।

'উলামায়ে কিরাম এই মাসআলার উপরও একমত যে, গোলামকে এমন কাজ দেয়া যাবে না যা তার সাধ্য বা সামর্থ্যের বাহিরে। অর্থাৎ অতিরিক্ত কষ্টদায়ক কাজ যা সাধারণত করতে অপারগ এমন কোনো কাজ গোলামের কাঁধে চাপাবে না। যদি এমন কাজ দিয়েই দেয় তবে নিজে গোলামকে সাহায্য করবে অথবা তার সাহায্যের জন্য লোক নিয়োগ করবে যাতে উভয়ের সহযোগিতায় কাজটি সহজসাধ্য হয়। সহজসাধ্য করা ছাড়া গোলামের উপর অতিরিক্ত ভারী কোনো কাজের দায়িত্ব দিবে না। (শারহু মুসলিম ১১/১২ খণ্ড, হাঃ ১৬৬১)

٣٣٤٦ـ[٥] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ: أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَفَى بِالرَّجُلِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ». وَفِي رِوَايَةٍ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৩৪৬-[৫] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন তার কর্মচারী তার নিকট উপস্থিত হলে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমার অধীনস্থ দাসদেরকে তাদের পারিশ্রমিক দিয়েছ? সে বলল, না। তিনি বললেন, যাও এক্ষুণি তাদের খোরাকি আদায় কর। কেননা, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : কোনো মানুষের গুনাহের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, অধীনস্থ দাসকে তার প্রাপ্যাধিকার থেকে বঞ্চিত করা।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কোনো মানুষের গুনাহের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, পাওনাদারের প্রাপ্য হাক্ব নষ্ট করা। (মুসলিম)[৫৮৮]

ব্যাখ্যা : (قَهْرَمَانٌ) শব্দটি 'ক্বাফ' হরফে যবর, 'হা' হরফে সাকিন এবং 'রা' অক্ষরে যবর দিয়ে। পারস্য শব্দ। যার অর্থ হলো : মানুষের প্রয়োজন দেখাশুনার জন্য দায়িত্বশীল খাজাঞ্চি। ওয়াকীল অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। (শারহু মুসলিম ৭/৮ খণ্ড, হাঃ ৯৯৬)

হাদীসের দু'টি বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম বর্ণনাটি হলো : (كَفَى بِالرَّجُلِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ) যার অর্থ লোক গুনাহগার হওয়ার জন্য এইটুকু যথেষ্ট যে, সে যার খাবারের মালিক তথা দায়িত্বশীল তার খাবার আটকে রাখা।

দ্বিতীয় বর্ণনা : (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ) মানুষ গুনাহগার হওয়ার জন্য এইটুকু যথেষ্ট যে, পরিবারের যার খাবার দায়িত্ব তার ওপর তাকে ধ্বংস করা। উভয় বর্ণনার মর্ম এক। অর্থাৎ খাবারের দায়িত্ব যার ওপর রয়েছে তিনি খাবার আটকে রেখে অধীনস্থকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া। তাই পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তির জন্য যার ভরণ-পোষণ তার ওপর রয়েছে তাদের খাবার আটকে রেখে বিপদের দিকে ফেলা বৈধ নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৫৮৮] **সহীহ** : মুসলিম ৯৯৬, ইরওয়া ৮৯৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪২৪১, সহীহ আত্ তারগীব ২২৮৭।

٣٣٤٧ - [٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ وَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوْهًا قَلِيْلًا فَلْيَضَعْ فِيْ يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৩৪৭-[৬] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমাদের খাদিম যখন তোমাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে নিয়ে আসে, আর সে-ই খাদ্য প্রস্তুতকালে তাপ ও ধোঁয়ার কষ্ট সহ্য করে, তবে তাকে যেন নিজের সাথে বসিয়ে খাওয়ায়। নিতান্তই যদি খাদ্যের পরিমাণ কম হয়, তবে তা হতে এক-দুই লোকমা যেন তার হাতে তুলে দেয়। (মুসলিম)[৫৮৯]

ব্যাখ্যা : (مَشْفُوْهًا قَلِيْلًا) প্রথম ও দ্বিতীয় শব্দের একই অর্থ। সম্ভবত তাকিদ হিসেবে দ্বিতীয় শব্দটি নিয়ে আসা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ হিসেবে খাবার যদি তুলনামূলক একেবারেই কম হয় তবুও এই খাবারের জন্য যে শ্রম দিয়েছে প্রথমেই তার হাতে এক দুই লোকমা তুলে দেয়া।

হাদীসটিতে সামাজিক উত্তম শিষ্টাচারের প্রতি, খাবারের ক্ষেত্রে পরস্পর সহমর্মিতার প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে যে খাবারের ব্যবস্থাপনা করে সে যখন এর জন্য অনেক কষ্ট করেছে, রান্না করতে আগুনের তাপ ও ধোঁয়া সহ্য করেছে, খাবারের সাথে নিজেকে লাগিয়েছে, খাবারের গন্ধ শুকেছে তাকে প্রথমে এই খাবার থেকে দেয়া ইসলামিক শিষ্টাচারের অংশ এবং মানবিক বিবেক, যা শিক্ষা দিলেন রসূলুল্লাহ (ﷺ)। তবে হাদীসের এ সমস্ত নির্দেশ মুস্তাহাব পর্যায়ের। (শারহু মুসলিম ১১/১২ খণ্ড, হাঃ ১৬৬৩)

٣٣٤٨ - [٧] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهٖ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّٰهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৩৪৮-[৭] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : কোনো দাস যখন স্বীয় মালিকের কল্যাণকামী হয় ও উত্তমরূপে আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদাত (সৎকর্ম) করে, তখন তাকে দ্বিগুণ সাওয়াব প্রদান করা হয়। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৯০]

ব্যাখ্যা : ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদীসগুলোতে দাসের প্রতি মালিকের আচরণের কথা বলা হয়েছে বলে আমরা দেখতে পেয়েছি। দাসের প্রতি মালিকের যেমন কিছু করণীয় রয়েছে, দাসের ওপরও মালিকের প্রতি কিছু করণীয় রয়েছে, আর তা হলো মালিকের সেবা সঠিভাবে আঞ্জাম দেয়া। যে দাস তার মালিকের প্রতি অনুগত এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতিও অনুগত, এমন দাসের মর্যাদার কথা রসূলুল্লাহ (ﷺ) এ হাদীসে বলেছেন।

(إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهٖ) 'আরবীতে নাসীহাত শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। যার সার কথা হলো, যে কোনো পন্থায় কারো কল্যাণ কামনা করা। দাস তার মুনীবের কল্যাণ কামনা বলতে : মুনীবের সেবায় নিরেটভাবে নিয়োজিত থাকা, মুনীবের জন্য কল্যাণ কামনা করা, সুপরামর্শ দেয়া ইত্যাদি।

[৫৮৯] সহীহ : বুখারী ৫০৪০, মুসলিম ১৬৬৩, আবূ দাউদ ৩৮৪৬, আহমাদ ৭২২৬, দারিমী ১১১৮, ইরওয়া ২১৭৭।
[৫৯০] সহীহ : বুখারী ২৫৪৬, মুসলিম ১৬৬৪, আবূ দাউদ ৫১৬৯, সহীহাহ্ ১৪১৬, সহীহ আল জামি' ১৬৭৪, সহীহ আত্ তারগীব ১৮৮০।

(فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ) তবে সে দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে। কেননা প্রতিদানের বিষয়টি কষ্টের উপর নির্ভর করে। কোনো কাজ করতে যাকে যত বেশি বেগ পেতে হয় তার প্রতিদান তত বেশি থাকে। দাস এখানে দু'টি আনুগত্য একত্রে পালন করছে। এক তার প্রভুর আনুগত্য। দুই তার মালিকের আনুগত্য। মালিকের আনুগত্যের সাথে সাথে প্রভুর আনুগত্য করার দরুন তার ওপর অতিরিক্ত চাপ রয়েছে যা স্বাধীন ব্যক্তির ওপর নেই। তাই স্বাধীন ব্যক্তির তুলনায় সে দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٣٤٩ - [٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نِعِمَّا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللهُ بِحُسْنِ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَطَاعَةِ سَيِّدِهِ نِعِمَّا لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৩৪৯-[৮] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : ঐ দাসের জন্য কতই না সৌভাগ্য, যে উত্তমরূপে আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদাত করে এবং স্বীয় মালিকের পূর্ণ আনুগত্যের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে। সে কতই না ভাগ্যবান! (বুখারী ও মুসলিম)[৫৯১]

ব্যাখ্যা : (نِعِمَّا) শব্দটি কয়েকভাবে উচ্চরণ করা যায়। প্রথম অক্ষর 'নূনে' যবর অথবা যের সহ 'আইন' হরফে যের এবং 'মীম' হরফে তাশদীদ দিয়ে। যেমন 'না'ইম্মা' বা 'নি'ইম্মা'। আবার মাঝের হরফ 'আইনে' সাকিন দিয়ে আরো দুইভাবে যেমন : 'না'মা' বা নি'মা'। (ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫৪৯)

'আরবীতে একে প্রশংসার ক্রিয়া বলা হয়। কারো কাজ প্রশংসনীয় হলে মুগ্ধ হয়ে এই সব ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। অতএব যে দাস বা গোলাম তাঁর প্রতিপালক ও মুনীব উভয়ের আনুগত্য করবে এবং এই অবস্থায় সে মারা যাবে তার প্রশংসা করে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'কতই না ভালো সেই গোলাম যে তার প্রতিপালকের 'ইবাদাত এবং মালিকের আনুগত্য করা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তার মৃত্যু দেন।

আমরা দেখছি যে, প্রশংসামূলক ক্রিয়াটি হাদীসে দুইবার ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে এমন গোলামের মর্যাদা সহজেই অনুমেয়।

٣٣٥٠ - [٩] وَعَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ». وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ». وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৩৫০-[৯] জারীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে দাস পালিয়ে যায়, তার সলাত গৃহীত হয় না।

অপর বর্ণনায় আছে, তিনি (ﷺ) বলেছেন : পলাতক দাসের ওপর (ইসলামের) কোনো দায়ভার নেই। অপর বর্ণনায় আছে যে, তিনি (ﷺ) বলেছেন : যে গোলাম স্বীয় মালিক হতে পালিয়ে যায়, সে অবশ্যই কুফ্‌রী করে যতক্ষণ পর্যন্ত না মালিকের নিকট ফিরে আসে। (মুসলিম)[৫৯২]

ব্যাখ্যা : গোলামের জন্য মুনীবের আনুগত্য করা জরুরী এবং মুনীবের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া হারাম। আনুগত্যের মাঝে যেমন তার মর্যাদা রয়েছে, তদ্রূপ এর বিপরীত পলায়নের মাঝে তার জন্য অনেক

[৫৯১] **সহীহ :** বুখারী ২৫৪৯, মুসলিম ১৬৬৭, আহমাদ ৭৬৫৫।

[৫৯২] **সহীহ :** মুসলিম ৭০, নাসায়ী ৪০৫০, আহমাদ ১৯২২৫, ইরওয়া ২১৭৯, সহীহ আত্ তারগীব ১৮৮৬।

ধমকি রয়েছে। গোলামের পলায়ন কোন্ ধরনের অপরাধ, তা এ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। পলায়নের অপরাধ সংক্রান্ত তিনটি বর্ণনা এখানে একত্র করা হয়েছে। এক হাদীসে বলা হয়েছে, "যখন গোলাম পলায়ন করে তার কোনো সলাত ক্ববূল হয় না"। সলাত ক্ববূল হয় না অর্থাৎ সে এই সলাতের কোনো সাওয়াব পায় না। যদিও সলাতের সমস্ত শর্ত এবং রুকন পাওয়ার কারণে তার সলাত শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং সে ফার্য আদায় করেছে বলা যাবে। কিন্তু এর দ্বারা সে কোনো সাওয়াব পাবে না। তাই হাদীস 'সলাত শুদ্ধ হবে না' এ কথা বলা হয়নি, বরং বলা হয়েছে সলাত ক্ববূল হবে না।

আরেক বর্ণনায় এসেছে, (فقد برئت منه الذمة) অর্থাৎ তার ওপর থেকে যিম্মাহ্ উঠে যাবে, অর্থাৎ তার কোনো যিম্মাহ্ নেই। যিম্মাহ্ অর্থ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি। অর্থাৎ নিরাপত্তার যে প্রতিশ্রুতি সে পেয়েছিল তা নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, (ذمة الله تعالى وذمة رسول الله ﷺ) অর্থাৎ আল্লাহ এবং রসূলের যিম্মাহ্। এভাবে গোলাম তার মুনীবের আওতায় থাকলেও মুনীবের শাস্তি থেকে সে রক্ষিত ছিল। অর্থাৎ তাকে শাস্তি দেয়ার অধিকার মুনীবের ছিল না। পলায়নের কারণে তার এ অধিকার নষ্ট হয়ে গেছে। (শারহু মুসলিম ১/২ খণ্ড, হাঃ ৭০; ১১/১২ খণ্ড, হাঃ ৬৯)

সর্বশেষ বর্ণনায় পলায়নের সবচেয়ে বড় অপরাধের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ যে পলায়ন করলো সে কুফ্‌রী করলো। কুরআন হাদীসের আলোকে আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের 'আক্বীদাহ্ মতে কেউ কাবীরাহ্ গুনাহ করলেই কাফির হয়ে যায় না। তাই কুফ্‌রী করলো বলতে, কুফ্‌রীর নিকবর্তী হয়ে গেল অথবা তার কাফির হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে অথবা সে এমন কাজ করেছে যা মূলত কাফিরের কাজ। ঈমান পরিত্যাগ না করলে সে কাফির হয়ে গেছে, এ কথা বলা যাবে না। তবে সে যদি পলায়নকে বৈধ মনে করে তখন প্রকৃতপক্ষেই কাফির হয়ে যাবে। কেননা হারামকে হালাল বিশ্বাস করা কুফ্‌রী কর্ম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٣٥١ -[١٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৩৫১-[১০] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল ক্বাসিম (রসূলুল্লাহ ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি স্বীয় দাসের ওপর (ব্যভিচারের) মিথ্যারোপ করে অথচ সে তা হতে মুক্ত; তাকে (মালিককে) ক্বিয়ামাতের দিন কোড়া লাগানো বা চাবুক মারা হবে অবশ্য গোলাম যদি তার অপবাদ অনুযায়ী হয় (তবে মালিককে বেত্রাঘাত করা হবে না)। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৯৩]

ব্যাখ্যা : নাসায়ীর বর্ণনায় রয়েছে, (أقام عليه الحد يوم القيامة) অর্থাৎ ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার ওপর দণ্ডবিধি ক্বায়িম করবেন। উভয় বর্ণনার আলোকে বুঝা যায় যে, মুনীব তার গোলামের ওপর অপবাদ দিলে দণ্ডবিধির শাস্তি দুনিয়ায় ক্বায়িম করা হবে না। দুনিয়ায় ক্বায়িম হয়নি বলেই আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামাত দিবসে তার দণ্ডবিধি ক্বায়িম করে তার প্রতি অবিচারের বিচার করবেন। দুনিয়ায় দণ্ড ক্বায়িমের নিয়ম থাকলে রসূল ﷺ দুনিয়ার কথাও বলে দিতেন যেমন আখিরাতের কথা বলে দিয়েছেন। এটাকেই 'আলিমদের সর্বসম্মত মত বলে উল্লেখ করা হয়। (ফাতহুল বারী ১২শ খণ্ড, হাঃ ৬৮৫৮)

---

[৫৯৩] **সহীহ :** বুখারী ৬৮৫৮, মুসলিম ১৬৬০, আবূ দাউদ ৫১৬৫, তিরমিযী ১৯৪৭, আহমাদ ৯৫৬৭, সহীহ আল জামি' ৬৪৬২, সহীহ আত্ তারগীব ২২৮১।

ইমাম নাবাবী বলেন : হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গোলামের ওপর অপবাদ দেয়া হলে দণ্ডবিধি ক্বায়িম হবে না। এটা সর্বসম্মত মত। তবে অপবাদ যে দিবে তাকে তা'যীর বা উপযুক্ত কিছু শাস্তি অবশ্যই দিবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٣٥٢-[١١] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৩৫২-[১১] ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি স্বীয় দাসের ওপর বিনা দোষে 'হাদ্দ' (শাস্তি) প্রয়োগ করে অথবা থাপ্পড় মারে, তবে তার কাফ্ফারাহ্ হলো তাকে মুক্ত করা। (মুসলিম)[৫৯৪]

ব্যাখ্যা : হাদীসের মর্ম হলো বিনা অপরাধে বা বিনা কারণে গোলামকে প্রহার করলে এ অপরাধের কাফ্ফারাহ্ তথা এ থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় হলো, উক্ত গোলামকে আযাদ করে দেয়া। তবে সবার মতে এই কাফ্ফারার নির্দেশটি ওয়াজিব হিসেবে নয় বরং মুস্তাহাব হিসেবে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যে এমন অপরাধ করবে সে তার গুনাহের কাফ্ফারার আশায় উক্ত গোলামকে 'আযাব বা মুক্ত করে দিবে। হাদীসে কাফ্ফারার হুকুমটি ওয়াজিব না হওয়ার দলীল হিসেবে সুওয়াই বিন মুক্বার্‌রিন থেকে বর্ণিত সহীহ মুসলিমের হাদীসটি উল্লেখযোগ্য। হাদীসে রয়েছে, রসূলের সময়ে তাদের কেউ তাদের গোলামকে থাপ্পড় মারলে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই গোলামকে আযাদ করে দেয়ার নির্দেশ দেন। সহাবীরা বললেন, তাদের এছাড়া আর কোনো গোলাম নেই তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তারা যেন এরই সেবা নেয়, তবে যখন দরকার থাকবে না তখন যেন একে আযাদ করে দেয়।

'উলামাগণ এ কথার উপর একমত যে, মুনীব যদি তার দাসকে অতি সাধারণ হালকা শাস্তি দেয় তবে তার জন্য গোলামকে আযাদ করতে হবে না। কিন্তু যদি কঠিন প্রহার করে, যেমন প্রহার করে তার একটি অঙ্গ নষ্ট করে দিলো, এ ক্ষেত্রে ইমাম মালিক ও তার ছাত্ররা এবং ইমাম লায়স-এর মতে গোলামকে আযাদ করে দেয়া ওয়াজিব। অন্যান্য 'আলিমদের মতে আযাদ করা ওয়াজিব নয়, তবে বাদশাহ এর বিচার স্বরূপ মুনীবকে শাস্তি দিবে। (শারহু মুসলিম ১১/১২ খণ্ড, হাঃ ১৬৫৭)

٣٣٥٣-[١٢] وَعَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِيْ فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِيْ صَوْتًا: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُوْدٍ لَلّٰهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ» فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ فَقَالَ: «أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৩৫৩-[১২] আবূ মাস্'ঊদ আল আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বীয় দাসকে প্রহাররত অবস্থায় আমার পেছন হতে উচ্চৈঃস্বরে একটি আওয়াজ শুনলাম, হে আবূ মাস্'ঊদ! সাবধান! তুমি তোমার দাসের ওপর যতটুকু ক্ষমতা রাখ আল্লাহ তদপেক্ষা তোমার ওপর অধিক ক্ষমতার অধিকারী। অতঃপর আমি পিছন ফিরে দেখি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (এ কথাটি) বলছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তাকে আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত করে দিলাম। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি যদি এটা না করতে তবে জাহান্নামের আগুন তোমাকে ঝলসিয়ে দিত। (মুসলিম)[৫৯৫]

---

[৫৯৪] সহীহ : মুসলিম ১৬৫৭, আহমাদ ৫০৫১, সহীহ আল জামি' ৬৩৭৫, সহীহ আত্ তারগীব ২২৭৮।

[৫৯৫] সহীহ : মুসলিম ১৬৫৯, আবূ দাঊদ ৫১৫৯, তিরমিযী ১৯৪৮, সহীহ আত্ তারগীব ২২৭৭, আহমাদ ২২৩৫০, সহীহ আল জামি' ৫০৩৪।

ব্যাখ্যা : (اَللّٰهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ) অর্থাৎ তুমি তার ওপর যতটুকু ক্ষমতাবান আল্লাহ তোমার ওপর তার চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান। মর্ম হলো, আজ তার ক্ষমতা না থাকায় তোমার অবিচারের পাল্টা প্রতিশোধ নিতে পারেনি। কিন্তু একদিন সবাইকে আল্লাহর সম্মুখীন হতে হবে যার ক্ষমতা সবার ওপর। সেদিন সব যুল্‌মের বিচার করা হবে। কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারবে না।

(أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ) অর্থাৎ তুমি তাকে আযাদ না করে দিলে জাহান্নামের আগুন তোমাকে ঝলসিয়ে দিত অথবা জাহান্নামের আগুন তোমায় স্পর্শ করত।

এখানে গোলামকে অন্যায়ভাবে মারার শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এই শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার রাস্তা হলো তাকে আযাদ করে দেয়া। ইমাম নাবাবী বলেন : মুসলিমরা একমত যে, এ কারণে গোলামকে আযাদ করা ওয়াজিব নয়, তবে তা মুস্তাহাব। আযাদ করে দিলে মুস্তাহাবের সাথে সাথে তার গুনাহের কাফ্‌ফারাহ্ হয়ে যাবে এবং যে অন্যায় অবিচার করা হয়েছিল এই গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٣٥٤ - [١٣] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ لِيْ مَالًا وَإِنَّ وَالِدِىْ يَحْتَاجُ إِلٰى مَالِىْ قَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ كُلُوْا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

৩৩৫৪-[১৩] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বলল, আমার নিকট ধন-সম্পদ আছে এবং আমার পিতা দারিদ্র্যতার দরুন আমার ধন-সম্পদের মুখাপেক্ষী। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি এবং তোমার ধন-সম্পদ তোমার পিতার। তোমাদের সন্তান-সন্ততিগণ তোমাদের উত্তম রিয্‌ক্ব। সুতরাং তোমরা সন্তানের উপার্জন খাও। (আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ)[৫৯৬]

ব্যাখ্যা : (أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ) "তুমি এবং তোমার মাল তোমার পিতার।" হাদীসের মর্ম হলো, পিতা যদি ছেলের মালের মুখাপেক্ষী হয় তবে ছেলের জন্য জরুরী হলো পিতার খোরাক ও চলার পরিমাণ খরচ নিতে পিতাকে বাধা না দেয়া। কেননা ছেলের ওপর তা আদায় করা ওয়াজিব। তাই পিতা নিজেই যদি এই পরিমাণ নিয়ে নেন তবে বাধা দেয়ার কিছু নেই। ছেলের যদি মাল না থাকে তবে তাকে পিতার জন্য উপার্জন করা ওয়াজিব। এটাকেই বলা হয়েছে 'তুমি এবং তোমার মাল তোমার পিতার'। অর্থাৎ মাল থাকলে পিতা ঐ মাল থেকে নিবে, আর মাল না থাকলে তুমি পিতার জন্য উপার্জন করবে।

হাদীসের পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশের অর্থকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। অর্থাৎ "তোমাদের সন্তান তোমাদের কামাইয়ের সর্বোত্তম পন্থা, তোমরা তাদের কামাই থেকে খাও" এই অংশ প্রথম অংশের ব্যাখ্যা স্বরূপ।

---

[৫৯৬] হাসান : আবূ দাউদ ৩৫৩০, ইবনু মাজাহ ২২৯২, আহমাদ ৬৬৭৮, সহীহ আল জামি' ১৪৮৭।

হাদীস থেকে সন্তানের ওপর পিতার খোরাকের দায়িত্বের মাসআলাটি বের হয়। সন্তান তার মাল থেকে বা উপার্জন করে পিতার খোরাক বহন করবে। মাল থাকাবস্থায় খোরাক দিতে অবহেলা করলে পিতার জন্য তা নিয়ে নেয়া বৈধ রয়েছে।

তবে এই হাদীস থেকে পিতা তার ছেলের মালের মালিক হয়ে যাওয়া এবং এবং তার ইচ্ছামত ব্যয় করার অধিকার ফুক্বাহায়ে কিরামের কেউই দেন না। কেননা সবাই নিজ নিজ মালের মালিক। নির্ধারিত শারী'আত পন্থা ছাড়া কেউ অন্যের মালের মালিক হয় না। তাই পিতাও ছেলের মালের মালিক হবে না। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৫২৭)

বর্ণিত হাদীসে ছেলের মালে পিতার একটি ন্যায়সঙ্গত অধিকার দেয়া হয়েছে। পিতাকে ছেলের মালের মালিক বানিয়ে দেয়া হয়নি।

٣٣٥٥ ـ[١٤] وَعنهُ وَعَن أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّيْ فَقِيرٌ لَيْسَ لِيْ شَيْءٌ وَلِيْ يَتِيمٌ فَقَالَ: «كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৩৩৫৫-[১৪] উক্ত রাবী ('আম্‌র ইবনু শু'আয়ব (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমি একজন হতদরিদ্র মানুষ, আমার সহায়-সম্বল নেই, কিন্তু আমার তত্ত্বাবধানে একজন (সম্পদশালী) ইয়াতীম আছে। তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি অপব্যয়ী না হয়ে, মিতব্যয়ী হয়ে, পুঁজি না করে তোমার প্রতিপালিত ইয়াতীমের ধন-সম্পদ হতে খেতে পার। (আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)[৫৯৭]

ব্যাখ্যা : ইয়াতীম হলো যে নাবালক শিশুর পিতা নেই। ইয়াতীম বাচ্চার লালন পালন যদি এমন কারো দায়িত্বে আসে যে নিজে দরিদ্র, তবে সে তার দেখাশুনা করছে হিসেবে ইয়াতীমের মাল থেকে ভক্ষণ করতে পারবে। তবে এই ব্যক্তির জন্য ইয়াতীমের মাল থেকে ভক্ষণ করতে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দেন নাবী ﷺ।

এক : (غَيْرَ مُسْرِفٍ) অপচয় করবে না অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবে না, বরং দরিদ্র ব্যক্তি সাধারণত যে খাবার খায় সেই খাবার খাবে।

দুই : (وَلَا مُبَادِرٍ) অর্থাৎ খেতে দ্রুত করবে না। খেতে দ্রুত করার দু'টি অর্থ উল্লেখ করা হয়। এক : প্রয়োজনের আগে আগে খাওয়া। অর্থাৎ দরিদ্রের ইয়াতীমের মাল থেকে খাওয়ার বৈধতা হচ্ছে একান্ত প্রয়োজন পড়লে। তাই প্রয়োজন পড়ার আগেই খেয়ে নেয়া ঠিক নয়। আরেকটি অর্থ হলো : ইয়াতীম বালেগ হওয়ার পূর্বেই তার মাল তড়িঘড়ি করে খেয়ে শেষ করে দেয়া, যাতে করে বালেগ হয়ে সে আর কোনো মালের দাবী করতে না পারে। কুরআনের আলোকে এই অর্থটি অগ্রগণ্য। যেহেতু কুরআনে বলা হয়েছে- "ইয়াতীমের মাল প্রয়োজনাতিরিক্ত খরচ করো না বা তারা বড় হয়ে যাবে মনে করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৬)

তিন : (وَلَا مُتَأَثِّلٍ) এই বাক্যেরও দু'টি অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে। [এক] ইয়াতীমের মাল কাজে না লাগিয়ে তার মূল মাল খেয়ে নেয়া। [দুই] ইয়াতীমের মালকে নিজের মালের সাথে মিশিয়ে এটাকে ব্যবসার মূলধন বানিয়ে ব্যবসা করা, যাতে ইয়াতীম বড় হলে এই মাল চাইতে না পারে। দ্বিতীয় অর্থটা অনেকে

[৫৯৭] **হাসান সহীহ :** আবূ দাউদ ২৮৭২, নাসায়ী ৩৬৬৮, ইবনু মাজাহ ২৭১৮, আহমাদ ৬৭৪৭, ইরওয়া ১৪৫৬, সহীহ আল জামি' ৪৪৯৭।

অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ কুরআনে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণের দু'টি শর্ত দেয়া হয়েছে। তাই দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করলে দুই শর্তই থাকে এবং এটি কুরআনের আয়াতের তাফসীরের ন্যায় হয়ে যায়। প্রথম অর্থটির কথা কুরআনে উল্লেখ নেই। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٣٥٦-[١٥] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ مَرَضِهِ: «الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ

৩৩৫৬-[১৫] উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) প্রাণ-ওষ্ঠাগতপ্রায় অবস্থায় বারবার বলছিলেন, তোমরা সলাতের প্রতি যত্নবান হও এবং অধীনস্থ দাস-দাসীগণের হাক্ব আদায় কর। (বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান)[৫৯৮]

ব্যাখ্যা : (وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) শাব্দিক অর্থ : আর তোমাদের ডান হাত যার মালিক। ডান হাত যার মালিক বলতে কেউ কেউ মনে করেছেন এখানে যাকাতের কথা বলা হয়েছে। কেননা কুরআনে যেখানেই সলাতের কথা এসেছে সেখানেই যাকাতের কথা এসেছে। তাই রসূল তার মৃত্যুশয্যায় সলাত ও যাকাতের প্রতি যত্নবান হতে নির্দেশ দিয়েছেন। তবে কুরআন ও হাদীসে এ বাক্যটি ব্যবহার করে, অর্থাৎ 'তোমাদের ডান হাত যার মালিক' বলে দাসকেই বুঝানো হয়েছে এবং দাস বুঝাতে এই বাক্যের ব্যবহার কুরআনের একাধিক জায়গায় করা হয়েছে। তাই হাদীসের বাহ্যত অর্থ এটাই যে, তোমরা সলাত ও তোমাদের দাসদের প্রতি যত্নবান হবে। অর্থাৎ মালিক হিসেবে তোমাদের ওপর যতটুকু দায়িত্ব রয়েছে তা আদায় করবে। স্বাভাবিক তাদের সাথে একজন স্বাধীন মানুষের মতো আচরণ করা হয় না। তাই মহান আদর্শ মানব হিসেবে রসূল (সাঃ) তার মৃত্যশয্যায়ও এই ওয়াসিয়্যাত করতে ভুলেননি।

আজ যারা মুসলিমদেরকে মানবতার শিক্ষা দেয়, এসব হাদীস থেকে তাদের যেমন শিক্ষা নেয়া উচিত তেমনি মুসলিমদের যারা নিজের রসূল ব্যতীত অন্যকে মানবতার শিক্ষক মনে করে তাদেরও শিক্ষা নেয়া উচিত। তবে আফসোস যে, আমরা আজ রসূলের আদর্শ থেকে এতই দূরে সরেছি যে, কাফিররা আমাদের পূর্ব পুরুষ থেকে মানবতা শিখে আজ তারা আমাদের জন্য মানবতা, সহমর্মিতার আদর্শ হয়ে গেছে। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝা এবং রসূলের আদর্শে আদর্শিত হওয়ার তাওফীক্ব দিন। আমীন। (সম্পাদক)

٣٣٥٧-[١٦] وَرَوٰى أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ.

৩৩৫৭-[১৬] আর আহমাদ ও আবূ দাউদ (রহঃ) 'আলী (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[৫৯৯]

٣٣٥٨-[١٧] وَعَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৩৩৫৮-[১৭] আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : অধীনস্থ দাস-দাসীদের সাথে অসদাচরণকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[৬০০]

---

[৫৯৮] **সহীহ :** শু'আবুল ঈমান ৮১৯৩, ইবনু মাজাহ ১৬২৫, সহীহ আত্ তারগীব ২২৮৬।

[৫৯৯] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৫১৫৬, আহমাদ ২৭০১৬, ইবনু মাজাহ ২৬৯৮।

[৬০০] ***য'ঈফ :*** *তিরমিযী ১৯৪৬, ইবনু মাজাহ ৩৬৯১, আহমাদ ৩১। কারণ এর সানাদে ফারক্বাদ আস্ সাবাখী প্রসিদ্ধ দুর্বল রাবী।*

ব্যাখ্যা : (سَيِّئُ الْمَلَكَةِ) বলা হয় যে তার অধীনস্থ দাস বা দাসীর সাথে মন্দ আচরণ করে। দাস দাসীর সাথে মন্দ আচরণ তার চরিত্র খারাপ– এ কথা প্রমাণ করে। কারণ ভালো চরিত্রের অধিকারী দাস বা দাসীর সাথে মন্দ আচরণ করতে পারে না। আর মন্দ চরিত্র নিন্দনীয় যা অপমান ও জাহান্নামে প্রবেশের কারণ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

অনেক মানুষ পাহাড় পরিমাণ নেক 'আমাল নিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। কেননা বিচারের মাঠেই তার সব আ'মাল শেষ হয়ে যাবে। যাদের সাথে সে দুর্ব্যবহার বা মন্দ আচরণ করেছে বিচারের মাঠে সব নেক আ'মাল তাদেরকে দিয়ে শেষ হয়ে গেলে শেষ পর্যন্ত অন্যের গুনাহ নিজের আ'মালনামায় বহন করে তাকে জাহান্নামে যাওয়ার কথা হাদীসে এসেছে।

(মুসনাদে আহমাদ হাঃ ৮০১৬, সহীহ ইবনু হিব্বান হাঃ ৪৪১১)

٣٣٥٩ ـ [١٨] وَعَنْ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «حُسْنُ الْمَلَكَةِ يُمْنٌ وَسُوْءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ أَرَ فِيْ غَيْرِ الْمَصَابِيحِ مَا زَادَ عَلَيْهِ فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ: «وَالصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ وَالْبِرُّ زِيَادَةٌ فِي الْعُمُرِ».

৩৩৫৯-[১৮] রাফি' ইবনু মাকীস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : অধীনস্থ দাস-দাসীদের সাথে সদ্ব্যবহার করা কল্যাণকর ও বারাকাতময় এবং অসদাচরণকারী কল্যাণ ও বারাকাতের প্রতিবন্ধক। (আবূ দাউদ)[৬০১]

মিশকাত গ্রন্থকার বলেন, মাসাবীহ গ্রন্থ ছাড়া অন্য কোনো হাদীসের এ অতিরিক্ত বর্ণনাটুকু আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি, 'দান-সদাক্বাহ্ অপমৃত্যু দূরীভূত করে এবং সৎকাজ আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করে'।

ব্যাখ্যা : (حُسْنُ الْمَلَكَةِ يُمْنٌ) "দাস-দাসীর সাথে ভালো আচরণ বারাকাত।" অর্থাৎ দাস দাসীর মন্দ আচরণ যেমন ধ্বংস ও অশুভের কারণ ঠিক এর বিপরীত তাদের সাথে ভালো আচরণ করা কল্যাণ ও বারাকাতের কারণ। যখন কেউ তার দাস-দাসীর ভালো আচরণ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে কল্যাণ ও বারাকাত দান করবেন। এছাড়া মালিক যখন তার অধীনস্থের সাথে ভালো আচরণ করবে তখন তারা তাদের মালিকের সাথে ভালো আচরণ এবং মালিকের হাক্ব পুরো আদায় করবে। তখন মালিকের মনে অনাবিল শান্তি বয়ে আনবে। কল্যাণ ও বারাকাত বলতে এটাও হতে পারে।

(وَسُوْءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ) "মন্দ আচরণ অশুভের কারণ।" (يمن)-এর বিপরীত হলো (شؤم) অর্থাৎ ভালো আচরণ যেমন বারাকাত ও কল্যাণ নিয়ে আসে, এর বিপরীত মন্দ আচরণ অকল্যাণ ও অনিষ্টতা নিয়ে আসে। কেননা অধিনস্থের সাথে মন্দ আচরণ পরস্পর হিংসা, ঘৃণা, জিদ, ঝগড়া ও হঠকারিতা সৃষ্টি করে যার প্রভাব মালিকের জান ও মাল উভয়ে পড়বে। তখন কেবল ক্ষতি হতে থাকা তার মনে অশান্তির কারণ হবে। এটা হলো তার অকল্যাণ ও অশুভ পরিণাম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫১৫৪)

(وَالصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ) "সদাক্বাহ্ মন্দ মৃত্যুকে বাধা দেয়।" মন্দ মৃত্যু বলতে দুর্ঘটনার কবলে হঠাৎ মৃত্যুকে বুঝানো হয়ে থাকে। কেননা মানুষের জীবনের দৈনন্দিন কোনো না কোনোভাবে গুনাহ সংঘটিত হয়ে যায়। মৃত্যু কাছে দেখলে, অসুস্থ হয়ে পড়লে মানুষ সাধারণত তার গুনাহ থেকে সকাতরে আল্লাহ

[৬০১] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৫১৬২, য'ঈফ আল জামি' ২৭২১। কারণ সানাদে 'উসমান বিন যুফার আদ্ দিমাশ্ক্বী একজন মাজহূল রাবী, যাকে ইবনু হিব্বান ব্যতীত অন্য কেউ বিশ্বস্ত বলেননি।

তা'আলার কাছে ক্ষমা চায়। এই তাওবাহ্ তার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া হতে পারে। কিন্তু হঠাৎ করে মারা গেলে সে তাওবাহ্ করার সুযোগ পায় না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

তাই হঠাৎ মৃত্যুকে মন্দ মৃত্যু বলা হয়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হঠাৎ মৃত্যু থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

(وَالْبِرُّ زِيَادَةٌ فِي الْعُمُرِ) "কল্যাণকর্ম বয়স বৃদ্ধির কারণ।" কল্যাণ কর্ম করলে আল্লাহর 'ইবাদাত অথবা তার সৃষ্টির প্রতি দয়া ও ভালো আচরণ হতে পারে। কুরআন ও হাদীস দ্বারা এ কথাটি অকাট্যভাবে প্রমাণিত একটি বিষয় হলো, সবার বয়স নির্ধারিত। নির্ধারিত সময়ের আগে বা পরে কারো মৃত্যু হবে না। তাই এ জাতীয় হাদীসের অর্থে 'উলামায়ে কিরাম এই নেন যে, বয়স বৃদ্ধি বলতে তার বয়সের মাঝে বারাকাত দেয়া বুঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে আল্লাহ তা'আলা তার বয়সকে বারাকাতময় করে তুলবেন। আল্লাহ অধিক ভালো জানেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٣٦٠-[١٩] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَذَكَرَ اللهَ فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ لَكِنْ عِنْدَهُ «فَلْيُمْسِكْ» بَدَلَ «فَارْفَعُوْا أَيْدِيَكُمْ»

৩৩৬০-[১৯] আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন তার খাদিম (চাকর-বাকর)-কে মারধর করে, আর ঐ সময়ে সে যদি আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, তখন তোমরা হাত সরিয়ে নাও। (তিরমিযী ও বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান)[৬০২]

ইমাম বায়হাক্বী'র বর্ণনায় 'হাত সরানোর' পরিবর্তে 'তাথেকে বিরত থাক' রয়েছে।

ব্যাখ্যা : (فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ) তোমরা তোমাদের হাত তুলে নাও, অর্থাৎ প্রহার বন্ধ করে দাও। কোনো বর্ণনায় এসেছে, (فَلْيُمْسِكْ) অর্থাৎ সে যেন বিরত হয়ে যায়।

হাদীসের মর্ম হলো : কেউ তার গোলামকে যদি শিক্ষা দানের জন্য প্রহার করে এবং তার প্রহার করা অবস্থায় গোলাম আল্লাহর নাম নেয়, তখন আল্লাহর নামের সম্মানার্থে তাকে প্রহার বন্ধ করে দিবে। এই হুকুম হচ্ছে আদাব বা শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে তাকে যখন ন্যায়সঙ্গত হালকা শাস্তি দিবে। অন্যায় শাস্তি দেয়া, প্রচণ্ড প্রহার করা কোনোক্রমেই জায়িয নয়। এমন অত্যাচার তো এমনিতেই বন্ধ করতে হবে। উপরে একাধিক হাদীসে আমরা বিষয়টি দেখে এসেছি। তবে গোলাম যদি কোনো অন্যায় করে যার কারণে তার ওপর শারী'আত নির্ধারিত দণ্ডবিধি ক্বায়িম করা হচ্ছে, এমতাবস্থায় সে আল্লাহর নাম নিলে প্রহার বন্ধ করতে হবে না। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৯৪৯)

٣٣٦١-[٢٠] وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

[৬০২] **খুবই দুর্বল :** তিরমিযী ১৯৫০, য'ঈফাহ্ ১৪৪১, য'ঈফ আল জামি' ৫৮২। কারণ এর সানাদে আবূ হারূন আল 'আবদী একজন মাত্রূক রাবী। কেউ কেউ তাকে মিথ্যুকও বলেছেন।

৩৩৬১-[২০] আবূ আইয়ূব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মা ও তার সন্তান-সন্ততির মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায়, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামাত দিবসে তার ও তার পরিবার-পরিজনদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাবেন। (তিরমিযী ও দারিমী)[৬০৩]

ব্যাখ্যা : (مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا) "যে ব্যক্তি মা ও তার সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করল...।" মা ও সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ, যেমন কারো দাসীর সঙ্গে তার মেয়ে রয়েছে, লোকটি মাকে রেখে মেয়েকে বিক্রি করে দিল অথবা কাউকে হাদিয়্যাহ্ হিসেবে দিয়ে দিল ইত্যাদি। অথবা মেয়েকে রেখে মাকে বিক্রি করে দিল। মোটকথা, যে কোনোভাবে মেয়েকে মার কাছ থেকে পৃথক করে দিল, তবে ক্বিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিবেন। ক্বিয়ামাত দিবসে আল্লাহর অনুমতিতে অনেক সময় নিজের প্রিয় মানুষের সুপারিশ কাজে আসে। আবার দুনিয়ায় নিজের যে প্রিয় মানুষ রয়েছে তার সাথে জান্নাতে থাকলে মানুষ আনন্দবোধ করবে দেখে আল্লাহ এই ব্যবস্থাও করবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি দুনিয়ায় আরেকজনের রক্ত সম্পর্কে বিচ্ছেদ ঘটাবে ক্বিয়ামাত দিবসে সে নিজের প্রিয়জনের সুপারিশ পাওয়া বা প্রিয়জনের সাথে জান্নাতে থাকার আনন্দ হতে বঞ্চিত হবে।

'আল্লামাহ্ মুনাবী বলেন : বেচাকেনা ইত্যাদির মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটানো ইমাম শাফি'ঈ-এর মতে সন্তান বুঝদার হওয়ার পূর্বে হারাম। সন্তানের মাঝে বুঝ ও ভালো-মন্দের পার্থক্য এসে গেলে মাকে রেখে সন্তান বা সন্তানকে রেখে মাকে বিক্রয় করা জায়িয। আর ইমাম আবূ হানীফাহ্-এর মতে সন্তানের বালেগ বা বালেগা হওয়ার পূর্বে এমন কাজ করা হারাম। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৫৬৬)

٣٣٦٢ـ[٢١] وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَهَبَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَلِيُّ! مَا فَعَلَ غُلَامُكَ؟» فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: «رُدَّهُ رُدَّهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৩৩৬২-[২১] 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে দু'টি দাস দান করেন, যারা ছিল একে অপরের ভাই। আমি তন্মধ্যে একজনকে বিক্রি করে দিলে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার অপর দাসটি কোথায়? আমি তাঁকে এতদসম্পর্কে জানালে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে নির্দেশ করলেন, তাকে ফেরত নাও, তাকে ফেরত নাও। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)[৬০৪]

ব্যাখ্যা : উপরের হাদীসে মা ও সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর আলোচনা করা হয়েছে। বর্ণিত হাদীসে দুই ভাইয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর কথা বলা হয়েছে। তাই মা ও সন্তান ও আপন ভাইদের মাঝে বিক্রি ইত্যাদির মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটানো হারাম হওয়ার বেলায় কোনো মতানৈক্য নেই। কেননা বিষয়টি হাদীসে স্পষ্ট। এছাড়া অন্যান্য রক্ত সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটানো যাবে কিনা– এ নিয়ে 'আলিমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। মা এবং সন্তান ও ভাইদের ওপর ক্বিয়াস করে অনেকে মনে করেন, অন্যদের মাঝেও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা হারাম। যেমন পিতা ও সন্তানের বিচ্ছিন্নতার বিষয়টি ভাইদের বিচ্ছিন্নতার চেয়ে অসুবিধাজনক। এটা হচ্ছে হানাফী 'আলিমদের মত। অপরদিকে অন্যান্য 'আলিমদের মতে বিক্রির মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতা হারাম কেবল মা ও সন্তান এবং ভাইদের সাথে। অন্যদের বেলায় হারাম নয়। অন্যদেরকে এর উপর ক্বিয়াস করাকে তারা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না। কেননা বিচ্ছিন্নতার কষ্ট সবার ক্ষেত্রে সমান নয়।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১২৮৪)

---

[৬০৩] **হাসান :** তিরমিযী ১৫৬৬, আহমাদ ২৩৪৯৯, দারিমী ২৪৭৯, সহীহ আল জামি' ৬৪১২, সহীহ আত্ তারগীব ১৭৯৬।

[৬০৪] **য'ঈফ :** তিরমিযী ১২৮৩, আহমাদ ৮০০, ইবনু মাজাহ ২২৪৯। কারণ এর সানাদে মায়মূন বিন আবী শাবীব 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে পাননি। অতএব সানাদটি মুনক্বতি'।

٣٣٦٣-[٢٢] وَعَنْهُ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَـرَدَّ الْبَيْعَ. رَوَاهُ أَبُـوْ دَاوُدَ مُنْقَطِعًا

৩৩৬৩-[২২] উক্ত রাবী ('আলী রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি এক দাসী ও তার সন্তানের মাঝে (একজনকে বিক্রির মাধ্যমে) বিচ্ছেদ ঘটালে নাবী ﷺ নিষেধ করলেন এবং বিক্রয় প্রত্যাহার করার নির্দেশ দিলেন। (আবূ দাউদ হাদীসটি মুন্‌ক্বতি' [বিচ্ছিন্ন] সানাদে বর্ণনা করেছেন)[৬০৫]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটিও 'আলী রাঃ থেকে বর্ণিত। এ হাদীসেও আমরা দেখছি যে, বিক্রির মাধ্যমে আলি রাঃ মা ও তার সন্তানের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির কারণে রসূল ﷺ এই বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করেন। তাই দাসী ও তার অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে বিক্রি করতে হলে একজনের কাছেই উভয়কে এক সাথে বিক্রি করতে হবে। একজনকে রেখে অপরজনকে বিক্রি করে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করায় রসূল ﷺ এই বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করেন।

খত্ত্বাবী বলেন : ছোট সন্তান ও তার মায়ের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা জায়িয না হওয়ার ব্যাপারে 'আলিমদের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই। তবে সন্তানের ছোট হওয়ার সীমা যার ভিতর বিচ্ছিন্নতা জায়িয নেই– এ নিয়ে 'আলিমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-ও তাঁর অনুসারীদের মতে এই সীমা হচ্ছে বালেগ হওয়া। অর্থাৎ সন্তান বালেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিক্রয় বা অন্য কিছুর মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতা ঘটানো জায়িয নেই। বালেগ হওয়ার পর বিচ্ছিন্ন করা না-জায়িয নয়।

ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) বলেন : এর সীমা সাত বা আট বছর। আট বছর পার হয়ে গেলে বিচ্ছিন্নতা জায়িয। ইমাম আওযা'ঈ বলেন : যখন সন্তান তার প্রয়োজনে মায়ের মুখাপেক্ষী হবে না তখন বিচ্ছিন্ন করা যাবে। ইমাম মালিক (রহঃ)-এর সন্তানের বুঝ আসা পর্যন্ত এর সীমা। ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর মতে কোনো অবস্থায়ই মা ও সন্তানের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা জায়িয নয়, যদিও সে বড় হয়ে বালেগ হয়ে যায়। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬৯৩)

٣٣٦٤-[٢٣] وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ يَسَّرَ اللهُ حَتْفَهُ وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ: رِفْقٌ بِالضَّعِيفِ وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوكِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৩৩৬৪-[২৩] জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : যার মধ্যে তিনটি গুণ বিদ্যমান রয়েছে আল্লাহ তা'আলা তার মৃত্যু সহজ করে দেবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন– অসহায়-দুর্বলের সাথে সদাচরণ, পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার ও দাস-দাসীর প্রতি উত্তম ব্যবহার।

(তিরমিযী; তিনি হাদীসটিকে গরীব বলেছেন)[৬০৬]

ব্যাখ্যা : (يَسَّرَ اللهُ حَتْفَهُ) 'আরবী 'হাত্‌ফুন' শব্দের অর্থ ধ্বংস। কারো স্বাভাবিক মৃত্যু হলে 'আরবরা বলে থাকেন (مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ) অর্থাৎ সে স্বাভাবিকভাবে মারা গেছে। পূর্বেকার মানুষের ধারণা ছিল, কেউ

---

[৬০৫] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ২৬৯৬; কারণ প্রাগুক্ত।

[৬০৬] **মাওযূ' :** তিরমিযী ২৪৯৪, য'ঈফাহ্ ৯২, য'ঈফ আল জামি' ২৫৫৬, য'ঈফ আত্ তারগীব ৫৫৯। কারণ এর সানাদে 'আবদুল্লাহ বিন ইবরাহীম আল গিফারী একজন মাতরূক রাবী। ইমাম ইবনু হিব্বান তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আর তার পিতা একজন মাজহূল রাবী।

কোনো ধরনের আঘাতপ্রাপ্ত, এ্যাকসিডেন্ট ইত্যাদির মাধ্যমে মারা গেলে যে স্থান ক্ষত সেদিকেই তার শেষ নিঃশ্বাস বের হয়। আর যে স্বাভাবিক মারা যায় তার শেষ নিঃশ্বাস নাক দিয়ে বের হয়। এ থেকে স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটলে তারা (مَاتَ حَتْفَ أَنْفِه) বাক্য ব্যবহার করে থাকেন। তাই হাদীসের বাক্যের অর্থ হচ্ছে : যার মাঝে বর্ণিত তিন গুণ থাকবে আল্লাহ তা'আলা তার মৃত সহজ করে দিবেন এবং সাকারাত তথা মৃত্যুর পূর্ব যন্ত্রণা দূর করে দিবেন। সেই তিনটি গুণ হলো-

(رِفْقٌ بِالضَّعِيفِ) দুর্বলের সাথে নরম ব্যবহার। দুর্বল বলতে শারীরিক দুর্বল, অবস্থার দিক থেকে দুর্বল, জ্ঞানের দিক থেকে দুর্বল হতে পারে। মোটকথা, যে কোনো ধরনের দুর্বলের সাথে নরম আচরণ করা।

(شَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ) পিতা-মাতার ওপর দয়াশীল হওয়া। অর্থাৎ পিতা-মাতার প্রতি দয়া, তাদের যত্ন, তাদের প্রতি মমতা ও তাদের মর্যাদা ইত্যাদির খেয়াল রাখা।

(إِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوكِ) দাসের প্রতি করুণা। অর্থাৎ মালিকের ওপর দাসের প্রতি যে জরুরী দায়িত্ব রয়েছে তা আদায়ের সাথে সাথে তার প্রতি অতিরিক্ত কল্যাণ পৌছানো। এর মাঝে মালিকের জন্যও কল্যাণ ও বারাকাত নিহিত রয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٣٦٥ ـ [٢٤] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهَبَ لِعَلِيٍّ غُلَامًا فَقَالَ: «لَا تَضْرِبْهُ فَإِنِّي نُهِيتُ عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَّلَاةِ وَقَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي». هٰذَا لَفْظُ الْمَصَابِيحِ

৩৩৬৫-[২৪] আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (ﷺ) 'আলী (রাঃ)-কে একটি গোলাম দান করে বললেন, একে প্রহার করো না। কেননা, আল্লাহ আমাকে সলাত আদায়কারীকে প্রহার করতে নিষেধ করেছেন, আর আমি তাকে সলাত আদায় করতে দেখেছি।

(এটা মাসাবীহ-এর বাক্য)[৬০৭]

ব্যাখ্যা : (فَإِنِّي نُهِيتُ) 'আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।' অর্থাৎ আমার প্রতিপালক আমাকে সলাত আদায়কারী দাসকে মারতে নিষেধ করেছেন।

সলাত আদায়কারী গোলামকে প্রহার নিষেধ অর্থাৎ শারী'আত হাদ্দ তথা দণ্ডবিধি জাতীয় কোনো অপরাধ ছাড়া অন্য কোনো সাধারণ অপরাধের কারণে প্রহার নিষেধ। তবে সে যদি এমন কোনো দোষ করে যার কারণে তার ওপর শারী'আত দণ্ডের শাস্তি অনিবার্য হয় তবে তা প্রয়োগ করতে হবে।

(وَقَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي) অর্থাৎ আর আমি তাকে সলাত আদায় করতে দেখেছি। রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথার উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, শিষ্টাচারের জন্য এমন গোলামকে প্রহার করার প্রয়োজন হবে না; কেননা সে সলাত আদায়ের মাধ্যমে তার প্রকৃত মালিকের সাথে করণীয় দাসত্বের শিষ্টাচার বজায় রাখছে, আর সলাত মানুষকে অশ্লীল ও আপত্তিকর কাজ থেকে বাধা প্রদান করে, অতএব তাকে আপত্তিকর কাজের জন্য প্রহারের প্রয়োজন হবে না। এছাড়া সে যখন তার প্রকৃত মালিকে হাক্ব আদায় করছে তখন অন্য কিছুতে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে তা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা উচিত।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন : সলাত আদায়কারী সাধারণত এমন কোনো কাজ করে না যার দ্বারা সে প্রহৃত হওয়ার উপযুক্ত হয়; কেননা সলাত অশ্লীল ও আপত্তিকর কাজ থেকে বাধা প্রদান করে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৬০৭] হাসান : আহমাদ ৫/২৫০, ২৫৮, সহীহাহ্ ১৪২৮, সহীহ আল জামি' ৮৬০।

٣٣٦٦ -[٢٥] وَفِيْ «الْمُجْتَبٰى» لِلدَّارَقُطْنِيْ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّيْنَ.

৩৩৬৬-[২৫] আর দারাকুত্বনী'র 'মুজ্‌তাবা' গ্রন্থে আছে যে, 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিষেধ করেছেন সলাত আদায়কারীকে প্রহার করা হতে।[৬০৮]

٣٣٦٧ -[٢٦] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! كَمْ نَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ؟ فَسَكَتَ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ فَصَمَتَ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ قَالَ: «اُعْفُوْا عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৩৬৭-[২৬] 'আব্‌দুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! গোলামকে তার অপরাধের জন্য কতবার আমরা ক্ষমা করব? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) নিশ্চুপ রইলেন। সে ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞেস করল, (এবারও) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) নিশ্চুপ রইলেন। তৃতীয়বার প্রশ্নের জবাবে বললেন, তাকে ক্ষমা কর, প্রত্যহ ৭০ বার (অপরাধ করলেও) মাফ করে দাও।

(আবূ দাউদ)[৬০৯]

ব্যাখ্যা : صمت (فَصَمَتَ) এবং سَكَتَ একই অর্থ। অর্থাৎ চুপ থাকেন। দুইবার প্রশ্ন করার পরও চুপ থাকার কারণ হিসেবে বলা হয় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের প্রশ্ন অপছন্দ করেন; কেননা ক্ষমা করা সর্বদাই ভালো কাজ। যত বেশি ক্ষমা করবে তত বেশি প্রতিদান পাবে। অতএব এখানে নির্ধারিত সংখ্যার প্রশ্নের কোনো প্রয়োজন নেই। অথবা এও হতে পারে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিতে ওয়াহীর অপেক্ষা করেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

(كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً) প্রতিদিন সত্তরবার হলেও। অর্থাৎ প্রতিদিন সত্তরবার ক্ষমা করার প্রয়োজন পড়লেও ক্ষমা কর। সত্তরবার উল্লেখ করে আধিক্য বুঝানো উদ্দেশ্য। নির্ধারিত সত্তর সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো বেশি বেশি ক্ষমা কর, যত বেশি পারো ক্ষমা কর। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৫১৫৫)

প্রত্যেক ভাষাতেই এমন ব্যবহার রয়েছে। অর্থাৎ সংখ্যা বলে নির্ধারিত সংখ্যা উদ্দেশ্য না করে অধিক বুঝানো হয়ে থাকে।

٣٣٦٨ -[٢٧] وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو.

৩৩৬৮-[২৭] আর তিরমিযী (রহঃ) 'আব্‌দুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[৬১০]

٣٣٦٩ -[٢٨] وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَاءَمَكُمْ مِنْ مَمْلُوْكِيْكُمْ فَأَطْعِمُوْهُ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ وَاكْسُوْهُ مِمَّا تَكْسُوْنَ وَمَنْ لَا يُلَائِمُكُمْ مِنْهُمْ فَبِيْعُوْهُ وَلَا تُعَذِّبُوْا خَلْقَ اللّٰهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ

---

[৬০৮] **হাসান :** দারাকুত্বনী ১৭৫৭।

[৬০৯] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৫১৬৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫৭৯৯, সহীহাহ্ ৪৮৮।

[৬১০] **হাসান :** তিরমিযী ১৯৪৯।

৩৩৬৯-[২৮] আবূ যার্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীকে নিজেরা যা খাবে, তাকেও তাই খাওয়াবে; নিজেরা যা পরিধান করবে, তাকেও তাই পরিধান করাবে। আর যারা তোমাদের (অধীনস্থ) উপযোগী বা মানানসই নয়, তাদের বিক্রি করে দাও এবং তোমরা আল্লাহর বান্দাকে কষ্ট দিও না। (আহমাদ, আবূ দাউদ)[৬১১]

ব্যাখ্যা : (لَاءَمَكُمْ) 'আরবী শব্দ (الْمُلَاءَمَةُ) থেকে নির্গত। যার অর্থ উপযোগী হওয়া, খাপ খাওয়া, সন্ধি হওয়া ইত্যাদি। হাদীসের অর্থ হলো, যে গোলামের সাথে তোমাদের খাপ খায় তথা বনিবনা হয় তাকে নিজে যা খাও খাওয়ায়, নিজে যা পরিধান করো তাকে পরিধান করাও। অর্থাৎ তাকে সাথে রাখো এবং তার সাথে কোনো বৈষম্য আচরণ করো না। তবে ইতোপূর্বে এই মর্মের হাদীসের আলোচনায় আমরা জেনেছি যে, মালিকের সাদৃশ্য হুবহু খাবার ও পরিধেয় বস্ত্র গোলামকে দেয়ার হুকুমটি মুস্তাহাব পর্যায়ের। তবে গোলামকে তার জন্য প্রচলিত মানের খাবার ও পরিধেয় বস্ত্র অবশ্যই দিতে হবে। এতে কৃপণ করা যাবে না।

(وَمَنْ لَا يُلَائِمُكُمْ مِنْهُمْ فَبِيعُوهُ) আর গোলামের মধ্যে যে তোমাদের উপযোগী না হয় তাকে বিক্রি করে দাও। অর্থাৎ গোলামের সাথে বনিবনা না হলে তাকে প্রহার করবে না, বরং বিক্রি করে দিবে; কেননা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকে কষ্ট দেয়া জায়িয নয়। বনিবনা না হওয়ার কারণে অনেক সময় অযথা তাকে কষ্ট দিতে পার যা তোমার গুনাহের কারণ হবে। পরবর্তীতে রসূল (সাঃ) আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকে কষ্ট না দেয়ার বিষয়টি ব্যাপক আকারে নির্দেশ দিয়ে বলেন, (وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللّٰهِ) আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দিয়ো না। অর্থাৎ আল্লাহর তা'আলার কোনো সৃষ্টিকেই কষ্ট দেয়া যাবে না। আল্লাহর দাসকে কষ্ট দিয়ো না বলে সাধারণভাবে আল্লাহর সৃষ্টির কষ্ট না দেয়ার কথার বলার মাঝে দু'টি ফায়েদা রয়েছে। (এক) গোলামকে যেমন কষ্ট দেয়া জায়িয নেই তেমনি আল্লাহর কোনো সৃষ্টিকেই অন্যায় কষ্ট দেয়া জায়িয নেই। গোলামকে কষ্ট না দেয়ার কথা বলতে গিয়ে রসূল (সাঃ) অন্যান্য সৃষ্টির কথাও ঢুকিয়ে দিলেন। (দুই) যে কোনো সৃষ্টির কষ্ট দেয়ার কথা নিষেধ করলে গোলামের কষ্ট দেয়ার নিষেধাজ্ঞা আরো দৃঢ় হয়। কেননা যে কোন সৃষ্টিকে কষ্ট দেয়া যেখানে নিষেধ, সেখানে গোলাম সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ, সেই তুলনায় তাকে কষ্ট আরো বেশি খারাপ ও নিষেধের আওতায় পড়বে। মোটকথা, ব্যাপকভাবে বলে গোলামকে কষ্ট দেয়ার নিষেধাজ্ঞা দৃঢ় করা উদ্দেশ্য। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

٣٣٧٠ـ[٢٩] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ: مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ فَقَالَ: «اتَّقُوا اللّٰهَ فِيْ هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوْهَا صَالِحَةً وَاتْرُكُوْهَا صَالِحَةً». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৩৭০-[২৯] সাহ্ল ইবনু হান্যালিয়্যাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি উটের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে দেখতে পেলেন যে, তার পিঠ পেটের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। তখন তিনি (সাঃ) বললেন, তোমরা এ জাতীয় বাকশক্তিহীন পশুদের (সওয়ারীদের) ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা এদের উপর আরোহণ এবং অবতরণ সর্বাবস্থায় সুস্থ ও সবল রাখ। (আবূ দাউদ)[৬১২]

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসে উটকে কষ্ট দেয়া নিষেধাজ্ঞার অধীনে অন্য সৃষ্টিকে কষ্ট না দেয়ার বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছিল। বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্পষ্টভাবে অন্য সৃষ্টি যেমন প্রাণীকে কষ্টের নিষেধের ব্যাপারটি বর্ণনা করেন।

---

[৬১১] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৫১৫৭, সহীহ আত্ তারগীব ২২৮২, আহমাদ ২১৪৮৩, সহীহাহ্ ৭৩৯, সহীহ আল জামি' ৬৬০২।

[৬১২] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২৫৪৮, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৫৪৫, সহীহাহ্ ২৩, সহীহ আত্ তারগীব ২২৭৩।

(قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهٗ بِبَطْنِهٖ) পিঠ পেটের সাথে মিলে গেছে। অর্থাৎ উটকে যথাযথ খাবার না দেয়ার কারণে তার পেট খালি হয়ে পিটের সাথে মিলে গেছে। উটের এই অবস্থা দেখে রসূল ﷺ বলেন-

(اِتَّقُوا اللّٰهَ فِيْ هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ) কথা বলতে পারে না এই চতুষ্পদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করে এদের সাথে ভালো আচরণ কর। এদের যত্ন নাও।

الْبَهَائِمِ শব্দটি بَهِيْمَةٌ শব্দের বহুবচন। অহিংস্র চতুষ্পদ প্রাণীকে 'আরবীতে '*বাহীমাতুন*' বলা হয়।

الْمُعْجَمَةِ শব্দের অর্থ বোবা, যে কথা বলতে পারে না। অর্থাৎ সে মালিকের কাছে তার ক্ষুধা, পিপাসা ইত্যাদির কথা তুলে ধরতে পারে না। তাই তার মালিককেই তার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন : এ হাদীসটির দলীল হলো, মালিকের জন্য প্রাণীর ঘাস ইত্যাদি খাবারের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব। শাবক মালিককে এর উপর বাধ্য করতে পারে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(فَارْكَبُوْهَا صَالِحَةً) তার উপর আরোহণ কর সে উপযুক্ত থাকা অবস্থায়। অর্থাৎ প্রাণীর উপর চড়তে বা আরোহণ করতে হলে দেখ সে তোমাকে বহন করার ক্ষমতা রাখে কিনা। তোমাকে নিয়ে চলার ক্ষমতা রাখে কিনা। প্রাণী সেই ক্ষমতা না রাখলে তার উপর চড়া বা অতিরিক্ত বোঝা যা সে বহনের ক্ষমতা রাখে না তা চাপানো জায়িয নয়।

(وَاتْرُكُوْهَا صَالِحَةً) তাকে ছেড়ে দাও উপযুক্ত থাকা অবস্থায়। অর্থাৎ প্রাণীর উপর আরোহণ করলে বা বোঝা চাপালে সে ক্লান্ত হয়ে অক্ষম হওয়ার পূর্বে আরোহণ ত্যাগ করো এবং বোঝা নামিয়ে নাও। প্রাণী ক্লান্ত হয়ে নুয়ে পড়লে বা চলতে অক্ষম হলে তা তাকে কষ্ট দেয়ার অন্তর্ভুক্ত। তাই এ প্রাণী এই কঠিন পরিস্থিতিতে পৌঁছার পূর্বে আরোহণ ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন রসূলুল্লাহ ﷺ। অর্থাৎ আরোহণ করা এবং না করা সর্বাবস্থায় সুস্থ ও সবল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٣٧١ - [٣٠] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى ﴿وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ﴾ [سورة الأنعام٦ :١٥٢] وَقَوْلُهٗ تَعَالٰى: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا﴾ [سورة النساء٤ :١٠] الْاٰيَةَ انْطَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهٗ يَتِيْمٌ فَعَزَلَ طَعَامَهٗ مِنْ طَعَامِهٖ وَشَرَابَهٗ مِنْ شَرَابِهٖ فَإِذَا فَضَلَ مِنْ طَعَامِ الْيَتِيْمِ وَشَرَابِهٖ شَيْءٌ حُبِسَ لَهٗ حَتّٰى يَأْكُلَهٗ أَوْ يَفْسُدَ فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامٰى قُلْ: إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [سورة البقرة٢ :٢٢٠] فَخَلَطُوْا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِمْ وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِمْ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৩৩৭১-[৩০] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কুরআন মাজীদের এ আয়াত "তোমরা ইয়াতীমের সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না উত্তম পন্থা ছাড়া"– (সূরাহ্ আল আন্'আম্ ৬ : ১৫২) এবং এ আয়াত "যারা ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১০) নাযিল হলো, তখন যাদের

অধীনস্থ ইয়াতীম ছিল, তারা তাদের স্বীয় খাদ্য হতে তার খাদ্য, তাদের স্বীয় পানীয় হতে তার পানীয় পৃথক করতে লাগল। এভাবে যখন ইয়াতীমের খাদ্য ও পানীয় যা উদ্বৃত্ত হতো তখন তা তাদের জন্য রেখে দিতে লাগল, পরে ইয়াতীম আহার্য করত অথবা নষ্ট হয়ে যেতো। এটা ইয়াতীমদের তত্ত্বাবধায়কদের জন্য সঠিন মনে হলো। এমতাবস্থায় তারা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এতদসম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন "লোকেরা আপনাকে ইয়াতীমদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে; বলুন, তাদের সুব্যবস্থা করা উত্তম। আর তোমরা যদি তাদের সাথে থাক, তবে তারা তো তোমাদের ভাই"– (সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ ২ : ২২০)। অতঃপর তারা ইয়াতীমদের খাদ্য ও পানীয় নিজেদের খাদ্যের সাথে একত্রিত করল।

(আবূ দাউদ, নাসায়ী)[৬১৩]

ব্যাখ্যা : ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾ "ইয়াতীমের মালের কাছে যেও না"– (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ১৫২)। অর্থাৎ ইয়াতীম সন্তান যাদের লালন পালনের দায়িত্বে রয়েছে তোমরা ইয়াতীমের মালে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করো না। অন্যায় হস্তক্ষেপের নিষেধাজ্ঞাকে জোরালো করতে কাছে না যাওয়ার কথা বলা হয়েছে; কেননা সাথে সাথে আল্লাহ বলেন : ﴿إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ অর্থাৎ তবে উত্তম পন্থায় হলে ভিন্ন কথা। তাই ন্যায়সঙ্গত হস্তক্ষেপ, যেমন- ইয়াতীমের স্বার্থে তার সম্পদ ব্যয় করা, ইয়াতীমকে লালনকারী দরিদ্র হলে ন্যায় লালনের পারিশ্রমিক হিসেবে ন্যায়সঙ্গত আহার গ্রহণ করা জায়িয।

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا﴾ (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১০) আয়াতের পরবর্তী অংশ ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১০) অর্থাৎ যারা ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তারা নিজ পেটে আগুন খায় এবং অচিরেই তারা জাহান্নামের আগুনে মিলিত হবে।

এই কঠিন বিধান শুনে সহাবায়ে কিরাম ইয়াতীমের মাল সম্পূর্ণ পৃথক করা আরম্ভ করলেন, এমনকি তাদের জন্য আলাদা রান্না, আলাদা খাবার ইত্যাদি ব্যবস্থা করলেন। ইয়াতীমের খাবার বেঁচে গেলে তা নষ্ট হতো তবুও কেউ তাতে হাত দিতো না। একই পরিবারে এভাবে চলাফেরা অত্যন্ত কষ্টকর হলে সহাবায়ে কিরাম রসূল ﷺ-এর কাছে গিয়ে বিষয়টির সুরাহা কামনা করেন। তখন নাযিল হয় :

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ "তারা আপনাকে ইয়াতীমদের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, তাদের জন্য সঠিভাবে গুছিয়ে দেয়া উত্তম, আর যদি তাদের ব্যয়ভার নিজেদের সাথে মিশিয়ে নাও তবে মনে করবে তারা তোমাদের ভাই।"

(إِصْلَاحٌ لَهُمْ) তাদের মালামাল পৃথক করে গুছিয়ে রাখাটাই সর্বোত্তম।

(وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ) অর্থাৎ গুছিয়ে রাখা কষ্টকর হলে তারা তোমাদের ভাই হিসেবে তাদের মাল তোমাদের মালের সাথে মিশিয়ে নিতে পার। অর্থাৎ মিশিয়ে নেয়াটা হবে কঠিন ঝামেলা এড়ানোর জন্য। তাদের মাল ভোগ করার জন্য নয়। তাই এই বাক্যের পরেই আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ অর্থাৎ "কে মাল ফাসিদকারী আর কে কল্যাণকামী তা আল্লাহ তা'আলা জানেন।"

(সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ ২ : ২২০)

এতএব এ আয়াত নাযিল হলে সহাবায়ে কিরাম অবকাশ পান এবং ইয়াতীমদের খাবার ও পানীয় তাদের খাবার ও পানীয়ের সাথে একত্রিত করেন। (ইবনু কাসীর বর্ণিত আয়াতের অধীনে)

---

[৬১৩] হাসান : আবূ দাউদ ২৮৭১, নাসায়ী ৩৬৯৯।

٣٣٧٢ـ[٣١] وَعَنْ أَبِي مُوسٰى قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِه وَبَيْنَ الْأَخِ وَبَيْنَ أَخِيهِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ

৩৩৭২-[৩১] আবূ মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নাত করেছেন : যে ব্যক্তি পিতা পুত্রের মধ্যে এবং দুই ভাইয়ের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটায়। (ইবনু মাজাহ্, দারাকুত্বনী)[৬১৪]

ব্যাখ্যা : এই মর্মের হাদীস আমরা ইতোপূর্বে দেখে এসেছি। এ হাদীসটি আরেকটি কথার উপর ইঙ্গিত বহন করে যে, বিচ্ছিন্ন করা হারাম হওয়ার সম্পর্ক কেবল পিতা-মাতা ও সন্তানের সাথে নয়।

٣٣٧٣ـ[٣٢] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِالسَّبْيِ أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৩৩৭৩-[৩২] 'আব্‌দুল্লাহ ইবনু মাস্‌'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যখন যুদ্ধবন্দী হয়ে আসতো তখন তাদের মাঝে যাতে সম্পর্কচ্ছেদ না ঘটে, সেজন্য এক পরিবারের সকলকে এক ব্যক্তির অধীন করে দিতেন। (ইবনু মাজাহ)[৬১৫]

ব্যাখ্যা : (بِالسَّبْيِ) শব্দের অর্থ বন্দী বা বন্দিনী। যুদ্ধে যাদেরকে বন্দী করে নিয়ে আসা হয়, তারা গোলাম বা দাসী হয়।

এক্ষেত্রে এক পরিবারের ছোট বড় বন্দী হয়ে থাকলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতেন না। অর্থাৎ এক পরিবারের সদস্যদেরকে বণ্টন করে কয়েকজনকে দিতেন না। বরং সবাইকে একজনের কাছে দিতেন যাতে তারা একাকিত্ব অনুভব না করে।

এ হাদীসটিও এই কথা প্রমাণ করে যে, বিচ্ছিন্নতা অবৈধ হওয়া কেবল পৈত্রিক সম্পর্কের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। (সম্পাদক)

٣٣٧٤ـ[٣٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِشِرَارِكُمْ؟ الَّذِي يَأْكُلُ وَحْدَهُ وَيَجْلِدُ عَبْدَهُ وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ». رَوَاهُ رَزِيْنٌ

৩৩৭৪-[৩৩] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি কি তোমাদের মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে বলব না? সে হলো যে একাকী খায়, স্বীয় দাসকে প্রহার করে এবং দান-সদাক্বাহ্ হতে বিরত থাকে। (রযীন)

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তির কথা বলেন। যার মাঝে এই সব গুণাবলী বিদ্যমান থাকবে সে নিকৃষ্ট ব্যক্তি বলে গণ্য। এই মন্দ গুণাবলী একটি : (الَّذِي يَأْكُلُ وَحْدَهُ) "যে একাকি খায়"। অর্থাৎ অহংকার ও কৃপণতাবশত তার খাবারে অন্য কাউকে অংশীদার বানায় না। দ্বিতীয় মন্দ গুণ :

---

[৬১৪] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ ২২৫০, দারাকুত্বনী ৩০৪৬, য'ঈফ আল জামি' ৪৬৯৩, য'ঈফ আত্ তারগীব ১১২০। কারণ এর সানাদে ইব্‌রাহীম বিন ইসমা'ঈল একজন দুর্বল রাবী।

[৬১৫] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ ২২৪৮, আহমাদ ৩৬৯০, য'ঈফ আল জামি' ৪৩২১। কারণ এর সানাদে জাবির আল জু'ফী একজন রাফিযী ও মুদাল্লিস রাবী। কেউ কেউ তাকে মিথ্যুকও বলেছেন।

(وَيَجْلِدُ عَبْدَهٗ) এবং দাসকে প্রহার করে। অর্থাৎ অন্যায়ভাবে তার মালিকানাভুক্তদের প্রহার করে। তৃতীয়তঃ (وَيَمْنَعُ رِفْدَهٗ) এবং দান করতে বাধা দেয়।

হাদীসের সার হলো, যার মাঝে কৃপণতা ও মন্দ আচরণ থাকবে সে সর্বাধিক নিকৃষ্ট ব্যক্তি। এ হাদীসে নাবী ﷺ কৃপণতা ও মন্দ আচরণের তিনটি দিক তুলে ধরেছেন।

٣٣٧٥-[٣٤] وَعَنْ أَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ». قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ هٰذِهِ الْأُمَّةَ أَكْثَرُ الْأُمَمِ مَمْلُوكِينَ وَيَتَامٰى؟ قَالَ: «نَعَمْ فَأَكْرِمُوهُمْ كَكَرَامَةِ أَوْلَادِكُمْ وَأَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ». قَالُوْا: فَمَا تَنْفَعُنَا الدُّنْيَا؟ قَالَ: «فَرَسٌ تَرْتَبِطُهٗ تُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِىْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَمَمْلُوكٌ يَكْفِيكَ فَإِذَا صَلّٰى فَهُوَ أَخُوْكَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৩৩৭৫-[৩৪] আবূ বাক্‌র আস্ সিদ্দীক্ব رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দাস-দাসীর সাথে অসদাচরণকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। সহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আমাদেরকে ইতঃপূর্বে বলেননি যে, সকল উম্মাতের তুলনায় আপনার উম্মাতের মধ্যে অধিকহারে দাস-দাসী ও ইয়াতীম হবে? তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ। তবে তোমরা যদি জান্নাতে প্রবেশ করতে চাও, তাহলে তাদেরকে স্বীয় সন্তান-সন্ততির মতো সদ্ব্যবহার কর। যা নিজেরা খাও তাদেরকেও তাই খাওয়াও। তারা জিজ্ঞেস করল, তারা আমাদের পার্থিব কি উপকারে আসবে? তিনি (ﷺ) বললেন, এমন ঘোড়সওয়ার, যা তুমি শত্রুর বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশে বেঁধে রাখ। আর এমন দাস, যা তোমার কাজকর্মের জন্য যথেষ্ট। আর যখন সে সলাত আদায় করে, তখন সে তোমার ভাই। (ইবনু মাজাহ)[৬১৬]

ব্যাখ্যা : (سَيِّئُ الْمَلَكَةِ) "মালিকানায় মন্দ আচরণকারী"। অর্থাৎ যে মালিক তার মালিকানাভুক্ত দাসদের সাথে অন্যায় আচরণ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। জান্নাতে প্রবেশ করবে না বলতে প্রথমেই জান্নাতে প্রবেশ করবে না উদ্দেশ্য। তবে তার এই অন্যায় আচরণের শাস্তি ভোগ করার পর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কেননা যার মাঝে অণু পরিমাণ ঈমান রয়েছে সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে বলে আমরা রসূল ﷺ-এর বাণী থেকেই জানতে পারি। অর্থাৎ অন্যায়ের শাস্তি ভোগ করার পর সব মু'মিনই একদিন জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ هٰذِهِ الْأُمَّةَ...) "আপনি কি আমাদেরকে খবর দেননি যে,..." রসূলুল্লাহ ﷺ-কে সহাবীদের এই প্রশ্নের সারমর্ম হলো, হে রসূল! আপনি যখন বললেন, মালিকানাভুক্ত দাসদের সাথে অন্যায় আচরণকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। অতএব আপনার এই উম্মাত যখন সবচেয়ে বেশি দাস-দাসীর অধিকারী তখন তাদের জন্য সবার সাথে নরম আচরণ সম্ভব নয়। তাই তারা স্বাভাবিকতই তাদের সাথে মন্দ আচরণ করবে। অতএব তাদের অবস্থা এবং শেষ পরিণাম কি হবে?

রসূল ﷺ তাদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। তবে ভয়ের তো কারণ নেই। তোমরা জান্নাতে না যাওয়ার মন্দ পরিণাম থেকে বাঁচতে দাস-দাসীদের যথাযথ মর্যাদা রক্ষা কর, যেমন তোমাদের সন্তানদের যথাযথ মূল্যায়ন করে থাক এবং তাদেরকে খাওয়ায় যা তোমরা নিজে যা খাও।

[৬১৬] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ ৩৬৯১, তিরমিযী ১৯৪৬। কারণ এর সানাদে ফারক্বদ আস সাবাখী প্রসিদ্ধ দুর্বল রাবী।

সহাবীরা আবার প্রশ্ন করলেন যার সার হলো, দুনিয়ায় দাসদের এমন মূল্যায়ন করতে হলে দুনিয়ায় তাদের দিয়ে আমাদের লাভ কি? রসূল ﷺ তাদের এই প্রশ্নের উত্তর একটি উপমা সহ পেশ করলেন। অর্থাৎ ঘোড়া যেমন আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদের জন্য বেঁধে রেখেছো কেবল আখিরাতের সাওয়াব পাওয়ার জন্য, তবে তার দ্বারা দুনিয়ার উদ্দেশ্য না থাকলেও জিহাদে গিয়ে গনীমাতের মাল পাওয়ার মাধ্যমে দুনিয়াবী উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যায়। ঠিক তদ্রূপ দাস থাকায় তুমি নিজে আখিরাতের কাজে মনোযোগ দিতে পারছো। সে না থাকলে তোমাকে আখিরাতের কর্ম ছেড়ে দুনিয়াবী অনেক কাজ-কর্ম করতে হতো। গোলাম তোমার সেই কাজের জন্য যথেষ্ট হওয়ায় তুমি নির্বিঘ্নে আখিরাতের কর্ম করতে পারছো। এটাই তোমার দুনিয়ার স্বার্থকতা। তারপর রসূল ﷺ বললেন, তুমি যেমন তার মাধ্যমে আখিরাতের কর্মের সুযোগ পাচ্ছ তাকেও আখিরাতের কর্ম সলাত আদায়ের সুযোগ দাও। দাস যখন সলাত আদায় করছে তখন সে তোমার ভাই।

(١٨) بَابُ بُلُوْغِ الصَّغِيْرِ وَحَضَانَتِهٖ فِى الصِّغَرِ

অধ্যায়-১৮ : শিশুর বালেগ হওয়া ও ছোট বেলায় তাদের প্রতিপালন প্রসঙ্গে

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٣٧٦ - [١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: عُرِضْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَرَدَّنِىْ ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ عَامَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِىْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: هٰذَا فَرْقُ مَا بَيْنَ الْمُقَاتَلَةِ وَالذُّرِّيَّةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৩৭৬-[১] ইবনু 'উমার رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন উহুদ যুদ্ধে শামিল হবার উদ্দেশে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিজেকে পেশ করলাম, তখন আমার বয়স ১৪ বছর। কিন্তু তিনি (ﷺ) অসম্মতি জানালেন। অতঃপর ১৫ বছর বয়সে খন্দাকের যুদ্ধে নিজেকে পেশ করলে, তিনি (ﷺ) অনুমতি দিলেন। (এ হাদীস শুনে) পরবর্তীকালে খলীফা 'উমার ইবনু 'আব্দুল 'আযীয (রহঃ) বলেন, এটাই হলো মুজাহিদ ও বালকের মাঝে বয়সের পার্থক্য নির্ণয়কারী। (বুখারী ও মুসলিম)[৬১৭]

ব্যাখ্যা : (عَامَ أُحُدٍ) উহুদ যুদ্ধের বছর। তৃতীয় হিজরী সনের শাও্ওয়াল মাসে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আবার অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে খন্দাক যুদ্ধ পঞ্চম হিজরী সনে সংঘটিত হয়। এই হিসেবে উহুদ যুদ্ধের সময় ইবনু 'উমার رضي الله عنهما-এর বয়স চৌদ্দ বছর হলে খন্দাক যুদ্ধকালে তার বয়স পনের না হয়ে ষোল হওয়ার কথা। তবে ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীসটিকে এই জোরালো আপত্তির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা ছাড়াই উল্লেখের কারণ হিসেবে বলা হয়, তিনি ঐতিহাসিক মূসা ইবনু 'উক্ববার কথার প্রতি ধাবিত ছিলেন। আর মূসা

[৬১৭] সহীহ : বুখারী ২৬৬৪, মুসলিম ১৮৬৮, ইবনু মাজাহ ২৫৪৩, আবূ দাউদ ৪৪০৬, নাসায়ী ৩৪৩১, ইবনু মাজাহ ২৫৪৩, ইরওয়া ১১৮৬।

বিন 'উক্ববার মতে খন্দাক যুদ্ধ চতুর্থ হিজরীতে সংঘটিত হয়। চতুর্থ হিজরী সংঘটিত হওয়ার পক্ষে বর্ণিত হাদীসটিকে দলীল বানানো হয়। কেননা উহুদ তৃতীয় হিজরীতে, সে সময় ইবনু 'উমারের বয়স চৌদ্দ, আবার খন্দাকে তার বয়স পনের হয়েছে বলে তিনি নিজে উল্লেখ করছেন। অতএব খন্দাক যুদ্ধ চতুর্থ হিজরী হওয়াটা স্বাভাবিক। তবে ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক্বসহ অধিকাংশের মতে খন্দাক যুদ্ধ পঞ্চম হিজরীতেই সংঘটিত হয়েছে। ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে তা প্রমাণিত হয়েছে। অতএব ইবনু 'উমারের কথা দিয়ে খন্দাক যুদ্ধ চতুর্থ হিজরীতে হয়েছে এ কথা বলার সুযোগ নেই। বরং ইবনু 'উমারের কথারই ব্যাখ্যা করতে হবে।

খন্দাক পঞ্চম হিজরীতে হলে এ সময় ইবনু 'উমারের বয়স ষোল হওয়ার কথা। কিন্তু তিনি নিজে তার বয়স পনের বলে উল্লেখ করার দরুন যে প্রশ্নের উদ্রেক হয় তার উত্তর ইমাম বায়হাক্বী এবং অন্যান্যরা এই বলে দেন যে, ইবনু 'উমারের কথা : "উহুদের যুদ্ধে আমাকে রসূল ﷺ-এর সামনে পেশ করা হয়, যে সময় আমার বয়স চৌদ্দ", তার মানে আমি চৌদ্দ বছরে প্রবেশ করেছি। এরপর তার কথা : "খন্দাকের যুদ্ধে আমাকে রসূল ﷺ সামনে পেশ করা হয়, যে সময় আমার বয়স পনের", অর্থাৎ পনের পার করেছি। পনের পার হয়ে ষোল বছরের যে কয় মাস তা তিনি হিসেবে আনেননি। বয়সের বর্ণনার ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যবহারের প্রচলন অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এভাবে ইবনু 'উমার رضي الله عنه-এর কথা এবং ঐতিহাসিক বাস্তবতা উভয়টি সঠিক হয়ে যায়। (ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬৬৪)

(هٰذَا فَرْقُ مَا بَيْنَ الْمُقَاتَلَةِ وَالذُّرِّيَّةِ) "এটা হলো যোদ্ধা ও বাচ্চার বয়সের পার্থক্য।" এই বাক্যের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চা যখন পনের বছর বয়সে উপনীত হবে তখন সে যোদ্ধার তালিকায় প্রবেশ করবে এবং যোদ্ধাদের রেজিস্ট্রিতে তার নাম যুক্ত করা হবে। আর বয়স পনের উপনীত না হলে সে বাচ্চাদের তালিকায় থাকবে। তাকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমোদন দেয়া হবে না।

এ হাদীস থেকে 'উলামায়ে কিরাম আরেকটি মাসআলাহ্ বের করেন। মাসআলাটি হলো, নাবালক বা অপ্রাপ্ত বাচ্চার মাঝে বালেগ বা সাবালক হওয়ার অন্যান্য নিদর্শন যেমন স্বপ্নদোষ হওয়া বা নাভীর নিচের লোম প্রকাশ না পাওয়া গেলে পনের বছর বয়সকেই তার সময়সীমা ধরা হবে এবং এই বয়স থেকেই সে সাবালক বা প্রাপ্তবয়স্ক গণ্য হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٣٧٧ - [٢] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: صَالَحَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلٰى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: عَلٰى أَنَّ مَنْ أَتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ رَدَّهٗ إِلَيْهِمْ وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لَمْ يَرُدُّوْهُ وَعَلٰى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِلٍ وَيُقِيْمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلُ خَرَجَ فَتَبِعَتْهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِيْ: يَا عَمِّ يَا عَمِّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَاخْتَصَمَ فِيْهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ قَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيَ بِنْتُ عَمِّيْ. وَقَالَ جَعْفَرٌ: بِنْتُ عَمِّيْ وَخَالَتُهَا تَحْتِيْ وَقَالَ زَيْدٌ: بِنْتُ أَخِيْ فَقَضٰى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ لِخَالَتِهَا وَقَالَ: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ». وَقَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِّيْ وَأَنَا مِنْكَ» وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: «أَشْبَهْتَ خَلْقِيْ وَخُلُقِيْ». وَقَالَ لِزَيْدٍ: «أَنْتَ أَخُوْنَا وَمَوْلَانَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৩৭৭-[২] বারা ইবনু 'আযিব رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধিতে নাবী ﷺ মাক্কার কুরায়শদের সাথে তিনটি বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হন। (প্রথমত) মুশরিকদের মধ্য হতে কেউ মুসলিমদের নিকট

উপস্থিত হলে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে; কিন্তু মুসলিমদের কেউ কাফিরদের নিকট ধৃত হলে তারা ফেরত পাঠাবে না। (দ্বিতীয়ত) তিনি (ﷺ) এ বছর চলে যাবেন, পরবর্তী বছর 'উমরার উদ্দেশে মাক্কায় প্রবেশ ও তিনদিন সেখানে অবস্থান করতে পারবেন। [তৃতীয়ত 'আরবের যে কোনো গোত্র যে কোনো পক্ষের সাথে সন্ধির সাথে যুক্ত হতে পারবে।] সন্ধির শর্তানুযায়ী যখন পরবর্তী বছর তিনি (ﷺ) মাক্কায় প্রবেশ করলেন ও সেখানে অবস্থানের সময়সীমা শেষ হলো, তখন তিনি মাক্কাহ্ হতে রওয়ানা হলেন। তখন হামযাহ্ (রাঃ)-এর শিশুকন্যা 'হে চাচা' 'হে চাচা' বলে তাঁর অনুসরণ করে ডাকতে লাগল। 'আলী (রাঃ) তাকে হাত ধরে তুলে নিলেন। অতঃপর ঐ কন্যার লালন-পালনে 'আলী (রাঃ), যায়দ (রাঃ) ও জা'ফার (রাঃ)– এই তিনজনের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। 'আলী (রাঃ) বললেন, আমিই তাকে প্রথম উঠিয়েছি এবং সে আমার চাচাত বোন। জা'ফার (রাঃ) বললেন, সে তো আমারও চাচাত বোন এবং তার খালা আমার সহধর্মিণী। যায়দ (রাঃ) বললেন, সে তো আমার ভাতিজি। এমতাবস্থায় নাবী ﷺ খালার পক্ষে রায় দিয়ে বললেন, খালা মাতৃসম। অতঃপর 'আলীকে বললেন, তুমি আমার, আমি তোমার (আপনজন)। জা'ফারকে বললেন, তুমি আমার শারীরিক গঠন ও চারিত্রিক গুণের সাদৃশ্যের অধিকারী। আর যায়দকে বললেন, তুমি আমারই ভাই, আমাদের প্রিয়তম। (বুখারী ও মুসলিম)[৬১৮]

ব্যাখ্যা : (فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلُ خَرَجَ) অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি মোতাবেক মাক্কায় প্রবেশ করে তিন দিন সময় অতিবাহিত করে যখন মাক্কাহ্ ত্যাগের সময় এসে গেল রসূল ﷺ বেরিয়ে পড়লেন।

(يَا عَمِّ يَا عَمِّ) রসূলুল্লাহ ﷺ বেরিয়ে আসার সময় হামযাহ্ (রাঃ)-এর মেয়ে রসূল ﷺ-কে 'চাচা' 'চাচা' বলে ডাক দিল। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা হামযাহ্ (রাঃ) উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করলে হামযাহ্ (রাঃ)-এর এই মেয়ে ইয়াতীম হয়ে যায়। হামযাহ্ (রাঃ) রসূল ﷺ-এর চাচা বিধায় ইয়াতীম মেয়েটি রসূল ﷺ-এর চাচাতো বোন। এরপরও সে রসূল ﷺ-কে ভাই না ডেকে চাচা ডাকার কারণ হলো রসূল ﷺ হামযাহ্ (রাঃ) এবং যায়দ (রাঃ) দুধ সম্পর্কের ভাই ছিলেন। এই হিসেবে রসূল ﷺ হামযাহ্ (রাঃ)-এর মেয়ের দুধ সম্পর্কের চাচা।

(فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَتِهَا) অর্থাৎ হামযাহ্ (রাঃ)-এর ইয়াতীম মেয়েকে লালনের দায়িত্ব নিয়ে 'আলী (রাঃ), জা'ফার (রাঃ) এবং যায়দ (রাঃ)-এর মাঝে টানাটানি শুরু হয়। প্রত্যেকেই অধিকারের দাবী করেন এবং সবাই যার যার যুক্তি উপস্থাপন করেন। রসূলুল্লাহ ﷺ মেয়ের লালনের দায়িত্ব তাদের কাউকে না দিয়ে তাঁর খালা যায়নাব-এর হাতে ন্যস্ত করেন।

এ হাদীস থেকেই 'উলামায়ে কিরামের অনেকে যেমন ইমাম মালিক, ইমাম যুফার মায়ের অনুপস্থিতিতে ইয়াতীম সন্তানের লালনের দায়িত্ব পালনে খালার অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ লালন পালনের দায়িত্বে মায়ের পরেই খালার স্থান। কেননা রসূল ﷺ এই হাদীসে খালার কাছে দায়িত্ব ন্যস্ত করার সাথে সাথে খালাকে মায়ের সমতুল্য গণ্য করে বলেন, (اَلْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ) অর্থাৎ খালা মায়ের সমতুল্য। যদিও অনেকে স্নেহের দিক বিবেচনায় মায়ের অনুপস্থিতিতে নানী লালনের যোগ্য থাকলে নানীকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন; কেননা নানীর স্নেহ খালার চেয়ে বেশি এবং মায়ের মা হিসেবে তার অগ্রাধিকার বেশি। তাদের এই মতকে বর্ণিত হাদীসের ঘটনা দিয়ে খণ্ডন করার যুক্তি নেই। কেননা নানী না থাকায় বা নানী পালনের যোগ্য বা আগ্রহী না থাকার কারণে রসূল ﷺ এই ফায়সালা দিয়ে থাকার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

---

[৬১৮] **সহীহ :** বুখারী ৪২৫৮, মুসলিম ১৭৭৮, তিরমিযী ১৯০৪।

(وَقَالَ لِعَلِيٍّ) রসূলুল্লাহ ﷺ 'আলী, জা'ফার, যায়দ رضي الله عنهم-এর কারো জন্য ফায়সালা না করে খালার জন্য ফায়সালা করায় তাদের মনে মানবীয় কিছুটা কষ্ট আসা অস্বাভাবিক নয়। তাই প্রত্যেকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তিনি একেক জনকে সম্বোধন করে একে সান্ত্বনার বাণী শুনান। তাই 'আলী رضي الله عنه-কে বলেন, "তুমি আমার আমি তোমার"। জা'ফার رضي الله عنه-কে বলেন, "তুমি অবয়বে ও চরিত্রে আমার সাদৃশ্য"। যায়দ رضي الله عنه-কে বলেন, "তুমি আমার ভাই ও বন্ধু"। এই হৃদয় কাড়া কথাগুলো এবং সুসংবাদগুলো ছিল তাদের হৃদয়ে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য এবং তাদের মনের কষ্ট দূর করার জন্য। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٣٧٨-[٣] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ! إِنَّ ابْنِيْ هٰذَا كَانَ بَطْنِيْ لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِيْ لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِيْ لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِيْ وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّيْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِيْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৩৩৭৮-[৩] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব رحمه الله তাঁর পিতার মাধ্যমে দাদা 'আব্‌দুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেন। জনৈকা রমণী এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! এ আমার পুত্র, আমার পেট তাঁর জন্য খাদ্যভাণ্ডার ছিল, আমার বুক ছিল তাঁর মশক বা পানপাত্র স্বরূপ এবং আমার কোল ছিল তার দোলনা স্বরূপ। কিন্তু তার পিতা আমাকে ত্বলাক্ব দিয়েছে এবং এমতাবস্থায় তাকে আমার নিকট হতে ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছে। রসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত রমণীকে বললেন, ঐ সন্তান প্রতিপালনে তুমিই অধিক হাক্বদার, যতক্ষণ না তোমার অন্যত্র বিবাহ হয়। (আহমাদ, আবূ দাঊদ)[৬১৯]

ব্যাখ্যা : (كَانَ بَطْنِيْ لَهُ وِعَاءً) "আমার পেট তার পাত্র ছিল।" অর্থাৎ গর্ভ ধারণের সময় আমার পেট তাকে ধারণ করেছে। তাই পেটকে পাত্রের সাথে তুলনা করেছেন।

(وَثَدْيِيْ لَهُ سِقَاءً) "এবং আমার স্তন তার মশক ছিল।" অর্থাৎ দুধ পান করার সময় আমার স্তন থেকেই সে পান করেছে। আমার স্তন তার দুধের পাত্র ছিল।

(وَحِجْرِيْ لَهُ حِوَاءً) "এবং আমার কোল তার আশ্রয়স্থল।" অর্থাৎ কোল তাকে হিফাযাত ও সংরক্ষণ করেছে।

এসব কথা বলে মায়ের উদ্দেশ্য হলো, সে তার বাচ্চাকে পাওয়ার অগ্রাধিকার রাখে; কেননা এসব গুণের কোনোটিই পিতার মাঝে নেই।

(أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِيْ) অর্থাৎ তোমার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তুমিই বাচ্চার অধিক হাক্বদার।

এ হাদীসের আলোকে 'উলামায়ে কিরামের ঐকমত্য যে, পিতা ও মায়ের মাঝে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে এবং সন্তান লালন নিয়ে মা ও পিতার মাঝে বিবাদ তথা উভয়ে ছেলেকে নিজের রাখা নিয়ে টানটানি দেখা দিলে বাচ্চা লালনের অধিকার মায়ের। মায়ের দাবী সত্ত্বে পিতা বাচ্চা পাওয়ার অধিকার রাখেন না। বাচ্চার প্রতি স্নেহ-মমতা পিতার তুলনায় মায়ের অধিক বলেই শারী'আত মাকে এই অধিকার দিয়েছে। তবে মায়ের

[৬১৯] হাসান : আবূ দাঊদ ২২৭৬, আহমাদ ৬৭০৭, ইরওয়া ২১৮৭, দারাকুত্বনী ৩৮০৮।

এই অধিকার অন্যত্র বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত। কেননা অন্য বিবাহে আবদ্ধ হলে তার জন্য বাচ্চার সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। তাই অন্যত্র বিবাহ হলে মায়ের এই অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। রসূলুল্লাহ ﷺ বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত তাকে অধিকার দিয়েছেন। তবে মায়ের এই অধিকার বাচ্চার ভালো মন্দ পার্থক্যের বয়সের পূর্ব পর্যন্ত। ভালো মন্দ পার্থক্যের বয়সে বাচ্চা উপনীত হয়ে গেলে বাচ্চাকেই পিতা মাতার কোনো জনকে বেছে নিতে অবকাশ দিয়েছেন রসূলুল্লাহ ﷺ। যেমন আমরা সামনের হাদীসে দেখতে পাব। তাই সেই হাদীসের আলোকে মায়ের অগ্রাধিকারের বিষয়টি বাচ্চার ভালো মন্দ পার্থক্যের বুঝ আসার পূর্ব পর্যন্ত নির্ধারিত হয়ে যায়। ('আওনুল মা'বূদ ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২২৭৩; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٣٧٩ـ[٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩৩৭৯-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক বালককে তার পিতা ও মায়ের মধ্যে একজনকে (লালন-পালনের উদ্দেশে) বেছে নেয়ার অধিকার দিয়েছেন। (তিরমিযী)[৬২০]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে আমরা দেখছি যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বাচ্চাকে পিতা-মাতার মাঝে যাকে ইচ্ছা নির্বাচন করে বেছে নেয়ার অবকাশ দিয়েছেন। অর্থাৎ বাচ্চার মাঝে বিবেচনাবোধ এসে গেলে সে যাকে অবলম্বন করবে সেই বাচ্চাকে লালনের অধিকার রাখবে। তবে এই বিবেচনাবোধের বয়স বা সময় কোন্‌টি– এ নিয়ে 'উলামাদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। কারো মতে বাচ্চা প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাকে এই অবকাশ দেয়া হবে। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে- "ইয়াতীমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ২)

এ আয়াতে যেমন সম্পদ পৌঁছিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক হলেই ইয়াতীমকে বুঝদার ধরা হয়েছে, তদ্রূপ পিতা-মাতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে।

আবার কেউ কেউ বলেন, বাচ্চার মাঝে ভালো-মন্দের পার্থক্যের জ্ঞান এসে গেলেই তাকে পিতা-মাতার কোনো একজনকে বেছে নেয়ার অধিকার থাকবে। বাচ্চা যার সঙ্গে থাকতে চাইবে সেই তাকে লালন করবে। শাফি'ঈ (রহঃ)-এর এটি মত। তবে শাফি'ঈ (রহঃ)-এর মতে বাচ্চার এই জ্ঞানের বয়স সাত অথবা আট ধরা হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৩৫৭)

٣٣٨٠ـ[٥] وَعَنْهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِيْ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِيْ وَقَدْ سَقَانِيْ وَنَفَعَنِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هٰذَا أَبُوكَ وَهٰذِهٖ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ». فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهٖ فَانْطَلَقَتْ بِهٖ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৩৩৮০-[৫] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা রমণী রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমার স্বামী আমার ছেলেকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ সে আমাকে পানাহার করায়, আমার উপকার করে ও আমার প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করে দেয়। এমতাবস্থায় নাবী ﷺ উক্ত বালককে বললেন, এই তোমার পিতা, ঐ তোমার মা, তুমি যার কাছে ইচ্ছা যেতে পার। অতঃপর সে তার মায়ের হাত ধরে চলে গেল। (আবূ দাঊদ, নাসায়ী, দারিমী)[৬২১]

---

[৬২০] **সহীহ :** তিরমিযী ১৩৫৭, ইবনু মাজাহ ২৩৫১, ইরওয়া ২১৯২।
[৬২১] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ২২৭৭, নাসায়ী ৩৪৯৬, ইরওয়া ২১৯৩, দারিমী ২২৯৮।

ব্যাখ্যা : (وَقَدْ سَقَانِيْ وَنَفَعَنِيْ) "সে আমাকে পান করায় এবং আমার উপকারে আসে।" এ কথা বলে মহিলার উদ্দেশ্য তার ছেলে এমন বয়সে উপনীত হয়েছে যে, সে মায়ের সেবা করতে পারে। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পিতা-মাতার দু'জনের যার সাথে ইচ্ছা যেতে বললেন।

এ হাদীস থেকে এই কথা প্রমাণ হয় যে, বাচ্চার মাঝে বুঝ এসে গেলে সে যার সাথে থাকতে চাইবে তার সাথেই দিতে হবে। এর পূর্ব পর্যন্ত মায়ের একক অধিকার থাকবে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٣٨١-[٦] عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيْ مَيْمُونَةَ سُلَيْمَانَ مَوْلًى لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَادَّعَيَاهُ فَرَطَنَتْ لَهُ تَقُولُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! زَوْجِيْ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِيْ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اِسْتَهِمَا رَطَنَ لَهَا بِذٰلِكَ. فَجَاءَ زَوْجُهَا وَقَالَ: مَنْ يُحَاقُّنِيْ فِي ابْنِيْ؟ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ لَا أَقُوْلُ هٰذَا إِلَّا أَنِّيْ كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ زَوْجِيْ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِيْ وَقَدْ نَفَعَنِيْ وَسَقَانِيْ مِنْ بِئْرِ أَبِيْ عِنَبَةَ وَعِنْدَ النَّسَائِيِّ: مِنْ عَذْبِ الْمَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اِسْتَهِمَا عَلَيْهِ». فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُحَاقُّنِيْ فِيْ وَلَدِيْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «هٰذَا أَبُوكَ وَهٰذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ» فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ. وَالنَّسَائِيِّ لٰكِنَّهُ ذَكَرَ الْمُسْنَدَ. وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ

৩৩৮১-[৬] হিলাল ইবনু উসামাহ্ (রহঃ) মাদীনার এক ক্রীতদাস আবূ মায়মূনাহ্ সুলায়মান (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه-এর নিকটে বসেছিলাম, এমতাবস্থায় একটি ছেলে (কোলে করে) এক অনারবীয় রমণী আসলেন, যাকে তার স্বামী ত্বলাক্ব দিয়েছে। কিন্তু উভয়ে ছেলেটির প্রতিপালনের দাবি করছে। রমণীটি ফারসীতে বলল, হে আবূ হুরায়রাহ্! আমার (ত্বলাক্বদাতা) স্বামী আমার ছেলেকে নিয়ে যেতে চায়। আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه ফারসী ভাষাতেই তাদেরকে বললেন, তোমরা এ ব্যাপারে লটারী কর। তখন স্বামী এসে বলল, আমার ছেলের ব্যাপারে আমার সাথে কে টানাটানি করতে চায়? আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه বললেন, হে আল্লাহ! আমি এ ফায়সালা এজন্যই দিয়েছি যে, একদিন আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময়ে তাঁর নিকটে এক স্ত্রীলোক এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার স্বামী আমার এ ছেলেকে নিয়ে যেতে চায়। অথচ সে আমার যাবতীয় কাজকর্মের মাধ্যমে উপকার করে এবং নাসায়ীর বর্ণনায় আবূ 'ইনাবার কূপ হতে মিষ্টি পানি এনে আমাকে পান করায়। এটা শুনে রসূলুল্লাহ বললেন, তোমরা উভয়ে লটারী কর। এতে তার স্বামী বলল, আমার ছেলের ব্যাপারে আমার সাথে কে টানাটানি করে? এ কথায় রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ তোমার পিতা, এ তোমার মা, তুমি যার কাছে ইচ্ছা যেতে পার। অতঃপর সে মায়ের হাত ধরে চলে গেল। (আবূ দাঊদ, নাসায়ী)[৬২২]

---

[৬২২] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ২২৭৭, নাসায়ী ৩৪৯৬, দারিমী ২২৯৮।

মুসনাদ গ্রন্থকার এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং দারিমী হিলাল ইবনু উসামাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : (فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: اِسْتَهِمَا) অর্থাৎ স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে বাচ্চার দাবী করায় আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ লটারী করার নির্দেশ দিলেন। লটারীতে যার নাম আসবে সে ছেলেকে পাওয়ার অধিকারী হবে।

(مَنْ يُحَاقُّنِيْ فِيْ ابْنِيْ) অর্থ : আমার ছেলেকে নিয়ে কে টানাটানি করে। অর্থাৎ বাচ্চাটির পিতার কাছে আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ-এর এই নির্দেশ পছন্দ হয়নি। কেননা তার খেয়াল মতে সেই ছেলেকে লালনের অধিকার রাখে। আর বর্ণিত পন্থা অবলম্বন করলে ছেলে মায়ের কাছে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই লোকটি আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ-এর এ ফায়সালার উপর আপত্তির সুরে এ কথা বলে। লোকটি আপত্তি তুললে আবূ হুরায়রাহ্ হুবহু এ ধরনের ফায়সালার একটি ঘটনা শুনান যা নাবী ﷺ-এর সামনে ঘটেছিল। এ ধরনের বিষয়ে নাবী ﷺ লটারীর ফায়সালা দেন। আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ-এর এই হাদীস শুনানোর উদ্দেশ্য হলো, তিনি যে ফায়সালা দিচ্ছেন তা তার নিজের পক্ষ থেকে নয়। বরং নাবী ﷺও এই একই ফায়সালা দিয়েছেন।

<u>বাচ্চা লালনের ক্ষেত্রে লটারীর ভিত্তিতে অগ্রাধিকার :</u> এই হাদীসে আমরা দেখছি যে, নাবী ﷺ প্রথমে পিতা মাতার মাঝে লটারীর ফায়সালা করেন। কিন্তু সন্তানের পিতা এই ফায়সালায় এই বলে আপত্তি জানায় যে, (مَنْ يُحَاقُّنِيْ فِيْ وَلَدِيْ) অর্থাৎ আমার সন্তানকে নিয়ে কে টানাটানি করে? লটারীর ফায়সালা না মানার পর রসূল ﷺ বাচ্চাকে যে কোনো একজন গ্রহণের অ`কাশ দেন। তাই অনেকে মনে করেন, প্রথমে লটারীর ফায়সালা হবে। লটারী না মানলে বাচ্চাকে বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়া হবে। যেহেতু রসূল ﷺ প্রথমে লটারীর নির্দেশ দেন। কিন্তু একই ঘটনায় উপরের হাদীসে আমরা দেখেছি যে, লটারীর কথার উল্লেখ নেই। অর্থাৎ এই ঘটনার সকল বর্ণনায় বাচ্চার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়ার কথা থাকলেও লটারীর কথা সব বর্ণনায় নেই। তাই সকল বর্ণনার আলোকে বাচ্চার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়াই উত্তম মনে করেন অনেক 'আলিম এবং এটাই খুলাফায়ে রাশিদীনের 'আমাল। কেউ কেউ উভয়ের যে কোনো একটি গ্রহণ করার অবকাশ দেন।

হাদীস থেকে আরেকটি মাস্‌আলাহ্ বের হয় যে, দু'টি বিষয় সমান হলে তার একটি নির্বাচনের জন্য লটারী একটি শারী'আত পদ্ধতি। সন্তানের লালন পালনের অধিকারের হাদীসে আমরা দেখেছি যে, বাচ্চা লালনের ক্ষেত্রে পিতা-মাতা উভয়ে দাবী করলে বাচ্চা মোটামুটি বুঝদার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মায়ের অগ্রাধিকার দিয়েছেন নাবী ﷺ। এর হিকমাত বা রহস্য হলো, এই বয়সে বাচ্চা মায়ের স্নেহ পাওয়ার অধিক উপযুক্ত। মায়ের মাঝে স্নেহের যে পরিমাণ রয়েছে তা পিতার মাঝে নেই। তাই এই সময় পিতার কামনাকে অগ্রাহ্য করে মাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

বাচ্চা বুঝদার হওয়ার পর দুই ধরনের হুকুম পাওয়া যায়। এক : লটারী, দুই : বাচ্চার নিজের বাছাই। লটারীর ব্যাপার সম্পূর্ণ ভাগ্য নির্ভর এবং একই ঘটনার অনেক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়নি। তাই এ ক্ষেত্রে বাচ্চা কার কাছে যাওয়া অধিক উপযুক্ত বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত বাচ্চার হাতে কোনো একজনকে গ্রহণ করে নেয়ার অধিকার দেয়া হলে এই সময় তার জন্য সঠিক উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা সম্ভব নয়। বাচ্চা যার কাছে বেশি সোহাগ পেয়েছে তার কাছেই যাবে। কিন্তু এই সময় তার থাকার উপযুক্ত স্থান নির্বাচন না করতে পারার কারণে তার যে ক্ষতি হবে সে বুঝতে পারবে না। এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে রসূল ﷺ এই অধিকার কেন দিলেন। বর্ণিত হাদীস ছাড়া বাচ্চাকে অধিকার দেয়ার তথা পিতা মাতার কোনো একজনকে বেছে নেয়ার অধিকার সম্বলিত আরো হাদীস রয়েছে। যেখানে দেখা যায় রসূল ﷺ বাচ্চাকে বেছে নিতে দিয়ে তার জন্য দু'আ করে দিয়েছেন। এক ঘটনায় পিতা মুসলিম এবং মা অমুসলিম

অবস্থায় বাচ্চা নিয়ে টানাটানি হলে, রসূল বাচ্চাকে মা বাবার যার কাছে ভালো লাগে যাওয়ার সুযোগ দিয়ে দু'আ করেন, "হে আল্লাহ! তুমি তাকে পিতার দিকে পথপ্রদর্শন করো"। তখন বাচ্চা পিতার দিকে যায়।

এসব হাদীসের আলোকে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) মনে করেন যে, রসূল বাচ্চাকে অবকাশ দেয়ার হুকুম ভিন্ন। রসূল -এর দু'আর বারাকাতে ছেলে সঠিক স্থান বেছে নিতে পারে। কিন্তু অন্যের জন্য এই হুকুম নয়। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) মত পোষণ করেন যে, শিশু অবস্থায় বাচ্চার ক্ষেত্রে মায়ের অধিকার; কেননা এই ময় সে স্নেহের মুখাপেক্ষী এবং কাজকর্মে অন্যের মুখাপেক্ষী, তাই মা তার যে চাহিদা মিটাতে পারবে পিতা বা অন্য কেউ পারবে না। এর আলোকে শারী'আত মাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। তারপর ছেলে যখন একটু বড় হবে এবং তার মাঝে ভালো-মন্দ পার্থক্যে বুঝ চলে আসবে, সে তার একান্ত ব্যক্তিগত কাজ যেমন প্রস্রাব-পায়খানা, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক পরিধান ইত্যাদি একাকি করতে পারবে তখন সে স্নেহের মুখাপেক্ষী নয়, বরং শিক্ষা-দীক্ষার মুখাপেক্ষী। আর এই শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থাপনা মায়ের তুলনায় পিতা অধিক যোগ্য এবং পিতার দায়িত্ব। তাই এই সময় লালন পালনের অধিকার পিতার হবে। মোটকথা, হানাফী 'আলিমদের মতে বাচ্চার মাঝে সবকিছুতে পরমুখাপেক্ষী থাকার মতো বয়সে লালনের অধিকার মায়ের। এই বয়স অতিক্রম করার পর লালনের অধিকার পিতার। বাচ্চাকে বেছে নেয়ার অধিকার রসূল -এর জন্য বিশেষিত। রসূলুল্লাহ -এর দু'আর মাধ্যমে বাচ্চা সঠিক বেছে নিতে পারতো। [আল্লাহ অধিক জ্ঞাত] ('আওনুল মা'বূদ ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২২৭৪; মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

(١٤) كِتَابُ الْعِتْقِ

পর্ব-১৪ : গোলাম মুক্তিকরণ

মির্ক্বাতুল মাফাতীহে বর্ণিত, মরোক্কার পরিভাষায় الْعِتْقِ শব্দটি ব্যবহৃত দাসত্ব হতে বের হয়ে আসা। যেমন বলা হয় أُعْتِقَ الْعَبْدُ عِتْقًا দাস স্বাধীন হয়েছে।

الْعِتْقِ বা العتاق এ শব্দদ্বয়ের আভিধানিক অর্থ হলো শক্তি বা প্রাবল্য। এ কারণে খানায়ে কা'বাকে বলা হয় "বায়তুল আতীক্ব"। কেননা তা নিজস্ব শক্তির বদৌলতে তার অনিষ্টকারী কিংবা ধ্বংসকারীকে প্রতিহত করে দেয়। তথা সমকালীন অনিষ্ট কোনো বাদশার ধ্বংস হতে (যেমন আবরাহা বাদশার অনিষ্ট হতে প্রতিহত করেছে)।

আবার পুরনো বস্তুকেও 'আতীক্ব বলা হয়, কেননা কোনো জিনিস পূর্বে সংঘটিত হলেও তাতে গুণগত হিসেবে এক ধরনের শক্তি অর্জিত হয়ে থাকে। এ জন্য আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর উপাধি ছিল "আতীক্ব"। কেননা পূর্ব হতেই তিনি একাধিক গুণের অধিকারী ছিলেন, আবার কেউ বলেছিল রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ভাষায় জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি লাভ করেছিল বলে মর্যাদার উঁচুমানের হওয়াতে, আবার কারও মতে মা যখন তাকে প্রসব করেন তখন বলেন, عَتِيقُكَ مِنَ الْمَوْتِ তোমার স্বাধীনতা মৃত্যু হতে অর্থাৎ তোমার মুক্তি মৃত্যুতে, কেননা তার কোনো সন্তানই বেঁচে থাকত না। তবে এখানে কোনো ক্রীতদাস তার মালিক হতে মুক্তি লাভ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

বস্তুত মানুষ জন্মগতভাবে আযাদ বা স্বাধীন করেও করতলগত হওয়াটা তার মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। দাসত্ব অবস্থায় সে নিজের স্বভাবগত চাহিদা কিংবা দীন ঈমানের দাবীতে ধর্মীয় কার্যকলাপ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পারে না। এমতাবস্থায় সে একজন অসহায় ও অক্ষম, তার সেই দাসত্বের শৃঙ্খল হতে মুক্তি লাভ করাটাই শক্তি। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٣٨٢ ـ [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ حَتّٰى فَرْجَهٗ بِفَرْجِه». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৩৮২-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : কোনো মুসলিম গোলামকে মুক্ত করবে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে তার প্রতিটি অঙ্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিবেন। এমনকি ঐ ব্যক্তির গুপ্তাঙ্গও তার গুপ্তাঙ্গের বিনিময়ে মুক্তি দিবেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৬২৩]

[৬২৩] সহীহ : বুখারী ৬৭১৫, মুসলিম ১৫০৯, তিরমিযী ১৫৪১, সহীহ আত্ তারগীব ১৮৯০।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলার বাণী : ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ 'দাস আযাদ করা' ইঙ্গিত করে সাধারণত কৃস্‌মের জরিমানা স্বরূপ। (أَيُّ الرِّقَابِ أَزْكٰى) কোন্ দাস মুক্ত করা বেশী উত্তম তা আবূ যার -এর হাদীস প্রমাণ করে যা ইতিপূর্বে গেছে। (عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَفِيهِ قُلْتُ فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا) যে গোলামের মূল্য বেশী এটা তার মালিকের নিকট বেশী পছন্দ। (ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, হাঃ ৩৭১৫)

(مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ حَتّٰى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ) যে ব্যক্তি কোনো মুসলিম দাসকে দাসত্ব হতে মুক্তি করবে (আযাদকৃত দাসের) প্রত্যেকটি অঙ্গের বিনিময়ে আল্লাহ তার (মুক্তি দানকারীর) প্রত্যেক অঙ্গকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি দান করবেন। এমনকি ঐ ব্যক্তির (ক্রীতদাসের) লজ্জাস্থানের বিনিময়ে এ ব্যক্তির (মুক্তিদানকারীর) লজ্জাস্থানও আগুন হতে মুক্তি পাবে।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, (مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ) যে ব্যক্তি কোনো মু'মিন দাসকে দাসত্ব হতে মুক্ত করবে (আযাদকৃত দাসের) প্রত্যেকটি অঙ্গের বিনিময়ে আল্লাহ তার (মুক্তিদানকারীর) প্রত্যেক অঙ্গকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি করবেন।

হাদীসে দাসমুক্ত করার বর্ণনা এবং এটা উত্তম 'আমাল যা দ্বারা জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত হওয়া এবং জান্নাতে প্রবেশ প্রমাণিত হয়। আরও প্রমাণিত হয় অঙ্গবিহীন দাসের চেয়ে নিখুঁত দাস আযাদ করা উত্তম।

আর এ হাদীস দলীল হিসেবে প্রমাণিত যে, দাসী মুক্ত করার চেয়ে দাস মুক্ত করা উত্তম। ক্বাযী 'আয়ায বলেন : 'উলামারা এ ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন- পুরুষ দাস আযাদ করা উত্তম, না মহিলা দাস? অনেকে বলেন, মহিলা দাস মুক্ত করা উত্তম, কেননা মহিলাকে যখন আযাদ করা হবে তখন তার সন্তানেরাও মুক্ত হবে, চাই তাকে স্বাধীন পুরুষ বিবাহ করুক বা দাস।

আবার অন্য 'উলামাহ্ দল বলেন, পুরুষকে আযাদ করা উত্তম। সামগ্রিকভাবে পুরুষে যে উপকার আসে মহিলাতে তা আসে না, যেমন- সাক্ষ্যদানে, বিচারক হিসেবে এবং জিহাদের ময়দানে যুদ্ধ করতে প্রভৃত বিষয়ে যা বিশেষ পুরুষের সাথেই সংশ্লিষ্ট। আর বিশেষ করে মু'মিন মহিলা/দাসকে খাছ করা হয়েছে, কেননা এতে বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। অবশ্য মু'মিনাহ্ মহিলা ব্যতিরেকে কাফির দাসকে মুক্ত করাও মর্যাদা রয়েছে। তবে তা মু'মিনাহ্ দাসী মহিলার চেয়ে দাস মর্যাদা। এজন্য সকল 'উলামাহ্ ঐকমত্য হয়েছিল যে, হত্যার জরিমানায় মু'মিনাহ্ দাসীর আযাদের কথা বলা হয়েছে।

ক্বাযী 'ইয়ায মালিক হতে বর্ণনা করেন যে, সবচেয়ে উত্তম দাসী গোলামকে আযাদ করা যদিও সে কাফির হয়। তবে তার অন্য সাথীরা বিরোধিতা করেছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

(শারহু মুসলিম ১০ম খণ্ড, হাঃ ১৫০৯)

মিরক্বাতুল মাফাতীহে বর্ণিত, (حَتّٰى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ) লজ্জাস্থানের বিনিময়ে এই ব্যক্তির লজ্জাস্থানও চাই তা পুরুষের হোক বা মহিলার হোক। আশরাফ (বাহেমা) বলেন : লজ্জাস্থানকে খাস করে উল্লেখ করার কারণ হলো, শির্কের পরে বড় গুনাহের করার স্থান হলো লজ্জাস্থান তথা যিনা। (যিনার ব্যয় মারাত্মক ধরনের কাবীরাহ্ গুনাহে লিপ্ত হলেও দাস মুক্ত করার দরুন সে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি লাভ করবে)

মুযহির বলেন : নিকৃষ্টতম অঙ্গ বুঝানো হয়েছে। তবে অধিকতর স্পষ্ট হলো আধিক্য অর্থে বুঝানো হয়েছে। (ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, হাঃ ৩৭১৫)

٣٣٨٣ - [٢] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ» قَالَ: قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا». قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: «تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ». قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: «تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৩৮৩-[২] আবূ যার গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ কাজ সর্বোত্তম? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা। তিনি (আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) বলেন, আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ গোলাম মুক্ত করা উত্তম? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যার মূল্যায়ন সর্বত্র এবং যে তার মালিকের নিকট অধিক পছন্দনীয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি যদি এমনটি করতে অক্ষম হই। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাহলে কোনো কর্মরত শ্রমিককে সাহায্য করবে অথবা কোনো অদক্ষ বা অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে কাজ করে দেবে। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, (এতেও) যদি আমি সক্ষম না হই। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি মানুষের কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন হতে বিরত থাকবে। কেননা এটাও সদাক্বাহ্, যা তুমি নিজের জন্য করতে পার। (বুখারী ও মুসলিম)[৬২৪]

ব্যাখ্যা : (أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا) "তার প্রভুর নিকট অধিক প্রিয়" তাদের নিকট খুবই আনন্দের বিষয় সে দাসকে নিয়ে। তাকে তারা মুক্ত করে একান্ত খালেস নিয়্যাতে। যেমন আল্লাহর তা'আলার উক্তি : ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ "তোমরা তোমাদের প্রিয়বস্তু খরচ না করা পর্যন্ত কক্ষনো পুণ্য লাভ করবে না"– (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান ৩ : ৯২) দ্বারা উদ্দেশ্য দরিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত অভাবী ব্যক্তি।

(تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ) "মানুষের ক্ষতি করা হতে বিরত থাকা প্রমাণ করে" খারাপ হতে বিরত থাকাটাও মানুষের কর্মের অন্তর্ভুক্ত ও তার উপার্জনের জন্য সে প্রতিদানপ্রাপ্ত হবে অথবা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে প্রতিদান অর্জিত হতে, কেবল তা আল্লাহর সন্তুষ্টির অর্জনের মাধ্যমে।

হাদীসে আরও সাব্যস্ত হয় যে, 'আমাল ঈমানের পরে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা উত্তম। কেউ কেউ বলেছেন, জিহাদের সাথে একত্রিত করা প্রমাণ করে সে সময় উত্তম 'আমাল হয় জিহাদ।

কুরতুবী (রহঃ) বলেন : জিহাদের মর্যাদা নির্দিষ্ট সময়ের প্রেক্ষিতে আর পিতা-মাতার সাথে সদাচারণের মর্যাদা ঐ ব্যক্তির জন্য যার পিতা-মাতা রয়েছে তার জন্য জিহাদের অনুমোদন নেই তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে।

মূল কথা হলো, প্রশ্নকারীর অবস্থার প্রেক্ষিতে জওয়াব দেয়া হয়েছে।

ইবনু মুনীর বলেন : হাদীস ইঙ্গিত বহন করে যে, কর্মহীন ব্যক্তিকে সাহায্য করার চেয়ে কর্মজীবি ব্যক্তিকে সাহায্য করা উত্তম, কেননা কর্মহীন ব্যক্তিকে তার কর্মহীনতার জন্য সবাই তাকে সাহায্য করে কিন্তু কর্মহীন ব্যক্তিকে তার কর্মের কারণে সাহায্য করা হতে বিরত থাকে আর তাকে সাহায্য করা গোপন সদাক্বার সমতুল্য। (ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫১৮)

---

[৬২৪] **সহীহ :** বুখারী ২৫১৮, মুসলিম ৮৪, ইবনু মাজাহ ২৫২৩, দারিমী ২৭৩৮।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٣٨٤ ـ[٣] عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: عَلِّمْنِيْ عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ أَعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ». قَالَ: أَوَلَيْسَا وَاحِدًا؟ قَالَ: «لَا عِتْقُ النَّسَمَةِ: أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا وَفَكُّ الرَّقَبَةِ: أَنْ تُعِينَ فِيْ ثَمَنِهَا وَالْمِنْحَةَ: الْوَكُوْفَ وَالْفَيْءَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذٰلِكَ فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ وَاسْقِ الظَّمْاٰنَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَإِنْ لَمْ تَطِقْ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ

৩৩৮৪-[৩] বারা ইবনু 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন এক গ্রাম্য লোক নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল, আমাকে এমন একটি 'আমাল বলে দিন যে 'আমালের দরুন আমি জান্নাতে যেতে পারি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যদিও তুমি অল্প কথায় বলে ফেললে, কিন্তু তুমি ব্যাপক বিষয় জানতে চাচ্ছ। তুমি একটি প্রাণী মুক্ত কর এবং গোলাম মুক্ত কর। সে বলল, এ কাজ দু'টি কি একই নয়? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, (অবশ্যই) না। কেননা প্রাণী মুক্ত করার অর্থ হলো তুমি একাকী একটি প্রাণ মুক্ত করা, আর গোলাম মুক্ত করার অর্থ হলো তার মুক্তিপণের মাধ্যমে সাহায্য করা। অধিক দুগ্ধদানকারী প্রাণী দান করা এবং অত্যাচারী আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দয়াপ্রবণ হওয়া। যদি তুমি এসব কাজ করতে সক্ষম না হও, তাহলে ক্ষুধার্তকে খাদ্য খাওয়াও এবং তৃষ্ণার্তকে পান করাও। সৎকর্মের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজে বাধা দাও। আর যদি তুমি এ কাজ করতেও অক্ষম হও, তাহলে উত্তম কথোপকথন ছাড়া তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখ। (বায়হাক্বী– শু'আবুল ঈমান)[৬২৫]

ব্যাখ্যা : মিরক্বাতুল মাফাতীহে বর্ণিত, (عِتْقُ النَّسَمَةَ) এবং (فُكَّ الرَّقَبَةَ) হাদীসের এ দু'টি শব্দের মধ্যে পার্থক্যের ব্যাপারে। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : (عِتْقُ) অর্থ হলো তার ওপর দাসত্বের শৃঙ্খল হতে তুলে নেয়া। ফলে এ কাজ কোনো এক ব্যক্তির একক মালিকানাধীন হওয়া ছাড়া সম্ভব নয়।

আর (فُكَّ) অর্থ হলো দাস মুক্তিতে চেষ্টা বা সহযোগিতা করা এবং এতে অন্য লোকও শারীক থাকতে পারে, যেমন কোনো এক গোলাম তার প্রভুর সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পরিশোধ করতে পারলে সে দাসত্ব হতে মুক্তি পাবে এবং তা কমের কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারবে। হাদীসের পরিভাষায় এ জাতীয় গোলামকে বলা হয় "মুকাতাব"। সুতরাং এ ধরনের গোলামকে কিছু আর্থিক সাহায্য করাকেও (فُكَّ الرَّقَبَةَ) বলা হয়।

(وَالْمِنْحَةَ) দ্বারা এমন উটনী ও ছাগলকে বুঝানো হয় যা তার মালিককে দুধ দেয় যা দ্বারা তার মালিক উপকৃত হয়। (وَكُوْفَ) দ্বারা উদ্দেশ্য প্রচুর দুধ প্রদানকারী জানোয়ার।

(فَإِنْ لَمْ تَطِقْ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ) আর যদি তোমার দ্বারা এ কাজ করাও সম্ভব না হয় তবে কল্যাণমূলক কথা ব্যতীত তোমার জিহ্বাকে বন্ধ রাখ। এটা অন্য হাদীসেরই প্রতিধ্বনি যা বুখারীতে এসেছে

---

[৬২৫] সহীহ : আহমাদ ১৮৬৪৭, শু'আবুল ঈমান ৪০২৬, সহীহ আত্ তারগীব ১৮৯৮।

«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আখিরাতের উপর ঈমান আনে যে যেন ভালো বলে অথবা চুপ থাকে। কারও মতে خَيْرٌ দ্বারা উদ্দেশ্য যার উপর প্রতিদান চালু হয়। সুতরাং মুবাহ তথা বৈধ বা অনুমোদিত خَيْرٌ নয়। তবে خَيْرٌ দ্বারা এখানে সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য খারাপ বা অন্যায়ের সরাসরি বিপরীত। আর ইচ্ছা ঈঙ্গিত করে যে, এটা ঈমানের সর্বনিম্ন বস্তুর আর তার অবস্থার বাস্তব চিত্র হলো আমাদের যুগ। এজন্য বলা হয়, আমাদের এখানে সময় চুপ থাকার সময় এবং বাড়ীকে আঁকড়িয়ে ধরা ও খাদ্য নিয়ে তুষ্ট থাকা মৃত্যু আসা পর্যন্ত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٣٨٥ -[٤] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَنٰى مَسْجِدًا لِيُذْكَرَ اللّٰهُ فِيهِ بُنِيَ لَهٗ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ أَعْتَقَ نَفْسًا مُسْلِمَةً كَانَتْ فِدْيَتَهٗ مِنْ جَهَنَّمَ. وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ كَانَتْ لَهٗ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

৩৩৮৫-[৪] 'আম্র ইবনু 'আবাসাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার যিক্র-আয্কারের (তথা সলাত, কুরআন তিলাওয়াত, খুত্বাহ্ ইত্যাদি) উদ্দেশে মাসজিদ নির্মাণ করল। তার জন্য জান্নাতে একটি (বৃহদাকার) গৃহ নির্মিত হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলিম গোলাম মুক্ত করবে, তার বিনিময় তার জন্য জাহান্নাম হতে মুক্তিপণ হিসেবে পরিগণিত হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদ, 'ইল্ম অর্জন, দা'ওয়াত-তাবলীগে ব্যস্ততায়) বয়োপ্রাপ্ত হয়েছে, তার বিনিময় তার জন্য ক্বিয়ামাত দিবসে জ্যোতি হবে। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৬২৬]

ব্যাখ্যা : মিরক্বাতুল মাফাতীহে আছে, (بُنِيَ لَهٗ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ) জান্নাতের মধ্যে একখানা ঘর তৈরি করা হবে তথা জান্নাতে মাসজিদের স্থানের পরিমাপের চেয়ে অনেক বড় ঘর বানানো হবে।

(وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ) "যে বার্ধক্য হবে আল্লাহর পথে" যুদ্ধের ময়দানে অথবা হাজ্জে অথবা 'ইল্ম অর্জনের অথবা ইসলামে বা অন্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত।

আর অন্য বর্ণনায়, 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী হতে এ শব্দে «مَنْ بَنٰى مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهٖ وَجْهَ اللّٰهِ بَنَى اللّٰهُ لَهٗ مِثْلَهٗ فِي الْجَنَّةِ» যে ব্যক্তি মাসজিদে বানালো শুধু যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে আল্লাহ অনুরূপ জাহান্নামে তার জন্য ঘর বানাবেন।

আর 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণনায় এসেছে, «مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمِفْحَصِ قَطَاةٍ لِبَيْضِهَا بَنَى اللّٰهُ لَهٗ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মাসজিদ বানায় যদি তা ডিম পড়ার মতো স্থান হয় আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে ঘর বানাবেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٣٨٦ -[٥] عَنِ الْغَرِيفِ بْنِ عَيَّاشٍ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: أَتَيْنَا وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ فَغَضِبَ وَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَقْرَأُ وَمُصْحَفُهٗ مُعَلَّقٌ فِيْ بَيْتِهٖ فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ

---

[৬২৬] সহীহ : আহমাদ ১৯৪৪০, শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৪২০।

فَقُلْنَا: إِنَّمَا أَرَدْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي صَاحِبٍ لَنَا أَوْجَبَ يَعْنِي النَّارَ بِالْقَتْلِ فَقَالَ: «أَعْتِقُوا عَنْهُ يُعْتِقِ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ

৩৩৮৬-[৫] গরীফ ইবনু 'আইয়্যাশ আদ্ দায়লামী (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা ওয়াসিলাহ্ ইবনুল আস্ক্বা' (রাঃ)-এর নিকট এসে বললাম, আমাদেরকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করুন যার মধ্যে কমবেশির পার্থক্য যেন না হয়। (এ কথা শুনে) তিনি ভীষণ রাগস্বরে বললেন, তোমরা (নিয়মিত) কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত কর, আর এ কুরআন মাজীদ তোমাদের ঘরেই (নখদর্পণে) ঝুলন্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও (অনিচ্ছাকৃতভাবে) কমবেশি হয়ে যায়। আমরা বললাম, আমাদের এ কথা বলা উদ্দেশ্য হলো এই যে, আপনি নাবী ﷺ থেকে যে হাদীস সরাসরি শুনেছেন (তা হুবহু আমাদেরকে বর্ণনা করুন)। তখন তিনি বললেন, (একদা) আমরা আমাদের এমন এক সাথীর ব্যাপারে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলাম, যে অন্য এক লোককে হত্যা করে নিজের জন্য জাহান্নাম অবধারিত করে ফেলেছিল। তখন তিনি (ﷺ) আমাদেরকে আদেশ করলেন, ঐ ব্যক্তির পক্ষ হতে একটি গোলাম মুক্ত করে দাও। আল্লাহ তা'আলা গোলামের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে তার (হত্যাকারীর) প্রতিটি অঙ্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। (আবূ দাঊদ, নাসায়ী)[৬২৭]

ব্যাখ্যা : (فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ) 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : আধিক্য অর্থে বুঝানো হয়েছে কুরআন পঠনে কম-বেশী করা যাবে না। তবে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অর্থের দিক লক্ষ্য রেখে শব্দ কম বেশী করা যেতে পারে।

(بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ) তথা আযাদকৃত গোলামের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে। (عُضْوٍ مِنْهُ) হত্যাকারীর অঙ্গকে। (مِنَ النَّارِ) আগুন হতে মুক্ত করবে। সম্ভবত নিহত লোকটি ছিল معاهد (মুআহিদ) বা নিরাপত্তাপ্রাপ্ত এবং তাকে ভুলবশতঃ হত্যা করা হয়েছিল। আর তার ওয়ালী ওয়ারিসরা এই ধারণা করেছিল যে, নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ভুলবশতঃ হত্যা করলে জাহান্নাম অবধারিত। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٣٨٧-[٦] وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الشَّفَاعَةُ بِهَا تُفَكُّ الرَّقَبَةُ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৩৩৮৭-[৬] সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন শাফা'আত (সুপারিশ) করা সর্বোত্তম সদাক্বাহ্, যে শাফা'আতের দরুন কোনো লোক গোলামী হতে মুক্তি লাভ করতে পারে। (বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান)[৬২৮]

ব্যাখ্যা : (تُفَكُّ الرَّقَبَةُ) দাসত্ব হতে মুক্তি লাভ বন্দিত্ব হতে অথবা আটক হতে মুক্তি লাভ সুপারিশ করাটাও এক পর্যায়ের সদাক্বাহ্। বায়হাক্বীর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الشَّفَاعَةُ تَفُكُّ بِهَا الْأَسِيرَ. وَتَحْقِنُ بِهَا الدَّمَ. وَتَجُرُّ بِهَا الْمَعْرُوفَ وَالْإِحْسَانَ إِلَى أَخِيكَ. وَتَدْفَعُ عَنْهُ الْكَرِيهَةَ» সর্বোত্তম

---

[৬২৭] **য'ঈফ** : আবূ দাউদ ৩৯৬৪, নাসায়ী ৪৮৯১, য'ঈফাহ্ ৯০৭। কারণ এর সানাদে আল গরীফ বিন আদ্ দায়লামী একজন মাজহূল রাবী।

[৬২৮] **খুবই দুর্বল** : শু'আবুল ঈমান ৭২৭৯, আল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ৬৯৬২। কারণ এর সানাদে আবূ বাক্র আল হুযালী একজন মাত্রূক রাবী।

সদাক্বাহ্ হলো সুপারিশ যা দ্বারা বন্দী মুক্তি করা হয় এবং রক্তাক্ত পরিবেশ বন্ধ করা হয় এবং সৎকাজ চালু করা হয় আর তোমরা ভাইয়ের প্রতি ইহসান করা এবং তার ঘৃণ্য বস্তু দূরীভূত করা। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

(١) بَابُ إِعْتَاقِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ وَشِرَاءِ الْقَرِيْبِ وَالْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ

অধ্যায়-১ : অংশীদারী গোলাম মুক্তি করা ও নিকটাত্মীয়কে ক্রয় করা এবং অসুস্থাবস্থায় গোলাম মুক্তি করা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٣٨٨ - [١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهٗ فِيْ عَبْدٍ وَكَانَ لَهٗ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهٗ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৩৮৮-[১] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো অংশীদারী মালিকানাধীন গোলামের মধ্যে স্বীয় অংশ মুক্ত করল, (তার পক্ষে এটাই সর্বোত্তম) যদি তার নিকট কোনো ন্যায়পরায়ণ লোকের নিরূপিত মূল্য অনুযায়ী গোলামটির সমপরিমাণ মূল্য থাকে, তখন সে অপর অংশীদারদেরকে তাদের অংশের মূল্য পরিশোধ করে গোলামটি (তার পক্ষ থেকে) মুক্ত করে দিবে। অন্যথায় সে যতটুকু অংশ মুক্ত করেছে ততটুকু অংশই মুক্ত বলে পরিগণিত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৬২৯]

ব্যাখ্যা : (فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهٗ) যদি অংশীদার থাকে তাহলে সকল অংশীদারকে তাদের স্ব স্ব অংশ মূল্য পরিশোধ করবে। (ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫২২)

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : যৌথ মালিকানাধীন ক্রীতদাসের কোনো একজন অংশীদার তার নিজের অংশ আযাদ করে দিলে ক্রীতদাসকে পুরোপুরি মুক্তি দানকারীও ঐ ব্যক্তির ওপর দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় যদি তার জন্য সহজ হয়, চাই ক্রীতদাসটি মুসলিম হোক বা কাফির হোক আর অংশীদাররাও মুসলিম হোক বা কাফির হোক। কারও কোনো স্বাধীনতা থাকবে না, চাই অংশীদার হোক বা দাস হোক বা আযাদকারী হোক, এক্ষেত্রে বরং আযাদ করাটাই সাব্যস্ত হবে যদিও সবাই তা অপছন্দ করে স্বাধীনতা হওয়ার সৃষ্টিতে আল্লাহর অধিকারের প্রতি দৃষ্টি রাখে।

ইবনু হুমাম বলেন : যখন কোনো ক্রীতদাস দু'জন যৌথ মালিকানাধীনের অধীনে থাকবে তাদের দু'জনের একজন যদি তার অংশকে আযাদ করে দেয় তাহলে ক্রীতদাসের দাসত্বের শৃঙ্খলা মুছে যাবে। আর যদি আযাদকারীর শারীক কোনো এক শারীকানা মালিক সামর্থ্যবান হন তাহলে অপর অংশীদারের স্বাধীনতা

[৬২৯] সহীহ : বুখারী ২৫২২, মুসলিম ১৫০১, তিরমিযী ১৩৪৬, ইবনু মাজাহ ২৫২৮, আহমাদ ৪৬৩৫, ইরওয়া ১৫২২, সহীহ আল জামি' ৬০৫২।

রয়েছে সেও তার অংশ আযাদ করে দিবে অথবা ক্রীতদাসকে শ্রমে খাটিয়ে তার অংশের মূল্য পরিমাণ উসূল করে নিবে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٣٨٩ - [٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৩৮৯-[২] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি অংশীদারী মালিকানাধীন গোলামের মধ্যে স্বীয় অংশ মুক্ত করে দেয়। আর তার নিকট যদি (অপর অংশীদারদের অংশের মূল্য পরিশোধের) সম্পদ থাকে, তাহলে তার পক্ষ থেকে গোলামটি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি তার নিকট ধন-সম্পদ না থাকে, সেক্ষেত্রে গোলামটিকে তার সামর্থ্যানুযায়ী শ্রমে খাটানো (কাজে) লাগানো হবে, বিনিময়ে পরিশোধসাপেক্ষে মুক্ত হয়ে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৩০]

ব্যাখ্যা : ‘উলামারা হাদীসে (اِسْتُسْعِيَ) এর অর্থ বলেছেন যে, দাসকে অর্থ উপার্জনের সুযোগ দেয়া হবে যে দৈহিক পরিশ্রম করে অপর অংশীদারের অংশের মূল্য পরিমাণে উসূল করে নিজকে আযাদ করে নিবে। আবার কেউ বলেছেন, খিদমাত নেয়া তথা অংশের মূল্য পরিমাণ মালিকের খিদমাত বা পরিচর্যা করলে দেনা পরিশোধ হবে।

যৌথ মালিকাধীন ক্রীতদাসের কোনো একজন হয় অংশীদার নিজের অংশ আযাদ করে দেয় আর সে যদি সামর্থ্যবান হয় তাহলে ‘উলামারা এর হুকুমের ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন।

প্রথমতঃ এটা সহীহ শাফি‘ঈর মাযহাব। এ মতে ইবনু শুব্‌রুমাহ্, আওযা‘ঈ, ইবনু আবূ লায়লা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ বিন হাসান এবং আহমাদ বিন হাম্বাল ও কিছু মালিকীরা গেছেন যে, আযাদকারী অংশীদার অন্যান্য অংশীদারকে তাদের স্ব স্ব অংশ পরিমাণ মূল্য পরিশোধ করে গোলামটিকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে দিবে।

দ্বিতীয়তঃ মূল্য পরিশোধ না করে আযাদ করা যাবে না, এটা প্রসিদ্ধ মালিকী মাযহাব

তৃতীয়তঃ অংশীদারের ইচ্ছাধীন রয়েছে যে, ক্রীতদাসটিকে শ্রমে খাটিয়ে অংশের মূল্য পরিমাণে উসুল করে নিবে অথবা আর তার অংশটাও আযাদ করে দিবে। এটা আবূ হানীফাহ্-এর আভিমত।

চতুর্থতঃ সরকারী কোষাগার বাকী মূল্য পরিশোধ করবে– ইবনু সীরীন-এর মত।

(শারহু মুসলিম ১০ম খণ্ড, হাঃ ১৫০২)

٣٣٩٠ - [٣] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوْكِيْنَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيْدًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْهُ وَذَكَرَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ» بَدَلَ: وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيْدًا وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ دَاوُدَ: قَالَ: «لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِيْ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ»

৩৩৯০-[৩] ‘ইমরান ইবনু হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি প্রাণ-ওষ্ঠাগত অবস্থায় তার ছয়টি গোলামকে মুক্ত করে দেয়। অথচ এ ছাড়া তার অন্য কোনো সহায়-সম্পদ ছিল না। এমতাবস্থায়

---

[৬৩০] সহীহ : বুখারী ২৫০৪, মুসলিম ১৫০৩, আবূ দাউদ ৩৯৩৭, তিরমিযী ১৩৪৮, ইবনু মাজাহ ২৫২৭, আহমাদ ৭৪৬৮।

রসূলুল্লাহ ﷺ সে গোলামদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং তিন ভাগে বিভক্ত করলেন। অতঃপর লটারীর মাধ্যমে তাদের দু'জনকে মুক্ত করে দিলেন এবং চারজনকে গোলামরূপেই রেখে দিলেন। পরে তিনি (ﷺ) মুক্তিদানকারী ব্যক্তিকে কঠোর বাক্য বললেন। (মুসলিম)[৬৩১]

আর ইমাম নাসায়ী (রহঃ) উক্ত বর্ণনাকারী হতে বর্ণনা করেন যে, "কঠোর বাক্য" বলার স্থানে "আমার ইচ্ছা হয়েছিল যে, আমি তার জানাযার সলাত আদায় করব না" উল্লেখ করেছেন। আর আবূ দাঊদ-এর রিওয়ায়াতে আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "আমি যদি তার দাফন করার পূর্বে সেখানে থাকতাম, তাহলে তাকে মুসলিমদের ক্বরস্থানে দাফনকার্য করা হতো না।"

ব্যাখ্যা : (قَوْلًا شَدِيدًا) কঠোর বাক্য ভর্ৎসনা করলেন তার কাজটিকে অপছন্দ মনে করে এবং তার ওপর কঠোর হওয়ার জন্য। এ হাদীসের ব্যাখ্যা বর্ণনায় এভাবে এসেছে, (لَوْ عَلِمْنَا مَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِ) আমরা যদি জানতাম তাহলে জানাযাহ্ আদায় করতাম না।

(لَا أُصَلِّ عَلَيْهِ) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশ্য হলো, তিনি একাই তার ওপর জানাযার সলাত আদায় করবেন না ধার্মিক স্বরূপ অন্যদের ওপর যে এরূপ করবে। (শারহু মুসলিম ১১শ খণ্ড, হাঃ ১৬৬৮)

٣٣٩١ـ[٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهٗ إِلَّا أَنْ يَجِدَهٗ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيهِ فَيُعْتِقَهٗ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৩৯১-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো সন্তানই তার পিতার প্রতিদান (ঋণ পরিশোধ করতে) দিতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, তার পিতা যদি কারো গোলামরূপে থাকে এবং সে ক্রয় করে মুক্ত করে দেয়। (মুসলিম)[৬৩২]

ব্যাখ্যা : সন্তানের ওপর পিতা-মাতার অধিকার বা ইহসান অপরিসীম আর তা কেবলমাত্র তাদেরকে আযাদ বা মুক্ত করার মাধ্যমে আদায় হয়। আর মতানৈক্য রয়েছে নিকটাত্মীয় মুক্তির ব্যাপারে যখন মালিকানা হলেই মুক্ত হবে না, চাই পিতা হোক বা সন্তান হোক বা অন্য কোনো নিকটত্মীয় হোক, বরং অবশ্যই মুক্ত করার সূচনা বা পরিবেশ করতে হবে। তারা উপরোক্ত হাদীসের ভাষ্যকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছে।

আর জুমহূর 'উলামাদের মতে, মালিকানা হলেই মুক্ত বলে বিবেচিত হবে। বাবা, মা, দাদা, দাদী যতই উপরে হোক এবং ছেলে, মেয়ে ও তাদের সন্তান ছেলে হোক মেয়ে হোক যতই নীচের স্তরে থাক না কেন চাই তারা মুসলিম হোক কাফির হোক নিকটস্থ হোক আর দূরস্থ হোক। (শারহু মুসলিম ১০ম খণ্ড, হাঃ ১৫১০)

٣٣٩٢ـ[٥] وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ مَالٌ غَيْرُهٗ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:

---

[৬৩১] **সহীহ :** মুসলিম ১৬৬৮, নাসায়ী ১৯৫৮, আবূ দাঊদ ৩৯৫৮, তিরমিযী ১৩৬৪, আহমাদ ১৯৮২৬, ইবনু মাজাহ ২৩৪৫, ইরওয়া ১৬৫৪।

[৬৩২] **সহীহ :** মুসলিম ১৫১০, আবূ দাঊদ ৫১৩৭, তিরমিযী ১৯০৬, ইবনু মাজাহ ৩৬৫৯, আহমাদ ৭১৪৩, ইরওয়া ১৭৪৭, সহীহ আল জামি' ৭৬২২, সহীহ আত্ তারগীব ২৪৭৯।

«ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهٰكَذَا وَهٰكَذَا» يَقُوْلُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِيْنِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ.

৩৩৯২-[৫] জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক আনসারী সহাবী তার একটি গোলামকে 'মুদাব্বার' (মৃত্যুর পরে মুক্ত) করলেন। অথচ তার (একটি গোলাম ছাড়া) আর কোনো অর্থ-সম্পদ ছিল না। এমতাবস্থায় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট সংবাদ পৌঁছলে তিনি বললেন, কে আমার নিকট হতে এ গোলামটি ক্রয় করবে? তখন নু'আয়ম ইবনুন্ নাহ্‌হাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আটশত দিরহামের বিনিময়ে তাকে ক্রয় করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৩৩]

আর মুসলিম-এর রিওয়ায়াতে আছে, নু'আয়ম ইবনু 'আব্দুল্লাহ আল 'আদাবী আটশত দিরহামের বিনিময়ে তাকে ক্রয় করলেন। আর আটশত দিরহাম নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দিলে তিনি বললেন, এগুলো তুমি প্রথমে স্বীয় প্রয়োজন পূরণ করবে। যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ কর। তারপরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে তোমার আত্মীয়-স্বজনের জন্য খরচ কর। এরপরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে তা এরূপে এরূপে খরচ কর, অর্থাৎ তোমার সামনে, ডানে ও বামে (আশেপাশের দরিদ্র লোকেদের জন্য) খরচ কর।

ব্যাখ্যা : تَدْبِيْرُ (তাদবীর) সংজ্ঞায় ইবনু হুমাম বলেন : কার্যাবলীর শেষ সময় পর্যন্ত ঢিল দেয়া। পারিভাষিক অর্থে মৃত্যুর পরে দাস মুক্ত হওয়া শর্ত জুড়ে দেয়া 'আম্‌ভাবে মৃত্যুর পরেই মুক্ত।

হিদায়াহ্ প্রণেতা বলেন, যেমন মুনীর বলেন : (إِذَا مُتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ) আমি মারা গেলে তুমি স্বাধীন, (أَوْ أَنْتَ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ) তুমি স্বাধীন আমার মৃত্যুর পরে। (أَوْ أَنْتَ مُدَبَّرٌ) তুমি মুদবির।

এ হাদীসের আলোকে শাফি'ঈ মাযহাবের মতে মুনীবের মৃত্যুর পূর্বে মুদাব্বার গোলাম বিক্রয় বৈধ।

ইমাম আবূ হানীফাহ্, মালিক, জুমহূর 'উলামায়ে এবং হিজাযী সালাফিয়া বলেন, মুদাব্বার গোলামকে বিক্রি করা বৈধ নয়। আর অত্র হাদীসে বিক্রি বিষয়টি মূলত নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিক্রি করেছিল মুদাব্বারকে তার মালিক ঋণগ্রস্ত ছিল। নাসায়ী ও দারাকুত্বনীতে এসেছে, (أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: اقْضِ دَيْنَكَ) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তুমি তোমার ঋণ পরিশোধ কর। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٣٩٣-[٦] عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

৩৩৯৩-[৬] হাসান বাস্‌রী (রহঃ) সামুরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার কোনো নিকটাত্মীয়ের (ক্রয়, দান, ওয়াসিয়্যাত বা ওয়ারিস সূত্রে) মালিক হয়, তখন সাথে সাথেই সে মুক্ত হয়ে যাবে। (তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[৬৩৪]

---

[৬৩৩] **সহীহ :** বুখারী ৬৭১৬, মুসলিম ৯৯৭, আবূ দাউদ ৩৯৫৭, নাসায়ী ২৫৪৬।

ব্যাখ্যা : (رحم) মূলত সন্তান হওয়ার স্থান, এরপরে শব্দটি ব্যবহার হয়েছে নিকটস্থের জন্য। অতঃপর প্রয়োগ হয় তোমার এবং তার মাঝে এমন সম্পর্ক স্থাপন হয় যাতে বিবাহ হারাম হওয়া অপরিহার্য হয়। (مَحْرَمٍ) নিকটস্থের মধ্যে যার সাথে বিবাহ হারাম হয়, যেমন- পিতা, মাতা, ভাই, চাচা।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৩৬৫)

٣٣٩٤ـ[٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَلَدَتْ أَمَةُ الرَّجُلِ مِنْهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ أَوْ بَعْدَهُ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৩৩৯৪-[৭] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তির ঔরসে তার দাসী সন্তান প্রসব করে, সে ব্যক্তির মৃত্যুর পর অথবা পরে উক্ত দাসী মুক্ত হয়ে যাবে। (দারিমী)[৬৩৫]

ব্যাখ্যা : মালিকের ঔরসে যে দাসীর গর্ভ হতে সন্তান জন্মলাভ করে ইসলামী পরিভাষায় তাকে উম্মুল ওয়ালাদ বলে। (عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ) মৃত্যুর পরে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٣٩٥ـ[٨] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: بِعْنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا عَنْهُ فَانْتَهَيْنَا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৩৯৫-[৮] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বাক্র (রাঃ)-এর সময়ে উম্মুল আওলাদ (তথা মুনীবের সন্তানের মাকে) ক্রয়-বিক্রয় করেছি। কিন্তু 'উমার (রাঃ)-এর খিলাফাত সময়ে তিনি আমাদেরকে তা করা হতে নিষেধ করেন। অতঃপর আমরা তা থেকে বিরত রয়েছি।

(আবূ দাঊদ)[৬৩৬]

ব্যাখ্যা : মুনযিরী (রহঃ) বলেন : ইবনু মাজাহ্ ও নাসায়ীতে বর্ণিত, আবুয্ যুবায়র হতে, তিনি বলেন, আমরা উম্মুল ওয়ালাদ ক্রয় বিক্রয় করতাম তখন নাবী (রাঃ) জীবিত ছিলেন, অথচ তিনি কোনো কিছু মনে করতেন না।

পূর্বের হাদীসে বলা হয়েছে, উম্মুল ওয়ালাদ ক্রয় বিক্রয় জায়িয নেই আর এ হাদীসগুলো তার বিপরীত। নিরসনে সম্ভবতঃ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় তাদের পক্ষ হতে হয়েছে, কিন্তু রসূল ﷺ-এর গোচরে আসেনি। কেননা বিষয়টি খুবই স্বল্প সংখ্যক ছিল। অথবা উম্মুল আওলাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়টি অন্যান্য গোলামের মতো যে যাদের ওপর মালিকানার আদান প্রদান হত এবং ব্যাপকহারে বেচাকেনা হত। সুতরাং বিষয়টি সুস্পষ্ট ছিল না, কোনটি খাস এবং 'আম্।

অথবা এও সম্ভাবনা রয়েছে, প্রথম যুগে তা বৈধ ছিল, পরে তা রসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেন আর বিষয়টি আবূ বাক্র (রাঃ) জানতে পারেননি, হতে পারে এর তাঁর স্বল্প সময়ের শাসনামলে এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি অথবা দীনের কাছে ও ধর্মচ্যুতদের যুদ্ধের কারণে। অতঃপর এটা হতে 'উমার (রাঃ) নিষেধ করলেন যখন এ ধরনের সংবাদ পৌঁছল আর তিনি নিষেধাজ্ঞার সংবাদ রসূল ﷺ হতে পেয়েছেন, ফলে জনগণ এ থেকে বিরত হলো। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৯৪৯)

---

[৬৩৪] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৩৯৪৯, তিরমিযী ১৩৬৫, ইবনু মাজাহ ২৫২৪, আহমাদ ২০১৬৭, ইরওয়া ১৭৪৬, সহীহ আল জামি' ৬৫৫৭।

[৬৩৫] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ্ ২৫১৫, দারিমী ২৬১৬। কারণ এর সানাদে হুসায়ন বিন 'আবদুল্লাহ একজন দুর্বল রাবী

[৬৩৬] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৩৯৫৪, ইরওয়া ১৭৭৭।

٣٣٩٦ـ[٩] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهٗ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهٗ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

৩৩৯৬-[৯] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার গোলামকে মুক্ত করে এবং সেই গোলামের যদি অর্থ-সম্পদ থাকে তাহলে মালিক তার ঐ সম্পদের অধিকারী হবে। তবে মালিক যদি ভিন্ন কোনো শর্ত করে। (আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ)[৬৩৭]

ব্যাখ্যা : (فَمَالُ الْعَبْدِ) ক্বাযী 'ইয়ায বলেন : সম্পদকে দাসের দিকে সম্বন্ধযুক্ত ইখতেসাস তথা নির্দিষ্টের সম্বোধনযুক্ত মালিকানা সম্বোধনের ভিত্তিতে না। আর লাম্'আতে রয়েছে, মালের সম্বন্ধ দাসের দিকে মালিকানার ভিত্তিতে নয়, বরং আয়ত্তের দৃষ্টিতে। (لَهٗ) তার জন্য সর্বনাম কোনদিকে গেছে, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কারও মতে দাসের দিকে, তবে অধিকাংশের মত হলো দাসকে মুক্তকারী।

(إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ) তথা দাসের জন্য। আর ইবনু মাজার শব্দ (إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَه فَيَكُوْن لَهٗ) তবে যদি মুক্তি দানকারী প্রভু সে মাল গোলাম পাবে বলে শর্ত জুড়ে দেয় তাহলে তা তার জন্য। সিনদী (রহঃ) বলেন : (إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ) তথা গোলামের জন্য তা হবে মুক্তিদানকারী প্রভুর পক্ষ হতে অনুদান।

ইমাম মালিক ও দাঊদ এ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ দাসের মালিকানা অর্জিত হয় মুনীবের মালিকানা অর্পণের মাধ্যমে– এ মতে শাফি'ঈ-এর পুরাতন মত।

অধিকাংশের মতে মুনীবের মালিকানা অর্পণের মাধ্যমে দাসের মালিকানা অর্জিত হয় না– শাফি'ঈ-এর নতুন মত। এটাই সহীহ, যেমন হাদীসে এসেছে, (مَنْ اِبْتَاعَ عَبْدًا وَلَهٗ مَال فَمَاله لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ) যে দাস ক্রয় করে আর যদি তার মাল থাকে সে মাল বিক্রেতার তথা মুনীবের তবে যদি ক্রেতা শর্ত করে।

খত্ত্বাবী বলেন : হামদান বিন সাহ্‌ল ইবরাহীম নাখ'ঈ হতে বর্ণনা করেন, যে মুনীব দাসমুক্ত করবে সম্পদ দাসেরই– এ হাদীস প্রমাণিত, তবে এর জওয়াব দেয়া হয়েছে দু' ভাবে। প্রথমতঃ (فَمَالُ الْعَبْدِ لَهٗ) সর্বনামটি কোনদিকে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যবহৃত হয়েছে মুক্তিদানকারীর দিকে আর তার শর্তটি দাসের জন্য অনুদান স্বরূপ।

দ্বিতীয়তঃ 'উলামাদের ঐকমত্য হলো (لَا يَرِثُهٗ وَلَا يَمْلِكُهٗ) দাসকে উত্তরাধিকারী বানানো যাবে না এবং মালিকানাও করা যাবে না। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৯৫৭)

٣٣٩٧ـ[١٠] وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ غُلَامٍ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «لَيْسَ لِلّٰهِ شَرِيكٌ» فَأَجَازَ عِتْقَهٗ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৩৯৭-[১০] আবুল মালীহ (রহঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। একদিন জনৈক ব্যক্তি তার এক গোলামের কিয়দংশ মুক্ত করে দেয়। অতঃপর এতদসম্পর্কে নাবী ﷺ-কে জানানো হলে তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলার কোনো শারীক নেই। এরপর গোলামটি পরিপূর্ণরূপে মুক্ত করার নির্দেশ করলেন।

(আবূ দাঊদ)[৬৩৮]

[৬৩৭] সহীহ : আবূ দাউদ ৩৯৬২, ইবনু মাজাহ ২৫২৯, ইরওয়া ১৭৪৯, সহীহ আল জামি' ৬০৫৪।

ব্যাখ্যা : (لَيْسَ لِلّٰهِ شَرِيكٌ) "আল্লাহর কোনো অংশীদার নেই" তাৎপর্য হলো দাস মুক্ত করা কেবলমাত্র আল্লাহরই জন্য। সুতরাং উচিত হবে সম্পূর্ণ গোলামটাকেই আযাদ করা এবং তাকে নিজের জন্য শারীক করবে না তথা কিছু অংশ মুক্ত করার পর অবশিষ্ট অংশটি গোলাম হিসেবে নিজের জন্য রেখে দিবে এমনটি করবে না। ত্বীবী (রহঃ) বলেন : মুনীব এবং দাস সৃষ্টিগতভাবে সবাই সমান, তবে আল্লাহ একে অপরের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٣٩٨-[١١] وَعَنْ سَفِينَةَ قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا عِشْتَ فَقُلْتُ: إِنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا عِشْتُ فَأَعْتَقَتْنِي وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

৩৩৯৮-[১১] সাফীনাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মু সালামাহ্ (রাঃ)-এর গোলাম ছিলাম। (একদিন) তিনি আমাকে বললেন, আমি তোমাকে এ শর্তে মুক্তি দিতে চাই যে, তুমি যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাত করবে। তখন আমি বললাম, আপনি এ শর্তারোপ না করলেও আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাত হতে দূরে থাকব না। অতঃপর তিনি আমাকে মুক্ত করে দিলেন এবং আমার ওপর উক্ত শর্তারোপ করলেন। (আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[৬৩৯]

ব্যাখ্যা : নায়লুল আওত্বারে এসেছে, 'আল্লামাহ্ শাওকানী এ হাদীস দ্বারা দালীল গ্রহণ করেছেন যে, শর্ত জুড়ে দিয়ে গোলাম আযাদ করা বৈধ। ইবনু রুশ্‌দ বলেন : মতানৈক্য হয়নি যখন মুনীব তার দাসকে আযাদ করে এ শর্তের ভিত্তিতে সে যেন কয়েক বছর তার খিদমাত করে আযাদ করা পরিপূর্ণ হবে না তার খিদমাত ব্যতিরেকে। শারহুস্ সুন্নাতে ইবনু রাসলান বলেন : এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে ইবনু সিরীন অনুরূপ শর্তকে সাব্যস্ত করেছেন। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৯২৭)

٣٣٩٩-[١٢] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِه دِرْهَمٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৩৩৯৯-[১২] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব (রহঃ) তাঁর পিতার মাধ্যমে দাদা হতে বর্ণনা করেন। নাবী ﷺ বলেছেন : মুকাতাব (বিনিময়কৃত চুক্তিবদ্ধ গোলাম) সেই পর্যন্ত গোলাম থাকবে, যে পর্যন্ত তার ওপর শর্তকৃত একটি দিরহামও অবশিষ্ট থাকবে। (আবূ দাউদ)[৬৪০]

ব্যাখ্যা : ইবনুত্ তীন বলেন : মুকাতাবাহ্ ইসলামের পূর্বকাল হতে পরিচিত ছিল। রসূলুল্লাহ ﷺ বিষয়টিকে অটুট রেখেছেন (আর মুকাতাবাহ্ হলো যেই ক্রীতদাস একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে নিজের মুক্তির জন্য তার প্রভুর সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এমন ক্রীতদাসকে ইসলামী পরিভাষায় বলা হয় মুকাতাব)। ইবনু 'উমার বলেন, মুকাতাবাহ্ হলো এমন দাস যার ওপর লিখিত চুক্তির অংশ এখনও অবশিষ্ট হয়। অনুরূপ সংজ্ঞা ইবনুয্ যুবায়র ও সুলায়মান ইবনু ইয়াসার দিয়েছেন।

---

[৬৩৮] **সহীহ** : আবূ দাউদ ৩৯৩৩, ইরওয়া ১৫২২, সহীহ আল জামি' ৫৪২৩।
[৬৩৯] **হাসান** : আবূ দাউদ ৩৯৩২, ইবনু মাজাহ ২৫২৬, ইরওয়া ১৭৫২।
[৬৪০] **হাসান** : আবূ দাউদ ৩৯৬২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১৬৩৮।

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ اِسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَعَرَفَتْ صَوْتِي فَقَالَتْ سُلَيْمَانُ فَقُلْتُ سُلَيْمَانُ فَقَالَتْ أَدَّيْتَ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتِكَ قُلْتُ نَعَمْ إِلَّا شَيْئًا يَسِيرًا.

সুলায়মান ইবনু ইয়াসার বলেন : আমি অনুমতি চাইলাম 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)-এর নিকট তিনি আমার আওয়াজ চিনতে পেরে বললেন, সুলায়মান? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি সুলায়মান। অতঃপর তিনি বললেন, তোমার চুক্তির কোনো অবশিষ্ট আছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ, সামান্য কিছু। তিনি বললেন, তুমি প্রবেশ কর কেননা তুমি এখনও দাস চুক্তিতে আবদ্ধ অংশ অবশিষ্ট রয়েছে। শাফি'ঈ এবং সা'ঈদ ইবনু মানসূর যায়দ বিন সাবিত হতে বর্ণিত, মুকাতাব হলো এমন দাস যার ওপর দিরহাম অবশিষ্ট রয়েছে।

খত্ত্বাবী বলেন : এ হাদীসটি জোরালো দলীল যারা মনে করেন মুকাতাব বিক্রি করা বৈধ।

কেননা যখন কেউ দাস হিসেবে থাকে সে মূলত দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ আর যখন প্রভুর মালিকানায় অবশিষ্ট রয়েছে তখন অন্যের জন্য মালিকানা হতে পারে না। হাদীসে দলীল হিসেবে সাব্যস্ত হয় মুকাতাব যদি মারা যায় তার পূর্ণ অংশ আদায়ের পূর্বে তাহলে সে মুক্তির আওতায় আসবে না তথা ক্রীতদাসের হুকুমেই থাকবে। কেননা সে মৃত্যুবরণ করেছে দাস অবস্থায় মৃতের পরে সে স্বাধীন হবে না এবং তার সম্পদ তার মুনীব গ্রহণ করবে। আর তার সন্তানেরা তার মুনীবেরই দাস হিসেবে থাকবে। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৯২১)

٣٤٠٠-[١٣] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ وَفَاءٌ فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

৩৪০০-[১৩] উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যদি কারো মুকাতাব গোলামের নিকট চুক্তিবদ্ধ আদায়যোগ্য অর্থ-সম্পদ থাকে, তখন অবশ্যই তার থেকে পর্দা করবে। (তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[৬৪১]

ব্যাখ্যা : হাদীস প্রমাণ করে দু'টি মাসআলার উপর, প্রথম মুকাতাবের নিকট যদি পরিশোধ পরিমাণ সম্পদ থাকে তাহলে সে স্বাধীন হওয়ার হুকুমে চলে আসবে, ফলে তার সাথে তা মুনীব মহিলা পর্দা করবে যদিও মূল্য পরিশোধ করে না থাকে তবে এটা 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব-এর হাদীসের বিরোধী। সমাধান নিরসনে ঈমাম শাফি'ঈ বলেন : এটি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য খাস।

দ্বিতীয় ভাষ্যমতে দাসের জন্য তার মহিলা মুনীবের দিকে তাকানো বৈধ যতক্ষণ না মুকাতাব হবে আর যেটি কুরআনের বক্তব্য ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ "স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাদী"।

আরও দলীল প্রমাণ করে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী :

لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَمَّا تَقَنَّعَتْ بِثَوْبٍ وَكَانَتْ إِذَا قَنَّعَتْ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا وَإِذَا غَطَّتْ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ».

যখন ফাত্বিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) এক কাপড় দিয়ে ঢাকছিলেন যখন মাথা ঢাকছিলেন কাপড় তার পা পর্যন্ত পৌঁছে না, আবার পা ঢাকছিলেন মাথা পর্যন্ত পৌঁছে না। তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সমস্যা নেই তোমার সামনে তোমার পিতা এবং তোমার গোলাম।

[৬৪১] হাসান : আবূ দাউদ ৩৯২৮, তিরমিযী ১২৬১, ইবনু মাজাহ ২৫২০।

এ মতের দিকে অধিকাংশ সালাফী 'উলামারা গেছেন এবং ইমাম শাফি'ঈ। তবে আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতে দাস বেগানা বা অপরিচিতের মতো। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৪২৩)

٣٤٠١ -[١٤] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ أَوْ قَالَ: عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ رَقِيقٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

৩৪০১-[১৪] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব (রাঃ) তাঁর পিতার মাধ্যমে দাদা থেকে হতে বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার গোলামের সাথে একশত উকিয়্যাহ্'র (চল্লিশ দিরহামে এক উকিয়্যাহ্) বিনিময়ে মুক্তিপণ করেছে। কিন্তু দশ উকিয়্যাহ্ অথবা দশ দীনার বাকি রেখে পরিশোধে অক্ষম হয়ে গেল, তাহলে সে গোলামই থেকে গেল। (তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[৬৪২]

ব্যাখ্যা : أُوقِيَة শব্দটি একবচন, বহুবচন أَوَاقٍ। এক পূর্ব যুগ হতে পরিচিত এক উক্বিয়্যাহ্ সমান চল্লিশ দিরহাম। হাদীস দলীল হিসেবে প্রমাণ করে মুকাতাব বেচাকেনা বৈধ, কেননা সে দাস হিসেবেই সাব্যস্ত আর প্রত্যেক দাসই ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। অধিকাংশেরই এটাই অভিমত। তবে 'আলী, ইবনু 'আব্বাস এবং ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) এর বিরোধিতা করেছেন। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৯২২)

٣٤٠٢ -[١٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ: «يُودَى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ». وَضَعَّفَهُ

৩৪০২-[১৫] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন : যদি কোনো মুকাতাব (চুক্তিবদ্ধ গোলাম) রক্তপণ বা উত্তরাধিকারের অংশীদার হয়, তাহলে সে যে পরিমাণ মুক্ত হয়েছে সে পরিমাণ উত্তরাধিকার পাবে। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)[৬৪৩]

তিরমিযীর অন্য বর্ণনাতে আছে, তিনি বলেছেন : মুকাতাবের রক্তপণ তার পরিশোধকৃত অংশ পরিমাণ স্বাধীন লোকের রক্তপণ হিসেবে আর বাকি অংশের রক্তপণ গোলাম হিসেবে আদায় করতে হবে। তিনি হাদীসটিকে য'ঈফ বলেছেন।

ব্যাখ্যা : হাদীসের ভাবার্থ হলো, যখন সাব্যস্ত হলো মুকাতাবের জন্য দিয়াত অথবা মীরাস তার জন্য ঐ পরিমাণে দিয়াত এবং মীরাস বাস্তবায়ন হবে যে পরিমাণ মুক্ত হয় সে অনুপাতে, যেমন কোনো মুকাতাব অর্ধেক পরিমাণ মূল্য আদায় করে, অতঃপর তার বাবা মারা গেল আর সে স্বাধীন, তাহলে সে উত্তরাধিকার হবে তা হতে তার অর্ধেক সম্পদ হতে– এ ব্যাপারে কেউ মতানৈক্য করেনি।

অথবা যেমন কোনো মুকাতাবের ওপর কেউ ক্রাইম করে বা তাকে হত্যা করে আর এমতাবস্থায় মুকাতাব কিছু অংশ পরিশোধ করে তাহলে অপরাধীর ওপর বর্তাবে যে পরিমাণ মুক্ত হয়েছে। সে অনুপাতে তার ওয়ারিসকে দিয়াত দিবে আর যে পরিমাণ অবশিষ্ট আছে সে অনুপাতে দিয়াত তার মুনীবকে দিবে। যেমন তার মুক্তিপণ ছিল একহাজার দিরহাম। কিন্তু তার নিজের মূল্য একশত দিরহাম, পরে তার মুক্তিপণের

---

[৬৪২] **হাসান :** আবূ দাউদ ৩৯২৭, তিরমিযী ১২৬০, ইবনু মাজাহ ২৫১৯, আহমাদ ৬৬৬৬, সহীহ আল জামি' ৬৪৭৮।

[৬৪৩] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪৫৮২, তিরমিযী ১২৫৯, নাসায়ী ৪৮১৭, সহীহ আল জামি' ৩৪৯।

পাঁচশত দিরহাম আদায় করবার নিয়্যাতে হয়েছে। এমতাবস্থায় তার ওয়ারিসরা পাবে পাঁচশত দিরহাম এবং তার মালিক পাবে পঞ্চাশ দিরহাম। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১২৫৯)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٤٠٣ - [١٦] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ أُمَّهٗ أَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ فَأَخَّرَتْ ذٰلِكَ إِلٰى أَنْ تُصْبِحَ فَمَاتَتْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَيَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: أَتٰى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ أُمِّيْ هَلَكَتْ فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «نَعَمْ». رَوَاهُ مَالِكٌ

৩৪০৩-[১৬] 'আব্‌দুর রহমান ইবনু আবূ 'আমরাহ্ আল আনসারী (রহঃ) হতে বর্ণিত। (একদিন) তাঁর মা একটি গোলাম মুক্ত করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। কিন্তু তিনি এটা আদায় করতে ভোর অবধি বিলম্ব করে ফেলেন, অতঃপর তিনি ইন্তিকাল করেন। 'আব্‌দুর রহমান বলেন, আমি ক্বাসিম ইবনু মুহাম্মাদ-কে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা! এখন যদি আমি আমার মায়ের পক্ষ থেকে গোলাম মুক্ত করি, তাহলে তাঁর কোনো উপকারে আসবে কি? ক্বাসিম বললেন, (একদিন) সা'দ ইবনু 'উবাদাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, আমার আম্মা মৃত্যুবরণ করেছেন, এখন যদি তাঁর পক্ষ হতে আমি গোলাম মুক্ত করি, তাহলে তিনি তার সাওয়াব পাবে কি? উত্তরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তিনি তার সাওয়াব পাবেন। (মালিক)[৬৪৪]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে শিক্ষণীয় হলো- মৃতের পক্ষ হতে দান করা হলে, তাতে মৃতের উপকার হয়। আর সৎকাজে বিলম্বে না করে তা দ্রুত বাস্তবায়ন করা উচিত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٤٠٤ - [١٧] وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ فِيْ نَوْمٍ نَامَهٗ فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ أُخْتُهٗ رِقَابًا كَثِيرَةً. رَوَاهُ مَالِكٌ

৩৪০৪-[১৭] ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আব্‌দুর রহমান ইবনু আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আন্হু ঘুমন্ত অবস্থায় হঠাৎ ইন্তিকাল করলেন। অতঃপর তাঁর বোন 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা তাঁর পক্ষ থেকে বেশ কয়েকটি গোলাম মুক্ত করে দেন। (মালিক)[৬৪৫]

٣٤٠٥ - [١٨] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنِ اشْتَرٰى عَبْدًا فَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهٗ فَلَا شَيْءَ لَهٗ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৩৪০৫-[১৮] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের শর্তারোপ না করে গোলাম ক্রয় করে, তাহলে সে ব্যক্তির গোলামের ধন-সম্পদ হতে কিছুই পাবে না। (দারিমী)[৬৪৬]

---

[৬৪৪] **হাসান :** মালিক ১৫৫৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১২৬৩৮।

[৬৪৫] **য'ঈফ :** মালিক ১৫৫৬, শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৪২৪। কারণ এর সানাদটি মুনক্বতি'।

[৬৪৬] **সহীহ :** দারিমী ২৬০৩।

(١٥) كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُوْرِ

পর্ব-১৫ : ক্বসম ও মানৎ

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٤٠٦-[١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَكْثَرُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْلِفُ: «لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৪০৬-[১] ইবনু 'উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ অধিকাংশ সময় 'মুক্বল্লিবিল কুলূব' (অন্তর পরিবর্তনকারী) বলে ক্বসম করতেন। (বুখারী)[৬৪৭]

ব্যাখ্যা : হাদীসে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়, যে হৃদয়ের 'আমাল যা ইচ্ছাশক্তি হতে আসে এবং সকল 'আমাল সবই আল্লাহরই সৃষ্টি। হাদীসে আরও বৈধতা প্রমাণিত হয় যে, এমন সিফাত যা আল্লাহর শানে প্রযোজ্য তা দিয়ে শুরু করা বৈধ।

হাদীসে আরও প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি আল্লাহর সিফাত দ্বারা ক্বস্ম করে পরে আবার তা ভঙ্গ করে তার জন্য কাফ্‌ফারাহ্ বা জরিমানা অপরিহার্য– এ ব্যাপারে মূলত কোনো মতানৈক্য নেই। মতানৈক্য হলো কোনো সিফাত তথা গুণ দ্বারা ক্বস্ম সংঘটিত হবে আর এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট সে ক্বস্মে তার সাথে অন্য কাউকে না বাড়ায়। যেমন- (مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ) অন্তর নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তনকারী প্রভু।

ক্বাযী আবূ বাক্‌র ইবনু 'আরাবী বলেন : হাদীসে বৈধতা প্রমাণ করে আল্লাহর কার্যাবলী দ্বারা ক্বস্ম করা বৈধ যখন গুণে পরিণত হয় আর যদিও তার নাম উল্লেখ না করে। আর হানাফীরা পার্থক্য করেন ক্ষমতা এবং জ্ঞানের মাঝে। তারা বলেন, আল্লাহর ক্ষমতা দ্বারা ক্বস্ম করা বৈধ। আর জ্ঞান দ্বারা ক্বস্ম করলে তা সংঘঠিত হবে না।

আর রাগিব বলেন : "আল্লাহর পরিবর্তন করা অন্তর ও চোখকে" এর অর্থ হলো এক সিদ্ধান্ত হতে আর এক সিদ্ধান্তে পরিবর্তন করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বাণী (সূরাহ্ আন্ নাহ্ল ১৬ : ৪৬) : ﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ﴾ আর বহুল পরিমাণে পরিবর্তনের কারণে ক্বল্‌বকে ক্বল্‌ব বলা হয়।

কখনও কখনও এ অর্থ হতে বের হয়ে অন্যান্য নির্ধারিত কিছু অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন রূহ, জ্ঞান, সাহসিকতা।

রূহের অর্থে الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ আর জানা বা জ্ঞান অর্থে لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ সাহস অর্থে وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ।

[৬৪৭] সহীহ : বুখারী ৭৩৯১, আবূ দাউদ ৩২৬৩, নাসায়ী ৩৭৬১, তিরমিযী ১৫৪০, আহমাদ ৫৩৪৭, দারিমী ২৩৯৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৯৩০।

ক্বাযী আবূ বাক্‌র বলেন, ক্বল্‌ব হলো শরীরেরই অংশ যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আর তা মানুষের জন্য জ্ঞান ও কথাবার্তা এবং অন্যান্য কিছুর বাতেনী তথা লুক্বায়িত সিফাতের স্থান আর শরীরের দৃশ্যমানকে কার্যক্রম ও বলার স্থান বানিয়েছেন।

আর অন্তরে মালাক (ফেরেশতা) নিয়োগ করে যে কল্যাণের পথে পরিচালিত করে আর শায়ত্বনকেও নিয়োগ করেছেন যে অকল্যাণের পথে পরিচালিত করে। আর আক্‌ল তার আলো দিয়ে তাকে হিদায়াতে পরিচালিত করে এবং প্রবৃত্তি তার অন্ধকার দিয়ে পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করে। আর তাকদীর প্রত্যেকের ব্যাপৃত এবং ক্বল্‌ব ভালো মন্দ ও দু'টোর মধ্যে পরিবর্তন হয়। কখনও বন্ধুত্ব মালায়িকার পক্ষ হতে কখনও শায়ত্বনের পক্ষ হতে আর তার হিফাযাত আল্লাহর পক্ষ হতেই। (ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, হাঃ ৬৬২৮)

٣٤٠٧ - [٢] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ أَوْ لِيَصْمُتْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৪০৭-[২] উক্ত রাবী (ইবনু 'উমার رضي الله عنهما) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বাপ-দাদার নামে ক্বস্‌ম করতে নিষেধ করেছেন। অতএব যদি কারো ক্বস্‌ম করতেই হয়, সে যেন আল্লাহ তা'আলার নামেই ক্বস্‌ম করে অথবা নিশ্চুপ থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৪৮]

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী বলেন : আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর ক্বস্‌ম খাওয়ার নিষেধের হিকমাহ্ হলো, যেই জিনিসের দ্বারা ক্বস্‌ম করা হয় প্রকৃতপক্ষে তার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ হয়ে থাকে অথচ সত্যিকার মর্যাদার একচ্ছত্র অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللّٰهِ مِائَةَ مَرَّةٍ فَآثَمُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهٖ فَأَبَرَّ.

আমি একশতবার আল্লাহর ক্বস্‌ম খাব, অতঃপর আমি গুনাহগার হব, এটা উত্তম আল্লাহ ব্যতিরেকে অন্য কিছুর ক্বস্‌ম খাব, নেককাজ করব। আর তিনি ঘৃণা করতেন আল্লাহর নাম ও গুণ ব্যতিরেকে অন্যকিছুর নামে শপথ করাকে চাই তা নাবী ﷺ-এর নামে বা কা'বাহ্ ঘর, মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ), জীবন, রূহ বা অন্য যে নামে হোক না কেন আর সবচেয়ে খারাপ হলো আমানাতের নামে ক্বস্‌ম খাওয়া। তবে আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্ট মাখলূক্বের যে কোনো জিনিসের ক্বস্‌ম করতে পারবে।

ক্বাযী বলেন : যদি এই প্রশ্ন করা হয় যে, নাবী ﷺ যে এক লোক সম্পর্কে মন্তব্য করার পর أَفْلَحَ وَأَبِيهِ বলে, পিতার নামে শপথ করছিলেন। এটার উত্তর এই যে, উক্ত ক্বস্‌ম দ্বারা বস্তুর বা যেই জিনিসের দ্বারা ক্বস্‌ম করা হয়েছে তার মর্যাদা বিকাশ উদ্দেশ্য ছিল না বরং কথাটাকে সুদৃঢ়ভাবে প্রকাশ করার উদ্দেশ্য ছিল অথবা এটাও বলা যায় যে, তা বিধি-নিষেধ প্রয়োগ হওয়ার পূর্বের ঘটনা এবং এটাই সঠিক মত। আবার কেউ কেউ বলেছেন, নিষেধ অর্থ হারাম নয়। সুতরাং প্রয়োজনে কথাটি সুদৃঢ় করার জন্য এ ক্বস্‌ম করা বৈধ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[৬৪৮] **সহীহ :** বুখারী ৬৬৪৬, মুসলিম ১৬৪৬, আবূ দাউদ ৩২৪৯, তিরমিযী ১৫৩৪, আহমাদ ৬২৮৮, দারিমী ২৩৮৬, ইরওয়া ২৫৬০, সহীহ আত্ তারগীব ২৬।

٣٤٠٨ - [٣] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا تَحْلِفُوْا بِالطَّوَاغِيْ وَلَا بِآبَائِكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৪০৮-[৩] 'আব্দুর রহমান ইবনু সামুরাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আল্লাহদ্রোহীর (প্রতীমার) নামে ও তোমাদের বাপ-দাদার নামে ক্বসম করো না। (মুসলিম)[৬৪৯]

ব্যাখ্যা : الطَّوَاغِي অর্থ মূর্তিসমূহ طاغية একবচন। طاغية মূলত সম্মান বা অন্য কিছুর ক্ষেত্রে যখনই সীমানা অতিক্রম করে তাই طغى। যেমন আল্লাহর বাণী : ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾ "যখন জ্বলোচ্ছাস হয়েছিল"– (সূরাহ্ আল হা-ক্ক্বাহ্ ৬৯ : ১১) তথা পানি যখন সীমা অতিক্রম করেছিল। কারও মতে যারা কুফ্‌রীর সীমা অতিক্রম করেছে, আবার এটা দ্বারা শায়ত্বনও উদ্দেশ্য। (শারহু মুসলিম ১১শ খণ্ড, হাঃ ১৬৪৮)

٣٤٠٩ - [٤] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِيْ حَلِفِهٖ: بِاللَّاتِ وَالْعُزّٰى فَلْيَقُلْ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهٖ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৪০৯-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তির ক্বস্‌মের মধ্যে 'লাত' ও 'উয্‌যা' (প্রতীমা)-এর নাম বলে ফেলে, সে যেন তাৎক্ষণিকভাবে *'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ'* (অর্থাৎ- আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোনো ইলাহ নেই) বলে। আর কেউ যদি তার সঙ্গী-সাথীকে এ বলে আহ্বান করে যে, 'আসো, আমরা জুয়া খেলি', সে যেন অবশ্যই সদাক্বাহ্ করে। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৫০]

ব্যাখ্যা : অন্য সানাদে এসছে,

مِنْ طَرِيقِ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ فَحَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزّٰى فَقَالَ لِي أَصْحَابِي بِئْسَ مَا قُلْتَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ قُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

মুস্‘আব বিন সা‘ঈদ, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমরা নতুন মুসলিম ছিলাম আমি ক্বস্‌ম খেতাম 'লাত' ও 'উয্‌যা'-এর নামে তখন আমার সাথী বললেন কতই না খারাপ তুমি যা বললে। অতঃপর বিষয়টি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তুলে ধরলাম, তিনি বললেন : তুমি বল, আল্লাহর ছাড়া সত্য কোনো মা‘বূদ নেই, তিনি একক এবং তার কোনো শারীক নেই।

খত্ত্বাবী বলেন : ক্বস্‌ম শুধুমাত্র মহান মা‘বূদের নামেই হবে আর যে লাতের নামে ক্বস্‌ম খেল সে কাফির সদৃশ হলো আর যে অজ্ঞতা ও ভুলবশতঃ করল সে যেন বলে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ। তাহলে আল্লাহ তা হতে মিটিয়ে দিবেন এবং তার হৃদয়কে প্রবৃত্তি হতে আল্লাহর স্মরণে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবেন এবং তার জিহ্বা ব্যবহৃত হবে সত্যের পক্ষে আর তার হতে অনর্থক বিষয়াদি সরিয়ে দিবেন।

সদাক্বাহ্ করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জিহ্বা দিয়ে যা বলা হয়েছিল (আমি জুয়া খেলব) সদাক্বাহ্ তার জরিমানা স্বরূপ। মুসলিম-এর বর্ণনায় এসেছে, (فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ) সে যেন কিছু দান করে। কিছু হানাফী বলে তার ওপর ওয়াজিব হবে শপথের জরিমানা।

---

[৬৪৯] **সহীহ :** মুসলিম ১৬৪৮, ইবনু মাজাহ ২০৯৫।

[৬৫০] **সহীহ :** বুখারী ৬৬৫০, মুসলিম ১৬৪৭, ইবনু মাজাহ ২০৯৬, আবূ দাউদ ৩২৪৭, নাসায়ী ৩৭৭৫, তিরমিযী ১৫৪৫, আহমাদ ৮০৮৭, ইরওয়া ২৫৬৩।

জুমহূরের নিকট হাদীসটি সুস্পষ্ট দলীল যে পাপের দৃঢ়সংকল্প যখন অন্তরে স্থায়ী হয় তখন তা পাপ হিসেবে লেখা হবে, তবে যে অন্তরে স্থায়ী হয় না তা পাপ হিসেবে ধর্তব্য হবে না। তবে আমি ভাষ্যকার (ইবনু হাজার) বলি, আমি জানি না এ বক্তব্য কোথা হতে নেয়া হলো।

হাদীসের সুস্পষ্ট ভাষ্য হলো, (تَعَالَ أُقَامِرْكَ) আসো আমি তোমার সাথে জুয়া খেলব সে তাকে ডেকেছে পাপের দিকে আর সর্বসম্মত জুয়া হারাম। সুতরাং সে কার্যের দিকে আহ্বান করা হারাম। এখানে শুধুমাত্র দৃঢ়সংকল্প নয়। সামনে এ বিষয়ে আলোচনা আসবে। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬১০৭)

শারহুস্ সুন্নাহ্ কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, যে গায়রুল্লাহর নামে বা ইসলামের পরিপন্থী কিছুর নামে শপথ করলে তাকে কোনো প্রকারের কাফ্‌ফারাহ্ আদায় করতে হবে না। অবশ্য শক্ত গুনাহগার হবে, কাজেই তার জন্য তাওবাহ্ করাটা অপরিহার্য। কেননা নাবী ﷺ এমন ধরনের ব্যক্তিকে তার দীন ও ঈমান সংশোধনের নির্দেশ দিয়েছেন তার মালের উপর কিছুই ওয়াজিব করেননি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٤١٠ - [٥] وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلٰى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهٗ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهٖ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهٖ وَمَنِ ادَّعٰى دَعْوٰى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا قِلَّةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৪১০-[৫] সাবিত ইবনুয্ যহ্‌হাক رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মের নামে শপথ করে, তাহলে সে যেন তদ্রূপ হয়ে যায় যা সে বলেছে। কোনো আদাম সন্তানের পক্ষে ঐরূপ মানৎ পূর্ণ করা ওয়াজিব নয়, যার সে সত্তা নয়। যে ব্যক্তি কোনো জিনিস দ্বারা দুনিয়াতে আত্মহত্যা করল, ক্বিয়ামাত দিবসে তাকে ঐ জিনিসের মাধ্যমেই শাস্তি দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো মু'মিনকে লা'নাত (অভিসম্পাত) করল, সে যেন তাকে হত্যাই করল। আর যে কোনো মু'মিনকে কাফির বলে অপবাদ দিল, সে যেন তার হত্যাযজ্ঞের শামিল। যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার ধন-সম্পদ বৃদ্ধির পরিবর্তে বরং কমিয়ে দেন।

(বুখারী ও মুসলিম)[৬৫১]

ব্যাখ্যা : ক্বাযী বলেন : ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের নামে শপথ করার অর্থ হলো সে তার ইসলামকে নষ্ট করল, এ ধরনের শপথের মাধ্যমে সে যেরূপ বলল তদ্রূপই হলো আর সম্ভাবনা রয়েছে এটাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে শপথ ভঙ্গের মাধ্যমে। যেমন বর্ণিত হয়েছে,

«مَنْ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ. وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا».

বুরায়দাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে বলে আমি ইসলাম হতে মুক্ত যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে সে যেরূপ বলেছে সে তদ্রূপই হবে আর যদি সত্যবাদী হয় তাহলে সে ইসলামে অবশ্যই সহীহভাবে ফিরবে না।

[৬৫১] **সহীহ** : বুখারী ৬০৪৭, মুসলিম ১১০।

কারও মতে, মূলত উদ্দেশ্য তা নয় বরং ভীতিপ্রদর্শনেই উদ্দেশ্য। সে প্রকৃত ইয়াহূদী হুকুমের মধ্যে পড়েনি এবং ইসলাম হতে মুক্তও হয়নি, মনে হয় সে ইয়াহূদীদের মতো শাস্তির হাক্বদার হয়েছে। আর এর সাদৃশ্য হলো রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী : «مَنْ تَرَكَ صَلَاةً فَقَدْ كَفَرَ» "যে সলাত ছেড়ে দিল সে কাফির হলো।" এখানে ধম... স্বরূপ বলা হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফাহ্সহ অধিকাংশ যেমন ইমাম নাখ'ঈ, আওযা'ঈ, সাওরী এবং আহমাদ-এর মতে এরূপ কথা বললে তা কৃস্মে পরিণত হবে এবং ভাঙ্গলে কাফ্ফারাহ্ ওয়াজিব হবে। কিন্তু ইমাম মালিক, শাফি'ঈসহ মাদীনার 'উলামাগণ বলেন, তা শপথ নয়। সুতরাং কাফ্ফারাহ্ ওয়াজিব হবে না, তবে এমন উক্তিকারী গুনাহগার হতে তাতে সত্য বলুক আর মিথ্যা বলুক।

(وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ) কোনো আদাম সন্তান যে জিনিসের মালিক নয় এমন জিনিসের মানৎ করলে তাতে কিছুই হয় না। ইবনু মালিক বলেন : যদি কেউ বলে যদি আল্লাহ আমাকে সুস্থ করেন তাহলে অমুক গোলাম স্বাধীন অথচ সে তার মালিকাধীন না।

তৃীবী (রহঃ) বলেন : এর ভাবার্থ হলো কেউ যদি মানৎ করে দাস আযাদ করে দিবে অথচ সে দাস তার মালিকাধীনে নেই অথবা ছাগল বা অন্য কিছু কুরবানী করবে আর তা তার অধীনে নেই তা পুরা করা ওয়াজিব হবে না যদি তা পারে তা মালিকাধীনে আসে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٤١١ _[٦] وَعَنْ أَبِيْ مُوسٰى قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنِّيْ وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ فَأَرٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِيْ وَأَتَيْتُ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৪১১-[৬] আবূ মূসা আল আশ্'আরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর কৃস্ম! আমি যদি কোনো বস্তুর উপর কৃস্ম করি, তখন ঐ কৃস্মের বিপরীত করা উত্তম বলে মনে করি। অতঃপর ইন্শা-আল্ল-হ আমি আমার কৃস্মের কাফ্ফারাহ্ আদায় করে দেই এবং যে কাজটি উত্তম, তাই করি। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৫২]

ব্যাখ্যা : হাদীসের ভাষ্যমতে, কৃস্ম ভাঙ্গাই উত্তম যদি তার বিপরীত জিনিস উত্তম হয় যেমন কেউ কৃস্ম করল সে তার পিতা বা সন্তানের সাথে কথা বলবে না, কারণ সেখানে রয়েছে আত্মীয়তার সম্পর্কেচ্ছ। শার্হুস্ সুন্নাতে এসেছে, কৃস্ম ভাঙ্গার পূর্বে কাফ্ফারাহ্ হবে না পরে।

অধিকাংশ সহাবী, শাফি'ঈ, আহমাদ, মালিক-এর নিকট কৃস্ম ভাঙ্গার পূর্বে কাফ্ফারাহ্ আদায় করবে তবে শাফি'ঈ-এর মতে কৃস্ম ভাঙ্গার পূর্বে সওম দিয়ে কাফ্ফারাহ্ আদায় করা বৈধ নয় আর আযাদ করা মিসকীনকে খাওয়ানো ও বস্ত্র দেয়ার মাধ্যমে কাফ্ফারাহ্ আদায় বৈধ, কেননা যাকাত আদায় করা বৈধ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কিন্তু রমাযানের সওম সময় হওয়ার পূর্বে বৈধ নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٤١٢ _[٧] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا

---

[৬৫২] **সহীহ :** বুখারী ৬৭১৮, মুসলিম ১৬৪৯, আবূ দাউদ ৩২৭৬, নাসায়ী ৩৭৮০, ইবনু মাজাহ ২১০৭, সহীহ আল জামি' ২৫০৭।

حَلَفْتَ عَلٰى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ». وَفِىْ رِوَايَةٍ: «فَأْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرًا وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৪১২-[৭] 'আব্দুর রহমান ইবনু সামুরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে 'আব্দুর রহমান ইবনু সামুরাহ্! নেতৃত্ব প্রত্যাশা করো না। কেননা, আকাঙ্ক্ষার কারণে যদি তুমি নেতৃত্ব পাও, তাহলে তোমাকে তার ওপর ন্যস্ত করা হবে। আর যদি বিনা আকাঙ্ক্ষায় তোমাকে নেতৃত্ব দেয়া হয়, তাহলে সেই নেতৃত্ব পালনকালে তোমাকে সাহায্য করা হবে। আর যখন কোনো ক্বসম কর, অতঃপর তার ব্যতিক্রম করা ভালো বলে মনে কর; তখন তোমার ক্বস্‌মের কাফ্‌ফারাহ্ আদায় করতে হবে এবং সেই উত্তম কাজটি করবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, প্রথমে সেই উত্তম কাজটি কর, অতঃপর তোমার ক্বস্‌মের কাফ্‌ফারাহ্ আদায় কর। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৫৩]

ব্যাখ্যা : কোনো পদ বা ক্ষমতা যদি আপনা-আপনি এসে যায় সেকালে প্রবৃত্তির লালসা থাকে না। সুতরাং সেক্ষেত্রে আল্লাহর রহমাতের আশা করা যায় কিন্তু তা অর্জন করার চেষ্টা করলে কখনও নিঃস্বার্থ হতে পারে না। কাজেই তাতে আল্লাহর সাহায্য পাবে না।

(وَأْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ) হিদায়াহ্ প্রণেতা বলেন : যে পাপ কাজের ক্বস্‌ম খায় যেমন সলাত আদায় করবে না তার পিতার সাথে কথা বলবে না, অবশ্যই সে উমুককে হত্যা করবে তার উচিত হবে ক্বস্‌ম ভাঙ্গানো। ইবনু হুমাম বলেন : তার ওপর ওয়াজিব হলো ক্বস্‌ম ভেঙ্গে কাফ্‌ফারাহ্ আদায় করবে। আর যার ওপর ক্বস্‌ম খাওয়া হয় তা কয়েক প্রকার যেমন পাপ কাজ করার জন্য অথবা ফার্‌য কাজ ছেড়ে দেয়া তখন ওয়াজিব হলো ক্বস্‌ম ভাঙ্গা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

হাদীসের উপকারিতা বা শিক্ষা নেতৃত্ব চাওয়া ঘৃণিত কাজ, চাই তা ক্ষমতার নেতৃত্ব হোক বা বিচারক হিসেবে হোক। এটি বর্ণনা যে বা যারা নেতৃত্বের লোভ লালসা করে বা চেয়ে নেয় তাতে আল্লাহর সাহায্য থাকে না। (শারহু মুসলিম ১১শ খণ্ড, হাঃ ১৬৫২)

٣٤١٣ - [٨] وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَلْيَفْعَلْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৪১৩-[৮] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ক্বস্‌ম করে এবং পরে তার ব্যতিক্রম করা উত্তম বলে মনে করে, তখন তার ক্বস্‌মের কাফ্‌ফারাহ্ আদায় করা উচিত এবং সেই (উত্তম) কাজটি করা। (মুসলিম)[৬৫৪]

٣٤١٤ - [٩] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «وَاللّٰهِ لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِيْنِهٖ فِىْ أَهْلِهٖ اٰثَمُ لَهٗ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ أَنْ يُعْطِىَ كَفَّارَتَهُ الَّتِىْ افْتَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৬৫৩] **সহীহ :** বুখারী ৭১৪৬-৪৭, মুসলিম ১৬৫২, আবূ দাউদ ২৯২৯, নাসায়ী ৫৩৪৮, তিরমিযী ১৫১৯, আহমাদ ২০৬১৮, দারিমী ২৩৯১, নাসায়ী ৫৩৪৮, সহীহ আল জামি' ৭৯৪১, সহীহ আত্ তারগীব ২১৮১।

[৬৫৪] **সহীহ :** মুসলিম ১৬৫০, তিরমিযী ১৫৩০, আহমাদ ৮৭৩৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৩৪৯।

৩৪১৪-[৯] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর ক্বসম! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে ক্বসম করে এবং সে ক্বস্মের কাফ্ফারাহ আদায় করার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা তার ওপর যা ফার্য করেছেন– তার (ক্বস্মের) উপর দৃঢ় থাকে। তখন সে আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক গুনাহগার হবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৫৫]

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি তার পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত এমন বিষয়ের ক্বসম খায় আর ক্বসম না ভাঙ্গলে পরিবারের ওপর ক্ষতির আশংকা রয়েছে তখন তার উচিত হবে ক্বসম ভেঙ্গে কাফ্ফারাহ্ আদায় করে ঐ কাজ করা যাতে তার পরিবার ক্ষতির আশংকা হতে মুক্ত হয়। আর যদি সে মনে করে আমি শপথ ভাঙ্গব না, বরং আমি অটুট থাকব শপথ ভাঙ্গার গুনাহের ভয়ে। এমনটি করলেই যে অন্যায়কারী হবে। শপথ না ভাঙ্গার উপর। অথচ শপথ না ভাঙ্গার উপর থেকে পরিবারকে কষ্ট দেয়া আরও বেশী গুনাহের কাজ। ক্বাযী 'ইয়ায আর ত্বীবী বলেন : হাদীসে সাব্যস্ত হয় শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারাহ্ আদায় করা ফার্য।

(ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, হাঃ ৬৬২৫)

٣٤١٥ ـ [١٠] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَمِيْنُكَ عَلٰى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৪১৫-[১০] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমার ক্বসম তখন অর্থবহ হবে, যখন তোমার সঙ্গী-সাথী তোমাকে (ক্বস্মের) সত্যায়িত করবে। (মুসলিম)[৬৫৬]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি প্রমাণ বহন করে, ক্বস্মের উপর ক্বাযীর বিচারকের ক্বসম তলব করা। যখন কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির বিরুদ্ধে সত্য কিছু দাবী করে বিচারক তাকে ক্বসম খাওয়াবে, আর সে ক্বসম খেল ও গোপন করল। এক্ষেত্রে বিচারক যা চেয়েছেন বিচারকের চাহিদানুযায়ী ক্বসম সাব্যস্ত হবে আর ক্বসমকারীর তাওরিয়্যাহ্ (গোপনীয় উদ্দেশ্য) সাব্যস্ত হবে না, অর্থাৎ সে শপথ ভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য হবে। এর উপর সবই ঐকমত্য আর হাদীসটি তাই প্রমাণ করে।

তবে বিচারকের শপথের চাহিদার নির্দেশ ব্যতিরেকে যদি কোনো ব্যক্তি শপথ করে এবং শপথের মূল বিষয় গোপন করে তবে তার গোপনকৃত ধারণা কাজে আসবে এবং সে শপথ ভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য হবে না। চাই কারও কর্তৃক প্রথমেই শপথের প্রতি আদিষ্ট হোক বা বিচারক ব্যতিরেকে কেউ অথবা তার স্থলাভিষিক্ত ভিন্ন অন্য কেউ শপথের আদেশ দিলে উভয়ই একই বিষয় হিসেবে গণ্য হবে। বিচারক ব্যতিরেকে অন্য কারও দ্বারা শপথের আদিষ্ট হলে শপথ কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি শপথ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। মোটকথা সর্বক্ষেত্রে শপথকারীর শপথ তার নিয়্যাতানুযায়ী প্রযোজ্য হবে। তবে বিচারক কিংবা তার স্থলাভিষিক্ত যদি দাবীর ক্ষেত্রে শপথ কামনা করে তবে শপথ কামনাকারীর নিয়্যাতই প্রযোজ্য হবে, এটাই হাদীসের উদ্দেশ্য।

(শারহু মুসলিম ১১শ খণ্ড, হাঃ ১৬৫৩)

٣٤١٦ ـ [١١] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَلْيَمِيْنُ عَلٰى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৪১৬-[১১] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ক্বসমকারীর গ্রহণযোগ্যতা ক্বসম প্রদানকারীর নিয়্যাতের উপর নির্ভর করে। (মুসলিম)[৬৫৭]

[৬৫৫] **সহীহ :** বুখারী ৬৬২৫, মুসলিম ১৬৫৫, সহীহ আল জামি' ৭০৯৩।

[৬৫৬] **সহীহ :** মুসলিম ১৬৫৩, সহীহ আল জামি' ৮১৬৩।

[৬৫৭] **সহীহ :** মুসলিম ১৬৫৩, ইবনু মাজাহ ২১২০, সহীহ আল জামি' ৮১৯৯।

ব্যাখ্যা : শপথে শপথকারীর নিয়্যাত বা উদ্দেশের ভিত্তিতেই শপথ প্রযোজ্য হবে তবে শপথকারী যদি রূপক বা বিকৃত অর্থের শপথ তলবকারীর উদ্দেশের ভিন্ন শপথ করে থাকে তখন শপথ ভঙ্গ হিসেবে কার্যকর হবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٤١٧-[١٢] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىٓ اَيْمَانِكُمْ﴾ [سورة البقرة ٢ : ٢٢٥]. فِىْ قَوْلِ الرَّجُلِ: لَا وَاللّٰهِ وَبَلٰى وَاللّٰهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ لَفْظُ الْمَصَابِيحِ وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا.

৩৪১৭-[১২] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অত্র আয়াত "তোমাদেরকে নিরর্থক ক্বসমের জন্য আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দায়ী করবেন না"– (সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ ২ : ২২৫) ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যে لَا وَاللّٰهِ (না, আল্লাহর ক্বসম) এবং بَلٰى وَاللّٰهِ (হ্যাঁ, আল্লাহর ক্বসম) বলে। (বুখারী)[৬৫৮]

আর শারহুস্ সুন্নাহ্-এর মধ্যে এ বর্ণনা মাসাবীহ গ্রন্থকারের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। শারহুস্ সুন্নাহ্'তে আরও বলা হয়েছে যে, কোনো কোনো রাবী এ হাদীস 'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে মারফূ' হিসেবে (তথা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বাণীরূপে) বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىٓ اَيْمَانِكُمْ﴾ "তোমাদেরকে আল্লাহর শক্তি দিবেন না তোমাদের অনর্থক ক্বস্‌মের জন্য।" اللَّغْوِ (লাগ্‌ব) দ্বারা এর অর্থ হলো পরিত্যক্ত কথাবার্তায় যা ধর্তব্য না।

আর অনর্থক ক্বস্‌ম বলতে যা মজবুত হয় না বা সংঘঠিত হয় না। যেমন কুরআনের দলীল ﴿وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ﴾ "তবে আল্লাহ পাকড়াও করেন ঐ শপথের জন্য যা তোমরা মজবুত করে থাক।" (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৮৯)

আয়াটি অবতীর্ণ হয়েছে ব্যক্তির কথার প্রেক্ষিতে আর তা হলো لَا وَاللّٰهِ না-বোধক শপথে। وَبَلٰى وَاللّٰهِ হ্যাঁ-বোধক শপথে। শপথের উদ্দেশ্য ছাড়াই বরং শুধুমাত্র হুকুমটি দৃঢ়তার উদ্দেশ্য যা মানুষের মুখে সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ইবনু হুমাম হিদায়ার ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন : اللَّغْوِ (লাগ্‌ব) ক্বস্‌ম হলো ব্যক্তি কোনো বিষয়ের ক্বস্‌ম খায় এবং যেমনটি করেছে তার সে ধারণা করে, কিন্তু বাস্তবতা হলো এর বিপরীত। যেমন বলে, আল্লাহর ক্বস্‌ম! আমি বাড়ীতে প্রবেশ করেছি, আল্লাহর ক্বস্‌ম! যায়দ-এর সাথে কথা বলেছি বাস্তবে যে তা করেনি এমন সংজ্ঞা ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণিত।

অতীতের অথবা ভবিষ্যতের কোনো কাজে অনিচ্ছাকৃতভাবে সাধারণত মানুষ নিজের কথাটিকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশে যে ক্বস্‌ম করে থাকে অথচ তা দ্বারা তার ক্বস্‌ম করা উদ্দেশ্য এমন ক্বস্‌মকে লাগ্‌ব বলে এটা শাফি'ঈ-এর মতে। আর শা'বী ও মাসরূক বলেছেন, লাগ্‌ব ক্বস্‌ম করা নিজের জন্য হারাম যে সব বিষয়ে আল্লাহ হালাল করেছেন কথা কাজে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৬৫৮] **সহীহ :** বুখারী ৪৬১৩, শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৪৩৪।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٤١٨-[١٣] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ وَلَا تَحْلِفُوا بِاللهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُوْنَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৩৪১৮-[১৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার নাম ব্যতীত তোমরা তোমাদের বাপ-দাদা, মা এবং প্রতীমার নামে শপথ করো না। যদি তোমরা তাতে সত্যবাদী হয়ে থাক। (আবূ দাঊদ ও নাসায়ী)[৬৫৯]

ব্যাখ্যা : (وَلَا بِالْأَنْدَادِ) মূর্তির ক্বসম খেও না। ফাতহুল বারীতে এসেছে, এ ক্বসম খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা কি হারাম– এ ব্যাপারে দু'টি মত মালিকীদের নিকট অনুরূপ, ইবনু দাক্বীক্বও বলেন। প্রসিদ্ধ হলো, এটা ঘৃণিত আর হাম্বালীদের নিকট মতানৈক্য রয়েছে তবে প্রসিদ্ধ হলো হারাম যা জাহিরীরাও হারাম হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ইবনুল বার বলেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে শপথ করা বৈধ না– এ ব্যাপারে ইজমা হয়েছে। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩২৪৬)

٣٤١٩-[١٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩৪১৯-[১৪] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি। তিনি (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করল, সে শির্ক (অংশী স্থাপন) করল। (তিরমিযী)[৬৬০]

ব্যাখ্যা : অনেক আহলে 'ইল্মের নিকট হাদীসের ব্যাখ্যাটি এরূপ সে কাফির হলো বা শির্ক করল। বক্তব্যটি কঠিনতার জন্য বলা হয়েছে। দলীল হিসেবে ইবনু 'উমার-এর হাদীস :

أن النبى ﷺ سمع عمر يَقُوْلُ وَأَبِي وَأَبِي فَقَالَ أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ.

নাবী (ﷺ) 'উমার (রাঃ)-কে বলতে শুনলেন আমার পিতার ক্বসম রসূল (ﷺ) বললেন, খবরদার নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার ক্বসম খেতে নিষেধ করেছেন। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন :

(من قال في حلفه باللات وَالْعُزّٰى فَلْيَقُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ) যে ব্যক্তি লাত্ 'উয্যার ক্বসম খায় সে যেন لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ বলেন। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৫৩৫)

যে ব্যক্তি সম্মানপ্রদর্শন ও তা'যীমের নিয়্যাতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর ক্বসম খায় সে সুস্পষ্ট মুশরিক। ইবনু হুমাম বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতিরেকে যেমন নাবী এবং কা'বাহ্ ঘরের ক্বসম খায় সে

---

[৬৫৯] সহীহ : আবূ দাঊদ ৩২৪৮, নাসায়ী ৩৭৬৯, সহীহ আল জামি' ৭২৪৯।

[৬৬০] সহীহ : তিরমিযী ১৫৩৫, আবূ দাঊদ ৩২৫১, ইরওয়া ২৫৬১, সহীহাহ্ ২০৪২, সহীহ আল জামি' ৬২০৪, সহীহ আত্ তারগীব ২৯৫২।

ক্বসমকারী নয়। নাবী ﷺ বলেছেন : সে ব্যক্তি ক্বসমকারী হবে সে যেন আল্লাহর ক্বসম খায় অথবা চুপ থাকে। (বুখারী, মুসলিম)

হিদায়াহ্ প্রণেতা বলেন : যদি কেউ কুরআনের ক্বসম খায় আর সে জানে না এটা আল্লাহর সিফাত বা গুণ, তাহলে তার ক্বসম সাব্যস্ত হবে না আর যদি জানে তাহলে ক্বসম সাব্যস্ত হবে। আর কুরআনের শপথ করা তিন ইমামের নিকট বৈধ। জীবনের ক্বসম বা শরীরে কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের খাওয়াকে কল্যাণকর বিশ্বাস করে তাহলে কাফির হবে। ইবনু মাস্'ঊদ বলেন : (لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِ اللهِ صَادِقًا) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও সত্য ক্বসম খাওয়ার চেয়ে আল্লাহর মিথ্যা ক্বসম খাওয়া আমি বেশী পছন্দ করি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٤٢٠ -[١٥] وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৪২০-[১৫] বুরায়দাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি 'আমানাত' শব্দের দ্বারা ক্বসম করল, সে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত নয়। (আবূ দাঊদ)[৬৬১]

ব্যাখ্যা : (فَلَيْسَ مِنَّا) সে আমাদের দলভুক্ত নয় তথা যারা আমাদের ত্বরীকাকে অনুসরণ করে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। ক্বাযী বলেন : যারা আমাদের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বরং সে আমাদের ব্যতিরেকে অন্যদের সাদৃশ্য রাখে সে আসলে কিতাবের আদর্শে আদর্শিত। সম্ভবত এর দ্বারা রসূলুল্লাহ ﷺ শাস্তির ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন।

নিহায়াহ্তে বলেছেন, আমানাত-এর নামে ক্বসম খাওয়া ঘৃণিত। কেননা নির্দেশ হলো, ব্যক্তি ক্বসম খাবে আল্লাহর নামে এবং তার গুণাবলী দ্বারা আর আমানাত হলো আদেশসমূহের মধ্যে এক আদেশ। সুতরাং এটা দ্বারা ক্বসম খাওয়াকে নিষেধ করা হয়েছে আল্লাহর নামসমূহ ও তার মাঝে সমতা হওয়ার (অথচ দু'টি আলাদা বিষয়)। যেমন নিষেধ করা হয়েছে বাপ-দাদাদের ক্বসম খাওয়া আর যখন ক্বসম খাওয়া ব্যক্তি বলবে, আল্লাহর আমানাতের ক্বসম। আবূ হানীফাহ্-এর নিকট ক্বসম বলে ধর্তব্য হবে আর ইমাম শাফি'ঈ-এর নিকট গণ্য হবে না।

আর 'আমানাত' শব্দটি ব্যবহার হয় 'ইবাদাত আনুগত্য গচ্ছিত সম্পদ টাকা-পয়সা ইত্যাদির ক্ষেত্রে।
('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩২৫১)

٣٤٢١ -[١٦] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ: إِنِّيْ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৩৪২১-[১৬] উক্ত রাবী (বুরায়দাহ্ (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি বলল 'আমি ইসলাম হতে বিচ্ছিন্ন' যদিও সে মিথ্যাবাদী হয়, তাহলেও সে যা বলছে তা-ই। আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবুও সে নিশ্চিন্ত-নিরাপদে কক্ষনো ইসলামে ফিরে আসতে পারবে না।
(আবূ দাঊদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)[৬৬২]

---

[৬৬১] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৩২৫৩, আহমাদ ২২৯৮০, সহীহাহ্ ৯৪, সহীহ আল জামি' ৬২০৩, সহীহ আত্ তারগীব ২৯৫৪।

[৬৬২] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৩২৫৮, নাসায়ী ৩৭৭২, ইবনু মাজাহ ২১০০, আহমাদ ২৩০০৬, ইরওয়া ২৫৭৬, সহীহ আল জামি' ৬৪২১, সহীহ আত্ তারগীব ২৯৫৫।

ব্যাখ্যা : (فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا) সে যদি ক্বসমে মিথ্যাবাদী হয়। (فَهُوَ كَمَا قَالَ) যেরূপ বলেছে 'তা-ই হবে' বাক্যটি অধিকভাবে ধমকানো উদ্দেশ্য। ইবনু 'আব্বাস, আবূ হুরায়রাহ্, 'আত্বা, ক্বতাদাহ্ ও বিভিন্ন অঞ্চলের জুমহূর ফুকাহার মতে, এ ধরনের ক্বসমে যদি অন্তর হতে বলে, তাহলে কাফির হবে।

আর আওযা'ঈ, সাওরী, আবূ হানীফাহ্, আহমাদ ও ইসহাক্ব-এর মতে তা ক্বসম এবং কাফ্ফারাহ্ অবশ্যই লাগবে। ইবনু মুনযির বলেন : প্রথম অভিমতই অধিক সহীহ। যেমন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী : (مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزّٰى فَلْيَقُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ) যে ব্যক্তি লাত ও 'উয্যার ক্বসম খায় সে যেন لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ বলে। আর রসূল ﷺ কাফ্ফারার কথা বলেননি। অন্য কেউ বৃদ্ধি করে বলেছেন এজন্য রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزّٰى فَلْيَقُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ) যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মের ক্বসম করে সে যেরূপ বলেছেন তাই হবে। মূলত এর দ্বারা উদ্দেশ্য কঠোরতা আরোপ করা ক্বসমের ব্যাপারে যাতে অন্য কেউ এ ধরনের পদক্ষেপ না নেয়। খত্ত্বাবী বলেন : হাদীসে দলীল সাব্যস্ত হয় যে, যে ব্যক্তি ইসলাম হতে বিচ্ছিন্ন ক্বসম খায় সে গুনাহগার হবে আর এর জন্য তার ওপর কাফ্ফারাহ্ লাগবে না। কেননা শাস্তি তার দীনদারীতে করা হয়েছে মালের উপর কোনো কিছু আরোপ করা হয়নি। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩২৫৫)

٣٤٢٢ـ[١٧] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْيَمِيْنِ قَالَ: «لَا وَالَّذِيْ نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِه». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৪২২-[১৭] আবূ সা'ঈদ আল খুদ্রী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন ক্বসমের উপর অটল থাকতে চাইতেন, তখন বলতেন, *"লা- ওয়াল্লাযী নাফ্সু আবিল ক্ব-সিমি বিয়াদিহী"* অর্থাৎ- এরূপ নয়! সে পবিত্র সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আবুল ক্বাসিম (মুহাম্মাদ ﷺ)-এর প্রাণ। (আবূ দাউদ)[৬৬৩]

৩৪২২- **ব্যাখ্যা :** (إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْيَمِيْنِ) ক্বসমে যখন আরও অধিক দৃঢ় করতে চাইতেন।

(وَالَّذِيْ نَفْسُ أَبُو الْقَاسِمِ) তথা তার রূহ ও সত্তা। (بِيَدِه) তার হস্তক্ষেপ, যথেচ্ছভাব ক্ষমতা ও তার ইচ্ছার অধীনে। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩২৬১)

٣٤٢٣ـ[١٨] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَتْ يَمِيْنُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا حَلَفَ: «لَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

৩৪২৩-[১৮] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কোনো শপথ করলে বলতেন, *"লা- ওয়া আস্তাগফিরুল্ল-হ"* অর্থাৎ- এটা নয়, এবং আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[৬৬৪]

ব্যাখ্যা : (وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ) "আর আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি" যদি বিষয়টি এটার বিপরীত হয় "আস্তাগফিরুল্লাহ" বাক্যটি শপথ বাক্য নয়। অতএব তার দ্বারা ক্বসম হয় না শুধুমাত্র ক্বসমের সাথে সাদৃশ্যের কারণে এ ধরনের উক্তিকে ক্বসম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩২৬২)

---

[৬৬৩] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৩২৬৪, আহমাদ ১১২৮৫, য'ঈফ আল জামি' ৪৩২৮। কারণ এর সানাদে রাবী 'আসিম বিন শুমায়খ হতে মাত্র দু'জন ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনু হিব্বান ও 'আজালী ব্যতীত কেউ তাকে বিশ্বস্ত বলেননি। আর ইমাম আবূ হাতিম তাকে মাজহূল বলেছেন।

[৬৬৪] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৩২৬৫, ইবনু মাজাহ ২০৯৩। কারণ এর সানাদে হিলাল বিন আবী হিলাল আল মাদানী একজন মাসতুর রাবী। তাকে ইবনু হিব্বান ব্যতীত অন্য কেউ বিশ্বস্ত বলেননি।

٣٤٢٤ـ[١٩] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ جَمَاعَةً وَقَفُوْهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ

৩৪২৪-[১৯] ইবনু 'উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ক্বসম করে এবং *ইন্‌শা-আল্ল-হ* বলে, তখন সে ঐ ক্বস্‌মের বিপরীত করলে গুনাহগার হবে না। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, দারিমী)[৬৬৫] তবে ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেছেন, জুমহূর 'উলামাগণের একটি দল হাদীসটিকে ইবনু 'উমার-এর ওপর মাওকূফ করেছেন (অর্থাৎ- রসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌছেনি)।

ব্যাখ্যা : (عَلٰى يَمِينٍ) যার ওপর ক্বস্‌ম খাওয়া হয়েছে তা করুক আর না করুক ক্বস্‌মে ইনশা-আল্লা-হ সংযুক্ত হলে ব্যক্তি গুনাহগার হবে না। হাদীসে দলীল সাব্যস্ত হয় যে, আল্লাহর ইচ্ছা সংযোজনে ক্বস্‌ম সংঘটিত হওয়াতে বাধা দেয়। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩২৫৮)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٤٢٥ـ[٢٠] عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَرَأَيْتَ ابْنَ عَمٍّ لِيْ اٰتِيْهِ أَسْأَلُهُ فَلَا يُعْطِينِيْ وَلَا يَصِلُنِيْ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيَّ فَيَأْتِيْنِيْ فَيَسْأَلُنِيْ وَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لَا أُعْطِيَهُ وَلَا أَصِلَهُ فَأَمَرَنِيْ أَنْ اٰتِيَ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ وَأُكَفِّرَ عَنْ يَمِيْنِيْ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! يَأْتِيْنِي ابْنُ عَمِّيْ فَأَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَهُ وَلَا أَصِلَهُ قَالَ: «كَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ»

৩৪২৫-[২০] আবুল আহ্‌ওয়াস 'আওফ ইবনু মালিক রাঃ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার চাচাতো ভাইয়ের নিকট প্রয়োজনবশত কিছু (সাহায্য) চাই, তখন সে আমাকে কিছুই দেয় না এবং এমনকি সদ্ব্যবহারও করে না– এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি নির্দেশ করেন? অতঃপর যখন সে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে আমার কাছে এসে কিছু চায়, অথচ আমি এ ক্বস্‌ম করেছিলাম যে, তাকে কিছুই দেব না এবং তার সাথে সদ্ব্যবহারও করব না। এমতাবস্থায় তিনি (ﷺ) আমাকে নির্দেশ করলেন, আমি যেন সে কাজটিই করি যা উত্তম এবং আমার ক্বস্‌মের কাফ্‌ফারাহ্ আদায় করে দেই। (নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ)[৬৬৬]

অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি [ইমাম মালিক (রহঃ)] বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার চাচাতো ভাই আমার নিকট কিছু চাইলে তখন আমি এই বলে ক্বস্‌ম করি যে, আমি তাকে (কিছুই)

---

[৬৬৫] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩২৬১, নাসায়ী ৩৮৫৫, তিরমিযী ১৫৩১, ইবনু মাজাহ ২১০৫, দারিমী ২৩৮৭, ইরওয়া ২৫৭১, সহীহ আল জামি' ৬২১২।

[৬৬৬] **সহীহ :** নাসায়ী ৩৭৮৮, ইবনু মাজাহ ২১০৯ ।

দেব না এবং তার সাথে সদ্ব্যবহারও করব না। তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি তোমার ক্বসমের কাফ্ফারাহ্ দিয়ে দাও।

ব্যাখ্যা : ইমাম ত্বীবী বলেন : কোনো কল্যাণ নেই আধিক্যের দৃষ্টিতে বরং অর্থটি প্রযোজ্য আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন ও কল্যাণসূচক কার্য হতে বিরত থাকা এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা এবং তাদেরকে দেয়া।

আর রসূলুল্লাহ ﷺ উৎসাহ প্রদান করেছেন তার বাণী : «صِلْ مَنْ قَطَعَكَ. وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ. وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ» যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তা সাথে সুসম্পর্ক রাখ, যে তোমাকে বঞ্চিত করে তাকে দাও, যে তোমার ওপর যুল্ম করে তাকে ক্ষমা করে দাও। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

(١) بَابٌ فِي النُّذُوْرِ

অধ্যায়-১ : মানৎ

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٤٢٦ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا تَنْذُرُوْا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهٖ مِنَ الْبَخِيْلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৪২৬-[১] আবূ হুরায়রাহ্ ও ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা মানৎ করো না। কেননা মানৎ তাক্বদীরের কোনই পরিবর্তন করতে পারে না। অবশ্য এর দ্বারা কৃপণের ব্যয়-নির্বাহ হয় মাত্র। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৬৭]

ব্যাখ্যা : (إِنَّهٗ لَا يَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا) মানৎ তাকদীরের কিছু পরিবর্তন করতে পারে না। মাযিরী বলেন : বাক্যটি নেতিবাচক বলার উদ্দেশ্য। সম্ভবত মানৎ করলে ব্যক্তির জন্য পূরণ অপরিহার্য হয়ে উঠে। ফলে উৎসাহ ব্যতিরেকে তার জন্য তা বাস্তবায়ন করা খুবই কষ্টকর হয়। এও সম্ভাবনা রয়েছে, নেকির উদ্দেশ্যই মানৎকে নিজের জন্য অপরিহার্য করেছে কোনো প্রকার বিনিময় ছাড়াই, ফলে প্রতিদান কম হয়। আর 'ইবাদাত কেবলমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্য হয়।

সম্ভবনা রয়েছে মানৎ না করার অনেক অজ্ঞ ব্যক্তি মনে করে মানতের দ্বারা তাকদীর পরিবর্তন হয় এবং তাকদীর অর্জনে বাধা দান করে– অজ্ঞদের এই ভ্রান্ত 'আক্বীদার আশঙ্কায় এটার কারণে মূলত নিষেধ করা হয়েছে। হাদীসের ভাষ্য এটার সমর্থন করে। [আল্লাহই বেশী ভালো জানেন] (শারহু মুসলিম ১১শ খণ্ড, হাঃ ১৬৪০)

٣٤٢٧ - [٢] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهٗ فَلَا يَعْصِهٖ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

[৬৬৭] **সহীহ :** বুখারী ৬৬০৯, মুসলিম ১৬৪০, আবূ দাউদ ৩২৮৭, নাসায়ী ৩৮০৫, তিরমিযী ১৫৩৮, আহমাদ ৭২০৮, দারিমী ২৩৮৫, সহীহ আল জামি' ৭৪৬৬।

৩৪২৭-[২] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের মানৎ করে, সে যেন অবশ্যই তা আদায় করে। আর যে ব্যক্তি তাঁর নাফরমানীর মানৎ করে, সে যেন অবশ্যই তা না করে। (বুখারী)[৬৬৮]

ব্যাখ্যা : (قَالَ : «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ) যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মানৎ করে সে যেন অবশ্যই তা করে, মানৎ ব্যতিরেকেই আল্লাহর আনুগত্য ওয়াজিব। সুতরাং মানৎকে যখন দৃঢ় করে নিবে সঠিকভাবে তা ওয়াজিব হবে না।

শারহুস্ সুন্নাতে রয়েছে, যে হাদীস দলীল হিসেবে সাব্যস্ত হয়, যে আনুগত্য করার মানৎ করে তা বাস্তবায়ন করা আবশ্যিক হয়ে উঠে যদিও কোনো কিছুর সংশ্লিষ্ট না হয় আর যে পাপের মানৎ করে তা পুরা করা বৈধ না আর কাফ্‌ফারাহ্ আদায় করা আবশ্যিক না যদি তাতে কাফ্‌ফারাহ্ থাকে। তবে আমি ভাষ্যকার বলি, কাফ্‌ফারাহ্ সাব্যস্ত হওয়া না হওয়াতে হাদীসে দলীল সাব্যস্ত হয় না, হুকুম 'আম্‌ভাবে বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম-এর হাদীসে «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ» মানতের কাফ্‌ফারাহ্ হলো ক্বসমের কাফ্‌ফারার মতো।

আরও সুস্পষ্ট হাদীস যা আবূ দাউদ, তিরমিযী নাসায়ী, ইবনু মাজাহ্ ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» পাপ কাজে কোনো মানৎ নেই এবং তার কাফ্‌ফারা ক্বস্‌মের কাফ্‌ফারার মতো, এর উপর ভিত্তি করে কেউ যদি মানৎ করে ঈদের দিনে সওম পালন করবে তার ওপর কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না।

কেউ যদি তার সন্তানকে কুরবানী করার মানৎ করে তা বাতিল বলে গণ্য হবে– এ মতে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিশাল সংখ্যক সহাবী গেছেন আর এটা মালিক ও শাফি'ঈ-এরও বক্তব্য। আর যে কেউ মানৎ করে 'আম্‌ভাবে সে বলে আমার ওপর মানৎ বা আমি মানৎ করলাম আর কোনো কিছু উল্লেখ করল না তার ওপর ক্বস্‌মের কাফ্‌ফারাহ্ হবে। যেমন 'উমার বিন 'আমির-এর হাদীস, قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمِّ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ». মানতের কাফ্‌ফারাহ্ যখন তা উল্লেখ করা হয় না তা ক্বস্‌মের কাফ্‌ফারাহ্ হবে।

অনুরূপ ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণিত, مَنْ نَذَرَ وَلَمْ يُسَمِّهِ. فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. وَمَنْ نَذَرَ شَيْئًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. যে মানৎ করে এবং তা উল্লেখ করল না তার কাফ্‌ফারাহ্ হলো ক্বস্‌মের কাফ্‌ফারার মতো আর সে কোনো মানৎ করল আর তা বাস্তবায়নে সক্ষম না, তার কাফ্‌ফারাহ্ ক্বস্‌মের কাফ্‌ফারার মতো। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٤٢٨ - [٣] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللّٰهِ».

৩৪২৮-[৩] 'ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : গুনাহর কাজের মানৎ পূরণ করতে নেই। আর যে জিনিসের মালিক বান্দা নয়, এরূপ জিনিসের মানৎ করলে তাও পূর্ণ করতে হয় না। (মুসলিম)[৬৬৯]

---

[৬৬৮] **সহীহ** : বুখারী ৬৬৯৬, ৬৭০০, আবূ দাউদ ৩২৮৯, নাসায়ী ৩৮০৬, তিরমিযী ১৫২৬, ইবনু মাজাহ ২১২৬, আহমাদ ২৪০৭৫, দারিমী ২৩৮৩, ইরওয়া ৯৬৭, সহীহ আল জামি' ৬৫৬৫।

[৬৬৯] **সহীহ** : মুসলিম ১৬৪১, সহীহ আল জামি' ৩৫৯৮।

অপর বর্ণনায় আছে, আল্লাহর নাফরমানী হয় এমন প্রত্যেক কাজে মানৎ বাস্তবায়িত হয় না।

ব্যাখ্যা : গুনাহ হয় এমন কাজের মানৎ পুরা করতে নেই, কেননা তা মানতেই সংঘটিত হয় না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٤٢٩-[٤] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৪২৯-[৪] 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : মানতের কাফ্ফারাহ্ শপথের কাফ্ফারার ন্যায়। (মুসলিম)[৬৭০]

ব্যাখ্যা : (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ) "মানতের কাফ্ফারাহ্ হলো শপথের কাফ্ফারার মতো" বাক্যটির উদ্দেশে 'উলামারা মতানৈক্য করেছেন। জুমহূরের ভাষ্য হলো, এটা জিদের মানতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন কোনো মানুষ মায়েদের সাথে কথা না বলার ইচ্ছা করেছে। উদাহরণ স্বরূপ আমি যদি যায়দ-এর সাথে কথা বলি, তাহলে আমার ওপর অমুক বিষয় বর্তাবে। অতঃপর সে কথা বলল তাহলে তার ইচ্ছাধীন রয়েছে ইচ্ছা করলে ক্বসমের কাফ্ফারাহ্ আদায় করবে অথবা সে নিজের যা ধার্য করেছে তা আদায় করবে। আর এটাই আমাদের নিকট সহীহ মাযহাব। (শারহু মুসলিম ১১শ খণ্ড, হাঃ ১৬৪৫)

٣٤٣٠-[٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَقَالُوْا: أَبُو اسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُوْمَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُوْمَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مُرُوْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৪৩০-[৫] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী (সাঃ) খুত্বাহ্ প্রদান করছিলেন। এমন সময় দেখলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। তিনি (সাঃ) তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন লোকেরা বলল, তিনি আবূ ইসরাঈল। সে মানৎ করেছে যে, দাঁড়িয়ে থাকবে বসবে না, ছায়ায় থাকবে না এবং কথাবার্তা বলবে না এবং সিয়ামরত থাকবে। তখন নাবী (সাঃ) বললেন, তোমরা তাকে বলে দাও, সে যেন অবশ্যই কথা বলে এবং ছায়ায় থাকে ও বসে, আর সিয়াম পালন করে। (বুখারী)[৬৭১]

ব্যাখ্যা : হাদীসের ভাষ্যমতে, বৈধ বিষয়ে নিশ্চুপ থাকা আল্লাহর আনুগত্য নয়। আবূ দাউদ-এর হাদীস 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, (صمت يوم إلى الليل) দিন হতে রাত্রি পর্যন্ত নিরবতা থাকা বৈধ না। আর আবূ বাকর সিদ্দীক্ব (রাঃ) নির্দিষ্ট একজন মহিলাকে বলেছিলেন, নিশ্চুপ থাকা জাহিলী প্রথা। হাদীসে আরও সাব্যস্ত হয়, মানুষ যা কিছু দ্বারা কষ্ট পায় যেমন খালি পায়ে হাঁটা, রৌদ্রে বসে থাকা আল্লাহর আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব এটা দ্বারা মানৎ বাস্তবায়ন হবে না। কারণ নাবী (সাঃ) আবূ ইসরাঈল-কে অন্যান্য কাজগুলো ছাড়া সওম পুরা করতে বলেছেন। কেননা তাতে তার কষ্ট হবে না, আর আদেশ করেছেন বসতে, কথা বলতে এবং ছায়া গ্রহণ করতে।

কুরতুবী বলেন : জুমহূরদের জন্য এ হাদীসটি সুস্পষ্ট দলীল পাপের কাজে এবং এমন কাজে অনুগত নেই তাতে মানৎ করতে কাফ্ফারাহ্ ওয়াজিব করে না। ইমাম মালিক বলেন : আমি রসূল (সাঃ)-কে কাফ্ফারার আদেশের বিষয়টি পাইনি। (ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, হাঃ ৬৭০৪)

---

[৬৭০] সহীহ : মুসলিম ১৬৪৫, আবূ দাউদ ৩৩২৩, নাসায়ী ৩৮৩২, আহমাদ ১৭৩১৯।

[৬৭১] সহীহ : বুখারী ৬৭০৪, আবূ দাউদ ৩৩০০, সহীহ আল জামি' ৫৮৬৯।

٣٤٣١ـ[٦] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ: «مَا بَالُ هٰذَا؟» قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلٰى بَيْتِ اللهِ قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالٰى عَنْ تَعْذِيبِ هٰذَا نَفْسَهٗ لَغَنِيٌّ». وَأَمَرَهٗ أَنْ يَرْكَبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৪৩১-[৬] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক বৃদ্ধকে দেখলেন যে, তার দুই পুত্রের কাঁধে ভর দিয়ে চলছে। তখন জিজ্ঞেস করলেন, লোকটির কি হয়েছে? লোকেরা বলল, সে মানৎ করেছে যে, পায়ে হেঁটে বায়তুল্লাহ পর্যন্ত যাবে। এতদশ্রবণে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এই লোককে কষ্ট দেয়া আল্লাহ তা'আলার নিষ্প্রয়োজন। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে সওয়ারীতে আরোহণের নির্দেশ দিলেন।

(বুখারী ও মুসলিম)[৬৭২]

ব্যাখ্যা : (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেখলেন, এক বৃদ্ধ তার দুই পুত্রের কাঁধের উপর ভর করে চলছে। ত্বীবী বলেন, এই বৃদ্ধ লোকটি হলো আবূ ইসরাঈল।

(ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৮৬৫)

٣٤٣٢ـ[٧] وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: «ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ»

৩৪৩২-[৭] মুসলিম-এর অপর এক বর্ণনায় আছে, আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ বৃদ্ধকে বললেন, হে বৃদ্ধ! তুমি সওয়ারীতে আরোহণ কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা তোমার ও তোমার মানতের প্রতি মুখাপেক্ষী নন।[৬৭৩]

٣٤٣٣ـ[٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فِيْ نَذْرٍ كَانَ عَلٰى أُمِّهٖ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهٗ فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهٗ عَنْهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৪৩৩-[৮] ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনু 'উবাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট ফাতাওয়া জানতে চাইলেন যে, তার মা একটি মানৎ করেছিল, কিন্তু তা আদায় করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফাতাওয়া দিলেন, তাঁর পক্ষ থেকে তুমি তা আদায় করে দাও।

(বুখারী ও মুসলিম)[৬৭৪]

ব্যাখ্যা : হাদীসে দলীল সাব্যস্ত হয় যে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে তার অধিকার আদায় করা ওয়াজিব। সুতরাং মালের অধিকার তার পক্ষ হতে আদায় করা সর্বসম্মত ইজমা। শারীরিক 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে। অন্যত্র আমরা এই কিতাবে আলোচনা করেছি।

শাফি'ঈ মাযহাব ও অন্যান্যদের নিকট মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে মালের অধিকার আদায় করা ওয়াজিব যেমন যাকাত, কাফ্‌ফারাহ্, মানৎ ইত্যাদি চাই তা ওয়াসিয়্যাত করুক বা নাই করুক। মানুষের ঋণের মতো। মালিক, আবূ হানীফাহ্ ও তাদের সাথীদের মতে যদি ওয়াসিয়্যাত করে না যায় তাহলে কোনো কিছু আদায় করা ওয়াজিব না।

---

[৬৭২] **সহীহ :** বুখারী ১৮৬৫, মুসলিম ১৬৪২, নাসায়ী ৩৮৫৩, তিরমিযী ১৫৩৭।

[৬৭৩] **সহীহ :** মুসলিম ১৬৪৩, ইবনু মাজাহ ২১৩৫, আহমাদ ৮৮৫৯।

[৬৭৪] **সহীহ :** বুখারী ৬৬৯৮, মুসলিম ১৬৩৮, নাসায়ী ৩৬৫৯, তিরমিযী ১৫৪৬, ইবনু মাজাহ ২১৩২।

ক্বাযী 'ইয়ায বলেন : উম্মু সা'দ-এর মানতের বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কারও মতে 'আম্ মানৎ ছিল, কারও মতে সওম, আবার কেউ বলেন গোলাম আযাদ, আবার কেউ বলেন সদাক্বার ব্যাপারে ছিল। আর প্রত্যেকেই উম্মু সা'দ-এর হাদীসের ঘটনাকেই দলীল হিসেবে পেশ করেছে, তবে অধিকতর শক্তিশালী মত হলো তার মানৎ ছিল মালের ব্যাপারে যা দারাকুত্বনীর বর্ণনাকে শক্তিশালী করে।

(حَدِيثُ مَالِكٍ فَقَالَ لَهُ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ اسق عنها الماء) মালিক-এর হাদীস নাবী ﷺ তাকে বললেন, তার পক্ষ হতে পানির ব্যবস্থা কর তথা করুণার ব্যবস্থা কর। সওমের হাদীসে ব্যাপারে সানাদ ও মাতানের দিক হতে মতানৈক্য রয়েছে। আর অন্য গোলাম আযাদ করব এটা মালের সাথে সামঞ্জস্য রাখে, কেননা গোলাম আযাদের বিষয়টি অর্থের সাথে জড়িত। (শারহু মুসলিম ১১শ খণ্ড, হাঃ ১৬৩৮)

٣٤٣٤-[٩] وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِيْ صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلٰى رَسُوْلِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قُلْتُ: فَإِنِّيْ أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِيْ بِخَيْبَرَ. وَهٰذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيْثٍ مُطَوَّلٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৪৩৪-[৯] কা'ব ইবনু মালিক রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! নিশ্চয় আমার তাওবার মধ্যে এটাও রয়েছে যে, আমি সম্পূর্ণরূপে আমার ধন-সম্পদ হতে পৃথক হয়ে যাব, যা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য সদাক্বাহ্ হয়ে যাবে। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সম্পদের কিয়দংশ তোমার নিজের জন্য রেখে দাও। সেটাই হবে তোমার জন্য উত্তম। আমি (কা'ব) বললাম, তাহলে আমি আমার খায়বারের অংশটি নিজের জন্য রেখে দেই। উল্লিখিত বর্ণনাটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৭৫]

ব্যাখ্যা : কা'ব বিন মালিক তিনি নাবী ﷺ-এর কবিদের মধ্যে অন্যতম কবি ছিলেন, যিনি তিনজনের একজন ছিলেন যারা তাবূকের যুদ্ধে খাওয়া হতে নিজেদেরকে বিরত রেখেছিলেন আর তিনজন হলেন কা'ব বিন মালিক, হিলাল বিন উমাইয়্যাহ্, মুররাহ্ বিন রাবী। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ) তুমি কিছু অংশ নিজের ওপর রেখে দাও, দৃশ্যত রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ ছিল কিছু সম্পদ বের করা ও কিছু সম্পদ রেখে দেয়া। তবে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে আর হাদীস সুস্পষ্ট প্রমাণ করে, সমস্ত সম্পদ সদাক্বাহ্ করা ঘৃণিত। এ ব্যাপারে বিস্তারিত 'যাকাত অধ্যায়ে' আলোচনা হয়ে গেছে। (ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৭৫৭)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٤٣٥-[١٠] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهٗ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

---

[৬৭৫] **সহীহ :** বুখারী ২৭৫৭, মুসলিম ২৭৬৯, আবূ দাউদ ৩৩১৭, নাসায়ী ৩৮২৪, সহীহ আত্ তারগীব ২৯২৪।

৩৪৩৫-[১০] 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : গুনাহ সংক্রান্ত কাজে কোনো মানৎ নেই। আর তার কাফ্ফারাহ্ হলো শপথের কাফ্ফারার ন্যায়।

(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)[৬৭৬]

ব্যাখ্যা : খত্ত্বাবী (রহঃ) "মা'আলিম" গ্রন্থে বলেন, যদি হাদীস সহীহ হয় তাহলে কাফ্ফারাহ্ অবশ্যই ওয়াজিব হবে। তবে গুনাহের কাজের মানৎ করলে তা আদায় করতে হবে না। যদিও হাদীসের গবেষকরা হাদীসটি মাকতূ' হিসেবে মন্তব্য করেছেন তথা য'ঈফ। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৪৩৬)

٣٤٣٦ - [١١] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَوَقَّفَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

৩৪৩৬-[১১] ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্হু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো অমূলক জিনিসের মানৎ করল, তার কাফ্ফারাহ্ ক্বসমের কাফ্ফারার ন্যায়। আর যে কোনো গুনাহের কাজের মানৎ করল, তার কাফ্ফারাও ক্বসমের কাফ্ফারার ন্যায়। আর যে এমন কাজের মানৎ করল যা আদায় করার সে সামর্থ্য রাখে না, তার কাফ্ফারাও ক্বসমের কাফ্ফারার ন্যায়। আর যে ব্যক্তি এমন কাজের মানৎ করল যা আদায় করার সামর্থ্য রাখে, তাহলে সে যেন অবশ্যই তা আদায় করে। (আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ; কোনো কোনো রাবী এ হাদীসটিকে ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্হু-এর ওপর মাওকূফ করেছেন)[৬৭৭]

ব্যাখ্যা : (مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ) তথা মানৎকারী বলল, আমি মানৎ করলাম এবং কোনো মানৎ নির্দিষ্ট করল না তার সওম না অন্য কিছু। হাদীসে প্রমাণিত হয়, যে মানৎ উল্লেখ হয় না তার কাফ্ফারাহ্ ক্বসমের কাফ্ফারার ন্যায়। ইমাম নাবাবী বলেন, হাদীসের মর্মার্থের ব্যাপারে 'উলামাগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। জুমহূরদের মতে এটা প্রযোজ্য জিদ বা একগুয়েমীর ক্ষেত্রে মানৎকারী ইচ্ছা করলে মানৎ পুরা করতে পারে, আবার কাফ্ফারাও দিতে পারে।

ইমাম মালিক এবং অনেকে মানৎ দ্বারা 'আম্ মানৎ পোষণ করেছেন। আর ফুকাহায়া সকল প্রকার মানৎকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তারা বলেন, সকল প্রকার মানতে মানৎকারীর স্বাধীনতা রয়েছে ইচ্ছা করলে পুরা করবে অথবা ক্বসমের কাফ্ফারাহ্ দিবে।

ইমাম শাওকানী বলেন : দৃশ্যত হাদীসের ভাষ্য এমন মানতের ক্ষেত্রে উল্লেখ হয়নি। আর নামীয় মানৎ যদি আনুগত্যশীল হয় তবে বাস্তবায়নে অসাধ্য হয় তাহলে ক্বসমের কাফ্ফারাহ্ হবে। আর যদি সাধ্যের মধ্যে হয় তাহলে সে মানৎ পুরা করা ওয়াজিব, চাই তা শারীরিকের মাধ্যমে হোক বা অর্থের মাধ্যমে হোক। আর যদি নামীয় মানৎ পাপমুক্ত হয় তা পুরো করতে হবে ও বাস্তবায়নও হবে না এবং কাফ্ফারাও অপরিহার্য হবে না। আর যদি মানৎ মুবাহ তথা বৈধ হয় এবং সাধ্যের মধ্যে তাহলে অধিকতর সঠিক মত হলো তা বাস্তবায়ন হবে। আর যদি সাধ্যের বাইরে হয় তাহলে কাফ্ফারাহ্ লাগবে। আর এটাই সহীহ হাদীসগুলোর মর্মার্থ।

('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৪৩৬)

---

[৬৭৬] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩২৯২, তিরমিযী ১৫২৪, নাসায়ী ৩৮৩৪, ইবনু মাজাহ ২১২৫, ইরওয়া ২৫৯০, সহীহ আল জামি' ৭৫৪৭।

[৬৭৭] **মারফূ' হিসেবে য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৩৩২২, ইবনু মাজাহ ২১২৮, য'ঈফ আল জামি' ৫৮৬২।

٣٤٣٧-[١٢] وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ فَأَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبَرَهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟» قَالُوا: لَا قَالَ: «فَهَلْ كَانَ فِيهِ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟» قَالُوا: لَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهٗ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ اٰدَمَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৪৩৭-[১২] সাবিত ইবনুয্ যহ্হাক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে বুওয়ানাহ্ নামক স্থানে একটি উট যাবাহ করার মানৎ করল। অতঃপর সে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এসে বলল। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, জাহিলিয়্যাত যুগে কি সেখানে কোনো প্রতিমার পূজা-অর্চনা হত? সহাবীগণ বললেন, না। তিনি (সাঃ) আরো জিজ্ঞেস করলেন, সে অঞ্চলে কি কাফিরদের কোনো মেলা বসত। সহাবীগণ বললেন, না। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তুমি তোমার মানৎ আদায় কর। কেননা, যে কাজে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী হয়, এমন মানৎ পূরণ করতে নেই এবং আদাম সন্তান যে জিনিসের মালিক নয়, সেই জিনিসের মানৎ করলে তা পূর্ণ করতে হয় না। (আবূ দাউদ)[৬৭৮]

ব্যাখ্যা : (لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ) যে কাজে আল্লাহর নাফরমানী হয় এমন মানৎ পুরা করতে নেই। হাদীস সুস্পষ্ট প্রমাণ করে বৈধ ক্ষেত্রে মানৎ করা বিশুদ্ধ যখন পাপ কাজে মানৎ নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং এটা ব্যতিরেকে অন্য স্থানে বৈধ। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৩০৩)

٣٤٣٨-[١٣] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّيْ نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلٰى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ قَالَ: «أَوْفِيْ بِنَذْرِكِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَزَادَ رَزِينٌ: قَالَتْ: وَنَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا مَكَانٌ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ: «هَلْ كَانَ بِذٰلِكِ الْمَكَانِ وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟» قَالَتْ: لَا قَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهِ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟» قَالَتْ: لَا قَالَ: «أَوْفِيْ بِنَذْرِكِ».

৩৪৩৮-[১৩] 'আম্র ইবনু শু'আয়ব (রাঃ) তাঁর পিতার মাধ্যমে দাদা ('আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ)) হতে বর্ণনা করেন। জনৈকা মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি মানৎ করেছি যে, (আপনি জিহাদ শেষে আগমনকালে) আমি আপনার সামনে দফ বাজাব। তিনি (সাঃ) বললেন, তোমার মানৎ পুরো কর। (আবূ দাউদ)[৬৭৯]

আর রযীন আরো অতিরিক্ত বর্ণনা করেন। মহিলাটি বলল, জাহিলিয়্যাত যুগে লোকেরা যেখানে পশু যাবাহ করত আমি সে সকল অঞ্চলে পশু যাবাহ করার মানৎ করেছি। অতঃপর তিনি (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, জাহিলিয়্যাত যুগে সে সকল স্থানে কি কোনো দেব-দেবী ছিল? যেগুলোর পূজা-অর্চনা করা হতো। তখন মহিলাটি বলল, না। তিনি (সাঃ) আরো জিজ্ঞেস করলেন, সেখানে কি কাফিরদের কোনো মেলা আয়োজন হতো? মহিলাটি বলল, না। এবার তিনি (সাঃ) বললেন, তবে তোমার মানৎ আদায় করতে পার।

---

[৬৭৮] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩৩১৩।

[৬৭৯] **হাসান :** আবূ দাউদ ৩৩১২, ইরওয়া ২৫৮৮।

ব্যাখ্যা : খত্ত্বাবী বলেন : দফ বাজানো 'ইবাদাতের কাজ নয় যা মানতের সাথে সংশ্লিষ্ট, বরং এটা একটি মুবাহ কাজ (দফ এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র দেখতে অনেকটা গোল চালনীর মতো, যা একদিক হতে আওয়াজ করা বা বাজানো যায়)।

আর বিশেষ করে দফ বাজানো হতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে, যখন তিনি যুদ্ধের ময়দান হতে বিজয়বেশে ফিরে আসতেন আনন্দ প্রকাশের জন্য আর তা কাফিরদের জন্য ছিল কষ্টকর এবং মুনাফিক্বদের জন্য ছিল লাঞ্ছনার। এজন্য বিবাহের অনুষ্ঠানে দফ বাজানোকে মুস্তাহাব করা হয়েছে বৈধ আনন্দোৎসব প্রকাশের জন্য অবৈধ লাম্পট্য হতে মুক্তির জন্য। আর এটা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ ব্যক্তবের সাথে সাদৃশ্য রাখে। (اهْجُوا قُرَيْشًا; فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ رَشْقِ النَّبْلِ) তোমরা কাফিরদের ব্যঙ্গনবিশ বা ব্যঙ্গাত্মক কর, কারণ এটা তীর নিক্ষেপের চেয়েও তাদের ওপর কঠিন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٤٣٩-[١٤] وَعَنْ أَبِي لُبَابَةَ: أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الَّتِيْ أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِيْ كُلِّهِ صَدَقَةً قَالَ: «يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ». رَوَاهُ رَزِيْنٌ

৩৪৩৯-[১৪] আবূ লুবাবাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ-কে বললেন, আমার পূর্ণাঙ্গ তাওবাহ্ এটাই হবে যে, আমি আমার বংশীয় আবাসস্থল পরিত্যাগ করব, যে ঘরে আমি এ পাপকার্যে লিপ্ত হয়েছি এবং আমি আমার সমস্ত ধন-সম্পদ সদাক্বাহ্স্বরূপ প্রদান করব। তিনি (ﷺ) বললেন, তোমার জন্য এক-তৃতীয়াংশই যথেষ্ট। (রযীন)[৬৮০]

ব্যাখ্যা : আবূ লুবাবাহ্, তিনি হলেন কিফায়াহ্ ইবনু 'আবদুল মুনযীর আল আনসারী আল আওসী, তিনি তার উপনাম আবূ লুবাবাহ্ নামে বেশী পরিচিত ছিলেন, তিনি বাদ্‌র যুদ্ধে শারীক ছিলেন, কারও মতে অংশগ্রহণ করেননি।

হাদীসের ভাষ্যে ঘটনার বিবরণ, আবূ লুবাবাহ্ আল আনাসারী রাঃ-এর পরিবার-পরিজন ও বিষয়-সম্পত্তি ইয়াহূদী এলাকায় ছিল বলে তার উক্ত সম্প্রদায়ের সাথে বাহ্যিক হৃদ্যতা ছিল যে সময় নাবী ﷺ কুবায়যাকে ২৫ দিন ধরে অবরোধ করে রেখেছিলেন। তখন তারা ভীত হলো এবং রসূল ﷺ-কে বলল, আবূ লুবাবাকে আমাদের কাছে পাঠান, আমরা তার সাথে পরামর্শ করব। নাবী ﷺ তাকে তাদের কাছে পাঠালেন, তারা আবূ লুবাবাকে কেঁদে কেঁদে জিজ্ঞেস করল, যদি আমরা নিজেদেরকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট সোপর্দ করি তাহলে তিনি আমাদের সঙ্গে কি আচরণ করবেন? তখন আবূ লুবাবাহ্ নিজের গলার উপর হাত বুলে এদিকে ইঙ্গিত করলেন যে, তিনি তোমাদের যাবাহ (হত্যা) করবেন। এই গোপনীয়তা প্রকাশ করতেই তার মনে জাগল যে, তিনি তো বিরাট আমানাতের খিয়ানাত করে ফেলেছেন এবং নিজের কৃতকর্মের জন্য ভীষণ অনুতপ্ত হলেন আর বললেন, সে আল্লাহর ও রসূলের খিয়ানাত করেছে– এ প্রসঙ্গে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে, ﴿يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْۤا اَمٰنٰتِكُمْ﴾ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা খিয়ানাত করো না আল্লাহর সাথে ও রসূলের সাথে এবং খিয়ানাত করো না নিজেদের পারস্পারিক আমানাতে জেনে শুনে"– (সূরাহ্ আল আনফাল ৮ : ২৭)।

এ ঘটনার পর আবূ লুবাবাহ্ মাসজিদের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং নিজকে মাসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে নিলেন যতদিন পর্যন্ত আমার তাওবাহ্ ক্ববূল না করেন আল্লাহ ততদিন পর্যন্ত, খানাপিনা আমার

[৬৮০] **হাসান :** আবূ দাঊদ ৩৩১৯; রযীন-এ পাওয়া যায়নি।

জন্য হারাম এভাবে যতদিন থাকলেন। অতঃপর বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন আর আল্লাহ তার তাওবাহ্ ক্ববূল করলেন, তাকে বলা হলো আপনার তাওবাহ্ আল্লাহ ক্ববূল করেছেন নিজকে মুক্ত করুন। তিনি বললেন, আল্লাহর ক্বসম আমি নিজকে বাঁধনমুক্ত করব না যতক্ষণ না বাঁধনমুক্ত করেন। অতঃপর নাবী ﷺ স্বয়ং এসে তার বন্ধন খুলে দিলেন। এ সময় নাবী ﷺ উক্ত কথাটি বলেছিলেন যা হাদীসে বর্ণিত।

('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৩০৯)

হাদীসে দলীল প্রমাণিত হয় যে, মানৎকারীর ওপর তার সকল সম্পদ সদাক্বাহ্ করা আবশ্যিক হয় না।

٣٤٤٠-[١٥] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَجُلًا قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي نَذَرْتُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: «صَلِّ هٰهُنَا» ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «صَلِّ هٰهُنَا» ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «شَأْنَكَ إِذًا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

৩৪৪০-[১৫] জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি মাক্কাহ্ বিজয়ের দিন দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট এই মানৎ করেছি যে, আল্লাহ তা'আলা যদি আপনাকে মাক্কাহ্ বিজয় দান করেন, তাহলে আমি বায়তুল মাক্বদিসে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করব। তিনি (ﷺ) বললেন, এখানে (মাসজিদুল হারামে) সলাত আদায় করে নাও। লোকটি পুনরায় আবেদন করল। এবারও বললেন, এ জায়গায় সলাত আদায় করে নাও। লোকটি তৃতীয়বারও সে কথার পুনরাবৃত্তি করল। এমতাবস্থায় তিনি (ﷺ) বললেন, তোমার মনোস্কামনা পূরণ কর।

(আবূ দাউদ, দারিমী)[৬৮১]

ব্যাখ্যা : (قَالَ: «صَلِّ هٰهُنَا») তুমি এখানে তথা মাক্কার মাসজিদে হারামে সলাত আদায় কর, কেননা এটা অধিক ফাযীলাতপূর্ণ। এতদসত্ত্বেও এখানে সলাত আদায় করা সহজ।

إِذًا জওয়াব এবং প্রতিদান। যখন তুমি এখানে সলাতে আদায় করতে অস্বীকার করছ তাহলে তুমি তাই কর যা মানৎ করেছ বায়তুল আক্বসায় সলাত আদায় করতে।

হিদায়াহ্ ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলা হয়েছে, যদি কেউ মানৎ করে মাসজিদে নাবাবীতে সলাত আদায় করবে আর সে যদি মাসজিদে হারামে সলাত আদায় করে তাহলে তার মানৎ আদায় হবে তবে যদি মাসজিদে আক্বসা মানৎ আদায় করে তাহলে মানৎ আদায় হবে না। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هٰذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) আমরা এই মাসজিদে সলাত আদায় অন্য মাসজিদের চেয়ে এক হাজার গুণ, তবে মাসজিদে হারাম ব্যতিরেকে। হ্যাঁ যদি মাসজিদে হারামে সলাত আদায় করার মানৎ করে আর মাসজিদে নাবাবীতে সলাত আদায় করে তাহলে মানৎ আদায় হবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٤٤١-[١٦] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً وَأَنَّهَا لَا تُطِيقُ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِ أُخْتِكَ فَلْتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ بَدَنَةً». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَرْكَبَ وَتُهْدِيَ هَدْيًا وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا فَلْتَرْكَبْ وَلْتَحُجَّ وَتُكَفِّرْ يَمِينَهَا».

[৬৮১] সহীহ : আবূ দাউদ ৩৩০৫, দারিমী ২৩৩৯, আহমাদ ১৪৯১৯, ইরওয়া ৯৭২।

৩৪৪১-[১৬] ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর বোন মানৎ করল যে, সে পদব্রজে হাজ্জে যাবে অথচ তার সে শক্তি-সামর্থ্য নেই। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার বোনের পায়ে হাঁটার প্রতি আল্লাহ তা'আলা মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং সে যেন সওয়ারীতে আরোহণ করে যায় এবং (কাফ্‌ফারাহ্ স্বরূপ) একটি উট যাবাহ করে। (আবূ দাউদ ও দারিমী)[৬৮২]

আবূ দাউদ-এর অপর এক বর্ণনায় আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে মহিলাকে আরোহণ করে যাওয়ার পরে একটি কুরবানী করার নির্দেশ করেছিলেন। আবূ দাউদ-এর অন্য আরেকটি বর্ণনায় আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আল্লাহ তা'আলা তোমার বোনের এ কষ্টের দরুন কোনো সাওয়াব দেবেন না। সুতরাং সে যেন আরোহণ করে হাজ্জে যায় এবং মানতের কাফ্‌ফারাহ্ আদায় করে।

ব্যাখ্যা : (وَتُهْدِيَ هَدْيًا) সর্বনিম্ন কুরবানী হলো ছাগল আর সর্বোচ্চ হলো উট, তবে ছাগল যথেষ্ট হবে আর উটের কুরবানী ভালো।

ক্বাযী (রহঃ) বলেন : পায়ে হেঁটে হাজ্জ করা যখন অন্যতম নৈকট্যের উদ্দেশ্য হয় তাতে মানৎ ওয়াজিব হয়। ফলে অন্য সকল 'আমালও অন্তর্ভুক্ত হবে তা ছেড়ে দেয়া বৈধ না, তবে যে অপারগ ছেড়ে দেয়ার জন্য তাকে ফিদ্‌ইয়াহ্ দিতে হবে, ওয়াজিবের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্য উট কুরবানী দিতে হবে। আবার কারও মতে ছাগল, যেমন কেউ মীকাত অতিক্রম করে তার জন্য ছাগল আর উটের বিষয়টি নুদুব তথা ভালো। আবার কারও মতে, কোনো কিছু ওয়াজিব না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দের দৃষ্টিভঙ্গিতে বলেছেন, ওয়াজিব দৃষ্টিতে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٤٤٢-[١٧] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَقَالَ: «مُرُوهَا فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ

৩৪৪২-[১৭] 'আব্দুল্লাহ ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু (হাজ্জের সফরকালীন) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর বোন এই মানৎ করেছে যে, সে খালি পায়ে এবং অনাবৃত মাথায় হাজ্জ করবে। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাকে বল, সে যেন মাথা ঢেকে নেয় এবং সওয়ার হয়ে হাজ্জ আদায় করে, অতঃপর তিনটি সওম পালন করে।

(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, দারিমী)[৬৮৩]

ব্যাখ্যা : الخمار বলতে যা দ্বারা মহিলার মাথা ঢাকে। فَلْتَخْتَمِرْ কেননা মহিলাদের মাথা খুলে রাখাটা লজ্জাস্থান। আর এটা পাপ কাজ, তাতে কোনো মানৎ নেই। لْتَرْكَبْ সওয়ার হয়ে হাজ্জ করে তার অপারগতার জন্য। ইমাম খত্ত্বাবী বলেন : (وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) এ তিনটি সওম কুরবানীর বদলে। আবার কারও মতে তিনটি সওম মাথা না ঢাকার মানতের কারণে। কেননা পাপের মানৎ করেছিল। সুতরাং ওয়াজিব হয়েছে ক্বসমের কাফ্‌ফারাহ্। এটা তাদেরই দলীল যারা পাপের নজর মানা কাফ্‌ফারাহ্ ওয়াজিব, তবে বায়হাক্বী এর সানাদে মতানৈক্য রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ৩২৮৪)

---

[৬৮২] **সহীহ** : আবূ দাউদ ২২৯৭, ৩২৯২, ৩২৯৫, দারিমী ২৩৩৫।

[৬৮৩] **য'ঈফ** : আবূ দাউদ ৩২৯৩, তিরমিযী ১৫৪৪, ইবনু মাজাহ ২১৩৪, দারিমী ২৩৩৪। কারণ এর সানাদে 'উবায়দুল্লাহ বিন যুহার একজন দুর্বল রাবী।

٣٤٤٣ -[١٨] وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ فَقَالَ: إِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي الْقِسْمَةَ فَكُلُّ مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلِّمْ أَخَاكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَمِينَ عَلَيْكَ وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ وَلَا فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৩৪৪৩-[১৮] সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই আনসারী ভাই কারো কাছ থেকে মীরাস (উত্তরাধিকার) পেল। অতঃপর এক ভাই অপর ভাইয়ের নিকট তা ভাগ-বণ্টন করার অনুরোধ করল। তখন সে বলল, যদি তুমি আমার নিকট পুনরায় বণ্টনের কথা বল, তাহলে আমার সমস্ত ধন-সম্পদ কা'বার জন্য দান করে দেব। অতঃপর 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, কা'বাহ্ তোমার ধন-সম্পদের মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং তুমি তোমার ক্বস্‌মের কাফ্‌ফারাহ্ আদায় কর এবং তোমার ভাইয়ের সাথে এ ব্যাপারে কথাবার্তা বল। কেননা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, ক্বস্‌ম ও মানৎ পূরণ করতে নেই– রবের নাফরমানীর কাজে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার ব্যাপারে এবং এমন জিনিসে, যার মালিক তুমি নও। (আবূ দাঊদ)[৬৮৪]

ব্যাখ্যা : নিহায়াহ্ গ্রন্থে الرِّتَاجُ অর্থ এখানে উদ্দেশ্য কা'বাহ্ ঘর। কারণ যে কা'বাহ্ ঘরের উদ্দেশে উৎসর্গ দরজার জন্য না। দরজা দ্বারা রূপক অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে, কেননা দরজা দিয়ে প্রবেশ করে।

ত্বীবী বলেন, (لَا يَمِيْنَ عَلَيْكَ) এর মর্মার্থ তুমি যা মানৎ করেছ তা পুরো করতে হবে না, আর মানৎকে ক্বস্‌ম নামে। এজন্য বলা হয়েছে, ক্বস্‌মের মাধ্যমে যা অপরিহার্য হয় মানতের মাধ্যমে তাই হয়।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٤٤٤ -[١٩] عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «النَّذْرُ نَذْرَانِ: فَمَنْ كَانَ نَذَرَ فِي طَاعَةٍ فَذٰلِكَ لِلّٰهِ فِيهِ الْوَفَاءُ وَمَنْ كَانَ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ فَذٰلِكَ لِلشَّيْطَانِ وَلَا وَفَاءَ فِيهِ وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

৩৪৪৪-[১৯] 'ইমরান ইবনু হুসায়ন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে শুনেছি, মানৎ দু' প্রকার। সুতরাং যে ব্যক্তি নেক কাজের জন্য মানৎ করবে, তা কেবল আল্লাহর জন্য হবে। আর যে ব্যক্তি গুনাহের কাজের জন্য মানৎ করে, তা কেবল শায়ত্বনের জন্য হবে। এই জাতীয় মানৎ পূরণ করতে নেই। সুতরাং ক্বস্‌ম ভঙ্গ করলে যেরূপ কাফ্‌ফারাহ্ আদায় করতে হয়, অনুরূপ তা করতে হবে। (নাসায়ী)[৬৮৫]

ব্যাখ্যা : (لَا وَفَاءَ فِيهِ) মানৎ পুরো করা উচিত হবে না বরং ওয়াজিব হলো ভেঙ্গে ফেলা এবং কাফ্‌ফারাহ্ আদায় করবে।

---

[৬৮৪] **হাসান :** আবূ দাঊদ ৩২৭২, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭৮২৩, সহীহ আল জামি' ৭৭৯৩।

[৬৮৫] **সহীহ :** নাসায়ী ৩৮৪৭।

ইবনু হুমাম বলেন : যখন কাফির কৃসম করে, অতঃপর ভেঙ্গে ফেলে কুফ্‌রী অবস্থায় অথবা ইসলাম গ্রহণের পর তাহলে তার কোনো কাফ্‌ফারাহ্ নেই। আর কাফির যদি মানৎ করে, সদাক্বাহ্ অথবা সওম পালনের আমাদের নিকট ইসলাম গ্রহণ করার পরে অথবা পূর্বে তার ওপর কোনো কিছু নেই।

আর শাফি'ঈ ও আহমাদ-এর মতে অবশ্যই লাগবে। দলীল পেশ করেন বুখারী ও মুসলিম-এর। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَفِي رِوَايَةٍ يَوْمًا. فَقَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ.

'উমার ইবনুল খত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে আল্লাহর রসূল! জাহিলী যুগে আমি মানৎ করেছি যে, আমি মাসজিদ হারামে এক রাত্রি ই'তিকাফ করব। অন্য বর্ণনায় 'রাত্রি' জবাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তোমার মানৎ পুরা কর। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٤٤٥ - [٢٠] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ إِنْ نَجَّاهُ اللهُ مِنْ عَدُوِّهِ فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ: سَلْ مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ: لَا تَنْحَرْ نَفْسَكَ فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ مُؤْمِنًا قَتَلْتَ نَفْسًا مُؤْمِنَةً وَإِنْ كُنْتَ كَافِرًا تَعَجَّلْتَ إِلَى النَّارِ وَاشْتَرِ كَبْشًا فَاذْبَحْهُ لِلْمَسَاكِينِ فَإِنَّ إِسْحَاقَ خَيْرٌ مِنْكَ وَفُدِيَ بِكَبْشٍ فَأَخْبَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: هٰكَذَا كُنْتُ أَرَدْتُ أَنْ أُفْتِيَكَ. رَوَاهُ رَزِينٌ

৩৪৪৫-[২০] মুহাম্মাদ ইবনুল মুনতাশির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি মানৎ করল, আল্লাহ তা'আলা যদি তাকে শত্রুর মুকাবেলায় রক্ষা করেন, তাহলে সে নিজেকে কুরবানী করে দেবে। এতদসম্পর্কে ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, মাসরূক (রহঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস কর। সে ব্যক্তি মাসরূক (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তুমি নিজেকে কুরবানী করো না। কেননা তুমি যদি মু'মিন হও, তাহলে তুমি যেন এক মু'মিনকে হত্যা করলে। আর যদি কাফির হও, তাহলে জাহান্নামে যাওয়ার জন্য অগ্রসর হলে। বরং তুমি একটি দুম্বা ক্রয় করে মিসকীনদের জন্য যাবাহ করে দাও। কেননা, ইসহাক্ব আলায়হিস সালাম তোমার চেয়ে উত্তম মানব ছিলেন। অথচ তাঁর বিনিময়ে একটি দুম্বা কুরবানী করাই যথেষ্ট ছিল। পরে ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে জানানো হলে তিনি বললেন, আমিও অনুরূপ ফাতাওয়া দিতে চেয়েছিলাম। (রযীন)[৬৮৬]

ব্যাখ্যা : ত্বীবী বলেন : ইবনু 'আব্বাস প্রশ্নকারীকে মাসরূক-এর নিকট পাঠালেন সতর্কতার জন্য, কেননা তিনি উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে শিক্ষা নিতেন।

ফাতাওয়া দানকারীর উচিত ফাতাওয়া প্রদান যেন তাড়াহুড়া না করে, বরং সে যেন পরামর্শ গ্রহণ করে অথবা দলীলের মুখাপেক্ষী হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[৬৮৬] রযীন-এ পাওয়া যায়নি। তবে ত্বারানী ও মুসান্নাফ 'আবদুর্ রায্যাক্ব এ এর ভিন্ন শব্দে কিছু দুর্বল শাহিদ বর্ণনা রয়েছে।

(١٦) كِتَابُ الْقِصَاصِ

পর্ব-১৬ : ক্বিসাস (প্রতিশোধ)

'ক্বিসাস' শব্দের অর্থ অনুগামী হওয়া, অনুসরণ করা। ক্বিসাস এ নামকরণ এজন্য হয়েছে যে, নিহতের অভিভাবক প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষেত্রে হত্যাকারীর ন্যায় আচরণ করে থাকে, অর্থাৎ তার কাজের অনুসরণ করে। তাই এ প্রতিশোধকে ক্বিসাস বলা হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٤٤٦-[١] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدٰى ثَلَاثٍ: اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِيْ وَالْمَارِقُ لِدِيْنِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৪৪৬-[১] 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে মুসলিম বান্দা সাক্ষ্য দেয় যে, "আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সত্যিকারের কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল", তার রক্তপণ তিনটি কারণ ব্যতীত হালাল নয় : (১) প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, (২) বিবাহিত ব্যভিচারীকে [রজম করা], (৩) দীন ইসলাম পরিত্যাগকারী– মুসলিম জামা'আত হতে সম্পর্কচ্ছেদকারীকে হত্যা করা। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৮৭]

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লেখিত (اَمْرِئٍ) দ্বারা পুরুষ ও নারী উভয়ই শামিল। অর্থাৎ যে কোনো নারী বা পুরুষ যারা এ কথা সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই আর মুহাম্মাদ (সাঃ) বিশ্ববাসী সকলের জন্য আল্লাহর রসূল, সে ব্যক্তি মুসলিম বলে গণ্য হবে। কোনো মুসলিম যখন এ সাক্ষীর উপর অটল থাকবে তখন তার রক্ত হালাল নয় অর্থাৎ তাকে হত্যা করা যাবে না।

ত্বীবী (রহঃ) বলেন : হাদীসের প্রকাশমান অর্থ এই যে, যখন কোনো ব্যক্তি উপরে বর্ণিত দু'টি বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে তখন তার রক্ত প্রবাহিত করা হারাম বলে গণ্য হবে। উসামাহ্ বর্ণিত হাদীস, তুমি '*লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*' বিষয়ে ঠিক করবে, এ অর্থটাই জোরদার করে। তবে সে যদি নিম্নোক্ত তিনটি অন্যায় করে তাহলে তার ওপর শারী'আতের বিধান আরোপ করতে হবে। ১. সে যদি কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে। ২. সে যদি বিবাহিত হওয়ার পরও যিনায় লিপ্ত হয়। ৩. সে যদি দীন ত্যাগ করে অর্থাৎ মুরতাদ হয়ে যায়। এসব অপরাধে লিপ্ত হলে তার জীবনের নিরাপত্তা থাকবে না।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১২শ খণ্ড, হাঃ ৬৮৭৮; শারহু মুসলিম ১১ খণ্ড, হাঃ ১৬৭৬)

---

[৬৮৭] **সহীহ :** বুখারী ৬৮৭৮, মুসলিম ১৬৭৬, আবূ দাঊদ ৪৩৫২, নাসায়ী ৪৭২১, তিরমিযী ১৪০২, আহমাদ ৩৬২১, ইরওয়া ২১৯৬, সহীহ আত্ তারগীব ২৩৮৮।

٣٤٤٧ـ[٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِيْ فُسْحَةٍ مِنْ دِيْنِهٖ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৪৪৭-[২] ইবনু 'উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একজন মু'মিন তার দীনে পরিপূর্ণরূপে নিরাপদে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে অনৈতিক হত্যায় লিপ্ত না হয়। (বুখারী)[৬৮৮]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় 'আল্লামাহ্ ইবনু মালিক (রহঃ) বলেন : যখন কোনো মুসলিমের দ্বারা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যার মতো ঘটনা না ঘটে তখন তার জন্য শারী'আতের বিধান পালন করা সহজ হয়। সে নেক 'আমাল করতে আগ্রহী থাকে।

ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন : তার জন্য আল্লাহর রহমাত আশা করা যায়। আর যখন সে কাউকে হত্যা করে তখন আল্লাহর রহমাত তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। আর সে হতাশাগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং আল্লাহর রহমাত থেকে বঞ্চিত হয়। আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- যে ব্যক্তি কোনো মু'মিনকে হত্যার ব্যাপারে সাহায্য করে যদি তা হয় সামান্য একটি কথা তবুও আল্লাহ তা'আলা তাকে স্বীয় রহমাত থেকে বঞ্চিত করবেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১২শ খণ্ড, হাঃ ৬৮৬২)

٣٤٤٨ـ[٣] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَوَّلُ مَا يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৪৪৮-[৩] 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাত দিবসে মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম রক্তপাতের (হত্যার) ফায়সালা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৮৯]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের মাধ্যমে বুঝা যাচ্ছে যে, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ সর্বপ্রথম রক্তের হিসাব গ্রহণ করবেন। কেননা বিষয়টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক ভয়াবহ। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, এ কথার দ্বারা রক্তের মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। এ হাদীস (أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ صَلَاتُهٗ) ক্বিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম সলাতের হিসাব নেয়া হবে। হাদীসের বিপরীত কোনো হাদীস নয়। কেননা সলাত হলো আল্লাহর হাক্ব। আর রক্তের বিষয়টা বান্দার সাথে সম্পৃক্ত।

গ্রন্থাকার (রহঃ) বলেন : রক্তের বিষয়টা নিষিদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত আর সলাতের বিষয়টা আদেশের সাথে সম্পৃক্ত। অথবা হিসাবের দিক থেকে প্রথম হবে সলাতের হিসাব আর বান্দার মধ্যকার পরস্পরের মাঝে ফায়সালার ক্ষেত্রে রক্তের ফায়সালা প্রথম হবে। এর সমর্থনে নাসায়ীতে ইমাম মাস্'ঊদ رضي الله عنه থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে-

(عن ابن مَسْعُودٍ مَرْفُوْعًا أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ صَلَاتُهٗ وَأَوَّلُ مَا يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ)

অর্থাৎ- বান্দার কাছ থেকে সর্বপ্রথম সলাতের হিসাব গ্রহণ করা হবে। বান্দার মাঝে সর্বপ্রথম রক্তের ফায়াসালা করা হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, হাঃ ৬৫৩৩; শারহু মুসলিম ১১ খণ্ড, হাঃ ১৬৭৮)

---

[৬৮৮] **সহীহ :** বুখারী ৬৮৬২, আহমাদ ৫৬৮১, সহীহ আল জামি' ৭৬৯১, সহীহ আত্ তারগীব ২৪৩৭।

[৬৮৯] **সহীহ :** বুখারী ৬৮৬৪, মুসলিম ১৬৭৮, নাসায়ী ৩৯৯৩, ইবনু মাজাহ ২৬১৫, আহমাদ ৩৬৭৪, সহীহ আল জামি' ২৫৭৭, সহীহ আত্ তারগীব ২৪৩৫।

٣٤٤٩ - [٤] وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ إِحْدٰى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ مِنِّيْ بِشَجَرَةٍ فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلّٰهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَلَمَّا أَهْوَيْتُ لِأَقْتُلَهُ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَأَقْتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ: «لَا تَقْتُلْهُ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدٰى يَدَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِيْ قَالَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৪৪৯-[৪] মিক্বদাদ ইবনুল আস্‌ওয়াদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি যদি পরস্পরে যুদ্ধে কোনো কাফিরের সম্মুখীন হই, আর তরবারি দ্বারা আঘাত করে সে আমার হাত কেটে ফেলে। তারপর সে আমার নিকট থেকে দূরে সরে কোনো গাছের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে বলে উঠে, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে মুসলিম হয়ে গেছি (অর্থাৎ- ইসলাম ক্বূল করেছি)। অন্য বর্ণনায় আছে, যখন আমি তাকে হত্যা করতে উদ্যত হই, তখন সে বলে উঠে, *"লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ"* (অর্থাৎ- আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোনো উপাস্য নেই)। অতএব এ সাক্ষ্য দেয়ার পরও কি আমি তাকে হত্যা করতে পারি? তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি তাকে হত্যা করো না। তিনি (মিক্বদাদ (রাঃ)) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সে তো আমার হাত কেটে ফেলেছে। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তাকে হত্যা করো না। কেননা তুমি যদি তাকে হত্যা কর, তাহলে সে ঐ অবস্থায় পৌঁছে যাবে, যেখানে তুমি তাকে হত্যা করার পূর্বে ছিলে। আর তুমি সে অবস্থায় পৌঁছে যাবে, যেখানে সে ঐ কালিমা পড়ার পূর্বে ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৯০]

ব্যাখ্যা : কালিমাহ্ পড়া তথা ঈমান আনয়ন করার পর কাউকে হত্যা করা হারাম। কালিমাহ্ গ্রহণ করার পূর্বে হত্যা করা যেমন হালাল ছিল ঠিক তেমনি ঈমান আনয়নের কারণে তাকে হত্যা করা হারাম, হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হবে।

'আল্লামাহ্ ক্বাযী 'ইয়ায (রহঃ) বলেন : যখন কোনো কাফির বলে যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি বা আমি মুসলিম, তখন তাকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করতে হবে। তাকে হত্যা করা যাবে না। কোনো মুসলিম যখন কোনো কাফিরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং কাফির কর্তৃক আহত হওয়ার পর যদি কাফির মুসলিম হয়ে যায় তখন প্রথম মুসলিম নতুন মুসলিমকে হত্যা করতে পারবে না যে ইতিপূর্বে কাফির ছিল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪০১৯; শারহু মুসলিম ২য় খণ্ড, হাঃ ৯৫; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬৪১)

٣٤٥٠ - [٥] وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أُنَاسٍ مِنْ جُهَيْنَةَ فَأَتَيْتُ عَلٰى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَذَهَبْتُ أَطْعَنُهُ فَقَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فَطَعَنْتُهُ فَقَتَلْتُهُ فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «أَقَتَلْتَهُ وَقَدْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا فَعَلَ ذٰلِكَ تَعَوُّذًا قَالَ: «فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ؟». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৬৯০] **সহীহ :** বুখারী ৪০১৯, মুসলিম ৯৫, আবূ দাউদ ২৬৪৪, আহমাদ ২৩৮৩১, ইরওয়া ২৪৮১।

৩৪৫০-[৫] উসামাহ্ ইবনু যায়দ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জুহায়নাহ্ নামক গোত্রের লোকেদের বিরুদ্ধে (জিহাদে) পাঠালেন। অতঃপর আমি যখন তাদের এক ব্যক্তির সামনাসামনি তরবারি দ্বারা আঘাত হানতে উদ্যত হলোম, তখন সে বলে উঠল *'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ'*। কিন্তু আমি তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করে ফেললাম। অতঃপর আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলাম। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি কি তার *'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ'* সাক্ষ্য দেয়ার পরও তাকে হত্যা করেছ? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সে তো স্বীয় জীবন রক্ষার্থে এরূপ বলেছে। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি তার অন্তর ভেদ করে দেখলে না কেন? (বুখারী ও মুসলিম)[৬৯১]

ব্যাখ্যা : কোনো লোক অন্তর হতে প্রকৃতভাবে ঈমান আনয়ন করেছে কিনা– তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই অবগত আছেন। সুতরাং কোনো ব্যক্তি বাহ্যিক ও মৌখিক কালিমাহ্ পাঠ করলে এবং কালিমাকে স্বীকার করে নিলে সে মুসলিম বলে গণ্য হবে। অতএব মুখে কালিমাহ্ স্বীকারকারী প্রত্যেক মুসলিমের নিকট অপর মুসলিমের রক্ত যেমন হারাম তেমনি যে কেউ তাৎক্ষণিক ঈমান আনলে তার রক্তও অপর মুসলিমের জন্য হারাম বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ কোনো মুসলিম তাকে হত্যা করতে পারবে না।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১২শ খণ্ড, হাঃ ৬৮৭২; শারহু মুসলিম ২য় খণ্ড, হাঃ ৯৬)

٣٤٥١-[٦] وَفِيْ رِوَايَةِ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟». قَالَهُ مِرَارًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৪৫১-[৬] জুনদুব ইবনু 'আব্দুল্লাহ আল বাজালী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে অপর এক বর্ণনায় আছে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ক্বিয়ামাত দিবসে যখন *'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ'* তোমার বিরুদ্ধে (হত্যার) অভিযোগ করবে, তখন তুমি কি উত্তর দেবে? এ কথাটি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) একাধিকবার উচ্চারণ করলেন। (মুসলিম)[৬৯২]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক (بِلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ) এ কথাটি বার বার বলার কারণ হলো- এ কথা দ্বারা তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কালিমাহ্ পাঠ করার মর্যাদা ও গুরুত্বের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। 'আল্লামাহ্ ক্বাযী (রহঃ) বলেন : যখন কেউ মুসলিম হয়ে যায় তখন তার অধিকার এই হয় যে, তাকে হত্যা করা যাবে না। বরং তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٤٥٢-[٧] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِيْنَ خَرِيفًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৪৫২-[৭] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো মু'আহিদ (মুসলিমদের প্রতিশ্রুতিতে আশ্রিত)-কে হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। যদিও তার সুঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূর হতে পাওয়া যায়। (বুখারী)[৬৯৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে, মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী যিম্মি বা কাফির নিরাপত্তার শর্তে যখন বসবাস করে তখন তার জান-মাল মুসলিমের ন্যায় সংরক্ষিত, তাদেরকে হত্যা করাও জঘন্যতম

---

[৬৯১] **সহীহ :** বুখারী ৬৮৭২, মুসলিম ৯৬, আবূ দাউদ ২৬৪৩, আহমাদ ২১৮০২, সহীহ আল জামি' ২৬৫৪।

[৬৯২] **সহীহ :** মুসলিম ৯৭, সহীহ আল জামি' ৭৮৪৬।

[৬৯৩] **সহীহ :** বুখারী ৩১৬৬, ইবনু মাজাহ ২৬৮৬, সহীহ আল জামি' ৬৪৫৭, সহীহ আত্ তারগীব ২৪৫২।

অপরাধ। 'আল্লামাহ্ ক্বাযী 'ইয়ায (রহঃ) (مُعَاهِدًا) এর ব্যাখ্যায় বলেন- জিয্ইয়াহ্ (কর) দেয়ার শর্তে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী ভিন্ন ধর্মের লোকেদের (مُعَاهِدًا) বলা হয়। অথবা মুসলিম কর্তৃক নিরাপত্তার চুক্তিতে অবস্থানকারী। মুসলিমের নিরাপত্তায় থাকা অবস্থায় কোনো কাফিরকে হত্যা করা যাবে না। মুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিমের নিরাপত্তায় থাকা কোনো কাফিরকে যদি কেউ হত্যা করে তবে সে জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না। এর দ্বারা এ উদ্দেশ্য নয় যে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কেননা শারী'আতের বিধান মতে কাবীরাহ্ গুনাহের শাস্তির পর প্রত্যেক মুসলিম জান্নাতে প্রবেশ করবে একমাত্র কাফির চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে অবস্থান করবে। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٤٥٣ - [٨] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ تَرَدّٰى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهٗ فَهُوَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدّٰى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسّٰى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهٗ فَسُمُّهٗ فِيْ يَدِهٖ يَتَحَسَّاهُ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهٗ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهٗ فِيْ يَدِهٖ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِيْ بَطْنِهٖ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৪৫৩-[৮] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি পাহাড়ের উপর থেকে পড়ে আত্মহত্যা করবে, সে ঐরূপভাবে জাহান্নামের মাঝে সর্বদা নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে। আর যে বিষপানে আত্মহত্যা করেছে, সেও সর্বদা ঐরূপভাবে জাহান্নামে স্বীয় হাতে বিষপানরত থাকবে। আর যে কোনো ধারালো অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করেছে, সে জাহান্নামের মধ্যে সর্বদা ঐরূপ ধারালো অস্ত্র দ্বারা স্বীয় হাতে নিজের পেটকে ফুঁড়তে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৯৪]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের আলোকে আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির শেষ পরিণতি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামী হবে। এখন প্রশ্ন হলো যে, আত্মহত্যাকারী কি চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, যদি আত্মহত্যাকারী ব্যক্তি আত্মহত্যার সময় ঈমানের সাথে থাকে তবে সে এ পাপের শাস্তি ভোগ করার পর জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। আর যদি সে ঈমান ত্যাগ করে মারা যায় তবে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। হাদীসের উক্তি (خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا) এর দ্বারা তাকিদ আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ কেউ যেন আত্মহত্যার মতো জঘন্য অপরাধ না করে, এ কথা দ্বারা সেদিকে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অথবা এ কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, আত্মহত্যাকারী ব্যক্তি শাস্তির উপযোগী হয়ে পড়েছে। অথবা এর দ্বারা দীর্ঘস্থায়ী শাস্তির কথা বুঝানো হয়েছে ('আল্লামাহ্ ক্বাযী 'ইয়ায-এর অভিমত এটাই)। আত্মহত্যাকারী ব্যক্তি যে মাধ্যমে আত্মহত্যা করবে জাহান্নামে বসে সে নিজের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করবে, অর্থাৎ কেউ যদি বিষপানে আত্মহত্যা করে তবে সে জাহান্নামে ও বিষপান করতে থাকবে আবার যে ব্যক্তি নিজেকে কোনো ধারালো ছুরির আঘাতে হত্যা করবে জাহান্নামে বসেও সে নিজেকে ধারালো ছুরি দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন : আত্মহত্যাকারী যদি এ কাজকে হালাল মনে করে তাহলে সে কাফির হওয়ার কারণে চীর জাহান্নামী হবে, অন্যথায় নয়।

আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির জন্য জানাযাহ্ সলাত আদায় করা যাবে কিনা– এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, প্রত্যেক কালিমাহ্ স্বীকারকারীর ব্যক্তির জানাযাহ্ হবে। যদি কালিমাহ্ স্বীকারকারী কোনো ব্যক্তি আত্মহত্যা

[৬৯৪] **সহীহ :** বুখারী ৫৭৭৮, মুসলিম ১০৯, নাসায়ী ১৯৬৫, সহীহ আত্ তারগীব ২৪৫৪।

করে তার জানাযাহ্ হবে। এ মর্মে মারফূ' সূত্রে ইবনু 'উমার থেকে বর্ণিত হাদীস (صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. وَصَلُّوا عَلٰى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ) অর্থাৎ- তোমরা তার পিছে সলাত আদায় কর, যে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ স্বীকার করে এবং যে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ স্বীকার করে তার জানাযাহ্ আদায় কর। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٤٥٤ -[٩] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الَّذِىْ يَخْنُقُ نَفْسَهٗ يَخْنُقُهَا فِى النَّارِ وَالَّذِىْ يَطْعَنُهَا يَطْعَنُهَا فِى النَّارِ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

৩৪৫৪-[৯] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি (স্বীয় গলায়) ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করে, জাহান্নামেও সে অনুরূপভাবে নিজেকে ফাঁসি দিতে থাকবে। আর যে অস্ত্রাঘাতে আত্মহত্যা করে, জাহান্নামেও সে অনুরূপভাবে নিজেকে অস্ত্রাঘাতে আত্মহত্যা করতে থাকবে। (বুখারী)[৬৯৫]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে আত্মহত্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। দুনিয়াতে বসে আত্মহত্যাকারী যে পদ্ধতিতে আত্মহত্যা করেছে জাহান্নামেও সে সেই পদ্ধতিতে শাস্তি ভোগ করবে। যে ব্যক্তি গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামেও নিজ হাতে ফাঁসীর শাস্তি ভোগ করবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٤٥٥ -[١٠] وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهٖ جُرْحٌ فَجَزِعَ فَأَخَذَ سِكِّيْنًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهٗ فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتّٰى مَاتَ قَالَ اللهُ تَعَالٰى: بَادَرَنِىْ عَبْدِىْ بِنَفْسِهٖ فَحَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৪৫৫-[১০] জুনদুব ইবনু 'আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের পূর্বকালে জনৈক লোক (হাতে রক্তাক্ত অবস্থায়) আহত হয়েছিল। সে তার ব্যথা সহ্য করতে না পেরে একটি ছুরির আঘাতে স্বীয় হাতটি কেটে ফেলে, তারপরও রক্তক্ষরণ রোধ হলো না। পরিশেষে সে মৃত্যুবরণ করল। আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমার বান্দা নিজেকে হত্যা করার ব্যাপারে অত্যন্ত তাড়াহুড়া করল। অতএব আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিলাম। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৯৬]

ব্যাখ্যা : আত্মহত্যা করা জঘন্য পাপ। কোনো মুসলিম যদি আত্মহত্যা করে তবে তাকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে। যদি সে জায়িয মনে না করে থাকে তবে সে শাস্তি ভোগের পর মুক্তি পাবে, কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মহত্যাকে জায়িয ও হালাল মনে করে সে জাহান্নামী হবে। কেননা সে শারী'আতের একটি হারাম কাজকে হালাল মনে করার দ্বারা কাফির হয়ে গেল। আর কাফির তো জাহান্নামী হবে। কোনো অবস্থাতেই আত্মহত্যা করা যাবে না। জীবনে চলার পথে যতই কষ্ট বা বিপদাপদ নেমে আসুক না কেন সর্বদাই আত্মহত্যা করা হারাম। এ হাদীসে সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٤٥٦ -[١١] وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِىَّ لَمَّا هَاجَرَ النَّبِىُّ ﷺ إِلَى الْمَدِيْنَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ وَهَاجَرَ مَعَهٗ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهٖ فَمَرِضَ فَجَزِعَ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهٗ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهٗ فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتّٰى

[৬৯৫] **সহীহ :** বুখারী ১৩৬৫, সহীহ আল জামি' ৫৪৯৪, সহীহ আত্ তারগীব ২৪৫৫।

[৬৯৬] **সহীহ :** বুখারী ৩৪৬৩, মুসলিম ১১৩, সহীহ আত্ তারগীব ২৪৫৬, সহীহাহ্ ১৪৮৫।

مَاتَ فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فِىْ مَنَامِهٖ وَهَيْئَتُهٗ حَسَنَةٌ وَرَاٰهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ فَقَالَ لَهٗ: مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ؟ فَقَالَ: غَفَرَ لِىْ بِهِجْرَتِىْ إِلٰى نَبِيِّهٖ ﷺ فَقَالَ: مَا لِىْ أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ؟ قَالَ: قِيْلَ لِىْ: لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَللّٰهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৪৫৬-[১১] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ যখন মাদীনায় হিজরত করেন তখন তুফায়ল ইবনু 'আম্‌র আদ্ দাওসী رضي الله عنه-ও তাঁর সাথে হিজরত করলেন, সাথে তার স্বগোত্রীয় এক লোকও হিজরত করে এসেছিল এবং সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। এতে লোকটি অসুস্থতায় অধৈর্য হয়ে ছুরি নিয়ে স্বীয় হাতের কব্জি কেটে ফেলল। ফলে দ্রুতবেগে রক্তক্ষরণের দরুন সে মৃত্যুবরণ করল। অতঃপর তুফায়ল ইবনু 'আম্‌র رضي الله عنه তাকে স্বপ্ন দেখলেন যে, তার অবয়ব ও বেশভূষা খুবই সুন্দর; কিন্তু তার হাত দু'টি আবৃত করা। তুফায়ল رضي الله عنه তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার রব্ তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? উত্তরে সে বলল, আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর নাবী ﷺ-এর নিকট হিজরত করার কারণে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তুফায়ল رضي الله عنه পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি তোমার হাত দু'টি আবৃত দেখছি, তার কারণ কি? সে বলল, আল্লাহ তা'আলা আমাকে বলেছেন, তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে যা ক্ষতি করেছ, আমি কক্ষনো তা ঠিক করব না। অতঃপর তুফায়ল رضي الله عنه এতদসম্পর্কে পুরো বিষয় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! তার হাত দু'টিকেও ক্ষমা করে দিন। (মুসলিম)[৬৯৭]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের আলোকে বুঝা যাচ্ছে যে, কোনো অবস্থাতেই কোনো ব্যক্তি নিজের অঙ্গকে নষ্ট বা অকেজো করতে পারবে না। যতই কষ্ট হোক না কেন ধৈর্যধারণ করতে হবে। এ হাদীসের আলোকে আরো বুঝা গেল যে, যদি কেউ তার কোনো অঙ্গকে নষ্ট করে ফেলে তবে আল্লাহ তা'আলা তার এ অঙ্গকে কখনও ঠিক করে দিবেন না যদিও সে জান্নাতী হয়। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

٣٤٥٧ - [١٢] وَعَنْ أَبِىْ شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «ثُمَّ أَنْتُمْ يَا خُزَاعَةُ قَدْ قَتَلْتُمْ هٰذَا الْقَتِيْلَ مِنْ هُذَيْلٍ وَأَنَا وَاللهِ عَاقِلُهٗ مَنْ قَتَلَ بَعْدَهٗ قَتِيْلًا فَأَهْلُهٗ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إِنْ أَحَبُّوْا قَتَلُوْا وَإِنْ أَحَبُّوْا أَخَذُوا الْعَقْلَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالشَّافِعِيُّ. وَفِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ بِإِسْنَادِهٖ وَصَرَّحَ: بِأَنَّهٗ لَيْسَ فِى الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِىْ شُرَيْحٍ.

৩৪৫৭-[১২] আবূ শুরাইহ আল কা'বী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ (মাক্কাহ্ বিজয়ের খুত্ববাতে) বলেছেন, হে খুযা'আহ্ গোত্র! তোমরা এই হুযায়ল গোত্রের লোকটিকে হত্যা করেছ। আল্লাহর কুসম! আমি তার দিয়াত (রক্তপণ) আদায় করবো। অতঃপর যে কেউ কোনো লোককে হত্যা করবে, তখন নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের দু'টির মধ্যে যে কোনো একটি করার অধিকার থাকবে। যদি তারা হত্যাকারী থেকে প্রতিশোধ নিতে চায়, তাহলে ক্বিসাস (প্রতিশোধ) স্বরূপ তাকে হত্যা করবে। আর যদি দিয়াত গ্রহণ করতে চায়, তাও করতে পারবে। (তিরমিযী ও শাফি'ঈ)[৬৯৮]

---

[৬৯৭] **সহীহ :** মুসলিম ১১৬।

[৬৯৮] **সহীহ :** তিরমিযী ১৪০৬, মুসনাদুশ্ শাফি'ঈ ৭৬৯, ইরওয়া ২২৬১।

আর শারহুস্ সুন্নাহ্-এর কিতাবে ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর সানাদে বর্ণিত আছে। হাদীসটি শুরাইহ আল কা'বী (রাঃ)-এর মাধ্যমে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়নি।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে ক্বিসাসের বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যদি কেউ কাউকে হত্যা করে তাহলে তার ফায়সালা কিভাবে হবে সে সম্পর্কে এ হাদীসে আলোকপাত করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ হত্যাকারীর কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারবে। হত্যার পরিবর্তে হত্যা অথবা নিহত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দিয়াত তথা রক্তপণ দাবী করলে হত্যাকারী তা পরিশোধের মাধ্যমে এ অপরাধ থেকে মুক্তি পাবে। ক্ষতিপূরণের দাবীদার কে কে হবেন? নিহত ব্যক্তির পরিবারের নারী-পুরুষসহ সকল সদস্যবৃন্দ স্বামী-স্ত্রীও এদের অন্তর্ভুক্ত। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٤٥٨ - [١٣] وَقَالَ وَأَخْرَجَاهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَعْنِيْ بِمَعْنَاهُ.

৩৪৫৮-[১৩] আর তিনি (শারহুস্ সুন্নাহ্-এর গ্রন্থাকার) বলেন, হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে সমঅর্থে বর্ণনা করেছেন।[৬৯৯]

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ শব্দের মধ্যে মিল না থাকলেও অর্থের মধ্যে মিল রয়েছে।

٣٤٥٩ - [١٤] وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ يَهُوْدِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هٰذَا؟ أَفُلَانٌ؟ حَتّٰى سُمِّيَ الْيَهُوْدِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فَجِيْءَ بِالْيَهُوْدِيِّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِه رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৪৫৯-[১৪] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ইয়াহূদী একটি মেয়ের মাথা দু'টি পাথরের মাঝে রেখে ছেঁচে দিল। অতঃপর মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করা হলো, কে তোমার সাথে এরূপ করেছে? অমুক, না অমুক? পরিশেষে এক ইয়াহূদীর নাম উল্লেখ করা হলে মেয়েটি মাথা নাড়িয়ে ইশারায় সম্মতি জানাল। অতঃপর সেই ইয়াহূদীকে উপস্থিত করা হলে সে তার দোষ স্বীকার করল। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার মাথাটিও পাথর দ্বারা ছেঁচে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তার মাথাটিও অনুরূপভাবে ছেঁচে দেয়া হলো। (বুখারী ও মুসলিম)[৭০০]

ব্যাখ্যা : ক্বিসাসের বিধান হলো যে, হত্যাকারী বা আহতকারী যেভাবে নিহত ব্যক্তিকে বা আহত ব্যক্তিকে আঘাত করেছে তাকে সেভাবে আঘাত করতে হবে। আলোচ্য হাদীসে সেদিকে ইঙ্গিত করে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাদীসে বর্ণিত বিষয়টির ফায়সালা দিলেন। অর্থাৎ কেউ যদি কারো নাক কেটে ফেলে তবে ক্বিসাস স্বরূপ কর্তনকারীর নাক কেটে ফেলতে হবে। হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, এক বালিকাকে এক ইয়াহূদী পাথর দ্বারা আঘাত করে মাথা ফাটিয়ে দিল আর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-ও একই পদ্ধতিতেই ইয়াহূদীর মাথা ফাটানোর নির্দেশ দিলেন। এতে বুঝা যায়, ক্বিসাসের ক্ষেত্রে অপরাধীকে সেভাবে শাস্তি দিতে হবে যেভাবে সে নিহত ব্যক্তি বা আহত ব্যক্তিকে আঘাত করেছে। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

এ হাদীসে দিয়াত তথা ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে দৃকপাত হয়েছে। শারী'আতের বিধান হলো যদি কেউ কাউকে হত্যা করে তবে হত্যাকারীকেও হত্যা করতে হবে। কেউ যদি কাউকে আঘাত করে তবে তাকেও

---

[৬৯৯] **সহীহ :** বুখারী ১১২, মুসলিম ১৩৫৫।

[৭০০] **সহীহ :** বুখারী ৬৮৮৪, মুসলিম ১৬৭২, ইরওয়া ১২৫২।

অনুরূপ আঘাত করতে হবে। কেউ যদি কারো অঙ্গ কেটে ফেলে তবে তারও অনুরূপ অঙ্গ কেটে ফেলতে হবে। কিন্তু যদি নিহত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিয়াত তথা রক্তপণ/ক্ষতিপূরণ দাবী করে তাও জায়িয, আর উত্তম হলো হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির পরিবারের কাছে তাদের দাবী কৃত ক্ষতিপূরণ সন্তুষ্টির সাথে পরিশোধ করবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٤٦٠-[١٥] وَعَنْهُ قَالَ: كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ وَهِيَ عَمَّةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَا وَاللّٰهِ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «يَا أَنَسُ كِتَابُ اللّٰهِ الْقِصَاصُ» فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الْأَرْشَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৪৬০-[১৫] উক্ত রাবী (আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রুবাইয়ি' – যিনি আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه-এর ফুফু – তিনি এক আনসারী মেয়ের সামনের দাঁত ভেঙ্গে দেয়। অতঃপর মেয়েটির গোত্রের লোকেরা নাবী ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করলে, তিনি (ﷺ) ক্বিসাস (প্রতিশোধ) গ্রহণের আদেশ দিলেন। তখন আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه-এর চাচা আনাস ইবনুন্ নায্র رضي الله عنه বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এমনটি হতে পারে না। আল্লাহর কৃসম! রুবাইয়ি'-এর দাঁত ভাঙ্গতে দেয়া হবে না। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আনাস! আল্লাহর নির্দেশ হলো ক্বিসাস নেয়া। অতঃপর নিহত ব্যক্তির গোত্রের লোকেরা ক্বিসাসের দাবির পরিবর্তে দিয়াত (রক্তপণ) গ্রহণ করতে সম্মত হলো। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার এমন কিছু (নেক) বান্দা আছে, যারা আল্লাহর নামে কোনো শপথ করলে আল্লাহ তা'আলা তা পূরণ করে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৭০১]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ক্বাযী 'ইয়ায (রহঃ) বলেন : এ হাদীস দাঁতের ক্বিসাস বৈধ হওয়ার পক্ষে দলীল। কেউ যদি কারো দাঁত ভেঙ্গে ফেলে তবে তারও দাঁত ভেঙ্গে দিতে হবে। তবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয় তবে তাও জায়িয। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : ক্বিসাসের ক্ষেত্রে ক্ষমা করে দেয়া মুস্তাহাব এবং এর জন্য সুপারিশ করাও মুস্তাহাব। আর ক্বিসাস নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ক্বিসাস নেয়া অথবা দিয়াত নেয়া– এ দু'টির যে কোনো একটি বেছে নেয়ার অধিকার বা নিহত ব্যক্তির পরিবারের হত্যাকারী বা আহতকারীর নয়।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৫৭৯; শারহু মুসলিম ১১শ খণ্ড, হাঃ ১৬৭৫)

٣٤٦١-[١٦] وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ لَيْسَ فِي الْقُرْاٰنِ؟ فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْاٰنِ إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ: «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا» فِي «كِتَابِ الْعِلْمِ».

---

[৭০১] **সহীহ :** বুখারী ৪৬১১, মুসলিম ১৬৭৫, আবূ দাউদ ৪৫৯৫, নাসায়ী ৪৭৫৬, সহীহ আল জামি' ২২২৮।

৩৪৬১-[১৬] আবূ জুহায়ফাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি 'আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কুরআনে নেই এমন কিছু কি আপনার নিকট আছে? তখন তিনি বললেন, সেই সত্তার ক্বসম! যিনি খাদ্য-শস্য অঙ্কুরিত করে প্রাণের সঞ্চার করেছেন। কুরআনে যা আছে তা ব্যতীত অন্য কোনো কিছু আমাদের কাছে নেই। তবে হ্যাঁ, কিতাব (কুরআন) ও সহীফার (লিখিত হাদীস গ্রন্থের) মধ্যে বুঝার জন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে জ্ঞান দিয়ে থাকেন, তা আমাদের নিকট রয়েছে। আমি বললাম, সহীফার মধ্যে কি লেখা আছে? তিনি বললেন, দিয়াতের (রক্তপণের) বিধান, বন্দীদের মুক্তিপণ এবং এই ফায়সালা যে, ক্বিসাসস্বরূপ কোনো মুসলিমকে কোনো কাফিরের বদলে হত্যার অনুমোদন নেই। (বুখারী)[৭০২]

আর ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ) হতে এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে "কোনো ব্যক্তিকে যুল্‌ম ও নির্যাতনমূলক হত্যা করা যাবে না" যা 'ইল্‌ম পর্বে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এখানে 'আলী (রাঃ)-এর কথা বিশেষভাবে বলার কারণ হলো যে, শী'আ সম্প্রদায়ের লোকেরা 'আলী (রাঃ)-কে জ্ঞানের মূল কেন্দ্র হিসেবে মনে করে থাকে। 'আলী (রাঃ)-এর কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রথমদিকে শুধু কুরআন লিখে রাখা হত।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে সব বিষয় তুলে ধরেছেন। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন : সকল জ্ঞান সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে তবে কমসংখ্যক লোক তা বুঝতে পারে।

'আল্লামাহ্ ক্বাযী (রহঃ) বলেন : শী'আরা মনে করে যে, 'ইল্‌মে ওয়াহী সম্পর্কে 'আলী (রাঃ) সবচেয়ে বেশী অবগত আছেন। আহলে বায়তদের মধ্যে 'আলী (রাঃ)-এর কাছে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওয়াহীর জ্ঞান বলে গেছেন যা অন্য কাউকে রসূল (সাঃ) বলেননি। কিন্তু 'আলী (রাঃ) শপথ করে তা অস্বীকার করে বললেন কুরআন ব্যতীত তার কাছে অন্য কিছু নেই। এ হাদীসে ক্বিসাসের বিধান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কোনো মুসলিমকে ক্বিসাস স্বরূপ কোনো কাফিরের বদলে হত্যা করা যাবে না।

ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) এ হাদীসের আলোকে বলেন, কোনো মুসলিমকে ক্বিসাস স্বরূপ কোনো কাফিরের হত্যার বদলে হত্যা করা যাবে না। আর সে কাফিরটা হারবী (অমুসলিম দেশের) হোক বা যিম্মি (মুসলিম দেশের) হোক।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেন, হারবী কাফিরের বদলে মুসলিমকে ক্বিসাস স্বরূপ হত্যা করা যাবে না, কিন্তু যিম্মি কাফিরের বদলে মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না।

'আল্লামাহ্ ক্বাযী (রহঃ) বলেন : কাফির সে যিম্মি হোক বা হারবী হোক কোনো অবস্থাতেই তার বদলে কোনো মুসলিমকে ক্বিসাস স্বরূপ হত্যা করা যাবে– এই কথা হলো 'উমার, 'উসমান, 'আলী, যায়দ ইবনু সাবিত (রাঃ) প্রমুখ সহাবীগণের এবং জুমহূর 'উলামাগণের। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও তার অনুসারীদের মতে যিম্মি কাফিরের বদলে ক্বিসাস স্বরূপ মুসলিমকে হত্যা করা যাবে। দলীল স্বরূপ তারা বলেন যে, "এক মুসলিম ব্যক্তি এক যিম্মিকে হত্যা করলে বিষয়টি নাবী (সাঃ)-এর নিকট উল্লেখ করার পর তিনি বলেন, তার যিম্মাদারী রক্ষার ক্ষেত্রে আমি অধিক হাক্বদার" হাদীসটি বায়হাক্বী সুনানে (৮/৩০) এবং দারাকুত্বনী (৩/১৩৫) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর রাবীগণ অনির্ভরযোগ্য এবং সানাদ মুন্‌ক্বতি'। এ হাদীসে আরো বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তিকে যুল্‌ম নির্যাতন করে হত্যা করা যাবে না।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১২শ খণ্ড, হাঃ ৬৯০৩; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৪১২)

---

[৭০২] **সহীহ :** বুখারী ৫৯০৩, নাসায়ী ৪৭৪৪, তিরমিযী ১৪১২, ইবনু মাজাহ ২৬৫৮, আহমাদ ৫৯৯, দারিমী ২৪০১।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٤٦٢ ـ[١٧] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ الْأَصَحُّ

৩৪৬২-[১৭] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : কোনো মুসলিমকে হত্যা করার চেয়ে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিকতর সহজ। (তিরমিযী ও নাসায়ী; আর কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসটিকে মাওকূফ বলেছেন, আর এটাই সঠিক।)[৭০৩]

٣٤٦٣ ـ[١٨] وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ.

৩৪৬৩-[১৮] তবে ইবনু মাজাহ এ হাদীসটি বারা ইবনু 'আযিব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।[৭০৪]

ব্যাখ্যা : উপরোল্লিখিত দু'টি হাদীসে প্রত্যেক মুসলিমের সম্মান ও গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে। এক মুসলিমকে হত্যার দ্বারা পুরো পৃথিবী ধ্বংসের শামিল হয়। দুনিয়া হলো আখিরাতের ক্ষেত স্বরূপ এ দুনিয়াতে যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ বলে ডাকার মতো লোক বাকী থাকবে ততদিন পর্যন্ত ক্বিয়ামাত হবে না, তাই আল্লাহর কাছে একজন মুসলিমের সম্মান ও গুরুত্ব অত্যধিক। অতএব যদি কেউ এমন কাউকে হত্যা করে তবে যেন পুরো পৃথিবী ধ্বংস করে দিল। এ বিষয়ে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾

অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে হত্যার বিনিময় ব্যতীত (ক্বিসাস) অথবা জমিনে ফিত্নাহ্ সৃষ্টির উদ্দেশে সে যেন গোটা মানব জাতিকে হত্যা করল।" (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৩২)

সুতরাং কোনো নিরাপরাধ মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা যাবে না, এমনকি অহেতুক কারো ওপর যুল্ম নির্যাতনও করা যাবে না।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৩৯৫; শার্হুন্ নাসায়ী ৩য় খণ্ড, হাঃ ৩৯৯৭)

٣٤٦٤ ـ[١٩] (صحيح لغيره) وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِيْ دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمُ اللهُ فِي النَّارِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৩৪৬৪-[১৯] আবূ সা'ঈদ আল খুদ্রী ও আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যদি আকাশমণ্ডলী ও জমিনের সকল অধিবাসীরা সম্মিলিতভাবে একজন মু'মিনকে হত্যা করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা সকলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

(তিরমিযী; তিনি হাদীসটিকে গরীব বলেছেন)[৭০৫]

---

[৭০৩] **সহীহ :** তিরমিযী ১৩৯৫, নাসায়ী ৩৯৮৭, সহীহ আল জামি' ৫০৭৭, সহীহ আত্ তারগীব ২৪৩৯।
[৭০৪] **সহীহ :** ইবনু মাজাহ ২৬১৯, সহীহ আল জামি' ৫০৭৮, সহীহ আত্ তারগীব ২৪৩৮।
[৭০৫] **সহীহ :** তিরমিযী ১৩৯৮, সহীহ আল জামি' ২৪৪২।

ব্যাখ্যা : ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন : لَوْ শব্দটি অতীতকালের জন্য। এ হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো অন্যায়মূলক হত্যাকে প্রতিহত করা। কেউ যেন কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা না করে সে ব্যাপারে আলোচ্য হাদীসে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। সমস্ত দুনিয়াবাসী মিলে যদি কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে তবে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানুষকেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৩৯৮)

٣٤٦٥-[٢٠] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَجِيْءُ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيَتُهٗ وَرَأْسُهٗ بِيَدِهٖ وَأَوْدَاجُهٗ تَشْخُبُ دَمًا يَقُوْلُ: يَا رَبِّ قَتَلَنِيْ حَتّٰى يُدْنِيَهٗ مِنَ الْعَرْشِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৩৪৬৫-[২০] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন নিহত ব্যক্তি তার স্বীয় হাত দিয়ে হত্যাকারীর কপাল ও মাথার কেশগুচ্ছ ধরে এরূপ অবস্থায় উপনীত হবে যে, তার রগসমূহ হতে রক্তক্ষরণ হতে থাকবে এবং সে বলতে থাকবে, হে আমার রব! এই ব্যক্তিই আমাকে হত্যা করেছে। এ কথা বলতে বলতে সে 'আর্‌শের সন্নিকটবর্তী হয়ে যাবে।

(তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ)[৭০৬]

ব্যাখ্যা : হাদীসের বাণী (يَجِيْءُ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ) এর মধ্যে الباء টি متعدى এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ক্বিয়ামাতের দিন নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীসহ উপস্থিত হবে। نَاصِيَةٌ বলা হয় মাথার সামনের অংশকে। অর্থাৎ ক্বিয়ামাতের দিন নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীর মাথার সামনের চুল ধরে টেনে হিচড়ে আল্লাহর দরবারে বিচারের জন্য উপস্থিত করবে। এমনকি সে তাকে নিয়ে 'আর্‌শের নিকটবর্তী হবে। যেন সে এর দ্বারা তার নিহত হওয়ার সাক্ষী অনুসন্ধান করছে এবং সে এর বিনিময়ে মহান আল্লাহর সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়। তখন তার শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে যে রক্ত খুন হওয়ার সময় প্রবাহিত হয়েছিল। সেই আঘাত নিয়ে সে উপস্থিত হবে যে আঘাতে সে নিহত হয়েছে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩০২৯; শারহুন্ নাসায়ী ৩য় খণ্ড, হাঃ ৪০১৬)

٣٤٦٦-[٢١] وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه أَشْرَفَ يَوْمَ الدَّارِ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ أَتَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدٰى ثَلَاثٍ: زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ كُفْرٌ بَعْدَ إِسْلَامٍ أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقُتِلَ بِهٖ»؟ فَوَاللهِ مَا زَنَيْتُ فِيْ جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ وَلَا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَلَا قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ فَبِمَ تَقْتُلُوْنَنِيْ؟ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَلِلدَّارِمِيِّ لَفْظُ الْحَدِيْثِ

৩৪৬৬-[২১] আবূ উমামাহ্ ইবনু সাহ্‌ল ইবনু হুনায়ফ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উসমান ইবনু 'আফফান (রাঃ) তাঁর অবরোধের দিন উঁচুস্থানে উঠে (বিদ্রোহীদের উদ্দেশে) বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর ক্বসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি। তোমরা কি জান না, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো মুসলিমের রক্ত

---

[৭০৬] **সহীহ :** নাসায়ী ৪০০৫, তিরমিযী ৩০২৯, ইবনু মাজাহ ২৬২১, সহীহ আল জামি' ৮০৩১।

তিনটি কারণের কোনো একটি ব্যতীত হালাল নয়– (১) বিবাহের পর ব্যভিচার করা, (২) ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় কুফরীতে লিপ্ত হওয়া এবং (৩) অনৈতিকভাবে কোনো লোককে হত্যা করা। এ তিনটি কারণের কোনো একটি করলে তাকে হত্যা করা যাবে। আল্লাহর ক্বসম! আমি জাহিলিয়্যাত যুগেও যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হইনি এবং ইসলাম গ্রহণের পরও না। আমি যেদিন থেকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করেছি, সেদিন হতে কক্ষনো কুফ্রীতে লিপ্ত হইনি এবং আমি এমন কোনো লোককে হত্যাও করিনি, যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন। তাহলে বল, তোমরা কেন আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছ? (তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ; হাদীসের শব্দবিন্যাস দারিমীর)[৭০৭]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের আলোকে অবগত হওয়া যায় তিনটি কাজ কারো দ্বারা সংগঠিত হলে তাকে হত্যা করা যাবে। আর তা হলো– ১. বিবাহের পর যিনা বা ব্যভিচারে লিপ্ত হলে ২. ইসলাম গ্রহণ করার পর কুফ্রী করলে বা মুরতাদ হলে। ৩. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে

আলোচ্য হাদীসে (يَوْمَ الدَّارِ) বলে সে দিবসকে বুঝানো হয়েছে, যে দিবসে 'উসমান رضي الله عنه বিদ্রোহীদের হাতে নিজ গৃহে অবরুদ্ধ হয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীদের হাতে শাহীদ হন।

এ হাদীস দ্বারা আরো জানা গেল যে, 'উসমান رضي الله عنه ইসলাম পূর্বকালেও কোনো প্রকার পাপ কাজে লিপ্ত হননি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২১৫৮; শারহুন্ নাসায়ী ৩য় খণ্ড, হাঃ ৪০৩১)

٣٤٦٧ـ[٢٢] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقًا صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّحَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৪৬৭-[২২] আবুদ্ দারদা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো মু'মিন বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত অনৈতিকভাবে কোনো লোক হত্যা না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নেক কাজে অগ্রগামী থাকে। কিন্তু যখনই সে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করবে, তখনই তার (কল্যাণকর) অগ্রগামী রোধ হয়ে যাবে। (আবূ দাউদ)[৭০৮]

ব্যাখ্যা : ক্বাযী 'ইয়ায (রহঃ) বলেন : মু'মিন ব্যক্তি নেক ও সাওয়াবের কাজের প্রতি আগ্রহের সাথে ততদিন পর্যন্ত ধাবিত হয় যতদিন পর্যন্ত সে কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা না করে। যখনই সে কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে তখনই সে দুর্বল হয়ে পড়ে, তার নেক 'আমাল করার পথ বন্ধ হয়ে যায় আর সে আল্লাহর রহমাত ও সাহায্য হতে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪২৬৪)

٣٤٦٨ـ[٢٣] وَعَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَغْفِرَهٗ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْ مَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৪৬৮-[২৩] উক্ত রাবী (আবুদ্ দারদা رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আশা করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না, যে ব্যক্তি মুশরিক অবস্থায় মারা যায়, অথবা স্বেচ্ছায় কোনো মু'মিনকে হত্যা করে। (আবূ দাউদ)[৭০৯]

---

[৭০৭] **সহীহ :** তিরমিযী ২১৫৮, আবূ দাউদ ৪৫০২, নাসায়ী ৪০১৯, ইবনু মাজাহ ২৫৩৩।

[৭০৮] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪২৭০, সহীহ আল জামি' ৭৬৯৩।

[৭০৯] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪২৭০, সহীহাহ্ ৫১১, সহীহ আল জামি' ৪৫২৪, সহীহ আত্ তারগীব ২৪৪৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৯৮০।

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে বলা হচ্ছে, দু' ধরনের গুনাহ ব্যতীত অন্য সকল গুনাহের ব্যাপারে ক্ষমা আশা করা যায় যে, আল্লাহ তা মাফ করে দিবেন। আর সে দুই ধরনের গুনাহ হলো– আল্লাহর সাথে শারীক করা অবস্থায় মারা যাওয়া এবং কোনো মু'মিন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা।

(يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا) মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করল। অর্থাৎ মু'মিন হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করল। কিন্তু আল্লাহ যদি তাকে ক্ষমা করে দেন তবে ভিন্ন কথা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন : ﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهٖ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৪৮, ১১৬) আল্লাহ তাঁর সাথে শারীককারীকে ক্ষমা করবেন না, এতদ্ব্যতীত যাকে ইচ্ছা করবেন তাকে ক্ষমা করে দিবেন। এ হাদীস দ্বারা আরো বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি কোনো মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে তাকেও আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। সে চিরকালে জাহান্নামে অবস্থান করবে। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি কোনো মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার প্রতিদান হলো জাহান্নাম। সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে–" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৯৩)। 'আল্লামাহ্ মুযহির বলেন : যে ব্যক্তি মু'মিনকে হত্যা করা হালাল মনে করে হত্যা করবে সে চির জাহান্নামী।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪২৬৪)

٣٤٦٩ـ[٢٤] وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ.

৩৪৬৯-[২৪] আর ইমাম নাসায়ী এ হাদীসটি মু'আবিয়াহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।[৭১০]

٣٤٧٠ـ[٢٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقَادُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৩৪৭০-[২৫] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : মাসজিদে দণ্ডবিধি কার্যকরী করা যাবে না। আর পিতা যদি সন্তানকে হত্যা করে ফেলে, তার কোনো ক্বিসাস নেই।

(তিরমিযী ও দারিমী)[৭১১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের আলোকে বুঝা যাচ্ছে যে, মাসজিদের ভিতরে শারী'আতের বিধান (হাদ্দে শার'ঈ) প্রয়োগ করা যাবে না। কেননা মাসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে ফার্‌য সলাত আদায় করার জন্য। ফার্‌যের সাথে নাফ্‌ল আদায় ও জ্ঞান শিক্ষার জন্য। (ইবনুল হুমাম)

'আল্লামাহ্ মুযহির (রহঃ) বলেন : অত্র হাদীসে মাসজিদে পবিত্রতা রক্ষা করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ হাদীসের আলোকে একটি মাস্‌আলায় হানাফী ও শাফি'ঈরা পরস্পর বিরোধিতা করেছেন, অর্থাৎ- যদি এমন কোনো ব্যক্তি হারামের মধ্যে অবস্থান করে যার ক্বিসাস বৈধ তথা তাকে হত্যা করা জরুরী তবে সে ক্ষেত্রে কি হুকুম প্রযোজ্য হবে?

এ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেন : তার জন্য সব কিছু সংকীর্ণ করে দিতে হবে যাতে সে হারাম থেকে বের হয় এবং বের হওয়ার পর তাকে হত্যা করতে হবে। আর ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) বলেন : তাকে হারামের মধ্যেই হত্যা করা যাবে।

[৭১০] **সহীহ :** নাসায়ী ৩৯৮৪, আহমাদ ১৬৯০৭।

[৭১১] **হাসান :** ইবনু মাজাহ ২৬৬১, তিরমিযী ১৪০১, দারিমী ২৪০২, ইরওয়া ২২১৪, সহীহ আল জামি' ৭৩৮১।

এ হাদীসের অপর অংশে বলা হচ্ছে- সন্তানকে হত্যা করার দায়ে পিতা হতে ক্বিসাস (তথা খুনের বদলে খুন) নেয়া যাবে না। অর্থাৎ সন্তান হত্যার দায়ে পিতার কাছ থেকে দিয়াত তথা রক্তমূল্য আদায় করতে হবে। ইবনুল হুমাম ইখতিলাফুল আয়িম্মাহ্ (ইমামদের মতভেদ) গ্রন্থে বলেন : এ ব্যাপারে সকল 'উলামায়ে কিরাম একমত পোষণ করেছেন যে, যখন কোনো সন্তান পিতা-মাতার থেকে কাউকে হত্যা করে তবে সন্তানকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু পিতা যদি সন্তানকে হত্যা করে তবে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেন : এ ক্ষেত্রে পিতাকে হত্যা করা যাবে না। ইমাম আহমাদ এবং ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-ও এ মত পোষণ করেন। কিন্তু ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন : পিতা যদি সন্তানকে যাবাহ করে হত্যা করে তবে পিতা হতে ক্বিসাস নেয়া হবে। আর যদি তরবারি বা অন্য কিছু দ্বারা মারধর করে এবং এতে সন্তান মারা যায় তবে ক্বিসাস নেয়া যাবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৪০১)

٣٤٧١-[٢٦] وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَعَ أَبِي فقال: «مَنْ هٰذَا الَّذِي مَعَكَ؟» قَالَ: ابْنِي أَشْهَدُ بِهِ قَالَ: «أَمَا إِنَّهٗ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ» فِي أَوَّلِهٖ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَرَأٰى أَبِي الَّذِي بِظَهْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: دَعْنِي أُعَالِجُ الَّذِي بِظَهْرِكَ فَإِنِّي طَبِيبٌ. فَقَالَ: «أَنْتَ رَفِيقٌ وَاللهُ الطَّبِيبُ».

৩৪৭১-[২৬] আবূ রিমসাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) আমি আমার পিতার সাথে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট আসলাম। তিনি (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাথে এটা কে? আমার পিতা বললেন, আমার ছেলে। এ ব্যাপারে আপনি সাক্ষী থাকুন। তখন তিনি (সাঃ) বললেন, জেনে রাখ! তার অন্যায়ের শাস্তি তোমার ওপর এবং তোমার অন্যায়ের শাস্তি তার ওপর বর্তাবে না।

(আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[৭১২]

আর শারহুস্ সুন্নাহ্-তে হাদীসের প্রথম দিকে কিছু অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে। তিনি (আবূ রিমসাহ্ (রাঃ)) বলেন, আমি আমার পিতার সাথে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট আসলাম। তখন আমার পিতা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পৃষ্ঠদর্শনে (মুহরে নাবূওয়াত দেখে) বললেন, আমাকে অনুমতি দিন। আপনার পিঠে যেটি আছে, আমি এর সুচিকিৎসা করে দেই। কেননা আমি একজন চিকিৎসক। তিনি (সাঃ) বললেন, তুমি কেবল একজন সেবক আর আল্লাহ তা'আলা হলেন (প্রকৃত) চিকিৎসক।

ব্যাখ্যা : "সে আমার পুত্র, এ ব্যাপারে আপনি সাক্ষী থাকুন।" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- যদি আমি কোনো অপরাধ করি তাহলে আমার বদলে সে, আর যদি সে কোনো অপরাধ করে তাহলে তার বদলে আমি শাস্তি ভোগ করব। আর এ ধরনের নিয়ম জাহিলী যুগের সমাজ ব্যবস্থায় চালু ছিল।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বাণী : তোমার অপরাধের শাস্তি তার ওপর এবং তার অপরাধের শাস্তি তোমার ওপর বর্তাবে না। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, একজনের অপরাধের দরুন অপরজনকে জবাবদিহি করতে হবে না।

এ ব্যাপারে ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন : এখানে দু'টি ব্যাখ্যা হওয়ার সম্ভাবনা রাখে- ১. একজনের জন্য অপরজনের ওপর ক্বিসাস বর্তাবে না। ২. একজন অপরজনের পাপের শাস্তি ভোগ করবে না।

---

[৭১২] সহীহ : আবূ দাউদ ৪৪৯৫, নাসায়ী ৪৮৩৬, আহমাদ ৭১০৯, ইরওয়া ২৩০৩, সহীহ আল জামি' ১৩১৭।

এ হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, সমস্ত রোগ নিরাময়কারী একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ শুধু সেবাযত্ন করতে পারে। প্রকৃত আরোগ্য দানকারী হলেন একমাত্র মহান আল্লাহ।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৪৮৬; শারহুন্ নাসায়ী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ৪৮৪৭)

٣٤٧٢ـ[٢٧] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقِيدُ الْأَبَ مِنِ ابْنِه وَلَا يُقِيدُ الِابْنَ مِنْ أَبِيهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَضَعَّفَهٗ

৩৪৭২-[২৭] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতার মাধ্যমে দাদা হতে, তিনি সুরাক্বহ্ ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে দেখেছি, তিনি পুত্র থেকে পিতার ক্বিসাস গ্রহণ করতেন, কিন্তু পিতা থেকে পুত্রের ক্বিসাস গ্রহণ করতেন না।

(তিরমিযী, তবে তিনি এ হাদীসটিকে য'ঈফ বলেছেন)[৭১৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সন্তান হত্যার অপরাধে পিতা হতে ক্বিসাস নিতেন কিন্তু পিতা হত্যার অপরাধে পুত্র হতে ক্বিসাস নিতেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৩৯৯)

٣٤٧٣ـ[٢٨] وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهٗ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهٗ جَدَعْنَاهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَزَادَ النَّسَائِيُّ فِيْ رِوَايَةٍ أُخْرٰى: «وَمَنْ خَصٰى عَبْدَهٗ خَصَيْنَاهُ»

৩৪৭৩-[২৮] হাসান (রহিমাহুল্লাহ) সামুরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার গোলামকে হত্যা করবে, আমরাও তাকে হত্যা করব। আর যে কেউ তার গোলামের কোনো অঙ্গ কাটবে, আমরাও তার অঙ্গ কেটে দেব। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ, দারিমী)[৭১৪]

আর ইমাম নাসায়ী তাঁর অন্য বর্ণনায় এ কথাটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, যে কেউ তার গোলামকে খাসী করবে আমরাও তাকে খাসী করে দেব।

ব্যাখ্যা : এখানে 'হাসান' দ্বারা ইমাম হাসান বাসরী (রহঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে- রসূলুল্লাহ (সাঃ) দাস হত্যার অপরাধে মুনীবকে হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। 'আল্লামাহ্ খত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন : এ বাক্যটি ভীতিপ্রদর্শন স্বরূপ বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে গোলামের বদলে তার মুনীবকে হত্যা করা যাবে না। অবশ্য এ কথাটি এজন্যই বলা হয়েছে যেন কোনো মুনীব তার দাসকে হত্যা করার ইচ্ছাও পোষণ না করে। যেমন এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, মদ্যপায়ী বার বার মদ্য পান করলে তাকে তিনবার পর্যন্ত চাবুক মারা হবে। কিন্তু চতুর্থবার বা এর বেশী বার পান করলে তাকে হত্যা করতে হবে। অথচ এমন এক মদ্যপায়ীকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আনা হলে তিনি তাকে হত্যা করলেন না। কিছুসংখ্যক 'উলামাহ্ বলেন যে, আল্লাহর বাণী ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ.....﴾ এ আয়াত দ্বারা আলোচ্য হাদীসটি রহিত করা হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেন : কোনো আযাদ ব্যক্তিকে তার নিজের গোলাম হত্যার বদলে

[৭১৩] **য'ঈফ** : তিরমিযী ১৩৯৯। কারণ এর সানাদে মুসান্না বিন আস্ সব্বাহ একজন দুর্বল রাবী।

[৭১৪] **য'ঈফ** : আবূ দাঊদ ৪৫১৫, নাসায়ী ৪৭৩৭, তিরমিযী ১৪১৪, ইবনু মাজাহ ২৬৬৩, আহমাদ ২০১০৪, দারিমী ২৪০৪, য'ঈফ আল জামি' ৫৭৪৯। কারণ এর সানাদে রাবী হাসান আল বাসারী সহাবী সামুরাহ্ (রাঃ) হতে শ্রবণ করেননি।

হত্যা করা যাবে না। তবে ইব্‌রাহীম নাখ'ঈ ও সুফ্ইয়ান সাওরী বলেন : নিজের গোলামের বদলেও তার মালিকে হত্যা করা যাবে। কেননা আল্লাহর বাণী ﴿اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ অর্থাৎ জানের বদলে জান হত্যা করতে হবে। এ আয়াতে আযাদ/মুনীব ও দাসের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয়নি, অর্থাৎ 'আম্ভাবে বলা হয়েছে। [আল্লাহই অধিক অবগত] (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৫০৬; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৪১৪; শারহুন্ নাসায়ী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ৪৭৫০)

٣٤٧٤ - [٢٩] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلٰى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُوْلِ فَإِنْ شَاؤُوْا قَتَلُوْا وَإِنْ شَاؤُوْا أَخَذُوا الدِّيَةَ: وَهِيَ ثَلَاثُوْنَ حِقَّةً وَثَلَاثُوْنَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً وَمَا صَالَحُوْا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩৪৭৪-[২৯] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব (রাঃ) তাঁর পিতার মাধ্যমে দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় হত্যা করবে, তাকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবক ও ওয়ারিসদের হাতে অর্পণ করা হবে। নিহত ব্যক্তির লোকেরা ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করতে পারে অথবা তার থেকে দিয়াত (রক্তপণ) নিতে পারে। আর দিয়াত হলো ত্রিশটি চার বৎসর বয়সী উট, ত্রিশটি পাঁচ বৎসর বয়সী উট এবং চল্লিশটি গর্ভধারণের উপযুক্ত উটনী অর্থাৎ যার পেটে বাচ্চা রয়েছে। আর ওয়ারিসগণ যদি এর চেয়ে কম উট নিয়ে রাজি হয়ে যায়, সেটাও হতে পারে। (তিরমিযী)[৭১৫]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে দিয়াত ও তার পরিমাণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেউ যদি কাউকে স্বেচ্ছায় হত্যা করে ফেলে তবে হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের কাছে সমর্পণ করতে হবে। অভিভাবকরা ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করে ফেলবে অথবা জীবনের বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে তাকে ছেড়েও দিতে পারে। যাকে শারী'আতে দিয়াত বলা হয়। আর এর পরিমাণ হবে একশত উট। এ একশত উটের মধ্যে

* ত্রিশটি হিক্কাহ্, (হিক্কাহ্ বলা হয় ঐ উটকে যে উট তিন বছর পূর্ণ করে চতুর্থ বছরে পড়েছে)।
* ত্রিশটি জাযাআহ্ (যা চার বছর শেষে পঞ্চম বছরে পড়েছে)।
* চল্লিশটি খলিফাহ্ (যা গর্ভধারণের বয়সে পতিত হয়েছে)।
* অভিভাবক যদি একশত উটের কম নিয়ে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয় তা হলেও বৈধ হবে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৩৮৭)

٣٤٧٥ - [٣٠] وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اَلْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعٰى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلٰى مَنْ سِوَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُوْ عَهْدٍ فِيْ عَهْدِهِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৩৪৭৫-[৩০] 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : সমস্ত মুসলিমের রক্ত সমপর্যায়ের। যে কোনো একজন মুসলিমও যদি কাউকে (নিরাপত্তার) আশ্রয় দেয়, তবে তা সকলকেই রক্ষা করতে হবে। আর যদি দূরে কোনো বিচ্ছিন্ন সেনাদল গনীমাতের সম্পদ অর্জন করে, তাহলে তৎনিকটবর্তী পুরো দলও এর অংশীদার হবে। আর অমুসলিমদের মুকাবেলায় সমস্ত মুসলিম এক হাতের ন্যায় (অর্থাৎ

---

[৭১৫] হাসান : তিরমিযী ১৩৮৭, ইবনু মাজাহ ২৬২৬, আহমাদ ৬৭১৭, ইরওয়া ২১৯৯, সহীহ আল জামি' ৬৪৫৫।

অভিন্ন শক্তি)। সাবধান! কোনো কাফিরের বদলায় কোনো মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না। আর যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ আছে, চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত তাকেও হত্যা করা যাবে না। (আবূ দাঊদ ও নাসায়ী)[৭১৬]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে বেশ কয়েকটি বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সমস্ত মুসলিমের প্রাণসমপর্যায়ের। 'শারহুস্ সুন্নাহ্' কিতাবে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ক্বিসাসের ক্ষেত্রে সমস্ত মুসলিমের রক্ত সমান। যে কোনো মুসলিমের হত্যার বিনিময়ে শত্রুর যে কাউকে হত্যা করা যাবে, অর্থাৎ সম্মানিত ব্যক্তির বিনিময়ে কম মর্যাদাবানকে, ছোটর বিনিময়ে বড়কে, 'আলিমের বদলে জাহিলকে, নারীর বদলে পুরুষকে, যদিও নিহত ব্যক্তি সম্মানিত বা 'আলিম হোক, আর হত্যাকারী অসম্মানিত বা মূর্খ হোক।

যদি কোনো মুসলিম কোনো কাফিরকে নিরাপত্তা দেয় তবে সে নিরাপত্তা সকল মুসলিমের পক্ষ থেকে হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। অর্থাৎ এ অবস্থায় ঐ কাফিরের রক্ত সমস্ত মুসলিমের জন্য হারাম। শারহুস্ সুন্নাহ্ কিতাবে বলা হয়েছে যে, মুসলিমের মধ্যে যদি কোনো নিম্নস্তরের ব্যক্তিও কোনো কাফিরকে আশ্রয় দেয় বা কোনো মহিলা আশ্রয় দেয় তবে ঐ কাফিরের রক্ত সমস্ত মুসলিমের জন্য হারাম সাব্যস্ত হবে। তাকে হত্যা করা যাবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৪৯৭; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৪১৩)

٣٤٧٦-[٣١] وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

৩৪৭৬-[৩১] আর ইবনু মাজাহও হাদীসটি ইবনু 'আব্বাস রাঃ হতে বর্ণনা করেছেন।[৭১৭]

٣٤٧٧-[٣٢] وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ وَالْخَبْلُ: الْجُرْحُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ: بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَعْفُوَ أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ فَإِنْ أَخَذَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا أَبَدًا». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৩৪৭৭-[৩২] আবূ শুরাইহ আল খুযা'ঈ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয় অথবা আঘাতের কারণে অঙ্গহানি হয়। তখন তার অভিভাবক তিনটির যে কোনো একটি গ্রহণ করতে পারে। তবে যদি সে চতুর্থ কোনটি ইচ্ছা করে তখন তার হাত ধরে ফেল। তিনটি জিনিস হলো- ক্বিসাস, ক্ষমা ও দিয়াত গ্রহণ করা। আর এ তিনটির কোনো একটি গ্রহণ করার পর যদি সে সীমালঙ্ঘন করে, তাহলে তার জন্য জাহান্নাম। সেখানে সে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। (দারিমী)[৭১৮]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, যদি কারো দ্বারা নিহত বা আহত হয় তবে এ ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের মধ্য থেকে যে কোনো একটিকে নিহত বা আহত ব্যক্তির অভিভাবকদের মেনে নিতে হবে। আর তা হলো- ১. ক্বিসাস তথা হত্যার বদলে হত্যা, আহতের বদলে আহত করা, ২. অথবা হত্যাকারী বা

[৭১৬] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৪৫৩০, নাসায়ী ৪৭৩৪, ইরওয়া ২২০৮, সহীহ আল জামি' ৬৭১২, আহমাদ ৯৯৩।

[৭১৭] **সহীহ :** ইবনু মাজাহ ২৬৮৩।

[৭১৮] **য'ঈফ :** দারিমী ২৩৯৬, ইবনু মাজাহ ২৬২৩, আবূ দাঊদ ৪৪৯৬, আহমাদ ১৬৩৭৫, য'ঈফ আল জামি' ৫৪৩৩। কারণ এর সানাদে সুফ্ইয়ান বিন আবুল 'আওজা একজন দুর্বল রাবী ।

আহতকারীকে ক্ষমা করে দিবে, ৩. অথবা দিয়াত (রক্তমূল্য) গ্রহণ করবে। আর এ তিনটির যে কোনো একটি গ্রহণ করার পর যদি সে সীমালঙ্ঘন করে, অর্থাৎ অন্য কিছু দাবী করে তবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং সেখানে সে সর্বদা অবস্থান করবে। তবে হাদীসের অংশ (خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا أَبَدًا) এর অর্থ সর্বসময়ের জন্য নয় বরং এর অর্থ হলো (مَكَثَ طَوِيلًا) অর্থাৎ দীর্ঘ সময় জাহান্নামে থাকবে। কেননা কাবীরাহ্ গুনাহের কারণে কেউ চির জাহান্নামী হবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৪৮৭)

٣٤٧٨-[٣٣] وَعَنْ طَاوُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ فِيْ عِمِّيَّةٍ فِيْ رَمْيٍ يَكُوْنُ بَيْنَهُمْ بِالْحِجَارَةِ أَوْ جَلْدٍ بِالسِّيَاطِ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا فَهُوَ خَطَأٌ وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ وَمَنْ حَالَ دُوْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَغَضَبُهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৩৪৭৮-[৩৩] ত্বাউস (রহঃ) সূত্রে ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি গোলযোগের মধ্যে নিহত হয়। যেমন- পাথর মারামারি অথবা চাবুক ছোঁড়াছুঁড়ি বা লাঠালাঠি দ্বারা গোলমাল হয়েছে– এমতাবস্থায় তাকে অনিচ্ছাকৃত হত্যা বলে ধরা হবে। আর এর দিয়াত (রক্তপণ)-ও ভুলবশত হত্যার দিয়াতের মধ্যেই শামিল হবে। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তখন ঐ হত্যাকারী ক্বিসাসের আওতায় এসে যাবে। আর যে ব্যক্তি ক্বিসাস গ্রহণ করার মাঝে বাধা দেয়, তার ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত ও গজব রয়েছে। তার ফারয ও নাফ্‌ল কোনো 'ইবাদাতই গৃহীত হবে না।

(আবূ দাঊদ ও নাসায়ী)[৭১৯]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে ভুলবশতঃ হত্যার বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, قتل خطاء তথা ভুলবশতঃ হত্যা দুই ধরনের হতে পারে। ১. নির্ণয় করতে ভুল করেছে। যেমন দূর হতে কোনো একটি বস্তুকে শিকার মনে করে তীর নিক্ষেপ করেছে অথচ তা একজন মানুষ ছিল এবং সে মারা গেল। ২. সত্যই সে কোনো একটি শিকারকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু লক্ষভ্রষ্ট হয়ে তা কোনো মানুষের গায়ে বিঁধেছে অথবা সে একটি লক্ষবস্তুকে তীর নিক্ষেপ করেছে এমন সময় হঠাৎ একটি লোক চলার পথে তার সম্মুখে পড়ে মারা গেল। এ দু' প্রকার হত্যার বেলাতেই দিয়াত ওয়াজিব হবে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৫৩০)

٣٤٧٩-[٣٤] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا أُعْفِيْ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৪৭৯-[৩৪] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি দিয়াত (রক্তপণ) গ্রহণ করার পরও (হত্যাকারীকে) হত্যা করল, আমি তাকে ক্ষমা করব না। (আবূ দাঊদ)[৭২০]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, কোনো হত্যাকারীর কাছ থেকে যখন রক্তমূল্য আদায় করা হয় তখন তাকে আর হত্যা করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে যে, (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৭৮) ﴿فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ অর্থাৎ এরপর (রক্তপণ ও ক্ষমার পর) যারা সীমালঙ্ঘন করবে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, অর্থাৎ শেষ দিবসে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

---

[৭১৯] **সহীহ :** নাসায়ী ৪৭৯০, ইবনু মাজাহ ২৬৩৫, আবূ দাউদ ৪৫৩৯।

[৭২০] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৪৫০৭, য'ঈফ আল জামি' ৬১৭৩। কারণ এর সানাদে হাসান আল বাসরী একজন মুদাল্লিস রাবী।

'আল্লামাহ্ ক্বাযী (রহ) বলেছেন : রসূল ﷺ-এর বাণী, রক্তপণ আদায় করার পর যে হত্যাকারীকে হত্যা করবে আমি তাকে ছেড়ে দিব না। এর অর্থ হলো তার থেকে রক্তমূল্য আদায় না করে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৪৯৮)

٣٤٨٠-[٣٥] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِيْ جَسَدِهٖ فَتَصَدَّقَ بِهٖ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهٖ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৩৪৮০-[৩৫] আবুদ্ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি (ﷺ) বলেছেন : যে কোনো ব্যক্তি শরীরে আঘাতপ্রাপ্ত হয়, আর আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তার গুনাহ মাফ করে দেন।

(তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[৭২১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে ক্ষমার গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। কেউ যদি কারো দ্বারা আহত হওয়ার পরও তাকে ক্ষমা করে দেয় তবে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাকারীর গুনাহ মাফ করে দেন এবং তার মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে দেন। অর্থাৎ এ ক্ষমার কারণে আল্লাহ খুশী হয়ে তাকে মাফ করে দেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তার মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে দেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৩৯৩)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٤٨١-[٣٦] عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوْهُ قَتْلَ غِيلَةٍ وَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا. رَوَاهُ مَالِكٌ

৩৪৮১-[৩৬] সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তির হত্যার বদলে (ক্বিসাস স্বরূপ) পাঁচ অথবা সাত ব্যক্তিকে হত্যা করেন। তারা সংগোপনে সম্মিলিতভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল। অতঃপর 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যদি ঐ লোকটিকে সমস্ত সান্'আ-এর অধিবাসী মিলে হত্যা করত, তাহলে আমিও ক্বিসাসস্বরূপ তাদের সকলকে হত্যা করতাম। (মালিক)[৭২২]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে ক্বিসাসের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ হাদীসের আলোকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, কোনো এলাকার সকলে মিলে যদি একজন ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে সকলের কাছ থেকে ক্বিসাস বা রক্তপণ আদায় করতে হবে। যেমন 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তির হত্যার কারণে সান্'আ এলাকার বহু লোককে হত্যা করেছেন। 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর উক্তি (لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا) এটা 'আরব জাতির কাছে একটি প্রবাদ হিসেবে পরিচিত ছিল। তারা অধিক সংখ্যক কোনো কিছুকে বুঝানোর ক্ষেত্রে সান্'আবাসীর উদাহরণ দিত। কেননা সান্'আতেই অধিক সংখ্যক লোকের বসবাস ছিল।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহু মুয়াত্ত্বা মালিক ৯ম খণ্ড, হাঃ ১৫৩৯)

---

[৭২১] **য'ঈফ :** তিরমিযী ১৩৯৩, ইবনু মাজাহ ২৬৯৩, আহমাদ ২৭৫৩৪, য'ঈফাহ্ ৪৪৮২, য'ঈফ আল জামি' ৫১৭৫, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৪৬২। কারণ এর সানাদে আবুস্ সফ্‌র একজন সিক্বাহ্ রাবী হলেও তিনি আবুদ্ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে শুনেননি।

[৭২২] **সহীহ :** মালিক ১৬৮৮, ইরওয়া ২২০১, মুসনাদ আশ্ শাফি'ঈ ৩৩৩।

Contents

٣٤٨٢ ـ[٣٧] وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ.

৩৪৮২-[৩৭] ইমাম বুখারী এ হাদীসটি ইবনু 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন।[৭২৩]

٣٤٨٣ ـ[٣٨] (إسناده صحيح) وَعَنْ جُنْدبٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ فُلَانٌ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «يَجِيْءُ الْمَقْتُوْلُ بِقَاتِلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ: سَلْ هٰذَا فِيمَ قَتَلَنِيْ؟ فَيَقُوْلُ: قَتَلْتُهُ عَلٰى مُلْكِ فُلَانٍ». قَالَ جُنْدُبٌ: فَاتَّقِهَا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

৩৪৮৩-[৩৮] জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে কতক লোক বলেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিহত ব্যক্তি ক্বিয়ামাত দিবসে (আল্লাহ তা'আলার নিকট) তার হত্যাকারীকে ধরে নিয়ে এসে বলবে, এ লোকটিকে জিজ্ঞেস করুন, সে কেন আমাকে হত্যা করেছে? তখন সে (হত্যাকারী) বলবে, আমি অমুক লোকের বলে বলীয়ান হয়ে (জিম্মাদারীতে) তাকে হত্যা করেছি। রাবী জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সুতরাং তোমরা এ জাতীয় হত্যাযজ্ঞের সহযোগিতা হতে বেঁচে থাক। (নাসায়ী)[৭২৪]

ব্যাখ্যা : হত্যাকারীকে কোনো অবস্থাতেই সাহায্য করা যাবে না। কেননা ক্বিয়ামাতের দিন নিহত ব্যক্তি তার হত্যাকারীকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করে তাকে হত্যার কারণ জানতে চাইবেন। তখন হত্যাকারী তাকে মদদ দাতাদের নাম উল্লেখ করে দিবে। ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন- এখানে জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন এক লোককে উপদেশ দিচ্ছিলেন যিনি হত্যার সহযোগিতা করতে চেয়েছিলেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাসায়ী ৩য় খণ্ড, হাঃ ৪০০৯)

٣٤٨٤ ـ[٣٩] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ أَعَانَ عَلٰى قَتْلِ مُؤْمِنٍ شَطْرَ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللّٰهَ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৩৪৮৪-[৩৯] আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সামান্য কথার দ্বারাও কোনো মু'মিনের হত্যার ব্যাপারে সহযোগিতা করল, সে এমন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে যে, তার কপালের মধ্যে লেখা থাকবে– অর্থাৎ 'আল্লাহর রহমাত হতে নিরাশ'। (ইবনু মাজাহ)[৭২৫]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করার ব্যাপারে হত্যাকারীকে কোনো প্রকার সাহায্য করা যাবে না। যদিও সে সাহায্য হোক সামান্য একটি কথা বা ইঙ্গিত আর যদি কেউ এরূপ সাহায্য করে তবে উক্ত সাহায্যকারী ক্বিয়ামাত দিবসে আল্লাহর সামনে এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, তার কপালে লিখা থাকবে (آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ) অর্থাৎ আল্লাহর রহমাত হতে নিরাশ।

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, শাক্বীক্ব (রহঃ) বলেছেন : যদি কেউ হত্যাকারীকে উৎসাহিত করার জন্য اُقْتُلْ শব্দের اُقْ পর্যন্তও উচ্চারণ করে তবুও ইঙ্গিতকারী হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হবে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৭২৩] **সহীহ :** বুখারী ৬৮৯৬।

[৭২৪] **সহীহ :** নাসায়ী ৩৯৯৮, আহমাদ ২৩১১০।

[৭২৫] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ ২৬২০, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৪৫২, য'ঈফাহ্ ৫০৩। কারণ এর সানাদে ইয়াযীদ বিন যিয়া'দ আশ্ শামী মুনকিরুল হাদীস।

٣٤٨٥ ـ[٤٠] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْاٰخَرُ يُقْتَلُ الَّذِىْ قَتَلَ وَيُحْبَسُ الَّذِىْ أَمْسَكَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

৩৪৮৫-[৪০] ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে আটক রাখে, আর আটককৃত ব্যক্তিকে অন্য কেউ হত্যা করে, তাহলে হত্যার দরুন হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে এবং যে আটক রেখেছিল তাকে বন্দী করা হবে। (দারাকুত্বনী)[৭২৬]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের বক্তব্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি হত্যার কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করবে তার ওপর ক্বিসাস প্রযোজ্য হবে। তবে যে ব্যক্তি বন্দী করবে, তাকেও বন্দী করা হবে। ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন : যদি আটককারী এ উদ্দেশে আটক করে যে, তাকে হত্যা করা হোক তাহলে উভয়কেই হত্যা করা হবে। আর যদি প্রহার করার উদ্দেশে আটক করে তাহলে শুধুমাত্র হত্যাকারীকেই হত্যা করা হবে। আর আটককারী বন্দী করে রাখা হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(١) بَابُ الدِّيَاتِ

অধ্যায়-১ : দিয়াত (রক্তপণ)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٤٨٦ ـ[١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «هٰذِهٖ وَهٰذِهٖ سَوَاءٌ» يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৪৮৬-[১] ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : এটা আর এটা সমতুল্য, অর্থাৎ কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি। (বুখারী)[৭২৭]

ব্যাখ্যা : দিয়াত আদায়ের ক্ষেত্রে সকল আঙ্গুলই সমান, যেই আঙ্গুলই হোক না কেন বড় ছোট কোনো প্রকার তারতম্য করা যাবে না। শারহুস্ সুন্নাহ্ কিতাবে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক আঙ্গুলের বিনিময়ে দশটি উট দিয়াত হিসেবে আদায় করা ওয়াজিব। হাত ও পায়ের আঙ্গুলের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য নেই। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১২শ খণ্ড, হাঃ ৬৮৯৫; ‘আওনুল মা‘বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৫৪৮; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৩৯২)

٣٤٨٧ ـ[٢] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ جَنِيْنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِيْ لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِيْ قُضِيَ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِأَنَّ مِيْرَاثَهَا لِبَنِيْهَا وَزَوْجِهَا وَالْعَقْلُ عَلٰى عَصَبَتِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৭২৬] **য‘ঈফ :** দারাকুত্বনী ৩২৭০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৬০২৯।

[৭২৭] **সহীহ :** বুখারী ৬৮৯৫, নাসায়ী ৪৮৪৭, তিরমিযী ১৩৯২, ইবনু মাজাহ ২৬৫২, সহীহ আল জামি‘ ৭০১৪।

৩৪৮৭-[২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বানী লিহ্ইয়ান গোত্রের জনৈকা মহিলার গর্ভস্থ ভ্রূণ (পেটের বাচ্চা) হত্যার ফায়সালা দিয়েছেন (তথা যে ভ্রূণটি নিহত হয়ে তার পেট থেকে পড়ে গিয়েছিল), একটি গোলাম বা বাঁদী রক্তপণস্বরূপ আদায় করতে হবে। কিন্তু রক্তপণ আদায়ের পূর্বেই মহিলাটি মৃত্যুবরণ করে। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফায়সালা করলেন যে, তার উত্তরাধিকার তার সন্তান এবং স্বামী পাবে এবং রক্তপণ তার অভিভাবকদেরকে আদায় করতে হবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৭২৮]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে লিহ্ইয়ান গোত্রের কথা বলা হয়েছে আর সামনের হাদীসে হুযায়ল গোত্রের কথা বলা হয়েছে। মূলতঃ ঘটনা একই। কেননা লিহ্ইয়ান হলো হুযায়ল গোত্রের একটি ছোট অংশ। সুতরাং উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। হাদীসের বাণী (سَقَطَ مَيِّتًا) অর্থাৎ গর্ভপাতটি হয়েছিল মৃতাবস্থায়, তাই রসূল (সাঃ) একটি দাস বা একটি দাসী প্রদান করার ফায়সালা দিয়েছেন। আর যদি জীবন্ত অবস্থায় গর্ভপাত হওয়ার পর মারা যায় তবে পূর্ণ দিয়াত দেয়া ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে ছেলে সন্তান হলে একশত উট আর মেয়ে সন্তান হলে পঞ্চাশটি উট ওয়াজিব হবে। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১২শ খণ্ড, হাঃ ৬৯০৯; শার্হু মুসলিম ১১শ খণ্ড, হাঃ ১৬৮১; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৫৬৬; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৪১০)

٣٤٨٨ ـ[٣] وَعَنْهُ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرٰى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِيْ بَطْنِهَا فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ دِيَةَ جَنِيْنِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيْدَةٌ وَقَضٰى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلٰى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৪৮৮-[৩] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ল গোত্রের দুই মহিলা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়ে একজন অপরজনের ওপর পাথর মেরে আঘাত করে। ফলে একজন তার গর্ভস্থিত ভ্রূণসহ নিহত হয়। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফায়সালা দিলেন যে, গর্ভস্থিত ভ্রূণের রক্তপণ হলো একজন গোলাম বা বাঁদী। আর নিহত মহিলার রক্তপণ হত্যাকারিণী মহিলার অভিভাবকদেরকে আদায় করতে হবে। আর হত্যাকারিণী মহিলার (মৃত্যুতে) সন্তান এবং উত্তরাধিকারীরা তার মীরাস পাবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৭২৯]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের ঘটনা আর পূর্বের হাদীসের ঘটনা অনুরূপ। ولد একটি জাতিগত শব্দ। এটা দ্বারা একজন বা বহুজনকেও বুঝায়। এখানে সমস্ত সন্তান উদ্দেশ্য, সে ছেলে হোক বা মেয়ে হোক।

(وَمَنْ مَعَهُمْ) এর দ্বারা অন্যান্য "যাবিল ফুরুয" ওয়ারিসদের কথা বুঝানো হয়েছে। আসাবাগণকে এ কারণে দিয়াত আদায় করতে হয় যে, প্রথমতঃ হত্যাকারী কোনো কাজ করতে তাদের ওপর বেশী ভরসা রাখে। দ্বিতীয়তঃ এ হত্যাকারী যদি কোনো ভালো এবং প্রশংসনীয় কাজ করে, তখনও তারা লাভবান হয় ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করে থাকে। সুতরাং দায়-দায়িত্ব বহনেও তারা অংশীদার থাকবে। এটাই যুক্তিসঙ্গত।

(মির্ক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১২শ খণ্ড, হাঃ ৬৯১০; শার্হু মুসলিম ১১শ খণ্ড, হাঃ ১৬৮১; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৫৬৬; শার্হুন্ নাসায়ী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ৪৮৩৩)

٣٤٨٩ ـ[٤] وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا ضَرَّتَيْنِ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرٰى بِحَجَرٍ أَوْ عَمُوْدِ فُسْطَاطٍ فَأَلْقَتْ جَنِيْنَهَا فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْجَنِيْنِ غُرَّةً: عَبْدًا أَوْ أَمَةً وَجَعَلَهٗ عَلٰى عَصَبَةِ

---

[৭২৮] **সহীহ :** বুখারী ৬৯০৯, মুসলিম ১৬৮১, নাসায়ী ৪৮১৭, তিরমিযী ২১১১, আবূ দাউদ ৪৫৭৭, আহমাদ ১০৯৭৩।

[৭২৯] **সহীহ :** বুখারী ৬৯১০, মুসলিম ১৬৮১, আবূ দাউদ ৪৫৭৬, নাসায়ী ৪৮১৮, আহমাদ ১০৯১৬, ইরওয়া ২২০৫।

الْمَرْأَةِ هٰذِهٖ رِوَايَةُ التِّرْمِذِيِّ وَفِيْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: قَالَ: ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُوْدِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلٰى فَقَتَلَتْهَا قَالَ: وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانِيَّةٌ قَالَ: فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُوْلَةِ عَلٰى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِيْ بَطْنِهَا.

৩৪৮৯-[৪] মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন দুই সতীন পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়ে পাথর অথবা তাঁবুর খুঁটি দ্বারা একজন অপরজনকে আঘাত করলে গর্ভধারিণীর গর্ভপাত হয়ে যায়; অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ গর্ভস্থিত ভ্রূণের জন্য একটি গোলাম বা বাঁদী দেয়ার ফায়সালা করেন। আর এটা হত্যাকারিণী মহিলার অভিভাবকদের ওপর ওয়াজিব করলেন। (তিরমিযী)[৭৩০]

আর মুসলিম-এর বর্ণনায় আছে, মুগীরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈকা মহিলা তার সতিনকে তাঁবুর খুঁটির আঘাতে মেরেই ফেলল। নিহত মহিলাটি ছিল গর্ভবতী। মুগীরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তাদের একজন ছিল লিহ্ইয়ান গোত্রের রমণী। রাবী বলেন, নিহত মহিলার রক্তপণ রসূলুল্লাহ ﷺ হত্যাকারিণীর অভিভাবকদের ওপর ওয়াজিব করলেন আর গর্ভস্থিত ভ্রূণের রক্তপণস্বরূপ একটি গোলাম বা বাঁদী দেয়ার নির্দেশ প্রদান করলেন।

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : হাদীসে বর্ণিত হত্যার লাঠিটি ছিল তাঁবুর ছোট খুঁটি। غُرَّةٌ শব্দের অর্থ হলো- দাস-দাসী, যদি কেউ কোনো গর্ভবতীকে হত্যা করে তবে গর্ভবতী ও গর্ভস্থ সন্তানের জন্য আলাদা আলাদাভাবে তার ওপর দিয়াত ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ গর্ভবতীর জন্য পূর্ণ দিয়াত আদায় করতে হবে, আর গর্ভস্থ সন্তানের জন্য একটি غُرَّةٌ অর্থাৎ দাস বা দাসী দিয়াত হিসেবে প্রদান করতে হবে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১২শ খণ্ড, হাঃ ৬৯০৫; শারহু মুসলিম ১১শ খণ্ড, হাঃ ১৬৮১; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৪১১)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٤٩٠ -[٥] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ: مِنْهَا أَرْبَعُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهَا أَوْلَادُهَا». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

৩৪৯০-[৫] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জেনে রাখ, স্বেচ্ছায় হত্যার ন্যায় ভুলবশত হত্যা; যেমন- চাবুক অথবা লাঠির দ্বারা হত্যা করা হয়। তার দিয়াত (রক্তপণ) একশত উট, তন্মধ্যে চল্লিশটি হবে গর্ভবতী। (নাসায়ী, ইবনু মাজাহ ও দারিমী)[৭৩১]

ব্যাখ্যা : أَلَا শব্দটি সতর্কতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, শারী'আতে অনিচ্ছাকৃত হত্যা বলতে কিছুই নেই। হত্যা তো হত্যাই ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক। সর্বাবস্থায় দিয়াত ওয়াজিব হবে। ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, শিব্হিল 'আম্দ (ইচ্ছাকৃতের মতে) কোনো হত্যা নেই। বরং

---

[৭৩০] **সহীহ :** মুসলিম ১৬৮২, তিরমিযী ১৪১১।

[৭৩১] **হাসান :** নাসায়ী ৪৭৯৩, আবূ দাউদ ৪৫৪৭, ইবনু মাজাহ ২৬২৮, দারিমী ২৩৮৮, বুখারী ৬৮৯৫। তবে ইবনু মাজাহ এর সানাদটি দুর্বল।

হত্যা ইচ্ছাকৃত অথবা ভুলবশত, এই দুই প্রকারই হতে পারে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেন, ইবনু 'উমার ও 'আলী -এর বর্ণিত হাদীস (أَنَّ الْقَتْلَ بِالْمُثَقَّلِ شِبْهُ عَمْدٍ لَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ) দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, শিব্হে 'আম্দ নামেও এক প্রকার হত্যা আছে যার বদলে ক্বিসাস ওয়াজিব হয় না, বরং দিয়াত ওয়াজিব হয়। সাধারণত চাবুক কিংবা লাঠি দ্বারা আঘাত করলে হত্যা করার উদ্দেশ্য থাকে না। কেননা তার আঘাত হালকাই হয়ে থাকে। এতদসত্ত্বেও যদি মরে যায় তবে বলতে হবে যে, অনিচ্ছাকৃত মারা পড়েছে। সুতরাং এ জাতীয় হত্যাকে বলা হয় শিব্হে 'আম্দ, কিন্তু যদি ভারী বস্তু দ্বারা আঘাত করা হয় তখন বলতে হবে যে, ইচ্ছা করেই মেরেছে আর এ হত্যাকে বলা বলা হয় কতলে 'আম্দ, এ ক্ষেত্রে ক্বিসাস ওয়াজিব হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাসায়ী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ৪৮০৫)

٣٤٩١ -[٦] وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْهُ وَابْنُ مَاجَهْ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَفِيْ «شَرْحِ السُّنَّةِ» لَفْظُ «الْمَصَابِيحِ» عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

৩৪৯১-[৬] আর আবূ দাঊদ এবং ইবনু মাজাহ এ হাদীসটি 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র এবং ইবনু 'উমার হতে বর্ণনা করেছেন। আর আর শারহুস্ সুন্নাহ্-তে মাসাবীহ এর ভাষ্যে ইবনু 'উমার হতে বর্ণিত হয়েছে।[৭৩২]

ব্যাখ্যা : অনিচ্ছাকৃতভাবে চাবুক বা লাঠির আঘাতে মারা গেলে এ ক্ষেত্রে দিয়াত হিসেবে ১০০ উট প্রদান করতে হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٤٩٢ -[٧] (ضعيف النسائى) وَعَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَكَانَ فِيْ كِتَابِهِ: «أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا فَإِنَّهُ قَوَدُ يَدِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ» وَفِيهِ: «أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ» وَفِيهِ: «فِي النَّفْسِ الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَسْنَانِ الدِّيَةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِيْ كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَفِيْ رِوَايَةِ مَالِكٍ: «وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ».

৩৪৯২-[৭] আবূ বাক্র ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আম্র ইবনু হায্ম তাঁর পিতার মাধ্যমে তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। (তিনি বলেন,) রসূলুল্লাহ ইয়ামান অধিবাসীদের নিকট লিখে পাঠান। (তাতে লেখা ছিল) যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অনৈতিকভাবে কোনো মু'মিনকে হত্যা করে, তা তার হাতের (কর্ম ফলের) প্রাপ্য ক্বিসাস; তবে যদি নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ অন্য কিছুতে রাজি হয়ে যায়। আর তাতে এটাও লেখা ছিল যে, নারী প্রতিশোধস্বরূপ পুরুষকে হত্যা করা যাবে। তাতে এটাও ছিল যে, প্রাণের রক্তপণ হলে

[৭৩২] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৪৫৪৯, শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৫৩৬। কারণ এর সানাদে 'আলী বিন যায়দ বিন জাদ্'আন একজন দুর্বল রাবী

একশত উট। আর যদি কেউ স্বর্ণ দ্বারা রক্তপণ আদায় করতে চায়, তবে একহাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) দিতে হবে। আর যদি কারো নাক মূল হতে কেটে ফেলা হয়, তার রক্তপণ হলো একশত উট। সমস্ত দাঁতের বিনিময়ে পরিপূর্ণ রক্তপণ, উভয় ঠোঁটের বিনিময়ে পরিপূর্ণ রক্তপণ, উভয় অণ্ডকোষের বিনিময়ে পরিপূর্ণ রক্তপণ, লিঙ্গ কাটলেও পরিপূর্ণ রক্তপণ, মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেললে পরিপূর্ণ রক্তপণ, উভয় চোখ ফুড়িয়ে দিলে বা উপড়ে ফেললে পরিপূর্ণ রক্তপণ ওয়াজিব হবে। তবে এক পা কেটে ফেললে অর্ধেক রক্তপণ। আর মস্তকের খুলিতে আঘাত করলে এবং পেটের ভিতরাংশে আঘাত হানলেও এক-তৃতীয়াংশ রক্তপণ দিতে হবে। আর যদি কোনো আঘাতের দরুন হাড্ডি স্থানচ্যুত হয়ে যায়, তাহলে পনেরোটি উট রক্তপণ ওয়াজিব হবে। আর হাত ও পায়ের প্রতিটি আঙ্গুলের রক্তপণ হলো দশটি উট এবং প্রতিটি দাঁতের রক্তপণ পাঁচটি উট ওয়াজিব হবে। (নাসায়ী ও দারিমী)[৭৩৩]

আর ইমাম মালিক-এর বর্ণনায় আছে, এক চোখের রক্তপণ হলো পঞ্চাশটি উট এবং পায়ের রক্তপণ হলো পঞ্চাশটি উট এবং এক হাতের রক্তপণ হলো পঞ্চাশটি উট। আর এমনভাবে আঘাত করা, যার দরুন হাড্ডি বহিঃপ্রকাশ হয়ে যায়, তার জন্য পাঁচটি উট ওয়াজিব হবে।

ব্যাখ্যা : দীর্ঘ এ হাদীসের আলোকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, মানব দেহের যে সকল অঙ্গের সাথে বিশেষ ধরনের উপকার অথবা যার সাথে মানবের সৌন্দর্য জড়িত রয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করলে তার জন্য মর্যাদা অনুযায়ী দিয়াত ওয়াজিব হবে। মূলতঃ মানব দেহ হলো অতি মর্যাদাসম্পন্ন। তাই তার সামান্য অংশও নষ্ট করলে কোনো সময় বলা হয়ে থাকে পুরো দেহটাই নষ্ট করে ফেলেছে। এরই প্রেক্ষিতে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এমন একটি আঘাতের জন্য, যার দরুন আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির বোধশক্তি, শ্রবণশক্তি, বাকশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছিল, ফলে আঘাতকারীর ওপর চারটি দিয়াত ওয়াজিব করেছিলেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহুন্ নাসায়ী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ৪৮৬৮; শারহু মুয়াত্ত্বা মালিক ৮ম খণ্ড, হাঃ ১৫০১)

٣٤٩٣ -[٨] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسًا خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَسْنَانِ خَمْسًا خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ الْفَصْلَ الْأَوَّلَ

৩৪৯৩-[৮] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যদি কারও আঘাতের কারণে ক্ষত তার শরীরের হাড্ডি প্রকাশ হয়, তার জন্য পাঁচটি উট এবং দাঁত ভাঙ্গার ক্ষেত্রে (প্রত্যেকটি দাঁতের জন্য) পাঁচটি উট আদায় করতে হবে। (আবূ দাউদ, নাসায়ী ও দারিমী);[৭৩৪] আর তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ শুধুমাত্র এ হাদীসের প্রথম অংশটিই বর্ণনা করেছেন)

ব্যাখ্যা : اَلْمَوَاضِحِ শব্দটি موضحة এর বহুবচন। আর موضحة এমন আঘাতকে বলা হয় যে আঘাতের কারণে শরীরের হাড় প্রকাশ পায়। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক মুযিহাহ্ আঘাতের দিয়াত (রক্তপণ) স্বরূপ পাঁচটি করে উট এবং প্রতিটি দাঁতের জন্য পাঁচটি করে উট দিতে নির্দেশ দিতেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৫৫৫; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৩৯০)

---

[৭৩৩] **য'ঈফ :** নাসায়ী ৪৮৫৩, দারিমী ২৩৯৭, মালিক ১৬৪৭। কারণ এর নাসাদে সুলায়মান বিন দাউদ একজন দুর্বল রাবী।

[৭৩৪] **সহীহ :** আবূ দউদ ৪৫৬৬, তিরমিযী ১৩৯০, নাসায়ী ৪৮৫৬, ইবনু মাজাহ ২৬৫৫, দারিমী ২৪১৭, ইরওয়া ২২৮৫, সহীহ আল জামি' ৪২৫৬।

٣٤٩٤ - [٩] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

৩৪৯৪-[৯] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ উভয় হাত ও উভয় পায়ের অঙ্গুলিসমূহের রক্তপণ সমপরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী)[৭৩৫]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীস থেকে জানা যায় যে, ক্বিসাস গ্রহণের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করতে হবে, তবে আঙ্গুলের ক্বিসাস গ্রহণের বেলায় হাত ও পায়ের আঙ্গুলকে সমপর্যায়ের বিবেচনা করা হয়েছে। ক্বিসাস গ্রহণের ক্ষেত্রে নাবী ﷺ হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহকে একই পর্যায়ের নির্ধারণ করছেন।
('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৫৫১; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৩৯১)

٣٤٩٥ - [١٠] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَلْأَصَابِعُ سَوَاءٌ وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ هٰذِهٖ وَهٰذِهٖ سَوَاءٌ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৪৯৫-[১০] উক্ত রাবী (ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সমস্ত অঙ্গুলি (রক্তপণের ক্ষেত্রে) সমপরিমাণ। অনুরূপভাবে সকল দাঁতও সমপরিমাণ এবং সম্মুখের দাঁত ও মাড়ির দাঁতও সমান। এটা ও ওটা (অঙ্গুলি ও দাঁতসমূহ) সমান। (আবূ দাঊদ)[৭৩৬]

ব্যাখ্যা : ثنية শব্দটি الثنايا শব্দের একবচন, এর অর্থ হচ্ছে সামনের দাঁতগুলো, উপরের দিক থেকে দু'টি এবং নিচের দিক থেকে দু'টি।

الضرس শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হলো أَضْرَاس। সানায়া দাঁত বাদ দিয়ে বাকী দাঁতগুলোকে أَضْرَاس বলে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

মুনযিরী বলেন : ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। হাত অথবা পায়ের আঙ্গুলের দিয়াত সমান। অর্থাৎ প্রতিটি আঙ্গুলের দিয়াত দশটি করে উট। আর ইবনু মাজাহ-এর বর্ণনায় আছে, দাঁত সবগুলোই সমান। অর্থাৎ সকল প্রকার দাঁতের ক্বিসাস সমান। আর তা হলো ৫টি উট। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৫৪৯)

٣٤٩٦ - [١١] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ: خَطَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهٗ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَزِيدُهٗ إِلَّا شِدَّةً الْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلٰى مَنْ سِوَاهُمْ يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ يَرُدُّ سَرَايَاهُمْ عَلٰى قَعِيدَتِهِمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ». وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: «دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

[৭৩৫] সহীহ : আবূ দাঊদ ৪৫৬১, তিরমিযী ১৩৯১, ইরওয়া ২২৭১, সহীহ আল জামি' ১০১২।

[৭৩৬] সহীহ : আবূ দাঊদ ৪৫৫৯, ইবনু মাজাহ ২৬৫০, ইরওয়া ২২৭৭, সহীহ আল জামি' ২৭৭৯।

৩৪৯৬-[১১] ‘আম্‌র ইবনু শু‘আয়ব (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাক্কাহ্ বিজয়ের বৎসর এক খুত্ববাহ্ দেন। অতঃপর খুত্ববায় তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, হে লোক সকল! ইসলামে জোট বা চুক্তি নেই। অবশ্য জাহিলিয়্যাত যুগে যে সকল চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, ইসলাম আবির্ভূত হওয়ায় তা আরও সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করে। অমুসলিমদের মুকাবেলায় মুসলিম একটি হাতস্বরূপ। কোনো একজন মুসলিমও যদি কাউকে আশ্রয় দেয়, তবে সকল মুসলিমের পক্ষ থেকে তা রক্ষা করা অবধারিত। দূরবর্তী সৈন্যদল যদি গনীমাত লাভ করে, সন্নিকটবর্তীগণও তার অধিকারী হবে, অর্থাৎ- যুদ্ধরত সেনারা যা অর্জন করবে, তাদের পশ্চাতে থাকা সেনারাও তার অংশীদার হবে। (জেনে রেখ) কোনো কাফিরের হত্যার বিনিময়ে কোনো মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না। একজন কাফিরের রক্তপণ হলো একজন মুসলিমের রক্তপণের অর্ধেক। পশু-প্রাণীর যাকাত নির্দিষ্ট জায়গায় বসে থেকে আদায় করা গ্রহণযোগ্য নয়। আর যাকাতের ভয়ে পলায়নপর হয়ে পশু নিয়ে দূরবর্তী অঞ্চলে চলে যাওয়াও জায়িয নেই। জনসাধারণের নিজ আবাসস্থলে গিয়েই যাকাত আদায় করতে হবে। অপর এক বর্ণনায় আছে, আশ্রিত নিরাপত্তাপ্রাপ্তির রক্তপণ হলো একজন স্বাধীন মুসলিমের অর্ধেক। (আবূ দাঊদ)[৭৩৭]

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লেখিত حلف শব্দটির অর্থ হচ্ছে অঙ্গীকার বা চুক্তি।

এখানে যে চুক্তি বা অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে জাহিলী যুগে লোকেরা যেসব চুক্তি করেছে সেগুলো। জাহিলী যুগে লোকেরা যুদ্ধ-বিগ্রহের ক্ষেত্রে একে-অপরের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতো যে, তারা ফিত্‌নাহ্-ফ্যাসাদের ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা করবে। তাই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ ধরনের কাজে সহযোগিতা করতে নিষেধ করলেন। তবে মু'মিনগণ কল্যাণের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করবে, কারণ তারা সবাই মিলে পরস্পর ভাই ভাই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ "মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই"- (সূরাহ্ আল হুজুরত ৪৯ : ১০)।

(وَمَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ) এ বাক্যটি দ্বারা এই কথাও বুঝানো হয়েছে যে, জাহিলী যুগে যেমন খারাপ কাজের প্রচলন ছিল তেমনি তাদের মধ্যে এ কাজটি বড় প্রচলন ছিল যে, তারা মাযলূমকে সাহায্য করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে এবং এজন্য তারা অঙ্গীকারও করত। এ কাজটিকে ইসলাম আরো জোরদার করেছে।

(وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ يَرُدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعِيدَتِهِمْ) এ বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সকল মুজাহিদ ময়দানে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গনীমাতের মাল অর্জন করে, সেই গনীমাত কেবল তারাই ভোগ করবে না। বরং তাদের পেছনে যেসব মুজাহিদ রয়েছে তারাও এর অংশ পাবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٤٩٧ ـ[١٢] وَعَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «قَضٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ دِيَةِ الْخَطَأِ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرِينَ ابْنَ مَخَاضٍ ذُكُورٍ وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرِينَ جَذَعَةً وَعِشْرِينَ حِقَّةً». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالصَّحِيحُ أَنَّهٗ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَخِشْفٌ مَجْهُولٌ لَا

[৭৩৭] হাসান : আবূ দাঊদ ৪৫৩১, ৪৫৮৩, আহমাদ ৬৬৯২।

يُعْرَفُ إِلَّا بِهٰذَا الْحَدِيثِ وَرُوِىَ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَدٰى قَتِيلَ خَيْبَرَ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَلَيْسَ فِىْ أَسْنَانِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ابْنُ مَخَاضٍ إِنَّمَا فِيهَا ابْنُ لَبُوْنٍ.

৩৪৯৭-[১২] খিশ্‌ফ ইবনু মালিক (রহঃ) সূত্রে ইবনু মাস্‌'ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ভুলক্রমে হত্যার রক্তপণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একশত উট নির্ধারণ করেছেন। তন্মধ্যে বিশটি এক বছরপূর্ণ মাদী, বিশটি এক বছরপূর্ণ নর; বিশটি দুই বছরপূর্ণ (বাচ্চা), বিশটি চার বছরের এবং বিশটি গর্ভবতী উট। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী)[৭৩৮]

আর সঠিক কথা হলো হাদীসটি মাওকূফ এ কারণে যে, এটি ইবনু মাস্‌'ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর উক্তি এবং খিশ্‌ফ একজন অপরিচিত রাবী, অন্য কোনো হাদীসে তার নামোল্লেখ নেই। আর শারহুস্ সুন্নাহ্-তে বর্ণিত হয়েছে, খায়বারে নিহত লোকের রক্তপণ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর যাকাতের উট থেকে একশত উট আদায় করেছেন। আর এ যাকাতের উটের মাঝে এক বছরের কোনো উট ছিল না; বরং দুই বছরের নর উট থাকতে পারে।

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, ভুলবশতঃ হত্যার দিয়াত হিসেবে ১০০ উট নির্ধারণ করা হয়েছে। আর এই ১০০ উট পাঁচ প্রকারের বিভক্ত :

২০টি বিনতু মাখায (মাদী)
২০টি বিনতু লাবূন (নর)
২০টি ইবনু মাখায (এক বৎসরের নর উট)
২০টি জাযা'আহ্ (যার বয়স ৪ বৎসর পূর্ণ হয়েছে)
২০টি হিক্কাহ্ (যার বয়স ৩ বৎসর পূর্ণ হয়ে ৪ বৎসরে উপনীত হয়েছে)।

(তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৩৮৬)

٣٤٩٨ - [١٣] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ: كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَمَانَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: فَكَانَ كَذٰلِكَ حَتّٰى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَامَ خَطِيبًا قَالَ: إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَتْ. قَالَ: فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلٰى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَعَلٰى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا وَعَلٰى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَعَلٰى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَعَلٰى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ قَالَ: وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৪৯৮-[১৩] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে রক্তপণের মূল্য ছিল আটশত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) অথবা আট হাজার দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা)। আর তখন আহলি কিতাব তথা ইয়াহূদী-নাসারাদের রক্তপণ ছিল মুসলিমের রক্তপণের অর্ধেক। তিনি ('আম্‌র ইবনু শু'আয়ব-এর দাদা) বলেন, এরূপই চলে আসছিল, যখন 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফাহ্ নিযুক্ত হন, তখন তিনি জনগণের উদ্দেশে দাঁড়িয়ে বলেন, এখন উটের দাম অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। রাবী বলেন, তাই

[৭৩৮] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ৪৫০৫, তিরমিযী ১৩৮৬, ইবনু মাজাহ ২৬৪১, আহমাদ ৪৩০৩, য'ঈফাহ্ ৪০২০, য'ঈফ আল জামি' ৪০১২। কারণ এর সানাদে খিশ্‌ফ একজন মাজহূল রাবী আর হাজ্জাজ বিন আরাত্ব একজন মুদাল্লিস রাবী।

'উমার রাঃ (পূর্ব নির্ধারিত) রক্তপণের পরিমাণ (পরিবর্তন করার) স্থির করলেন, স্বর্ণের মালিকের ওপর একহাজার দীনার, রৌপ্যের মালিকের ওপর বারো হাজার দিরহাম, গরুর মালিকের উপর দু'শত গাভী, ছাগলের মালিকের ওপর দুই হাজার বকরী ও কাপড়ের মালিকের উপর দু'শত জোড়া কাপড়। রাবী বলেন, নিরাপত্তাপ্রাপ্ত আশ্রিতদের রক্তপণ নাবী ﷺ-এর যুগে যা ছিল 'উমার রাঃ তা পরিবর্তন না করে তা-ই বহাল রাখলেন। (আবূ দাঊদ)[৭৩৯]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, দিয়াতের মূল্য নির্ধারণের মূল জিনিস হচ্ছে উট। তাই উটের মূল্য কম-বেশি হওয়ার কারণে দিয়াতের মূল্যও কম-বেশি হয়। শামানী বলেন, স্বর্ণের দ্বারা দেয়া দিয়াতের পরিমাণ ১০০০ দীনার আর রৌপ্য হলে তার পরিমাণ হবে ১০,০০০ (দশ হাজার) দিরহাম। আর যদি উট হয় তবে তার সংখ্যা হলো ১০০।

ইমাম শাফি'ঈ, আহমাদ, মালিক ও ইসহাক্ব (রহঃ) বলেন : দিয়াতের ক্ষেত্রে রৌপ্য মুদ্রার পরিমাণ হবে ১২,০০০। এ ব্যাপারে সুনানে আর্‌বা'আতে ইবনু 'আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, বানী 'আদী গোত্রের একজন লোক নিহত হয়েছিল, তাই নাবী ﷺ তার দিয়াত নির্ধারণ করেছিলেন ১২ হাজার দিরহাম।
(আবূ দাউদ ৪৫৪৬ ৪/৬৭১, তিরমিযী ১৩৮৮ ৪/৬, নাসায়ী ৪৮০৩ ৮/৪৪, ইবনে মাজাহ ২৬২৯ ২/৮৭৮; মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٤٩٩ـ[١٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৩৪৯৯-[১৪] ইবনু 'আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ রক্তপণের পরিমাণ বারো হাজার (রৌপ্যমুদ্রা বা দিরহাম) নির্ধারণ করেছেন। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, দারিমী)[৭৪০]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে (اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا) তথা ১২ হাজার বলতে ১২ হাজার দিরহাম বুঝানো হয়েছে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٥٠٠ـ[١٥] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَأِ عَلَى أَهْلِ الْقُرٰى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلٰى أَثْمَانِ الْإِبِلِ فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَاجَتْ رُخْصٌ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا وَبَلَغَتْ عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلٰى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ وَعِدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ: وَقَضٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلٰى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَعَلٰى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ» وَقَضٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ

৩৫০০-[১৫] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব রাঃ তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ভুলক্রমে হত্যার রক্তপণ গ্রামবাসীদের ওপর নির্ধারণ করেছেন উটের মূল্যের উপর

[৭৩৯] **হাসান :** আবূ দাউদ ৪৫৪২, ইরওয়া ২২৪৭।
[৭৪০] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৪৫৪৬, নাসায়ী ৪৮০৩, তিরমিযী ১৩৮৮, ইবনু মাজাহ ২৬২৯, দারিমী ২৪০৮।

হিসাব করে চারশত স্বর্ণমুদ্রা অথবা তার সমপরিমাণ মূল্যের রৌপ্যমুদ্রা। অতএব যদি উটের মূল্য বৃদ্ধি পেত তখন রক্তপণের মূল্য বর্ধিত করে দিতেন। আর যদি উটের মূল্য হ্রাস পেত তখন রক্তপণের মূল্য কমিয়ে দিতেন। সুতরাং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে রক্তপণের মূল্য চারশত স্বর্ণমুদ্রা থেকে আটশত স্বর্ণমুদ্রা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেত। আর আটশত স্বর্ণমুদ্রার সমপরিমাণ রৌপ্যমুদ্রা ছিল আট হাজার দিরহাম। রাবী বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ গাভীর মালিকের ওপর দুইশত গাভী আর বকরীর মালিকের ওপর দুই হাজার বকরী (রক্তপণস্বরূপ) নির্ধারণ করেছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন, রক্তপণের ধন-সম্পদ নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের হাক্ব। রসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন, মহিলার রক্তপণ তার অভিভাবকগণ ভাগ-বণ্টন অনুপাতে বহন করবে এবং হত্যাকারী কিছুতেই নিহত ব্যক্তির ধন-সম্পদের উত্তরাধিকার হবে না। (আবূ দাউদ)[৭৪১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, উটের মূল্য বৃদ্ধি পেলে দিয়াতের মূল্যও বৃদ্ধি পেত। যার ফলে নাবী ﷺ-এর সময়ের দিয়াতের মূল্য চারশ' দীনার হতে আটশ' দীনার পর্যন্ত উঠানামা করত। এখানে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে আর তা হলো- কোনো মহিলার অপরাধের কারণে যদি দিয়াত দিতে হয় তবে এর দায়িত্ব বহন করবে তার আবাসাগণ, তারা তাদের নিজ মীরাসের অংশের অনুপাতে তা ভাগ করে নেবে।

এ হাদীসে আরো একটি বিষয় স্পষ্ট করা হয়েছে আর তা হলো দিয়াত নিহত ব্যক্তির মীরাস, তার ওয়ারিসগণ এর অধিকারী হবে। কিন্তু হত্যাকারী যদি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস হয় তাহলে সে দিয়াতের ওয়ারিস তথা নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস হতে বঞ্চিত হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٥٠١-[١٦] وَعَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهٗ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৫০১-[১৬] উক্ত রাবী ('আম্‌র ইবনু শু'আয়ব ﷺ) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : "শিব্‌হিল 'আম্‌দ" তথা ইচ্ছার সদৃশ হত্যার রক্তপণও ইচ্ছাকৃত হত্যার রক্তপণের ন্যায় কঠোরতর হবে। তবে হত্যাকারীকে হত্যা করা যাবে না। (আবূ দাউদ)[৭৪২]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে যে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো, ইচ্ছাকৃত হত্যার কারণে যেরূপ দিয়াত বা জরিমানা আসবে, (عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ) তথা ইচ্ছাকৃত হত্যা নয় তবে ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হত্যার ক্ষেত্রেও একই ধরনের দিয়াত বা জরিমানা দিতে হবে। তবে এখানে পার্থক্য হচ্ছে কেউ কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে তার থেকে ক্বিসাস নেয়া হবে, কিন্তু (مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ) (ইচ্ছাকৃত হত্যার মতো হত্যা) এর ক্ষেত্রে ক্বিসাস প্রযোজ্য হবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٥٠٢-[١٧] وَعَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ: قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا بِثُلُثِ الدِّيَةِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

---

[৭৪১] হাসান : আবূ দাউদ ৪৫৬৪, নাসায়ী ৪৮০১।

[৭৪২] হাসান : আবূ দাউদ ৪৫৬৫, আহমাদ ৬৭১৮, সহীহ আল জামি' ৪০১৬।

৩৫০২-[১৭] উক্ত রাবী ('আম্‌র ইবনু শু'আয়ব রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কারও চোখ আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ক্ষত হলে এবং চোখ যথাস্থানে বহাল থাকলে, এজন্য পূর্ণ রক্তপণের এক-তৃতীয়াংশ আদায় করতে হবে। (আবূ দাঊদ ও নাসায়ী)[৭৪৩]

ব্যাখ্যা : (الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ) এর দ্বারা ঐ চক্ষুকে বুঝানো হয়েছে যা তার নির্দিষ্ট স্থান থেকে উপড়ে যায়নি। বরং স্বস্থানে তা বহাল রয়েছে এবং চেহারার সৌন্দর্যও নষ্ট হয়নি। এক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ প্রযোজ্য হবে। 'মুখতাসারুত্ ত্বীবী'তে রয়েছে, যদি চোখের সম্পূর্ণ জ্যোতি নষ্ট হয়ে যায় তবে পূর্ণ দিয়াত বা জরিমানা দিতে হবে। আর যদি একটি চক্ষু নষ্ট হয়ে যায় তবে অর্ধেক দিয়াত দিতে হবে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٥٠٣ـ[١٨] (شاذ) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْجَنِيْنِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ: رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَخَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْ يَذْكُرْ: أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ.

৩৫০৩-[১৮] মুহাম্মাদ ইবনু 'আম্‌র (রহঃ) আবূ সালামাহ্ (রহঃ) হতে, তিনি আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্ট করার দরুন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গোলাম বা বাঁদী অথবা একটি ঘোড়া বা খচ্চর রক্তপণের নির্দেশ দিয়েছেন। (আবূ দাঊদ)[৭৪৪]

ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) আরও বলেন, হাদীসটি হাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ এবং খালিদ ওয়াসিত্বী (রহঃ) মুহাম্মাদ ইবনু 'আম্‌র (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু উভয়ের একজনও ঘোড়া অথবা খচ্চরের কথা বর্ণনা করেননি।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটিতে যে বিধান দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে, কারো দ্বারা যদি গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হয়ে যায় তবে তারও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। হাদীসে এ সম্পর্কে غُـرَّةٌ শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মূল্যবান ও সুন্দর জিনিস, 'আরবরা শব্দটিকে এ অর্থেই ব্যবহার করে থাকে। আর এখানে এর দ্বারা ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসীকে বুঝানো হয়েছে, তবে হাদীসের মধ্যে ঘোড়া ও খচ্চরের কথা বর্ণিত রয়েছে তা ঊর্ধ্বতন বর্ণনাকারী 'ঈসা ইবনু ইউনুস কর্তৃক ভুলক্রমে বর্ণিত হয়েছে। এ অংশটি সহীহ নয়।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ৪৫৬৮; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٥٠٤ـ[١٩] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ

৩৫০৪-[১৯] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যদি নিজেকে চিকিৎসক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে অথচ সে চিকিৎসাশাস্ত্রে সুপরিচিত নয়। তাহলে সে দোষী সাব্যস্ত হবে। (আবূ দাঊদ, নাসায়ী)[৭৪৫]

---

[৭৪৩] **হাসান :** আবূ দাঊদ ৪৫৬৭, নাসায়ী ৪৮৪০, ইরওয়া ২২৯৩।

[৭৪৪] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ৪৫৭৯, নাসায়ী ৪৮৩১। কারণ এর সানাদটি শায।

[৭৪৫] **হাসান :** আবূ দাঊদ ৪৫৮৬, নাসায়ী ৪৮৩০, ইবনু মাজাহ ৩৪৩৮, সহীহাহ্ ৬৩৫, সহীহ আল জামি' ৬১৫৩।

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে যে বিষয়টি জানা যায় তা হচ্ছে, চিকিৎসাবিদ্যা অর্জন না করে কারো চিকিৎসা করা জায়িয নয়। কারণ ভুল চিকিৎসা দিলে রোগীর হিতে বিপরীত হতে পারে। এমনকি রোগী মারাও যেতে পারে। যদি কারো ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে যায় অর্থাৎ ভুল চিকিৎসার কারণে রোগীর ক্ষতি হয় বা মারা যায় তবে যে চিকিৎসা করবে তাকে এর জরিমানা দিতে হবে। এতে কারো দ্বিমত নেই। তবে এক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যু হলে ক্বিসাস গ্রহণ করা যাবে না। কারণ রোগীর অনুমতিক্রমে সে চিকিৎসা করেছে।

('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৫৭৫; শারহুন্ নাসায়ী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ৪৮৪৫; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٥٠٥ -[٢٠] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّا أُنَاسٌ فُقَرَاءُ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِمْ شَيْئًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৩৫০৫-[২০] 'ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দরিদ্র গোষ্ঠীর এক বালক ধনী গোষ্ঠীর এক বালকের কান কেটে ফেলে। অতঃপর কান কর্তনকারী বালকটির অভিভাবকগণ নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বলল, আমরা গরীব ও দুস্থ লোক; তাই তিনি তাদের ওপর কোনো কিছু ধার্য করেননি।

(আবূ দাঊদ ও নাসায়ী)[৭৪৬]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, গরীব পরিবারের একটি ছেলে ধনী পরিবারের একটি ছেলের কান কেটে ফেলে। নাবী (ﷺ)-এর কাছে এ বিষয়টি উল্লেখ করা হলে তিনি কিছুই নির্ধারণ করেননি। এ থেকে বুঝা যায় যে, দিয়াত আদায়ের সামর্থ্য নেই এমন কারো ওপর দিয়াত ওয়াজিব হলে তা বায়তুল মাল থেকে পরিশোধ করা হবে। খত্ত্বাবী বলেন : ছেলেটি স্বাধীন ছিল কিন্তু এ ঘটনা ভুলক্রমে ঘটেছিল। ইবনুল মালিক ও অন্যান্য 'উলামাহ্গণ বলেন : এ সম্ভাবনাও আছে যে, ছেলেটি দাস ছিল।

('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৫৮৩; শারহুন্ নাসায়ী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ৪৭৬৫; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٥٠٦ -[٢١] (ضعيف الإسناد، ضعيف) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ أَثْلَاثًا ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً إِلٰى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَاتٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: فِي الْخَطَأِ أَرْبَاعًا: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৩৫০৬-[২১] 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "শিব্হিল 'আম্দ" তথা ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ হত্যার রক্তপণ তিন প্রকারের উট দ্বারা আদায় করতে হবে। তেত্রিশটি হিক্কাহ্ (যে উট তিন বৎসর পূর্ণ হয়ে চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করেছে), তেত্রিশটি জাযা'আহ্ (যে উট চার বৎসর পূর্ণ হয়ে পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করেছে), চৌত্রিশটি সানিয়্যাহ্ থেকে বাযিল (ষষ্ঠ হতে নবম বৎসর পর্যন্ত বয়সী উট); তবে অবশ্যই এ জাতীয় উটনী গর্ভবতী হতে হবে। অন্য বর্ণনায় আছে, ভুলবশত হত্যার রক্তপণ চার প্রকারের উট দ্বারা

[৭৪৬] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৪৫৯০, নাসায়ী ৪৭৫১, আহমাদ ১৯৯৩১।

আদায় করতে হবে– পঁচিশটি পূর্ণরূপে তিন বৎসরের, পঁচিশটি পূর্ণরূপে চার বৎসরের, পঁচিশটি পূর্ণ দুই বৎসরের আর পঁচিশটি পূর্ণ এক বছরের উটনী হতে হবে। (আবূ দাউদ)[৭৪৭]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে (قتل شبه عمد) অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ হত্যায় দিয়াত দিতে হবে তা বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হলো, ১. তেত্রিশটি হিক্কাহ্ (যে উটের বয়স চতুর্থ বছরে পড়েছে)। ২. চৌত্রিশটি সানিয়্যাহ্ হতে বাযিল পর্যন্ত (অর্থাৎ ৬ষ্ঠ হতে ৯ম বৎসর পর্যন্ত বয়সের উট), তবে এসব উট গর্ভবতী হতে হবে। উক্ত হাদীসে ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ ভুল হত্যা এবং ভুলক্রমে হত্যার দিয়াতের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৫৪১; মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٥٠٧ - [٢٢] (ضعيف الإسناد «موقوف») وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَضَى عُمَرُ ﷺ فِيْ شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثِيْنَ حِقَّةً وَثَلَاثِيْنَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِيْنَ خَلِفَةً مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلٰى بَازِلِ عَامِهَا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৫০৭-[২২] মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু "শিব্‌হিল 'আম্‌দ" তথা ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ হত্যার রক্তপণ ত্রিশটি তিন বছরের উট, ত্রিশটি চার বছরের উট এবং চল্লিশটি গর্ভবতী উটনী, যেগুলোর বয়স পঞ্চম বছর হতে নবম বছরের মধ্যে রয়েছে– এমন সব উট আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। (আবূ দাউদ)[৭৪৮]

٣٥٠٨ - [٢٣] وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضٰى فِي الْجَنِيْنِ يُقْتَلُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهٖ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيْدَةٍ. فَقَالَ الَّذِيْ قُضِيَ عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا هٰذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ مُرْسَلًا

৩৫০৮-[২৩] সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মায়ের পেটে থাকাবস্থায় গর্ভস্থিত ভ্রূণ হত্যার রক্তপণস্বরূপ একটি গোলাম বা বাঁদী মুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর রক্তপণে অভিযুক্ত বলে উঠল, আমি কি কারণে এরূপ রক্তপণ আদায় করব? যে কক্ষনো পান করেনি, কিছু খায়নি, কথাও বলেনি এবং কাঁদেওনি– এ জাতীয় হত্যার অপরাধ তো শাস্তিযোগ্য নয়। এতদশ্রবণে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ লোকটি তো গণক গোত্রের একজন।

(মালিক ও ইমাম নাসায়ী [রহঃ] হাদীসটি মুরসাল সানাদে)[৭৪৯]

ব্যাখ্যা : গর্ভস্থিত সন্তান হত্যা করলে কী বিধান হবে তা আগেও বর্ণনা করা হয়েছে, এ হাদীসেও সেই কথাই বলা হয়েছে যে, পেটের সন্তান হত্যা করলে একটি দাস বা দাসী দিয়াত দিতে হবে।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, নাবী ﷺ-এর ফায়সালা শুনার পর যার বিপক্ষে রায় গিয়েছিল সে ছন্দাকারে কিছু কথা বলেছিল। তখন নাবী ﷺ তাকে তিরস্কার করে গণকের ভাই বলেছিলেন। এর কারণ এটা ছিল যে, ছন্দাকারে কথা বলেছিল যাতে অন্যায়কে সমর্থন করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে ছন্দের মধ্যে যদি ন্যায়কে সমর্থন করা হয় তবে তা বৈধ। কেননা নাবী ﷺ-ও মাঝে মধ্যে ছন্দাকারে কথা বলতেন।

---

[৭৪৭] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৪৫৫১, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৭২৮৭।

[৭৪৮] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৪৫৫০। কারণ এর সানাদটি মুনক্বতি' – যেহেতু মুজাহিদ (রহ.) 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাক্ষাৎ পাননি।

[৭৪৯] **সহীহ :** মালিক ১৬৫৯, নাসায়ী ৪৮১৮।

যেমন তিনি দু'আর মধ্যে বলতেন, «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ» কিন্তু তিনি লোকটিকে তিরস্কার করেছিলেন এজন্য যে, সে নাবীর ফায়সালাকে মানতে রাজি ছিল না। (শারহুন্ নাসায়ী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ৪৮৩৫; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٥٠٩ـ[٢٤] وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ عَنْهُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مُتَّصِلًا.

৩৫০৯-[২৪] আর ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব (রহঃ) থেকে, তিনি আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে উক্ত হাদীসটি মুত্তাসিল সানাদে বর্ণনা করেছেন।[৭৫০]

(٢) بَابُ مَا يُضْمَنُ مِنَ الْجِنَايَاتِ

অধ্যায়-২ : যে সব অপরাধের ক্ষতিপূরণ (জরিমানা) নেই

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٥١٠ـ[١] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «اَلْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৫১০-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : পশু-প্রাণীর আঘাতের কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। খনিতে ক্ষতিপূরণ নেই এবং কূপে (পড়ে গিয়ে মারা গেলেও) কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৫১]

ব্যাখ্যা : اَلْعَجْمَاءُ শব্দটি اعجم-এর স্ত্রীলিঙ্গ। এর অর্থ চতুস্পদ প্রাণী। নির্বাক হওয়ার কারণে একে عجماء বলে অভিহিত করা হয়। আর যে সমস্ত প্রাণী কথা বলতে পারে না তাকে اعجمى বলা হয়। সহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার বলেন- মানুষ ব্যতিরেকে সব প্রাণীই হলো عجماء।

আর جُبَارٌ এর অর্থ নিস্ফল বা অকেজো যার কোনো মূল্য নেই। ইমাম তিরমিযী বলেন, اَلْعَجْمَاءُ বলা হয় এমন প্রাণীকে যা মালিকের নিকট থেকে ছুটে পালিয়ে যায়। আর جُبَارٌ বলা হয় এমন মূল্যহীন বস্তু যার জরিমানা দিতে হয় না। (ফাতহুল বারী ১২ খণ্ড, হাঃ ৬৯১২)

* খত্ত্বাবী বলেন : চতুস্পদ জন্তুর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত জিনিসের ক্ষতিপূরণ কারো ওপর বর্তায় না যখন তার সাথে কোনো চালক বা সওয়ারী না থাকে।

* ইমাম নাবাবী বলেন : 'আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, দিবাভাগে চতুস্পদ জন্তুর অপরাধের কারণে কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। তবে যদি তার সাথে কোনো আরোহী বা কোনো নিয়ন্ত্রণকারী থাকে তবে 'আলিমগণের সর্বসম্মতিক্রমে তার ওপর ক্ষতির দায় বর্তাবে।

---

[৭৫০] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪৫৭৬।

[৭৫১] **সহীহ :** বুখারী ৬৯১২, মুসলিম ১৭১০, আবূ দাউদ ৪৫৯৩, নাসায়ী ২৪৯৫, তিরমিযী ৬৪২, ইবনু মাজাহ ২৬৭৩, আহমাদ ৭২৫৪, দারিমী ২৪২২, ইরওয়া ৮১২, সহীহ আল জামি' ৪১২৪।

আর যখন রাত্রিকালে এরূপ কোনো ক্ষতি সাধন করবে তখন তার মালিক ক্ষতির জন্য দায়ী হবে।

ইমাম শাফি'ঈ ও তাঁর সাথীবর্গ বলেন- যদি মালিক জন্তুকে সংরক্ষণের ব্যাপারে অবহেলা বা শিথিলতা অবলম্বন করে তাহলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অন্যথায় দিতে হবে না।

('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৭৪৫৮১)

সহীহ মুসলিম-এর ভাষ্যকার বলেন- জন্তুর মালিকের অবহেলা ছাড়া যখন প্রাণীটি দিনে বা রাতে কোনো অন্যায় করে বসে অথবা তার সাথে কোনো আরোহী বা নিয়ন্ত্রক না থাকে তাহলে তার ক্ষতির দণ্ড মাফ। তবে যখন তার সাথে চালক থাকে বা আরোহী যে নিয়ন্ত্রণ করে আর জন্তুটি হাত, পা বা মুখ অথবা কোনোভাবে ক্ষতি করে দিলে মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। চাই সে মালিক হোক বা ভাড়ায় গ্রহণকারী হোক অথবা ধারকারী হোক, ছিনতাইকারী ও আমানাত গ্রহণকারী হোক ও প্রতিনিধি হোক।

(جرح العجماء) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ধ্বংস সাধন করা বা নষ্ট করা। এটা আঘাত করার মাধ্যমে হতে পারে অথবা ক্ষতি করা হতে পারে। এই ক্ষতিটা জানের অথবা মালের হতে পারে। শাফি'ঈ মতাবলম্বীগণ বলেন- যদি সে ক্ষতিটা إِفْسَادٌ (তথা ক্ষতিসাধন করা) হিসেবে গণ্য করা হয় তবে সেক্ষেত্রে মালিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। কেননা তার দায়িত্ব হলো সেটাকে বেঁধে রাখা।

ইমাম মালিক-এর মতে জন্তু রাত্রে অপরাধ করলে তার দায় বর্তাবে মালিকের ওপর।

(শারহু মুসলিম ১১ খণ্ড হাঃ ১৭১০)

بِئْرٌ শব্দটি একবচন, বহুবচন হলো أَبْؤُرٌ ও أَبَارٌ। এখানে بِئْرٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রাচীন কোনো প্রাকৃতিক কূপ, যার মালিক অজ্ঞাত থাকে আর তা মরুভূমিতে থাকে। এতে কোনো মানুষ বা প্রাণী পড়ে গেলে এর জন্য কেউ দায়ী হবে না। অনুরূপভাবে যদি কেউ তার অধীনস্ত জায়গায় অথবা মরুপ্রান্তরে কূপ খনন করে আর তাতে মানুষ বা অন্য কিছু পড়ে ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে এতে কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। যখন এক্ষেত্রে ক্ষতি সাধন করার বা বিপদের সম্মুখীন করার উদ্দেশ্য না থাকে।

তেমনিভাবে কোনো লোক যদি কাউকে কূপ খননের জন্য মজুর হিসেবে গ্রহণ করে আর তার উপর কূপ ভেঙ্গে পড়ে তাহলে মালিককে এর দায় বহন করতে হবে না। আর যে ব্যক্তি মুসলিমের রাস্তায় অনুরূপভাবে বিনা অনুমতিতে অন্যের জায়গায় কূপ খনন করে এবং তাতে মানুষ ধ্বংস হয়ে যায় তবে এর দায় খননকারীর দিয়াত প্রদানকারীর ওপর ওয়াজিব এবং এর কাফ্‌ফারাহ্ তার মালের মধ্যে রয়েছে। আর যদি মানুষ ব্যতীত অন্য কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে এর দায়পূরণ খননকারীর মাল থেকে আদায় করা ওয়াজিব।

(ফাতহুল বারী ১২ খণ্ড, হাঃ ৬৯১২)

উপরোক্ত মতের প্রতি সহীহ মুসলিম-এর ভাষ্যকারও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সমর্থন করেন।

(الْمَعْدِنُ جُبَارٌ)-এর অর্থ হলো যদি কেউ তার জায়গায় কোনো খনি খনন করে অথবা প্রান্তরে খনন করে আর কোনো পথিক তাতে পড়ে মারা যায় অথবা সে কোনো মজুর গ্রহণ করে যে খনিতে কাজ করে অতঃপর তার উপর খনি ভেঙ্গে পড়ায় মৃত্যুবরণ করলে মালিককে এর মূল্য দিতে হবে না। যেমন কূপের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ লাগে না। (শারহু মুসলিম ১১ খণ্ড, হাঃ ১৭১০)

* ফাতহুল বারীর ভাষ্যকার বলেন : সব ধরনের মজুর এই হুকুমের মধ্যে শামিল। যেমন কেউ যদি খেজুর গাছে খেজুর নামানোর জন্য কোনো শ্রমিককে গাছে উঠায়। আর সে গাছ থেকে পড়ে মারা গেলে তার রক্তপণ বৃথা যাবে। অর্থাৎ মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। (ফাতহুল বারী ১২ খণ্ড, হাঃ ৬৯১২)

ركاز তথা গুপ্তধন এক-পঞ্চমাংশ যাকাত প্রদান করতে হবে। ركاز বলা হয় دفين الجاهلية (জাহিলী যুগের প্রোথিত সম্পদকে)। ইমাম নাবাবী বলেন : উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি আমাদের, আহলে হিজাযের ও জুমহূর 'উলামার মত।

* কিন্তু ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও ইরাকের অধিবাসীগণ বলেন : ركاز ও معدن সমার্থবোধক শব্দ, সুতরাং গুপ্তধনের বিধান খনির বিধানের মতই। কিন্তু এই মতটি ঠিক নয়। কেননা রসূল ﷺ-এর হাদীসটি তাদের মতকে খণ্ডন করেছে। আর রসূল ﷺ এই দু'টি শব্দকে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন حرف عطف-এর মাধ্যমে। ('আওনুল মা'বূদ ৭ খণ্ড, হাঃ ৪৫৮১)

٣٥١١-[٢] وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ جَيْشَ الْعُسْرَةِ وَكَانَ لِيْ أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا الْآخَرِ فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَسَقَطَتْ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ وَقَالَ: «أَيَدَعُ يَدَهُ فِيْ فِيكَ تَقْضِمُهَا كَالْفَحْلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৫১১-[২] ইয়া'লা ইবনু উমাইয়্যাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে (তাবূক যুদ্ধে) কষ্ট-ত্যাগ স্বীকারকারী সৈন্যদলের সাথে ছিলাম। আমার সাথে এক চাকর ছিল, সে জনৈক ব্যক্তির সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়ার দরুন একজন অপরজনের হাত কামড়ে ধরে। অতঃপর যার হাত কামড়ে ধরেছিল সে তার হাত কামড়ে ধরা মুখ থেকে টেনে বের করতে গিয়ে তার সম্মুখের দু'টি দাঁত ভেঙ্গে যায়। অতঃপর তিনি নাবী ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করেন। এমতাবস্থায় তিনি (ﷺ) তাঁর দাঁতের জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ ধার্য না করে বললেন, তুমি কি চাও যে, সে তার হাত তোমার মুখে রাখবে আর তুমি ষাঁড় উটের মতো কামড়াতে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৫২]

ব্যাখ্যা : (جَيْشَ الْعُسْرَةِ) বলতে তাবূক যুদ্ধকে বুঝানো হয়েছে। العسر শব্দটি اليسر-এর বিপরীত। তাবুকের যুদ্ধকে 'উসরার যুদ্ধ বলা হয়েছে কারণ এই সময় প্রচণ্ড গরম ছিল এবং এই যুদ্ধে পাথেয় ও বাহন সংখ্যা কম ছিল। প্রচণ্ড তাপে, ফল পাকার সময় ও সুন্দর ছায়া পরিত্যাগ করে যুদ্ধের ময়দানে যাওয়া যোদ্ধাদের নিকট খুবই কঠিন ছিল। তাই এই যুদ্ধকে (جَيْشَ الْعُسْرَةِ) বলা হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৬৯ পৃষ্ঠা)

হাদীসে ইয়া'লা-এর একজন শ্রমিক অন্য একজন মানুষের সাথে তর্ক-বিতর্কে পড়ে দাঁত পড়ে যাওয়ায় ঘটনার বর্ণনা পাওয়া গেলো। তবে সহীহ মুসলিমের রিওয়ায়াতে আছে যে, খোদ ইয়া'লা একজন মানুষের সাথে তর্কে পড়ে দাঁত পড়ে যাওয়ায় উক্ত ঘটনা ঘটে। এর সমাধানকল্পে সহীহ মুসলিম-এর ভাষ্যকার হাদীসের হাফিযদের মতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন- এক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ বিশুদ্ধ মত হলো কামড়ানো ব্যক্তি হলো ইয়া'লা, ইয়া'লা-এর শ্রমিক নয়।

অথবা এটাও সম্ভাবনা আছে যে, এরূপ ঘটনা দু'টি যার একটি ঘটেছিল খোদ ইয়া'লা-এর সাথে। দ্বিতীয়টি হলো ইয়া'লা-এর মজুরের সাথে। (শারহু মুসলিম ১১ খণ্ড, হাঃ ১৬৭৩)

হাদীসের গৃহীত বিষয়াদি : ১. কেউ কোনো মানুষের হাতে কামড় দিলে মুখের ভিতর থেকে কামড়ে ধরা তার ব্যক্তি হাত টেনে নেয়ায় দাঁত পড়ে যায়, তবে এর কোনো ক্বিসাস নেই বা রক্তমূল্য দিতে হবে না।

---

[৭৫২] **সহীহ :** বুখারী ২২৬৫, মুসলিম ১৬৭৪, নাসায়ী ৪৭৬৯, আহমাদ ১৭৯৬৬।

২. এই বিধান কোনো প্রাণী বা মানুষ দ্বারা আক্রান্ত সব ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সে তার জীবন, সম্মান, পবিত্রতা ও মাল রক্ষা করবে। এতে যদি সে আক্রমণকারীকে আঘাত করে অথবা নিহত করে তবে তার ওপর এর দায় বর্তাবে না অর্থাৎ তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কেননা সে নিজেকে রক্ষা করেছে যা তার ওপর ওয়াজিব। আর আক্রমণকারী হচ্ছে সীমালঙ্ঘনকারী, উপরন্তু এর প্রমাণে রসূল ﷺ-এর মুখনিঃসৃত বাণী রয়েছে :

«مَنْ قُتِلَ دُوْنَ نَفْسِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ»

"যে ব্যক্তি নিজের জীবনকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়, সে শাহীদ আর যে স্বীয় পরিবারকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শাহীদ।"

৩. এ হাদীসের বিধানকে একটি নীতি হিসেবে নির্ধারণ করেছেন 'আলিমগণ আর তা হলো নিজেকে রক্ষা করা সহজতর পন্থাবলম্বনের মাধ্যমে। (যা হাদীসে বিদ্যমান)

বিদ্বানগণ বলেন : উপরোক্ত শর্তারোপ শারী'আতের সামগ্রিক রীতিসমূহ থেকে গৃহীত।

(তায়সীরুল 'আল্লাম শারহু 'উমদাতুল আহকাম- ২য় খণ্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠা)

٣٥١٢ -[٣] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৫১২-[৩] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে লোক তার ধন-সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শাহীদ। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৫৩]

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী বলেন : যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো ধন-সম্পদ হরণ করে তার সাথে লড়াই করা বৈধ। এটা জুমহূর 'উলামার মত। কিন্তু যারা ওয়াজিব বলেছেন তাদের সংখ্যা খুবই কম।

মালিকী মাযহাবের কেউ কেউ বলেছেন : অল্প জিনিস নিতে চাইলে তার সাথে লড়াই করা জায়িয নয়।

ইমাম কুরতুবী বলেন : এর হুকুম নিয়ে মতভেদের কারণ হলো হত্যার অনুমতি যদি ঘৃণ্য কাজকে পরিবর্তন করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে এক্ষেত্রে অল্প বা বেশি জিনিসের মাঝে কোনো তফাৎ নেই। কিন্তু যদি ক্ষতিসাধনকে প্রতিহত করা উদ্দেশ্য হয় তবে এর অবস্থা বিভিন্ন রকম হয়।

ইবনুল মুনযির শাফি'ঈ-এর উদ্ধৃতি বর্ণনা করে বলেন- যার ধন-সম্পদ, জান ও সম্মান কেড়ে নেয়া হয় তার স্বাধীনতা রয়েছে। ইচ্ছা করলে সে তাকে আঘাত করতে পারে অথবা ইচ্ছা হলে সাহায্য প্রার্থনা করতে পারে। এতে সে যদি নিবৃত্ত হয় তবে তার সাথে লড়াই করা ঠিক নয়। অন্যথায় তাকে জীবন দিয়ে হলেও প্রতিহত করবে। তার ওপর কোনো গ্রেফতারী পরওয়ানা, রক্তমূল্য ও কাফফারাহ্ নেই। কিন্তু তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্য তার থাকবে না।

ইবনুল মুনযির আরো বলেন : তফসিল ছাড়াই বিদ্বানগণের মত হলো মানুষের দায়িত্ব হলো প্রতিরোধ করা, যখন অন্যায়ভাবে তার জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর ইত্যাদির ক্ষতিসাধন করা হয় ও ইসলাম ধর্মকে সাহায্য করা কিংবা রক্ষা করতে বাধা প্রদান করা হয়। কিন্তু যালিম শাসক এই হুকুম থেকে পৃথক। যেহেতু

---

[৭৫৩] **সহীহ :** বুখারী ২৪৮০, মুসলিম ১৪০, নাসায়ী ৪০৮৬, তিরমিযী ১৪১৯, সহীহ আল জামি' ৬৪৪৪, সহীহ আত্ তারগীব ১৪১২।

তার কৃতকর্মের উপর সবর করা অর্থাৎ তার অত্যাচারে ধৈর্যধারণ করা ও তার বিদ্রোহ না করার জন্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৪৮০)

'আল্ক্বামাহ্ বলেন : যে ব্যক্তি স্বীয় সম্পদ রক্ষার জন্য আক্রমণকারী মানুষ বা প্রাণীর সাথে যুদ্ধ করে, অতঃপর প্রতিরোধ করতে গিয়ে নিহত হয় তবে সে শাহীদ, অর্থাৎ আখিরাতের হুকুমে দুনিয়ার হুকুম নয়। আর আখিরাতে তার জন্য রয়েছে শাহীদের সাওয়াব।

তিনি আরো বলেন : যে ব্যক্তি স্ত্রীর বা নিকটতম আত্মীয়ের সম্ভ্রমহানী প্রতিরোধ করতে গিয়ে এবং মুরতাদের সাথে দীন রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হলো সেও শাহীদ বলে গণ্য হবে।
('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৭৫৯)

٣٥١٣ - [٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِيْ؟ قَالَ: «قَاتِلْهُ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِيْ؟ قَالَ: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: «هُوَ فِي النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৫১৩-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলল- হে আল্লাহর রসূল! যদি কোনো লোক এসে আমার ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করতে চায়, তখন আমার কী করণীয়? তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি তাকে তোমার ধন-সম্পদ থেকে তোমার মাল দিবে না। লোকটি বলল, যদি সে আমার সাথে লড়াই-বিবাদ করতে চায়। তিনি (ﷺ) বললেন, তবে তুমিও তা-ই কর। অতঃপর লোকটি বলল, যদি সে আমাকে হত্যা করে? তিনি (ﷺ) বললেন, তাহলে তো তুমি শাহীদ। অতঃপর লোকটি বলল, যদি আমি তাকে হত্যা করে ফেলি? তখন তিনি (ﷺ) বললেন, তাহলে সে হবে জাহান্নামী। (মুসলিম)[৭৫৪]

ব্যাখ্যা : شَهِيْدٌ (শাহীদ) কাদের বলা হয় বা শাহীদ বলার কারণ :

* নায্র বিন শুমায়ল বলেন : শাহীদ অর্থ প্রত্যক্ষধর্মী। আর শাহীদ যেহেতু জীবিত থাকে তাই তাকে شَهِيْدٌ বলা হয়। কারণ তাদের রূহ দারুস্ সালাম জান্নাত প্রত্যক্ষ করে। আর অন্যদের রূহ শুধু ক্বিয়ামাত দিবসে তা দেখতে পায়।

* ইবনুল আম্বারী বলেন : যেহেতু আল্লাহ তা'আলা ও ফেরেশতামণ্ডলী শাহীদের জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য প্রদান করেন তাই তাকে শাহীদ বলা হয়। তখন شَهِيْدٌ-এর অর্থ হবে مشهود له (যার জন্য সাক্ষ্য দান করা হয়)।

* কেউ কেউ বলেছেন : শাহীদগণের আত্মা বের হওয়ার সময় তার সাওয়াব ও মর্যাদা দেখতে পায়, তাই তাকে শাহীদ বলা হয়।

* কেউ কেউ বলেন : রহমাতের মালাক (ফেরেশতা) তাকে অবলোকন করে বা তার আত্মাকে নিয়ে যায়, তাই তার নাম শাহীদ।

* আবার কেউ কেউ বলেন : যেহেতু তার সর্বশেষে উত্তম কাজের ও ঈমানের সাক্ষ্য প্রদান করা হয়, তাই তাকে শাহীদ বলা হয়।

---

[৭৫৪] সহীহ : মুসলিম ১৪০, ইরওয়া ৪৪৪৬।

* কোনো একজন মুহাদ্দিস বলেন : শাহীদের একজন সাক্ষী থাকে তা তার শাহাদাতের জন্য সাক্ষ্য দান করে। সে সাক্ষী হলো তার রক্ত। কেননা সে যখন পুনরুত্থিত হবে তখন তার ক্ষতস্থান ঝরাতে থাকবে।

* আযহারী ও অন্যরা অপর একটি মত বর্ণনা করেন : তারা বলেন- শাহীদগণ ক্বিয়ামাতের দিন উম্মাতের জন্য সাক্ষ্য দানকারীদের অন্যতম হওয়ায় তাকে শাহীদ বলা হয়। তবে এই কথায় শাহীদের নিজস্ব কোনো স্বকীয়তা প্রমাণ হয় না। (শারহু মুসলিম ২য় খণ্ড, হাঃ ২২৫)

শাহীদ তিন প্রকার : প্রথমতঃ যুদ্ধের কারণে কাফিরের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত ব্যক্তি। এই শ্রেণীর শাহীদ আখিরাতের সাওয়াবে ও দুনিয়ার বিধানে তথা তাকে গোসল না দেয়া ও তার জন্য সলাতুল জানাযাহ্ আদায় না করা উভয় ক্ষেত্রে শাহীদ হিসেবে গণ্য।

দ্বিতীয়তঃ এই শ্রেণীর শাহীদ আখিরাতে শাহাদাতের ফাযীলাত বা সাওয়াবপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু দুনিয়াতে শাহীদের বিধান প্রযোজ্য হবে না। যেমন : পেটের পীড়ায় নিহত ব্যক্তি, মহামারিতে নিহত, দেয়াল চাপা পড়ে নিহত; নিজের সম্পদ হিফাযাত করতে গিয়ে নিহত ব্যক্তি যাদেরকে সহীহ হাদীস শাহীদ বলে অভিহিত করেছে। এই শ্রেণীর শাহীদকে গোসল দিতে হবে ও জানাযাহ্ আদায় করাতে হবে। তবে এই শাহীদগণ প্রথম শ্রেণীর শাহীদদের সাওয়াব লাভ করবে না।

তৃতীয়তঃ যে ব্যক্তি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে গানীমাতের জন্য কাফিরদের সাথে যুদ্ধে নিহত হয়। এই ধরনের ব্যক্তিকে হাদীসে শাহীদ নামে অ্যাখ্যা দিতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এই শ্রেণীর শাহীদের ও পর দুনিয়াতে শাহাদাতের বিধান প্রযোজ্য। সুতরাং তা:ক গোসল দেয়া হয় না এবং সলাতুল জানাযাহ্ আদায় করা হয় না। আর তার জন্য আখিরাতে পূর্ণ সাওয়াব হবে না। আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।

(শারহু মুসলিম ২য় খণ্ড, হাঃ ২২৫)

٣٥١٤-[٥] وَعَنْهُ أَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَوِ اطَّلَعَ فِيْ بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهٗ فَخَذَفْتَهٗ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهٗ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৫১৪-[৫] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি- কোনো ব্যক্তি যদি অনুমতি ব্যতীত তোমার ঘরে উঁকি মারে যাকে তুমি অনুমতি দাওনি আর তুমি যদি তাকে কোনো কঙ্কর নিক্ষেপ করে তার চক্ষু ফুঁড়ে দাও, এতে তোমার কোনো অপরাধ নেই।

(বুখারী ও মুসলিম)[৭৫৫]

ব্যাখ্যা : হাদীসে সাব্যস্ত হলো যে, চক্ষু ফুঁড়লে তার কোনো অপরাধ বা দোষ নেই। অন্য একটি হাদীসে প্রখ্যাত সহাবী আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনায় রয়েছে,

مَنِ اطَّلَعَ فِيْ بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوْا عَيْنَهٗ.

বাড়ির লোকেদের অনুমতি ছাড়া কারো বাড়িতে উঁকি দিলে এর ফায়সালা হলো তার (উঁকিদাতার) চক্ষুকে ফুড়িয়ে ফেলবে। কিন্তু যারা মনে করেন- جُنَاحٍ-এর অর্থ إثم তথা গুনাহ অর্থাৎ চক্ষু ফুঁড়লে গুনাহ হবে না তবে এর দিয়াত প্রদান করতে হবে। যেহেতু গুনাহ মাফের দ্বারা দিয়াত রহিত হয় না। কেননা দিয়াতের আবশ্যকতা হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গির দাবী। তাদের এই মতের জবাব উপরোক্ত হাদীসে বিদ্যমান।

---

[৭৫৫] **সহীহ :** বুখারী ৬৮৮৮, মুসলিম ২১৫৮, আহমাদ ৭৩১৩।

কারণ সমাধানের প্রমাণ ক্বিসাস ও দিয়াত সাব্যস্ত হওয়াকে বাধা দেয়। আরো একটি আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে রয়েছে যা সর্বাধিক স্পষ্ট ও যাকে ইবনু হিব্বান ও বায়হাক্বী সহীহ বলেছেন। প্রত্যেকে বাশীর বিন নাহীক-এর রিওয়ায়াত উল্লেখ করেন। যথা : কোনো ব্যক্তি লোকজনের বাড়িতে তাদের অনুমতি ছাড়াই উঁকি দিলে তারা তার চক্ষুকে বিদ্ধ করে দেয় তাহলে কোনো ক্বিসাস নেই, রক্তমূল্যও নেই।

(اَلِاسْتِئْذَانُ) 'অনুমতি প্রার্থনা' শুধু গায়ের মাহরামের জন্য খাস নয় বরং তা যে দেখা দিবে তাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন যদিও মাতা ও বোন হয়।

সহীহ মুসলিম-এর ভাষ্যকার বলেন : অনুমতি প্রার্থনা শারী'আতের নির্দেশ। যাতে দৃষ্টি নিষিদ্ধ বস্তুর উপরে আপতিত না হয় সেই জন্য শারী'আত অনুমতি প্রার্থনার প্রবর্তন করেছে।

(শারহু মুসলিম ১৪ খণ্ড, হাঃ ২১৫৮)

এ হাদীস দ্বারা গোয়েন্দার প্রতি তীর নিক্ষেপের প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। যদি সে হালকা বস্তু দ্বারা সরে না পড়ে তবে এর জন্য ভারি বস্তু ব্যবহার করা জায়িয। এতে সে যদি নিহত হয় বা কোনো অঙ্গের ক্ষতি হয় তবে এর দিয়াত বা ক্বিসাস বাতিল।

সহীহ মুসলিম-এর ভাষ্যকার বলেন : এ হাদীসে উঁকিদাতার চোখে হালকা বস্তুর নিক্ষেপণের বৈধতা রয়েছে। তাই যখন মাহরাম মহিলাহীন গৃহে কেউ তাকালে তার প্রতি হালকা বস্তু নিক্ষেপ করায় চক্ষু বিদ্ধ হলে এতে কোনো দিয়াত বা রক্তপণ নেই। (শারহু মুসলিম ১৪ খণ্ড, হাঃ ২১৫৭)

মালিকী মাযহাবের অনুসারীগণ ক্বিসাসের বিধান প্রযোজ্য বলে মত ব্যক্ত করেছেন। তারা আরো বলেন যে, চক্ষু অথবা অন্য কোনো অঙ্গ ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা পোষণ করা ঠিক নয়। তারা এর কারণ হিসেবে বলেন যে, অপরাধকে অপরাধ দ্বারা বা পাপকে পাপ দ্বারা জবাব দেয়া ঠিক নয়।

জুমহূর 'উলামার জবাবে বলেন : অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুমতি নিশ্চিত হলে সেটা তখন পাপ থাকে না। তবে কাজটা উপরোক্ত কারণ থেকে মুক্ত হলে সেটাকে পাপ বলে গণ্য করা হয়, অথচ তারা আক্রমণকারীকে জীবন দিয়ে হলেও প্রতিহত করা জায়িয মর্মে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

মালিকী মতাবলম্বী হাদীসটির উত্তর প্রদানে বলেন- হাদীস দ্বারা বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়ার ও ভীতি প্রদর্শন করার ব্যাপারটি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফাও এই মতটির উপর সমর্থন যুগিয়েছেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

কিন্তু মালিকী মাযহাব মতাবলম্বী কারণ বর্ণনা করে বলেন, এই মর্মে ইজমা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে কারো লজ্জাস্থানের প্রতি নজর দেয় তাহলে তার চোখকে ফুঁড়ে দেয়া বৈধ নয়। আর যে ব্যক্তি চক্ষুকে ফুঁড়ে উপড়িয়ে ফেলবে তাকে এর দায় গ্রহণ করতে হবে। ইমাম কুরতুবী উক্ত ইজমা প্রমাণিত হবার ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন। তিনি বলেন : নিশ্চয় হাদীসটি সব উঁকি দিয়ে দর্শনকারীকে শামিল করে। যখন ধারণাবশত উঁকিদাতা এর অন্তর্ভুক্ত তখন অনুসন্ধানী উঁকিদাতা আরো অধিক অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম ইবনু হাজার 'আস্ক্বালানী বলেন : এটা বিতর্কিত বিষয়। কেননা বাড়ির অভ্যন্তরে তাকানো কোনো নির্দিষ্ট জিনিসের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করাকে সীমাবদ্ধ করে না। উদাহরণস্বরূপ কারো লজ্জাস্থান বরং তা অন্দরমহলকে উন্মোচন করার শামিল। যাকে বাড়ির মালিক গোপনে রাখতে চায় এবং যার প্রতি কারো নজর দেয়া ঠিক নয়। আর এ কারণে শারী'আতে গোয়েন্দাগীরিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর এ পথকে বন্ধ করার জন্য এর শাস্তির বিধান রয়েছে। আর দাবীকৃত ইজমা যদি ঠিক হতো তবে এই খাস বিধানের অবতারণা শারী'আতের মধ্যে থাকত না।

সর্বজনবিদিত ব্যাপার হলো : কোনো বিবেকবান লোকের নিকটে অন্য ব্যক্তি কর্তৃক তার স্ত্রীর বা মেয়ের মুখমণ্ডলের প্রতি নজর দেয়া খুব কঠিন। অনুরূপভাবে স্বীয় স্ত্রীর সাথে অপরিচিত ব্যক্তি কর্তৃক নির্জন বাসকে অবলোকন করা বিশেষ অঙ্গকে খোলা রাখা অবস্থার চেয়ে আরো বড় কঠিন ব্যাপার।

ইমাম কুরতুবী, যার প্রতি নজর দেয়া হয় এমন ব্যক্তির জন্য উঁকিদাতাকে প্রতিহত করা বাধ্যতামূলক করেছেন। ইমাম শাফি'ঈ-এর দৃষ্টিকোণ থেকে এই সূরাতে এটা শারী'আতসম্মত নয়। পাথর ছোঁড়ার পূর্বে ভীতিপ্রদর্শন শর্ত কিনা– এই ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে। কেউ বলেছেন, ভীতিপ্রদর্শন শর্ত যেমন আক্রমণকারীকে প্রতিহত করা। তবে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হলো ভীতিপ্রদর্শন শর্ত নয়।

সহীহ মুসলিম-এর ব্যাখ্যাকারও এই মতের প্রতি ধাবিত হয়েছেন। তিনি বলেন, ভীতিপ্রদর্শনের পরে ছুঁড়ে মারা বৈধ ও অধিক শুদ্ধ।

আঁড়িপাতা এর অন্তর্ভুক্ত কিনা– এই ব্যাপারে দু'টি মত। অধিক শুদ্ধ মত হলো আঁড়িপাতা এর শামিল নয়। কেননা গোপন কথা আঁড়ি পেতে শুনার চেয়ে লজ্জাস্থানের দিকে তাকানো বেশি মারাত্মক।

কিন্তু যার বাড়িতে স্বামী বা স্ত্রী মাহরাম ব্যক্তি অথবা ধন-সম্পদ আছে সে তা পর্যবেক্ষণ করার ইচ্ছা পোষণ করলে তার প্রতি কিছু ছুঁড়ে মারা নিষেধ। কারণ সেটা অস্পষ্ট বিষয়। কেউ বলেন কোনো তফাৎ নেই। কেউ বলেন : যদি গৃহে গোপন কোনো কিছু না থাকে আর তথায় অন্য কেউ অবস্থান করে তবে ভীতিপ্রদর্শন করবে। কারণ এতে সে বিরত হবে। অন্যথায় আঘাত করা জায়িয। আর যদি গৃহে শুধু একজন মালিক বা বাসিন্দা থাকে তবে ভীতিপ্রদর্শনের পূর্বে কিছু ছুঁড়ে মারা বৈধ নয়। কিন্তু হ্যাঁ, যদি সে গোপনাঙ্গ খোলা অবস্থায় থাকে তাহলে জায়িয।

কেউ বলেন : সর্বাবস্থায় গৃহের অভ্যন্তরে উঁকি দেয়া ব্যক্তিকে কিছু নিক্ষেপ করা বৈধ।

(ফাতহুল বারী ১২ খণ্ড, হাঃ ৬৯০২)

٣٥١٥ ـ[٦] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِيْ جُحْرٍ فِيْ بَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَمَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهٖ رَأْسَهٗ فَقَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِيْ لَطَعَنْتُ بِهٖ فِيْ عَيْنَيْكَ إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৫১৫-[৬] সাহ্‌ল ইবনু সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরজার ছিদ্র দিয়ে উঁকি দিল। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (হাতে) একটি শলাকা ছিল, যা দিয়ে তিনি মাথা চুলকাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি যদি নিশ্চিতভাবে জানতাম যে, তুমি (সংগোপনে) আমার দিকে তাকাচ্ছ, তাহলে আমি এর দ্বারা (শলাকা দিয়ে) তোমার চোখ ফুঁড়ে দিতাম। কেননা অনুমতি নেয়ার বিধান এ চোখের কারণেই দেয়া হয়েছে (যাতে কেউ কিছু দেখতে না পায়)। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৫৬]

ব্যাখ্যা : مِدْرًى মীম বর্ণে যের ও দাল বর্ণে জযম যোগে। এটা একটা লৌহ খণ্ড। যার দ্বারা চুল আঁচড়ানো হয়। কেউ বলেন এটি مِشْطٌ তথা চিরুনীর ন্যায়। কেউ বলেন এটি লোহার কতগুলো কাঠির

[৭৫৬] **সহীহ :** বুখারী ৬৯০১, মুসলিম ২১৫৬, নাসায়ী ৪৮৫৯, তিরমিযী ২৭০৯, আহমাদ ২২৮০২, সহীহ আল জামি' ২৩৫৪, সহীহ আত্ তারগীব ২৭৩০।

সমষ্টি যা দেখতে চিরুনীর মতো। আবার কেউ বলেন : এটি একটি খড়ি বিশেষ যা দ্বারা মহিলাগণ চুলকে পরিপাটি করে থাকেন। এর বহুবচন مَدَارِى যারা বলেন এটার অর্থ চিরুনী তাদের জন্য এটা দলীল। (শারহু মুসলিম ১৪ খণ্ড, হাঃ ২১৫৬)

তুহফাতুল আহওয়াযীতে বলা হয়েছে, مِدْرٰى হচ্ছে খিলালের ন্যায় লোহা অথবা কাঠের খণ্ড। আবার কেউ বলেন : এটা কাঠের তৈরি যা চিরুনীর দাঁতের ন্যায় ও যাতে একটি ডাটি বা বাহু রয়েছে। এটা সাধারণত মানুষ অধিকাংশ সময় শরীরের যেখানে তার হাত পৌঁছতে পারে না সেখানে এর দ্বারা চুলকায়। আর যার নিকটে চিরুনী না থাকে সে এর দ্বারা জমাট চুলকে পরিপাটি করে।

খত্বীব তাঁর كِفَايَة গ্রন্থে উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যাতে রয়েছে مِدْرٰى ও مِشْطٌ এক জিনিস নয়। কারণ তাতে مِدْرٰى ও مِشْطٌ-কে আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন-

قَالَتْ خَمْسٌ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَدَعُهُنَّ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ الْمِرْآةُ وَالْمُكْحُلَةُ وَالْمُشْطُ وَالْمِدْرٰى وَالسِّوَاكُ.

অর্থাৎ নাবী ﷺ সফরে হোক কিংবা বড়িতে কখনো মহিলা, শুরমাদানী, চিরুনী, শলাকা কাঠি ও মিসওয়াক ছাড়া থাকতেন না। তবে হাদীসের সানাদে আবূ উসায়ইমাহ্ বিন ইয়া'লা য'ঈফ রাবী রয়েছেন। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৭০৯)

হাদীসটি চিরুনী ব্যবহার ও চুল আঁচড়ানোর দলীল। 'আলিমগণ বলেছেন : মহিলাদের জন্য চিরুনী করা মুস্তাহাব। তবে পুরুষদের জন্য শর্ত হলো যে, তারা প্রতিদিন অথবা প্রতি দুই দিনে অথবা এরূপ ঘন ঘন চিরুনী করবে না। বরং পূর্বের সিঁথি যখন মুছে যাবে বা মিটে যাবে তখন চিরুনী করবে। (শারহু মুসলিম ১৪ খণ্ড, হাঃ ২১৫৬)

ইমাম নাবাবী বলেন : الاستأذان। অনুমতি প্রার্থনা শারী'আত কর্তৃক নির্দেশিত হুকুম। এটা প্রবর্তন করার কারণ হলো যাতে দৃষ্টি কোনো নিষিদ্ধ বস্তুর উপর আপতিত না হয়। তাই কারো জন্য কোনো দরজার আস্তানায় ও সুরঙ্গ ফাঁকে বা ছিদ্রে তা দেয়া বৈধ নয়। যাতে সে অপরিচিত মহিলার ওপর দৃষ্টি আপতিত হওয়ার সম্মুখীন হয়।

হাফিয বলেন : প্রত্যেকের জন্য শারী'আতে অনুমতি প্রার্থনার বিধান রয়েছে এমনকি মাহরাম ব্যক্তির ক্ষেত্রেও। যাতে গোপন বিষয় প্রকাশিত না হয়ে যায়। ইমাম বুখারী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আদাবুল মুফরাদ'-এ উল্লেখ করেছেন : ইবনু 'উমার তার কোনো বালেগ সন্তানের নিকট বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতেন না।

* 'আলক্বামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণনায় রয়েছে : এক ব্যক্তি ইবনু মাস্'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট এসে বলেন : আমি আমার মায়ের নিকটে প্রবেশের সময় অনুমতি প্রার্থনা করব? তিনি বললেন, তুমি তোমার মায়ের সর্বাবস্থা অবলোকন করতে পারবে না। অর্থাৎ উচিত নয়।

* মূসা বিন ত্বলহাহ্-এর বর্ণনায় রয়েছে : তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সাথে মায়ের নিকটে প্রবেশ করতে চাইলাম। পিতা প্রবেশ করলে আমি আব্বার অনুসরণ করলাম। তখন আমার পিতা আমার বুকে ধাক্কা দিয়ে বললেন- তুমি অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করতে চাও!

* 'আত্বা-এর রিওয়ায়াতে আছে- তিনি বলেন : আমি ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমার বোনের নিকটেও অনুমতি চাইবো? তিনি বলেন, হ্যাঁ। রাবী বলেন, আমি বললাম সে আমার বাড়িতে থাকে। ইবনু 'আব্বাস বলেন : তুমি কি তাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখতে চাও? এসব আসারের সানাদ সহীহ। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৭০৯)

সহীহ মুসলিম-এর ভাষ্যকার বলেন : প্রথমে অনিচ্ছায় কারো নজর যদি কোনো অপরিচিত মানুষের ওপর পড়ে যায় তবে এতে কোনো গুনাহ হবে না। এখানে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া তার জন্য ওয়াজিব। যদি সে দৃষ্টিকে অবনমিত করে তাহলে এতে কোনো পাপ নেই। আর যদি সে দৃষ্টি অব্যাহত রাখে তবে সে পাপী হবে। কেননা এক্ষেত্রে রসূল ﷺ নজরকে ফিরিয়ে নিতে আদেশ দিয়েছেন। আর কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾

"মু'মিনদের বল তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে।"

(সূরাহ্ আন্ নূর ২৪ : ৩০)

ক্বাযী বলেন : 'আলিমগণ বলেছেন অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে নজর পড়ার হাদীসে রাস্তাতে মহিলাদের মুখমণ্ডল না ঢেকে রাখার দলীল রয়েছে। আসলে ঢেকে রাখা মুস্তাহাব সুন্নাত। শারী'আত সঠিক কারণ ব্যতীত পুরুষদের দৃষ্টি অবনমিত রাখা ওয়াজিব। আর শারী'আত সঠিক কারণগুলো হলো :

১. সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে। ২. চিকিৎসা নেয়ার ক্ষেত্রে। ৩. বিবাহ করার উদ্দেশে কাউকে দেখার ক্ষেত্রে। ৪. দাসী কেনার সময়। ৫. বেচা-কেনার লেনদেনের সময়।

আরো এরূপ শারী'আত কারণে। তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বৈধ নয়। (শারহু মুসলিম ১৪ খণ্ড, হাঃ ২১৫৯)

٣٥١٦ - [٧] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ فَقَالَ: لَا تَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلَا يُنْكَأُ بِهِ عَدُوٌّ وَلٰكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৫১৬-[৭] 'আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈক ব্যক্তিকে কঙ্কর ছুঁড়তে দেখে তিনি বললেন, এভাবে কঙ্কর ছুঁড়ো না। কেননা, রসূলুল্লাহ ﷺ এভাবে কঙ্কর ছুঁড়তে নিষেধ করে বলেছেন, এভাবে কোনো শিকারকে মারা যায় না এবং কোনো শত্রুকেও আক্রমণ করা যায় না; বরং এটা কখনো দাঁত ভেঙ্গে দেয়া যায় এবং চোখ ফুঁড়ে দেয়া যায়। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৫৭]

ব্যাখ্যা : خذف অর্থ কংকর ছুঁড়ে মারা অথবা খেজুরের আঁটি ছোঁড়া। কংকর ছুঁড়ে মারা হতে পারে দুই শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা অথবা বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনির মাধ্যমে। অথবা মধ্যম অঙ্গুলির উপরে ও বৃদ্ধাঙ্গুলির পেটের উপরে রেখে ছুঁড়ে মারা।

কেউ কেউ বলেন, পাথরকে ডান হাতের তর্জনি ও বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির মাঝে রেখে ডান হাতের তর্জনি দ্বারা ছোড়াকে 'আরবীতে الخذف বলা হয়।

* মুহাল্লাব বলেন : শারী'আতে পাথর নিক্ষেপ করার মাধ্যমে শিকার করার কোনো নির্দেশ নেই। কেননা এটা শিকারের যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়। বন্দুক দ্বারা শিকার করা বৈধ নয়। কেননা আল্লাহর বাণী : ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৯৪) এর মধ্যে বন্দুক পড়ে না। আর 'আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেন যে, কংকর ছুঁড়ে ও বন্দুক দিয়ে মারা শিকার খাওয়া হালাল নয়। এক্ষেত্রে আসলে শিকারকে আঘাত করে হত্যা করা হয়। ধারের দ্বারা হত্যা করা হয় না।

[৭৫৭] সহীহ : বুখারী ৫৪৭৯, মুসলিম ১৯৫৪, ইবনু মাজাহ ৩২২৬, আহমাদ ২০৫৫১, সহীহ আল জামি' ৬৮৭৭।

হাদীসে বন্দুক দ্বারা শিকার করা নিষেধ রয়েছে। যখন শারী'আতে এটা নিষিদ্ধ বিষয় তখন কোনো কিছু ছোড়ার মাধ্যমে শিকার করার সুযোগ নেই। উপরন্তু এতে মালিকহীন প্রাণীর ধ্বংস হওয়ার প্রশস্ততা রয়েছে। যা শারী'আতে নিষিদ্ধ। তবে বন্দুক দ্বারা শিকার করা প্রাণী যাবাহ করা হলে তখন তা হালাল হবে।

ইমাম নাবাবী বন্দুক দ্বারা শিকার করা প্রাণী খাওয়া হালাল মর্মে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়েছেন। তিনি বলেন, এটা একটি শিকারের উপায় ও পদ্ধতি।

বিস্তারিত তদন্ত হলো- হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে তাতে ছুঁড়ে মারার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হচ্ছে নিষিদ্ধ। তবে যদি হাদীসে বর্ণিত ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোনো অবস্থা পরিলক্ষিত হলে তা জায়িয। বিশেষভাবে যদি উদ্দিষ্ট শিকারের প্রতি বন্দুক অথবা অনুরূপ যন্ত্র ছাড়া নিক্ষেপ করা না যায় এবং বেশির ভাগ সময় তাকে হত্যা না করে তখন জায়িয।

এ ব্যাপারে হাদীসের ব্যাখ্যায় একটি চমৎকার মত বিবৃত হয়েছে যে, গ্রামে ও শহরে বন্দুক দ্বারা শিকার করা ঠিক নয়। তবে নির্জন প্রান্তরে মাকরূহ নয়। এতে কোনো মানুষের ক্ষতি হওয়াকে নিষেধের কেন্দ্র হিসেবে ধরেছেন।

সহীহুল বুখারীর বর্ণিত এ হাদীসে সুন্নাহ বিরোধীকে ত্যাগ করা ও তার সাথে কথা বলা বর্জন করার বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে ব্যক্তিগত কারণে যে তিন দিনের বেশি কথা বলা থেকে বিরত থাকা যাবে না মর্মে যে বিধান বর্ণিত হয়েছে তা এই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়। (ফাতহুল বারী ৯ম খণ্ড, হাঃ ৫৪৭৯)

٣٥١٧ -[٨] وَعَنْ أَبِيْ مُوسٰى قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِيْ مَسْجِدِنَا وَفِيْ سُوقِنَا وَمَعَهٗ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلٰى نِصَالِهَا أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৫১৭-[৮] আবূ মূসা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তীর সঙ্গে নিয়ে আমাদের মাসজিদে এবং বাজারে আসে, তাহলে সে যেন অবশ্যই তীরের ফলক ধরে রাখে। কেননা, এর দ্বারা কোনো মুসলিমের কোনো ক্ষতিসাধন না হয়। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৫৮]

ব্যাখ্যা : হাদীসে বর্ণিত বিধান ইসলামের সকল দায়িত্বার্পিত ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য। শুধু সহাবীদের জন্য খাস নয়। আর মাসজিদ বলতে শুধু মাদীনার মাসজিদ নয়। বরং মুসলিমদের সকল মাসজিদ উদ্দেশ্য। আর সে কারণ হাদীসের শেষাংশে (أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ) অর্থাৎ যাতে কোনো কিছুর দ্বারা কোনো মুসলিমের ক্ষতি না হয়। বলা হয়েছে, আলোচিত হাদীসে মুসলিমকে হত্যা করা হারাম এবং হত্যার কঠিন পরিণতির কথা বিবৃত হয়েছে। এমনকি যে কোনো কষ্টদায়ক উপকরণাদির চর্চা করা হারাম মর্মে নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। আর এতে অস্ত্রশস্ত্রকে কোষবদ্ধ করা ও বেঁধে শামলিয়ে রাখার দলীল রয়েছে। যেমন বর্শা বা তরবারির ফলা বা ধারকে কিছু দ্বারা আটকিয়ে রাখা।

(ফাতহুল বারী ১৩ খণ্ড, হাঃ ৭০৭৫; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫৮৪)

٣٥١٨ -[٩] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يُشِيْرُ أَحَدُكُمْ عَلٰى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهٗ لَا يَدْرِىْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِيْ يَدِهٖ فَيَقَعُ فِيْ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[৭৫৮] **সহীহ :** বুখারী ৭০৭৫, মুসলিম ২৬১৫, আবূ দাঊদ ২৫৮৭, ইবনু মাজাহ ৩৭৭৮, সহীহ আল জামি' ৭৯৬।

৩৫১৮-[৯] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের মাঝে কেউ যেন তার ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত না করে। কেননা, সে হয়তো জানে না শায়ত্বন তার এই হাতিয়ার দ্বারা তার ওপর আঘাত করিয়ে ক্ষতিসাধন করতে পারে, ফলে সে জাহান্নামের গর্তে নিক্ষিপ্ত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৫৯]

ব্যাখ্যা : يَنْزِعُ শব্দের غين যোগে এর অর্থ প্রসঙ্গে খলীল বলেন : نزغ الشيطان بين القوم نزغا এর অর্থ হলো حمل بعضهم على بعض بالفساد অর্থাৎ ফাসাদ সৃষ্টির জন্য কাউকে অন্য কারো বিরুদ্ধে প্ররোচনা করা। যেমন বলা হয়েছে, «مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ أُخوتِي» "শায়ত্বন আমার ও আমার ভাইয়ের মাঝে প্ররোচনা দেয়ার পর"।

আর نزع শব্দের عين যোগে এর অর্থ القلع। অর্থাৎ খুলে ফেলা বা সরিয়ে দেয়া। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সম্প্রদায়ের মাঝে উষ্কানি দেয়া। যার কারণে তাদের একজন অন্য একজনের ওপর অস্ত্র উত্তোলন করে। অতঃপর শায়ত্বন তার প্রহারকে বাস্তবায়ন করে।

ইবনুত্ ত্বীন বলেন : يَنْزِعُ এর অর্থ হলো «يَقْلَعُهُ مِنْ يَدِهٖ فَيُصِيبُ بِهِ الْآخَرَ» অর্থাৎ শায়ত্বন তার হাত থেকে অস্ত্রকে খুলে সরিয়ে দেয় ফলে তার দ্বারা অন্যজন আক্রান্ত হয় অথবা শায়ত্বন তার হাতকে এই সময় শক্ত করে দেয় যাতে তা লক্ষভ্রষ্ট না হয়।

ইমাম নাবাবী বলেন : عين যোগে এর অর্থ হলো শায়ত্বন উক্ত ব্যক্তির হাতের মধ্যে থেকে নিক্ষেপ করে এবং প্রহার বা আঘাতকে নিশ্চিত করে।

আর غين যোগে এর অর্থ হলো الاغراء। তথা উস্কানি দেয়া বা প্ররোচিত করা। অর্থাৎ আঘাতকে ব্যক্তির কাছে সুশোভিত করে তোলা।

(فَيَقَعُ فِىْ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ) এই বাক্য দ্বারা কোনো ব্যক্তির পাপাচারে নিপতিত হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে যা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করায়।

ইবনু বাত্তল বলেন : এর অর্থ তার ওপর শাস্তি কার্যকর হয়। ঐকান্তিক ইচ্ছায় হোক বা রসিকতা করে হোক যাতে ভয়ানক পরিস্থিতির শিকার হতে হয়। এরূপ হাদীসে নিষেধ রয়েছে।
(ফাতহুল বারী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ৭০৭২; শারহু মুসলিম ১৬শ খণ্ড, হাঃ ২৬১৭)

٣٥١٩ - [١٠] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَشَارَ إِلٰى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتّٰى يَضَعَهَا وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৫১৯-[১০] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রতি লৌহবর্ম দ্বারা ইশারা করল, অতঃপর তা হাত হতে ফেলে না দেয়া পর্যন্ত মালায়িকাহ্ (ফেরেশতারা) তাকে অভিশাপ দিতে থাকে। যদিও লোকটি তার আপন ভাই হয়। (বুখারী)[৭৬০]

ব্যাখ্যা : হাদীসে মুসলিমের সম্মান মর্যাদার তাগিদ রয়েছে। আর তাকে ভীতিপ্রদর্শন করা বা ভয় দেখানো অথবা তাকে কষ্ট দেয় এমন কিছু উত্তোলন প্রসঙ্গে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সহোদর ভাইয়ের কথা

[৭৫৯] সহীহ : বুখারী ৭০৭২, মুসলিম ২৬১৭, আহমাদ ৮২১২, সহীহ আল জামি' ৭৭১৬, সহীহ আত্ তারগীব ২৮০৯।
[৭৬০] সহীহ : মুসলিম ২৬১৬,সহীহ আল জামি' ৬০৩৪, সহীহ আত্ তারগীব ২৮১০।

উল্লেখ করার দ্বারা প্রত্যেকের ব্যাপক নিষেধাজ্ঞাকে স্পষ্ট করার ব্যাপারে জোরদার করা হয়েছে। চাই তা রসিকতা করে হোক বা তামাশা করে হোক বা না হোক। কেননা মুসলিমকে ভয় দেখানো সর্বাবস্থায় হারাম।

ইমাম ত্বীবী বলেন : ভাইকে উল্লেখ করার দ্বারা কৌতুক ও অনিচ্ছায় ইঙ্গিতকে পূর্ণতা দান করা হয়েছে। প্রথমত ভাইকে উল্লেখ করে পরে আপন ভাইয়ের কথায় সীমাবদ্ধ করেছেন। এ বিষয়টি জানিয়ে দেয়ার জন্য যে, কেবল ঠাট্টা-তামাশা অনৈতিক ইচ্ছার দিকে প্ররোচিত করে। তাহলে বুঝা গেলো আপন ভাইয়ের ব্যাপারে যখন এই বিধান তখন অন্য মানুষের ক্ষেত্রে সম্মানিত পাঠকদের সিদ্ধান্ত কি হতে পারে?

কোনো ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র উত্তোলন করলে ফেরেশতা অভিসম্পাত করতে থাকেন। [তুহফাতুল আহওয়াযী গ্রন্থকার বর্ণনা করে বলেন, মালায়িকার (ফেরেশতাদের) লা'নাত করার অর্থ হলো, তাকে রহমাত থেকে বিতাড়িত করার ও দূরে সরানোর বদ্‌দু'আ করা।]

অস্ত্র খোলা রাখার ক্ষেত্রে রসূল ﷺ-এর জোর নিষেধ রয়েছে। যেমন এক বর্ণনায় রয়েছে : «نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُوْلًا» অর্থাৎ রসূল ﷺ খাপ খোলা তরবারি নিয়ে চর্চা করতে নিষেধ করেছেন। এমনকি তরবারি ডেলিভারি করার সময় কোষবদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

ইবনুল 'আরাবী বলেন : যখন অস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত করলেই অভিসম্পাতের উপযুক্ত হয়। তাহলে তা দ্বারা আঘাত করলে কি হতে পারে? আসলে ঐকান্তিকভাবে হোক বা তামাশা করে হোক ধমক দেয়ার জন্য অস্ত্র দ্বারা ইশারা করলে লা'নাতপ্রাপ্ত হবে। (ফাতহুল বারী ১৩ খণ্ড, হাঃ ৭০৭২)

٣٥٢٠ - [١١] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَزَادَ مُسْلِمٌ: «وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».

৩৫২০-[১১] ইবনু 'উমার ও আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنهم হতে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (বুখারী)[৭৬১]

আর ইমাম মুসলিম (রহঃ) অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, আর যে ব্যক্তি (পণ্য বিক্রয়ে) আমাদের সাথে প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

ব্যাখ্যা : হাদীসের মর্মার্থ হলো অন্যায়ভাবে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধের জন্য অস্ত্র ধারণ করা তাদেরকে ভয় দেখানোর জন্য অথবা তাদের মাঝে আতংক সৃষ্টি করার জন্য। الحمل শব্দ দ্বারা যুদ্ধের প্রতি পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইবনু দাকীকুল 'ঈদ বলেছেন : হাদীসে উল্লেখিত حمل শব্দ উল্লেখের দ্বারা কয়েকটি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন (১) الحمل [উত্তোলন করা] এটি الوضع [নামিয়ে রাখা] এর বিপরীত। এটা যুদ্ধের ইঙ্গিতবাহক।

(২) যুদ্ধ করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করা। যা (عَلَيْنَا) শব্দ উল্লেখ করার মাধ্যমে বুঝা যায়।

(৩) প্রহার করার জন্য তরবারি ধারণ করা। মোটকথা, প্রত্যেক ক্ষেত্রে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করা হারাম ও কঠোরতার ইঙ্গিত এই হাদীসে বিদ্যমান।

---

[৭৬১] **সহীহ :** বুখারী ৭০৭, মুসলিম ১০১, নাসায়ী ৪১০০, তিরমিযী ১৪৫৯, ইবনু মাজাহ ২৫৭৫, আহমাদ ৯৩৯৬, সহীহ আল জামি' ৬২১৭, সহীহ আত্ তারগীব ১৭৬৪।

সুনানে নাসায়ীতে বর্ণিত আছে : যে ব্যক্তি তরবারি উত্তোলন করলো এবং তা দ্বারা মানুষকে আঘাত করলো, অতঃপর তাকে হত্যা করলে কোনো দিয়াত নেই এবং কোনো ক্বিসাস নেই।

(فَلَيْسَ مِنَّا) এর অর্থ ليس على طريقتنا অথবা ليس متبعًا لطريقتنا অর্থাৎ সে আমাদের রীতির বহির্ভূত। অথবা সে আমাদের পথ-পদ্ধতির অনুসারী নয়। কেননা এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের হাক্ব হলো তাকে সাহায্য করা অথবা তার পক্ষে যুদ্ধ করা। সে তাকে ভয় দেখানোর জন্য অথবা তাকে হত্যা করার জন্য অথবা তার সাথে যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্র ধারণ করতে পারে না।

উপরোক্ত শাস্তি এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যে, অত্যাচারীকে হত্যা করে অথবা তার সাথে যুদ্ধ করার জন্য হামলা করে। বরং তা অন্যায়কারী বা অন্যায়ভাবে যুদ্ধ করার সূচনাকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। (ফাতহুল বারী ১৩ খণ্ড, হাঃ ৭০৭০)

٣٥٢١ - [١٢] وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৫২১-[১২] সালামাহ্ ইবনুল আক্ওয়া' (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আমাদের ওপর যে তরবারি উঠাল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (মুসলিম)[৭৬২]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস সম্পর্কে আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মাযহাবের মূলনীতি হলো এই যে, যে ব্যক্তি মুসলিমদের বিপক্ষে তা'বিল ছাড়া হালাল মনে না করে অন্যায়ভাবে অস্ত্র উত্তোলন করে বা ধারণ করে সে পাপী তবে কাফির নয়। কিন্তু যদি সে হালাল মনে করে তাহলে সে কাফির।

হাদীসের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন : উপরোক্ত হাদীসটি যে ব্যক্তি ব্যাখ্যা ছাড়াই অস্ত্রধারণকে হালাল মনে করে সে কাফির এবং সে মুসলিম মিল্লাত থেকে বহির্ভূত মর্মার্থের ইঙ্গিত বাহক।

আবার কেউ বলেন, এই হাদীসের অর্থ হলো যে ব্যক্তি পুরোপুরিভাবে মুসলিম মিল্লাতের নীতি-আদর্শের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুফ্ইয়ান বিন উয়াইনাহ্ এই ব্যাখ্যাকে অপছন্দ করেছেন। তিনি বলেন, এটা মন্দ ব্যাখ্যা। এসব ব্যাখ্যা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। যাতে অস্ত্রধারণকারীর অন্তরের মধ্যে বিষয়টি সর্বাধিক কার্যকর হয় এবং ধমকের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পন্থা হয়। (শারহু মুসলিম ২য় খণ্ড, হাঃ ১৬১)

٣٥٢٢ - [١٣] وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ مَرَّ بِالشَّامِ عَلٰى أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْبَاطِ وَقَدْ أُقِيمُوْا فِي الشَّمْسِ وصُبَّ عَلٰى رُؤُوسِهِمُ الزَّيْتُ فَقَالَ: مَا هٰذَا؟ قِيلَ: يُعَذَّبُوْنَ فِي الْخِرَاجِ فَقَالَ هِشَامٌ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُوْنَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৫২২-[১৩] হিশাম ইবনু 'উর্ওয়াহ্ (রহঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। একদিন হিশাম ইবনু হাকীম (রাঃ) শাম (সিরিয়া) দেশে অনারব গ্রামের কিছু লোকেদের নিকট দিয়ে যাবার সময় দেখলেন যে, তাদেরকে রোদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে মাথার উপর যায়তূনের তেল ঢালা হচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন,

---

[৭৬২] সহীহ : মুসলিম ৯৯, আহমাদ ১৬৫০০, সহীহ আল জামি' ৬২৯৯।

তাদেরকে কি কারণে এরূপ শাস্তি দেয়া হচ্ছে? বলা হলো, রাষ্ট্রীয় কর দিতে অস্বীকৃতির কারণে তাদেরকে এরূপ শাস্তি দেয়া হচ্ছে। হিশাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি নিশ্চয় রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে শুনেছি যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যারা দুনিয়াতে মানুষকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত লোকেদেরকে (আখিরাতে) শাস্তি দিবেন। (মুসলিম)[৭৬৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের বিধান অন্যায়ভাবে শাস্তি প্রদান করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং ন্যায়সঙ্গতভাবে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে নয়। যেমন ক্বিসাস নেয়ার ক্ষেত্রে দণ্ড প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে শিক্ষা দেয়া প্রভৃতির ক্ষেত্রে।

ইমাম নাবাবী বলেন : (أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْبَاطِ) বলতে অনারব কৃষকদেরকে বুঝানো হয়েছে।

(শারহু মুসলিম ১৬ খণ্ড, হাঃ ২৬১৩)

٣٥٢٣ - [١٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُوشِكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَنْ تَرى أَقْوَامًا فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ يَغْدُونَ فِي غَضَبِ اللهِ وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِ اللهِ». وَفِي رِوَايَةٍ: «وَيَرُوحُونَ فِي لَعْنَةِ اللهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৫২৩-[১৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তুমি যদি দীর্ঘজীবি হও, তাহলে অতি শীঘ্রই ঐ সমস্ত লোকেদেরকে দেখতে পাবে যাদের হাতে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে। তাদের সকাল হবে আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের মধ্যে আর বিকাল হবে আল্লাহ তা'আলার কঠিন অসন্তুষ্টির মধ্যে। আর অন্য বর্ণনায় আছে, তাদের বিকাল হবে আল্লাহ তা'আলার অভিশপ্তের মধ্যে। (মুসলিম)[৭৬৪]

ব্যাখ্যা : "তাদের হাতে গরুর লেজ সদৃশ কিছু থাকা" এর অর্থ হলো তাদের হাতে চাবুক থাকবে। এটাকে 'আরবীতে سياط বা مقرع বলা হয়। যা চামড়া দ্বারা তৈরিকৃত এবং এর মাথায় মধ্যমা অঙ্গুলির ন্যায় প্রশস্ত গিরা থাকবে। এর দ্বারা রাখালদেরকে উলঙ্গ করে হাকিয়ে নিয়ে যেত।

কেউ কেউ বলেন : তারা অন্যায়ভাবে লোকেদের হাকিয়ে নিয়ে যাবে আর লোকেরা তাদের সামনে দ্রুত গতিতে ছুটে চলবে। যেমনভাবে লোলুপ কুকুর মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়।

আল্লাহর غَضَبِ এর চেয়ে سَخَطِ বেশি কঠিন ও ভয়ানক غَضَبِ উল্লেখ করার পর سَخَطِ-কে উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, তারা সকাল ও সন্ধ্যায় অন্যায় করার কারণে সর্বদা আল্লাহর ক্রোধের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল।

ইমাম ত্বীবী বলেন : يَغْدُونَ এবং يَرُوحُونَ এর অর্থ হলো সর্বদা অবিরামভাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন : ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ অর্থাৎ তারা সদা সর্বদা আল্লাহর ক্ষোভের মধ্যে থাকবে আল্লাহ তাদের ওপর সহিষ্ণু আচরণ করবেন না এবং সন্তুষ্ট হবেন না। (সূরাহ্ আল কাহ্ফ ১৮ : ২৮)

আর যদি দু'টি সময়কে বিশেষভাবে ধরে নেয়া যায় অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যাকে তবে এর অর্থ হবে। তারা সকালে লোকেদের কষ্ট দেয় ও ভীতিপ্রদর্শন করে এবং তাদের ওপর দয়াপরবশ হয় না।

আর সন্ধ্যায় তাদেরকে কষ্ট দেয়ার কুচিন্তা করে ফলে আল্লাহ তাদের ওপর খুশি নন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, পৃষ্ঠা-৭৭)

---

[৭৬৩] **সহীহ :** মুসলিম ২৬১৩, সহীহ আত্ তারগীব ২২৯২, আবূ দাউদ ৩০৪৫, আহমাদ ১৫৩৩৪, সহীহ আল জামি' ১৯০০।

[৭৬৪] **সহীহ :** মুসলিম ২৮৫৭, আহমাদ ৮০৭৩, সহীহ আল জামি' ৮১৮৪।

٣٥٢٤-[١٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسهم كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৫২৪-[১৫] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নামীদের মধ্যে দু'টি এমন দল হবে যাদেরকে আমি দেখতে পাব না, কিন্তু তাদের একদল লোকের হাতে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে। যা দিয়ে তারা লোকেদেরকে অনৈতিকভাবে মারধর করবে। আর দ্বিতীয় দলটি হবে ঐ সমস্ত মহিলারা, যারা কাপড় পরবে অথচ উলঙ্গের ন্যায় দেখা যাবে এবং তারা সদিচ্ছায় পুরুষদের দিকে আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথার চুলের খোঁপা বুখতী উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায় হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। যদিও তার সুঘ্রাণ দূর-দূরান্ত হতে পাওয়া যাবে। (মুসলিম)[৭৬৫]

ব্যাখ্যা : الْكَاسِيَاتٌ। "পরিধানকারিণী"। এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে। যথা-

(১) আল্লাহর নি'আমাতকে ভোগকারী ও আল্লাহর নি'আমাতের শুকরিয়া আদায় থেকে মুক্ত।

(২) বস্ত্র পরিধানকারিণী কিন্তু আনুগত্যের প্রতি যত্নবান, আখিরাতকে অগ্রাধিকার দান এবং সৎ 'আমালশূন্য।

(৩) তার সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য শরীরের কিছু অংশ খোলা রাখা। একেই বলা বস্ত্রাবৃত ও বস্ত্রহীন।

(৪) পাতলা কাপড় পরিধান করে যাতে কাপড়ের নীচের শরীরের অংশ প্রকাশ পায়।

(مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ) এর অর্থ হলো- আল্লাহর আনুগত্য এবং গুপ্তাঙ্গ ও প্রবৃত্তিকে হিফাযাত করা থেকে বিচ্যুত। আর مميلات-এর অর্থ হলো তারা অন্যদেরকে তাদের কর্মকাণ্ড শিক্ষা দেয়।

কেউ বলেন, এর অর্থ হলো গর্বভরে হেলেদুলে চলে এমন ব্যক্তি। مائلات এর অর্থ ঘাড় ঝুকানো মহিলা। কেউ কেউ বলেন- এর অর্থ পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট এবং তাদের প্রকাশিত সৌন্দর্য দ্বারা আকর্ষণকারিণী।

كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ-এর অর্থ তাদের মাথা পেচানো ওড়না ও পাগড়ী প্রভৃতি দ্বারা উন্নত। যেটাকে উন্নত ঘাড় বিশিষ্ট উটের ন্যায় পরিদৃষ্ট হয়।

মারুযী বলেন : এর অর্থ, তারা পুরুষদেরকে কামনা করে তাদের থেকে অবনমিত হয় না এবং মাথা নোয়াই না।

(لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ) এর মর্মার্থ হচ্ছে, (১) যে হারামকে জেনে বুঝে হালাল মনে করে সে কাফির এবং জাহান্নামে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। তারা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

(২) তারা প্রথম থেকেই জান্নাতে প্রবেশ করবে না যেমন সফলকাম ব্যক্তিরা প্রথম থেকেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। (শারহু মুসলিম ১৭ খণ্ড, হাঃ ২১২৮)

---

[৭৬৫] সহীহ : মুসলিম ২১২৮, সহীহাহ্ ১৩২৬, সহীহ আল জামি' ৩৭৯৯, সহীহ আত্ তারগীব ২০৪৪।

٣٥٢٥ ـ [١٦] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৫২৫-[১৬] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোনো ব্যক্তিকে মারধর করে, তাহলে যেন মুখমণ্ডলে না মারে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা আদাম আলায়হিস্ সালাম-কে তার আকৃতিতেই সৃষ্টি করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৬৬]

ব্যাখ্যা : হাদীসে বর্ণিত নিষেধের মধ্যে দণ্ডে প্রহৃত, অথবা শাস্তির জন্য অথবা আদাবের জন্য প্রহৃত ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা এ ব্যাপারে আবূ বাক্র ও অন্যান্য রাবীর বর্ণিত আবূ দাঊদ-এর মধ্যে এক যিনাকারিণী মহিলার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তাতে আল্লাহর নাবী ﷺ রজম করার নির্দেশ প্রদান করেন এবং বলেন : «ارْمُوا وَاتَّقُوا الْوَجْهَ» তোমরা পাথর ছুঁড়ে মারো তবে মুখমণ্ডলে প্রহার থেকে বিরত থাকো। একজন মহিলা যার মৃত্যু অবধারিত তার ক্ষেত্রে যদি এ রকম নির্দেশ থাকে তবে অন্যদের ক্ষেত্রে আরো বেশি বেঁচে থাকা কর্তব্য।

ইমাম নাবাবী বলেন : বিদ্বানগণ বলেন, মুখমণ্ডলে আঘাত করা নিষেধ হওয়ার কারণ হলো, মুখমণ্ডল সূক্ষ্ম জায়গা যাতে সৌন্দর্যসমূহ একিভূত হয়েছে। আর অধিকাংশ অনুভব করার অঙ্গসমূহ সেখানে বিদ্যমান। অতএব, যার মুখমণ্ডলে আঘাত করা হয় তার চেহারা নষ্ট হওয়ার ও বিকৃত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। আর এতে বিকৃতি ঘটলে তার বাহ্যিক অবয়ব বা সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। বরং তার চেহারায় আঘাত করা হলে অধিকাংশ সময় তা ক্ষতি থেকে নিরাপদ নয়। এর একমাত্র কারণ হলো সৌন্দর্য। তবে এর আরেকটি কারণ সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

(فَإِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهِ) এই বাক্যে صُوْرَتِهِ শব্দের «ه» যামীর-এর مرجع নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশ জনই প্রহৃত ব্যক্তিকে এর مرجع বলে মত প্রকাশ করেন। কেননা এর পূর্বে তার মুখমণ্ডলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারটি উল্লেখ হয়েছে। যদি এটা তা না হয় তবে পূর্বের বাক্যের সাথে এই বাক্যের সম্পর্ক ঠিক থাকছে না।

* কুরতুবী বলেন : কেউ কেউ «ه» যামীরকে আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করিয়েছেন একটি দলীলের দিকে খেয়াল করে যেটা হলো-

«إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُورَةِ الرَّحْمٰنِ» "আল্লাহ আদাম আলায়হিস্ সালাম-কে রহমানের (আল্লাহর) আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।"

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এর প্রতি ধারণা করে দলীল সাব্যস্ত করেন সে ভুল করেছে।

* হারবুল কিরমানী তাঁর "কিতাবুস্ সুন্নাহ্" গ্রন্থে বলেন : আমি ইসহাক্ব বিন রহওয়াই-কে বলতে শুনেছি যে, «إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُورَةِ الرَّحْمٰنِ» এটা সহীহ।

* ইসহাক্ব আল কাওসাজ বলেন : আমি আহমাদ (রহঃ)-কে এ হাদীস সম্পর্কে সহীহ বলতে শুনেছি।

* আল মাযিরী বলেন : ইবনু কুতায়বাহ্ হাদীসের যাহিরী অর্থ বুঝে ভুল করেছেন।

---

[৭৬৬] **সহীহ :** বুখারী ২৫৫৯, মুসলিম ২৬১২, আহমাদ ৭৩২৩, সহীহাহ্ ৮৬২, সহীহ আল জামি' ৭০৩।

* ইমাম বুখারী তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থে 'আল আদাবুল মুফরাদ'-এ ও ইমাম আহমাদ আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে একটি মারফূ' হাদীসে বর্ণনা করেন যেমন-

«لَا تَقُولَنَّ قَبَّحَ اللّٰهُ وَجْهَكَ وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ فَإِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُورَتِهٖ»

অর্থাৎ- "যখন তোমাদের কেউ যুদ্ধ করবে তখন সে যেন মুখমণ্ডল থেকে বিরত থাকে, কেননা আল্লাহ আদাম (আলায়হিস্ সালাম)-কে তার সুরতে সৃষ্টি করেছেন।"

এ হাদীস স্পষ্ট হলো যে, যামীর কথিত ব্যক্তির দিকে যাবে।

ইবনু আবূ 'আসিম ও আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেন,

«إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُورَةِ وَجْهِهٖ».

ইমাম নাবাবী এই হুকুম বা বিধানকে হস্তক্ষেপ করেননি। এর যাহিরী অর্থ হলো চেহারায় আঘাত করা হারাম। এই মতটিকে سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ সহাবীর হাদীস আরো শক্তিশালী করে দেয়। তথা أَنَّهٗ رَأٰى رَجُلًا لَطَمَ غُلَامَهٗ فَقَالَ أَوَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحْتَرَمَةٌ» অর্থাৎ- "তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন সে তার গোলামকে চড় মারছে। সে বলল, তুমি কি জান না যে, নিশ্চয় চেহারা সম্মানিত" হাদীসটিকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন।
(ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫৫৯; শারহু মুসলিম ১৫ খণ্ড, হাঃ ২৬১২)

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٥٢٦-[١٧] عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ كَشَفَ سِتْرًا فَأَدْخَلَ بَصَرَهٗ فِى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهٗ فَرَأٰى عَوْرَةَ أَهْلِهٖ فَقَدْ أَتٰى حَدًّا لَا يَحِلُّ لَهٗ أَنْ يَأْتِيَهٗ وَلَوْ أَنَّهٗ حِيْنَ أَدْخَلَ بَصَرَهٗ فَاسْتَقْبَلَهٗ رَجُلٌ فَفَقَأَ عَيْنَهٗ مَا عَيَّرْتُ عَلَيْهِ وَإِنْ مَرَّ الرَّجُلُ عَلٰى بَابٍ لَا سِتْرَ لَهٗ غَيْرِ مُغْلَقٍ فَنَظَرَ فَلَا خَطِيئَةَ عَلَيْهِ إِنَّمَا الْخَطِيئَةُ عَلٰى أَهْلِ الْبَيْتِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৩৫২৬-[১৭] আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি অনুমতি ব্যতীত ঘরের পর্দা সরিয়ে অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করল এবং গৃহকর্তার স্ত্রীকে দেখে ফেলল সে নিজের ওপর শারী'আতের শাস্তি অবধারিত করে ফেলল। কেননা, এভাবে আসা এবং গৃহাভ্যন্তরের দিকে তাকানো তার জন্য জায়িয নেই। আর সে যখন গৃহাভ্যন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করা অবস্থায় তখন যদি ঘরের কোনো পুরুষ এসে তার সামনে উপস্থিত হয়ে তার চক্ষু ফুঁড়ে দেয়, তাহলে আমি আঘাতকারীকে দোষী সাব্যস্ত করব না। আর যে ঘরের দরজায় কোনো পর্দা নেই এবং দরজাও উন্মুক্ত, এমতাবস্থায় যদি কেউ কোনো ঘরের সামনে দিয়ে অতিক্রমকালে দৃষ্টিপাত করে তার কোনো অপরাধ হবে না। কেননা তখন গৃহবাসী অপরাধী হবে। (তিরমিযী; তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব)[৭৬৭]

---

[৭৬৭] সহীহ : তিরমিযী ২৭০৭, সহীহাহ্ ৩৪৬৩, য'ঈফ আল জামি' ৫৮২১।

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি বিনা কোনো অনুমতিতে পর্দা বা প্রতিবন্ধককে উঠিয়ে ফেলে অথবা সরিয়ে দেয়া বাড়ির ভিতরের গোপন বিষয় দেখলো, সে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করলো। এর কারণ হলো এটা তার জন্য হালাল নয়। যেমন কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে- ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ (সূরাহ্ আত্ ত্বলাক্ব ৬৫ : ১) আর সে কারণ হাদীসের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে, (لَوْ أَنَّهُ حِينَ أَدْخَلَ بَصَرَهُ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ فَفَقَأَ عَيْنَهُ مَا عَيَّرْتُ عَلَيْهِ) অর্থাৎ বাড়ির মানুষ তার চোখকে ফুঁড়ে দিলে তার কোনো অপরাধ নেই। তবে যে ব্যক্তির দৃষ্টি এমন দরজায় আপতিত হয় যাতে এমন পর্দা ঝুলানো থাকে না যা দৃষ্টি নিবারণ করে বা তাতে দৃষ্টি নিবারিত হয়। তখন তার কোনো অপরাধ নয়। যদি সে এটা ইচ্ছাকৃত না করে। এক্ষেত্রে অপরাধ হলো বাড়ির লোকজনের। এতে এটাও প্রমাণ হয় যে, বাড়ির লোকজনের ওপর যে কোনো একটি কাজ করা ওয়াজিব। আর তা হলো দরজায় পর্দা ঝুলিয়ে রাখা অথবা দরজা বন্ধ রাখা।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৭০৭)

٣٥٢٧ -[١٨] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৩৫২৭-[১৮] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ উন্মুক্ত তরবারি হাতে পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান করতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[৭৬৮]

ব্যাখ্যা : (يُتَعَاطٰى) শব্দটি التعاطى থেকে কর্মবাচ্য মাজহূল-এর সীগাহ। এর অর্থ গ্রহণ করা। কোষমুক্ত তরবারি গ্রহণ করা নিষেধ। অনুরূপভাবে ডেলিভারি বা হস্তান্তর করাও মাকরূহ। কারণ গ্রহণ করতে গিয়ে কখনো ভুল হয়ে যায়। ফলে শরীরের কোনো অংশ আঘাতপ্রাপ্ত হয়। অথবা কারো উপর পড়ে গিয়ে সে কষ্টের শিকার হয়। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫৭৫; তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২১৬৩)

٣٥٢٨ -[١٩] وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৫২৮-[১৯] হাসান বাস্‌রী (রহঃ) সামুরাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ দুই আঙ্গুল দিয়ে ফিতা চিরতে নিষেধ করেছেন। (আবূ দাউদ)[৭৬৯]

ব্যাখ্যা : يُقَدَّ কর্মবাচ্য মাজহূল-এর সীগাযোগে এর অর্থ লম্বালম্বিভাবে সাধারণভাবে কর্তন করা যেমন চিরে ফেলা। السير বলা হয় চামড়া চিরে ফেলা। দুই আঙ্গুলের দ্বারা চামড়া কর্তন করা ও চিরে দেয়া নিষেধ। যাতে লোহা বা যে কোনো কাটার অস্ত্র তাকে কেটে না দেয়। এই نَهٰى তথা নিষেধাজ্ঞাটা কোষমুক্ত তরবারি গ্রহণ করার নিষেধের সাথে সাদৃশ্য বা মিল রয়েছে। অনুরূপ ব্যাখ্যা 'ফাতহুল ওয়াদূদ' গ্রন্থেও রয়েছে।

('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫৮৬)

٣٥٢٩ -[٢٠] وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

---

[৭৬৮] **সহীহ :** তিরমিযী ২১৬৩, আবূ দাউদ ২৫৮৮, আহমাদ ১৪২০১, সহীহ আল জামি' ৬৮১৯।

[৭৬৯] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ২৫৮৯, য'ঈফ আল জামি' ৬০২২।

৩৫২৯-[২০] সা'ঈদ ইবনু যায়দ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে লোক তার দীনের কারণে মৃত্যুবরণ করে, সে শাহীদ। যে লোক তার প্রাণ রক্ষার্থে মৃত্যুবরণ করে, সে শাহীদ। যে লোক তার ধন-সম্পদ হিফাযাত করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে, সে শাহীদ। যে লোক তার পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তা দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে সেও শাহীদ। (তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[৭৭০]

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি তার মাল রক্ষার জন্য প্রাণী অথবা অন্য কারো সাথে লড়াই করে এবং নিহত হয় সে শাহীদ হিসেবে গণ্য হবে। তবে সে আখিরাতের বিধানে শাহীদ হবে। অর্থাৎ সে শাহীদের নেকী পাবে। দুনিয়ায় শাহীদের হুকুম প্রযোজ্য হবে না। আর যে ব্যক্তি নিজকে, পরিবার বা নিকটতম আত্মীয়কে অথবা আল্লাহর দীনকে রক্ষা করতে শত্রুকে প্রতিহত করতে গিয়ে নিহত হয় সে শাহীদ হবে। কেননা মু'মিন ব্যক্তি যার ব্যক্তিত্ব, রক্ত, পরিবার এবং সম্পদ হলো সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয়।

('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৭৫৯; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৪২১)

٣٥٣٠ - [٢١] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ: بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلَّ السَّيْفَ عَلٰى أُمَّتِيْ أَوْ قَالَ: عَلٰى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

وَحَدِيثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: «الرِّجْلُ جُبَارٌ» ذُكِرَ فِيْ «بَابِ الْغَضَبِ».

৩৫৩০-[২১] ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জাহান্নামের সাতটি দরজা রয়েছে– তন্মধ্যে একটি দরজা সে সমস্ত লোকের জন্য যারা আমার উম্মাতের ওপর অথবা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মাতের ওপর অন্যায়ভাবে তরবারি উঠিয়েছে। (তিরমিযী; তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)[৭৭১]

আর আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসে 'জন্তু-জানোয়ারের আঘাতে মারা গেলে ক্ষতিপূরণ নেই' প্রসঙ্গে গযব (রাগ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : السل এর অর্থ কোনো জিনিসকে ছিনিয়ে নেয়া এবং স্বাচ্ছন্দে বের করা।

উম্মাতের বিরুদ্ধে তরবারি কোষমুক্ত করা অর্থাৎ তাদের ওপর আক্রমণ করা।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীসকে আল্লাহ তা'আলার বাণী ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ﴾ "তার সাতটা দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য তাদের মধ্যে শ্রেণী নির্দিষ্ট আছে"– (সূরাহ্ আল হিজর ১৫ : ৪৪) এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৮ম খণ্ড, হাঃ ৩১২৩)

وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ مِنَ الْفَصْلُ الثَّالِثُ.

এ অধ্যায়ে তৃতীয় অনুচ্ছেদ নেই।

[৭৭০] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪৭৭২, নাসায়ী ৪০৯৫, তিরমিযী ১৪২১, আহমাদ ১৬৫২, ইরওয়া ৭০৮, সহীহ আল জামি' ৬৪৪৫, সহীহ আত্ তারগীব ১৪১১।

[৭৭১] **য'ঈফ :** তিরমিযী ৩১২৩, য'ঈফ আল জামি' ৪৬৬১। কারণ জুনায়দ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে মুরসাল সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন।

(٣) بَابُ الْقَسَامَةِ

অধ্যায়-৩ : সম্মিলিত ক্বসম

الْقَسَامَةِ। ক্বফ ও মীম বর্ণে যবর যোগে। এটা শপথ যা কোনো এলাকায় নিহত ব্যক্তিকে পাওয়া গেলে এলাকার অধিবাসীদের ক্বস্ম করা হয়।

শাফি'ঈদের নিকট খুনী ব্যক্তি অজ্ঞাত থাকলে নিহত ব্যক্তির অভিযোগকারী ওয়ারিসরা নিহতের রক্তমূল্যের জন্য ক্বস্ম করবে। এর কারণ হলো নিহত ব্যক্তিকে তাদের মহল্লায় পাওয়া অথবা এরূপ কোনো কারণ বা আলামত পাওয়া। তাদের ক্বস্মের মূল অংশ হলো- بِاللّٰهِ مَا قَتَلْنَاهُ অথবা لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلً ক্বস্মকারীর জন্য শর্ত হলো সে পুরুষ, স্বাধীন ও জ্ঞানসম্পন্ন হবে। ইমাম মালিক বলেন : ভুলক্রমে হত্যার ক্ষেত্রে মহিলাও ক্বসামার অন্তর্ভুক্ত। ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে নয়।

আর এর ফায়সালার বিধান হলো ক্বস্মের পর দিয়াত ওয়াজিব।

شَرْحِ السُّنَّةِ। -এ রয়েছে নিহত ব্যক্তির ওয়ালীগণ কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে অথবা কোনো দলের ওপর অভিযোগ করবে আর তাদের নিকট স্পষ্ট যখম বা ক্ষতের চিহ্ন রয়েছে। আর তা হচ্ছে এমন বিষয় প্রাপ্তি যা অভিযোগকারীর সত্যতা প্রবলরূপে অনুমান করা যায়। যেমন তাদের অঞ্চলে নিহত ব্যক্তিকে পাওয়া অথবা নিহত ব্যক্তি ও তাদের মাঝে শত্রুতা বিদ্যমান থাকা ইত্যাদি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٥٣١ ـ[١] عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَا أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ أَتَيَا خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلٍ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَبَدَأَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : «كَبِّرِ الْكُبْرَ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : يَعْنِي لِيَلِيَ الْكَلَامَ الْأَكْبَرُ فَتَكَلَّمُوا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «اِسْتَحِقُّوا قَتِيلَكُمْ أَوْ قَالَ صَاحِبَكُمْ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ». قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّٰهِ! أَمْرٌ لَمْ نَرَهُ قَالَ : فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ فِي أَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّٰهِ! قَوْمٌ كُفَّارٌ فَفَدَاهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ قِبَلِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ : «تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ» فَوَدَاهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ بِمِائَةِ نَاقَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৫৩১-[১] রাফি' ইবনু খদীজ এবং সাহ্ল ইবনু হাসমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনু সাহ্ল এবং মুহাইয়িসাহ্ ইবনু মাস্'উদ খায়বারে এলেন। তারা খেজুর বাগানে প্রবেশ করে

পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। অতঃপর (কেউ) ‘আব্‌দুল্লাহ ইবনু সাহ্‌ল-কে হত্যা করলো। এমতাবস্থায় ‘আব্‌দুর রহমান ইবনু সাহ্‌ল (‘আব্‌দুল্লাহ-এর ভাই) এবং মাস্‘ঊদ-এর দু’পুত্র হুওয়াইয়িসাহ্ এবং মুহাইয়িসাহ্ (রাঃ) (‘আব্‌দুল্লাহ-এর চাচাতো ভাই) নাবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের ভাইয়ের ব্যাপারে অভিযোগ করেন। অতঃপর ‘আব্‌দুর রহমান যখন কথা বলা শুরু করলেন, আর তিনি ছিলেন সকলের ছোট। তখন নাবী ﷺ বললেন, বড়কে কথা বলতে দাও (সম্মান কর)। তিনি (ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা‘ঈদ) বলেন, নাবী ﷺ-এর কথার উদ্দেশ্য হলো- যিনি বয়সের বড় সেই কথা শুরু করার অগ্রাধিকারযোগ্য। অতএব তারা তাদের ভাইয়ের হত্যার ব্যাপারে আলোচনা করল। অতঃপর নাবী ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে পঞ্চাশজন কৃস্‌ম করলে তোমাদের নিহত ব্যক্তির; অথবা বলেছেন, তোমাদের ভাইয়ের দিয়াত (রক্তপণ) পাওয়ার হাক্বদার হতে পারবে। তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এটা (কৃস্‌ম) এমন জিনিস যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি। অতঃপর নাবী ﷺ বললেন, তাহলে ইয়াহূদীদের থেকে পঞ্চাশজন কৃস্‌ম করে অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তারা তো কাফির। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে তাদের হত্যার দিয়াত প্রদান করলেন। অপর বর্ণনাতে আছে, তোমরা পঞ্চাশ জন কৃস্‌ম কর তোমাদের নিহত ব্যক্তির অথবা বলেছেন, তোমাদের সঙ্গীর দিয়াতের হাক্বদার হতে পারবে। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে তাদেরকে দিয়াতস্বরূপ একশত উট আদায় করে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৭২]

ব্যাখ্যা : শিষ্টাচারের ইঙ্গিত দেয়ার জন্য রসূল ﷺ বড়কে অগ্রবর্তী করেছেন। এর দ্বারা যেন তিনি যেথায় সমতা হবে সেথায় বড়কে বা বয়সে বড়কে অগ্রবর্তী করার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করতে চেয়েছেন। তবে যদি ছোটদের নিকট এমন জ্ঞান থাকে যা বড়দের নিকট নেই, এই অবস্থায় বড়দের উপস্থিতিতে ছোটদের কথা বলাতে নিষেধ নেই। কারণ ‘উমার (রাঃ) এবং আবূ বাক্‌র (রাঃ) কোনো এক মাজলিসে থাকার কারণে ‘উমার বিন খত্ত্বাব-এর পুত্র ‘আব্দুল্লাহ রসূল ﷺ-এর এক প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে ইতস্তবোধ করে জবাব দেয়নি। এজন্য ‘উমার (রাঃ) পরে আফসোস করেছিলেন তার পুত্র উত্তরে কথা না বলায়। ‘উমার (রাঃ)-এর আফসোসের কারণ ছিল বড়দের মাজলিসে পুত্রের কথা না বলা। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬১৪২, ৬১৪৩)

কেউ কেউ এ হাদীস দ্বারা সদাক্বার মালকে বিনামূল্যে উপকার লাভে ব্যবহারের মত পোষণ করেন। যেমন মতানৈক্য বন্ধকরণ এবং বিভেদের সমাধানের জন্য।

আবার কেউ এ হাদীস যাহিরী অর্থে ব্যবহার করেছেন। আর ক্বাযী ‘ইয়ায কোনো বিদ্বানের উদ্ধৃতি দিয়ে যাকাতের মালকে জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করার বৈধতা দিয়েছেন। আর এ হাদীস ও অন্যান্য হাদীসকে দলীল হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। যাকাত অধ্যায়ে আবূ লাস-এর হাদীসে রয়েছে। তিনি বলেন :

قَالَ حَمَلَنَا النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فِي الْحَجِّ.

অর্থাৎ- আমাদেরকে নাবী ﷺ হাজ্জের সময় সদাক্বার কোনো উটের উপরে বহন করিয়েছিল।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৪২২)

الْقَسَامَةِ-এর হাদীসটি শারী‘আত মূলনীতিসমূহের একটি মূলনীতি পদ্ধতি এবং বান্দার কল্যাণের অন্যতম রুকন। কূফা, শাম ও হিজাযের সকল তাবি‘ঈ ও সহাবীর নিকট এ হুকুমটি গৃহীত। যদিও الْقَسَامَةِ গ্রহণের পদ্ধতি নিয়ে মতভেদ বিদ্যমান।

---

[৭৭২] **সহীহ :** বুখারী ৬১৪২-৪৩, মুসলিম ১৬৬৯, আবূ দাঊদ ৪৫২০, নাসায়ী ৪৭১৩, আহমাদ ১৭২৭৬, তিরমিযী ১৪২২।

একদল 'আলিমের মতে اَلْقَسَامَةُ বাতিল। এর কোনো বিধান নেই। আর এটা 'আমালযোগ্য নয়। এই দলের মধ্যে সালিম বিন 'আব্দুল্লাহ, সুলায়মান বিন ইয়াসার, হাকাম বিন 'উয়াইনাহ্, কৃতাদাহ্, আবূ ক্বিলাবাহ্, মুসলিম ইবনু খালিদ, ইবনু 'উলাইয়্যাহ্ ও বুখারী; এছাড়া অন্যরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যদি ইচ্ছাকৃত হত্যা করা হয় তবে এক্ষেত্রে ক্বিসাস ওয়াজিব কিনা– এই ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

হিজাযের একটি বিরাট অংশ ক্বিসাসকে ওয়াজিব বলেছেন। এটা যুহরী, রবী'আহ্, মালিক (রহঃ) ও তার সাথীগণ আহমাদ (রহঃ), ইসহাক্ব, আবূ সাওর ও দাঊদ-এর অভিমত। আর এটা ইমাম শাফি'ঈ-এর পুরাতন মত।

'উমার বিন 'আব্দুল 'আযীয ও 'আব্দুল্লাহ বিন যুবায়র (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আবূ যিনাদ বলেন : আমরা এবং রসূল (ﷺ)-এর সকল সহাবীগণ বলেন- এই মতের লোক সংখ্যা এক হাজার। এ ব্যাপারে দু'টি মাযহাবের ইখতিলাফ রয়েছে। কুফাবাসী ও শাফি'ঈর সর্বাধিক সহীহ অভিমত হলো ক্বিসাস ওয়াজিব নয়। মূলত দিয়াত ওয়াজিব।

কৃসামাহ্-এর ক্ষেত্রে কারা কৃস্ম করবে এই নিয়ে 'আলিমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম মালিক ও শাফি'ঈ (রহঃ) এবং জুমহূরের মত হলো নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস পঞ্চাশজনের কৃস্ম করা ওয়াজিব। তারা এই সহীহ হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আর এতে অভিযোগকারীর কৃস্ম শুরু করার ব্যাপারটি স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে। এটা অনেক সহীহ সানাদ দ্বারা প্রমাণিত, যা প্রত্যাখ্যাতযোগ্য নয়।

ইমাম মালিক বলেন : নব্য ও পুরাতন ইমামগণ অভিযোগকারীগণের কৃস্ম শুরু করবে মর্মে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

হাদীস বিশারদগণ বলেন : যেসব বর্ণনায় অভিযুক্ত ব্যক্তির কৃস্ম শুরু করার কথা বর্ণিত হয়েছে তা সংশয়মুক্ত নয়। কেননা অভিযোগকারীর কৃস্ম দ্বারা কৃসামাহ্ শুরু হবে, এমন বর্ণনায় যে زِيَادَةٌ রয়েছে তা বহুল প্রসিদ্ধ সানাদ দ্বারা সহীহ। সুতরাং তার উপর 'আমাল করা ওয়াজিব।

'আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সন্দেহ প্রবলরূপে আবির্ভূত না হয় ততক্ষণ শুধু অভিযোগের ভিত্তিতে ক্বিসাস এবং দিয়াত ওয়াজিব নয়।

আবার তারা কৃসামাহ্ ওয়াজিবকারী গ্রহণযোগ্য সংশয় সম্পর্কে মতভেদ করেছেন এর সাতটি সুরত যা নিম্নে বর্ণিত হলো।

(১) নিহত ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় বলবে دَمِيْ عِنْدَ فُلَانٍ আমার রক্তমূল্য তার নিকটে, যে আমাকে হত্যা করেছে অথবা যে আমাকে প্রহার করেছে। যদিও তার কোনো চিহ্ন না থাকে।

(২) হত্যার পর্যবেক্ষণের স্পষ্ট দলীল ব্যতীত দুর্বল প্রমাণ থাকলে। যেমন শুধু একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রদান। অথবা একদল লোক সাক্ষ্য যারা ন্যায়বান নয়।

(৩) যখন দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি আঘাতের সাক্ষ্য দেয়, অতঃপর বেঁচে থাকে, অতঃপর এটা থেকে জ্ঞানহীন হওয়ার আগে মারা যায়।

(৪) নিহতের নিকটে অথবা পাশে অথবা তার দিক থেকে আসা সন্দিহান ব্যক্তির প্রস্থান করা অথবা তার সাথে অস্ত্র-শস্ত্র থাকা। অথবা তার সাথে অন্যের রক্ত মাখানো চিহ্ন বিদ্যমান থাকা। আর সেখানে হিংস্রপ্রাণী বা অন্য কিছু না থাকা যাতে তার ওপর হত্যার সূত্র সংযুক্ত করা যায়।

(৫) দু'টি দলের যুদ্ধ হওয়া, অতঃপর তাদের কারো মাঝে নিহত ব্যক্তিকে পাওয়া।

(৬) নিহত ব্যক্তিকে মানুষের ভীড়ের মধ্যে পাওয়া।

(৭) কোনো গোত্রের মধ্যে অথবা কোনো সম্প্রদায়ের মহল্লায় বা অঞ্চলে নিহত ব্যক্তিকে পাওয়া।

(فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا) অর্থাৎ তারা তোমাদের অভিযোগ থেকে পঞ্চাশজনের ক্বসমের মাধ্যমে তোমাদের নিকট থেকে দায়মুক্ত হবে।

এতে কাফির ও ফাসিক্ব ব্যক্তির ক্বসম শুদ্ধ হওয়ার দলীল রয়েছে। (শারহু মুসলিম ১১তম খণ্ড, হাঃ ১৬৬৯)

وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلُ الثَّانِيْ.

এ অধ্যায়ে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ নেই।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٥٣٢ - [٢] (صحيح لغيره) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَقْتُولًا بِخَيْبَرَ فَانْطَلَقَ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرُوا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ: «أَلَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلٰى قَاتِلِ صَاحِبِكُمْ؟» قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّمَا هُوَ يَهُوْدٌ وَقَدْ يَجْتَرِئُوْنَ عَلٰى أَعْظَمَ مِنْ هٰذَا قَالَ: «فَاخْتَارُوْا مِنْهُمْ خَمْسِيْنَ فَاسْتَحْلِفُوْهُمْ». فَأَبَوْا فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهٖ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৫৩২-[২] রাফি' ইবনু খদীজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার অঞ্চলে আনসারীদের এক ব্যক্তি হত্যা হয়। অতঃপর তার অভিভাবকগণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তৎসম্পর্কে জানালেন। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন দু'জন সাক্ষী আছে কি যারা তোমাদের সাথীর হত্যাকারী সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারে? তারা বলল, হে আল্লাহর রসূল! সেখানে তো কোনো মুসলিম উপস্থিত ছিল না। আর ইয়াহূদীরা তো এর চেয়ে জঘন্য কাজ করার উদগ্রীব থাকে। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে থেকে পঞ্চাশজন ব্যক্তিকে বাছাই করে তাদের নিকট থেকে ক্বসম নাও। কিন্তু তারা ইয়াহূদীদের নিকট থেকে ক্বসম নিতে অসম্মতি জানালেন। এমতাবস্থায় তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের পক্ষ থেকে দিয়াত (রক্তপণ) আদায় করে দিলেন। (আবূ দাঊদ)[৭৭৩]

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে নিহত ব্যক্তির নাম হলো 'আব্দুল্লাহ বিন সাহ্ল। (قَدْ يَجْتَرِئُوْنَ عَلٰى أَعْظَمَ مِنْ هٰذَا) তারা অর্থাৎ ইয়াহূদীরা এর চেয়ে দুঃসাহসিক দুস্কৃতি কখনো ঘটিয়ে থাকে। এর অর্থ হলো বড় বড় অপরাধ করে। যেমন মুনাফিক্বী তথা কপটচারিতা করা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে ধোঁকাবাজি করা, নাবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা অথবা আল্লাহর কালামের বিকৃতি বা অপব্যাখ্যা করা ইত্যাদি।

যারা مُدَّعٰى عَلَيْهِ তথা 'অভিযুক্তদেরকে দিয়ে ক্বসামাহ্ শুরু করতে হবে' মর্মে মত পোষণ করেন তাদের দলীল হলো এই হাদীসটি। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৫১৫)

---

[৭৭৩] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৪৫২৪।

(٤) بَابُ قَتْلِ أَهْلِ الرِّدَّةِ وَالسُّعَاةِ بِالْفَسَادِ

অধ্যায়-৪ : মুরতাদ এবং গোলযোগ সৃষ্টিকারীকে হত্যা করা প্রসঙ্গে

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٥٣٣-[١] عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللّٰهِ» وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهٗ فَاقْتُلُوهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৫৩৩-[১] ‘ইকরিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈক নাস্তিককে ‘আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট উপস্থিত করা হলো। তিনি তাদেরকে পুঁড়িয়ে ফেললেন (হত্যা করলেন)। এ সংবাদ যখন ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট পৌঁছল তখন তিনি বললেন, আমি যদি তদস্থলে থাকতাম তাহলে তাদেরকে পোড়াতাম না। কেননা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর শাস্তি (আগুন) দ্বারা কাউকে শাস্তি দিয়ো না। নিশ্চয় আমি তাদেরকে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত অনুযায়ী হত্যা করতাম। এ কারণে যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে তার দীনকে পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা কর। (বুখারী)[৭৭৪]

ব্যাখ্যা : زَنَادِقَةٌ শব্দটি زِنْدِيق এর বহুবচন। আবূ হাতিম আর অন্য কেউ বলেন : زنديق শব্দটি ফারসী ও ‘আরবীকৃত, এটা মূলত ছিল زنده كرداي অর্থাৎ কালের স্থায়িত্ব। কেননা তার কর্ম ও জীবন অমর।

কেউ কেউ বলেন : সব বিষয়ে সূক্ষ্মদর্শীকে زنديق (যিনদীক্ব) বলা হয়। সা‘লাব বলেন, ‘আরবী ভাষায় زنديق কোনো শব্দ নেই। বরং তারা অধিক ষড়যন্ত্রকারীকে زنديق বলেন।

শাফি‘ঈ ফাকীহদের একটি দল এবং আরো অন্যরা বলেন- যারা ইসলামকে প্রকাশ করে এবং কুফ্‌রীকে গোপন রাখে তাকে زنديق বলা হয়।

ইমাম নাবাবী বলেন : যে দীনকে গ্রহণ করে না তাকে যিনদীক্ব বলা হয়।

মুহাম্মাদ বিন মা‘ন বলেন : যিনদীক্ব হলো দ্বৈতবাদী যারা যুগের স্থায়িত্ব ও একের পর আরেকটি আসার মতবাদে অর্থাৎ পুনর্জন্মে বিশ্বাসী।

শাফি‘ঈদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী যিনদীক্ব হলো মুনাফিক্ব। তবে যিনদীক্ব ও মুনাফিক্ব এক নয়। বরং প্রত্যেক যিনদীক্ব হলো মুনাফিক্ব, কিন্তু প্রত্যেক মুনাফিক্ব যিনদীক্ব নয়। কারণ কিতাব ও সুন্নাহ মোতাবেক মুনাফিক্ব ইসলামকে প্রকাশ করে কিন্তু মূর্তিপূজা ও ইয়াহূদীবাদকে গোপন করে। আর দ্বৈতবাদীরা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে কেউ ইসলামকে প্রকাশ করতো না।

---

[৭৭৪] **সহীহ :** বুখারী ৬৯২২, আবূ দাউদ ৪৩৫১, নাসায়ী ৪০৬০, তিরমিযী ১৪৫৮, আহমাদ ২৫৫১, ইরওয়া ২৪৭১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬১২৫।

হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কাউকে পুড়িয়ে হত্যা করা যাবে না। কারণ যে হাদীসে রসূল ﷺ কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে পুড়িয়ে হত্যা করতে বলেছিলেন সেই হাদীসে আছে : «إِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللّٰهُ» "আল্লাহই আগুন দ্বারা শাস্তি দিবেন।"

আবূ দাউদে ইবনু মাস্‌'উদ-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে : «أَنَّهُ لَا يَنْبَغِيْ أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ» অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতিরেকে আর কারো জন্য আগুন দ্বারা শাস্তি দেয়া উচিত নয়।

ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম দারাকুত্বনী نهى-কে النهى التنزيهى বলে অভিহিত করেছেন। যেমন এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। হাদীসের রক্ষণাবেক্ষণমূলক মত হলো যখন ইমাম এ ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করতে চাইবে তখন ইচ্ছা করলে এটা বাস্তবায়ন করতে পারবে। যা অন্যান্য হাদীসে 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কথায় ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

হাদীসে মুরতাদকে হত্যা করার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর মুরতাদ চাই পুরুষ হোক বা মহিলা হোক সে হত্যার যোগ্য। হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ শুধু পুরুষকে হত্যার সাথে খাস করেছেন। আর মহিলাদেরকে হত্যা করতে নিষেধ মর্মে মত পেশ করেছেন। তারা এর দলীল হিসেবে একটি হাদীসকে উল্লেখ করেন। যেমন তাতে বলা হয়েছে, مَا كَانَتْ هٰذِهٖ لِتُقَاتِلَ অর্থাৎ নিহত মহিলাকে দেখে বললেন, একে হত্যা করতে হতো না। অতঃপর মহিলা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। হানাফীরা আরো বলেন যে, নিশ্চয় «من» হরফে শর্তটি উপরোক্ত হাদীস থাকার কারণে ব্যাপকভাবে মহিলাকে শামিল করে না।

জুমহূর মুহাদ্দিসীন এই نهى (নিষেধাজ্ঞা)-কে প্রাথমিক মহিলা কাফির যারা হত্যার সাথে সম্পৃক্ত নয় এবং যুদ্ধেও জড়িয়ে পড়েনি তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। আর মহিলা মুরতাদকে হত্যা করার বিষয়ে মু'আয রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসে রয়েছে, যখন তাকে নাবী ﷺ ইয়ামানে পাঠালেন তাকে বললেন : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ فَادْعُهَا فَإِنْ عَادَتْ وَإِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَهَا» অর্থাৎ যে কোনো মহিলা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলে তাকে দা'ওয়াত দাও, এতে যদি সে ফিরে আসে তাহলে আসলো। অন্যথায় তাকে হত্যা করো। হাদীসটির সানাদ হাসান পর্যায়ের। বিবদমান বিষয়ে এ হাদীসের গন্তব্যে প্রত্যাবর্তন করা ওয়াজিব। আর যিনা, চুরি, মদ্যপান, অপবাদের মতো প্রত্যেক শাস্তির ক্ষেত্রে মহিলা-পুরুষ যুক্ততা উপরোক্ত মহিলা মুরতাদকে হত্যার বিষয়টিকে আরো মজবুত করে দেয়।

আর বলা যায়, নিশ্চয় ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মহিলা মুরতাদ হত্যাযোগ্য।

সকল সহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম এবং আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় খিলাফাতে মহিলা মুরতাদকে হত্যা করলে কেউ এটাকে মন্দ বলেননি। (ফাতহুল বারী ১২ তম খণ্ড, হাঃ ৬৯২২)

আস্ সিনদী (রহঃ) বলেন : «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ» এর ব্যাপকতা পুরুষ-মহিলা উভয়কে শামিল করে। আর যারা যুদ্ধে মহিলা হত্যা নিষেধের কারণে এটাকে শুধু পুরুষের সাথে খাস করেছেন। তাদের এই খাসকরণে দুর্বলতার ইঙ্গিত স্পষ্ট। সুতরাং এ ব্যাপকতা মেনে নেয়া হাদীস পালনের অধিক নিকটতম পথ। আল্লাহই ভালো জানেন। (নাসায়ী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ৪০৭১)

٣٥٣٤-[٢] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللّٰهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৫৩৪-[২] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়ার অধিকার কারো নেই। (বুখারী)[৭৭৫]

ব্যাখ্যা : দগ্ধ করানোর বিষয়ে সালাফীগণ মতভেদ করেছেন। তন্মধ্যে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ও ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু কুফ্‌রী, যুদ্ধের সময় অথবা ক্বিসাসের ক্ষেত্রে পোড়ানোকে মাকরূহ মনে করেন।

পক্ষান্তরে 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু, খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ছাড়াও অনেকেই পোড়ানো জায়িয বলেছেন।

আবুল মুযাফফার আল ইসফিরায়লী-এর সিদ্ধান্ত হলো, যাদেরকে 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু পুড়িয়েছিলেন তারা ছিল রাফিযীদের একটা দল। তারা তাদের 'আক্বীদায় অন্য ইলাহ-এর দাবী করেছিল। এদেরকে সাবাইয়্যাহ্ বলা হয়। এদের নেতা হলো 'আবদুল্লাহ বিন সাবা।

মুহাল্লাব বলেন : এই নিষেধাজ্ঞা হারাম নিষেধাজ্ঞা নয়। বরং এটা বিনয়সূচক নিষেধাজ্ঞা। সহাবীদের কর্ম পোড়ানোর বৈধতার নির্দেশ করে। খালিদ বিন ওয়ালীদ মুরতাদ মানুষকে পুড়িয়েছিল।

মাদীনার অধিকাংশ বিদ্বান দুর্গ ও যানবাহন পোড়ানো জায়িয বলেন। এমন মত পেশ করেন ইমাম নাবাবী ও ইমাম আওযা'ঈ।

আর ইবনু মুনীর এবং অন্যরা বলেন : পোড়ানোর বৈধতার কোনো দলীল নেই। কেননা উরানীনদের ঘটনা ছিল ক্বিসাসের অথবা তা মানসূখ হয়ে গেছে। আর সহাবীদের বৈধতা আর এক সহাবীর নিষেধের বিরোধী হয়ে যায়। আর দুর্গ ও যানবাহন পোড়ানোর ঘটনাটি জরুরী প্রেক্ষাপটের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আর তা হলো শত্রুদের ওপর বিজয় লাভ করা।

আবার কেউ বলেছেন- ঘটনাস্থলে কোনো মহিলা বা কোনো শিশু ছিল না। তবে হাদীসের বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রমাণ করে যে, নিষেধাজ্ঞা ছিল হারাম, যা পূর্বের আলোচনায় মানসূখ হয়েছে।

(ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩০১৬)

٣٥٣٥ - [٣] وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي اٰخِرِ الزَّمَانِ حُدَّاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَأَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৫৩৫-[৩] 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : শীঘ্রই শেষ যুগে এমন কিছু লোকের উদ্ভব ঘটবে যারা হবে তরুণ যুবক এবং নির্বোধ। তারা সমাজে সর্বোত্তম কথা বলবে কিন্তু তাদের ঈমান তাদের গলধঃকরণ হবে না। তারা দীন হতে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক ভেদ করে বেরিয়ে যায়। অতএব তোমরা তাদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর। কেননা তাদেরকে যারাই হত্যা করবে ক্বিয়ামাত দিবসে তারাই পুরস্কৃত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৭৬]

ব্যাখ্যা : (حُدَّاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ) অর্থাৎ বয়সে ছোট এবং দুর্বলবুদ্ধি সম্পন্ন, তথা খাটো বুদ্ধির অল্পবয়স্ক। নিহায়াহ্ গ্রন্থে আছে যে, অল্পবয়স্ক বলতে পরোক্ষভাবে যুবকদেরকে বুঝানো হয়েছে।

---

[৭৭৫] **সহীহ :** বুখারী ২৯৫৪।

[৭৭৬] **সহীহ :** বুখারী ৬৯৩০, মুসলিম ১০৬৬, নাসায়ী ৪১০২, আহমাদ ১০৮৬।

(مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ) এর মমার্থ হলো কোনো বিষয়ের বাহ্যিক দিক। যেমন তাদের কথা (لَا حُكْمَ إِلَّا لِلّٰهِ) অর্থাৎ হুকুমাত একমাত্র আল্লাহর। এর উপমা তাদের ব্যবহৃত আল্লাহর কিতাবের প্রতি আহ্বান করার ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে। (শারহু মুসলিম ৭ম খণ্ড, হাঃ ১০৬৬)

'আওনুল মা'বূদে বলা হয়েছে, (مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ) অর্থাৎ সৃষ্টিজগত যে সব কল্যাণকর কথা বলে। আবার কেউ বলেন- এর অর্থ হলো কুরআন। আবার কোনো পাণ্ডুলিপিতে আছে এর অর্থ নাবী ﷺ। এ হাদীসটিতে খারিজীদেরকে এবং অত্যাচারী বাড়াবাড়িকারীদেরকে হত্যা করার নির্দেশ স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। এটা 'আলিমদের ইজমা।

* ক্বাযী বলেন : 'আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, খারিজীরাও এদের ন্যায় বিদ্'আতী ও বাড়াবাড়িকারী যারা ইমামকে উপেক্ষা করে বের হয়ে যায়, দলের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ও জামা'আতের বিরুদ্ধাচরণ করে। তাদেরকে ভীতিপ্রদর্শনের ও কৈফিয়ত তলবের পর হত্যা করা ওয়াজিব।

(শারহু মুসলিম ৭ম খণ্ড, হাঃ ১০৬৬)

حَنَاجِرَ শব্দটি حَنْجَرَةٌ এর বহুবচন, এর অর্থ হলো হুলকুম বা কণ্ঠনালী। মুযহির বলেন : দীন থেকে বের হওয়ার অর্থ হলো ইমামের আনুগত্য থেকে বের হওয়া যা ফারয। নিহায়াতে বলা হয়েছে, এর অর্থ দীনের মধ্যে দাখিল হওয়া ও তা থেকে বের হওয়া। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٥٣٦ـ[٤] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَكُوْنُ أُمَّتِيْ فِرْقَتَيْنِ فَيَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ يَلِيْ قَتْلَهُمْ أَوْلَاهُمْ بِالْحَقِّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৫৩৬-[৪] আবূ সা'ঈদ আল খুদ্‌রী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে দু'টি দল থাকবে। তন্মধ্যে আরও একটি (তৃতীয়) দল আবির্ভূত হবে। উম্মাতের প্রথম দু'টি দলের মাঝে যে দল হাক্বের অধিক নিকটবর্তী হবে, সে দল তৃতীয় দলকে হত্যা করবে। (মুসলিম)[৭৭৭]

ব্যাখ্যা : 'আলী رضي الله عنه যে একজন ন্যায়পন্থী সঠিক ছিলেন এই হাদীসটি তার স্পষ্ট প্রমাণ। আর অন্য দলটি ছিল মু'আবিয়াহ্ رضي الله عنه-এর অনুসারীবৃন্দ। তারা অত্যাচারী বাড়াবাড়িকারী তাবিলকারী ছিল। আর এতে এ কথাও দিবালোকের ন্যায় প্রমাণ হয় যে, নিশ্চয় 'আলী رضي الله عنه ও মু'আবিয়াহ্ رضي الله عنه উভয়ের দলই মু'মিন। তারা যুদ্ধের কারণে ঈমান থেকে বের হননি এবং পাপও করেননি। এটা আমাদের ও আমাদের অনুরূপদের 'আক্বীদাহ্। (শারহু মুসলিম ৭ম খণ্ড, হাঃ ১৫২)

٣٥٣٧ـ[٥] وَعَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৫৩৭-[৫] জারীর رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হাজ্জে বলেছেন : তোমরা আমার অবর্তমানে কাফিরের দলে প্রত্যাবর্তন করো না যে, পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হবে।

(বুখারী ও মুসলিম)[৭৭৮]

---

[৭৭৭] সহীহ : মুসলিম ১০৬৪, আবূ দাউদ ৪৬৬৭, আহমাদ ১১২৭৫, সহীহ আল জামি' ২৯৯৭।

[৭৭৮] সহীহ : বুখারী ৭০৮০, মুসলিম ৬৫, নাসায়ী ৪১৩১, ইবনু মাজাহ ৩৯৪২, আহমাদ ১৯১৬৭, দারিমী ১৯৬২, সহীহ আল জামি' ৭২৭৬।

ব্যাখ্যা : (لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِىْ كُفَّارًا.....) অর্থাৎ তোমরা আমার পরে কুফ্রীতে প্রত্যাবর্তন করো না। এর সাতটি অর্থ বলা যায়– ১. এটা অন্যায়ভাবে হালালকারীর ক্ষেত্রে কুফ্রী। ২. এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নি'আমাতকে এবং ইসলামী হাক্বকে অস্বীকার করা। ৩. সে কুফ্রীর নিকটবর্তী হয়ে যায় যা কুফ্রীতে নিয়ে যায় বা পৌঁছে দেয়। ৪. কাফিরদের ন্যায় কার্য সম্পাদন করে। ৫. এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঈমানের হাকীকাত তথা মূল বিষয় এর অর্থ হচ্ছে, «لَا تَكْفُرُوا بَلْ دُومُوا مُسْلِمِينَ» তোমরা কুফ্রী করো না বরং সর্বদা মুসলিম থাকো। ৬. খত্ত্বাবী ও অন্যান্যরা বলেন- كُفَّار দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অস্ত্রের পোশাক পরিধান করা। যেমন যখন কেউ অস্ত্র সজ্জিত হয় তখন তাকে বলা হয়- «تَكَفَّرَ الرَّجُلُ بِسِلَاحِهٖ» আযহারী তাঁর "তাহযীবুল লুগাহ্" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, হাতিয়ার বা অস্ত্র পরিধানকারীকে কাফির বলা হয়। ৭. খত্ত্বাবী বলেন : এর অর্থ হলো তোমাদের কেউ যেন অন্যকে কাফির না বলে, এতে তারা পরস্পরে একে অন্যের সাথে যুদ্ধ করা হালাল মনে করবে। এসব অর্থের মধ্যে উপযুক্ত অর্থ হলো ৪র্থ মতটি যেটা ক্বাযী 'ইয়ায-এর পছন্দনীয় মত।

(لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِىْ) এর অর্থ ক্বাযী 'ইয়ায ও ত্ববারী বলেন- আমার পর বলতে আমার এই স্থান থেকে চলে যাওয়ার পর। অথবা এর অর্থ হবে خلافى তোমাদেরকে যার নির্দেশ দিয়েছি সেটা ব্যতীত অন্য কিছুকে আমার পশ্চাদবর্তী করো না। (শারহু মুসলিম ২য় খণ্ড, হাঃ ১১৮)

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় তুহফাতুল আহ্ওয়াযীতে বলা হয়েছে, তোমরা আমার মৃত্যুর পর কর্মকাণ্ডে কাফিরদের সাদৃশ্যশীল হয়ো না।

الجمع (আল জাম্'ই) গ্রন্থে বলা হয়েছে : আমার মৃত্যুর পর তোমরা প্রথমত যুদ্ধকে হালাল মনে করো না এবং যুদ্ধক্ষেত্রে কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য রেখো না। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২১৯)

٣٥٣٨ـ[٦] وَعَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلٰى أَخِيهِ السِّلَاحَ فَهُمَا فِيْ جُرُفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهٗ دَخَلَاهَا جَمِيعًا». وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنْهُ: قَالَ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِي النَّارِ» قُلْتُ: هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهٗ كَانَ حَرِيْصًا عَلٰى قَتْلِ صَاحِبِهٖ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৫৩৮-[৬] আবূ বাক্রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : দু'জন মুসলিম যখন পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হয়ে একজন অপরজনের ওপর অস্ত্র ধারণ করে তাহলে তারা উভয়ে জাহান্নামের দাঁড়প্রান্তে উপনীত হবে। অতঃপর যদি একজন অপরজনকে হত্যা করে বসে, তাহলে তারা উভয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

অপর বর্ণনাতে রয়েছে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যখন দু'জন মুসলিম তরবারি নিয়ে পরস্পর মুখোমুখি হয় তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামী হয়। আমি বললাম, হত্যাকারীর বিষয়টিতো পরিষ্কার; কিন্তু নিহত ব্যক্তি এমন (জাহান্নামী) হলো কেন? অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কেননা সেও তার সঙ্গীকে হত্যা করার আকাঙ্ক্ষায় ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৭৯]

---

[৭৭৯] **সহীহ :** বুখারী ৬৮৭৫, মুসলিম ২৮৮৮, আবূ দাউদ ৪২৬৮, নাসায়ী ৪১২২, আহমাদ ২০৪৩৯, সহীহ আত্ তারগীব ২৮১১।

ব্যাখ্যা : আবূ বাক্‌রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু এ হাদীসটি উষ্ট্রের যুদ্ধের সময় আহনাফ বিন ক্বায়সকে লক্ষ্য করে বর্ণনা করেন। এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তার সহাবীদের সাথে উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা ও তার সহাবীদের। এই যুদ্ধকে উষ্ট্রের যুদ্ধ বলার কারণ হলো সেদিন 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা উটের উপর সওয়ার ছিলেন। এজন্য এর নাম হয় উষ্ট্রের যুদ্ধ।

(فِى النَّارِ) এর ব্যাখ্যা 'আল্লামাহ্ ইবনু হাজার 'আস্‌ক্বালানী বলেন : যদি আল্লাহ তাদের জন্য এ বিষয়টি কার্যকর করে থাকেন তবে উভয়ে এমন কার্য সম্পাদন করে যাতে তারা শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাবে।

বাকিল্লানী এ হাদীসকে প্রমাণস্বরূপ পেশ করে বলেন যে, যে ব্যক্তি কোনো পাপ কর্মের ইচ্ছা পোষণ করবে আর তা কাজে পরিণত না করলেও গুনাহগার হবে। কিন্তু যারা এর বিরোধিতা করে তারা এই হাদীসের জবাবে বলেন, এটা কাজের সাথে সম্পৃক্ত। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছা পোষণ করে, অতঃপর দৃঢ় সংকল্প করে অথচ করে না, সে গুনাহগার হবে কিনা, মতভেদ রয়েছে।

কুসতুলানীও অনুরূপ মত পোষণ করেন। তিনি বলেন : এটা কাজের সাথে জড়িত। আর তা হচ্ছে অস্ত্র নিয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হওয়া এবং যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। ঘাতক ও নিহত ব্যক্তি জাহান্নামে একই স্তরের হওয়া অবশ্যক নয়। সুতরাং ঘাতককে যুদ্ধ করা ও হত্যা করার শাস্তি দেয়া হবে। আর নিহত ব্যক্তিকে শুধু যুদ্ধের জন্য শাস্তি দেয়া হবে। তাই বুঝা গেলো যে, শুধু ইচ্ছা পোষণ করার জন্য শাস্তি দেয়া হয়নি।

('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪২৬২)

* খত্ত্বাবী বলেন : এই শাস্তির বিধান প্রযোজ্য এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে দুনিয়াবী শত্রুতার নিমিত্তে যুদ্ধ করে অথবা রাজত্ব কামনা করে। সুতরাং যে অত্যাচারী অথবা আক্রমণকারীর সাথে যুদ্ধ করে তার ওপর শাস্তি প্রযোজ্য নয়। কেননা এক্ষেত্রে শারী'আতের নির্দেশ রয়েছে। (ফাতহুল বারী ১২তম খণ্ড, হাঃ ৬৮৭৫)

কোনো মুহাদ্দিস বলেন : হত্যাকারী ও নিহত উভয়ে জাহান্নামী এক্ষেত্রে কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। তাদের যুদ্ধ স্বার্থবাদী হওয়ায় উভয়ে জাহান্নামে দাখিল হওয়ার যোগ্য। কখনো এর জন্য শাস্তি দেয়া হয় কখনো আল্লাহ্ মাফ করে দেন। এটা আহলে হাক্বদের অভিমত।

সহাবীগণের মাঝে যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তা এই শাস্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। আহলুস্ সুন্নাহ্ ও আহলুল হাক্বদের 'আক্বীদাহ্ হলো তাদের প্রতি সুধারণা রাখা। আর তাদের মাঝে ঘটে যাওয়া বিষয়াবলীকে এবং তাদের পরস্পর যুদ্ধের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে বিরত থাকা। তারা ইজতিহাদ করেছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এগুলো তারা পাপের উদ্দেশে বা দুনিয়া লাভের উদ্দেশে করেননি। বরং তাদের প্রত্যেকেই মনে করতো যে, তারা ন্যায়পন্থী সত্যবাদী এবং প্রতিপক্ষরা অন্যায়কারী ও বাড়াবাড়িকারী। এভাবেই তাদের মাঝে আল্লাহর বিধানের প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে গিয়ে যুদ্ধ অবধারিত হয়ে যায়। তাদের কেউ ছিলেন সঠিক, আবার কেউ ভুল-ত্রুটির ক্ষেত্রে অপারগ হওয়াই বেঠিক। কেননা এটা হয়েছে ইজতিহাদের কারণে। আর মুজতাহিদ যখন ভুল করে তখন তার গুনাহ হয় না। আহলুস্ সুন্নাহ্-এর মত হলো 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ঐ যুদ্ধে সঠিক ও ন্যায়পন্থী ছিলেন। আর সমস্যাটা ছিল সংশয়পূর্ণ। এমনকি সহাবীদের একটি দল এই বিষয়ে দিশেহারা এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। ফলে তারা উভয় দল থেকে বিরত ছিলেন এবং যুদ্ধে জড়াননি। আর নিশ্চিতভাবে সঠিকতা বুঝতে পারেননি। অবশেষে তারা তাদেরকে সহযোগিতা থেকে পিছু হটেছিলেন। (শারহু মুসলিম ১৮তম খণ্ড, হাঃ ১৪)

٣٥٣٩ - [٧] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ فَأَسْلَمُوا فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَفَعَلُوا فَصَحُّوا فَارْتَدُّوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتّٰى مَاتُوا». وَفِي رِوَايَةٍ: فَسَمَّرُوا أَعْيُنَهُمْ وَفِي رِوَايَةٍ: أَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَّلَهُمْ بِهَا وَطَرَحَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا يُسْقَوْنَ حَتّٰى مَاتُوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৫৩৯-[৭] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট 'উক্ল সম্প্রদায়ের কিছু লোক উপস্থিত হলো। অতঃপর তারা ইসলাম গ্রহণ করল। কিন্তু মাদীনার আবহাওয়া তাদের জন্য অনুপযোগী হলো। অতএব তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে সদাক্বার উটনীর নিকট গিয়ে তার দুধ ও প্রস্রাব পানের নির্দেশ দিলেন। ফলে তারা নির্দেশ পালনার্থে সুস্থ হয়ে উঠল। কিন্তু তারা সুস্থ হয়ে মুরতাদ হয়ে গেল এবং তার রাখালদেরকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিল। তিনি (নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এ সংবাদ শুনে) তাদের পেছনে লোক পাঠালেন। অতঃপর তাদেরকে ধরে আনা হলে তাদের দু' হাত ও দু' পা কেটে ফেললেন এবং তাদের চোখ ফুঁড়ে দিলেন, তারপর তাদের রক্তক্ষরণস্থলে দাগালেন না, যাতে তারা মৃত্যুবরণ করে।

অপর বর্ণনাতে রয়েছে, লোকেরা তাদের চোখে লৌহ শলাকা দিয়ে মুছে দিল। অন্য বর্ণনাতে আছে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) লৌহ শলাকা আনার হুকুম করলেন, যাকে গরম করা হলো এবং তাদের চোখের উপর মুছে দেয় হলো। অতঃপর তাদেরকে উত্তপ্ত মাটিতে ফেলে রাখলেন। তারা পানি চাইল কিন্তু তাদেরকে পানি পান করানো হয়নি। পরিশেষে তারা এ করুণ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৮০]

ব্যাখ্যা : নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট 'উক্ল ও 'উরায়নাহ্ গোত্রের লোকজন আগমন করলো, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করলো। কোনো বর্ণনায় 'উক্ল এবং 'উরায়নাহ্ উভয়টি উল্লেখ আছে। আবার কোনো বর্ণনায় শুধু 'উক্ল আছে এবং কোনো বর্ণনায় শুধু 'উরায়নাহ্ উল্লেখ আছে। যেই বর্ণনায় 'উক্ল ও 'উরায়নাহ্ উভয়টি অছে সেটি সর্বাধিক সঠিক।

আবূ আওয়ানাহ্ ও ত্ববারানী বর্ণনা করেন যে, তাদের চারজন ছিল 'উরায়নাহ্ গোত্রের এবং তিনজন ছিল 'উক্ল গোত্রের। তারা মাদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে তথাকার বাতাস ও পানিকে পছন্দসই মনে করলো না। অন্য বর্ণনায় আছে, তারা মাদীনার আবহাওয়াকে অস্বাস্থ্যকর মনে করলো। ফলে রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাদের পেট ফুলে যায়। (তুহফাতুল আহওয়াযী ১ম খণ্ড, হাঃ ৭২)

তারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এই অভিযোগ করলে তিনি দুগ্ধবতী সদাক্বার উটের কাছে যেতে বললেন। সহীহ মুসলিম ব্যতীত অন্য বর্ণনায় রসূলের উটের কথা উল্লেখ আছে। উভয় বর্ণনাই সহীহ।

কেউ কেউ সমন্বয়ের ক্ষেত্রে দু'টি সমাধানের পথ বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর একটি উট ছিল যাকে এবং সদাক্বার উটকে একই দিকে চরানো হতো। তাই এতদুভয়ের প্রত্যেকটিকে অন্যটির উপর বুঝানো হতো।

---

[৭৮০] **সহীহ** : বুখারী ৩০১৮, ৬৮০২, মুসলিম ১৬৭১, আবূ দাউদ ৪৩৬৪, নাসায়ী ৪০২৫, ইবনু মাজাহ ২৫৭৮, আহমাদ ১২৬৩৯।

কেউ কেউ বলেন : বরং প্রত্যেকটি উটই সদাক্বার উট। এখানে সম্বন্ধটি হচ্ছে অধীনতার সম্বন্ধ। কারণ তা মালিকের অধিনস্থ থাকে।

ইমাম মালিক, আহমাদ এবং সালাফীদের একটি দল গোশ্‌ত ভক্ষণযোগ্য প্রাণীর মূত্র পবিত্র হওয়ার দলীল হিসেবে এই হাদীসকে পেশ করেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফাহ্, শাফি'ঈ ও আর একটি দল গোশত ভক্ষণযোগ্য হোক না হোক সব প্রাণীর মূত্র অপবিত্র বলে মত পোষণ করেন। তারা এর প্রমাণ স্বরূপ আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত «اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ» হাদীসকে এবং বুখারী ও মুসলিমে ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, «مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ» ও আবূ ইয়া'লা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত «إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْهَا» হাদীসকে পেশ করেন। বর্ণিত উল্লেখিত হাদীসের উত্তরে তুহফাতুল আহওয়াযী-এর লেখক বলেন- হাদীসে الْبَوْل থেকে উদ্দেশ্য হলো মানুষের পেশাব। কেননা সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে- «كَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ بَوْلِهِ» তিনি শুধু মানুষের পেশাবকে উল্লেখ করেছেন। তাহলে বুঝা গেল, الْبَوْل এর الْ হচ্ছে عهد خارجى। সুতরাং এর «لَا يَسْتَتِرُ مِنَ بَوْل» অর্থ হলো মানুষের পেশাব। সব প্রাণীর পেশাব উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং যারা এটাকে 'আম্ গণ্য করছে এই হাদীসে তাদের কোনো প্রমাণ নেই।

আর আবূ ইয়া'লা-এর হাদীসের উত্তরে বলেন : এ হাদীসটি বেছে নেয়ার স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছামূলক অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। জরুরী অবস্থার ক্ষেত্রে নয়। সুতরাং বাধ্যগত অবস্থায় এটা হারাম নয়। যেমন মৃত প্রাণীর গোশত। আল্লাহ তা'আলা বলেন- ﴿قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ "তোমাদের জন্য যা হারাম করা হয়েছে তা তোমাদের জন্য বিশদভাবে বাতলে দেয়া হয়েছে।"

(সূরা আল আন্'আম ৬ : ১১৯)

আরো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- «لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» "গোশ্‌ত ভক্ষণযোগ্য প্রাণীর মূত্র দোষের কিছু নয়" ও জাবির-এর হাদীস «مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ» "গোশ্‌ত ভক্ষণযোগ্য প্রাণীর মূত্র দোষের কিছু নয়" তবে ত্বাবারানী-এর এই হাদীস দু'টি য'ঈফ। এছাড়া বকরীর আস্তাবলে সলাত আদায় করার অনুমতি হাদীসে রয়েছে। আর পেশাব যদি পবিত্র না হতো তবে রসূল ﷺ-এর দ্বারা চিকিৎসা নিতে বলতেন না।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ১ম খণ্ড, হাঃ ৭২)

ক্বাযী 'ইয়ায আপত্তি করে বলেন : মুসলিমরা ঐকমত্য করেছেন যে, যার হত্যা ওয়াজিব সে পানি চাইলে তা নিষেধ করা যাবে না। কারণ এতে শাস্তি দ্বিগুণ হয়ে যাবে। এর উত্তরে তিনি বলেন, আমাদের সাথীগণ বলেন- যার নিকটে পবিত্রতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় পানি থাকে তার জন্য তৃষ্ণার কারণে মৃত্যুর ভয়ে মুরতাদ কে পানি পান করানো এবং তায়াম্মুম করা জায়িয নয়। তবে তিরস্কৃত অথবা চতুষ্পদ প্রাণীকে পানি পান করানো ওয়াজিব।

ইমাম নাবাবী বলেন : যদি মুরতাদ পিপাসায় মরে যায় তবুও সে তায়াম্মুম না করে পানি ব্যবহার করবে।

খত্ত্বাবী বলেন : নাবী ﷺ তাদের সাথে এরূপ আচরণ করেছিলেন এজন্য যে, তিনি এর দ্বারা মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন।

কেউ বলেন, তাদেরকে পিপাসায় কাতর করার রহস্য হলো তারা উটের দুধ পানের নি'আমাতকে অস্বীকার করেছিল। যা তাদেরকে ক্ষুধামন্দা ও অস্বাস্থ্যকর থেকে রোগ মুক্তি দান করে। এর আর একটি

কারণ ছিল যারা নাবী ﷺ-এর পরিবারকে পিপাসার্ত করেছিল তাদের জন্য নাবী ﷺ বদ্‌দু'আ করেছিলেন। সেই ঘটনা নাসায়ীতে বর্ণিত আছে। সুতরাং সম্ভাবনা আছে যে, তারা যে রাত্রের স্বাভাবিক অভ্যাস অনুযায়ী রসূল ﷺ-এর নিকট উটের দুধ পাঠানোর নিয়ম চালু করেছিল যেটাকে তারা সেই রাত্রিতে বন্ধ করে দিয়েছিল। যেমন ইবনুল সা'দ উল্লেখ করেন যা হাফিয ফাতহুল ওয়াদূদে উল্লেখ করেন।

অথবা বলা হয় ক্বিসাস স্বরূপ তাদের সাথে এরূপ আচরণ করা হয়েছিল। কারণ তারা এরূপ আচরণ রাখালদের সাথে করেছিল। অথবা তাদের মারাত্মক অপরাধ করার কারণে তারা ঐ শাস্তির শিকার হয়েছিল যা আবূ ক্বতাদাহ্-এর বক্তব্যের ইঙ্গিতে বুঝা যায়। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৩৫৬)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٥٤٠ - [٨] عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৫৪০-[৮] 'ইমরান ইবনু হুসায়ন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সদাক্বাহ্ প্রদানে উৎসাহ দিতেন এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকলাঙ্গ করতে নিষেধ করতেন। (আবূ দাঊদ)[৭৮১]

ব্যাখ্যা : খত্ত্বাবী বলেন : اَلْمُثْلَى। তথা অঙ্গচ্ছেদন বা অঙ্গবিকৃতি হলো মৃত্যুর পূর্বে বা পরে নিহত ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছেদন করে অথবা আকৃতির বিকৃতি করে শাস্তি প্রদান করা। যেমন নাক কর্তন করা, কান কেটে ফেলা অথবা চোখ উপড়ে ফেলা অথবা এরূপ কোনো অঙ্গহানি করা। এই নিষেধ যখন কাফির মুসলিম নিহত ব্যক্তির অঙ্গ বিকৃতি না করে তখন প্রযোজ্য। আর যদি অঙ্গচ্ছেদন করা হয় তবে কাফিরের অঙ্গচ্ছেদন করা জায়িয। সে কারণে নাবী ﷺ 'উরায়নাহ্ গোত্রের লোকেদের হাত ও পা কেটেছিলেন এবং তাদের চোখকে উপড়ে ফেলেছিলেন। কেননা তারা রসূল ﷺ-এর রাখালদের অনুরূপ শাস্তি দিয়েছিল।

তেমনিভাবে মুসলিমের কেউ যখন নিহত ব্যক্তির অঙ্গ বিকৃতি করে এবং হত্যার পূর্বে শাস্তি দেয় তখন মুসলিমের মাঝে ক্বিসাসের হুকুম জায়িয। কেননা সেও অনুরূপ শাস্তির যোগ্য। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন : ﴿عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ﴾

"কাজেই যে কেউ তোমাদের প্রতি কঠোর আচরণ করে, তবে তোমরাও তাদের প্রতি কঠোর আচরণ কর যেমনি কঠোরতা সে তোমাদের প্রতি করেছে। (সূরা আল বাক্বারহ্ ২ : ১৯৪)

('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬৬৪)

٣٥٤١ - [٩] وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ أَنَسٍ.

৩৫৪১-[৯] ইমাম নাসায়ী (রহঃ) হাদীসটি আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।[৭৮২]

[৭৮১] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ২৬৬৭।

[৭৮২] **সহীহ :** নাসায়ী ৪০৪৭।

٣٥٤٢ - [١٠] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِه فَرَأَيْنَا حُمَرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتِ الْحُمَرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرُشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ فَجَعَ هٰذِه بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا». وَرَأٰى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا قَالَ: «مَنْ حَرَّقَ هٰذِه؟» فَقُلْنَا: نَحْنُ قَالَ: «إِنَّهٗ لَا يَنْبَغِيْ أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৫৪২-[১০] ‘আব্দুর রহমান ইবনু ‘আব্দুল্লাহ (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। অতঃপর তিনি (সাঃ) ইস্তিঞ্জায় গেলেন। আর এ সময় আমরা দু'টি বাচ্চাসহ একটি ‘হুম্মারাহ্’ (লাল ঠোঁট বিশিষ্ট ছোট পাখি) দেখতে পেয়ে তার বাচ্চা দু'টি ধরে আনলাম। অতঃপর হুম্মারাহ্ পাখিটি এসে তার দুই ডানা মাটির উপর চাপড়াতে লাগল। এরপর নাবী (সাঃ) এসে এরূপ অবস্থাদৃষ্টে জিজ্ঞেস করলেন, এর বাচ্চাগুলো এনে কে ব্যথিত করেছে? তার বাচ্চাগুলো তাকে ফেরত দিয়ে দাও। অতঃপর আমরা পিঁপড়ার একটি বসতি জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এটি কে জ্বালিয়েছে? বললাম, আমরা। তিনি (সাঃ) বললেন, অগ্নির মালিক ছাড়া আগুন দিয়ে শাস্তির অধিকার কারো নেই। (আবূ দাউদ)[৭৮৩]

ব্যাখ্যা : حُمَّرَةٌ ‘হা’ বর্ণে পেশ যোগে ‘মীম’ বর্ণে তাশদীদ অথবা সুকুন যোগে এর অর্থ طائر صغير অর্থাৎ চড়ুয়ের মতো ছোট পাখি।

تَفْرُشُ শব্দের অর্থ পাখা ঝাপটানো পাখিটির দু'টি বাচ্চাকে সহাবীগণ নিয়ে আসলে বাচ্চাদের মা পাখিটা উভয়ের উপরে পাখা ঝাপটিয়ে উড়তে থাকে। ছায়া দান করতে থাকে।

খত্তাবী বলেন : এ হাদীসে ভীমরুল বা বোলতার ঘরকে পোড়ানো মাকরূহ-এর প্রমাণ রয়েছে।

আর পিপড়ার ক্ষেত্রে অজুহাত আরো কম। কারণ পোড়ানো ছাড়া এর ক্ষতি থেকে কখনো রক্ষা পাওয়া যায়। পিপড়া দুই প্রকার : (১) ক্ষতিকারী কষ্টদায়ক পিপড়া। দুর্ব্যবহারকারী পিপড়াকে প্রতিরোধ করা জায়িয। (২) যেই পিপড়াতে কোনো ক্ষতি নেই অর্থাৎ ক্ষতিকর কষ্টদায়ক পিপড়া নয়, এগুলোর পা লম্বা লম্বা হয়। এগুলো হত্যা করা বৈধ নয়। (‘আওনুল মা‘বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬৭২)

٣٥٤٣ - [١١] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «سَيَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ اِخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ قَوْمٌ يُحْسِنُوْنَ الْقِيْلَ وَيُسِيْئُوْنَ الْفِعْلَ يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُوْقَ السَّهْمِ فِي الرَّمِيَّةِ لَا يَرْجِعُوْنَ حَتّٰى يَرْتَدَّ السَّهْمُ عَلٰى فُوْقِه هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ طُوْبٰى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوْهُ يَدْعُوْنَ إِلٰى كِتَابِ اللهِ وَلَيْسُوْا مِنَّا فِيْ شَيْءٍ مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلٰى بِاللهِ مِنْهُمْ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا سِيْمَاهُمْ؟ قَالَ: «التَّحْلِيْقُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৫৪৩-[১১] আবূ সা‘ঈদ আল খুদরী ও আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : অতি শীঘ্রই আমার উম্মাতের মধ্যে মতানৈক্য ও দলাদলি সৃষ্টি হবে। তন্মধ্যে

[৭৮৩] সহীহ : আবূ দাউদ ২৬৭৫, সহীহাহ্ ২৫, সহীহ আত্ তারগীব ২২৬৮।

একদল এরূপ হবে যে, তারা খুব সদাচরণ করবে কিন্তু তাদের 'আমাল খারাপ হবে। তারা কুরআন মাজীদ পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের গলদেশ অতিক্রম করতে পারবে না। অতঃপর তারা দীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেভাবে তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। তারা দীনের দিকে ফিরে আসবে না, যেভাবে নিক্ষিপ্ত তীর ধনুকের দিকে ফিরে আসে না। তারা মানুষ এবং পশু-প্রাণীর মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম এমতাবস্থায় সুসংবাদ ঐ সকল লোকেদের জন্য যারা তাদেরকে হত্যা করবে (গাজী হবে) এবং তারা যাকে হত্যা করবে (শাহীদ হবে)। তারা আল্লাহর কিতাবের দিকে লোকেদেরকে আহ্বান করবে। অথচ তাদের কোনো কিছুই আমাদের সুন্নাত অনুযায়ী হবে না। অতএব যে ব্যক্তি তাদের সাথে যুদ্ধ করবে সে আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে প্রিয়ভাজন হবে। সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! তাদের পরিচয়-নমুনা কি? তিনি (ﷺ) বললেন, মাথা মুণ্ডানো। (আবূ দাঊদ)[৭৮৪]

ব্যাখ্যা : (لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ) এর অর্থ তাদের কুরআন অথবা ক্বিরাআত অর্থাৎ কণ্ঠ ও হরফের মাখরাজ থেকে তাদের ক্বিরাআতের প্রভাব অন্তরে অতিক্রম করবে না। অথবা এর অর্থ হলো তাদের ক্বিরাআত আল্লাহর নিকট উঠবে না এবং আল্লাহ ক্বূল করবেন না। এরা মানুষের মাঝে এবং জন্তুর মাঝে সর্বনিকৃষ্ট। কেউ বলেন : خَلْقِ ও اَلْخَلِيقَةِ শব্দদ্বয়ের অর্থ অভিন্ন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সমস্ত সৃষ্টজীব। এদেরকে হত্যাকারী এবং এদের হাতে শাহীদ হওয়া সৌভাগ্য।

ইমাম নাবাবী বলেন : এ হাদীস দ্বারা কেউ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, মাথা মুণ্ডানো মাকরূহ। কিন্তু এখানে সেই ধরনের কোনো নিদর্শন নেই। বস্তুতঃ এটা তাদের চিহ্ন বিশেষ। আর চিহ্ন কখনো হারাম হয় আবার কখনো মুবাহ হয়। যেমন রসূল ﷺ বলেছেন : «آيَتهمْ رَجُل أَسْوَد إِحْدٰى عَضُدَيْهِ مِثْل ثَدْيِ الْمَرْأَةِ» "তাদের নিদর্শন হলো কালো লোক, তার এক বাহু মহিলাদের স্তনের বুটির মতো"। বুঝা গেলো এটা হারাম নয়।

উপরোক্ত সুনানে আবূ দাঊদে বর্ণিত হয়েছে-

أَنَّ رَسُول الله ﷺ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْض رَأْسه. وَقَالَ: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ. أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ».

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ ﷺ একটি বালককে মাথার কিছু অংশ মুণ্ডানো দেখলেন এবং বললেন, তুমি মাথার সম্পূর্ণটা হয় মুড়িয়ে ফেলো অথবা পূর্ণটায় ছেড়ে দাও। এই হাদীসটি মাথা মুণ্ডানো বৈধ হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ। এখানে কোনো ব্যাখ্যার দরকার নেই।

বিদ্বানগণ বলেন- মাথা মুণ্ডানো সব সময় জায়িয। কিন্তু মাথায় চুল থাকাকালীন তৈল মাখা এবং কেশবিন্যাস করা কষ্টসাধ্য হলে মাথা মুণ্ডানো মুস্তাহাব। আর যদি কষ্টকর না হয় তবে মাথা না মুণ্ডানো মুস্তাহাব। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৭৫২)

٣٥٤٤ ـ[١٢] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدٰى ثَلَاثٍ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهٗ يُرْجَمُ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ فَإِنَّهٗ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفٰى مِنَ الْأَرْضِ أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

---

[৭৮৪] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৪৭৬৫, ইবনু মাজাহ ১৭৫, আহমাদ ১৩৩৮, সহীহ আল জামি' ৩৬৬৮।

৩৫৪৪-[১২] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো মুসলিম "*লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার্ রসূলুল্ল-হ*" (অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্যি কোনো মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল)- এ কথার সাক্ষ্য দেয়, তাকে তিনটি কাজের যে কোনো একটি কাজ ব্যতীত খুন করা হালাল নয়। ১- বিবাহ করার পর যিনা করলে পাথর নিক্ষেপে তাকে হত্যা করা। ২- যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, তাকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে। ৩- অনৈতিকভাবে কাউকে হত্যা করলে তার বিনিময়ে তাকে হত্যা করা হবে। (আবূ দাঊদ)[৭৮৫]

ব্যাখ্যা : (مُحَارِبًا لِلّٰهِ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ডাকাত ও রাষ্ট্রদ্রোহী। (يُقْتَلُ) শব্দটিকে ক্বারী শর্তারোপ করেছেন অর্থাৎ «إِنْ قَتَلَ نَفْسًا بِلَا أَخْذِ مَالٍ» যদি সে মাল না নিয়ে কাউকে হত্যা করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। এর উপর ভিত্তি করে «أَو» হরফটি «تفصيل» তথা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার হবে। আর যখন «أَو» হরফটি تخير তথা বেছে নেয়ার স্বাধীনতার জন্য ব্যবহার হবে তখন শর্তযুক্ত করার প্রয়োজন নেই। যেমন এটা ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما ও অন্যদের মাযহাব।

ইমাম মালিক বলেন : তাকে জীবিতাবস্থায় ক্রুশ বিদ্ধ করতে হবে এবং মৃত্যু নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বিদ্ধ করতে থাকবে। ইমাম শাফি'ঈ ও তার অনুসারীবৃন্দ বলেন যে, যদি হত্যা করে ও সম্পদ ছিনিয়ে নেয় তবে তাকে শূলে চড়াতে হবে ও হত্যা করতে হবে যাতে সেটা অন্যদের দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা হয়ে যায়।

আর নির্বাসন দেয়ার ব্যাপারে ইমাম শাফি'ঈর মত হলো, সে একদেশ থেকে অন্যদেশ সদা পালিয়ে যেতে থাকবে। আবার কেউ বলেন- তার তাওবাহ্ যাহির না হওয়া পর্যন্ত সে নির্বাসনে আটক থাকবে।

ক্বারী বলেন : আমাদের বিশুদ্ধ মত হলো যদি সে ভয় দেখানোয় না বেড়ে যায় তবে তাকে আটক রাখতে হবে। যা গৃহীত আল্লাহর বাণী থেকে- ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهٗ﴾

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।" (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৩৩)

আর স্পষ্ট হলো «أَوْ يُنْفٰى مِنَ الْأَرْضِ» এর পূর্বে «أَوْ تُقْطَعَ يَدُهٗ وَرِجْلُهٗ مِنْ خِلَافٍ» বলা। যাতে হাদীসটি আয়াতের সামঞ্জস্যের অধিকারী হয়। সম্ভবত এই বিলুপ্তিটা রাবীর ভুলবশতঃ অথবা সংক্ষিপ্তকরণের জন্য ঘটে গেছে। আমরা আলোচনায় যা স্পষ্ট করলাম তা হলো আয়াত ও হাদীসে «أَو» হরফটি «تفصيل» (বিশ্লেষণের) জন্য ব্যবহার হয়েছে। আবার কেউ বলেছেন এটা تخير তথা বেছে নেয়ার স্বাধীনতার জন্য ব্যবহার হয়েছে। আর ইমাম প্রত্যেক ছিনতাইকারীর জন্য চার শাস্তির মাঝে বাছাই করে নিবেন।

ইবনু জারীর বর্ণনা করেন যে, এ মতটি ইবনু 'আব্বাস, সা'ঈদ বিন মুসাইয়্যাব, মুজাহিদ, 'আত্বা, হাসান বাসরী, নাসায়ী ও যহ্হাক (রহঃ)-এর। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৩৪৫)

٣٥٤٥-[١٣] وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلٰى قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلٰى حَبْلٍ مَعَهٗ فَأَخَذَهٗ فَفَزِعَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

[৭৮৫] **সহীহ** : আবূ দাঊদ ৪৩৫৩, নাসায়ী ৪০৪৮, সহীহ আল জামি' ৭৬৪১, সহীহ আত্ তারগীব ২৩৮৯।

৩৫৪৫-[১৩] ইবনু আবূ লায়লা (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর সহাবীগণ বলেছেন যে, তারা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রাতে সফরে ছিলেন। (এক রাতে) তাদের মাঝে একজন ঘুমিয়ে পড়ল। অতঃপর ঘুমন্ত লোকটি জেগে দেখে, এক ব্যক্তি একটি রশি হাতে নিয়ে তার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এমতাবস্থায় ঘুমন্ত লোকটি ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কোনো মুসলিমের পক্ষে জায়িয নয় যে, সে অন্য কোনো মুসলিমকে ভীতি প্রদর্শন করবে। (আবূ দাঊদ)[৭৮৬]

ব্যাখ্যা : হাদীসটিকে কোনো লেখক (بَاب الرَّجُل يُرَوِّع الرَّجُل وَمَنْ أَخَذَ الشَّيْء عَلَى الْمِزَاح) অর্থাৎ "কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শন করা এবং ঠাট্টা-মশকরা করা" নামক শিরোনামের অধীনে নিয়ে এসেছেন। আর ইমাম আবূ দাঊদ (باب من يأخذ الشيئ من مزاح) অর্থাৎ "কোন ব্যক্তির ঠাট্টা-মশকরা করা" নামক শিরোনামের অধীনে নিয়ে এসেছেন।

فَزَعَ শব্দের অর্থ অভিধানে রয়েছে, الفرق و الذعر অর্থাৎ ভয় দেখানো। এর বহুবচন الفزاع।

ঠাট্টা-মশকরা করা নিষেধ এজন্য যে, তাতে কোনো উপকার নেই। বরং এটা কখনো সাময়িক সুখ লাভের সাথীর নিকটে রাগ বা ক্রোধের কারণ অথবা কষ্টের কারণে পরিণত হয়।

মুনাবী বলেন- যদি ঠাট্টা বা মশকরাকারী কষ্টদায়ক মশকরা করে তবুও হারাম।

('আওনুল মা'বূদ ১৩তম খণ্ড, হাঃ ৪৯৯৪)

٣٥٤٦ -[١٤] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِجِزْيَتِهَا فَقَدِ اسْتَقَالَ هِجْرَتَهٗ وَمَنْ نَزَعَ صَغَارَ كَافِرٍ مِنْ عُنُقِهٖ فَجَعَلَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ فَقَدْ وَلَّى الْإِسْلَامَ ظَهْرَهٗ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৫৪৬-[১৪] আবুদ্ দারদা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জিয্ইয়ার (করের) মাধ্যমে জমিন কিনে নিল (গ্রহণ করল), সে যেন তার হিজরতকে ফিরিয়ে দিতে চাইল। আর যে কোনো কাফিরের অপমান-অপদস্থের দায়িত্ব স্বীয় ঘাড়ে নিয়ে নিল, সে ইসলামকে তার পিঠের জন্য কর্তৃত্বশীল বানাল। (আবূ দাঊদ)[৭৮৭]

ব্যাখ্যা : হাদীসে جزية বলতে ভূমিকে বুঝানো হয়েছে। কারণ ভূমিকর যুক্ত থাকে করযুক্ত জমিনের সাথে। খত্ত্বাবী বলেন : হাদীস প্রমাণ করে যে, যখন মুসলিম করযুক্ত জমিন কোনো কাফিরের নিকট থেকে ক্রয় করে তখন তার ওপর থেকে ভূমিকর বাতিল হয় না।

যুক্তিবাদীদের মতও এটাই। তবে তাদের মতো করযুক্ত জমির উৎপাদিত ফসলে উশর দিতে হবে না। তারা বলে 'উশ্‌র ও কর একত্রিত হতে পারে না। সাধারণ সব 'আলিমের মত হলো জমির উৎপাদিত ফসল পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ হলে 'উশ্‌র ওয়াজিব।

ইমাম শাফি'ঈ-এর নিকট خراج তথা কর দুই ধরনের- (১) جزية [জিয্ইয়াহ্] তথা কর, (২) ভাড়া। অতএব যখন কোনো ভূখণ্ড সন্ধির মাধ্যমে এই শর্তে বিজয় হয় যে, ভাড়া জমিটা তার মালিকের নিকট থাকবে। তখন এর জন্য যে, কর নির্ধারণ করা হয়েছে সেটা جزية (জিয্ইয়াহ্) বা কররূপে গণ্য হবে। যা তাদের মাথা পিছু হারে নেয়া হবে। তাদের মধ্যে যে ইসলাম গ্রহণ করবে তার ওপর অর্পিত ভূমিকর বাদ হয়ে

---

[৭৮৬] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৫০০৪, আহমাদ ২৩০৬৪, সহীহ আল জামি' ৭৬৫৮, সহীহ আত্ তারগীব ২৮০৫।

[৭৮৭] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ৩০৮২, য'ঈফ আল জামি' ৫৩৬৩। কারণ এর সানাদে 'উমারাহ্ ইবনু আবূ শা'সা একজন মাজহূল রাবী। আর সিনান একজন মাসতুর রাবী।

যাবে। যেমন প্রত্যেকের জিয্‌ইয়াহ্ রহিত হয়ে যায়। আর তাকে জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের উশর দিতে হবে। আর যদি বিজয় এরূপ হয় যে, জমিগুলো মুসলিমদের জন্য। তারা প্রতি বছর জমির জন্য কিছু প্রদান করবে। আর জমি মুসলিমদের জন্যই থাকবে। এক্ষেত্রে যা কিছু তাদের নিকট থেকে নেয়া হবে তা ভাড়া হিসেবে গণ্য হবে। চাই সে ইসলাম গ্রহণ করুক বা কাফির হয়ে থাকুক, উভয় সমান। তার ওপর শর্তানুযায়ী বিধান প্রযোজ্য হবে। আর এদের কেউ কোনো জমি বিক্রয় করলে তা বাতিল হবে। কারণ সে এমন বস্তু বিক্রয় করেছে যার সে মালিক নয়।

শায়খ 'আল্লামাহ্ আর্‌দাবীলী তাঁর 'মাসাবীহ'-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ "আল আযহার" নামক গ্রন্থে বলেন, যিম্মি বা অন্য কারো নিকট থেকে করযুক্ত জমি ক্রয় করার ব্যাপারে এই হাদীসে নিষেধ রয়েছে। কারণ এতে অপমান-লাঞ্ছনা রয়েছে। আর মু'মিন সম্মানিত। মু'মিন অপমানিত-লাঞ্ছিত হয় না। ইসলাম হলো শক্তিশালী ও সম্ভ্রান্ত আর কুফ্‌র হলো লাঞ্ছিত ও অপদস্ত। যখন মুসলিম লাঞ্ছনাকে বেছে নিবে তখন সে যেন ইসলামী রীতিকে তার পিঠের উপর নেতৃত্ব দান করবে। বিদ্বানগণ বলেন, করযুক্ত জমি বা খেরাজী জমি কয়েক ধরনের- (১) ইমাম কোনো শহরকে বলপূর্বক বিজয় করবে আর তা বিজয়ীদের মাঝে মূল্যের বিনিময়ে প্রদান করবেন এবং মুসলিমদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিবেন, তবে এর উপর কর নির্ধারণ করবে না। যেমন 'উমার ইরাকের আবাদী জমির ক্ষেত্রে করেছিলেন।

(২) ইমাম কোনো শহরকে এই চুক্তিতে বিজয় করবেন যে, তথাকার জমি আমাদের জন্য থাকবে এবং কাফিরেরা কর পরিশোধ করে বসবাস করবে। এই করকে বলা হয় ভাড়া, যা তাদের ইসলাম গ্রহণে বাতিল হবে না।

(৩) ইমাম কোনো শহরকে এই চুক্তিতে বিজয় করেন যে, জমি মালিকের নিকটে থাকবে আর তারা কর দিয়ে বসবাস করবে। এই করকে جزية (জিয্‌ইয়াহ্) বলা হয়, যা ইসলাম গ্রহণ করলে রহিত হয়ে যায়। 'আলিমদের মতে এই প্রকারটি হচ্ছে হাদীসের ব্যাখ্যা। হিদায়াহ্ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, সঠিক কথা হলো- নিশ্চয় সহাবীগণ খিরাজী জমি ক্রয় করলে তারা জমির কর আদায় করতো। বায়হাক্বী বলেন, ইবনু মাস্'উদ, খাব্বাব বিন আরত, হুসায়ন বিন 'আলী এবং শুবাইহ প্রমুখ -এর খিরাজী জমি ছিল। 'উতবাহ্ বিন ফারকাদ আস্ সুলামী একবার 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব -কে বললেন- আমি আবাদী জমি ক্রয় করেছি। 'উমার বললেন : জমির পূর্বের মালিক যেমন করতো তুমি তাই করো।

বাহজুল মালিক গোত্রের এক মহিলা ইসলাম গ্রহণ করলে 'উমার তাকে চিঠি লিখে পাঠিয়ে বললেন : যদি সে তার জমি নিতে চায় এবং জমি কর প্রদান করে তবে তোমরা তাকে তার জমিতে ছেড়ে দাও। অন্যথায় মুসলিমদেরকে প্রদান করো।

ইবনু আবী শায়বাতে বর্ণিত আছে, বাহজুল মালিকের অধিবাসীদের জমিদারগণকে 'উমার বললেন, তাদের জমি তাদেরকে কর দেয়ার শর্তে দিয়ে দাও।

ইবনু আবূ শায়বাহ্, 'উমার ও 'আলী থেকে বর্ণনা করেন যে, তারা বলেন- যখন কেউ ইসলাম ক্ববূল করে তার জিয্‌ইয়াহ্ মাফ করে দিবো কিন্তু তার জমির কর গ্রহণ করবো।

একদা 'আলী -এর যুগে এক জমিদার ইসলাম গ্রহণ করলে বললেন- যদি তুমি তোমার জমিতে বসবাস করতে চাও তাহলে মাথাপিছু কর রহিত করে দিলাম। আর তোমার জমির কর গ্রহণ করবো। আর যদি তুমি তা ছেড়ে দাও তাহলে আমরা এর অধিক হাক্বদার। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ৩০৮০)

٣٥٤٧-[١٥] (صحيح دون جملة العقل) وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً إِلٰى خَثْعَمَ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! لِمَ؟ قَالَ: «لَا تَتَرَاءَى نَارَاهُمَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৩৫৪৭-[১৫] জারীর ইবনু 'আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ খস্'আম সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় একটি ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠালেন। অতঃপর উক্ত সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক লোক আত্মরক্ষার জন্য সাজদারত হলো, কিন্তু দ্রুতবেগে তাদেরকে হত্যা করা হলো। অতঃপর নাবী ﷺ-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছল। তখন তিনি (ﷺ) মৃত ব্যক্তির উত্তারাধিকারীদেরকে অর্ধেক দিয়াত (রক্তপণ) পরিশোধ করার জন্য হুকুম দিয়ে বললেন, যে সকল মুসলিমরা মুশরিকদের মাঝে বসবাস করে, আমার ওপর তাদের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। সহাবীগণ জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রসূল, এরূপ কেন? তিনি (ﷺ) বললেন, কেননা তাদের উচিত ছিল অনতিদূরে অবস্থান করা, যাতে একে অপরের আগুন পর্যন্ত দৃষ্টিপাত না হয়। (আবূ দাউদ)[৭৮৮]

ব্যাখ্যা : খত্ত্বাবী বলেন : তাদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে রসূল ﷺ যখন জানতে পারলেন তখন তাদের ওপর অর্ধ দিয়াত দিতে বলেন। এর কারণ "ফাতহুল ওয়াদূদ"-এ উল্লেখ আছে যে, এর কারণ হলো তারা নিজেদেরকে কাফিরদের মাঝে রাখার জন্য নিজেরা সহযোগিতা করেছে। এরা যেন এমন লোকের মতো যারা নিজের কর্মের কারণে অথবা অন্যের কারণে ধ্বংস হয়। তাই তাদের অপরাধের অংশ বাদ হয়ে গেছে

নিহায়াহ্ গ্রন্থে উল্লেখ আছে- মুসলিমদেরকে মুশরিকদের বাসস্থান থেকে দূরে থাকা জরুরী ওয়াজিব।

আর এমন স্থানে অবতরণ না করে যেখানে তাদের গৃহে অগ্নি প্রজ্জ্বলন করলে মুশরিকদের চিহ্ন আরো স্পষ্ট হয়। কিন্তু সে মুসলিমের সাথে রাত্রে অবতরণ করবে। এই হাদীসটির দ্বারা হিজরতের জন্য উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

تَرَاءَى শব্দটি বাবে تفاعل থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো কেউ কাউকে দেখা। نار-এর -تَرَاءَى-কে সাথে সম্বন্ধ করা হয়েছে। এটা 'আরবদের রূপক কথা। এর অর্থ হচ্ছে মুখোমুখী থাকা। نَارَاهُمَا تَخْتَلِفَانِ অর্থাৎ এটা আহ্বান করে আল্লাহর দিকে আর এটা আহ্বান করে শায়ত্বনের দিকে।

খত্ত্বাবী বলেন : এর তিন ধরনের অর্থ আছে- ১. কেউ বলেন, এর অর্থ হলো দু'টির বিধান সমান নয়।

২. কেউ বলেন, এর অর্থ আল্লাহ দারুল ইসলাম ও দারুল কুফ্‌রকে আলাদা করেছেন। সুতরাং কাফিরদের এলাকায় মুসলিমদের বসবাস করা জায়িয নয়।

৩. কেউ বলেন, এর অর্থ হলো মুসলিম যেন মুশরিকের আদর্শ-বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত না হয়। আর তাদের চরিত্র ও আকার-আকৃতির সাথে মিলে না যায়।

হাফিয শামসুদ্দীন ইবনুল কুইয়্যিম (রহ.) বলেন : «لَا تَتَرَاءَى نَارَاهُمَا» বাক্যটি সাবলীল যথার্থ বিশুদ্ধ যাতে সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ অর্থ নিহিত থাকে। তিনি বলেন, হাদীসের অর্থ আগুন হলো কোনো গোত্রের অবতরণের চিহ্ন স্বরূপ। এটা তাদের দিকে আহ্বান করে। অতএব মুশরিকদের আগুন শায়ত্বনের

---

[৭৮৮] সহীহ : আবূ দাউদ ২৬৪৫, তিরমিযী ১৬০৪। তবে (فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ) অংশটুকু সহীহ নয়।

পথে এবং জাহান্নামের আগুনের প্রতি আহ্বান করে। কেননা তা আল্লাহর অবাধ্যতার জন্য জ্বালানো হয়েছে। আর মু'মিনের আগুন আল্লাহর প্রতি, তার আনুগত্যের প্রতি ও দীনের সম্মানের প্রতি। এই যখন অবস্থা তখন দুই আগুন কিভাবে একই হয়।

সুনানে নাসায়ীতে রয়েছে- «لَا يَقْبَلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلًا. أَوْ يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ» অর্থাৎ "কোনো মুশরিক ইসলাম গ্রহণ করার পর মুশরিকদের পরিত্যাগ করে মুসলিমের নিকটে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ কোন 'আমাল ক্ববূল করেন না।" আবূ দাউদে সামুরাহ্ রসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করে, যে ব্যক্তি মুশরিকের সাথে মিলেমিশে বসবাস করে সে তাদের মতই। আবূ দাউদ-এর মারাসীলে উল্লেখ আছে।

মাকহূল (রহঃ) রসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করে বলেন, তোমরা সন্তানদেরকে শত্রুর পাশে রেখো না।

('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬৪২)

٣٥٤٨-[١٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْإِيمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكَ لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৫৪৮-[১৬] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : ঈমান কোনো লোককে হত্যার প্রতিবন্ধকরূপে কাজ করে। সুতরাং কোনো মু'মিন যেন কোনো লোককে আকস্মিকভাবে হত্যা না করে বসে। (আবূ দাউদ)[৭৮৯]

ব্যাখ্যা : মাজমা' ও নিহায়াহ্ গ্রন্থে লেখক বলেন : الْفَتْكُ বলা হয়, কোনো ব্যক্তি তার সাথীর নিকটে আসে, যে অসতর্ক অতঃপর সে তার ওপর আক্রমণ চালিয়ে হত্যা করে। তিনি সেখানে বলেন, ঈমান মু'মিনকে অসতর্ক করা থেকে বিরত রাখে যেমন বন্ধন স্বাধীনতাকে রহিত করে।

নিহায়াহ্ গ্রন্থাকারে বলেন : الْفَتْكُ বলা হয় কোনো লোক তার গর্তে থাকা অসতর্ক বন্ধুর ওপর হামলা করে হত্যা করে। আর বিশ্বাসঘাতকতা তাকে ধোঁকায় ফেলে, অতঃপর গোপন স্থানে হত্যা করে।

'আওনুল মা'বূদ গ্রন্থকার বলেন : হাদীসের অর্থ হলো নিশ্চয় ঈমান আকস্মিক আক্রমণের শিকার তথা যাকে নিরাপত্তা দেয়ার পর বিশ্বাসঘাতকতাবশতঃ হত্যা করা হয় তাকে রক্ষা করে, যেমন বন্ধন স্বাধীনতাকে বাধা দেয়। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৭৬৬)

٣٥٤٩-[١٧] وَعَنْ جَرِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৫৪৯-[১৭] জারীর رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : কোনো গোলাম যখন শির্কের দিকে পালিয়ে যায়, তখন তাকে হত্যা করা অপরিহার্য হয়ে যায়। (আবূ দাউদ)[৭৯০]

ব্যাখ্যা : যখন দাস দারুল হার্‌ব তথা অমুসলিম রাজ্যে পলায়ন করে তখন তাকে হত্যা করলে দিয়াত দিতে হবে না। আর যদি মুরতাদ হয়ে পালিয়ে যায় তবে সে আরো বেশি হত্যার যোগ্য হয়ে যায়।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন : এ বিধান যে মুরতাদ নয় তার ক্ষেত্রেও। আর সে দারুল ইসলাম ছেড়ে মুশরিকদের পাশে যাওয়ার কারণে তার রক্তমূল্য বৃথা যাবে।

---

[৭৮৯] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২৭৬৯, সহীহ আল জামি' ২৮০২।

[৭৯০] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৪৩৬০, য'ঈফ আল জামি' ২৭৬। কারণ আবূ ইসহাক্ব 'আন্'আনা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মুনযিরী বলেন : এ ব্যাপারে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে- «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ» যে কোনো দাস পলায়ন করে তার ওপর থেকে দায়-দায়িত্ব উঠে যায়। অন্য বর্ণনায় আছে, «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ» অর্থাৎ যখন দাস পলায়ন করে তখন তার সলাত ক্বূল হয় না।

আবূ দাঊদ-এর বর্ণনায় আছে, «إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا» যখন দাস তার মুনীবের নিকট থেকে পালিয়ে যায় তখন তার সলাত গ্রহণ করা হয় না আর যদি সে মারা যায় তবে সে কাফির অবস্থায় মারা যাবে।

অন্য বর্ণনায় আছে পলায়নকারী দাস তার মালিকের নিকটে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার সলাত ক্বূল হয় না। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৩৫২)

٣٥٥٠ـ[١٨] وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتِمُ النَّبِيَّ ﷺ وَتَقَعُ فِيهِ فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتّٰى مَاتَتْ فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ ﷺ دَمَهَا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৫৫০-[১৮] 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইয়াহূদী রমণী নাবী (ﷺ)-কে গালমন্দ করত এবং তাঁর দোষ-ত্রুটি সন্ধান করে তাঁকে দোষারোপ করত। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি তার গলা চেপে ধরে মেরে ফেলল। অতঃপর নাবী (ﷺ) তার হত্যা ক্ষমা করে দিলেন। (আবূ দাঊদ)[৭৯১]

ব্যাখ্যা : হাদীসের মধ্যে এ কথা প্রমাণ হয় যে, যে নাবী (ﷺ)-কে গালি দিবে সে হত্যার যোগ্য।

মুনযির বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি স্পষ্টভাবে নাবী (ﷺ)-কে গালি দিবে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব মর্মে মতানৈক্য হয়েছে।

খত্ত্বাবী বলেন : কোনো মুসলিম রসূল (ﷺ)-কে গালি দিলে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব– এ বিষয়ে ভিন্নমত আমি জানি না।

ইবনু বাত্ত্বাল বলেন : রসূল (ﷺ)-কে গালাগালিকারী ব্যক্তির ব্যাপারে 'আলিমদের মতভেদ রয়েছে।

ইবনুল ক্বইয়িম মালিক থেকে বর্ণনা করেন, সন্ধি বা চুক্তিতে আবদ্ধ যিম্মি, যেমন ইয়াহূদী ব্যক্তি গালি দিলে তাকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে নয়। আর মুসলিম হলে তাকে তাওবাহ্ করতে বলা ছাড়াই হত্যা করতে হবে।

ইয়াহূদী এবং অনুরূপদের ব্যাপারে ইবনুল মুনযির, লায়স, শাফি'ঈ, আহমাদ, ইসহাক্ব, আওযা'ঈ ও মালিক থেকে বর্ণনা করেন, মুসলিম ব্যক্তি গালি দিলে সে মুরতাদ। তাকে তাওবাহ্ করতে বলতে হবে। কুফীদের মতে গালাগালিকারী ব্যক্তি যদি যিম্মী হয় তবে তাকে অপমানিত করতে হবে। আর মুসলিম হলে মুরতাদ হয়ে যাবে। 'ইয়ায এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেন যে, যাদের মাধ্যমে এরূপ আচরণ হয়েছে তাদেরকে রসূল (ﷺ) কি স্পষ্ট প্রমাণ না থাকায় অথবা বন্ধুত্ব স্থাপনের স্বার্থে ছেড়ে দিয়েছেন?

মালিকী মাযহাবের কেউ বর্ণনা করেন যে, যেই ইয়াহূদীরা রসূল (ﷺ)-কে "*আস্সা-মু 'আলাইকা*" বলতো তাদের ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ না থাকায় তাদেরকে হত্যা করেননি। আর তারা এর স্বীকৃতি দেয়নি, ফলে রসূল (ﷺ) স্বীয় জ্ঞানে তাদের ফায়সালা করেননি। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৩৫৪)

---

[৭৯১] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ৪৩৬২। কারণ এর সানাদে মুগীরাহ্ বিন মুসলিম একজন মুদাল্লিস রাবী।

٣٥٥١ـ[١٩] وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبُهٗ بِالسَّيْفِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩৫৫১-[১৯] জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জাদুকরের শার্'ঈ শাস্তি হলো তাকে তরবারি দিয়ে হত্যা করা। (তিরমিযী)[৭৯২]

ব্যাখ্যা : যারা বলে যাদুকরের দণ্ড হলো, হত্যা তারা এ হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করে।

'আল্লামাহ্ নাবাবী শারহু মুসলিমে বলেন : যাদু করা হারাম এটা সর্বসম্মতিক্রমে কাবীরাহ্ গুনাহ। তিনি বলেন, যাদু কখনো কুফ্রী পর্যায়ে পৌঁছে আবার আবার কখনো কুফ্রী হয় না বরং তা বড় গুনাহ। যদি তাতে কুফ্রী কালাম বা কুফরী কাজ থাকে তাহলে কাফির হবে অন্যথায় কাফির হবে না। আর যাদু শিক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষাদান উভয়ই হারাম। আমাদের মতে যাদুকারীকে হত্যা করা যাবে না। যদি সে তাওবাহ্ করে তবে তার তাওবাহ্ ক্বূলযোগ্য।

ইমাম মালিক বলেন : যাদুর কারণে যাদুকর কাফির। তাকে তাওবাহ্ করতে বলা যাবে না ও তার তাওবাহ্ ক্বূলযোগ্য নয়। বরং তাকে হত্যা করা ওয়াজিব।

যিনদীক্ব-এর তাওবাহ্ ক্বূলকে কেন্দ্র করে এই মাসআলাটি মতভেদপূর্ণ হয়েছে। ইমাম মালিক-এর মতে যাদুকর কাফির। অথচ আমাদের নিকটে কাফির নয়। আমাদের মতে মুনাফিক্ব ও যিনদীক-এর তাওবাহ্ গ্রহণ করা হয়।

ক্বাযী 'ইয়ায ইমাম মালিক ও আহমাদ বিন হাম্বাল-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেন যে, সহাবী ও তাবি'ঈদের একটি জামা'আত থেকে বর্ণিত আছে, আমাদের সাথীগণ বলেন : যখন যাদুকর তার যাদু দ্বারা কোনো মানুষকে হত্যা করে অথবা সে স্বীকার করে যে, সে তার যাদুতে মারা গেছে অথবা সে অধিকাংশ সময় যাদু দ্বারা হত্যা করে থাকে তখন তার ওপর ক্বিসাসের বিধান প্রযোজ্য। আর যদি যাদুকর মারা যায় কিন্তু সে কখনো হত্যা করে আবার কখনো হত্যা করে না তখন তার ওপর ক্বিসাস প্রযোজ্য নয়। এক্ষেত্রে দিয়াত ও কাফ্ফারাহ্ ওয়াজিব। এই দিয়াত বা রক্তমূল্য বর্তাবে তার সম্পদের উপর। নিহতের রক্তমূল্য দানকারীর ওপর নয়। কেননা রক্তমূল্য দানকারী অপরাধীর স্বীকৃত প্রমাণিত কর্মের ক্ষেত্রে উদ্ধুদ্ধ করেনি।

আমাদের সাথীগণ বলেন- প্রমাণের ভিত্তিতে যাদুর দ্বারা হত্যা কল্পনা বা ধারণা করা যাবে না। মূলত যাদুকরের স্বীকৃতির মাধ্যমে এটা ধারণা করা যাবে। আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৪৬০)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٥٥٢ـ[٢٠] (صحيح لغيره) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَّتِيْ فَاضْرِبُوْا عُنُقَهٗ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

---

[৭৯২] **য'ঈফ :** তিরমিযী ১৪৬০, য'ঈফাহ্ ১৪৪৬, য'ঈফ আল জামি' ২৬৯৯। কারণ এর সানাদে ইসমা'ঈল বিন মুসলিম আল মাক্কী একজন দুর্বল রাবী।

৩৫৫২-[২০] উসামাহ্ ইবনু শারীক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে লোক (খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ও) আমার উম্মাতের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে, তাকে হত্যা করে ফেল। (নাসায়ী)[৭৯৩]

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুসলিমদের মাঝে বিভক্তির মূলে পারদর্শিতা প্রদর্শন করে।

ইমাম নাবাবী বলেন : এখানে এই নির্দেশ রয়েছে যে, যে ব্যক্তি ইমামের বিরুদ্ধে মুসলিমদের মতের ভিতরে বিভেদ বা অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করবে তাকে হত্যা করা যায়। সুতরাং তাকে প্রথমে নিষেধ করা উচিত। এতে সে বিরত না হলে তাকে হত্যা করতে হবে। তাকে হত্যা ব্যতীত অকল্যাণ বা ক্ষতি প্রতিহত না হলে তাকে হত্যা করলে দিয়াত দিতে হবে না। (শারহুন্ নাসায়ী, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٥٥٣ ـ[٢١] وَعَنْ شَرِيكِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: كُنْتُ أَتَمَنَّى أَنْ أَلْقَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَسْأَلُهُ عَنِ الْخَوَارِجِ فَلَقِيتُ أَبَا بَرْزَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ؟ قَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأُذُنَيَّ وَرَأَيْتُهُ بِعَيْنَيَّ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَالٍ فَقَسَمَهُ فَأَعْطَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ وَلَمْ يُعْطِ مَنْ وَرَاءَهُ شَيْئًا. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَا عَدَلْتَ فِي الْقِسْمَةِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مَطْمُومُ الشَّعْرِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ: «وَاللهِ لَا تَجِدُونَ بَعْدِي رَجُلًا هُوَ أَعْدَلُ مِنِّي» ثُمَّ قَالَ: «يَخْرُجُ فِي اٰخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ كَأَنَّ هٰذَا مِنْهُمْ يَقْرَؤُونَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ لَا يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ حَتّٰى يَخْرُجَ اٰخِرُهُمْ مَعَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

৩৫৫৩-[২১] শারীক ইবনু শিহাব (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিলাম যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো সহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর নিকট খারিজীদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করব। পরিশেষে এক ঈদের দিন আবূ বারযাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে তাঁর বন্ধুদের উপস্থিতিতে সাক্ষাৎ করলাম। অতঃপর তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খারিজীদের ব্যাপারে আলোচনা করতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি আমার দুই কানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি এবং আমি আমার দুই চোখ দিয়ে দেখেছি। একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কিছু ধন-সম্পদ আসলে তিনি তা বিলিয়ে দিলেন। যে তাঁর ডানদিকে ছিল তাকে দিলেন এবং তাঁর বামদিকে ছিল তাকেও দিলেন। কিন্তু যে তার পেছনে ছিল তাকে কিছুই দিলেন না। পরিশেষে তাঁর পেছনে বসা লোকেদের মধ্য থেকে একজন দাঁড়িয়ে বলল, হে মুহাম্মাদ! বণ্টনের ক্ষেত্রে তুমি ইনসাফ ক্বায়িম করনি। সে ব্যক্তি কালো বর্ণের ও মাথা ছিল মুণ্ডানো এবং তার গায়ে ছিল দু'টি সাদা চাদর। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগস্বরে বললেন, আল্লাহর ক্বসম! আমার পরে তোমরা আর কাউকে আমার চেয়ে বেশি ন্যায়বান ও ইনসাফকারী পাবে না। আরো বললেন, শেষ যুগে

[৭৯৩] **সহীহ** : নাসায়ী ৪০২৩, সহীহ আল জামি' ২৭২১।

একটি দল বের হবে, মনে হয় যেন এ ব্যক্তি তাদেরই মধ্য থেকে একজন। তারা কুরআন পড়বে, কিন্তু তা তাদের গলধঃকরণ হবে না। তারা ইসলাম থেকে এরূপে বেরিয়ে যাবে যেভাবে নিক্ষিপ্ত তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। তাদের পরিচয়-নমুনা হলো– তাদের মাথা মুণ্ডিত থাকবে। তারা সর্বাবস্থায় আবির্ভূত হতে থাকবে। পরিশেষে তাদের সর্বশেষ দলটি বের হবে মাসীহে দাজ্জাল-এর সাথে। সুতরাং তোমরা যেখানেই তাদেরকে দেখবে হত্যা করে ফেলবে। কেননা, তারা (জীবের মধ্যে) নিকৃষ্টতম সৃষ্টি এবং সবচেয়ে মন্দাকৃতির লোক। (নাসায়ী)[৭৯৪]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ সুয়ূতী বলেন, ক্বাযী 'ইয়ায বলেছেন : খারিজীদের নামকরণ «يخرج من ضئضئ هذا» (সে এই হৈ চৈ এর কারণে বের হয়েছে) এই বাক্য থেকে করা হয়েছে।

আবার কেউ বলেন- দল থেকে বের হওয়ার কারণে তাদের খারিজী বলা হয়। কেউ বলেন- দলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য বের হওয়ার কারণে খারিজীদের খাওয়ারিজ বলা হয়।

সুয়ূত্বী আরো বলেন : যে খারিজীদেরকে কাফির হিসেবে গণ্য করা নিয়ে লোকেদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। এই মাসআলাটি ধর্মবিদদদের নিকট অন্যান্য সব মাসআলার চেয়ে খুব জটিল ও কঠিন। কেননা কাফিরকের মুসলিম মিল্লাতে দাখিল করা অথবা মুসলিমকে ইসলামী মিল্লাত থেকে বের করা দীনের মধ্যে খুব বড় বিষয়।

ইমাম নাবাবী বলেন : মাথা মুণ্ডানো হারাম বলে অ্যাখ্যা দিয়ে কোনো কোনো বিদ্বান এই হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। তবে এর কোনো ইঙ্গিত এই হাদীসে নেই। বস্তুত এটা ছিল তাদের আলামত বা লক্ষণ। আর লক্ষণ কখনো হারাম হয় আবার কখনো মুবাহ তথা বৈধ হয়। যেমন রসূল ﷺ বলেন- «آيَتهمْ رَجُل أَسْوَد إِحْدٰى عَضُدَيْهِ مِثْل ثَدْيِ الْمَرْأَة» অর্থাৎ তাদের নিদর্শন হলো তারা এমন লোক, যাদের এক বাহু মহিলার স্তনের বুটির মতো কালো। এখান থেকে বুঝা গেলো, এটা আলামত হারাম নয়।

বুখারী ও মুসলিমের শর্তে আবূ দাউদে বর্ণিত হয়েছে, রসূল ﷺ একদা এক বালককে দেখে অর্ধেক মাথা মুণ্ডানো বা নাড়া করা দেখলেন। অতঃপর বললেন- সম্পূর্ণ মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলো অথবা পূর্ণ মাথায় চুল রাখো। এটা মাথা মুণ্ডানের বৈধ হওয়ার স্পষ্ট দলীল। এতে ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। আমাদের সাথীগণ বলেন- প্রত্যেক সময় মাথা মুণ্ডানো জায়িয। কিন্তু চুল থাকাকালীন সময় মাথা তৈল মাখানো বা চুল পরিপাটি করতে কষ্ট সাধ্য হলে মুণ্ডানো করা মুস্তাহাব। আর যদি তা কঠিন না হয় তবে চুল রাখা মুস্তাহাব।

* সিনদী ও উপরোক্ত ইমাম নাবাবীর মতামতকে উল্লেখ করে বলেন- 'আল্লামাহ্ নাবাবীর মূলনীতির দলীল গ্রহণে কখনো বিতর্ক তোলা হয় যে, তাদের নিকট ছোটরা রেশম ও স্বর্ণ পরিধান করার যোগ্য যেটা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য হারাম। সুতরাং এ ব্যাপারে চিন্তা গবেষণা করা উচিত।

* কুরতুবী বলেন : «سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ» অর্থাৎ তারা এটাকে দুনিয়া ত্যাগের আলামত বা প্রতীক হিসেবে নির্ধারণ করেছে। যাতে তাদেরকে চেনা যায়। এটা তাদের নিকট অজানা যে, কিসে দুনিয়া ত্যাগ হয় আর কিসে দুনিয়া ত্যাগ হয় না এবং আল্লাহর দীনের মধ্যে কিছু নতুন আবিষ্কার অর্থাৎ বিদ্'আত।

আর নাবী ﷺ, খুলাফায়ে রাশিদীন ও তাদের অনুসারীগণ ছিলেন এর বিপরীত।

(নাসায়ী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ৪১১৪; 'আওনুল মা'বূদ হাঃ ৩৬৬৩)

---

[৭৯৪] **য'ঈফ** : নাসায়ী ৪১০৩।

٣٥٥٤ -[٢٢] وَعَنْ أَبِي غَالِبٍ رَأَى أَبُو أُمَامَةَ رُؤُوْسًا مَنْصُوْبَةً عَلٰى دَرَجِ دِمَشْقَ فَقَالَ أَبُوْ أُمَامَةَ: «كِلَابُ النَّارِ شَرُّ قَتْلٰى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ خَيْرُ قَتْلٰى مَنْ قَتَلُوْهُ» ثُمَّ قَرَأَ ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ﴾ [سورة آل عمران ٣ : ١٠٦]

الْآيَةَ قِيلَ لِأَبِي أُمَامَةَ: أَنْتَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتّٰى عَدَّ سَبْعًا مَا حَدَّثْتُكُمُوْهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

৩৫৫৪-[২২] আবূ গালিব (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আবূ উমামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু দামেশ্‌কের (বর্তমানে সিরিয়ার) মূল ফটকে ঝুলন্ত কিছু মস্তক দেখতে পেলেন। তখন আবূ উমামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এরা (খারিজীরা) হলো জাহান্নামের কুকুর। এই সকল যারা নিহত হয়েছে তারা আকাশমণ্ডলীর নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং নিহত লোকেদের যাদের তারা হত্যা করেছে, তারা সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন, 'সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে এবং অনেক মুখমণ্ডল কুৎসিত হবে।' আবূ গালিব (রহঃ) উমামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এ কথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন? আবূ উমামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, একবার দু'বার কিংবা তিনবার নয়, বরং সাতবার শুনেছি; যদি আমি না শুনতাম তাহলে তোমাদের নিকট বর্ণনা করতাম না।

(তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ; তবে ইমাম তিরমিযী [রহঃ] হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন)[৭৯৫]

ব্যাখ্যা : الدرج শব্দের অর্থ রাস্তা পথ। এর বহুবচন أدراج। আর الدرجة শব্দের অর্থ সিঁড়ি। এর বহুবচন الدرج। এখানে এটাই উদ্দেশ্য।

আবূ উমামাহ্ দামেশকের মাসজিদের সিঁড়িতে নিহত খারিজীদের মাথাকে দেখে বললেন, كِلَابُ النَّارِ (জাহান্নামের কুকুর) অর্থাৎ এসব মাথার মালিকেরা জাহান্নামের কুকুর। মিরক্বাতুল মাফাতীহ গ্রন্থে উল্লেখ আছে, তাদের মাথাগুলো শূলে চড়ানো ছিল।

ইবনু মাজায় উল্লেখিত হাদীসের শেষাংশে «قَدْ كَانَ هٰؤُلَاءِ مُسْلِمِينَ فَصَارُوا كُفَّارًا» উল্লেখ আছে। আবূ উমামাকে বলা হলো, আপনি কিছু বলবেন? উত্তরে তিনি বললেন : বরং এটা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি।

মুসনাদে আহমাদে উল্লেখ আছে,

لما أتي برؤوس الْأَزَارِقَةِ فَنُصِبَتْ عَلٰى دَرَجِ دِمَشْقَ جَاءَ أَبُو أُمَامَةَ فَلَمَّا رَآهُمْ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ كِلَابُ النَّارِ.

অর্থাৎ যখন আযারিক্বাদের মাথাকে নিয়ে আসা হলো এবং দামেশকের সিঁড়িতে দাঁড় করিয়ে রাখা হলো। যখন তাদেরকে আবূ উমামাহ্ দেখলো তখন তার চক্ষুদ্বয় অশ্রু ঝরালো। আর তিনবার বললো, এরা জাহান্নামের কুকুর। বলা হলো, আপনার কি ব্যাপার? আপনার চোখদ্বয় কেন অশ্রু ঝরাচ্ছে। উত্তরে তিনি বললেন : তাদের ওপর রহমাত যে, তারা মুসলিম ছিল।

(আযারিক্বা হলো খাওয়ারিজ। نَافِعِ بْنِ الْأَزْرَقِ এর দিকে নিসবাত করে তাদেরকে أَزَارِقَةٌ বলা হয়।)

---

[৭৯৫] হাসান : তিরমিযী ৩০০০, সহীহ আল জামি' ৩৩৪৭।

আহমাদ-এর অন্য এক বর্ণনায় আছে, যখন মাথাগুলোকে ইরাকের দিক থেকে নিয়ে এসে মাসজিদের দরজায় খাড়া করা হলো। আর আবূ উমামাহ্ এসে মাসজিদে প্রবেশ করলেন এবং দুই রাক্‘আত সলাত আদায় করলেন। অতঃপর বের হলেন এবং তাদের প্রতি নযর করলেন ও মাথা উঠালেন। অতঃপর বললেন :

(شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ خَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهُ)

অতঃপর তিনি আয়াত পাঠ করলেন :

﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾

“সেদিন কতক মুখ উজ্জ্বল হবে আর কতক মুখ কালো হবে, যাদের মুখ কালো হবে, তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কি ঈমান আনার পরও কুফরী করেছিলে? কাজেই নিজেদের কুফরীর জন্য শাস্তি ভোগ করতে থাক”– (সূরাহ্ আ-লি ‘ইমরান ৩ : ১০৬)। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩০০১)

(١٧) كِتَابُ الْحُدُوْدِ

পর্ব-১৭ : দণ্ডবিধি

রাগিব বলেন : হাদ্দ তথা দণ্ড হলো দু'টি বস্তুর মাঝে বাধা প্রদানকারী যা একে অপরের সাথে মিশে বাধা প্রদান করে আর যিনা এবং মদপানের দণ্ডকে বাধা দানকারী। এজন্য বলা হয় দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে পুনরায় তা করতে বাধা দেয় এবং অন্যকেও ঐ অপরাধ করতে বাধা দেয়।

ইবনু হুমাম বলেন : সমাজে দণ্ডবিধির বাস্তবায়নে অপূর্ব সৌন্দর্য এসেছে যা বর্ণনা ও লিখে শেষ করা যাবে না। এজন্য ফাকীহ ও অন্যান্যরা দণ্ডবিধি পরিচয়ে একই মন্তব্য করেছেন যে, অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়মূলক কার্যক্রম থেকে বিরত রাখে। যিনাতে প্রজন্ম বিনাশের ভূমিকা রয়েছে তথা বংশনামায় সন্দেহের অবকাশ রয়েছে আর অন্যান্য দণ্ডগুলো জ্ঞান লোপ, সম্মানহানী এবং মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাতের মধ্যে, এগুলো 'আমালের সাথে জড়িত। এজন্য অন্যায়ভাবে সম্পদ আত্মসাৎ, সম্মানের উপর আঘাত, যিনা, নেশা– এগুলা সকল যুগের ধর্মে বৈধ করা হয়নি। যদিও পানি পান করাকে বৈধ করা হয়েছে (পৃথিবীর) যে কোনো স্থানে আপনি অন্যের পানি গ্রহণ করলে আত্মসাৎ করা হবে না বা দণ্ডের আওতায় আসবে না।

ইসলামী শারী'আত এ দণ্ড প্রয়োগের মূল উদ্দেশ্য হলো তিরস্কার বা ধমকানো যা দ্বারা বান্দার কষ্ট হয়। আর কোনো কোনো শায়খরা বলেছেন, শারী'আতের দণ্ডবিধির জ্ঞান রাখার নির্যাস হলো ঐ সকল কাজে অগ্রগামী হওয়া থেকে বিরত থাকা এবং দণ্ড বাস্তবায়নের পরে পুনরায় তা করতে বাধা প্রদান।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٥٥٥ - [١] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ : أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : اِقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَقَالَ الْاٰخَرُ : أَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَأْذَنْ لِيْ أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ : «تَكَلَّمْ» قَالَ : إِنَّ ابْنِيْ كَانَ عَسِيْفًا عَلٰى هٰذَا فَزَنٰى بِامْرَأَتِهٖ فَأَخْبَرُوْنِيْ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمُ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِيْ ثُمَّ إِنِّيْ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُوْنِيْ أَنَّ عَلَى ابْنِيْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهٖ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَمَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ فَاغْدُ إِلَى امْرَأَةِ هٰذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৫৫৫-[১] আবূ হুরায়রাহ্ এবং যায়দ ইবনু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুম হতে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, দুই বিবদমান ব্যক্তি তাদের অভিযোগ নিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলো। তন্মধ্যে একজন বলল, আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব দ্বারা ইনসাফ করুন। অপরজনও বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! অবশ্যই আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব দ্বারা ইনসাফ করুন এবং আমাকে এতদসম্পর্কে বলার অনুমতি দিন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আচ্ছা বল! লোকটি বলল, আমার ছেলে তার চাকর ছিল এবং সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা করেছে। অতঃপর লোকেরা আমাকে বলল, আমার ছেলের শাস্তি হলো 'রজম' (পাথর নিক্ষেপে হত্যা), কিন্তু আমি রজমের পরিবর্তে একশত ছাগল ও একটি দাসী ফিদ্‌ইয়াহ্ হিসেবে আদায় করেছি। পরে আমি 'আলিমগণের নিকট জিজ্ঞেস করলে তারা জানালেন যে, আমার ছেলের শাস্তি হলো একশত চাবুক এবং এক বছরের জন্য দেশান্তর। আর তার স্ত্রীর শাস্তি হলো 'রজম'। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জেনে রেখো! কৃসম ঐ আল্লাহর! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই আমি তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করব। আর তা হলো, তোমার একশত ছাগল ও দাসী ফেরত নিয়ে তোমার ছেলেকে একশত চাবুক মারা হবে এবং এক বছরের জন্যে দেশান্তর করা হবে। আর হে উনায়স! তুমি সকালে তার স্ত্রীর নিকট যাও, যদি সে যিনায় লিপ্ত হওয়াকে স্বীকার করে, তাহলে তার প্রতি 'রজম' অবধারিত কর। অতঃপর মহিলাটি স্বীকার করল এবং তিনি তাকে রজম করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৯৬]

ব্যাখ্যা : (اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ) আমি অবশ্যই তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব দ্বারা ফায়সালা করবো : উদ্দেশ্য সম্ভাবনা রয়েছে আল্লাহর আইন দ্বারা।

কারো মতে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে, "না আল্লাহ তা'আলা অন্য কোনো পথ নির্দেশ বের করেন"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১৫)।

আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তাফসীর করেছেন বিবাহকারীদের রজম যা ইতিপূর্বে 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত-এর হাদীসে আলোচনা গত হয়েছে।

কারো মতে এ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

«الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا» যখন বিবাহিত পুরুষ বা মহিলা যিনা করে তাদেরকে রজম করো (রজম হলো কোমর পর্যন্ত গেরে পাথর মেরে হত্যা করা) আয়াতটির তিলাওয়াত মানসূখ হয়েছে কিন্তু হুকুম এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে বেত্রাঘাত গ্রহণ করা হয়েছে অত্র আয়াতে।

(الزانية والزاني) যিনাকারিণী ও যিনাকারী : কারো মতে উদ্দেশ্য হলো তাদের ছাগল গ্রহণের আপোষকে বাতিল করা।

(سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ) এতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতিরেকে তাঁর সময়কালে অন্য কারো কাছে ফাতাওয়া চাওয়া বৈধ, কেননা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টিকে অস্বীকার করেননি। (শার্হু মুসলিম ১১শ খণ্ড, হাঃ ১৬৯৭)

আরো বৈধতা প্রমাণিত হয় যে, বড় 'আলিম থাকা সত্ত্বেও ছোট 'আলিমের নিকট ফাতাওয়া চাওয়া বৈধ।

(فَإِنْ اِعْتَرَفَتْ) যদি মহিলা যিনার স্বীকৃতি দেয় কুসতুলানী বলেন : মহিলার নিকট উনায়সকে পাঠালে তাকে জানানো যে, এই লোকটি তার ছেলেকে দিয়ে তার দুর্নাম ছড়াচ্ছে। তাহলে মিথ্যা তুহমত দেয়ার জন্য

[৭৯৬] **সহীহ** : বুখারী ৬৬৩৩, মুসলিম ১৬৯৭-৯৮, আবূ দাউদ ৪৪৪৫, নাসায়ী ৫৪১০, তিরমিযী ১৪৩৩, ইবনু মাজাহ ২৫৪৯, আহমাদ ১৭০৩৮, দারিমী ২৩৬৩, ইরওয়া ১৪৬৪।

তার হাদ্দ বা দণ্ড কার্যকর করা হবে যদি সে চায় অথবা ক্ষমা করবে তবে যদি সে স্বীকৃতি দেয় তাহলে মিথ্যা তহমতের হাদ্দ কার্যকর হবে না বরং মহিলার যিনার হাদ্দ কার্যকর হবে আর তা রজম যেহেতু সে বিবাহিত।

উনায়স গেলেন তার নিকট এবং জিজ্ঞেস করলে সে স্বীকার করে, ফলে রসূল ﷺ তাকে রজমের আদেশ দিলেন। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৪৩৫)

٣٥٥٦ -[٢] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنٰى وَلَمْ يُحْصَنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৫৫৬-[২] যায়দ ইবনু খালিদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ হতে শুনেছি যে, অবিবাহিত লোক যিনা করলে তিনি (ﷺ) তাকে একশত চাবুক মারার ও এক বছরের জন্য দেশান্তর করার হুকুম দেন। (বুখারী)[৭৯৭]

ব্যাখ্যা : (لَمْ يُحْصَنْ) নিহায়াহ্ গ্রন্থে বলা হয়েছে, الإحصان তথা বাধা দেয়া আর মহিলা সুরক্ষিত হয় ইসলাম গ্রহণ, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা, দাসত্ব থেকে আযাদ ও বিবাহের মাধ্যমে। এজন্য বিবাহিতা মহিলাকে মুহসানাহ্ বলা হয়। অনুরূপ বিবাহিত পুরুষকে মুহসন বলা হয়।

ইবনু হুমাম বলেন :

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. فَدَعَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِسَوْطٍ. فَأُتِيَ بِسَوْطٍ شَدِيدٍ لَهُ ثَمَرَةٌ. فَقَالَ: سَوْطٌ دُونَ هٰذَا. فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ لَيِّنٍ. فَقَالَ: سَوْطٌ فَوْقَ هٰذَا. فَأُتِيَ بِسَوْطٍ بَيْنَ سَوْطَيْنِ. فَقَالَ: هٰذَا. فَأَمَرَ بِهِ. فَجَلَدُوهُ»

ইয়াহ্ইয়া ইবনু কাসীর বলেন : একজন ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর কাছে আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি দণ্ডবিধির অপরাধের কাজ করেছি আমার ওপর শাস্তি প্রয়োগ করুন। রসূল ﷺ তার জন্য একটি ডাল আনতে বললে নিয়ে আসা হলো। শক্ত ডাল যাতে ফল ছিল। তিনি বললেন, এর চেয়ে শক্ত কম নগ্ন এমন একটি ডাল নিয়ে আসো। অতঃপর নিয়ে আসা হলো ভাঙ্গা নরম ডাল। রসূল ﷺ বললেন, এর একটু শক্ত। অতঃপর নিয়ে আসা হলো এই না শক্ত, না নরম এমন ডাল বা লাঠি। অতঃপর হ্যাঁ, এমন লাঠি দিয়ে তাকে প্রহার করো। ইবনু শায়বাহ্ যায়দ বিন আসলাম থেকেও বর্ণনা করেন। একজন লোক রসূল ﷺ-এর কাছে আসলেন, অতঃপর অনুরূপ বর্ণনা। ইমাম মালিকও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আবী শায়বাতে আছে, আনাস বিন মালিক বলেন : তাকে গাছের ডাল আনতে বলা হয়েছিল তিনি ফল কেটে শুধু ডালটি নিয়েছেন এবং দু' পাথরের মধ্যে পিশে নরম করেছিলেন। অতঃপর এটা দ্বারা প্রহার করা হয়েছিল আর তা 'উমারের খিলাফাতকালে। মদ্য কথা হলো, এসব লাঠি দিয়ে প্রহার করা যাবে না যার দু'পাশেই শক্ত তাতে জখম ও রক্তাভ হবে।

হিদায়াহ্ প্রণেতা বলেন : শরীরের সকল অঙ্গে প্রহার করা যাবে তবে মাথা, চেহারা এবং লজ্জাস্থানে না। যেমন রসূল ﷺ-এর বাণী : (اتَّقِ الْوَجْهَ وَالْمَذَاكِيرَ) প্রহারের সময় চেহারা ও লজ্জাস্থানসমূহ থেকে বেঁচে থাকো। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

---

[৭৯৭] **সহীহ :** বুখারী ৬৮৩১।

٣٥٥٧ - [٣] وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى اٰيَةُ الرَّجْمِ رَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهٗ وَالرَّجْمُ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ حَقٌّ عَلٰى مَنْ زَنٰى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الْاِعْتِرَافُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৫৫৭-[৩] ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন এবং তাঁর ওপর কিতাব নাযিল করেছেন, তন্মধ্যে ‘রজমের’ আয়াত ছিল। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রজম করেছেন এবং তারপরে আমরাও রজম করেছি। আর রজমের দণ্ড আল্লাহর কিতাবের মাঝে অপরিহার্য সত্য ঐ সমস্ত পুরুষ ও নারীর ওপর যারা বৈবাহিক হওয়া সত্ত্বেও যিনা করে। যখন তা প্রমাণসাপেক্ষ হয় অথবা গর্ভধারিণী হয় অথবা স্বীকারোক্তি দেয়। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৯৮]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের চেয়ে মুয়াত্ত্বা মালিকে আরো অতিরিক্ত হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ مِنَ الْحَجِّ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ سُنَّتْ لَكُمُ السُّنَنُ وَفُرِضَتْ لَكُمُ الْفَرَائِضُ وَتُرِكْتُمْ عَلَى الْوَاضِحَةِ ثُمَّ قَالَ إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ اٰيَةِ الرَّجْمِ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللّٰهِ فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللّٰهِ لَكَتَبْتُهَا بِيَدِي الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ.

ইয়াহ্ইয়া বিন সা‘ঈদ বিন মুসাইয়্যাব বলেন : ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন হাজ্জ শেষে মাদীনায় আসলেন তিনি জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন, অতঃপর বললেন, হে লোকসকল! আমি তোমাদের জন্য সুন্নাহসমূহ প্রচলন করলাম এবং ফার্‌যসমূহকে আবশ্যক করলাম। আর তোমাদেরকে রাখছি সুস্পষ্ট নীতিমালার উপর। অতঃপর বললেন, রজমের তথা পাথর দিয়ে নিক্ষেপ করে হত্যার আয়াতের ধ্বংস থেকে নিজেদেরকে হিফাযাত করবে।

কোনো ব্যক্তি বললো, আমরা তো আল্লাহর কিতাবে হাদ্দের আয়াত পাই না। জবাবে ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রজম করেছেন, আমরাও রজম করছি। ঐ সত্তার কৃসম যাঁর হাতে আমার জীবন মানুষেরা যদি এ কথা না বলতো যে, ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর কিতাবে অতিরিক্ত করেছে তাহলে অবশ্যই আমি আমার হাত দিয়ে লিখতাম :

«الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ»

যখন বিবাহিত পুরুষ ও মহিলা যিনা করবে তাদেরকে তোমরা অবশ্য রজম করবে।

হাদীসে শিক্ষা হয় রজমের আয়াতের তিলাওয়াত মানসূখ হয়েছে এবং তার হুকুম এখনও অবশিষ্ট। (ফাতহুল বারী ১২ খণ্ড, হাঃ ৬৮২৯)

নিঃসন্দেহে রজম আল্লাহর কিতাব দ্বারা ঐ বিবাহিত পুরুষ ও মহিলার ওপর প্রযোজ্য হবে যে যিনা করেছে। যখন যিনার দলীল প্রমাণিত হবে অথবা গর্ভবতী হবে অথবা স্বীকার করবে। ‘উলামারা ঐকমত্য হয়েছে, রজম শুধুমাত্র বিবাহিত যিনাকারীর ওপর প্রযোজ্য হবে। আরো ইজমা হয়েছে যিনার প্রমাণের জন্য

[৭৯৮] **সহীহ :** বুখারী ৬৮৩০, মুসলিম ১৬৯১, দারিমী ২৩৬৮, তিরমিযী ১৪৩২, ইবনু মাজাহ ২৫৫৩, আহমাদ ৩৯১, ইরওয়া ২৩৩৮।

ন্যায়পরায়ণ চারজন পুরুষ সাক্ষী লাগবে। আরো ইজমা হয়েছে রজম ওয়াজিব হওয়ার উপর যে স্বীকার করবে এবং যে বিবাহিত আর চারবার স্বীকৃতির ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

আর শুধুমাত্র গর্ভবতী মহিলার ওপর 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মতে হাদ্দ ওয়াজিব যদি তার স্বামী অথবা মুনীব না থাকে। অনুরূপ বক্তব্য মালিকও তার সাথীদের বলেন যখন গর্ভবতী হবে আর জানা যায় না তার স্বামী অথবা মুনীব আছে; আরো জানা যায় না যে, তাকে জোরপূর্বক করা হয়েছে তাহলে তার ওপর হাদ্দ অপরিহার্য হবে। তবে যদি অপরিচিত আগন্তুক মহিলা হয় তা স্বতন্ত্র বিষয় আর তার কাছে দাবী করা হবে কে তার স্বামী অথবা মুনীব বলপ্রয়োগ করে।

ইমাম শাফি'ঈ এবং আবূ হানীফাহ্ সকল 'উলামারা বলেন, শুধুমাত্র গর্ভবতী হওয়ার কারণে তার ওপর হাদ্দ প্রয়োগ হবে না চাই তার স্বামী বা মুনীব থাক না থাক, চাই অপরিচিত হোক না অন্য কিছু আর চাই বলপ্রয়োগ হোক বা না হোক 'আমভাবে হাদ্দ প্রয়োগ হবে না সুস্পষ্ট যতক্ষণ না সুস্পষ্ট প্রমাণ অথবা স্বীকৃতি হবে। কেননা সন্দেহ হলেই হাদ্দ বাস্তবায়ন বাতিল বলে গণ্য হবে। (শারহু মুসলিম ১১ খণ্ড, হাঃ ১৬৯১)

٣٥٥٨ -[٤] وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «خُذُوْا عَنِّيْ خُذُوْا عَنِّيْ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا: اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৫৫৮-[৪] 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আমার থেকে গ্রহণ কর! আমার থেকে গ্রহণ কর! আল্লাহ তা'আলা রমণীদের জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আর তা হলো, কোনো অবিবাহিত যুবক-যুবতী যিনা করলে একশত চাবুক মারা হবে এবং এক বছরের জন্য দেশান্তরিত হবে। আর কোনো বিবাহিতা নারী ও পুরুষ যিনা করলে একশত চাবুক মারা হবে এবং রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করা হবে। (মুসলিম)[৭৯৯]

ব্যাখ্যা : (قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا) এ বাক্যটি এ আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করে :

﴿فَأَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا﴾

"তবে সংশ্লিষ্টদেরকে গৃহে আবদ্ধ করে রাখো যতক্ষণ না মৃত্যু তাদেরকে তুলে নেয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোনো পথ নির্দেশ না দেন।"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১৫)। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যাখ্যা করেছেন এটা সে পথে।

এ আয়াতের ব্যাপারে 'উলামাগণ মতবিরোধ করেছেন এটা মুহকাম আয়াত আর এ হাদীস তা ব্যাখ্যা বা তাফসীরকারকের মতে সূরায় আন্ নূর-এর প্রথম আয়াত দিয়ে এটা মানসূখ। কারো মতে অবিবাহিতার ব্যাপারে সূরা নূর-এর আয়াত আর এই আয়াত বিবাহিত নারীদের ব্যাপারে আর 'উলামার ইজমা হয়েছে অবিবাহিতা নারীর ব্যাপারে একশত বেত্রাঘাত আর বিবাহিত নারীর ব্যাপারে রজম। আহলে কিতাবরা কেউ এ ব্যাপারে মতানৈক্য করেনি। তবে ক্বাযী 'ইয়ায ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন যে, খাওয়ারিজ আর কিছু মুতাযিলা সম্প্রদায় রজমকে অস্বীকার করেছে। মতানৈক্য হয়েছে বিবাহিত নারীদের ব্যাপারে রজমের সাথে বেত্রাঘাত। একদল 'উলামাহ্ বলেন, দু'টোই প্রয়োগ হবে প্রথমে বেত্রাঘাত পরে রজম। এ মতে আলী ইবনু

[৭৯৯] সহীহ : মুসলিম ১৬৯০, আবূ দাউদ ৪৪১৫, ইবনু মাজাহ ২৫৫০, তিরমিযী ১৪৩৪, আহমাদ ২২৬৬৬, ইরওয়া ২৩৪১, সহীহ আল জামি' ৩২১৫।

আবূ ত্বালিব, হাসান বাসরী, ইসহাক্ব ইবনু রহাওয়াই, দাউদ, আহলুয্ যাহির ও কিছু শাফি'ঈরা। আর অধিকাংশ 'উলামারা বলেন, শুধুমাত্র রজম প্রয়োগ হবে।

ক্বাযী 'ইয়ায আহলে ক্বিবলার (মুসলিম উম্মাহ্‌র) মত থেকে বর্ণনা করেন যে, দু' এর মাঝে সমাধান হলো যদি বয়স্ক বিবাহিত পুরুষ হয় তাহলে বেত্রাঘাত ও রজম আর যদি বিবাহিত যুবক হয় তাহলে শুধুমাত্র রজম। এটা বাতিল মত যার কোনো ভিত্তি নেই।

আর জুমহূরদের দলীল হলো শুধুমাত্র রজম। এ ব্যাপারে প্রচুর হাদীসের ঘটনা এসেছে, যেমন মা'ইয এবং গামিদী মহিলার ঘটনা। আর সমাধান হলো বেত্রাঘাত এবং রজম মানসূখ হয়েছে তা প্রথম দিকে ছিল।

আর تغريب سنة 'এক বছর দেশান্তর' শাফি'ঈ ও জুমহূরের মতে চাই পুরুষ হোক বা নারী হোক। আর হাসান বলেন, দেশান্তর ওয়াজিব নয়। মালিক ও আওযা'ঈ বলেন, মহিলাদের দেশান্তর নেই। অনুরূপ মত 'আলী থেকে এবং তারা বলেন, নারী হলো পর্দার বিষয় আর দেশান্তরে তা নষ্ট হবে, এজন্য মহিলাদের মাহরাম ব্যতিরেকে সফর করা নিষেধ।

আর দাসী ও দাসের ক্ষেত্রে তিনটি মত। শাফি'ঈদের মতে প্রথমতঃ হাদীসের ভাষ্যমতে প্রত্যেককে এক বৎসর দেশান্তর করতে হবে। এ ব্যাপারে সুফ্ইয়ান সাওরী, আবূ সাওর, দাউদ ও ইবনু জারীর একমত প্রকাশ করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ অর্ধেক বৎসর দেশান্তর করতে হবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী : "যদি তারা অশ্লীল কাজ করে তবে তাদেরকে স্বাধীন নারীদের অর্ধেক শাস্তি ভোগ করতে হবে"- (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ২৫)। আর এটা সহীহ মত এবং এ আয়াতটি খাস ও 'আম্ হাদীসের দৃষ্টিতে। (শারহু মুসলিম ১১ খণ্ড, হাঃ ১৬৯০)

٣٥٥٩-[٥] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ الْيَهُوْدَ جَاؤُوْا إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَذَكَرُوْا لَهٗ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا تَجِدُوْنَ فِي التَّوْرَاةِ فِيْ شَأْنِ الرَّجْمِ؟» قَالُوْا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُوْنَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيْهَا الرَّجْمَ فَأْتُوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوْهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهٗ عَلٰى اٰيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: اِرْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ فَإِذَا فِيْهَا اٰيَةُ الرَّجْمِ. فَقَالُوْا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ! فَإِنَّ فِيْهَا اٰيَةُ الرَّجْمِ. فَأَمَرَ بِهِمَا النَّبِيُّ ﷺ فَرُجِمَا. وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: اِرْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ فَإِذَا فِيْهَا اٰيَةُ الرَّجْمِ تَلُوْحُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ فِيْهَا اٰيَةَ الرَّجْمِ وَلٰكِنَّا نَتَكَاتَمُهٗ بَيْنَنَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৫৫৯-[৫] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন কতিপয় ইয়াহূদীরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে জানালো যে, তাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী যিনা করেছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'রজমের' ব্যাপারে তোমরা তাওরাতে কি জেনেছ? তারা বলল, আমরা দোষীকে অপমান করি এবং চাবুক মারা হয়। 'আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছ। তাওরাতে অবশ্যই 'রজমের' দণ্ড রয়েছে, তা নিয়ে আসো! অবশেষে তারা তা এনে খুলল ঠিকই কিন্তু তাদের একজন 'রজমের' আয়াতের উপর স্বীয় হাত দিয়ে ঢেকে রেখে দিল এবং তারপর এর আগের ও পরের আয়াত পড়ল। তখন 'আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তোমার হাত উঠাও! সে হাত উঠাল।

তখন দেখা গেল, সেখানে রজমের আয়াত বিদ্যমান রয়েছে। ইয়াহূদীরা বলল, হে মুহাম্মাদ! সে সত্য বলেছে। এখানে রজমের আয়াত বিদ্যমান আছে। সুতরাং নাবী ﷺ তাদের দুজনকে রজম করে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। তখন তাদের উভয়কে "রজম" করা হলো। অন্য রিওয়ায়াতে আছে, 'আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম رضي الله عنه বললেন, তোমার হাত উঠাও! সে হাত উঠাল। তখন সেখানে স্পষ্টভাবে রজমের আয়াত বিদ্যমান দেখা গেল। [আয়াত গোপনকারী] সেই লোকটি বলল, হে মুহাম্মাদ! সত্যিই তাওরাতে রজমের আয়াত বিদ্যমান আছে; কিন্তু আমরা নিজেদের মাঝে তা গোপন রাখতাম। এরপর নাবী ﷺ তাদের উভয়কে রজম করার নির্দেশ দিলেন। তখন তাদের উভয়কে রজম করা হলো। (বুখারী ও মুসলিম)[৮০০]

ব্যাখ্যা : বায়হাক্বীর বর্ণনায় মহিলাটির নাম "বুসরাহ্" আর পুরুষের নাম উল্লেখ হয়নি। আবূ দাউদ কারণ উল্লেখ করেছেন যুহরীর সানাদে। তিনি বলেন, অমি মাজিনা গোত্রের এক লোকের নিকট থেকে শুনেছি যিনি 'ইল্ম অর্জন করেন আর তিনি সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব-এর গোলাম। তিনি হাদীস বর্ণনা করেন আবূ হুরায়রাহ্ থেকে। তিনি বলেন, ইয়াহূদী এক লোক কোনো এক মহিলার সাথে যিনা করে তখন তাদের একে অপরকে বলে চলো আমরা এই নাবীর কাছে যাই যিনি প্রেরিত হয়েছেন ঢিলেঢালা শারী'আত নিয়ে তিনি যদি আমাদেরকে ফাতাওয়া দেন রজম ব্যতিরেকে তাহলে তা গ্রহণ করবো আর আল্লাহর নিকট এটা দলীল হিসেবে গ্রহণ করবো এবং বলবো, তোমার নাবীদের মধ্য থেকে নাবীর ফাতাওয়া গ্রহণ করেছি। রাবী বলেন, তারা নাবী ﷺ-এর নিকট আসলো। এমতাবস্থায় রসূল ﷺ তাঁর সাথীদের নিয়ে মাসজিদে বসেছিলেন। তারা বললো, হে আবুল ক্বাসিম! আপনার সিদ্ধান্ত কি এই মহিলা ও পুরুষের ব্যাপারে যারা যিনা করেছে?

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তারা দু'জন ছিল খায়বারের সম্মানিত অধিবাসী। আর খায়বারের যুদ্ধকালীন সময়ে এ ঘটনা ঘটেছিল।

«مَا تَجِدُوْنَ فِي التَّوْرَاةِ فِيْ شَأْنِ الرَّجْمِ؟» রসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন : রজমের ব্যাপারে তাওরাতের মধ্যে তোমরা কি পেয়েছো? বাজী বলেন : সম্ভাবনা রয়েছে, রসূল ﷺ ওয়াহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে, রজমের হুকুম তাদের তাওরাতে এখনও অটুট রয়েছে, পরিবর্তন হয়নি। এও সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি জেনেছেন 'আবদুস্ সালাম ও অন্যান্যদের থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। ইয়াহূদী থেকে তাদের কাছে তিনি সঠিক তথ্য জেনেছিলেন।

অথবা এও সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যাতে তিনি জানতে পারেন তাদের শারী'আতের বিধান কি? অতঃপর আল্লাহর নিকট থেকে তিনি এর সত্যতা জানতে পারেন।

(وَيُجْلَدُوْنَ) বেত্রাঘাত-এর বর্ণনা।

আইয়ূব (রহঃ) নাফি' থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, (قَالُوا : نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا. وَنُحَمِّلُهُمَا) তারা বললো, আমরা তাদের চেহারায় কালি মাখি এবং বাহনে চড়িয়ে ঘুরাই।

হাদীসের অন্যতম শিক্ষা হলো : যিম্মি কাফিরের ওপরে হাদ্দ বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব যখন যিনা করবে আর এটা জুমহূরের মতে শাফি'ঈরা বিরোধিতা করেছে। ইবনু 'আবদুল বাব-এর মতে, মুসলিম বিবাহিতদের ওপর হাদ্দ বাস্তবায়ন শর্ত আর শাফি'ঈ ও আহমাদ-এর নিকট কোনো শর্ত না। তারা দলীল হিসেবে পেশ করেন দু'জন ইয়াহূদীর ওপর রজম বাস্তবায়ন। আর এ হাদীসের জবাব দিয়েছেন রসূল ﷺ রজম করেছেন তাদের তাওরাতের আইন দিয়ে ইসলামের আইন দিয়ে নয়। বরং তা বাস্তবায়ন ছিল তাদের কিতাবের আইন

[৮০০] সহীহ : বুখারী ৬৮৪১, মুসলিম ১৬৯৯, আবূ দাউদ ৪৪৪৯, আহমাদ ৪৪৯৮।

দিয়ে আর তাওরাতে বিবাহিত হোক আর অবিবাহিত হোক উভয়ের জন্য রজম। আর এটা রসূল ﷺ-এর জন্য মাদীনার প্রথম জীবনে প্রযোজ্য ছিল। তিনি তাওরাত আইনের আদেশপ্রাপ্ত ছিলেন পরে তাঁর শারী'আত সেটিকে মানসূখ করে দেয়। সুতরাং তিনি আইন অনুযায়ী দু'জন ইয়াহূদীকে রজম করেছেন। তা আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত দ্বারা মানসূখ করেন। (ফাতহুল বারী ১২ খণ্ড, হাঃ ৬৮৪১)

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فاستشهدوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُم إِلَى قَوْلِهِ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا.

হাদীসে প্রমাণিত হয় যিনার দণ্ড কাফিরের ওপর প্রযোজ্য করা ওয়াজিব। আর তাদের বিবাহ পদ্ধতি সহীহ, কেননা রজম বিবাহিত ব্যতীত প্রয়োগ হয় না। যদি বিবাহ সহীহ না হতো তাহলে বিবাহিত বলে সাব্যস্ত হতো না এবং রজমও হতো না।

হাদীসে আরো সাব্যস্ত হয় যে, কাফিররাও শারী'আতের শাখা-প্রশাখার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসে আরো প্রমাণিত হয় : যখন কাফির বা আমাদের তথা মুসলিমদের নিকট বিচার চাইবে তখন আমাদের শারী'আতের বিধানুযায়ী বিচার করতে হবে। (শারহু মুসলিম ১১শ খণ্ড, হাঃ ১৬৯৯)

٣٥٦٠ ـ[٦] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَتَنَحّٰى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِىْ أَعْرَضَ قِبَلَهٗ فَقَالَ: إِنِّيْ زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا شَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «أَبِكَ جُنُوْنٌ؟» قَالَ: لَا فَقَالَ: «أُحْصِنْتَ؟» قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: «اذْهَبُوْا بِهٖ فَارْجُمُوْهُ» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِيْ مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ: فَرَجَمْنَاهُ بِالْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ حَتّٰى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ حَتّٰى مَاتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: عَنْ جَابِرٍ بَعْدَ قَوْلِهٖ: قَالَ: نَعَمْ فَأَمَرَ بِهٖ فَرُجِمَ بِالْمُصَلّٰى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتّٰى مَاتَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرًا وَصَلّٰى عَلَيْهِ.

৩৫৬০-[৬] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈক লোক নাবী ﷺ-এর নিকট আসলো। তখন তিনি (ﷺ) মাসজিদে ছিলেন। লোকটি উচ্চৈঃস্বরে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি যিনা করেছি। নাবী ﷺ তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। নাবী ﷺ যেদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন লোকটি সেদিকে গিয়ে আবার বলল, আমি যিনা করেছি। তখনও নাবী ﷺ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অবশেষে যখন লোকটি চারবার স্বীকারোক্তি দিল। তখন নাবী ﷺ তাকে ডেকে বললেন, তুমি কি পাগল? লোকটি (দৃঢ়তার সাথে) বলল, না। তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি কি বিবাহিত? সে বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! তখন নাবী ﷺ (সহাবীদের উদ্দেশে) বললেন, একে নিয়ে যাও এবং 'রজম' কর।

(হাদীসের এক বর্ণনাকারী) ইবনু শিহাব (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এমন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যিনি জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ রাঃ থেকে শুনেছেন, আমরা তাকে মাদীনাতেই 'রজম' করেছি। অতঃপর যখন তার ওপর পাথর নিক্ষেপ করছিল (তীব্র যাতনা অনুভূত হয়ে) তখন সে পালিয়ে গেল। কিন্তু আমরা

'হার্‌রাহ্' নামক স্থানে তাকে পেলাম এবং সেখানেই তার ওপর পাথর নিক্ষেপ করলাম। পরিশেষে সে মৃত্যুবরণ করল। (বুখারী ও মুসলিম)[৮০১]

বুখারীর অপর বর্ণনাতে জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, সে বলল, 'হ্যাঁ'। এরপর বর্ণিত আছে যে, অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যার নির্দেশ করলেন। সুতরাং ঈদগাহের মাঠে তার ওপর পাথর নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু নিক্ষিপ্ত পাথরগুলো যখন তার দেহে আঘাত হানতে ছিল, তখন সে অসহ্য যন্ত্রণায় দৌড়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু পরে তার নাগাল পাওয়া গেল ও রজম করা হলো। অতঃপর তার জানাযার সলাতও আদায় করালেন।

ব্যাখ্যা : (رَجُلٌ) লোকটি কোনো সম্মানিত ও প্রসিদ্ধও না।

(زَنَيْتُ) আমি যিনা করেছি। সে মূলত নিজের বা অন্যের জন্য ফাতাওয়া জানার জন্য আসেনি। সে এসেছে যিনার স্বীকৃতি দেয়ার জন্য যাতে শারী'আতের দণ্ড তার ওপর যেন প্রয়োগ করা হয়। হাদীসে আরো শিক্ষা আসে যে, পাগলের ওপর দণ্ড প্রয়োগ হবে না।

যিনাকারীকে তখন প্রশ্ন করা হবে যখন জানা যাবে না বিশুদ্ধ বিবাহ করেছে কিনা আর বিবাহিত জানা গেলে এ বিষয়ে প্রশ্ন করার কোনো প্রয়োজন নেই।

মালিকীর পক্ষ থেকে আলোচিত হয়েছে যখন জানা যাবে সে বিবাহ করেছে আর শুনা হয়নি সহবাসের স্বীকৃতি। (ফাতহুল বারী ১২শ খণ্ড, হাঃ ৬৮২৫)

٣٥٦١ - [٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ؟» قَالَ: لَا يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: «أَنِكْتَهَا؟» لَا يُكَنِّيْ قَالَ: نَعَمْ فَعِنْدَ ذٰلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৫৬১-[৭] ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মা'ইয ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন, তুমি কি (কোনো মহিলাকে) চুমু দিয়েছিলে, অথব চোখ দ্বারা ইশারা দিয়েছিলে? সে বলল, না, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তবে কি তুমি তার সাথে সঙ্গম করেছ? কথাটি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো ইশারা-ইঙ্গিতে বলেননি, বরং দৃঢ়কণ্ঠে বললেন। সে বলল, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে 'রজমের' নির্দেশ করলেন। (বুখারী)[৮০২]

ব্যাখ্যা :

لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ فِي رِوَايَةِ خَالِدِ الْحَذَّاءِ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ زَنٰى فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَأَعَادَ عَلَيْهِ مِرَارًا فَسَأَلَ قَوْمَهُ أَمَجْنُوْنٌ هُوَ قَالُوا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

খালিদ আল হায্‌যা-এর বর্ণনায় মা'ইয বিন মালিক নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললো, সে যিনা করেছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, সে অনেকবার এর পুনরাবৃত্তি করলো। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার জাতিকে প্রশ্ন করলেন : সে কি পাগল। তারা বললো, না, সে পাগল নয়। সানাদটি বুখারীর শর্তে সহীহ।

---

[৮০১] **সহীহ :** বুখারী ৬৮২০, ৬৮২৫, মুসলিম ১৬৯২, আবূ দাউদ ৪৪৩০, নাসায়ী ১৯৫৬, তিরমিযী ১৪২৯, আহমাদ ১৪৪৬২।

[৮০২] **সহীহ :** বুখারী ৬৮২৪, আবূ দাউদ ৪৪২৭, আহমাদ ২১২৯।

(قَالَ لَهٗ : لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ) সম্ভবত তুমি চুম্বন করেছো। চুম্বনকৃত মহিলার নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং চুম্বনের স্থানকে নির্দিষ্ট করা হয়নি।

(أَوْ غَمَزْتَ) দ্বারা উদ্দেশ্য চোখ বা হাত দিয়ে তুমি ইঙ্গিত করেছো অথবা তুমি গোপন অঙ্গে তোমার হাত দিয়ে স্পর্শ করেছো অথবা অন্য কোনো অঙ্গের উপর হাত রেখেছো। এগুলো ইঙ্গিত করে لَمَسْتَ শব্দের উপর।

যা অন্য বর্ণনায় এসেছে, «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ» সম্ভবত তুমি চুম্বন করেছো, অথবা স্পর্শ করেছো। «أَوْ نَظَرْتَ» অথবা তুমি দেখেছো, এটা অন্য হাদীসের মর্মার্থের উপর ইঙ্গিত করে যা বুখারী ও মুসলিমে এসেছে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর হাদীস।

«اَلْعَيْنُ تَزْنِيْ وَزِنَاهَا النَّظَرُ» চক্ষু যিনা করে আর তার যিনা হলো দেখা।

«فَعِنْدَ ذٰلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهٖ» অতঃপর তিনি তাকে রজম করার হুকুম দিলেন। খালিদ আল হামযা তার বর্ণনায় অতিরিক্ত করে বলেছেন, (فَانْطُلِقَ بِهٖ فرجم ولم يصل عَلَيْهِ) তাকে নিয়ে যাওয়া হলো, রজম করা হলো আর রসূল (ﷺ) তার জানাযার সলাত আদায় করেছেন। (ফাতহুল বারী ১২শ খণ্ড, হাঃ ৬৮২৪)

٣٥٦٢ - [٨] وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! طَهِّرْنِيْ فَقَالَ: «وَيْحَكَ اِرْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ». فَقَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! طَهِّرْنِيْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ ذٰلِكَ حَتّٰى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «فِيْمَ أُطَهِّرُكَ؟» قَالَ: مِنَ الزِّنَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَبِهٖ جُنُوْنٌ؟» فَأُخْبِرَ أَنَّهٗ لَيْسَ بِمَجْنُوْنٍ فَقَالَ: «أَشَرِبَ خَمْرًا؟» فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهٗ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ فَقَالَ: «أَزَنَيْتَ؟» قَالَ: نَعَمْ فَأَمَرَ بِهٖ فَرُجِمَ فَلَبِثُوْا يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوْا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ» ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَزْدِ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! طَهِّرْنِيْ فَقَالَ: «وَيْحَكِ اِرْجِعِيْ فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوْبِيْ إِلَيْهِ» فَقَالَتْ: تُرِيدُ أَنْ تَرُدَّنِيْ كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ: إِنَّهَا حُبْلٰى مِنَ الزِّنَا فَقَالَ: «أَنْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ لَهَا: «حَتّٰى تَضَعِيْ مَا فِيْ بَطْنِكِ» قَالَ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتّٰى وَضَعَتْ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَ: «إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهٗ مَنْ يُرْضِعُهٗ» فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهٗ يَا نَبِيَّ اللهِ! قَالَ: فَرَجَمَهَا. وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّهٗ قَالَ لَهَا: «اذْهَبِيْ حَتّٰى تَلِدِيْ» فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَ: «اذْهَبِيْ فَأَرْضِعِيهِ حَتّٰى تَفْطِمِيهِ» فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِيْ يَدِهٖ كِسْرَةُ خُبْزٍ فَقَالَتْ: هٰذَا يَا نَبِيَّ اللهِ! قَدْ فَطَمْتُهٗ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلٰى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلٰى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوْهَا فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمٰى رَأْسَهَا فَتَنَضَّحَ

الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ» ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৫৬২-[৮] বুরায়দাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন মা'ইয ইবনু মালিক (রাঃ) নাবী (সাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! 'আমাকে পাক-পবিত্র করুন'। তিনি (সাঃ) বললেন, তোমার ওপর আক্ষেপ হয়, ফিরে যাও এবং আল্লাহর নিকট মাফ চাও ও তাওবাহ্ কর। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি চলে গেলেন কিন্তু কিছু দূরে গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! 'আমাকে পাক-পবিত্র করুন'। নাবী (সাঃ) এবারও তাকে পূর্বের ন্যায় বললেন। এভাবে যখন তিনি চতুর্থবার এসে বললেন, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন, আচ্ছা! তোমাকে আমি কি দিয়ে পবিত্র করব? তিনি বললেন, যিনা থেকে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) (সহাবীদের উদ্দেশে) বললেন, সে কি পাগলামী করছে? জানানো হলো, না সে পাগল নয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তবে কি সে মদ্যপায়িত? তখন জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তার মুখ শুঁকলেন; কিন্তু মদের গন্ধ পাওয়া গেল না। তখন তিনি (সাঃ) বললেন, তাহলে কি তুমি সত্যিই যিনা করেছ? তিনি বললেন, জি, হ্যাঁ অতঃপর তিনি (সাঃ) তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। তখন তাকে রজম করা হলো। এ ঘটনার দুই তিনদিন পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) (সহাবীদের উদ্দেশে) বললেন, তোমরা মা'ইয ইবনু মালিক (রাঃ)-এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তিনি এমনভাবে তাওবাহ্ করেছেন যদি তা সকল উম্মাতের মাঝে বিলিয়ে দেয়া হয়, তাহলে সকলের জন্য যথেষ্ট হবে।

এ ঘটনার পর আয্‌দ বংশের গামিদী গোষ্ঠীর জনৈক নারী এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল (সাঃ)! 'আমাকে পাক-পবিত্র করুন'। তিনি (সাঃ) বললেন, তোমার ওপর আক্ষেপ হয়, ফিরে যাও! আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাওবাহ্ কর। তখন সে বলল, আপনি মা'ইয ইবনু মালিককে যেভাবে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন আমাকেও কি অনুরূপ ফিরিয়ে দিতে চান? অথচ আমি তো সেই নারী যা যিনার দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা। তখন তিনি (সাঃ) বললেন, সত্যি কি তুমি যিনার দ্বারা গর্ভবতী? নারীটি বলল, জি, হ্যাঁ! নাবী (সাঃ) বললেন, যাও! তোমার পেটের বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকো। তখন এক আনসারী মহিলাটি বাচ্চার প্রসব হওয়া পর্যন্ত তাকে নিজ তত্ত্বাবধানে নিয়ে গেলেন। অতঃপর সন্তান হওয়ার পর ঐ লোকটি নাবী (সাঃ)-এর নিকট এসে বলল, গামিদী গোষ্ঠীর নারীটি বাচ্চা প্রসব করেছে। তখন তিনি (সাঃ) বললেন, তার শিশু বাচ্চাটি রেখে এখন তাকে রজম করা যাবে না, কেননা বাচ্চাটির দুধ পান করানোর মতো কেউ থাকবে না। তখন আনসারদের থেকে জনৈক লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর নাবী! তাকে দুধপান করানোর দায়িত্ব আমার ওপর। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি (সাঃ) তাকে রজম করলেন।

অপর বর্ণনাতে আছে, নাবী (সাঃ) ঐ নারীকে বললেন, তুমি চলে যাও এবং সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। অতঃপর সন্তান প্রসব করার পর যখন আসলো, তখন বললেন, এবারও চলে যাও এবং দুধ পান করাও। আর দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা কর। তারপর যখন বাচ্চাটির দুধ ছাড়ানো হয় তখন নারীটি বাচ্চা নিয়ে নাবী (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলো। তখন বাচ্চার হাতে এক টুকরা রুটি ছিল। এবার নারীটি বলল, হে আল্লাহর নাবী! এই যে, আমি তার দুধ ছাড়িয়েছি এবং এখন সে অন্য খাদ্য খায়। এমতাবস্থায় তিনি (সাঃ) বাচ্চাটিকে একজন মুসলিমের তত্ত্বাবধানে দিলেন এবং নারীটির জন্য একটি গর্ত খোঁড়ার নির্দেশ দিলেন, অতঃপর তার বক্ষদেশ পর্যন্ত একটি গর্ত খোঁড়া হলো। তখন লোকেদেরকে পাথর নিক্ষেপের নির্দেশ

দিলেন। খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সামনে অগ্রসর হয়ে তার মাথার উপর এক খণ্ড পাথর নিক্ষেপ করলেন। ফলে রক্ত ছিঁটে খালিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মুখমণ্ডলে এসে পড়ল। তখন তিনি তাকে ভর্ৎসনা করলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে খালিদ! থামো! কৃসম সেই আল্লাহর! যাঁর হাতে আমার প্রাণ। নিশ্চয় নারীটি এমন তাওবাহ্ করেছে, যদি কোনো বড় যালিমও এ ধরনের তাওবাহ্ করে তাহলে তাকেও ক্ষমা করা হবে। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ দিলে, তার জানাযাহ্ আদায় করা হলো এবং দাফনকার্য সম্পন্ন হলো। (মুসলিম)[৮০৩]

ব্যাখ্যা : যদি প্রশ্ন করা হয়, মা'ইয এবং গামিদী কেন তারা তাওবায় সন্তুষ্ট হয়নি অথচ তাওবাহ্ দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য অর্জিত হতো আর তা গুনাহ মাফ হওয়ার দণ্ডের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে গুনাহ থেকে মুক্ত হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন হয়। তাছাড়াও এটা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশ। আর তাওরাতে পাপ থেকে খাঁটিভাবে মুক্ত হওয়ার শংকা রয়েছে। সুতরাং শংকা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দৃঢ়-বিশ্বাসভাবে পাপ থেকে পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য হাদ্দকে বেছে নিয়েছে। আল্লাহই বেশী ভালো জানেন। (শারহু মুসলিম ১১শ খণ্ড, ১৬৯৫)

(ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! طَهِّرْنِيْ) অতঃপর আসলো এবং বললো, আমাকে পবিত্র করুন। সম্ভবত সে তাওরাতের মাধ্যমে নিজকে পবিত্র করতে সক্ষম ছিল না।

(اِسْتَغْفِرُوْا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ) তোমরা তার জন্য ক্ষমার আধিক্য আর উন্নত মর্যাদা কামনা করো।

(لَوَسِعَتْهُمْ) যথেষ্ট হতো। তিনি বলেন, তার তাওবাহ্ এমন ছিল যা অপরিহার্য করে তোলে ক্ষমা ও রহমাত তা বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর ওপর বণ্টন করা যাবে অনুরূপ গামিদী (মহিলার) তাওবার বিষয়টি প্রমাণ করে।

(لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهٗ) মহিলাটি এমন খালেস তাওবাহ্ করেছে, যদি কোনো ট্যাক্স আদায়কারী যালিমও এ ধরনের তাওবাহ্ করে অবশ্যই আল্লাহর তার গুনাহ্ ক্ষমা করবেন।

(اِسْتَغْفِرُوْا لِمَاعِزٍ) তোমরা মা'ইয-এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। এমন বক্তব্যের রহস্য বা উপকার কি? যদি তুমি প্রশ্ন করো আমি ভাষ্যকার জবাবে বলি : অনুরূপ বক্তব্যের রহস্যের মতো।

"আল্লাহর সাহায্য আসবে ও বিজয় আসবে এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবেন। তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।" (সূরাহ্ আন্ নাস্‌র ১১০ : ১-৫)

আল্লাহর আরো বক্তব্য : "নিশ্চয় আমি আপনার জন্য একটা ফায়সালা করে দিয়েছি যা সুস্পষ্ট, যাতে আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করে দেন।" (সূরা আল ফাত্‌হ ৪৮ : ১-২)

আর তার জন্য ক্ষমা তলব করার মধ্যে তার সম্মান ও মর্যাদা কামনা করো।

ইমাম নাবাবী বলেন : শেষ বর্ণনাটি প্রথম বর্ণনার বিপরীত। প্রথম বর্ণনায় বাচ্চা প্রসবের পর রজম করা হয়েছে। দ্বিতীয়টি দুধ ছাড়ানোর পর রজম করা হয়েছে। দ্বিতীয়টিই সঠিক, প্রথম বর্ণনার ব্যাখ্যা দ্বিতীয় বর্ণনা, কেননা একটাই ঘটনা।

কারো মতে সম্ভাবনা, ঘটনা দু'টি দু' মহিলার ক্ষেত্রে প্রথম বর্ণনার মহিলার ইজদ গোত্রের আর দ্বিতীয় বর্ণনার মহিলা জুহায়নাহ্ গোত্রের। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৮০৩] **সহীহ** : মুসলিম ১৬৯৫।

٣٥٦٣ - [٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِّنْ شَعْرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৫৬৩-[৯] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি (ﷺ) বলেছেন : যদি তোমাদের কারও বাঁদী যিনা করে আর তা প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন তাকে চাবুক মারো। কিন্তু তাকে হেয়-প্রতিপন্ন করো না। যদি পুনরায় যিনা করে তাহলে এবারও তার ওপর দণ্ডিত কর, তবুও তাকে হেয়-প্রতিপন্ন করা যাবে না। কিন্তু এরপরও যদি সে তৃতীয়বার যিনা করে আর তা উন্মোচিত হয়, তখন চুলের একটি রশির বিনিময় হলেও তাকে বিক্রি করে দাও। (বুখারী ও মুসলিম)[৮০৪]

ব্যাখ্যা : হাদীসে দলীল সাব্যস্ত হয় যে, দাস-দাসীর ওপর হাদ্দ বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব। আরো প্রমাণিত হয় যে, মুনীব তার দাস বা দাসীর হাদ্দ প্রয়োগ করতে পারবে– এটা মালিক, আহমাদ সকল 'উলামাহ্, সহাবী ও তাবি'ঈদের মতো আর হানাফীদের একটি দল বলে এমনটি প্রযোজ্য হবে না তথা মুনীব শাস্তি দিতে পারবে না। তবে এ হাদীস জুমহূর 'উলামাদের জন্য সুস্পষ্ট দলীল।

হাদীসে আরো দলীল হিসেবে সাব্যস্ত হয় যে, দাস এবং দাসীকে রজম করে হত্যা করা যাবে না, চাই সে বিবাহিত হোক বা না হোক, কেননা নাবী ﷺ-এর বক্তব্য : (فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ) তাকে যেন চাবুক মারে। সেখানে বিবাহিত, অবিবাহিত পার্থক্য করেননি।

আরো প্রমাণিত হয়, যিনাকারী দাসকে দেশান্তর করা হবে না শুধুমাত্র হাদ্দ প্রয়োগ করা হবে। হাদীসে আরো সাব্যস্ত হয়, যিনাকারী দাসকে প্রথমবার যিনা করার কারণে চাবুক মারা হলো দ্বিতীয়বার করলেও অবশ্যই মারা হবে, তৃতীয়বার করলেও অবশ্যই মারা হবে। পুনরায় করলে অবশ্যই হাদ্দ প্রয়োগ করা হবে অনুরূপ চলবে। আর যদি অনেকবার যিনা করে এবং তার হাদ্দ প্রয়োগ হয়নি তাহলে সর্বশেষ যিনার হাদ্দ প্রয়োগই সকল যিনার হাদ্দের যথেষ্ট হবে।

হাদীসে আরো সাব্যস্ত হয় যে, ফাসিক্, গুনাহগার ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং তাদের থেকে দূরে থাকা। আর এ ধরনের বিক্রয়ের নির্দেশের বিষয়টি মুস্তাহাব, ওয়াজিব না। জুমহূরদের নিকট আবূ দাঊদ বলেন, আহলুয্ যাহিরের নিকট ওয়াজিব। হাদীসে প্রমাণিত হয় যে, পছন্দনীয় বস্তু স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করা বৈধ– এ ব্যাপারে সবই একমত যখন বিক্রেতা ব্যক্তি 'আলিম আর যদি মূর্খ ব্যক্তি হয় তবুও জুমহূরদের নিকট বৈধ। তবে মালিকীরা বিরোধিতা করেছে। আল্লাহই ভালো জানেন। আর এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ে বিক্রেতা ব্যক্তি অবশ্যই ক্রেতাকে বিক্রিত বস্তুর ত্রুটি উল্লেখ করবে। আর ত্রুটি উল্লেখ করা ওয়াজিব। যদি প্রশ্ন করা হয় কিভাবে বিক্রয় করা বৈধ, কারণ এমন বস্তু নিজের জন্য সে অপছন্দ করে যা অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্য সন্তুষ্টি প্রকাশ করে? (শারহু মুসলিম ১১শ খণ্ড, হাঃ ১৭০৩)

٣٥٦٤ - [١٠] وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الْحَدَّ مَنْ أُحْصِنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ فَخَشِيتُ إِنْ

[৮০৪] **সহীহ :** বুখারী ২৩৩৪, মুসলিম ১৭০৩, আবূ দাঊদ ৪৪৭০, আহমাদ ১০৪০৫, সহীহ আল জামি' ৫৮৭।

أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ دَاوُدَ: قَالَ: «دَعْهَا حَتّٰى يَنْقَطِعَ دَمُهَا ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ وَأَقِيمُوا الْحُدُوْدَ عَلٰى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ».

৩৫৬৪-[১০] 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের গোলাম-বাঁদীদের ওপর দণ্ড কার্যকর কর, বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক। একদিন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এক বাঁদী যিনা করেছিল। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে তার ওপর দণ্ড প্রয়োগের নির্দেশ করলেন। অতঃপর যখন আমি জানতে পারলাম, দাসীটি সদ্য প্রসূতি। তখন আমার সংশয় হলো, যদি আমি তাকে চাবুক মারি তাহলে আমার দ্বারাই তার মৃত্যু হবে। সুতরাং আমি বিষয়টি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জানালে তিনি বললেন, তুমি উত্তমই করেছ। (মুসলিম)[৮০৫]

আবূ দাঊদ-এর এক বর্ণনাতে আছে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তার নিফাসের রক্তস্রাব বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তুমি তাকে ছেড়ে দাও, তারপর তার ওপর "হাদ্দ" কার্যকর কর। আর তোমরা তোমাদের গোলাম-বাঁদীদের ওপর "হাদ্দ' প্রয়োগ কর।

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঋতুবতী, গর্ভবতী ও প্রসূতি এ সব অবস্থায় তাদের ওপর হাদ্দ প্রয়োগ করা যায় না। অবশ্য পরে তা প্রয়োগ করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই রহিত বা দেরী করা যাবে না এসব থেকে পবিত্র হওয়ার পর। (শারহু মুসলিম ১১শ খণ্ড, হাঃ ১৭০৫)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٥٦٥-[١١] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ مَاعِزٌ الْأَسْلَمِيُّ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنٰى فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْاٰخَرِ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنٰى فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْاٰخَرِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّهُ قَدْ زَنٰى فَأَمَرَ بِهٖ فِي الرَّابِعَةِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّةِ فَرُجِمَ بِالْحِجَارَةِ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَرَّ يَشْتَدُّ حَتّٰى مَرَّ بِرَجُلٍ مَعَهٗ لَحْيُ جَمَلٍ فَضَرَبَهٗ بِهٖ وَضَرَبَهُ النَّاسُ حَتّٰى مَاتَ. فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهٗ فَرَّ حِيْنَ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ وَمَسَّ الْمَوْتِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «هَلَّا تَرَكْتُمُوْهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَفِيْ رِوَايَةٍ: «هَلَّا تَرَكْتُمُوْهُ لَعَلَّهٗ أَنْ يَتُوْبَ فَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ»

৩৫৬৫-[১১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মা'ইয আল আসলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বললেন, তিনি যিনা করেছেন। এটা শুনে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন তিনি সেদিকে যেয়ে বললেন, তিনি যিনা করেছেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবারও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন তিনি পুনরায় সেদিকে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি যিনা করেছি। পরিশেষে চতুর্থবার (স্বীকারোক্তিতে) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে 'রজমের' নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাকে "হার্‌রাহ্" নামক

[৮০৫] সহীহ : মুসলিম ১৭০৫, আবূ দাঊদ ৪৪৭৩, তিরমিযী ১৪৪১, আহমাদ ১৩৪১।

এলাকায় নিয়ে তাকে রজম করা হলো। কিন্তু যখন তার শরীরে পাথর নিক্ষেপ করছিল তখন (অসহ্য যন্ত্রণায়) তিনি দৌড়িয়ে পালিয়ে গেলেন এবং এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন যার হাতে উটের চোয়ালের হাড্ডি ছিল। তিনি তা দিয়ে তাকে আঘাত করল এবং অন্য লোকের আঘাতে সে মৃত্যুবরণ করল। অতঃপর লোকেরা ঘটনাটি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বলল যে, তিনি পাথরের আঘাতে মৃত্যু ভয়ে পালাচ্ছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তাকে কেন ছেড়ে দিলে না? (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)[৮০৬]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তোমরা কেন তাকে ছেড়ে ছিলে না? হতে পারে সে তাওবাহ্ করত আর আল্লাহ তা'আলা তার তাওবাহ্ ক্ববূল করতেন।

ব্যাখ্যা : ইবনুল মালিক বলেন : যে লোক যিনার স্বীকারোক্তি করেছে যদি সে পরে এই কথা বলে যে, আমি পূর্বে মিথ্যা বলেছি বা আমি যিনা করিনি তখন তার ওপর থেকে "হাদ্দ" রহিত হয়ে যাবে। আর যদি শাস্তি দেয়ার সময় অস্বীকার করে তখন তার অবশিষ্ট শাস্তি দেয়া যাবে না। কিছু কিছু সংখ্যক 'উলামাহ্ বলেন, "হাদ্দ" রহিত হবে না, অন্যথায় মা'ইয সম্বন্ধে এ কথা বলতে হবে যে, তার পলায়নের পরেও তাকে হত্যা করাটা (قتل خطاء) তথা ভুলবশত হয়েছে যাতে হত্যাকারীদের আত্মীয়দের ওপর দিয়াত (রক্তমূল্য) ওয়াজিব হয়। এর উত্তর এই যে, এ ক্ষেত্রে সে তার স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে গেছে বলে প্রকাশ পায়নি বরং পাথরের আঘাত অসহ্য হওয়ায় পলায়ন করেছে এবং হাদ্দ প্রয়োগের সময় পলায়ন করলে অবশিষ্ট হাদ্দ রহিত হয় না।

«هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ» তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন? মূলত এর রূপক অর্থ হলো : যে তার বিষয়টি লক্ষ্য করতো যে, সে পাথরের আঘাতে পলায়ন করছে না তার যিনার স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসছে।

শারহুস্ সুন্নাহ্য় এসেছে : হাদীসে দলীল সাব্যস্ত হয় যে, যে ব্যক্তি যিনা করার স্বীকৃতি দেয় নিজের ওপর, অতঃপর হাদ্দ প্রয়োগের সময় স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসে আর সে বলে আমি মিথ্যা বলেছি, আমি যিনা করিনি, তাহলে অবশিষ্ট হাদ্দ রহিত হয়ে যাবে। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৪২৮)

٣٥٦٦ـ[١٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ: «أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِىْ عَنْكَ؟» قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّىْ؟ قَالَ: «بَلَغَنِىْ أَنَّكَ قَدْ وَقَعْتَ عَلٰى جَارِيَةِ اٰلِ فُلَانٍ» قَالَ: نَعَمْ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهٖ فَرُجِمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৫৬৬-[১২] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ মা'ইয ইবনু মালিক رضي الله عنه-কে বললেন, তোমার ব্যাপারে আমার কাছে যে সংবাদ এসেছে, তা কি সত্য, তুমি কি অমুকের সাথে যিনা করেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আর তিনি তা চারবার স্বীকারোক্তি প্রদান করলেন। এরপর তিনি (ﷺ) তাকে 'রজমের' নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাকে রজম করা হয়। (মুসলিম)[৮০৭]

ব্যাখ্যা : ত্বীবী বলেন : এ হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, নাবী ﷺ পূর্ব থেকে মা'ইয-এর ঘটনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং পরে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি অকপটে তা স্বীকার করেছিল। কিন্তু পূর্বে বুরায়দাহ্ থেকে বর্ণিত হাদীসে পরিষ্কারভাবে বুঝা গেছে যে, নাবী ﷺ কিছুই অবগত ছিলেন না। সুতরাং এ

---

[৮০৬] সহীহ : আবূ দাউদ ৪৪১৯, তিরমিযী ১৪২৮, ইবনু মাজাহ ২৫৫৪, ইরওয়া ২৩৬০, সহীহ আল জামি' ৭০৪২।
[৮০৭] সহীহ : মুসলিম ১৬৯৩, আবূ দাউদ ৪৪২৫, তিরমিযী ১৪২৭, আহমাদ ২২০২।

Contents

বিরোধের উত্তর হলো এ বর্ণনাকারীগণ কখনো ঘটনা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করেন আবার কখনো শুরু ও শেষাংশটি বর্ণনা করে ক্ষ্যান্ত হন। এ পর্যায়ে ইবনু 'আব্বাস -এর ঘটনা কেবল শুরু ও শেষ বর্ণনা করে ক্ষ্যান্ত হয়েছেন। বিস্তারিত ঘটনার অবতারণা করেননি। সুতরাং উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٥٦٧ - [١٣] وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَاعِزًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ وَقَالَ لِهَزَّالٍ: «لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ» قَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: إِنَّ هَزَّالًا أَمَرَ مَاعِزًا أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَيُخْبِرَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৩৫৬৭-[১৩] ইয়াযীদ ইবনু নু'আয়ম (রহঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মা'ইয নাবী -এর নিকট এসে যিনায় লিপ্ত হওয়ার কথা চারবার স্বীকারোক্তি প্রদান করলেন। তখন তিনি () তাকে 'রজমের' নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি () হায্যাল -কে বললেন, তুমি যদি মা'ইয -কে তোমার কাপড় দ্বারা আড়াল করতে (অপরাধ প্রকাশ না করতে), তবে তা তোমার জন্য উত্তম হতো। ইবনুল মুনকাদির বলেন, হায্যাল -ই মা'ইয -কে নাবী -এর নিকট এসে এতদসম্পর্কে জানাতে বলেছিলেন। (আবূ দাঊদ)[৮০৮]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ هَزَّالًا أَمَرَ مَاعِزًا أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَيُخْبِرَهُ) এই হায্যাল মা'ইয -কে আদেশ করেছিল নাবী -এর খিদমাতে এসে উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করার জন্য। আর এটা এজন্য যে, মা'ইয যে মেয়েটির সাথে যিনা করেছিল তার নাম ফাত্বিমাহ্ আর সে মুক্ত দাস ছিল। অতঃপর হাযযাল-এর বিষয়টি জানলে মা'ইয-কে পরামর্শ দিলো রসূল -এর নিকট আসার। মূলত সে চেয়েছে তার অপমান ও লাঞ্ছনা ক্বিসাস স্বরূপ তার আযাদকৃত দাসীর সাথে এ আচরণের জন্য। কারো মতে এবং এটা অধিক গ্রহণযোগ্য এটা তার জন্য উপদেশ ছিল হায্যাল-এর পক্ষ থেকে যা তৃতীয় অনুচ্ছেদে আসবে দ্বিতীয় হাদীসে।

ইবনু হুমাম বলেন : বুখারী বর্ণনা করেছেন আবূ হুরায়রাহ্ থেকে মারফূ' সূত্রে।

«مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الْاٰخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ».

যে ব্যক্তি কোনো মুসলিম ভাই-এর দুনিয়ার কোনো দুঃখ কষ্ট লাঘবে করে, আল্লাহ তা'আলা তার থেকে আখিরাতে দুঃখ কষ্ট লাঘব করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলিম ভাই-এর দোষ-ত্রুটি গোপন করবে তার দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আল্লাহ সর্বদাই ঐ বান্দার সহযোগিতায় থাকেন যে বান্দা অপর ভাই এর সহযোগিতায় থাকেন।

আর আবূ দাঊদ ও নাসায়ীতে 'উক্ববাহ্ বিন 'আমির থেকে বর্ণিত :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «مَنْ رَأَى أَيَّ عَوْرَةٍ فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَا أَحْيَا مَوْءُودَةً».

নাবী বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো গোপন দোষ ত্রুটি দেখলো আর তা গোপন করলো, সে যেন প্রোথিত সন্তানকে জীবন দান করলো।

[৮০৮] হাসান : আবূ দাঊদ ৪৩৭৭, সহীহাহ্ ৩৪৬০, সহীহ আল জামি' ৭৯৯০, সহীহ আত্ তারগীব ২৩৩৫।

তবে গোপন করার বিষয়টি তখন প্রযোজ্য হবে যখন যিনাটা গোপন হবে আর সে এ ব্যাপারে সীমালঙ্ঘনকারিণী যদি প্রকাশ্যভাবে করে এবং প্রচারণা চালায় তাহলে সমাজ থেকে পাপাচারের কর্মকাণ্ড উপড়ে ফেলার জন্য হাদ্দ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন, এক্ষেত্রে গোপন না করে সাক্ষ্য প্রদান করাই ওয়াজিব। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٥٦٨ ـ[١٤] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «تَعَافَوُا الْحُدُوْدَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِيْ مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ

৩৫৬৮-[১৪] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব রহিমাহুল্লাহ তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা 'আব্‌দুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনুল 'আস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মাঝে সংঘটিত দণ্ডযোগ্য বিষয়সমূহ পরস্পরের মধ্যে ক্ষমা করে দাও এবং মিটিয়ে ফেল। কেননা যখন আমার নিকট দণ্ডের বিষয়টি পৌঁছবে তখন তা বাস্তবায়ন করা অবধারিত হয়ে যাবে। (আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[৮০৯]

ব্যাখ্যা : হাদীসে সাব্যস্ত হয় যে, শাসকের জন্য হাদ্দ যা মাওকূফ করা বৈধ নয় যখন তার কাছে উপস্থাপন করা হয়। আর মুনীবের জন্য হাদ্দ প্রয়োগ করা তার দাসের ওপর বরং ক্ষমা করে দিবে অথবা বিষয়টি শাসকের নিকট উপস্থাপন করবে। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৩৬৮)

٣٥٦٩ ـ[١٥] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَقِيلُوْا ذَوِى الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُوْدَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৫৬৯-[১৫] 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : সম্মানিত লোকেদের দণ্ডযোগ্য অপরাধ ব্যতীত সাধারণ ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দাও। (আবূ দাউদ)[৮১০]

ব্যাখ্যা : (أَقِيلُوْا) ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখো, (ذَوِى الْهَيْئَاتِ) সম্মানিত ব্যক্তি ও প্রশংসিত স্বভাবের অধিকারী ইবনু মালিক বলেন : যে সকল মানুষ সুন্দর চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(إِلَّا الْحُدُوْدَ) 'যা হাদ্দকে ওয়াজিব করে' সম্বন্ধে ব্যক্তিরা হলো শাসক ও অন্যান্যরা যাদের ওপর শাস্তি ও বিচার প্রয়োগ করা অপরিহার্য।

(عَثَرَاتِ) দ্বারা উদ্দেশ্য পদস্খলনের কারণে আল্লাহর অধিকারসমূহের কোনো অধিকার নষ্ট করার মাধ্যমে বা মানুষের কোনো অধিকার নষ্টের মাধ্যমে।

আবার কারো মতে সগীরাহ্ গুনাহ বা ছোট গুনাহ উদ্দেশ্য। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৩৬৮)

٣٥٧٠ ـ[١٦] وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «اِدْرَؤُا الْحُدُوْدَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهٗ مَخْرَجٌ فَخَلُّوْا سَبِيلَهٗ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوْبَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: قَدْ رُوِىَ عَنْهَا وَلَمْ يَرْفَعْ وَهُوَ أَصَحُّ

---

[৮০৯] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪৩৭৬, নাসায়ী ৪৮৮৫, সহীহাহ্ ১৬৩৮, সহীহ আল জামি' ২৯৫৪।

[৮১০] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪৩৭৫, আহমাদ ২৫৪৭৪, সহীহাহ্ ৬৩৮, সহীহ আল জামি' ১১৮৫।

৩৫৭০-[১৬] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মুসলিমদের যথাসম্ভব দণ্ডযোগ্য শাস্তি থেকে যদি সামান্যতম অব্যাহতির উপায় থাকে, তাহলে তাকে ছেড়ে দাও। কেননা শাসকের ক্ষমা করার ক্ষেত্রে ভুল করা শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে ভুল করার চেয়ে উত্তম। (তিরমিযী)[৮১১]

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেছেন, হাদীসটি 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত হয়েছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে নয় (অর্থাৎ হাদীসটি মাওকূফ), আর এটাই অধিক সহীহ।

ব্যাখ্যা : মুযহির বলেন : তোমাদের সাধ্যানুযায়ী হাদ্দ মাওকূফ করো আমার (মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর) নিকট পৌঁছানোর পূর্বে। কেননা শাসকের ক্ষমা প্রদর্শনের ব্যাপারে ভুল করা শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে ভুল করা থেকে উত্তম অধিক আর যখন শাসকের নিকট পৌঁছবে হাদ্দ বাস্তবায়ন তার ওপর ওয়াজিব।

ত্বীবী বলেন : হাদীসের ভাবার্থ মূলত «تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ»

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আমার কাছে পৌঁছানোর পূর্বে তোমাদের সংঘটিত হাদ্দযোগ্য অপরাধ নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে ফেলো কেননা সে হাদ্দের ব্যাপার আমার নিকট পৌঁছবে তা বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব হবে। এ হাদীসের ব্যাখ্যা স্বরূপ।

আর হাদীসে সম্বোধন মূলত সাধারণ মুসলিমের ওপর। আর সম্ভাবনা রয়েছে : আবূ হুরায়রাহ্-এর হাদীস। কোনো এক ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট আর বুরায়দাহ্-এর হাদীস মা'ইয-এর ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট। তাহলে সম্বোধন হবে শাসকের প্রতি যেমন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বক্তব্য লোকটির জন্য «أَبِكَ جُنُونٌ» তুমি কি পাগল? অতঃপর বলেছেন, তুমি কি বিবাহ করেছো? আর মা'ইয-এর ব্যাপারে বলেছেন : «أَبِهِ جُنُونٌ» সে কি পাগল? আরো বলেছেন : «أَشَرِبَ» সে কি মদ পান করেছে? কেননা এসব সতর্ক করে দেয়া শাসককে তিনি সন্দেহের ক্ষেত্রে হাদ্দকে যেন মাওকূফ করে।

সঠিক হলো : সম্বোধন হলো, শাসকের উদ্দেশে তাদের উচিত হবে আসামীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়ার মাধ্যমে হাদ্দকে মাওকূফ করবে, যেমনটি মা'ইয ও অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রায় বার স্মরণ করে দিয়েছেন আত্মপক্ষ সমর্থনে তথা তা পেশ করার জন্য। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৪২৪)

٣٥٧١-[١٧] وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: اُسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَأَقَامَهٗ عَلَى الَّذِيْ أَصَابَهَا وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهٗ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩৫৭১-[১৭] ওয়ায়িল ইবনু হুজর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে এক মহিলার সাথে জোরপূর্বক যিনা করা হয়েছিল, যিনার অভিযোগে জনৈকা নারীর ওপর দণ্ড ক্ষমা করে; কিন্তু পুরুষের ওপর দণ্ড প্রয়োগ করেছিলেন। তবে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নারীটির জন্য মাহ্‌র ধার্য করেছিলেন কিনা বর্ণনাকারী তা উল্লেখ করেননি। (তিরমিযী)[৮১২]

ব্যাখ্যা : মুযহির এবং ইবনু মালিক বলেন : এ হাদীস মাহ্‌র ওয়াজিব না এমনটি প্রমাণিত হয় না, কেননা অন্য হাদীস দ্বারা মাহ্‌র ওয়াজিব এটি প্রমাণিত হয়। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৪৫৩)

---

[৮১১] **য'ঈফ :** তিরমিযী ১৪২৪, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৮৫০২, য'ঈফ আল জামি' ২৫৯। কারণ এর সানাদে ইয়াযীদ বিন যিয়াদ আদ্ দিমাশ্‌কী একজন মাত্‌রূক রাবী।

[৮১২] **য'ঈফ :** তিরমিযী ১৪৫৩, ইবনু মাজাহ ২৫৯৮, আহমাদ ১৮৮৭২। কারণ প্রথমতঃ 'আব্দুল জাব্বার হতে হাজ্জাজ বিন আরত্বত-এর শ্রবণ প্রমাণিত না হওয়ায় সানাদটি বিচ্ছিন্ন, দ্বিতীয়তঃ হাজ্জাজ একজন মুদাল্লিস রাবী।

٣٥٧٢-[١٨] وَعَنْهُ: أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ تُرِيْدُ الصَّلَاةَ فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا فَقَضٰى حَاجَتَهٗ مِنْهَا فَصَاحَتْ وَانْطَلَقَ وَمَرَّتْ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ: إِنَّ ذٰلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِيْ كَذَا وَكَذَا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ فَأَتَوْا بِهٖ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا: «اذْهَبِيْ فَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكِ» وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِيْ وَقَعَ عَلَيْهَا: «ارْجُمُوْهُ» وَقَالَ: «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৩৫৭২-[১৮] উক্ত রাবী (ওয়ায়িল ইবনু হুজর রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর যুগে জনৈকা মহিলা সলাতের উদ্দেশে বের হলো। এমন সময় এক ব্যক্তি তাকে ধরে নিয়ে জোরপূর্বক যিনা করলো মহিলাটির চিৎকারে পুরুষটি পালিয়ে যায়। তখন মুহাজিরদের একটি দল সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তখন মহিলাটি বলল, ঐ লোকটি আমার সাথে এরূপ এরূপ করেছে। তারা তখন ঐ লোকটিকে গ্রেফতার করে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত করল। তিনি (ﷺ) ঐ মহিলাটিকে বললেন, চলে যাও আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর যে লোকটি মহিলাটির সাথে যিনা করেছিল। যিনাকারীর ব্যাপারে হুকুম করলেন, একে পাথর নিক্ষেপে হত্যা কর। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, লোকটি এমনভাবে তাওবাহ্ করেছে যদি মাদীনার সকল লোক এরূপ তাওবাহ্ করত, তাহলে তাদের সকলের পক্ষ থেকে তা ক্ববূল করা হতো। (তিরমিযী ও আবূ দাঊদ)[৮১৩]

ব্যাখ্যা : (فَقَضٰى حَاجَتَهٗ مِنْهَا) "তার প্রয়োজন পূরণ করেছে" শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তাকে ডেকে নিয়েছে এবং তার সাথে যিনা করেছে।

(اذْهَبِيْ فَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكِ) তুমি চলে যাও আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন, কেননা তোমাকে জোর করে তথা তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমার সাথে এ আচরণ করা হয়েছে।

(لِلرَّجُلِ الَّذِيْ وَقَعَ عَلَيْهَا: «ارْجُمُوْهُ») আর লোকটি যিনার কথা স্বীকার করেছে এবং তাকে রজম করার আদেশ দিয়েছে নাবী ﷺ, যেহেতু সে বিবাহিত।

(لَقُبِلَ مِنْهُمْ) লোকটির তাওবার পরিমাণ এতো বেশি তা যদি মাদীনাবাসীকে বন্টন করে দেয়া হতো তাহলে তা যথেষ্ট হতো। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٥٧٣-[١٩] (إسناده ضعيف) وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا زَنٰى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَجُلِدَ الْحَدَّ ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهٗ مُحْصَنٌ فَأَمَرَ بِهٖ فَرُجِمَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৫৭৩-[১৯] জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি এক নারীর সাথে যিনা করেছিল। তখন নাবী ﷺ তাকে চাবুক মারার হুকুম করলেন। কিন্তু চাবুক মারার পর জানা গেল সে বিবাহিত. তখন তিনি (ﷺ) তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তা কার্যকর করা হলো। (আবূ দাঊদ)[৮১৪]

---

[৮১৩] হাসান : আবূ দাউদ ৪৩৭৯, তিরমিযী ১৪৫৪,আহমাদ ২৭২৪০, সহীহাহ্ ৯০০, সহীহ আত্ তারগীব ২০২৩।

[৮১৪] সানাদ য'ঈফ : আবূ দাউদ ৪৪৩৮।

ব্যাখ্যা : হাদীসে সাব্যস্ত হয় চাবুক মারা এবং পাথর নিক্ষেপ করা উভয়ই হাদ্দ বা শাস্তি হলেও একটি অপরটির স্থলাভিষিক্ত হবে না। সুতরাং অবগতির পর আসল ও প্রকৃত শাস্তি প্রয়োগ করা ওয়াজিব হয়ে যায় আর পাথর নিক্ষেপ করলে চাবুকের শাস্তির অবকাশ থাকে না এটাই স্থলাভিষিক্ত, এমনটি বলেছেন আশরাফ ও ইবনু মালিক। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٥٧٤ ـ [٢٠] وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِرَجُلٍ كَانَ فِي الْحَيِّ مُخْدَجٍ سَقِيمٍ فَوُجِدَ عَلٰى أَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ يَخْبُثُ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «خُذُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَاضْرِبُوْهُ ضَرْبَةً». رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ نَحْوَهُ

৩৫৭৪-[২০] সা'ঈদ ইবনু সা'দ ইবনু 'উবাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন সা'দ ইবনু 'উবাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এমন ব্যক্তিকে ধরে আনলেন, যে ছিল বিকলাঙ্গ ও ব্যাধিগ্রস্ত। তাকে এলাকার এক বাঁদীর সাথে যিনাগ্রস্ত অবস্থায় দেখা যায়। তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এমন একটি খেজুরের বড় ছড়া নিয়ে আসো যার মধ্যে ছোট ছোট একশত শাখা রয়েছে এবং তা দ্বারা লোকটিকে একবার আঘাত কর। (শারহুস্ সুন্নাহ্; ইবনু মাজাহ্-তে অনুরূপ একটি বর্ণনা আছে)[৮১৫]

ব্যাখ্যা : (سَقِيْمٍ) এমন অসুস্থ যা সুস্থ হওয়ার আশা করা যায় না।

ইবনু মালিক বলেন : এ হাদীসটি 'আমালযোগ্য না কেননা তা সরাসরি কুরআনের বিরোধী, কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন : ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ﴾

অর্থাৎ- "আল্লাহর বিধান কার্যকরের কারণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়"- (সূরাহ্ আন্ নূর ২৪ : ২)। আর হাদীসের ভাষ্যমতে প্রহার করা দয়ার উদ্রেক হওয়া তবে এটা ভুল ব্যাখ্যা, তাফসীরে হাদীস ও ফিক্বহী দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাফসীরের দৃষ্টিতে অর্থ হলো : দয়ার উদ্রেক না হয় তবে আনুগত্য ও হাদ্দ বাস্তবায়নে। অতঃপর তোমরা সে হাদ্দকে বাতিল করবে বা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে। এজন্য রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : «لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মেয়ে ফাত্বিমাও চুরি করে তাহলে আমি তার হাত অবশ্যই কেটে দিবো। অনুরূপ ভাবার্থ বায়যাভীও বলেছেন।

ক্বাযী 'ইয়ায বলেন : হাদীসে দলীল হিসেবে সাব্যস্ত হয় যে, শাসক শাস্তি প্রয়োগকৃত ব্যক্তির প্রতি খেয়াল রাখবে এবং তার জীবন সংরক্ষণ করবে। আর যদিও রোগী ব্যক্তির ওপর হাদ্দ প্রয়োগ করে হদ প্রয়োগ দেরী করবে না তবে যদি গর্ভবতী হয় তাহলে গর্ভপাত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যা 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٥٧٥ ـ [٢١] وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৩৫৭৫-[২১] 'ইকরিমাহ্ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমরা যে ব্যক্তিকেই লূত্ব (আলায়হিস্ সালাম)-এর সম্প্রদায়ের মতো (সমকামী) দেখতে পাও, তখন তাদের উভয়কে (যে করে এবং যার সাথে করা হয়) হত্যা কর। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[৮১৬]

[৮১৫] সহীহ : ইবনু মাজাহ ২৫৭৪, আহমাদ ২১৯৩৫, শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৫৯১, সহীহাহ্ ২৯৮৬।

ব্যাখ্যা : লাওয়াত্বাত (সমকামী)-এর শাস্তির ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম শাফি'ঈ-এর দু' মতের মধ্যে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত এবং ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ-এর মতে যিনার শাস্তির অবিকল অনুরূপ বিবাহিত হলে রজম করা হবে আর অবিবাহিত হলে একশত বেত্রাঘাত আর যার সাথে লাওয়াতাত করা হয়েছে শাফি'ঈ-এর মতে তার উপর এবং এক বৎসর নির্বাসন চাই পুরুষ হোক আর নারী হোক।

ইমাম মালিক ও আহমাদ বলেন, বিবাহিত হোক আর অবিবাহিত হোক উভয় অবস্থায় রজম করতে হবে। ইমাম শাফি'ঈ-এর অন্য একটি অভিমত, যে লাওয়াত্বাত করে এবং যার সাথে করা হয় উভয়কেই হত্যা করতে হবে হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী।

কীভাবে হত্যা করা হবে? কারো মতে দেয়াল চাপা দিয়ে, কারো মতে উঁচু স্থান থেকে নিক্ষেপ করে, যেভাবে ক্বওমে লূত্ব-এর ওপর করা হয়েছে। আর আবূ হানীফাহ্-এর মতে তিরস্কার করা হবে হাদ্দ প্রয়োগ করা হবে না। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৪৫৬)

٣٥٧٦ ـ [٢٢] (حسن صحيح) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ أَتٰى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوْهُ وَاقْتُلُوْهَا مَعَهٗ». قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ذٰلِكَ شَيْئًا وَلٰكِنْ أَرَاهُ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا وَقَدْ فُعِلَ بِهَا ذٰلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

৩৫৭৬-[২২] ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো জন্তু-জানোয়ারের সাথে অপকর্ম করল, তাকে হত্যা করে দাও এবং তার সাথে ঐ জানোয়ারটিকেও হত্যা করে ফেল। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, জানোয়ারটি কেন হত্যাযোগ্য? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) থেকে কিছুই শুনিনি। তবে আমি মনে করি যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) জানোয়ারটির গোশ্ত খাওয়া বা কোনভাবে তাথেকে উপকৃত হওয়াকে অপছন্দ করেন। যেহেতু জানোয়ারটির সাথে অপকর্ম হয়েছে। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও আবূ দাঊদ)[৮১৭]

ব্যাখ্যা : জানোয়ারটিকে হত্যা করার হিকমাহ্ হলো সানাদী সুয়ূত্বী থেকে বলেন, হতে পারে ঐ জানোয়ারের পেট থেকে মানুষের আকৃতিতে জানোয়ার কিংবা জানোয়ার আকৃতি মানুষ জন্ম লাভ করতে পারে।

অধিকাংশ ফুকাহাদের মতে যেমনটি খত্ত্বাবী বর্ণনা করেন, এ হাদীসের উপর 'আমাল করা যাবে না। জানোয়ারটিকে হত্যা করা যাবে না আর যে ব্যক্তি এমনটি করবে তার ওপর তিরস্কার, যেমনটি ইবনু 'আব্বাস থেকে তিরমিযী বর্ণনা করেন।

«مَنْ أَتٰى بَهِيمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ» যে ব্যক্তি জানোয়ারের সাথে অপকর্ম করবে তার ওপর হাদ্দ প্রয়োগ নেই। হাদীসটি সহীহ। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৪৫৪; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৪৫৫)

---

[৮১৬] **হাসান :** আবূ দাঊদ ৪৪৬২, তিরমিযী ১৪৫৬, ইবনু মাজাহ ২৫৬১, ইরওয়া ২৩৫০, সহীহুল জামি' ৬৫৮৯, সহীহ আত্ তারগীব ২৪২২।

[৮১৭] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৪৪৬৪, তিরমিযী ১৪৫৫, ইবনু মাজাহ ২৬৬৪, ইরওয়া ২৩৪৮, সহীহ আল জামি' ৫৯৩৮, সহীহ আত্ তারগীব ২৪২৩।

٣٥٧٧-[٢٣] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلٰى أُمَّتِيْ عَمَلُ قَوْمِ لُوْطٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৩৫৭৭-[২৩] জাবির (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আমি আমার উম্মাতের ওপর সবচেয়ে বেশি যে জিনিসের আশঙ্কা করি, তা হলো লূত্ব আলায়হিস্ সালাম-এর গোত্রের কুকর্ম (সমকামিতা)। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[৮১৮]

ব্যাখ্যা : ত্বীবী (রহঃ) বলেন : এটা এমন একটি সামাজিক ও নৈতিক ব্যাধি, যে জাতির মধ্যে এ রোগ দেখা দেয় সে জাতি অচিরেই ধ্বংস হয়ে যায়। বস্তুত সে জাতি নৈতিক দেওলিয়াপনায় পৌঁছে যায় তাদের ধ্বংস অনিবার্য। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৪৫৭)

٣٥٧٨-[٢٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِيْ بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَقَرَّ أَنَّهٗ زَنٰى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَجَلَدَهٗ مِائَةً وَكَانَ بِكْرًا ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَتْ: كَذَبَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَجُلِدَ حَدَّ الْفِرْيَةِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৫৭৮-[২৪] ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাক্‌র ইবনু লায়স গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে চারবার স্বীকারোক্তি দিল যে, সে এক নারীর সাথে যিনা করেছে। লোকটি ছিল অবিবাহিত, তাই তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে একশত চাবুক মারলেন এবং নারীটির বিরুদ্ধে তার নিকট প্রমাণ চাইলেন। নারীটি বলল, হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহর কৃসম সে মিথ্যা বলেছে। এবার তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লোকটির ওপর হাদ্দে কয্‌ফ জারি করলেন (মিথ্যা তুহমতের হাদ্দ জারী করলেন)। (আবূ দাউদ)[৮১৯]

ব্যাখ্যা : (حَدَّ الْفِرْيَةِ) দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কয্‌ফ। তথা মিথ্যা অভিযোগ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٥٧٩-[٢٥] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِيْ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ فَضُرِبُوْا حَدَّهُمْ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৫৭৯-[২৫] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করে যখন কুরআনের আয়াত নাযিল হলো তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে তা তিলাওয়াত করলেন। অতঃপর মিম্বার হতে নেমে দু'জন পুরুষ ও একজন মহিলাকে দণ্ড দেয়ার হুকুম করলেন। তখন লোকেরা তাদের ওপর (মিথ্যা অপবাদের) 'হাদ্দ' জারি করলেন। (আবূ দাউদ)[৮২০]

ব্যাখ্যা : যে দু'জন পুরুষকে মিথ্যা অপবাদের জন্য শাস্তি দেয়া হয়েছে তারা হলেন মিসতাহ ইবনু উসামাহ্ ও ইসলামী কবি হাসসান বিন সাবিত আর মহিলাটি হলো হামনাহ্ বিনতু জাহ্‌শ। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৪৬৪)

---

[৮১৮] **হাসান :** তিরমিযী ১৪৫৭, ইবনু মাজাহ ২৫৬৩, আহমাদ ১৫০৯৩, সহীহ আল জামি' ১৫৫২, সহীহ আত্ তারগীব ২৪১৭।

[৮১৯] **মুনকার :** আবূ দাউদ ৪৪৬৭, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮১১০। কারণ এর সানাদে ক্বাসিম বিন ফাইয়্যায-কে ইবনু মা'ঈন দুর্বল বলেছেন।

[৮২০] **হাসান :** তিরমিযী ৩১৮১, আবূ দাউদ ৪৪৭৪, ইবনু মাজাহ ২৫৬৭, আহমাদ ২৪০৬৬।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٥٨٠ - [٢٦] عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِيْ عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ وَقَعَ عَلٰى وَلِيْدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ فَاسْتَكْرَهَهَا حَتّٰى اِفْتَضَّهَا فَجَلَدَهُ عُمَرُ وَلَمْ يَجْلِدْهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اِسْتَكْرَهَهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৫৮০-[২৬] নাফি' (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সফিয়্যাহ্ বিনতু আবূ 'উবায়দ (রহঃ) তার নিকট বর্ণনা করেন। একদিন সরকারী এক গোলাম সরকারী কোষাগারের (গনীমাতের) এক বাঁদীর সাথে জোরপূর্বক যিনা করে, এমনকি তার সতীত্বও হরণ করে নেয়। এমতাবস্থায় 'উমার (রাঃ) গোলামটিকে (পঞ্চাশটি) চাবুক মারলেন এবং বাঁদীকে শাস্তি দিলেন না। কেননা তার সাথে জোরপূর্বক যিনা করা হয়েছে। (বুখারী)[৮২১]

ব্যাখ্যা : 'উমার (রাঃ) তাকে পঞ্চাশ বেত্রাঘাত মেরেছেন এবং ছয় মাসের জন্য নির্বাসন দিয়েছেন কেননা তাদের হাদ্দ হলো স্বাধীন লোকের অর্ধেক। আর দাসীকে শাস্তি দেয়া হয়নি, যেহেতু তাকে জোরপূর্বক করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ১২শ খণ্ড, হাঃ ৬৯৪৯)

٣٥٨١ - [٢٧] وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيمًا فِيْ حِجْرِ أَبِيْ فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِيْ: اِئْتِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذٰلِكَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجًا فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ حَتّٰى قَالَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَبِمَنْ؟» قَالَ: بِفُلَانَةَ. قَالَ: «هَلْ ضَاجَعْتَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «هَلْ بَاشَرْتَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «هَلْ جَامَعْتَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَأُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْحَرَّةِ فَلَمَّا رُجِمَ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَجَزِعَ فَخَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ فَنَزَعَ لَهُ بِوَظِيفِ بَعِيرٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ: «هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ. فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৫৮১-[২৭] ইয়াযীদ ইবনু নু'আয়ম ইবনু হায্যাল (রহঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মা'ইয ইবনু মালিক (রাঃ) ইয়াতীম ছিলেন এবং সে আমার পিতার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত। অতঃপর তিনি এলাকার এক বাঁদীর সাথে যিনা করেন। তখন আমার পিতা তাকে বলেন, তুমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যাও এবং তুমি যা কিছু করেছ তা তাঁকে এতদসম্পর্কে জানাও। সম্ভবত তিনি (ﷺ) তোমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করবেন এবং এ কথা বলার উদ্দেশ্য তার জন্য গুনাহ মাফের একটি উপায়ন্তর বেরা করা, তাছাড়া আর কিছু ছিল না। অতঃপর মা'ইয (রাঃ) এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমি যিনা করেছি। আমার ওপর আল্লাহ কিতাবের বিধান কার্যকর করুন। তিনি (ﷺ) তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মা'ইয

---

[৮২১] সহীহ : বুখারী ৬৯৪৯, শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৫৮৮।

পুনরায় বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি যিনা করেছি। আমার ওপর আল্লাহর কিতাবের ফায়সালা কার্যকর করুন। এমনকি তিনি চারবার স্বীকারোক্তি দিলেন। তখন রসূলুল্লাহ বললেন, তুমি চারবার স্বীকারোক্তি দিয়েছ। এখন বল, তুমি কার সাথে যিনা করেছ? মা'ইয বললেন, অমুক নারীর সাথে। তিনি () বললেন, তুমি কি তাকে জড়িয়ে ধরেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি () বললেন, তুমি কি তার সাথে যৌনাচার করেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি () পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তার সাথে সঙ্গম করেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর নাবী তার প্রতি 'রজমের' আদেশ দিলে তাকে হার্‌রাহ্ নামক অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর যখন তাকে পাথর নিক্ষেপ করা শুরু হলো তখন পাথরের অসহ্য আঘাতের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তিনি অধৈর্য হয়ে পড়লেন এবং দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। তারপর 'আব্‌দুল্লাহ ইবনু উনায়স তাকে এরূপ অবস্থায় পেলেন যে, তার সঙ্গীরা পাথর মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তখন 'আব্‌দুল্লাহ উটের একটি পায়ের হাড্ডির আঘাতে তাকে মেরে ফেললেন। অতঃপর তিনি নাবী-এর নিকটে এসে পুরো বিষয় বর্ণনা করলেন। তখন তিনি () বললেন : তোমরা তাকে কেন ছেড়ে দিলে না। সম্ভবত সে তাওবাহ্ করত এবং আল্লাহ তা'আলাও তার তাওবাহ্ কবূল করে নিতেন। (আবূ দাউদ)[৮২২]

ব্যাখ্যা : হাদীসে দলীল হিসেবে সাব্যস্ত হয় যে, যিনার স্বীকারকারী ব্যক্তি যদি পলায়ন করে তাহলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে আর সুস্পষ্টভাবে যদি তার স্বীকারোক্তিকে অস্বীকার করে তাহলে তার হাদ্দ আর প্রয়োগ করা হবে না। আর তা না হলে হাদ্দ প্রয়োগ করা হবে তথা রজম করা হবে। এটা শাফি'ঈ ও আহমাদ-এর মত। আর মালিকীর প্রসিদ্ধ মত হলো পলায়ন করলেও হাদ্দ প্রয়োগ করা হবে।

কারো মতে তাৎক্ষণিক ধরতে পারলে শাস্তি প্রয়োগ করা হবে আর তাৎক্ষণিক ধরতে না পারলে অব্যাহতি দেয়া হবে। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৪১০)

٣٥٨٢-[٢٨] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الزِّنَا إِلَّا أُخِذُوا بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّشَا إِلَّا أُخِذُوا بِالرُّعْبِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

৩৫৮২-[২৮] 'আম্‌র ইবনুল 'আস বলেন : আমি শুনেছি রসূলুল্লাহ বলেছেন : যে জাতির মাঝে যিনা-ব্যভিচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে তারা দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনে পতিত হবে। আর যে জাতির মাঝে ঘুষের ব্যাপক প্রচলন শুরু হবে তারা ভীরুতা ও কাপুরুষতায় পতিত হবে। (আহমাদ)[৮২৩]

ব্যাখ্যা : "যিনার মাধ্যমে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ পরিবেশ টেনে আনে" এর হিকমাহ্ হলো যিনার মাধ্যমে বংশের পরক্রমাকে ধূলিস্যাৎ করা হয় ফলে অভাব-অনটন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে ফসলাদি ধ্বংসের মাধ্যমে।

«الرِّشْوَةُ» নিহায়াহ্ গ্রন্থে বলা হয়েছে, ঘুষ হলো অন্যায়ভাবে প্রয়োজন হাসিল করা। ঘুষদাতা ঘুষগ্রহণকারী থেকে অন্যায়ভাবে সাহায্য আদায় করে থাকে আর ঘুষ দু'জনের মাঝে তথা ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতার মধ্যে কম বেশি করতে প্রচেষ্টা চালায়। আর ঘুষ হলো বালতির রশির ন্যায় যার মাধ্যমে দুরাচারে পৌছে যেমন রশির মাধ্যমে পানির নিকট পৌছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৮২২] **হাসান :** আবূ দাউদ ৪৪১৯, সহীহ আত্ তারগীব ২৩৩৫।

[৮২৩] **য'ঈফ :** আহমাদ ১৭৮২২, য'ঈফাহ্ ১২৩৬, য'ঈফ আল জামি' ৫২১১, য'ঈফ আত্ তারগীব ১১৬২। কারণ এর সানাদে মুহাম্মাদ বিন রাশিদ আল মুরাদী একজন মাজহূল রাবী, ইবনু লাহইয়া স্মৃতিশক্তিগত ত্রুটিজনিত কারণে দুর্বল রাবী।

٣٥٨٣ - [٢٩] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَلْعُوْنٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ». رَوَاهُ رَزِينٌ

৩৫৮৩-[২৯] ইবনু 'আব্বাস ও আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি লূত্ব (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের ন্যায় অপকর্মে লিপ্ত হয়, তার ওপর আল্লাহর লা'নাত (অভিশাপ)। (রযীন)[৮২৪]

ব্যাখ্যা : জামি' আস্ সগীরে এসেছে : ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

«مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أُمَّهُ. مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ. مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ. مَلْعُونٌ مَنْ كَمَهَ أَعْمٰى عَنْ طَرِيقٍ. مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلٰى بَهِيمَةٍ. مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ».

অভিসম্পাত বা লা'নাত ঐ ব্যক্তির ওপর যে তার পিতাকে গালি দেয়, লা'নাত এ ব্যক্তির ওপর যে তার মাতাকে গালি দেয়, লা'নাত ঐ ব্যক্তির ওপর যে তার আল্লাহ ব্যতিরেকে অন্যের নামে যাবাহ করে, লা'নাত ঐ ব্যক্তির ওপর যে জমির সীমানাকে পরিবর্তন করে, লা'নাত ঐ ব্যক্তির ওপর যে ব্যক্তি জানোয়ারের সাথে কুকর্ম (সঙ্গম) করে, লা'নাত ঐ ব্যক্তির ওপর যে লূত্ব (আঃ)-এর ক্বওমের ন্যায় কুকর্ম করে, লা'নাত ঐ ব্যক্তির ওপর যে দিশেহারা ব্যক্তিকে আরো দিশেহারা করে তোলে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٥٨٤ - [٣٠] وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَحْرَقَهُمَا وَأَبَا بَكْرٍ هَدَمَ عَلَيْهِمَا حَائِطًا.

৩৫৮৪-[৩০] রযীন-এর অপর বর্ণনায় রয়েছে, ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, 'আলী (রাঃ) এরূপ অপকর্মে (সমকামিতায়) লিপ্ত উভয়কে (যে করে এবং যাকে করে) জ্বালিয়ে দিয়েছেন এবং আবূ বাক্র (রাঃ) উভয়ের উপর দেয়াল চাপা দিয়েছেন।

٣٥٨٥ - [٣١] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلٰى رَجُلٍ أَتٰى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

৩৫৮৫-[৩১] উক্ত রাবী (ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির প্রতি রহমাতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না, যে কোনো পুরুষ বা নারীর গুহ্যদারে সঙ্গম করে। (তিরমিযী; তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব)[৮২৫]

٣٥٨٦ - [٣٢] وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَتٰى بَهِيمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: وَهٰذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَهُوَ: «مَنْ أَتٰى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ» وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

৩৫৮৬-[৩২] উক্ত রাবী (ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কোনো জন্তু-জানোয়ারের সাথে যিনা করে, তার ওপর (শার'ঈ) কোনো দণ্ড নেই। (তিরমিযী ও আবূ দাঊদ)[৮২৬]

---

[৮২৪] হাসান : তিরমিযী ১৪৫৬।

[৮২৫] হাসান : তিরমিযী ১১৬৫, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৬৮০৩, সহীহ আত্ তারগীব ২৪২৪, সহীহ আল জামি' ৭৮০১।

[৮২৬] হাসান : তিরমিযী ১৪৫৫, আবূ দাঊদ ৪৪৬৫।

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) সুফ্ইয়ান সাওরী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এ হাদীসটি পূর্বে বর্ণিত (যে জানোয়ারের সঙ্গে সঙ্গম করে তাকে তোমরা হত্যা কর) হাদীস হতে অধিক সহীহ। এ হাদীসের উপর 'উলামায়ে কিরামের 'আমাল রয়েছে।

ব্যাখ্যা : মালিক এবং শাফি'ঈ-এর দু'মত এবং আবূ হানীফাহ্ ও আহমাদ-এর মতে তাকে তিরস্কার করা হবে হত্যা করা হবে না।

আর ইসহাক্ব বলেন : নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও এমনটি করে তাহলে হত্যা করা হবে।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৪৫৫)

٣٥٨٧ـ[٣٣] (حسن لغيره) وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَقِيمُوا حُدُوْدَ اللهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৩৫৮৭-[৩৩] 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজন সকলের ওপর আল্লাহর দণ্ডবিধি কার্যকর কর। আর আল্লাহর এ বিধান প্রয়োগে কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কার যেন তোমাদের জন্য বাধা না হয়। (ইবনু মাজাহ)[৮২৭]

ব্যাখ্যা : নিকটাত্মীয় ও আত্মীয়- এ কথার ভাবার্থ হলো স্বগোত্রীয় ও ভিন্ন গোত্রীয় কিংবা শক্তিধর বা দুর্বল প্রত্যেকের ওপর কার্যকরী হবে।

(لَوْمَةُ لَائِمٍ) চাই তিরস্কারী মতের স্বপক্ষে হোক বা বিরোধী হোক বা মুনাফিক্ব হোক।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٥٨٨ـ[٣٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي بِلَادِ اللهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৩৫৮৮-[৩৪] ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার দণ্ডবিধিসমূহের কোনো একটি দণ্ড কার্যকর করা, আল্লাহ তা'আলার নগরসমূহে চল্লিশ দিন (অবিরত) বৃষ্টি বর্ষণের চেয়েও উত্তম। (ইবনু মাজাহ)[৮২৮]

ব্যাখ্যা : ত্বীবী (রহঃ) বলেন : হাদ্দ সমাজে বাস্তবায়ন করা পাপাচার থেকে বিরত থাকার ধমকি স্বরূপ আর আকাশমণ্ডলীর রহমাতের দরজার খোলার বারাকাত স্বরূপ। আর হাদ্দ সমাজে বাস্তবায়ন না থাকলে পাপাচারের দরজাকে উন্মুক্ত করার অন্যতম কারণ হয়ে থাকে। আর দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টিরও কারণ।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٥٨٩ـ[٣٥] وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

৩৫৮৯-[৩৫] আর ইমাম নাসায়ী হাদীসটি আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন।[৮২৯]

[৮২৭] **হাসান :** ইবনু মাজাহ ২৫৪০, সহীহ আত্ তারগীব ২৩৫২, মুসতাদরাক লিল হাকিম ২৪০৪।

[৮২৮] **হাসান :** ইবনু মাজাহ ২৫৩৭, সহীহ আল জামি' ১১৩৯, সহীহ আত্ তারগীব ২৩৫০।

[৮২৯] **হাসান :** নাসায়ী ৪৯০৫।

(١) بَابُ قَطْعِ السَّرِقَةِ

অধ্যায়-১ : চোরের হাত কাটা প্রসঙ্গ

ক্বাযী 'ইয়ায বলেন : চোরের হাত কাটার বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষের সম্পদকে হিফাযাত করেছেন। চুরি ব্যতীত অন্যভাবে সম্পদ হরণে, যেমন আত্মসাৎ করা, লুণ্ঠন করা ও ছিনতাই ইত্যাদি হাত কাটার বিধান রাখা হয়নি, কেননা এটা চুরির তুলনায় কম। কেননা এ প্রকার আত্মসাৎ বা লুণ্ঠন মাল ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব প্রকাশকের নিকট দরখাস্তের মাধ্যমে। আর এর উপর প্রমাণও সংগ্রহ করা সহজ তবে চুরির ক্ষেত্রে অত সহজ নয়, কেননা তা প্রমাণ করা খুব কমই হয়ে থাকে। ফলে বিষয়টি অনেক বড় এ শাস্তিও কঠিন যাতে তা হতে বিরত হওয়া অধিকতর ভূমিকা পালন করে।

সার্বিকভাবে চোরের হাত কাটার ব্যাপারে সকল মুসলিমরা ঐকমত্য হয়েছেন। আর মতানৈক্য হয়েছে শাখা প্রশাখার ব্যাপারে। (শারহু মুসলিম)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٥٩٠ـ[١] عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا بِرُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৫৯০-[১] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : দীনারের (স্বর্ণমুদ্রার) এক-চতুর্থাংশ অথবা তার চেয়ে অধিক পরিমাণ চুরি করা ব্যতীত চোরের হাত কাটা যাবে না। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৩০]

ব্যাখ্যা : এক বর্ণনায় এসেছে, لَمْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي أقل من ثمن المجن. রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যামানায় চোরের হাত কাটা হতো কমপক্ষে ঢাল সমপরিমাণ মূল্য চুরি করলে।

অন্য বর্ণনায় আছে, أَنَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ سَارِقًا فِيْ مِجَنٍّ قِيمَتُهٗ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ঢাল চুরির দায়ে চোরের হাত কাটিয়েছেন যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম। অন্য বর্ণনায় আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ লা'নাত করেছেন চোরকে যে ডিম চুরি করে, তার হাত কাটা হয় এবং রশি চুরি করে তারও হাত কাটা হয়।

সকল 'উলামারা চুরির হাত কাটতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। তবে মতানৈক্য করেছেন কী পরিমাণ চুরি করলে হাত কাটা হবে।

জাহিরীরা বলেছেন, কোনো নিসাব বা পরিমাণ শর্ত না, কম হোক আর বেশি হোক চুরি করলেই হাত কাটা হবে। অনুরূপ মত ইমাম শাফি'ঈ-এর মেয়ের ছেলে আর ক্বাযী 'ইয়ায, হাসান বাসরী, খাওয়ারিজ এবং আহলুয্ যাহির অনুরূপ মত ব্যক্ত করেন। তারা 'আমভাবে আল্লাহর বাণী থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন।

---

[৮৩০] সহীহ : বুখারী ৬৭৮৯, মুসলিম ১৬৮৪, নাসায়ী ৪৯৩৬, সহীহ আল জামি' ৭৩৯৯।

"যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও।" (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৩৮)

আর জুমহূর 'উলামারা বলেন, নিছাব পরিমাণ হলে হাত কাটা হবে এ সমস্ত সহীহ হাদীসের আলোকে প্রমাণিত। অতঃপর মতানৈক্য করেছে নিছাবের পরিমাণ নিয়ে ইমাম শাফি'ঈর মতে দীনারের (স্বর্ণমুদ্রার) এক-চতুর্থাংশ বা সমপরিমাণ মূল্য, চাই তার মূল্য তিন দিরহাম হোক বা তার চেয়ে কম হোক বা বেশী হোক। আর এর কম হলে হাত কাটা যাবে না। এ মতে অধিকাংশরা গেছেন এটা 'আয়িশাহ্, 'উমার বিন 'আব্দুল 'আযীয, আওযা'ঈ, লায়স, আবূ দাউদ, ইসহাক্ব প্রমুখের মত দাউদ থেকেও অনুরূপ বর্ণিত এবং মালিক, আহমাদ, ইসহাক্ব-এর নিকট দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা তিন দিরহামে হাত কাটা হবে এর কমে হাত কাটা যাবে না।

আর সুলায়মান বিন ইয়াসীর ইবনু শুব্রুমাহ্ 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব থেকে বর্ণিত। পাঁচ দিরহামের কমে হাত কাটা যাবে না। আর আবূ হানীফাহ্ ও তার সাথীদের মতে দশ দিরহাম সর্বাধিক। সঠিক মত হলো শাফি'ঈ-এর মত। কেননা এ সমস্ত হাদীসগুলো সুস্পষ্ট প্রমাণ করে «لَمْ تُقْطَعْ يَدُ السَّارِقِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي أقل من ثمن المجن» ঢালের সমপরিমাণ মূল্যের কম হলে চোরের হাত কাটা হবে না। এর জবাব হাদীসটি শাফি'ঈ-এর মতের স্বপক্ষে প্রমাণ করে। কেননা ঢালের মূল্য প্রায় দীনারের এক-চতুর্থাংশ।

আর হানাফীরা দশ দিরহাম সংক্রান্ত হাদীসের জবাবে হাদীস দুর্বল। সুতরাং শাফি'ঈ-এর মত অধিক শক্তিশালী। (শারহু মুসলিম ১১শ খণ্ড, হাঃ ১৬৮৪)

٣٥٩١ـ[٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَ سَارِقٍ فِيْ مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৫৯১-[২] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নাবী (ﷺ) একটি ঢাল চুরির অপরাধে এক চোরের হাত কেটে ছিলেন। যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা)। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৩১]

٣٥٩٢ـ[٣] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللّٰهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ بَيْضَةً فَتُقْطَعُ يَدُهٗ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهٗ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৫৯২-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল চোরের ওপর অভিসম্পাত করেছেন, যে একটি ডিম চুরির অপরাধে তার হাত কাটা হয়। আর যে একটি রশি চুরি করে এবং তারও হাত কাটা হয়। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৩২]

ব্যাখ্যা : নাবাবী (রহঃ) বলেন : হাদীসে দলীল প্রমাণিত হয় যে, পাপীদেরকে অনির্দিষ্ট করে লা'নাত করা বৈধ। কেননা কোনো জিনস্ বা জাতিকে লা'নাত করা 'আম, যেমন আল্লাহর বাণী : "নিঃসন্দেহে আল্লাহর লা'নাত যালিমদের ওপর আর নির্ধারিত করে কাউকে লা'নাত দেয়া অবৈধ।" (সূরাহ্ হূদ ১১ : ১৮)

ত্বীবী (রহঃ) বলেন : লা'নাত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে স্তর। তিরস্কার বা লাঞ্ছিত করা যেমন বলা হয়। কারো নিকট একজন ব্যক্তি সম্মানিত এবং মর্যাদাসম্পন্ন কিন্তু আল্লাহ তাকে হাত কাটার মাধ্যমে তার নিকট তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে তোলেন।

---

[৮৩১] **সহীহ :** বুখারী ৬৭৯৮, মুসলিম ১৬৮৬, আবূ দাউদ ৪৩৮৫, নাসায়ী ৪৯০৮, আহমাদ ৪৫০৩।

[৮৩২] **সহীহ :** বুখারী ৬৭৯৯, মুসলিম ১৬৮৭, নাসায়ী ৪৮৭৩, ইবনু মাজাহ ২৫৮৩, আহমাদ ৭৪৩৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৭৪৮, সহীহ আল জামি' ৯০৫৭।

بَيْضَةٌ (বায়যাহ্) দ্বারা উদ্দেশ্য লৌহ নির্মিত শিরস্ত্রাণ। রশি দ্বারা নৌকা বা জাহাজ বাঁধার রশি। কারো মতে ইসলামের প্রথম দিকে হাত কাটা হতো। পরে তা রহিত হয়েছে।

অথবা কোনো ব্যক্তি প্রথমে রশি অর্থাৎ খুব নগণ্য জিনিস চুরি করলো পরে এই বদ অভ্যাসেই হাত কাটার দিকে [illegible] যায়। কারো মতে ধমকানো, কারো মতে হাত কাটা হবে রাজনৈতিক নীতিতে। আল্লাহই ভালো জানেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٥٩٣ -[٤] عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ» رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

৩৫৯৩-[৪] রাফি' ইবনু খদীজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : গাছের ফল এবং খেজুরের থোড় চুরির অপরাধে কারো হাতে কাটা যাবে না।

(মালিক, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, দারিমী ও ইবনু মাজাহ)[৮৩৩]

ব্যাখ্যা : ইমাম আবূ হানীফার মতে এ হাদীসের আলোকে ফল চুরিতে হাত কাটা যাবে না, চাই তা সংরিক্ষত হোক বা না হোক। এর উপর তিনি ক্বিয়াস করে বলেছেন গোশ্‌ত, দুধ ও পানীয় চুরি করলেও হাত কাটা যাবে না।

আবার অনেকে সংরক্ষিত ফলের ক্ষেত্রে চুরি করলে হাত কাটতে হবে– এটা মালিক ও শাফি'ঈ-এর মত। আর শাফি'ঈ গাছের ঝুলন্ত ফলকে অরক্ষিত হিসেবে তা'বীল করেছেন।

আর মাদীনার অধিকাংশ খেজুরের বাগানে কোনো দেয়াল ছিল না।

আর 'আম্‌র বিন শু'আয়ব-এর হাদীসে প্রমাণিত হয়, সুরক্ষিত ফল হাত কাটা হবে যা সামনে আসবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٥٩٤ -[٥] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَالَ: «مَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِيْنَ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৩৫৯৪-[৫] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, গাছ থেকে ফল চুরির ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : যে গাছ থেকে ফল কেটে খলায় স্তূপীকৃত, সংগ্রহ করার পর কেউ তাথেকে চুরি করল এবং তার মূল্য যদি একটি ঢালের সমপরিমাণও হয়, তবুও সে হাত কাটার অপরাধী হবে।

(আবূ দাঊদ ও নাসায়ী)[৮৩৪]

---

[৮৩৩] **সহীহ :** মালিক ১৬২৮, তিরমিযী ১৪৪৯, আবূ দাঊদ ৪৩৮৮, নাসায়ী ৪৯৬০, ইবনু মাজাহ ২৫৯৩, দারিমী ২৩৫০, আহমাদ ১৫৮০৪, ইরওয়া ২৪১৪, সহীহ আল জামি' ৭৫৪৫।

[৮৩৪] **হাসান :** আবূ দাঊদ ১৭১০, নাসায়ী ৪৯৫৮, ইরওয়া ২৫১৯।

ব্যাখ্যা : হাদীসে কিছু মাসআলাহ্ সাব্যস্ত হয়-

প্রথমতঃ যদি গ্রহণ করে নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য তাহলে তা বৈধ। তথা ক্ষুধার্থ হলে ক্ষুধা নিবারণের জন্য গ্রহণ করা বৈধ।

দ্বিতীয়তঃ তা থেকে বের করে নিয়ে যাওয়াটা হারাম, আর বের করে নিয়ে যাওয়াটা হতে পারে বিভক্ত হওয়া বা গাছ হতে চয়ন করে স্তূপীকৃত করা পরে বা পূর্বে। যদি বিভক্ত হওয়ার পূর্বে হয় তাহলে তার ওপর জরিমানা ও শাস্তি হবে। আর যদি কর্তন ও স্তূপীকৃত হওয়ার পরে হয় তাহলে নিসাব পরিমাণ হলে হাত কর্তন করা হবে। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৩৮২)

٣٥٩٥ - [٦] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا قَطْعَ فِيْ ثَمَرٍ معلَّقٍ وَلَا فِيْ حَرِيسَةِ جَبَلٍ فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ وَالْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيْمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ». رَوَاهُ مَالِكٌ

৩৫৯৫-[৬] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্দুর রহমান ইবনু আবূ হুসায়ন আল মাক্কী (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : গাছে দৃশ্যমান ফল এবং পাহাড়ে বিচরণশীল জন্তু-জানোয়ার চুরির অপরাধে হাত কাটা যাবে না। তবে কেউ যদি পাহাড়ে বিচরণশীল জন্তু-জানোয়ার স্বীয় আশ্রয়স্থলে হয় এবং ফল খলায় স্তূপীকৃত হয় তাহলে সেখান থেকে চুরির অপরাধে হাত কাটা হবে, যদি চুরির মাল ঢালের মূল্যের সমান হয়। (মালিক)[৮৩৫]

ব্যাখ্যা : তূীবী বলেন : حَرِيسَةِ দ্বারা উদ্দেশ্য পাহাড়ে সংরক্ষিত এমন বিচরণশীল প্রাণী যা পাহাড়ে চড়ে এবং তার রাখাল রয়েছে। কারো মতে রাতে চুরিকৃত ছাগল আর পাহাড়ের দিকে সম্বোধন করা উদ্দেশ্য, কেননা চোর তা চুরি করে পাহাড়ের পাদদেশে নিয়ে যায় যাতে চূড়ান্তভাবে সংরক্ষিত হতে পারে।

আর হাদীসে রয়েছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল : পাহাড়ে বিচরণশীল জানোয়ার সম্পর্কে। জবাবে বলেছেন : অনুরূপ জরিমানা লাগবে। ইবনু হুমাম বলেছেন : যদি চুরি করা হয় রেলগাড়ী থেকে উট বা অন্য কোনো মালামাল তাহলে হাত কাটা যাবে না, কেননা তা দ্বারা সংরক্ষণ উদ্দেশ্য না। কেননা সংরক্ষণের ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। এই ড্রাইভার চালক ও বহনকারী ব্যক্তিরা তাদের উদ্দেশ্য হলো গন্তব্যস্থনে পৌছানো। সংরক্ষণের জন্য না, যদিও বহনের সময় পাহাদার থাকে। আবার কেউ বলেন হাত কাটা হবে কারণ মালামাল বস্তাতে ভরে রাখা সংরক্ষণের মতই। আর তিন ইমামের নিকট হাত কাটা হবে, কেননা ড্রাইভার চালক বহনকারী ব্যক্তিরা পাহাদারের মতো। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٥٩٦ - [٧] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُوْرَةً فَلَيْسَ مِنَّا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৫৯৬-[৭] জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ছিনতাইকারীর হাত কাটা যাবে না। আর যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে ছিনতাই করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (আবূ দাউদ)[৮৩৬]

---

[৮৩৫] হাসান : মালিক ১৬১৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭২২৪।

ব্যাখ্যা : النهب ছিনতাই, যে জিনিস দিব্য বা প্রকাশ্যে নেয়া হয় গোপনে বা প্রচ্ছন্ন নেয়া হয় না। আর যা হয়ে থাকে জোরপূর্বক তাতে হাত কাটা যাবে না। কেননা চুরির হুকুম না থাকায়।

(فَلَيْسَ مِنَّا) আমাদের মিল্লাত বা আদর্শের অন্তর্ভুক্ত না। ধমকি স্বরূপ বলা হয়েছে।

('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৩৮৩)

٣٥٩٧-[٨] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ

৩৫৯৭-[৮] উক্ত রাবী (জাবির রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : আত্মসাৎকারী, ছিনতাইকারী ও লুটতরাজকারীর হাত কাটা যাবে না। (তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ্ ও দারিমী)[৮৩৭]

ব্যাখ্যা : হাদীসে দলীল সাব্যস্ত হয় যে, লুটকারী, ছিনতাইকারী ও আত্মসাৎকারীর হাত কাটা যাবে না। ইবনু হুমাম হানাফী বলেন : এটা আমাদের মাযহাব বাকী অন্য তিন মাজহাবও আর এটা 'উমার, ইবনু মাস্'উদ ও 'আয়িশাহ্ রাঃ-এরও মাযহাব। 'উলামারাও এ বিষয়ে একমত হয়েছেন। তবে ইসহাক্, আহ্মাদ-এর অপর এক বর্ণনায় হাত কাটা হবে।

ইমাম নাবাবী বলেন, ক্বাযী 'ইয়ায বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা চোরের হাত কাটাকে ফার্য করেছেন আর অন্য কারো জন্য করেননি। যেমন ছিনতাইকারী, আত্মসাৎকারী ও লুটপাটকারী; কেননা চুরির তুলনায় এটা কম, আর এ প্রকারের সম্পদ প্রশাসকের নিকট আবেদনের মাধ্যমে ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব, আর প্রমাণ সংগ্রহ করাও সহজ হয় তবে চুরির ক্ষেত্রে অত সহজ নয়। কেননা তা প্রমাণ করা খুব কমই হয়ে থাকে ফলে বিষয়টি অনেক বড় এবং এর শাস্তিও অনেক কঠিন, যাতে তা হতে বিরত হওয়া অধিকতর ভূমিকা পালন করে থাকে। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৩৮৪; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٥٩٨-[٩] وَرُوِيَ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ»: أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ فَجَاءَ سَارِقٌ وَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَخَذَهُ صَفْوَانُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فَقَالَ صَفْوَانُ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ هٰذَا هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ».

৩৫৯৮-[৯] আর 'শারহুস্ সুন্নাহ্'তে বর্ণিত আছে যে, একদিন সফ্ওয়ান ইবনু উমাইয়্যাহ্ রাঃ মাদীনায় আসলেন, অতঃপর স্বীয় চাদরটি বালিশের ন্যায় মাথার নিচে রেখে মাসজিদে ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন এক চোর এসে চাদরটি তুলে নিতে উদ্যত হলে সফ্ওয়ান রাঃ তাকে ধরে ফেললেন এবং নাবী ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসলেন। এমতাবস্থায় তিনি (ﷺ) তার হাত কাটার হুকুম দিলেন। কিন্তু সফ্ওয়ান রাঃ বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আমি তাকে এ কারণে নিয়ে আসেনি যে, আপনি (চুরির দায়ে) তার হাত কেটে দেবেন। আমি মূলত চাদরটি তাকে সদাক্বাহ্ করে দিয়েছি। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তবে আমার নিকট আনার পূর্বেই তো তুমি তাকে সদাক্বাহ্ করে দিতে পারতে?[৮৩৮]

---

[৮৩৬] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪৩৯১, ইবনু মাজাহ ২৫৯১, আহমাদ ১৫০৭০, ইরওয়া ২৪০৩।

[৮৩৭] **সহীহ :** তিরমিযী ১৪৪৮, নাসায়ী ৪৯৭১, ইবনু মাজাহ ২৫৯১, দারিমী ২৩১৫।

[৮৩৮] **হাসান :** আবূ দাউদ ৪৩৯৪, মালিক ১৬২৪, শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৬০০।

ব্যাখ্যা : সফ্ওয়ান বিন উমাইয়্যাহ্ বিন খাল্ফ আল জাহ্মী আল কুরাশী। তিনি মাক্কাহ্ বিজয়ের দিনে পলায়ন করেছিলেন তার নামে মৃত্যুর পরওয়ানা ছিল। তার জন্য নিরাপত্তা চাইলেন 'উমার বিন ওয়াহ্ব এবং তার পুত্র ওয়াহ্ব বিন 'উমায়র রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট। অতঃপর তিনি নিরাপত্তা দিলেন আর আমানাত স্বরূপ তাদের দু'জনকে তার চাদর দিলেন। সফ্ওয়ান-এর জন্য ওয়াহ্ব তাকে পেলেন এবং রসূল ﷺ-এর কাছে নিয়ে গেলেন। আর সফ্ওয়ান বললেন, ওয়াহ্ব দাবী করেছে, আপনি আমাকে দু' মাসের জন্য নিরাপত্তা দিয়েছেন। অতঃপর রসূল ﷺ ওয়াহ্বকে বললেন : তাকে আরো বেশি সময়ের জন্য নিরাপত্তা দাও। তখন সফ্ওয়ান বললেন, এটা যেন সুস্পষ্ট হয় রসূল ﷺ তার জন্য চার মাসের নিরাপত্তা দিলেন। আর তিনি রসূল ﷺ-এর সাথে হুনায়নে বের হলেন, তিনি হুনায়নের যুদ্ধ আর ত্বায়িফের কাফিরদেরকে প্রত্যক্ষ করলেন, আর তিনি তাদেরকে গনীমাতের মাল অনেক দিলেন। তখন সফ্ওয়ান বললেন, আল্লাহর ক্বসম করে সাক্ষ্য দিচ্ছি! এই নাবী কতই না উত্তম নাবী সেদিনই ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তিনি মাক্কায় অবস্থান করলেন ও মাদীনায় হিজরত করলেন। তিনি 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে মেহমান হলেন আর বিষয়টি রসূল ﷺ-এর নিকট আব্বাস (রা) উপস্থাপন করলেন। রসূল ﷺ বললেন : «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ» মাক্কাহ্ বিজয়ের পর আর কোনো হিজরত নেই তথা মাদীনাহ্ হিজরত নেই। সফ্ওয়ান জাহিলী যুগের কুরাডশদের সম্মানিত ব্যক্তি এবং কবিও ছিলেন। ইসলামে আসার জন্য যাকে অনুদান দেয়া হতো তার ইসলাম গ্রহণ চমৎকার ছিল।

হিদায়াহ্ প্রণেতা বলেন : মাথার নীচে কোনো কিছু রাখা বিশুদ্ধ মতে তা সংরক্ষিত বলে বিবেচিত হবে।

হাদীসে প্রমাণিত হয় যে, চোরকে প্রশাসকের নিকট পেশ করার পূর্বে ক্ষমা করা বৈধ।

আর প্রশাসকের নিকট উপস্থাপন করলে হাত কাটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে এবং কোনো অবস্থাতেই তা রহিত করা হবে না। অনুরূপ বক্তব্য ত্বীবী এবং ইবনু মালিক বলেন। ইবনু হুমাম বলেন, চোরকে চুরির জন্য যখন হাত কাটার ফায়সালা দিবে এমতাবস্থায় মালিক যদি চুরিকৃত সম্পদ দান করে দেয় তাকে অথবা তাকে হেবা করে দেন অথবা বিক্রি করে দেয় তাহলে হাত কাটা যাবে না। আর যুফার, শাফি'ঈ, আহমাদ-এর মতে হাত কাটা হবে। যা সফ্ওয়ান-এর হাদীস সুস্পষ্ট প্রমাণ করে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٥٩٩ـ[١٠] وَرَوٰى نَحْوَهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِيْهِ.

৩৫৯৯-[১০] আর ইবনু মাজাহ্ হাদীসটি 'আবদুল্লাহ ইবনু সফ্ওয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে, তিনি তার পিতা হতে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।[৮৩৯]

٣٦٠٠ـ[١١] وَالدَّارِمِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

৩৬০০-[১১] আর দারিমী বর্ণনা করেছেন : ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে।[৮৪০]

٣٦٠١ـ[١٢] وَعَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِيْ فِي الْغَزْوِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا: «فِي السَّفَرِ» بَدَلَ «الْغَزْوِ».

৩৬০১-[১২] বুস্‌র ইবনু আর্‌ত্বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি, তিনি (ﷺ) বলেছেন : যুদ্ধাভিযানে থাকা অবস্থায় চোরের হাত কাটা যাবে না। (তিরমিযী, দারিমী, আবূ

[৮৩৯] হাসান : ইবনু মাজাহ ২৫৯৫।

[৮৪০] হাসান : দারিমী ২৩০৪।

দাউদ ও নাসায়ী)[৮৪১] তবে আবূ দাউদ ও নাসায়ী ‘যুদ্ধের’ স্থলে “সফর” বলেছেন (অর্থাৎ- সফর অবস্থায় চোরের হাত কাটা যাবে না)।

ব্যাখ্যা : ইমাম আওযা‘ঈ বলেন, সফর হোক কিংবা জিহাদ কোনো অবস্থাতেই চোরের হাত কর্তিত হবে না। আবার কেউ বলেন, এখানে اَلْغَزْوِ জিহাদ অর্থ হলো গনীমাত বা যুদ্ধলব্ধ মাল বিতরণের পূর্বে ওটা চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। কেননা উক্ত মালের মধ্যে তার এক অংশ আছে যদিও ওটা অনির্দিষ্ট। আবার কেউ কেউ বলেন, হাত কাটার অধিকার রয়েছে ইমাম বা খলীফার, সেনা শাসকের নয়। কাজেই তিনি হাদ্দ কার্যকরী করতে পারেন না। আবার কেউ বলেন, শত্রুর মোকাবেলা যুদ্ধস্থলে বা শত্রুর এলাকায় “হাদ্দ” বা শারী‘আত শাস্তি প্রয়োগ করলে ফিত্নাহ্ তথা শত্রুর সাথে মিশে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। তাই সফর কিংবা জিহাদে যে কোনো অপরাধের শাস্তি কার্যকর হবে না বরং ওটা থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত মূলতবী রাখতে হবে। তবে ইমাম আবূ হানীফাহ্ বলেন, ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি সেই এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃতি হলে শাস্তি কার্যকর করা যেতে পারে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٦٠٢ - [١٣] وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي السَّارِقِ: «إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهُ». رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

৩৬০২-[১৩] আবূ সালামাহ্ (রাঃ) আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) চোর সম্পর্কে বলেছেন : যদি কেউ চুরি করে তাহলে প্রথম তার (ডান) হাত কেটে দাও। যদি সে পুনরায় চুরি করে তাহলে তার (বাম) পা কেটে দাও। অতঃপর যদি সে পুনরায় চুরি করে তাহলে তার (বাম) হাত কেটে দাও। আবার যদি সে (চতুর্থবার) চুরি করে তাহলে তার (ডান) পা কেটে দাও।

(শারহুস্ সুন্নাহ্)[৮৪২]

ব্যাখ্যা : প্রথমবার চুরি করলে ডান হাত এবং দ্বিতীয়বার চুরি করলে বাম পা কাটা হবে এ ব্যাপারে সবাই একমত হয়েছেন।

ইবনু হুমাম বলেন : অধিকাংশ ‘উলামার নিকট পায়ের টাখনু পর্যন্ত কাটা হবে। ‘উমার (রাঃ) এমনটি করেছেন। আবূ হাওর বলেন : পায়ের অর্ধেক, জুতার ফিতা বাধার স্থান থেকে। কেননা ‘আলী (রাঃ) এমনটি করেছেন। যাতে পায়ে পিছনের অংশ রাখা হবে যাতে হাঁটতে পারে।

এ হাদীস অনুযায়ী ইমাম শাফি‘ঈ-এর মতে চারবার চুরি করলে বিপরীত দিক থেকে হাত পা কাটা হবে। আর ইমাম আবূ হানীফাহ্ বলেন, দু’বার পর্যন্ত বিপরীত দিক থেকে হাত পা কাটা যাবে, যদি তৃতীয়বার চুরি করে তাহলে যাবজীবন কারাগার আটক রাখতে হবে। সহাবায়ি কিরাম এ ব্যাপারে ইজমা করেছেন। আর উপরোক্ত হাদীস সহী হলে তা ধমকানো অথবা রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত বলে প্রমাণ করে। যেমন আমাদের কতক ‘আলিম বলে থাকেন, শারহুস্ সুন্নাতে রয়েছে, সবাই একমত হয়েছে, প্রথমবার এবং দ্বিতীয়বার চুরি করলে বিপরীতভাবে হাত পা কাটা হবে আর এরপরে চুরি করলে, কাটার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কারো মতে তৃতীয়বার চুরি করলে বাম হাত কাটা হবে আর চতুর্থ বার চুরি করলে ডান পা কাটা হবে, এর পরে চুরি

[৮৪১] **সহীহ :** তিরমিযী ১৪৫০, আবূ দাউদ ৪৪০৮, নাসায়ী ৪৯৭৯, দারিমী ২৫৩৪, সহীহ আল জামি‘ ৭৩৯৭।

[৮৪২] **মাওযূ‘ :** শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৬০২, দারাকুত্বনী ৩৩৫৯। কারণ এর সানাদে ওয়াকিদী একজন মিথ্যুক রাবী।

করলে তাকে তিরস্কার করা হবে এবং কারাবন্দী করে রাখবে। এটা আবূ বাকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। আর 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তৃতীয়বার চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। আর হিদায়াহ্ প্রণেতা বলেন, তৃতীয়বার চুরি করলে তিরস্কার করা হবে এবং কারাদণ্ড দিতে হবে সে তাওবাহ্ করবে অথবা মৃত্যুবরণ করবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٦٠٣-[١٤] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيْئَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اقْطَعُوْهُ» فَقُطِعَ ثُمَّ جِيْئَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: «اقْطَعُوْهُ» فَقُطِعَ ثُمَّ جِيْئَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: «اقْطَعُوْهُ» فَقُطِعَ ثُمَّ جِيْئَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: «اقْطَعُوْهُ» فَقُطِعَ فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ: «اقْتُلُوْهُ» فَانْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ فِيْ بِئْرٍ وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৩৬০৩-[১৪] জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এক চোরকে ধরে আনা হলো। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ করলেন, তার (ডান) হাত কেটে দাও। সুতরাং তার হাত কেটে ফেলা হলো। পরে পুনরায় চুরির দায়ে তাকে দ্বিতীয়বার আনা হলো। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তার (বাম) পা কেটে দাও। সুতরাং তার পা কেটে ফেলা হলো। এরপর পুনরায় তৃতীয়বার তাকে চুরির অপরাধে আনা হলো। এবার তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ দিলেন, তার (বাম) হাত কেটে দাও। সুতরাং তার হাত কেটে ফেলা হলো। পরে চতুর্থবার তাকে চুরির অপরাধে আনা হলো। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ দিলেন, তার (ডান) পাও কেটে দাও। সুতরাং তার পাও কেটে ফেলা হলো। তারপর পঞ্চমবার তাকে চুরির অপরাধে উপস্থিত করা হলো। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবার তাকে হত্যার হুকুম দিলেন। সুতরাং আমরা তাকে টেনে নিয়ে এসে একটি কূপের মধ্যে ফেলে দিলাম এবং তার ওপর পাথর নিক্ষেপ করলাম। (আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[৮৪৩]

ব্যাখ্যা : কতক 'আলিম বলেন, হাদীস যদি সহীহ হয় এটা মানসূখ বা রহিত। «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدٰى ثَلَاثٍ» কোনো মুসলিমের রক্ত হালাল না তবে তিনটির যে কোনো একটি পাওয়া গেলে বৈধ। কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে, বিবাহিত পুরুষ বা স্ত্রী যিনা করলে, আর মুরতাদ হলে। এ হাদীস দ্বারা আর সিরাজিয়্যাহ্-তে রয়েছে, শাসকের জন্য রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গীতে হত্যা করা বৈধ।

ইমাম খত্ত্বাবী বলেন : চোর যত বারই চুরি করুক না কেন কিন্তু কোনো ইমাম বা ফাকীহের মতে তাকে হত্যা করা জায়িয নেই। অতএব, বর্ণিত হাদীসে কতল করার নির্দেশ এজন্য দেয়া হয়নি যে, সে চোর- চুরি করেছে, বরং সে দেশে বিশৃঙ্খলা এবং সমাজের মধ্যে ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি করেছে। সুতরাং শাসক একজন দুস্কৃতিকারীর জন্য দৃষ্টান্তমূলক কোনো শাস্তি কার্যকর করতে পারেন।

আমরা তাকে নিয়ে গেলাম এবং তাকে হত্যা করলাম। অতঃপর তাকে টেনে এনে একটি কূপের মধ্যে ফেলে দিলাম। ত্বীবী বলেন : এটা প্রমাণ করে তার হত্যাটি ছিল লাঞ্ছনা ও অপমানকর। অথচ কোনো মুসলিমের সাথে এ ধরনের আচরণ সমীচীন নয় যদিও কাবীরাহ্ গুনাহ করে, কেননা সে সলাত আদায় করে আর বিশেষ করে শাস্তি প্রয়োগ ও পবিত্রতার পর সম্ভবত তার সাথে এ আচরণের কারণ হলো যে, মুরতাদ হয়েছিল আর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুরতাদ হওয়ার বিষয়টি জেনেছিলেন যেমনটি 'উরায়নাহ্ গোত্রের ক্ষেত্রে জেনেছিলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৮৪৩] **হাসান :** আবূ দাউদ ৪৪১০, নাসায়ী ৪০৭।

٣٦٠٤ -[١٥] وَرُوِيَ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ فِيْ قَطْعِ السَّارِقِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «اقْطَعُوْهُ ثُمَّ احْسِمُوْهُ».

৩৬০৪-[১৫] আর ইমাম বাগাবী (রহঃ) শারহুস্ সুন্নাহ্-তে 'চোরের হাত কাটা প্রসঙ্গে' নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, "তার হাত কেটে দাও এবং গরম তেল দিয়ে তা দাগিয়ে দাও।"[৮৪৪]

ব্যাখ্যা : ইবনু হুমাম বলেন : কাটার ক্ষতস্থানে গরম ঈতল দেয়ার দলীল হাকিমের হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أُتِيَ بِسَارِقٍ سَرَقَ شَمْلَةً فَقَالَ ﷺ : مَا أَخَالُهُ سَرَقَ. فَقَالَ السَّارِقُ : بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ : اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوْهُ ثُمَّ احْسِمُوْهُ. ثُمَّ ائْتُوْنِي بِهِ. فَقُطِعَ ثُمَّ حُسِمَ ثُمَّ أُتِيَ فَقَالَ : تُبْتُ إِلَى اللهِ قَالَ : تَابَ اللهُ عَلَيْكَ».

আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। একজন চোরকে রসূল ﷺ-এর কাছে নিয়ে আনা হলো। সে একটি জুব্বা বা পাগড়ী চুরি করেছিল। রসূল ﷺ তাকে বললেন, আমার ধারণা, তুমি চুরি করনি। চোরটি বললো, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! চুরি করেছি। তিনি (ﷺ) বললেন, তাকে নিয়ে যাও এবং তার হাত কাটো। অতঃপর গরম তৈল ক্ষতস্থানে দিবে। তারপর আমার কাছে নিয়ে আসবে। হাত কাটা হলো এবং তৈল দেয়া হলো। অতঃপর রসূল ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসা হলো আর চোরটি বললো, আমি আল্লাহর নিকট তাওবাহ্ করেছি। রসূল ﷺ বললেন, তোমার তাওবাহ্ আল্লাহ ক্ববূল করেছেন। হাদীসটি সহীহ মুসলিমের শর্তে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٦٠٥ -[١٦] وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِيْ عُنُقِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৩৬০৫-[১৬] ফাযালাহ্ ইবনু 'উবায়দ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক চোরকে আনা হলে তিনি (ﷺ) তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। পরে তিনি হুকুম দিলেন এবার তার হাত কেটে যেন তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হয় (যাতে অন্যেরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে)। অতএব ঐ হাত তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হলো। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ্)[৮৪৫]

ব্যাখ্যা : এটা অন্য লোকেদের জন্য চুরি করা হতে বিরত থাকার দৃষ্টান্ত হবে।

ইবনু হুমাম বলেন : শাফি'ঈ ও আহমাদ থেকে বর্ণিত, চোরের হাত কাটার পর তা তার গর্দানে লটকানো সুন্নাহ। কেননা রসূল ﷺ এটা আদেশ করেছেন।

আমাদের (হানাফীদের) নিকট বিষয় 'আম্ প্রশাসকের জন্য তিনি যদি মনে করেন লটকাবে না হলে লটকাবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন : শারহুস্ সুন্নাহ্-তে বলেন, গোলাম যখন চুরি করে, চাই পলায়নকারী হোক বা না হোক। ইবনু 'উমার থেকে বর্ণিত, তার দাস চুরি করেছে আর সে পলায়নকারী ছিল। তিনি তাকে ধরে

---

[৮৪৪] হাসান : শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৬০২, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮১৫০।

[৮৪৫] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৪৪১১, তিরমিযী ১৪৪৭, নাসায়ী ৪৯৮৫, ইবনু মাজাহ ২৫৮৭, আহমাদ ২৩৯৪৬, ইরওয়া ২৪৩০। কারণ এর সানাদে হাজ্জাজ বিন আরত্বাত একজন দুর্বল রাবী।

সা'ঈদ বিন 'আস-এর নিকট পাঠালেন যাতে তার হাত কেটে দেয়। সা'ঈদ অস্বীকার করলেন এবং বললেন, না, পলায়নকারী গোলামের হাত কাটা যাবে না, সে যখন চুরি করবে। 'আব্দুল্লাহ বললেন, আপনি এটা কোন্ কিতাবে পেয়েছেন? অতঃপর 'আবদুল্লাহ বিন 'উমার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন এবং হাত কাটা হলো। 'উমার বিন 'আব্দুল 'আযীয এমনটি আদেশ করেছেন।

ইহা শাফি'ঈ, মালিক ও বলা চলে সকল 'উলামার অভিমত। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৪০৩)

٣٦٠٦ـ[١٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا سَرَقَ الْمَمْلُوكُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৩৬০৬-[১৭] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : গোলাম যদি চুরি করে তাহলে তাকে বিক্রি করে ফেল, যদিও বিশ দিরহামের (রৌপ্যমুদ্রার) বিনিময় হয়।

(আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ্)[৮৪৬]

ব্যাখ্যা : এক উকিয়ার অর্ধেক অর্থাৎ বিশ দিরহামকে এক নাশ্ব বলে। অর্থাৎ তাকে অতি সামান্য মূল্য হলেও বিক্রয় করে দাও।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٦٠٧ـ[١٨] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِسَارِقٍ فَقَطَعَهُ فَقَالُوا: مَا كُنَّا نَرَاكَ تَبْلُغُ بِهِ هٰذَا قَالَ: «لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُهَا». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

৩৬০৭-[১৮] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এক চোরকে আনা হলে তিনি (ﷺ) তার হাত কেটে দিলেন। তখন সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা বুঝতে পারিনি যে, আপনি তার হাত কেটে দেবেন। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন : যদি (আমার মেয়ে) ফাত্বিমাহ্ও হত, তবুও আমি তার হাত কেটে দিতাম। (নাসায়ী)[৮৪৭]

ব্যাখ্যা : আল্লাহর "হাদ্দ" ক্বায়িম করার ব্যাপারে কোনো অনুকম্পার অবকাশ নেই। যেমন আল্লাহর বাণী : ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ﴾ "আল্লাহ্র আইন কার্যকর করার ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়ামায়া তোমাদেরকে যেন প্রভাবিত না করে"– (সূরাহ্ আন্ নূর ২৪ : ২)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٦٠٨ـ[١٩] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى عُمَرَ بِغُلَامٍ لَهٗ فَقَالَ: اقْطَعْ يَدَهٗ فَإِنَّهٗ سَرَقَ مِرْاٰةً لِأَمْرَأَتِيْ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ وَهُوَ خَادِمُكُمْ أَخَذَ مَتَاعَكُمْ. رَوَاهُ مَالِكٌ

৩৬০৮-[১৯] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈক ব্যক্তি তার এক গোলামকে 'উমার (রাঃ)-এর নিকট নিয়ে এসে বলল, তার হাত কেটে দিন। কেননা সে আমার সহধর্মিণীর আয়না চুরি

---

[৮৪৬] *য'ঈফ : আবূ দাউদ ৪৪১২, নাসায়ী ৪৯৮০, ইবনু মাজাহ ২৫৮৯, আহমাদ ৮৪৩৯, য'ঈফ আল জামি' ৫৪৬।*

[৮৪৭] *সহীহ : নাসায়ী ৪৯০০।*

করেছে। তখন 'উমার (রাঃ) বললেন : তার হাত কাটা যাবে না। কারণ সে তোমাদের খাদিম, সে তোমাদের জিনিসই নিয়েছে। (মালিক)[৮৪৮]

ব্যাখ্যা : ইবনু হুমাম বলেন : মুনীব যদি তার মুকাতাবের (নির্ধারিত অর্থ পরিশোধের বিনিময়ে মুক্ত হবে এমন গোলাম) অর্থ সম্পদ চুরি করে তাহলে সর্বসম্মতভাবে হাত কাটা হবে না। কেননা মুনীবের অধিকার আছে তার সম্পদে।

অনুরূপভাবে যদি মুকাতাব যদি তার মুনীবের সম্পদ চুরি করে তাহলে তার হাত কাটা যাবে না কেননা সে তার দাস এমনকি তার মুনীবের স্ত্রীরও সম্পদ চুরি করে। আর তা এজন্য যে, সম্পদ তার দৃষ্টির বা নাগালের বাইরে রক্ষিত বা গচ্ছিত না।

আর ইমাম মালিক, আবূ সাওর এবং ইবনুল মুনযির-এর মতে কুরআন 'আম্ আমানাতের দলীল প্রমাণ করে হাত কাটা যাবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٦٠٩ ـ[٢٠] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَا أَبَا ذَرٍّ» قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَسَعْدَيْكَ قَالَ: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ» يَعْنِي الْقَبْرَ قُلْتُ: اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَعْلَمُ. قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ» قَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: تُقْطَعُ يَدُ النَّبَّاشِ لِأَنَّهٗ دَخَلَ عَلَى الْمَيِّتِ بَيْتَهٗ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৬০৯-[২০] আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বললেন হে আবূ যার! আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার খিদমাতে উপস্থিত। তিনি (ﷺ) বললেন : ঐ সময় তুমি কি করবে, যখন আকস্মিক মহামারিতে ব্যাপকভাবে মানুষ মারা যাবে। এমনকি একটি ঘরের তথা ক্বব্রের মূল্য একটি গোলামের মূল্যের সমপরিমাণ হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (ﷺ) অধিক অবগত। তিনি (ﷺ) বললেন : এমতাবস্থায় তুমি ধৈর্যধারণ করবে। হাম্মাদ ইবনু আবূ সুলায়মান (রাঃ) বলেন : কাফন চোরের হাত কাটা যাবে। কারণ সে মৃত ব্যক্তির ঘরে (চুরির উদ্দেশে) প্রবেশ করেছে। (আবূ দাঊদ)[৮৪৯]

ব্যাখ্যা : ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও ইমাম মুহাম্মাদ প্রমুখগণ বলেন, দাফনের পর ক্বব্র থেকে মৃত লাশের কাফন চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না। কেননা ক্বব্র গৃহের ন্যায় সুরক্ষিত স্থান নয় এবং তাতে কোনো পাহারাদারও নেই। এমন গৃহকে সুরক্ষিত বলা যায় না। এরূপ ঘর থেকে চুরি হলে চোরের হাত কাটা যাবে না। অবশ্য শাসক অন্য যে কোনো শাস্তি দিতে পারেন। তবে ইমাম আবূ হানীফাহ্-এর প্রসিদ্ধ উস্তায হাম্মাদ ইবনু আবূ সুলায়মান ও অন্যান্য ইমামগণ বলেন, কাফন চোরের হাত কাটা যাবে। তার উক্ত হাদীসের শব্দ থেকে প্রমাণ গ্রহণ করেন যে, রসূল (ﷺ) ক্বব্রকে (বায়ত) গৃহ বলেছেন। আর গৃহ থেকে চুরি করলে হাত কর্তিত হয়। কিন্তু শুধু 'গৃহ' শব্দ দ্বারা কাফন চুরির প্রতি "হাদ্দ" সাব্যস্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা ক্বব্র গৃহ হলেও সুরক্ষিত নয়। অথচ সুরক্ষিত মাল চুরি ব্যতীত হাদ্দ প্রযোজ্য হয় না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৮৪৮] **সহীহ :** মালিক ১৬২৯, ইরওয়া ২৪১৯, দারাকুত্বনী ৩৪১২।

[৮৪৯] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৪২৬১, ইরওয়া ২৪৫১।

(٢) بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُوْدِ

অধ্যায়-২ : দণ্ডবিধির ব্যাপারে সুপারিশ

ইমাম মুসলিম (রহঃ) "দণ্ডবিধির ব্যাপারে সুপারিশ নিষেধ" এর মাধ্যমে তিনি অনেক হাদীস নিয়ে এসেছেন। আর এটা বানী ইসরাঈলের ধ্বংসের কারণ। আর সকল 'উলামারা ঐকমত্য হয়েছেন শাসকের নিকট পৌঁছার পর হাদ্দ বাস্তবায়ন না করার সুপারিশ হারাম আর শাসকের নিকট বিচার পৌঁছার পূর্বে সুপারিশ বৈধ যদি সুপারিশকৃত ব্যক্তি খুব খারাপ এবং মানুষকে কষ্টদানকারী না হয়। এরূপ যদি হয় তাহলে সুপারিশ বৈধ নয়। আর পাপীদের ক্ষেত্রে কোনো হাদ্দ নেই, আর ওয়াজিব হলো তাকে শাসানো এবং তাকে ভয় দেখানোর ব্যাপারে সুপারিশ বৈধ চাই প্রশাসকের নিকট পৌঁছুক বা না পৌঁছুক। আর সুপারিশ করা বৈধ যদি সুপারিশকৃত ব্যক্তি মানুষকে কষ্টদায়ক না হয়।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٦١٠-[١] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوْا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ؟ فَقَالُوْا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ؟» ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوْهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ فَكَلَّمُوْهُ فَكَلَّمَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ فَكَلَّمُوْهُ فَكَلَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيهَا ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ مَا تَقَدَّمَ.

৩৬১০-[১] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন মাখযূমী গোত্রের জনৈকা নারীর চুরির ব্যাপারে কুরায়শগণ অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়েছিল। তারা (পরস্পরের মধ্যে) বলল, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এ এতদসম্পর্কে কে সুপারিশ করবে? তারাই পুনরায় বলল, উসামাহ্ ইবনু যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ব্যতীত কে আছে, এ ব্যাপারে সাহস করার? কেননা সে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অত্যন্ত আস্থাভাজন। অতঃপর উসামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদের প্রস্তাব অনুযায়ী রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এতদসম্পর্কে জানালেন। এতদশ্রবণে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (ক্রোধান্বিত হয়ে) বললেন, তুমি আল্লাহ তা'আলার দণ্ডবিধিতে এই সুপারিশ করছ? অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাঁড়িয়ে বক্তব্যদানকালে বললেন, হে লোক সকল! নিঃসন্দেহে তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা এ আচরণেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে যে, যদি তাদের মধ্যে কোনো সম্মানী লোক চুরি করত, তাহলে তাকে মাফ করে দিত।

আর যদি কোনো অসহায় দরিদ্র শ্রেণীর লোক চুরি করত, তবে তার ওপর দণ্ড কার্যকর করত। আল্লাহর কৃসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাত্বিমাহ্ও চুরি করত, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৫০]

আর মুসলিম-এর এক বর্ণনাতে আছে, 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) বলেছেন : মাখযূমী গোত্রের জনৈকা নারী লোকেদের নিকট হতে কোনো জিনিসপত্র ধার নিলে, পরে তা দিতে অস্বীকার করত। এজন্য নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর উক্ত নারীর আত্মীয়-স্বজনেরা উসামাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর নিকট এসে (অনুরোধের জন্য) আলোচনা করল। তখন উসামাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে আলোচনা করলেন। অতঃপর অবশিষ্ট ঘটনা পূর্বোল্লিখিত হাদীসের ন্যায় হুবহু বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : (وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ سَرَقَتْ) "আল্লাহর কৃসম, যদি ফাত্বিমাহ্ চুরি করত" দ্বারা দলীল প্রমাণিত হয় কৃসম তলব না করলেও কৃসম করা বৈধ আর কোনো বিষয় বা কোনো কিছু হয় তাহলে কৃসম করা মুস্তাহাব– এ ব্যাপারে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। আর সকল 'উলামাহ্ বলেছেন, ঐ মহিলার হাত কাটা হয়েছিল। (শারহু মুসলিম ১১শ খণ্ড, হাঃ ১৬৮৮)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٦١١ -[٢] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ وَمَنْ خَاصَمَ فِيْ بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِيْ سُخْطِ اللهِ تَعَالٰى حَتّٰى يَنْزِعَ وَمَنْ قَالَ فِيْ مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتّٰى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ «مَنْ أَعَانَ عَلٰى خُصُوْمَةٍ لَا يَدْرِيْ أَحَقٌّ أَمْ بَاطِلٌ فَهُوَ فِيْ سَخَطِ اللهِ حَتّٰى يَنْزِعَ».

৩৬১১-[২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি। তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তির সুপারিশ আল্লাহ তা'আলার দণ্ডবিধিতে প্রতিবন্ধক হয়, সে যেন আল্লাহ তা'আলার সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলো। আর যে ব্যক্তি স্বজ্ঞানে কোনো অন্যায় বা অপকর্মের পক্ষে বিবাদে লিপ্ত হলো, সে তা বর্জন না করা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির মধ্যে পড়ে রইল। আর যে ব্যক্তি কোনো মু'মিনের ব্যাপারে এমন মিথ্যারোপ রটাল, অথচ তার মধ্যে দোষ-ত্রুটি নেই। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত সে যা রটিয়েছিল তার থেকে (তাওবাহ্ করে) মুক্ত ও পবিত্র না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামীদের দূষিত রক্ত ও পুঁজের মধ্যে অবস্থান করাবেন। (আহ্মাদ ও আবূ দাউদ)[৮৫১]

---

[৮৫০] **সহীহ :** বুখারী ৩৪৭৫, মুসলিম ১৬৮৮, নাসায়ী ৪৮৯৯, ইবনু হিব্বান ২৫৪৭, দারিমী ২৩৪৮, আবূ দাউদ ৪৩৭৩, তিরমিযী ১৪৩০, আহমাদ ২৫২৯৭, সহীহ আত্ তারগীব ২৩৫৩, ইরওয়া ২৩১৯।

[৮৫১] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩৫৯৭, ইবনু মাজাহ ৩৩৭৭, আহমাদ ৫৩৮৫, ইরওয়া ২৩১৮, সহীহাহ্ ৮৩৭, সহীহ আল জামি' ৬১৯৬, সহীহ আত্ তারগীব ২২৪৮।

আর যদি কোনো অসহায় দরিদ্র শ্রেণীর লোক চুরি করত, তবে তার ওপর দণ্ড কার্যকর করত। আল্লাহর কৃস্‌ম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাত্বিমাহ্ও চুরি করত, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৫০]

আর মুসলিম-এর এক বর্ণনাতে আছে, 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু 'আন্হা বলেছেন : মাখযূমী গোত্রের জনৈকা নারী লোকেদের নিকট হতে কোনো জিনিসপত্র ধার নিলে, পরে তা দিতে অস্বীকার করত। এজন্য নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর উক্ত নারীর আত্মীয়-স্বজনেরা উসামাহ্ রাযিয়াল্লাহু 'আন্হু-এর নিকট এসে (অনুরোধের জন্য) আলোচনা করল। তখন উসামাহ্ রাযিয়াল্লাহু 'আন্হু এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আলোচনা করলেন। অতঃপর অবশিষ্ট ঘটনা পূর্বোল্লিখিত হাদীসের ন্যায় হুবহু বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : (وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ سَرَقَتْ) "আল্লাহর কৃস্‌ম, যদি ফাত্বিমাহ্ চুরি করত" দ্বারা দলীল প্রমাণিত হয় কৃস্‌ম তলব না করলেও কৃস্‌ম করা বৈধ আর কোনো বিষয় বা কোনো কিছু হয় তাহলে কৃস্‌ম করা মুস্তাহাব– এ ব্যাপারে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। আর সকল 'উলামাহ্ বলেছেন, ঐ মহিলার হাত কাটা হয়েছিল। (শারহু মুসলিম ১১শ খণ্ড, হাঃ ১৬৮৮)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٦١١-[٢] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ وَمَنْ خَاصَمَ فِيْ بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِيْ سُخْطِ اللهِ تَعَالٰى حَتّٰى يَنْزِعَ وَمَنْ قَالَ فِيْ مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتّٰى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ «مَنْ أَعَانَ عَلٰى خُصُوْمَةٍ لَا يَدْرِيْ أَحَقٌّ أَمْ بَاطِلٌ فَهُوَ فِيْ سَخَطِ اللهِ حَتّٰى يَنْزِعَ».

৩৬১১-[২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু 'আন্হু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তির সুপারিশ আল্লাহ তা'আলার দণ্ডবিধিতে প্রতিবন্ধক হয়, সে যেন আল্লাহ তা'আলার সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলো। আর যে ব্যক্তি স্বজ্ঞানে কোনো অন্যায় বা অপকর্মের পক্ষে বিবাদে লিপ্ত হলো, সে তা বর্জন না করা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির মধ্যে পড়ে রইল। আর যে ব্যক্তি কোনো মু'মিনের ব্যাপারে এমন মিথ্যারোপ রটাল, অথচ তার মধ্যে দোষ-ত্রুটি নেই। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত সে যা রটিয়েছিল তার থেকে (তাওবাহ্ করে) মুক্ত ও পবিত্র না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামীদের দূষিত রক্ত ও পুঁজের মধ্যে অবস্থান করাবেন। (আহ্মাদ ও আবূ দাউদ)[৮৫১]

---

[৮৫০] **সহীহ :** বুখারী ৩৪৭৫, মুসলিম ১৬৮৮, নাসায়ী ৪৮৯৯, ইবনু হিব্বান ২৫৪৭, দারিমী ২৩৪৮, আবূ দাউদ ৪৩৭৩, তিরমিযী ১৪৩০, আহমাদ ২৫২৯৭, সহীহ আত্ তারগীব ২৩৫৩, ইরওয়া ২৩১৯।

[৮৫১] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩৫৯৭, ইবনু মাজাহ ৩৩৭৭, আহমাদ ৫৩৮৫, ইরওয়া ২৩১৮, সহীহাহ্ ৮৩৭, সহীহ আল জামি' ৬১৯৬, সহীহ আত্ তারগীব ২২৪৮।

ব্যাখ্যা : (مَا أَخَالُكَ سَرَقْتَ) আমার ধারণা মতে তুমি চুরি করনি।

শাওকানী (রহঃ) বলেন : হাদীসে দলীল প্রমাণিত হয় যে, হাদ্দ প্রয়োগকৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনার তলব করা এবং তার জন্য দু'আ করা তাওবার মাধ্যমে। তার ক্ষমা প্রার্থনার পর আরো সাব্যস্ত হয় তাকে সে বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়া যাতে তার হাদ্দ মাওকূফ হয়ে যায় (যেমন রসূল ﷺ বলেছেন : আমার ধারণা তুমি চুরি করনি)। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৩৭২)

٣٦١٣-[٤] وَفِيْ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ عَنْ أَبِيْ رِمْثَةَ بِالرَّاءِ والثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ بَدَلَ الْهَمْزَةِ وَالْيَاءِ.

৩৬১৩-[৪] কিন্তু মাসাবীহ-এর মূল গ্রন্থে বর্ণনাকারীর নাম আবূ রিম্সাহ্ বলা হয়েছে, অর্থাৎ- ء (হামযাহ্) ও ي (ইয়া)-এর পরিবর্তে ر (রা) ও ث (সা) রয়েছে।[৮৫৩]

(٣) بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ

অধ্যায়-৩ : মদ পানের দণ্ডবিধি

ত্বীবী (রহঃ) বলেন : الخمر (খাম্‌র) আভিধানিক অর্থ হলো আচ্ছন্ন করা। মহিলাদের মাথা, চুল ইত্যাদি যে কাপড় দ্বারা আবৃত বা আচ্ছাদিত করা হয় তাকে الخمر। "খাম্‌র" বলা হয় আর এজন্য খাম্‌র নাম রাখা হয়েছে যে মদ পানের মাধ্যমে জ্ঞান ও বুদ্ধি আচ্ছাদিত হয়। কারো মতে মদ হলো যে জিনিসই মাদকতা সৃষ্টি করে। মদ তৈরি করা হয় আঙ্গুর ও খেজুর থেকে। ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: صَنَعَ لَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ طَعَامًا فَدَعَانَا وَسَقَانَا مِنَ الْخَمْرِ فَأَخَذَتِ الْخَمْرُ مِنَّا. وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَدَّمُوْنِيْ فَقَرَأْتُ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ﴾. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ﴾.

'আলী ইবনু আবূ তালিব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। 'আবদুর রহমান বিন 'আওফ খানার আয়োজন করেন এবং আমাদেরকে দা'ওয়াত দিলে আমাদেরকে মদও পান করালেন। মদের ক্রিয়া আমাদেরকে আক্রমণ করল। এমতাবস্থায় সলাতের সময়ও হলো তারা আমাকে ইমামতির দায়িত্ব দিলো আমি সূরা কাফিরূন পড়তে লাগলাম। আমি তাতে পড়লাম, অর্থাৎ- "তুমি বল, হে কাফির সম্প্রদায়! আমি 'ইবাদাত করি না, তোমরা যার 'ইবাদাত কর, আর আমরা তার 'ইবাদাত করছি তোমরা যার 'ইবাদাত করছো।" তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন, অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন সলাতের ধারে-কাছেও যেও না। যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৪৩)

ইবনু হুমাম বলেন : যদিও নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি মুরতাদ হয় তার স্ত্রী তুলাক্ব হয় না, কেননা কুফ্‌রীর বিষয়টি বিশ্বাস ও অবজ্ঞাকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট। এজন্য কুফ্‌রীর হুকুম লাগানো হয়েছে রসিকতাকারীকে বিশ্বাসের সাথে। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, 'আলী رضي الله عنه-এর সূরাহ্ আল কাফিরূন-এর আয়াতটির তিলাওয়াত ছিল ভুলবশত বা অনাকাঙ্ক্ষিত, ইচ্ছাকৃত না।

---

[৮৫৩] **য'ঈফ :** শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৭২১।

এ অধ্যায়ের সংশ্লিষ্ট মাসআলার মধ্যে অন্যতম একটি মাস্‌আলাহ্ হলো যদি কেউ মদ পান করে এবং গন্ধ চলে যাওয়ার পর স্বীকার করে তাহলে তার ওপর হাদ্দ প্রয়োগ করা হবে না– ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও ইউসুফ-এর মতে। তবে মুহাম্মাদের মতে হাদ্দ প্রয়োগ হবে। অনুরূপ গন্ধ চলে যাওয়ার পর কেউ সাক্ষী দেয় তাহলেও হাদ্দ প্রয়োগ হবে না। আর মাতাল অবস্থায় হাদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না জ্ঞান ফিরে আসার পর হাদ্দ প্রয়োগ করতে হবে। এ ব্যাপারে চার ইমামই ঐকমত্য। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٦١٤ -[١] عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ وَجَلَدَ أَبُوْ بَكْرٍ رضي الله عنه أَرْبَعِيْنَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৬১৪-[১] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ মদ পানের জন্য খেজুর গাছের ডাল ও জুতা দ্বারা প্রহার করেছেন। আর আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) চল্লিশ চাবুক মেরেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৫৪]

ব্যাখ্যা : রসূল ﷺ মদ পানকারীকে খেজুর গাছের ডাল ও জুতা দ্বারা প্রহার করেছেন। এটা প্রমাণ করে নির্ধারিত সংখ্যা ছাড়া প্রহার করেছেন। আগত হাদীসে চল্লিশ বেত্রাঘাতের কথা এসেছে প্রথমে সংখ্যা উল্লেখ বলা হয়নি পরবর্তীতে সংখ্যা বলা হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٦١٥ -[٢] وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيْدِ أَرْبَعِيْنَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৬১৫-[২] অপর এক বর্ণনায়, আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ মদ পানকারীকে জুতা ও খেজুরের ডাল দ্বারা চল্লিশবার প্রহার করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৫৫]

٣٦١٦ -[٣] وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ يُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَإِمْرَةِ أَبِيْ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ فَنَقُوْمُ عَلَيْهِ بِأَيْدِيْنَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا حَتّٰى كَانَ اٰخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِيْنَ حَتّٰى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوْا جَلَدَ ثَمَانِيْنَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৬১৬-[৩] সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে, আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফাতের প্রারম্ভে মদ্যপায়ীকে আনা হত। তখন আমরা আমাদের হাত, জুতা এবং চাদর দ্বারা প্রহার করতাম। কিন্তু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফাতের শেষ দিকে তিনি চল্লিশ চাবুক মারতেন। পরিশেষে তারা অতিমাত্রায় মদ্যপানের দরুন ব্যাপকভাবে পাপকার্যে জড়িয়ে পড়ল, তখন তিনি আশি চাবুক মারেন। (বুখারী)[৮৫৬]

---

[৮৫৪] **সহীহ :** বুখারী ৬৭৭৩, মুসলিম ১৭০৬, আবূ দাঊদ ৪৪৭৯, আহমাদ ১২১৩৯।

[৮৫৫] **সহীহ :** মুসলিম ১৭০৬।

[৮৫৬] **সহীহ :** বুখারী ৬৭৭৯, আহমাদ ১৫৭১৯, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮১২৭।

ব্যাখ্যা : (حَتّٰى كَانَ اٰخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ) দৃশ্যত নির্ধারিত চল্লিশ বেত্রাঘাত সংঘটিত হয়েছিল। 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শাসনামলে শেষের দিকে আর খালিদ বিন ওয়ালীদ-এর ঘটনা আশি বেত্রাঘাত। তা ছিল 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শাসনামলের মাঝখানে। কেননা খালিদ বিন ওয়ালীদ 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মাঝামাঝি শাসনামালে মারা গেছেন।

(وَفَسَقُوْا) তথা আনুগত্য থেকে বের হয়েছে আর নাসায়ী বর্ণনা «فَلَمْ يَنْكُلُوا» তথা আহ্বানে সাড়া দেয়নি।

(جَلَدَ ثَمَانِيْنَ) অর্থাৎ আশি বেত্রাঘাত করলেন। "মুসনাদ 'আব্দুর রায্যাক্ব"-এ সায়িব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে সহীহ সানাদে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে চল্লিশ বেত্রাঘাত চালু করেন যখন তাদেরকে দেখলেন তারা বিরত হচ্ছে না তখন ষাট বেত্রাঘাত চালু করেন। এরপরেও যখন তারা বিরত হলো না তখন আশি বেত্রাঘাত চালু করেন এবং বলেন, এটা সর্বনিম্ন হাদ্দ। (ফাতহুল বারী ১২শ খণ্ড, হাঃ ৬৭৭৯)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٦١٧ -[٤] عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ» قَالَ: ثُمَّ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَضَرَبَهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩৬১৭-[৪] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি মদ পান করে তাকে চাবুক মারো। যদি সে (পর্যায়ক্রমে) চতুর্থবারও মদ পান করে, তাহলে তাকে হত্যা কর। রাবী বলেন, অতঃপর একদিন জনৈক ব্যক্তিকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত করা হলো, যে চতুর্থবার মদ পান করেছে। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাকে প্রহার করলেন কিন্তু হত্যা করেননি। (তিরমিযী)[৮৫৭]

ব্যাখ্যা : মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন : হত্যা করা উদ্দেশ্য কঠোরভাবে শাস্তি প্রদান করা। বিষয়টি ধমকানো উদ্দেশ্য, কেননা পূর্বের এবং পরের যুগের কোনো 'আলিমই মদ্যপায়ীকে হত্যা করতে আদেশ দেননি। অথবা কারো ভাষ্যমতে ইসলামে প্রাথমিক যুগে এ বিধান ছিল পরে তা মানসূখ তথা রহিত হয়েছিল। আমি ভাষ্যকার বলি, ইমাম তিরমিযী দ্বিতীয় মত প্রাধান্য দিয়েছেন। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৪৪৪)

ইমাম নাবাবী বলেন : সকল মুসলিম মদ্যপান হারাম হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন আর মদ্যপানকারীর ওপর দণ্ড প্রয়োগ করা ওয়াজিব চাই কম পান করুক বা বেশী পান করুক। আর বার বার পুনরাবৃত্তি করলেও হত্যা করা যাবে না।

আর ক্বাযী 'ইয়ায ও স্বল্প সংখ্যক 'উলামাহ্ বলেছিল হত্যা করা হবে চতুর্থবারে মদ পান করলে। এ হাদীসের আলোকে এটা বাতিল মত ইজমা বিরোধী আর এটা রহিত হয়েছে নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এ হাদীস দ্বারা

«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ»

কোনো মুসলিমের রক্ত হালাল না তবে তিনটি কারণ পাওয়া গেলে হত্যা বৈধ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৮৫৭] **সহীহ** : তিরমিযী ১৪৪৪, সহীহ আত্ তারগীব ২৩৮১।

٣٦١٨ - [٥] وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ.

৩৬১৮-[৫] আর আবূ দাঊদ এ হাদীসটি ক্বীসাহ্ ইবনু যুআয়ব হতে বর্ণনা করেন।[৮৫৮]

٣٦١٩ - [٦] وَفِيْ أُخْرٰى لَهُمَا وَلِلنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيِّ عَنْ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ وَمُعَاوِيَةُ وَأَبُوْ هُرَيْرَةَ وَالشَّرِيْدُ إِلٰى قَوْلِهٖ: «فَاقْتُلُوْهُ».

৩৬১৯-[৬] এছাড়া তিরমিযী ও আবূ দাঊদ-এর অপর বর্ণনাতে এবং নাসায়ী, ইবনু মাজাহ্ এবং দারিমীর বর্ণনাতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর একদল সহাবী রয়েছে, যাদের মধ্যে ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু), মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু), আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও শারীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রমুখ এ হাদীস "তাকে হত্যা করে দাও" পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।[৮৫৯]

٣٦٢٠ - [٧] (حسن صحيح) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَزْهَرِ قَالَ: كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذْ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَالَ لِلنَّاسِ: «اِضْرِبُوْهُ» فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهٗ بِالنِّعَالِ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهٗ بِالْعَصَا وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهٗ بِالْمِيتَخَةِ. قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَعْنِي الْجَرِيدَةَ الرَّطْبَةَ ثُمَّ أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تُرَابًا مِنَ الْأَرْضِ فَرَمٰى بِهٖ فِيْ وَجْهِهٖ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৬২০-[৭] 'আবদুর রহমান ইবনু আযহার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন একটি ঘটনা যা এখনো আমি চোখে দেখছি। একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এমন ব্যক্তিকে আনা হলো যে মদ পান করেছিল। তখন তিনি (ﷺ) লোকেদেরকে বললেন : তোমরা একে প্রহার করো। সুতরাং তাদের কেউ জুতার দ্বারা, আবার কেউ লাঠির দ্বারা এবং কেউ খেজুরের ডাল দ্বারা লোকটিকে প্রহার করল। রাবী ইবনু ওয়াহ্‌ব বলেন : مِيْتَخَةٌ-এর অর্থ হলো– খেজুরের কাঁচা ডাল। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ জমিন থেকে কিছু মাটি উঠিয়ে তার মুখে নিক্ষেপ করলেন। (আবূ দাঊদ)[৮৬০]

ব্যাখ্যা : ত্বীবী (রহঃ) বলেন : রসূলুল্লাহ ﷺ কিছু মাটি তুলে তার মুখে নিক্ষেপ করলেন নিন্দা ও ভর্ৎসনার জন্য সে যা পাপ কাজ করেছে। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৪৭৭)

٣٦٢١ - [٨] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَالَ: «اِضْرِبُوْهُ» فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهٖ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهٖ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهٖ ثُمَّ قَالَ: «بَكِّتُوْهُ» فَأَقْبَلُوْا عَلَيْهِ يَقُوْلُوْنَ: مَا اتَّقَيْتَ اللّٰهَ مَا خَشِيْتَ اللّٰهَ وَمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللّٰهُ. قَالَ: «لَا تَقُوْلُوْا هٰكَذَا لَا تُعِيْنُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

[৮৫৮] সহীহ : আবূ দাঊদ ৪৪৭৫।

[৮৫৯] সহীহ : আবূ দাঊদ ৪৪৮৪, নাসায়ী ৫৬৬১, ইবনু মাজাহ ২৫৭৩।

[৮৬০] সহীহ : আবূ দাঊদ ৪৪৮৭।

৩৬২১-[৮] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈক ব্যক্তিকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট আনা হলো, যে মদ পান করেছে। তখন তিনি (সাঃ) বললেন, তোমরা তাকে প্রহার করো। সুতরাং আমাদের কেউ তাকে হাত দ্বারা, কেউ চাদর দ্বারা, কেউ জুতার দ্বারা প্রহার করল। অতঃপর তিনি (সাঃ) বললেন : এরূপ কাজের জন্য তোমরা তাকে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করো। সুতরাং লোকেরা তার সম্মুখপানে তিরস্কার করতে বলল, তুমি কি আল্লাহকে ভয় কর না, তোমার কি আল্লাহর 'আযাবের ভয় নেই। তুমি এরূপ অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে আসতে লজ্জাবোধ হলো না? অতঃপর জনৈক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ তোমাকে হেয় ও লাঞ্ছিত করুক। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : এরূপ বলো না (বদ্দু'আ করো না)। এরূপ বলে তার ওপর শায়ত্বনকে প্রাধান্য দিও না; বরং তোমরা এভাবে বলো– হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম করো। (আবূ দাঊদ)[৮৬১]

ব্যাখ্যা : ক্বাযী 'ইয়ায বলেন : তার ব্যাপারে শায়ত্বনের সাহায্য করো না– এ কথার অর্থ হলো যদি আল্লাহর রহমাত থেকে বঞ্চিত হয় তবে শায়ত্বন তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে ফলে সে আরো অধিক পাপে লিপ্ত হবে। অথব যখন সে আল্লাহর রহমাত ও দয়া থেকে নিরাশ ও হতাশ হয়ে যাবে তখন আরো জঘন্যতম পাপ করতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। আর শায়ত্বন এটাই চায়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٦٢٢-[٩] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلُقِيَ يَمِيلُ فِي الْفَجِّ فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا حَاذَى دَارَ الْعَبَّاسِ انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ وَقَالَ: «أَفَعَلَهَا؟» وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِشَيْءٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৩৬২২-[৯] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি মদ্যপায়ী হয়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে রইল। তখন লোকেরা তাকে এমন অবস্থায় পেল যে, সে রাস্তায় মাতলামী করছে। অতঃপর লোকেরা তাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট ধরে আনতে লাগল। অতঃপর সে যখন 'আব্বাস (রাঃ)-এর ঘরের সন্নিকটবর্তী হলো, তখন সে লোকেদের হাত থেকে ছুটে গিয়ে 'আব্বাস (রাঃ)-এর ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে জড়িয়ে ধরল। এমতাবস্থায় নাবী (সাঃ)-এর নিকট এতদসম্পর্কে বর্ণনা করা হলে তিনি (সাঃ) হেসে দিলেন এবং বললেন : সে কি এমন (অপরাধ) করেছে? অতঃপর তিনি (সাঃ) তার ব্যাপারে কোনো নির্দেশ দেননি। (আবূ দাঊদ)[৮৬২]

ব্যাখ্যা : খত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন : এটা দলীল হিসেবে সাব্যস্ত যে, মদপানের দণ্ড সবচেয়ে হালকা আর সকল কুকর্মের মধ্যে এর ভয়াবহতা হালকা।

আর সম্ভাবনা রয়েছে 'আব্বাস (রাঃ)-এর ঘরে প্রবেশ করার পরও তাকে হাদ্দ ক্বায়িমের নির্দেশ দেয়া হয়নি, কেননা মদ পান করার তার স্বীকারোক্তি অথবা সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হয়নি শুধু মাতলামীর বর্ণনা দ্বারা হাদ্দ প্রযোজ্য হয় না। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৪৬৬)

---

[৮৬১] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৪৪৭৭।

[৮৬২] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ৪৪৭৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭৫০৯।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٦٢٣-[١٠] عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيْدِ النَّخْعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ يَقُوْلُ: مَا كُنْتُ لِأُقِيْمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوْتَ فَأَجِدَ فِيْ نَفْسِيْ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ وَذٰلِكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৬২৩-[১০] 'উমায়র ইবনু সা'ঈদ আন্ নাখ'ঈ রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : (কোনো অপরাধে) কারো ওপর আমি দণ্ড প্রয়োগের দরুন যদি সে মারা যায়, তাহলে আমি এজন্য অনুতপ্ত বা দুঃখ প্রকাশ করি না। কিন্তু মদ্যপায়ীর ব্যাপারটি ব্যতিক্রম। যদি সে মারা যায় তাহলে আমি তার দিয়াত (জরিমানা) আদায় করি, কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ দণ্ড নির্ধারণ করেননি। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৬৩]

ব্যাখ্যা : (فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ) যদি সে মদ্যপায়ী শাস্তি প্রয়োগে মৃত্যুবরণ করেছে তখন আমি তার (দিয়াত) জরিমানা আদায় করেছি যে হাক্বদার তাকে। এ হাদীসের ব্যাখ্যা নাসায়ী ও ইবনু মাজায় এসেছে।

عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ مَنْ أَقَمْنَا عَلَيْهِ حَدًّا فَمَاتَ فَلَا دِيَةَ لَهُ إِلَّا مَنْ ضَرَبْنَاهُ فِي الْخَمْرِ.

'উমায়র বিন সা'দ বলেন, 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : যাদের ওপর দণ্ড প্রয়োগ করে তাতে যদি মারা যায় তাহলে কোনো জরিমানা নেই, তবে যাদেরকে মদ পানের জন্য প্রহার করে (তাতে মারা গেলে সে বিষয়টি স্বতন্ত্র)। আর সকলেই ঐকমত্য হয়েছে দণ্ড প্রয়োগে প্রহারের ফলে মারা গেলে হত্যাকারীর ওপর কোনো জরিমানা নেই, তবে মদ্যপানের ওপর প্রয়োগ করলে মারা গেলে জরিমানা আছে।

(ফাতহুল বারী ১২শ খণ্ড, হাঃ ৬৭৭৮)

٣٦٢٤-[١١] وَعَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدَّيْلِيِّ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ اِسْتَشَارَ فِيْ حَدِّ الْخَمْرِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَرٰى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذٰى وَإِذَا هَذٰى اِفْتَرٰى فَجَلَدَ عُمَرُ رضي الله عنه فِيْ حَدِّ الْخَمْرِ ثَمَانِيْنَ. رَوَاهُ مَالِكٌ

৩৬২৪-[১১] সাওর ইবনু যায়দ আদ্ দায়লামী রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু মদ্যপায়ীর দণ্ডের ব্যাপারে সহাবীগণের নিকট পরামর্শ চাইলেন। তখন 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন : আমি মনে করি তাকে আশিবার চাবুক মারা হোক। কেননা যখন সে মদ পান করে, তখন সে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আর নেশাগ্রস্তের দরুন আবোল-তাবোল কথা বকতে থাকে, এমনকি তখন সে মিথ্যা অপবাদও রটায়। তখন 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু মদ্যপায়ীকে আশিবার চাবুক মারার নির্দেশ দিলেন। (মালিক)[৮৬৪]

ব্যাখ্যা : ত্বীবী বলেন : মদ্যপানের দণ্ড মিথ্যা অপবাদ দেয়া ব্যক্তির মতো তথা আশি বেত্রাঘাত।

«بَابُ مَا لَا يُدْعٰى عَلَى الْمَحْدُوْدِ» সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য বদ্‌দু'আ না করা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৮৬৩] **সহীহ :** বুখারী ৬৭৭৮, মুসলিম ১৭০৭, আহমাদ ১০৮৪, ইরওয়া ২৩৮১।

[৮৬৪] **সহীহ :** মালিক ১৬৩৩, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৮১৩২।

(٤) بَابُ مَالَا يُدْعٰى عَلَى الْمَحْدُوْدِ

অধ্যায়-৪ : দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বদ্‌দু'আ না করা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٦٢٥-[١] عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا اِسْمُهٗ عَبْدُ اللّٰهِ يُلَقَّبُ حِمَارًا كَانَ يُضْحِكُ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ جَلَدَهٗ فِي الشَّرَابِ فَأُتِيَ بِهٖ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهٖ فَجُلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : اَللّٰهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتٰى بِهٖ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَا تَلْعَنُوْهُ فَوَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهٗ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৬২৫-[১] 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তির নাম ছিল 'আবদুল্লাহ, কিন্তু তাকে 'হিমার' (গাধা) উপাধিতে ডাকা হতো। সে (অবোধের ন্যায় কথাবার্তা বলে) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হাসাতো। একদিন মদ্যপায়ীর জন্য নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ওপর দণ্ড প্রয়োগ করেছিলেন। এরপর আবার একদিন তাকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আনা হলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে চাবুক মারার নির্দেশ করলেন। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহ! তার ওপর তোমার অভিসম্পাত বর্ষিত হোক। কতবারই না তাকে এ অপরাধে আনা হলো? এমতাবস্থায় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাকে অভিশাপ দিও না। আল্লাহর শপথ! আমি তার সম্পর্কে জানি যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসে। (বুখারী)[৮৬৫]

ব্যাখ্যা : প্রথমটি তার নাম, দ্বিতীয়টি তার উপাধি। (كَانَ يُضْحِكُ النَّبِيَّ ﷺ) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হাসাতেন তবে তার উপস্থিতিতে অথবা এমন কাজ করতেন যাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসতেন।

আবূ 'ইয়ায হিশাম বিন সা'দ, তিনি যায়দ বিন আসলাম-এর সানাদে বলেন যে, এক ব্যক্তি তাকে গাধা নামে উপাধি দেয়া হতো তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ঘি এবং মধুর কোটা বা থলে উপহার দিতেন আর যখন ঘি বা মধুর মালিক এসে তাকে তাগাদা দিতো (মূল্যের জন্য) তিনি তখন তাকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়ে আসতেন এবং বলতেন একে তার মূল্য দিয়ে দিন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু হাসতেন, অতঃপর বলতেন তাকে দাও

তিনি আল্লাহর রসূলকে ভালোবাসতেন। যখনই তিনি মাদীনাতে প্রবেশ করতেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য কিছু ক্রয় করে নিয়ে এসে বলতেন। এটা আপনার জন্য হাদিয়্যাহ্। যখন দোকানদার এসে মূল্য চাইতো তখন তিনি বলতেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি মূল্যটি দিয়ে দিন জবাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : তুমি কি আমাকে এটা হাদিয়্যাহ্ হিসেবে প্রদান করনি? তখন লোকটি বলতেন আমার কাছে তো তেমন কিছুই নেই। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসতেন আর আদেশ দিতেন দোকানদারকে মূল্য দিতে। (ফাতহুল বারী ১২শ খণ্ড, হাঃ ৬৭৮০)

হাদীসের শিক্ষা : * উপাধি নামে ডাকা বৈধ। * পাপ কাজ করা সত্ত্বেও পাপীর অন্তরে আল্লাহ এবং রসূলের ভালোবাসা বিদ্যমান থাকে। * মদ্যপান বার বার করলে দণ্ড হিসেবে হত্যা করা যাবে না। ইবনু 'আব্দুল বার বলেন, লোকটিকে পঞ্চাশ বারের অধিক মদ্যপানের অপরাধে নিয়ে আসা হয়েছিল।

---

[৮৬৫] সহীহ : বুখারী ৬৭৮০।

٣٦٢٦ - [٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَالَ: «اضْرِبُوهُ» فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللّٰهُ قَالَ: «لَا تَقُوْلُوْا هٰكَذَا لَا تُعِيْنُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৬২৬-[২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈক ব্যক্তিকে নাবী (ﷺ)-এর নিকট আনা হলো, যে মদ পান করেছিল। তিনি (ﷺ) বললেন : তোমরা তাকে প্রহার করো। রাবী বলেন : তখন আমাদের মাঝে কেউ হাত দ্বারা, কেউ জুতার দ্বারা, আবার কেউ বা কাপড় (পেঁচিয়ে লাঠির মতো বানিয়ে তা) দ্বারা আঘাত করল। অতঃপর লোকটি যখন চলে গেল, তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুক। তখন এটা শুনে নাবী (ﷺ) বললেন : এরূপ বলো না। তার ওপর শায়ত্বনকে সাহায্য করো না। (বুখারী)[৮৬৬]

ব্যাখ্যা : (لَا تَقُوْلُوْا هٰكَذَا لَا تُعِيْنُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ) তোমরা তাকে এরূপ বলো না, তার প্রতি শায়ত্বনকে সাহায্য করো না। অন্য বর্ণনায় এসেছে, «لَا تَكُوْنُوْا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلٰى أَخِيكُمْ» তোমরা তোমাদের ভাইয়ের বিরুদ্ধে শায়ত্বনের সাহায্যকারী হয়ো না।

আর তাদের সাহায্য শায়ত্বনকে করার অর্থ হলো শায়ত্বন চায় তার পাপকাজ তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করুক আর তা পাপীকে লাঞ্ছিত এর মাধ্যমে অর্জিত হয় আর যখন লোকেরা পাপীকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে এতে শায়ত্বনের উদ্দেশ্য সফল হয়। আর আবূ দাউদে অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে, «وَلٰكِنْ قُوْلُوا اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ» বরং তোমরা বলো, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করো এবং তার প্রতি দয়া কর।

(ফাতহুল বারী ১২শ খণ্ড, হাঃ ৬৭৭৭)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٦٢٧ - [٣] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ الْأَسْلَمِيُّ إِلٰى نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ فَشَهِدَ عَلٰى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذٰلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَقَالَ: «أَنِكْتَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «حَتّٰى غَابَ ذٰلِكَ مِنْكَ فِي ذٰلِكَ مِنْهَا» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءُ فِي الْبِئْرِ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «هَلْ تَدْرِي مَا الزِّنَا؟» قَالَ: نَعَمْ أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ حَلَالًا قَالَ: «فَمَا تُرِيدُ بِهٰذَا الْقَوْلِ؟» قَالَ: أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَسَمِعَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: انْظُرْ إِلٰى هٰذَا الَّذِي سَتَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ حَتّٰى رُجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ فَسَكَتَ عَنْهُمَا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً حَتّٰى مَرَّ بِجِيفَةِ حِمَارٍ شَائِلٍ بِرِجْلِهِ فَقَالَ: «أَيْنَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ؟» فَقَالَا: نَحْنُ ذَانِ يَا

[৮৬৬] সহীহ : বুখারী ৬৭৭৭, আবূ দাউদ ৪৪৭৭, আহমাদ ৭৯৮৫।

رَسُوْلَ اللهِ! فَقَالَ: «انْزِلَا فَكُلَا مِنْ جِيفَةِ هٰذَا الْحِمَارِ» فَقَالَا: يَا نَبِيَّ اللهِ! مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هٰذَا؟ قَالَ: «فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا اٰنِفًا أَشَدُّ مِنْ أَكْلٍ مِنْهُ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِه إِنَّهُ الْاٰنَ لَفِىْ اَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْغَمِسُ فِيهَا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৬২৭-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মা'ইয আল আসলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট স্বীকারোক্তি দিল যে, সে জনৈকা নারীর সাথে অবৈধ কাজ করেছে। সে কথাটি চারবার স্বীকার করল, কিন্তু তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার দিক হতে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তথাপিও সে প্রত্যেকবারই একই কথার পুনরাবৃত্তি করল। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পঞ্চমবারে তার দিকে ফিরে বললেন : তুমি কি ঐ মহিলার সাথে সহবাস করেছ? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : আচ্ছা! তোমার পুরুষাঙ্গ তার লজ্জাস্থানের মধ্যে প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল? সে বলল : হ্যাঁ। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তবে কি যেমনটি সুরমা শলাকা সুরমাদানির মধ্যে এবং রশি কূপের ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যায়। সে বলল : জ্বী, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তুমি কি জানো যিনা কাকে বলে? সে বলল : হ্যাঁ, জানি। আমি তার সাথে অবৈধভাবে এমন কাজ করেছি, যা কোনো মানুষ তার স্ত্রীর সাথে বৈধভাবে সঙ্গম করে। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, এসব কথার দ্বারা কি বলতে চাচ্ছ? সে বলল : আমি চাই আপনি আমাকে পাক-পবিত্র করে দেন। সুতরাং নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে হত্যা করার নির্দেশ করলেন। ফলে তাকে হত্যা করা হলো। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার দু'জন সহাবীকে বলতে শুনলেন, তাদের মধ্যে একে অপরকে বলছে– এ লোকটির প্রতি লক্ষ্য করো। আল্লাহ তা'আলা যার দোষ-ত্রুটি গোপন করেছিলেন, কিন্তু তার নাফ্স তাকে ছাড়ল না। ফলে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হলো যেভাবে কুকুরকে পাথর নিক্ষেপ করা হয়। তাদের উভয়ের কথা শুনে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নীরব থাকলেন। তারপর কিছুক্ষণ পথ চলাকালে হঠাৎ এমন একটি মৃত গাধার নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন যার পা ফুলে উপরের দিকে উঠে রয়েছে। এবার তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন : অমুক, অমুক! (ঐ দু' ব্যক্তি) কোথায়? তারা বলল : হে আল্লাহর রসূল! এই তো আমরা। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তোমরা দু'জন নামো এবং এ মৃত গাধাটির গোশ্ত খাও। তারা দু'জন বলল : হে আল্লাহর নাবী! এ মৃত গাধার গোশ্ত কে খেতে পারবে? অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তোমরা কিছুক্ষণ পূর্বেই তোমাদের ভাইয়ের যে ইয্যত-আব্রু নষ্ট করেছ, তা এই মৃত গাধার গোশ্ত খাওয়ার চেয়েও মারাত্মক ছিল। সে সত্তার কৃসম! যার হাতে আমার জীবন। নিঃসন্দেহে সে (মা'ইয রাযিয়াল্লাহু আনহু) এখন জান্নাতের নহরসমূহে ডুব দিয়ে (ঘুড়ে) বেড়াচ্ছে (আবূ দাঊদ)[৮৬৭]

ব্যাখ্যা : ত্বীবী (রহঃ) বলেন : এসব প্রশ্ন করার কারণ হলো অজ্ঞতার দ্বারা তার সাক্ষ্য থেকে তাকে ফিরিয়ে আনা যাতে তার ওপর কঠিন শাস্তি বাস্তবায়ন না হয় এবং আল্লাহর অধিকার আছে সহজ করা তার ইমাম তথা বিচারকের জন্য বৈধ আছে আসামীর অস্বীকারের কারণে দণ্ড মাওকূফ করা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٦٢٨ - [٤] وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذٰلِكَ الذَّنْبِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ» رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ

[৮৬৭] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ৪৪২৮, ইরওয়া ২৩৫৪। কারণ এর নাসাদে আবুয্ যুবায়র একজন অপরিচিত রাবী।

৩৬২৮-[৪] খুযায়মাহ্ ইবনু সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো অপরাধ করে এবং তার ওপর ঐ অপরাধের দণ্ড কার্যকর হয়, তখন উক্ত দণ্ডই তার জন্য কাফ্‌ফারাহ্ হয়ে যায়। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৮৬৮]

ব্যাখ্যা : (كَفَّارَتُهٗ) তার অপরাধের কাফ্‌ফারাহ্ হয়ে যায় তথা সেই গুনাহকে মিটিয়ে দেয়।

ইবনু হাজার 'আরবা'ঈন হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, শুধু দণ্ড ক্বায়িম করা কাফ্‌ফারাহ্ স্বরূপ যেমন মুসলিমের হাদীস তবে তা দণ্ডের পাপের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর তাওবাহ্ ছেড়ে দেয়ার দৃষ্টিতে তথা তাওবাহ্ না করলে দণ্ডও কাফ্‌ফারাহ্ হিসেবে কার্যকর হবে না, সুতরাং অবশ্যই তাওবাহ্ করতে হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٦٢٩ ـ [٥] وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَصَابَ حَدًّا فَعُجِّلَ عُقُوبَتَهُ فِي الدُّنْيَا فَاللّٰهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عَلٰى عَبْدِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الْاٰخِرَةِ وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا فَسَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللّٰهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৩৬২৯-[৫] 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী হয় এবং দুনিয়াতে তার ওপর তা কার্যকরী হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার প্রতি সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ। সুতরাং পরকালে তাকে দ্বিতীয়বার অপরাধী করবেন না। আর যে ব্যক্তি কোনো অপরাধ করল আর আল্লাহ তা'আলা তার দোষ-ত্রুটিকে গোপন করে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা অনেক দয়ালু-মেহেরবান। অতএব পরকালে তাকে ঐ অপরাধের জন্য আর শাস্তি দেবেন না, যা তিনি দুনিয়াতে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

(তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ্; আর ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে গরীব বলেছেন)[৮৬৯]

ব্যাখ্যা : জুমহূরদের মতে বান্দার পাপ কাজ গোপন করা আর আল্লাহর নিকট তাওবাহ্ করা প্রকাশ করার চেয়ে উত্তম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ مِنَ الْفَصْلُ الثَّالِثُ.

এ অধ্যায়ে তৃতীয় অনুচ্ছেদ নেই।

(٥) بَابُ التَّعْزِيْرِ

অধ্যায়-৫ : সাবধানতা অবলম্বনে শাস্তি প্রদান

التَّعْزِيْرِ হলো হাদ্দ ব্যতীত শিক্ষা দেয়া বা সতর্ক করা। ইবনু হুমাম বলেন : এটা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত, আল্লাহ বলেন :

﴿وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾

---

[৮৬৮] **হাসান :** শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৫৯৪, আহমাদ ২১৮৭৬, সহীহাহ্ ২৩১৭।

[৮৬৯] **য'ঈফ :** তিরমিযী ২৬২৬, য'ঈফ আল জামি' ৫৪২৩, ইবনু মাজাহ ২৬০৪। কারণ এর সানাদে আবূ ইসহাক্ব আস্ সাবিয়ী একজন মুদাল্লিস রাবী।

"এবং তাদেরকে প্রহার করো যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায় তবে আর তাদের জন্য অন্য কোনো পথ অনুসন্ধান করো না"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৩৪)। আয়াতে স্ত্রীদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রহারের আদেশ দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা।

'কাফী'তে রয়েছে, «لَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ» রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তুমি তোমার পরিবার থেকে তোমার লাঠিকে উঠিয়ে রাখবে না।

নাবী ﷺ আরো বলেছেন, আল্লাহ ঐ ব্যক্তির ওপর রহম করুন যখনই তার পরিবার তাকে দেখে তার ঘারে লাঠি ঝুলালো।

আর এ সংক্রান্ত সবচেয়ে শক্তিশালী হাদীস হলো «فَاضْرِبُوهُمْ عَلٰى تَرْكِهَا بِعَشْرٍ فِي الصِّبْيَانِ» তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে তাদের বয়স যখন দশ বছর, এমতাবস্থায় যদি তারা সলাত ছেড়ে দেয়। এটা সুস্পষ্ট দলীল- সতর্কতামূলক শাস্তি প্রদান করা বৈধ। সহাবীরাও এ বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছেন। আর তাম্রুত'শী সারাখসী থেকে উল্লেখ করে বলেন, সতর্কতামূলক শাস্তিতে কোনো সীমানা নেই বরং বিচারক যা ভালো মনে করেন তা করবেন। মূলতঃ উদ্দেশ্য হলো ধমকানো।

মানুষও বিভিন্ন মানের তাদের মধ্যে কাউকে উপদেশের মাধ্যমে সতর্ক করবে, আবার কারো ক্ষেত্রে চর থাপ্পড়, আবার কারো ক্ষেত্রে কয়েদ করে রাখা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٦٣٠-[١] عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نَيَّارٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللّٰهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৬৩০-[১] আবূ বুরদাহ্ ইবনু নাইয়্যার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত দণ্ড ব্যতীত অন্য কোনো অপরাধে দশ চাবুকের বেশি কার্যকর করা বৈধ হবে না। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৭০]

ব্যাখ্যা : 'উলামারা মতানৈক্য করেছেন সতর্কতামূলক শাস্তি প্রদানে দশ বেত্রাঘাতে সীমাবদ্ধ হবে না বেশী হবে।

আহমাদ বিন হাম্বাল এবং আশহাব আল মালিকী বলেন : দশ বেত্রাঘাতের বেশী বৈধ না। আর জুমহূর সহাবী, তাবি'ঈ এবং তাদের পরবর্তী 'উলামারা দশের বেশী বেত্রাঘাত করা বৈধ সাব্যস্ত করেছেন।

এরপরে তারা মতানৈক্য করেছেন মালিক ও তার সাথীরা এবং আবূ ইউসুফ মুহাম্মাদ। আর আবূ সাওর ও তৃহাবী বলেন, নির্ধারিত কোনো সীমারেখা নেই বরং তা ইমামের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল তিনি ইচ্ছা করলে বাড়াতে পারেন। দণ্ডবিধির সমান তারা বলেন। 'উমার رضي الله عنه তিনি তার আংটি খোদাইকারীকে একশত বেত্রাঘাত করেছিলেন।

আবূ হানীফাহ্ বলেন : চল্লিশের উপর যেন না পৌঁছে। ইবনু আবূ লায়লা বলেন : পঁচাত্তর।

---

[৮৭০] **সহীহ :** বুখারী ৬৮৪৮, মুসলিম ১৭০৮, আবূ দাউদ ৪৪৯১, তিরমিযী ১৪৬৩, ইবনু মাজাহ ২৬০১, আহমাদ ১৫৮৩২

শাফি'ঈ ও তার সাথীরা বলেন : সর্বনিম্ন দণ্ডবিধির সীমানা পর্যন্ত না পৌছে, সুতরাং দাসের ক্ষেত্রে যেন বিশ এবং স্বাধীনের ক্ষেত্রে চল্লিশ না হয়। জুমহূর সহাবী উপরোক্ত হাদীসের জবাবে বলেন, হাদীসটি রহিত তথা মানসূখ এবং তারা দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন সহাবীরা দশের অধিক দণ্ড প্রয়োগ করেছেন। আর মালিক-এর অনুসারীরা তা'বীল করে বলেন, বিষয়টি রসূল ﷺ-এর যামানায় খাস ছিল। কেননা তাদের সে সময়ে স্বল্প দণ্ডে অপরাধীদের জন্য যথেষ্ট ছিল। তবে এ ব্যাখ্যাটি দুর্বল। আল্লাহই বেশী ভালো জানেন। (শারহু মুসলিম ১১শ খণ্ড, হাঃ ১৭০৮)

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٦٣١ -[٢] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৩৬৩১-[২] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ (কারণবশত) মারধর করে, তখন অবশ্যই যেন মুখমণ্ডলে আঘাত না করে। (আবূ দাঊদ)[৮৭১]

ব্যাখ্যা : মুখমণ্ডলের প্রহার থেকে সে বিরত থাকে, কেননা মানুষের সবচেয়ে দামী অঙ্গ তার সৌন্দর্যের মূল আকর্ষণ বা খনিজ হলো মুখমণ্ডল। এর অনুভূতির উৎপত্তিস্থল, সুতরাং অবশ্যই যেন তা থেকে প্রহার করা, জখম করা, খারাপ করা থেকে বিরত থাকে।

মুনযির বলেন : চেহারাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী সম্মানিত এবং সৌন্দর্য। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চেয়ে এটা বিকৃত করা সবচেয়ে জঘন্য কাজ। বিশেষ করে সাথে লেপ্টে রয়েছে দাঁত। আর আল্লাহ তা'আলা চেহারার আকৃতি সৃষ্টি করেছেন আর এর মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪৪৮১)

٣٦٣٢ -[٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا يَهُودِيُّ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ وَإِذَا قَالَ: يَا مُخَنَّثُ! فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ وَمَنْ وَقَعَ عَلٰى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৩৬৩২-[৩] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : যদি কোনো ব্যক্তি কোনো (মুসলিম) লোককে 'হে ইয়াহূদী' বলে, তাহলে তাকে বিশটি চাবুক মারো। আর যদি বলে 'হে হিজড়া', তাহলে তাকেও বিশটি চাবুক মারো। আর যদি কেউ মাহরাম রমণীর সাথে যিনা করে, তাহলে তাকে হত্যা করো। (তিরমিযী; আর তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব)[৮৭২]

ব্যাখ্যা : (إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ) যখন কোনো মুসলিম ব্যক্তি বলবে, হে ইয়াহূদী! এর অর্থ হলো, হে খৃষ্টান বা হে কাফির!

ত্বীবী বলেন : ইয়াহূদী বলা মানে তাকে কাফির বা অপমান ও লাঞ্ছনা করা। উদ্দেশ্য অনুরূপ হিজড়া বলে একই উদ্দেশ্য। আর যে মাহরাম নারীর সাথে ইচ্ছাকৃতভাবে যিনা করে তাকে তোমরা হত্যা কর। হাদীস দলীল হিসেবে প্রমাণিত হয়, তাকে হত্যা কর।

---

[৮৭১] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৪৪৯৩, সহীহ আল জামি' ৬৭৪।

[৮৭২] **য'ঈফ :** তিরমিযী ১৪৬২, য'ঈফ আল জামি' ৬১০। কারণ এর সানাদে ইব্‌রাহীম বিন ইস্‌মা'ঈল দুর্বল রাবী আর দাঊদ বিন হুসায়ন একজন মুনকার রাবী।

মুযহির বলেন : আহমাদ বলেন, হাদীসের ভাষ্য মতে তাকে হত্যা কর। আর অন্যান্যরা বলেন : এর দ্বারা ভীতিপ্রদর্শন উদ্দেশ্য আর তা না হলে তার হুকুম অন্য সকল যিনাকারীর মতো বিবাহিত হলে রজম করা হবে আর অবিবাহিত চাবুক মারা হবে। অনুরূপ মিরক্বাতে বলা হয়েছে তবে আমি ভাষ্যকর বলি, আহমাদের মতই অধিক সঠিক হাদীসকে ভীতিপ্রদর্শনের উদ্দেশে ব্যবহার করা ঠিক হবে না।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৪৬২)

٣٦٣٣ - [٤] وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهٗ وَاضْرِبُوهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৩৬৩৩-[৪] 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি তোমরা কোনো লোককে আল্লাহর পথে খিয়ানাত করতে (আত্মসাৎ করতে) দেখতে পাও, তাহলে তার ধন-মাল ও আসবাব জ্বালিয়ে ফেল এবং তাকে প্রহার করো।

(তিরমিযী ও আবূ দাঊদ; আর ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব)[৮৭৩]

ব্যাখ্যা : غَلَّ "গল্লুন" বলা হয় গনীমাতের মাল বণ্টন করার পূর্বে চুরি করা।

মুযহির বলেন : ইসলামের প্রথম যুগে এ জাতীয় মালকে পুড়িয়ে দেয়ার শাস্তি ছিল, পরে এ বিধান রহিত হয়ে গেছে। ইমাম খত্ত্বাবী বলেন : আত্মসাৎ করাকে দৈহিক শাস্তি দেয়ার মধ্যে কারো মতভেদ নেই, তবে মাল সম্পদ জ্বালানোর ব্যাপারে হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন : জানোয়ার ও কুরআন ব্যতীত অন্য মাল জ্বালিয়ে দেয়া হবে। তবে 'উলামাগণের এক জামা'আত বলেন, আত্মসাৎকৃত মাল পোড়ানো যাবে না। বরং ওটা মুহাজিরদের মাঝে ফেরত দিতে হবে। ইমাম শাফি'ঈ বলেন : দৈহিক সাজা দেয়া হবে মাল পোড়ানো যাবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ مِنَ الْفَصْلُ الثَّالِثُ.

এ অধ্যায়ে তৃতীয় অনুচ্ছেদ নেই।

(٦) بَابُ بَيَانِ الْخَمْرِ وَوَعِيْدِ شَارِبِهَا

অধ্যায়-৬ : মদের বর্ণনা ও মধ্যপায়ীকে ভীতিপ্রদর্শন করা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٦٣٤ - [١] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اَلْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: اَلنَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[৮৭৩] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ২৭১৩, তিরমিযী ১৪৬১, য'ঈফ আল জামি' ৭১৭। কারণ এর সানাদে সালিহ বিন মুহাম্মাদ বিন যায়িদাহ্ একজন দুর্বল রাবী।

৩৬৩৪-[১] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দু' প্রকার গাছ থেকে (প্রকৃত) মদ প্রস্তুত হয়- সেটা হলো খেজুর ও আঙ্গুর। (মুসলিম)[৮৭৪]

ব্যাখ্যা : এটা দলীল হিসেবে প্রমাণিত যে, মাদক জাতীয় তৈরি করা হয় খেজুর, আঙ্গুর, কিসমিস ও অন্যান্য ফল থেকে যাকে মদ বলে। এটা হারাম যখন তা নেশাগ্রস্ত করে। এটা জুমহূরের মাযহাব। আর এটা নিষেধ করে না মদ তৈরি করাকে বীজ, মধু, গম ইত্যাদি থেকে। এগুলো শব্দ সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত।

ত্বীবী বলেন : হাদীসের মুখ্য অর্থ এটা নয় যে, কেবলমাত্র এ দু' জিনিস দ্বারাই মদ তৈরি হয়। বরং হাদীসের অর্থ হলো যে, যে সমস্ত জিনিস থেকে মদ প্রস্তুত হয় খেজুর ও আঙ্গুর তাদের মধ্যে অন্যতম। আর 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে আরো পাঁচটি যোগ করেছেন। মদ হলো যা আকলকে বা বিবেককে বিকৃত করে বা লোপ করে তোলে। (শারহু মুসলিম ১৩শ খণ্ড, হাঃ ১৯৮৫)

٣٦٣٥ - [٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلٰى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: اَلْعِنَبُ وَالتَّمْرُ وَالْحِنْطَةُ وَالشَّعِيْرُ وَالْعَسَلُ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৬৩৫-[২] ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বারের উপর (দাঁড়িয়ে) খুত্ববাহ্ প্রদানকালে বললেন : নিশ্চয় মদ হারাম সাব্যস্ত (নাযিল) হয়েছে। আর তা সাধারণত পাঁচ প্রকারের জিনিস দ্বারা প্রস্তুত হয়; যথা- আঙ্গুর, খেজুর, গম, যব ও মধু। আর মদ তা-ই যা জ্ঞান-বুদ্ধিকে বিলুপ্ত করে দেয়। (বুখারী)[৮৭৫]

ব্যাখ্যা : (نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ) উদ্দেশ্য হলো বস্তুতঃ ঐ পাঁচ প্রকার জিনিস থেকে মদ তৈরি হয়, তবে এ পাঁচ প্রকার জিনিস থেকেই যে মদ তৈরি হয় এমনটি খাস না।

'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু মিম্বারে ভাষণ দিয়েছেন যা সহাবীদের সামনে কেউ বিষয়টিকে অস্বীকার করেননি। তিনি সূরাহ্ আল মায়িদার আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন, "হে মু'মিনগণ! এই যে, মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ- এসব শায়ত্বনের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।" (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৯০)

'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ইচ্ছা পোষণ করেন : সতর্কতার যে এ আয়াত থেকে মদ শুধু আঙ্গুরের মাধ্যমে নয় বরং অন্যান্য থেকেও প্রস্তুত হয়। আর আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এরও হাদীস সমর্থন করে।

সুনানে 'আরবাতে এসেছে, নু'মান বিন বাশীর বলেন : আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি বলেন :

إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ الْعَصِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالذُّرَةِ وَإِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ.

নিশ্চয় মদ রস থেকে, কিসমিস, খেজুর, গম, যব এবং বীজ থেকে আর আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি প্রত্যেক নেশাদ্রব্য জিনিস থেকে। (ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৫৫৮৮)

---

[৮৭৪] **সহীহ :** মুসলিম ১৯৮৫, আবূ দাউদ ৩৬৭৮, নাসায়ী ৫৫৭৩, তিরমিযী ১৮৭৫, ইবনু মাজাহ ৩৩৭৮, আহমাদ ৭৫৫৩, সহীহাহ্ ৩১৫৯, সহীহ আল জামি' ৩৩৪৬।

[৮৭৫] **সহীহ :** বুখারী ৫৫৮৮, মুসলিম ৩০৩২, আবূ দাউদ ৩৬৬৯, নাসায়ী ৫৫৭৮।

٣٦٣٦ -[٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ وَمَا نَجِدُ خَمْرَ الْأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلًا وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৬৩৬-[৩] আনাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদ যখন হারাম করা হয় তখন আমাদের মাঝে আঙ্গুরের তৈরি মদ খুব কমই পেতাম। আমাদের মদ সাধারণত কাঁচা ও পাকা খেজুর হতেই প্রস্তুত হয়। (বুখারী)[৮৭৬]

ব্যাখ্যা : এতে সংবাদ রয়েছে যে, মদ হারাম হয়েছে। যখন আল্লাহ তা'আলা মদ হারামের ব্যাপারে কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন আর রসূল -ও তা হারামের ব্যাপারে বলেছেন। আর যখন সহাবীরা বললেন, আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে। অথবা হারাম হয়েছে বা অনুরূপ জাতীয় শব্দ, তাহলে বুঝতে হবে তা মারফূ' হাদীস তথা রসূল পর্যন্ত পৌঁছেছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٦٣٧ -[٤] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ وَهُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৬৩৭-[৪] 'আয়িশাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ -কে বিত্'ই (মধুর প্রস্তুতকৃত মদ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি () বললেন : যে কোনো নেশা সৃষ্টিকারী পানীয় হারাম। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৭৭]

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী বলেন : এতে স্পষ্ট যে, সকল প্রকারের নেশাগ্রস্ত নাবীয বা পানীয় হারাম তার মদ চাই আঙ্গুর থেকে হোক বা খেজুর। কাচা পাকা খেজুর, কিসমিস, যব, বীজ, মধু বা অন্য দ্রব্য থেকে হোক না কেন। এটা আমাদের মাযহাব এ মতে মালিক, আহমাদ, জুমহূররা রায় দিয়েছেন।

তবে আবূ হানীফাহ্ বলেন : আঙ্গুর ও খেজুরের ফলে পানীয় হারাম চাই তা কম হোক বা বেশী হোক তবে যদি তা করা হয় আর তাতে এক-তৃতীয়াংশ কমে আসে তাহলে হারাম হবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٦٣٨ -[٥] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৬৩৮-[৫] ইবনু 'উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : নেশা উদ্রেককারী প্রত্যেক জিনিসই 'মদ' আর প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী জিনিসই হারাম। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করেছে এবং অবিরত পান করতে থাকে এবং তা থেকে তাওবাহ্ না করেই মৃত্যুবরণ করেছে, তাহলে সে পরকালে তা (জান্নাতী সুপেয় মদ) পান করতে পারবে না। (মুসলিম)[৮৭৮]

ব্যাখ্যা : (لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ধমকানো ও কঠিন শাস্তি।

---

[৮৭৬] **সহীহ :** বুখারী ৫৫৮০, আহমাদ ১৩২৭৫।

[৮৭৭] **সহীহ :** বুখারী ৫৫৮৬, মুসলিম ২০০১, আবূ দাউদ ৩৬৮২, নাসায়ী ৫৫৯৪, তিরমিযী ১৮৬৩, আহমাদ ২৪৬০২, দারিমী ২১৪২।

[৮৭৮] **সহীহ :** মুসলিম ২০০৩, আবূ দাউদ ৩৬৭৬, নাসায়ী ৫৬৭৩, তিরমিযী ১৮৬১, আহমাদ ৫৭৩০, সহীহ আল জামি' ৪৫৫৩, সহীহ আত্ তারগীব ২৩৬১।

নিহায়াতে বলা হয়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না, কেননা মদ জান্নাতের পানীয়। যখন তা আখিরাতে পান করতে পারবে না তাহলে সে জান্নাতেই প্রবেশ করতে পারবে না। ইমাম নাবাবী বলেন : জান্নাতে প্রবেশ করবে তবে তার জন্য সেখানে মদ হারাম হবে। কারণ এটা জান্নাতের পানীয় বস্তু। আর এই পাপিষ্টের জন্য এটা হারাম হবে, কেননা সে দুনিয়াতে পান করেছে।

আবার কেউ কেউ বলেছেন তার নাফস্ এটা চাইতে ভুলে যাবে, কেননা প্রবৃত্তি যা চাবে তাই পাবে। আবার কারো মতে স্মরণ হলেও তার মন তা চাবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٦٣٩ -[٦] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُوْنَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوَ مُسْكِرٌ هُوَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ عَلَى اللهِ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ». قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৬৩৯-[৬]- জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন ইয়ামান থেকে জনৈক ব্যক্তি এসে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)—এর নিকট ‘জোয়ার’ হতে প্রস্তুতকৃত মদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল, যা ‘মিয্‌র’ বলে পরিচিত তাদের দেশে পান করা হয়। তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, তা কি নেশা উদ্রেক করে? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, নেশা উদ্রেককারী এমন প্রত্যেক জিনিসই হারাম। আর আল্লাহ তা‘আলার ওয়া‘দাহ্ হলো, যে ব্যক্তি কোনো নেশা সৃষ্টিকারী জিনিস পান করবে, তিনি তাকে ‘ত্বীনাতুল খবাল’ পান করাবেন। সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রসূল! ‘ত্বীনাতুল খবাল’ কি জিনিস? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তা জাহান্নামীদের শরীরের ঘাম অথবা বলেছেন, জাহান্নামীদের রক্ত ও পুঁজ। (মুসলিম)[৮৭৯]

ব্যাখ্যা : আল্লাহ প্রতিজ্ঞা করে বলেন, তিনি তাঁর সম্মান ও মর্যাদার প্রতিজ্ঞা করেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٦٤٠ -[٧] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ. وَقَالَ: «اِنْتَبِذُوْا كُلَّ وَاحِدٍ عَلٰى حِدَةٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৬৪০-[৭] আবূ কৃতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাঁচা ও শুকনা খেজুরকে মিশিয়ে এবং শুকনা আঙ্গুর ও শুকনা খেজুরকে মিশিয়ে এবং কাঁচা ও তাজা খেজুরকে মিশিয়ে পানীয় (নাবীয বা শরবত) প্রস্তুত করতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর বলেছেন : প্রত্যেকটি দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে পানীয় তৈরি করতে পারো। (মুসলিম)[৮৮০]

ব্যাখ্যা : বিপরীত জাতীয় জিনিসকে একত্রে মিশ্রিত করে ভিজানোর নিষেধের কারণ হলো তাতে দ্রুত মাদকতা সৃষ্টি হয়।

আর ইমাম মালিক ও আহমাদ বলেন : দু’ বিপরীত জাতীয় জিনিস মিশ্রিত করে ভিজানোর পর মাদকতা সৃষ্টি না হলেও তা হারাম। হাদীসের ভাষ্যমতে, আর আবূ হানীফাহ্ ও শাফি‘ঈ-এর মতে মাদকতা সৃষ্টি না হলে হারাম হবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৮৭৯] **সহীহ :** মুসলিম ২০০২, নাসায়ী ৫৭০৯, আহমাদ ১৪৮৮০, সহীহ আল জামি‘ ৪৫৫১।

[৮৮০] **সহীহ :** মুসলিম ১৯৮৮, আবূ দাউদ ৩৭০৪, আহমাদ ২২৬১৮।

٣٦٤١ ـ[٨] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ يُتَّخَذُ خَلًّا؟ فَقَالَ: «لَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৬৪১-[৮] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, মদকে সিরকা বানিয়ে নেয়া জায়িয আছে কিনা? তিনি (ﷺ) বললেন : না। (মুসলিম)[৮৮১]

ব্যাখ্যা : এটা সুস্পষ্ট দলীল যে, শাফি'ঈ ও জুমহূরের নিকট মদকে সিরকা বানানো জায়িয নেই আর তা সিরকা করলেও পবিত্র হয় না। আর অন্য কোনো জিনিস মিশ্রিত করে সিরকায় পরিণত করলেও ওটা পাক ও হালাল হবে না। তবে রোদ্রের তাপে পরিবর্তিত হলে কারো মতে পবিত্র হবে। আবার কারো মতে পবিত্র হবে না। আর সবারই ঐকমত্য যদি নিজে নিজেই পরিবর্তন হয় তাহলে পবিত্র বলে গণ্য হবে।
(শারহু মুসলিম ১৩শ খণ্ড, হাঃ ১৯৮৩)

٣٦٤٢ ـ[٩] وَعَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ. فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৬৪২-[৯] ওয়ায়িল আল হায্‌রামী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ত্বারিক ইবনু সুওয়াইদ رضي الله عنه নাবী ﷺ-কে মদ ব্যবহারের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি (ﷺ) তা ব্যবহার করতে নিষেধ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন : তবে আমি যদি তা ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করি? তিনি (ﷺ) বললেন : তা প্রতিষেধক নয়; বরং স্বয়ং ব্যাধি। (মুসলিম)[৮৮২]

ব্যাখ্যা : এটা সুস্পষ্ট দলীল যে, মদ পান করা তা দ্বারা সিরকা তৈরি করা হারাম। আর এটাও সুস্পষ্ট যে, এটা ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করে চিকিৎসা করাও হারাম। কেননা তা ঔষধ নয়।

অনুরূপ পিপাসিত ব্যক্তির জন্য পান করা হারাম। তবে যদি কোনো গ্রাসে গলায় কোনো কিছু হয় এবং গোঙ্গানি শুরু হয় আর এমতাবস্থায় মদ ব্যতীত অন্য পানীয় বস্তু না থাকে তাহলে মদ গলাধঃকরণ করা বৈধ হবে। (শারহু মুসলিম ১৩শ খণ্ড, হাঃ ১৯৮৪)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٦٤٣ ـ[١٠] (صحيح لغيره) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ. فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

---

[৮৮১] **সহীহ :** মুসলিম ১৯৮৩।

[৮৮২] **সহীহ :** মুসলিম ১৯৮৪, শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৫৬৯।

৩৬৪৩-[১০] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি (একবার) মদ পান করে, আল্লাহ তা'আলার কাছে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার সলাত গৃহীত হয় না। তবে যদি সে তাওবাহ্ করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার তাওবাহ্ ক্বূল করেন। অতঃপর যদি সে (দ্বিতীয়বার) মদ পান করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার সলাত ক্বূল করেন না। এরপরও যদি সে তাওবাহ্ করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার তাওবাহ্ ক্বূল করেন। তারপরও যদি সে (তৃতীয়বার) মদ পান করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার সলাত ক্বূল করেন না। পুনরায়ও যদি সে তাওবাহ্ করে, আল্লাহ তা'আলা তার তাওবাহ্ ক্বূল করেন। অতঃপর যদি সে চতুর্থবার মদ পানের পুনরাবৃত্তি করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার সলাত ক্বূল করেন না। এবারও যদি সে তাওবাহ্ করে, আল্লাহ তা'আলা তার তাওবাহ্ ক্বূল করবেন না এবং তাদেরকে জাহান্নামীদের রক্ত ও পুঁজের নহর হতে পান করাবেন। (তিরমিযী)[৮৮৩]

ব্যাখ্যা : সলাতকে উল্লেখ করার কারণ হলো সলাত সর্বোত্তম 'ইবাদাত যখন সলাতই ক্বূল হবে না তখন অন্য কোনো 'ইবাদাতও ক্বূল হবে না।

মুযহির বলেন : মূলতঃ ধমকানোর উদ্দেশে বলা হয়েছে যে, সলাত আদায় করলে ফারযের দায়িত্বমুক্ত হবে ঠিকই কিন্তু সাওয়াব লাভে বঞ্চিত হবে।

ইমাম নাবাবী বলেন : প্রত্যেক আনুগত্য দু'টি দিক রয়েছে। দায়িত্ব থেকে মুক্ত অপরটি সাওয়াবের মর্যাদা অর্জন। আর সলাত ক্বূল না হওয়াতে সাওয়াবের মর্যাদা অর্জিত হয় না। চল্লিশ দিন বলার কারণ সম্ভবতঃ পেটে চল্লিশ দিন পর্যন্ত মদের চিহ্ন পেটে থাকে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٦٤٤ -[١١] وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو.

৩৬৪৪-[১১] আর নাসায়ী, ইবনু মাজাহ্ ও দারিমী এ হাদীসটি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।[৮৮৪]

ব্যাখ্যা : «مَا أَسْكَرَ» যে কোনো বস্তু যদিও পানীয় না হয় যা নেশাগ্রস্ত করে তা হারাম। অধিক পরিমাণ ব্যবহার করলেও স্বল্প পরিমাণও হারাম।

উম্মাহ ঐকমত্য হয়েছে, আঙ্গুরের মদ যদি উথলে এবং ফেনা উঠে তা হারাম হবে এবং এর স্বল্পতেও হারাম হবে।

আর জুমহূরের নিকট আঙ্গুর ছাড়াও যে জিনিস অধিক পরিমাণ ব্যবহার করলে নেশা সৃষ্টি করে তা স্বল্প ব্যবহার করলেও হারাম বলে অপরিহার্য হবে। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৬৭৮)

٣٦٤٥ -[١٢] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

৩৬৪৫-[১২] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে জিনিসে অতিমাত্রায় নেশা আনয়ন করে, তার সামান্য পরিমাণও হারাম। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও ইবনু মাজাহ্)[৮৮৫]

---

[৮৮৩] **সহীহ :** তিরমিযী ১৮৬২, সহীহ জামি' ৬৩১২, সহীহ আত্ তারগীব ২৩৮৩।
[৮৮৪] **সহীহ :** নাসায়ী ৫৬৬৯, ইবনু মাজাহ ৩৩৭৭, দারিমী ২১৩৬, সহীহ জামি' ৬৩১২।

ব্যাখ্যা : হাদীসে সুস্পষ্ট প্রতিবাদ প্রমাণিত হয় হানাফীদের কেউ কেউ বলেন, যে পরিমাণ খেলে বা ব্যবহার করলে নেশাগ্রস্ত হয় তার চেয়ে কম পান করলে তা হারাম হবে না। এটা একটি বাতিল কথা যা সুস্পষ্ট হাদীস দ্বারা বাতিল বলে প্রমাণিত। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৮৬৫)

٣٦٤٦-[١٣] وَعَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

৩৬৪৬-[১৩] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে জিনিসে এক 'ফারক্ব' পরিমাণ নেশা সৃষ্টি করে, তা হাতের অঞ্জলি পরিমাণ হলেও হারাম।

(আহমাদ, তিরমিযী ও আবূ দাঊদ)[৮৮৬]

ব্যাখ্যা : খত্ত্বাবী বলেন : ফারক্ব বলতে ১৬ রিত্বল। নিহায়াহ্ গ্রন্থে বলা হয়েছে, ১৬ রিত্বল তথা ১২ মুদ্রা যা তিন সা'। আহলে হিজাযদের নিকট কারো মতে ফারক্ব হলো পাঁচ ক্বিস্ত আর এক ক্বিস্ত সমান অর্ধেক সা'।

ত্বীবী বলেন : এক "ফারক্ব" আর হাতের অঞ্জলি দ্বারা কম বেশী উদ্দেশ্য। নির্ধারিত কোনো পরিমাণ উদ্দেশ্য। খত্ত্বাবী বলেন : এটা সুস্পষ্ট বর্ণনা নেশাগ্রস্ত সামান্য পানীয় হারাম।

('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৬৮৪)

* এক ফারক্ব পরিমাণ তিন সা'। আর এক সা' সমান প্রায় ৩ কেজি ৩২৪ গ্রাম।

٣٦٤٧-[١٤] وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْرًا وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৩৬৪৭-[১৪] নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : নিশ্চয় গম, যব, খেজুর, কিসমিস এবং মধু থেকেও মদ প্রস্তুত হয়।

(তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও ইবনু মাজাহ্; ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি গরীব)[৮৮৭]

ব্যাখ্যা : হাদীসের অর্থ এমনটি নয় যে, শুধুমাত্র এই পাঁচটি বস্তু থেকেই মদ প্রস্তুত হয়। খাস করার কারণ হলো সে সময় সাধারণ এসব বস্তু থেকে মদ প্রস্তুত হত। সুতরাং যেই বস্তু থেকে মদ তৈরি হোক না কেন চাই তা জোয়ার, সলাত বা গাছের নির্যাস থেকে তার হুকুম হারাম বলে বিবেচিত হবে।

('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৬৭৩)

٣٦٤٨-[١٥] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيمٍ فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُ وَقُلْتُ: إِنَّهُ لِيَتِيمٍ فَقَالَ: «أَهْرِيقُوهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

---

[৮৮৫] **সহীহ :** তিরমিযী ১৮৬৫, আবূ দাঊদ ৩৬৮১, ইবনু মাজাহ ৩৩৯৩, আহমাদ ১৪৭০৩, সহীহ আল জামি' ৫৫৩০।

[৮৮৬] **সহীহ :** তিরমিযী ১৮৬৬, আবূ দাঊদ ৩৬৮৭, আহমাদ ২৪৪৩২, ইরওয়া ২৩৭৬, সহীহ আল জামি' ৪৫৫২।

[৮৮৭] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৩৬৭৬, তিরমিযী ১৮৭২, ইবনু মাজাহ ৩৩৭৯, সহীহ আল জামি' ২২১৭।

৩৬৪৮-[১৫] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট জনৈক ইয়াতীমের কিছু মদ ছিল। অতঃপর যখন সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ নাযিল হলো (অর্থাৎ- মদ হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হলো), তখন আমি এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলাম এবং বললাম, এটাতো ইয়াতীমের মাল। নাবী (ﷺ) বললেন : তবুও তা ঢেলে ফেল। (তিরমিযী)[৮৮৮]

ব্যাখ্যা : হাদীস দলীল হিসেবে প্রমাণিত হয় যে, মদের মালিকানা হওয়া যাবে না। তা আটকিয়ে রাখা যাবে না বরং তা তাৎক্ষণিক ঢেলে ফেলে দিতে হবে এবং এর দ্বারা কেউ উপকারও নিতে পারবে না।
(তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১২৬৩)

٣٦٤٩-[١٦] وَعَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّهُ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لِأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي قَالَ: «أَهْرِقِ الْخَمْرَ وَاكْسِرِ الدِّنَانَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: أَنَّهُ سَأَلَهُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا قَالَ: «أَهْرِقْهَا». قَالَ: أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا؟ قَالَ: «لَا».

৩৬৪৯-[১৬] আনাস (রাঃ) আবূ ত্বলহাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : হে আল্লাহর নাবী! আমি ঐ সকল ইয়াতীমদের জন্য কিছু মদ ক্রয় করেছি, যারা আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হচ্ছে। তিনি (ﷺ) বললেন : মদ ঢেলে ফেল এবং তার পাত্রগুলো ভেঙ্গে ফেল।
(তিরমিযী; অবশ্য তিনি এ হাদীসটিকে য'ঈফ বলেছেন)[৮৮৯]

আর আবূ দাউদ-এর বর্ণনাতে আছে, আবূ ত্বলহাহ্ (রাঃ) নাবী (ﷺ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, তার তত্ত্বাবধানে যে সকল ইয়াতীম আছে, উত্তরাধিকার সূত্রে তারা কিছু মদের মালিক হয়েছে (এমতাবস্থায় তা কি করব?) নাবী (ﷺ) বললেন : তা ফেলে দাও। আবূ ত্বলহাহ্ (রাঃ) বললেন : আমি কি তা দিয়ে সিরকা বানাতে পারব? তিনি (ﷺ)বললেন : না।

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ শাওকানী বলেছেন : এটা জুমহূরের সুস্পষ্ট দলীল মদকে সিরকা করা বৈধ না এবং সিরকা করার মাধ্যমে মদ পবিত্র হয় না। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৬৪৯)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٦٥٠-[١٧] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৬৫০-[১৭] উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) নিষেধ করেছেন এমন প্রত্যেক জিনিস যা নেশা উদ্রেক (আনয়ন) করে এবং জ্ঞান-বুদ্ধি বিলোপ করে দেয়। (আবূ দাউদ)[৮৯০]

ব্যাখ্যা : নিহায়াহ্ গ্রন্থে বলা হয়েছে, اَلْمُفْتِرِ হলো যা পান করলে শরীরকে অবসাদগ্রস্ত করে ফেলে। ত্বীবী বলেন : এটা থেকে দলীল প্রমাণ করা যাবে ভাঙ, হাসিস অন্যান্য বস্তু যা বিবেকশূন্য করে তোলে তা

---

[৮৮৮] **সহীহ :** তিরমিযী ১২৬৩।

[৮৮৯] **হাসান :** তিরমিযী ১২৯৩, আবূ দাউদ ৩৬৭৫, আহমাদ ১২১৮৯।

[৮৯০] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৩৬৮৬, আহমাদ ২৬৬৩৪, য'ঈফাহ্ ৪৭৩২। কারণ এর সানাদে শাহর বিন হাওশাব একজন দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী রাবী।

হারাম। কারণ হলো তা বিবেককে লোপ করে দেয় আর বর্ণনা হয়ে থাকে যে, একজন প্রভাবশালী লোক মিসরের কায়রোতে আসলো আর হাসিস হারাম হওয়ার ব্যাপারে সে দলীল চাইল। আর এজন্য 'উলামাগণের সমাবেশ হলো সেখানে তদানিন্তন যুগের 'উলামাগণ আসলেন। যায়নুদ্দীন 'ইরাক্বী এ হাদীস দ্বারা দলীল সাব্যস্ত করলেন উপস্থিত 'উলামাহ্ সবাই আশ্চর্য হলেন। আর 'ইরাক্বী ও ইবনু তায়মিয়্যাহ্ বলেন : ইজমা হয়েছেন যে হাসিস হারাম আর যে এটাকে হালাল মনে করবে সে কাফির।

ইবনু তাইমিয়্যাহ্ বলেন : হাসিসের সর্বপ্রথম আবিষ্কার হয় হিজরীর ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে যখন তাতার সাম্রাজ্যের প্রকাশ পায়। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৬৫০)

٣٦٥١ ـ[١٨] وَعَنْ دَيْلَمٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ وَنُعَالِجُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هٰذَا الْقَمْحِ نَتَقَوّٰى بِهِ عَلٰى أَعْمَالِنَا وَعَلٰى بَرْدِ بِلَادِنَا قَالَ: «هَلْ يُسْكِرُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «فَاجْتَنِبُوهُ» قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ قَالَ: «إِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَقَاتِلُوهُمْ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৬৫১-[১৮] দায়লাম আল হিম্ইয়ারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আমরা শীতপ্রধান দেশে বসবাস করি। সেখানে আমরা কঠোর পরিশ্রমের কাজ করি এবং গম দ্বারা মদ প্রস্তুত করি। তাই তা পান করে আমরা আমাদের শরীরে শক্তি সঞ্চয় করি এবং শীত হতে আত্মরক্ষা করি। নাবী (ﷺ) বললেন : তা-কি নেশা উদ্রেক করে? আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি (ﷺ) বললেন : তা থেকে বিরত থাকো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, (নিয়মিত আহারের দরুন) মানুষ তা ছাড়তে পারবে না। তিনি (ﷺ) বলেন, যদি তারা তা ছাড়তে না পারে, তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ কর। (আবূ দাঊদ)[৮৯১]

٣٦٥٢ ـ[١٩] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ وَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৬৫২-[১৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) মদ, জুয়া, কূবাহ্ (দাবা) ও গুবায়রা (গম হতে প্রস্তুতকৃত মদ) থেকে নিষেধ করেছেন। আর বলেছেন : নেশা আনয়নকারী প্রত্যেক জিনিসই হারাম। (আবূ দাঊদ)[৮৯২]

ব্যাখ্যা : নিহায়াহ্ গ্রন্থে বলা হয়েছে, পাশা বা দাবা খেলা অথবা তবলা ও সারিন্দা ইত্যাদি বাজানো হারাম। আর الْغُبَيْرَاءِ 'গুবায়রা' হলো এক প্রকার মদ যা হাবশার লোকেরা ভুট্টা থেকে তৈরি করে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٦٥٣ ـ[٢٠] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَلَا قَمَّارٌ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهٗ: «وَلَا وَلَدُ زِنْيَةٍ» بَدَلَ «قَمَّارٍ».

---

[৮৯১] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩৬৮৩, আহমাদ ১৮০৩৫।

[৮৯২] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৩৬৮৫, আহমাদ ৬৪৭৮। তবে আহমাদ-এর বর্ণনাটি শায়খ শু'আয়ব আরনাওত দুর্বল বলেছেন।

৩৬৫৩-[২০] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান, জুয়ারি, অনুগ্রহ করে খোঁটাদানকারী ও সর্বদা মদ্যপায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (দারিমী)[৮৯৩]

অপর বর্ণনাতে আছে, জুয়ারির পরিবর্তে জারজ সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

ব্যাখ্যা : «الْمَنَّانِ» তথা অনুগ্রহ করে খোঁটাদানকারী।

ত্বীবী (রহঃ) বলেন : মানুষকে খোটা দেয়ার উদ্দেশে যে দান করে এবং যাকে দান করে তার ওপর গর্ব অহংকার করে এটা একটি ঘৃণিত কাজ। আর খোটা সৎকর্মকে নষ্ট করে আর এর মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হয় যেমন আল্লাহর বাণী : ﴿لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ "তাদের জন্য অশেষ পুরস্কার"– (সূরাহ্ ফুস্‌সিলাত ৪১ : ৮)। 'জারজ সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করবে না' অর্থ সে যদি তার পিতা-মাতার ন্যায় এই কাজে লিপ্ত হয়। এ শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করা সে হারাম বীর্যে সে সন্তান জন্ম লাভ করে সেও সাধারণত হারাম কাজে লিপ্ত থাকে অথবা স্বয়ং ব্যভিচারীকে জারজ সন্তান বলা হয়েছে যেন তার কুকর্মের দ্বারা প্রমাণ করছে সে এই পদার্থ থেকে জন্মেছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٦٥٤-[٢١] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وهُدًى لِلْعَالَمِينَ وَأَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ وَالْأَوْثَانِ وَالصُّلُبِ وَأَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَحَلَفَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ: بِعِزَّتِي لَا يَشْرَبُ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي جُرْعَةً خَمْرٍ إِلَّا سَقَيْتُهُ مِنَ الصَّدِيدِ مِثْلَهَا وَلَا يَتْرُكُهَا مِنْ مَخَافَتِي إِلَّا سَقَيْتُهُ مِنْ حِيَاضِ الْقُدُسِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

৩৬৫৪-[২১] আবূ উমামাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাকে সমগ্র দুনিয়াবাসীর জন্য রহমাত এবং পথ-প্রদর্শক হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আমার সে মহান প্রভু আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন– সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র, দেব-দেবীর মূর্তি ও শূলি ক্রুশ এবং জাহিলী যুগের রসম-রেওয়াজ মূলোৎপাটন করার। আর আমার মহান প্রতিপালক তাঁর ক্ষমতার ক্বসম করে বলেছেন : আমার যে কোনো বান্দা এক ঢোক মদ পান করবে, আমি তাকে অবশ্যই অনুরূপ জাহান্নামীদের পুঁজ পান করাব। আর যে ব্যক্তি আমার ভয়ে ভীত হয়ে তা পান করা বর্জন করবে, আমি নিশ্চয় তাকে আমার কূপ থেকে (জান্নাতের সুপেয়) পান করাব। (আহ্‌মাদ)[৮৯৪]

ব্যাখ্যা : (أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ) জাহিলী যুগের রসম-রেওয়াজ বলতে নিহায়াহ্ করা তথা মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে জোরে জোরে কাঁদা এবং খানার আয়োজন করা। পাপ কাজের জন্য সাহসিকতা প্রকাশ করা, উত্তেজিত করা এবং বংশ নিয়ে গর্ব করা।

ত্বীবী বলেন : স্বতন্ত্রভাবে মদের বিষয়টি উল্লেখ করার কারণ হলো। তা হলো «أُمُّ الْخَبَائِثِ» তথা পাপ কাজ সংঘটিত হওয়ার মূল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৮৯৩] **সহীহ** : নাসায়ী ৫৬৭২, দারিমী ২১৩৮, সহীহাহ্ ৬৭৩, সহীহ আল জামি' ৭৬৭৬।

[৮৯৪] **য'ঈফ** : আহমাদ ২২৩০৭, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৭৮০৩। কারণ এর সানাদে ফারয বিন ফুযালাহ্ একজন দুর্বল রাবী আর 'আলী বিন যায়দ খুবই দুর্বল রাবী।

٣٦٥٥ - [٢٢] (حسن لغيره) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ

৩৬৫৫-[২২] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তিন শ্রেণীর লোকের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। সর্বদা মদ্যপায়ী, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান এবং দাইয়ূস (পাপাচারী কাজে পরিবারকে বাধা দেয় না)। (আহ্মাদ ও নাসায়ী)[৮৯৫]

٣٦٥٦ - [٢٣] وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تَدْخُلُ الجنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَقَاطِعُ الرَّحِمِ وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ

৩৬৫৬-[২৩] আবূ মূসা আল আশ্'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন : তিন শ্রেণীর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না– সর্বদা মদ্যপায়ী, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং জাদু-টোনায় আস্থাভাজনকারী। (আহ্মাদ)[৮৯৬]

٣٦٥٧ - [٢٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مُدْمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِيَ اللهَ كَعَابِدِ وَثَنٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

৩৬৫৭-[২৪] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে লোক মদ্যপায়ী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, সে মূর্তিপূজক হিসেবে আল্লাহ তা'আলার নিকট উপস্থিত হবে। (আহ্মাদ)[৮৯৭]

٣٦٥٨ - [٢٥] وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

৩৬৫৮-[২৫] আর ইবনু মাজাহ্ হাদীসটি আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন।[৮৯৮]

٣٦٥٩ - [٢٦] وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ.

৩৬৫৯-[২৬] আর বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান-এ বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনু 'উবায়দুল্লাহ (রহঃ) হতে, তিনি তার পিতা হতে। আর ইমাম বায়হাক্বী বলেন, ইমাম বুখারী তাঁর 'তা-রীখ' (ইতিহাস) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ থেকে, আর তিনি তার পিতা থেকে।[৮৯৯]

---

[৮৯৫] **হাসান :** নাসায়ী ২৫৬৩, আহমাদ ৫৩৭২, সহীহ আল জামি' ৩০৫২, সহীহ আত্ তারগীব ২৩৬৬।

[৮৯৬] **য'ঈফ :** আহমাদ ১৯৭৯৮, য'ঈফ আল জামি' ২৫৯৮, য'ঈফ আত্ তারগীব ২১৫৭। কারণ এর সানাদে আবূ হুরায়য 'আবদুল্লাহ বিন আল হুসায়ন একজন দুর্বল রাবী।

[৮৯৭] **হাসান :** আহমাদ ২৪৫৩, সহীহ আল জামি' ৬৫৪৯, সহীহ আত্ তারগীব ২৩৬৪, সহীহাহ্ ৬৭৭। মুহাম্মাদ বিন আল-মুনকাদির ও ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর মাঝে একজন অজ্ঞাত রাবী থাকায় আহমাদ-এর সানাদটি যদিও দুর্বল কিন্তু এর শাহিদ বর্ণনা থাকায় তা হাসান-এর স্তরে উন্নীত হয়েছে।

[৮৯৮] **হাসান :** ইবনু মাজাহ ৩৩৭৫, সহীহ আল জামি' ৫৮৬১।

[৮৯৯] **হাসান :** শু'আবুল ঈমান ৫২০৮।

٣٦٦٠ـ[٢٧] وَعَنْ أَبِي مُوسٰى أَنَّهٗ كَانَ يَقُولُ: مَا أُبَالِيْ شَرِبْتُ الْخَمْرَ أَوْ عَبَدْتُّ هٰذِهِ السَّارِيَةَ دُوْنَ اللّٰهِ. رَوَاهُ النَّسَائِيّ

৩৬৬০-[২৭] আবূ মূসা আল আশ্‘আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন : আমি (পরোয়া করি না) মদ পান করি অথবা আল্লাহ তা‘আলার পরিবর্তে দেব-দেবীদের পূজা করি– এ দু’টির মাঝে কোনো পার্থক্য করি না। (নাসায়ী)[৯০০]

---

[৯০০] **সহীহ মাওকূফ :** নাসায়ী ৫৬৬৩, সহীহ আত্ তারগীব ২৩৬৫।

(١٨) كِتَابُ الْإِمَارَةِ وَالْقَضَاءِ

পর্ব-১৮ : প্রশাসন ও বিচারকার্য

الإمارة শব্দটির অর্থ আমিরের পদ গ্রহণ করা বা চিহ্ন ইত্যাদি। القضاء দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য শার্'ঈ আদালত।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٦٦١ ـ[١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذٰلِكَ أَجْرًا وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৬৬১-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা করল। আর যে আমীরের (নেতার) আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। যে আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমারই অবাধ্যতা করল। প্রকৃতপক্ষে ইমাম (নেতা) হলেন ঢাল স্বরূপ। তার পিছন থেকে যুদ্ধ করা হয়, তার দ্বারা (শত্রুদের কবল থেকে) নিরাপত্তা পাওয়া যায়। সুতরাং শাসক যদি আল্লাহর প্রতি ভয়প্রদর্শন পূর্বক প্রশাসন চালায় এবং ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করে, তাহলে এর বিনিময়ে সে সাওয়াব (প্রতিদান) পাবে। কিন্তু সে যদি এর বিপরীত কর্ম সম্পাদন করে, তাহলে তার গুনাহও তার ওপর কার্যকর হবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৯০১]

ব্যাখ্যা : (مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ) এর ব্যাখ্যায় কুরআনের সূরাহ্ আন্ নিসায় ৮০নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, আয়াতের অর্থ : "যে ব্যক্তি রসূলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহর হুকুম মান্য করবে।"

(وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ) অত্র হাদীস প্রমাণ করে নেতৃত্ব ও প্রতিনিধিত্বের উপর। বলা হয় : 'আরবের কুরায়শ এবং ঐ সময়ের লোকজনের নেতৃত্ব সম্পর্কে জানা ছিল না। তাদের গোত্রের নেতাদের দীন ছিল না। অতঃপর যখন ইসলাম আগমন করে তাদের মাঝে (নেতা বা খলীফা) নিযুক্ত করা হয়, তাদের মাঝের লোকেরা অস্বীকার করে। কেউ কেউ হুকুম মান্য করতে অস্বীকার করে। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে বললেন : নিশ্চয় তাদের আনুগত্য করা আবশ্যক তারা যেন আনুগত্য করে যে ব্যক্তিকে তাদের শাসক বানানো হয়।

[৯০১] সহীহ : বুখারী ২৯৫৭, মুসলিম ১৮৩৫, আহমাদ ৮১৩৪, সহীহ আল জামি' ৬০৪৪।

"ইমাম হলেন ঢাল স্বরূপ।" ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেছেন : যুদ্ধক্ষেত্রে ঢালের মাধ্যমে দুশমনদের আক্রমণ থেকে মুসলিমদের কষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। মানুষকে নিষেধ করবেন কতককে কতকের সাথে যুদ্ধ করা থেকে। ইসলামের ভিতরের অংশকে রক্ষা করবে। ইমামুল মুসলিমীন জনগণকে কাফিরদের সাথে লড়াই করা, ক্রোধ, হিংসা, বিশৃঙ্খলা, হামলা, আক্রমণ থেকে রক্ষা করবেন।

ইবনু তীন (রহঃ) বলেছেন : নিশ্চয় তিনি খত্ত্বাবী (রহঃ)-এর কথা গ্রহণ করেছেন : ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সহাবীদের একটি দলকে বলেছেন : তোমরা কি জান না? নিশ্চয় যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর আল্লাহর আনুগত্য করাই আমার আনুগত্য করা। তারা বলেছেন : হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য প্রদান করি। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে সে যেন শাসকগণেরও অনুসরণ করে।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেছেন : অত্র হাদীসে সকল অবস্থায় শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে ইসলাম এবং মুসলিমদের কালিমাকে একত্রিত করার জন্য। কেননা এর বিপরীত হলো দীন ও দুনিয়ায় তাদের অবস্থার বিশৃঙ্খলা ঘটানো। সকল ক্ষেত্রে অবাধ্যতার আনুগত্য থেকে নিষেধ করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ১৩ খণ্ড, হাঃ ৩৬৬১)

٣٦٦٢ - [٢] وَعَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ يَقُوْدُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ فَاسْمَعُوْا لَهٗ وَأَطِيْعُوْا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৬৬২-[২] উম্মুল হুসায়ন (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যদি কোনো বিকলাঙ্গ কুৎসিত গোলামকেও তোমাদের শাসক (নেতা) নিযুক্ত করা হয়। আর সে আল্লাহ তা'আলার কিতাব অনুযায়ী তোমাদেরকে পরিচালিত করে, তাহলে অবশ্যই তোমরা তার কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে। (মুসলিম)[৬০২]

ব্যাখ্যা : যদি কোনো কান কাটা, নাক কাটা লোককে তোমাদের আমির হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। সে যদি তোমাদরেকে আল্লাহর কিতাবের ও রসূলের নির্দেশ দেয় তোমরা তাকে মেনে নিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাবের ও রসূলের নিয়ম অনুযায়ী নির্দেশ দেয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

* ইমাম সিন্দী (রহঃ) বলেছেন : যদি কোনো দাসকে খলীফা বা আমির হিসেবে নিযুক্ত করা হয় তাহলে তাকে প্রত্যাখ্যান করা যাবে না এবং এটা বলা যাবে না যে, সে আমিরের জন্য উপযুক্ত না। আমিরের আনুগত্য তখন করবে না, যখন সে আল্লাহ তা'আলার হুকুমের বিপরীত নির্দেশ দেয়।

(নাসায়ী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ৪২০৩)

* 'উলামাগণ হাদীসের অর্থ করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা (শাসকগণ) ইসলামকে আঁকড়ে ধরে থাকবে এবং আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করবে যে কোনো অবস্থাতেই হোক, চাই ব্যক্তিগত, দীনগত, চারিত্রিকগত পার্থক্য হোক না কেন তাদের আনুগত্য করা আবশ্যক যদি তাদের ওপর আল্লাহর অবাধ্যতা প্রকাশ না পায়।

এখানে একটি প্রশ্ন : কিভাবে দাসের নির্দেশ মেনে নিবে শ্রবণ ও আনুগত্য করার জন্য?

---

[৬০২] **সহীহ :** মুসলিম ১২৯৮, সহীহ আল জামি' ১৪১১।

এই প্রশ্নের উত্তরে দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে : (১) উদ্দেশ্য এটা হতে পারে যে, কোনো আমির বা শাসক একজন গোলামকে কোনো একটি এলাকার শাসক বা নায়েব হিসেবে নিযুক্ত করবে অস্থায়ীভাবে কিছু সময়ের জন্য। নিশ্চয় সে দাস, শাসক না।

২) উদ্দেশ্য এটা হতে পারে যে, যদি কোনো মুসলিম দাস বলপ্রয়োগ করে শাসন ক্ষমতার কর্তৃত্ব লাভ করে, তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়ন করা এবং আনুগত্য করা ওয়াজিব। তার অবাধ্যতা করা জায়িয নেই। (শারহু মুসলিম ৯ম খণ্ড, হাঃ ১২৯৮- ৩১১)

٣٦٦٣ـ[٣] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اِسْمَعُوْا وَأَطِيعُوْا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهٗ زَبِيْبَةٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৬৬৩-[৩] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমরা শুনো এবং আনুগত্য করো, যদিও তোমাদের ওপর হাবশী গোলাম শাসক নিযুক্ত করা হয়, যার মাথা কিসমিসের ন্যায়। (বুখারী)[৯০৩]

ব্যাখ্যা : শাসক বা নেতার কথা, তাঁর আদেশ ও নিষেধসমূহ শ্রবণ করবে যতক্ষণ পর্যন্ত তা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের কথার বিপরীত না হয়।

* ইমাম খত্ত্বাবী (রহঃ) বলেছেন : এখানে এমন একটি উদাহরণ পেশ করা হয়েছে বাস্তবে যার অস্তিত্ব নেই।

* ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেছেন : কোনো দেশের শাসক যদি দাস হয় তার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো মাথার সাথে সাদৃশ্য তথা কিসমিসের মতো ছোট। অথবা শাসকের মাথার চুলগুলো এলোমেলো, কুকড়ানো কিসমিসের গঠনের অবস্থার মতো, অথবা কালো বর্ণের হয়।

* এখানে আরো আধিক্যতা বুঝানো হয়েছে শাসকের আনুগত্য করা তুচ্ছ বা নিম্নমানের ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও।

* আশরাফ (রহঃ) বলেছেন : তোমরা তার কথা শ্রবণ কর এবং আনুগত্য কর যদিও সে নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তি হয়। বুখারী, আহমাদ, নাসায়ী এটাই বর্ণনা করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٦٦٤ـ[٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا أَحَبَّ وَأَكْرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৬৬৪-[৪] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : প্রত্যেক মুসলিমের (তার শাসনকর্তার নির্দেশ) শোনা এবং আনুগত্য করা অপরিহার্য; তার মনঃপূত হোক বা না হোক, যতক্ষণ না তাকে গুনাহের দিকে নির্দেশ করে। কিন্তু যদি তাকে গুনাহের কাজের নির্দেশ দেয়া হয়, তখন তা শোনা ও আনুগত্য করা কর্তব্য নয়। (বুখারী ও মুসলিম)[৯০৪]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসটি সীমাবদ্ধ করেছে পূর্বের দু'টি ব্যাপকতার হাদীস থেকে এবং নির্দেশ করেছে শ্রবণ ও আনুগত্য করার জন্য যদিও হাবশী গোলাম হয়। ধৈর্য ধারণ করা যখন শাসকের মাঝে অপছন্দনীয় জিনিস পাওয়া যাবে। ধমক দেয়া হয়েছে দল বা জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে।

---

[৯০৩] **সহীহ :** বুখারী ৭১৪২, ইবনু মাজাহ ২৮৬০, আহমাদ ১২১২৬, সহীহ আল জামি' ৯৮৫।

[৯০৪] **সহীহ :** বুখারী ৭১৪৪, মুসলিম ১৮৩৯, আবূ দাউদ ২৬২৬, তিরমিযী ১৭০৭, সহীহ আল জামি' ৩৬৯৩, আহমাদ ৬২৭৮।

শাসক যখন পাপের কাজে নির্দেশ করবে তখন তাঁর কথা আনুগত্য করা যাবে না এবং শ্রবণ করা যাবে না। বরং অবাধ্যতার কাজ শ্রবণ করা হারাম। হাদীসে বর্ণিত রয়েছে মু'আয রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন : ঐ ব্যক্তির আনুগত্য করা যাবে না যার মধ্যে আল্লাহর আনুগত্য নেই। (মুসনাদে আহমাদ)

* সার-সংক্ষেপ : ইজমা রয়েছে যখন শাসক/নেতা কুফ্‌রী কাজ করবে তখন তাকে পদস্খলন করা। যে ব্যক্তি এটা প্রতিষ্ঠা করতে পারে এরূপ মুসলিমের ওপর তা করা ওয়াজিব। যে ব্যক্তি তা করতে সক্ষম তার জন্য সাওয়াব রয়েছে। যে ব্যক্তি সক্ষম থাকা সত্ত্বেও নরম কথা বলে তার ওপর পাপ রয়েছে। যে ব্যক্তি শাসককে পদস্খলন করতে অক্ষম তার ওপর ওয়াজিব ঐ রাষ্ট্র থেকে হিজরত করা।

(ফাতহুল বারী ১৩ খণ্ড, হাঃ ৭১৪৪)

* মুত্বহির (রহঃ) বলেছেন : শাসকের কথা শ্রবণ করা এবং তার আনুগত্য করা ওয়াজিব প্রতিটি মুসলিমের ওপরে চাই নির্দেশটি স্বভাবগত অনুযায়ী হোক বা তার অনুযায়ী না হোক, অবাধ্যতার ক্ষেত্রে তার আনুগত্য করবে না। যদি শাসক অবাধ্যতার নির্দেশ করে তাহলে তার আনুগত্য জায়িয নেই। কিন্তু তার জন্য বৈধ হবে না শাসকের সাথে লড়াই বা বিদ্রোহ করা।

* সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাকারক ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেছেন : জুমহূর, আহলুস্ সুন্নাহ, ফাকীহগণ, মুহাদ্দিসগণের মধ্য থেকে বলেছেন : পাপ, অত্যাচার অধিকার আদায় না করা, বখাটে শাসক হওয়ার জন্য, নেতাকে বরখাস্ত বা পদস্খলন করবে না। এগুলোর কারণে তার আনুগত্য থেকে বের হওয়া জায়িয নেই বরং ওয়াজিব হলো শাসককে উপদেশ দেয়া এবং তাকে ভয় দেখানো। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, ১৭০৭)

٣٦٦٥-[٥] وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا طَاعَةَ فِيْ مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৬৬৫-[৫] 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নাফরমানির ক্ষেত্রে আনুগত্য নেই। আনুগত্য শুধু সৎকর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। (বুখারী ও মুসলিম)[৯০৫]

ব্যাখ্যা : আমীরের নাম কেউ কেউ বলেছেন : 'আব্দুল্লাহ বিন হুযাফাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু। আমীরের আনুগত্য করতে হবে ভালো কাজে অবাধ্যতার কাজে নয়। আর আমীর এই কাজটি করেছিল, বলা হয় : পরীক্ষা করার জন্য। বলা হয় : কৌতুক করে। বলা হয় : নিশ্চয় এ লোকটি 'আবদুল্লাহ বিন হুযাফাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু দুর্বল শ্রেণীর লোক। যদি তারা আগুনে প্রবেশ করত তাহলে তারা ক্বিয়ামাত পর্যন্ত আগুনের মাঝে থাকত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা (সংবাদ/জ্ঞান) ওয়াহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন। সুতরাং শাসকের আনুগত্য করতে হবে ভালো কাজে, পাপের বা অন্যায়ের কাজে নয়। (শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৮৪০-৩৯)

* আবূ দাউদের-এ ব্যাখ্যা গ্রন্থে 'আওনুল মা'বূদে শাসকের নাম নিয়ে মতভেদ রয়েছে : বলা হয়, 'আব্দুল্লাহ বিন হুযাফাহ্, বলা হয় 'আলক্বামাহ্ বিন মুজ্জায রাযিয়াল্লাহু আনহু।

* খত্ত্বাবী (রহঃ) বলেছেন : অত্র হাদীসটি এটা প্রমাণ করে যে, ভালো কাজ ছাড়া শাসকের আনুগত্য করা ওয়াজিব না। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬২২)

---

[৯০৫] **সহীহ :** বুখারী ৭২৫৭, মুসলিম ১৮৪০, আবূ দাউদ ২৬২৫, নাসায়ী ৪২০৫, আহমাদ ৭২৪।

٣٦٦٦ - [٦] وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৬৬৬-[৬] 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট বায়'আত করেছিলাম যে, আমরা শুনব ও আনুগত্য করব যদিও তা কষ্টে, আরামে, সুখে ও দুঃখে হয়। আমাদের ওপর কাউকে প্রাধান্য দিলে আমরা ধৈর্যধারণ করব। আমরা ক্ষমতাশীল ব্যক্তির বিরোধিতা করব না। আমরা হাক্বের উপর থাকব, যেখানেই থাকি না কেন। আল্লাহর পথে আমরা কোনো নিন্দাকারীর নিন্দাকে মোটেও পরোয়া করব না।

অপর এক বর্ণনাতে আছে, তিনি (সাঃ) আমাদের থেকে বায়'আত নিলেন যে, আমরা ক্ষমতাশীল শাসকের বিরুদ্ধাচরণ করব না। তবে তোমরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারো, যদি তাকে প্রকাশ্য কুফ্‌রী তথা গুনাহের কাজে নিমজ্জিত হতে দেখো। আর সে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর কুরআন (ও রসূল (সাঃ)-এর হাদীস)-এর ভিত্তিতে কোনো দলীল প্রমাণ বিদ্যমান থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)[৯০৬]

ব্যাখ্যা : ক্বাযী (রহঃ) বলেছেন : আমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছি শ্রবণ করার উপর কষ্ট এবং (স্বচ্ছলতার শান্তি) সময়ে দুঃখ এবং শান্তির পর্যায়ে। তাদের বায়'আত করার কারণে সাওয়াব, প্রতিদান ও শাফা'আত রয়েছে ক্বিয়ামাতের দিন।

"আমাদের ওপর কাউকে প্রাধান্য দিলে আমরা সবর করব" এই উক্তিটির অর্থ নিয়ে বিভিন্ন মনীষীদের বাণী :

* আযহার (রহঃ) বলেছেন : নিশ্চয় এর অর্থ হলো তাদের নিজেদের ওপরে আমীরকে অগ্রাধিকার দিয়ে তারা ধৈর্য ধারণ করবে।

বিদায়াহ্ ওয়ান্ নিহায়াতে বলা হয়েছে : তোমাদের ওপর প্রাধান্য দিবে। অর্থাৎ তোমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিবে 'ফাই'-এর মাল থেকে তাদের অংশ প্রদান করার মাধ্যমে।

* ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেছেন : প্রাধান্য, অগ্রাধিকার দিবে দুনিয়াবী বিষয়ে। অর্থাৎ যদি তারা পৃথিবীতে তোমাদের ওপর শাসক হিসেবে নির্দিষ্ট হয় তাহলে তোমরা তাদের কথা শ্রবণ ও মান্য কর। তোমাদের অধিকার তাদেরকে (প্রদান/মিলিত) কর না।

আমরা নেতৃত্ব কামনা করি না, আমরা আমাদের নেতা বরখাস্ত করব না, আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব না।

* ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেছেন : আমরা ভালো কাজের নির্দেশ করব, মন্দ অপছন্দনীয় কাজ থেকে নিষেধ করব। প্রত্যেক সময়ে এবং স্থানে ছোট ও বড়দের ওপর আমরা কারো সাথে নরম কথা বলব না, আমরা কাউকে ভয় করব না, কারো তিরস্কারের প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করব না।

---

[৯০৬] **সহীহ :** বুখারী ৭০৫৫, মুসলিম ১৭০৯, নাসায়ী ৪১৫২, ইবনু মাজাহ ২৮৬৬, সহীহাহ্ ৩৪১৮, সহীহ আত্ তারগীব ২৩০৩।

অত্র হাদীসে 'কুফ্‌র' (الكفر) দ্বারা উদ্দেশ্য পাপ। অর্থ হবে তোমরা শাসকের সাথে ঝগড়া বা তর্কে লিপ্ত হয়ো না তাদের নেতৃত্বের বিষয়ে এবং তাদের থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিও না। তবে যখন তোমরা তাদের মাঝে অপছন্দনীয় কোনো কিছু দেখবে নিশ্চতভাবে ইসলামের মূল ভিত্তি হতে যখন তাদেরকে এ অবস্থায় পাবে তখন তোমরা তাদেরকে অস্বীকার করবে এবং হাক্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবে, তোমরা যেখানেই থাক না কেন তাদের আনুগত্য থেকে বের হওয়া এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করা হারাম সকল মুসলিমদের ঐকমত্যে।

* ক্বাযী (রহঃ) বলেছেন : যদি আমীরের মাধ্যমে কুফরীর কাজ হয়ে যায় বা শারী'আতের পরিবর্তন হয়ে যায় অথবা বিদ্'আত সংঘটিত হয়ে যায় তখন তাঁর আনুগত্য থেকে মুক্ত হবে। এমতাবস্থায় মুসিলমদের ওপর ওয়াজিব ঐ শাসক থেকে বিরত থেকে ন্যায়পরায়ণ শাসক বানানো যদি তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে মুসলিমগণ ঐ রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রে চলে যাবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٦٦٧ - [٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا: «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৬৬৭-[৭] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট বায়'আত করতাম মান্য করা ও আনুগত্যের উপর, তখন তিনি (ﷺ) আমাদেরকে বলতেন, যা তোমাদের সাধ্যের মধ্যে হয়। (বুখারী ও মুসলিম)[৯০৭]

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেছেন : মুসলিমের সকল নুসখায় বর্ণিত হয়েছে যে, তোমরা সাধ্যমত বায়'আত কর কথা বলার উদ্দেশে। অর্থাৎ তোমরা সাধ্য অনুযায়ী তাদেরকে শিক্ষা দান করবে। এটা পরিপূর্ণ অনুগ্রহ, সহানুভূতি ও দয়া করা উম্মাতের ওপর। এ কারণেই যে, তাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য। তাদের মধ্যকার কেউ বলবে : যা তোমার সাধ্যে রয়েছে, যাতে করে এটা বায়'আতের 'আম্ বিষয়ের উপর প্রবেশ না করে যা তার সাধ্যে নেই। (শারহু মুসলিম ১৩ খণ্ড, ৩৬৬৭)

* সম্ভাবনা রয়েছে বুখারীর নুসখায় রয়েছে, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথার মাঝে শর্তযুক্ত করা হয়েছে অবস্থার আধিক্যতার উপরে শ্রবণ করার ও আনুগত্যের উপরে উম্মাতের অনুগ্রহ করার জন্যে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٦٦٨ - [٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ رَأَى أَمِيْرِهِ يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوْتُ إِلَّا مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৬৬৮-[৮] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যদি তার আমীরকে অনৈতিক কোনো কিছু করতে দেখে, তাহলে সে যেন ধৈর্যধারণ করে। কেননা যে কেউ ইসলামী জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে যায় এবং এ অবস্থায় মারা যায়, সে জাহিলিয়্যাত যুগের ন্যায় মৃত্যুবরণ করল। (বুখারী ও মুসলিম)[৯০৮]

---

[৯০৭] **সহীহ :** বুখারী ৭২০২, মুসলিম ১৮৬৭, নাসায়ী ৪১৮৮, তিরমিযী ১৫৯৩।

[৯০৮] **সহীহ :** বুখারী ৭১৪৩, মুসলিম ১৮৪৯, আহমাদ ২৪৮৭, দারিমী ২৫৬১, ইরওয়া ২৪৫৩, সহীহ আল জামি' ৬২৪৯।

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি আমীর ও শাসকের আনুগত্য থেকে নিজেকে বিরত রাখে, মুসলিমদের দল থেকে বের হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হলে সে মৃত্যু হবে জাহিলিয়্যাতের উপর মৃত্যুবরণ করা। কেননা জাহিলী যুগের মানুষেরা দীন সম্পর্কে ছিল মূর্খ, অজ্ঞ। এজন্য তারা তাদের সরদার ও গোত্রপতিদের আনুগত্য করত। তারা তাদের আমীর বা শাসকের নির্দেশকে অবজ্ঞা করত। তারা প্রকাশ্যভাবে ইমামের বিরোধিতায় লিপ্ত হত।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, ইসলামের মজবুত সংগঠন থাকা এবং তার অধীনে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ থাকার গুরুত্ব অপরিসীম।

অত্র হাদীসে শর্তযুক্ত করা হয়েছে যা মুত্বলাকৃভাবে বর্ণনা করা হয়েছে পূর্বের দু'টি হাদীসে শাসকের নির্দেশ মান্য করা ও শ্রবণ করা যদিও হাবশী গোলাম হয়। আর ধৈর্যধারণ করা ঐ সমস্ত বিষয়ে যার মাঝে শাসকের অপছন্দনীয় কাজ রয়েছে। ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া।

(ফাতহুল বারী ১৩ খণ্ড, হাঃ ৭১৪৩)

٣٦٦٩ ـ [٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ أَوْ يَدْعُوْ لِعَصَبِيَّةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلٰى أُمَّتِيْ بِسَيْفِهٖ يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشٰى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِيْ لِذِيْ عَهْدٍ عَهْدَهٗ فَلَيْسَ مِنِّيْ وَلَسْتُ مِنْهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৬৬৯-[৯] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি আমীরের (শাসকের) আনুগত্যের অবাধ্য হলো এবং মুসলিম জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, এমতাবস্থায় সে মারা গেলে তার মৃত্যু জাহিলিয়্যাত যুগের উপর হবে। আর যে ব্যক্তি এমন পতাকার নিচে যুদ্ধ করে যার হাক্ব বা বাতিল হওয়া সম্পর্কে অজানা; বরং সে যেন দলীয় ক্রোধের বশীভূত হয়ে অথবা দলীয় স্বার্থ রক্ষায় লোকেদেরকে আহ্বান করে কিংবা দলীয় প্রেরণায় মদদ জোগায়। এমতাবস্থায় সে মারা গেলে জাহিলিয়্যাতের উপরই মৃত্যুবরণ করবে। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন করল এবং ভালো-মন্দ সকলকে নির্বিচারে আক্রমণ করতে লাগল। এমনকি তাথেকে আমার উম্মাতের কোনো মু'মিনেরও পরোয়া করল না এবং আশ্রিত তথা নিরাপত্তায় অধিকারী ব্যক্তির সাথে যে অঙ্গীকার রয়েছে, তার চুক্তিও পূরণ করল না, সে আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। (মুসলিম)[৯০৯]

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তির লড়াই করা, যুদ্ধ হওয়া, লোকেদেরকে তার সাহায্যের জন্য আহ্বান করা অথবা কাউকে সাহায্য করা আল্লাহর বাণীকে বুলন্দ করা ও দীনের ঝাণ্ডাকে উঁচু করার জন্য ছিল না। বরং সে বংশীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যুল্‌মের সহায়তা করেছে ও অন্যায়ের পক্ষাবলম্বন করেছে। এমতাবস্থায় সে নিহত হলে সে জাহিলিয়্যাতের উপরই নিহত হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, সে আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

অত্র হাদীসের মাধ্যমে যে সমস্ত বিধি-বিধান প্রমাণিত হয় তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

---

[৯০৯] **সহীহ :** মুসলিম ১৮৪৮, নাসায়ী ৪১১৪, ইবনু মাজাহ ৩৯৪৮, আহমাদ ৮০৬১, সহীহাহ্ ৪৩৩, সহীহ আল জামি' ৬২৩৩।

মুযহির (রহঃ) বলেছেন : তারা (শাসকগণ) তোমাদের জন্য দু'আ করবে যখন তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। আর তোমরা (জনগণ) তাদের জন্য দু'আ করবে যখন তারা মৃত্যুবরণ করবে। যাদের আদেশ পালন এবং পছন্দ করতে।

ত্বীবী (রহঃ) বলেছেন : এটা দ্বারা সম্ভবত প্রথমটি উদ্দেশ্য, অর্থাৎ তোমরা তাদেরকে ভালোবাসবে এবং তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসবে যতদিন পর্যন্ত জীবিত থাকবে। অতঃপর যখন মৃত্যু আসবে কেউ কারো জন্য আল্লাহর রহমাত প্রার্থনা করতে কল্যাণকর। আর শাসক যদি নিকৃষ্ট হয় তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না যতদিন পর্যন্ত তারা সলাত প্রতিষ্ঠা করে।

যদি কারে মাঝে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানির কোনো কিছু দেখা যায়, তাহলে সেই নাফরমানির কাজটি ঘৃণার সাথে অপছন্দ করা উচিত। এই মর্মে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾

"যদি তারা আপনার অবাধ্যতা করে তবে বলে দিন তোমরা যা কর তা থেকে আমি মুক্ত।"

(সূরাহ্ আশ্ শু'আরা ২৬ : ২১৬)

অর্থাৎ শাসকের মাঝে অপছন্দনীয় কোনো কিছু দেখা গেলে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে যদি হাত দ্বারা বাধা দেয়া সম্ভব না হয়। তার আনুগত্য থেকে বের হওয়া বৈধ না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৩৬৭০)

٣٦٧٠-[١٠] وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ وَتَلْعَنُوْهُمْ وَيَلْعَنُوْكُمْ» قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذٰلِكَ؟ قَالَ: «لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ أَلَا مَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَاٰهُ يَأْتِيْ شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِيْ مِنْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৬৭০-[১০] 'আওফ ইবনু মালিক আল আশ্জা'ঈ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে ঐ শাসকই সর্বোত্তম, যাদের তোমরা ভালোবাসো এবং তারা তোমাদের ভালোবাসে। তোমরা তাদের জন্য দু'আ করো এবং তারাও তোমাদের জন্য দু'আ করে। আর তোমাদের মধ্যে ঐ শাসকই সর্বনিকৃষ্ট, যাদের প্রতি তোমরা ক্রোধান্বিত হও এবং তারাও তোমাদের প্রতি ক্রোধ ও শত্রুতা পোষণ করে। আর তাদের প্রতি তোমরা অভিসম্পাত করো এবং তারাও তোমাদের প্রতি অভিসম্পাত করে। রাবী বলেন, তখন আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! এমতাবস্থায় কি আমরা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করব না (তবুও কি বায়'আতের উপর থাকব)? তিনি (সাঃ) বললেন : না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মাঝে সলাত প্রতিষ্ঠা করে। (পুনরায় বললেন :) না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মাঝে সলাত প্রতিষ্ঠা করে। সাবধান! যে ব্যক্তিকে তোমাদের প্রতি শাসক নিযুক্ত করা হয় আর তার মধ্যে যদি আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে তার সে নাফরমানির কাজটি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সাথে অপছন্দ কর, কিন্তু তার আনুগত্য থেকে পিছপা হবে না। (মুসলিম)[৯১০]

---

[৯১০] সহীহ : মুসলিম ১৮৫৫, আহমাদ ২৩৯৮১, দারিমী ২৮৩৯, সহীহাহ্ ৯০৭, সহীহ আল জামি' ৩২৫৮।

٣٦٧١ -[١١] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلٰكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» قَالُوْا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لَا مَا صَلَّوْا لَا مَا صَلَّوْا» أَيْ: مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهٖ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهٖ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৬৭১-[১১] উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের ওপর এমন শাসকবর্গ নিযুক্ত হবে যারা ভালো-মন্দ উভয় প্রকারের কাজ করতে দেখতে পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি তার অসৎ কাজের প্রতিবাদ করল, সে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেল। আর যে ব্যক্তি অন্তর থেকে ঘৃণা করল, সেও নিরাপদ হয়ে গেল। কিন্তু যে ব্যক্তি উক্ত কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করল ও শাসকের আনুগত্য করল, তখন সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, এমতাবস্থায় কি আমরা তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব না? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন : না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সলাত ক্বায়িম করে। না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সলাত ক্বায়িম করে। রাবী বলেন, প্রতিবাদ ও মন্দ জানার অর্থ হলো, যে ব্যক্তি অন্তর দিয়ে তা ঘৃণা করে ও অগ্রাহ্য করে। (মুসলিম)[৬১১]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীস দ্বারা শাসকের মাঝে দু'টি গুণের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। ১) তোমরা শাসকদের কিছু কর্মকে পছন্দ করবে। ২) তোমরা কিছু কর্মকে অপছন্দ করবে। অর্থাৎ তার কিছু কাজ হবে পছন্দনীয়, আর কিছু কর্ম হবে অপছন্দনীয়। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২২৬৫; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

উল্লেখিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) গায়েব সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন। ইমাম ক্বাযী (রহঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী :

(يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ) উক্ত হাদীসে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) শাসকের দু'টি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তিনি উম্মাতকে জানিয়েছেন যে, অচিরেই তোমাদের ওপর কতিপয় শাসক আসবে যাদের কিছু কাজকে তোমরা ভালো মনে করবে আর কিছু কাজকে খারাপ মনে করবে। তিনি এর দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন যে, তাদের কিছু কর্ম সুন্দর হবে আর এর দ্বারা কিছু কর্ম খারাপ হবে।

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী : (فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ) অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাদের মন্দ কাজগুলোকে প্রতিহত করল স্বীয় জিহ্বার মাধ্যমে সে নিফাক্বী থেকে মুক্ত হলো। আর যে ব্যক্তি তা করতে সক্ষম নয় যদি সে মনে মনে ঘৃণা করে তাহলে সে গুনাহের ক্ষেত্রে তাদের সাথে অংশীদারিত্ব হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে।

(وَلٰكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ) অর্থ হলো যে ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে তাদের কর্মে রাজি থাকবে এবং তাদের খারাপ 'আমালের অনুসারী হবে তাহলে সে গুনাহ ও শাস্তির হাক্বদার হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

(أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟...) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম শাসকগণ নিজেরা সলাত আদায় করবে বা মানুষের মাঝে সলাত প্রতিষ্ঠা করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র যুলম ও ফাসিক্বীর কারণে বিদ্রোহ করা যাবে না। তবে যদি তারা ইসলামের মৌলিক বিষয়ের পরিবর্তন সাধন করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ। (শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৮৫৪)

٣٦٧٢ -[١٢] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِيْ أَثَرَةً وَأُمُوْرًا تُنْكِرُوْنَهَا» قَالُوْا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: «أَدُّوْا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللّٰهَ حَقَّكُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[৬১১] সহীহ : মুসলিম ১৮৫৪, তিরমিযী ২২৬৫, আহমাদ ২৬৫২৮, সহীহ আল জামি' ২৩৯৫।

৩৬৭২-[১২] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‌'ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন : শীঘ্রই তোমরা আমার পরে স্বজনপ্রীতি এবং এমন সব কাজ দেখবে যা তোমরা পছন্দ করবে না। সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রসূল! তখন আমাদের করণীয় কি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তখন তোমরা তাদের হাক্ব আদায় করো। আর তোমাদের হাক্ব আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করো।
(বুখারী ও মুসলিম)[৯১২]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, বান্দার হাক্ব আদায় করার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

ত্বীবী (রহঃ) বলেছেন : তোমরা জনগণের শাসকের সাথে যুদ্ধ করবে না তোমাদের অধিকার আদায় করার জন্য। তাদের একচেটিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করাকে তোমরা যথেষ্ট মনে করো না। বরং তোমরা তাদের অধিকার পূর্ণ কর। শ্রবণ করা, আনুগত্য করা, দীনের হাক্ব আদায় করার মাধ্যমে, তোমরা আল্লাহর নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। তিনি তোমাদের হাক্ব পৌঁছে দিবেন গনীমাতের মাল এবং ফাই-এর মাল প্রদান করার মাধ্যমে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২১৯০)

উল্লেখিত হাদীসের মাধ্যমে উৎসাহিত করা হয়েছে শাসকের কথার আনুগত্য করা এবং শ্রবণ করা। যদিও শাসক যুল্‌মকারী ও অন্যায়কারী হয়। তার অধিকার আদায় করবে আনুগত্য করার মাধ্যমে তার আনুগত্য থেকে বের হবে না বরং বিনয়ী হয়ে প্রার্থনা করবে আল্লাহ তা'আলার নিকট কষ্ট দূর হওয়া, তার অনিষ্ট প্রতিহত করা এবং সংশোধন করা শাসকের মাঝে। (শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৮৪৩)

শাসকের স্বৈরাচারী বা একচেটিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করা সম্পর্কে অনেকগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার মধ্য থেকে প্রসিদ্ধ একটি হাদীস বর্ণনা করা হলো যা আল জামি' আস্‌ সগীরে বর্ণিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমার পরে অচিরেই তোমরা একচেটিয়া/স্বজনপ্রীতি শাসকের সাক্ষাৎ পাবে। সুতরাং তোমরা ধৈর্য ধারণ কর যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমার সাথে সাক্ষাৎ না কর আগামীকাল (ক্বিয়ামাতের দিন) হাওযের নিকটে। [আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী] (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٦٧٣ـ[١٣] وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُوْنَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «اِسْمَعُوْا وَأَطِيعُوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৬৭৩-[১৩] ওয়ায়িল ইবনু হুজ্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন সালামাহ্ ইবনু ইয়াযীদ আল জু'ফী রাযিয়াল্লাহু আনহু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর নাবী! আপনি আমাদেরকে এ ব্যাপারে কি নির্দেশ দেন, যদি আমাদের ওপর এমন শাসক চেপে বসে যারা আমাদের থেকে স্বীয় হাক্ব আদায় করে নেয়। অথচ তারা আমাদের প্রতি হাক্ব আদায় করে না। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তাদের আদেশ মান্য করো এবং আনুগত্য করো। কেননা তাদের কর্তব্য তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা। আর তোমাদের কর্তব্য তোমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা। (মুসলিম)[৯১৩]

---

[৯১২] **সহীহ :** বুখারী ৭০৫২, মুসলিম ১৮৪৩, তিরমিযী ২১৯০, আহমাদ ৩৬৪১, সহীহাহ্ ৩৫৫৫, সহীহ আল জামি' ২৩০৫।
[৯১৩] **সহীহ :** মুসলিম ১৮৪৬, তিরমিযী ২১৯৯, সহীহাহ্ ৩১৭৬, সহীহ আল জামি' ৯৮৪।

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রনায়ক বা শাসক ও সাধারণ মানুষ সকলের জন্য কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তা বাস্তবায়ন বা পালন করা অপরিহার্য। শাসকের দায়িত্ব সাধারণ জনগণের ওপর ইনসাফ ক্বায়িম করা, গনীমাতের মাল প্রদান করা ইত্যাদি। আর জনগণের দায়িত্ব হলো শাসকের কথা শ্রবণ করা এবং কথার আনুগত্য করা, বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করা, শাসকের কাজে সহায়তা করা। সুতরাং উভয়ের জন্য জরুরী হলো তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা ও সীমালঙ্ঘন না করা।

এই মর্মে মহান আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ করেন : বলুন, আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে সে দায়ী এবং তোমাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য কর তবে সৎ পথ পাবে। রসূলদের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌঁছে দেয়া।

উপরে উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, শাসকের ওপর আল্লাহ তা'আলা যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিষ্ঠা (বাস্তবায়ন) করা জরুরী। যেমন জনগণের মাঝে সমতা সৃষ্টি করা, আদল প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি যখন তারা এটা ক্বায়িম করবে না তখন তাদের ওপর পাপ হবে। আর তোমাদের যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, যেমন কথা শোনা, আনুগত্য করা, অধিকার আদায় করা। যখন তোমরা এটা সম্পাদন করবে তখন তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সাওয়াব প্রদান করবেন।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২১৯৯; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٦٧٤ -[١٤] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْل: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهٗ. وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهٖ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৬৭৪-[১৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি। তিনি (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি ইমাম বা শাসকের আনুগত্য থেকে দূরে সরে গেল, ক্বিয়ামাতের দিন সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকবে না। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, তার ঘাড়ে কোনো বায়'আত নেই, সে জাহিলিয়্যাতের ন্যায় মৃত্যুবরণ করবে। (মুসলিম)[৯১৪]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসে বায়'আত ভঙ্গ করার ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন : হাত রাখার অর্থ হচ্ছে অঙ্গীকার করা বা বায়'আত নবায়ন করা। সাধারণতঃ মানুষ হাতের উপর হাত রাখার মাধ্যমে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার অবস্থাকে বুঝে। আর হাত সরানোর মাধ্যমে বায়'আত ভঙ্গ করার অর্থ নেয়া এর মাধ্যমে তিনি উদ্দেশ্য নিয়েছেন ঐ ব্যক্তিকে যে বায়'আত ভঙ্গ করে এবং নিজেকে ইমামের অনুগত্য থেকে মুক্ত করে নেয়। এমন ব্যক্তি আল্লাহর সাথে ক্বিয়ামাতের দিন সাক্ষাৎ করবে গুনাগাহগার অবস্থায় তার কোনো ওযর তিনি গ্রহণ করবেন না।

(مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهٖ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে ব্যক্তি মুসলিমদের স্বীকৃত ইমামের বায়'আত থেকে বের হয়ে যাবে তার জাহিলী মৃত্যু হবে। কিন্তু প্রচলিত ইমামদের বায়'আত থেকে যে বের হবে তার কোনো দোষ হবে না। (শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৮৫১)

---

[৯১৪] **সহীহ :** মুসলিম ১৮৫১, সহীহাহ্ ৯৮৪, সহীহ আল জামি' ৬২২৯।

٣٦٧٥ - [١٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونَ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ» قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «فُوا بَيْعَةَ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৬৭৫-[১৫] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন : বানী ইসরাঈল-এর নাবীগণ তাদের ওপর শাসন পরিচালনা করতেন, যখন একজন নাবী ইন্তিকাল করতেন তখন অপর আরেকজন নাবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পরে আর কোনো নাবী নেই, তবে অনেক খলীফা হবেন। সহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন : তখন আমাদের প্রতি করণীয় দিক-নির্দেশনা দিন? তিনি (ﷺ) বললেন : প্রথমজনের বায়'আত পূর্ণ করো, অতঃপর তাদের হাক্ব আদায় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা শাসিতদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, তাদের ব্যাপারে যাদের ওপর শাসক নিযুক্ত করেছেন।

(বুখারী ও মুসলিম)[৯১৫]

ব্যাখ্যা : প্রথমজনের পর প্রথমজনের বায়'আত পূর্ণ কর। অর্থাৎ ঐ শাসকের বা আমীরের আনুগত্য কর যে প্রথমে আমীর হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। এরপর ঐ আমীরের আনুগত্য কর, যে তারপর নিযুক্ত হয়েছেন।

সারকথা, একজনের পর আরেকজন ধারাবাহিকভাবে যে আমীর নিযুক্ত হন অনুরূপভাবে তোমরাও ধারাবাহিকভাবে এক আমীরের পর অপর আমীরের আনুগত্য কর। অবশ্য যদি একই সময় দু' ব্যক্তি আমীর হওয়ার দাবী করে তাহলে তোমরা ঐ ব্যক্তির বায়'আত পূর্ণ কর যিনি প্রথমে নিযুক্ত হয়েছেন।

তোমাদের ওপর তাদের যে হাক্ব ও অধিকার রয়েছে তা তোমরা আদায় কর। যদিও তারা তোমাদের হাক্ব আদায় না করে। ক্বিয়ামাতের দিন তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তখন তাদের থেকে জনগণের হাক্ব আদায় করে নেয়া হবে। যদি তারা হাক্ব আদায় করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তাদেরকে কঠিন শাস্তির মুখাপেক্ষী হতে হবে।

উল্লেখিত হাদীসে বলা হয়েছে, যখন বানী ইসরাঈলের কোনো ফাসাদ প্রকাশ পেত তখন আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন একজন নাবী তাদের মাঝে প্রেরণ করতেন। ঐ নাবী মৃত্যুবরণ করলে অন্য একজন নাবী প্রেরণ করতেন, তিনি তাদের সকল বিষয় দেখা শোনা করতেন এবং তারা তাওরাতের যা পরিবর্তন করেছে তা ঠিক করে দিতেন।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : চাই তারা দ্বিতীয়জনের নিকট চুক্তিবদ্ধ হোক, প্রথমজনের চুক্তিবদ্ধতা জেনে বা না জেনে। চাই তারা একই শহরে হোক বা একাধিক শহরে হোক, চাই তারা খলীফার শহরে হোক বা দূরে হোক– এটাই সঠিক মত যা জুমহূর 'আলিমগণ বলেছেন।

(ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৪৫৫; শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৮৪২)

٣٦٧٦ - [١٦] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[৯১৫] সহীহ : বুখারী ৩৪৫৫, মুসলিম ১৮৪২, ইবনু মাজাহ ২৮৭১, আহমাদ ৭৯৬০, সহীহ আল জামি' ৪৪৬৬, ইরওয়া ২৪৭৩।

৩৬৭৬-[১৬] আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যখন দু' খলীফার বায়'আত করা হয়, তখন তাদের দ্বিতীয়জনকে হত্যা করে ফেলো। (মুসলিম)[৯১৬]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের মাধ্যমে বুঝা যায় বা জানা যায় যে, একটি রাষ্ট্রে একই সময়ে দু' জন খলীফা বা শাসকের নিকট বায়'আত করা বৈধ না। যদি কোনো রাষ্ট্রে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি খলীফা দাবী করে তা নিয়ে মুহাদ্দিসের নিকট মতভেদ রয়েছে।

* ক্বাযী (রহঃ) বলেছেন : এখানে 'হত্যা করা' দ্বারা উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে লড়াই করা।

বলা হয় : অপরজনের বায়'আতকে বাতিল করা এবং তার নির্দেশকে দুর্বল করা।

* ইমাম হারামায়ন (রহঃ) তার "ইরশাদ" গ্রন্থে বলেছেন : আমাদের সঙ্গীগণ বলেছেন, দু'জন ব্যক্তির নিকটে চুক্তি করা, বায়'আত সম্পাদন করা জায়িয নেই।

উল্লেখিত হাদীসে বলা হয়েছে, যখন দু'জন খলীফা বায়'আত গ্রহণ করবে তখন প্রথমজনের বায়'আত সঠিক হিসেবে গণ্য হবে। আর দ্বিতীয়জনকে হত্যা করতে হবে।

ইমাম ক্বাযী (রহঃ) বলেন : উল্লেখিত হাদীসে (اقْتُلُوا) শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য লড়াই করা, কেননা এর মাধ্যমে চূড়ান্ত সীমায় পৌছা যায়।

কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য অপরজনের বায়'আত বাতিল করে দিবে।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : «أَهْلِ الْبَغْيِ» সীমালঙ্ঘনকারীর সাথে যুদ্ধ করবে কোনো প্রকার অঙ্গীকার ভঙ্গ ছাড়াই। কেননা তারা এমন ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করছে যে, ইমামের সাথে যুদ্ধ করাকে আবশ্যক করে নিয়েছে। মুহাদ্দিসগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, একই যুগে দু' ব্যক্তির হাতে বায়'আত নেয়া বৈধ নয়। (শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৮৫৩)

٣٦٧٧ـ[١٧] وَعَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّهُ سَيَكُوْنُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوْهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৬৭৭-[১৭] 'আরফাজাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি। তিনি (সাঃ) বলেছেন : নিঃসন্দেহে শীঘ্রই কলহ-বিবাদ ও বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হবে। সুতরাং উম্মাতের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত থাকার পরও যে ব্যক্তি বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়, তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করে ফেলো, সে যে কেউ হোক না কেন। (মুসলিম)[৯১৭]

ব্যাখ্যা : অচিরেই মুসলিমদের মাঝে জমিনের উপরে ফিত্নাহ্-ফাসাদ, হাঙ্গামা, শত্রুতা প্রকাশ পাবে। মানুষ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অনুসন্ধানকামী হবে। নিশ্চয় প্রথমে যে ইমাম, খলীফার বায়'আত গ্রহণ করা হয়েছে নেতৃত্ব তার নিকটেই থাকবে, তারা মুসলিমদের ঐক্য বিনষ্ট করা ও ফাটল সৃষ্টি করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(كَائِنًا مَنْ كَانَ) "চাই সে যে কেউ হোক না কেন?"

* ইমাম নাসায়ী ইবনু হিব্বান বর্ণনা করেছেন : 'আরফাজাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় অচিরেই ফাসাদ-হাঙ্গামা সৃষ্টি হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি দেখবে জামা'আতের ঐক্য বিচ্ছিন্ন করতে অথবা উম্মাতের মাঝে

---

[৯১৬] **সহীহ :** মুসলিম ১৮৫৩, সহাহাহ্ ৩০৮৯, সহীহ আল জামি' ৪২১।

[৯১৭] **সহীহ :** মুসলিম ১৮৫২, আবূ দাউদ ৪৭৬২, নাসায়ী ৪০২২, আহমাদ ১৮২৯৫, ইরওয়া ২৪৫২, সহীহ আল জামি' ২৩৯৩।

ঐক্য প্রতিষ্ঠিত থাকার পরও পার্থক্য করতে চায়। সে যে কেউ হোক না কেন তাকে হত্যা করবে। কেননা আল্লাহর ক্ষমতা, শক্তি জামা'আতের ঐক্যতার উপরে রয়েছে। কেননা শায়ত্বন জামা'আতের ঐক্য বিনষ্টকারীর সাথে দৌড়ায়। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

উল্লেখিত হাদীসে هَنَاتٌ শব্দের অর্থ হলো অনিষ্ট বা খারাপী কিংবা বিশৃঙ্খলা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সকল ফিতনাহ্ ফাসাদ যা মানুষের নিকট ধারাবাহিকভাবে আসবে।

উক্ত হাদীসের গোপন অর্থ হচ্ছে অচিরেই পৃথিবীতে বিভিন্ন ফিত্নাহ্-ফাসাদ প্রকাশ পাবে নেতৃত্বের লোভে, প্রত্যেক দিক থেকে ঐ সময় ইমাম হিসেবে গণ্য হবে ঐ ব্যক্তি, যার বায়'আত প্রথমে সংঘটিত হয়েছে। মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ অবস্থায় যে ব্যক্তি মুসলিম উম্মাহর মাঝে ফাটল সৃষ্টি করে ইসলাম তার গর্দান উড়িয়ে দেয়ার জন্য আদেশ করেছে।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর (كَائِنًا مَنْ كَانَ) এর অর্থ হচ্ছে সে ব্যক্তির আমার বংশধর হোক বা অন্য কেউ হোক সর্বাবস্থায় খিলাফাতের হাক্বদার হবে প্রথমজন।

(শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৮৫২; 'আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৭৪৯)

٣٦٧٨ ـ [١٨] وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلٰى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَّشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوْهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৬৭৮-[১৮] উক্ত রাবী ('আরফাজাহ্ রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি (ﷺ) বলেছেন : একজন ন্যায়সঙ্গতভাবে নির্বাচিত ব্যক্তির অধীনে তোমরা ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় যদি কেউ তোমাদের ঐক্য ও সংহতির মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়। সুতরাং তোমরা তাকে হত্যা করে ফেলো। (মুসলিম)[৯১৮]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি শাসক বা খলীফার বিরুদ্ধাচরণকারী ও রাষ্ট্রদ্রোহী হবে তাকে হত্যা করা হবে। অথাব ইচ্ছা করবে মুসলিমদের কথার মাঝে, ঐক্যতার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করতে। বরং এটা থেকে নিষেধ করতে। অতঃপর যদি এটা থেকে বিরত না থাকে তাহলে হত্যা করবে। যদি মন্দের দিকে ধাবিত হয় তাহলে তাকে হত্যা করবে। (শারহু মুসলিম ১২ খণ্ড, হাঃ ১৮৫২-৬০)

'আল বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্' গ্রন্থাকার বলেছেন : তখনই লাঠি ভাঙ্গবে যখন জামা'আতে বিচ্ছেদ ঘটবে।

"সে তোমাদের লাঠি ভাঙ্গতে চায়" এর দ্বারা উপমা দেয়া হয়েছে যে, মুসলিমদের ঐক্যের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করা বুঝানো হয়েছে। একটি লাঠির সাথে তুলনা করার মাধ্যমে। তাদের কোনো বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করা একটি লাঠির মতো যখনই তাদের মাঝে মতপার্থক্য ঘটবে তখনই তাদের লাঠি ভাঙ্গবে।

(মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٦٧٩ ـ [١٩] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهٖ وَثَمَرَةَ قَلْبِهٖ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ اٰخَرُ يُنَازِعُهٗ فَاضْرِبُوْا عُنُقَ الْاٰخِرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৯১৮] সহীহ : মুসলিম ১৮৫২, ইরওয়া ২৪৫২, সহীহ আল জামি' ৫৯৪৬।

৩৬৭৯-[১৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি খলীফার (ইমামের) বায়'আত করল, স্বীয় হাতে হাত দিয়ে আনুগত্যের অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো এবং অন্তর দিয়ে সে বায়'আতের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করল। সে যেন পরিপূর্ণরূপে তার আনুগত্য করে। তথাপিও যদি কেউ এসে (খিলাফাতের দাবি করে) প্রথম ইমামের বিপক্ষে অবস্থান নেয়, তাহলে তোমরা তার গর্দান ভেঙ্গে দাও। (মুসলিম)[৯১৯]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসে বায়'আতের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী «صَفْقَةَ يَدِهٖ»

নিহায়াহ্ গ্রন্থে এসেছে الصَّفْقَةُ। শব্দের অর্থ হচ্ছে হাতে হাত মারা। কেননা দু'জন চুক্তিবদ্ধকারী শপথ বা বায়'আতের সময়ে একে অপরের হাতে হাত রেখে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সম্পদ বা সন্তানাদিসহ বায়'আত বুঝানো হয়েছে।

«ثَمَرَةَ قَلْبِهٖ» এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একনিষ্ঠভাবে সন্তুষ্টিচিত্তে ইমামের আনুগত্য করা।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٦٨٠ ـ [٢٠] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৬৮০-[২০] 'আবদুর রহমান ইবনু সামুরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন : নেতৃত্ব বা পদাধিকার প্রত্যাশা করো না। কেননা তোমার চাওয়ার কারণে যদি তা দেয়া হয়, তাহলে তা তোমার ওপর ন্যস্ত করা হবে। আর যদি তা তোমাকে চাওয়া ব্যতীত দেয়া হয়, তবে তুমি এ ব্যাপারে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৯২০]

ব্যাখ্যা : নেতৃত্ব বা পদ চাওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ করেন : "ইউসুফ 'আলায়হিস সালাম বললেন, আমাকে দেশের ধনভাণ্ডারের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও সুবিজ্ঞ।" (সূরাহ্ ইউসুফ ১২ : ৫৫)

হাদীসের উপকারিতা : ১. নেতৃত্বের পদ চেয়ে নেয়া অপছন্দনীয় চাই তা প্রশাসন হোক বা বিচার হোক ইত্যাদি। ২. বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি নেতৃত্ব চেয়ে নেয় তার নিকটে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য থাকে না। এজন্যই ঐ কাজ তার জন্য যথেষ্ট না। সুতরাং উচিত নেতৃত্ব না চাওয়া। এ সম্পর্কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমরা গভর্নর নিযুক্ত করি না, যে অনুসন্ধান করে বা আগ্রহ প্রকাশ করে।

(শারহু মুসলিম ১১ খণ্ড, হাঃ ১৬৫২-১৯)

হাদীসের সারমর্ম : যে ব্যক্তি নেতৃত্ব চেয়ে নেয়। অতঃপর চাওয়ার কারণে প্রদান করা হয়। তাহলে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য উঠিয়ে নেয়া হয়। তাঁর আগ্রহের কারণে অবহিত হওয়া যায়, নিশ্চয় নেতৃত্ব চেয়ে নেয়া মাকরূহ বা অপছন্দনীয়। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৯২৭)

কিছু শর্তের সাথে পদ ও নেতৃত্ব চেয়ে নেয়া জায়িয আছে। যেমন কোনো ক্ষমতা নেতৃত্ব ও মর্যাদার লোভ না থাকা, বরং ন্যায় ইনসাফের সাথে সঠিক পদ্ধতিতে হাক্ব আদায় করার উদ্দেশ্য থাকা। এটাই উদ্দেশ্য ছিল ইউসুফ 'আলায়হিস সালাম এবং খুলাফায়ে রাশিদীনগণের। (ফাতহুল বারী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ৩৬৮০)

---

[৯১৯] **সহীহ :** মুসলিম ১৮৪৪, আবূ দাউদ ৪২৪৮, নাসায়ী ৪১৯১, আহমাদ ৬৫০৩, সহীহাহ ১৪১, সহীহ আল জামি' ২৪০৩

[৯২০] **সহীহ :** বুখারী ৭১৪৬, মুসলিম ১৬৫২, আবূ দাউদ ২৯২৯, নাসায়ী ৫৩৮৪, তিরমিযী ১৫২৯, আহমাদ ২০৬২৫, দারিমী ২৩৯১, ইরওয়া ২৬০১, সহীহ আত্ তারগীব ২১৮১।

٣٦٨١ـ[٢١] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُوْنُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৬৮১-[২১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন : শীঘ্রই তোমরা ক্ষমতা ও নেতৃত্বের জন্য লালায়িত হয়ে পড়বে। আর এ কারণে নিশ্চয় ক্বিয়ামাতের দিন তোমরা লজ্জিত হবে। অতঃপর তা কতই না উত্তম দুধপানকারিণী এবং দুধ ছাড়ানোকারিণী কতই না মন্দ। (বুখারী)[৯২১]

ব্যাখ্যা : নেতৃত্ব দু' প্রকার। যথা : ১. বড় নেতৃত্ব। আর তা হলো খলীফা বা শাসক হওয়া। ২. ছোট নেতৃত্ব। আর তা হলো দেশের কিছু অংশের গভর্নর হওয়া। (ফাতহুল বারী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ৭১৪৮)

নেতৃত্ব চেয়ে নেয়ার মাধ্যমে নিজের ক্ষতি হওয়ার উপকরণগুলো হলো : ১. তিরস্কার, ২. লজ্জিত, অপমান, ৩. পরকালের শাস্তি, ৪. জরিমানা। (ত্বাবারানীতে বর্ণিত)

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেছেন : এটাই বড় মূলনীতি হলো যে, নেতৃত্ব থেকে বেঁচে থাকা বিশেষ করে শাসক যদি দুর্বল হয়। যদি হাক্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাহলে সাওয়াব রয়েছে। আর যদি হাক্ব প্রতিষ্ঠা করতে না পারে তাহলে ভয়াবহ বিপদ রয়েছে।

"সে কতই উত্তম দুধপানকারিণী, আবার কতই না মন্দ দুধ ছাড়ানোকারিণী" এর ব্যাখ্যা আলোচ্য হাদীসে নেতৃত্বের, ক্ষমতার শুরু ভাগকে দুধপানকারিণী মহিলার সাথে এবং তার শেষভাগকে দুধ ছাড়ানো মহিলার সাথে তুলনা করা হয়েছে। দুধ পান করলে শিশু ও মা যেমন আনন্দ পায় তেমনি মানুষ ক্ষমতা ও নেতৃত্ব লাভ করার মাধ্যমে আনন্দ পায়। আবার শিশুকে দুধ পান করানো ছেড়ে দিলে সে যেমন কষ্ট পায় অনুরূপ মানুষের ক্ষমতা চলে গেলে কষ্ট পায়।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেছেন : দুধপানকারিণী কতই না উত্তম পৃথিবীতে দুধ ছাড়ানোকারিণী কতই না মন্দ মৃত্যুর পরে। (ফাতহুল বারী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ৭১৪৮)

٣٦٨٢ـ[٢٢] وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَلَا تَسْتَعْمِلُنِيْ؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهٖ عَلٰى مَنْكِبِيْ ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ! إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِيْ عَلَيْهِ فِيهَا». وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ لَهٗ: «يَا أَبَا ذَرٍّ! إِنِّيْ أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّيْ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِيْ لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৬৮২-[২২] আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আমাকে (কোনো অঞ্চলের) শাসক নিযুক্ত করবেন না? তখন তিনি (ﷺ) আমার কাঁধে করাঘাত করে বললেন : হে আবূ যার! তুমি একজন দুর্বল প্রকৃতির লোক, আর শাসনকার্য হলো একটি আমানাত। নিশ্চয় তা হবে ক্বিয়ামাতের দিন অপমান ও লাঞ্ছনা। তবে সে ব্যক্তি ব্যতীত, যে তা ন্যায়সঙ্গতভাবে মেনে নিয়েছে এবং নিষ্ঠার সাথে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে।

[৯২১] **সহীহ :** বুখারী ৭১৪৮, নাসায়ী ৪২১১, আহমাদ ৯৭৯১, সহীহাহ্ ২৫৩০, সহীহ আল জামি' ২৩০৪, সহীহ আত্ তারগীব ২১৭৮।

অপর এক বর্ণনাতে আছে– তিনি (ﷺ) তাঁকে বললেন : হে আবূ যার! আমি দেখছি তুমি একজন দুর্বলমনা লোক। আর আমি তোমার জন্য সেটাই পছন্দ করি, যা আমি নিজের জন্য পছন্দ করি। তুমি কক্ষনো দু'জন লোকেরও শাসক হয়ো (দায়িত্বভার নিও) না। আর ইয়াতীমের ধন-সম্পদের অভিভাবকও হয়ো না। (মুসলিম)[৯২২]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের মাঝে বড় একটি মৌলিক নেতৃত্ব বা ক্ষমতা থেকে বেঁচে থাকা। বিশেষ করে যে ব্যক্তির মাঝে দুর্বলতা রয়েছে ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবে না।

অতঃপর নেতৃত্ব পাওয়ার বিষয়টি হাক্ব কিন্তু সে তার যোগ্য নয়। অথবা যোগ্যব্যক্তি কিন্তু ন্যায় ইনসাফ করতে পারেনি। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন অপমানিত এবং লাঞ্ছিত করবেন। আর লাঞ্ছিত হবেন অন্যায় কাজ করার জন্য। আর যে ব্যক্তি নেতৃত্বের যোগ্য এবং নেতৃত্বের সময় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছে তার জন্য মহান সাওয়াব রয়েছে। (শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৮২৫-১৬)

٣٦٨٣-[٢٣] وَعَنْ أَبِي مُوسٰى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِيْ عَمِّيْ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَمِّرْنَا عَلٰى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللّٰهُ وَقَالَ الْاٰخَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالَ: «إِنَّا وَاللّٰهِ لَا نُوَلِّيْ عَلٰى هٰذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهٗ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ». وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ: «لَا نَسْتَعْمِلُ عَلٰى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهٗ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৬৮৩-[২৩] আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি ও আমার দুই চাচাতো ভাই নাবী ﷺ-এর নিকট গেলাম। তখন তাদের একজন বলল : হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে (সমগ্র বিশ্বের মানবের) শাসনকর্তা বানিয়েছেন। আপনি আমাদেরকেও তাথেকে কোনো একটি অঞ্চলের শাসনকার্যের দায়িত্ব দিন। এরপর দ্বিতীয়জনও অনুরূপ কথার পুনরাবৃত্তি করল। তখন তিনি (ﷺ) বললেন : আল্লাহর কৃসম! আমরা এ কাজে এমন কোনো ব্যক্তিকে শাসনকর্তা (শাসক) নিযুক্ত করি না, যে তা চেয়ে নেয় (প্রত্যাশা করে) এবং ঐ ব্যক্তিকেও নয়, যে তার জন্য লালায়িত থাকে।

অপর এক বর্ণনাতে আছে– তিনি (ﷺ) বললেন : আমরা আমাদের শাসনকার্যে এমন কোনো লোককে নিযুক্ত করি না, যে তার আকাঙ্ক্ষা করে। (বুখারী ও মুসলিম)[৯২৩]

ব্যাখ্যা : ক্বাযী বায়যাবী (রহঃ) বলেছেন : কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত নয় আনন্দিত হওয়া যার পরিণতিতে রয়েছে কষ্ট।

মুহলাব (রহঃ) বলেছেন : ক্ষমতার উপরে আগ্রহী হওয়া এটাই কারণ মানুষের মাঝে পরস্পরে লড়াই করা। এমনকি তাদের মাঝে রক্তপাত ঘটে এবং পৃথিবীতে বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং লজ্জিত হওয়ার পদ্ধতি হলো যে, নিশ্চয় সে হত্যা করবে অথবা মৃত্যুবরণ করবে অথবা পদস্খলন করবে।

উল্লেখিত হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, কেউ দায়িত্ব চাইলে তাকে দায়িত্ব দেয়া যাবে না। কেননা কারো দায়িত্ব চাওয়াটাই প্রমাণ বহন করে যে, সে মাল-সম্পদ ও মান সম্মানের প্রতি আগ্রহী, ফলে দায়িত্ব পেলে অন্যায়ে জড়াতে পারে তাই রসূল ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দায়িত্ব চায় আমরা তাকে দায়িত্ব দেই না এবং যে লোভ করে তাকেও দেই না। (ফাতহুল বারী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ৭১৪৯)

---

[৯২২] **সহীহ :** মুসলিম ১৮২৫, সহীহ আল জামি' ৭৮২৩, সহীহ আত্ তারগীব ২১৭৬।

[৯২৩] **সহীহ :** বুখারী ৭১৪৯, মুসলিম ১৭৩৩, সহীহাহ্ ৩০৯২, সহীহ আল জামি' ২২৯১।

٣٦٨٤ ـ [٢٤] وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «تَجِدُوْنَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهٰذَا الْأَمْرِ حَتّٰى يَقَعَ فِيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৬৮৪-[২৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তিকে পাবে, যে শাসনভারকে মারাত্মকভাবে ঘৃণা পোষণ করে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার মাঝে নিপতিত না হয়। (বুখারী ও মুসলিম)[৯২৪]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে। ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেছেন : দু'টি উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। (এক) লোকেদের মাঝে তোমরা সর্বোত্তম ব্যক্তিকে পাবে, তারা ক্ষমতা গ্রহণ করাকে চরমভাবে ঘৃণা করে এমনকি তার মাঝে লিপ্ত হয়। ঐ সময়ে তাদের মাঝে কল্যাণ থাকে না।

(দুই) নিশ্চয় এর চূড়ান্ত পর্যায় হলো, সে অপছন্দ করে এমনকি তাতে লিপ্ত হয়। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা তাকে সাহায্য করবে। সুতরাং সে অপছন্দনীয় হবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ক্বাযী (রহঃ) বলেছেন : সম্ভাবনা রয়েছে এটার দ্বারা উদ্দেশ্য হওয়া ইসলাম যেমনটি ধারণা করেছেন 'উমার, খালিদ বিন ওয়ালীদ, 'ইকরামাহ্ (রাঃ)-সহ অন্যান্যরা। তারা ইসলামকে খুব কঠোরভাবে অপছন্দ করেছিল। যখন ইসলামের মাঝে প্রবেশ করেছে তখন একনিষ্ঠতার সাথে অনুসরণ করেছে এবং ইসলামকে ভালোবেসেছে এবং ইসলামের কালিমার জন্য জিহাদ করেছে। (শারহু মুসলিম ১৬শ খণ্ড, হাঃ ২৫২৬)

٣٦٨٥ ـ [٢٥] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ فَالْإِمَامُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى أَهْلِ بَيْتِهٖ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهٖ وَهِىَ مَسْؤُوْلَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلٰى مَالِ سَيِّدِهٖ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৬৮৫-[২৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল, আর (পরকালে) নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে তোমাদের প্রত্যেককেই জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং জনগণের শাসকও একজন দায়িত্বশীল লোক, তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। আর প্রত্যেক পুরুষ তার পরিবারের একজন দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। আর স্ত্রী তার স্বামীর ঘর-সংসার ও সন্তান-সন্ততির ওপর দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। এমনকি কোনো গোলাম বা চাকর-চাকরাণীও তার মুনীবের ধন-সম্পদের উপর একজন দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। অতএব সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল, আর তোমাদের প্রত্যেককেই স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। (বুখারী ও মুসলিম)[৯২৫]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসে দায়িত্বের প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

---

[৯২৪] **সহীহ :** বুখারী ৩৫৮৮, মুসলিম ২৫২৬, আহমাদ ১০৭৯১।

[৯২৫] **সহীহ :** বুখারী ৭১৩৮, মুসলিম ১৮২৯, আবূ দাউদ ২৯২৮, তিরমিযী ১৭০৫, আহমাদ ৫১৬৭, সহীহ আত্ তারগীব ১৯২২।

শারহুস্ সুন্নাহ্ গ্রন্থে এসেছে যে, الرَّاعِ শব্দের অর্থ হচ্ছে ঐ সংরক্ষক ব্যক্তি যে তার দায়িত্বে থাকা বিষয়কে আমানাতদারিতার সাথে সংরক্ষণ করে। নাবী ﷺ-এর নাসীহাতের মাধ্যমে তাদেরকে এর আদেশ দিয়েছেন। তার মূল্যবান বাণী : أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ عَنْهُ এই সংবাদের মাধ্যমে তাদেরকে খিয়ানাতের সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি, رَاعِيَةٌ হচ্ছে বস্তুকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা এবং অঙ্গীকারকে সুন্দর করা। সুতরাং শাসকের رَاعِيَةٌ হচ্ছে রাষ্ট্রকে সুন্দরভাবে দেখাশোনা করা এবং প্রজাদের ওপর ভালোভাবে খেয়াল রাখা এবং তাদের মাঝে حُدُودِ ও ইসলামের হুকুম-আহকাম প্রতিষ্ঠা করা।

«رِعَايَةُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ» এর অর্থ পরিবারকে ভালোভাবে দেখাশোনা করা এবং তাদেরকে খরচ দেয়া এবং তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করা।

«رِعَايَةُ الْمَرْأَةِ...» এর অর্থ হচ্ছে মহিলা তার স্বামীর ঘরের সকল বিষয় সুন্দরভাবে পরিচালনা করবে এবং তার অঙ্গীকার পূর্ণ করবে তার মেহমানদের খিদমাতের মাধ্যমে।

«رِعَايَةُ الْخَادِمِ...» এর অর্থ হচ্ছে খাদেম তার মুনীবের যত মাল সম্পদ তার হাতে রয়েছে তা সংরক্ষণ করবে এবং সর্বদা মুনীবের কাজে দণ্ডায়মান থাকবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٦٨٦ - [٢٦] وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৬৮৬-[২৬] মা'ক্বিল ইবনু ইয়াসার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি (ﷺ) বলেছেন : মুসলিম জনতার ওপর যদি কোনো শাসক নিযুক্ত হয়, অতঃপর সে আত্মসাৎকারীরূপে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন।

(বুখারী ও মুসলিম)[৯২৬]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে আত্মসাৎকারী বলতে বুঝানো হয়েছে প্রজাদের ওপর খিয়ানাতকারী অথবা তাদের ওপর যুল্মকারী তাদের হাক্ব বা অধিকার আদায় করে না। তাদের থেকে যা গ্রহণ করে তা তাদের ওপর ওয়াজিব নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

'জান্নাত হারাম হওয়া' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নাজাতপ্রাপ্ত লোকেদের সাথে সে প্রাথমিক পর্যায়ে যেতে পারবে না। তার পাপের শাস্তি ভোগ করার পর সে জান্নাতে যাবে। (শারহু মুসলিম ২য় খণ্ড, হাঃ ১৪২)

٣٦٨٧ - [٢٧] وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৬৮৭-[২৭] উক্ত রাবী (মা'ক্বিল ইবনু ইয়াসার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি (ﷺ) বলেছেন : কোনো ব্যক্তিকে যদি আল্লাহ তা'আলা প্রজাপালনের দায়িত্ব প্রদান করেন। আর সে তাদের জন্য কল্যাণকর নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয় বা না পারে, সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। (বুখারী ও মুসলিম)[৯২৭]

---

[৯২৬] **সহীহ :** বুখারী ৭১১৫, মুসলিম ১৪২।

[৯২৭] **সহীহ :** বুখারী ৭১৫০, মুসলিম ১৪২, দারিমী ২৮৩৮, সহীহাহ্ ২৬৩১, সহীহ আল জামি' ৫৭৪০।

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নাবাবী (রহঃ) লিখেছেন : "তার ওপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাত হারাম করেছেন" এটা দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে।

এক. এটার সম্ভাবনা রয়েছে যে, তাদের জান্নাতে প্রবেশ করা অসম্ভব।

দুই. প্রথম শ্রেণীর/পূর্ববর্তী সফলকামওয়ালা লোকেদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করা হারাম। সুতরাং এখানে হারাম অর্থ নিষেধ।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহঃ) বলেন : সতর্ক করা যে ব্যক্তি মুসলিমদের সাথে প্রতারণা করে। যাকে আল্লাহ তা'আলা দায়িত্ব অর্পণ করেছেন প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং তাকে নিয়োগ দিয়েছেন তাদের (প্রজাদের) কল্যাণের জন্য। ইহজগতে ও পারলৌকিক জগতের উপরে। অতঃপর সে (দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি) তার নিকট যে আমানাত রাখা হয়েছিল তা খিয়ানাত করে। তাদের অধিকার নষ্ট করে, তাদের ওপর ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা ছেড়ে দেয়।

ক্বাযী (রহঃ) আরো বলেন : রসূল ﷺ সতর্ক করেছেন ঐ ধরনের ধ্বংসাত্মক কাবীরাহ্ গুনাহ থেকে বিরত থাকতে যা জান্নাত থেকে দূরে সরে দেয়। [আল্লাহ তা'আলা অধিক ভালো জানেন]

(শারহু মুসলিম ২য় খণ্ড, হাঃ ১৪২)

উক্ত হাদীসে মুসলিমদের ফাটল সৃষ্টি না করতে আদেশ করা হয়েছে। আর হাদীসে شق العصا শব্দ দ্বারা মুসলিমদের ঐক্যকে বুঝানো হয়েছে।

ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন : লাঠি ভাঙ্গার অর্থ হচ্ছে মুসলিমদের ঐক্যকে নষ্ট করা। মানুষ যখন ঐক্যবদ্ধভাবে কোনো একটা বিষয়ের উপর একত্রিত হয় যা কখনো ফাটল সৃষ্টি হওয়ার মতো নয় এরূপ ঐক্যকে লাঠির সাথে সাদৃশ্য দেয়া হয়েছে উক্ত হাদীসে। আর যখন তারা ঐ বিষয়ে মতানৈক্য করে দলে দলে বিচ্ছিন্ন হয় তখন যে ব্যক্তি তাদের মাঝে বিচ্ছিন্নতার মূল হোতা তাকে হত্যা করতে বলা হয়েছে।

٣٦٨٨ـ[٢٨] وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৬৮৮-[২৮] 'আয়িয ইবনু 'আম্‌র رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি (ﷺ) বলেছেন : শাসকদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট শাসক সে, যে অত্যাচারী ও নিপীড়নকারী। (মুসলিম)[৯২৮]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসে اَلْحُطَمَةُ শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি, যে প্রজাদের প্রতি যুল্‌ম নির্যাতন করে কিন্তু তাদের প্রতি নরম আচরণ করে না।

ফায়িক্ব গ্রন্থে এসেছে, اَلْحُطَمَةُ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যে কষ্টকর মারধর করে বাজারে উটকে আনে, সে যেমন অন্যায়ভাবে উটের প্রতি যুল্‌ম করেছে তেমনি দৃষ্টান্ত হলো খারাপ শাসকের সে প্রজাদের প্রতি অন্যায়ভাবে যুল্‌ম নির্যাতন করে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٦٨٩ـ[٢٩] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَللّٰهُمَّ مَنْ وُلِّيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِيْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وُلِّيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِيْ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهٖ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[৯২৮] **সহীহ :** মুসলিম ১৮৩০, আহমাদ ২০৬৩৭, সহীহাহ্ ২৮৮৫, সহীহ আল জামি' ২০৯৪।

৩৬৮৯-[২৯] 'আয়িশাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ! যে ব্যক্তিকে আমার উম্মাতের শাসক (ইমাম, পরিচালক, সচিব) নিযুক্ত করা হয় এবং সে যদি তাদের ওপর এমন কিছু চাপিয়ে দেয় যা তাদের জন্য বিপদগ্রস্ত ও কষ্টদায়কের কারণ হয়, তবে তুমিও তার ওপর অনুরূপ চাপিয়ে দাও। আর যে ব্যক্তিকে আমার উম্মাতের ওপর শাসক নিযুক্ত করা হয় এবং সে তাদের সাথে নম্র ও উত্তম আচরণ করে, তুমিও তার সাথে অনুরূপ নম্রতা প্রদর্শন করো। (মুসলিম)[৯২৯]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেছেন : অধিকতর জোরদার করে মানুষের ওপর কষ্ট দেয়া থেকে ধমকি দেয়া হয়েছে। অধিক গুরুত্বতার সাথে উৎসাহিত করা হয়েছে তাদের ওপর দয়া করার জন্য। হাদীসের বাহ্যিক অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে দেখলে এটাই স্পষ্ট হয়।
(শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৮২৮)

ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেছেন : এটার মাধ্যমে অধিক পূর্ণাঙ্গতার সাথে স্পষ্ট হয় যে, নাবী ﷺ বর্ণনা করেছেন : স্নেহ করা, দয়া করা এবং অনুগ্রহ করা উম্মাতের ওপরে। আমরা বলব, (বর্তমান ভাষার মাধ্যমে) হে আল্লাহ! তুমি দয়া কর, তোমার সম্মানিত প্রিয় বান্দার উম্মাতের ওপরে এবং তাদেরকে মুক্তি দাও মহান কষ্টদায়ক জিনিস থেকে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٦٩٠ -[٣٠] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللهِ عَلٰى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمٰنِ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِيْ حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৬৯০-[৩০] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনুল 'আস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় সত্যনিষ্ঠ বিচারক আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর ডানপাশে নূরের মিম্বারের উপর অবস্থান করবে। যদিও আল্লাহ তা'আলার উভয় হাতই ডান (কল্যাণকর)। তারা হলো সে সমস্ত বিচারক- যারা তাদের বিচারালয়ে, নিজেদের পরিবার-পরিজনদের মাঝে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় ন্যায় ও ইনসাফ ক্বায়িম করে। (মুসলিম)[৯৩০]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে ন্যায় বিচারক গুণাবলী প্রদান করার সময় মহাগ্রন্থ আল কুরআন থেকে আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। "তোমরা ইনসাফ করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।"
(সূরাহ্ আল হুজুরাত ৪৯ : ১৫)

"আর যারা অন্যায়কারী তারা তো জাহান্নামের ইন্ধন।" (সূরাহ্ আল জিন্ ৭২ : ১৫)

ক্বাযী (রহঃ) বলেছেন : 'মিম্বার' শব্দটির বিভিন্ন ধরনের অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হাদীসের বাহ্যিক শব্দ অনুযায়ী পৃথিবীর মতো বাস্তব মিম্বার; আবার কেউ কেউ বলেছেন রূপক অর্থে, অর্থাৎ সুউচ্চ স্থান। (শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, ১৮২৮)

"আল্লাহর ডান দিকে থাকবে" এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নিকট ন্যায়বিচারক শাসকের মর্যাদা ও উচ্চ আসন বুঝানো হয়েছে। কেননা যে ব্যক্তি মর্যাদাবান হয় সে ডান পাশে থাকে।

---

[৯২৯] **সহীহ :** মুসলিম ১৮২৮, আহমাদ ২৪৬২২, সহীহাহ্ ৩৪৫৬, সহীহ আল জামি' ১৩১২, সহীহ আত্ তারগীব ২০০২।

[৯৩০] **সহীহ :** মুসলিম ১৮২৭, নাসায়ী ৫৩৭৯, আহমাদ ৬৪৯২, সহীহ আল জামি' ১৯৫৩, সহীহ আত্ তারগীব ১৯৫০।

"আল্লাহ তা'আলার উভয় হাতই ডান" একটি সন্দেহ নিরসনের জন্য এ কথা ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে কেউ মনে না করে বাম হাতের বিপরীত ডান হাত উদ্দেশ্য। কেননা বাম হাত ডান হাতের তুলনায় একটু দুর্বল হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা সকল দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা থেকে পবিত্র।

সুতরাং আমরা সাধারণভাবে বিশ্বাস করব আল্লাহ তা'আলার হাত রয়েছে। তার পদ্ধতি বা কেমন তা আমরা জানব না– এটাই আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের অভিমত।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, ১৮২৭)

٣٦٩١ ـ[٣١] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَا بَعَثَ اللّٰهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهٗ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهٗ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَحُضُّهٗ عَلَيْهِ وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهٗ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهٗ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُوْمُ مَنْ عَصِمَهُ اللّٰهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৬৯১-[৩১] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যাঁকে নাবী অথবা খলীফাহ্ নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন, তখন তাঁর জন্য দু'জন অদৃশ্য পরামর্শদাতা থাকে। এক পরামর্শদাতা তাকে সর্বদা সৎ ও ন্যায়সঙ্গত কাজ করার উৎসাহ-অনুপ্রাণিত করে। আর অপর পরামর্শদাতা তাকে অন্যায় ও অসৎকাজের প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনা দেয়। আর নিষ্পাপ থাকবে সে ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করবেন। (বুখারী)[৯৩১]

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় হাদীস বিশারদগণ বিভিন্ন ধরনের মতামত উপস্থাপনা করেছেন। "দুই গোপন পরামর্শদাতা" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মালাক (ফেরেশতা) এবং শায়ত্বন। এরা উভয়ে মানুষের মাঝে থাকে। মালাক ভালো কাজের আদেশ দেয়। আর পক্ষান্তরে শায়ত্বন মন্দ কাজ করার পরামর্শ দেয় এবং নিকৃষ্ট কাজ করার জন্য উৎসাহিত করে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

কিরমানী (রহঃ) বলেছেন : (بِطَانَتَانِ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নাফ্‌সে আম্মারাহ্, নাফ্‌সে লাওয়ামাহ্ যা উৎসাহিত করে ভালো কাজের উপরে। যখন উভয়ের মাঝে পাওয়া যাবে ফেরেশতার শক্তি এবং পশুর শক্তি।

ত্ববারী (রহঃ) বলেছেন : পরামর্শদাতা হলো অভিভাবক এবং একনিষ্ঠ বন্ধু।

(ফাতহুল বারী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ৭১৯৮)

٣٦٩٢ ـ[٣٢] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الْأَمِيرِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৬৯২-[৩২] আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ক্বায়স ইবনু সা'দ রাঃ নাবী ﷺ-এর নিকট এমন মর্যাদায় ছিলেন, যেমন শাসকের নিকট তার একান্ত সহকারীর (মুখপাত্রের) মর্যাদা। (বুখারী)[৯৩২]

٣٦٩٣ ـ[٣٣] وَعَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوْا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرٰى قَالَ: «لَنْ يُّفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

---

[৯৩১] **সহীহ :** বুখারী ৭১৯৮, নাসায়ী ৪২০২, আহমাদ ১১৩৪২, সহীহ আল জামি' ৫৫৭৯, সহীহ আত্ তারগীব ২২৯৭।

[৯৩২] **সহীহ :** বুখারী ৭১৫৫, তিরমিযী ৩৮৫০।

Contents

৩৬৯৩-[৩৩] আবূ বাক্‌রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এ সংবাদ আসলো যে, পারস্যের (ইরানের) অধিবাসীরা কিস্‌রার কন্যাকে তাদের সম্রাজ্ঞী নিযুক্ত করেছে। তখন তিনি (সাঃ) বললেন : সে জাতি কক্ষনো সফলকাম হতে পারে না, যারা দেশের শাসনভার কোনো মহিলার ওপর দায়িত্ব অর্পণ করে। (বুখারী)[৯৩৩]

ব্যাখ্যা : বর্তমানের ইরান তৎকালীন সময়ে পারস্য নামে পরিচিত ছিল। আর পারস্যের বাদশাহদের উপাধি ছিল কিসরা। যেমন রোম বাদশাহদের উপাধি ছিল কায়সার। আর মিসর এর বাদশাহদের উপাধি ছিল ফির্‘আওন।

উল্লেখিত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয়, নারী নেতৃত্ব হারাম যদি কোনো সম্প্রদায়ের নারী আমীর বানায় তাহলে তারা কখনো সফল হবে না।

শারহুস্ সুন্নাহ্ গ্রন্থে এসেছে যে, নারীর জন্য ইমাম ক্বাযী হওয়া বৈধ নয়। কেননা ইমাম ও বিচারপতির জন্য মুসলিমদের সকল বিষয় দেখাশোনা করার বের হওয়ার প্রয়োজন। আর মহিলা সর্বদা পর্দাতে থাকবে। সুতরাং তাদের জন্য এটা বৈধ নয়। কারণ মহিলারা অল্প জ্ঞানের অধিকারী। আর বিচার ফায়সালা করা রাষ্ট্রের একটি পূর্ণাঙ্গ কাজ। এটা মহিলাদের জন্য ঠিক নয় তবে জ্ঞানবান পুরুষের জন্য তা বৈধ।

(ফাতহুল বারী ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৪২৫; তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২২৬২)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٦٩٤ -[٣٤] عَنِ الحارِثِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ: بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِيْ سَبِيلِ اللهِ وَإِنَّهٗ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِه إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثٰى جَهَنَّمَ وَإِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ أَنَّهٗ مُسْلِمٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

৩৬৯৪-[৩৪] হারিস আল আশ্‘আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের নির্দেশ করছি। যথা- ১. সর্বদা মুসলিম জামা‘আতের সাথে থাকো, ২. আমীরের (শাসকদের) আদেশ-নিষেধ মান্য করো, ৩. আমীরের (শাসকদের) আনুগত্য করো, ৪. হিজ্‌রত করো, ৫. আল্লাহর পথে জিহাদ করো। আর যে ব্যক্তি মুসলিম জামা‘আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে যায়, সে যেন তার গর্দান থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল, যতক্ষণ না সে প্রত্যাবর্তন করে। আর যে ব্যক্তি জাহিলী যুগের রসম-রিওয়াজের দিকে আহ্বান করে, সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত। যদিও সে সওম পালন করে, সলাত আদায় করে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে। (আহ্‌মাদ ও তিরমিযী)[৯৩৪]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের মাঝে জামা‘আত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সমস্ত মুসলিম জামা‘আতের আনুগত্য করা। ‘আক্বীদাহ্, কর্ম, ‘আমাল দীনের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মাঝে।

---

[৯৩৩] **সহীহ :** বুখারী ৪৪২৫, নাসায়ী ৫৩৮৮, তিরমিযী ২২৬২, সহীহাহ্ ২৬১৩, ইরওয়া ২৪৫৬।

[৯৩৪] **সহীহ :** তিরমিযী ২৮৬৩, আহমাদ ১৭১৭০, সহীহ আল জামি‘ ১৭২৪, সহীহ আত্ তারগীব ৫।

ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেছেন : জামা'আত দ্বারা উদ্দেশ্য সহাবীগণ। তাদের পরবর্তী তাবি'ঈগণ এবং তাবি-তাবি'ঈগণ সালফে সালিহীনদের মাঝে।

'শ্রবণ ও আনুগত্য' দ্বারা উদ্দেশ্য– ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেছেন : হাক্ব কথা শ্রবণ করা এবং ক্বূল করা শাসকের নিকট থেকে চাই সে ধনী হোক বা দরিদ্র হোক। আনুগত্যের নিদর্শনসমূহ বাস্তবায়ন করা এবং যে সমস্ত কাজের মাঝে ধমকী রয়েছে সেগুলো থেকে বিরত থাকা।

'হিজরত কর' এর দ্বারা উদ্দেশ্য : অমুসলিম রাষ্ট্রে যে সকল মুসলিমরা বসবাস করে তারা ঐ রাষ্ট্র পরিত্যাগ করে ইসলামী রাষ্ট্রে চলে যাবে। অথবা যদি কোনো এমন মুসলিম দেশ বা শহরে বসবাস করে যা বিদ'আত ও পাপাচারে পরিপূর্ণ তাহলে ঐ দেশ বা শহর ছেড়ে মুসলিম রাষ্ট্রে চলে যাবে যেখানে পরিপূর্ণভাবে সুন্নাত বাস্তবায়ন হয়।

'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর' অর্থাৎ কাফিরদের সাথে লড়াই করা এবং শত্রুদেরকে দমন করা এবং নিজের আত্মাকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٦٩٥ - [٣٥] وَعَنْ زِيَادِ بْنِ كُسَيْبٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بَكْرَةَ تَحْتَ مِنْبَرِ ابْنِ عَامِرٍ وَهُوَ يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَقَالَ أَبُو بِلَالٍ: أُنْظُرُوا إِلَى أَمِيرِنَا يَلْبَسُ ثِيَابَ الْفُسَّاقِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: أُسْكُتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللهِ فِي الْأَرْضِ أَهَانَهُ اللهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

৩৬৯৫-[৩৫] যিয়াদ ইবনু কুসায়ব আল 'আদাবী (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি আবূ বাক্‌রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে ইবনু 'আমির-এর মিম্বারের নিচে বসে ছিলাম, তখন তিনি খুত্ববাহ্ দিচ্ছিলেন এবং তার পরিধানে ছিল একটি পাতলা মিহিন কাপড়। তখন আবূ বিলাল (রহঃ) বলে উঠলেন : তোমরা আমাদের 'আমির-এর দিকে তাকিয়ে দেখ, তিনি ফাসিক্বদের পোশাক পরিধান করেছেন। তখন আবূ বাক্‌রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন : নিশ্চুপ থাকো! আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি (ﷺ) বলেছেন : যাকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার প্রতিনিধি (শাসক) নিযুক্ত করেছেন, আর ঐ শাসককে যে ব্যক্তি অপমানিত করে, আল্লাহ তা'আলাও তাকে অপমানিত করবেন। (তিরমিযী; আর তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব)[৯৩৫]

ব্যাখ্যা : হাদীসের বাহ্যিক শব্দগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলে মনে হয় যে, এ রকম দু'টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যে, ইবনু 'আমির তখন কোনো এমন কাপড় পরিধান করেছিলেন যা পরিধান করা পুরুষের জন্য হারাম। যেমন রেশমি কাপড় ইত্যাদি।

কেউ কেউ বলেছেন : যে অধিক পাতলা ও মিহিন কাপড় পরিধান করে সে তার দীনকেও পাতলা ও হালকা করে দেয়।

আবূ বাক্‌রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু আবূ বিলালকে নিষেধ করেছিলেন যাতে তিনি ইবনু 'আমিরকে তিরস্কার ও অপমান না করেন। এর কারণ হলো এ উক্তিটি যেন মুসলিমদের মাঝে ফিত্‌নাহ্ ও ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার কারণ না হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৯৩৫] হাসান : তিরমিযী ২২২৪, সহীহ আল জামি' ৬১১১।

٣٦٩٦-[٣٦] وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ». رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

৩৬৯৬-[৩৬] নাওওয়াস ইবনু সিম্‘আন (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : প্রতিপালকের অবাধ্যতার মাঝে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য নেই। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৯৩৬]

٣٦٩٧-[٣٧] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُوْلًا حَتّٰى يُفَكَّ عَنْهُ الْعَدْلُ أَوْ يُوْبِقَهُ الْجَوْرُ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৩৬৯৭-[৩৭] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি দশজন লোকেরও আমীর (শাসক) নিযুক্ত হবে, ক্বিয়ামাতের দিনে তাকে এমন অবস্থায় উপস্থিত করা হবে যে, তার গলায় বেড়ি পড়ানো থাকবে। তার গলার বেড়ি থেকে তার ন্যায়-নীতি ও ইনসাফ তাকে মুক্ত করবে অথবা তার কৃত যুল্ম ও নির্যাতন তাকে ধ্বংস করবে। (দারিমী)[৯৩৭]

ব্যাখ্যা : ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেছেন : প্রত্যেক শাসককেই চাই সে ন্যায়পরায়ণ হোক বা অত্যাচারী হোক প্রাথমিক পর্যায়ে আল্লাহ তা‘আলার নিকট তার গলায় রশি লাগিয়ে উপস্থিত করা হবে। যাচাই করার পর সে যদি ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে মুক্তি দেয়া হবে। আর যদি অত্যাচারী প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে কঠিন শাস্তির মাঝে নিক্ষেপ করা হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٦٩٨-[٣٨] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «وَيْلٌ لِلْأُمَرَاءِ وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ وَيْلٌ لِلْأُمَنَاءِ لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ نَوَاصِيَهُمْ مُعَلَّقَةٌ بِالثُّرَيَّا يَتَجَلْجَلُوْنَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَأَنَّهُمْ لَمْ يَلُوْا عَمَلًا». رَوَاهُ فِيْ «شَرْحِ السُّنَّةِ» وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيْ رِوَايَتِهِ: «أَنَّ ذَوَائِبَهُمْ كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِالثُّرَيَّا يَتَذَبْذَبُوْنَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَكُوْنُوْا عُمِّلُوْا عَلٰى شَيْءٍ».

৩৬৯৮-[৩৮] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : দুর্দশা শাসকদের জন্য, দুর্দশা সমাজপতিদের জন্য ও দুর্দশা আমানাতদারদের জন্য। অনেক লোক ক্বিয়ামাতের দিন অবশ্যই কামনা করবে, যদি তাদের কপালের চুল ধ্রুবতারার সাথে বেঁধে দেয়া হত, আর তারা আকাশমণ্ডলী ও জমিনের মাঝে ঝুলিয়ে রাখা হতো, তবুও তাদেরকে সে সব নেতৃত্ব না দেয়া হতো। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৯৩৮]

ইমাম আহ্মাদ (রহঃ)-ও হাদীসটি বর্ণনা করেন, যদি তাদের কপালের কেশগুচ্ছ ধ্রুবতারার সাথে বেঁধে দেয়া হত আর তারা আকাশমণ্ডলী ও জমিনের মাঝে ঝুলিয়ে রাখা হতো, তবুও উত্তম হতো যদি তাদেরকে কোনো কাজের নেতৃত্ব দেয়া না হত।

---

[৯৩৬] সহীহ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৪৫৫, সহীহ আল জামি‘ ৭৫২০।

[৯৩৭] সহীহ : আহমাদ ৯৫৭৩, দারিমী ২৫১৮, সহীহাহ্ ২৬২১, সহীহ আল জামি‘ ৫৬৯৫, সহীহ আত্ তারগীব ২১৯৮।

[৯৩৮] হাসান : আহমাদ ৮৬২৭, শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৪৬৮।

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসের মাঝে وَيْلٌ শব্দের অর্থ বলা হয় দুশ্চিন্তা, দুঃখ, ধ্বংস যা শাস্তির কারণে হয়ে থাকে। বলা হয় : وَيْلٌ জাহান্নামের একটি গভীর খাদ। যে খাদে কাফিরেরা চল্লিশ বছর পর্যন্ত নিক্ষিপ্ত হবে। তারপরও তলদেশে পৌঁছতে পারবে না। (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু হিব্বানে বর্ণিত হয়েছে)

٣٦٩٩ـ[٣٩] وَعَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ الْعِرَافَةَ حَقٌّ وَلَابُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ عُرَفَاءَ وَلٰكِنَّ الْعُرَفَاءَ فِي النَّارِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৩৬৯৯-[৩৯] গালিব আল কৃত্ত্বান (রহঃ) জনৈক ব্যক্তি হতে, তিনি তার পিতা হতে, আর তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সরদারী একটি সত্যায়িত বিষয়। আর মানুষের জন্য সরদার হওয়াটা অত্যাবশ্যকীয় বটে। কিন্তু (অধিকাংশ) সরদারগণ জাহান্নামী হবে। (আবূ দাঊদ)[৯৩৯]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসে عِرَافَةٌ অর্থাৎ গ্রামের মাতব্বরী ও সরদারী করাকে প্রথমে সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু শেষ অংশে তাকে অস্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং হাদীসের প্রথম অংশ দ্বারা ঐ সকল মাতব্বর ও সরদারকে বুঝানো হয়েছে যারা গ্রামের বিচার ফায়সালার করার ক্ষেত্রে ন্যায় ইনসাফ ক্বায়িম করে। আর হাদীসের শেষ অংশ দ্বারা ঐ মাতব্বর ও সরদারদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা গ্রামের বিচার ফায়সালা করার ক্ষেত্রে ন্যায় ইনসাফ ক্বায়িম করে না। সুতরাং হাদীসের গোপন অর্থ হচ্ছে অধিকাংশ মাতব্বর ও সরদারগণই জাহান্নামে যাবে তবে কিছু ব্যতীত। মোট কথা, মাতব্বরী বা সরদারী তখনই দোষণীয় যখন ন্যায় ইনসাফ ক্বায়িম করার পরিবর্তে যুল্‌ম নির্যাতন করা হয়।

٣٧٠٠ـ[٤٠] وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «أُعِيذُكَ بِاللّٰهِ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ». قَالَ: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: «أُمَرَاءُ سَيَكُوْنُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلٰى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسُوْا مِنِّيْ وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلَنْ يَرِدُوْا عَلَى الْحَوْضِ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلٰى ظُلْمِهِمْ فَأُولٰئِكَ مِنِّيْ وَأَنَا مِنْهُمْ وَأُولٰئِكَ يَرِدُوْنَ عَلَيَّ الْحَوْضَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

৩৭০০-[৪০] কা'ব ইবনু 'উজরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন : নির্বোধ লোকেদের নেতৃত্ব থেকে আমি তোমাকে আল্লাহ তা'আলার হিফাযাতে অর্পিত করলাম। তিনি (কা'ব (রাঃ)) বললেন : হে আল্লাহর রসূল! এটা কিরূপে হবে? তিনি (ﷺ) বললেন : শীঘ্রই আমার পরে বিভিন্ন যুগে তাদের (নির্বোধ ও যালিমরূপে আমীর ও শাসক) আবির্ভূত হবে আর যে ব্যক্তি তাদের সান্নিধ্যে থাকবে এবং তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিবে এবং তাদের অন্যায় ও যুল্‌মের সহযোগিতা করবে, সে আমার দলভুক্ত নয় এবং তাদের সাথে আমারও কোনো সম্পর্ক নেই। তারা আমার হাওযে কাওসারে* আসতে পারবে না। আর যে তাদের নিকট যাবে না এবং তাদের মিথ্যাকে সত্যায়িত করবে না এবং তাদের অন্যায়ের কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করবে না। তারাই হবে আমার দলভুক্ত। আর আমিও তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করি। আর তারা হাওযে কাওসারে আমার নিকট আগমন করবে। (তিরমিযী ও নাসায়ী)[৯৪০]

---

[৯৩৯] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ২৯৩৪, য'ঈফ আল জামি' ১৫০৭, য'ঈফ আত্ তারগীব ৪৮৭। কারণ এর সানাদে একাধিক মাজহূল রাবী রয়েছে।

[৯৪০] **সহীহ :** নাসায়ী ৪২০৭, তিরমিযী ৬১৪, আহমাদ ১৮১২৬, সহীহ আত্ তারগীব ২২৪২।

* হাওযে কাওসার দ্বারা উদ্দেশ্য জান্নাত। অর্থাৎ- জান্নাতে তাদেরকে আমার নিকট আসতে দেয়া হবে না। অথবা তারা হাওযে কাওসারে আমার নিকট আসার অনুমতি পাবে না।

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসে سُفَهَاءِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সকল নির্বোধ লোক যারা 'ইল্ম ও 'আমালের দিক থেকে অজ্ঞ। ইমাম তূীবী (রহঃ) বলেন : سُفَهَاءِ বলা হয় ঐ সকল লোকেদেরকে যারা অল্প জ্ঞানের অধিকারী।

"নিহায়াহ্" গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, السَّفِيهُ মূলতঃ অল্প জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিকে বলা হয়। আর এ কারণে যখন কোনো ব্যক্তি নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে নিজের যোগ্যতা প্রকাশে অপারগ হয়। তখন তার ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে যে, সে নিজের মত প্রকাশের ক্ষেত্রে নির্বোধতার পরিচয় দিয়েছে। মোট কথা হচ্ছে, السَّفِيهُ অজ্ঞ ব্যক্তিকে বলা হয়। তাই রসূল ﷺ অন্য এক হাদীসে বলেছেন যে, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন 'আলিমদের মৃত্যুর মাধ্যমে 'ইল্ম উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর লোকেরা অজ্ঞদেরকে নিজেদের নেতা হিসেবে নির্ধারণ করবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)১৬২৩৩

٣٧٠١-[٤١] (صحيح لغيره) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أَتَى السُّلْطَانَ افْتُتِنَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ دَاوُدَ: «مَنْ لَزِمَ السُّلْطَانَ افْتُتِنَ وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنَ السُّلْطَانِ دُنُوًّا إِلَّا ازْدَادَ مِنَ اللهِ بُعْدًا».

৩৭০১-[৪১] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : যে গ্রামে-গঞ্জে বসবাস করে, সে অচেতন (সামাজিক শিক্ষা-শিষ্টাচার বহির্ভূত) হয়। আর যে শিকারের পিছনে দৌড়ায়, সে উদাসীন হয়। আর যে শাসকের সন্নিকটে থাকে, সে ফিতনায় পর্যবসিত হয় (ঝামেলায় পড়ে)। (আহ্মাদ, তিরমিযী, নাসায়ী)[৯৪১]

আর আবূ দাউদ-এর বর্ণনাতে আছে, যে শাসকের সান্নিধ্যে থাকে, সে ফিত্নায় নিপতিত হয়। আর যখনই যে ব্যক্তি শাসকের যত নিকটবর্তী হয়, সে ততই আল্লাহ থেকে দূরে চলে যায়। (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা : ইমাম ক্বাযী (রহঃ) বলেন : লোক কঠোর হয় যখন তার অন্তর শক্ত ও কঠোর হয়। ফলে তার অন্তর সৎ আচরণ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য নরম হয় না। আর এটা অধিকাংশ সময় গ্রামের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কারণ তারা 'আলিম-'উলামাদের সান্নিধ্যে থেকে বঞ্চিত থাকে এবং লোকেদের সাথে তাদের চলাফেরা কম হওয়ার কারণে ফলে তাদের স্বভাব চরিত্র হিংস্র প্রাণীর স্বভাব চরিত্রের মতো হয়ে যায়।

ইমাম মুযহির বলেন : যে ব্যক্তি গ্রামে বসবাস নিজের জন্য আবশ্যক করে নেয় বিশেষ করে সে জামা'আত ও জুমু'আর সলাতে উপস্থিত হতে পারে না এবং 'আলিমদের মাজলিসেও উপস্থিত হতে পারে না। আর এভাবে সে নিজের ওপর যুল্ম করে। যে ব্যক্তি আনন্দ ফূর্তি ও খেল-তামাশার জন্য শিকারে অভ্যস্ত হয় সে অলস হয়, কেননা আনন্দ ফূর্তি ও খেল-তামাশা মৃত অন্তরের পক্ষ থেকে সৃষ্টি হয়। আর যে ব্যক্তি শক্তি সঞ্চারণের উদ্দেশে শিকার করবে তার জন্য তা বৈধ, কেননা কিছু সহাবী শিকার করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[৯৪১] সহীহ : আবূ দাউদ ২৮৫৯, নাসায়ী ৪৩০৯, তিরমিযী ২২৫৬, আহমাদ ৩৩৬২, সহীহ আল জামি' ৬২৯৬।

٣٧٠٢ - [٤٢] وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَرَبَ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «أَفْلَحْتَ يَا قُدَيْمُ إِنْ مُتَّ وَلَمْ تَكُنْ أَمِيرًا وَلَا كَاتِبًا وَلَا عَرِيفًا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৭০২-[৪২] মিক্বদাম ইবনু মা'দীকারাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তার কাঁধের উপর হাত রেখে অত্যন্ত আক্ষেপে বলেছেন : হে কুদায়ম! (মিক্বদাম-এর সংক্ষেপ) তুমি যদি আমীর, লেখক ও সরদার না হয়ে মৃত্যুবরণ করো; তাহলে তুমি সাফল্য লাভ করবে। (আবূ দাঊদ)[৯৪২]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসে كَاتِبًا অর্থাৎ লেখক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যারা সরকারী চাকরিতে লেখার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। ফলে তারা কখনো কখনো দুর্নীতি করার জন্য মিথ্যা ও অসত্য কথা লিপিবদ্ধ করে তাই তা নিষেধ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ عَرِيفًا তথা গ্রামের মাতব্বর ও সরদার হওয়া তখনই দোষণীয় যখন কোনো ব্যক্তি মাতব্বর ও সরদার হওয়ার পর বিচার ফায়সালা করার সময় ইনসাফ না করবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٠٣ - [٤٣] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ»: يَعْنِي الَّذِيْ يَعْشُرُ النَّاسَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

৩৭০৩-[৪৩] 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কর আদায়কারী তথা অনৈতিকভাবে 'উশর ও যাকাত আদায়কারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

(আহ্‌মাদ, আবূ দাঊদ ও দারিমী)[৯৪৩]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে صَاحِبُ مَكْسٍ বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে অন্যায়ভাবে লোকেদের থেকে 'উশর বা যাকাত আদায় করে।

নিহায়াহ্ গ্রন্থে এসেছে যে, ট্যাক্স বলতে ঐ অংশকে বুঝানো হয়েছে যে অংশটা আদায়কারী মানুষের থেকে গ্রহণ করা হয় আর তা 'উশর নামে পরিচিত মানুষের মাঝে।

শারহুস্ সুন্নাহ্ গ্রন্থে এসেছে যে, এর দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য নিয়েছেন যে অতিক্রমকারী ব্যবসায়ী কাফেলার নিকট থেকে ট্যাক্স গ্রহণ করে 'উশর নামে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٠٤ - [٤٤] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُمْ عَذَابًا» وَفِيْ رِوَايَةٍ: «وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

৩৭০৪-[৪৪] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাত দিবসে আল্লাহর নিকট ন্যায়পরায়ণ শাসকই হবেন সর্বাধিক প্রিয় এবং সর্বোত্তম মর্যাদার অধিকারী।

---

[৯৪২] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ২৯৩৩, আহমাদ ১৭২০৫, য'ঈফাহ্ ১১৩৩, য'ঈফ আত্ তারগীব ৪৮৫। কারণ এর সানাদে সালিহ দুর্বল রাবী আর তার পিতা ইয়াহ্ইয়া একজন মাসতুর রাবী।

[৯৪৩] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ২৯৩৭, ইবনু মাজাহ ৩৭১৮, আহমাদ ১৭২৯৪, দারিমী ১৭০৮, য'ঈফ আল জামি' ৫৪৪৮, য'ঈফ আত্ তারগীব ৪৮০। কারণ এর সানাদে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব একজন মুদাল্লিস রাবী।

আর ক্বিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তা'আলার নিকট যালিম শাসকই হবেন সর্বনিকৃষ্ট ও কঠোরতম 'আযাবের অধিকারী।

অন্য এক বর্ণনাতে আছে, অত্যাচারী শাসক মর্যাদার আসনে আল্লাহর নিকট হতে অনেক দূরে।
(তিরমিযী; আর তিনি বলেন : হাদীসটি হাসান গরীব)[৯৪৪]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর প্রশংসা করেছেন এবং সে ক্বিয়ামাতের দিন বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হবে তাও বলেছেন। আর অত্যাচারী যালিম বাদশাহর ব্যাপারে কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন।

٣٧٠٥ - [٤٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةَ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

৩৭০৫-[৪৫] উক্ত রাবী (আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি অত্যাচারী শাসকের সামনে হাক্ব কথা বলে, সেটাই সর্বোত্তম জিহাদ।
(তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ্)[৯৪৫]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসে যালিম বাদশাহর সামনে সত্য কথা বলা উত্তম জিহাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন : যে ব্যক্তি শাসকের সামনে সত্য কথা বলল সে উত্তম জিহাদ করল। কেননা সত্য কথা বলার কারণে কখনো কখনো যুল্ম নির্যাতনের স্বীকার হতে হয় বাদশাহর পক্ষ থেকে।

ইমাম খত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন : শাসকের সামনে সত্য বলা উত্তম জিহাদ এটা এভাবে যে, কোনো ব্যক্তি যখন শত্রুর সাথে জিহাদ করে তখন সে ভয় ও আশার মাঝে সন্দিহান থাকে যে, সে বিজয় হবে নাকি পরাজিত হবে। পক্ষান্তরে শাসকের সামনে সত্য কথা প্রকাশকারী শাসকের নিকট পরাস্ত থাকে ফলে যখন সে সত্য কথা বলে বা সৎ কাজের আদেশ দেয় তখন শাসকের পক্ষ থেকে অনেক যুল্ম নির্যাতনের স্বীকার হয়।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٠٦ - [٤٦] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ.

৩৭০৬-[৪৬] আর আহ্মাদ ও নাসায়ী হাদীসটি ত্বারিক্ব ইবনু শিহাব (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।[৯৪৬]

٣٧٠٧ - [٤٧] (صحيح لغيره) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِالْأَمِيرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهٗ وَزِيرَ صِدْقٍ إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهٗ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهٗ. وَإِذَا أَرَادَ بِهٖ غَيْرَ ذٰلِكَ جَعَلَ لَهٗ وَزِيرَ سُوْءٍ إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

---

[৯৪৪] **য'ঈফ :** আহমাদ ১১১৭৪, তিরমিযী ১৩২৯, শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৪৭২। কারণ এর সানাদে 'আত্বিয়্যাহ্ আল আওফী একজন দুর্বল রাবী।

[৯৪৫] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪৩৪৪, তিরমিযী ২১৭৪, ইবনু মাজাহ ৪০১১, সহীহাহ্ ৪৯১, সহীহাহ্ ১১০০, সহীহ আত্ তারগীব ২৩০৬।

[৯৪৬] **সহীহ :** নাসায়ী ৪২০৯, আহমাদ ১৮৮৩০।

Contents

৩৭০৭-[৪৭] 'আয়িশাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো শাসকের কল্যাণ কামনা করেন, তখন তার জন্য একজন ন্যায়নিষ্ঠ পরামর্শদাতার (পরিচালনা পরিষদবর্গের) ব্যবস্থা করে দেন। তবে শাসক যদি (আল্লাহর কথা) ভুলে যায়, তখন পরামর্শদাতা তা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর শাসক যদি স্মরণ রাখে, তাহলে পরামর্শদাতা তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করে। আর যদি আল্লাহ তা'আলা কোনো শাসকের সাথে এর বিপরীত (তথা অকল্যাণ) কিছু করতে ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন তার জন্য এমন একজন পরামর্শদাতার ব্যবস্থা করে দেন। যদি শাসক (আল্লাহর হুকুম-আহকাম) ভুলে যায়, তাহলে পরামর্শতাদা তা স্মরণ করিয়ে দেয় না। আর যদি শাসক স্মরণ করেন, তাহলেও পরামর্শদাতা তাকে সহযোগিতা করে না। (আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[৯৪৭]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসে রসূলুল্লাহ সৎ উজিরের (পরামর্শদাতার) প্রশংসা করেছেন, কেননা সৎ উজির বিপদের সময় শাসককে সঠিক পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করে।

নিহায়াহ্ গ্রন্থে এসেছে, উজির ঐ ব্যক্তিকে বলে যে আমীরের প্রতিনিধিত্ব করে এবং আমীরের পক্ষ থেকে সকল ভারী কাজগুলো সম্পাদন করে।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, উজিরকে উজির বলে নামকরণ করা হয়েছে, কারণ সে অনেক কাজে আমীরের দায়িত্ব পালন করে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٠٨ - [٤٨] وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৩৭০৮-[৪৮] আবূ উমামাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী বলেছেন : শাসক যখন জনগণের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধানে লিপ্ত থাকে, তখন তাদেরকে (জনগণের মন-মানসিকতাকে) নিকৃষ্টরূপে অধিষ্ঠিত করে। (আবূ দাউদ)[৯৪৮]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসে শাসকদের জন্য উপদেশ রয়েছে। তারা যেন জনগণের ছোট খাট দোষ-ত্রুটি ও অপরাধ এবং তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয় যেন খুঁজে না বেড়ায় আর যদি এরূপ করা হয় তাহলে তাদের সাধারণ জীবন ও তাদের দেশের শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যাবে। আর ধীরে ধীরে জনগণের ক্রোধ শাসকের ওপর বাড়তে থাকবে। কেননা খুব কম লোকই পাপ থেকে বেঁচে থাকে। যদি প্রত্যেক কথায় কথায় তাদেরকে আদব শিক্ষা দেয়া হয় তাহলে এটা তাদের ওপর অনেক কষ্টকর হয়ে যাবে। ফলে দেশে ফিত্‌নাহ্ ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা শুরু হবে। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৮৮১)

এজন্য রসূলুল্লাহ বলেছেন :

«مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি গোপন করল আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন ক্বিয়ামাতের মাঠে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন।" (সহীহুল বুখারী হাঃ ২৪৪২, সহীহ মুসলিম হাঃ ৫৮/২৫৮০)

---

[৯৪৭] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২৯৩২, নাসায়ী ৪২০৪, আহমাদ ২৪৪১৪, সহীহ আল জামি' ৩০২, সহীহ আত্ তারগীব ২২৯৬।

[৯৪৮] **সহীহ লিগয়রিহী :** আবূ দাউদ ৪৮৮৯, সহীহ আল জামি' ১৫৮৫, সহীহ আত্ তারগীব ২৩৪৩।

٣٧٠٩ـ[٤٩] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّكَ إِذَا اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِىْ «شُعَبِ الْإِيمَانِ».

৩৭০৯-[৪৯] মু'আবিয়াহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি (ﷺ) বলেছেন : তুমি যদি মানুষের লুক্কায়িত দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধানে থাকো, তাহলে তুমি তাদেরকে বিপর্যস্ত বিপদগ্রস্ত করে ফেলবে। (বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান)[৯৪৯]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসে মানুষের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ না করতে বলা হয়েছে। আর কেউ অন্বেষণ করে তাহলে সে যেন তাদেরকে খারাপ করে ফেলে।

ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন : উক্ত হাদীসে সম্বোধনটা 'আম্ আর বিষয়টা পূর্বের হাদীসে শাসকের সাথে খাস ছিল। সুতরাং বিষয়টা শুধু আমীরের সাথে সম্পৃক্ত, এরূপ সন্দেহে যেন আমীর না পড়ে বরং বিষয়টা প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত যারা মানুষের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করে বেড়ায়, চাই সে আমীর হোক বা প্রজা হোক। আর যদি আমরা বলি এখানে সম্বোধন দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মু'আবিয়াহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু, তাহলে এ হাদীসই দলীল তিনি আমীর হওয়ার। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧١٠ـ[٥٠] وَعَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «كَيْفَ أَنْتُمْ وَأَئِمَّةٌ مِنْ بَعْدِىْ يَسْتَأْثِرُوْنَ بِهٰذَا الْفَيْءِ؟». قُلْتُ: أَمَا وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ أَضَعُ سَيْفِىْ عَلٰى عَاتِقِىْ ثُمَّ أَضْرِبُ بِهٖ حَتّٰى أَلْقَاكَ قَالَ: «أَوَلَا أَدُلُّكَ عَلٰى خَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكَ؟ تَصْبِرُ حَتّٰى تَلْقَانِىْ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৭১০-[৫০] আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার পরে তোমাদের ইমাম বা শাসকের সাথে কিরূপ আচার-ব্যবহার করবে, যখন তারা অমুসলিমদের থেকে ট্যাক্স বা কর ইত্যাদি আদায় করে তারাই ভোগ করবে? তিনি (আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বললাম : সে মহান সত্তার কৃসম! যিনি আপনাকে সত্য নাবী করে পাঠিয়েছেন। অবশ্যই আমি নিজ তরবারি কাঁধের উপর রেখে তাকে আঘাত করতে থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি (ﷺ) বললেন : আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম কোনো কাজের কথা বলব না? আর তা হচ্ছে আমার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত (মৃত্যু অবধি) তুমি ধৈর্যধারণ করো। (আবূ দাউদ)[৯৫০]

ব্যাখ্যা : ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন : উল্লেখিত হাদীসে রসূল ﷺ তার সহাবীগণকে বললেন, প্রশ্ন হলো আমার পরে এমন কতিপয় আমীর আসবে যারা নিজেদের ট্যাক্স বা জিয্‌ইয়ার মাল ভোগ করবে তখন তোমাদের আচরণ তাদের সাথে কিরূপ হবে। এর মাধ্যমে তিনি (ﷺ) জানতে চাইলেন যে, তোমরা কি ঐ সময় ধৈর্য ধারণ করবে নাকি লড়াই করবে? কিন্তু আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, আমি শাহীদ না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে যুদ্ধ করব তখন রসূল ﷺ তাকে উত্তম পন্থা শিক্ষা দিয়েছেন। আর তা হলো, তুমি যুদ্ধ না করে ধৈর্য ধারণ করবে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৯৪৯] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪৮৮৮, শু'আবুল ঈমান ৯২১২, সহীহ আল জামি' ২২৯৬, সহীহ আত্ তারগীব ২৩৪২।

[৯৫০] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৪৭৫৯, আহমাদ ২১৫৫৮, য'ঈফ আল জামি' ৪২৮৭। কারণ এর সানাদে খালিদ বিন ওয়াহবান একজন মাজহূল রাবী।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٧١١ـ[٥١] عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «أَتَدْرُوْنَ مَنِ السَّابِقُوْنَ إِلٰى ظِلِّ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» قَالُوا: اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَعْلَمُ قَالَ: «اَلَّذِيْنَ إِذَا أُعْطُوا الْحَقَّ قَبِلُوْهُ وَإِذَا سُئِلُوْهُ بَذَلُوْهُ وَحَكَمُوْا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ».

৩৭১১-[৫১] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : তোমরা কি জানো! ক্বিয়ামাতের দিন মহান আল্লাহ তা'আলার ('আর্‌শের) ছায়ায় সর্বপ্রথম কোন্ শ্রেণীর মানুষ স্থান পাবে? সহাবীগণ বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ)-ই ভালো জানেন। তিনি (সাঃ) বললেন : যে সকল (আমীর ও শাসকের) মানুষেরা যখন তাদের (জনসাধারণের) নিকট হাক্ব কথা বলে, তখন তারা তা গ্রহণ করে। আর যখন তাদের নিকট কোনো ন্যায্য অধিকার চাওয়া হয়, তখন তারা তা আদায় করে। আর মানুষের ওপর এমনভাবে শাসন করে, যেরূপ নিজের জন্য করে। (আহমাদ)[৯৫১]

ব্যাখ্যা : হাদীস বর্ণিত (ظِلِّ اللّٰهِ) "আল্লাহর ছায়া" দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর 'আর্‌শের ছায়া। কেউ কেউ বিনা প্রশ্নে বা বিনা সাদৃশ্যে 'আল্লাহর ছায়াকে' (ব্যাখ্যাবিহীন) শাব্দিক অর্থেই গ্রহণ করেছেন। ক্বিয়ামাতের দিন ঐ ছায়ায় সর্বাগ্রে ঐ শাসক ও আমীরগণ স্থান পাবে যারা হাক্ব কথা বা বিষয় নিজের বিরুদ্ধে হলেও তা ক্ববূল করে এবং মাথা পেতে নেয়। আর তার কাছে কোনো ন্যায্য অধিকার দাবী করলে সে তা গোপন করে না বা তা আটকিয়ে রাখে না, বরং হাক্বদার চাওয়া মাত্রই তাকে তা দিয়ে দেয়। এ ক্ষেত্রে কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়াও সে করে না।

আর কোনো ক্ষুদ্র বিষয়েও বিচার-ফায়সালায় পক্ষপাতিত্ব করে না, বরং নিজের জন্য বা নিকটতম ব্যক্তির জন্য যা ফায়সালা করে অন্যের জন্যও তাই করে। ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচু কোনো ভেদাভেদ করে না, সবার জন্য সে ইনসাফপূর্ণ ফায়সালা প্রদান করে। সে আল্লাহর এই আদেশ বাণীর অনুসরণ করে, আল্লাহর বাণী : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান করো; তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী কোনো আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১৩৫)

ইতিপূর্বে হাদীস অতিবাহিত হয়েছে, "তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧١٢ـ[٥٢] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «ثَلَاثَةٌ أَخَافُ عَلٰى أُمَّتِيْ: اَلِاسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ وَحَيْفُ السُّلْطَانِ وَتَكْذِيْبٌ بِالْقَدَرِ».

---

[৯৫১] **য'ঈফ :** আহমাদ ২৪৩৭৯, য'ঈফ আল জামি' ১০১। কারণ এর সানাদে 'আবদুল্লাহ বিন লাহী'আহ্ হাদীস বর্ণনায় একাকী হয়েছেন। আর তিনি একজন দুর্বল রাবী।

৩৭১২-[৫২] জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি (ﷺ) বলেছেন : আমি আমার উম্মাতের ওপর তিনটি বিষয়ে শঙ্কিত থাকি– তা হলো, চাঁদ বা তারকার কক্ষপথে অতিক্রম করার হিসাব অনুযায়ী বৃষ্টি কামনা করা এবং আমীর বা শাসকের যুল্‌ম-অত্যাচার ও তাক্বদীদের প্রতি অবিশ্বাস করা। (আহমাদ)[৯৫২]

ব্যাখ্যা : এখানে তিনটি কর্ম বা তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, অথবা তিন প্রকারের মানুষের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তিনটি কর্মের বা বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে আমার উম্মাত পথভ্রষ্ট হয়ে যায় কিনা আমি সেই আশংকা করি।

প্রথমতঃ যারা তারকা অথবা চন্দ্রের কক্ষপথের মাধ্যমে বৃষ্টি বা পানি কামনা করে থাকে। চন্দ্রের ঊনত্রিশটি কক্ষ পথ রয়েছে, প্রত্যহ এক একটি কক্ষ পথে সে পরিভ্রমণ করে থাকে।

অনুরূপ তারকার রয়েছে নির্দিষ্ট কক্ষপথ, এই কক্ষপথেই তারা পরিভ্রমণ করে থাকে। আরবের মুশরিকগণ চন্দ্র অথবা তারকার উদয় অথবা কক্ষপথের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করতো। অথবা ধারণা করতো যে, অমুক নক্ষত্রের কারণেই আমরা বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছি। এটা মুসলিম 'আক্বীদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

সহীহুল বুখারীতে (হাঃ ৪১৪৭) যায়দ ইবনু খালিদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার বছর আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে বের হলোাম। একরাতে খুব বৃষ্টি হলো। রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের নিয়ে ফাজ্‌রের সলাত আদায় করলেন। এরপর আমাদের দিকে ফিরে বসলেন, অতঃপর বললেন : তোমরা জানো কি, তোমাদের রব কি বলেছেন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : আমার কতিপয় বান্দা আমার প্রতি ঈমান এনেছে, আর কতিপয় আমার প্রতি কুফ্‌রী করেছে। যারা বলেছে আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ায় আমরা বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছি তারা আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী মু'মিন, আর নক্ষত্রের (প্রভাবের) প্রতি অস্বীকারকারী। আর যারা বলেছে যে, অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি হয়েছে তারা তারকার প্রতি ঈমান এনেছে এবং আমাকে অস্বীকারকারী কাফির হয়েছে।

আল্লাহ বৃষ্টিদানের একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী মেনে নিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত প্রকৃতির স্বভাব মোতাবেক অমাবস্যা অথবা পূর্ণিমার সময় জোয়ার ভাটা অথবা সম্ভাবনার বৃষ্টিপাতের কথা বলা দোষণীয় নয়।

দ্বিতীয়তঃ বাদশাহ বা শাসকের যুল্‌মও অত্যাচার। অর্থাৎ রসূল (ﷺ) তাঁর উম্মাতের শাসকদের যুল্‌মের আশংকা করেছেন। (এ আশংকা আজ কতই না সত্যে পরিণত হয়েছে) [সম্পাদক]

তৃতীয়তঃ তাকদীর বা ভাগ্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। ভাগ্যের ভালো-মন্দ, মিষ্টতা-তিক্ততা সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, এটা ইসলামী 'আক্বীদার অন্যতম একটি বিষয়। কিন্তু উম্মাতের এক দল লোক এই তাকদীরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, ফলে তারা ঈমানহারা হয়ে যাবে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের ওপর সেই আশংকা ব্যক্ত করেছেন।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেছেন : রসূলুল্লাহ (ﷺ) তিনটি বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে আশংকা করেছেন। কেননা যারা আসবাব বা উপকরণকেই মৌলিক কারণ ও যথার্থ বলে বিশ্বাস করে এবং উপকরণের স্রষ্টাকে বাদ দেয় তারা মূলতঃ শির্‌কের মধ্যে আরেক শির্‌কে পতিত হয়েছে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৯৫২] **য'ঈফ :** আহমাদ ২০৮৩২। কারণ এর সানাদে মুহাম্মাদ বিন ক্বসিম আল আসাদী একজন দুর্বল রাবী। কেউ কেউ তাকে মিথ্যুকও বলেছেন।

٣٧١٣-[٥٣] وَعَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «سِتَّةَ أَيَّامٍ اعْقِلْ يَا أَبَا ذَرٍّ! مَا يُقَالُ لَكَ بَعْدُ» فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ السَّابِعُ قَالَ: «أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فِىْ سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلَانِيَتِهٖ وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا وَإِنْ سَقَطَ سَوْطُكَ وَلَا تَقْبِضْ أَمَانَةً وَلَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ».

৩৭১৩-[৫৩] আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বলেছেন : হে আবূ যার! ছয় দিন পর্যন্ত অপেক্ষা কর এরপর তোমাকে যে কথা বলা হবে (সেজন্য)। অতঃপর যখন সপ্তম দিন আসলো তখন তিনি (ﷺ) বললেন : আমি তোমাকে ওয়াসিয়্যাত করছি যে, তুমি সর্বদা প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় কর। যদি তোমার থেকে কোনো অসৎ কাজ প্রকাশ পেয়ে যায়, তবে সাথে সাথে কোনো সৎ কাজ করো। কক্ষনো কারো নিকট কোনো কিছু চাইবে (প্রত্যাশা করবে) না, যদিও তোমার ছড়ি বা চাবুক নিচে পড়ে যায়। কারো আমানাত নিজের কাছে রেখ না এবং দু'জন মানুষের মধ্যেও বিচারক হয়ো না। (আহমাদ)[৯৫৩]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (ﷺ) আবূ যার-কে বিশেষভাবে কথাগুলো বলেছিলেন। তিনি তাকে এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা, ওটা স্মরণ রাখা এবং তার উপর যথাযথ 'আমাল করার প্রতিও উৎসাহিত করেন।

ওয়া'দা মোতাবেক যখন সপ্তম দিবস এলো তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে গোপনে, প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতির ওয়াসিয়্যাত করেন। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, তাক্বওয়া শব্দটি «كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ» পরিপূর্ণ বাণী, যা ব্যাপক অর্থ বহন করে। ওটা মানুষের এমন মানবিক বৈশিষ্ট্য বা গুণ যে তা অর্জন করতে পেরেছে তার জন্য ওটাই যথেষ্ট হয়েছে। কুরআন ও হাদীসে এই তাক্বওয়ার বহু নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "আমি তোমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থের অধিকারীদেরকে এবং তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১৩১)

নাবী (ﷺ) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে : «أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ» «فَإِنَّهُ رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّهٖ»

"আমি তোমাকে তাক্বওয়াল্লাহ বা আল্লাহ ভীতির ওয়াসিয়্যাত করছি, কেননা এই তাক্বওয়া হলো সকল কিছুর মূল।"

অন্য বর্ণনায় এসেছে, "নিশ্চয় তা সকল কর্মের মূল।"

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, আল্লাহর বাণী অনুরূপ এটিও "আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনি ভয় করো।" (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান ৩ : ১০২)

নাবী (ﷺ) এর বাণী : "আর যখনই তুমি কোনো মন্দ কাজ করবে সঙ্গে সঙ্গে নেক কাজ করো।" এটা ইশারা এই দিকে যে, মানুষ স্বভাবগতভাবে শাহ্ওয়াত বা প্রবৃত্তিপরায়ণ। তার মধ্যে যেমন রয়েছে পশুত্ববৃত্তি ঠিক তেমনি রয়েছে মালাক (ফেরেশতা) স্বভাবও। নিন্দনীয় কুস্বভাব ও পশুত্ববৃত্তি যখন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তখনই মালাক স্বভাব ঐ কুস্বভাবকে নিভিয়ে দেয় ও নিবৃত করে ফেলে, যেমন নাবী (ﷺ) বলেছেন : তুমি মন্দ কাজের পর নেক কাজ করো, যা ঐ মন্দকে মুছে দিবে।

নাবী (ﷺ) এর বাণী : «وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا» «شَيْئًا» "তুমি কখনো কারো কাছে কিছু সওয়াল করো না।" কারো কাছে কোনো কিছু সওয়াল করা বা চাওয়া খুবই হীন এবং নীচ কাজ।" সুতরাং মাখলূক্বের কাছে

[৯৫৩] হাসান লিগয়রিহী : আহমাদ ২১৫৭৩, সহীহ আত্ তারগীব ৩১৬১।

কোনো কিছু সওয়াল না করে মহাপরাক্রমশালী, দয়াময় আল্লাহর কাছে চাওয়া এবং সকল প্রয়োজন তাঁর কাছে সোপর্দ করা হলো আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের সর্বোচ্চ স্তর। ছোট প্রয়োজন হলেও দয়াময় আল্লাহর কাছেই চাওয়া উচিত এমনকি ঘোড়ার উপর থেকে চাবুকটি পড়ে গেলে তা উঠিয়ে দেয়ার জন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া উচিত নয়। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহঃ) সর্বদাই আল্লাহর কাছে এই বলে প্রার্থনা করতেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার চেহারাকে তুমি ছাড়া অন্যকে সাজদাহ্ প্রদান থেকে রক্ষা করেছো, ঐ চেহারাকে তুমি ছাড়া অন্যের নিকট কিছু চাওয়া থেকে রক্ষা করো।

নাবী ﷺ-এর বাণী : «وَلَا تَقْبِضُ أَمَانَةً» 'তুমি কারো আমানাত গ্রহণ করো না, এর অর্থ হলো : প্রয়োজন ছাড়া কোনো মানুষের আমানাত হিফাযাতের দায়িত্ব গ্রহণ করো না। কারণ এতে খিয়ানাতের এবং অপকর্মের আশংকা রয়েছে। কারো আমানাত যথাযথভাবে বহন করা, তা সংরক্ষণ করা, অতঃপর সময় মতো তা মালিকের নিকট পৌঁছে দেয়া কঠিন কাজ।

অনুরূপভাবে নাবী ﷺ দু'জনের মাঝে বিচার-ফায়সালার দায়িত্বভার গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। এটা আবূ যার রাঃ-এর ব্যাপারে খাস হলেও বিধান সার্বজনীন। দুর্বল ও কোমল মনের ব্যক্তিদের এ দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত নয়। আবূ যার রাঃ-এর ঘটনা প্রথম অনুচ্ছেদে অতিবাহিত হয়েছে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, আবূ দাউদ হাঃ ১৬৪৫, নাসায়ী হাঃ ২৫৮৭)

٣٧١٤ - [٥٤] (حسن: صحيح) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَلِي أَمْرَ عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذٰلِكَ إِلَّا أَتَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَغْلُوْلًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدُهُ إِلٰى عُنُقِهِ فَكَّهُ بِرُّهُ أَوْ أَوْبَقَهُ إِثْمُهُ أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ وَأَوْسَطُهَا نَدَامَةٌ وَآخِرُهَا خِزْيٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৩৭১৪-[৫৪] আবূ উমামাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দশ বা ততোধিক লোকের অভিভাবক বা জিম্মাদার হয়েছে, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার গলায় শিকল পরা অবস্থায় উপস্থিত করবেন। তার হাত গর্দানের সাথে বাঁধা অবস্থায় থাকবে, তার নেক 'আমাল তাকে রক্ষা করবে অথবা তার কৃত অপরাধ তাকে ধ্বংস করবে। নেতৃত্বের প্রথম অবস্থা তিরস্কার ও নিন্দা, মধ্যম অবস্থায় লজ্জা, আর অবশেষে ক্বিয়ামাতের দিন অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। (আহমাদ)[৯৫৪]

ব্যাখ্যা : সে ক্বিয়ামাতের দিন গর্দানের সাথে হাত বাঁধা অবস্থায় উপস্থিত হবে। অর্থাৎ (তার উপর) আল্লাহ অথবা মালায়িকার (ফেরেশতার) নির্দেশক্রমে সে গলবন্ধাবস্থায় আল্লাহর সমীপে উপনীত হবে। তার এই অবস্থা থেকে কেবলমাত্র তার ন্যায় ও ইনসাফ নামক সৎকর্ম তাকে উদ্ধার করতে পারবে। যদি সে ঐ ইনসাফ ও সৎকর্মে ব্যর্থ হয় তাহলে তার পাপ বা গুনাহ তাকে ধ্বংস করে দিবে।

নেতৃত্বের শুরু হয় গাল-মন্দ দিয়ে, মাঝখানে গিয়ে হতে হয় লজ্জিত ও অপমানিত আর শেষে অর্থাৎ ক্বিয়ামাতের দিন তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা। দুনিয়া হলো আখিরাতের ক্ষেত্রস্বরূপ। সুতরাং দুনিয়ার কর্ম ফলই সে আখিরাতে ভোগ করবে। যেহেতু প্রশাসন ছিল তার কর্ম, আর সেখানে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা খুবই কঠিন কাজ, তাই এক্ষেত্রে তাকে জওয়াবদিহিতার মুখোমুখি হতেই হবে। আর যে জওয়াবদিহিতার মুখোমুখি হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৯৫৪] হাসান : আহমাদ ২২৩০০, সহীহাহ্ ৩৪৯, সহীহ আল জামি' ৫৭১৮, সহীহ আত্ তারগীব ২১৭৫।

٣٧١٥ - [٥٥] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَا مُعَاوِيَةُ إِنْ وُلِّيتَ أَمْرًا فَاتَّقِ اللّٰهَ وَاعْدِلْ». قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَظُنُّ أَنِّي مُبْتَلًى بِعَمَلٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ حَتّٰى أُبْتُلِيتُ.

৩৭১৫-[৫৫] মু'আবিয়াহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে মু'আবিয়াহ্! তুমি যদি কোনো কাজের জন্য শাসক বা জিম্মাদার নিয়োগপ্রাপ্ত হও, তাহলে আল্লাহকে ভয় করবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে। তিনি (মু'আবিয়াহ্ (রাঃ)) বলেন : নাবী ﷺ-এর এ কথার পর থেকে আমি সর্বদা এ ধারণা করছিলাম যে, আমি একদিন এ দায়িত্বে নিযুক্ত হব। শেষ অবধি আমি এ পরীক্ষায় উপনীত হলোম। (আহমাদ)[৯৫৫]

ব্যাখ্যা : মু'আবিয়াহ্ (রাঃ) ছিলেন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবাহ্ (রাঃ)-এর আপন ভাই। মু'আবিয়াহ্ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপদেশটি ছিল তার নেতৃত্ব পাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ও ইঙ্গিত।

রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন, তুমি যদি কখনো হুকুমাত এবং ওয়ালায়াতের অধিকারী হও তাহলে বিচার ও শাসনকার্যে আল্লাহকে ভয় করবে এবং লোকেদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচারকার্য পরিচালনা করবে। মু'আবিয়াহ্ (রাঃ) অতীব বুদ্ধিমান সহাবী, তিনি ধারণা করেন যে, একদিন না একদিন তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবেন। তার ظَنٌّ বা ধারণা يَقِيْن (ইয়াক্বীন) নিশ্চয়তার অর্থ প্রদান করেছে। অর্থাৎ তার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, তিনি একদিন ক্ষমতাশীল হবেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧١٦ - [٥٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «تَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ». رَوَى الْأَحَادِيثَ السِّتَّةَ أَحْمَدُ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ حَدِيثَ مُعَاوِيَةَ فِي «دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ».

৩৭১৬-[৫৬] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সত্তর সালের সূচনালগ্ন থেকে এবং শিশুদের নেতৃত্ব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। উপরি উল্লেখিত হাদীস ছয়টি ইমাম আহ্‌মাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। আর মু'আবিয়াহ্ (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটি বায়হাক্বী "দালায়িলিন্ নুবূওয়াহ্" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।[৯৫৬]

ব্যাখ্যা : সত্তরের গোড়ার যুগ হিজরী সন হিসাবে, না রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর সময় থেকে তার উল্লেখ নেই। আবার শিশুদের নেতৃত্ব দ্বারা কার রাজত্ব বুঝানো হয়েছে তাও উল্লেখ নেই।

বাস্তবতায় দেখা যায়, হিজরী ৬০ থেকে ৭০ পর্যন্ত ইসলামের কয়েকটি কলঙ্কময় ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এ সময়েই মাসজিদে হারামের উপর আক্রমণ, কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনা ইত্যাদি সংঘটিত হয়েছিল এবং মুহাক্কিকগণ বালকদের রাজত্ব দ্বারা ইয়াযীদ ইবনু মু'আবিয়াহ্ এবং হাকাম ইবনু মারওয়ান-এর বংশধরের রাজত্ব চিহ্নিত করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧١٧ - [٥٧] وَعَنْ يَحْيَى بْنِ هَاشِمٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «كَمَا تَكُوْنُوْنَ كَذٰلِكَ يُؤَمَّرُ عَلَيْكُمْ».

---

[৯৫৫] **য'ঈফ :** আহমাদ ১৬৯৩৩, দালায়িলিন্ নুবূওয়্যাহ্ লিল বায়হাক্বী ৪৪৬। কারণ এর সানাদে মু'আবিয়াহ্ (রাঃ) হতে সা'ঈদ বিন 'আম্‌র-এর শ্রবণ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

[৯৫৬] **হাসান :** আহমাদ ৮৩১৯, সহীহাহ্ ৩১৯১।

৩৭১৭-[৫৭] ইয়াহ্ইয়া ইবনু হাশিম (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি ইউনুস ইবনু আবূ ইসহাক্ব হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা যেরূপ হবে, তোমাদের ওপর সেরূপ শাসক নিযুক্ত করা হবে।[৯৫৭]

ব্যাখ্যা : শাসক বা রাজ্য পরিচালক জনগণের খাদিম। জনগণ যদি শিক্ষিত সুশৃঙ্খল ও শান্তিকামী হয় তাহলে তাদের শাসকও হবে তাই, ফলে রাজ্য ভূ-স্বর্গে পরিণত হবে। পক্ষান্তরে প্রজা সাধারণ যদি উচ্ছৃঙ্খল, শঠ, প্রতারক এবং মূর্খ হয় তাহলে তাদের শাসকও তাই নির্বাচিত হবে। ফলে রাজ্য হবে অশান্তির কেন্দ্রবিন্দু। তাই জনগণকে আগে ভালো হতে হবে। নিজেরা ভালো না হয়ে শাসকদের ভালো হওয়ার আশা রাখা আদৌ সঙ্গত নয়।

অত্র হাদীসটির ব্যাখ্যা আবুদ্ দারদা رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত ৩৭২১ নং হাদীসটিতে আরো স্পষ্ট করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন সূত্রে এ অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧١٨-[٥٨] (موضوع) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ السُّلْطَانَ ظِلُّ اللهِ فِي الْأَرْضِ يَأْوِي إِلَيْهِ كُلُّ مَظْلُومٍ مِنْ عِبَادِهٖ فَإِذَا عَدَلَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الشُّكْرُ وَإِذَا جَارَ كَانَ عَلَيْهِ الْإِصْرُ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الصَّبْرُ».

৩৭১৮-[৫৮] ইবনু 'উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় শাসক হলেন দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার ছায়ার ন্যায়। নির্যাতিত ও অত্যাচারিত বান্দাগণ শাসকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকে। সুতরাং তিনি যদি ন্যায়পরায়ণতার পথ অবলম্বন করেন, তবে তার জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার। আর প্রজাদের কর্তব্য হলো তার শুকরিয়া আদায় করা। আর তিনি যখন যুল্ম ও অত্যাচার করেন তখন গুনাহের বোঝা তার ওপর বর্তাবে, এমতাবস্থায় প্রজাসাধারণের ধৈর্যধারণ করা উচিত।[৯৫৮]

ব্যাখ্যা : এখানে (السُّلْطَانَ ظِلُّ اللهِ) বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, (السُّلْطَانَ ظِلُّ الرَّحْمٰنِ) অর্থাৎ 'সুলত্বন' হলো জমিনে দয়াময়ের (আল্লাহর) ছায়া। কেননা সে জনসাধারণের কষ্ট দূর করে, যেমন ছায়া মানুষকে রৌদ্রের কষ্ট থেকে রক্ষা করে থাকে। 'আরব পরিভাষায় ظِلُّ দ্বারা আশ্রয় এবং প্রতিরক্ষার পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তাহলে অর্থ হয় যে, বাদশাহ হলেন দুনিয়ায় জনগণের আশ্রয়স্থল এবং বিপদ ও কষ্টের ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা স্বরূপ।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : বাক্যটি তাশবীহ বা সাদৃশ্য বর্ণনার জন্য এসেছে। (يَأْوِي إِلَيْهِ كُلُّ مَظْلُومٍ مِنْ عِبَادِهٖ) প্রত্যেক মাযলূম নির্যাতিত ব্যক্তি তার কাছে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। এ বাক্যটিতে সাদৃশ্যতা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ যেমন সূর্যোত্তাপ থেকে রক্ষার জন্য ছায়ার ঠাণ্ডায় আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে ঠিক তেমনি উৎপীড়িত মাযলূম মানুষ যুল্মের উত্তাপ থেকে রক্ষার জন্য বাদশাহর ন্যায় বিচারের স্নিগ্ধ ছায়াতলে আশ্রয় পেয়ে থাকে।

ছায়াকে আল্লাহর দিকে ইযাফত বা সম্পর্কিত করা অর্থাৎ 'আল্লাহর ছায়া' এ কথাটি তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা। যেমন বলা হয়, বায়তুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর, রূহুল্লাহ, নাকাতুল্লাহ ইত্যাদি। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে

---

[৯৫৭] **মাওযূ'** : শু'আবুল ঈমান ৭০০৬, য'ঈফাহ্ ৩২০, য'ঈফ আল জামি' ৪২৭৫। কারণ এর সানাদে ইয়াহ্ইয়া ইবনু হাকিম একজন মিথ্যুক রাবী।

[৯৫৮] **মাওযূ'** : শু'আবুল ঈমান ৬৯৮৪, য'ঈফ আল জামি' ৩৩৪৮। কারণ এর সানাদে সা'ঈদ বিন সিনান একজন মাতরূক রাবী।

বলি তার (আল্লাহর) 'ছায়া' বলতে সৃষ্টির কোনো কিছুর দৃশ্যমান ছায়া সদৃশ নয়; বরং তাঁর মহান মর্যাদা অনুসারে তিনি বিশেষ গুণে একক ও অদ্বিতীয় এবং তাঁর স্বকীয় মর্যাদা অনুসারেই সেটি তার ক্ষেত্রে যেভাবে হওয়া প্রযোজ্য সেভাবেই। বাদশাহ যেমন দুনিয়াতে দুঃখ ও বেদনাক্লিষ্ট ব্যক্তির আশ্রয়স্থল, ঠিক তেমনি ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহর 'আর্‌শের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করবেন যেদিন ঐ ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না।

বাদশাহর ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের সুফল সে দুনিয়াতেও পাবে আখিরাতেও পাবে। আর যদি সে ন্যায় বিচার না করে এবং প্রজা সাধারণের ওপর যুল্‌ম করে তাহলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও অস্ত্রধারণ না করে সবর ইখতিয়ার করা উচিত। যুল্‌মের কারণে সেই গুনাহগার হবে এবং আল্লাহর দরবারে জওয়াবদিহিতার মুখোমুখি হবে।

হাদীসের এ বাণীতে ইশারা রয়েছে যে, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ আল্লাহর বিশেষ দান ও অনুগ্রহ। আর যালিম বাদশাহ হলো আল্লাহর প্রতিশোধ, ঘৃণা ও পরীক্ষা।

আল্লাহ তা'আলার বাণী : "নিশ্চয় এতে তোমাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মহাপরীক্ষা।" (সূরা আল বাক্বারহ্ ২ : ৪৯)

"নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ বান্দার জন্য রয়েছে নিদর্শন।" (সূরাহ্ লুক্বমান ৩১ : ৩১)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, ঈমান দু'ভাগে বিভক্ত অর্ধেক হলো ধৈর্য আর অর্ধেক কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ আমাদের দু'টি বস্তুই গ্রহণের তাওফীক্ব দান করুন।

(السُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ) 'বাদশাহ আল্লাহর ছায়া' এ বাক্য দ্বারা যেমন বাদশাহর মহান মর্যাদা বুঝানো হয়ে থাকে ঠিক তাকে সম্মান করার ইঙ্গিতও এতে রয়েছে।

অত্র হাদীসে স্পষ্টই এসেছে, «مَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانَ اللهِ فِي الدُّنْيَا أَكْرَمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» যে দুনিয়াতে বাদশাহকে সম্মান করবে ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাকে সম্মানিত করবেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧١٩-[٥٩] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ اللهِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ عَادِلٌ رَفِيقٌ وَإِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ جَائِرٌ خَرِقٌ»

৩৭১৯-[৫৯] 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন সহনশীল ও ন্যায়পরায়ণ শাসক হবেন আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম মর্যাদার অধিকারী। আর ক্বিয়ামাতের দিন যালিম ও অত্যাচারী শাসক হবে আল্লাহর নিকট সকল মানুষের মধ্যে নিকৃষ্টতম।[৯৫৯]

ব্যাখ্যা : (رَفِيقٌ) এর অর্থ অন্তরঙ্গ বন্ধু, নরম আচরণকারী, সহনশীল। অর্থাৎ ধনী-দরিদ্র, ইতর ভদ্র সকলের সাথে কোমল আচরণকারী, সহনশীল, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় বান্দা হিসেবে পরিগণিত হবেন।

অনুরূপ ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হবে যালিম, নিষ্ঠুর শাসক। خَرِقٌ শব্দটি رَفِيقٌ এর বিপরীত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১১নং হাদীসে এ হাদীসের অনুরূপ হাদীস ও ব্যাখ্যা অতিবাহিত হয়েছে।

---

[৯৫৯] **য'ঈফ** : শু'আবুল ঈমান ৬৯৮৬, য'ঈফাহ্ ১১৫৭। কারণ এর সানাদে **মুহাম্মাদ বিন আবী হুমায়দ** একজন দুর্বল রাবী।

٣٧٢٠ ـ[٦٠] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَظَرَ إِلٰى أَخِيهِ نَظْرَةً يُخِيفُهُ أَخَافَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَى الْأَحَادِيثَ الْأَرْبَعَةَ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ» وَقَالَ فِي حَدِيثِ يَحْيٰى هٰذَا: مُنْقَطِعٌ وَرِوَايَتُهُ ضَعِيفٌ.

৩৭২০-[৬০] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যদি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি এমন দৃষ্টিতে তাকায়, যাতে সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়, তাহলে ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবেন। উপরি উল্লেখিত হাদীস চারটি বায়হাক্বী-এর "শু'আবুল ঈমান" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি ইয়াহ্ইয়া-এর হাদীসের ব্যাপারে বলেছেন : এটা মুন্‌কৃতি' এবং য'ঈফ।[৯৬০]

ব্যাখ্যা : أَخِيهِ 'তার ভাই' এর দ্বারা নিজ ভাই, মুসলিম ভাই ইত্যাদি। যে কোনো মুসলিমই হতে পারে। তাকানো যদি রুক্ষ-ভীতিকর তাকানো হয় যার কারণে সে ভয় পায় বা আতংক হয়ে যায় তবে তার পরিণাম এই যে, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাকে ভীতিগ্রস্ত করে ফেলবেন।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : ইসলামের ভ্রাতৃত্বের কারণে একে অপরের নিকট নিরাপত্তার দাবী রাখে।

হাদীসে এসেছে, «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» প্রকৃত মুসলিম তো সেই যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদে থাকে।

এ অনুচ্ছেদে এ হাদীস ইশারা করে ঐদিকে 'একজন মুসলিম অন্য কোনো মুসলিমের প্রতি ভীতিকর তাকানোর কারণেই ক্বিয়ামাতের দিন এই শাস্তির ভাগী হতে হচ্ছে। তাহলে যারা এর চেয়ে অধিক ভীতিকর কাজ এবং যুল্‌ম করে– এ শ্রেণীর কর্মের জন্য কি শাস্তি ভোগ করতে পারে? পক্ষান্তরে বায়হাক্বী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, কেউ যদি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি দয়ার দৃষ্টিতে তাকান তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

যদিও হাদীসটি দুর্বল বরং কেউ কেউ জাল বলেও মন্তব্য করেছেন, ফলে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরিহার করা হলো। [সম্পাদক]

٣٧٢١ ـ[٦١] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ تَعَالٰى يَقُولُ: أَنَا اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا مَالِكُ الْمُلُوكِ وَمَلِكُ الْمُلُوكِ قُلُوبُ الْمُلُوكِ فِي يَدِي وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ بِالسُّخْطَةِ وَالنِّقْمَةِ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ فَلَا تَشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ وَلٰكِنِ اشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ كَيْ أَكْفِيَكُمْ ملوككم». رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الْحِلْيَةِ».

[৯৬০] **য'ঈফ :** শু'আবুল ঈমান ৭০৬৪, য'ঈফাহ্ ২২৭৯ । কারণ এর সানাদে 'আবদুর রহমান বিন যিয়াদ ও 'আবদুর রহমান বিন রাফি' উভয়েই দুর্বল রাবী।

৩৭২১-[৬১] আবুদ্ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং ঘোষণা করেন : আমি হলোাম সর্বশক্তিমান, আমি ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই। আমি রাজা-বাদশাহদের মালিক ও রাজাধিরাজ। সকল বাদশাহদের অন্তর আমার হাতের মুঠোতে। নিশ্চয় বান্দারা যখন আমার আনুগত্য করে, তখন আমি রাজা-বাদশাহদের অন্তরকে দয়া ও কোমলতার সাথে তাদের দিকে ফিরিয়ে দেই। আর বান্দারা যখন আমার অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়, তখন আমি তাদের অন্তরকে প্রজাদের জন্য কঠোর নিষ্ঠুর করে দেই। ফলে তারা প্রজাদেরকে কঠিন অত্যাচার করতে থাকে। সুতরাং তোমরা তখন তোমাদের শাসকদের জন্য বদ্‌দু'আ করো না; বরং নিজেদেরকে আল্লাহর যিক্‌র ও ভারাক্রান্ত অন্তরে আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন থাকো, যাতে আমি তোমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাই।

(আবূ নু'আয়ম "হিল্‌ইয়াহ্" গ্রন্থে বর্ণনা করেন)[৯৬১]

ব্যাখ্যা : 'আল্লাহ বলেছেন' (এটি হাদীসে কুদ্‌সী) হাদীসে উল্লেখিত (أَنَا اللّٰهُ) বাক্যে أَنَا শব্দটি ওয়াহ্‌দানিয়াত বা একত্বের জন্য প্রসিদ্ধ এবং প্রচলিত, অথবা শব্দটি একক مَعْبُوْدٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়। لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ বা তাকীদযুক্ত হাল হয়েছে।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) আল্লাহর কথা (أَنَا مَالِكُ الْمُلُوْكِ وَمَلِكُ الْمُلُوْكِ)-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, مَلِكُ الْمُلُوْكِ বাক্যটি مَالِكُ الْمُلُوْكِ বাক্যের পরে আসা অগ্রসরতা ও উন্নতির ধাপ প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اَلْمَلِكُ শব্দের অর্থ বাদশাহ বা রাজা; اَلْمَالِكُ শব্দের অর্থ মালিক, শাসক ইত্যাদি। কিন্তু اَلْمَلِكُ শব্দটি সিফাতের মুশাব্বাহ হিসেবে اَلْمَالِكُ শব্দের উপরে অধিক মহান ও বড়ত্ব প্রকাশক। আর ক্ষমতা প্রয়োগে অধিকতর শক্তিশালী। আর مَلِكٌ হলো আদেশ নিষেধ প্রদানকারী এবং مَالِكٌ হলো তা প্রয়োগকারী।مَالِكٌ হলো রাজা, مَلِكٌ হলেন রাজার রাজা-রাজাধিরাজ, কেউ কেউ এর বিপরীতও বলেছেন।

আল্লাহর কথা : "সমস্ত বাদশাহর অন্তর আমার মুঠোর মধ্যে" এ বাক্য প্রমাণ করে তার একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রয়োগের। তিনি তার অনুগত বান্দাদের জন্য তাদের শাসকের অন্তরকে পরিবর্তন করে দেন ফলে সে তার প্রজাদের প্রতি হয় দয়ার্দ্র ও সহনশীল।

পক্ষান্তরে জনগণ যদি আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের শাসক শ্রেণীর অন্তরকে জনগণের প্রতি কঠোর ও নিষ্ঠুর বানিয়ে দেন, ফলে তারা প্রজাসাধারণের ওপর কঠিন শাস্তি ও নির্যাতনের স্টীম রোলার চালিয়ে দেয়।

এ সময় মানুষ সাধারণতঃ শাসকদের বিরুদ্ধে বদ্‌দু'আ বা অভিশাপ করতে থাকে। এ অবস্থায় শাসকদের অভিশাপ না দিয়ে নিজেদের নৈতিক চরিত্র সংশোধন করে আল্লাহর স্মরণে ফিরে আসার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর নিজেদের নৈতিক স্খলনের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতে বলা হয়েছে। ফলে আল্লাহই তাদের সরকারের যুল্‌ম থেকে তাদের নিস্কৃতি প্রদানে এগিয়ে আসবেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৯৬১] **খুবই দুর্বল** : হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/৩৮৮, মু'জামুল আওসাত ৮৯৫৭, য'ঈফাহ্ ৬০২। **কারণ** এর সানাদে ওয়াহ্‌ব বিন রাশিদ একজন মাতরূক রাবী।

(١) بَابُ مَا عَلَى الْوُلَاةِ مِنَ التَّيْسِيْرِ

অধ্যায়-১ : জনগণের প্রতি শাসকের সহনশীলতা প্রদর্শন করা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٧٢٢ـ[١] عَنْ أَبِيْ مُوسٰى قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِه فِيْ بَعْضِ أَمْرِه قَالَ: «بَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا وَيَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৭২২-[১] আবূ মূসা আল আশ্‘আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখনই কোনো কাজে কোনো সহাবীকে পাঠাতেন তখন বলতেন, তোমরা জনগণকে আশার বাণী শুনাবে। হতাশাব্যঞ্জক কথা বলে তাদের জন্য অবহেলা-ঘৃণা সৃষ্টি করবে না। তাদের সাথে সহজ-সরল বিধান নীতি ব্যবহার করবে, কঠোরতা অবলম্বন করবে না। (বুখারী ও মুসলিম)[৯৬২]

ব্যাখ্যা : (عَنْ أَبِيْ مُوسٰى قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَحَدًا) "কাউকে পাঠাতেন" অর্থাৎ পাঠাতে ইচ্ছা করতেন।

(مِنْ أَصْحَابِه فِيْ بَعْضِ أَمْرِه) أَمْرِه অর্থাৎ নিজের কোনো কর্মের জন্য না বরং রাষ্ট্রের কোনো দায়িত্ব দিয়ে।

(قَالَ : بَشِّرُوْا) অর্থাৎ মানুষদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত সাওয়াব যা তিনি সৎকর্মের জন্য দান করেন তা জানিয়ে দাও। এখানে (بَشِّرُوْا) শব্দ বলে যে সম্বোধন করা হয়েছে তার দু'টি দিক হতে পারে। কারণ (بَشِّرُوْا) শব্দটি হলো বহুবচন শব্দ, এমতাবস্থায় এর মাধ্যমে সম্বোধনটি যাকে পাঠাতেন তার জন্য হতে পারে অথবা বিষয়টি সকলের ক্ষেত্রে ব্যাপক হতে পারে।

(وَلَا تُنَفِّرُوْا) অর্থাৎ এখানে নাবী (ﷺ) বলেছেন, মানুষদেরকে জাহান্নামের শাস্তির ভয় দেখাতে গিয়ে এত বাড়াবাড়ি করা উচিত নয় যে, তারা আল্লাহর রহমাত থেকে নিরাশ হয়ে যায় তাদের পাপের কারণে।

অথবা এটা বুঝানো হয়েছে যে, কল্যাণ লাভের উপর জোর দিয়ে আনুগত্যমূলক কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। অত্যাচার কঠোরতার ভয় দেখিয়ে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিমুখ করে দিও না।

উপরোক্ত বাক্যটির দু'টি দিক আছে, একটি হলো সুসংবাদ দাও, অপরটি হলো বিমুখ করে দিও না। দু'টি বাক্যই পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : উক্ত বাক্য দু'টি রূপকভাবে পরস্পর বিরোধী কারণ যদি বাস্তবিক বিপরীতমুখী হতো তাহলে ইবারতটি হতো «بَشِّرُوا وَلَا تُنْذِرُوا، وَاسْتَأْنِسُوا وَلَا تُنَفِّرُوا» অর্থাৎ সুসংবাদ দাও ভয় দেখাইও না, দয়াপরবশ হও, বিমুখ করিও না। তাহলে দেখা যায় এখানে সুসংবাদ প্রদান, সতর্কীকরণ, দয়াপরবশ ও বিমুখ করা সবগুলোকেই বুঝাচ্ছেন। তাই রসূল (ﷺ)-এর ইবারতই এখানে উপযুক্ত এবং তাঁর হাদীস থেকেও এটা বুঝা যায় যে, মানুষদেরকে সতর্ক করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন : "তুমি কুরআনের মাধ্যমে সতর্ক কর তাদেরকে যারা ভয় করে।" (সূরাহ্ আল আন্‘আম ৬ : ১৫)

---

[৯৬২] সহীহ : বুখারী ৬১২৪, মুসলিম ১৭৩২, আবূ দাউদ ৪৮৩৫, আহমাদ ১৯৬৯৯, সহীহাহ্ ৯৯২, সহীহ আল জামি' ৪৬৯১।

অন্য আয়াতে আছে, "তারা যেন তাদের জাতিকে সতর্ক করে।" (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ১২২)

সতর্ক করার প্রয়োজনীয়তা এজন্য বেশী যে, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক বিষয়গুলো শুধুমাত্র সুসংবাদ দিয়েই পূর্ণ হয় না সেখানে সতর্কীকরণ বা নোটিশ জারি করতে হয়।

(وَيَسِّرُوْا) অর্থাৎ যাকাত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের ওপর সহজনীতি অবলম্বন করো।

(وَلَا تُعَسِّرُوْا) অর্থাৎ মানুষের ওপর চড়াও হয়ো না। এখানে চড়াও কয়েক ধরনের হতে পারে– (ক) তাদের ওপর যাকাত যা ফার্‌য হয়েছে তার চেয়ে বেশী গ্রহণ করা। (খ) উত্তমটি গ্রহণ করা। (গ) তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে তল্লাশী করা। (ঘ) তাদের অবস্থা সম্পর্কে গোয়েন্দাগীরী করা ইত্যাদি। (ফাতহুল বারী ১ম খণ্ড, হাঃ ৬৯; শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৭৩২; 'আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৮২৭; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٢٣ـ[٢] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا وَسَكِّنُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৭২৩-[২] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : মানুষের সাথে উদার ব্যবহার করো, কঠোরতা পরিহার করো, তাদেরকে সান্ত্বনা দাও এবং ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়ো না। (বুখারী ও মুসলিম)[৯৬৩]

ব্যাখ্যা : (وَلَا تُعَسِّرُوْا) অর্থাৎ তোমরা মানুষের ওপর এমন বিষয় চাপিয়ে দিও না যাতে তারা ঐ বিষয়টি অস্বীকার করতে বাধ্য হয়।

"আন্ নিহায়াহ্" গ্রন্থকারও একই কথা বলেছেন : «لَا تُكَلِّفُوْهُمْ بِمَا يَحْمِلُهُمْ عَلَى النُّفُوْرِ» অর্থাৎ তাদের কাঁধে এমন বোঝা চাপিয়ে দিও না, যাতে তারা তা ছাড়তে বাধ্য হয়।

(ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬১২৫; শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৭৩৪; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٢٤ـ[٣] وَعَنِ ابْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ جَدَّهٗ أَبَا مُوسٰى وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: «يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৭২৪-[৩] ইবনু আবূ বুরদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) নাবী (ﷺ) তার দাদা আবূ মূসা ও মু'আয (রাঃ)-কে ইয়ামানে পাঠালেন এবং অতঃপর বললেন : তোমরা মানুষের জন্য সহজসাধ্য কাজ করবে, কঠিন ও কষ্টদায়ক কাজ চাপিয়ে দিও না। তাদেরকে সুসংবাদ দাও, হতাশা ও নৈরাশ্যজনক কথা তাদেরকে শুনাও না। পরস্পর ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাজ করবে, মতানৈক্য করবে না। (বুখারী ও মুসলিম)[৯৬৪]

ব্যাখ্যা : (قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ جَدَّهٗ أَبَا مُوسٰى وَمُعَاذًا) লেখকের বাহ্যিক বাচনভঙ্গি থেকে মনে হচ্ছে যে, আবূ মূসা আবূ বুরদার দাদা কিন্তু বিষয়টি তা নয় বরং আবূ মূসা হলেন তার পিতা। সুতরাং সঠিক হলো এভাবে বলা 'আব্দুল্লাহ বিন আবূ বুরদাহ্ তিনি তার পিতা থেকে, তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) তার দাদা আবূ মূসাকে পাঠালেন এভাবেই ইমাম বুখারী-মুসলিম বিন ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন। কোনো এক নুসখাতে ইবনু আবূ বুরদাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন বলে পাওয়া যায় এটাতে কোনো সমস্যা নেই এমনটাই কতকের মত

---

[৯৬৩] **সহীহ** : বুখারী ৬১২৫, মুসলিম ১৭৩৪, আহমাদ ১২৩৩৩, সহীহাহ্ ১১৫১।

[৯৬৪] **সহীহ** : বুখারী ৬১২৪, ৩০৩৮, মুসলিম ১৭৩৩, আহমাদ ১৯৬৯৯, সহীহাহ্ ১১৫১, সহীহ আল জামি' ৮০৮৭।

উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে কেউ কেউ বলেন, বুখারীর বর্ণনা মতে ইবনু আবূ বুরদাহ্ বলেন, আমি আমার আব্বাকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, নাবী ﷺ আমার আব্বা ও মু'আয বিন জাবাল رضي الله عنه-কে পাঠালেন ইয়ামান দেশে। কেউ কেউ **"জামিউল উসূল"** নামক কিতাব থেকে বর্ণনা করেন বিলাল বিন আবূ বুরদাহ্ বিন মূসা আল আশ্'আরী رضي الله عنه-কে বাসরার শাসনকর্তা বানানো হয়েছিল, তিনি তার পিতা ও অন্যান্যদের নিকট থেকে শুনেছেন। তার থেকে কৃতাদাহ্ এবং একদল বড় 'আলিম হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(وَلَا تَخْتَلِفَا) অর্থাৎ যে কোনো বিষয়ে তোমরা পরস্পর মতবিরোধ করবে না। কেননা তোমরা দু'জনে যদি মতবিরোধে লিপ্ত হও তাহলে তোমাদের দেখাদেখি তোমাদের অধিনস্থরাও মতবিরোধ করবে। আর তখনই পরস্পর শত্রুতা, যুদ্ধ ইত্যাদি সংগঠিত হবে।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : উপরের তিনটি হাদীস পরস্পর সমার্থক, তাই একনিষ্ঠ ইসলামের কোনো ব্যাপারে কঠোর চাপ প্রয়োগ করা উচিত নয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন : **"আল্লাহ তোমাদের দীনের ব্যাপারে কষ্টারোপ করেননি"**– (সূরাহ্ আল হাজ্জ ২২ : ৭৮)। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে সহজ করে দিয়েছেন। সুতরাং এখান থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, ইসলামী শারী'আহ্ সহজ কঠিন নয়।

(ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬১২৪; শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৭৩৩; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٢٥ـ[٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهٗ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ: هٰذِهٖ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৭২৫-[৪] ইবনু 'উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাত দিবসে প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকদের জন্য একটি করে পতাকা উত্তোলিত (খাড়া) করা হবে, আর বলা হবে– এটা অমুকের পুত্র, অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্ত। (বুখারী ও মুসলিম)[৯৬৫]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ غَادِرٌ (গা-দির) শব্দের অর্থ হলো অঙ্গীকার ভঙ্গকারী। ক্বাযী 'ইয়ায বলেন : «اَلْغَدْرُ فِي الْأَصْلِ تَرْكُ الْوَفَاءِ» অর্থাৎ "গা-দির" অর্থ অঙ্গীকার ভঙ্গ করা।

(ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড, হাঃ ৬১৭৮; শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৭৩৫; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৭৫৩; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৫৮১; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٢٦ـ[٥] وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهٖ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৭২৬-[৫] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাত দিবসে প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকদের জন্য একটি করে পতাকা দেখা যাবে, যার মাধ্যমে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

(বুখারী ও মুসলিম)[৯৬৬]

ব্যাখ্যা : কোনো এক বর্ণনায় (لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ) রয়েছে, সেখানে (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) শব্দটিতে নেই যাতে করে বুঝতে পারা যায় যে, এ ব্যক্তি ধোঁকাবাজ, এজন্য তার জন্য একটি ঝাণ্ডা থাকবে।

---

[৯৬৫] **সহীহ :** বুখারী ৬১৭৮, মুসলিম ১৭৩৫, আবূ দাউদ ২৭৫৬, তিরমিযী ১৫৮১, আহমাদ ৪৬৪৮, সহীহ আল জামি' ১৬৮৩, সহীহ আত্ তারগীব ৩০০১।

[৯৬৬] **সহীহ :** বুখারী ৩১৮৬, মুসলিম ১৭৩৭, আহমাদ ১২৪৪৩।

ইমাম আহমাদ ও ইমাম মুসলিম, ইবনু মাস্‘ঊদ রাঃ থেকে, ইমাম মুসলিম এককভাবে ইবনু ‘উমার রাঃ থেকে, ইমাম ইমাম আহমাদ ও ইমাম আবূ দাঊদ আত্ তায়ালিসী (রহঃ) থেকে, তার শব্দ রয়েছে,

«أَنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ (يُعْرَفُ بِهِ)»

অর্থাৎ প্রত্যেক ধোঁকাবাজের জন্য একটি ঝাণ্ডা লাগানো থাকবে যার দ্বারা তাকে চেনা যাবে।
(ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩১৮৬; শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৭৩৭; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٢٧ - [٦] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اِسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهٗ بِقَدْرِ غَدْرِهٖ أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৭২৭-[৬] আবূ সা‘ঈদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকদের নিতম্বের সাথে তার জন্য (অপরাধ অনুপাতে) একটা করে পতাকা রাখা হবে।

অপর বর্ণনাতে আছে, ক্বিয়ামাত দিবসে প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকদের জন্য তার বিশ্বাসঘাতকতার পরিমাণ অনুপাতে পতাকা উত্তোলিত হবে। সাবধান! রাষ্ট্র প্রধানের বিশ্বাসঘাতকতাই হবে সর্ববৃহৎ (অপরাধ)। (মুসলিম)[৯৬৭]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে ধোঁকাবাজের জন্য ঝাণ্ডা স্থাপনের কারণ হলো যাতে করে সকলেই বুঝতে পারে যে, সে একজন প্রতারক, ধোঁকাবাজ এবং ঝাণ্ডা। নিতম্বে স্থাপনের কারণ হলো লাঞ্ছনার পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ। অথবা এ কারণে যে, যেহেতু সম্মানের পতাকা থাকে সামনে, সুতরাং অসম্মানের পতাকা পিছনে থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

সহীহ মুসলিম-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে এসেছে, «اللِّوَاءِ» বলা হয় এমন বড় পতাকা যা বড় যুদ্ধ দলের কমান্ডার উঁচু করে রাখে অথবা বড় দলের বাহকরা সে পতাকা নিয়ে অগ্রে থাকে এবং লোকজন তার পিছনে যায়।

হাফিয ইবনু হাজার ‘আসক্বালানী (রহঃ) বলেন : «اللِّوَاءِ» হলো ঐ পতাকা যা যুদ্ধে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এটা যার হাতে থাকে তিনি হলেন দলপতি মাঝে মধ্যে এটা দলপতি উঁচু করে রাখে, মাঝে মধ্যে সৈন্যদলের সামনে রাখা হয়। ‘আরবী ভাষাবিদগণের একটি দল বলেন, «الرَّايَةُ» এবং «اللِّوَاءِ» শব্দ দু’টি সমার্থক শব্দ।

(وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ) এখানে হাদীসের এ অংশটিতে বলা হয়েছে বড় কোনো সৈন্যদলের নেতৃত্ব নিয়ে। তারপর যদি তাদের ধোঁকা দেয়া হয় তাহলে এটিই হলো সর্বাধিক বড় ধোঁকাবাজী, কারণ এতে আল্লাহর সাথে বেঈমানী করা হয় এমনকি মুসলিমদের সাথেও বেঈমানী করা হয়।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : হাদীসের এ অংশটিতে ধোঁকাবাজী সম্পূর্ণ হারাম করা হয়েছে, বিশেষ করে কোনো বড় সেনাদলের নেতার জন্য আরো বেশী হারাম, কারণ তার ভুলের কারণে তার অধিনস্থ অনেক মানুষের করুণ পরিণতি হতে পারে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৯৬৭] **সহীহ :** মুসলিম ১৭৩৮, তিরমিযী ২১৯১, আহমাদ ১১৩০৩, **সহীহাহ্ ১৬৯০, সহীহ আল জামি‘** ৫১৬৭।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٧٢٨-[٧] عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ وَلَّاهُ اللّٰهُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاحْتَجَبَ دُوْنَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمُ احْتَجَبَ اللّٰهُ دُوْنَ حَاجَتِهٖ وَخَلَّتِهٖ وَفَقْرِهٖ». فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا عَلٰى حَوَائِجِ النَّاسِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهٗ وَلِأَحْمَدَ: «أَغْلَقَ اللّٰهُ لَهٗ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُوْنَ خَلَّتِهٖ وَحَاجَّتِهٖ وَمَسْكَنَتِهٖ».

৩৭২৮-[৭] 'আম্‌র ইবনু মুর্‌রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদিন তিনি মু'আবিয়াহ্ (রাঃ)-কে বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের মধ্যে যে ব্যক্তিকে কোনো কাজের দায়িত্বে নিযুক্ত করেন, আর সে তাদের প্রয়োজন, চাহিদা ও অভাব-অভিযোগের প্রতি পরোয়া করে না (গাফিল থাকে); আল্লাহ তা'আলাও তার প্রয়োজন, চাহিদা ও অভাব-অভিযোগ (মিটানো) থেকে আড়ালে থাকেন। অতঃপর মু'আবিয়াহ্ (রাঃ) মানুষের প্রয়োজন ও অভাব-অভিযোগ শোনার জন্য একজন লোক নিয়োগ করেন। (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী)[৯৬৮]

তিরমিযী'র অপর এক বর্ণনা ও আহ্‌মাদ-এর বর্ণনাতে আছে, আল্লাহ তা'আলা ঐ শ্রেণীর লোকের চাহিদা, প্রয়োজন ও অভাব মোচনের ব্যাপারে আকাশমণ্ডলীর সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিবেন।

ব্যাখ্যা : (اِحْتَجَبَ اللّٰهُ دُوْنَ حَاجَتِهٖ وَخَلَّتِهٖ وَفَقْرِهٖ) অর্থাৎ যদি কোনো নেতা তার অধিনস্থদের খোঁজখবর না নেয় তাহলে আল্লাহ তা'আলাও তাকে তার ধর্মীয় এবং পার্থিব চাওয়া-পাওয়া পূর্ণ করবেন না, ফলে সে তার জরুরী প্রয়োজনগুলো পূর্ণ করার কোনো পথ খুঁজে পাবে না। এ বিষয়টির স্বপক্ষে আরো একটি হাদীস রয়েছে যা ইমাম ত্ববারানী ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন, «مَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهٖ حَتّٰى يَنْظُرَ فِيْ حَوَائِجِهِمْ» অর্থাৎ যে কেউ মুসলিমদের কোনো বিষয়ের দায়িত্বশীল হবেন আল্লাহ তার প্রয়োজন মিটাবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাদের প্রয়োজন না মিটায়।

ক্বাযী 'ইয়ায বলেন : 'নেতা তার অধিনস্থদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে' এ কথার অর্থ হলো যে গরীব, দুস্থ, নিঃস্বরা তার নিকট তাদের আবেদন নিয়ে আসতে চাইলে সে আসতে দিবে না বরং বাধার সৃষ্টি করবে এবং তাদের আবেদন মঞ্জুর না করে কঠিন করবে। ফলে আল্লাহ তা'আলা ও তার জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন-এর অর্থ হলো আল্লাহ তার দু'আ ক্ববূল করবেন না তার সব স্বপ্ন ভেঙ্গে দিবেন।

হাদীসে উল্লেখিত তিনটি শব্দ الحاجة، الخلة، الفقر এ তিনটি শব্দের অর্থ প্রায় কাছাকাছি একটু সূক্ষ্ম পার্থক্য আর তা হলো حاجة বলা হয় যা প্রয়োজন তবে তা না হলে কোনো কাজই সম্ভব নয় এমন পর্যায়ভুক্ত না, الخلة-ও ঠিক তাই তবে একটু পার্থক্য হলো মাঝে মধ্যে الخلة আবশ্যকীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় অর্থাৎ তা অর্জিত না হলে জীবনধারণই সম্ভব নয়। আর الفقر হচ্ছে যা অতি আবশ্যক অর্থাৎ তা না হলে জীবনধারণই সম্ভব নয়, এ শব্দটি فقاره শব্দ থেকে গৃহীত আর فقار অর্থ হলো মেরুদণ্ডের হাড়। মেরুদণ্ডবিহীন যেমন জীবন চলে না তেমনি فقر হচ্ছে এমন প্রয়োজন যা না হলে জীবন চলে না। এজন্য ফাকীরের সংজ্ঞায় বলা

[৯৬৮] সহীহ : তিরমিযী ১৩৩২, আবূ দাউদ ২৯৪৮, আহমাদ ১৮১৯৬, সহীহ আত্ তারগীব ২২০৮।

হয়েছে «الَّذِي لَا شَيْءَ لَهُ أَصْلًا» অর্থাৎ মূলত যার কিছু নেই। আল্লাহর রসূল ﷺ ফাকীরত্ব থেকে আশ্রয় চেয়েছেন। তবে এখানে সবচেয়ে স্পষ্ট কথা হলো শব্দ তিনটি «أَلْفَاظٌ مُتَقَارِبَةٌ» তথা পরস্পর নিকটবর্তী অর্থজ্ঞাপক শব্দাবলীর অন্তর্গত। বিষয়টিকে জোড়ালোভাবে তুলে ধরার জন্য এরূপ একই অর্থজ্ঞাপক একাধিক শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে।

('আওনুল মা'বুদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৯৪৬; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৩৩২; মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٧٢٩-[٨] عَنْ أَبِي الشَّمَّاخِ الْأَزْدِيِّ عَنِ ابْنِ عَمٍّ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَتَى مُعَاوِيَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا ثُمَّ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ الْمُسْلِمِينَ أَوِ الْمَظْلُومِ أَوْ ذِي الْحَاجَةِ أَغْلَقَ اللّٰهُ دُونَهُ أَبْوَابَ رَحْمَتِهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ وَفَقْرِهِ أَفْقَرَ مَا يَكُونُ إِلَيْهِ».

৩৭২৯-[৮] আবূ শাম্মাখ আল আয্‌দী (রহঃ) তার এক চাচাতো ভাই হতে বর্ণনা করেন। যিনি নাবী ﷺ-এর সহাবী ছিলেন। একদিন তিনি মু'আবিয়াহ্ رضي الله عنه-এর নিকট গিয়ে বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তিকে মানুষের কোনো কাজের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর সে মুসলিম, মাযলূম অথবা দুস্থ লোকেদের জন্য তার প্রবেশদ্বার বন্ধ করে রাখেন, আল্লাহ তা'আলাও তার প্রয়োজন বন্ধ করে দেবেন যখন সে চরম অভাবে নিপতিত হবে।

(বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান)[৯৬৯]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি পূর্বের হাদীসের সাথে খুবই সামঞ্জস্যশীল। দুনিয়ার কোনো নেতা তার অধিনস্থদের ওপর অত্যাচার করলে তার শাস্তি সে ক্বিয়ামাতে অবশ্যই পাবে। কাউকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাকে বঞ্চিত করবেন। মহান আল্লাহ বলেন, "সাবধান! তারা সেদিন তাদের রবের থেকে আড়ালে থাকবে"- (সূরাহ্ আল মুতাফ্‌ফিফীন ৮৩ : ১৫)। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٣٠-[٩] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ عُمَّالَهُ شَرَطَ عَلَيْهِمْ: أَنْ لَا تَرْكَبُوا بِرْذَوْنًا وَلَا تَأْكُلُوا نَقِيًّا وَلَا تَلْبَسُوا رَقِيقًا وَلَا تُغْلِقُوا أَبْوَابَكُمْ دُونَ حَوَائِجِ النَّاسِ فَإِنْ فَعَلْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَقَدْ حَلَّتْ بِكُمُ الْعُقُوبَةُ ثُمَّ يُشَيِّعُهُمْ. رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

৩৭৩০-[৯] 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি যখনই কোনো দেশে প্রতিনিধি বা শাসক পাঠাতেন তখন তাদের ওপর শর্তারোপ করে দিতেন- তোমরা তুর্কি ঘোড়ায় আরোহণ করবে না, ময়দার রুটি খাবে না, পাতলা মিহিন কাপড় পরবে না, মানুষের প্রয়োজন মিটানো থেকে তোমার দরজা বন্ধ করবে না। যদি তোমরা এর মধ্য হতে কোনটি করো, তাহলে তোমরা শাস্তিযোগ্য অপরাধী হবে। অতঃপর কিছুদূর পর্যন্ত তিনি তাদেরকে এগিয়ে দিয়ে আসতেন।

(এ হাদীস দু'টি বায়হাক্বী'র "শু'আবুল ঈমানে" বর্ণনা করেছেন)[৯৭০]

---

[৯৬৯] **হাসান :** শু'আবুল ঈমান ৬৯৯৯, আহমাদ ৩/৪৪১।

[৯৭০] **য'ঈফ :** শু'আবুল ঈমান ৭০০৯। কারণ এর সানাদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

Contents

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসটি পূর্বের হাদীসেরই সমার্থক। অত্র হাদীসে নাবী ﷺ আমাদের প্রতি কিছু নীতি অনুসরণের আদেশ দিয়েছেন আর তা হলো তারা بِرْذَوْنَةٌ তথা তুর্কী ঘোড়া ব্যবহার করবে না। কারণ তাতে অহংকার প্রকাশ পায়। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : অধিনস্থ সবাই সাধারণ ঘোড়া ব্যবহার করে, আর নেতা যদি তুর্কী ঘোড়া যা সাধারণ ঘোড়ার চেয়ে ভালো এবং এতে যদি তার অহমিকা এবং লৌকিকতা চলে আসে– এ আশংকা দূর করার জন্য নাবী ﷺ নেতাদের প্রতি তুর্কী ঘোড়ার ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।

(وَلَا تَلْبَسُوا رَقِيقًا وَلَا تُغْلِقُوا أَبْوَابَكُمْ دُونَ حَوَائِجِ النَّاسِ فَإِنْ فَعَلْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَقَدْ حَلَّتْ بِكُمُ الْعُقُوبَةُ) নাবী ﷺ এ অংশে নেতাদের বলেলেন, তোমরা পাতলা-মিহি কাপড় পরিধান করবে না এবং জনগণের প্রয়োজন মিটানো বন্ধ করবে না, অতঃপর তোমরা তার কোনো কিছু যদি করো তাহলে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে। পূর্বের অংশে তুর্কী ঘোড়া নিষেধের কারণ ছিল অহমিকা প্রদর্শন বন্ধ আর এ অংশে মিহি কাপড় পরিধান নিষেধের কারণ হলো অপচয়, বিলাসিতা রোধ করা এবং মানুষকে বাধা দেয়া। নিষেধের কারণ হলো যাতে করে তারা মানুষের প্রয়োজনীয় দিকগুলো পূরণ না করে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত না হয়।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(٢) بَابُ الْعَمَلِ فِي الْقَضَاءِ وَالْخَوْفِ مِنْهُ

অধ্যায়-২ : প্রশাসনিক কর্মস্থলে কাজ করা এবং তা গ্রহণের দায়িত্বে ভয় করা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٧٣١ - [١] عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৭৩১-[১] আবূ বাক্রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি (ﷺ) বলেছেন : কোনো বিচারক রাগান্বিত অবস্থায় দু'জনের মাঝে বিচার-ফায়সালা করবে না।

(বুখারী ও মুসলিম)[৭৭১]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে রাগান্বিত অবস্থায় বিচার শালিস করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা রাগান্বিত অবস্থায় বিচারক বাদী-বিবাদীর কথা বুঝতে পারবেন না এবং সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে পারবে না, ফলে ফায়সালায় ভুল হয়ে যেতে পারে। 'উলামায়ে কিরাম বলেছেন, রাগান্বিত অবস্থায় যেমন বিচার করা যাবে না ঠিক তেমনিভাবে প্রখর গরম, কনকনে শীত, প্রচণ্ড ক্ষুধা, পিপাসা ও অসুস্থতা নিয়েও বিচার করা যাবে না যদি এসব অবস্থায় বিচার করে তাহলে তা মাকরূহ অপছন্দনীয় হবে। আবার বিচার ভুল হওয়ার কারণে হারামও হবার আশংকা রয়েছে। (ফাতহুল বারী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ৭১৫৮; শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৭১৭; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৩৩৪; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৭৭১] **সহীহ :** বুখারী ৭১৫৮, মুসলিম ১৭১৭, আবূ দাঊদ ৩৫৮৯, নাসায়ী ৫৪০৬, তিরমিযী ১৩৩৭, ইবনু মাজাহ ২৩১৬, আহমাদ ২০৩৭৯, ইরওয়া ২৬২৬, সহীহ আল জামি' ৭৬৩৫।

٣٧٣٢-[٢] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهٗ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهٗ أَجْرٌ وَاحِدٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৭৩২-[২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ও আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কোনো বিচারক যদি বিচারকার্য পরিচালনায় সঠিক ফায়সালা প্রদান করেন, তবে তার জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে। পক্ষান্তরে যথাসাধ্য চিন্তা-ভাবনা করার পরও যদি ফায়সালায় ত্রুটিপূর্ণ হয়, তারপর তার জন্য একটি প্রতিদান রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)[৯৭২]

ব্যাখ্যা : (وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهٗ أَجْرٌ) বিচারক বিচারকার্যে খুব বিচার-বিশ্লেষণের পর যদি ভুল করে তাহলে তার জন্য একটি সাওয়াব রয়েছে।

ইমাম খত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন : ভুল করার পরও তাকে সাওয়াব দেয়ার কারণ হলো তার ইজতিহাদ একটি 'ইবাদাত, সে 'ইবাদাতের সাওয়াব দেয়া হয়েছে, ভুলের জন্য সাওয়াব দেয়া হয়নি। এ বিধান সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না বরং যারা ইজতিহাদ তথা গবেষণার সকল শর্তপূরণ, মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞাত। একটি বিধানের সাথে আরেকটি বিধানের সমন্বয় ঘটানোর সম্পর্কে জ্ঞাত ইত্যাদি লোকেদের গবেষণার ভুল হলেও সাওয়াব প্রদান করা হবে। কিন্তু যে ইজতিহাদ গবেষণার যোগ্যতা রাখে না তারপরও বিচার করে, এমতাবস্থায় ভুল করলে তাকেও সাওয়াব দেয়া হবে বিষয়টি এমন নয়।

নাবী (সাঃ) বলেন : বিচারক তিন শ্রেণীর, এক শ্রেণীর বিচারক জান্নাতে যাবে আর দু' শ্রেণীই জাহান্নামে যাবে। আর ভুল করলেও সাওয়াব দেয়ার যে কথা বলা হয়েছে তা হলো শাখা মাস্‌আলার ক্ষেত্রে যেগুলোতে একাধিক সম্ভাবনা থাকে। মূল মাসআলাহ্ যেগুলো শারী'আতের মূলভিত্তি এবং «أُمَّهَاتِ الْأَحْكَامِ» তথা মৌলিক বিধানসমূহ যা পরিষ্কার এবং একাধিক মতের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত সেগুলোতে ভুল করলে সে ভুলের জন্য সাওয়াবের কোনো প্রশ্নই আসে না। এক্ষেত্রে তার বিচার বাতিল বলে গণ্য হবে।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : 'উলামায়ে কিরাম মতবিরোধ করেছেন যে, প্রত্যেক গবেষকই পৌঁছতে সক্ষম নাকি একজন যার গবেষণা আল্লাহর হুকুমের সাথে মিল আর অপরজনের গবেষণা আল্লাহর হুকুমের সাথে না মিলার কারণে তার ইজতিহাদ ভুল?

এ প্রশ্নের উত্তরে ইমাম শাফি'ঈ ও তাঁর সহচরগণ বলেছেন, একটি বিষয় গবেষণার পর বিভিন্ন গবেষক বিভিন্ন মত প্রদান করলে সকলের মত সঠিক হয় না সঠিক হয় একজনের মত, কারণ নাবী (সাঃ) একজনকে مُصِيبًا তথা সঠিক আর অপরজনকে مُخْطِئًا তথা ভুলকারী বলেছেন।

আর যে সমস্ত 'উলামায়ে কিরাম বলেছেন : দু'জনই সঠিক, তারা বলেছেন, যদি সঠিক এবং বেঠিক সবাই সঠিক না হয় তাহলে নাবী (সাঃ) সাওয়াবের ক্ষেত্রে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করতেন না। তবে এক্ষেত্রে ভুলকারী গবেষককে ইজতিহাদ বা গবেষণার যোগ্য হতে হবে। নচেৎ সে তো ইজতিহাদই করতে পারবে না। আর যদি সে ইজতিহাদ করতে না পারে তাহলে তার সাওয়াবের প্রশ্নই আসে না। সে তার বিচার করার কারণে পাপী হবে।

[৯৭২] **সহীহ :** বুখারী ৭৩৫২, মুসলিম ১৭১৬, আবূ দাউদ ৩৫৭৪, নাসায়ী ৫৩৮১, তিরমিযী ১৩২৬, ইবনু মাজাহ ২৩১৪, আহমাদ ১৭৭৭৪, ইরওয়া ২৫৯৮, সহীহ আল জামি' ৪৯৩।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেন : সে সমস্ত ক্ষেত্রে গবেষকের নিকট কুরআন, হাদীস, ইজমা থাকবে না, সেক্ষেত্রে তার হুকুম হলো ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে সলাতের সময় ক্বিবলাহ্ খুঁজে পাচ্ছে না। এমতাবস্থায় চেষ্টার পরও যদি সে সলাত আদায়ের পর দেখে, ভুল দিকে ফিরে সলাত হয়ে গেছে, সে যেমন ভুল করার পরও তার সলাত হয়ে যাবে তদ্রূপ ইজতিহাদের যোগ্যতা থাকার পরও ভুল করলে সে সাওয়াব পাবে।
(ফাতহুল বারী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ৭৩৫২; শারহ্ মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৭১৬; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৩২৬; মিরকাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٧٣٣ - [٣] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

৩৭৩৩-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তিকে জনগণের মাঝে ক্বাযী (বিচারক) নিয়োগ দেয়া হলো, মূলত তাকে যেন চাকু ছাড়া যাবাহ করা হলো।
(আহ্মাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ্)[৯৭৩]

ব্যাখ্যা : (قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ) অত্র হাদীসে বলা হয়েছে যাকে মানুষের বিচারক বানানো হলো তাকে যেন ছুরিবিহীন যাবাহ করা হলো।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেছেন : এর কয়েকটি দিক হতে পারে।

১) ক্বাযী 'ইয়ায বলেন : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ছুরিবিহীন হত্যা। যেমন : শ্বাসরুদ্ধ করে, পানিতে ডুবিয়ে, আগুনে জ্বালিয়ে ও খানা খাদ্য বন্ধের মাধ্যমে হত্যা করা, কেননা এভাবে হত্যা করা ছুরি দ্বারা হত্যার চেয়ে বেশী কষ্টকর।

২) যাবাহ সাধারণত ছুরি দ্বারাই হয় কিন্তু এখানে ছুরি ব্যতীত যাবাহের কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, যাতে করে বুঝা যায় তার শাস্তি আরো বেশী মারাত্মক, যেমন : তার দীন নষ্ট হওয়া। এখানে শারীরিক শাস্তি উদ্দেশ্য নয়।

আল আশরাফ (রহঃ) গ্রন্থকার বলেন, তূরিবিশতী (রহঃ) বলেছেন : ছুরি দ্বারা ছুরিবিহীন যাবাহ এ দু'য়ের মাঝে ব্যাপক পার্থক্য বিরাজমান। কেননা ছুরি দ্বারা যাবাহের কষ্ট ক্ষণিকের আর ছুরি ছাড়া যাবাহের কষ্ট আমরণ, এমনকি পরকালেও এর জন্য অপমানিত হতে হবে।

৩) আল আশরাফ (রহঃ) গ্রন্থকার বলেন : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে যে, যাকে মানুষের বিচারপতি বানানো হলো তার ওপর আবশ্যক হয়ে গেল সকল প্রকার খারাপ প্রবৃত্তি থেকে বিরত থাকা এটাই যেন তাকে ছুরিবিহীন যাবাহের মতো। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : তৃতীয় নং অর্থে বিচার ফায়সালার কাজ উৎসাহমূলক কাজ হলো অপরদিকে পূর্বে দু'আর্থে বিচার কাজের প্রতি আগ্রহ থাকাকে অনুৎসাহিত করা হয়েছে, কেননা সেখানে রয়েছে অনেক ক্ষতিকর দিক।

---

[৯৭৩] সহীহ : আবূ দাউদ ৩৫৭২, তিরমিযী ১৩২৫, ইবনু মাজাহ ২৩০৮, আহমাদ ৭১৪৫, সহীহ আল জামি' ৬১৯০, সহীহ আত্ তারগীব ২১৭১।

Contents

আল মুযহির বলেন : বিচার ব্যবস্থার দায়িত্ব একটি ভয়ানক দায়িত্ব, এর ভয়াবহতা খুব বেশী এবং তার অনিষ্টতা খুবই মারাত্মক। কেননা খুব কম বিচারপতিই আছেন যারা বাদী-বিবাদীর মাঝে ইনসাফ করতে পারেন। এর কারণ হলো আত্মার সমস্যা যে, সে যাকে ভালোবাসে বিচার তার পক্ষেই দিতে চায় অথবা যার বিপক্ষে রায় যাবে সে খুব প্রতাপশালী হওয়ায় বিচার তার বিপক্ষে না করে থাকেন। আবার মাঝে মধ্যে দেখা যায় ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে বিচার সুষ্ঠু হয় না, এটা এক দুরারোগ্য ব্যাধি।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৩২৫; 'আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৫৬৮; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٣٤ ـ[٤] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ وَسَأَلَ وُكِلَ إِلٰى نَفْسِهٖ وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهٗ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

৩৭৩৪-[৪] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি বিচারকের পদ কামনা করে এবং তা চেয়ে নেয়, সে পদ যেন তার নিজের দিকে (স্বীয় বোঝা) সোপর্দ করা হয়। আর যে ব্যক্তিকে উক্ত পদে বাধ্য-বাধকতাভাবে দেয়া হয়, আল্লাহ তা'আলা তার সাহায্যার্থে একজন মালাক (ফেরেশ্‌তা) অবতরণ করেন। তিনি তার কাজ-কর্মগুলো সুষ্ঠু-সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন।

(তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ্)[৬৭৪]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : অত্র হাদীসে يَبْتَغِى তথা চাওয়া এবং سَأَلَ তথা আবেদন করা, একই জাতীয় দু'টি শব্দ একত্রে আসার কারণ হলো সে নেতৃত্ব চায় প্রকাশ্যে জনসম্মুখে এটা বুঝাবার জন্য। কেননা নেতৃত্বের প্রতি মানুষের ওপর কর্তৃত্বের প্রতি অন্তর সর্বদা আশান্বিত থাকে। সুতরাং যারা এগুলো থেকে বিরত থাকলো তারা নিরাপদে থাকলো আর যারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো তারা ধ্বংস হলো। সুতরাং বাধ্যবাধকতা না থাকলে নেতৃত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া ঠিক নয় আর যদি বাধ্য করা হয় তাহলে সেখানে অন্তরের প্রবৃত্তিকে দমানো হলো আর যখন প্রবৃত্তিকে দমানো সম্ভব হবে তখন সঠিকতায় পৌঁছানো সম্ভব হবে। যারা বলে থাকেন যাকে বিচারপতি বানানো হলো তার ওপর আবশ্যক হলো তার সব খারাপ চিন্তাধারা, কুপ্রবৃত্তি মন থেকে মুছে ফেলা এ কথা ঠিক না, তাদের প্রতিউত্তরে আমি বলবো না, কথা ঠিক কারণ ইমাম দারাকুত্বনী, বায়হাক্বী ও ত্ববারানী মারফূ' সূত্রে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তা এ কথারই সমার্থক। সেখানে বলা হয়েছে, "যাকে মুসলিমদের বিচারপতি বানানো হলো সে যেন তার আচার-ব্যবহার, ইশারা ইঙ্গিতে, উঠা-বসা সবক্ষেত্রেই ইনসাফ বজায় রাখে।"

ত্ববারানী ও বায়হাক্বী-এর অন্য বর্ণনা উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণনা এসেছে, "যাকে মুসলিমদের বিচারপতি বানিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে সে যেন বাদী-বিবাদীর কারো ওপরই তার কণ্ঠস্বর উঁচু না করে। ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইবনু মাজাহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৩৩৪; 'আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৫৭৫; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٣٥ ـ[٥] وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِىْ فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضٰى بِهٖ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضٰى لِلنَّاسِ عَلٰى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

---

[৬৭৪] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৩৫৭৮, তিরমিযী ১৩২৪, আহমাদ ১৩৩০২, য'ঈফ আল জামি' ৫৩২০, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৩১৫। কারণ এর সানাদে 'আব্দুল আ'লা একজন দুর্বল রাবী।

৩৭৩৫-[৫] আবূ বুরায়দাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : বিচারক তিন শ্রেণীর হয়। তন্মধ্যে এক প্রকারের (বিচারকদের) জন্য জান্নাত আর দু' প্রকারের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সে বিচারক জান্নাতে যাবেন, যিনি হাক্ব চিনলেন এবং তদানুযায়ী ফায়সালা করেন। আর যে বিচারক হাক্ব উপলব্ধি করেও বিচার-ফায়সালার মধ্যে অন্যায়-অবিচার করে, সে বিচারক জাহান্নামী এবং যে বিচারক অজ্ঞতার সাথে বিচার-ফায়সালা করে, সেও জাহান্নামী। (আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ্)[৯৭৫]

ব্যাখ্যা : বিচারপতি তিন শ্রেণীর, একশ্রেণী জান্নাতী বাকী দু'শ্রেণী জাহান্নামী।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন, তিনি বলেছেন : হাদীসটির মধ্যে (فَأَمَّا الَّذِىْ فِى الْجَنَّةِ) এ অংশটিকে পূর্বের অংশের সাথে মিলানো বা সম্পৃক্ত করা হয়েছে এবং স্পষ্ট কোনো প্রকার বিশ্লেষণমূলক অধ্যায় ব্যবহার থেকে বিরত থাকা হয়েছে যাতে করে তাদের সম্পৃক্ততা আরো প্রগাঢ় হয়। আমরা এখানে স্পষ্ট শব্দটি এজন্য বলেছি যে, হাদীসের ইবারতে فَهُوَ فِى النَّارِ না হয়ে فَأَمَّا الَّذِي فِي النَّارِ হলে তখন এভাবে ব্যবহারটাই বেশী শ্রুতিমধুর, এরূপ ব্যবহারের একটি দৃষ্টান্ত আমরা কুরআন থেকে দিতে পারি।

আ-লি 'ইমরান এর ৭ নং আয়াত ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾ এখানে পরবর্তী ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ অংশটি فَأَمَّا لرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ হওয়া প্রয়োজন ছিল তা কিন্তু হয়নি এটাই হলো ভাষার শৈথিলতা। হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন।

আল জামি' আস্ সগীরে এসেছে,

الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ اثْنَانِ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ.

অর্থাৎ বিচারক তিন শ্রেণীর, দু'শ্রেণী জাহান্নামী আর এক শ্রেণী জান্নাতী– যে সত্য জানলো সে অনুযায়ী ফায়সালা করলো সে জান্নাতী, যে না জেনে বিচার করলো সে জাহান্নামী আর যে জানলো কিন্তু বিচার কাজে যুল্‌ম করলো সেও জাহান্নামী। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৫৭০; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٣٦ - [٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتّٰى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৩৭৩৬-[৬] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি মুসলিমদের বিচারক হওয়ার মনোষ্কামনা করবে, এমনকি সে তা পেয়েও যাবে। এমতাবস্থায় তার ইনসাফ যদি যুল্‌ম ও অন্যায়ের উপর প্রাধান্য লাভ করে, তাহলে তার জন্য জান্নাত সুনির্ধারিত। আর যার যুল্‌ম ও অন্যায় তার ইনসাফের উপর প্রাধান্য লাভ করে, তবে তার জন্য জাহান্নাম। (আবূ দাউদ)[৯৭৬]

---

[৯৭৫] সহীহ : আবূ দাউদ ৩৫৭৩, তিরমিযী ১৩২২, ইবনু মাজাহ ২৩১৫, ইরওয়া ২৬১৪, সহীহ আল জামি' ৪৪৪৬, সহীহ আত্ তারগীব ২১৭২।

[৯৭৬] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৩৫৭৫, য'ঈফাহ্ ১১৮৬, য'ঈফ আল জামি' ৫৬৮৯, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৩২৫। কারণ এর সানাদে মূসা বিন নাজদাহ্ নামে একজন মাজহূল রাবী রয়েছে।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে বলা হয়েছে, যারা নেতৃত্ব চাইবে এবং এক পর্যায়ে তা পেয়ে যাবে, অতঃপর তার ইনসাফ যুল্‌মের উপর বিজয় হবে তার জন্য রয়েছে জান্নাত আর যার যুল্‌ম ইনসাফের উপর বিজয় হবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : হাদীসে উল্লেখিত حَتّٰى শব্দটি যদি আকাঙ্ক্ষার চূড়ান্ত পর্যায়ের অর্থের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহলে এখান থেকে বুঝতে হবে যে, সে নেতৃত্ব চাওয়াতে খুবই আগ্রহী ছিল। অতঃপর এক পর্যায়ে সে নেতৃত্ব পায় এ শ্রেণীর বিচারকদের সাহায্যের জন্য কোনো মালাক (ফেরেশতা) অবতীর্ণ হয় না বরং তার নিজের দায়িত্বশীল তাকেই করা হয়, সুতরাং এমতাবস্থায় কিভাবে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে পূর্বের হাদীসে বলা হয়েছে। যে ক্ষমতা চায় তার জন্য আশান্বিত থাকে তাকে তার দিকেই সোপর্দ করা হয়, আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন না। তাহলে এ দু' হাদীসের মতপার্থক্যের সমাধান কিভাবে? সমাধান এভাবে সম্ভব যে, এখানে ক্ষমতাপ্রার্থী লোকের সংখ্যা দু'জন তার মধ্যে একজন যাকে আল্লাহ তার নিজস্ব শক্তির মাধ্যমে শক্তিশালী করেন যেমন সহাবীগণ এবং তৎপরবর্তী তাবি'ঈগণ যেহেতু তিনি তার প্রাপ্য চেয়েছেন আর অন্যজন এরূপ নন। তাকে তার নিজের ওপর সোপর্দ করা হবে, ফলে সে ইনসাফ করতে পারবে না, এটাই হলো নাবী ﷺ-এর কথা তথা (وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهٗ عَدْلَهٗ فَلَهُ النَّارُ) এর অর্থ।

'আল্লামাহ্ তূরিবিশতী বলেন : কোনো কোনো লোক এ হাদীসের অর্থ বিশ্লেষণ ছাড়াই এ কথা বলেন যে, হাদীসে বলা হয়েছে যার ইনসাফ যুল্‌মের উপর বিজয় হবে তার জন্য জান্নাত। সুতরাং যদি মাঝে মাঝে যুল্‌ম করে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই, কারণ 'বিজয়' শব্দটি ব্যবহৃত হয় তুলনামূলক সংখ্যাধিক্যের জন্য।

যদি এমন কথা বা এমন মতামত কেউ পেশ করে থাকেন তাহলে তা ভুল হবে। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, এর ব্যাখ্যা কয়েকভাবে হতে পারে। ১ম নম্বর ব্যাখ্যা তা যা বলেছেন তূরিবিশতী যে, এখানে বিজয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সে কখনোই যুল্‌ম করবে না। আমি আরো একটু বাড়িয়ে বলতে পারি যে, যার যুল্‌মের পরিমাণ ইনসাফের তুলনায় বেশী হবে সেও তো জাহান্নামী, সুতরাং এখানে আর কোনো সমস্যা রইল না। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৫৭২; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٣٧ - [٧] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَهٗ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «كَيْفَ تَقْضِيْ إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟» قَالَ: أَقْضِيْ بِكِتَابِ اللهِ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِيْ كِتَابِ اللهِ؟» قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِيْ وَلَا اٰلُوْ قَالَ: فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلٰى صَدْرِهٖ وَقَالَ: «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللهِ لِمَا يَرْضٰى بِهٖ رَسُوْلُ اللهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

৩৭৩৭-[৭] মু'আয ইবনু জাবাল রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ **যখন তাকে** (শাসক নিযুক্ত করে) ইয়ামানে পাঠালেন, তখন তিনি (ﷺ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : **তোমার নিকট** যদি কোনো মুক্বদ্দামা পেশ করা হয়, তখন তুমি কিভাবে বিচার-ফায়সালা পরিচালনা **করবে? তিনি** (মু'আয রাঃ) বললেন : আমি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করব। **রসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায়** জিজ্ঞেস করলেন : আল্লাহর কিতাবের মধ্যে যদি (তার সুষ্ঠু সমাধান বুঝতে) না পাও, **তখন কিভাবে** করবে? তিনি (মু'আয রাঃ) বলেন : তাহলে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত (হাদীস) **অনুযায়ী সমাধান** করব। তিনি (ﷺ) আবার

জিজ্ঞেস করলেন : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের মাঝেও যদি (তার সুষ্ঠু সমাধান বুঝতে) না পাও, তখন কি করবে? এর জবাবে তিনি (মু'আয রাঃ) বললেন : তখন আমি আমার ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে ইজতিহাদ করব এবং সামান্য পরিমাণও ত্রুটি করব না। তিনি (মু'আয রাঃ) বলেন : আমার এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ আমার বুকে হাত মেরে বললেন, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র সে আল্লাহর জন্য যিনি আল্লাহর রসূল-এর প্রতিনিধিরূপে সে কাজটি করার তাওফীক্ব দিয়েছেন, যে সকল কাজে আল্লাহর রসূল সন্তুষ্ট আছেন।

(তিরমিযী, আবূ দাউদ ও দারিমী)[৯৭৭]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ মু'আয বিন জাবাল রাঃ-কে ইয়ামানে বিচারপতি হিসেবে পাঠানোর সময় প্রশ্ন করলেন, কি দ্বারা ফায়সালা করবে? মু'আয রাঃ বললেন, আল্লাহর কিতাব দ্বারা নাবী ﷺ বললেন, আল্লাহর কিতাবে স্পষ্ট না পেলে কি দ্বারা করবে? মু'আয রাঃ বললেন, নাবী ﷺ-এর সুন্নাত দ্বারা। নাবীজী ﷺ-এর সুন্নাত যদি না পাও তাহলে কিভাবে? মু'আয রাঃ বললেন, 'আমি ইজতিহাদ করবো' এর অর্থ হলো আমি ঐ মাসআলার উত্তর অনুসন্ধান করবো। ইজতিহাদের মাধ্যমে এবং অনুরূপ মাসআলাহ্ অনুসন্ধান করবো যাতে শারী'আতের পক্ষ থেকে স্পষ্ট দলীল বিদ্যমান এবং একটি মাসআলাকে আরেকটির সাথে তুলনা করবো।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : মু'আয রাঃ-এর কথা (أَجْتَهِدُ رَائِيْ) এর মধ্যে দৃঢ়তা বিরাজমান। إِجْتِهَاد (ইজতিহাদ) শব্দটির অর্থ হলো প্রচেষ্টা চালানো, আবার তাকে رَائِيْ এর দিক সম্পৃক্ত করার কারণে অর্থের মধ্যে আরো দৃঢ়তা এসেছে। ইমাম রাগিব আস্ ইস্পাহানী বলেন : اَلْجُهْدُ। "আল জুহ্দ" শব্দের অর্থ হলো শক্তি সামর্থ্য আর ইজতিহাদ অর্থ কষ্ট করা, পরিশ্রম করা। ইমাম খত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন : এখানে রায় বলতে নিজের মনগড়া কথা যার কুরআন-হাদীসের সাথে নূন্যতম সম্পর্ক নেই এমন নয় বরং কুরআন ও হাদীসের সাথে মিল রেখে গবেষণার মাধ্যমে বিচার করতে হবে এটা উদ্দেশ্য।

অত্র হাদীস থেকে বুঝা যায়, ক্বিয়াস তথা ইজতিহাদের মাধ্যেমে ফাতাওয়া প্রদান করা যায়। আল-মাযহাব বলেন, যদি এমন মাসাআলাহ্ আসে যার কুরআন ও হাদীসের সরাসরি কোনো দলীল পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে অনুরূপ আরেকটি মাসআলাহ্ দেখতে হবে যার দলীল সরাসরি কুরআন-হাদীসে রয়েছে এবং একটির সাথে আরেকটির সমতা বিধান করে ফাতাওয়া দিতে হবে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারে, যেমন : গমে সুদ হয়, এটা সরাসরি হাদীসে উল্লেখ আছে কিন্তু তরমুজে সুদ হয় এটা হাদীসে উল্লেখ নেই। তাই তরমুজে সুদ হয় কি না? এমন প্রশ্নের উত্তরে বলা হলো, হ্যাঁ, তরমুজেও সুদ হয় কারণ গম যেমন খাবার বস্তু, তেমনি তরমুজও খাওয়ার বস্তু তাই গমে সুদ হলে তরমুজেও সুদ হবে এটাই স্বাভাবিক। এমনটাই বলেছেন ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)।

('আওনূল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৫৮৯; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৩২৭; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٣٨ - [٨] عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! تُرْسِلُنِيْ وَأَنَا حَدِيْثُ السِّنِّ وَلَا عِلْمَ لِيْ بِالْقَضَاءِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ اللّٰهَ سَيَهْدِيْ قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ إِذَا تَقَاضٰى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتّٰى تَسْمَعَ كَلَامَ الْاٰخَرِ فَإِنَّهٗ أَحْرٰى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ». قَالَ: فَمَا شَكَكْتُ فِيْ قَضَاءٍ بَعْدُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

---

[৯৭৭] য'ঈফ : আবূ দাউদ ৩৫৯৩, তিরমিযী ১৩৩৭, আহমাদ ২২০০৭, য'ঈফাহ্ ৮৮১। কারণ এর সানাদে মু'আয বিন জাবাল রাঃ হতে সকল বর্ণনাকারীগণ মাজহূল।

জিজ্ঞেস করলেন : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের মাঝেও যদি (তার সুষ্ঠু সমাধান বুঝতে) না পাও, তখন কি করবে? এর জবাবে তিনি (মু'আয রাঃ) বললেন : তখন আমি আমার ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে ইজতিহাদ করব এবং সামান্য পরিমাণও ত্রুটি করব না। তিনি (মু'আয রাঃ) বলেন : আমার এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ আমার বুকে হাত মেরে বললেন, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র সে আল্লাহর জন্য যিনি আল্লাহর রসূল-এর প্রতিনিধিরূপে সে কাজটি করার তাওফীক্ব দিয়েছেন, যে সকল কাজে আল্লাহর রসূল সন্তুষ্ট আছেন।

(তিরমিযী, আবূ দাউদ ও দারিমী)[৯৭৭]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ মু'আয বিন জাবাল রাঃ-কে ইয়ামানে বিচারপতি হিসেবে পাঠানোর সময় প্রশ্ন করলেন, কি দ্বারা ফায়সালা করবে? মু'আয রাঃ বললেন, আল্লাহর কিতাব দ্বারা নাবী ﷺ বললেন, আল্লাহর কিতাবে স্পষ্ট না পেলে কি দ্বারা করবে? মু'আয রাঃ বললেন, নাবী ﷺ-এর সুন্নাত দ্বারা। নাবীজী ﷺ-এর সুন্নাত যদি না পাও তাহলে কিভাবে? মু'আয রাঃ বললেন, 'আমি ইজতিহাদ করবো' এর অর্থ হলো আমি ঐ মাসআলার উত্তর অনুসন্ধান করবো। ইজতিহাদের মাধ্যমে এবং অনুরূপ মাসআলাহ্ অনুসন্ধান করবো যাতে শারী'আতের পক্ষ থেকে স্পষ্ট দলীল বিদ্যমান এবং একটি মাসআলাকে আরেকটির সাথে তুলনা করবো।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : মু'আয রাঃ-এর কথা (أَجْتَهِدُ رَائِيْ) এর মধ্যে দৃঢ়তা বিরাজমান। إِجْتِهَاد (ইজতিহাদ) শব্দটির অর্থ হলো প্রচেষ্টা চালানো, আবার তাকে رَائِيْ এর দিক সম্পৃক্ত করার কারণে অর্থের মধ্যে আরো দৃঢ়তা এসেছে। ইমাম রাগিব আস্ ইস্পাহানী বলেন : اَلْجُهْدُ। "আল জুহ্দ" শব্দের অর্থ হলো শক্তি সামর্থ্য আর ইজতিহাদ অর্থ কষ্ট করা, পরিশ্রম করা। ইমাম খত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন : এখানে রায় বলতে নিজের মনগড়া কথা যার কুরআন-হাদীসের সাথে নূন্যতম সম্পর্ক নেই এমন নয় বরং কুরআন ও হাদীসের সাথে মিল রেখে গবেষণার মাধ্যমে বিচার করতে হবে এটা উদ্দেশ্য।

অত্র হাদীস থেকে বুঝা যায়, ক্বিয়াস তথা ইজতিহাদের মাধ্যেমে ফাতাওয়া প্রদান করা যায়। আল-মাযহাব বলেন, যদি এমন মাসাআলাহ্ আসে যার কুরআন ও হাদীসের সরাসরি কোনো দলীল পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে অনুরূপ আরেকটি মাসআলাহ্ দেখতে হবে যার দলীল সরাসরি কুরআন-হাদীসে রয়েছে এবং একটির সাথে আরেকটির সমতা বিধান করে ফাতাওয়া দিতে হবে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারে, যেমন : গমে সুদ হয়, এটা সরাসরি হাদীসে উল্লেখ আছে কিন্তু তরমুজে সুদ হয় এটা হাদীসে উল্লেখ নেই। তাই তরমুজে সুদ হয় কি না? এমন প্রশ্নের উত্তরে বলা হলো, হ্যাঁ, তরমুজেও সুদ হয় কারণ গম যেমন খাবার বস্তু, তেমনি তরমুজও খাওয়ার বস্তু তাই গমে সুদ হলে তরমুজেও সুদ হবে এটাই স্বাভাবিক। এমনটাই বলেছেন ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)।

('আওনূল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৫৮৯; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৩২৭; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٣٨ \- [٨] عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! تُرْسِلُنِيْ وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ وَلَا عِلْمَ لِيْ بِالْقَضَاءِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ سَيَهْدِيْ قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ إِذَا تَقَاضٰى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتّٰى تَسْمَعَ كَلَامَ الْاٰخَرِ فَإِنَّهٗ أَحْرٰى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ». قَالَ: فَمَا شَكَكْتُ فِيْ قَضَاءٍ بَعْدُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

---

[৯৭৭] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৩৫৯৩, তিরমিযী ১৩৩৭, আহমাদ ২২০০৭, য'ঈফাহ্ ৮৮১। কারণ এর সানাদে মু'আয বিন জাবাল রাঃ হতে সকল বর্ণনাকারীগণ মাজহূল।

وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ : «إِنَّمَا أَقْضِيْ بَيْنَكُمْ بِرَائِيْ» فِيْ بَابِ «الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ» إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى.

৩৭৩৮-[৮] 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে শাসক নিযুক্ত করে যখন ইয়ামানে পাঠালেন, তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে পাঠাচ্ছেন অথচ আমি একজন যুবক, আর বিচারকার্য বা শাসনভার পরিচালনায় আমি অনভিজ্ঞ। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : আল্লাহ তা'আলা তোমার অন্তরকে শীঘ্রই সৎপথ দেখাবেন এবং তোমার জবানকেও হিফাযাত করবেন। যদি দু' ব্যক্তি তাদের মুক্বদ্দামা নিয়ে তোমার নিকট উপস্থিত হয়, তখন অপর পক্ষের কথা না শুনা পর্যন্ত প্রথম ব্যক্তির পক্ষে কোনো ফায়সালা দিও না। কেননা প্রতিপক্ষের বর্ণনা থেকে মুক্বদ্দামার ফায়সালা দিতে তোমার সহজসাধ্য হবে। তিনি ('আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) বলেন : অতঃপর আমি আর কোনো মুক্বদ্দামায় দ্বিধাগ্রস্ত হইনি। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও ইবনু মাজাহ্)[৯৭৮]

গ্রন্থকার বলেন : "আক্বযিয়াহ্ ও শাহাদাত" (সাক্ষী ও ফায়সালা প্রদান) অধ্যায়ে আমরা উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত إِنَّمَا أَقْضِيْ بَيْنَكُمْ رَائِيْ হাদীসটি বর্ণনা করব ইন্‌শা-আল্ল-হু তা'আলা।

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে বলা হয়েছে, 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বললেন, নাবীজী! আপনি আমাকে বিচারপতি হিসেবে পাঠাচ্ছেন অথচ আমি অল্পবয়সী এবং বিচার ফায়সালা সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই। এখানে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কথাগুলো একটু ব্যাখ্যা করতে হবে এভাবে যে, জ্ঞান নেই অর্থ পূর্ণ জ্ঞান নেই আর অল্পবয়সী অর্থ অনভিজ্ঞ। এ রকম ভাষা দেখতে পাওয়া যায় মূসা ও হারূন আলায়হিস্ সালাম-এর ঘটনায় যেখানে আল্লাহ বললেন, "তোমরা ফির্'আওনের নিকট যাও নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘন করেছে"– (সূরাহ্ ত্ব-হা ২০ : ৪৩)। আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশ শুনে তারা বললেন, হে আমাদের রব! নিশ্চয় আমরা ভয় করছি আমাদের প্রতি তারা যুল্‌ম করবে অথবা সীমালঙ্ঘন করবে। আল্লাহ বললেন, তোমরা ভয় পেও না আমি তোমাদের সাথে আছি, শুনছি ও দেখছি।

অত্র হাদীসে 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিনয় প্রকাশমান যে, তিনি সব উঁচু নেতৃত্বের চেয়ে আল্লাহ এবং তার নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহচর্যকে বেশী গুরুত্বারোপ করেছেন। এ বিনয়ের কারণেই সুলতান মাহমূদ যখন তার বিশেষ দূতকে তার সমস্ত মসনদ দিতে চেয়েছিলেন তখন বিশেষ দূত তা প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ লোকেদের সাহচর্যকে পছন্দ করলেন। আল মুযহির বলেন, এখানে "ইল্‌ম নেই" অর্থ হলো অনভিজ্ঞ, অর্থাৎ দু'জনের মধ্যে বাদানুবাদ হলে তা শান্ত করার পর্যাপ্ত জ্ঞান আমার নেই।

('আওনূল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৫৭৯; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৩৩১; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٧٣٩ـ[٩] عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَا مِنْ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكٌ اٰخِذٌ بِقَفَاهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهٗ إِلَى السَّمَاءِ فَإِنْ قَالَ : أَلْقِهْ أَلْقَاهُ فِيْ مَهْوَاةٍ أَرْبَعِيْنَ خَرِيفًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيمَانِ

[৯৭৮] হাসান : আবূ দাঊদ ৩৫৮২, ইরওয়া ২৫০০, তিরমিযী ১৩৩১, ইবনু মাজাহ ২৩১০।

৩৭৩৯-[৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি শাসক হয়ে জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রকার্য পরিচালনা করে, সে ক্বিয়ামাতের দিন এরূপ অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, একজন মালাক (ফেরেশ্তা) তার গর্দান ধরে রাখবেন। অতঃপর মালাক তার মাথা আকাশের দিকে তুলবেন। অতএব আল্লাহ তা'আলা যখন নির্দেশ দেন তাকে নিক্ষেপ করো, তখন মালাক তাকে জাহান্নামের নিম্নদেশে ছুঁড়ে ফেলবেন। যার গভীরতা চল্লিশ বছরের পথ।

(আহ্মাদ ও ইবনু মাজাহ্, আর বায়হাক্বী-এর "শু'আবুল ঈমান")[৯৭৯]

ব্যাখ্যা : (أَرْبَعِينَ خَرِيفًا) خريف শব্দের অর্থ বছর। নিহায়াহ্ গ্রন্থাকার বলেন, خريف (খরীফ) বলা হয় বছরের ঋতু সময়ের একটি ঋতুকে যা গ্রীষ্ম ও শীতকালের মাঝে হয়ে থাকে। তবে অত্র হাদীসে উদ্দেশ্য হলো বছর। কেননা এটা বছরে মাত্র একবারেই আসে। এমনটাই মতামত দিয়েছেন 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ)। "আল মুগরিব" গ্রন্থে রয়েছে, মাহওয়া বলা হয় গিরিপথকে। আবার কেউ বলেছেন মাহওয়া অর্থ গর্ত। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : হাদীসের শব্দ «مَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ» দ্বারা বুঝা যায়, তাকে জোর করে তার মাথা আকাশমণ্ডলীর দিকে দেয়া হবে। যেমন : আল্লাহ তা'আলা বলেন, অর্থাৎ "আমি তাদের স্কন্ধে বেড়ি পরাবো থুতনি পর্যন্ত ফলে তারা চোখ বন্ধ করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে"– (সূরাহ্ ইয়াসীন ৩৬ : ৮)।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٤٠ ـ[١٠] وَعَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى الْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطُّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

৩৭৪০-[১০] 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ক্বিয়ামাত দিবসে ন্যায়পরায়ণ শাসক এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে; তখন সে আকাঙ্ক্ষা করবে যে, একটি খেজুরের ব্যাপারেও যদি সে দুই ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর বিবাদের ফায়সালা না করত (কতই না উত্তম হতো)। (আহ্মাদ)[৯৮০]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসটিতে পূর্বের হাদীসগুলোর ন্যায় উচ্চারণ কার্যের প্রতি চরম হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। হাদীসটির সারকথা হলো– (ক) যতদূর সম্ভব বিচারকার্য তথা বিচারপতি হওয়ার দায়িত্ব থেকে বিরত থাকা উচিত। (খ) বিচারকাজে ভুল-ভ্রান্তি হয়ে গেলে এর জন্য ক্বিয়ামাতে চরম লাঞ্ছনার স্বীকার হতে হবে। (গ) মানুষের হাক্ব নষ্ট করা কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়। (ঘ) বিচারকার্যে ছোট থেকে ছোট কোনো বিষয়কেও তুচ্ছ করার সুযোগ নেই। (সম্পাদকীয়)

٣٧٤١ ـ[١١] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَفِي رِوَايَةٍ: «فَإِذَا جَارَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ».

৩৭৪১-[১১] 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ আওফা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শাসক যে পর্যন্ত না যুল্ম ও অবিচার করে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তার সাথে থাকেন। কিন্তু যখন

---

[৯৭৯] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ ২৩১১, য'ঈফ আল জামি' ৫২০১, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৩১২, শু'আবুল ঈমান ৭৫৩৩। কারণ এর সানাদে মুজালিদ একজন দুর্বল রাবী।

[৯৮০] **য'ঈফ :** আহমাদ ২৪৪৬৪, য'ঈফাহ্ ১১৪২, য'ঈফ আল জামি' ৪৮৬৩, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৩১০। কারণ এর সানাদে 'আম্র ইবনুল 'আলা আস্ সানিয়্যি ও সালিহ বিন সারজ উভয় রাবীকে কেবলমাত্র ইবনু হিব্বান বিশ্বস্ত বলেছেন। বস্তুত তারা উভয়েই মাসতুর রাবী।

সে যুল্‌ম ও অবিচার করতে থাকে, তখন আল্লাহর সাহায্য তার ওপর থেকে সরে যায় এবং শায়ত্বন তার সহচর হয়। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ্)[৯৮১]

আর ইবনু মাজাহ্-এর অপর বর্ণনাতে আছে, যখন সে যুল্‌ম ও অবিচার করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে তার নাফ্‌সের প্রতি অর্পণ করেন।

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে বিচার কাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিচারক যদি ন্যায় বিচার করেন তাহলে তার ওপর আল্লাহর রহমাত বর্ষিত হয়। পক্ষান্তরে যদি যুল্‌ম করেন তাহলে আল্লাহর সাহায্য বন্ধ হয়ে যায় এবং শায়ত্বন তার সাথী হয়ে যায়। ইবনু মাজাহ-এর অপর বর্ণনায় এসেছে, তাকে তার অভিভাবক বানিয়ে দেয়া হয় আল্লাহ তার দায়িত্ব নেয়া থেকে মুক্ত হয়ে যান। এ বিষয়ে 'আব্দুল্লাহ বিন মাস্‌'ঊদ থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা আছে সেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ বিচারকের সাথে থাকেন অর্থাৎ তাকে সাহায্য করেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে ইচ্ছাকৃত যুল্‌ম না করে। ইমাম ত্ববারানী হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং মানাবী (রহঃ) বলেন : অত্র হাদীসের সানাদে জা'ফার বিন সুলায়মান আল কাবী নামক রাবী য'ঈফ হওয়ার কারণে হাদীসটি য'ঈফ। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৩৩০; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٤٢-[١٢] وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ مُسْلِمًا وَيَهُودِيًّا اخْتَصَمَا إِلَى عُمَرَ فَرَأَى الْحَقَّ لِلْيَهُودِيِّ فَقَضَى لَهُ عُمَرُ بِهِ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: وَاللهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ وَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: وَاللهِ إِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّهُ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِيْ بِالْحَقِّ إِلَّا كَانَ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ لِلْحَقِّ مَا دَامَ مَعَ الْحَقِّ فَإِذَا تَرَكَ الْحَقَّ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ. رَوَاهُ مَالِكٌ

৩৭৪২-[১২] সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন এক মুসলিম ও এক ইয়াহূদীর মধ্যে পরস্পর বিবাদ নিয়ে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট আসলো। এমতাবস্থায় 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তা সত্যায়িত করে ইয়াহূদীর পক্ষে রায় দিয়ে দিলেন। তখন ইয়াহূদী 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে লক্ষ্য করে বলল : আল্লাহর ক্বসম! আপনি হাক্ব বিচার করেছেন। অতঃপর 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে চাবুক দিয়ে আঘাত করে বললেন : তুমি কিভাবে জানলে (হাক্ব বিচার হয়েছে)? উত্তরে ইয়াহূদী বলল : আল্লাহর ক্বসম! আমরা তাওরাত কিতাবে পেয়েছি, যে শাসক ন্যায়বিচার করে তার ডানপাশে একজন মালাক (ফেরেশ্‌তা) থাকেন এবং বামপাশে একজন মালাক থাকেন। তারা তার কাজটিকে সহজসাধ্য করে দেন এবং ন্যায় ও সঠিক কাজ করার মধ্যে সাহায্য করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি ন্যায়ের সাথে থাকেন। কিন্তু যখন তিনি ন্যায় ও হাক্ব পন্থা পরিহার করেন, তখন মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্‌তারা) উপরে চলে যান এবং তার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। (মালিক)[৯৮২]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসটি বিশিষ্ট তাবি'ঈ সা'ঈদ বিন মুসাইয়্যাব (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত বিচার কাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার উজ্জ্বল নমুনা। যেখানে দ্বিতীয় খলীফা 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ন্যায়নীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ঘটনার বিবরণ হলো একজন মুসলিম ও একজন ইয়াহূদী বিচার নিয়ে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট আসলেন। 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু দেখলেন ইয়াহূদী সঠিকতার উপর আছে, তাই ইনসাফ করতঃ বিচার তার পক্ষে করলেন। ইয়াহূদী বলে উঠলো, আল্লাহর শপথ! 'আপনি ন্যায় করেছেন' এ কথা বললে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে প্রহার

[৯৮১] হাসান : তিরমিযী ১৩৩০, ইবনু মাজাহ ২৩১২, সহীহ আল জামি' ১২৫৩, সহীহ আত্ তারগীব ২১৯৬।

[৯৮২] সহীহ : মালিক ১৪৬১, সহীহ আত্ তারগীব ২১৯৭।

করলেন এবং বললেন, তুমি কিভাবে বুঝলে? তখন ইয়াহূদী বললো, আমরা তাওরাতে পেয়েছি যে, কোনো বিচারক যদি ন্যায়সঙ্গত বিচার করে তাহলে তার ডান ও বাম পাশে দু'জন মালাক থাকেন তারা তাকে সঠিকতায় পৌঁছানোর জন্য সহযোগিতা করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত সে ন্যায়ের পথে থাকে যখন সে ন্যায় বিচার না করে তখন মালায়িকাহ্ তাকে বর্জন করেন।

এখানে প্রশ্ন হলো, 'উমার (রাঃ) ন্যায় করলে ইয়াহূদী ব্যক্তি তাকে সমর্থন করলেন এবং আপনি ন্যায় বিচার করেছেন। পরবর্তীতে 'উমার (রাঃ) ইয়াহূদীকে বেত্রাঘাত করার কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : তাকে ব্যথাদায়ক হয় এমন আঘাত করেননি বরং সে প্রহারটি ছিল এরূপ যেমন আমরা কেউ আমাদের পক্ষে সমর্থন দিলে তাকে একটু মৃদু আঘাত করে থাকি এরূপ ছিল। অত্র হাদীসের ইয়াহূদী যেহেতু যিম্মী ছিলেন, তাই তাদের মাঝে ইসলামের হুকুম বাস্তবায়িত হয়েছে।

মাস্আলাহ্ : যদি আহলে কুফুরের তথা অমুসলিমদের মাঝে বিচার করতে হয় তাহলে তা কয়েক শ্রেণীর হতে পারে। বাদী-বিবাদী দু'জনই ইয়াহূদী অথবা দু'জনই নাসারা অথবা একজন ইয়াহূদী অপরজন নাসারা। সুতরাং যদি দু'জনেই ইয়াহূদী হয় তাহলে মুসলিমরা তাদের বিচার করবে না। আর যদি বিচার করতে হয় তাহলে তারা চাইলে করা যেতে পারে ন্যায়সঙ্গতভাবে। ইবনু 'আবদুল হাকাম বলেন, বিচারক চাইলে বিচার করতে পারে। যদি বাদী-বিবাদী উভয়জন সন্তুষ্টচিত্তে কোনো মুসলিম বিচারকের নিকটে বিচার চায় তাহলে এক্ষেত্রে মুসলিম বিচারকের পথ দু'টি একটি বিচার না করা আর অপরটি হলো বিচার করলে তাদের মধ্যে ইসলাম অনুপাতে ন্যায়সঙ্গত বিচার করা– এ দু'টি বিষয়ে মুসলিম বিচারপতি স্বাধীন যেটি ইচ্ছা করতে পারেন।

মহান আল্লাহ বলেন : "হে নাবী! বেধর্মীরা আপনার নিকট বিচার নিয়ে আসলে আপনি তাদের বিচার করুন অথবা ফিরিয়ে দেন আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে তারা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আর তাদের মাঝে বিচার করলে ন্যায়সঙ্গত বিচার করুন, নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীকে পছন্দ করেন"– (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৪২)। (আল্ মুনতাক্বা ৭ম খণ্ড, হাঃ ১৩৮০; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٤٣-[١٣] وَعَنِ ابْنِ مَوْهَبٍ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: اِقْضِ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ: أَوَ تُعَافِيْنِيْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: وَمَا تَكْرَهُ مِنْ ذٰلِكَ وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ قَاضِيًا؟ قَالَ: لِأَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضٰى بِالْعَدْلِ فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافًا». فَمَا رَاجَعَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩৭৪৩-[১৩] ইবনু মাওহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান (রাঃ) ইবনু 'উমার (রাঃ)-কে বললেন : আপনি মানুষের মাঝে ইনসাফ ক্বায়িম (বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ) করুন। ইবনু 'উমার (রাঃ) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন না? 'উসমান (রাঃ) বললেন : আপনি এই দায়িত্বকে অপছন্দ করছেন, অথচ আপনার পিতা তো (খলীফাহ্ নিযুক্ত হওয়ার পূর্বেও) বিচার-ফায়সালা করেছেন। ইবনু 'উমার (রাঃ) বললেন : আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি বিচারক নিযুক্ত হয়ে ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচারকার্য পরিচালনা করে তার জন্য এটাই

উত্তম যে, সে তা থেকে ন্যায্যভাবে অব্যাহতি লাভ করতে পারে। অতঃপর 'উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে এ সম্পর্কে আর কিছুই বলেননি। (তিরমিযী)[৯৮৩]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসটিতে দেখা যাচ্ছে তৃতীয় খলীফা 'উসমান বিন 'আফ্‌ফান রাযিয়াল্লাহু আনহু তার শাসনামলে দ্বিতীয় খলীফা 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পুত্র 'আব্দুল্লাহ বিন 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বিচারকার্য গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছেন অথচ ইবনু 'উমার তা বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করছেন। পরক্ষণে 'উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, আপনি কেন বিচারের দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃতি জানান অথচ আপনার পিতা এ দায়িত্ব পালন করেছেন। এ প্রশ্নের উত্তরে ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যারা বিচারক হয় তারা যেন ন্যায়বিচার করে।

(فَبِالْحَرِيّ أَنْ يَنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافًا) অংশটুকু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহ) বলেছেন :

أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْقَضَاءَ وَاجْتَهَدَ فِي تَحَرِّي الْحَقِّ وَاسْتَفْرَغَ جُهْدَهُ فِيهِ حَقِيقٌ أَنْ لَا يُثَابَ وَلَا يُعَاقَبَ. فَإِذَا كَانَ كَذٰلِكَ. فَأَيُّ فَائِدَةٍ فِي تَوَلِّيهِ.

অর্থাৎ- যারা বিচারপতি হলো, অতঃপর ন্যায়সঙ্গত বিচারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলো তাদের এ কাজে কোনো সাওয়াবও নেই গুনাহও নেই। সুতরাং বিষয়টির অবস্থা যখন এরূপ যে, তা গ্রহণে সাওয়াব পাপ কেনটিই নেই। সুতরাং তা গ্রহণে কে রাজী হবে? (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٤٤-[١٤] وَفِي رِوَايَةِ رَزِينٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لِعُثْمَانَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا أَقْضِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ: قَالَ: فَإِنَّ أَبَاكَ كَانَ يَقْضِي فَقَالَ: إِنَّ أَبِي لَوْ أُشْكِلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَوْ أُشْكِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ سَأَلَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنِّي لَا أَجِدُ مَنْ أَسْأَلُهُ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ عَاذَ بِاللهِ فَقَدْ عَاذَ بِعَظِيمٍ». وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ عَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ». وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تَجْعَلَنِي قَاضِيًا فَأَعْفَاهُ وَقَالَ: لَا تُخْبِرْ أَحَدًا.

৩৭৪৪-[১৪] আর রযীন-এর এক বর্ণনাতে নাফি' (রহঃ) হতে বর্ণিত, ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু 'উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন : হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি পরস্পর দু' ব্যক্তির মধ্যেও বিচার-ফায়সালা করব না। তখন 'উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন : আপনার পিতা তো বিচারকের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। তখন ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন : হ্যাঁ, তবে আমার পিতা যদি কোনো সমস্যায় পড়তেন, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট জিজ্ঞেস করে নিতেন। আর যদি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোনো বিষয়ে সমস্যা অনুভব করতেন, তখন জিবরীল আলায়হিস সালাম-কে জিজ্ঞেস করতেন। তাই এখন আমি এমন কাউকে পাব না যার স্মরণাপন্ন হব। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, সে মহান সত্তার আশ্রিত হলো। আর আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে আশ্রয় চায়, তোমরা তাকে আশ্রয় দাও। সুতরাং আমাকে বিচারক নিযুক্ত করা থেকে আমি আল্লাহর ওয়াস্তে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অতঃপর 'উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে অব্যাহতি দিয়ে

[৯৮৩] **য'ঈফ :** তিরমিযী ১৩২২, য'ঈফ আল জামি' ৫৭৯৯, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৩০৯। কারণ এর সানাদে 'আবদুল মালিক বিন আবী জামীলাহ্ একজন দুর্বল রাবী । আর সানাদটিও বিছিন্ন।

বললেন : আপনি এ কথাগুলো কারো নিকট বহিঃপ্রকাশ করবেন না (কেননা, বিচারকের দায়িত্ব নিতে সবাই অনীহা প্রকাশ করবে)।[৯৮৪]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের মূল বিষয়বস্তু হলো বিচারকাজ করতে বা বিচারক হওয়ার আশা না করা। 'উসমান রাযিয়াল্লা-হু আনহু ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে বিচারক হওয়ার আমন্ত্রণ জানালে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং বিচারক হওয়া থেকে পরিত্রাণ চান। 'উসমান রাযিয়াল্লা-হু আনহু তাকে পুনরায় বললেন, বিচারক হলে অসুবিধা কি আপনার আব্বা 'উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু তো বিচারক ছিলেন? এর উত্তরে ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমার পিতা কোনো বিষয়ে না বুঝলে রসূল সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন আর রসূল সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম না বুঝলে জিবরীলের মারফতে আল্লাহর নিকট থেকে জেনে নিতেন। কিন্তু আমার বিষয়টিতো এমন নয়। এ কথা বলে তিনি বিচারকাজ গ্রহণ করা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। হাদীসের বাহ্যিক অর্থ থেকে বুঝা যায়, 'উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু রসূল সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জীবিত থাকাকালীনই বিচারক ছিলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(٣) بَابُ رِزْقِ الْوُلَاةِ وَهَدَايَاهُمْ

অধ্যায়-৩ : বিচারকদের (সহকর্মীদের) বেতন ও হাদিয়্যাহ্ গ্রহণ করা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٧٤٥ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৭৪৫-[১] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি স্বেচ্ছায় তোমাদেরকে কিছু প্রদান করি না এবং বঞ্চিতও করি না, আমি শুধু বণ্টনকারী। অতএব আমি যে স্থানে দেয়ার সেখানে প্রদান করি। (বুখারী)[৯৮৫]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসটি প্রশাসকদের বেতন-ভাতা প্রসঙ্গ অধ্যায়ে এসেছে। হাদীসে এ ব্যাপারে দু' ধরনের শব্দ এসেছে, (ক) رزق রিযূক্ব তথা মাসিক বেতন, (খ) العطاء তথা বাৎসরিক বা এককালীন দান।

(مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ) এর ব্যাখ্যায় 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহ) বলেন : হাদীসের এ অংশ নাবীজী সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল সহাবীদের লক্ষ্য করে বলেছেন, হে সহাবীগণ! রাষ্ট্রের থেকে আমি তোমাদেরকে যে বেতন-ভাতা দিয়ে থাকি তা আল্লাহর নির্দেশক্রমেই দিয়ে থাকি। সুতরাং আল্লাহ যাকে যতটুকু দিতে বলেন তাকে ততটুকুই দিয়ে থাকি কমবেশী করি না। হাদীসের এ অংশ কুরআনে কারীমের ঐ আয়াতটিকে নির্দেশ করছে যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : অর্থাৎ- "মুনাফিক্বদের কেউ কেউ আপনাকে বেতন ভাতা বণ্টনের ক্ষেত্রে সমালোচনা করে।" (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৫৮)

---

[৯৮৪] **য'ঈফ :** আহমাদ ৪৭৫। কারণ এর সানাদে আবূ সিনান 'ঈসা বিন সিনান একজন দুর্বল রাবী।

[৯৮৫] **সহীহ :** বুখারী ৩১১৭, সহীহ আল জামি' ৫৫৪২।

এ ব্যাপারে সহীহুল বুখারীতে আরো পরিষ্কার এসেছে, অর্থাৎ তাদের অবস্থা এমন যে, যদি তাদেরকে বেশী দেয়া হতো তাহলে তারা বেজায় খুশী আর যদি কম দেয়া হয় তাহলে চরম অখুশী। কিন্তু তারা যদি এমন করতো যে, আল্লাহর নাবী যা দিবেন তাতেই খুশী যেমন মু'মিনরা করতো তাহলে এটা তাদের জন্য খুবই ভালো হতো। অন্য হাদীস এসেছে, নাবী ﷺ বলেছেন : «اللّٰهُ يُعْطِي وَأَنَا أَقْسِمُ» অর্থ আমি শুধু বণ্টনকারী, দান মূলত আল্লাহই করেন। (মুসতাদরাক হাকিম ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৬৪ পৃঃ; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٤٦ ـ[٢] وَعَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللّٰهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৭৪৬-[২] খাওলাতাল আনসারিয়্যাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিছু সংখ্যক মানুষ আল্লাহ তা'আলার (যাকাত, বায়তুল মাল বা গনীমাতের) সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে থাকে। ক্বিয়ামাত দিবসে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন নির্ধারিত। (বুখারী)[৯৮৬]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসটি মাল-সম্পদ অপব্যবহার করার ক্ষেত্রে চরম সতর্কবাণী প্রদান করে। হাদীসটির রাবী মহিলা সহাবী খাওলাহ্ তার পরিচিতি হলো সামির আল্ আনসারী-এর মেয়ে। কেউ কেউ বলেছেন তিনি খাওলাহ্ বিনতু আল্ ক্বয়স তিনি বানী মালিক বিন আন্ নাজ্জার গোত্রের আর সামির হলো ক্বায়স-এর উপাধি। এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ কথা হলো, এরা দু'জন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি।

অত্র হাদীসে যাকাতের মাল ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ব্যতীত কেউ গ্রহণ করলে তার প্রতি কাঠোর হুশিয়ারী উল্লেখ করতঃ বলা হয়েছে, তার জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রয়েছে। পবিত্র কুরআনেও এ সম্পর্কে বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন : "তাদের ছেড়ে দিন তারা এভাবে সম্পদের অপব্যবহার করুক, এরপর তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম"– (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ৯১)।

শিক্ষণীয় হলো, বায়তুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে যাকাত, খারাজ, জিয্ইয়াহ্, গনীমাত ইত্যাদি কোনো মালই যা জনগণের সম্পদ হিসেবে বিবেচিত তা অন্যায়ভাবে ভোগ-দখল করা সম্পূর্ণ হারাম। এখানে অন্যায়ভাবে বলতে যেটুকু প্রাপ্য তার চেয়ে অধিক গ্রহণ করা।

(ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩১১৮; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٤٧ ـ[٣] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُوْ بَكْرٍ ؓ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مُؤْوَنَةِ أَهْلِي وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَسَيَأْكُلُ اٰلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৭৪৭-[৩] 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে খলীফাহ্ নিযুক্ত করা হলে তিনি বললেন : আমার গোত্রের লোকেরা ভালোভাবে জানে যে, আমার ব্যবসা-বাণিজ্য আমার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার বহনে অক্ষম ছিল না। কিন্তু এখন আমি মুসলিমদের কাজে নিযুক্ত হয়েছি। সুতরাং আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পরিবার-পরিজন এখন থেকে এ মাল (বায়তুল মাল বা সরকারী কোষাগার) থেকে খরচ মিটাবে। আর সে মুসলিমদের জন্য কাজ করে যাবে। (বুখারী)[৯৮৭]

---

[৯৮৬] **সহীহ :** বুখারী ৩১১৮, আহমাদ ২৭৩১৮, সহীহ আল জামি' ২০৭৩।

[৯৮৭] **সহীহ :** বুখারী ২০৭০।

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসটিতে আবূ বাক্র (রাঃ)-এর খিলাফাত লাভের পর রাষ্ট্রের বায়তুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় সম্পদের সাথে তার ব্যবহার কেমন ছিল তারই আলোচনা করা হয়েছে। বায়তুল মাল থেকে পরিবার-পরিজনের জন্য অর্থগ্রহণ তিনি অপছন্দ করতেন। 'আমার গোত্র' দ্বারা তিনি উদ্দেশ্য করেছেন কুরায়শকে অথবা সমগ্র মুসলিমকে।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহঃ) বলেন : আলু আবূ বাক্র দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাঁর পরিবার-পরিজন। কেউ বলেছেন তিনি নিজেই। 'আল্লামাহ্ তূরিবিশতী (রহঃ) বলেন : আবূ বাক্র (রাঃ) নিজের জন্য বায়তুল মাল থেকে সামান্য খাদ্য, গ্রীষ্মকালে একটি লুঙ্গি ও চাদর, শীতকালে একটি জুব্বা আর চলাচলের জন্য একটি বাহন গ্রহণ করেছিলেন।

আল মুযহির বলেন : অত্র হাদীস থেকে বুঝা যায়, রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের জন্য বৈধ আছে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের ভরণ-পোষণ গ্রহণ করা, তবে এক্ষেত্রে যাতে বাড়াবাড়ি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরী।

অত্র হাদীসটির মূল মর্মবাণী হলো দায়িত্ব পেয়ে কেউ যেন জনগণের সম্পদ নিয়ে খেল-তামাশা না করে। অন্যায়ভাবে তাদের মাল-সম্পদ যেন লুটে না নেয়।

(ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২০৭০; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٧٤٨-[٤] عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلٰى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ غُلُوْلٌ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৭৪৮-[৪] বুরায়দাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : কোনো লোককে যদি আমরা কোনো কাজে নিযুক্ত করি এবং তাকে সে কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক দেই। অতঃপর যদি সে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করে, তবে তা হলো খিয়ানাত। (আবূ দাঊদ)[৯৮৮]

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে বিশ্বনাবী (সাঃ) বলেছেন : যাকে আমার কোনো দায়িত্ব দিলাম আর এজন্য তাকে পারিশ্রমিকও দিলাম। সুতরাং এর অতিরিক্ত কিছু যদি সে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে গ্রহণ করে তাহলে এটাই غُلُوْلٌ (গুলূল) বা হারাম। এর জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

হাদীসটির বর্ণনাকারী সহাবী বুরায়দাহ্ বিন হুসায়ব আল্ আসলামী বাদ্র যুদ্ধে অংশে নেননি, বায়য়াতুর্ রিয্ওয়ানে অংশ নিয়েছেন। প্রথমে মাদীনায় বসবাস করলেও পরে বাসরায় আসেন, পরবর্তীতে সেখান থেকে খুরাসানে আসেন। অতঃপর ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়াহ্-এর শাসনামলে ৬২ হিজরী সালে "মারও" শহরে মৃত্যুবরণ করেন। তার থেকে একদল সহাবী, তাবি'ঈ হাদীস বর্ণনা করেন। হাদীসটিতে উল্লেখিত غُلُوْلٌ শব্দের অর্থ হলো খিয়ানাত করা বিশ্বাসঘাতকতা করা। এক্ষেত্রে খিয়ানাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো গনীমাত বা ফা'ই এর মাল থেকে অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৯৪১; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৯৮৮] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ২৯৪৩, সহীহ আল জামি' ৬০২৩, সহীহ আত্ তারগীব ৭৭৯, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৩৬৯।

٣٧٤٩ـ[٥] وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: عَمِلْتُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلَنِىْ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৭৪৯-[৫] 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে (রাষ্ট্রীয়) কাজে নিযুক্ত হয়েছিলাম। আর আমাকে তার পারিশ্রমিক দেয়া হয়েছে। (আবূ দাউদ)[৯৮৯]

ব্যাখ্যা : দ্বিতীয় খলীফা 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। এ হাদীসে তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় রাষ্ট্রের বিভিন্ন দায়িত্ব তিনি আমাকে দিয়েছেন, আমাকে পারিশ্রমিকও দিয়েছেন। অত্র হাদীসটি থেকে বুঝা যায়, দায়িত্বপ্রাপ্ত হলে তার জন্য পারিশ্রমিক (ন্যায়সঙ্গতভাবে) গ্রহণ ইসলাম নিষেধ করেনি। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٥٠ـ[٦] (إسناده ضعيف) وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ: بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَلَمَّا سِرْتُ أَرْسَلَ فِىْ إِثْرِىْ فَرُدِدْتُ فَقَالَ: «أَتَدْرِىْ لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ؟ لَا تُصِيْبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِىْ فَإِنَّهٗ غُلُوْلٌ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِهٰذَا دَعَوْتُكَ فَامْضِ لِعَمَلِكَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

৩৭৫০-[৫] মু'আয রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (গভর্নর নিয়োগ করে) ইয়ামানে পাঠালেন। যখন আমি রওয়ানা হলোম, তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার পিছনে একজন লোক পাঠালেন। অতঃপর যখন আমি ফিরে আসলাম, তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন : তুমি কি জানো, কেন আমি তোমার কাছে লোক পাঠালাম? আমার অনুমতি ব্যতীত তুমি কোনো মাল গ্রহণ করবে না। কেননা এভাবে গ্রহণ করা খিয়ানাত বা আত্মসাৎ। আর যে ব্যক্তি খিয়ানাত করবে, ক্বিয়ামাতের দিন সে তা বহন করেই (হাশ্‌রের ময়দানে উত্থিত হবে) আসবে। আমি তোমাকে এ কথাগুলো বলার জন্যই ডেকে পাঠিয়েছি। এখন তুমি তোমার কাজে রওয়ানা হয়ে যাও। (তিরমিযী)[৯৯০]

ব্যাখ্যা : মু'আয রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত অত্র হাদীসটির মূল শিক্ষা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কোনো দায়িত্ব পেয়ে সে ক্ষেত্রে খিয়ানাত করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ খিয়ানাত সেটা তো মস্তবড় পাপ, এর জন্য ক্বিয়ামাতের কঠিন ময়দানে নিদারুণ দুঃখ পেতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেন, "কোন নাবী খিয়ানাত করতে পারে না, যে ব্যক্তি খিয়ানাত করবে, সে খিয়ানাতকৃত বিষয়বস্তুসহ ক্বিয়ামাতের দিন উপস্থিত হবে, অতঃপর প্রত্যেককে যা সে অর্জন করেছে তা পুরোপুরি দেয়া হবে, কারও প্রতি কোন প্রকার যুল্‌ম করা হবে না।" (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান ৩ : ১৬১)

অন্য হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رَقَبَتِهٖ بَعِيْرٌ لَهٗ رُغَاءٌ»

অর্থাৎ আমি যেন ক্বিয়ামাতের দিন তোমাদের কাউকে এমতাবস্থায় না পাই তার কাঁধে একটি উট থাকবে যেটি গরগর শব্দ করতে থাকবে। (বুখারী হাঃ ৩০৭৩; মুসলিম হাঃ ১৫৩১)

সুতরাং সর্বপ্রকার খিয়ানাত থেকে বিরত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৩৩৫; মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ

---

[৯৮৯] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২৯৪৪, মুসলিম ১০৪৫, নাসায়ী ২৬০৪, আহমাদ ৩৭১।

[৯৯০] **য'ঈফ :** তিরমিযী ১৩৩৫। কারণ এর সানাদে দাউদ আল আওদী একজন দুর্বল রাবী।

٣٧٥١ - [٧] وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَهُوَ غَالٌّ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৭৫১-[৭] মুস্তাওরিদ ইবনু শাদ্দাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি। তিনি (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের শাসনকার্যে নিযুক্ত হবে, তার যদি স্ত্রী না থাকে তবে সে একজন স্ত্রীর ব্যবস্থা করতে পারে। আর যদি তার খাদিম না থাকে, তাহলে একজন খাদিম রাখতে পারে। আর যদি তার কোনো ঘর না থাকে, তাহলে একটি ঘরেরও ব্যবস্থা করতে পারে। অপর এক বর্ণনাতে আছে, সে যদি তা ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করে, তবে তা খিয়ানাত হবে। (আবূ দাঊদ)[৯৯১]

ব্যাখ্যা : মুসতাওরিদ ইবনু শাদ্দাদ (রাঃ) বলেন : আমি নাবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, কেউ ইসলামী রাষ্ট্রের সচিব বা কর্মকর্তা নিযুক্ত হলে যদি স্ত্রীর ভরণ-পোষণ না করতে পারে তাহলে রাষ্ট্র থেকে নিতে পারবে। মুযহির বলেন, হাদীসে বর্ণিত "স্ত্রী না থাকলে স্ত্রী গ্রহণ করবে" এর অর্থ হলো যদি বিবাহ করার মুহর না থাকে তাহলে মুহর রাষ্ট্রের থেকে নিতে পারবে। অনুরূপভাবে ন্যায়সঙ্গতভাবে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ নিতে পারবে তবে অন্যায়ভাবে বা অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করলে তা হারাম সাব্যস্ত হবে। অনুরূপভাবে যদি খাদিমের প্রয়োজন হয় তা নিতে পারবে যদি বাড়ী না থাকে বাড়ী নিতে পারবে। এসবগুলোই নিতে পারবে ন্যায়সঙ্গতভাবে অন্যায়ভাবে একটি পয়সাও নিতে পারবে না।

('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৯৪৩; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٥٢ - [٨] وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ عُمَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ عُمِّلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلٰى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غَالٌّ يَأْتِيْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِقْبَلْ عَنِّيْ عَمَلَكَ. قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ: كَذَا وَكَذَا قَالَ: «وَأَنَا أَقُوْلُ ذٰلِكَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلٰى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بِقَلِيْلِهِ وَكَثِيْرِهِ فَمَا أُوْتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهٰى». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ

৩৭৫২-[৮] 'আদী ইবনু 'উমায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : হে মানব সকল! তোমাদের কাউকে যদি আমাদের কোনো কাজে নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর সে যদি তা থেকে একটি সুঁই পরিমাণ অথবা তার চেয়ে অধিক কিছু লুক্কায়িত রাখে, তাহলে সে খিয়ানাতকারী বলে সাব্যস্ত হবে। ক্বিয়ামাতের দিনে সে তা বহন করে উত্থিত হবে। তখন জনৈক আনসারী দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন : হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার ওপর যে কাজ অর্পণ করেছেন, তা অনুগ্রহপূর্বক প্রত্যাহার করে নিন। তিনি (সাঃ) বললেন : কেন এটা বলছ? লোকটি বলল, আমি শুনেছি যে, আপনি এরূপ এরূপ (ভীতিকর) কথা বলেছেন। তিনি (সাঃ) বললেন : হ্যাঁ, আমি আবারও বলছি, যাকে আমরা কোনো কাজে নিযুক্ত করি, তখন সে যেন তার কম ও বেশি যাই হোক (সবকিছু) আমাদের কাছে বুঝিয়ে দেয়। অতঃপর তাকে যা কিছু দেয়া হবে, শুধু

---

[৯৯১] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ২৯৪৫, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১৪৭৩।

তাই গ্রহণ করবে। আর যা থেকে নিষেধ করা হবে, তা থেকে সর্বদা বিরত থাকে। (মুসলিম ও আবূ দাঊদ; তবে শব্দবিন্যাস আবূ দাঊদ-এর)[৯৯২]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পেয়ে তাতে খিয়ানাত সম্পর্কে কঠোর হুশিয়ারী স্বরূপ। হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেছেন : 'উমায়রাহ্ নামে আসমায়ে রিজালে কোনো রাবী নেই বরং 'আমীরাহ্ আছে, তবে নাসায়ীতে 'উমায়রাহ্ ও 'আমিরাহ্ দু'টিই ব্যবহৃত হয়েছে। এমনটাই বর্ণনা এসেছে সহীহ মুসলিম-এর ব্যাখ্যায়। কেউ কেউ বলেন, তিনি হলেন আল্ কিনদী আল্ হাযরামী কূফায় বসবাস করতেন, অতঃপর সেখান থেকে জাযিরায় স্থানান্তরিত হন, সেখানে বসবাস করতে থাকেন, পরে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

অত্র হাদীসে এসেছে, নাবী ﷺ যখন বললেন, আমরা যাকে দায়িত্ব দিলাম তারপর সে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের একটি সুতাও যদি গোপনে নিয়ে নেয় তাহলে এর জন্য সে ক্বিয়ামাতে খিয়ানাতকারীর কাতারে দাঁড়াবে। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এহেন ভীতসন্ত্রস্ত বক্তব্য শুনে তিনি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিতে চাইলেন। এ থেকে বুঝা যায়, দায়িত্ব শুধু নিলেই হবে না তা যথাযথ পালন না করতে পারলে অব্যাহতি নেয়াই শ্রেয়।

(শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৮৩৩; 'আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৫৭৮; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٥٣ ـ[٩] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

৩৭৫৩-[৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ঘুষ গ্রহণকারী ও ঘুষ প্রদানকারী উভয়ের ওপর অভিসম্পাত করেছেন। (আবূ দাঊদ ও ইবনু মাজাহ্)[৯৯৩]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসটিতে নাবী ﷺ সরকারী দায়িত্ব পালনকারী ঐসব লোকেদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন যারা দায়িত্ব পালনে ঘুষ লেন-দেন করে থাকে। ঘুষ বলা হয় যার মাধ্যমে তদবীর করে কাঙ্খিত লক্ষ্য পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয় যদিও তা ভুল পন্থা। 'রাশী' হলো সে যে কাউকে কিছু দিল এ আশায় যে, সে তাকে অন্যায় কাজে সহযোগিতা করবে। অপরদিকে যে তা গ্রহণ করে তাকে হাদীসের পরিভাষায় নবীজী ﷺ 'মুরতাশী' বলেছেন। আর 'রাশী' ও 'মুরতাশী'র মধ্যে লেন-দেনের পরিমাণ কম-বেশী করতে ভূমিকা পালনকারীকে রায়শ বলে।

কারো ওপর থেকে যুল্‌ম অপসারণের নিমিত্তে প্রদত্ত টাকা বা অর্থ ঘুষের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাবি'ঈদের একদল থেকে প্রমাণিত আছে, তারা বলেন : «لَا بَأْسَ أَنْ يُصَانِعَ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهٖ وَمَالِهٖ إِذَا خَافَ الظلم» অর্থাৎ- যদি কেউ তার নিজের আত্মা ও অর্থের ব্যাপারে যুল্‌মের আশংকা করে তাহলে এ থেকে বাঁচার জন্য কোনো উপায় অবলম্বন করলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। ইবনুল আসীর (রহঃ) এ কথাই বলেছেন।

মিরক্বাতুল মাফাতীহ গ্রন্থকার বলেন, «الرِّشْوَةُ مَا يُعْطٰى لِإِبْطَالِ حَقٍّ أَوْ لِإِحْقَاقِ بَاطِلٍ» অর্থাৎ- সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বানানোর উদ্দেশে অর্থনৈতিক লেন-দেনকে ঘুষ বলা হয়।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৩৩৬)

---

[৯৯২] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৩৫৮১, মুসলিম ১৮৩৩, আহমাদ ১৭৭২৩।

[৯৯৩] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৩৫৮০, ইবনু মাজাহ ২৩১৩, তিরমিযী ১৩৩৭, আহমাদ ৬৫৩২, ইরওয়া ২৬২০, সহীহ আল জামি' ৫১১৪, সহীহ আত্ তারগীব ২২১১।

٣٧٥٤ـ[١٠] وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

৩৭৫৪-[১০] আর তিরমিযী 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ও আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুম) হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[৯৯৪]

٣٧٥٥ـ[١١] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ» عَنْ ثَوْبَانَ وَزَادَ: «وَالرَّائِشَ» يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا.

৩৭৫৫-[১১] আর আহ্‌মাদ ও বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমানে সাওবান হতে বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে অতিরিক্ত আছে, গ্রহণকারী ও প্রদানকারীর মাঝে সংযোগ স্থাপনকারীকেও তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) অভিসম্পাত করেছেন।[৯৯৫]

٣٧٥٦ـ[١٢] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنِ اجْمَعْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ وَثِيَابَكَ ثُمَّ ائْتِنِي» قَالَ: فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ: «يَا عَمْرُو! إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ لِأَبْعَثَكَ فِي وُجْهٍ يُسَلِّمُكَ اللهُ وَيُغْنِمُكَ وَأَزْعَبُ لَكَ زَعْبَةً مِنَ الْمَالِ». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا كَانَتْ هِجْرَتِي لِلْمَالِ وَمَا كَانَتْ إِلَّا لِلّٰهِ وَلِرَسُولِهِ قَالَ: «نِعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ». رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ» وَرَوَى أَحْمَدُ نَحْوَهُ وَفِي رِوَايَتِهِ: قَالَ: «نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ».

৩৭৫৬-[১২] 'আম্‌র ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমার নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, (সফরের উদ্দেশে) তুমি তোমার যুদ্ধাস্ত্র ও প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি নিয়ে আমার নিকট চলে আসো। তিনি বলেন : অতএব আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হলোাম, তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) উযূ করছিলেন। আমাকে দেখে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন : হে 'আম্‌র! আমি তোমাকে এজন্য ডেকে এনেছি যে, তোমাকে (গভর্নর বা শাসকরূপে) এক অঞ্চলে পাঠাব। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে নিরাপত্তায় রাখুন এবং গনীমাতের ধন-সম্পদও দান করুন। আর আমিও তোমাকে কিছু মাল দিবো। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রসূল! ধন-সম্পদের লোভে আমার হিজ্‌রত ছিল না; বরং আমার হিজ্‌রত ছিল আল্লাহ ও তাঁর রসূল-এর সন্তুষ্টি কামনায়। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন : সৎলোকের জন্য পবিত্র মাল কতই না উত্তম।

(শারহুস্ সুন্নাহ্)[৯৯৬]

আর আহ্‌মাদও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর অপর বর্ণনাতে আছে, সৎলোকের জন্য ভালো মালই উত্তম জিনিস।

ব্যাখ্যা : 'আম্‌র বিন 'আস (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) থেকে বর্ণিত। এ হাদীসটি থেকে আমরা যা শিখতে পারি– (ক) নেতার প্রতি আনুগত্য। (খ) অযূরত অবস্থায় দীনী কথাবার্তা বলা জায়িয। (গ) নেতা তার অধিনস্থদেরকে কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে। (ঘ) ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে বিশেষ নাসীহাত প্রয়োজন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

---

[৯৯৪] **সহীহ :** তিরমিযী ১৩৩৬, আহমাদ ৯০২৩, সহীহ আল জামি' ৫০৯৩।

[৯৯৫] **য'ঈফ :** আহমাদ ২২৩৯৯, শু'আবুল ঈমান ৫১১৫, য'ঈফ আল জামি' ৪৬৮৪। কারণ এর সানাদে লায়স বিন সুলায়ম একজন দুর্বল রাবী আর তার শায়খ আবুল খত্ত্বাব মাজহূল রাবী।

[৯৯৬] **হাসান :** শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৪৯৬, আহমাদ ১৭৯১৫।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٧٥٧ ـ [١٣] عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةً فَأَهْدٰى لَهٗ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتٰى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৭৫৭-[১৩] আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো শাসক বা বিচারকের নিকট সুপারিশ করে, আর সে সুপারিশ স্বরূপ তার নিকট কোনো হাদিয়্যাহ্ (উপহার) পাঠায় এবং তিনি তা গ্রহণ করেন। তাহলে সে সুদের দরজাসমূহের মধ্য থেকে কোনো একটি বিরাট দরজায় প্রবেশ করল। (আবূ দাঊদ)[৯৯৭]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের শিক্ষা : (ক) সুপারিশ করা বৈধ, অনেক ক্ষেত্রে আবশ্যক। (খ) সুপারিশ করার প্রেক্ষিতে সুপারিশকৃত ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো প্রকার অর্থ লেন-দেন করা যাবে না। (গ) সুপারিশ করার পর যদি কিছু হাদিয়্যাহ্ দেয়া হয় তাহলে তা বর্জন করাই শ্রেয়, যেহেতু সেখানে সুদের সংশ্লিষ্টতা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

এক্ষেত্রে নাবী (ﷺ) কর্তৃক ‘আলী (রাঃ) প্রদত্ত উপদেশ প্রণিধানযোগ্য। নাবী (ﷺ) বলেন, «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلٰى مَا لَا يُرِيبُكَ» অর্থাৎ সন্দেহভাজন বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যাতে সন্দেহ নেই সেদিকে চল। তাই এখান থেকে বিরত থাকাই একান্ত কাম্য। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(٤) بَابُ الْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ
অধ্যায়-৪ : বিচারকার্য এবং সাক্ষ্যদান

‘আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : বিচারকের নিকট যে মুক্বদ্দামাহ্ পেশ করা হয় তাকে বিচার বলে। আযহারী (রহঃ) বলেন : কোনো বিষয়ে বিচারকার্য শেষ করাকে ক্বাযাউ বা বিচারকার্য বলা হয়।

কুরআন কারীমে আল্লাহ তা‘আলা বলেন : “আমি বানী ইসরাঈলের নিকট ফায়সালা করেছিলাম”– (সূরাহ্ বানী ইসরাঈল ১৭ : ৪)। হাকিম-কে ক্বাযী বলা হয় এ কারণে যে, তিনি আইন-কানুন মেনে বিচার ফায়সালা করে থাকেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٧٥٨ ـ [١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعٰى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلٰكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي «شَرْحِهِ لِلنَّوَوِيِّ» أَنَّهٗ

[৯৯৭] হাসান : আবূ দাঊদ ৩৫৪১, সহীহাহ্ ৩৪৬৫, সহীহ আল জামি‘ ৬৩১৬, সহীহ আত্ তারগীব ২৬২৪।

قَالَ : وَجَاءَ فِيْ رِوَايَةِ «الْبَيْهَقِيِّ» بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ أَوْ صَحِيحٍ زِيَادَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا : «لٰكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِيْنَ عَلٰى مَنْ أَنْكَرَ».

৩৭৫৮-[১] ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : লোকেদের কোনো দাবির ভিত্তিতেই যদি তাদের পক্ষে রায় দেয়া হয়, তাহলে অনেকেই পরস্পরের মধ্যে লোকেদের জান ও মাল (মিথ্যা দাবি করে) আত্মহরণ করতে থাকবে। এজন্য বিবাদীর ওপর ক্বসম অবধারিত। (মুসলিম)

তবে মুসলিম-এর শারহুন্ নাবাবীতে আছে, তিনি বলেন, বায়হাক্বীর বর্ণনাতে হাসান অথবা সহীহ সানাদ দ্বারা আরো অতিরিক্ত শব্দ ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর তা হলো– সাক্ষ্য-প্রমাণ বাদী পক্ষ দাখিল করবে আর বিবাদী বা প্রতিপক্ষের ওপর ক্বসম অত্যাবশ্যকীয় হবে।[৯৯৮]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ গাইডলাইন। এতে বলা হয়েছে, বিচারকার্যকে কোনো মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া যাবে না, বরং বিচারকার্য সম্পাদনে বিচারকরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবেন।

হাদীস থেকে বুঝা যায় : (ক) মনমত তথা মনে যা চায় সেরূপ বিচার করা বৈধ নয়। (খ) বিচার হবে শারী'আহ্নীতি অনুসরণের মাধ্যমে। (গ) মানুষের রক্ত ও সম্পদ রক্ষা করা এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। (ঘ) যদি কেউ কোনো জিনিসের দাবী করে তাহলে তাকে অবশ্যই দলীল পেশ করতে হবে- আর যে অস্বীকার করবে তাকে শপথ করতে হবে।

অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেছেন : হাদীসটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম বলে দিচ্ছে বিচারকার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে। সুতরাং এ হাদীসে রয়েছে কোনো মানুষের শুধুমাত্র তার দাবীর প্রেক্ষিতেই তার স্বপক্ষে বিচার করা বৈধ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে দলীল বা তার সঠিকতা প্রমাণ না করতে পারে। এর রহস্য বা কারণ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন, যদি প্রমাণবিহীন ফায়সালা করা হয় তাহলে সবাই বিনা প্রমাণে অপর মানুষের রক্ত ও সম্পদ দাবী করে বসবে।

(ফাতহুল বারী ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৫৫২; শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৭১১; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٥٩ـ[٢] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِينِ صَبْرٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذٰلِكَ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [سورة اٰل عمران٣ : ٧٧] إِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৭৫৯-[২] ইবনু মাস্'ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি মিথ্যা ক্বসম করে কোনো মুসলিমের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করতে চায়, ক্বিয়ামাতের দিন সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার ওপর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত থাকবেন। অতঃপর এ কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন : "যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকার ও তাঁর নামে করা ক্বসম তুচ্ছমূল্যে (পার্থিব হাসিলের বিনিময়) বিক্রি করে দেয়....."– (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান ৩ : ৭৭)। (বুখারী ও মুসলিম)[৯৯৯]

[৯৯৮] **সহীহ :** মুসলিম ১৭১১, বুখারী ৪৫৫২, ইবনু মাজাহ ২৩২১, ইরওয়া ২৬৪১, সহীহ আল জামি' ৫৩৩৫।

ব্যাখ্যা : 'আব্দুল্লাহ বিন মাস্‌'উদ রাঃ কর্তৃক এ হাদীসটি বিচারকার্যে মিথ্যা কথা বলার মাধ্যমে অপরের হাক্ব ছিনিয়ে নেয়ার বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারীমূলক। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : হাদীসে উল্লেখিত (يَمِيْنِ صَبْرٍ) (ইয়ামীনি সব্‌র) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো স্থির বা দৃঢ়তার সাথে কৃত শপথ। এ শপথকে (مَصْبُوْرَ) তথা দৃঢ়করণ শপথও বলা হয়, অথবা এখানে শপথকারীকে ধৈর্যধারণকৃত বলা যেতে পারে যেহেতু এটা সে নিজের ওপর আবশ্যক করে নিয়েছে। (يَمِيْنِ صَبْرٍ) দ্বারা উদ্দেশ্য আরো পরিষ্কার করে এভাবে বলা যায় যে, আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রকর্তৃপক্ষ কোনো ব্যক্তি আইনানুগভাবে সুষ্ঠু বিচারকার্যের স্বার্থে যদি শপথ করতে বলে।

কেউ কেউ বলেছেন, মুসলিমের মাল-সম্পদ হরণের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য নিয়ে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা শপথের নামে (يَمِيْنِ صَبْرٍ) হাদীসটি উল্লেখিত فَاجِرٌ (ফাজির) শব্দের অর্থ হলো মিথ্যবাদী। হাদীসে উল্লেখিত মুসলিমের সম্পদ দ্বারা কেউ যিম্মীর সম্পদ উদ্দেশ্য করে তাহলে তা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেছেন : সাক্ষ্যদানকালে মিথ্যা বলা কঠিনতম পাপাচারের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এ ধরনের অপরাধী অপরাধের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

ক) অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ হরণ।

খ) যে বিষয়টি সংরক্ষণের চরম গুরুত্ব দেয়া আবশ্যক ছিল তার প্রতি চরম অজ্ঞতা করা আর সেটি ইসলাম সংরক্ষণের দায়িত্ব ও আখিরাতকে গুরুত্ব প্রদান- এটি মানতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

গ) অন্যায় ও মিথ্যা শপথের প্রচলন ঘটালো।

এ ধরনের ব্যক্তির শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, এমতাবস্থায় আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত থাকবেন। আল্লাহ তার প্রতি দয়ার দৃষ্টি দিবেন না। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেছেন : আল্লাহ তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।

এ হাদীসের সত্যায়ন পাওয়া যায় মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সূরা আ-লি 'ইমরান-এর ৭৭ নং আয়াতের মাঝে যেখানে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন : "নিশ্চয় যারা আল্লাহর সাথে কেউ কৃত ওয়া'দাকে সুলভমূল্যে বিক্রয় করে দেবে তাদের আখিরাতে কোনো অংশ নেই আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না ক্বিয়ামাতে তাদের দিকে রহমাতের দৃষ্টি দিবেন না তাদেরকে পবিত্রও করবেন না, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি"। (ফাতহুল বারী ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৫৫০; শারহু মুসলিম ২য় খণ্ড, হাঃ ১৩৭; তুহফাতুল আহওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩০১২; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٦٠ـ[٣] وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهٖ فَقَدْ أَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» فَقَالَ لَهٗ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ قَضِيْبًا مَنْ أَرَاكٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৭৬০-[৩] আবূ উমামাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ক্বসমের মাধ্যমে কোনো মুসলিমের হাক্ব আত্মসাৎ করলো, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত করে দিয়েছেন এবং তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন। অতঃপর জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর

[৯৯৯] সহীহ : বুখারী ৪৫৪৯, মুসলিম ১৩৮, ইবনু মাজাহ ২৩২৩, আহমাদ ৪২১২, সহীহ আল জামি' ৬২০৭, সহীহ আত্ তারগীব ১৮২৭।

রসূল! যদি তা নগণ্য কিছু হয়? তখন তিনি (ﷺ) বললেন : যদিও তা পিলু গাছের একটি ডালও হয় ('পিলু' গাছ মিসওয়াক হিসেবে ব্যবহৃত হয়)। (মুসলিম)[১০০০]

ব্যাখ্যা : অন্যায় শপথ করে মানুষের মাল সম্পদ জবর-দখল করার ভয়াবহতা বর্ণনাকারী অত্র হাদীসটির ব্যাখ্যাকার 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী আল হানীফাহ্ (রহঃ) বলেন : অত্র হাদীস "সম্পদ নিয়ে নেয়" এর অর্থ হলো সম্পদের একটি বিরাট অংশ নিয়ে নেয়। 'আল্লামাহ্ তূরিবিশতী-এর বরাত দিয়ে তিনি আরো বলেন, "হাক্ব" "মাল" এর চেয়ে ব্যাপক অর্থ প্রদানকারী একটি শব্দ।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : মৃত পশুর চামড়া নিয়ে নিলেও তা হারাম হবে যেহেতু তাও "হাক্ব" শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করে। অনুরূপভাবে ঘোড়া চালানোর জিন এমনকি পশুর মাল যা দ্বারা উপকার লাভ সম্ভব এমন জিনিস মিথ্যা শপথ দ্বারা নিলে তাও হারাম হবে।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : আল্লাহ তার নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং তাকে স্থায়ীভাবে জাহান্নামী করে দিবেন। কেউ বলেন, এর ব্যাখ্যা দু' ধরনের হতে পারে। প্রথমতঃ যদি কেউ এ ধরনের মিথ্যা সাক্ষী দেয়াকে হালাল মনে করে, অতঃপর তার সাথে জড়িত হয় এবং এ অবস্থায় তার মৃত্যু হয় তাহলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। দ্বিতীয়তঃ সে জাহান্নামী হবে তবে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দিবেন। (শারহু মুসলিম ২য় খণ্ড, হাঃ ১৩৭; আল মুনতাক্বা ৭ম খণ্ড, হাঃ ১৩৯২; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٦١ -[٤] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلٰى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذَنَّهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৭৬১-[৪] উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আমি তো একজন মানুষ মাত্র। তোমরা বিভিন্ন বিবাদ-মীমাংসা নিয়ে আমার নিকট আসো। আর সম্ভবত তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ সাক্ষী-প্রমাণ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অন্যের চেয়ে বেশি সচেতন ও পারদর্শী। অতঃপর আমি তোমাদের বিষয়াদি শুনার সময় যা উপলব্ধি করি তদানুযায়ী বিচার-ফায়সালা করি। অতএব আমি কোনো ব্যক্তির জন্য তার মুসলিম ভাইয়ের হাক্ব থেকে কোনো কিছু (ভুলক্রমে) ফায়সালা দিয়ে দেই, তাহলে সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা আমি তার জন্য একখণ্ড আগুনের টুকরাই ফায়সালা করলাম। (বুখারী ও মুসলিম)[১০০১]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীস থেকে বুঝা যায়– (ক) নাবী (ﷺ) আমাদের মতই মানুষ। মহান আল্লাহ সূরাহ্ কাহ্ফ-এর ১১০ নং আয়াতে বলেন, অর্থাৎ "হে নাবী! আপনি বলে দিন আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ (পার্থক্য এটুকু যে,) আমার নিকট আল্লাহর নিকট থেকে ওয়াহী আসে তোমাদের আসে না।"

খ) নাবী-রসূলগণও মা'সূম নন তবে তাদের ভুল হলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ সংশোধন করিয়ে দিতেন

গ) কুরআন ও হাদীস থেকে তারাই হিদায়াত পায় যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে।

ঘ) বিচারকার্যে বাদী-বিবাদীর মধ্যে একে অপরের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী যুক্তি উপস্থাপনকারী, ভাষায় দক্ষ হতে পারে, মিথ্যা কথার ফুলঝুড়ি দিয়ে অপরের সম্পদ গ্রহণ কোনোভবেই বৈধ নয়।

[১০০০] **সহীহ :** মুসলিম ১৩৭, নাসায়ী ৫৪১৯, ইবনু মাজাহ ২৩২৪, সহীহ আল জামি' ৬০৭৬, সহীহ আত্ তারগীব ১৮৪১।

[১০০১] **সহীহ :** বুখারী ৬৯৬৭, মুসলিম ১৭১৩, আবূ দাউদ ৩৫৮৩, নাসায়ী ৫৪০১, তিরমিযী ১৩৩৯, ইবনু মাজাহ ২৩১৭, আহমাদ ২৬৬১৮, ইরওয়া ৪৫৫।

ঙ) বিচারকের জন্য অবধারিত যে, তিনি বাদী-বিবাদী উভয়ের কথা শুনেই বিচার করবেন। একপক্ষের কথা শুনে বিচারের রায় প্রদান কোনভাবে গ্রহণীয় নয়।

এক্ষেত্রে একটি হাদীস খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত যেখানে নাবী ﷺ বলেছেন : হাকিম যদি ন্যায়বিচারের চেষ্টা করে সফল হয় তাহলে তার দ্বিগুণ সাওয়াব আর যদি সফল না হয় তাহলে এক সাওয়াব, তাই সকল বিচারপতিদের উচিত ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়া।

অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেছেন : অত্র হাদীস থেকে বুঝা যায়, মানুষের বাস্তবিক অবস্থা আরো বুঝা যায় সে গায়েব জানে না, তাই বাহ্যিক দলীলাদি দেখেই তাকে ফায়সালা দিতে হয়।

(ফাতহুল বারী ১২শ খণ্ড, হাঃ ৬৯৬৭; শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৭১৩; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৩৩৯; 'আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৫৮০; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٦٢-[٥] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৭৬২-[৫] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক হলো অতিমাত্রায় ঝগড়াটে, অর্থাৎ বেশী বেশী সর্বদা ঝগড়া করে। (বুখারী ও মুসলিম)[১০০২]

ব্যাখ্যা : أَلَدُّ الْخَصِمُ "আলাদ্দুল খসিম" শব্দটির অর্থ চরম বিতার্কিক যার সাথে কেউ তর্ক করে পারে না। কুরআনে মাজীদে সূরাহ্ আল বাক্বারহ্-এর ২০৪ নং আয়াতে এসেছে, এ শ্রেণীর লোকের আলোচনা মহান আল্লাহ বলেন, অর্থাৎ "মানুষের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যার কথা খুবই চমৎকার এবং অন্তরের বিষয় সম্পর্কে আল্লাহকে সাক্ষী মানে আর সে হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিতার্কিক।"

অত্র হাদীসটির সমর্থনে তাম্মাম মু'আয বিন জাবাল رضي الله عنه থেকে আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যেখানে বলা হয়েছে,

«أَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ مَنْ آمَنَ. ثُمَّ كَفَرَ» অর্থাৎ সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি আল্লাহর নিকটে সে যে ঈমান আনয়ন করলো, তারপর কাফির হয়ে গেল।

অত্র হাদীসটিতে মুখের জোর খাটিয়ে অন্যের হাক্ব মারাকে কুফ্‌রী হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

'উক্বায়লী ও দায়লামী 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها থেকে বর্ণনা করেন,

أَبْغَضُ الْعِبَادِ إِلَى اللهِ مَنْ كَانَ ثَوْبَاهُ خَيْرًا مِنْ عَمَلِهِ أَنْ تَكُوْنَ ثِيَابُهُ ثِيَابَ الْأَنْبِيَاءِ وَعَمَلُهُ عَمَلَ الْجَبَّارِيْنَ.

অর্থাৎ আল্লাহর নিকট সর্বাধিক নিকৃষ্ট বান্দা সে যার বাহির ভিতরের চেয়ে ভালো, তার কাপড় নাবীদের আর 'আমাল যালিমদের।

অত্র হাদীস থেকে বুঝা যায়, অন্যায়ভাবে মুখের জোর খাটিয়ে মানুষের হাক্ব মেরে খেলে ক্বিয়ামাতে কঠিন পরিস্থিতির স্বীকার হতে হবে। আল্লাহ সবাইকে হিফাযাত করুন। আমীন। (ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৪৫৭; শারহু মুসলিম ১৬শ খণ্ড, হাঃ ২৬৬৮; তুহফাতুল আহওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৯৭৬; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[১০০২] **সহীহ :** বুখারী ২৪৫৭, মুসলিম ২৬৬৮, নাসায়ী ৫৪২৩, তিরমিযী ২৯৭৬, আহমাদ ২৪২৭৭, সহীহাহ্ ৩৯৭০, সহীহ আত্ তারগীব ১৪২।

Contents

٣٧٦٣ - [٦] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضٰى بِيَمِيْنٍ وَشَاهِدٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৭৬৩-[৬] ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ একটি কৃস্‌ম ও এক সাক্ষীর মাধ্যমে বিচার-ফায়সালা করেছেন। (মুসলিম)[১০০৩]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে বিচারকার্যে সাক্ষী প্রয়োজন দু'জন যদি একজন না পাওয়া যায়, তাহলে শপথ দ্বারা এক সাক্ষীর ঘাটতি পূরণ করতে হবে। এটা বুঝা যায় যা রসূলুল্লাহ নিজে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন।

আল্ মুযহির বলেন : অত্র হাদীসে বাদীর সাক্ষী ছিল একজন তাই তাকে নাবীজী শপথ করতে বললেন যাতে তার এক সাক্ষীর ঘাটতি পূর্ণ হয়। এ শপথটি তার একজন সাক্ষীর পরিবর্তে। সুতরাং যখন সে শপথ করল তখন রসূলুল্লাহ তার পক্ষে রায় দিলেন। এ মতই পোষণ করেছেন ইমাম শাফি'ঈ, মালিক এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ)। অপরদিকে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেছেন, একজন সাক্ষী আর একটি শপথের মাধ্যমে ফায়সালা বৈধ নয় বরং দু'জন সাক্ষী আবশ্যক। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন : "তোমরা দু'জন সাক্ষী সন্ধান কর যদি না পাও তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন নারী"– (সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ ২ : ২৮৬)। (শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৭১২; 'আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৬০৭; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٦٤ - [٧] وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ هٰذَا غَلَبَنِيْ عَلٰى أَرْضٍ لِيْ فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِيْ وَفِيْ يَدِيْ لَيْسَ لَهٗ فِيهَا حَقٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَلَكَ يَمِينُهٗ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِيْ عَلٰى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ قَالَ: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذٰلِكَ». فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا أَدْبَرَ: «لَئِنْ حَلَفَ عَلٰى مَالِهٖ لِيَأْكُلَهٗ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৭৬৪-[৭] 'আলক্বমাহ্ ইবনু ওয়ায়িল (রহঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন হায্‌রামাওত এবং কিনদাহ্ গোষ্ঠীর জনৈক ব্যক্তি নাবী -এর নিকট উপস্থিত হলো। অতঃপর হায্‌রামী গোষ্ঠীর লোকটি বলল : হে আল্লাহর রসূল! এই ব্যক্তি আমার জমি জোর-জবরদস্তিভাবে দখল করে নিয়েছে। তখন কিনদী গোষ্ঠীর লোকটি বলল, উক্ত জমির মালিক আমি এবং তা আমারই তত্ত্বাবধানে আছে। তাতে ঐ লোকটির কোনো অধিকার নেই। তখন নাবী হায্‌রামীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি কোনো দলীল-প্রমাণ আছে? সে বলল, না। তাহলে বিবাদীর (প্রতিপক্ষের) কৃস্‌মই তোমার প্রাপ্য। হায্‌রামী লোকটি বলল : হে আল্লাহর রসূল! সে অসৎলোক। কিসের উপর কৃস্‌ম করছে, সে তার কোনো পরোয়া করে না, তার মধ্যে কোনো আল্লাহভীতি নেই। তিনি () বললেন : তার ব্যাপারে তোমার জন্য তাছাড়া আর কোনো পথও খোলা নেই। অতঃপর সে কিনদী লোকটি যখন কৃস্‌ম করতে চাইল, তখন সে পিঠ ফিরে গেল। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ বললেন : যদি এ লোকটি প্রকৃতপক্ষে জোরপূর্বকভাবে অপরের সম্পত্তি ভোগ করার জন্য কৃস্‌ম

[১০০৩] সহীহ : মুসলিম ১৭১২, আবূ দাউদ ৩৬০৮, আহমাদ ২২২৪।

করে, তাহলে সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, আল্লাহ তা'আলা এ লোকটির প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবেন। (মুসলিম)[১০০৪]

ব্যাখ্যা : হাদীসের ব্যাখ্যায় 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : অত্র হাদীসে বলা হয়েছে, যারা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখবে তাদের দিকে ক্বিয়ামাতের দিন তাকাবেন না, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ বলেন : "আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে রহমাতের দৃষ্টি দিবেন না।" (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান ৩ : ৭০) [না'উযুবিল্লাহ]

হাদীসের উল্লেখযোগ্য শিক্ষা : ১) যার হাতে সম্পদ আছে তার শক্তি বেশী। ২) বিবাদীকে অবশ্যই শপথ করতে হবে। ৩) যদি বাদী তার স্বপক্ষে দলীল উপস্থাপনে সক্ষম হয় তাহলে মাল বিবাদীর হাতে থাকলেও তা বাদীর হয়ে যাবে। ৪) মিথ্যা শপথ আর সত্য শপথের বিচার কার্যে কোনো পার্থক্য থাকে না কারণ মিথ্যা বলছে কি না এটাতো বিচারক মিথ্যাবাদীর বুক ফেড়ে দেখতে পারবেন না। তাই অদৃশ্যেও বিষয় নয় বরং বাহ্যিক না বুঝা যায় তার উপর ভিত্তি করেই বিচারপতি তার রায় প্রদান করবেন।

(শারহু মুসলিম ২য় খণ্ড, হাঃ ৬১; মিরকাতুল মাফাতীহ)

٣٧٦٥ـ[٨] وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ ؓ أَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنِ ادَّعٰى مَا لَيْسَ لَهٗ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৭৬৫-[৮] আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যদি এমন জিনিসের দাবী করে, যে জিনিসের প্রকৃত (মালিক) সে নয়, সে আমার দলভুক্ত নয়। সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে নির্দিষ্ট করে নেয়। (মুসলিম)[১০০৫]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসটিতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এমন কিছু দান করবে যা তার নয় তাহলে সে আমাদের দলভুক্ত নয় এবং সে তার স্থান জাহান্নামে করে নিল।

অত্র হাদীসের অংশ (فَلَيْسَ مِنَّا)-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, فَلَيْسَ مِنَّا) مَعْشَرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ) অর্থাৎ- সে জান্নাতীদের দলভুক্ত নয়। পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে, "সে যেন তার থাকার স্থান জাহান্নামে করে নেয়" এ অংশটুকু বাহ্যিকভাবে নির্দেশবাচক হলেও বস্তুত তা বিবৃতিমূলক, অর্থাৎ যে এমন করবে তার থাকার জায়গা জাহান্নাম। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

٣٧٦٦ـ[٩] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِيْ يَأْتِيْ بِشَهَادَتِهٖ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৭৬৬-[৯] যায়দ ইবনু খালিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে বলে দিবো না, সর্বোত্তম সাক্ষ্যদানকারী কারা? সে ব্যক্তিই উত্তম সাক্ষ্যদানকারী, যাকে চাওয়ার আগে স্বীয় সাক্ষী প্রদান করে। (মুসলিম)[১০০৬]

[১০০৪] **সহীহ :** মুসলিম ১৩৯, আবূ দাউদ ৩২৪৫, তিরমিযী ১৩৪০, সহীহ আত্ তারগীব ১৮২৮।

[১০০৫] **সহীহ :** মুসলিম ৬১, ইবনু মাজাহ ২৩১৯, সহীহ আল জামি' ৫৯৯০।

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে সত্য সাক্ষী প্রদানের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : অত্র হাদীসের দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে, এর মধ্যে সর্বাধিক সহীহ মত হচ্ছে ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'ঈ-এর ছাত্ররা যে মত পোষণ করেছেন আর সেটি হচ্ছে কোথাও কোনো বিচার কাজ হচ্ছে দেখা যাচ্ছে বাদী-বিবাদীর কেউ সত্য সাক্ষীর অভাবে পরাজিত হচ্ছে আর মাজলিসে এমন একজন লোক রয়েছে যে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অভিহিত, এমতাবস্থায় তার নিকট সাক্ষী না চাওয়া হলেও সে যদি এটাকে আমানাত মনে করে সাক্ষী দেয় তাহলে সে সর্বোত্তম সাক্ষী হবে। এ হাদীসের দ্বিতীয় আরেকটি ব্যাখ্যা হলো, মানুষের হাক্বের বিষয়ের সাক্ষী যেমন ত্বলাক্বের সাক্ষী, স্বাধীন করানোর সাক্ষী, জমি-জমা ওয়াক্ফ করার সাক্ষী, সাধারণ ওয়াসিয়্যাতের সাক্ষী, হাদ্দসমূহের সাক্ষী ইত্যাদি। যেমন- পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন : অর্থাৎ "তোমরা আল্লাহর জন্য সাক্ষী ক্বায়িম কর।" (সূরাহ্ আত্ব ত্বলাক্ব ৬৫ : ২)

অত্র হাদীসটি পরবর্তী হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক নয় যেখানে বলা হয়েছে, সাক্ষী না চাইলেও সাক্ষী দিবে। কারণ অত্র হাদীসটি হলো সত্য সাক্ষ্য প্রদানের আর পরের হাদীসটি হলো মিথ্যা সাক্ষী প্রদানের।

(শার্হু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৭১৯; 'আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৫৯৩; তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২২৯৫; আল মুনতাক্বা ৭ম খণ্ড, হাঃ ১৩৮১; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٦٧ ـ [١٠] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَجِيْءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِيْنَهٗ وَيَمِيْنُهٗ شَهَادَتَهٗ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৭৬৭-[১০] ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আমার যুগের মানুষ সর্বোত্তম। তারপর তাদের পরবর্তী যুগের লোকেরা এবং এরপর তাদের পরবর্তী যুগের লোকেরা। অতঃপর এমন সব লোকের আগমন ঘটবে যাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য ক্বসমের অগ্রগণ্য হবে এবং ক্বসম সাক্ষ্য হতে অগ্রগণ্য হবে। (বুখারী ও মুসলিম)[১০০৭]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটিতে নাবী (ﷺ) ক্বিয়ামাত পর্যন্ত মানুষের মধ্যে একটি নির্দেশনা দিয়ে দিলেন যে, মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ হলেন রসূল (ﷺ)-এর যুগের মানুষ অর্থাৎ সহাবীগণ, অতঃপর উত্তম মানুষ হলেন তৎপরবর্তী লোকেরা অর্থাৎ তাবি'ঈগণ, এরপর উত্তম মানুষ হলেন তাবি-তাবি'ঈগণ। অত্র হাদীটিতে বলা হয়েছে, সর্বোত্তম যুগ, আমার যুগ এখানে 'যুগ' দ্বারা উদ্দেশ্য কি? তা নিয়ে বিজ্ঞজনের মাঝে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন ৩০ বছর, কেউ বলেছেন ৪০ বছর, কেউ বলেছেন ৬০ বছর, কেউ বলেছেন ৭০ বছর, কেউ বলেছেন ৮০ বছর, কেউ বলেছেন ১০০ বছর এর কথা ব্যক্ত করেছে।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, নাবী (ﷺ) একবার একটি বাচ্চার মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন, তুমি একযুগ বেঁচে থাক, পরবর্তীতে দেখা গেল বাচ্চাটি ১০০ বছর জীবিত ছিল। এখান থেকে দলীল নিয়ে কেউ কেউ একযুগ সমান সমান ১০০ বছর এর উল্লেখ করেছেন।

হাদীসটিতে একশ্রেণীর মানুষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা সাক্ষী না চাওয়া হলেও তারা সাক্ষী দিবে এর অর্থ হলো তারা মিথ্যা সাক্ষী দিবে। এমনটিই ব্যাখ্যা করেছেন ক্বাযী 'ইয়াযসহ অন্যান্য 'উলামায়ে কিরাম। (শার্হু মুসলিম ১৬শ খণ্ড, হাঃ ২৫৩৩; তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৩০৩; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[১০০৬] **সহীহ :** মুসলিম ১৭১৯, আবূ দাউদ ৩৫৯৬, তিরমিযী ২২৯৫, আহমাদ ১৭০৪০, সহীহাহ্ ৩৪৫৮, সহীহ আল জামি' ২৬০০।

[১০০৭] **সহীহ :** বুখারী ৩৬৫১, মুসলিম ২৫৩৩, আহমাদ ৪১৩০, সহীহাহ্ ৭০০।

٣٧٦٨ـ[١١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৭৬৮-[১১] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হু হতে বর্ণিত। (একদিন) নিশ্চয় নাবী ﷺ এক গোত্রের ওপর কৃসম করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তারা সকলেই (কৃস্‌মের জন্য) স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এলো। অতএব তিনি তাদের মধ্যে কে কৃস্‌ম করবে, সে ব্যাপারে লটারী করার হুকুম দিলেন। (বুখারী)[১০০৮]

ব্যাখ্যা : বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য অত্র হাদীসটি মাইলফলক। যেখানে নাবী ﷺ লটারীর মাধ্যমে বিচার করেছেন।

প্রখ্যাত 'আলিমী দীন আল্ মুযহির (রহঃ) বলেন : এ রকম বিচারের পদ্ধতি হলো দু'ব্যক্তি জিনিসের দাবীদার জিনিসটি রয়েছে তৃতীয় ব্যক্তির নিকটে দু'জনের, একজনেরও কোনো প্রমাণ নেই অথবা দু'জনেরই প্রমাণ রয়েছে। তৃতীয় ব্যক্তি বলছেন, আমি জানি না জিনিসটি কার? অর্থাৎ জিনিসটি কি এদের দু'জনের কারো নাকি অন্য কারো। এমতাবস্থায় তাদের মাঝে তিনি লটারী করবেন, লটারীতে যার নাম উঠবে তাকে শপথ করতে বললেন, শপথ করলে তার পক্ষে রায় দিবেন। এভাবে ফায়সালার পক্ষে অবস্থান 'আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু-এর। ইমাম শাফি'ঈ বলেন : জিনিসটি তৃতীয় ব্যক্তির হাতে থাকবে। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেন : জিনিসটি দু' খণ্ড করে দু'জনকে দিয়ে দিতে হবে। (ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬৭৪; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٧٦٩ـ[١٢] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩৭৬৯-[১২] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব রাযিয়াল্লাহু আন্হু তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। নাবী ﷺ বলেছেন : সাক্ষ্য-প্রমাণ বাদীকেই পেশ করতে হবে। আর বিবাদীর ওপর বর্তাবে কৃস্‌ম। (তিরমিযী)[১০০৯]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসটিতে বলা হয়েছে, মামলা বাদী-বিবাদী যদি কোনো একটি জিনিসের দাবীদার হয় তাহলে বাদীর দলীল পেশ করতে হবে তার স্বপক্ষে আর বিবাদী তার স্বপক্ষে কৃস্‌ম করবে, তবে কৃসামার ক্ষেত্র ব্যতীত। কৃসামাহ্ হলো কোনো গ্রামের আঙ্গিনায় যদি একটি লাশ পাওয়া যায় কিন্তু হত্যাকারী শনাক্ত হয়নি তাহলে ঐ গ্রামের বাসিন্দারাই আসামী হবে এবং তারা তাদের পক্ষে ৫০টি কৃস্‌ম খাবে তাদের নির্দোষ প্রমাণের উদ্দেশে, এ ধরনের বিচার পদ্ধতিকে কৃসামাহ্ বলে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٧٠ـ[١٣] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي مَوَارِيثَ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ إِلَّا دَعْوَاهُمَا فَقَالَ: «مَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».

[১০০৮] **সহীহ :** বুখারী ২৬৭৪।

[১০০৯] **সহীহ :** তিরমিযী ১৩৪১, ইরওয়া ২৬৬১, সহীহ আল জামি' ২৮৯৭।

فَقَالَ الرَّجُلَانِ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! حَقِّيْ هٰذَا لِصَاحِبِيْ فَقَالَ: «لَا وَلٰكِنِ اذْهَبَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ لْيُحَلِّلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهٗ». وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ: «إِنَّمَا أَقْضِيْ بَيْنَكُمَا بِرَأْيِيْ فِيْمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيْهِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৭৭০-[১৩] উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন দু' ব্যক্তি উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে সাক্ষী ব্যতীত শুধু প্রাপ্যের দাবী নিয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসেছিল। এমতাবস্থায় তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : আমি যদি তোমাদের কাউকে তার ভাইয়ের হাক্ব (তোমাদের একজনের মিথ্যার বলার দরুন) প্রদান করি, তখন আমার সে ফায়সালা দোষী ব্যক্তির জন্য হবে জাহান্নামের একখণ্ড আগুন। এ কথা শুনে তারা উভয়েই বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার অংশটি আমার সঙ্গীকে দিয়ে দিন। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, না; বরং তোমরা উভয়ে (সমানভাবে) ভাগ-বণ্টন করে নাও। আর ভাগ-বণ্টনের মধ্যে হাক্ব পন্থা অবলম্বন করবে এবং পরস্পরের মধ্যে লটারী করে নিবে। অতঃপর তোমরা একে অপরকে ঐ অংশ থেকে ক্ষমা করে দিবে।

অপর এক বর্ণনাতে আছে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আমি তোমাদের মাঝে এ ফায়সালা স্বীয় জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা করছি। এ ব্যাপারে আমার নিকট কোনো ওয়াহী অবতীর্ণ হয়নি। (আবূ দাউদ)[১০১০]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে কুক্ষিগত করার উপর অত্যন্ত নরম ভাষায় কড়া হুশিয়ারী দেয়া হয়েছে।

হাদীস থেকে শিক্ষা : (১) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখতেন না। যদি রাখতেন তাহলে তিনি তা দিয়েই ফায়সালা করতে পারতেন। (২) অন্যের হাক্ব মেরে খাওয়া চরম ঘৃণ্যতম কাজ যা পরিহার ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। (৩) বিচারপতি বাহ্যিক সাক্ষী আচার-অনুষ্ঠান থেকেই ফায়সালা করবেন। ভিতরকার খবরাখবর সে জানতে পারে না এবং তা সম্ভবও নয়। (৪) সহাবীদের আদর্শের অন্যতম হলো তারা জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়াকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। (৫) সহাবীদের তাক্বওয়া।

('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৬১৬; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٧١-[١٤] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا دَابَّةً فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهٗ نَتَجَهَا فَقَضٰى بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلَّذِيْ فِيْ يَدِهٖ. رَوَاهُ فِيْ «شَرْحِ السُّنَّةِ»

৩৭৭১-[১৪] জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু' ব্যক্তি একটি পশুর ব্যাপারে স্বীয় দাবী পেশ করল। অতঃপর তারা উভয়েই স্বীয় দাবীর সমর্থনে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে বলল, ষাঁড় দ্বারা প্রজনন করিয়ে বাচ্চা লাভ করেছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পশুটি তার জন্য ফায়সালা করলেন, যার তত্ত্বাবধানে ছিল। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[১০১১]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে পাওয়া যাচ্ছে, দু'জন লোক একটি জন্তুর দাবী করছে এবং দু'জনের দলীল আছে কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিচারের সময় যার হাতে জন্তুটি ছিল তারপক্ষে রায় দিলেন, তাই এসব ক্ষেত্রে এভাবেই

[১০১০] হাসান : আবূ দাউদ ৩৫৮৪, ইরওয়া ১৪২৩।

[১০১১] মাওযূ' : মুসনাদুশ্ শাফি'ঈ ৬৩৭, শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৫০৪। কারণ এর সানাদে ইসহাক্ব বিন আবী ফারওয়াহ্ একজন মিথ্যুক রাবী।

বিচারকার্য সমাধা করতে হয়। এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) যে মতামত দিয়েছিলেন তা হলো, যে জিনিস নিয়ে বাদী-বিবাদীর মাঝে মতবিরোধ দেখা যাবে তা দু'ভাগ করে দু'জনকে দিয়ে দিতে হবে।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর কথাটি ব্যখ্যা করলে এরূপ দাঁড়ায় যে, জন্তুটিকে দু'ভাগ করতে হবে এবং তা দু'জনের মাঝে বণ্টন করতে হবে। এটা সর্বদা সম্ভব নাও হতে পারে, এজন্য জন্তুটি বিক্রয় করে তার মূল্য দু'জনকে দেয়া যেতে পারে। অথবা ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর কথাটিকে এভাবে নেয়া যেতে পারে যে, যা কিছু দু'ভাগ করার পর্যায়ভুক্ত তাতে যদি দু'জন দাবীদার থাকে তাহলে ভাগ করে দু'জনকে দিয়ে দিতে হবে।

এ হাদীস থেকে আরো বুঝা যায় যে, যার হাতে জন্তুটি থাকবে তার প্রমাণকে অন্যের তুলনায় প্রাধান্য দিতে হবে এবং এটাই সাধারণ নিয়ম। শারহুস্ সুন্নাহ্-তে বলা হয়েছে, 'উলামায়ে কিরাম বলেন, যখন দু'জন ব্যক্তি একটি বিষয়ের দাবীদার হবে আর দু'জনেরই প্রমাণ থাকবে যার জন্য তারা বিচার দায়ের করেছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٧٢ -[١٥] وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَسَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلِلنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ: أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا لَيْسَتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا.

৩৭৭২-[১৫] আবূ মূসা আল আশ্'আরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে দু' ব্যক্তি একটি উট দাবী করল এবং তারা উভয়েই দু'জন করে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করল। অতঃপর নাবী ﷺ উটটিকে তাদের উভয়ের মাঝে আধা-আধি করে ভাগ করে দিলেন। (আবূ দাঊদ)[১০১২]

আবূ দাঊদ-এর অপর বর্ণনায় এবং নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ্তে আছে, দু' ব্যক্তি একটি উটের দাবী করল, অথচ তাদের কারো কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। এমতাবস্থায় নাবী ﷺ উটটি তাদের উভয়ের জন্য সাব্যস্ত করলেন।

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসটিতে বলা হয়েছে, একই জিনিসের যদি দুই দাবীদার থাকে দু'জনেরই প্রমাণ থাকে– এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হলো ঐ জিনিসটি উভয়ের মাঝে সমভাবে বণ্টিত হবে। ইবনুল মালিক (রহঃ) অত্র হাদীসের বিশ্লেষণে বলেছেন।

অত্র হাদীসটি প্রমাণ করছে, দু'জন ব্যক্তি যদি একটি জিনিসের দাবীদার হয় একজনেরও কোনো প্রমাণ না থাকে অথবা উভয়েরই প্রমাণ থাকে আর জিনিসটি উভয়েই ধরে রেখেছে অথবা কেউ ধরে রাখেনি তাহলে এমন পরিস্থিতিতে জিনিসটি সমভাগে দু'জনের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ)-সহ অনেকেই এ অভিমত পেশ করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٧٣ -[١٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اِسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

[১০১২] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ৩৬১৫, নাসায়ী ৫৪২৬, ইবনু মাজাহ ১৩৩০, ইরওয়া ২৬৫৮।

৩৭৭৩-[১৬] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : দু' ব্যক্তি একটি পশুর ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হলো, কিন্তু তাদের কারো নিকট কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। এমতাবস্থায় নাবী (সাঃ) বললেন : তোমরা ক্বসম করার মাধ্যমে লটারী করে নাও। (আবূ দাঊদ ও ইবনু মাজাহ্)[১০১৩]

٣٧٧٤ -[١٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ حَلَّفَهُ : «اِحْلِفْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ مَالَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ» يَعْنِي لِلْمُدَّعِيْ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৭৭৪-[১৭] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) জনৈক ক্বসমকারীকে বললেন : তুমি সে আল্লাহর নামে ক্বসম করো যিনি ব্যতীত সত্যিকারে কোনো মা'বূদ নেই এবং তোমার ওপর তার কোনো হাক্ব নেই (বাদীর কোনো হাক্ব নেই)। (আবূ দাঊদ)[১০১৪]

٣٧٧٥ -[١٨] وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُوْدِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِيْ فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟» قُلْتُ : لَا قَالَ لِلْيَهُوْدِيِّ : «اِحْلِفْ» قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِذَنْ يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِيْ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالٰى : ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا﴾ [سورة اٰل عمران ٣:٧٧] الْآيَةَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

৩৭৭৫-[১৮] আশ্'আস ইবনু ক্বয়স (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার ও এক ইয়াহূদীর যৌথ মালিকানায় একটি জমি ছিল। কিন্তু সে (এক সময়) আমার মালিকানাকে অস্বীকার করায় আমি নাবী (সাঃ)-এর নিকট অভিযোগ পেশ করলাম। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন : তোমার নিকট এর কোনো দলীল-প্রমাণাদি আছে কি? আমি বললাম, না। তখন তিনি (সাঃ) ইয়াহূদীকে বললেন : তুমি ক্বসম করে বলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রসূল! সে তো এখন ক্বসম করে আমার সম্পদ দখলে নিয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : "যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও তার নামে ক্বসম করে নগণ্যমূল্যে বিক্রি করে"– (সূরাহ্ আ-লি 'ইম্‌রন ৩ : ৭৭) আয়াতের শেষ পর্যন্ত। (আবূ দাঊদ ও ইবনু মাজাহ্)[১০১৫]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী সহাবীর নাম আশ্'আস বিন ক্বয়স বিন মা'দীকারাব তার উপনাম আবূ মুহাম্মাদ আল্ কিনদী। তিনি কিনদাহ্ গোত্রের নেতা হয়ে স্বদল বলে নাবীজী (সাঃ)-এর নিকট এসেছিলেন। এটা ছিল ১০ হিজরীর ঘটনা, তিনি জাহিলী যুগে তার জাতির সর্দার ছিলেন, তার জাতি তাকে খুব শ্রদ্ধা করতো তার কথা মেনে চলতো। ইসলাম গ্রহণের পরও তিনি সম্মানিত ছিলেন মাঝে একবার মুরতাদ হয়ে যান। পরে আবার ইসলামে ফিরে আসেন।

আবূ বাক্র (রাঃ)-এর শাসনামলে 'উলামায়ে কিরাম বলেন, ইমাম শাফি'ঈ তাকে সহাবী বলেছেন। আমাদের নিকট সহীহ মতানুসারে তিনি তাবি'ঈ যেহেতু তার সহাবীত্ব মুরতাদ হওয়ার কারণে বাতিল হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন, আমার মাঝে আর অপর এক ইয়াহূদীর মাঝে একখণ্ড জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল

[১০১৩] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৩৬১৮, ইবনু মাজাহ ২৩৪৬।
[১০১৪] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ৩৬২০, ইরওয়া ২৬৮৬। কারণ এর সানাদে 'আত্বা ইবনুস্ সায়িব একজন মুখতালাত রাবী।
[১০১৫] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৩৬২১, ইবনু মাজাহ ২৩২২, বুখারী ২৩৫৭, মুসলিম ১৩৮, তিরমিযী ১২৬৯, ইরওয়া ২৬৯৩।

আমি বিষয়টি রসূল ﷺ-কে জানালাম। তিনি (ﷺ) বললেন, তোমার কি কোনো দলীল প্রমাণ আছে? আমি বললাম, না, তারপর নাবী ﷺ ইয়াহূদীকে তার স্বপক্ষে শপথ করতে বললেন। এ হাদীসের অংশ থেকে বুঝা যায়, বিচারকার্যে শপথ অমুসলিমদের জন্যও হতে পারে, শপথের বিষয়টি শুধু মুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট নয়। তবে এক্ষেত্রে যদি সে মিথ্যা শপথ করে মুসলিমের মাল-সম্পদ হরণ করে তাহলে এর জন্য তাকে কঠিন পরিণতি বহন করতে হবে। মহান আল্লাহ সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান-এর ৭৭নং আয়াতে বলেছেন, "নিশ্চয় যারা সামান্য কিছু লাভের আশায় মিথ্যা শপথ করবে তাদের জন্য আখিরাতে কোনো অংশ নেই, আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, ক্বিয়ামাতের দিন তাদেরকে পবিত্র করবেন না, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৬১৮; তুহফাতুল আহওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৯৯৬; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٧٦-[١٩] وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مَنْ كِنْدَةَ وَرَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوْتَ اخْتَصَمَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ أَرْضٍ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ أَرْضِيْ اغْتَصَبَنِيهَا أَبُوْ هٰذَا وَهِيَ فِيْ يَدِهٖ قَالَ: «هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟» قَالَ: لَا وَلٰكِنْ أُحَلِّفُهٗ وَاللّٰهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِيْ اغْتَصَبَنِيهَا أَبُوْهُ؟ فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا يَقْطَعُ أَحَدٌ مَالًا بِيَمِيْنٍ إِلَّا لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ أَجْذَمُ» فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضُهٗ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৭৭৬-[১৯] উক্ত রাবী (আশ্'আস ইবনু ক্বয়স রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন কিনদাহ্ এবং হায্রা মাওত-এর অধিবাসীর দু'জন লোক ইয়ামানের একটি জমির ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলো। হায্রামী লোকটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! জমিটি আমার। এ লোকের পিতা জোরপূর্বক আমার থেকে দখলদারিত্ব নিয়েছে এবং বর্তমানে তা তার তত্ত্বাবধানেই আছে। তিনি (ﷺ) বললেন : তোমার নিকট কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে কি? সে বলল : না। তবে আমি তাকে এরূপ ক্বসম দিব যে, সে ক্বস্ম করে বলবে : আল্লাহর ক্বস্ম! সে জানে না যে, এ জমি আমার এবং তার পিতা আমার থেকে জোরপূর্বক দখলে নিয়েছে। অতঃপর কিনদী লোকটি ক্বস্ম করতে উদ্যত হলে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : (সাবধান) যে ব্যক্তি (মিথ্যা) ক্বস্ম করে অপরের ধন-সম্পদ নিজের করায়ত্বে নেয়, সে (ক্বিয়ামাতের দিন) হাতকাটা অবস্থায় আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে। অতঃপর কিনদী বলে উঠল, এ জমিন তারই (হায্রামীর)। (আবূ দাঊদ)[১০১৬]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসটি পূর্বের হাদীসের মতই যে হাদীসটি আশ্'আস বিন ক্বয়স রাঃ থেকে বর্ণিত। হাদীসটির মর্মকথা হলো কিনদী ও হাযরামাওত-এর দু'জন লোক ইয়ামান থেকে নবীজী ﷺ-এর নিকট একটি ভূমির ব্যাপারে মামলা নিয়ে আসলো, এমতাবস্থায় জমিটি হাযরামাওত-এর অধীনেই ছিল। নবীজী ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার প্রমাণ কি? সে বললো, আমার কোনো প্রমাণ নেই কিন্তু আমি শপথ খেতে পারবো। পরবর্তীতে যা ঘটার ঘটলো নবীজী ﷺ বললেন, এভাবে শপথের মাধ্যমে কেউ যদি অপর মুসলিমের সম্পদ হরণ করে নেয় তাহলে ক্বিয়ামাতে সে বারাকাতশূন্য হয়ে উঠবে। হাদীসটি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আমরা যেন কোনক্রমেই অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে হরণ না করি।

('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৬১৯; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[১০১৬] সহীহ : আবূ দাঊদ ৩২৪৪, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭৮০৫।

٣٧٧٧ - [٢٠] (صحيح حسن) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الشِّرْكَ بِاللهِ وَعُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ وَالْيَمِينَ الْغَمُوْسَ وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللهِ يَمِينَ صَبْرٍ فَأَدْخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوْضَةٍ إِلَّا جُعِلَتْ نُكْتَةً فِيْ قَلْبِهِ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৩৭৭৭-[২০] 'আবদুল্লাহ ইবনু উনায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : গুনাহের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট গুনাহ হলো– ১. আল্লাহর সাথে শারীক স্থাপন করা, ২. মা-বাবার অবাধ্য হওয়া, ৩. মিথ্যা ক্বসম করা। (সাবধান) যখন কোনো ক্বসমকারী নিরুপায় হয়ে আল্লাহর ক্বসম করে এবং তাতে মাছির ডানার পরিমাণও মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তখনই তার অন্তরে একটি দাগ পড়ে যায় যা ক্বিয়ামাত অবধি থাকবে। (তিরমিযী; আর তিনি বলেন : হাদীসটি গরীব)[১০১৭]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি ইসলামের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিধানের কথা বলেছে, প্রথমত সর্বাধিক বড় গুনাহ শিরক সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, তারপর পিতা-মাতার অবাধ্য হতে নিষেধকরণ ও মিথ্যা শপথ থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকার আদেশ। অত্র হাদীসে মিথ্যা শপথের ক্ষেত্রে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা হল মাছির ডানাসম মিথ্যা বলা হলেও তা ঘৃণ্যতম আর যদি পুরা শপথটাই মিথ্যা হয় তাহলে তো আরো মারাত্মক অপরাধ হিসেবে তা বিবেচিত হবে। আর বলা হয়েছে, একটি মাছির সমপরিমাণ মিথ্যা শপথে প্রবেশ করালেও তার শাস্তি হলো ক্বিয়ামাত পর্যন্ত তার অন্তরে একটি কালিমা লেগে থাকবে। তাহলে পুরা শপথটাই যদি মিথ্যা হয় তাহলে অবস্থা আরো ভয়াবহ হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) সহ অন্যান্য বিদ্বানের এটাই সিদ্ধান্ত।

এ ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মিথ্যা শপথের শাস্তিকে আখিরাতের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে 'আযাবের তীব্রতা বুঝানোর জন্য। আবার তাকে কাবীরাহ্ গুনাহের অন্তর্গত করা হয়েছে যাতে মানুষ তা অবহেলা না করে, আবার কোনো কোনো হাদীসে মিথ্যা সাক্ষীকে শির্কের অন্তর্গত করা হয়েছে এর শাস্তিকে আরো ভয়াবহ করার জন্য। মোট কথা হলো আমাদের মিথ্যা সাক্ষী দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩০২০; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٧٨ - [٢١] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِيْ هٰذَا عَلٰى يَمِينٍ اٰثِمَةٍ وَلَوْ عَلٰى سِوَاكٍ أَخْضَرَ إِلَّا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ أَوْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُوْ دَاوٗدَ وَابْنُ مَاجَهْ

৩৭৭৮-[২১] জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার এ মিম্বারের নিকট মিথ্যা ক্বসম করল, যদিও তা সবুজ রংয়ের একটি মিসওয়াকের জন্য হয়। সে জাহান্নামের আগুনে তার ঠিকানা অবধারিত করে নিল। অথবা বলেছেন : তার জন্য জাহান্নামের আগুন অপরিহার্য হয়ে গেল। (মালিক, আবূ দাঊদ ও ইবনু মাজাহ্)[১০১৮]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস মিথ্যা শপথের চরম ভয়াবহতা সতর্কবাণী দেয়া হয়েছে। ইবনুল মালিক বলেন : মিথ্যা শপথ স্বাভাবিকভাবেই চরম শাস্তির দিকে ধাবিত করে আবার যদি তা নাবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিম্বারের কাছে, তখন পাপ আরো গুরুতর হবে বৈ কি? মিম্বারের কথা উল্লেখ করে মূলত মিম্বারের সম্মান বৃদ্ধি করা হয়েছে

[১০১৭] **হাসান :** তিরমিযী ৩০২০, সহীহ আল জামি' ২২১৩, সহীহ আত্ তারগীব ১৮৩২।

[১০১৮] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৩২৪৬, ইবনু মাজাহ ২৩২৫, মালিক ১৪৭২, ইরওয়া ২৬৯৭।

আর দ্বিতীয়তঃ এ ধরনের মিথ্যা শপথের চরম ভয়াবহ শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : মিথ্যা শপথের শাস্তি যেভাবেই দেয়া হোক না কেন তা আল্লাহর ক্রোধ ডেকে আনে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

অত্র হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হলো, মিথ্যা শপথ স্থান কালভেদে তার পাপের স্তর পরিবর্তন হয় বটে তবে সর্বাবস্থায় তার শাস্তি খুবই ভয়াবহ।

('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩২৪৪; আল মুনতাক্বা ৭ম খণ্ড, হাঃ ১৩৯২; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٧٩ـ[٢٢] وَعَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ: «عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللهِ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ۝ حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ﴾ [سورة الحج ٢٢: ٣٠-٣١]. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

৩৭৭৯-[২২] খুরয়ম ইবনু ফাতিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ ফাজ্‌রের সলাত আদায় করে দাঁড়িয়ে তিনবার বললেন : মিথ্যা সাক্ষ্যদানকে আল্লাহর সাথে শির্‌ক করার সমতুল্য করা হয়েছে। অতঃপর তিনি (ﷺ) এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন : "মূর্তিপূজার অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকো এবং মিথ্যা কথা থেকেও বিরত থাকো এমতাবস্থায় যে, বাতিলকে বর্জন করতঃ আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে, তাঁর সাথে কাউকে শারীক করবে না। (আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ্)[১০১৯]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে ﴿قَوْلَ الزُّوْرِ﴾ তথা মিথ্যা সাক্ষীকে শির্‌কের সমগোত্রীয় করা হয়েছে অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষী দিলে সেই অপরাধ হয় যা শির্‌ক করলে হয়।

হাদীসটিতে উল্লেখিত ﴿قَوْلَ الزُّوْرِ﴾-এর ব্যাখ্যায় 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : এর অর্থ হচ্ছে সঠিকটা না বলে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া। হাদীসটিতে মিথ্যা সাক্ষীর কঠোর বিরোধিতা করা হয়েছে। এর ভয়াবহতা বর্ণনায় নাবী ﷺ পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত নিয়ে এসেছেন, মহান আল্লাহ বলেন : "তোমরা মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাক এবং মিথ্যা সাক্ষী প্রদান থেকে বিরত থাক আল্লাহর সাথে শির্‌ক না করে একনিষ্ঠ হয়ে যাও"– (সূরাহ্ আল হাজ্জ ২২ : ৩০)। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৫৯৬; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٨٠ـ[٢٣] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمٍ إِلَّا أَنَّ ابْنَ مَاجَهْ لَمْ يَذْكُرِ الْقِرَاءَةَ.

৩৭৮০-[২৩] আর আহ্‌মাদ ও তিরমিযী হাদীসটি আয়মান ইবনু খুরয়ম হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইবনু মাজাহ্-এর বর্ণনায় (উপরোল্লিখিত হাদীসে) কুরআনের আয়াতটি পাঠের কথা উল্লেখ নেই।[১০২০]

٣٧٨١ـ[٢٤] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَجْلُوْدٍ حَدًّا وَلَا ذِىْ غِمْرٍ عَلٰى أَخِيْهِ وَلَا ظَنِيْنٍ فِىْ وَلَاءٍ وَلَا قَرَابَةٍ وَلَا الْقَانِعِ مَعَ أَهْلِ الْبَيْتِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَيَزِيْدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِىُّ الرَّاوِىُّ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ

[১০১৯] **য'ঈফ** : আবূ দাউদ ৩৫৯৯, তিরমিযী ২২৯৯, ইবনু মাজাহ ২৩৭২, য'ঈফাহ্ ১১১০। কারণ এর সানাদে হাবীব বিন আন-নু'মান মাসতুর রাবী আর সুফ্ইয়ান আল উসফুরী মাজহূলুল হাল।

[১০২০] **য'ঈফ** : তিরমিযী ২৩০০, আহমাদ ১৯১০৫; কারণ প্রাগুক্ত।

৩৭৮১-[২৪] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ঐ সকল লোকেদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। যথা- ১. খিয়ানাতকারী পুরুষ ও খিয়ানাতকারিণী নারী, ২. শারী'আতের বিধান অনুযায়ী দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ৩. শত্রু, যদিও তার মুসলিম ভাই হয়, ৪. সে গোলাম, যে তার মুক্তকারীকে অস্বীকার করে, ৫. বংশ পরিবর্তনকারী, যে স্বীয় বংশসূত্র গোপন করে অন্য বংশের দাবী করে, ৬. পরিবারভুক্ত গোলাম বা চাকর, যে ঐ পরিবারের উপর নির্ভরশীল। (তিরমিযী; আর তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব। আর এ হাদীসের অপর রাবী ইয়াযীদ ইবনু যিয়াদ আদ্ দিমাশক্বী মুনকারুল হাদীস)[১০২১]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসটিতে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে তাদের কথা যাদের সাক্ষী গ্রহণীয় নয় তারা হলো আমানাতের খিয়ানাতকারী পুরুষ অথবা মহিলা এবং যাকে যিনার হাদ্দ লাগানো হয়েছে এবং এমন জনের সাক্ষী যে, তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিচ্ছে যার সাথে তার আগে থেকেই শত্রুতা চলে আসছে ; আর ঐ সমস্ত লোকের সাক্ষী গ্রহণ করা হবে না, যারা সমাজে খিয়ানাতকারী হিসেবে চিহ্নিত। এক্ষেত্রে কেউ কেউ বলেছেন, যদি দীনের হুকুম-আহকামে কিছু একটা ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে থাকে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই; তবে মানুষের মাল-সম্পদে খিয়ানাত করলে তার সাক্ষী গ্রহণ করা হবে না ; তবে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে 'উলামায়ে কিরাম বলেছেন যে, কোনো খিয়ানাতকারীরই সাক্ষী গ্রহণীয় নয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের খিয়ানাত করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানাতও খিয়ানাত করো না।" (সূরাহ্ আল আনফাল ৮ : ২৭)

(وَلَا مَجْلُوْدٍ) এর ব্যাখ্যায় 'উলামায়ে কিরাম বলেন, যেমন ইমাম ইবনুল মালিক বলেন : এ ব্যক্তি হলো সে যে তার স্ত্রীর প্রতি যিনার অপবাদ দিয়েছে এবং ৪ জন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারেনি। তার সাক্ষীও গ্রহণীয় নয়। ইমাম ইবনুল মালিক-এর সাথে একমত হয়ে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-ও একই কথা বলেছেন বরং ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) আরো একটু বেশী করে বললেন, সে তাওবাহ্ করলেও তার সাক্ষী গ্রহণ করা হবে না। মহান আল্লাহ বলেন : "আর যারা সতী সাধ্বী নারীকে যিনার অপবাদ দিল, অতঃপর চারজন সাক্ষী আনতে ব্যর্থ হলে তাদের ৮০ বেত্রাঘাত কর এবং তাদের সাক্ষী কখনোই গ্রহণ করিও না।"

(সূরাহ্ আন্ নূর ২৪ : ৪)

তাই অত্র আয়াত থেকেও বুঝা যায়, তার সাক্ষী কখনোই গ্রহণ করা যাবে না যদিও তাওবাহ্ করে। তবে এর ব্যতিক্রম মতামত ও 'উলামায়ে কিরাম পোষণ করেছেন এবং তারা বলেছেন, তাওবাহ্ করলে তার সাক্ষী গ্রহণ করা হবে। যেহেতু সূরাহ্ আন্ নূর-এর ৫ নং আয়াতেই তা উল্লেখ আছে, মহান আল্লাহ বলেন : "তবে যারা তাওবাহ্ করলো তারা ব্যতীত। (সূরাহ্ আন্ নূর ২৪ : ৫)

সাক্ষী দিতে গিয়ে কোনো প্রকার স্বজন-প্রীতির আশ্রয় নেয়া বৈধ হবে না। কোনো কোনো রিওয়ায়াতে এমনও আছে যারা অধিক ভুল করে তাদেরও সাক্ষী গ্রহণ হবে না। [আল্লাহই ভালো জানেন]

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২২৯৮; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٨٢ـ[٢٥] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ وَلَا ذِيْ غِمْرٍ عَلٰى اَخِيهِ». وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

[১০২১] **য'ঈফ :** তিরমিযী ২২৯৮, য'ঈফ আল জামি' ৬১৯৯, ইরওয়া ২৬৭৫। কারণ এর সানাদে ইয়াযীদ বিন যিয়াদ একজন দুর্বল রাবী।

৩৭৮২-[২৫] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব (রাঃ) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : খিয়ানাতকারী পুরুষ ও খিয়ানাতকারিণী নারীর সাক্ষ্য কবূলযোগ্য নয়। ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিণী নারীর সাক্ষ্যও কবূলযোগ্য নয় (গ্রহণ করা হবে না)। আর শত্রুর সাক্ষ্যদান বৈধ নয়, যদিও সে তার মুসলিম ভাই হয়। আর তিনি (সাঃ) এমন ব্যক্তির সাক্ষ্যকেও অগ্রহণযোগ্য বলেছেন, যে কোনো পরিবারের গোলাম বা চাকর। (আবূ দাঊদ)[১০২২]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসটিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে তাদের কথা বিচারকার্যে যাদের সাক্ষী গ্রহণীয় নয়। (ক) খিয়ানাতকারী মহিলা-পুরুষ। (খ) যিনাকারী পুরুষ-মহিলা। (গ) এমন লোকের সাক্ষী এমন কারো সম্পর্কে যার সাথে তার আগে থেকেই শত্রুতা ছিল।

অত্র হাদীসের শিক্ষা হলো সাক্ষী প্রদানের বিষয়টি খুব গুরুত্বের দাবীদার, সুতরাং যে কেউ সাক্ষী দান করতে পারবে না, এটাই বাস্তবতার দাবী। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৫৯৮; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٨٣ - [٢٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلٰى صَاحِبِ قَرْيَةٍ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

৩৭৮৩-[২৬] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : শহরের অধিবাসীর বিরুদ্ধে গ্রাম্য লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। (আবূ দাঊদ ও ইবনু মাজাহ্)[১০২৩]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে বলা হয়েছে, শহরের লোকেরা গ্রামের লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে পারবে না। এর কারণ বিশ্লেষণে 'উলামায়ে কিরাম বলেন, এর কারণ হলো শহরের লোকেরা গ্রামের লোক ও গ্রাম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অভাব এবং তার ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে পরিষ্কার ধ্যান-ধারণা না থাকা। এমনটি মতামত ব্যক্ত করেছেন 'আল্লামাহ্ খত্ত্বাবী, ইবনুল মালিকসহ অনেকেই। 'আল্লামাহ্ তূরিবিশ্‌তী-এর আরো একটি কারণ বলেছেন তা হলো সাক্ষী চাওয়ার সময় তাকে শহর থেকে নিয়ে আসা সম্ভব নাও হতে পারে। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৫৯৯; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٨٤ - [٢٧] وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ: حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللهَ تَعَالٰى يَلُوْمُ عَلَى الْعَجْزِ وَلٰكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ: حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৭৮৪-[২৭] 'আওফ ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী (সাঃ) দু'জন লোকের মাঝে বিচার করলেন। কিন্তু সে ব্যক্তির বিপক্ষে রায় হয়েছে, সে চলে যাওয়ার প্রাক্কালে বলল, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী। তখন নাবী (সাঃ) বললেন : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অচেতন মূর্খকে তিরস্কার করেন। তোমাকে সচেতন ও সজাগ হওয়া উচিত। এরপরও যদি তোমার ওপর কোনো বিপদ-মুসীবাত এসে পড়ে তাহলে *"হাস্‌বিয়াল্ল-হু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল"* (আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী) বলো। (আবূ দাঊদ)[১০২৪]

[১০২২] **হাসান :** আবূ দাঊদ ৩৬০১, ইবনু মাজাহ ২৩৬৬, আহমাদ ৬৮৯৯, ইরওয়া ২৬৬৯, সহীহ আল জামি' ৭২৩৬।

[১০২৩] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৩৬০২, ইবনু মাজাহ ২৩৬৬, ইরওয়া ২৭৬৪, সহীহ আল জামি' ৭২৩৫।

[১০২৪] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ৩৬২৭, য'ঈফ আল জামি' ১৭৫৯, আহমাদ ২৩৯৮৩। কারণ এর সানাদে বাক্বিয়্যাহ্ একজন দুর্বল রাবী আর সায়ফ মাজহূল রাবী।

٣٧٨٥ - [٢٨] وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَبَسَ رَجُلًا فِيْ تُهْمَةٍ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ : ثُمَّ خَلّٰى عَنْهُ

৩৭৮৫-[২৮] বাহ্য ইবনু হাকীম (রহঃ) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নাবী ﷺ অপবাদের অভিযোগের দণ্ড স্বরূপ এক ব্যক্তিকে বন্দী করেছেন। (আবূ দাঊদ)[১০২৫]

আর তিরমিযী ও নাসায়ী অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, পরে তাকে ছেড়ে দেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٧٨٦ - [٢٩] عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৩৭৮৬-[২৯] 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ করেছেন : উভয়পক্ষ (বাদী ও বিবাদী) বিচারকের সামনেই সমুপস্থিত থাকবে। (আহ্মাদ ও আবূ দাঊদ)[১০২৬]

[১০২৫] **হাসান :** আবূ দাঊদ ৩৬৩০, নাসায়ী ৪৮৭৬, তিরমিযী ১৪১৭, ইরওয়া ২৩৯৭।

[১০২৬] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ৩৫৮৮, আহমাদ ১৬১০৪। কারণ এর সানাদে মুস্'আব বিন সাবিত স্মৃতিশক্তিগত ত্রুটিজনিত কারণে একজন দুর্বল রাবী।

(١٧) كِتَابُ الْجِهَادُ

পর্ব-১৯ : জিহাদ

জিহাদের আভিধানিক অর্থ : 'জিহাদ' শব্দটি 'আরবী 'জাহাদা' শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ 'দুই পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া'। 'আরবদের কাছে শাব্দিকভাবে 'জিহাদ'-এর অর্থ হলো 'কোনো কাজ বা মত প্রকাশ করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা বা কঠোর সাধনা করা'। তাছাড়াও 'জিহাদ' শব্দটি আভিধানিক দিক থেকে আরো অন্যান্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন :

১ اَلْجَدُّ "আল জাদ্দু" বা প্রচেষ্টা ব্যয় করা।

২. اَلطَّاقَةُ "আত্ব ত্বা-কাতু" বা কঠোর সাধনা করা।

৩. اَلسَّعْىُ "আস্ সা'ইউ" বা চেষ্টা করা।

৪. اَلْمُشَقَّةُ "আল মুশাক্কাতু" বা কষ্ট বহন করা।

৫. بَذْلُ الْقُوَّةِ "বাযলুল কুওয়াহ্" বা শক্তি ব্যয় করা।

৬. اَلنِّهَايَةُ وَالْغَايَةُ "আন্ নিহায়াতু ওয়াল গায়াহ" বা শেষ পর্যায়ে পৌঁছা।

৭. اَلْاَرْضُ الصُّلْبَةُ "আল আরদুস্ সুলবাহ্" বা শক্তভূমি।

৮. اَلْكِفَاحُ "আল কিফা-হ" বা সংগ্রাম করা।

মোটকথা, শাব্দিক অর্থে 'জিহাদ'-এর সংজ্ঞা হলো, অন্তত দু'টি পক্ষের মধ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা ও সক্ষমতার প্রকাশ ঘটানো।

শাব্দিক অর্থ মোতাবেক, এই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সশস্ত্র কিংবা নিরস্ত্র উভয়ই হতে পারে; অর্থ ব্যয় করেও হতে পারে, ব্যয় না করেও হতে পারে। একইভাবে, দু'টো পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তির মধ্যেও পরস্পরকে দমানোর জিহাদ (সর্বাত্মক প্রচেষ্টা) হতে পারে। এই জিহাদ (সর্বাত্মক প্রচেষ্টা) কেবল কথার মাধ্যমেও হতে পারে, অথবা কোনো একটি কাজ না করা বা কোনো একটি বিশেষ কথা না বলার মাধ্যমেও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কোনো ব্যক্তিকে যদি তার পিতামাতা আদেশ করে আল্লাহকে অমান্য করার জন্য আর সেই ব্যক্তি যদি পিতামাতার নির্দেশ অমান্য করে ও সবর অবলম্বন করে, তবে তা-ও জিহাদ। আবার কোনো ব্যক্তি যদি প্রবৃত্তির তাড়নাকে অগ্রাহ্য করে হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তবে তা-ও জিহাদ।

'জিহাদ' শব্দের এই শাব্দিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী মুসলিমদের জিহাদের প্রতিপক্ষ হতে পারে নিজের প্রবৃত্তি, শায়ত্বন, দখলদার কিংবা কাফির শক্তি। পাশাপাশি, এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী জিহাদ হতে পারে আল্লাহর পথেও (জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ)। তাই এই জিহাদ হতে পারে আল্লাহকে খুশি করার জন্য, আবার হতে পারে শায়ত্বনকে খুশি করার জন্যও। যেমন : কাফিরদের জিহাদ হলো শায়ত্বনকে খুশি করার জন্য। কাফির পিতারা তাদের মু'মিন সন্তানদের সত্য বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করানোর জন্য যেসব কাজ করতো, সেগুলোকে কুরআনে জিহাদ বলা হয়েছে :

﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

"তোমার পিতামাতা যদি জিহাদ (সর্বাত্মক প্রচেষ্টা) করে যে, তুমি আমার সাথে এমন কিছু শারীক কর যে সম্বন্ধে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তাদেরকে অমান্য কর।" (সূরাহ্ লুক্বমান ৩১ : ১৫)

জিহাদের পারিভাষিক সংজ্ঞা : হানাফী মাযহাবের আইন গ্রন্থ 'বাদাউস্ সানায়ী'-হতে জানা যায়. জিহাদের শাব্দিক অর্থ চেষ্টা করা। শার'ঈ অর্থে জিহাদ হলো নফস্, অর্থ ইত্যাদি সবকিছু দিয়ে যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও শক্তি খাটানো।' অপর হানাফী গ্রন্থ شرح الوقاية-এর গ্রন্থকার বলেন :

اَلْجِهَادُ هُوَ الدُّعَاءُ إِلَى الدِّيْنِ الْحَقِّ وَالْقِتَالُ مَنْ لَمْ يَقْبَلْهُ.

অর্থাৎ جِهَاد হচ্ছে সত্য দ্বীনের প্রতি আহ্বান করা এবং তা অগ্রাহ্যকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

শাফি'ঈ মাযহাবের আইনগ্রন্থ 'আল ইকনা'-তে বলা হয়েছে, 'জিহাদ হলো আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করা।' আল-শিরাজী তাঁর 'আল মুহাজাব'-এ বলেন, 'জিহাদ হলো ক্বিতাল (যুদ্ধ)'।

সহীহুল বুখারীর ব্যাখ্যাকার ইমাম ইবন হাজার (রহঃ) 'ফাতহুল বারী'-তে বলেন, জিহাদ-এর শার'ঈ অর্থ হলো : وَشَرْعًا بَذْلُ الْجَهْدِ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ. অর্থাৎ- "কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা-সংগ্রাম করা"।

মালিকী মাযহাবের আইনগ্রন্থ 'মানহুল জালীল'-এ জিহাদকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে -

قِتَالُ مُسْلِمٍ كَافِرًا غَيْرَ ذِي عَهْدٍ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللّٰهِ.

'আল্লাহর কালিমাকে সর্বোচ্চে করার জন্য কাফিরদের (যাদের সঙ্গে মুসলিমদের চুক্তি নেই) সঙ্গে মুসলিমদের লড়াই .....।'

হাম্বালী মাযহাবের আইনগ্রন্থ 'আল মুগনী'-তে ইবনু কুদামাহ্ও ভিন্ন কোনো সংজ্ঞা দেননি। 'কিতাবুল জিহাদ' অধ্যায়ে তিনি বলেন, যা কিছুই যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত সেটা ফার্‌যই 'আইন বা ফার্‌যই কিফায়াহ্ যা-ই হোক না কেন, অথবা এটা মু'মিনদেরকে শত্রু থেকে রক্ষা করা হোক বা সীমান্ত রক্ষা হোক– সবকিছুই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আরো বলেন, 'শত্রুরা এলে সীমান্তরক্ষীদের ওপর জিহাদ করা ফার্‌যই 'আইন হয়ে যায়। যদি শত্রুদের আগমন স্পষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আমীরের নির্দেশ ছাড়া সীমান্তরক্ষীরা তাদেরকে মোকাবেলা না করে আসতে পারবে না। কারণ একমাত্র আমীরই যুদ্ধের ব্যাপারে নির্দেশ দিতে পারেন।'

এছাড়া সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাতসহ সকল হাদীস গ্রন্থে 'কিতাবুল জিহাদ' অধ্যায়ে কেবল সশস্ত্র যুদ্ধ বিষয়ক হাদীসই স্থান পেয়েছে।

কুরআন ও হাদীসে জিহাদ শব্দের ব্যবহার : মাক্কায় সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি ছিল না, তাই মাক্কী সূরাহ্সমূহে 'জিহাদ' শব্দটি শার'ঈ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; বরং শাব্দিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন : সূরাহ্ লুক্বমানের ১৫নং আয়াত, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এরূপ আরো উদাহরণ হলো :

﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾

"আর যে ব্যক্তি সাধনা (জিহাদ) করে, সে তো নিজেরই জন্য সাধনা করে। আল্লাহ্ তো বিশ্বজগত থেকে অমুখাপেক্ষী।" (সূরাহ্ আল 'আন্‌কাবূত ২৯ : ৬)

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

"আমি মানুষকে স্বীয় মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছি, তবে তারা যদি তোমার ওপর চাপ (জিহাদ) দেয়, আমার সাথে এমন কিছু শারীক করতে যে সম্বন্ধে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, এক্ষেত্রে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না।" (সূরাহ্ আল 'আন্‌কাবুত ২৯ : ৮)

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾

"আর যারা আমার উদ্দেশে কষ্ট সহ্য (জিহাদ) করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ নেককারদের সাথে আছেন।" (সূরাহ্ আল 'আন্‌কাবূত ২৯ : ৬৯)

﴿فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾

"অতএব আপনি কাফিরদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের সঙ্গে কুরআনের সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম (জিহাদ) চালিয়ে যান।" (সূরাহ্ আল ফুরক্বান ২৫ : ৫২)

মাদীনায় অবতীর্ণ ২৬টি আয়াতে জিহাদের বিষয়টি এসেছে এবং এগুলোর অধিকাংশই সুস্পষ্টভাবে 'যুদ্ধ' (ক্বিতাল) অর্থ বহন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

"সমান নয় সেসব মু'মিন যারা বিনা ওযরে ঘরে বসে থাকে এবং ওই সব মু'মিন যারা আল্লাহর পথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে। যারা স্বীয় জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের ওপর যারা ঘরে বসে থাকে। আর প্রত্যেককেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়া'দা করেছেন। আল্লাহ মুজাহিদীনদের মহান পুরস্কারের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন যারা ঘরে বসে থাকে তাদের ওপর।"

(সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৯৫)

এই আয়াতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, জিহাদ মানে যুদ্ধের জন্য বের হওয়া এবং ঘরে থাকার চেয়ে সেটা উত্তম।

﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

"তোমরা অভিযানে বের হয়ে পড়, হালকা অথবা ভারী অবস্থায়; এবং জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজেদের মাল দিয়ে এবং নিজেদের জান দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে।"

(সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৪১)

ঐতিহাসিক তাবূক যুদ্ধের সময় প্রেক্ষাপটে এই আয়াত নাযিল হয়। তাবূক যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল খেজুর কাটার মৌসুমে। তখন গরমও ছিল খুব বেশি। তাই কেউ কেউ ক্ষেত-খামার, ধন-সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার অজুহাতে, কেউ পারিবারিক কাজের অজুহাতে, কেউ বা অসুস্থতার বাহানা তুলে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি চাইলো। আল্লাহ তখন এই আয়াত নাযিল করে তাদের প্রার্থনা বাতিল করে দিলেন এবং ইচ্ছুক-

অনিচ্ছুক, খুশি-অখুশি, সশস্ত্র-নিরস্ত্র, ধনী-গরিব সবার জন্য যে কোনো অবস্থায় যুদ্ধে যাওয়া ফার্‌য করে দিলেন। এখানে 'জিহাদ' শব্দটি পরিষ্কারভাবে 'যুদ্ধ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

একই অর্থ রয়েছে এই সূরার ৮৮ নম্বর আয়াতে, "কিন্তু রসূল ও যারা তাঁর সঙ্গে ঈমান এনেছে, তারা জিহাদ করেছে নিজেদের মাল ও নিজেদের জান দিয়ে, তাদেরই জন্য রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ এবং তারাই প্রকৃত সফলকাম।" (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৮৮)

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর শত শত হাদীসে 'জিহাদ'-কে শার'ঈ অর্থে অর্থাৎ যুদ্ধ ও যুদ্ধের উপায়-উপকরণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন : আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى.

আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের তুলনা ওইরূপ সায়িম (রোযাদার), যে সলাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করে যাচ্ছে, যে তার সওম ও সলাত আদায়ে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি প্রকাশ করে না; (সে এরূপ সাওয়াব পেতেই থাকবে) যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় মুজাহিদ ফিরে আসে।

(বুখারী হাঃ ২৭৮৭, মুসলিম হাঃ ৪৯৭৭)

এ হাদীসে পরিষ্কারভাবেই 'মুজাহিদ' বলতে যোদ্ধাকে বোঝানো হয়েছে- যে যোদ্ধা 'যতক্ষণ না ফিরে আসে' ততক্ষণ পর্যন্ত হাদীসে বর্ণিত সাওয়াবসমূহ পেতেই থাকে। অন্য হাদীসে 'আবদুল্লাহ বিন হুবশী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

قِيلَ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قِيلَ فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ قَالَ مَنْ أُهَرِيقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ.

লোকেরা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলো, 'কোনো জিহাদ উত্তম?' তিনি (ﷺ) জবাব দেন, জীবন ও সম্পদ দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, কী ধরনের মৃত্যুবরণ করা উত্তম? তিনি (ﷺ) জবাব দিলেন, ওই ব্যক্তি যার রক্ত প্রবাহিত করা হয় এবং সাথে তার সওয়ারী ঘোড়ার পাও কেটে ফেলা হয়। (আবূ দাউদ, হাঃ ১৪৫১; নাসিরুদ্দীন আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

আরেক হাদীসে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِئَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ وَلَا يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ فَقَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ

যখন উহুদ যুদ্ধে তোমাদের ভাইয়েরা নিহত হলো, আল্লাহ তাদের রূহগুলোকে সবুজ পাখির পেটের ভিতরে ভিতরে স্থাপন করে মুক্ত করে দেন। তাঁরা জান্নাতের ঝরণা ও উদ্যানসমূহ থেকে নিজেদের রিয্‌ক্ব আহরণ করেন, অতঃপর তাঁরা সেই আলোকধারায় ফিরে আসেন, যা তাঁদের জন্য আল্লাহর 'আর্‌শের নিচে টাঙিয়ে দেয়া হয়েছে। যখন তাঁরা নিজেদের আনন্দ ও শান্তিময় জীবন প্রত্যক্ষ করলেন, তখন বললেন, 'আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা পৃথিবীতে আমাদের মৃত্যুতে শোকার্ত; আমাদের অবস্থা সম্পর্কে কি কেউ তাদের জানিয়ে দিতে পারে, যাতে তারা আমাদের জন্য দুঃখ না করে এবং তারাও যাতে জিহাদে (অংশগ্রহণের)

Contents

চেষ্টা করে।' তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, 'তোমাদের এ সংবাদ তাদেরকে পৌঁছে দিচ্ছি।' এরই প্রেক্ষিতে সূরাহ্ আ-লি 'ইম্‌রন-এ নাযিল হয় :

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾

"আর যারা আল্লার পথে শাহীদ হয়, তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত"– (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরন ৩ : ১৬৯)। (আবূ দাউদ, হাঃ ২৫২২)

প্রকৃতপক্ষে সশস্ত্র যুদ্ধে অর্থাৎ জিহাদে মৃত্যুবরণ করা খোদ রসূল ﷺ-এরই একান্ত বাসনা ছিল :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ.

সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, যদি কিছু মু'মিন এমন না হতো যারা আমার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ না করাকে আদৌ পছন্দ করবে না, অথচ তাদের সবাইকে আমি সওয়ারী দিতে পারছি না, এই অবস্থা না হলে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত কোনো ক্ষুদ্র সেনাদল হতেও দূরে থাকতাম না। সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, আমার কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয় হলো, আমি আল্লাহর পথে নিহত হই, অতঃপর জীবন লাভ করি। আবার নিহত হই আবার জীবন লাভ করি এবং আবার নিহত হই তারপর আবার জীবন লাভ করি। আবার নিহত হই। (বুখারী হাঃ ২৭৯৭, মুসলিম হাঃ ৪৯৬৭)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٧٨٧ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِيْ أَرْضِهِ الَّتِيْ وُلِدَ فِيْهَا». قَالُوْا: أَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهٗ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهٗ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ وَمِنْهُ تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৭৮৭-[১] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রসূলের প্রতি ঈমান আনে, সলাত ক্বায়িম করবে, রমাযানের সিয়াম পালন করবে, আল্লাহর পথে জিহাদ করবে বা স্বীয় জন্মভূমিতে অবস্থান করে– তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর ওপর হাক্ব ও দায়িত্ব হয়ে যায়। অতঃপর লোকেরা (সহাবায়ে কিরাম) বললেন, আমরা কি জনগণের মাঝে এ সুসংবাদ জানিয়ে দিব না? তিনি (ﷺ) বলেন, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে একশ' মর্যাদা প্রস্তুত করে রেখেছি। প্রতি দু' শ্রেণীর মর্যাদার মাঝে দূরত্বের পরিমাণ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। সুতরাং তোমরা যখন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে, তখন তার নিকট (জান্নাতুল)

ফিরদাওস প্রার্থনা করবে। কেননা তা জান্নাতের মধ্যম ও সর্বোত্তম জান্নাত। তার উপরিভাগে আল্লাহর 'আর্‌শ এবং সেখান থেকে জান্নাতের ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হয়। (বুখারী)[১০২৭]

ব্যাখ্যা : "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনবে, সলাত ক্বায়িম করবে এবং সিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন" এ বাক্যে ইসলামের রুকন ও সলাত এবং সিয়ামের মতো বাহ্যিক 'আমাল হওয়া সত্ত্বেও হাজ্জ ও যাকাতের কথা আলোচনা না করার কারণ :

ইবনু বাত্ত্বল বলেন : "যাকাত ও হাজ্জের আলোচনা না করার কারণ হচ্ছে তা তখনও ফার্‌য হয়নি"। ইমাম ইবনু হাজার আল 'আস্‌ক্বালানী বলেন : বরং বর্ণনাকারীদের কোনো একজনের কাছ থেকে এর উল্লেখ বাদ পড়ে গেছে। কেননা তিরমিযীতে মু'আয বিন জাবাল رضي الله عنه-এর হাদীসে হাজ্জের কথা উল্লেখ রয়েছে এবং তিনি উক্ত হাদীসে বলেছেন : "আমি জানি না (আল্লাহর নাবী ﷺ) যাকাতের উল্লেখ করেছেন কিনা"। তাছাড়া উক্ত হাদীসটি ইসলামের রুকনসমূহ বর্ণনা প্রসঙ্গে নয়। সুতরাং যদি তা সংরক্ষিত হয়ে থাকে তাহলে হাদীসে যা উল্লেখ রয়েছে (সলাত ও সিয়াম) তাতেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত, যেহেতু এ 'আমাল অধিকাংশ সময় বার বার করা হয়ে থাকে। আর যাকাত তো কেবল তার ওপরই ফার্‌য, যে শর্তানুসারে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিক। আর হাজ্জ তো বিলম্ব করার অবকাশের সাথে জীবনে মাত্র একবার আদায় করা ওয়াজিব।
(ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৭৯০)

(جَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِيْ أَرْضِهِ الَّتِيْ وُلِدَ فِيْهَا) "(আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন) চাই সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করুক কিংবা তার মাতৃভূমিতে বসে থাকুক, যেখানে সে জন্মলাভ করেছে" এ বাক্যে ঐ ব্যক্তির জন্য সান্ত্বনা ও আশার বাণী রয়েছে যে জিহাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, এই মর্মে যে, সে তার 'আমালের প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হবে না। বরং তার ঈমান ও অন্যান্য আবশ্যকীয় ফার্‌যসমূহ দৃঢ়ভাবে পালনের সাওয়াব তাকে জান্নাতে পৌঁছে দিবে, যদিও জান্নাতে মুজাহিদদের মর্যাদার তুলনায় তার মর্যাদা কম হবে। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৭৯০)

"তারা বলল : আমরা কি মানুষকে সুসংবাদ দিব না?" তিরমিযীর বর্ণনামতে মু'আয বিন জাবাল এবং ত্বাবারানীর বর্ণনামতে আবুদ্ দারদা এ কথা বলেছিলেন। তিরমিযীর বর্ণনায় রয়েছে, মু'আয বিন জাবাল رضي الله عنه বলেন, আমি বললাম : «ألا أخبر بهذا الناس؟ فقال رسول الله ﷺ ذر الناس يعملون فإن الجنة مائة درجة» "অর্থাৎ- আমি কি মানুষকে এ সংবাদ দিব না? তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মানুষকে (চলমান গতিতে) 'আমাল করতে দাও। কেননা জান্নাতে রয়েছে একশত মর্যাদার স্তর।" (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৭৯০)

(مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) "দু'টি স্তরের মাঝে ব্যবধান আকাশ ও জমিনের মাঝের ব্যবধানের ন্যায়"। একটি হাদীসের বর্ণনায় আছে, আকাশ ও জমিনের মাঝে দূরত্ব পাঁচশত বছরের রাস্তা।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

'আল্লামাহ্ ইবনু হাজার আল 'আস্‌ক্বালানী তার ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেন যে, ইমাম তিরমিযী মুহাম্মাদ বিন জুহাদাহ এর সূত্রে বর্ণনা করেন : "প্রত্যেক দুই স্তরের মাঝে একশত বছরের ব্যবধান"। আর একই সূত্রে ত্বাবারানী বর্ণনা করেন যে, উভয়ের মাঝে পাঁচশত বছরের ব্যবধান। আর উভয় বর্ণনা যদি বিশুদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে দূরত্বের পরিমাণে বছর সংখ্যার ভিন্নতা ভ্রমণের গতির ভিন্নতার কারণে।
(ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৭৯০)

[১০২৭] **সহীহ :** সহীহুল বুখারী ২৭৯০, মুসনাদ আহমাদ ৮৪৭৪।

"কেননা তা (জান্নাতুল ফিরদাওস) হচ্ছে জান্নাতসমূহের মধ্যে সবচাইতে মধ্যম এবং সর্বোচ্চ জান্নাত" বাক্যে 'আওসাতুল জান্নাহ্' তথা 'মধ্যম জান্নাত' এর অর্থ হলো সর্বোত্তম জান্নাত। যেমন : আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ইরশাদ করেন : "আর অনুরূপভাবে আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি উত্তম জাতি হিসেবে।

(সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ ২ : ১৪৩)

আর "ওয়া আ'লাহা" তথা 'সর্বোচ্চ জান্নাত' এ অংশকে পূর্বের অংশের সাথে (আতফ) মিলানো হয়েছে তাকীদ বা অর্থকে শক্তিশালী করার জন্য। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৭৯০)

ইমাম ইবনু হিব্বান বলেন : "আওসাত বলতে (জান্নাতুল ফিরদাওসের) প্রশস্ততা এবং আ'লা বলতে তার উপরে অবস্থিত হওয়া বুঝানো হয়েছে।" (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৭৯০)

"আর সেখান থেকে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হয়", অর্থাৎ- জান্নাতুল ফিরদাওস থেকে জান্নাতের চারটি নহর প্রবাহিত হয়। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৭৯০)

জান্নাতের চারটি নহর হচ্ছে পানি, দুধ, শরাব (মদ) ও মধুর নহর। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

জান্নাতুল ফিরদাওস এমন এক বাগান যেখানে সকল প্রকার নি'আমাতের সমাহার ঘটেছে। আলোচ্য হাদীসে মুজাহিদীনদের মর্যাদা বা ফাযীলাতের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসটিতে জান্নাতের বড়ত্ব এবং তন্মধ্যে বিশেষভাবে জান্নাতুল ফিরদাওসের মহত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত হাদীসে এ বিষয়েও ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুজাহিদের মর্যাদা মুজাহিদ ব্যতীত অন্যরাও তাদের একনিষ্ঠ নিয়্যাত কিংবা নেক 'আমাল দ্বারা কখনো কখনো লাভ করতে সক্ষম হবে। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ "জান্নাতুল ফিরদাওস মুজাহিদীনদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে" এ কথার ঘোষণা দেয়ার পরও সকলকেই জান্নাতুল ফিরদাওস লাভের জন্য প্রার্থনা করতে বলেছেন। (আল্লাহই সর্বাপেক্ষা অধিক জানেন)। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৭৯০)

٣٧٨٨-[٢] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتّٰى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৭৮৮-[২] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর পথে মুজাহিদদের তুলনা ঐরূপ সায়িমের (রোযাদারের) ও সলাত আদায়রত অবস্থায় তিলাওয়াতকারীর ন্যায়, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত সিয়াম পালনে ও সলাত আদায়ে নিমগ্ন থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)[১০২৮]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে আল্লাহর কালিমাকে বিজয়ী করার জন্য যারা জিহাদ করে, তাদের মর্যাদা ও তাদের কাজের মহত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। এ হাদীসে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী ব্যক্তির সাদৃশ্য দেয়া হয়েছে এমন এক ব্যক্তির সাথে; যে অবিরত সলাত, সিয়াম ও কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন থাকে এবং কখনোই ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয় না।

(مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ) এ বাক্যে মুজাহিদের সাদৃশ্য দেয়া হয়েছে সিয়াম পালনকারী, ক্বিয়ামকারী এবং আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠকারীর সাথে। মুয়াত্ত্বা মালিক ও ইবনু হিব্বান-এর বর্ণনানুসারে "তার সাদৃশ্য সর্বদায় সিয়াম এবং ক্বিয়ামকারীর সাথে, যে উক্ত মুজাহিদের জিহাদের

[১০২৮] **সহীহ :** সহীহুল বুখারী ২৭৮৭, সহীহ মুসলিম ১৮৭৮, নাসায়ী ৩১২৪, মুসনাদ আহমাদ ৯৪৮১, সহীহ আত্ তারগীব ১৩০৪।

ময়দান থেকে প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত অবিরত সলাত ও সিয়াম পালনে মগ্ন থাকে; কখনোই ক্লান্ত হয় না।" মুসনাদে আহমাদ ও মুসনাদুল বায্‌যারে নু'মান বিন বাশীর থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত, "আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের দৃষ্টান্ত দিনে সিয়াম পালনকারী এবং রাতভর ক্বিয়াম তথা সলাত আদায়কারী ব্যক্তির সাথে।"
(ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৭৮৭)

'আল ক্বায়িম' তথা ক্বিয়ামকারী বলতে দাঁড়ানো অবস্থায় সলাত আদায়কারী ব্যক্তি উদ্দেশ্য; বসা অবস্থায় সলাত আদায়কারী নয়। 'আল কানিত বি আয়াতিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াতকারী বা পাঠকারী। কারো মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সলাতে কুরআন তিলাওয়াতকারী ব্যক্তি। নিহায়াহ্ গ্রন্থকার বলেন : "কুনূত শব্দটি হাদীসে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা : আনুগত্য, খুশূ তথা বিনয়-নম্রতা, সলাত, দু'আ, 'ইবাদাত, ক্বিয়াম, দীর্ঘ ক্বিয়াম ও নিরবতা।" (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

আলোচ্য হাদীসে অবিরত সিয়াম এবং ক্বিয়ামকারীকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সাথে তুলনা করা হয়েছে প্রত্যেক স্থিরতা ও নড়াচড়ায় সাওয়াব লাভের দিক থেকে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্বদা সিয়াম ও ক্বিয়াম করে এবং একটি মুহূর্তও 'ইবাদাত করতে ক্লান্তি অনুভব করে না, তার সাওয়াব চলমান থাকে। ঠিক তেমনিভাবে মুজাহিদের একটি মুহূর্তও নষ্ট হয় না; বরং সদা-সর্বদাই সাওয়াব অর্জিত হতে থাকে।
(ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৭৮৭)

٣٧٨٩ ـ[٣] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اِنْتَدَبَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِيْ سَبِيلِهٖ لَا يُخْرِجُهٗ إِلَّا إِيمَانٌ بِيْ وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِيْ أَنْ أُرْجِعَهٗ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৭৮৯-[৩] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার পথে বের হয় তথা দায়িত্বগ্রহণ করে, এই মুজাহিদ আমার ও আমার রসূলের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাসের সত্যতা স্বীকারের তাকীদেই স্বীয় ঘর হতে আমার পথে বের হয়েছে, তাকে আমি অবশ্যই পরিপূর্ণ সাওয়াব দান করবো অথবা গনীমাতের মালসহ ঘরে ফিরিয়ে আনবো অথবা তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাব। (বুখারী ও মুসলিম)[১০২৯]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে ঈমান ও ইখলাসের সাথে জিহাদের উদ্দেশে বের হওয়ার ফাযীলাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যার ভাবার্থ হচ্ছে- যে ব্যক্তি কেবলমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান ও রসূলের রিসালাতকে সত্যায়ন করা অবস্থায় জিহাদের উদ্দেশে বের হবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে শাহাদাতের মর্যাদা প্রদানপূর্বক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, অথবা নেকী ও গনীমাতের সম্পদ সহকারে তাকে নিজ আবাসস্থলে ফিরিয়ে দিবেন।

(اِنْتَدَبَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِيْ سَبِيلِهٖ) এ বাক্যে '*ইন্তাদাবাল্লাহ*' অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা জিম্মাদারী বা দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, ডাকে সাড়া দিয়েছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশে বের হয়েছে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য (তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর কিংবা নেকী ও গনীমাতের সম্পদ সহকারে বাড়ি ফিরিয়ে দেয়ার) দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

(لَا يُخْرِجُهٗ إِلَّا إِيمَانٌ بِيْ وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِيْ) অর্থাৎ- আমার প্রতি ঈমান এবং আমার রসূলগণের বিশ্বাস ছাড়া অন্য কিছু তাকে (জিহাদের উদ্দেশে) বের করেনি। এ বাক্যে 'রসূল' শব্দের বহুবচন তথা 'রুসুল' শব্দ

[১০২৯] **সহীহ :** সহীহুল বুখারী ৩৬, সহীহ মুসলিম ১৮৭৬।

ব্যবহার করার কারণ দু'টি হতে পারে। (ক) এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রসূলগণের মধ্যে কোনো একজনের প্রতি বিশ্বাস করা সকলের প্রতি বিশ্বাস করার শামিল। (খ) অথবা মুহাম্মাদ ﷺ-এর সম্মানার্থে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে ('আরবী ভাষার রীতি অনুসারে কোনো একক ব্যক্তির সম্মানার্থে বহুবচন শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে), কেননা তিনি সকল নাবী রসূলদের স্থলাভিষিক্ত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(أَنْ أُرْجِعَهٗ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ) অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদের জন্য এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যে, তাকে অর্জিত নেকী কিংবা গনীমাত সহকারে ফিরিয়ে দিবেন, অথবা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। জিহাদের জন্য বহির্গমনকারীর জন্য আল্লাহ তা'আলা এ জিম্মাদারী গ্রহণ করেছেন যে, সে সকল অবস্থায় কল্যাণ হাসিল করবে। এ ক্ষেত্রে সে নিম্নোক্ত তিনটি অবস্থার কোনো এক অবস্থায় কল্যাণপ্রাপ্ত হবে। সেগুলো হলো :

১. হয় সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভে ধন্য হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে।

২. অথবা আল্লাহর কাছ থেকে সাওয়াব বা নেকী হাসিল করে প্রত্যাবর্তন করবে।

৩. কিংবা সাওয়াব হাসিলের পাশাপাশি গনীমাতের সম্পদসহ ফিরে আসবে।

(শারহু মুসলিম ১৩শ খণ্ড, হাঃ ১৮৭৬)

"আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন" এ কথার দু'টি অর্থ হতে পারে।

১. নিহত হওয়ার চিহ্ন বা নিদর্শন সহকারে তাকে (সরাসরি) জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর এ মর্যাদা শাহীদদের জন্য বিশেষিত, যেমনিভাবে শাহাদাত বরণের পর রিযক্বপ্রাপ্ত হওয়া তাদের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন : অর্থাৎ- "আর যারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে, তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের রবের নিকট জীবিত। তাদেরকে রিয্ক্ব দেয়া হয়"।

(সূরাহ্ আ-লি 'ইম্‌রন ৩ : ১৬৯)

২. পুনরুত্থানের পর আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর এক্ষেত্রে খাস করে শাহীদদের জান্নাতে প্রবেশ করানোর কথা বলার কারণ হচ্ছে তার শাহাদাত বরণ করাই তার সকল গুনাহের কাফ্‌ফারা-যদিও গুনাহের পরিমাণ অধিক হয়- তবে সেই গুনাহ ব্যতীত, যা দলীল দ্বারা সাব্যস্ত। আর তার যে জিহাদের জন্য বের হয়ে আর ফিরে আসলো না; বরং শাহাদাত বরণ করল, তার অর্জিত নেকীর সাথে তার কৃত পাপের তুলনাই চলে না। আবূ ক্বতাদাহ্ رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লিখিত ব্যাখ্যাটি সমর্থন করে।

قال جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي قال رسول الله ﷺ نعم فلما ولى الرجل ناداه رسول الله ﷺ أو أمر به فنودي له فقال رسول الله ﷺ كيف قلت فأعاد عليه قوله فقال رسول الله ﷺ نعم إلا الدين كذلك قال لي جبريل عليه السلام.

অর্থাৎ- আবূ ক্বতাদাহ্ رضي الله عنه বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনার মতামত কি? আমি ধৈর্যধারণ করে, সাওয়াবের আশায়, সম্মুখগামী হয়ে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করে যদি আল্লাহর রাস্তায় শাহীদ হই, তাহলে আল্লাহ কি আমার গুনাহসমূহ মিটিয়ে দিবেন? আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "হ্যাঁ"। লোকটি যখন চলে গেল আল্লাহর রসূল তাকে ডাকলেন, অথবা ডেকে আনতে কাউকে আদেশ দিলেন, অতঃপর ডেকে আনা হলো। তখন তিনি বললেন, তুমি কিভাবে (কথাটি) বলেছিলে? লোকটি

আবার তার কথা পুনরাবৃত্তি করল। তখন আল্লাহর রসূল বললেন : "হ্যাঁ (অর্থাৎ তা সকল গুনাহের কাফ্‌ফারাহ্ হবে), তবে ঋণ ব্যতীত। জিবরীল আলায়হিস সালাম আমাকে এমনটিই বললেন"– (নাসায়ী, হাঃ ৩১৫৬, আলবানীর মতে হাদীসটি সহীহ)। (মুনতাকাল আখবার হাঃ ১০১০)

٣٧٩٠-[٤] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنِّيْ وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ أُحْيٰى ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيٰى ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيٰى ثُمَّ أُقْتَلَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৭৯০-[৪] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সেই মহান সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন, যদি কিছু সংখ্যক মু'মিন আমার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে না পারার ফলে তাদের মন দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং আমিও তাদের জন্য প্রয়োজনীয় বাহন সরবরাহ করতে পারছি না। যদি এরূপ সংকটাপন্ন না দেখা দিত, তবে আমি আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশে প্রেরিত প্রতিটি সেনাবাহিনীর সাথে অবশ্য গমন করতাম, কোনোটি হতে পিছনে থাকতাম না। যার হাতে আমার প্রাণ, সেই মহান সত্তার কৃস্‌ম করে বলছি, আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় বস্তু হলো– আমি আল্লাহর পথে শাহীদ হই, অতঃপর আমাকে পুনরায় জীবিত করা হলে আমি আবার যুদ্ধ করতে করতে শাহীদ হয়ে যাই, এবং পুনরায় আমাকে জীবিত করা হোক এবং আবার যুদ্ধ করতে করতে শাহীদ হই, আবার জীবিত করা হোক, আবার শাহীদ হই, পুনরায় জীবিত করা হোক, পুনরায় শাহীদ হই। (বুখারী, মুসলিম)[১০৩০]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসটিতে জিহাদে অংশগ্রহণ করা এবং আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণ করার ফাযীলাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ হাদীসটিতে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছেন এবং শাহাদাত লাভে ধন্য হওয়ার জন্য কামনা পোষণ করেছেন।

আল্লাহর নাবীর বাণী : "মু'মিনদের মধ্যে একদল লোক আমার কাছ থেকে (যুদ্ধ যেতে না পেরে সে) অনুপস্থিত থাকার কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হবে, আর আমিও এমন (অধিক) বাহন পাচ্ছি না, যাতে তাদের আরোহণ করাবো- অবস্থা যদি এমন না হত, তাহলে আমি কোনো একটি সারিয়া থেকেও অনুপস্থিত থাকতাম না যেটি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে" এ বাক্যে মু'মিনদের কিছু লোক বলতে দরিদ্র লোকেদের বুঝানো হয়েছে, যারা অর্থের অভাবে সওয়ারী বা বাহন সংগ্রহ করতে না পারার কারণে জিহাদের ময়দান থেকে অনুপস্থিত থাকে। সারিয়া হচ্ছে অল্পসংখ্যক সৈন্যের ছোট বাহিনী। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৩২৫)

সওয়ারী এবং সফরের অন্যান্য পাথেয় না থাকায় তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে অক্ষম ছিল। এদিকে সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার কারণে আল্লাহর নাবীও তাদেরকে বাহন দিতে সক্ষম ছিলেন না। হুমাম-এর বর্ণনায় স্পষ্ট ভাষায় রয়েছে, "কিন্তু আমার প্রশস্ততা বা সামর্থ্যও নেই যে, তাদেরকে সওয়ারী দিব। আর তাদেরও সামর্থ্য নেই যে, তারা আমার অনুসরণ করে পিছু পিছু আসবে। আর আমার (যুদ্ধে চলে যাওয়ার) পর তাদের মানসিক অবস্থাও ভালো থাকবে না।" (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৭৯৭)

[১০৩০] **সহীহ :** সহীহুল বুখারী ২৭৯৭, সহীহ মুসলিম ১৮৭৬, নাসায়ী ৩০৯৮, সহীহ আল জামি' ৭০৭৫।

অত্র হাদীসে "আল্লাহর রাস্তায় নিহত হই, আবার জীবিত হই, আবার নিহত হই" এ কথাটি আল্লাহর রসূল ﷺ তিনবার বলেছেন। আর শেষবার শুধু বলেছেন "নিহত হই", কিন্তু এরপর "আবার জীবিত হই" কথাটির পুনরাবৃত্তি করেননি। এখান থেকে শাহাদাত বরণের গুরুত্ব ও এর মর্যাদার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ইমাম নাবাবী বলেন : এ হাদীসে সুন্দর নিয়্যাতের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, এ হাদীসে আরো রয়েছে উম্মাতের প্রতি মহানাবী ﷺ-এর দয়া ও সহানুভূতির বর্ণনা। এ হাদীস অনুসারে আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত কামনা মুস্তাহাব এবং এ কথা বলা জায়িয যে, আমি অমুক কল্যাণ লাভের আশা পোষণ করি বা আকাঙ্ক্ষা করি- যদিও জানা থাকে যে, তা অর্জন অসম্ভব। এ হাদীস থেকে আরো বুঝা যায় যে, কখনো কখনো কতিপয় কল্যাণকর কাজ পরিহার করতে হয় অধিক প্রাধান্যযোগ্য কল্যাণকর কাজের জন্য, অথবা কোনো ক্ষতিকে প্রতিহত করার জন্য। সাধারণত যা অর্জন করা বা লাভ করা সম্ভব নয়, এমন জিনিসের আশা-আকাঙ্ক্ষা করাও উক্ত হাদীস অনুসারে জায়িয। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৭৯৭)

٣٧٩١ ـ[٥] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৭৯১-[৫] সাহ্ল ইবনু সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর পথে এক দিনের সীমান্ত পাহারা দেয়া, দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে (তার থেকে) সর্বাপেক্ষা উত্তম।

(বুখারী, মুসলিম)[১০৩১]

ব্যাখ্যা : উল্লিখিত হাদীসে মুসলিমদের সংরক্ষণের জন্য আল্লাহর রাস্তায় পাহাড়াদারের দায়িত্ব পালনের ফাযীলাত বর্ণনা করা হয়েছে। «رباط» 'রিবাত্ব' শব্দের অর্থ হচ্ছে পাহাড়া দেয়া। নিহায়াহ্ গ্রন্থকার বলেন : মূলত রিবাত্ব হচ্ছে শত্রুপক্ষের সাথে জিহাদের উদ্দেশে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে, ঘোড়া লালন-পালন ও বেঁধে রাখার মাধ্যমে এবং তা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ও অনড় থাকা।

(তুহফাতুল আহওয়াযী হাঃ ১৬৬৪)

যে স্থান দিয়ে শত্রুপক্ষের আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে, তা প্রতিহত করার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে উক্ত স্থানে অবস্থান নেয়াটাই হচ্ছে 'রিবাত্ব'। "দুনিয়া এবং তার উপর যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম" এ কথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এর প্রতিদান দুনিয়া এবং তাতে যা আছে, সব কিছু থেকে উত্তম। অর্থাৎ- দুনিয়ার যত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা হয়েছে তার প্রতিদানের তুলনায়ও আল্লাহর রাস্তায় একদিন পাহাড়া দেয়ার প্রতিদান অধিক। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٧٩٢ ـ[٦] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَغَدْوَةٌ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৭৯২-[৬] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর পথে একটি সকাল বা একটি বিকাল অতিবাহিত করা, দুনিয়া ও তার সমুদয় সমস্ত সম্পদ হতে সর্বোত্তম।

(বুখারী, মুসলিম)[১০৩২]

[১০৩১] **সহীহ :** সহীহুল বুখারী ২৮৯২, সহীহ মুসলিম ১৮৮১, তিরমিযী ১৬৬৪, সহীহ আত্ তারগীব ১২১৬।

[১০৩২] **সহীহ :** সহীহুল বুখারী ৪৬১৫, সহীহ মুসলিম ১৮৮০, তিরমিযী ১৬৫১, মুসনাদ আহমাদ ১২৩৫০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৬০২, সহীহ আল জামি' ৪১৫১, সহীহ আত্ তারগীব ১২৬১।

ব্যাখ্যা : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে সময় ব্যয় করার অত্যধিক ফাযীলাতের বর্ণনা দিতে গিয়েই আলোচ্য হাদীসটির অবতারণা। উক্ত হাদীসে আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল বা একটি বিকাল অতিবাহিত করার অফুরন্ত নেকীর কথা আলোচনা করা হয়েছে।

(لَغَدْوَةٌ فِيْ سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا) এ বাক্যে "গদ্‌ওয়াতুন" শব্দটি "গাইন" বর্ণে ফাতহাহ্ দিয়ে পড়তে হবে। এর অর্থ হচ্ছে দিনের শুরু অংশে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলতে শুরু করার পূর্ব সময় পর্যন্ত কোথাও ভ্রমণ করা। আর "রওহাতুন" অর্থ হচ্ছে সূর্য ঢলার পর থেকে দিনের শেষ ভাগ পর্যন্ত ভ্রমণ বা সফর করা।

এক সকাল আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করলে হাদীসে উল্লিখিত নেকী অর্জিত হবে, অনুরূপ এক বিকাল ব্যয় করলেও তা অর্জিত হবে। আর এ কথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ নেকী অর্জিত হওয়া শুধুমাত্র কোনো ভূখণ্ডে অবস্থানের সাথে বিশেষিত নয়; বরং যুদ্ধের ময়দানের দিকে যাওয়ার পথে প্রত্যেক সকাল ও বিকাল কাটানোর বিনিময়ে এই নেকী অর্জিত হবে এবং যুদ্ধের ময়দানেও একইভাবে এই নেকী অর্জিত হবে। কেননা উপরোল্লিখিত সকল অবস্থায় সকাল ও বিকালের সময় ব্যয় করা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা সকাল ও বিকাল বলে বিবেচিত হবে।

হাদীসের ভাবার্থ হচ্ছে, "নিশ্চয় আল্লাহর রাস্তায় সকাল ও বিকেলের সময় ব্যয় করার ফাযীলাত এবং তার সাওয়াব কেউ দুনিয়ার সকল নি'আমাত বা ধন-সম্পদের মালিক হওয়ার পর তা ভোগ করার সুযোগ থাকলেও তার চেয়েও উত্তম। কেননা দুনিয়ার এ সকল ভোগ্যসামগ্রী ক্ষণস্থায়ী, আর পরকালীন প্রতিদান স্থায়ী- যা কখনোই বিলীন হবে না।" (শারহু মুসলিম, খণ্ড ১৩, হাঃ ১৮৮১)

সুতরাং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের কাজে একটি সকাল বা বিকাল ব্যয় করার মর্যাদার সাথে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাসের কোনো তুলনা নেই।

٣٧٩٣ - [٧] وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِيْ سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهٖ وَإِنْ مَاتَ جَرٰى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِيْ كَانَ يَعْمَلُهٗ وَأُجْرِىَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৭৯৩-[৭] সালমান ফারিসী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর পথে একদিন বা একরাত সীমানা পাহারা দেয়া, একমাসের সওম পালন ও সলাত আদায় করা হতে উত্তম। আর ঐ প্রহরী যদি এ অবস্থায় মারা যায়, তবে তার কৃতকর্মের এ পুণ্য 'আমালের সাওয়াব অবিরত পেতে থাকবে, তার জন্য সর্বক্ষণ রিয্‌ক্ব (জান্নাত হতে) আসতে থাকবে এবং সে ক্ববরের কঠিন পরীক্ষা হতে মুক্তি পাবে। (মুসলিম)[১০৩৩]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটিতে আল্লাহর রাস্তায় একদিন একরাত পাহাড়া দেয়ার ফাযীলাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। "رباط" রিবাত্ব এর পরিচয় দিতে গিয়ে ইমাম সুয়ূত্বী বলেন, "মুসলিম ও কাফিরদের মাঝে কোনো এক স্থানে মুসলিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পাহাড়া দেয়ার কাজে নিয়োজিত হওয়াই রিবাত্ব।" (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[১০৩৩] **সহীহ :** সহীহ মুসলিম ১৯১৩, তিরমিযী ১৬৬৫, ইরওয়া ১২০০, সহীহ আল জামি' ৩৪৮০, সহীহ আত্ তারগীব ১২১৭।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী, "যদি সে মারা যায় তাহলে তার ঐ 'আমালের সাওয়াব জারী বা চলমান থাকবে, যা সে করত" এ কথাটি আল্লাহর রাস্তায় পাহাড়া দেয়ার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তির স্পষ্ট ফাযীলাত ও মর্যাদার বর্ণনা। আর মৃত্যুর পরেও 'আমাল চলমান বা জারী থাকার ফাযীলাত শুধুমাত্র তার সাথেই বিশেষিত, যাতে অন্য কোনো ব্যক্তি অংশীদার নয়। সহীহ মুসলিম ব্যতীত অন্যান্য হাদীসগ্রন্থের বর্ণনায় এ কথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, "প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির 'আমালের পরিসমাপ্তি ঘটে, তবে রিবাত্বকারী ব্যতীত (অর্থাৎ তার 'আমালের সাওয়াব চলমান থাকে)। কেননা তার 'আমাল ক্বিয়ামাত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে।"

হাদীসের বাণী, "তার রিয্‌ক্ব জারী রাখা হবে" এটি শাহীদদের ব্যাপারে অবতীর্ণ আল্লাহর নিম্নোক্ত উক্তিটির অনুরূপ : "যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা তাদের রবের নিকট জীবিত এবং তাদের রিয্‌ক্ব দেয়া হচ্ছে"– (সূরাহ্ আ-লি 'ইম্‌রন ৩ : ১৬৯)।

"সে ফিত্‌নাহ্ থেকে নিরাপদ থাকবে" এ কথার অর্থ হচ্ছে সে ক্ববরের যাবতীয় ফিত্‌নাহ্ তথা পরীক্ষা বা শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকবে।" (শারহু মুসলিম ১৩ খণ্ড, হাঃ ১৯১৩)

٣٧٩٤ـ[٨] وَعَنْ أَبِي عَبْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِيْ سَبِيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৭৯৪-[৮] আবূ 'আবস্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর পথে যে বান্দার পদদ্বয় ধূলায় ধূসরিত হয়, জাহান্নামের আগুন তার পদদ্বয় স্পর্শ করবে না। (বুখারী)[১০৩৪]

ব্যাখ্যা : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে পায়ে যে ধূলোবালি লেগে যায়, এর বিনিময়েও যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীর জন্য রয়েছে মর্যাদা ও সম্মান। এ সংক্রান্ত ফাযীলাত সম্পর্কেই আলোচ্য হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে।

"আল্লাহর রাস্তায় কোনো বান্দার দুই পা ধূলোমলিন হলে জাহান্নামের আগুন তাকে স্পর্শ করবে না" এ বাক্যে "আল্লাহর রাস্তা" বলতে বুঝানো হয়েছে 'ইল্‌ম অর্জন, জামা'আতে সলাত আদায়ের জন্য যাওয়া, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় উপস্থিত হওয়া ইত্যাদি। তবে ব্যবহারিক অর্থে এ ক্ষেত্রে জিহাদের পথ উদ্দেশ্য। আবার কারো কারো মতে এ ক্ষেত্রে হাজ্জের জন্য পথ চলা উদ্দেশ্য। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

জিহাদে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির শরীরে উল্লিখিত ধূলোবালির উপস্থিতি থাকলে জাহান্নামের আগুনের স্পর্শ অস্তিত্বহীন হবে- অর্থাৎ স্পর্শ করতে পারবে না। এ কথার মাধ্যমে আল্লাহর রাস্তায় অর্থ ও শ্রম ব্যয় করার অত্যধিক মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা পায়ে ধূলোর স্পর্শ লাগার কারণে যদি তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যায়, তাহলে যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় প্রাণপন চেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং নিজের সমুদয় শক্তি সামর্থ্য এ পথে ব্যয় করবে তার মর্যাদা কতই না উঁচু। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৮১১)

٣٧٩٥ـ[٩] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৭৯৫-[৯] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কাফির ও তার (মুসলিম মুজাহিদের) হত্যাকারী কক্ষনো জাহান্নামে একত্রিত হবে না। (মুসলিম)[১০৩৫]

[১০৩৪] **সহীহ :** সহীহুল বুখারী ২৮১১, সহীহ আত্ তারগীব ৬৮৭।

[১০৩৫] **সহীহ :** সহীহ মুসলিম ১৮৯১, আবূ দাঊদ ২৪৯৫, মুসনাদ আহমাদ ৯১৬৩, সহীহ আল জামি' ৭৬১৮, সহীহ আত্ তারগীব ১৩১৩।

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে জিহাদের ময়দানে কোনো কাফিরকে হত্যার ফাযীলাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হাদীসে উল্লিখিত ফাযীলাতটি যুদ্ধের ময়দানে কাফিরের হত্যাকারীর সাথে বিশেষিত। আর এটিকে তার গুনাহসমূহের কাফ্ফারাহ্ হিসেবে গণ্য করা হবে, ফলে জাহান্নামের আগুনে তাকে শাস্তি দেয়া হবে না। (শারহু মুসলিম খণ্ড ১৩, হাঃ ১৮৯১)

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী : "জাহান্নামের আগুনে কাফির এবং তার হত্যাকারী কখনই একত্রিত হবে না" এ কথা থেকে এটাও বুঝা যায় যে, যদি হত্যাকারী ব্যক্তি (অন্য কোনো কারণে) শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়েও থাকে, তবে তাকে জাহান্নামের অগ্নি ভিন্ন অন্য শাস্তি দেয়া হবে। যেমন প্রথম অবস্থায় তাকে জান্নাতে প্রবেশরুদ্ধ করে আ'রাফে আবদ্ধ রাখা হতে পারে। তবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। অথবা তাকে জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দেয়া হলেও কাফিরদের শাস্তির জায়গা ব্যতীত অন্য স্থানে শাস্তি দেয়া হবে- এ ক্ষেত্রে তারা উভয়ে একই স্থানে একত্রিত হবে না। [আল্লাহই এ ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত আছেন] ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৪৯২)

٣٧٩٦-[١٠] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هٰذِهِ الشَّعَفِ أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هٰذِهِ الْأَوْدِيَةِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتّٰى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৭৯৬-[১০] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম জীবনযাপন করে ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর পথে স্বীয় ঘোড়ার লাগাম ধরে তার পিঠের উপর বসে অপেক্ষারত থাকে। যখনই কোনো ভয়ভীতির সংকেত শুনতে পায়, তৎক্ষণাৎ সে দ্রুতবেগে তার দিকে ধাবিত হয় এবং তাকে হত্যা করে বা মৃত্যু সম্ভাবনাময় স্থানে খুঁজতে থাকে। আর ঐ ব্যক্তির জীবন (সর্বোত্তম) কিছু বকরীর একটি পাল বা ছোট একটি বকরীর পাল নিয়ে কোনো পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থান নেয় বা কোনো সমতল ভূমিতে বকরী চরায় এবং শেষ নিঃশ্বাস থাকা তথা মৃত্যু পর্যন্ত সলাত ক্বায়িম করে, যাকাত আদায় করে এবং সর্বদা স্বীয় প্রতিপালকের 'ইবাদাতে মশগুল থাকে। এসব মানুষেরাই সর্বোত্তম জীবন যাপনের অধিকারী হয়ে থাকে। (মুসলিম)[১০৩৬]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে দুই শ্রেণীর ব্যক্তিকে কল্যাণের উপর অধিষ্ঠিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণী জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য সদা প্রস্তুত থাকে এবং শাহাদাতের কামনায় ছুটে যায় ময়দানে।

আর অপর শ্রেণী জিহাদে অংশগ্রহণে যদিও অপারগ, কিন্তু আল্লাহর 'ইবাদাত উপাসনা থেকে কখনো বিমুখ থাকে না; বরং সদা 'ইবাদাতে মশগুল থাকে। এ দুই শ্রেণীর ব্যক্তিই কল্যাণের উপর রয়েছে বলে হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে।

(خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ) দ্বারা মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে জীবনযাপনের সর্বোত্তম অবস্থা বুঝানো হয়েছে।

(يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ) অর্থাৎ উক্ত ঘোড়ার পিঠের উপর সওয়ার হয়ে খুব দ্রুত বেগে এগিয়ে যায়।

[১০৩৬] **সহীহ** : সহীহ মুসলিম ১৮৮৯, সহীহ আল জামি' ৯৫১৫, সহীহ আত্ তারগীব ১২২৬।

(كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ) অর্থাৎ যখনই সাহায্যের আবেদন বা ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনতে পায়, তখনই তার ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে দ্রুত গতিতে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে যায়। هَيْعَةً শব্দ দ্বারা শত্রুবাহিনীর উপস্থিতির কারণে যে (সাহায্যের আকুতি সম্বলিত) শব্দ বা আওয়াজ (মানুষের মুখ থেকে) বেরিয়ে আসে তাই বুঝানো হয়। আর فَزْعَةً অর্থ ভয়ঙ্কর আওয়াজ বা শত্রুর দিকে ছুটে যাওয়া।

(يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ) এ বাক্যে বুঝানো হয়েছে যে, ঐ ব্যক্তির শাহাদাত লাভের অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা থাকার কারণে সে জিহাদের ময়দানে সব জায়গায় এই কামনাই করবে। হাদীসের এ অংশে জিহাদের মর্যাদা এবং সেক্ষেত্রে শাহাদাত বরণের প্রতি আকাঙ্ক্ষার ফাযীলাত বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম ব্যক্তি জিহাদের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ার জন্য সদা প্রস্তুত। আর এ শ্রেণীর মানুষ কল্যাণের উপর অধিষ্ঠিত। দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে তার মেষপাল নিয়ে নির্জনে পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গে অথবা কোনো সমতল ভূমিতে অবস্থানরত অবস্থায় আল্লাহর 'ইবাদাতে মগ্ন থাকে। সেও কল্যাণের উপর রয়েছে।

এখানে غُنَيْمَةٍ শব্দটি 'গানাম' এর তাসগীর। এর অর্থ কিছু বকরী বা একপাল বকরী। আর شَعَفَةٍ এর অর্থ হলো أعلى الجبل তথা 'পাহাড়ের চূড়া বা শীর্ষস্থান'। (শারহু মুসলিম ১৩শ খণ্ড, হাঃ ১২৫, ১৮৮৯)

٣٧٩٧ - [١١] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِيْ أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৭৯৭-[১১] যায়দ ইবনু খালিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদকে যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করে দিল, সে যেন নিজেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল। আর যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদের অবর্তমানে তার পরিবার-পরিজনের তত্ত্বাবধান করল, সেও যেন স্বয়ং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল। (বুখারী, মুসলিম)[১০৩৭]

ব্যাখ্যা : আল্লাহর রাস্তার জিহাদ করার জন্য কোনো মুজাহিদের সরঞ্জাম প্রস্তুত করে দিয়ে তাকে যুদ্ধের জন্য সহায়তা করা এবং কোনো মুজাহিদের জিহাদের ময়দানে থাকাকালীন সময়ে তার পরিবারের ন্যায়সঙ্গত দেখাশোনা করার মর্যাদা ও ফাযীলাত আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার সমপরিমাণ।

فقد غزا "সে স্বয়ং যেন জিহাদ করল বা যুদ্ধ করল" এ কথার অর্থ স্পষ্ট করতে গিয়ে ইমাম ইবনু হিব্বান বলেন : "এর অর্থ হচ্ছে, সাওয়াব বা নেকীর দিক থেকে (যোদ্ধাকে প্রস্তুতকারী বা তার পরিবারের দেখাশোনার দায়িত্ব পালনকারী) ব্যক্তি স্বয়ং জিহাদকারী ব্যক্তির সমান, যদিও সে প্রকৃতপক্ষে জিহাদে অংশগ্রহণ করেনি।" (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৮৪৩)

হাদীসে উল্লিখিত এই প্রতিদান বা সাওয়াব প্রত্যেক স্তরের জিহাদের জন্যই প্রযোজ্য- চাই তা পরিমাণে কম হোক বা বেশী। আর প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্যও এ সাওয়াব রয়েছে, যে ঐ যোদ্ধার পরিবারের প্রয়োজনগুলো মিটিয়ে দিবে, তাদের জন্য নিজের সম্পদ থেকে খরচ করবে এবং তাদের সার্বিক ব্যাপারে সাহায্য করবে। আর এ ক্ষেত্রে তার কর্মের কম বেশীর কারণে সাওয়াবের কম বেশী হবে।

আলোচ্য হাদীসে ঐ সকল ব্যক্তির প্রতি ইহসান বা সদাচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে, যারা মুসলিম উম্মাহর জন্য কোনো কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত অথবা যারা মুসলিম উম্মাহর কোনো অতিব গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিতে ব্যস্ত। (শারহু মুসলিম ১৩শ খণ্ড, হাঃ ৩৭৯৭)

[১০৩৭] **সহীহ :** সহীহুল বুখারী ২৮৪৩, সহীহ মুসলিম ১৮৯৫, আবূ দাউদ ২৫০৯, নাসায়ী ৩১৮০, তিরমিযী ১৬২৮, ইবনু মাজাহ ২৭৫৯।

٣٧٩٨ ـ[١٢] وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِيْ أَهْلِهٖ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهٖ مَا شَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ؟». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৭৯৮-[১২] বুরায়দাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : ঘরে অবস্থানকারী পুরুষগণের নিকট মুজাহিদের সহধর্মিণীদের সম্মান ও মর্যাদা তাদের মাতৃসম। যদি ঘরে অবস্থানকারী কোনো ব্যক্তি কোনো মুজাহিদের পরিবারের তত্ত্বাবধানে থেকে তাদের ব্যাপারে খিয়ানাত করে, তবে খিয়ানাতকারীকে ক্বিয়ামাতের দিন আটকিয়ে মুজাহিদকে বলা হবে তুমি তার নেক 'আমাল যত পরিমাণ ইচ্ছা আদায় করে নাও। তিনি (ﷺ) বললেন, এবার তোমাদের কি ধারণা? (মুসলিম)[১০৩৮]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসটিতে মুজাহিদগণের স্ত্রীদের সম্মান এবং তাদের অবর্তমানে তাদের পরিবারের ব্যাপারে খিয়ানাতকারীদের ভয়াবহতার কথা আলোকপাত করা হয়েছে।

(حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِم) "মুজাহিদগণের স্ত্রীগণ যারা যুদ্ধ থেকে অনুপস্থিত রয়েছে তাদের ওপর নিজেদের মায়ের মতো হারাম" এ বাক্যে মুজাহিদগণের স্ত্রীদের সাথে কোনো অনৈতিক কাজ করা থেকে বিরত থাকার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং তাদের অধিকারসমূহ আদায়ে যত্নবান হওয়ার জন্য যুদ্ধ থেকে অনুপস্থিত ব্যক্তিদের প্রতি দায়িত্বারোপ করা হয়েছে।

যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে অনুপস্থিত ব্যক্তি যদি কোনো মুজাহিদের পরিবারের দায়িত্ব নেয়, অতঃপর পরিবারের খিয়ানাত করে, তাহলে ক্বিয়ামাতের দিন উক্ত মুজাহিদ দাঁড়াবে এবং তার 'আমাল নিয়ে নিবে। এখানে মুজাহিদের পরিবার বলতে বুঝানো হয়েছে তার স্ত্রী, কন্যা ও বাড়িতে বসবাসরত অন্যান্য নিকটাত্মীয়কে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهٖ مَا شَاءَ فَمَا ظَنُّكُم) তথা "সে তার 'আমাল থেকে যা ইচ্ছা নিয়ে নিবে, অতএব এ ব্যাপারে তোমাদের ধারণা কি?" এ কথার অর্থ হচ্ছে, তোমরা ঐ মুজাহিদের উক্ত খিয়ানাতকারীর নেক 'আমাল থেকে ইচ্ছামত নিয়ে নেয়ার আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে কি ধারণা করছ? আর এ ক্ষেত্রে অধিকহারে নিয়ে নেয়া সম্পর্কেই বা তোমাদের কি ধারণা রয়েছে? অর্থাৎ- যদি সম্ভব হয় তাহলে তার কোনো নেক 'আমালই বাকী রাখবে না; বরং সব 'আমাল ছিনিয়ে নিবে (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত)। (শারহু মুসলিম ১৩শ খণ্ড, হাঃ ১৩৯, ১৮৯৭)

٣٧٩٩ ـ[١٣] وَعَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ: هٰذِهٖ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৭৯৯-[১৩] আবূ মাস্'ঊদ আল আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি স্বীয় উষ্ট্রীর নাকে লাগামসহ রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এনে বলল, এ উষ্ট্রী আল্লাহর পথে দান করলাম। তখন তিনি (ﷺ) তাকে বললেন, তোমাকে তার বিনিময়ে ক্বিয়ামাতের দিনে সাতশত লাগামসহ উষ্ট্রী প্রদান করা হবে। (মুসলিম)[১০৩৯]

[১০৩৮] **সহীহ :** সহীহ মুসলিম ১৮৯৭, আবূ দাউদ ২৪৯৬, নাসায়ী ৩১৮৯, মুসনাদ আহমাদ ২২৯৭৭, সহীহ আল জামি' ৩১৪১।

[১০৩৯] **সহীহ :** সহীহ মুসলিম ১৮৯২, দারিমী ২৪৪৬, সহীহাহ্ ৬৩৪।

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের সরঞ্জাম বা পাথেয় দান করার ফাযীলাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। খিতাম পরিহিত একটি উট নিয়ে একজন সহাবী রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তা আল্লাহর রাস্তায় সদাক্বাহ্ করলে তিনি এর ফাযীলাত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, “এর বিনিময়ে তোমাকে ক্বিয়ামাতের দিন সাতশত খিতাম পরিহিত উটনী দেয়া হবে”। এখান থেকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য দান করার ফাযীলাত প্রমাণিত হয়।

(نَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ) তথা খিতাম পরিহিত উটনী বলতে এমন উটনী বুঝানো হয়েছে, যাকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় আটকে রাখা হয়েছে। সেটি হলো কোনো একটি রশির একদিকে বৃত্তের মতো বানিয়ে, অতঃপর অপর পার্শ্বকে ঐ পার্শ্বের বৃত্তের সাথে আটকিয়ে কোনো উটনীকে মাথায় আটকিয়ে রাখা বা বেঁধে রাখা। এ প্রক্রিয়াটিকেই খিতাম বলা হয়। তবে এটি লিযাম নয়। কারণ লিযাম হচ্ছে নাকের ভিতর দিয়ে রশি ঢুকিয়ে আটকানো বা বাঁধা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٨٠٠-[١٤] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا إِلٰى بَنِي لِحْيَانَ مِنْ هُذَيْلٍ فَقَالَ: «لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৮০০-[১৪] আবূ সা‘ঈদ আল খুদরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ হুযায়ল গোত্রের বানী লিহ্ইয়ান-এর বিরুদ্ধে একদল সেনা পাঠিয়ে বললেন, প্রত্যেক গোত্রের প্রতি দু’জনের মধ্যে হতে একজন অভিযানে যেতে প্রস্তুত হও, পুণ্যলাভ তোমাদের উভয়কে দেয়া হবে। (মুসলিম)[১০৪০]

ব্যাখ্যা : (لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا) অর্থাৎ- প্রতি দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন যেন শত্রুর সাথে যুদ্ধের জন্য বের হয় আর অপরজন যেন তার অপর সাথীর দায়িত্ব এবং সকল কল্যাণকর দিক খেয়াল করার জন্য নিজ এলাকায় অবস্থান করে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

সকল ‘উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, বানী লিহইয়ান তৎকালীন সময়ে কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল, ফলে রসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সেনাদল পাঠিয়েছিলেন। প্রত্যেক দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন বের হওয়ার নির্দেশ দেয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, গোত্রের অর্ধেক সংখ্যক লোক জিহাদের উদ্দেশে বের হওয়া।

(وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا) অর্থাৎ- যুদ্ধের সাওয়াব উভয়ের জন্য সমান। জিহাদে অংশগ্রহণের সাওয়াবে যুদ্ধ থেকে অনুপস্থিত ব্যক্তি তখনই অংশীদার হবে, যখন সে মুজাহিদের পরিবারের যথাযথভাবে দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করবে, যেমনটি আমরা পূর্বেই অবগত হয়েছি।

(শার্হু মুসলিম ১৩শ খণ্ড, হাঃ ১৩৭, ১৮৯৬; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٨٠١-[١٥] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَنْ يَبْرَحَ هٰذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتّٰى تَقُومَ السَّاعَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৮০১-[১৫] জাবির ইবনু সামুরাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় এ দীন (ইসলামী জীবন বিধান) সর্বদা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং একদল মুসলিম ক্বিয়ামাত দিবস পর্যন্ত এই দীনের জন্য সংগ্রাম করতে থাকবে। (মুসলিম)[১০৪১]

[১০৪০] সহীহ : সহীহ মুসলিম ১৮৯৬, মুসনাদ আহমাদ ১১৩০১, সহীহ আল জামি‘ ৫৪৭৭।

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে ক্বিয়ামাতের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত জিহাদের মাধ্যমে দীন প্রতিষ্ঠিত থাকার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আর এ কথাও স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, মুসলিমদের একটি দল ক্বিয়ামাতের পূর্ব পর্যন্ত জিহাদ করে যাবে। এ হাদীসের ভাবার্থ হলো পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ কখনই জিহাদ থেকে মুক্ত থাকবে না। যদি কোনো স্থানে জিহাদ নাও চালু থাকে তাহলে অন্য কোথাও না কোথাও ঠিকই চালু থাকবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ইমাম ত্বীবী বলেন : "এখানে এ অর্থও লুক্কায়িত রয়েছে যে, তারা দীন-ইসলামের শত্রুদের সাথে যুদ্ধে জয়ী হতে থাকবে। অর্থাৎ মুসলিমদের এ দলটির জিহাদ করার কারণে দীন সদা-সর্বদা বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর আমার ধারণামতে সিরিয়ার সাহায্যপ্রাপ্ত দলটিই হচ্ছে সেই দল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

হাদীসে বর্ণিত (حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ) তথা "ক্বিয়ামাত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত" এ কথা বলতে বুঝানো হয়েছে ক্বিয়ামাতের নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত। আর সে সময়টি হচ্ছে বিশেষ বাতাস প্রবাহিত হওয়ার সময় পর্যন্ত। (শারহু মুসলিম ১৩শ খণ্ড, হাঃ ১৯২২)

আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী উল্লিখিত দলটি সম্পর্কে হাদীসশাস্ত্রে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন : "তারা হচ্ছে আহলুল 'ইল্‌ম তথা ওয়াহীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ"। আর ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) বলেন, এ দল যদি আহলুল হাদীস না হন, তাহলে আমি জানি না যে, তারা কারা। (অর্থাৎ তাঁর মতে এ দল হলো রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস চর্চাকারী এবং 'আমালে বাস্তবায়নকারী দল)। (শারহু মুসলিম ১৩শ খণ্ড, হাঃ ১৯২২)

٣٨٠٢ - [١٦] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِيْ سَبِيْلِهٖ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهٗ يَثْعَبُ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৮০২-[১৬] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর পথে আহত হয়, তবে আল্লাহই প্রকৃতপক্ষে জানেন যে, কে তার পথে হতাহত হয়েছে। ক্বিয়ামাতের দিনে সে এরূপ অবস্থায় আগমন করবে যে, তার ক্ষতস্থান হতে রক্ত প্রবাহিত হয়ে বের হতে থাকবে এবং তার বর্ণ রক্তের মতো হবে আর তার সুগন্ধি হবে মিশ্‌কের সুঘ্রাণের ন্যায়।

(বুখারী, মুসলিম)[১০৪২]

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসে ঐ ব্যক্তির ক্বিয়ামাতের দিন মর্যাদাবান হওয়ার সুসংবাদ রয়েছে, যে দুনিয়াতে থাকাবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করতে গিয়ে নিজ শরীরে কোনো আঘাত পেয়েছে। উক্ত ক্ষতস্থান থেকে ক্বিয়ামাতের দিন রক্তক্ষরণ হবে এবং তার সুগন্ধি হবে মৃগ নাভীর মতো। পরোক্ষভাবে এখানে উক্ত মুজাহিদের মর্যাদার কথা আলোচনা করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী : (لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) এ কথার অর্থ হলো যে কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে উক্ত আঘাত পায় তাহলে সে উল্লিখিত মর্যাদার অধিকারী হবে। এ ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি উক্ত আঘাতে মারা যাক বা বেঁচে থাকুক উভয় ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য হবে।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৬৫৭)

[১০৪১] **সহীহ :** সহীহ মুসলিম ১৯২২, মুসনাদ আহমাদ ২০৯৮৫, সহীহ আল জামি' ৫২২০।

[১০৪২] **সহীহ :** সহীহুল বুখারী ২৮০৩, সহীহ মুসলিম ১৮৭৬, তিরমিযী ১৬৫৬, সহীহ আল জামি' ৫৭৮৩।

হাদীসে উল্লিখিত বাণী, (وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِيْ سَبِيلِه) তথা "আল্লাহই অধিক অবগত আছেন ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে, যে কেবল তার রাস্তায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে" এ কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম নাবাবী বলেন, "এটা যুদ্ধক্ষেত্রে ইখলাস তথা আল্লাহর জন্য 'আমালের একনিষ্ঠতা নিশ্চিত করার জন্য সতর্কবাণী। কেননা হাদীসে বর্ণিত ফাযীলাতের হাক্বদার কেবল ঐ ব্যক্তিই হবে, যে একনিষ্ঠভাবে এ কাজ করেছে এবং আল্লাহর কালিমাকে সুউচ্চ করার জন্যই যুদ্ধ করেছে"। (তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৬৫৭)

ইমাম নাবাবী-এর মতে, ক্বিয়ামাতের দিন মুজাহিদের ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণের কারণ বা রহস্য হচ্ছে, মুজাহিদ ব্যক্তির সাথে তার আল্লাহর আনুগত্যের কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করার এবং উক্ত কাজের ফাযীলাত অর্জনের সাক্ষী বা প্রমাণ রাখা। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৬৫৭)

٣٨٠٣ -[١٧] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يُرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرٰى مِنَ الْكَرَامَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৮০৩-[১৭] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোনো ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশের পরে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবে না যদিও সে পার্থিব যাবতীয় সম্পদ প্রাপ্তির সুযোগ পায়। অবশ্য শাহীদ ব্যক্তি দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবে এ উদ্দেশে যে, দুনিয়ায় এসে সে পুনরায় দশবার শাহাদাত লাভের প্রত্যাশা করে এ সদিচ্ছার কারণে, সে জান্নাতে শাহীদের যে মর্যাদা তা প্রত্যক্ষ করবে। (বুখারী, মুসলিম)[১০৪৩]

ব্যাখ্যা : জান্নাতে প্রবেশের পর পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা এক অবাক বিস্ময়। পার্থিব ভোগ-উপকরণের তুলনায় বহুগুণ বেশী নি'আমাত পাওয়া সত্ত্বেও কেবল আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণকারীগণই পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এসে আবারো আল্লাহর রাস্তায় শাহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবেন। কারণ তারা আল্লাহর কাছে শাহীদ হওয়ার যে মর্যাদা অর্জন করেছেন তা অতুলনীয় এবং অনন্য, যা অন্য কেউ অর্জন করতে সক্ষম হয়নি।

ইবনু বাত্ত্বল বলেন : "এ হাদীসটি শাহাদাতের ফাযীলাতের বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোচ্চ মানের হাদীস। নেক 'আমালগুলোর মধ্যে জিহাদ ব্যতীত আর এমন কোনো 'আমাল নেই যাতে বান্দা তার নিজের জীবন বিসর্জন দেয়। আর এজন্যই তার সাওয়াবও মহান ও ব্যাপক"। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৮১৭)

٣٨٠٤ -[١٨] وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ﴾ [سورة اٰل عمران ٣ : ١٦٩] الْاٰيَةَ قَالَ: إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ: «أَرْوَاحُهُمْ فِيْ أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيْلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِىْ إِلٰى تِلْكَ الْقَنَادِيْلِ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمُ اطِّلَاعَةً فَقَالَ:

[১০৪৩] সহীহ : সহীহুল বুখারী ২৮১৭, সহীহ মুসলিম ১৮৭৭, মুসনাদ আহমাদ ১২৭৭১, তিরমিযী ১৬৬২, সহীহ আল জামি' ৫৫১৯, সহীহ আত্ তারগীব ১৩৫২।

هَلْ تَشْتَهُوْنَ شَيْئًا؟ قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِيْ وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا فَفَعَلَ ذٰلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يَسْأَلُوْا قَالُوْا: يَا رَبُّ! نُرِيدُ أَنْ تُرَدَّ أَرْوَاحُنَا فِيْ أَجْسَادِنَا حَتّٰى نُقْتَلَ فِيْ سَبِيْلِكَ مَرَّةً أُخْرٰى فَلَمَّا رَأٰى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوْا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৮০৪-[১৮] মাস্‌রূক্ব (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আব্‌দুল্লাহ ইবনু মাস্‌'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে এ আয়াতের মর্মার্থ জিজ্ঞেস করলাম, "যারা আল্লাহর পথে শাহীদ হয়েছে, তাদেরকে তোমরা মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত এবং তারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে রিয্‌কৃপ্রাপ্ত"– (সূরাহ্ আ-লি 'ইম্‌রন ৩ : ১৬৯)। জবাবে তিনি বলেন, আমরা এ আয়াত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছিলেন যে, শাহীদগণের রূহ সবুজ পাখির পেটে অবস্থান করে এবং তোমাদের সাথে 'আর্‌শে ফানুস ঝুলিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর তারা জান্নাতে মনের ইচ্ছানুসারে উড়ে বেড়াবে, অতঃপর আবার ঐ ফানুসে ফিরে আসবে। এমতাবস্থায় তাদের প্রতিপালক তাদের সম্মুখে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলবেন, তোমাদের কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা আছে কি? তারা বলবে, আর কিসের আকাঙ্ক্ষা করব? (আমরা পরিপূর্ণ নি'আমাতে আছি) কেননা আমরা জান্নাতের যথেচ্ছাভাবে ভ্রমণ করছি। এভাবে তিনি তাদেরকে তিনবার জিজ্ঞেস করেন, তারাও একই উত্তর পুনরাবৃত্তি করলেন। যখন তারা বুঝতে পারবে যে, তাদের উদ্দেশে একই কথা বার বার জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তখন তারা বলবে, হে আমার রব্! আমাদের রূহকে পুনরায় আমাদের পার্থিব দেহে ফিরিয়ে দাও, যাতে পুনরায় আমরা তোমার পথে লড়াই করে শাহাদাত লাভ করতে পারি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যখন তাদের অন্তরের ইচ্ছা বুঝতে পারেন, এদের আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, তখন ঐ অবস্থায় তাদের চিরস্থায়ীভাবে রেখে দেন। (মুসলিম)[১০৪৪]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে শাহীদের মৃত্যু পরবর্তী এবং ক্বিয়ামাতের পূর্ববর্তী সময়ে মর্যাদাবান হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। মৃত্যুর পরপরই তাদের আত্মা সবুজ পাখীর ভিতরে সঞ্চারিত করা হবে এবং সে জান্নাতে অবাধে ঘুরে বেড়াবে। এ মর্যাদা কেবল আল্লাহর রাস্তায় শাহীদের জন্যই।

হাদীসের বাণী, «أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل» এ উক্তিটিতে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, জান্নাত পূর্ব থেকেই আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট, যার অস্তিত্ব এখন বিদ্যমান। এটিই আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের 'আক্বীদাহ্। এটা সেই জান্নাত, যেখান থেকে আদাম আলায়হিস্ সালাম-কে বের করা হয়েছিল। এটাই সেই জান্নাত, যেথায় পরকালে মু'মিনদের পুরস্কৃত করা হবে এবং নি'আমাতসমূহ প্রদান করা হবে। এ ব্যাপারে আহলুস্ সুন্নাহর ইজমা সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু মু'তাজিলা ও একদল বিদ্'আতী সম্প্রদায়ের মতে, জান্নাত বর্তমানে অস্তিত্বহীন, ক্বিয়ামাতের পুনরুত্থানের পর তাকে অস্তিত্বে আনা হবে। তারা আরো বলে যে, আদাম আলায়হিস্ সালাম-কে যে জান্নাত থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল, তা অন্য এক জান্নাত। অথচ কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলীলসমূহের আলোকে আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতটিই অধিকতর শক্তিশালী হিসেবে প্রমাণিত হয়।

ক্বাযী 'ইয়ায বলেন : "এ হাদীস প্রমাণ করে যে, রূহসমূহ কখনও শেষ হয়ে যায় না; বরং আপন অবস্থায় বাকী থাকে, অতঃপর সৎকর্মশীল হলে পুরস্কৃত করা হবে আর পাপী হলে শাস্তি দেয়া হবে।

(শারহু মুসলিম ১৩শ খণ্ড, হাঃ ১৮৮৭)

[১০৪৪] **সহীহ :** সহীহ মুসলিম ১৮৮৭, তিরমিযী ৩০১৪, সহীহাহ্ ২৬৩৩, সহীহ আল জামি' ১৫৫৮, সহীহ আত্ তারগীব ১৩৮৬।

٣٨٠٥ - [١٩] عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْإِيمَانَ بِاللّٰهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ يُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ». ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ أَيُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِيْ ذٰلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৮০৫-[১৯] আবূ কৃতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সহাবায়ে কিরামের মাঝে দাঁড়িয়ে খুত্ববাহ্ দিলেন, সর্বোত্তম 'আমাল হলো আল্লাহর পথে জিহাদ করা ও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। তখন জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার কি অভিমত, আমি যদি আল্লাহর পথে লড়াই করে মৃত্যুবরণ করি, তবে কি আমার যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করা হবে? উত্তরে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, হ্যাঁ, তুমি যদি দৃঢ়ভাবে সাওয়াবের প্রত্যাশায় যুদ্ধের মাঠ থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করে আক্রমণে অগ্রসর হয়ে নিহত হও। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অপর ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যেন কি প্রশ্ন করেছ? সে বলল, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি যদি আল্লাহর পথে শাহীদ হই তবে কি আমার সমস্ত পাপ-মার্জনা মাফ করে দেয়া হবে? উত্তরে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই ঋণগ্রস্ত হওয়া ব্যতীত তুমি যদি সাহসিকতার সাথে সাওয়াবের আশায় শত্রুর আক্রমণে অগ্রগামী অবস্থায় শাহীদ হও। জিবরীল (আলায়হিস সালাম) আমাকে এরূপেই বললেন। (মুসলিম)[১০৪৫]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসেও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের মর্যাদা আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করাকে সর্বোকৃষ্ট 'আমাল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত উক্তি, (مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ) বলতে বুঝানো হয়েছে ঐ ব্যক্তিকে যে সদা সর্বদা জিহাদের জন্য অগ্রগামী ছিল এবং কখনই পিছু হটেনি। আর যে একবার সামনে আগ্রসর হয় আর অন্যসময় পিছু হটে, তার ক্ষেত্রে এ মর্যাদা বা সাওয়াব প্রযোজ্য হবে না। আর 'মুহতাসিব' বলতে বুঝানো হয়েছে ঐ ব্যক্তিকে যে মুখলিস তথা আল্লাহর জন্য স্বীয় কর্মকে একনিষ্ঠ করে এবং তাতে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শারীক করে না। (শারহু মুসলিম ১৩শ খণ্ড, হাঃ ১৮৮৫)

٣٨٠٦ - [٢٠] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْقَتْلُ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৮০৬-[২০] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহর পথে শাহীদ হলে শুধুমাত্র ঋণ ব্যতীত সকল কিছু ক্ষমা করে দেয়া হয়। (মুসলিম)[১০৪৬]

[১০৪৫] **সহীহ :** সহীহ মুসলিম ১৮৮৫, তিরমিযী ১৭১২, নাসায়ী ৩১৫৭, মুসনাদ আহমাদ ২২৫৮৫, সহীহ আত্ তারগীব ১৩৫৬।
[১০৪৬] **সহীহ :** সহীহ মুসলিম ১৮৮৬, সহীহ আল জামি' ১৪৪০।

٣٨٠٧ - [٢١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَضْحَكُ اللهُ تَعَالٰى إِلٰى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ: يُقَاتِلُ هٰذَا فِيْ سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৮০৭-[২১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ঐ দু' ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশে হেসে থাকেন। যারা একজন অপরজনকে হত্যা করে, অথচ তারা জান্নাতী। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করে শাহীদ হয়, আর হত্যাকারীকে (ঈমান আনার জন্য) আল্লাহ তা'আলা সুযোগ দান করেন, অতঃপর (সে ঈমান এনে) শাহাদাত লাভ করেন (অর্থাৎ- উভয়েই জান্নাতপ্রাপ্ত হয়)। (বুখারী, মুসলিম)[১০৪৭]

٣٨٠٨ - [٢٢] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৮০৮-[২২] সাহ্ল ইবনু হুনায়ফ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে শাহাদাতের মনোষ্কামনা করে; আল্লাহ তা'আলা তাকে শাহীদের মর্যাদায় উন্নীত করেন, যদিও সে স্বীয় বিছানায় মৃত্যুবরণ করে। (মুসলিম)[১০৪৮]

٣٨٠٩ - [٢٣] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ الْبَرَاءِ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَلَا تُحَدِّثُنِيْ عَنْ حَارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذٰلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ فَقَالَ: «يَا أُمَّ حَارِثَةَ! إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلٰى». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৮০৯-[২৩] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রুবাইয়্যা' বিনুত বারা (রাঃ)-এর কন্যা হারিসাহ্ ইবনু সুরাক্বাহ্-এর মা। একদিন তিনি নাবী (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নাবী! তার পুত্র হারিসাহ্ যে বাদ্‌রের যুদ্ধে এক অজ্ঞাত ব্যক্তির তীর নিক্ষেপে নিহত হয়, সে ব্যাপারে জানতে চাইলেন যে, হারিসাহ্ জান্নাতী হবে কিনা? যদি সে জান্নাতে প্রবেশ করে, তবে আমি ধৈর্যধারণ করব, অন্যথায় তার জন্য আমার আত্মার কান্না রোধ করতে পারব না। এটা শুনে তিনি (ﷺ) বলেন, হে হারিসার মা! জান্নাতে অসংখ্য বাগান রয়েছে, আর তোমার ছেলে তো জান্নাতুল ফিরদাওসের উচ্চাসনে স্থান পেয়েছে। (বুখারী)[১০৪৯]

٣٨١٠ - [٢٤] وَعَنْهُ قَالَ: انْطَلَقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَتّٰى سَبَقُوا الْمُشْرِكِيْنَ إِلٰى بَدْرٍ وَجَاءَ الْمُشْرِكُوْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «قُوْمُوْا إِلٰى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ». قَالَ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ:

[১০৪৭] **সহীহ** : সহীহুল বুখারী ২৮২৬, সহীহ মুসলিম ১৮৯০, নাসায়ী ৩১৬৬, মুসনাদ আহমাদ ৯৯৭৬, সহীহ আল জামি' ৮১০০।

[১০৪৮] **সহীহ** : সহীহ মুসলিম ১৯০৯, আবূ দাউদ ১৫২০, নাসায়ী ৩১৬২, তিরমিযী ১৬৫৩, ইবনু মাজাহ ২৭৯৭, দারিমী ২৪৫১, সহীহ আল জামি' ৬২৭৬, সহীহ আত্ তারগীব ১২৭৬।

[১০৪৯] **সহীহ** : সহীহুল বুখারী ২৮০৯, সহীহ আত্ তারগীব ১৩৮৩।

Contents

بَخٍ بَخٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «مَا يَحْمِلُكَ عَلٰى قَوْلِكَ : بَخٍ بَخٍ؟» قَالَ : لَا وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِلَّا رَجَاءَ أَنْ أَكُوْنَ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ : «فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا» قَالَ : فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهٖ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ : لَئِنْ أَنَا حُيِّيْتُ حَتّٰى اٰكُلَ تَمَرَاتِيْ إِنَّهَا الْحَيَاةُ طَوِيلَةٌ قَالَ : فَرَمٰى بِمَا كَانَ مَعَهٗ مِنَ التَّمْرِ ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتّٰى قُتِلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৮১০-[২৪] উক্ত রাবী (আনাস ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তার সহাবীগণসহ রওয়ানা হয়ে মুশরিকদের পূর্বেই বাদ্‌র প্রান্তরে পৌছে গেলেন। অতঃপর মুশরিকরাও সেখানে এসে গেল। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ (সহাবীগণের উদ্দেশে) ঘোষণা করলেন, তোমরা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সমবিস্তৃত এমন এক জান্নাতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। এটা শুনে 'উমায়র ইবনুল হুমাম ﷺ বলে উঠল, বাহ! বাহ! রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এরূপ বললে? সে বলল, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আল্লাহর কৃসম! আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নয়; শুধুমাত্র জান্নাতে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষায় এরূপ বলেছি যেন আমি তার অধিবাসী হই। তদুত্তরে তিনি (ﷺ) বলেন, তুমি নিশ্চয় জান্নাতের অধিবাসী হবে। রাবী বলেন যে, এরপরে ঐ সহাবী তার তীরের থলি হতে কয়েকটি খেজুর বের করে খেতে লাগলেন এবং পরক্ষণেই বলে উঠলেন, এ খেজুরগুলো খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত বেঁচে থাকাও অনেক দীর্ঘ জীবন! এটা বলে সে সব খেজুর ছুঁড়ে দিয়ে শত্রুর মুকাবিলায় যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করল। (মুসলিম)[১০৫০]

٣٨١١ - [٢٥] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «مَا تَعُدُّوْنَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟» قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَنْ قُتِلَ فِيْ سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ : «إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِيْ إِذًا لَقَلِيلٌ : مَنْ قُتِلَ فِيْ سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِيْ سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُوْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৮১১-[২৫] আবূ হুরায়রাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যকার কাকে তোমরা শাহীদ বলে মনে কর? সহাবীগণ সমস্বরে বলে উঠল, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হয়, সেই শাহীদ। তিনি (ﷺ) বলেন, তাহলে তো আমার উম্মাতের মধ্যে শাহীদের সংখ্যা খুবই নগণ্য হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করে, সে শাহীদ; যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিয়োজিত থেকে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে সেও শাহীদ এবং যে ব্যক্তি প্লেগরোগে মৃত্যুবরণ করে, সেও শাহীদ। আর যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণ করে, সেও শাহীদ। (মুসলিম)[১০৫১]

٣٨١٢ - [٢٦] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْ فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ إِلَّا كَانُوْا قَدْ تَعَجَّلُوْا ثُلُثَيْ أُجُوْرِهِمْ وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَخْفُقُ وَتُصَابُ إِلَّا تَمَّ أُجُوْرُهُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[১০৫০] সহীহ : সহীহ মুসলিম ১৯০১, মুসনাদ আহমাদ ১২৩৯৮, সহীহ আত্ তারগীব ১৩১২।
[১০৫১] সহীহ : সহীহ মুসলিম ১৯১৫, মুসনাদ আহমাদ ৮০৯২, ইবনু মাজাহ ২৮০৪, সহীহ আত্ তারগীব ১৩৯৩।

Contents

৩৮১২-[২৬] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর পথে মুজাহিদগণ সংখ্যায় বেশি হোক বা কম হোক যদি জিহাদে জয়ী হয়ে গনীমাতের মালসহ নিরাপদে বাড়ী ফিরে আসে, তবে তারা জিহাদের সাওয়াবের দুই-তৃতীয়াংশ দুনিয়াতেই লাভ করল। আর যে কোনো ক্ষুদ্র দল বা বৃহৎ দল যদি তারা গনীমাত লাভে বঞ্চিত হয় এবং জান-মালের ক্ষতিসাধন হয় অথবা শাহীদ হয় বা আহত হয়, তবে তারা পরিপূর্ণ সাওয়াবের অধিকারী হবে। (মুসলিম)[১০৫২]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে ছোট বা বড় যুদ্ধদলের দু'টি অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদার অধিকারী হওয়ার বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। মূলত এ হাদীসটিও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ফাযীলাত সংক্রান্ত।

'গাযিয়াহ্ বা সারিয়্যাহ্' বলতে এখানে উদ্দেশ্য হলো যুদ্ধের জামা'আত- যারা সংঘবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে থাকে। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৪৯৪)

ক্বাযী 'ইয়ায বলেন : "যে ব্যক্তি কাফিরদের সাথে লড়াই করে নিরাপদে গনীমাত নিয়ে ফিরে আসে, সে দুই-তৃতীয়াংশ প্রতিদান নিয়ে ফিরে আসে। [এক] যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে নিরাপদে ফিরে আসা, [দুই] গনীমাত লাভ। আর এ দু'টিই পার্থিব প্রতিদান। আর [তৃতীয়] যে প্রতিদান বা পুরস্কার বাকী আছে, উক্ত মুজাহিদ তা পরকালে পাবে। কারণ সে আল্লাহর শত্রুদের সাথে লড়াই করার ইচ্ছা করেছিল।

হাদীসে বর্ণিত تخفق শব্দটির অর্থ হলো, যে ব্যক্তি যুদ্ধ করেছে কিন্তু গনীমাত পায়নি।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহঃ)-এর মতে হাদীসের শেষাংশে বর্ণিত কথাটির অর্থ হলো, যে ব্যক্তি নিজে যুদ্ধ করল এবং শাহীদ হলো বা আহত হলো, কিন্তু গনীমাত পেল না, ঐ ব্যক্তির প্রতিদান পূর্ণরূপে বাকী থাকল। সে পূর্ণরূপে পরকালে এর ফল ভোগ করবে।" (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٨١٣-[٢٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ نِفَاقٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৮১৩-[২৭] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জিহাদে অংশগ্রহণ করেনি এবং জিহাদের নিয়্যাত না করে মৃত্যুবরণ করে, সে প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক্ব হয়েই মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিম)[১০৫৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির ব্যাপারে 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন : "আমরা মনে করি এ বিধানটি বিশেষভাবে মহানাবী ﷺ-এর যুগের জন্য খাস ছিল। অন্যান্য 'উলামায়ে কিরাম বলেছেন যে, এ বিধানটি 'আম্ তথা শুধু রসূল ﷺ-এর যুগের সাথেই খাস নয়; বরং এ যুগেও যদি কারো মধ্যে এরূপ সমস্যা থাকে তবে তার হুকুমও একই। (শারহু মুসলিম ১৩শ খণ্ড, হাঃ ১৯১০)

(وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ) এ বাক্যের ভাবার্থ হলো, যে ব্যক্তি মনে মনেও জিহাদের দৃঢ় সংকল্প করেনি বা এ কথাও বলেনি যে, হায়! যদি মুজাহিদ হতাম! আবার কারো মতে এ বাক্যের অর্থ হলো সে কখনই জিহাদের জন্য বের হওয়ার ইচ্ছা করেনি। আর জিহাদের উদ্দেশে বের হওয়ার ইচ্ছার বাহ্যিক বহিঃপ্রকাশ হলো যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত করা। এ দিকে ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, অর্থাৎ- "তারা

[১০৫২] **সহীহ :** সহীহ মুসলিম ১৯০৬।

[১০৫৩] **সহীহ :** সহীহ মুসলিম ১৯১০, আবূ দাউদ ২৫০২, নাসায়ী ৩০৯৭, মুসনাদ আহমাদ ৮৮৬৫, সহীহ আল জামি' ৬৫৪৮, সহীহ আত্ তারগীব ১৩৯০।

(জিহাদের উদ্দেশে) বের হতে চাইলে নিশ্চয় তারা এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করত, কিন্তু তাদের অভিযাত্রা আল্লাহর মনঃপূত ছিল না, সুতরাং তিনি তাদেরকে বিরত রাখেন এবং তাদেরকে বলা হয়, যারা বসে আছে তোমরা তাদের সাথে বসে থাক"- (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৪৬)।

(مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ) অর্থাৎ বিশেষ এক প্রকারের নিফাক্বের উপর সে মৃত্যুবরণ করবে। যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে জিহাদ থেকে অনুপস্থিত মুনাফিক্বদের সাথে অধিক সাদৃশ্যশীল। আর যে ব্যক্তি যে জাতির সাথে সাদৃশ্যশীল সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। বলা হয়ে থাকে : এটি রসূল ﷺ-এর যুগের সাথে খাস বা বিশেষিত। তবে স্পষ্ট এবং অধিকতর সঠিক কথা হলো এটি সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্য। আর প্রতিটি মু'মিনের জন্য কর্তব্য হলো জিহাদের নিয়্যাত রাখা- চাই সেটি (অবস্থাভেদে) ফারযে কিফায়াহ্ হোক বা ফারযে 'আইন হোক। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٨١٤-[٢٨] وَعَنْ أَبِي مُوسٰى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانُهٗ فَمَنْ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ؟ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৮১৪-[২৮] আবূ মূসা আল আশ্'আরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক লোক নাবী ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, এমন কেউ যদি গনীমাতের ধন-মালের লাভের প্রত্যাশায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, কেউ সুনাম সুখ্যাতি (তথা মুজাহিদ নাম) অর্জনের প্রত্যাশায় যুদ্ধ করে, আর কেউ আছে বীরত্ব প্রদর্শনের (তথা যোদ্ধা হওয়ার) অহমিকায় যুদ্ধ করে- এদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সর্বোত্তম? উত্তরে তিনি (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর বাণী-বিধান (ইসলাম) প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করে, সে-ই শুধু আল্লাহর পথে জিহাদ করে। (বুখারী, মুসলিম)[১০৫৪]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে স্পষ্টভাবে যোদ্ধাদের নিয়্যাতের ভিন্নতা বর্ণনা করা হয়েছে এবং সত্যিকারার্থে কে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী? তারও সুস্পষ্ট বর্ণনা এ হাদীসে রয়েছে।

(الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ) এ কথার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ঐ ব্যক্তি যে কেবল এই প্রত্যাশায় জিহাদ করে যে, মানুষ তাকে নিয়ে আলোচনা করবে, যার ফলে তার প্রসিদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে। এটি মূলত আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

(وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانُهٗ) এখানে বলা হয়েছে যে, সে লড়াই করে তার স্থান দেখানোর জন্য। আর অপর বর্ণনায় এসেছে, সে লড়াই করে লোক দেখানোর জন্য। যাই হোক এখানে মূলত উদ্দেশ্য হলো রিয়া তথা লোকদেখানো 'আমাল- যাতে আল্লাহকে খুশী করার কোনো ইচ্ছে নেই। আর ইসলামে এরূপ করা নিন্দনীয়। অন্য বর্ণনায় আছে "যে ব্যক্তি নিজের জন্য বা নিজের পরিবারের জন্য অথবা গোত্রের জন্য কিংবা সাথীর জন্য যুদ্ধ করে (সেও মূলত আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে না)। মানসূর-এর বর্ণনায় এসেছে, 'যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধ বা ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে যুদ্ধ করে (সেও প্রকৃত মুজাহিদ নয়)। উল্লিখিত সকল কারণেই জিহাদ করা নিষেধ। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৮১০)

[১০৫৪] **সহীহ :** সহীহুল বুখারী ২৮১০, সহীহ মুসলিম ১৯০৪, আবূ দাউদ ২৫১৭, নাসায়ী ৩১৩৬, তিরমিযী ১৬৪৬, ইবনু মাজাহ ২৭৮৩, মুসনাদ আহমাদ ১৯৫৯৬, সহীহ আল জামি' ৬৪১৭, সহীহ আত্ তারগীব ১৩২৮।

প্রকৃতপক্ষে কে আল্লাহর রাস্তায় সত্যিকারে জিহাদ করছে? এ প্রশ্নের জবাবে রসূলুল্লাহ ﷺ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর তাওহীদের বাণীকে তথা তাঁর একত্ববাদকে পৃথিবীতে সুউচ্চ আসনে আসীন করানোর জন্য যুদ্ধ করবে সেই প্রকৃত মুজাহিদ বা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী।

(مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ) এ কথার ভাবার্থ হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে উঁচু করার জন্য যুদ্ধ না করে অন্য উদ্দেশে যুদ্ধ করবে সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী বলে গণ্য হবে না। যেমন আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি এসে রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, কোনো ব্যক্তি সুনাম-সুখ্যাতি ও প্রতিদানের আশায় যুদ্ধ করল, তার কি প্রতিদান রয়েছে? তিনি (ﷺ) বললেন, "কিছুই না"। প্রশ্নকারী একই প্রশ্ন তিনবার করলে, তিনি (ﷺ) বললেন, কিছুই না। এরপর তিনি (ﷺ) বললেন : «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه»

অর্থাৎ- নিশ্চয় আল্লাহ সে 'আমাল গ্রহণ করবেন না, যাতে ইখলাস ও আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রত্যাশা করা হয়নি। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৮১০)

(كَلِمَةُ اللهِ) তথা 'আল্লাহর কালিমাহ্' বলতে কালিমাতুত্ তাওহীদকে বুঝানো হয়েছে, আর তা হলো لا إله إلا الله তথা 'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মা'বূদ নেই। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٨١٥ ـ[٢٩] وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَدَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيْرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوْا مَعَكُمْ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «إِلَّا شَرِكُوْكُمْ فِي الْأَجْرِ». قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: «وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৮১৫-[২৯] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তাবূক যুদ্ধ হতে ফিরে যখন মাদীনার সন্নিকটবর্তী হলেন তখন বললেন, এমন কিছু সংখ্যক লোক মাদীনায় রয়ে গেছে। তোমরা সফরে যে সকল ভূমি বা উপত্যকায় যেখানে যেখানে গমন করেছ, তারা সর্বাবস্থায় তোমাদের সঙ্গে ছিল।

অপর বর্ণনায় রয়েছে, তারা তোমাদের সাথে সাওয়াব লাভে শারীক ছিল। উপস্থিত সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! তারা মাদীনায় অবস্থান করে আমাদের সাথে কিভাবে শারীক হয়েছে? তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ, তারা মাদীনাতেই অবস্থানরত; তাদের (শারীরিক ও আর্থিক) অসামর্থ্যই (অপারগতা) তোমাদের সাথে যেতে বিরত রেখেছে। (বুখারী, মুসলিম)[১০৫৫]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটিতে কোনো ভালো কাজের জন্য নিয়্যাত করার ফাযীলাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ বা অন্য কোনো ভালো কাজের নিয়্যাত করার পর কোনো ওযরের কারণে যদি সে কাজটি না করতে পারে, তারপরও নিয়্যাত অনুসারে সে সাওয়াব পেয়ে যাবে। আর যদি কল্যাণকর কাজটি ছুটে যাওয়ার কারণে বেশী বেশী আফসোস করে এবং যোদ্ধাদের সাথে যাওয়ার ও তাদের মতো লড়াই করার আকাঙ্ক্ষা করে, তাহলে তার সাওয়াব সেই হারে বৃদ্ধি করা হবে।

(শারহু মুসলিম ১৩শ খণ্ড, হাঃ ১৯১১)

(إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا) এ বাক্যে বুঝানো হয়েছে, মাদীনায় এমন কিছু লোক আছে যারা মনে মনে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশে বের হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, কিন্ত প্রয়োজন বা অপারগতা তাদেরকে আটকে রেখেছে, ফলে মুজাহিদগণের সাথে তারা স্বশরীরে অংশগ্রহণ করতে পারছে না।

[১০৫৫] **সহীহ :** সহীহুল বুখারী ৪৪২৩, ইবনু মাজাহ ২৭৬৪, মুসনাদ আহমাদ ১২০০৯।

হাদীসে 'ওয়াদী' তথা উপত্যকার কথা বিশেষভাবে বলার কারণ হলো তা অতিক্রম করা বেশী কষ্টসাধ্য। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যারা সমস্যার কারণে যুদ্ধে যেতে পারছে না, তারাও প্রতিদানের দিক থেকে মুজাহিদদের সাথে অংশীদার হবে। তবে তারা প্রতিদান বা সাওয়াবের পরিমাণের দিক থেকে সমান হবে না। এ কথা বুঝা যায় নিম্নোক্ত কুরআনের আয়াত থেকে : অর্থাৎ- "অক্ষম নয় এমন বসে-থাকা মু'মিনরা আর জান-মাল দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীগণ সমান নয়; নিজেদের ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদকারীদেরকে বসে-থাকা লোকেদের উপর আল্লাহ মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ সকলের জন্যই কল্যাণের ওয়াদা করেছেন এবং মুজাহিদদেরকে বসে-থাকা লোকেদের তুলনায় আল্লাহ মহাপুরস্কার দিয়ে মর্যাদা দান করেছেন।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৯৫)

٣٨١٦ -[٣٠] وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ.

৩৮১৬-[৩০] আর ইমাম মুসলিম-এর হাদীসটি জাবির (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[১০৫৬]

٣٨١٧ -[٣١] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: «أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: «فَارْجِعْ إِلٰى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا».

৩৮১৭-[৩১] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি চাইল। তখন তিনি (ﷺ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা-পিতা কি জীবিত আছে? উত্তরে সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, যাও তাদের (খিদমাতের) মধ্যে জিহাদ কর। (বুখারী, মুসলিম)[১০৫৭]

অন্য বর্ণনায় আছে, তুমি তোমার মাতা-পিতার নিকট ফিরে যাও এবং সর্বদা তাদের সাথে সদাচরণ কর।

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে পিতামাতার খিদমাত ও তাদেরকে সন্তুষ্টকরণের প্রতি গুরুত্ব দিতে গিয়ে নাফ্ল জিহাদের উপর তাদের সাথে সদাচরনকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

(فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ) এ বাক্যে পিতামাতার সাথে লড়াই বা যুদ্ধ করতে আদেশ করা হয়নি; বরং তাদের সাথে সদাচরণ ও খিদমাত করতে গিয়ে যে কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হতে হয়, তাকেই হাদীসে জিহাদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ জিহাদের কষ্টটা শারীরিক ও সম্পদ ব্যয় উভয় মাধ্যমেই হয়ে থাকে। আর প্রত্যেক যে সকল কাজ আত্মাকে ক্লান্ত করে ফেলে তাকে জিহাদ বলে। এই অর্থে পিতামাতার সাথে সদাচরণ করা হলো সবচেয়ে বড় জিহাদ। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩০০৪)

'শারহুস্ সুন্নাহ্' নামক গ্রন্থের ভাষ্যমতে, নাফ্ল জিহাদের ক্ষেত্রে মুসলিম পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত বের হওয়া যাবে না। কিন্তু জিহাদ যদি ফার্যে 'আইন হয়ে যায় তাহলে তাদের অনুমতি ছাড়াই বের হতে

[১০৫৬] **সহীহ :** সহীহ মুসলিম ১৯১১, ইবনু মাজাহ ২৭৬৫, মুসনাদ আহমাদ ১৪২০৮।

[১০৫৭] **সহীহ :** সহীহুল বুখারী ৩০০৪, সহীহ মুসলিম ২৫৪৯, আবূ দাউদ ২৫২৯, নাসায়ী ৩১০৩, তিরমিযী ১৬৭১, মুসনাদ আহমাদ ৬৭৬৫, ইরওয়া ১১৯৯, সহীহ আত্ তারগীব ২৪৮০।

হবে। এ ক্ষেত্রে তাদের অবাধ্য হওয়াই জরুরী। আর পিতামাতা যদি কাফির হয় তাহলে সেক্ষেত্রে জিহাদ নাফ্‌ল হোক বা ফার্‌য- তাদের অনুমতি ছাড়াই বের হওয়া যাবে। অনুরূপভাবে মুসলিম পিতামাতার অনুমতি ছাড়া বা তারা যদি অপছন্দ করে তাহলে নাফ্‌ল, সিয়াম, হাজ্জ, 'উমরাহ্, যিয়ারত ইত্যাদি পালন করবে না। ইমাম ইবনু হুমাম বলেন, "ঐ ব্যক্তির ওপর ফার্‌য ছিল পিতামাতা উভয়ের আনুগত্য করা, কিন্তু জিহাদ করা ফার্‌য ছিল না"।

সুনানে আবূ দাউদে বর্ণিত হয়েছে, আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি ইয়ামান থেকে হিজরত করে নাবী (ﷺ)-এর নিকট আসলেন। তখন নাবী (ﷺ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়ামানে কি তোমার কেউ রয়েছে? সে বলল, আমার পিতা মাতা আছে। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, তারা কি তোমাকে অনুমতি দিয়েছে? সে বলল, না। তখন নাবী (ﷺ) বললেন, ফিরে গিয়ে তাদের অনুমতি নাও। যদি তারা তোমাকে অনুমতি দেয় তবে জিহাদ কর, নইলে তাদের সেবা কর। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٨١٨ـ[٣٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৮১৮-[৩২] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) মাক্কাহ্ বিজয়ের দিন বললেন : মাক্কাহ্ বিজয়ের পরে আর হিজরত নেই (ফার্‌য নয়), শুধু জিহাদ ও নিয়্যাত ব্যতীত। অতঃপর যখনই তোমাদেরকে জিহাদের জন্য আহ্বান করা হবে, তখনই তোমরা যুদ্ধ করার জন্য বের হয়ে যাবে। (বুখারী, মুসলিম)[১০৫৮]

ব্যাখ্যা : (لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ) তথা 'মাক্কাহ্ বিজয়ের পর থেকে আর কোনো হিজরত নেই', এ কথার ব্যাখ্যায় আহলুল 'ইল্‌মগণ বলেন, ক্বিয়ামাত পর্যন্ত দারুল হার্‌ব থেকে দারুল ইসলামের উদ্দেশে হিজরত করার বিধান বাকী থাকবে। এ হাদীসটির ব্যাখ্যায় মূলত দু'টি কথা বলা হয়েছে :

প্রথম কথা : মাক্কাহ্ বিজয়ের পর মাক্কাহ্ থেকে আর কোনো হিজরত নেই। কারণ তা তখনই দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে গেছে। আর হিজরত মূলত দারুল হার্‌ব থেকে দারুল ইসলামের দিকে হয়ে থাকে। আর এটি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মু'জিযা যে, দারুল ইসলামে অবস্থান করতে হবে- এখান থেকে হিজরত করা যাবে না।

দ্বিতীয় কথা : মাক্কাহ্ বিজয়ের পর থেকে এ শহরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক সেখান থেকে হিজরত করে অন্য কোথাও যাওয়া যাবে না- যেমনিভাবে বিজয়ের পূর্বেও মাক্কাহ্ সম্মানিত ছিল। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন : অর্থাৎ- "তোমাদের মধ্যে যারা মাক্কাহ্ বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে তারা মর্যাদাগত দিক থেকে অধিক মর্যাদার অধিকারী, তারা তাদের সমান নয় যারা মাক্কাহ্ বিজয়ের পর ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে"- (সূরাহ্ আল হাদীদ ৫৭ : ১০)।

(وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ) তথা 'কিন্তু জিহাদ এবং নিয়্যাত বাকী থাকবে', এ কথার অর্থ হলো, হিজরতের যে ফাযীলাত বর্ণিত হয়েছে তা অর্জনের সঠিক উপায় হলো জিহাদ ও সকল কাজে সঠিক ও সুন্দর নিয়্যাত করা। (শারহু মুসলিম ৯ম খণ্ড, হাঃ ১৩৫৩)

[১০৫৮] **সহীহ** : সহীহুল বুখারী ২৭৮৩, সহীহ মুসলিম ১৩৫৩, আবূ দাউদ ২৪৮০, নাসায়ী ৪১৭০, তিরমিযী ১৫৯০, মুসনাদ আহমাদ ১৯৯১, দারিমী ২৫৫৪, ইরওয়া ১১৮৭, সহীহ আল জামি' ৭৫৬৩।

(وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا) অর্থাৎ- যখন ইমাম তথা মুসলিম নেতা তোমাদেরকে যুদ্ধের জন্য ডাকবে তখন তার ডাকে সাড়া দিয়ে বের হওয়া তোমাদের জন্য ওয়াজিব। ইমাম যুদ্ধের জন্য যাকে নির্ধারণ করবেন তার জন্য মুজাহিদ কাফেলায় যোগদান করা ফার্‌যে 'আইন হয়ে যায়। এ রকমই বর্ণিত হয়েছে 'ইরশাদুস্ সাবি' গ্রন্থে। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৪৭৭)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٨١٩ـ[٣٣] عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ عَلٰى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتّٰى يُقَاتِلَ اٰخِرُهُمُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৮১৯-[৩৩] 'ইম্‌রন ইবনু হুসায়ন (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে সর্বদা একটি দল সত্যের উপর অটল-অবিচল থেকে শত্রুর মুকাবিলায় সংগ্রাম করতে থাকবে এবং তাদের বিরুদ্ধবাদীদের ওপর বিজয়ী হবে। এমনিভাবে উম্মাতের শেষ দল মাসীহ দাজ্জালের (সত্য-মিথ্যার আন্দোলনে) সাথেও লড়াই-সংগ্রাম করতে থাকবে। (আবূ দাঊদ)[১০৫৯]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটিতে রসূল (ﷺ)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণীর বর্ণনা বিদ্যমান। আর তা হলো এই উম্মাতের একটি দল সর্বযুগেই হাক্বের উপর অটল অবিচল থেকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে যাবে এবং তারা বিজয়ী হবে।

(ظَاهِرِيْنَ عَلٰى مَنْ نَاوَأَهُمْ) অর্থাৎ তারা ঐ সকল লোকেদের ওপর বিজয়ী হবে, যারা তাদের শত্রুতা করবে। অন্য কথায়, যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী এ দলটি বিজয়ী হবে। ('আওনুল মা'বূদ খণ্ড ৫, হাঃ ২৪৮১)

হাদীসের বাণী «حَتّٰى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ» তথা 'এমনকি তাদের সর্বশেষ দলটি দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে', এখানে সর্বশেষ যুদ্ধদল বলতে মাহদী, 'ঈসা (আলায়হিস সালাম) ও তাদের অনুসারীগণ উদ্দেশ্য। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

'ঈসা (আলায়হিস সালাম) আসমান হতে অবতরণের পর বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকট মুসলিমরা যখন তাকে (দাজ্জালকে) আটকে রাখবে তখন 'ঈসা (আলায়হিস সালাম) তাকে হত্যা করবেন। আর মুসলিমদের মাঝে মাহদীও উপস্থিত থাকবেন। দাজ্জালকে হত্যা করার পর আর জিহাদ থাকবে না।

ইয়া'জূজ- মা'জূজ-এর সাথে শক্তিতে মুসলিমরা পেরে উঠবে না। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও ধ্বংস করে দিবেন। ফলে যতদিন 'ঈসা (আলায়হিস সালাম) পৃথিবীতে জীবিত থাকবেন ততদিন পৃথিবীতে কোনো কাফির থাকবে না। মিরক্বাতুল মাফাতীহে অনুরূপ বর্ণনাই পাওয়া যায়। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৪৮১)

٣٨٢٠ـ[٣٤] وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُجَهِّزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِيْ أَهْلِهٖ بِخَيْرٍ أَصَابَهُ اللهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

[১০৫৯] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২৪৮৪, মুসনাদ আহমাদ ১৯৮৫১, সহীহ আল জামি' ৭২৯৪।

৩৮২০-[৩৪] আবূ উমামাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজে জিহাদে অংশগ্রহণ করল না, মুজাহিদদের যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবস্থাও করল না এবং কোনো মুজাহিদের অবর্তমানে তার পরিবার-পরিজনের তত্ত্বাবধান (দেখাশোনা) করল না, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামাতের পূর্বে (দুনিয়াতেই) কঠিন বিপদাপদে নিপতিত করবেন। (আবূ দাঊদ)[১০৬০]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদ থেকে সর্বদিক থেকে বিমুখ ব্যক্তির জন্য ভয়াবহ সতর্কবাণী উল্লেখ করেছেন। উক্ত ব্যক্তির জন্য ক্বিয়ামাতের পূর্বেই আল্লাহর পক্ষ থেকে ভয়ঙ্কর 'আযাবের সতর্কবাণী রয়েছে এ হাদীসে।

হাদীসে বর্ণিত শব্দ (مَنْ لَمْ يَغْزِ) বলে হাকীকী তথা প্রকৃত যুদ্ধকে বুঝানো হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(أَصَابَهُ اللّٰهُ بِقَارِعَةٍ) এ বাক্যের ভাবার্থ হলো, ধ্বংসাত্মক দুর্যোগ দিয়ে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দিবেন। 'আরবী শব্দ ক্বা-রি'আহ্ হলো এমন শাস্তি বা দণ্ডের আদেশ যা হঠাৎ করে চলে আসে।

('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫০০)

٣٨٢١ـ[٣٥] وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ وَالدَّارِمِيُّ

৩৮২১-[৩৫] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা মুশরিকদের সাথে তোমাদের জান, মাল ও জবান দ্বারা জিহাদ কর। (আবূ দাঊদ, নাসায়ী ও দারিমী)[১০৬১]

ব্যাখ্যা : "তোমরা মুশরিকদের সাথে জিহাদ কর" এ কথার ব্যাখ্যায় 'সুবুলুস্ সালাম' গ্রন্থে বলা হয়েছে, এ হাদীসটি নফসের সাথে জিহাদ করা ওয়াজিব হওয়ার দলীল। আর নাফ্সের সাথে জিহাদ করা মানে হলো জিহাদের উদ্দেশে বের হওয়া এবং কাফিরদের সাথে মুখোমুখী হওয়া। আর মাল দ্বারা জিহাদ বলতে যুদ্ধের জন্য যে খরচাদি হয় তা এবং অস্ত্র ক্রয়ের খরচাদি উদ্দেশ্য। আর জিহ্বা দ্বারা জিহাদ বলতে, কাফিরদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান ও তাদের বিরুদ্ধে মজবুত দলীল পেশ করা এবং তাদেরকে ধমক দেয়া ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫০১)

٣٨٢٢ـ[٣٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَاضْرِبُوا الْهَامَ تُوَرَّثُوا الْجِنَانَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৩৮২২-[৩৬] আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা (পরিচিত-অপরিচিত সকলের প্রতি নিয়মিত) সালাম প্রতিষ্ঠা কর, (অনাহারকে) আহার করাও এবং শত্রুর মস্তক অবনত কর (আঘাত হানো), তাহলে তোমাদেরকে জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হবে।

(তিরমিযী; তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব)[১০৬২]

[১০৬০] হাসান : আবূ দাঊদ ২৫০৩, দারিমী ২৪৬২, রিয়াযুস্ সলিহীন ১৩৫৬।

[১০৬১] সহীহ : আবূ দাঊদ ২৫০৪, নাসায়ী ৩০৯৬, মুসনাদ আহমাদ ১২২৪৬, দারিমী ২৪৭৫, সহীহ আল জামি' ৩০৯০।

[১০৬২] য'ঈফ : তিরমিযী ১৮৫৪, য'ঈফাহ্ ১৩২৪, য'ঈফ আল জামি' ৯৯৫। কারণ এর সানাদে উসমান বিন আব্দুর রহমান আল জুমাহী একজন মাজহূল রাবী।

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে বেশী বেশী সালাম বিনিময়, ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ানো এবং কাফিরদের নির্মূল করণার্থে জিহাদে অংশগ্রহণকে জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেও আমরা জিহাদে অংশগ্রহণের ফাযীলাত সম্পর্কে জানতে পারি।

আরবী শব্দ 'হাম' হচ্ছে 'হাম্মাহ' এর বহুবচন, যার অর্থ মাথা। হাদীসে মাথায় আঘাত করার অর্থ হলো কাফিরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٨٢٣-[٣٦] وَعَن فَضَالَةَ بْنِ عُبَيدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلٰى عَمَلِهٖ إِلَّا الَّذِيْ مَاتَ مُرَابِطًا فِيْ سَبِيلِ اللهِ فَإِنَّهٗ يُنْمٰى لَهٗ عَمَلُهٗ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৩৮২৩-[৩৬] ফাযালাহ্ ইবনু 'উবায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রত্যেক লোকের মৃত্যুর সাথে সাথে তার 'আমালের সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু যে লোক আল্লাহর পথে (কোনো কাজে) নিয়োজিত থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তার 'আমাল নিঃশেষ হয় না, ক্বিয়ামাত পর্যন্ত তার 'আমাল বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সে ক্ববরের কঠিন 'আযাব হতে নিরাপত্তা লাভ করবে। (তিরমিযী, আবূ দাউদ)[১০৬৩]

ব্যাখ্যা : উল্লিখিত হাদীসটি থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর রাস্তায় শত্রুবাহিনীর কবল থেকে মুসলিমদের রক্ষা করার জন্য পাহাড়ারত মুজাহিদ মারা গেলে তার 'আমাল স্বাভাবিকভাবে মৃত ব্যক্তির 'আমালের মতো বন্ধ হয়ে যায় না; বরং তার 'আমাল জারী থাকে এবং ক্বিয়ামাত পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। শুধু তাই নয়, ক্ববরের শাস্তি থেকেও সে নিরাপদ থাকে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী, (كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلٰى عَمَلِهٖ) অর্থাৎ- প্রত্যেক ব্যক্তির 'আমালনামা তার মৃত্যুর সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যায় এবং আর লেখা হয় না। কিন্তু মুসলিমদের পাহাড়াদানের কাজে নিয়োজিত অবস্থায় কেউ মারা গেলে তার ব্যাপারটি আলাদা। তার নেকী মৃত্যুর পরেও ক্বিয়ামাত পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।
('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৪৯৭)

(فَإِنَّهٗ يُنْمٰى لَهٗ عَمَلُهٗ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) অর্থাৎ- তার 'আমাল ক্বিয়ামাত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। প্রত্যেক সময়ে তার সাথে নতুন করে 'আমাল মিলিত হবে। আর এ নেকী বৃদ্ধির সময় ক্বিয়ামাত পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করার কারণ হলো ঐ ব্যক্তি নিজেকে এমন কাজে উৎসর্গ করেছে, যার ফল মুসলিমরা যুগ যুগ ধরে ভোগ করছে। সে তাদের শত্রু মুশরিকদেরকে প্রতিহত করে দীনকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস চালিয়েছিল।

(وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ) অর্থাৎ সে ক্ববরের ফিতনাহ্ থেকে নিরাপদ থাকবে। বলা হয়েছে যে, এ ব্যক্তি ঐ সকল লোকেদের থেকে ভিন্ন, যাদের কথা সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, 'যখন কোনো মানুষ মারা যায় তখন তার 'আমাল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি বিষয় ব্যতীত। ১. সদাক্বায়ে জারিয়াহ্, ২. উপকারী 'ইল্ম ও ৩. সৎ সন্তান- যে তার পিতা-মাতার জন্য দু'আ করে।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٨٢٤-[٣٧] وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.

৩৮২৪-[৩৭] আর দারিমী হাদীসটি 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন।[১০৬৪]

[১০৬৩] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২৫০০, তিরমিযী ১৬২১, মুসনাদ আহমাদ ২৩৯৫১, সহীহ আল জামি' ৪৫৬২।

[১০৬৪] **হাসান :** মুসনাদ আহমাদ ১৭৩৫৯, দারিমী ২৪২৫, সহীহ আল জামি' ৪৫৬২।

٣٨٢٥ - [٣٨] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ وَرِيحُهَا الْمِسْكُ وَمَنْ خَرَجَ بِهٖ خُرَاجٌ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابَعُ الشُّهَدَاءِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৩৮২৫-[৩৮] মু'আয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে লোক অতি অল্প সময় আল্লাহর পথে জিহাদ করে শাহীদ হয়েছে, তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে যায়। যে লোক (শত্রুর আঘাতে) আল্লাহর পথে হতাহত বা ক্ষত-বিক্ষতের দরুন কাতর হয়েছে– সে ক্বিয়ামাতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, উক্ত ক্ষতস্থান (দুনিয়ার তুলনায়) সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে, রক্তের রং হবে যা'ফরানের এবং তা হতে মিশ্‌কের সুগন্ধি বিচ্ছুরিত হতে থাকবে। আর আল্লাহর পথে জিহাদরত থাকাবস্থায় যে ব্যক্তির শরীরে ফোঁড়া-ঠোসা পরিলক্ষিত হবে, ক্বিয়ামাতের দিন উক্ত ফোঁড়ার উপরে শাহীদগণের সীলমোহর থাকবে। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী)[১০৬৫]

ব্যাখ্যা : আল্লাহর রাস্তায় কিছু সময় জিহাদ করার প্রতিদান হলো জান্নাত। তাছাড়া এ পথে কেউ আঘাতপ্রাপ্ত বা আহত হলে তারও রয়েছে বিশেষ মর্যাদা। আলোচ্য হাদীসে এ বিষয়েই আলোকপাত করা হয়েছে।

"যে আল্লাহর রাস্তায় হাদীসে উল্লিখিত সময়টুকু জিহাদ করবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে"। আর এ সময়টি বুঝাতে এখানে বলা হয়েছে, "ফাওয়াকু নাকাহ" যার অর্থ উটের দুইবার দুধ দোহনের মধ্যবর্তী সময়কে। অর্থাৎ একবার দুধ দোহনের পর পুনরায় স্তনে দুধ আসতে যে সময় লাগে তাকেই "ফাওয়াকু নাকাহ" বলে। আবার কারো মতে উট দোহন করা হয় সকাল ও সন্ধ্যায়। অতএব এখানে সকাল ও সন্ধ্যার মধ্যবর্তী সময়কে বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ বলেন, দুধ দোহনের সময় একবার বাটে টান দেয়ার পর পুনরায় টান দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে "ফাওয়াকু নাকাহ" বলা হয়েছে। আর এই তৃতীয় উদ্দেশ্যটিই এ ক্ষেত্রে বেশী উপযোগী। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক মুহূর্ত সময় যুদ্ধ করবে তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

جرح ও نكبة শব্দ দু'টির অর্থ একই। কারো কারো মতে, কাফিরদের পক্ষ থেকে যে ক্ষত হয় তাকে বলে جرح; আর نكبة বলা হয় ঐ ক্ষতকে যা বাহন থেকে পড়ে গিয়ে বা নিজের অস্ত্রের আঘাতে হয়ে থাকে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন : দুনিয়াতে তার যে ক্ষত হয়েছিল পরকালে সে এর চেয়ে বেশী ক্ষত নিয়ে উপস্থিত হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

خراج শব্দের অর্থ ফোঁড়া। অর্থাৎ তার শরীরে যদি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশে বের হওয়ার পর কোনো যখম বা ফোঁড়া বের হয় তাহলে সেটাও তার জন্য মর্যাদার কারণ হবে। এটাকে শাহীদদের স্ট্যাম্প বলে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫৩৮)

[১০৬৫] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ২৫৪১, নাসায়ী ৩১৪১, তিরমিযী ১৬৫৭, ইবনু মাজাহ ২৭৯২, মুসনাদ আহমাদ ২২১১৬, সহীহ আল জামি' ৬৪১৬, সহীহ আত্ তারগীব ১২৭৮।

٣٨٢٦ - [٣٩] وَعَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِىْ سَبِيلِ اللهِ كُتِبَ لَهٗ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

৩৮২৬-[৩৯] খুরয়ম ইবনু ফাতিক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কিছু ব্যয় (দান) করবে, তার জন্য এর বিনিময়ে সাতশত গুণ সাওয়াব প্রদান করা হবে। (তিরমিযী, নাসায়ী)[১০৬৬]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে আল্লাহর রাস্তায় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপক ফাযীলাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর সে ঘোষণা হলো, কেউ আল্লাহর রাস্তায় কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করলে তার সাতশ'গুণ বেশী সাওয়াব লিখা হবে।

(أَنْفَقَ نَفَقَةً فِىْ سَبِيلِ اللهِ) এ বাক্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বুঝাতে চেয়েছেন যে, কম হোক বা বেশী, আল্লাহর রাস্তায় যে কোনো পরিমাণের অর্থ ব্যয় করলেই হাদীসে বর্ণিত সাওয়াব অর্জিত হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(كُتِبَ لَهٗ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ) এ বাক্যে বর্ণিত নেকীর পরিমাণটি সর্বোচ্চ নয়; বরং সর্বনিম্ন প্রতিশ্রুত সীমা। এরপরে আল্লাহ যাকে চাইবেন আরো বৃদ্ধি করে দিবেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন : অর্থাৎ- "যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে তাদের উদাহরণ এমন একটি শস্যদানার সাথে, যা থেকে সাতটি শীষ বের হয়েছে, প্রত্যেকটি শীষে একশত শস্যদানা রয়েছে। আর আল্লাহ যাকে চান তাকে আরো বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ সুপ্রশস্ত এবং মহাজ্ঞানী"। (সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ ২ : ২৬১)

٣٨٢٧ - [٤٠] وَعَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِىْ سَبِيلِ اللهِ وَمِنْحَةُ خَادِمٍ فِىْ سَبِيلِ اللهِ أَوْ طَرُوقَةُ فَحْلٍ فِىْ سَبِيلِ اللهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩৮২৭-[৪০] আবূ উমামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর পথে সর্বোত্তম দান হলো তাঁবুর ছায়ার ব্যবস্থা করা এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধরত সৈনিকের সেবা-শশ্রুষার জন্য গোলাম দান করা অথবা আল্লাহর পথে পূর্ণ বয়স্কা (বাচ্চা প্রজননকারী অথবা সৈনিকের আরোহণের জন্য) উষ্ট্রী দান করা। (তিরমিযী)[১০৬৭]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে তিনটি উৎকৃষ্ট ও সর্বোত্তম সদাক্বাহ্ বা দান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে সেগুলো তুলে ধরা হলো :

(এক) আল্লাহর রাস্তায় যারা কাজ করে তাদের অবস্থানস্থলকে ছায়াঘেরা করার জন্য ছোট বা বড় তাঁবু সদাক্বাহ্ হিসেবে দেয়া, যা সফরে থাকাকালীন সময়ে বিশেষ সময়ে বিশ্রাম নেয়া বা রাত্রিযাপন করার জন্য স্থাপন করা হয়। فُسْطَاطٍ "ফুস্ত্বাত্ব" বলা হয় এমন তাঁবুকে, যার চারপাশে বেষ্টনী দেয়া হয় না; বরং স্থানটিকে ছায়াবিশিষ্ট করার জন্য শুধুমাত্র উপরে ছাউনি দেয়া হয়। তাহযীব গ্রন্থে বলা হয়েছে, পশমের তৈরি ঘরকে "ফুস্ত্বাত্ব" বলা হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[১০৬৬] **সহীহ :** নাসায়ী ৩১৮৬, তিরমিযী ১৬২৫, সহীহ আল জামি' ১৬১০, সহীহ আত্ তারগীব ১২৩৬।

[১০৬৭] **হাসান :** তিরমিযী ১৬২৭, মুসনাদ আহমাদ ২২৩২১, সহীহ আল জামি' ১২৪০, সহীহ আত্ তারগীব ১১০৯। তবে মুসনাদে আহমাদ-এর সানাদটি দুর্বল।

(দুই) আল্লাহর রাস্তায় কারো খিদমাতের জন্য খাদেম বা সেবক দান করা।

(وَمِنْحَةُ خَادِمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ) এর অর্থ হলো আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া কোনো ব্যক্তিকে কোনো খাদেমের মালিক বানিয়ে দেয়া বা খাদেম ধার দেয়া। এখান থেকে বুঝা যায় যে, নিজে কারো খিদমাত করাটা আরো বেশী উত্তম ও অধিক সাওয়াব অর্জনের মাধ্যম। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

(তিন) আল্লাহর রাস্তায় কোনো মুজাহিদকে সফর করার জন্য বাহন দান করা।

(طَرُوقَةُ فَحْلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ) অর্থ হলো আল্লাহর রাস্তায় সওয়ারী বা বাহন দান করা। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٨٢٨ - [٤١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَلِجُ النَّارَ مَنْ بَكٰى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتّٰى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ وَلَا يَجْتَمِعُ عَلٰى عَبْدٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَزَادَ النَّسَائِيُّ فِي أُخْرٰى: «فِي مَنْخِرَيْ مُسْلِمٍ أَبَدًا» وَفِي أُخْرٰى: «فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا».

৩৮২৮-[৪১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে লোক আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে ক্রন্দন করে, তার জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করা অসম্ভব, যেমনিভাবে দোহনকৃত দুধ পুনরায় স্তনে প্রবেশ করানো অসম্ভব। আর কোনো বান্দার শরীরে লেগে থাকা ধূলাবালু এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কস্মিনকালেও মিলিতি হতে পারে না।

ইমাম নাসায়ী (রহঃ) অপর হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, কোনো মুসলিমের নাকের অভ্যন্তরে আল্লাহর পথে ধূলাবালু ও জাহান্নামের ধোঁয়া কক্ষনো একত্রিত হবে না। নাসায়ীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, (সেটা) কোনো বান্দার নাকে কক্ষনো একত্রিত হতে পারে না। অনুরূপ কোনো বান্দার হৃদয়ে ঈমান ও কৃপণতা কক্ষনো একত্রিত হতে পারে না।[১০৬৮]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটিতে আল্লাহর রাস্তায় অটল থেকে জিহাদ করার ফাযীলাত বর্ণনা করা হয়েছে।

(لَا يَلِجُ النَّارَ مَنْ بَكٰى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتّٰى) এর অর্থ হলো ঐ ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না যে আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছে। মূলত আল্লাহর ভয়ে কাঁদা বলতে আল্লাহর বিধি-বিধান যথাযথ পালন করা এবং তাঁর নাফরমানী থেকে বিরত থাকা উদ্দেশ্য। আর প্রকৃতপক্ষে যে এরূপ করে সেই আল্লাহর ভয়ে কাঁদে।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৬৩৩)

(حَتّٰى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ) এ বাক্যে দোহনকৃত দুধ পুনরায় উট বা গাভীর স্তনে ফিরে যাওয়া অসম্ভব হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরে উপমা পেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহর ভয়ে যে কাঁদে তার জাহান্নামে প্রবেশ করাও তদ্রূপ অসম্ভব। আর এ বাক্যটি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের অনুরূপ : অর্থাৎ- "আর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না উট সুঁইয়ের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে। আর এভাবেই আমি পাপীদের প্রতিদান দেই"– (সূরাহ্ আল আ'রাফ ৭ : ৪০)। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৬৩৩)

[১০৬৮] **সহীহ** : নাসায়ী ৩১০৮, তিরমিযী ১৬৩৩, মুসনাদ আহমাদ ১০৫৬০, সহীহ আল জামি' ৭৭৭৮, সহীহ আত্ তারগীব ১২৬৯।

Contents

٣٨٢٩ - [٤٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩৮২৯-[৪২] ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : জাহান্নামের আগুন কক্ষনো দু'টি চক্ষুকে স্পর্শ করবে না। একটি চক্ষু, যা আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে ক্রন্দনরত হয়। অপর চক্ষু, যা আল্লাহর পথে (কোনো কাজে বা সীমান্ত) পাহারা দেয় বিনিদ্রা অবস্থায়। (তিরমিযী)[১০৬৯]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে পূর্বোল্লিখিত হাদীসের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে এবং তার সাথে আরেকটি বিষয় বাড়িয়ে বলা হয়েছে। মূলত এখানে আল্লাহর রাস্তায় পাহাড়াদানের ফাযীলাত বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, দু'টি চোখ কখনও জাহান্নামে যাবে না, (এক) যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদবে, (দুই) যে চোখ রাত জেগে আল্লাহর রাস্তায় মুসলিমদের পাহাড়াদানের কাজে নিয়োজিত থাকবে।

হাদীসে 'চোখ' শব্দ ব্যবহার করে মূলত ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। আংশিক বস্তুর কথা উল্লেখ করে সম্পূর্ণ বস্তুকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ- চোখ বলতে ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। আর "জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না" এ কথা বলে বুঝানো হয়েছে যে, সে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাবে।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৬৩৯)

٣٨٣٠ - [٤٣] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِشِعْبٍ فِيهِ عُيَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٌ فَأَعْجَبَتْهُ فَقَالَ: لَوِ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِيْ هٰذَا الشِّعْبِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: «لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهٖ سَبْعِيْنَ عَامًا أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ؟ اُغْزُوْا فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩৮৩০-[৪৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জনৈক সহাবী পাহাড়ের সংকীর্ণ পথ অতিক্রমকালে সুমিষ্ট পানির এক ঝর্ণা দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি আনন্দে আতিশয্যে বলে ফেললেন যে, কতই না উত্তম হতো আমি যদি লোকালয় ছেড়ে এ পাহাড়ে বসবাস করতে পারতাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট সহাবীর এ আকাঙ্ক্ষার প্রসঙ্গে কথা উঠলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, (সাবধান) ঐরূপ কামনা করো না। কেননা তোমাদের কারও আল্লাহর পথে অবস্থান (জিহাদে শামিল থাকা) স্বীয় বাড়ীতে সত্তর বছরের সলাত আদায় অপেক্ষা সর্বোত্তম। তোমরা কি এটা প্রত্যাশা কর না যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেন এবং পরিশেষে জান্নাতে প্রবেশ করান? তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর। কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পথে উষ্ট্রী দোহনের বিরতির ন্যায়ও যদি কিছু সময় যুদ্ধ করে, তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে যায়। (তিরমিযী)[১০৭০]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসটি থেকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ফাযীলাতের পরিমাণ সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যায়।

[১০৬৯] **সহীহ :** তিরমিযী ১৬৩৯, সহীহ আল জামি' ৪১১৩, সহীহ আত্ তারগীব ১২২৯।

[১০৭০] **হাসান :** তিরমিযী ১৬৫০, সহীহ আত্ তারগীব ১৩১৬।

شِعْبٍ বলা হয় দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথকে।

নাবী ﷺ-এর বাণী : "তুমি সেখানে থেকো না" এর দ্বারা তিনি সহাবীকে সেখানে থাকতে নিষেধ করেছিলেন। কারণ জিহাদ করা ফারয, আর ফারয ছেড়ে নাফ্‌ল 'ইবাদাতের জন্য নিজেকে আলাদা রাখা অবাধ্যতার শামিল।

ইবনুল মালিক ত্বীবী (রহঃ)-এর কথা নকল করে বলেন, "উক্ত সহাবী জিহাদ শেষ করে সেখানে থাকার ইচ্ছা পোষণ করেছিল, ঠিক সেভাবে যেভাবে আবেদ সাধকগণ নির্জনতা অবলম্বন করে থাকেন।

সত্তর বছর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সময়ের আধিক্য বুঝানো; কোনো সময়কে সীমাবদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٨٣١ - [٤٤] وَعَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

৩৮৩১-[৪৪] 'উসমান রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর পথে একদিনের সীমান্ত পাহারা দেয়া, অন্য সকল পুণ্যকর্মের তুলনায় এক হাজার দিনের চেয়ে উত্তম। (তিরমিযী, নাসায়ী)[১০৭১]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে একদিন "রিবাত্ব" তথা মুসলিম সেনাদের পাহাড়ায় নিয়োজিত থাকার ফাযীলাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং এটাকে হাজার দিন অপেক্ষা উত্তম বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

(مِنَ الْمَنَازِلِ) এ বাক্যের ব্যাখ্যায় মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন : "এ কথার দ্বারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুজাহিদদেরকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর আকলী ও নকলী দলীল বিদ্যমান রয়েছে। আর এটা রিবাত্বের অন্য আরেকটি তাফসীর তথা "সলাতের জন্য মাসজিদে অপেক্ষা করাও রিবাত্ব" এ অর্থ নিতেও বাধা সৃষ্টি করে না। এখানে رِبَاطُ 'রিবাত্ব' বলতে জিহাদে আকবার তথা ময়দানের বড় জিহাদকে বুঝানো হয়েছে। আর অন্য হাদীসে এক সলাতের পর অন্য সলাতের জন্য অপেক্ষা করাকে রিবাত্ব বলার অর্থ হলো তা জিহাদে আসগার। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৬৬৭)

٣٨٣٢ - [٤٥] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ: شَهِيْدٌ وَعَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ وَعَبْدٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ وَنَصَحَ لِمَوَالِيْهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩৮৩২-[৪৫] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার সামনে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী এমন তিন শ্রেণীর লোককে উপস্থিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে একদল হলো শাহীদ; দ্বিতীয় দল হলো সর্বদা হারাম পরিহার করে চলে এবং কোনো অবস্থায় কারও কাছে সহযোগিতার হাত বাড়ায় না; তৃতীয় দল হলো যে চাকর উত্তমরূপে আল্লাহর 'ইবাদাত করে ও মালিকের কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত থাকে। (তিরমিযী)[১০৭২]

ব্যাখ্যা : আলোচনাধীন হাদীসটিতে তিন প্রকার ব্যক্তির কথা আলোচনা করা হয়েছে, যারা সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের একজন হলো আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে গিয়ে শাহীদ ব্যক্তি। সুতরাং এ হাদীসটিও জিহাদের ফাযীলাত সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা বহন করে।

[১০৭১] **হাসান :** নাসায়ী ৩১৬৯, তিরমিযী ১৬৬৭, মুসনাদ আহমাদ ৪৭০, সহীহ আত্ তারগীব ১২২৪।

[১০৭২] **য'ঈফ :** তিরমিযী ১৬৪২, য'ঈফ আল জামি' ৩৭০২, য'ঈফ আত্ তারগীব ১১৮৫।

হাদীসে বর্ণিত উক্তি (أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ) এখানে তিন প্রকারের সকল লোককে বুঝানো হয়েছে।

শাহীদের পরিচয় দিতে গিয়ে 'আল্লামাহ্ সুয়ূত্বী (রহঃ) বলেন : শাহীদকে শাহীদ (সাক্ষী বা উপস্থিত ব্যক্তি) বলার কারণ হলো, সে মূলত জীবিত। তার রূহটা যেন হাজির। এটাও বলা হয়ে থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী তার জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য প্রদান করবেন। আরো বলা হয় যে, সে ক্বিয়ামাতের দিন রসূলগণের পক্ষে দীন উম্মাতের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন মর্মে সাক্ষ্য দিবে। আবার কেউ বলেন, জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য ঈমান তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে।

হাদীসে বর্ণিত বাণী (وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ) বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে অন্যের কাছে কোনো কিছু চাওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখে এবং অতিরিক্ত খাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য ভোগ-সামগ্রী থেকে নিজেকে দূরে রাখে এবং অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকে। কারো মতে, যা তার জন্য উচিত বা উপযোগী নয় তা থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ ও সংযত রাখে। আর নিজের আত্মা ও কুপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে ধৈর্যধারণ করে।

(وَعَبْدٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّٰهِ) এ বাক্যে ঐ বান্দাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যে 'ইবাদাতের শর্তাবলী ও রুকনসমূহ সঠিকভাবে আদায় করে। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : তার 'ইবাদাতকে ইখলাসের সাথে পালন করে, যেমনটি নাবী ﷺ বলেছেন : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» অর্থাৎ- তুমি এমনভাবে আল্লাহর 'ইবাদাত কর যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও তবে জেনে রাখ তিনি তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٨٣٣ـ[٤٦] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُبْشِيٍّ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : «طُولُ الْقِيَامِ» قِيلَ : فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : «جُهْدُ الْمُقِلِّ» قِيلَ : فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : «مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ» قِيلَ : فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : «مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهٖ وَنَفْسِهٖ». قِيلَ : فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ؟ قَالَ : «مَنْ أُهْرِيقَ دَمُهٗ وَعُقِرَ جَوَادُهٗ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

وَفِىْ رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : «إِيمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ وَجِهَادٌ لَا غُلُوْلَ فِيهِ وَحَجَّةٌ مَبْرُوْرَةٌ». قِيْلَ : فَأَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : «طُوْلُ الْقُنُوْتِ». ثُمَّ اتَّفَقَا فِى الْبَاقِىْ.

৩৮৩৩-[৪৬] 'আব্দুল্লাহ ইবনু হুবাশী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী ﷺ-কে সর্বোত্তম 'আমালের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি (ﷺ) বলেন, দীর্ঘ ক্বিয়ামের সলাত আদায়। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ দান সর্বোত্তম? তিনি (ﷺ) বলেন, অভাবগ্রস্ত অবস্থায় দানের প্রয়াস। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ হিজরত সর্বোত্তম? তিনি (ﷺ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করা। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ জিহাদ সর্বোত্তম? তিনি (ﷺ) বলেন, মুশরিকদের বিরুদ্ধে জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করা। অতঃপর জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ ধরনের মৃত্যু (শাহীদ হওয়া) উত্তম? উত্তরে তিনি (ﷺ) বলেন, যার রক্ত প্রবাহিত হয়েছে এবং তার সওয়ারীর পাও কেটে ফেলা হয়েছে।

(আবূ দাউদ)[১০৭৩]

[১০৭৩] **সহীহ :** নাসায়ী ২৫২৬, আবূ দাউদ ১৪৪৯, দারিমী ১৪৬৪, সহীহ আত্ তারগীব ১৩১৮।

নাসায়ী-এর বর্ণনায় আছে, নাবী ﷺ-এর নিকট থেকে সর্বোত্তম 'আমালের ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি (ﷺ) বলেন, সন্দেহ সংশয়মুক্ত ঈমান, গনীমাতে প্রাপ্ত মালে চুরি বা আত্মসাৎমুক্ত জিহাদ এবং মাক্বূল (গ্রহণযোগ্য) হাজ্জ। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ সলাত সর্বোত্তম? তিনি (ﷺ) বলেন, দীর্ঘ কুনূত। অতঃপর অন্যান্য বর্ণনায় তারা (আবূ দাঊদ ও নাসায়ী) উভয়ে ঐকমত্যে আছেন।

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে বেশ কিছু 'আমালকে সর্বোত্তম 'আমাল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে এমন জিহাদ, যাতে মুজাহিদ ব্যক্তি গনীমাতের মাল চুরি করেনি; বরং নিজের জান ও মাল দিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করে। সুতরাং এ হাদীসটিতেও জিহাদের ফাযীলাত আলোচনা করা হয়েছে।

কারো মতে হাদীসে বর্ণিত শব্দ "মুক্বিল" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ দরিদ্র ব্যক্তি, যে ক্ষুধায় ধৈর্য ধরতে পারে। এও বলা হয় যে, মুক্বিল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ধনী হৃদয়। যেমনটি রসূল ﷺ-এর হাদীসে এসেছে : «أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى» অর্থাৎ- সর্বোত্তম সদাক্বাহ্ হচ্ছে যা ধনী হওয়ার প্রাক্কালে করা হয়।

হাদীসের বাণী «طول القنوت» বলতে বুঝানো হয়েছে লম্বা ক্বিয়াম বিশিষ্ট সলাতকে। কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা যে কোনো সলাত উদ্দেশ্য। কারো মতে এখানে রাতের সলাত তথা ক্বিয়ামুল্ লায়ল উদ্দেশ্য। আর এটাই নাবী ﷺ-এর 'আমালের সাথে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ। (নাসায়ী হাঃ ২৫২৫)

٣٨٣٤ -[٤٧] وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللّٰهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهٗ فِيْ أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيَرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوْضَعُ عَلٰى رَأْسِهٖ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيُزَوَّجُ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَيُشَفَّعُ فِيْ سَبْعِيْنَ مِنْ أَقْرِبَائِهٖ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৩৮৩৪-[৪৭] মিক্বদাম ইবনু মা'দীকারিব رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শাহীদের জন্য আল্লাহর নিকট ছয়টি পুরস্কার সুরক্ষিত রয়েছে। ১- যুদ্ধরত অবস্থায় তার রক্তের ফোঁটা মাটিতে ঝরা মাত্রই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং তাকে জান্নাতের আবাসস্থল দেখানো হয়। ২- তাকে ক্ববরের 'আযাব হতে নিষ্কৃতি দেয়া হয়। ৩- হাশরের ময়দানের মহাভীতি হতে দূরে রাখা হয়। ৪- (ক্বিয়ামাতের দিন) সম্মানজনকভাবে তার মাথায় ইয়াকূতের মুকুট পরানো হবে, যার মধ্যে খচিত একটি ইয়াকূত দুনিয়া ও তার সমস্ত ধন-সম্পদ হতে উত্তম। ৫- সুন্দর বড় বড় চক্ষুবিশিষ্ট বাহাত্তর জন হূরকে তার সঙ্গিনীরূপে দেয়া হবে। ৬- তার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে সত্তরজনের সুপারিশ ক্ববূল করা হবে।

(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)[১০৭৪]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটিতে শাহীদদের সাওয়াব তথা মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অত্র হাদীসে শাহীদদের ছয়টি মর্যাদার কথা আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলো শাহীদ ব্যতীত অন্য কেউ একত্রে পাবে না।

(يُغْفَرُ لَهٗ فِيْ أَوَّلِ دَفْعَةٍ) 'আল্লামাহ্ মুনযিরী (রহঃ) এ বাক্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন : শাহীদের রক্ত থেকে প্রথম ফোঁটা প্রবাহিত হওয়ার সাথে সাথেই তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

[১০৭৪] **সহীহ :** তিরমিযী ১৬৬৩, ইবনু মাজাহ ২৭৯৯, সহীহাহ্ ৩২১৩।

(وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ) অর্থাৎ- সে ফাযাউল আকবার হতে নিরাপদ থাকবে।

মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন : নিম্নোক্ত কুরআনের আয়াতেও এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, ফাযাউল আকবার তাদেরকে চিন্তায় ফেলবে না। (সূরাহ্ আল আম্বিয়া ২১ : ১০৩)

"আল ফাযাউল আকবার" বলতে জাহান্নামকে বুঝানো হয়েছে, আবার কারো মতে জাহান্নামের সামনে পেশ করাকে বুঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে, এটা সেই সময়, যখন জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপের নির্দেশ দেয়া হবে। আবার কারো মতে, এটা সেই সময় যখন মৃত্যুকে যাবাহ করা হবে, আর কাফিররা মৃত্যুর পরিসমাপ্তি দেখে জাহান্নাম থেকে মুক্তির ব্যাপারে হতাশ হয়ে যাবে। কারো মতে এটা হচ্ছে সেই সময় যখন কাফিরদের ওপর আগুন চেপে আসবে। আবার কারো মতে আল ফাযাউল আকবার বলতে শিঙ্গার শেষ ফুঁৎকারের সময়কে বুঝানো হয়েছে। কুরআনে এসেছে, অর্থাৎ- "এবং যেদিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে, সেদিন আকাশমণ্ডলীর ও পৃথিবীর সকলেই ভীত-বিহবল হয়ে পড়বে, তবে আল্লাহ যাদেরকে চাইবেন তারা ব্যতীত এবং সকলেই তাঁর নিকট বিনীত অবস্থায় আসবে"– (সূরাহ্ আন্ নাম্ল ২৭ : ৮৭)।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৬৬১)

"হূর" হলো জান্নাতের মহিলাগণ, যারা হবে খুবই সাদা এবং খুব কালো চোখ বিশিষ্ট।

٣٨٣٥-[٤٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ بِغَيْرِ أَثَرٍ مِنْ جِهَادٍ لَقِيَ اللّٰهَ وَفِيهِ ثُلْمَةٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

৩৮৩৫-[৪৮] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি জিহাদের কোনো চিহ্ন (নমুনা) ছাড়া মৃত্যুবরণ করল, সে ক্বিয়ামাতের দিন ত্রুটিযুক্ত অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)[১০৭৫]

ব্যাখ্যা : উল্লিখিত হাদীসটিতে জিহাদের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। হাদীসটির মূল বক্তব্য হচ্ছে, যদি কারো জিহাদের কোনো আলামাত বা চিহ্ন নিজের সাথে না নিয়েই মৃত্যুবরণ করে, অর্থাৎ জিহাদের সাথে কোনোভাবেই সম্পৃক্ত না থাকে, তাহলে সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করল যে, তার মাঝে ত্রুটি রয়েছে।

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন : أَثَر (আসার) হলো ঐ জিনিস, যা কোনো কিছু থেকে অবশিষ্ট থাকে। আর সেই অবশিষ্ট জিনিস দেখে সেই জিনিসটির অবস্থা জানা যায়।

ক্বাযী ইয়ায (রহঃ) বলেন : এখানে উদ্দেশ্য হলো আলামাত বা চিহ্ন। অর্থাৎ- মুজাহিদ ব্যক্তির শরীরে যুদ্ধের যে কোনো আলামাত থাকলে সে এ সতর্কবাণীর উদ্দেশ্য হবে না। সেটা ক্ষত হোক বা ক্লান্তি হোক বা পথের ধূলা হোক কিংবা টাকা-পয়সা খরচ করা হোক অথবা অস্ত্রের আঘাত হোক।

যুদ্ধ হতে পারে শত্রুদের সাথে আবার হতে পারে নফ্সের সাথে বা শায়ত্বনের সাথে। অনুরূপভাবে জিহাদের চিহ্ন বা আলামাতও বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : অর্থাৎ- "তাদের চেহারায় তাদের নিদর্শন হলো সিজদার চিহ্ন বা আলামাত"– (সূরাহ্ আল ফাত্হ ৪৮ : ২৯)। কেউ বলেন : এ হাদীসটির বিধান রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগের সাথে খাস ছিল। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৬৬৬)

[১০৭৫] **য'ঈফ :** তিরমিযী ১৬৬৬, ইবনু মাজাহ ২৭৬৩, য'ঈফ আল জামি' ৫৮৩৩, য'ঈফ আত্ তারগীব ৮৫৬। কারণ এর সানাদে ইসমা'ঈল বিন রাফি' একজন দুর্বল রাবী।

٣٨٣٦ـ[٤٩] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَلشَّهِيدُ لَا يَجِدُ أَلَمَ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ أَلَمَ الْقَرْصَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

৩৮৩৬-[৪৯] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পিঁপড়ার দংশনে তোমরা যেরূপ ব্যথাতুর হও, শাহীদের হত্যার ব্যথাও অনুরূপ অনুভূত হয়।
(তিরমিযী, নাসায়ী, দারিমী; ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব)[১০৭৬]

ব্যাখ্যা : শাহীদের মৃত্যু কষ্টের পরিমাণ উল্লেখ করে আলোচ্য হাদীসটিতে মুজাহিদদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

(أَلَمَ الْقَرْصَةِ) অর্থ হলো পিঁপড়ার একবার কামড় দেয়ার মতো কষ্ট। আবার কারো মতে নখ দিয়ে একবার চিমটি কাটার মতো কষ্ট। শাহীদ ব্যক্তিও এত সামান্য পরিমাণ মৃত্যুকষ্ট অনুভব করে। খুবায়ব رضي الله عنه-এর কবিতায় এমনটিই বর্ণিত হয়েছে :

ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرع

وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع

অর্থাৎ- "আমি কোনো কিছুরই পরোয়া করব না যখন আমাকে মুসলিম অবস্থায় হত্যা করা হবে। আল্লাহর রাহে যেভাবেই আমাকে ক্ষত-বিক্ষত করা হোক না কেন, সেটা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই। তিনি চাইলে আমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা প্রত্যেকটি অঙ্গের বিনিময়ে বারাকাত দান করবেন"।

খুবায়ব رضي الله عنه ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তি। ঘটনাটি হলো, খুবায়ব رضي الله عنه বাদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তাকে বন্দী করে মাক্কায় নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি বাদ্‌র যুদ্ধে হারিসকে কাফির অবস্থায় হত্যা করেছিলেন, ফলে তার ছেলেরা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাকে কিনে নেয়। এমতাবস্থায় তারা তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করে- (তিরমিযী, নাসায়ী, দারিমী)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٨٣٧ـ[٥٠] وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ: قَطْرَةُ دُمُوعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَقَطْرَةُ دَمٍ يُهْرَاقُ فِيْ سَبِيلِ اللهِ وَأَمَّا الْأَثَرَانِ: فَأَثَرٌ فِيْ سَبِيلِ اللهِ وَأَثَرٌ فِيْ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالٰى». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

৩৮৩৭-[৫০] আবূ উমামাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহর নিকট দু'টি ফোঁটা এবং দু'টি দাগের (চিহ্নের) চেয়ে পছন্দনীয় অন্য কিছুই নয়। ফোঁটা দু'টির একটি হলো আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনরত অশ্রুর ফোঁটা, অপরটি হলো আল্লাহর পথে প্রবাহিত রক্তের ফোঁটা। আর দাগ দু'টির একটি আল্লাহর পথে (জিহাদে) আহত হওয়ার দাগ, অপরটি ফারয 'ইবাদাতসমূহের কোনো একটি আদায়ের দাগ।
(তিরমিযী; তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব)[১০৭৭]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে শরীরের এক ফোঁটা রক্ত প্রবাহিত হওয়ার বিশেষ মর্যাদার কথা আলোচনা করা হয়েছে।

[১০৭৬] **সহীহ :** নাসায়ী ৩১৬১, তিরমিযী ১৬৬৮, দারিমী ২৪৭৫, সহীহ আল জামি' ৩৭৪৬।

[১০৭৭] **হাসান :** তিরমিযী ১৬৬৯, সহীহ আত্ তারগীব ১৩৭৬।

এ হাদীসে "আল্লাহর রাস্তায়" কথাটি 'আম্ তথা ব্যাপকার্থবোধক। অর্থাৎ এখানে জিহাদ ছাড়া অন্যান্য কল্যাণকার কাজও উদ্দেশে হতে পারে, যা আল্লাহর জন্য করা হয়। এই হাদীসে চোখের পানি বুঝাতে বহুবচন ব্যবহার করার কারণ হলো তা সাধারণত পরিমাণে বেশী হয়। আর তার তুলনায় রক্তের পরিমাণ কম হয়। ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন : "চোখের পানির ফোঁটা" বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। আর রক্তের ফোঁটা বুঝাতে একবচন ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের এক ফোঁটা রক্তের দাম অনেক ফোঁটা চোখের পানি অপেক্ষা বেশী।

আল্লাহর রাস্তায় আলামাত বা চিহ্ন হতে পারে মাসজিদের দিকে যাওয়ার কারণে ধূলোমলিন হওয়া, হতে পারে যুদ্ধের ময়দানে প্রাপ্ত ক্ষত বা আঘাত এবং 'ইল্‌ম অন্বেষণের কাজে বের হওয়ার ফলে কোনো চিহ্ন বা আলামাত।

(وَأَثَرٌ فِيْ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ تَعَالٰى) তথা "আল্লাহর কোনো ফার্‌য বিধান পালনে কোনো আলামাত বা চিহ্ন" এ বাক্যে বুঝানো হয়েছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় উযূ করার কারণে হাত-পা ফেঁটে যাওয়া বা উযূর ভিজা অংশ অবশিষ্ট থাকা। কিংবা খুব গরমে সাজদাহ্ করার কারণে কপাল পুড়ে দাগ হয়ে যাওয়া। অথবা সিয়াম পালনের কারণে মুখে দুর্গন্ধ হওয়া বা হাজ্জের সফরের কারণে পা ধূলোমলিন হওয়া।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৬৬৯)

٣٨٣٨-[٥١] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا تَرْكَبِ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৮৩৮-[৫১] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : হাজ্জ অথবা 'উমরাহ্ অথবা আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্য ছাড়া নৌযান সফরে বের হয়ো না। কেনন সমুদ্রের নিম্নভূমিতে আগুনের স্তর রয়েছে এবং আগুনের স্তরের নিচেও সমুদ্র অবস্থিত। (আবূ দাউদ)[১০৭৮]

ব্যাখ্যা : সাধারণত সমুদ্র পথে ভ্রমণ করতে উল্লিখিত হাদীসটিতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে হাজ্জ, 'উমরাহ্ ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্য ভ্রমণ করা যাবে বলে এ হাদীসে প্রমাণ রয়েছে। এখানেও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার গুরুত্ব ফুটে উঠেছে।

(لَا تَرْكَبِ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) তথা "হাজ্জ, 'উমরাহ্ ও আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছাড়া সমুদ্রপথে ভ্রমণ করো না" হাদীসের এ অংশটুকুতে তাদের কথার খণ্ডন রয়েছে, যারা বলেন, হাজ্জ ফার্‌য হওয়ার ক্ষেত্রে সমুদ্রপথ পাড়ি দেয়া একটি সমস্যা বা বাধা। অর্থাৎ- সমুদ্রপথ পাড়ি দিতে হলে হাজ্জ ফার্‌য হয় না। তবে সঠিক কথা হলো, বেশীরভাগ পথ যদি নিরাপদ হয়, তাহলে হাজ্জ ফার্‌য হয়ে যাবে। আর ব্যতিক্রম হলে হাজ্জ করা ব্যক্তির ইচ্ছাধীন থাকবে। বিশিষ্ট ফাকীহ আবূ লায়স সহ অন্যান্যরাও এ মত পোষণ করেছেন।

ইমাম খত্ত্বাবী বলেন : "যে ব্যক্তি হাজ্জ করার জন্য সমুদ্রপথ ছাড়া অন্য কোনো পথ পাবে না, তার জন্য সমুদ্র পথে সফর করে হাজ্জ করাই ফার্‌য। অন্যান্য ফাকীহগণও এ মত পোষণ করেছেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[১০৭৮] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ২৪৮৯, য'ঈফাহ্ ৪৭৮, য'ঈফ আল জামি' ৬৩৪৩। কারণ এর সানাদে বাশীর বিন মুসলিম একজন মাজহূল রাবী।

ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) বলেন : "আমার কাছে এটা স্পষ্ট নয় যে, হাজ্জ আবশ্যকীয়। কেননা মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসের সানাদকে য'ঈফ বলেছেন। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৪৮৬)

ইমাম খত্ত্বাবী বলেন : সমুদ্রের সার্বিক বিষয়াদি বর্ণনা করাই এ হাদীসের উদ্দেশ্য, কারণ তাতে সফরকারী ব্যক্তি খুব দ্রুতই বিপদ আপদের সম্মুখীন হতে পারে। কোনো সময়ই সে ধ্বংস থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারে না। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৪৮৬)

٣٨٣٩ـ[٥٢] وَعَنْ أُمِّ حَرَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِىْ يُصِيبُهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ وَالْغَرِيقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৮৩৯-[৫২] উম্মু হারাম রাযিয়াল্লাহু আন্হা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নৌযানে সফরকালীন মাথার চক্করের ফলে বমি (ইত্যাদি সমস্যা) হলে একজন শাহীদের ন্যায় সাওয়াবের অধিকারী হবে, আর সমুদ্রে ডুবে মৃত্যুবরণ করলে দু'জন শাহীদের সমপরিমাণ সাওয়াব অর্জিত হবে। (আবূ দাঊদ)[১০৭৯]

ব্যাখ্যা : হাদীসের বাণী (الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِىْ يُصِيبُهُ الْقَيْءُ) অর্থাৎ- যখন সমুদ্রের বাতাসে তার মাথা এপাশে ওপাশে নড়াচড়া করে ও নূয়ে পড়ে আর ঢেউয়ের তালে নৌযান এদিকে ওদিকে নড়াচড়া করে।

মুযহির বলেন : "যে ব্যক্তি সমুদ্রে আরোহণ করে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবে সে একজন শাহীদের সমান প্রতিদান পাবে। কারণ তার সমুদ্রে সফরটা ছিল আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে। যেমন ব্যক্তি সমুদ্র পথে সফর করে থাকে যুদ্ধের জন্য, হাজ্জের জন্য, 'ইল্‌ম অর্জনের জন্য এবং ব্যবসার জন্য- যদি তার আর কোনো রাস্তা না থাকে। কিন্তু যদি সে শুধু তার মাল বৃদ্ধির জন্য সফর করে তাহলে এ মর্যাদা পাবে না। তাছাড়া খাবারের জন্যও যদি সফর করে তবুও শাহীদের মর্যাদা পাবে"।

আলোচ্য ব্যক্তি শাহীদের মর্যাদা লাভের কারণ দু'টি, একটি হলো তার আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের কারণে, আর অপরটি হলো ডুবে মারা যাওয়ার কারণে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٨٤٠ـ[٥٣] وَعَنْ أَبِىْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ فَصَلَ فِىْ سَبِيلِ اللّٰهِ فَمَاتَ أَوْ قُتِلَ أَوْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ أَوْ بَعِيرُهُ أَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ أَوْ مَاتَ فِىْ فِرَاشِهِ بِأَيِّ حَتْفٍ شَاءَ اللّٰهُ فَإِنَّهُ شَهِيدٌ وَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৮৪০-[৫৩] আবূ মালিক আল আশ্‌'আরী রাযিয়াল্লাহু আন্হু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে লোক আল্লাহর পথে (জিহাদে) বের হয়ে যায়, এমতাবস্থায় সে যদি মৃত্যুবরণ করে অথবা তাকে হত্যা করা হয়, অথবা সে ঘোড়া বা উট থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে, অথবা কোনো বিষধর জন্তু-জানোয়ার তাকে দংশন করে কিংবা নিজ বিছানায় মৃত্যুবরণ করে– সে শাহীদ বলে সাব্যস্ত হবে এবং তার জন্য জান্নাত অপরিহার্য হয়ে যায়। (আবূ দাঊদ)[১০৮০]

ব্যাখ্যা : কোনো ব্যক্তি যদি গাজী তথা বিজয়ী বীর অবস্থায় যে কোনো ভাবে মারা যায়, তাহলে তার কিরূপ মর্যাদা ও প্রতিদান রয়েছে, আলোচ্য হাদীসে এ ব্যাপারেই আলোচনা করা হয়েছে।

[১০৭৯] **হাসান :** আবূ দাউদ ২৪৯৩, ইরওয়া ১১৯৪, সহীহ আল জামি' ১৬৬৪২, সহীহ আত্ তারগীব ১৩৪৩।

[১০৮০] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ২৪৯৯, য'ঈফাহ্ ৫৩৬১, য'ঈফ আত্ তারগীব ৮১৫।

(مَنْ فَصَلَ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ ব্যক্তি, যে তার নিজ বসবাসের গৃহ হতে বের হয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশে রওয়ানা হলো। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলার বাণী : অর্থাৎ- "যখন ত্বালূত্ব সৈন্যবাহিনী নিয়ে বের হয়েছিল"- (সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ ২ : ২৪৯)। এখানে (ফাসালা) শব্দের অর্থ বের হলো।

(قُتِلَ أَوْ وَقَصَهٗ فَرَسُهٗ) এ অংশের অর্থ সম্পর্কে ইমাম মুযহির বলেন : অর্থাৎ- ঘোড়া বা উট তাকে ফেলে দিল ও তার ঘাড় ভেঙ্গে দিল।

"তার জন্য রয়েছে জান্নাত" অর্থাৎ- শাহীদ ও সৎকর্মশীলদের সাথে সঙ্গী হয়ে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

ইমাম ত্বীবী বলেন : সে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় লড়াই করার কারণে জান্নাত লাভ করবে। কারণ মহান আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন-সম্পদসমূহকে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত"- (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ১১১)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٨٤١ـ[٥٤] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৮৪১-[৫৪] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুজাহিদের (জিহাদ শেষে স্বীয়) ঘরে ফিরে আসাও জিহাদের সমতুল্য। (আবূ দাঊদ)[১০৮১]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে জিহাদের ফাযীলাত বর্ণনা করতে গিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসাটাও যেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের মতই।

قَفْلَةٌ (ক্বফলাহ্) শব্দের অর্থ হলো (যুদ্ধের) সফর থেকে ফিরে আসা।

('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৪৮৪)

নিহায়াহ্ গ্রন্থের ভাষ্য অনুযায়ী যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসাটাও যুদ্ধের অন্তর্ভুক্ত। এর কয়েকটি দিক রয়েছে।

১. মুজাহিদ ব্যক্তির জিহাদের ময়দান থেকে পরিবারের নিকট ফিরে আসাটাও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণ হলো, এতে তার অন্তর পরিতৃপ্ত হয়, তার ভিতরে শক্তি তৈরি হয় এবং তার পরিবারের নিকট ফিরে এলে তাদের জন্য হিফাযাতকারী হয়। এর দৃষ্টান্ত হলো একজন হাজী হাজ্জের সফরে যাওয়া এবং সফর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর জিম্মায় থাকে।

২. শত্রুদের সাথে সাক্ষাৎ না করে এবং ময়দানে উপস্থিত না হয়েই মুজাহিদ ফিরে আসে। তার এরূপ পলায়নের কারণ দু'টি হতে পারে। এক. তাকে ময়দানে দেখে শত্রু ভয়ে পলায়ন না করে; বরং শত্রু তাদের দলের সাথে মিলিত হলে পরে সুযোগ বুঝে তাদের ওপর আক্রমণ করে। সে মূলত এ কৌশল অবলম্বনের জন্যই পলায়ন করে। দুই. নিজে পলায়ন করে নিরাপদ স্থানে আসার পর শত্রু তাকে তাড়িয়ে আসলে তার ওপর আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٨٤٢ـ[٥٥] وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لِلْغَازِيْ أَجْرُهٗ وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهٗ وَأَجْرُ الْغَازِيْ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

[১০৮১] সহীহ : আবূ দাঊদ ২৪৮৭, মুসনাদ আহমাদ ৬৬২৫, সহীহ আল জামি' ৪৩৯৩।

৩৮৪২-[৫৫] উক্ত রাবী ('আব্‌দুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুজাহিদ (জিহাদ থেকে) গাযী হয়ে ফিরে আসা পূর্ণ সাওয়াবের অধিকারী হবে। আর জিহাদের জন্য ধন-সম্পদ দানকারী জিহাদে শামিল হওয়া ও দান করা উভয়ের (দু'টি) সাওয়াবের অধিকারী হবে। (আবূ দাউদ)[১০৮২]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসেও আল্লাহর রাস্তায় ইসলামের শত্রুদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার এবং যুদ্ধে সার্বিক সহায়তা প্রদানের ফাযীলাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

(لِلْغَازِىْ أَجْرُهٗ) এ বাক্যে বুঝানো হয়েছে যে, জিহাদের ময়দানে স্বশরীরে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীর জন্য রয়েছে নির্ধারিত সাওয়াব বা প্রতিদান।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী (وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهٗ وَأَجْرُ الْغَازِ) অর্থাৎ- যে যোদ্ধাকে সাহায্য করবে তার জন্য রয়েছে তার নিজের সাওয়াব এবং যোদ্ধার সাওয়াব" এ বাক্যে "জা'ইল" হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে যোদ্ধাকে সহায়তা করে। তার রসদ তথা যুদ্ধের সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করার জন্য অর্থ ব্যয় করে। যুদ্ধের যাবতীয় উপায়-উপকরণ প্রস্তুত করে দেয়। ঐ ব্যক্তি উক্ত যোদ্ধার সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ইবনুল মালিক বলেন, "জা'ইল বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যে যোদ্ধাকে যুদ্ধের সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করে দেয়"। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫২৩)

٣٨٤٣-[٥٦] وَعَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: «سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الْأَمْصَارُ وَسَتَكُوْنُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ يُقْطَعُ عَلَيْكُمْ فِيْهَا بُعُوْثٌ فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ الْبَعْثَ فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهٖ ثُمَّ يَتَصَفَّحُ الْقَبَائِلَ يَعْرِضُ نَفْسَهٗ عَلَيْهِمْ مَنْ أَكْفِيْهِ بَعْثَ كَذَا أَلَا وَذٰلِكَ الْأَجِيْرُ إِلٰى اٰخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهٖ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৮৪৩-[৫৬] আবূ আইয়ূব আল আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, শীঘ্রই তোমাদের হাতে বহু বড় বড় জনপদ বিজিত হবে এবং বহু সৈন্য-সামন্তের সমাবেশ ঘটবে। আর তোমাদের প্রতি বাধ্যতামূলক নির্দেশ থাকবে যে, তোমাদের প্রত্যেক গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় হতে সাহায্যার্থে উক্ত সেনাবাহিনীতে লোক পাঠাতেই হবে। তোমাদের মাঝে এমনও ব্যক্তি হবে, এরূপ সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করতঃ স্বীয় বংশ ত্যাগ করে চলে যাবে। অতঃপর তারা এমন গোত্রের সন্ধানে থাকবে, যাদের নিকট নিজেকে অর্থের বিনিময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার জন্য মনোবাঞ্ছনা পেশ করবে। এমতাবস্থায় তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন, সাবধান! অর্থের বিনিময়ে এরূপ জিহাদকারী তার শরীরের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত ভাড়াটিয়া মজুরের যোগ্য মাত্র। (আবূ দাউদ)[১০৮৩]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে জিহাদে বের হওয়ার গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ক্বওম তথা জনগোষ্ঠী থেকে নির্দিষ্ট কিছু লোক আবশ্যকীয়ভাবে জিহাদের জন্য বের হতে হবে।

بُعُوْثٌ এর অর্থ হলো সৈন্যদল। এখানে বুঝানো হয়েছে যে, তাদের জন্য প্রতিটি সম্প্রদায় থেকে জিহাদের জন্য সৈন্যদল প্রেরণ করা আবশ্যক হবে।

মুযহির (রহঃ) বলেন : অর্থাৎ- ইসলাম যখন চারপাশে ছড়িয়ে পড়বে তখন কাফিররা চতুর্দিক থেকে শত্রু হিসেবে আসে, তখন তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য মুসলিম শাসক কর্তৃক নির্দেশের অনুসরণার্থে চতুর্দিক হতে মুসলিম সৈন্যদল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য।

[১০৮২] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২৫২৬, মুসনাদ আহমাদ ৬৬২৪, সহীহাহ্ ২১৫৩, সহীহ আল জামি' ৫১৮৬।

[১০৮৩] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ২৫২৫, মুসনাদ আহমাদ ২৩৫০০, য'ঈফ আল জামি' ৩২৫২।

(فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ الْبَعْثَ) এখানে বলা হয়েছে যে, একদল লোক কোনরূপ পারিশ্রমিক ছাড়া যুদ্ধে যেতে তখন অপছন্দ করবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

এ বাক্যের ব্যাখ্যা হলো, এক শ্রেণীর লোক যুদ্ধে যাওয়ার ভয়ে তার নিজ সম্প্রদায়ের লোকেদের থেকে পৃথক হয়ে অন্য কোনো সম্প্রদায়ের সাথে এ মর্মে চুক্তি করতে চায় যে, তারা তাকে কোনো সম্পদ দিবে আর সে তাদের সহায়তা করবে।

হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে, (أَلَا وَذٰلِكَ الْأَجِيْرُ إِلٰى اٰخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهٖ) এ কথার উদ্দেশ্য হলো, ঐ ব্যক্তি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একজন শ্রমিক হিসেবেই পরিগণিত হবে; যোদ্ধা বা মুজাহিদ হিসেবে নয়। এ সম্পর্কে ইমাম খত্ত্বাবী বলেন, "আলোচ্য হাদীসের এ কথাটি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জিহাদে যাওয়ার জন্য কোনো পারিশ্রমিক বা পার্থিব কোনো প্রতিদানের চুক্তি করা জায়িয নেই; বরং হারাম"।

('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫২২)

٣٨٤٤ - [٥٧] وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: أَذِنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْغَزْوِ وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَيْسَ لِيْ خَادِمٌ فَالْتَمَسْتُ أَجِيْرًا يَكْفِيْنِيْ فَوَجَدْتُ رَجُلًا سَمَّيْتُ لَهٗ ثَلَاثَةَ دَنَانِيْرَ فَلَمَّا حَضَرَتْ غَنِيْمَةٌ أَرَدْتُ أَنْ أُجْرِيَ لَهٗ سَهْمَهٗ فَجِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهٗ فَقَالَ: «مَا أَجِدُ لَهٗ فِيْ غَزْوَتِهٖ هٰذِهٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ إِلَّا دَنَانِيْرَهُ الَّتِيْ تَسَمّٰى». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৮৪৪-[৫৭] ইয়া'লা ইবনু উমাইয়্যাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (ﷺ) সকলের উদ্দেশে (তাবূকের) যুদ্ধে অংশগ্রহণের ঘোষণা দিলেন। তখন আমি বয়োবৃদ্ধ, আর আমার দেখাশোনা করার মতো একজন গোলামও ছিল না। সুতরাং আমি একজন খাদিম সংগ্রহ করলাম, যে আমার খিদমাতের জন্য যথেষ্ট হয়। অতঃপর আমি একজনকে পেয়ে গেলাম, যাকে তিন দীনার (স্বর্ণমুদ্রার) পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নির্ধারণ করলাম। অতঃপর যখন গনীমাতের মাল আসলো তখন আমি তার একাংশ প্রদানের ইচ্ছা করলাম (কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার কারণে) আমি নাবী (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এতদসম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তদুত্তরে তিনি (ﷺ) বলেন, এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের ফলে ঐ ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে নির্দিষ্ট (উল্লেখিত) দীনার ছাড়া আর কোনো কিছু প্রাপ্তির অধিকার রাখে না। (আবূ দাঊদ)[১০৮৪]

ব্যাখ্যা : আলোচনাধীন হাদীসটিতে পূর্বোল্লিখিত হাদীসের বিষয়বস্তু আরো পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্য হলো, যে ব্যক্তি পার্থিব কোনো প্রতিদানের জন্য বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে জিহাদ করবে, সে তার এই জিহাদের কোনো প্রতিদান পরকালে পাবে না।

হাদীসের বাণী (شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَيْسَ لِيْ خَادِمٌ) এর ভাবার্থ হলো, আমি খুবই বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি ফলে জিহাদে অংশগ্রহণ করার মতো ক্ষমতা নেই এবং আমার এমন কোনো খাদিমও নেই যে, আমাকে জিহাদের ময়দানে সাহায্য করবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

আর উপরোল্লিখিত কারণে উক্ত সহাবী একজন শ্রমিক খোঁজ করল, যে টাকার বিনিময়ে তার পক্ষ থেকে ময়দানে যুদ্ধ করবে। পরবর্তীতে রসূল (ﷺ)-কে এ ঘটনা বলার পর তিনি জানিয়ে দিলেন যে, ঐ শ্রমিক উল্লিখিত পার্থিক মজুরী বা পারিশ্রমিক ছাড়া পরকালীন কোনো প্রতিদান পাবে না।

[১০৮৪] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ২৫২৭।

শার্হুস্ সুন্নাহ্ গ্রন্থে এ ব্যাপারে একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলাহ্ উল্লেখ করা হয়েছে। সেটি হলো, কোনো শ্রমিক যুদ্ধের ময়দানে কাজ করলে তার কাজের বিনিময়ে এবং পশু সংরক্ষণ করার বিনিময়ে যুদ্ধলব্ধ গনীমাতের মাল থেকে কোনো অংশ পাবে কিনা?

ইমাম শাফি'ঈ, ইসহাক্ব ও আওযা'ঈসহ আরো কতক 'উলামায়ে কিরামের মতে, সে যুদ্ধ করুক বা না করুক গনীমাতের মাল থেকে সে কোনো অংশ পাবে না। কারণ সে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এ কাজ করেছে আর সে তো পারিশ্রমিক পেয়েই যাবে। ইমাম মালিক ও আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন : সরাসরি যুদ্ধ না করলেও মুজাহিদদের সাথে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত থাকার কারণে সে গনীমাতের অংশ পাবে।

আবার কারো কারো মতে, গনীমাতের অংশ এবং পারিশ্রমিক উভয়টির যে কোনো একটি নেয়ার তার ইখতিয়ার থাকবে, সে যে কোনো একটি গ্রহণ করতে পারবে। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫২৪)

٣٨٤٥ - [٥٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! رَجُلٌ يُرِيْدُ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَهُوَ يَبْتَغِيْ عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا أَجْرَ لَهُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৮৪৫-[৫৮] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! কোনো লোক যদি আল্লাহর পথে জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে এবং দুনিয়ার ধন-সম্পদ (গনীমাত) প্রাপ্তির লোভও রাখে (তবে তার কি কোনো সাওয়াব মিলবে)? তদুত্তরে নাবী (সাঃ) বলেন, তার কোনো সাওয়াব নেই। (আবূ দাউদ)[১০৮৫]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটিতেও পার্থিব ভোগ্য সামগ্রী বা সুনাম সুখ্যাতি অর্জনের উদ্দেশে জিহাদে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির পরকালীন প্রতিদান নষ্ট হয়ে যাওয়ার সতর্কবাণী তুলে ধরা হয়েছে।

হাদীসের উক্তি (مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا) অর্থাৎ- সে দুনিয়ার সম্পদ থেকে পারিশ্রমিক বা বিনিময়ের আশা করে, অথবা পার্থিব সুনাম-সুখ্যাতি অর্জনের মাধ্যমে সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে চায়। এ উদ্দেশে জিহাদ করলে সে কোনো পরকালীন প্রতিদান পাবে না।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বাণী : «لَا أَجْرَ لَهُ» তথা "তার জন্য কোনো প্রতিদান নেই" এ বাক্যের উদ্দেশ্য হলো, সে যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ না করে তাহলে পরকালে তার জন্য কোনো পুরস্কার বা প্রতিদান নেই। আর যদি কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশে যুদ্ধ করে এবং গনীমাত লাভেরও আশা করে, তাহলে সে নিঃসন্দেহে এর প্রতিদান পরকালে পাবে। তবে যে ব্যক্তি গনীমাতের আশা না করে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যুদ্ধ করবে তার তুলনায় ঐ ব্যক্তির প্রতিদান বা সাওয়াব কম হবে। মহান আল্লাহ বলেন : অর্থাৎ- "তোমাদের মধ্যে কেউ দুনিয়া কামনা করে (গনীমাতের আশা করে) এবং কেউ শুধু পরকাল কামনা করে"– (সূরাহ্ আ-লি 'ইম্‌রন ৩ : ১৫২)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٨٤٦ - [٥٩] وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَلْغَزْوُ غَزْوَانِ فَأَمَّا مَنِ ابْتَغٰى وَجْهَ اللهِ وَأَطَاعَ الْإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيْمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيْكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَإِنَّ نَوْمَهٗ وَنَبْهَهٗ أَجْرٌ كُلُّهٗ. وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الْإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهٗ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ

[১০৮৫] হাসান : আবূ দাউদ ২৫১৬, সহীহ আত্ তারগীব ১৩২৯।

৩৮৪৬-[৫৯] মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : জিহাদ দু' প্রকারের হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় জিহাদ করে, ইমামের (নেতার) আনুগত্য প্রদর্শনের সাথে সাথে স্বীয় ধন-সম্পদ খরচ করে, সহচরদের সাথে সদাচরণ করে এবং অনিয়ম-বিশৃঙ্খলা হতে দূরে থেকে জিহাদে শারীক হয়– তাহলে ঐ ব্যক্তির নিদ্রা-জাগরণ সবই সাওয়াবে পরিণত হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অহংকার, বীরত্ব প্রকাশ ও সুনাম-সুখ্যাতি লাভের জন্য জিহাদ করে, আর ইমামের আনুগত্যের খিলাফ করে এবং জমিনে অনিয়ম-অরাজকতা সৃষ্টি করে, সে জিহাদ থেকে ন্যূনতম সাওয়াব নিয়েও ফিরবে না। (মালিক, আবূ দাঊদ, নাসায়ী)[১০৮৬]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের অবস্থার ভিন্নতা বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া এখানে লোক দেখানোর জন্য বা পার্থিব কোনো মর্যাদা লাভের উদ্দেশে যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এবং এর কঠিন পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীসের প্রথমাংশে বর্ণিত উক্তি (اَلْغَزْوُ غَزْوَانِ) তথা "যুদ্ধ দুই প্রকারের", এ বাক্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ক্বাযী ইয়ায বলেন : "এখানে যুদ্ধের দু'টি প্রকারের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে : একটি হচ্ছে ফারয তথা আবশ্যকীয় এবং অপরটি নাফ্ল তথা ঐচ্ছিক। কিন্তু পরবর্তী বাক্যে এ আলোচনা থেকে সরে গিয়ে যোদ্ধা বা মুজাহিদদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে"। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(وَأَنْفَقَ الْكَرِيْمَةَ) তথা "সে উত্তম বস্তু আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছে" এখানে "কারীমাহ্" বলতে প্রতিটি বস্তুর সর্বোৎকৃষ্ট অংশকে বুঝানো হয়েছে। মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন : এখানে ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য যে তার সম্পদের মধ্য হতে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে এবং নিজে স্বশরীরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

(وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ) এখানে উদ্দেশ্য হলো, সে যুদ্ধের ময়দানে হত্যা করা ও কোনো কিছু বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে শারী'আতে বর্ণিত সীমা অতিক্রম করে না। আর এমন কোনো কাজ করে না, যার কারণে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা ফাসাদ সৃষ্টি হবে। কারণ মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন : অর্থাৎ- "তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না"। (সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ ২ : ৬০)

এর ভাবার্থ হলো, কেউ যদি উপরোল্লিখিত ত্রুটিগুলো থেকে যুদ্ধের ময়দানে মুক্ত থাকতে না পারে, তাহলে সে সেখান থেকে সমান সমান তথা নেকী অর্জন করেনি এবং পাপও হয়নি এমন অবস্থায়ও ফিরে আসতে পারবে না। বরং সে জিহাদের কোনো প্রতিদান তো পাবেই না, উল্টো গুনাহ উপার্জন করে ফিরবে। কারণ কোনো ক্ষেত্রে যদি আনুগত্য পুরোপুরি করা না যায়, তাহলে সেটা অবাধ্যতায় পরিণত হয়। আর আল্লাহর অবাধ্য ব্যক্তি নিঃসন্দেহে পাপী। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫১২)

٣٨٤٧ - [٦٠] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَخْبِرْنِيْ عَنِ الْجِهَادِ فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو! إِنْ قَاتَلْتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا بَعَثَكَ اللهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا وَإِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا بَعَثَكَ اللهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو عَلٰى اَيِّ حَالٍ قَاتَلْتَ أَوْ قُتِلْتَ بَعَثَكَ اللهُ عَلٰى تِلْكَ الْحَالِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৮৪৭-[৬০] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে জিহাদ সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি (সাঃ) বলেন, হে 'আব্দুল্লাহ

[১০৮৬] **হাসান :** আবূ দাঊদ ২৫১৫, নাসায়ী ৩১৮৮, সহীহাহ্ ১৯৯০, সহীহ আত্ তারগীব ১৩৩৩।

ইবনু 'আমর! তুমি যদি ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় জিহাদ কর, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ক্বিয়ামাতের দিন ধৈর্যশীল ও সাওয়াব অর্জনকারীরূপে উঠাবেন। পক্ষান্তরে তুমি যদি সুনাম-সুখ্যাতি ও অহংকারবশে জিহাদ কর, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে লোক দেখানো ও অহংকারকারীরূপে চিহ্নিত করে উঠাবেন। হে 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর! তুমি উত্তমরূপে জেনে নাও, তুমি যে অভিপ্রায় ও উদ্দেশে জিহাদ কর অথবা নিহত হও; আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ঐরূপে উত্থিত করবেন। (আবূ দাউদ)[১০৮৭]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসেও পূর্বোল্লিখিত হাদীসের ধারাবাহিকতায় মুজাহিদদের উদ্দেশ্যগত পার্থক্যের কারণে তাদের প্রতিদানের ভিন্নতার কথা আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীসে বর্ণিত দু'টি শব্দ (صَابِرًا مُحْتَسِبًا) বলতে বুঝানো হয়েছে, মুজাহিদ যেন তার প্রতিদান আল্লাহর নিকট থেকেই কামনা করে। মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন : এখানো উদ্দেশ্য হলো, "তুমি যুদ্ধ করবে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য"। এ শব্দ দু'টি অবস্থাগত দিক থেকে সমার্থবোধক।
('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫১৬)

(وَإِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا) বাক্যে مُرَائِيًا বলতে লোক দেখানোর জন্য জিহাদ করা এবং مكاثرا বলতে সম্পদের লোভে যুদ্ধ করাকে বুঝানো হয়েছে। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : 'তাকাসুর' বলা হয় সম্পদের আধিক্যের প্রতিযোগিতা করা এবং তা নিয়ে গর্ব-অহংকার করাকে। আর 'তাকাসুর' কখনো সম্পদের মাধ্যমে করা হয়, আবার কখনো সন্তান-সন্ততির মাধ্যমেও করা হয়। যেমন কুরআনের বাণী : অর্থাৎ- "আর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র"। (সূরাহ্ আল হাদীদ ৫৭ : ২০)

সুতরাং কেউ জিহাদ করে গনীমাতের মাধ্যমে অনেক সম্পদের মালিক হয়ে তা নিয়ে মানুষের মাঝে গর্ব করার জন্য এবং প্রভাব বিস্তার করার জন্য; আবার অনেকেই জিহাদ করে আল্লাহর তাওহীদের কালিমাহ্ ও তাঁর দীনকে জমিনে সুউচ্চ ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٨٤٨-[٦١] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَعَجَزْتُمْ إِذَا بَعَثْتُ رَجُلًا فَلَمْ يَمْضِ لِأَمْرِي أَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ مَنْ يَمْضِيْ لِأَمْرِيْ؟». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

وَذَكَرَ حَدِيثُ فَضَالَةَ: «وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ». فِي «كِتَابِ الْإِيمَانِ»

৩৮৪৮-[৬১] 'উক্ববাহ্ ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আমি যদি কোনো লোককে কোনো দায়িত্বে নিযুক্ত করি আর সে উক্ত দায়িত্ব পালনে গাফলতি (অবহেলা) করে, তবে কি তোমরা তাকে পদচ্যুত করে তার স্থলে এমন কোনো লোককে নিযুক্ত করতে সক্ষম, যে আমার নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করবে। (আবূ দাউদ)[১০৮৮]

আর ফাযালাহ্-এর হাদীস 'সে ব্যক্তিই প্রকৃত মুজাহিদ যে তার নাফ্সের সাথে জিহাদ করে' কিতাবুল ঈমানের মধ্যে বর্ণিত আছে।

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুসলিম উম্মাহর উদ্দেশে এ কথা বলেন যে, যদি আমার প্রেরিত আমীর তোমাদের কাছে গিয়ে নিজ দায়িত্ব তথা আমার দেয়া ফায়সালা বাস্তবায়ন না করে তাহলে তোমরা তাকে অপসারণ করো এবং তার জায়গায় এমন কাউকে আমীর হিসেবে নিযুক্ত কর, যে এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারবে।

[১০৮৭] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ২৫১৯, য'ঈফ আল জামি' ৬৩৯৭, য'ঈফ আত্ তারগীব ৮।

[১০৮৮] **হাসান :** আবূ দাউদ ২৬২৭, মুসনাদ আহমাদ ১৭০০৭।

(أَنْ تَجْعَلُوْا مَكَانَهٗ مَنْ يَمْضِيْ لِأَمْرِيْ؟) এর ব্যাখ্যায় 'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন : এখানে রসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন, "আমি যদি কোনো আমীর নিযুক্ত করে তোমাদের নিকট প্রেরণ করি, আর সে যদি তোমাদের নিকট গিয়ে নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করে, তাহলে তোমরা তাকে অপসারণ করে তার জায়গায় অন্যকে নিযুক্ত কর। অথবা, আমি যদি কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য তোমাদের নিকট কাউকে প্রেরণ করি, আর সে যদি ঐ সিদ্ধান্তের অবাধ্য হয়, তাহলে তোমরা তাকে অপসারণ কর।

ইবনুল মালিক বলেন : এর অর্থ হলো, "তোমরা তাকে অপসারণ করে তার স্থলে এমন কাউকে নিযুক্ত কর, যে আমার আদেশের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করবে"। সুতরাং যদি কোনো আমীর তার প্রজাদের ওপর যুল্ম-অত্যাচার করে এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণ না করে, তাহলে উক্ত আমীরকে তারা অপসারণ করবে এবং তার স্থলে অন্যকে বসাবে।

কারো মতে, যদি তাকে অপসারণ করতে গেলে ফিত্নাহ্ বা রক্তপাতের আশংকা থাকে এবং যদি ঐ নেতা শুধুমাত্র সম্পদের ক্ষেত্রে যালিম হয়, তাহলে তাকে অপসারণ করা বৈধ হবে না। আর যদি সে অত্যাচারী নেতা অধিকহারে রক্তপাত ঘটায় এবং তাকে হত্যা করলে রক্তপাত কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তাকে এবং তার সহযোগীদেরকে জাতীয় স্বার্থে হত্যা করাও বৈধ। আর যদি উক্ত নেতাকে অপসারণ করলে রক্তপাত বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে তাকে হত্যা না করে অপসারণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে তাকে হত্যা করা বৈধ হবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٨٤٩ - [٦٢] عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَرِيَّةٍ فَمَرَّ رَجُلٌ بِغَارٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ وَبَقْلٍ فَحَدَّثَ نَفْسَهٗ بِأَنْ يُقِيمَ فِيهِ وَيَتَخَلّٰى مِنَ الدُّنْيَا فَاسْتَأْذَنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنِّيْ لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلَا بِالنَّصْرَانِيَّةِ وَلٰكِنِّيْ بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَمَقَامُ أَحَدِكُمْ فِي الصَّفِّ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهٖ سِتِّينَ سَنَةً». رَوَاهُ أَحْمَدُ

৩৮৪৯-[৬২] আবূ উমামাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক যুদ্ধাভিযানে বের হই, তখন জনৈক ব্যক্তি এক সংকীর্ণ পথ অতিক্রমকালে সেখানে এক পানির কূপ ও টাটকা শাক-সবজি দেখতে পেয়ে লোকটির মনে একান্ত আকাঙ্ক্ষা হলো যে, যদি আমি দুনিয়ার মোহ-মায়া জলাঞ্জলি দিয়ে তথায় অবস্থান করতে পারতাম, তা কতই না উত্তম হতো! তাই এতদসম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি চাইলে, রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, শোন! আমি ইয়াহূদী বা খৃষ্টান ধর্মের ন্যায় (বৈরাগ্যবাদের বিধান নিয়ে) আবির্ভূত হইনি; বরং আমাকে সহজ সরল দীন (একত্ববাদের বিধান) দিয়ে পাঠানো হয়েছে। সেই মহান আল্লাহর শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! আল্লাহর পথে একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা নিজেকে নিয়োজিত রাখা দুনিয়া ও তার সমদুয় ধন-সম্পদ হতে উত্তম। আর নিশ্চয় যুদ্ধের মাঠে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ষাট বছর সলাত আদায়ের চেয়ে উত্তম। (আহমাদ)[১০৮৯]

[১০৮৯] **খুবই দুর্বল** : মুসনাদ আহমাদ ২২২৯১। কারণ এর সানাদে মা'ন বিন রিফা'আহ্ একজন দুর্বল রাবী।

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসেও রসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ফাযীলাত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, এক সকাল এবং এক সন্ধ্যা আল্লাহর জিহাদের কাজে ব্যয় করা এ পৃথিবী এবং তার মাঝে যা কিছু আছে সব কিছু অপেক্ষা উত্তম।

হাদীসে বর্ণিত শব্দ سَرِيَّةٍ (সারিয়্যাহ্) বলতে এমন সৈন্যদলকে বুঝায়, যাদের সংখ্যা সর্বোচ্চ ৪০০ জন পর্যন্ত পৌঁছে। অন্য বর্ণনা মতে, নয়জন বা তার চেয়ে কম সংখ্যক সৈন্য হলে তাকে সারিয়্যাহ্ বলে, আর তিন থেকে চারজন হলে তাকে طليعة (তৃলী'আহ্) বলা হয়।

আবার অন্য একটি বর্ণনা সূত্রে জানা যায়, রসূলুল্লাহ ﷺ উনায়স রাঃ-কে একাই সারিয়্যাহ্ হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন, যা এই মতের বিরোধী।

গয্ওয়া ও সারিয়্যাহ্ এর পার্থক্য আলোচনা করতে গিয়ে রওযাতুল আহবার নামক গ্রন্থে সাইয়্যিদ জামালুদ্দীন (রহঃ) বলেন : মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় غزوة (গয্ওয়া) বলা হয় ঐ যুদ্ধকে, যাতে রসূল ﷺ স্বশরীরে উপস্থিত ছিলেন, আর যেটিতে স্বশরীরে উপস্থিত ছিলেন না তাকে سرية (সারিয়্যাহ্) ও بعث (বি'স) বলে।

তবে উপরোল্লিখিত হাদীসে এ মতেরও বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়, যেখানে আবূ উমামাহ্ রাঃ বলেন, "আমরা রসূল ﷺ-এর সাথে সারিয়াতে বের হয়েছিলাম"। মোটকথা ছোট যুদ্ধদলকে আক্ষরিক অর্থে সারিয়্যাহ্ বলা হয়, আর বড় সৈন্যদল হলে তাকেই গয্ওয়া বলা হয়।

(وَلَكِنِّىْ بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ) এ বাক্যে রসূল ﷺ বলছেন যে, "আমি প্রেরিত হয়েছি একনিষ্ঠ সরল ও সঠিক পথ নিয়ে"। এখানে الحنيفية (হানিফিয়্যাহ্) বলতে বুঝানো হয়েছে বক্রতামুক্ত সহজ সরল তাওহীদের পথকে। আর السمحة (আস্ সাম্হাহ্) বলতে বুঝায় এমন সহজ ও সরল পথকে যাতে কোনো সংকীর্ণতা বা কাঠিন্যতা নেই। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٨٥٠-[٦٣] وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ غَزَا فِىْ سَبِيلِ اللهِ وَلَمْ يَنْوِ إِلَّا عِقَالًا فَلَهُ مَا نَوٰى». رَوَاهُ النَّسَائِيّ

৩৮৫০-[৬৩] 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে উট বাঁধার রশি প্রাপ্তির আশায় জিহাদ করে, সে তার নিয়্যাত অনুযায়ী তা-ই পাবে। (নাসায়ী)[১০৯০]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটি মানুষের নিয়্যাত অনুসারে কর্মফল পাওয়ার একটি দলীল। কেউ যদি কেবলমাত্র গনীমাতের সম্পদ অর্জনের জন্য জিহাদ করে তাহলে সে কেবল ঐ গনীমাতের সম্পদই পাবে- পরকালে তার জন্য কোনো প্রতিদান নেই।

হাদীসের বাণী (وَلَمْ يَنْوِ إِلَّا عِقَالًا) তথা "সে কেবলমাত্র একটি রশি পাওয়ার নিয়্যাত করেছে" এর উদ্দেশ্য হলো সে দুনিয়াবী কোনো তুচ্ছ প্রতিদানের আশা করেছে অর্থাৎ- শুধু গনীমাতের মাল পাওয়ার ইচ্ছা করেছে। এ বাক্যে عقال ('ইক্বাল) অর্থ হলো এমন একটি রশি, যা উটকে পলায়ন করা থেকে বিরত রাখার জন্য তার হাঁতে বেঁধে রাখার কাজে ব্যবহার করা হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[১০৯০] **সহীহ :** নাসায়ী ৩১৩৮, সহীহ আল জামি' ৬৪০১, সহীহ আত্ তারগীব ১৩৩৪।

(فَلَهٗ مَا نَوٰى) বলতে বুঝানো হয়েছে, সে কোনো পরকালীন প্রতিদান পাবে না। এর ব্যাখ্যায় ত্বীবী (রহঃ) বলেন : এ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো মুজাহিদ ব্যক্তি যেন কোনরূপ গনীমাত লাভের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যুদ্ধ করে। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوٰى» অর্থাৎ- "প্রত্যেকেই স্বীয় নিয়্যাতানুসারেই কর্মফল পাবে"– (সহীহুল বুখারী হাঃ ১)।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٨٥١ -[٦٤] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ». فَعَجِبَ لَهَا أَبُوْ سَعِيدٍ فَقَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «وَأُخْرٰى يَرْفَعُ اللهُ بِهَا الْعَبْدَ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ». قَالَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৮৫১-[৬৪] আবূ সা'ঈদ আল খুদ্‌রী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব্ (প্রতিপালক) হিসেবে, ইসলামকে দীন (জীবন বিধান) হিসেবে এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে রসূল (উত্তম আদর্শ) হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নিয়েছে, তার জন্য জান্নাত অপরিহার্য হয়ে গেছে। এটা শুনে আবূ সা'ঈদ رضي الله عنه অত্যন্ত আনন্দ আতিশয্যে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! এ মাহাত্ম্যপূর্ণ কথাগুলো পুনরায় বলুন! তিনি (ﷺ) পুনরায় তা বললেন। অতঃপর আরো বললেন, আরও একটি উত্তম কাজ রয়েছে যা আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে জান্নাতে একশত গুণের উচ্চাসনে মর্যাদা দিবেন, প্রতিটি মর্যাদা বা স্তরের মাঝে দূরত্ব হলো আকাশমণ্ডলী ও দুনিয়ার মধ্যকার সমপরিমাণ। তিনি (আবূ সা'ঈদ رضي الله عنه) জিজ্ঞেস করলেন, সেই (দ্বিতীয়) কাজটি কী, হে আল্লাহর রসূল? উত্তরে তিনি (ﷺ) বলেন : আল্লাহর পথে জিহাদ, আল্লাহর পথে জিহাদ, আল্লাহর পথে জিহাদ। (মুসলিম)[১০৯১]

ব্যাখ্যা : আলোচনাধীন হাদীসটির ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহকে রব্ হিসেবে, ইসলামকে জীবনবিধান হিসেবে এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে সত্যিকারার্থে রসূল হিসেবে মেনে নেয়ার প্রতিদান উল্লেখ করা হয়েছে, আর তা হলো ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। উক্ত হাদীসের শেষাংশে জিহাদের ফাযীলাত সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীসের বক্তব্য (مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا) তথা "যে আল্লাহকে রব্ হিসেবে মেনে নিবে" এখানে উদ্দেশ্য হলো ঐ ব্যক্তি আল্লাহর সকল ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকবে এবং ধৈর্যধারণ করবে। অর্থাৎ- আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাক্বদীরের ভালো-মন্দ মেনে নিবে এবং কল্যাণ-অকল্যাণ, সুসময়-দুঃসময় সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে।

(وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ) অর্থ হলো "তার জন্য জান্নাত অবধারিত বা সুনিশ্চিত হয়ে যাবে"।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(وَأُخْرٰى يَرْفَعُ اللهُ بِهَا الْعَبْدَ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ) তথা "অন্য একটি কাজ রয়েছে যা দ্বারা আল্লাহ জান্নাতে বান্দার একশত স্তর বা মর্যাদা দিবেন" এ বাক্যের উদ্দেশ্য বর্ণনায় ক্বাযী ইয়ায বলেন : এ বাক্যটির

[১০৯১] **সহীহ :** সহীহ মুসলিম ১৮৮৪, নাসায়ী ৩১৩১, সহীহ আত্ তারগীব ১৩০৬।

বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভবপর। এখানে درجة বলতে এমন স্তরসমূহকে বুঝানো হয়েছে যেগুলো একটি অপরটির চেয়ে অনেক উঁচু। আবার এ অর্থও নেয়া যেতে পারে যে, উঁচু মর্যাদা বলতে জান্নাতের নি'আমাত ও অনুগ্রহের আধিক্য বুঝানো হয়েছে। তাদেরকে এই মর্যাদা দেয়া হবে তাদের কৎকর্ম ও সম্মানের কারণে এবং প্রত্যেকটি মর্যাদা বা স্তরের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করা হবে আসমান ও জমিনের দূরত্বের মতো।

(শারহু মুসলিম ১৩শ খণ্ড, হাঃ ১৮৮৪)

٣٨٥٢-[٦٥] وَعَنْ أَبِيْ مُوسٰى قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ» فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسٰى أَنْتَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ هٰذَا؟ قَالَ: نَعَمْ فَرَجَعَ إِلٰى أَصْحَابِهٖ فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهٖ فَأَلْقَاهُ ثُمَّ مَشٰى بِسَيْفِهٖ إِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِهٖ حَتّٰى قُتِلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৮৫২-[৬৫] আবূ মূসা আল আশ্'আরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতের দরজাসমূহ তরবারির ছায়ায় ঘেরা। এটা শুনে জীর্ণশীর্ণ জনৈক ব্যক্তি তাকে (আবূ মূসা আল আশ্'আরী رضي الله عنه-কে) জিজ্ঞেস করল, আপনি কি স্বয়ং রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর লোকটি উঠে স্বীয় সঙ্গীদের নিকট গিয়ে তাদেরকে সালাম করলেন এবং নিজের তরবারির খাপ খুলে ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে শত্রুর মুকাবিলায় অগ্রসর হলেন এবং অবশেষে বহু শত্রু হত্যা করে নিজে শাহাদাত লাভ করলেন। (মুসলিম)[১০৯২]

ব্যাখ্যা : পূর্বোল্লিখিত হাদীসটিতে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ বা যুদ্ধ করাকে জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : (إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ) তথা "নিশ্চয় জান্নাতের দরজাসমূহ তারবারির ছায়ার নীচে অবস্থিত", 'উলামায়ে কিরাম এ বাক্যের ভাবার্থ নির্ণয় করে বলেন, নিশ্চয় জান্নাত লাভের সঠিক পথ বা উপায় হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে স্বশরীরে উপস্থিত হওয়া।

(শারহু মুসলিম ১৩শ খণ্ড, হাঃ ১৯০২)

(فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ) তথা "অতঃপর একজন লোক জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় দাঁড়াল", অর্থাৎ ঐ লোকটিকে অত্যন্ত দরিদ্র মনে হচ্ছিল এবং তার মাথার চুলগুলো এলোমেলো ছিল। ফলে তাকে খুবই হুমড়াচোমড়া মনে হচ্ছিল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٨٥٣-[٦٦] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِأَصْحَابِهٖ: «إِنَّهٗ لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ يَوْمَ أُحُدٍ جَعَلَ اللّٰهُ أَرْوَاحَهُمْ فِيْ جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِيْ إِلٰى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِيْ ظِلِّ الْعَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُوْا طِيْبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيْلِهِمْ قَالُوْا: مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّنَا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ لِئَلَّا يَزْهَدُوْا فِي الْجَنَّةِ وَلَا يَنْكُلُوْا عِنْدَ الْحَرْبِ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ فَأَنْزَلَ

[১০৯২] **সহীহ :** সহীহ মুসলিম ১৯০২, তিরমিযী ১৬৫৯, সহীহ আল জামি' ১৫৩০, সহীহ আত্ তারগীব ১৩০৯।

اللهُ تَعَالٰى : ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ﴾ [سورة اٰل عمران٣:١٦٩] إِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَاتِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৮৫৩-[৬৬] ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সহাবীগণের উদ্দেশে বললেন, তোমাদের ভাইয়েরা যখন উহুদের যুদ্ধে শাহীদ হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের রূহগুলোকে (জান্নাতের) সবুজ পাখির অভ্যন্তরে স্থাপন করেন। আর এ পাখিগুলো জান্নাতের নহরসমূহে বিচরণ করে, জান্নাতের ফল-ফলাদি খায় এবং 'আর্‌শের ছায়ায় স্বর্ণের ফানুসে ঝুলন্তরূপে অবস্থান করে। অতঃপর তারা যখন এরূপ সুমিষ্ট পানীয়, সুস্বাদু খাদ্য ও আরামদায়ক মনোমুগ্ধকর বিশ্রামাগার লাভ করবে, তখন তারা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বলে উঠবে, এমন কে আছে যে আমাদেরকে ভাইদের নিকট সুসংবাদ পৌঁছিয়ে দেবে, আমরা যে জান্নাতে জীবিত অবস্থান করছি তারা যাতে জান্নাত লাভে অবহেলিত না হয় এবং জিহাদের মাঠে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করে। এমতাবস্থায় তাদের এ আকাঙ্ক্ষার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তোমাদের পক্ষ হতে তাদের নিকট সুসংবাদ পৌঁছিয়ে দেব। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন, "যারা আল্লাহর পথে শাহীদ হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত মনে করো না; বরং তারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে রিয্‌কপ্রাপ্ত হয়"- (সূরাহ্ আ-লি 'ইমর-ন ৩ : ১৬৯)। (আবূ দাঊদ)[১০৯৩]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে উহুদ যুদ্ধে শাহীদদের আত্মার অবস্থা বর্ণনা করে সকল মুসলিমদের জিহাদের প্রতি এবং শাহাদাতের কামনা করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

(إِنَّهٗ لَمَّا أُصِيْبَ إِخْوَانُكُمْ يَوْمَ أُحُدٍ) এ বাক্যে রসূল বলতে চেয়েছেন যে, যখন তোমাদের মুসলিম ভাইয়েরা উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছিল। এ বাক্যের অর্থ হলো, তারা যখন শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ করেছিল। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫১৭)

(جَعَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِىْ جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ) অর্থাৎ- সবুজ রঙের পাখীর পেটের ভিতর তাদের অন্তরসমূহ স্থাপন করা হয়েছে, ফলে তা সজিবতা ফিরে পেয়েছে এবং জান্নাতে এদিক ওদিক ঘুরাফেরার সক্ষমতা লাভ করেছে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

(فَلَمَّا وَجَدُوْا طِيْبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيْلِهِمْ) তথা যখন তারা তাদের উত্তম পানাহারের ব্যবস্থা এবং উৎকৃষ্ট আবাসস্থল পেয়ে গেল তখন তারা দুনিয়ায় জীবিত ভাইদের কাছে এ সংবাদ পাঠানোর আকাঙ্ক্ষা করল যে, তারা জান্নাতে জীবিত অবস্থায় রয়েছে। যাতে করে অন্যরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে উৎসাহিত হয়। 'মাক্বীল' শব্দের অর্থ হলো ঐ জায়গা যেখানে দ্বিপ্রহরের সময় বিশ্রাম নেয়া হয়।

(وَلَا يَنْكُلُوْا عِنْدَ الْحَرْبِ) এর অর্থ হলো, তারা যেন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ বা জিহাদ করার ক্ষেত্রে কাপুরুষতা প্রদর্শন না করে। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫১৭)

٣٨٥٤ -[٦٧] وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اَلْمُؤْمِنُوْنَ فِى الدُّنْيَا عَلٰى ثَلَاثَةِ أَجْزَاءٍ: الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِه ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِىْ يَأْمَنُهُ النَّاسُ عَلَى النَّاسِ عَلٰى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ الَّذِىْ إِذَا أَشْرَفَ عَلٰى طَمَعٍ تَرَكَهٗ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

[১০৯৩] হাসান : আবূ দাঊদ ২৫২০, সহীহ আল জামি' ১৫০৫, সহীহ আত্ তারগীব ১৩৭৯।

৩৮৫৪-[৬৭] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুনিয়ার মু'মিনগণ তিন ভাগে বিভক্ত- (১) যারা আল্লাহ ও তার রসূলের ওপর দৃঢ়চিত্তে ঈমান আনে, অতঃপর কোনো সন্দেহ-সংশয় পোষণ করে না এবং নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। (২) যাদের হাত থেকে প্রতিটি মুসলিমের স্বীয় জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করে। (৩) দুনিয়ার মোহ ও লালসা যার অন্তরে জাগ্রত হয়, অতঃপর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় তা পরিহার করে। (আহমাদ)[১০৯৪]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মু'মিনদেরকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক প্রকারের মু'মিনদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলী আলোচনা করা হয়েছে। তাদের প্রথম সারির মু'মিন হলো যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার পাশাপাশি নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে।

(اَلْمُؤْمِنُونَ فِى الدُّنْيَا عَلٰى ثَلَاثَةِ أَجْزَاءٍ) এ বাক্যের ব্যাখ্যায় ত্বীবী (রহঃ) বলেন : أَجزاء (আজ্যা) বলা হয় নির্দিষ্ট কোনো বস্তুর বিভিন্ন অংশ বা ভাগকে। তবে বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি বহিঃপ্রকাশের দিক থেকে সকল মু'মিন একটি মাত্র আত্মার মতো। যেন সকলে মিলে একটি সিসেঢালা প্রাচীর।

(اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا) তথা "যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করেনি" এ বাক্যে "কোনো সন্দেহ পোষণ করেনি" এর অর্থ হলো, তারা তাদের ঈমান অনুসারে 'আমাল করেছে এবং আল্লাহ ও রসূলের কোনো আদেশ বা নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে চলেনি। কেননা যারা আল্লাহকে দেয়া প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে পূর্ণ করে তারাই প্রকৃত মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত। ত্বীবী (রহঃ) বলেন : "কোনো সন্দেহ পোষণ করেনি" এ কথার ব্যাখ্যা হলো নিম্নোক্ত কুরআনের আয়াত : অর্থাৎ- "নিশ্চয় যারা বলে আমাদের রব্ হলেন আল্লাহ, অতঃপর তারা এ কথার উপর অটল অবিচল থাকে...."- (সূরাহ্ ফুস্সিলাত ৪১ : ৩০)।

(اَلَّذِىْ إِذَا أَشْرَفَ عَلٰى طَمَعٍ تَرَكَهٗ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ) এখানে তুমা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুপ্রবৃত্তি- যেদিকে সাধারণত মানুষ অধিকহারে ধাবিত হয়। আর এই কুপ্রবৃত্তি তাকে হাক্বের অনুসরণ থেকে সদা বিরত রাখার জন্য প্রাণপণ অপচেষ্টা চালায়।

মহান আল্লাহ তা'আলা এ মর্মে উল্লেখ করেন : অর্থাৎ- "আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেকে দূরে রাখে, জান্নাতই হলো তার বাসস্থান।"

(সূরাহ্ আন্ না-যি'আ-ত ৭৯ : ৪০-৪১)

উল্লিখিত হাদীসে তুমা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পার্থিব সম্মান ও সম্পদের দিকে ঝুঁকে পড়া এবং আল্লাহর কথা ভুলে যাওয়া। মূলত এসব বৈধ হলেও তা থেকে দূরে থাকাই পূর্ণ মু'মিনের পরিচয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٨٥٥ - [٦٨] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ عَمِيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ نَفْسٍ مُسْلِمَةٍ يَقْبِضُهَا رَبُّهَا تُحِبُّ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْكُمْ وَأَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا غَيْرَ الشَّهِيْدِ» قَالَ ابْنُ أَبِىْ عَمِيْرَةَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَأَنْ أُقْتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لِىْ أَهْلُ الْوَبَرِ وَالْمَدَرِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

৩৮৫৫-[৬৮] 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ 'আমীরহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোনো মুসলিমকে আল্লাহ মৃত্যু দান করার পরে আবার তোমাদের মধ্যে (দুনিয়ায়) ফিরে আসতে

[১০৯৪] **য'ঈফ :** মুসনাদ আহমাদ ১১০৫০। কারণ এর সানাদে রিশদীন ইবনু সা'দ একজন দুর্বল রাবী।

চাইবে না, যদিও দুনিয়া ও তার সমুদয় ধন-সম্পদের পরিমাণ তাকে দেয়া হয়, একমাত্র শাহাদাতবরণ ব্যতীত। ইবনু আবূ 'আমীরহ্ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুনিয়ার সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ সমৃদ্ধ গ্রাম ও নগরের অধিবাসীর মালিক হওয়া অপেক্ষা আল্লাহর পথে শাহীদ হওয়া আমার নিকট সর্বোত্তম। (নাসায়ী)[১০৯৫]

ব্যাখ্যা : আলোচনাধীন হাদীসে শাহীদের মর্যাদা আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহর রাস্তায় শাহীদ ব্যক্তিই কেবল অফুরন্ত নি'আমাত লাভের পরও পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে এসে আবার শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভের ইচ্ছা পোষণ করবে; অথচ সেখানে সে দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর তুলনায় বেশী নি'আমাত পাবে।

(مَا مِنْ نَفْسٍ مُسْلِمَةٍ يَقْبِضُهَا رَبُّهَا) এ বাক্যে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা নিজে মানুষের মৃত্যু ঘটান। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কতিপয় 'উলামায়ে কিরাম বলেন, প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহই আত্মাসমূহের মৃত্যু ঘটান, আর রূপকার্থে মালাকুল মাওত (ফেরেশতা) মৃত্যু ঘটায়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(لَأَنْ أُقْتَلَ فِيْ سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لِيْ أَهْلُ الْوَبَرِ وَالْمَدَرِ) এ বাক্যে রসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন : "নিশ্চয় আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণ করা আমার নিকট আহলুল ওয়াবার ও আহলুল মাদার অপেক্ষা উত্তম"। الوبر (আল ওয়াবার) শব্দের অর্থ পশম। এখানে أهل الوبر (আহলুল ওয়াবার) বলতে মরুভূমিতে বসবাসকারী বা যাযাবরদের উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে, কারণ তাদের তাঁবুগুলো সাধারণত পশমের তৈরি হয়ে থাকে। আর أهل المدر (আহলুল মাদার) বলতে গ্রাম ও শহরে বসবাসকারীদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। মোটকথা এখানে আহলুল ওয়াবার ও আহলুল মাদার বলতে দুনিয়া এবং তার মাঝে যত কিছু আছে সব কিছু উদ্দেশ্য। সুতরাং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথার উদ্দেশ্য হলো, দুনিয়া এবং তার মাঝে থাকা সবকিছু অপেক্ষা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শাহাদাত বরণ করা তার নিকট অধিক উত্তম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٨٥٦ـ[٦٩] وَعَنْ حَسْنَاءَ بِنْتِ مُعَاوِيَةَ قَالَتْ : حَدَّثَنَا عَمِّيْ قَالَ : قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ : مَنْ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ : «النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُوْدُ فِي الْجَنَّةِ وَالْوَئِيْدُ فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৮৫৬-[৬৯] হাসনা বিনতু মু'আবিয়াহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চাচা (হারিস) আমাকে হাদীস বর্ণনা করেন, আমি নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, কারা জান্নাতে প্রবেশ করবে? উত্তরে তিনি (ﷺ) বলেন : নাবীগণ, শাহীদগণ ও সদ্যপ্রসূত শিশু এবং জীবন্ত ক্ববরস্থ (কন্যা সন্তান) জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আবূ দাউদ)[১০৯৬]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে বিশেষ শ্রেণীর কিছু মানুষকে জান্নাতী বলে রসূল ﷺ ঘোষণা দিয়েছেন তাদের মধ্যে নাবীদের পরে সর্বপ্রথম জান্নাতী হলো আল্লাহর রাস্তায় শাহীদগণ। সুতরাং এ হাদীসে শাহীদদের সৌভাগ্যের কথা আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীসে "শাহীদ" শব্দের আরো একটি ব্যাখ্যা করা হয় আর তা হলো এখানে 'শাহীদ' বলতে সাধারণ মু'মিনরাও উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা আল্লাহ আ'আলা বলেন : অর্থাৎ- "যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে, তারাই তাদের রবের নিকট সিদ্দীক্ব ও শুহাদা"– (সূরাহ্ আল হাদীদ ৫৭ : ১৯)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[১০৯৫] হাসান : নাসায়ী ৩১৫৩, সহীহ আল জামি' ৫৬৮৪, সহীহ আত্ তারগীব ১৩৫৭।

[১০৯৬] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ২৫২১, আহমাদ ২০৫৮৩, য'ঈফ আল জামি' ৫৯৮৫। কারণ এর সানাদে হাসনা বিনতু মু'আবিয়াহ আস্ সরিমিয়্যাহ্ একজন মাজহূল রাবী।

(وَالْمَوْلُوْدُ فِي الْجَنَّةِ) এর ব্যাখ্যায় ইমাম খত্ত্বাবী বলেন : "মাওলূদ" বলা হয় ঐ নবজাতক শিশুকে, যে ভূমিষ্ট হওয়ার আগেই মাতৃগর্ভ থেকে পড়ে গেছে- যার কোনো পাপ নেই।

হাদীসের শেষ বাক্য (وَالْوَئِيْدُ فِي الْجَنَّةِ) অর্থাৎ- "ওয়ায়ীদ ও জান্নাতী", ইমাম খত্ত্বাবী (রহঃ) এর ব্যাখ্যা করে বলেন, এখানে الوئيد (ওয়ায়ীদ) অর্থ হলো ঐ নবজাতক শিশু, যাকে জীবিত অবস্থায় মাটিতে পুঁতে দেয়া হয়েছে। জাহিলী যুগের পথভ্রষ্ট মানুষেরা সমাজে লজ্জা ও অপমানের ভয়ে তাদের কন্যা সন্তানদের মাটিতে পুঁতে দিত। আবার তাদের কেউ কেউ অভাবের কারণে পুত্র সন্তানদেরও পুঁতে দিত।

('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫১৭)

٣٨٥٧ -[٧٠] وَعَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَرْسَلَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنْفَقَ فِي وَجْهِهِ ذٰلِكَ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ». ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ﴾ [سورة البقرة ٢: ٢٦١]. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

৩৮৫৭-[৭০] 'আলী, আবুদ্ দারদা, আবূ হুরায়রাহ্, আবূ উমামাহ্, 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার, 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র, জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ ও 'ইম্‌রন ইবনু হুসায়ন (রাঃ) সকলেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি (ওযরবশত জিহাদে যেতে না পেরে) আল্লাহর পথে খরচের জন্য অর্থ, সম্পদ পাঠিয়ে দিয়ে সে নিজ বাড়িতে অবস্থান করে। এতে প্রতি দিরহামের (মুদ্রার) খরচের বিনিময়ে সাতশত গুণ সাওয়াব অর্জিত হবে, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি স্বয়ং আল্লাহর উদ্দেশে জিহাদ করল এবং তাতে অর্থ ব্যয় করল, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় তার প্রতিটি দিরহাম খরচের পরিবর্তে সাতলক্ষ দিরহামের সাওয়াব অর্জিত হবে। অতঃপর তিনি (সাঃ) এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, "আর আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা করেন, বহুগুণ বাড়িয়ে দেন"– (সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ ২ : ২৬১)। (ইবনু মাজাহ)[১০৯৭]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে স্বশরীরে অংশগ্রহণ এবং খরচ করার ফাযীলাত বর্ণনা করা হয়েছে।

(فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ) এ বাক্যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য ব্যয়কৃত অর্থের সাতশ' গুণ বেশী নেকী হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ নেকীর এই পরিমাণ কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত থেকেও পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন : অর্থাৎ- "যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের সম্পদ ব্যায় করে তাদের উদাহরণ এমন একটি শস্যদানার মতো যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে যার প্রত্যেকটিতে একশত করে শস্যদানা রয়েছে। আর আল্লাহ যাকে চান তাকে আরো বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ সুপ্রশস্ত এবং মহাজ্ঞানী"– (সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ ২ : ২৬১)। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রতিদান সাত হাজার গুণ বেশী হওয়ার কারণ হলো, সে স্বশরীরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এবং শারীরিক কষ্ট ও আর্থিত ব্যয় দু'টোই একত্রিত হয়েছে, ফলে তার প্রতিদানও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[১০৯৭] **য'ঈফ** : ইবনু মাজাহ ২৭৬১, য'ঈফ আল জামি' ৫৩৯০, য'ঈফ আত্ তারগীব ৭৯৩। কারণ এর সানাদে খলীল বিন 'আবদুল্লাহ একজন অপরিচিত রাবী।

٣٨٥٨-[٧١] وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الشُّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ: رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللهَ حَتّٰى قُتِلَ فَذٰلِكَ الَّذِي يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَعْيُنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هٰكَذَا» وَرَفَعَ رَأْسَهٗ حَتّٰى سَقَطَتْ قَلَنْسُوَتُهٗ فَمَا أَدْرِي أَقَلَنْسُوَةَ عُمَرَ أَرَادَ أَمْ قَلَنْسُوَةَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: «وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ كَأَنَّمَا ضُرِبَ جِلْدَهٗ بِشَوْكِ طَلْحٍ مِنَ الْجُبْنِ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهٗ فَهُوَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَاٰخَرَ سَيِّئًا لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللهَ حَتّٰى قُتِلَ فَذٰلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ أَسْرَفَ عَلٰى نَفْسِهٖ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللهَ حَتّٰى قُتِلَ فَذَاكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

৩৮৫৮-[৭১] ফাযালাহ্ ইবনু 'উবায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে জেনেছি। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, শাহাদাত বরণ চারভাবে হয় : প্রথমতঃ প্রকৃত মু'মিন ব্যক্তি তেজোদীপ্ত ঈমান নিয়ে সত্যনিষ্ঠার সাথে শত্রুর মুকাবিলায় লড়াই করতে করতে শাহীদ হয়ে গেল এবং তিনি এমন মর্যাদার উচ্চাসনের অধিকারী হবে যে, ক্বিয়ামাতের দিন যার প্রতি মানুষ এমনভাবে মাথা তুলে তাকাবে যে, এটা বলতে বলতে তিনি এত উঁচু মাথা উঠালেন যাতে মাথার টুপি নীচে পড়ে গেল। তিনি (ফাযালাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) এ কথা দ্বারা 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর টুপি নাকি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর টুপি পড়ে যাবার উল্লেখ করেছেন তা আমার জানা নেই। দ্বিতীয়তঃ এমন পূর্ণ মু'মিন ব্যক্তি যে শত্রুর সম্মুখীন হয়ে দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করল বটে, কিন্তু বীরত্বের অভাবে বা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে শত্রুর মুকাবিলায় তার শরীরে কাঁটা গাছের কাঁটা বিঁধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, এমতাবস্থায় হঠাৎ এক ব্যক্তির তীরের আঘাতে সে মৃত্যুবরণ করল, এ ব্যক্তিই দ্বিতীয় শ্রেণীর। তৃতীয়তঃ এমন মু'মিন ব্যক্তি, যে জীবনে পাপ-পুণ্যের সাথে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে, অতঃপর পরে যথার্থ বীরের ন্যায় জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে এবং পরিশেষে স্বীয় ঈমানের বলে সত্যনিষ্ঠার শাহীদ হয়েছে, এ ব্যক্তি হলো তৃতীয় শ্রেণীর। চতুর্থতঃ ঐ মু'মিন ব্যক্তি, যে জীবনে অনেক অনাচার-অরাজকতা করেছে, অতঃপর সে জিহাদে অংশগ্রহণ করে আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে শাহাদাত বরণ করে, এ ব্যক্তি হলো চতুর্থ পর্যায়ের শাহীদ।

(তিরমিযী; তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব)[১০৯৮]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে ঈমান ও 'আমালের ভিত্তিতে শাহীদদেরকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তবে তাদের সকলেই জান্নাতী; যদিও জান্নাতে তাদের স্তর বা মর্যাদার ব্যবধান থাকবে।

(الشُّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ) এ কথার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, "শাহীদগণ চার প্রকারের বা চার শ্রণীর" এটিও উদ্দেশ্য হতে পারে, আবার চারজন নির্দিষ্ট শাহীদও উদ্দেশ্য হতে পারে।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ৩৮৫৮)

হাদীসে বারংবার বর্ণিত শব্দ (فَصَدَقَ اللهَ) এর অর্থ হলো আল্লাহর সাথে তার যে বীরত্বের অঙ্গীকার ছিল তা পূর্ণ করেছে, অর্থাৎ কাপুরুষতা প্রদর্শন করেনি। সুতরাং সে মহান আল্লাহর সাথে যে শাহাদাতের অঙ্গীকার করেছিল তা পূর্ণ করেছে।

[১০৯৮] **য'ঈফ :** তিরমিযী ১৬৪৪। কারণ এর সানাদে আবূ ইয়াযীদ আল খাওলানী একজন মাজহূলুল হাল রাবী।

(حَتّٰى قُتِلَ) অর্থাৎ- সে শাহাদাত বরণ করে। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : মহান আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, তারা সাওয়াবের আশায় ধৈর্য সহকারে যুদ্ধ করবে। সুতরাং হাদীসে উল্লিখিত ব্যক্তি ধৈর্য সহকারে সাওয়াবের প্রত্যাশী হয়ে আমরণ যুদ্ধ করে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারকে স্বীয় কর্মের মাধ্যমে পূর্ণ করেছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শক্তিশালী ও সাহসী মু'মিন আল্লাহর নিকট দুর্বল ও কাপুরুষ মু'মিনের তুলনায় বেশী প্রিয়। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৬৪৪)

٣٨٥٩ ـ[٧٢] (صحيح/حسن) وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَلْقَتْلٰى ثَلَاثَةٌ: مُؤْمِنٌ جَاهَدَ نَفْسِهٖ وَمَالِهٖ فِيْ سَبِيلِ اللهِ فَإِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتّٰى يُقْتَلَ» قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهِ: «فَذٰلِكَ الشَّهِيدُ الْمُمْتَحَنُ فِيْ خَيْمَةِ اللهِ تَحْتَ عَرْشِهٖ لَا يَفْضُلُهُ النَّبِيُّوْنَ إِلَّا بِدَرَجَةِ النُّبُوَّةِ وَمُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَاٰخَرَ سَيِّئًا جَاهَدَ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ فِيْ سَبِيلِ اللهِ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتّٰى يُقْتَلَ» قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهِ: «مُمَصْمِصَةٌ مَحَتْ ذُنُوبَهٗ وَخَطَايَاهُ إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا وَأُدْخِلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ وَمُنَافِقٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ فَإِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتّٰى يُقْتَلَ فَذَاكَ فِي النَّارِ إِنَّ السَّيْفَ لَا يَمْحُو النِّفَاقَ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৩৮৫৯-[৭২] 'উত্‌বাহ্ ইবনু 'আব্‌দুস্ সুলামী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জিহাদে নিহত ব্যক্তি তিন শ্রেণীর হয়ে থাকে। ১- সেই প্রকৃত মু'মিন ব্যক্তি, যে নিজের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, শত্রুর মুকাবিলায় বীরদর্পে লড়াই করে, পরিশেষে শাহাদাত বরণ করে। এদের ব্যাপারে নাবী ﷺ বলেছেন : এ ব্যক্তিই পরীক্ষিত শাহীদ। সুতরাং 'আর্‌শের নিচে আল্লাহর তাঁবুতে তাদেরই স্থান হবে। আর নাবী-রসূলগণের মর্যাদা যে সমস্ত শাহীদের ওপর নাবূওয়াতের মর্যাদা ব্যতীত অধিক অন্য কোনো কিছু হবে না। ২- সেই মু'মিন ব্যক্তি, যে পাপ-পুণ্যের জীবন অতিবাহিত করেছে, আর নিজের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে করতে শাহাদাত লাভ করেছে। তার ব্যাপারে নাবী ﷺ বলেন, সে পাপরাশি মোচনকারী শাহাদাত লাভ; যা তার অন্যায় ও অপরাধসমূহ মুছে দেয়। মূলত তরবারি হলো সকল গুনাহ মোচনকারী, ফলে সে জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছা অনায়াসে প্রবেশ করবে। ৩- মুনাফিক্ব (মুসলিম) নিজের জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, এমনকি শত্রু মুকাবিলায় যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণও করে; কিন্তু সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কেননা তরবারি (মুনাফিক্বের) নিফাক্ব দূরীভূত করতে পারে না। (দারিমী)[১০৯৯]

ব্যাখ্যা : পূর্বোল্লিখিত হাদীসে জান্নাতী শাহীদদের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করা হয়েছে। আর এ হাদীসে নিহত ব্যক্তিদের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম প্রকার হলো মু'মিন, যে 'আমালের দিক থেকে পূর্ণ নেক 'আমালকারী। নিজের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার কারণে সে জান্নাতী হবে এবং জান্নাতে নাবীদের স্তরের সাথে শুধুমাত্র

[১০৯৯] হাসান : দারিমী ২৪৫৫, আহমাদ ১৭৬৫৭। যদিও এর সানাদে মু'আবিয়াহ্ বিন ইয়াহ্‌ইয়া আস সদাফী একজন দুর্বল রাবী কিন্তু এর শাহিদ রিওয়ায়াত থাকায় এটি হাসানের স্তরে উন্নীত হয়েছে।

নাবূওয়াতের কারণে সামান্য পার্থক্য ব্যতীত অন্য কোনো পার্থক্য থাকবে না। আর নাবীগণের সাথে তাদের এই পার্থক্যের কারণ হলো, আম্বিয়াগণ তাদের উম্মাতকে আনুগত্য ও 'ইবাদাতের সার্বিক দিকনির্দেশনা দেন আর তারা তা পালন করে, ফলে আম্বিয়াগণ বেশী মর্যাদার অধিকারী হবেন।

(مُمَصْمِصَةٌ مَحَتْ ذُنُوْبَهٗ وَ خَطَايَاهُ) তথা তার শাহাদাত বরণ তার সকল গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দিবে। এখানে ممصمصة শব্দটিকে স্ত্রীলিঙ্গে আনার কারণ হলো এর দ্বারা উদ্দেশ্য শাহাদাত বরণ করা। আর 'আরবী "শাহাদাহ্" শব্দটি স্ত্রী লিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত হয়।

হাদীসের শেষাংশে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে নিহত হওয়া সত্ত্বেও মুনাফিক্ব জাহান্নামী হবে, কারণ তরবারি নিফাক্বের মতো পাপকে মিটিয়ে দিতে অক্ষম; যদিও তরবারি গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয়। তবে আল্লাহ তা'আলা কখনো কখনো পাপী ও পথভ্রষ্ট লোকেদের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ আঞ্জাম দেন। নাবী ﷺ বলেন : «وَإِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيـنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ» অর্থাৎ- "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পাপী ব্যক্তিদের মাধ্যমে তাঁর দীনকে শক্তিশালী করেন"- (সহীহুল বুখারী হাঃ ৩০৬২)।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٨٦٠ ـ [٧٣] وَعَنِ ابْنِ عَائِذٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ جِنَازَةِ رَجُلٍ فَلَمَّا وُضِعَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: لَا تُصَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَإِنَّهٗ رَجُلٌ فَاجِرٌ فَالْتَفَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ: «هَلْ رَاٰهُ أَحَدٌ مِنْكُمْ عَلٰى عَمَلِ الْإِسْلَامِ؟» فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ! حَرَسَ لَيْلَةً فِيْ سَبِيلِ اللهِ فَصَلّٰى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَحَثَا عَلَيْهِ التُّرَابَ وَقَالَ: «أَصْحَابُكَ يَظُنُّوْنَ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» وَقَالَ: «يَا عُمَرُ! إِنَّكَ لَا تُسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِ النَّاسِ وَلٰكِنْ تُسْأَلُ عَنِ الْفِطْرَةِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৩৮৬০-[৭৩] ইবনু 'আয়িয রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তির জানাযায় শারীক হলেন। যখন সলাত আদায়ের উদ্দেশে লাশ রাখা হলো, তখন 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এ ব্যক্তির জানাযার সলাত আদায় করাবেন না, কেননা লোকটি খারাপ ছিল। এতে রসূলুল্লাহ ﷺ লোকেদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এ ব্যক্তিকে কোনো ইসলামী 'আমাল করতে দেখেছ? জনৈক ব্যক্তি উঠে বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! সে আল্লাহর পথে এক রাত (সীমান্ত) পাহাড়া দিয়েছিল। এটা শুনে তিনি (ﷺ) তার জানাযার সলাত আদায় করলেন এবং তাকে ক্বব্রে নিজ হাতে তার উপর মাটি দিলেন। অতঃপর তিনি (ﷺ) উক্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, সঙ্গী-সাথীদের ধারণা তুমি জাহান্নামের অধিবাসী। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি জান্নাতের অধিবাসী। তিনি (ﷺ) আরো বলেন, হে 'উমার! মানুষের 'আমালের ব্যাপারে তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে না। তোমাকে তো ফিত্বরাতের (স্বভাব-ধর্ম ইসলামের কর্মের) ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। (বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান)[১১০০]

[১১০০] **য'ঈফ :** শু'আবুল ঈমান ৩৯৮৮। কারণ এর সানাদে রাবী শাওয বিন 'আবদুর রহমানকে শুধুমাত্র ইবনু হিব্বান বিশ্বস্ত বলেছেন।

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে পরোক্ষভাবে আল্লাহর রাস্তায় মুসলিমদের পাহাড়া দেয়ার 'আমালটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হয়েছে এবং যে ব্যক্তির ব্যাপারে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু খারাপ ধারণা রাখতেন কেবলমাত্র একরাত এই পাহাড়াদানের কাজে নিয়োজিত থাকায় আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার জানাযাহ্ আদায় করলেন এবং তাকে জান্নাতী বলে ঘোষণা দিলেন।

'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে উক্ত পাপী ব্যক্তির জানাযার সলাত আদায় করতে নিষেধ করার কারণ ছিল, যাতে সকল মুনাফিক্ব ও পাপিষ্ঠরা তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যায় এবং এটা যেন তাদের জন্য ধমকস্বরূপ হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(وَحَثَا عَلَيْهِ التُّرَابَ) এ বাক্যের ভাবার্থ হলো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র হাত দিয়ে ঐ ব্যক্তির ক্বব্‌রে এক বা দু'বার মাটি দিলেন, যাতে লোকেরা তার সৎকাজটির প্রতি উৎসাহিত হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(وَلٰكِنْ تُسْأَلُ عَنِ الْفِطْرَةِ) এ বাক্যটি প্রমাণ করে যে, উল্লিখিত ব্যক্তিটি ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের উপরই অধিষ্ঠিত ছিল। এখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে মানুষের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করতে নির্দেশনা দিয়েছেন, কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু ও মেহেরবান।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন : ফিত্বরাহ্ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইসলাম ও সৎ 'আমাল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ.

অর্থাৎ- "প্রত্যেক নবজাতক শিশুই ফিত্বরাহ্-এর উপর জন্মলাভ করে, অতঃপর তার বাবা-মা- ই তাকে ইয়াহূদী, নাসারা কিংবা অগ্নিপূজক বানায়"। (সহীহুল বুখারী, হাঃ ১৩৮৫)

হাদীসের উক্তিটির ভাবার্থ হলো, হে 'উমার! তুমি এ অবস্থায় মৃত ব্যক্তির খারাপ 'আমাল সম্পর্কে আলোচনা করবে না; বরং তার ভালো কাজগুলো আলোচনা করবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র বলেছেন : "তোমরা তোমাদের মৃতদের ভালো দিকগুলো স্মরণ কর"। সুতরাং মৃতদের ভালো গুণাবলীসমূহ বর্ণনা করার প্রতি রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে উৎসাহিত করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(١) بَابُ إِعْدَادِ اٰلَةِ الْجِهَادِ

অধ্যায়-১ : যুদ্ধাস্ত্রের প্রস্তুতিকরণ

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٨٦١ - [١] عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ: «﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [سورة الأنفال٨: ٦٠] أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৮৬১-[১] 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে মাসজিদে নাবাবীর মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে

সাধ্যমতো শক্তি সঞ্চয় কর। মনে রাখ, প্রকৃত শক্তি হলো তীর নিক্ষেপ করা। শোন! প্রকৃত শক্তি হলো তীর নিক্ষেপ করা। শোন! প্রকৃত শক্তি হলো তীর নিক্ষেপ করা। (মুসলিম)[১১০১]

ব্যাখ্যা : উপরোল্লিখিত হাদীসে যুদ্ধের জন্য সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করাকে আবশ্যককারী কুরআনের আয়াতটি বর্ণনা করতঃ রসূল ﷺ বলেছেন, শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপণ বস্তু।

﴿وَأَعِدُّوا لَهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ এ অংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যে সকল জিনিস দ্বারা যুদ্ধে আত্মরক্ষা করা যায় এবং অধিক শক্তিশালী হওয়া যায়, উল্লিখিত আয়াতে এ জাতীয় সকল উপকরণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখার আদেশ দেয়া হয়েছে। যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সবিকছুই এ আয়াতের বিধানের আওতাধীন। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি (أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ) তথা "জেনে রাখ! শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপণ বস্তু", এর দ্বারা তিনি মূলত যুদ্ধের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। এতে বুঝানো হয়েছে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে যুদ্ধের যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। অনুরূপভাবে যুদ্ধের পূর্বপ্রস্তুতিস্বরূপ ঘোড়াদৌড় প্রতিযোগিতা করা, শরীর চর্চা করা, প্রশিক্ষণ দেয়া এবং নেয়া সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। (শারহু মুসলিম ১৩শ খণ্ড, হাঃ ১৯১৭)

٣٨٦٢ ـ [٢] وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الرُّوْمُ وَيَكْفِيكُمُ اللهُ فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِه». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৮৬২-[২] উক্ত রাবী ('উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি (ﷺ) বলেছেন, শীঘ্রই রোম সাম্রাজ্য তোমাদের হাতে পরাজিত হবে এবং তোমাদের সাহায্যের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। অতএব তোমাদের কেউ যেন তীর নিক্ষেপে অক্ষমতা প্রকাশ না করে। (মুসলিম)[১১০২]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলিমরা রূম (রোম) সাম্রাজ্য জয় করবে। আর বাস্তবেই পরবর্তীতে মুসলিমরা তা জয় করেছিল।

(سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الرُّوْمُ) এ বাক্যের ভাবার্থ হলো আল্লাহ প্রদত্ত বিজয় ও সাহায্যের মাধ্যমে তোমরা অচিরেই রূম জয় করেব।

(فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِه) এ বাক্যে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, সেই সময় তোমাদের কেউ যেন তীর-ধনুক বা অস্ত্র নিয়ে জিহাদের ময়দানে উক্ত শত্রুদের সাথে জিহাদ করতে অপারগ হয়ে না যায় মুযহির (রহঃ) বলেন : এর ভাবার্থ হলো, রূমের অধিকাংশ সৈন্য তিরন্দাজ, অতএব তোমরাও তীর চালনা শিখে নিও, যাতে তোমরা তাদেরকে পরাজিত করতে পার। আর তোমরা অবশ্যই তাদেরকে পরাজিত করতে পারবে। আর আল্লাহ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তোমাদের দ্বারা রূমবাসীদের প্রতিহত করবেনই। অতএব তোমরা যখন রূম বিজয় করবে তখন তীর চালনো ছেড়ে দিও না; বরং অন্যদেরও তীর চালানোর প্রশিক্ষণ দিবে। তোমরা এমন মনে করবে না যে, আমরা রূম বিজয় করে ফেলেছি, অতএব এখন তো আর তীরের কোনো প্রয়োজন নেই; বরং তোমরা তীর চালানো ধরে রাখবে, কারণ এটা তোমাদের সব সময় প্রয়োজন হবে।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

[১১০১] সহীহ : মুসলিম ১৯১৭, তিরমিযী ৩০৮৩, আবূ দাউদ ২৫১৪, ইবনু মাজাহ ২৮১৩, আহমাদ ১৭৪৩২, দারিমী ২৪৪৮, ইরওয়া ১৫০০, সহীহ আল জামি' ২৬৩৩, সহীহ আত্ তারগীব ১২৭৯।

[১১০২] সহীহ : মুসলিম ১৯১৮, তিরমিযী ৩০৮৩, আহমাদ ১৭৪৩৩, সহীহ আল জামি' ২৬৩৪, সহীহ আত্ তারগীব ১২৮৩।

٣٨٦٣ - [٣] وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصٰى». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৮৬৩-[৩] উক্ত রাবী ('উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তীরন্দাজী শিক্ষা গ্রহণ করে তা পরিহার (চর্চা না) করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়, অথবা সে নাফরমানি করল। (মুসলিম)[১১০৩]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে জিহাদের জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে এবং কেউ তীর নিক্ষেপ করা শিক্ষা করার পর পুনরায় তা ভুলে গেলে তার নিন্দা করা হয়েছে।

(مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ) এর ভাবার্থ হলো, কেউ তীর নিক্ষেপণ শিক্ষা করার পর তা ভুলে গেলে তার জন্য ইসলামে কঠিন ধমক ও সতর্কবাণী পেশ করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তির বিনা কারণে এ শিক্ষা ভুলে যাওয়া ইসলামে খুবই অপছন্দনীয় বিষয়। (শারহু মুসলিম ১৩শ খণ্ড, হাঃ ১৯১৯)

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা (فَلَيْسَ مِنَّا) তথা "সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়", অর্থাৎ সে আমাদের দলের মধ্যে শামিল হবে না। তীর নিক্ষেপ না শিখার চেয়ে অনেক বেশী ভয়ংকর হলো তা শিখার পর ভুলে যাওয়া। কারণ যে তা শিখেনি সে ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। কিন্তু যে শিখেছে সে (রসূল ও সহাবীদের) তাদের দলে প্রবেশ করেছে, অতঃপর ভুলে গিয়ে সে যেন ঐ মহান ব্যক্তিদের দলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে এবং প্রাপ্ত নি'আমাত অস্বীকার করছে। তাই তার এ অন্যায় খুবই ভয়ঙ্কর। এজন্যই রসূল ﷺ এ কথা বলেছেন যে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٨٦٤ - [٤] وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ يَتَنَاضَلُوْنَ بِالسُّوْقِ فَقَالَ: «ارْمُوْا بَنِيْ إِسْمَاعِيْلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا وَأَنَا مَعَ بَنِيْ فُلَانٍ» لِأَحَدِ الْفَرِيْقَيْنِ فَأَمْسَكُوْا بِأَيْدِيْهِمْ فَقَالَ: «مَا لَكُمْ؟» قَالُوْا: وَكَيْفَ نَرْمِيْ وَأَنْتَ مَعَ بَنِيْ فُلَانٍ؟ قَالَ: «ارْمُوْا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৮৬৪-[৪] সালামাহ্ ইবনুল আক্ওয়া' رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ 'আসলাম' সম্প্রদায়ের একদল লোকের কাছে আসলেন, তখন তারা বাজারের মধ্যে তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা করছিল। অতঃপর তিনি (ﷺ) তাদের লক্ষ্য করে বললেন, হে ইসমা'ঈল-এর বংশধর! তোমরা তীরন্দাজ হও। কেননা তোমাদের পিতামহ (ইসমা'ঈল আলায়হিস্ সালাম) তীরন্দাজ ছিলেন। আমি অমুক দলের পক্ষে আছি। কিন্তু অপর পক্ষ থেকে তীর চালনা বন্ধ করে দিল। তখন (ﷺ) বললেন, তোমাদের কি হলো? তারা বলল, আমরা কিরূপে তীর ছুঁড়তে পারি, আপনি যে অমুক দলের সঙ্গে রয়েছেন? এবার তিনি (ﷺ) বললেন, আচ্ছা তোমরা তীর নিক্ষেপ করতে থাক, আমি তোমাদের সকলের সাথেই আছি। (বুখারী)[১১০৪]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটিতেও নাবী ﷺ তীর নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ নেয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

[১১০৩] **সহীহ :** মুসলিম ১৯১৯, সহীহাহ্ ৩৪৪৮, সহীহ আল জামি' ৬৩৯৫, সহীহ আত্ তারগীব ১২৯৩।

[১১০৪] **সহীহ :** বুখারী ৩৫০৭, সহীহাহ্ ১৪৩৯, সহীহ আল জামি' ৯১১, সহীহ আত্ তারগীব ১২৮০।

(يَتَنَاضَلُوْنَ بِالسُّوْقِ) অর্থাৎ- তারা 'সূক্ব' নামক স্থানে তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা করছিল। মূলত السوق শব্দের অর্থ হলো বাজার। কিন্তু হাদীসে বর্ণিত السوق শব্দটি সম্পর্কে ইবনু মালিক বলেন, "এটি একটি জায়গার নাম"। মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন : তখন তারা পায়ে হেঁটে চলছিল; কোনো সওয়ারীতে আরোহী অবস্থায় ছিল না।

(وَكَيْفَ نَرْمِيْ وَأَنْتَ مَعَ بَنِيْ فُلَانٍ؟) এ বাক্যে তারা বলছে যে, আমরা কিভাবে তীর নিক্ষেপ করব, অথচ আপনি সাহায্য-সহযোগিতার দিক থেকে অমুক গোত্রের সাথে সাহায্য-সহযোগিতার দিক থেকে আছেন? অর্থাৎ- রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিপক্ষে অবস্থান নেয়াটি তারা কষ্টকর মনে করলেন। তখন রসূল ﷺ বললেন, আমি তোমাদের সকলেরই সাথে আছে, অতএব তোমরা তীর নিক্ষেপ কর। আর এটি ছিল একটি প্রতিযোগিতা। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٨٦٥ ـ [٥] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَبُوْ طَلْحَةَ يَتَتَرَّسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِتُرْسٍ وَاحِدٍ وَكَانَ أَبُوْ طَلْحَةَ حَسَنَ الرَّمْيِ فَكَانَ إِذَا رَمٰى تَشَرَّفَ النَّبِيُّ ﷺ فَيَنْظُرُ إِلٰى مَوْضِعِ نَبْلِهٖ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৮৬৫-[৫] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ ত্বলহাহ্ (রাঃ) (উহুদ যুদ্ধে) নাবী ﷺ-এর সাথে একই ঢালের আড়ালে আত্মরক্ষা করছিলেন। আর আবূ ত্বলহাহ্ (রাঃ) একজন সুতীক্ষ্ণ তীরন্দাজ ছিলেন। যখন তিনি তীর নিক্ষেপ করতেন তখন নাবী ﷺ মাথা উঁচু করে তীরের লক্ষ্যস্থল প্রত্যক্ষ করতেন। (বুখারী)[১১০৫]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটিতেও তীর নিক্ষেপ করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং রসূলুল্লাহ ﷺ এ কাজে খুবই আগ্রহী ছিলেন তার বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে।

(كَانَ أَبُوْ طَلْحَةَ يَتَتَرَّسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِتُرْسٍ وَاحِدٍ) অর্থাৎ, আবূ ত্বলহাহ্ রসূল ﷺ-এর সাথে একই ঢালের নীচে আড়াল হয়েছিলেন। সাধারণত যে ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করে তাকে শত্রুদের থেকে আড়াল করে রাখার জন্য অন্য একজন সৈন্যের প্রয়োজন হয়, কারণ তীর নিক্ষেপ করার সময় তার দুই হাতই ব্যস্ত থাকে। এ কারণেই নাবী ﷺ তার ঢাল দ্বারা আবূ ত্বলহাকে আড়াল করে রেখেছিলেন।

(ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ১৯০২)

(فَكَانَ إِذَا رَمٰى تَشَرَّفَ النَّبِيُّ ﷺ) অর্থাৎ- যখন আবূ ত্বলহাহ্ তীর নিক্ষেপ করত তখন রসূলুল্লাহ ﷺ খুব মনোযোগ সহকারে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতেন। "ইস্তিশরাফ" বলা হয় চোখের ভ্রুতে হাত রেখে কোনো কিছু দেখাকে। যেমন সূর্য দেখার সময় আমরা ভ্রুতে হাত রেখে দেখি। এভাবে দেখলে কোনো বস্তু খুব সুন্দর ও পরিষ্কারভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। রসূল ﷺ অত্যন্ত মনোযোগের সাথে আবূ ত্বলহার তীর নিক্ষেপ দেখছিলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٨٦٦ ـ [٦] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «اَلْبَرَكَةُ فِيْ نَوَاصِي الْخَيْلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৮৬৬-[৬] উক্ত রাবী (আনাস (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লহ ﷺ বলেছেন : (যুদ্ধাস্ত্রের) ঘোড়ার কপালের মধ্যে বারাকাত ও কল্যাণ নিহিত। (বুখারী)[১১০৬]

[১১০৫] **সহীহ :** বুখারী ২৯০২, আহমাদ ১৩৮০০, শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৬৬১।

[১১০৬] **সহীহ :** বুখারী ২৮৫১, মুসলিম ১৮৭৪, নাসায়ী ৮৫৭১, আহমাদ ১২১২৫, সহীহাহ্ ৩৬১৫, সহীহ আল জামি' ২৮৮৩, সহীহ আত্ তারগীব ১২৫২।

ব্যাখ্যা : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ক্ষেত্রে বাহন হিসেবে ঘোড়ার ব্যবহারের জুড়ি নেই। ঘোড়ার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে বলে সুসংবাদপ্রদান পূর্বক রসূল ﷺ উল্লিখিত উক্তিটি করেছেন।

(اَلْبَرَكَةُ فِىْ نَوَاصِى الْخَيْلِ) তথা "ঘোড়ার কপালে কল্যাণ আছে" বলতে শুধুমাত্র ঘোড়ার কপাল উদ্দেশ্য নয়; বরং ঘোড়ার জাত বা পূর্ণ ঘোড়াই উদ্দেশ্য। যেমন 'আরবরা বলে থাকে, فلان مبارك الناصية অর্থাৎ- অমুকের কপাল অনেক বারাকাতময়, যার ভাবার্থ হলো অমুক ব্যক্তি বারাকাতময়। সুতরাং আলোচ্য উক্তিটির ভাবার্থ হলো, ঘোড়ার মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। কারণ ঘোড়ার মাধ্যমে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা হয়- যাতে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ নিহিত রয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন : অর্থাৎ- "তোমরা কাফিরদের মুকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সদা সজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে, যা দ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে, এছাড়া অন্যান্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না; কিন্তু আল্লাহ জানেন"- (সূরাহ্ আল আনফাল ৮ : ৬০)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٨٦٧ -[٧] وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَلْوِىْ نَاصِيَةَ فَرَسٍ بِأَصْبِعِهٖ وَيَقُوْلُ: «اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৮৬৭-[৭] জারীর ইবনু 'আব্‌দুল্লাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখতে পেলাম যে, তিনি স্বহস্তে ঘোড়ার কপালের কেশরাজি মুছছিলেন এবং বলছিলেন, ক্বিয়ামাত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর তা হলো (আখিরাতে) পুরস্কার ও (দুনিয়াতে) গনীমাতের মাল। (মুসলিম)[১১০৭]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসেও পূর্বোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, আর তা হলো ঘোড়ার মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এটি পার্থিব ও পরকালীন কল্যাণ লাভের মাধ্যম। পার্থিব কল্যাণ হলো যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তথা গনীমাত, আর পরকালীন কল্যাণ হলো জিহাদের সাওয়াব বা প্রতিদান।

(يَلْوِىْ نَاصِيَةَ فَرَسٍ بِأَصْبِعِهٖ) এ অংশে বলা হয়েছে, রসূল ﷺ একটি ঘোড়ার কপালের চুলগুচ্ছতে মৃদুভাবে হাত ঘুরাচ্ছিলেন। ইমাম নাবাবী বলেন : "এখানে 'নাসিয়্যাহ্' বলতে ঘোড়ার কপালের উপর থাকা কেশগুচ্ছ উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ) তথা "ঘোড়ার কপালে কল্যাণ বেঁধে দেয়া হয়েছে", এ বাক্যের ব্যাখ্যায় ইমাম খত্ত্বাবী বলেন : এখানে 'নাসিয়্যাহ্' বলতে ইঙ্গিতমূলকভাবে সম্পূর্ণ ঘোড়াকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ- ঘোড়ার মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। যেমন 'আরবরা বলে থাকে, (فلان مبارك الناصية) অর্থাৎ- অমুকের কপাল অনেক বারাকাতময়, যার ভাবার্থ হলো অমুক ব্যক্তি বারাকাতময়। সুতরাং আলোচ্য উক্তিটির ভাবার্থ হলো ঘোড়ার মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। কারণ ঘোড়ার মাধ্যমে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা হয়- যাতে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এখানে اَلْخَيْرُ তথা কল্যাণ বলতে গনীমাতের মাল এবং পরকালীন প্রতিদান উদ্দেশ্য। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

"ঘোড়ার কপালে কল্যাণ বেঁধে দেয়া হয়েছে" এ বাক্যের ভাবার্থ সম্পর্কে 'আল্লামাহ্ সিন্দী (রহঃ) বলেন : "অর্থাৎ ঘোড়ার মধ্যে অবশ্যই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আর এ কল্যাণ যেন ঘোড়ার সাথে বেঁধে দেয়া

[১১০৭] সহীহ : মুসলিম ১৮৭২, আহমাদ ১৯১৯৭, সহীহ আল জামি' ৩৩৩৫।

হয়েছে এরূপ বুঝায়। এ কথার উদ্দেশ্য হলো, ঘোড়া তার মালিকের জন্য কল্যাণ অর্জনের উপকরণসমূহের একটি। (নাসায়ী ৩য় খণ্ড, হাঃ ৩৫৭৪)

٣٨٦٨ - [٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِيْ سَبِيلِ اللهِ إِيْمَانًا وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِيْ مِيْزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৮৬৮-[৮] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং তার প্রতিশ্রুতির উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশে ঘোড়া লালন-পালন করে, ক্বিয়ামাতের দিন তার তৃপ্তিদায়ক খাদ্য ও প্রস্রাব-পায়খানা ঐ লোকের 'আমালের পাল্লায় ওযন করা হবে। (বুখারী)[১১০৮]

ব্যাখ্যা : (مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِيْ سَبِيلِ اللهِ) যে আল্লাহর পথে ঘোড়া আটকিয়ে রাখলো, অর্থাৎ যুদ্ধ হতে পারে এই আশংকায় যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য ঘোড়া পালন করল। 'আল্লামাহ্ তূরিবিশতী বলেন, সীমান্তে কোনো হামলা হতে পারে এই আশংকায় তা দমন করার জন্য যে ব্যক্তি ঘোড়া প্রতিপালন করল।

(إِيْمَانًا وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ) আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রেখে এবং তাঁর ওয়া'দাকে সত্য জেনে, অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে, তাঁর নির্দেশ পালনার্থে এবং তার কৃত ওয়া'দা সত্য এটা বিশ্বাস করে। মোটকথা ঘোড়া প্রতিপালন করেছে আল্লাহর নির্দেশ পালন করার জন্য এবং সাওয়াবের আশায়। কেননা আল্লাহ্ ওয়া'দা করেছেন যে, তাঁর পথে জিহাদের উদ্দেশে ঘোড়া প্রতিপালন করার জন্য সাওয়াব প্রদান করা হবে। তাই যিনি এ নিয়্যাতে ঘোড়া প্রতিপালন করল সে যেন বলল, তুমি যে ওয়া'দা করেছ আমি তোমার সে ওয়া'দাকে বিশ্বাস করি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৭ম খণ্ড, ৩৯৩ পৃঃ)

(فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِيْ مِيْزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) ক্বিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির পাল্লায় ঘোড়ার খাদ্য, পানীয়, গোবর ও পেশাব ওওন করা হবে, অর্থাৎ উল্লেখিত বস্তুসমূহের সাওয়াব তার নেকীর পাল্লায় রাখা হবে। মুহাল্লাব বলেন : অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, মুসলিমদের শত্রুর মুকাবালা করার উদ্দেশে ঘোড়া ওয়াক্‌ফ করা বৈধ। ইবনু আবূ জামরাহ্ বলেন : অত্র হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, হাদীসে বর্ণিত কর্ম সম্পাদনকারীর পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করা হবে। তাই তা মীযানের পাল্লায় রাখা হবে। ইমাম ইবনু মাজাহ্ মারফূ' সূত্রে তামীম্ আদ্ দারী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার জন্য ঘোড়া পালন করে এবং নিজ হাতে তার খাবার খাওয়ায় এর প্রতিটি দানার বিনিময়ে তার একটি করে সাওয়াব অর্জিত হবে। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৮৫৩)

'আল্লামাহ্ সিন্দী বলেন : অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, মানুষের 'আমালসমূহ যে রকম ওযন হবে তেমনি ঐ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তুসমূহও ওযন করা হবে। (শারহুন্ নাসায়ী ৩য় খণ্ড, হাঃ ৫৭৭)

٣٨٦٩ - [٩] وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ فِي الْخَيْلِ وَالشِّكَالُ: أَنْ يَكُوْنَ الْفَرَسُ فِيْ رِجْلِهِ الْيُمْنٰى بَيَاضٌ وَفِيْ يَدِهِ الْيُسْرٰى أَوْ فِيْ يَدِهِ الْيُمْنٰى وَرِجْلِهِ الْيُسْرٰى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[১১০৮] **সহীহ :** বুখারী ২৮৫৩, সহীহ আত্ তারগীব ১২৪১, নাসায়ী ৩৫৮২, আহমাদ ৮৮৬৬, ইরওয়া ১৫৮৬, সহীহ আল জামি' ৫৯৬৭, সহীহ আত্ তারগীব ১২৪১।

৩৮৬৯-[৯] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ঘোড়ার মধ্যে 'শিকাল' হওয়া ভালো দৃষ্টিতে দেখতেন না। 'শিকাল' ঐ ঘোড়াকে বলা হয়, যার পিছনের ডান পায়ে এবং সামনের বাম পায়ে শ্বেতবর্ণ থাকে। অথবা সামনের ডান পায়ে এবং পিছনের বাম পায়ে। (মুসলিম)[১১০৯]

ব্যাখ্যা : (كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ فِي الْخَيْلِ) রসূলুল্লাহ ﷺ শিকাল ঘোড়া অপছন্দ করতেন, শিকাল বলা হয় ঐ ঘোড়াকে যার সামনের ডান পা ও পিছনের বাম পা, অথবা সামনের বাম পা ও পিছনের ডান পা সাদা রঙের।

ইমাম নাবাবী বলেন : এটি শিকালের ব্যাখ্যাসমূহের মধ্য হতে একটি ব্যাখ্যা। আবূ 'উবায়দ ও জুমহূর ভাষাবিদগণের মতে শিকাল ঐ ঘোড়াকে বলা হয় যার তিনটি পা শ্বেতবর্ণ এবং এক পা ভিন্ন বর্ণের। একে শিকাল বলা হয় এজন্য যে, ঘোড়ার তিন পা বেঁধে এক পা খোলা রাখা হয় যাতে ঘোড়া পালাতে না পারে। আর তিন পা শ্বেতবর্ণ ঘোড়া ঐ বন্দি ঘোড়ার সদৃশ, তাই তাকে শিকাল বলা হয়। আবার কখনো এক পা শ্বেত বর্ণের এবং তিন পা ভিন্ন বর্ণের হয়ে থাকে তাকেও শিকাল বলা হয়। ইবনু দুরায়দ বলেন : একসাইটের পা শ্বেতবর্ণ ও অন্যসাইটের পা অন্য বর্ণের হলে তাকে শিকাল বলা হয়। আবূ 'আম্‌র আল মাওয বলেন : ঘোড়ার ডানদিকের সামনের ও পিছনের পা শ্বেতবর্ণ হলে অথবা বামদিকের সামনের ও পিছনের পা শ্বেত বর্ণের হলে তাকে শিকাল বলা হয়। 'আলিমগণ বলেন, শিকাল অপছন্দ হওয়ার কারণ তা বন্দি ঘোড়ার ন্যায়। এও বলা হয়ে থাকে যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এ ধরনের ঘোড়া তেজী হয় না। তাই তা অপছন্দনীয়। কিছু 'আলিম বলেছেন, শিকাল ঘোড়ার কপাল যদি শ্বেতবর্ণ হয় তাহলে তার অপছন্দনীয়তা দূর হয়ে যায়। কারণ তাতে শিকালের সাদৃশ্যতা বিদূরিত হয়ে গেছে। (শারহু মুসলিম ১৩ খণ্ড, হাঃ ১৮৭৫)

٣٨٧٠-[١٠] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ وَبَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَمْيَالٍ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلٰى مَسْجِدِ بَنِيْ زُرَيْقٍ وَبَيْنَهُمَا مِيْلٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৮৭০-[১০] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ 'হাফ্ইয়া' হতে 'সানিয়্যাতুল বিদা' নামক স্থান পর্যন্ত দূরত্বের মাঝে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াসমূহের ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন। আর এ স্থান দু'টির মধ্যকার ব্যবধান হলো ছয় মাইল। আর প্রশিক্ষণবিহীন ঘোড়াসমূহের ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন 'সানিয়্যাতুল বিদা' হতে 'বানী যুরইক্'-এর মাসজিদ পর্যন্ত, এ জায়গা দু'টির মধ্যকার ব্যবধান হলো এক মাইল। (বুখারী, মুসলিম)[১১১০]

ব্যাখ্যা : (سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ) যে ঘোড়া ইযমার করানো হয়েছে সেই ঘোড়ার মাঝে প্রতিযোগিতা করিয়েছেন।

ইমাম সুয়ূত্বী বলেন : ইযমার বলা হয় ঐ পদ্ধতিকে যে পদ্ধতিতে ঘোড়াকে প্রথমে খাইয়ে মোটা করা হয়, অতঃপর ঘোড়া মোটা ও শক্তিশালী হয়ে গেলে তার খাবার পরিমাণ কমিয়ে দেয়া হয়। এরপর ঐ ঘোড়াকে একটি ঘরে প্রবেশ করিয়ে তার গা চট দ্বারা ঢেকে দেয়া হয় যাতে গরম হয়ে ঘর্মাক্ত হয়, এরপর

[১১০৯] **সহীহ :** মুসলিম ১৮৭৫, নাসায়ী ৩৫৬৬।

[১১১০] **সহীহ :** বুখারী ৪২০, মুসলিম ১৮৭০, আবূ দাউদ ২৫৭৫, নাসায়ী ৩৫৮৪, দারিমী ২৪৭৩।

তার ঘাম শুকিয়ে তার মাংস কমে যায় এবং অধিক দৌড়াতে সক্ষম হয়। আল্লামা তূরিবিশতী বলেন. উপরিউক্ত পদ্ধতিতে ঘোড়াকে শক্তিশালী করতে চল্লিশদিন সময় লাগে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৪)

(مِنَ الْحَفْيَاءِ وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ وَبَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَمْيَالٍ) হাফ্ইয়া হতে সানিয়্যাতুল বিদা' পর্যন্ত উভয়ের মাঝের দূরত্ব ছয় মাইল। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : হাফ্ইয়া মাদীনার বাহিরে একটি স্থানের নাম- ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫৭২)। 'আল্লামাহ্ সিন্দী বলেন : হাফ্ইয়া-কে হাইফাও বলা হয়- (শারহুন্ নাসায়ী ৩য় খণ্ড, হাঃ ৩৫৮৫)।

ثَنِيَّةٌ বলা হয় উঁচু টিলাকে। মাদীনার নিকটবর্তী এই টিলাকে ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ এজন্য বলা হয় যে, মাদীনাবাসী যখন কাউকে বিদায় জানায় তখন তারা বিদায়ীকে বিদায় জানানোর জন্য এ টিলা পর্যন্ত তার পশ্চাতে এসে থাকে।

(إِلٰى مَسْجِدِ بَنِيْ زُرَيْقٍ) বানী যুরায়ক্ব-এর মাসজিদ পর্যন্ত। যুরায়ক্ব এক ব্যক্তির নাম- (মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৪)। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নামে মাসজিদের নামকরণ করা বৈধ। ইমাম কুরতুবী বলেন : এতে কোনো মতভেদ নেই যে, ঘোড়া অথবা প্রাণীর মধ্যে প্রতিযোগিতা করা বৈধ। অনুরূপ তীর নিক্ষেপ ও অস্ত্র ব্যবহারের পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করা বৈধ। কেননা এতে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ ও নিয়ম-কানুন শিখা যায়- ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫৭২)।

٣٨٧١-[١١] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ وَكَانَتْ لَا تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلٰى قَعُوْدٍ لَهٗ فَسَبَقَهَا فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهٗ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৮৭১-[১১] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 'আয্বা নামক একটি উষ্ট্রী ছিল। দৌড় প্রতিযোগিতায় কোনো উটই তাকে পরাজিত করতে পারত না। একবার জনৈক গ্রাম্য 'আরব একটি উটের পিঠে আরোহণ করে এলো এবং তাকে পিছনে ফেলে দিল। এটা মুসলিমদের জন্য বেদনাদায়ক হলো। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, দুনিয়াতে কোনো কিছুই সমুন্নত হয় না; আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন সত্য কথা হলো তাকে (কোনো সময়) অবনত করে দেন। (বুখারী)[১১১১]

ব্যাখ্যা : (كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর একটি উটনী ছিল, যার নাম ছিল 'আযবা, মূলত 'আযবা বলা হয় এমন উটকে যার কান ফাটা, কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ উটনীর কান ফাটা ছিল না। বরং এ উটনীর নাম ছিল 'আযবা।

(كَانَتْ لَا تُسْبَقُ) "তা প্রতিযোগিতায় পরাজিত হত না" অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ উট এত দ্রুতগামী ছিল যে, কোনো উট প্রতিযোগিতায় তাকে পিছে ফেলতে পারত না।

(فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلٰى قَعُوْدٍ لَهٗ فَسَبَقَهَا) এক বেদুঈন তার ক্ব'উদ নিয়ে আসলো আর তা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হলো। অর্থাৎ এ ক্ব'উদটি প্রতিযোগিতায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) 'আযবা উটনী পিছে ফেলে দিয়ে তা বিজয়ী হয়ে গেল। قَعُوْدٍ (ক্ব'উদ) বলা হয় ঐ পুরুষ উটকে যার বয়স দুই বৎসর থেকে ছয় বৎসরের মধ্যে এবং যার

[১১১১] সহীহ : বুখারী ২৮৭২, আবূ দাউদ ৪৮০৩, নাসায়ী ৩৫৮৮, সহীহাহ্ ৩৫২৫।

বয়স ছয় বৎসরের বেশী হয়ে তাকে جمل (জামাল) বলা হয়। তেমনিভাবে قَعُوْدٌ ঐ উটকে বলা হয় যা বাহন হওয়ার উপযোগী এবং মাদী উটের উপর সওয়ার হতে সক্ষম। ('আওনুল মা'বূদ ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৭৯৪)

জাওহারী বলেন : সওয়ার হওয়ার উপযোগী স্বল্প বয়সের উটকে قَعُوْدٌ বলা হয়। কমপক্ষে তার বয়স দুই বৎসর এবং ছয় বৎসর বয়সে উপনীত হলে তাকে جمل বলা হয়। আযহারী বলেন : একমাত্র পুরুষ উটকেই قَعُوْدٌ বলা হয়। মাদী উটকে বলা হয় قَلُوصٌ (ক্বলূস)। (ফাতহুল বারী ৮ম খণ্ড, হাঃ ২৮৭২)

(فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ) বিষয়টি মুসলিমদের নিকট কষ্টকর মনে হলো, অর্থাৎ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উটের এ পরাজয় মুসলিমদের হৃদয়ে কষ্টের কারণ হলো।

(إِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ لَّا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ) আল্লাহ্‌র কর্তব্য হলো দুনিয়াতে কোনো বস্তু বেশী মর্যাদাবান হলে তার মর্যাদা কমিয়ে দেয়া অর্থাৎ দুনিয়াতে কোনো বস্তুর মর্যাদা বেশী বেড়ে গেলে তার মর্যাদা কমিয়ে দেয়া আল্লাহ তা'আলার স্থায়ী বিধান। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৫)

হাদীসের শিক্ষা : ১. প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের উদ্দেশে ঘোড়া পালন করা বৈধ। ২. বিনয় প্রকাশের প্রতি উৎসাহ প্রদান। ৩. রসূলুল্লাহ ﷺ উত্তম চরিত্র এবং তাঁর বিনয় প্রকাশ। ৪. সহাবীদের অন্তরে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٨٧٢ - [١٢] عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّ اللهَ تَعَالٰى يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِيْ صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَمُنَبِّلَهُ فَارْمُوْا وَارْكَبُوْا وَأَنْ تَرْمُوْا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوْا كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُوْ بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَزَادَ أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ: «وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهُ نِعْمَةٌ تَرَكَهَا». أَوْ قَالَ: «كَفَرَهَا».

৩৮৭২-[১২] 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি (ﷺ) বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা একটি তীরের বিনিময়ে তিন (শ্রেণীর) লোককে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। ১- তীর প্রস্তুতকারী, যে সাওয়াবের নিয়্যাতে তা প্রস্তুত করে। ২- তীর নিক্ষেপকারী ও ৩- তীর দানকারী। সুতরাং তোমরা তীর নিক্ষেপ ও সওয়ারীর (যুদ্ধযানের) প্রশিক্ষণ গ্রহণ কর। তবে তীর নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ আমার নিকট তোমাদের সওয়ারীতে আরোহণ অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়। তিনটি খেলা ছাড়া সকল প্রকারের খেলা যা লোকেরা খেলে থাকে তা অন্যায় ও বাতিল। ১- ধনুকের সাহায্যে তীর নিক্ষেপ করা। ২- ঘোড়ার প্রশিক্ষণ ও ৩- স্ত্রীর সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করা। এগুলো শারী'আতে বৈধ ও স্বীকৃত। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[১১১২]

[১১১২] হাসান : প্রথম অংশ বর্ণনা করেছেন ইমাম তিরমিযী ১৮৩৭, ইবনু মাজাহ ২৮১১; আর ২য় অংশ বর্ণনা করেছেন ইমাম আবূ দাউদ ২৫১৩।

আর আবূ দাউদ ও দারিমী অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি তীর নিক্ষেপের শিক্ষা গ্রহণ করার পর অবহেলা বা অনীহা প্রকাশ করে তা বর্জন করে, প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহর একটি নি'আমাত পরিহার করল। অথবা বলেছেন, সে আল্লাহর নি'আমাতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

ব্যাখ্যা : (صَانِعَهٗ يَحْتَسِبُ فِيْ صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ) তা প্রস্তুতকারী যে তা প্রস্তুত করার মাধ্যমে কল্যাণের আশা করে, অর্থাৎ যে তীরের কারণে তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে যাবে তার মধ্যে এক শ্রেণীর লোক তারা যারা তীর তৈরি করে এবং এর দ্বারা কল্যাণের তথা সাওয়াবের আশা করে।

(الرَّامِيْ بِهٖ) তা নিক্ষেপকারী, অর্থাৎ তীর নিক্ষেপকারী যিনি তার তীর নিক্ষেপের দ্বারা সাওয়াবের আশা করে তিনিও জান্নাতে যাবেন।

(وَمُنَبِّلَهٗ) তাকে তীর প্রদানকারী অর্থাৎ যিনি তীর নিক্ষেপকারীর হাতে তীর তুলে দেন সাওয়াবের প্রত্যাশায় তিনিও জান্নাতে প্রবেশ করবেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৫)

(ارْمُوْا وَارْكَبُوْا) তোমরা তীর নিক্ষেপ কর এবং (বাহনে) আরোহণ কর, শুধুমাত্র পায়ে হেঁটে তীর নিক্ষেপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং বাহনে আরোহণ করেও তীর নিক্ষেপ করবে। অর্থাৎ তোমরা যেমন তীর নিক্ষেপ করা শিখবে অনুরূপভাবে বাহনে আরোহণ করাও শিখবে যাতে বাহনে আরোহণ করে তীর নিক্ষেপ করতে পার।

ত্বীবী (রহ) বলেন : وَارْكَبُوْا দ্বারা উদ্দেশ্য বাহনে আরোহণ করে বর্শা নিক্ষেপ করা। অতএব হাদীসের পরবর্তী অংশ। (وَأَنْ تَرْمُوْا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوْا) বর্শা নিক্ষেপ করার চাইতে তীর নিক্ষেপ করা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। তবে হাদীসের প্রকাশমান অর্থ হলো তীর নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ, বাহনে আরোহণের প্রশিক্ষণের চাইতে উত্তম। কেননা বাহনে আরোহণের প্রশিক্ষণের মধ্যে অহংকারিতা রয়েছে বিপরীতে শুধুমাত্র তীর নিক্ষেপের মধ্যে এ অহংকার নেই অথচ এর উপকারিতা ব্যাপক।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৬; তুহফাতুল আহ্ওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৬৩৭)

(كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُوْ بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ إِلَّا...) হাদীসে উল্লেখিত তিন প্রকার খেল-তামাশা বৈধ। তাছাড়া যত প্রকার খেলা আছে তা সবই বাতিল। অর্থাৎ তাতে কোনো সাওয়াব নেই। পক্ষান্তরে তীর নিক্ষেপ করা, যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশে ঘোড়দৌড় শিক্ষা এবং স্ত্রীর সাথে খেল-তামাশা করার মধ্যে পূর্ণ সাওয়াব বিদ্যমান।

(مَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهٗ رَغْبَةً عَنْهُ) যে ব্যক্তি তীর চালনা শিখার পর তা হতে বিমুখ হয়ে তা পরিত্যাগ করল, অর্থাৎ এ বিদ্যার প্রতি অমনোযোগী হয়ে তা ছেড়ে দিল।

(فَإِنَّهٗ نِعْمَةٌ تَرَكَهَا) সে একটি নি'আমাত ছেড়ে দিল অথবা সে এ নি'আমাতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হলো। আল্লাহর দেয়া নি'আমাতকে অবহেলা করল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৬)

٣٨٧٣ـ[١٣] وَعَنْ أَبِيْ نَجِيحٍ السُّلَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ فَهُوَ لَهٗ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ رَمٰى بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ فَهُوَ لَهٗ عِدْلُ مُحَرَّرٍ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهٗ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيمَانِ. وَرَوٰى أَبُوْ دَاوُدَ الْفَصْلَ الْأَوَّلَ وَالنَّسَائِيُّ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ وَالتِّرْمِذِيُّ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ وَفِيْ رِوَايَتِهِمَا: «مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ» بَدَلَ «فِي الْإِسْلَامِ».

৩৮৭৩-[১৩] আবূ নাজীহ আস্ সুলামী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে লোক আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে (কোনো শত্রুর উপর) আঘাত হানলো, তার জন্য জান্নাতে বিশেষ মর্যাদা নির্ধারিত রয়েছে। আর যে লোক আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করল (শত্রুর গায়ে বিদ্ধ হোক বা না হোক) তার জন্য একটি গোলাম মুক্তি করার সমপরিমাণ সাওয়াব রয়েছে। আর যে লোক ইসলামের কাজে নিয়োজিত থেকে বার্ধক্যে পৌঁছেছে, ক্বিয়ামাতের দিন তার জন্য তা উজ্জ্বল নূরে পরিণত হবে। (বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান)[১১১৩]

আবূ দাউদ এ হাদীসটির শুধুমাত্র প্রথম অংশটি, নাসায়ী প্রথম ও দ্বিতীয় অংশটি এবং তিরমিযী দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশটি বর্ণনা করেছেন। তবে বায়হাক্বী ও তিরমিযীর বর্ণনার মধ্যে "ইসলামে" এর স্থলে "আল্লাহর পথে" বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : (مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ) যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটি তীর পৌঁছালো, তা তার জন্য জান্নাতের মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে কাফিরের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে এবং উক্ত তীর কাফিরের শরীরে আঘাত করে, এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে উক্ত তীর নিক্ষেপকারীর মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৯৬০; শারহুন্ নাসায়ী ৩য় খণ্ড, হাঃ ৩১৪৬)

(وَمَنْ رَمٰى بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ فَهُوَ لَهٗ عِدْلُ مُحَرَّرٍ) আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করল তা তার জন্য একটি দাসমুক্ত করার সাওয়াবের সমান বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ- আল্লাহর পথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তীর নিক্ষেপ করার পর তা যদি কাফিরের শরীরে আঘাত করতে ব্যর্থ হয় তাহলেও আল্লাহ তা'আলা তাকে সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করবেন না। বরং তাকে একটি গোলাম মুক্ত করার সমান সাওয়াব দিবেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৬৩৮; শারহুন্ নাসায়ী ৩য় খণ্ড, হাঃ ৩১৪৩)

(مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهٗ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) যে ব্যক্তি ইসলামে অটলে থেকে (বৃদ্ধ হলো) চুল ও দাড়ি শুভ্র হলো ক্বিয়ামাতের দিবসে তার এই শুভ্রতা আলোকময় হবে, অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি ইসলামে অটল থেকে বার্ধক্য উপনীত হলে চাই সে জিহাদে অংশগ্রহণ করুক আর নাই করুক হাদীসে বর্ণিত মর্যাদা তার প্রাপ্য। এতে সাদা চুল বা দাড়ি উঠিয়ে ফেলতে নিষেধের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং এ শুভ্রতাকে অপছন্দ না করে তাকে স্বাগত জানানোর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٨٧٤ـ[١٤] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِيْ نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৩৮৭৪-[১৪] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তীরন্দাজী অথবা উট কিংবা ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য কোনো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা জায়িয নয়। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী)[১১১৪]

[১১১৩] সহীহ : আবূ দাউদ ৩৯৬৫, নাসায়ী ৩১৪২, তিরমিযী ১৬৩৮, আহমাদ ১৭০২৪, সহীহ আল জামি' ১২৮৬। তবে আহমাদ-এর সানাদটি দুর্বল।

[১১১৪] সহীহ : আবূ দাউদ ২৫৭৪, নাসায়ী ৩৫৮৫, তিরমিযী ১৭০০, ইবনু মাজাহ ২৮৭৮, আহমাদ ১০১৩৮, ইরওয়া ১৫০৬, সহীহ আল জামি' ৭৪৯৮।

ব্যাখ্যা : (لَا سَبَقَ إِلَّا فِيْ نَصْلٍ...) প্রতিযোগিতা করা বৈধ নয় তীরন্দাজী উট ও ঘোড়দৌড় ব্যতীত অর্থাৎ- হাদীসে বর্ণিত তিন প্রকারের বস্তুর মধ্যে প্রতিযোগিতা বৈধ। ইবনু মালিক (রহঃ) বলেন : প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে তাতে জিতে গিয়ে মাল গ্রহণ করা বৈধ নয় হাদীসে উল্লেখিত তিন প্রকার প্রতিযোগিতা ব্যতীত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৮; শারহুন্ নাসায়ী ৩য় খণ্ড, হাঃ ৩৫৮৭)

ইমাম খত্ত্বাবী বলেন : হাদীসে উল্লেখিত প্রতিযোগিতা এজন্য বৈধ তাতে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং জিহাদের জন্য উৎসাহ প্রদান রয়েছে। কিন্তু যে প্রতিযোগিতায় যুদ্ধের প্রস্তুতি নেই তাতে অংশগ্রহণ করে মাল গ্রহণ করা নিষিদ্ধ জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। তাই তা বৈধ নয়- ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫৭১)। সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহিমাহুল্লাহ)-এর অভিমতও এটাই- (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৭০০)।

٣٨٧٥ ـ[١٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ فَإِنْ كَانَ يُؤْمِنُ أَنْ يُسْبِقَ فَلَا خَيْرَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُؤْمِنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ». رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ دَاوُدَ: قَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ يَعْنِيْ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ».

৩৮৭৫-[১৫] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে লোক ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় দু'টি ঘোড়ার মধ্যে আরেকটি ঘোড়া সংযোজন করে। এমতাবস্থায় যদি এ বিশ্বাস থাকে যে, তার ঘোড়া আগে যেতে পারবেই, তখন তাতে কোনো কল্যাণ নেই। আর যদি এ বিশ্বাস না থাকে যে, তার ঘোড়া আগে যেতে পারবে, তখন তাতে কোনো অপরাধ নয়। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[১১১৫]

আর আবূ দাঊদ-এর বর্ণনাতে আছে, যে লোক প্রতিযোগিতায় দুই ঘোড়ার মধ্যে আরেকটি ঘোড়া প্রবেশ করায়, অথচ তা আগে যাবে কিনা কোনো আস্থা নেই, তখন তা জুয়া হবে না। আর যে লোক এ বিশ্বাসে তার ঘোড়া প্রবেশ করায় যে, তা নিশ্চিত আগে যাবেই, তখন তা জুয়া হবে তথা তা হারাম।

ব্যাখ্যা : (مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ) যে ব্যক্তি ঘোড়ার মাঝে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে প্রবেশ করালো। অর্থাৎ দুই ব্যক্তি পরস্পরের ঘোড়ার মাঝে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করল এভাবে যে, উভয়েই নির্দিষ্ট পরিমাণে মাল জমা করলো। অতঃপর উভয়ে শর্ত করলো যে, যদি আমার ঘোড়া প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভ করে তাহলে সমুদয় মাল আমার তোমার কিছুই নেই। আর যদি তোমার ঘোড়া বিজয় লাভ করে তাহলে সমস্ত মাল তোমার আমার কিছুই নেই। এ শর্তে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করা বৈধ নয়। কেননা এটি জুয়া। এ অবস্থায় তৃতীয় কোনো ব্যক্তি যদি তার নিজস্ব ঘোড়া নিয়ে এসে এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তাহলে হাদীসে বর্ণিত পরবর্তী শর্তসাপেক্ষে তা বৈধ এবং ঐ তৃতীয় ব্যক্তিকে বলা হয় মুহাল্লিল। কেননা তার অংশ গ্রহণ করার কারণে এ প্রতিযোগিতা বৈধ বলে গণ্য হবে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৯; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫৭৬)

শর্তটি নিম্নরূপ- (إِنْ كَانَ يُؤْمِنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَا خَيْرَ فِيهِ) যদি যে নিশ্চিত হয় যে, তার ঘোড়া পরাজিত হবে না তাহলে এতে কোনো কল্যাণ নেই। অর্থাৎ সে জানে তার ঘোড়াটি অন্য দু'জনের ঘোড়ার চেয়ে অধিক

[১১১৫] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ২৫৭৯, ইবনু মাজাহ ২৮৭৬, আহমাদ ১০৫৫৫, ইরওয়া ১৫০৯, য'ঈফ আল জামি' ৫৩৭১ । কারণ যুহরী হতে বর্ণনায় সুফ্ইয়ান বিন হুসায়ন একজন দুর্বল। তবে অন্যদের থেকে বর্ণনায় সে একজন সিক্বাহ্ রাবী।

দ্রুতগামী, ফলে সে নিশ্চিতভাবে জানে যে তার ঘোড়া অবশ্যই জয়লাভ করবে তাহলে তার জন্য এ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করা বৈধ নয়।

(وَإِنْ كَانَ لَا يُؤْمِنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ) আর সে যদি তার ঘোড়া অপরাজিত হওয়ার ক্ষেত্রে নিশ্চিত না হয় তাতে কোনো ক্ষতি নেই। অর্থাৎ সে নিশ্চিত নয় যে, তার ঘোড়াটি অন্য দু'জনের ঘোড়ার চাইতে অধিক দ্রুতগামী। বরং সে মনে করে যে, তাঁর ঘোড়া বিজয়ও লাভ করতে পারে অথবা পরাজয়ও হতে পারে এমনটি হলে তার জন্য প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করা বৈধ এবং তার অংশগ্রহণের ফলে এ প্রতিযোগিতাও বৈধ। সে যদি বিজয় লাভ করে তাহলে তার জন্য উভয়ের মাল নেয়া বৈধ। (প্রাগুক্ত)

٣٨٧٦ - [١٦] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ». زَادَ يَحْيٰى فِيْ حَدِيْثِهِ: «فِي الرِّهَانِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مَعَ زِيَادَةٍ فِيْ بَابِ «الْغَصْبِ».

৩৮৭৬-[১৬] 'ইম্‌রন ইবনু হুসায়ন (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : 'জালাব' (টানা বা হাঁকা) ও 'জানাব' (পার্শ্ব বা পিছন থেকে হাঁকা-হাঁকি করে ঘোড়াটিকে তাড়াতে থাকা) বৈধ নয় (অর্থাৎ- কোনো লোকের দ্বারা ঘোড়াকে হাঁকিয়ে নেয়া ও ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়লে অতিরিক্ত ঘোড়া সাথে রাখা)। ইয়াহ্‌ইয়া অত্র হাদীসে বৃদ্ধি করে বলেছেন, ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায়। (আবূ দাঊদ, নাসায়ী)[১১১৬]

আর ইমাম তিরমিযী (রহঃ) আরো কিছু বর্ধিত করে "ছিনতাই" অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : (لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ فِي الرِّهَانِ) ঘোড়া প্রতিযোগিতার মধ্যে ঘোড়ার উপরে চিৎকার করা বৈধ নয়, ঘোড়ার পাশে অন্য ঘোড়া রাখাও বৈধ নয়। ইমাম মালিক বলেন : جَلَبَ এর অর্থ হলো ঘোড়ার উপরে চড়ে চিৎকার করা যাতে ঘোড়া দ্রুত দৌড়ায়।

নিহায়াহ্ গ্রন্থকার বলেন : প্রতিযোগিতার মধ্যে جَلَبَ এর অর্থ হলো কোনো প্রতিযোগিতার ঘোড়ার পিছনে অন্য কোনো লোক রাখবে চিৎকার করার জন্য যাতে ঘোড়া দ্রুত দৌড়ায়। আর جَنَبَ এর অর্থ হলো প্রতিযোগিতার স্বীয় ঘোড়ার পাশে আরেকটি ঘোড়া রাখবে যখন তার স্বীয় ঘোড়াটি দুর্বল হয়ে যাবে তখন সে পাশের ঘোড়ার উপর আরোহণ করবে। ইসলামে প্রতিযোগিতার জন্য এরূপ করা বৈধ নয়।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৯; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫৭৮)

٣٨٧٧ - [١٧] وَعَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ الْخَيْلِ الْأَدْهَمُ الْأَقْرَحُ الْأَرْثَمُ ثُمَّ الْأَقْرَحُ الْمُحَجَّلُ طُلُقُ الْيَمِيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْهَمَ فَكُمَيْتٌ عَلٰى هٰذِهِ الشِّيَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৩৮৭৭-[১৭] আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : সে ঘোড়াই সর্বোত্তম, যে ঘোড়ার সারা দেহ কালো এবং কপালে ও নাকের দিকে কিছুটা সাদা চিহ্ন আছে। অতঃপর সেটাও উত্তম, যে ঘোড়ার কপালে সামান্য সাদা চিহ্নসহ পায়ের দিকেও সাদা থাকে, কিন্তু ডান পা যেন সাদা বর্ণের না হয়। অতঃপর যদি জমকালো কালো বর্ণের ঘোড়া না হয়, তবে উক্ত চিহ্নসহ খয়েরী রংয়ের ঘোড়াই উত্তম। (তিরমিযী, দারিমী)[১১১৭]

[১১১৬] সহীহ : আবূ দাঊদ ২৫৮১, নাসায়ী ৩৩৩৫, তিরমিযী ১১২৩, আহমাদ ১৯৯৪৬।

[১১১৭] সহীহ : আবূ দাঊদ ১৬৯৬, ইবনু মাজাহ ২৭৮৯, সহীহ আল জামি' ২৩৭৩, সহীহ আত্ তারগীব ১২৫৩, দারিমী ২৪২৮।

ব্যাখ্যা : (خَيْرُ الْخَيْلِ الْأَدْهَمُ الْأَقْرَحُ الْأَرْثَمُ) কালো রং-এর ঘোড়া সর্বোত্তম যার কপাল ও উপরের ঠোট সাদা।

তূরিবিশ্তী বলেন : কালো কুচকুচে রং-কে বলা হয় أَدْهَمُ। আর যে ঘোড়ার চেহারা অল্প সাদা তাকে বলা হয় أَقْرَحُ। যে ঘোড়ার উপরের ঠোট সাদা তাকে বলা হয় الْأَرْثَمُ। আবার এও বলা হয় যে ঘোড়ার নাক সাদা তাকে বলা হয় الْأَرْثَمُ।

(الْأَقْرَحُ الْمُحَجَّلُ طُلْقُ الْيَمِينِ) ডান পা ব্যতীত অন্য পাগুলো সাদা বর্ণের ঘোড়া। كُمَيْتٌ লাল-কালো বর্ণের মিশ্রিত ঘোড়া। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪০০)

٣٨٧٨ - [١٨] وَعَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ

৩৮৭৮-[১৮] আবূ ওয়াহ্ব আল জুশামী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : নিশ্চয় তোমরা এমন ঘোড়া বাছাই করবে যা খয়েরী রংয়ের এবং কপাল ও হাত-পা কিছুটা সাদা অথবা লালবর্ণের, যার কপাল মিশকালো ও হাত-পা সাদা। (আবূ দাঊদ, নাসায়ী)[১১১৮]

ব্যাখ্যা : (أَغَرَّ) যে ঘোড়ার কপাল সাদা বর্ণের তাকে أَغَرَّ বলা হয়। مُحَجَّلٍ বলা হয় ঐ ঘোড়াকে যার পাগুলো সাদা বর্ণের। (عَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ) ঐ লাল-কালো বর্ণের মিশ্রিত ঘোড়া গ্রহণ করবে যার কপাল ও পাগুলো সাদা বর্ণের।

(أَشْقَرَ) "লাল বর্ণ"। তূবী বলেন, كُمَيْت ও أَشْقَرَ এ দুই এর মধ্যে পার্থক্য হলো, যে ঘোড়ার লাল বর্ণ কালো বর্ণের উপর প্রাধান্য পায় তাকে বলা হয় أَشْقَرَ। আর যে ঘোড়ার ঝুটি ও লেজ কালো বর্ণের তাকে বলা كُمَيْت (أَدْهَمَ) কালো বর্ণ। (أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ) অর্থাৎ- যে ঘোড়া কালো বর্ণের কিন্তু তার কপাল ও পাগুলো সাদা। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫৪০; মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪০১)

٣٨٧٩ - [١٩] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُمْنُ الْخَيْلِ فِي الشُّقْرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

৩৮৭৯-[১৯] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : লাল রংয়ের ঘোড়ার মধ্যেই কল্যাণ ও বারাকাত রয়েছে। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ)[১১১৯]

ব্যাখ্যা : (يُمْنُ الْخَيْلِ فِي الشُّقْرِ) "লাল ঘোড়ার মধ্যেই বারাকাত আছে"।

মুখতারুস্ সিহ্‌তাহ্-এর লেখক বলেন, الشُّقْرِ (আশকার) অর্থ রং। যে মানুষের চামড়া লাল-সাদা রং-এ মিশ্রিত ঐ মানুষকে বলা হয় الشُّقْرِ। আর ঘোড়া যদি ঝুটি ও তার লেজসহ সম্পূর্ণ লাল রং-এর হয় তাকে বলা হয় আশকার। আর ঝুটি ও লেজ যদি কালো হয় তাকে বলা হয় كُمَيْت (কুমায়ত)।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৬৯৫)

[১১১৮] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ২৫৪৩, নাসায়ী ৩৫৬৫, তিরমিযী ১৬৯৬-৯৭, আহমাদ ১৯০৩২, য'ঈফ আত্ তারগীব ৮০৫। কারণ এর সানাদে 'আক্বীল বিন শাবীব একজন অপরিচিত রাবী।

[১১১৯] **হাসান :** আবূ দাঊদ ২৫৪৫, তিরমিযী ১৬৯৫, আহমাদ ২৪৫৪, সহীহ আল জামি' ৮১৬২, সহীহ আত্ তারগীব ১২৫৫।

٣٨٨٠ -[٢٠] وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَا تَقُصُّوْا نَوَاصِيَ الْخَيْلِ وَلَا مَعَارِفَهَا وَلَا أَذْنَابَهَا فَإِنَّ أَذْنَابَهَا مَذَابُّهَا وَمَعَارِفَهَا دِفَاءُهَا وَنَوَاصِيهَا مَعْقُوْدٌ فِيْهَا الْخَيْرُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৮৮০-[২০] 'উত্‌বাহ্ ইবনু 'আব্‌দুস সুলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি। তিনি (ﷺ) বলেছেন : তোমরা ঘোড়ার কপালের ও ঘাড়ের চুল এবং লেজের চুল কেটো না। কেননা লেজ হলো তার পাখা এবং ঘাড়ের চুল হলো উষ্ণতা রক্ষার উপকরণ, আর তার কপালের চুলের মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। (আবূ দাউদ)[১১২০]

ব্যাখ্যা : (نَوَاصِيَ الْخَيْلِ) ঘোড়ার কপালের লোমকে বলা হয় نَوَاصِي। আর ঘাড়ের লোমকে বলা হয় (أَذْنَابَهَا مَعَارِفَ مَذَابُّهَا) লেজ তার পাখা, যা দ্বারা সে পোকা মাকড়, মাশা-মাছি তাড়ায়। অর্থাৎ মানুষ যেমন পাখা দ্বারা বাতাস করে এবং তা দ্বারা কোনো কিছু তাড়ায়, অনুরূপ ঘোড়া তার লেজ দ্বারা তার ওপর পতিত পোকা-মাকড় মশা-মাছি তাড়ায়।

(وَمَعَارِفَهَا دِفَاءُهَا) ঘাড়ের ঝুটি তার কাপড় যা দ্বারা সে তাপ ও শীত নিবারণ করে। মানুষ যেমন রোদ্রের তাপ থেকে বাঁচার জন্য মাথার উপর ছাতা অথবা কাপড় ব্যবহার করে এবং শীত নিবারণের জন্য জামা কাপড় পরিধান করে ঘোড়ার কাঁধের ঝুটিও তেমন গরম ও শীত নিবারণের জন্য সহায়ক। তাই নাবী (ﷺ) তা কাটতে বারণ করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪০১; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ২৫৩৯)

٣٨٨١ -[٢١] وَعَنْ أَبِيْ وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «اِرْتَبِطُوا الْخَيْلَ وَامْسَحُوْا بِنَوَاصِيهَا وَأَعْجَازِهَا أَوْ قَالَ: أَكْفَالِهَا وَقَلِّدُوْهَا وَلَا تُقَلِّدُوْهَا الْأَوْتَارَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৩৮৮১-[২১] আবূ ওয়াহ্‌ব আল জুশামী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমরা ঘোড়াগুলোকে (যুদ্ধাভিযানের জন্য) সযত্নে বেঁধে রাখ এবং সেগুলোর মাথা ও নিতম্বের উপর হাত বুলাও। অথবা তিনি (ﷺ) বলেছেন, তাদের গলায় মালা পরাও; কিন্তু গলায় ধনুকের তূণের মালা বেঁধো না। (আবূ দাউদ, নাসায়ী)[১১২১]

ব্যাখ্যা : (وَامْسَحُوْا بِنَوَاصِيهَا وَأَعْجَازِهَا) "তার কপালের ঝুটি এবং পশ্চাদেশ মুছে দাও।" ইবনু মালিক বলেন : মুছে দেয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য ধূলা-বালি থেকে ঘোড়া পরিষ্কার রাখা এবং তার সতেজতা নিরীক্ষণ করা।

(وَقَلِّدُوْهَا وَلَا تُقَلِّدُوْهَا الْأَوْتَارَ) "তার গলায় মালা পড়াও কিন্তু ধনুকের তূনের মালা পড়াবে না।" কেননা কোনো কোনো সময় ঘোড়া গাছের পাতা খেয়ে থাকে অথবা গাছের সাথে তার কাঁধ চুলকায়, ফলে ধনুকের শক্ত ছিলা তার গলায় পেঁচিয়ে ফাঁস লেগে যেতে পারে। অথবা জাহিলী যুগে লোকেরা ঘোড়ার গলায় ধনুকের ছিলা বেঁধে দিত যাতে চোখ লাগা থেকে রক্ষা পায়। তাই নাবী (ﷺ) তা বাঁধতে নিষেধ করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৭ম খণ্ড ৪০২ পৃঃ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫৫০)

[১১২০] **য'ঈফ** : আবূ দাউদ ২৫৪২, আহমাদ ১৭৬৪৩, য'ঈফ আল জামি' ৬২৫৪, য'ঈফ আত্ তারগীব ৮০৪। কারণ এর সানাদটি মুযত্বরাব।

[১১২১] **য'ঈফ** : আবূ দাউদ ২৫৫৩, নাসায়ী ৩৫৬৫, আহমাদ ১৯০৩২। কারণ এর সানাদে 'আক্বীল বিন শাবীব একজন মাজহূল রাবী।

٣٨٨٢ - [٢٢] (صحيح الإسناد) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَبْدًا مَأْمُوْرًا مَا اخْتَصَّنَا دُوْنَ النَّاسِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِثَلَاثٍ: أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوْءَ وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَأَنْ لَا نُنْزِيَ حِمَارًا عَلٰى فَرَسٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

৩৮৮২-[২২] ইবনু 'আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন একজন নির্দেশপ্রাপ্ত বান্দা। তিনি (ﷺ) আমাদের (আহলে বায়তের) জন্য তিনটি কাজ ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ে বিশেষ কোনো নির্দেশ দেননি। আর তা হলো তিনি (ﷺ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন পূর্ণাঙ্গরূপে উযূ করি, আমরা যেন সদাক্বাহ্ না খাই এবং ঘোড়া-গাধার মিলনে প্রজনন না ঘটাই। (তিরমিযী, নাসায়ী)[১১২২]

ব্যাখ্যা : (كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَبْدًا مَأْمُوْرًا) রসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশপ্রাপ্ত বান্দা ছিলেন অর্থাৎ আল্লাহর রসূল ﷺ রিসালাতের দায়িত্ব প্রচারে আদিষ্ট ছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন : "হে রসূল! তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা প্রচার কর"– (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৬৭)। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪০২)

(مَا اخْتَصَّنَا دُوْنَ النَّاسِ بِشَيْءٍ) "তিনি আমাদের জন্য বিশেষ কোনো নির্দেশ দেননি" এর দ্বারা আহলুল বায়ত। অর্থাৎ- তিনি আহলে বায়তগণের জন্য বিশেষ কোনো নির্দেশ দেননি।

(إِلَّا بِثَلَاثٍ) তবে আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে উযূ করার তিনটি নির্দেশ দিয়েছেন। ক্বাযী 'ইয়ায বলেন : এ নির্দেশ দ্বারা ওয়াজিব উদ্দেশ্য। নতুবা এতে কোনো বিশেষ নির্দেশনা পাওয়া যাবে না। কেননা পূর্ণভাবে উযূ করা সকলের জন্যই মুস্তাহাব, অতএব আহলে বায়তগণের জন্য এ নির্দেশনা অন্যান্য লোকেদের চাইতে ভিন্ন নির্দেশ তা হলো পূর্ণভাবে উযূ করা তাদের জন্য ওয়াজিব।

(وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ) "আমরা যেন সদাক্বাহ্ ভক্ষণ না করি" আহলে বায়তগণের জন্য সদাক্বাহ্ ভক্ষণ করা হারাম। যদিও উম্মাতের অন্যান্য লোকেদের মধ্যে যারা দরিদ্র তাদের জন্য সদাক্বাহ্ ভক্ষণ করা হালাল। অতএব এক্ষেত্রেও আহলে বায়তগণের বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে।

(وَأَنْ لَا نُنْزِيَ حِمَارًا عَلٰى فَرَسٍ) আমরা যেন গাধা দ্বারা ঘোড়াকে পাল না দেই। ঘোড়াকে গাধা দিয়ে পাল দেয়া সাধারণ করা হয় উৎকৃষ্ট বস্তুর পরিবর্তে নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করা হয়। গাধা যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবিলার জন্য অনুপযোগী। কেননা এর দ্বারা পিছুটান করে পুনরায় আক্রমণ করা যায় না যা ঘোড়া দ্বারা করা সম্ভব। এজন্যই গাধাতে গনীমাতের কোনো অংশ নেই। যেমনটি ঘোড়ার জন্য রয়েছে। সদাক্বাহ্ না খাওয়ার হুকুমের সাথে গাধা দ্বারা ঘোড়ার পাল না দেয়ার হুকুমকে সংযুক্ত করা হয়েছে। অতএব আহলে বায়তগণের জন্য যেরূপভাবে সদাক্বাহ্ খাওয়া হারাম অনুরূপ গাধা দ্বারা ঘোড়ার পাল দেয়াও হারাম যদিও তা সর্বসাধারণের জন্য মাকরূহ।

অত্র হাদীসে শী'আদের ঐ দাবীর কঠোর প্রতিবাদ রয়েছে যাতে দাবী করা হয়ে থাকে যে, নাবী ﷺ আহলে বায়তগণকে বিশেষ 'ইল্ম শিক্ষা দান করেছেন যা অন্যদের দেননি।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৩; তুহফাতুল আহওয়াজী ৫ম খণ্ড, হাঃ ৮০৩)

[১১২২] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৮০৮, নাসায়ী ১৪১, তিরমিযী ১৭০১, আহমাদ ২২৩৮।

٣٨٨٣ - [٢٣] وَعَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ: أُهْدِيَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَغْلَةٌ فَرَكِبَهَا فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيْلِ فَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هٰذِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৩৮৮৩-[২৩] 'আলী ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে একটি খচ্চর হাদিয়্যাহ্ (উপহার) দেয়া হলে তিনি তার উপর আরোহণ করলেন। তখন 'আলী ؓ বললেন, (হে আল্লাহর রসূল!) আমরা যদি গাধাকে ঘোড়ীর সঙ্গে মিলন (প্রজনন) করাতাম, তবে এ ধরনের খচ্চর আমরাও লাভ করতাম। এতদশ্রবণে রসূলুল্লহ ﷺ বললেন, নির্বোধ লোকেরাই এ ধরনের কাজ করে থাকে।(আবূ দাঊদ, নাসায়ী)[১১২৩]

ব্যাখ্যা : (إِنَّمَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) এটাতো শুধু তারাই করে যারা জানে না। অর্থাৎ- যারা জানে না যে, ঘোড়াকে ঘোড়া দ্বারা পাল দেয়া উত্তম তারাই এ কাজ করে থাকে তথা ঘোড়াকে গাধা দ্বারা পাল দেয়া অথবা যারা শারী'আতের বিধাব জানে না তারাই এরূপ করে থাকে।

আল্লামাহ্ তৃীবী বলেন : যারা এর মাকরূহ হওয়া অবহিত নয় এবং এর কারণ অবহিত নয় তারাই এরূপ করে।

মুযহির মনে করেন যে, ঘোড়াকে গাধা দ্বারা পাল দেয়া মাকরূহ। কেননা নাবী ﷺ খচ্চরের উপর আরোহণ করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলা খচ্চরকে তার বান্দাদের জন্য নি'আমাত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তৃীবী বলেন : হতে পারে যে, ঘোড়াকে গাধা দ্বারা পাল দেয়া হারাম কিন্তু এ পাল দেয়ার ফলে যে খচ্চবের জন্ম হয় তাতে আরোহণ করা বৈধ। যেমন ছবি অংকন করা হারাম কিন্তু অঙ্কিত ছবির উপর বসা বৈধ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৩)

٣٨٨٤ - [٢٤] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

৩৮৮৪-[২৪] আনাস ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরবারির বাঁটের উপরিভাগে রৌপ্যখচিত ছিল। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী ও দারিমী)[১১২৪]

ব্যাখ্যা : "রসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরবারির বাঁটে রূপা সংযুক্ত ছিল।" নিহায়াহ্-এর গ্রন্থকার বলেন, قَبِيعَةُ বলা হয় তরবারির বাঁটের অগ্রভাগকে। ক্বামূস-এর লেখক বলেন : তরবারির হাতলের যে অংশে রূপা অথবা লোহা থাকে সে অংশকে قَبِيعَةُ বলা হয়। মোটকথা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরবারির হাতলে রূপা ছিল।

অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, অল্প পরিমাণ রূপা দ্বারা তরবারি সজ্জিত করা বৈধ। তবে স্বর্ণ দ্বারা সজ্জিত করা বৈধ নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٨٨٥ - [٢٥] وَعَنْ هُودِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَدِّهِ مَزِيدَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

[১১২৩] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ২৫৬৫, নাসায়ী ৩৫৮০।

[১১২৪] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ২৫৮৩, নাসায়ী ৫৩৭৫, তিরমিযী ১৬৯১, ইরওয়া ৮২২, দারিমী ২৪৬১।

৩৮৮৫-[২৫] হূদ ইবনু 'আব্দুল্লাহ ইবনু সা'দ তার দাদা অথবা নানা মাযীদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাক্কাহ্ বিজয়ের দিন যখন মাক্কায় প্রবেশ করছেন তখন তাঁর তরবারির বাঁটের মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্যখচিত ছিল। (তিরমিযী)[১১২৫]

ব্যাখ্যা : (وَعَلٰى سَيْفِهٖ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ) "তাঁর তরবারি স্বর্ণ ও রৌপ্য খচিত ছিল" এ হাদীসটি যদিও প্রমাণ করে যে, তরবারি স্বর্ণ খচিত করা বৈধ। তবে অত্র হাদীসটি দলীলযোগ্য নয়।

তূরিবিশ্তী বলেন : মাযীদাহ্ বর্ণিত এ হাদীসটি দ্বারা দলীল প্রতিষ্ঠিত হয় না, কেননা এ হাদীসের গ্রহণযোগ্য কোনো সানাদ নেই। "ইসতী'আব" গ্রন্থের লেখক অত্র হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেন : এ হাদীসটির সানাদ শক্তিশালী নয়। অতএব তরবারি স্বর্ণখচিত করা বৈধ নয়।

(তুহ্ফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৬৯০; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٨٨٦ـ[٢٦] وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ دِرْعَانِ قَدْ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

৩৮৮৬-[২৬] সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উহুদ যুদ্ধের দিন দু'টি বর্ম পরিধান করেছিলেন। অবশ্য একটির উপর আরেকটি পরিধান করেছিলেন।

(আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ)[১১২৬]

ব্যাখ্যা : উহুদ যুদ্ধের দিনে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গায়ে দু'টি বর্ম ছিল, যা দ্বারা তিনি নিজেকে রক্ষা করার জন্য সহযোগিতা নিয়েছিলেন। অর্থাৎ- নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উহুদের দিন একটি বর্মের উপর আরেক বর্ম পরিধান করেছিলেন। এতে প্রমাণ মিলে নিজেকে সংরক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করা বৈধ। আর তা তাওয়াক্কুলের বিরোধী নয় এবং নিজেকে আল্লাহ নির্ধারিত তাক্বদীরের কাছে সমর্পণ করারও বিরোধী নয়।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٨٨٧ـ[٢٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ رَايَةُ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

৩৮৮৭-[২৭] ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বড় পতাকাটি ছিল কালো বর্ণের এবং ছোট পতাকাটি ছিল সাদা বর্ণের। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)[১১২৭]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছোট পতাকা ছিল কালো রং-এর আর বড় পতাকা ছিল সাদা বর্ণের। তূরিবিশতী বলেন : (رَايَةٌ) ঐ পতাকাকে বলা হয় যা যুদ্ধের সর্বাধিনায়কের নিকট থাকে যাকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আর (لِوَاء) বলা হয় আমীরের সেই পতাকাকে যা আমীরের সাথে থাকে।

সহীহ মুসলিম-এর ভাষ্যকার বলেন : (رَايَةٌ) বলা হয় ছোট পতাকাকে আর (لِوَاء) বলা হয় বড় পতাকাকে। এ ব্যাখ্যাকে ঐ হাদীস সমর্থন করে যাতে বলা হয়েছে, আমার হাতে থাকবে প্রশংসার পতাকা। আদাম (আলায়হিস সালাম) এবং অন্যরা ক্বিয়ামাতের দিন আমার পতাকা তলে থাকবে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৫)

[১১২৫] **য'ঈফ :** তিরমিযী ১৬৯০। কারণ এর সানাদে হূদ বিন 'আবদুল্লাহ বিন সা'দ একজন মাজহূল রাবী।

[১১২৬] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৫৯০, ইবনু মাজাহ ২৮০৬।

[১১২৭] **হাসান :** তিরমিযী ১৬৮১, ইবনু মাজাহ ২৮১৮, সহীহ আল জামি' ৪৮১২।

٣٨٨٨ـ[٢٨] وَعَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: بَعَثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ إِلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَايَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৩৮৮৮-[২৮] মূসা ইবনু 'উবায়দাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন মুহাম্মাদ ইবনু ক্বাসিম-এর মুক্তকৃত গোলাম আমাকে বারা ইবনু 'আযিব (রাঃ)-এর নিকট রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পতাকার (বর্ণের) ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি (রাঃ) বলেন, তা চতুষ্কোণ বিশিষ্ট কৃষ্ণ (কালো) বর্ণের যা নামিরাহ্ চাদর দ্বারা তৈরি ছিল। (আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ)[১১২৮]

ব্যাখ্যা : (كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পতাকা ছিল চার কোণ বিশিষ্ট কালো বর্ণের যা নামিরাহ্ চাদর দ্বারা তৈরি ছিল। ক্বাযী 'ইয়ায বলেন : (سَوْدَاءَ) "কালো বর্ণের" এর দ্বারা উদ্দেশ্য উক্ত পতাকাতে কালো রং এর অংশ বেশী ছিল, দূর থেকে তাকে কালো রং এর দেখাতো তবে তা একেবারে খাঁটি কালো রং-এর ছিল না। কেননা হাদীসের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে, (مِنْ نَمِرَةٍ) নামিরাহ্ দ্বারা তৈরি। নামিরাহ্ বলা হয় ঐ পশমী চাদরকে যার মধ্যে সাদা কালো ডোরা থাকে। আর এজন্যই একে নামিরাহ্ বলা হয়। কারণ নামিরাহ্ অর্থ নেকড়ে বাঘ যার গায়ে কালো ও সাদা ডোরা বিদ্যমান। নেকড়ের সদৃশ বলেই এ চাদরের নামকরণ করা হয়েছে নামিরাহ্।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫৮৮; তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৬৮০)

٣٨٨٩ـ[٢٩] وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

৩৮৮৯-[২৯] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) এমন অবস্থায় মাক্কায় প্রবেশ করেছেন যে, তার বড় পতাকাটি সাদা বর্ণের ছিল। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ)[১১২৯]

ব্যাখ্যা : মাক্কাহ্ প্রবেশের দিন তার পতাকা ছিল সাদা। পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, (لِوَاء) বলা হয় বড় পতাকাকে অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (ﷺ) মাক্কাহ্ বিজয়ের দিন তিনি যখন সেখানে প্রবেশ করেন তখন তার বড় পতাকাটি ছিল সাদা বর্ণের। তবে এ বর্ণনাটি সঠিক নয়। কেননা ইয়াহ্ইয়া ইবনু আদাম এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। শারীক-এর অন্যান্য একাধিক ছাত্র বর্ণনা করেছেন যে, (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ.......) নাবী (ﷺ) মাক্কাহ্ বিজয়ের দিন যখন তিনি সেখানে প্রবেশ করেন তখন তার মাথায় কালো পাগড়ী ছিল। আর এ বর্ণনাটিই সঠিক ও সংরক্ষিত। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৬৭৯)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٨٩٠ـ[٣٠] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بَعْدَ النِّسَاءِ مِنَ الْخَيْلِ. رَوَاهُ النَّسَائِيّ

[১১২৮] **হাসান লিগয়রিহী :** আবূ দাউদ ২৫৯১, তিরমিযী ১৬৮০, আহমাদ ১৮৬২৭।

[১১২৯] **হাসান :** আবূ দাউদ ২৫৯২, তিরমিযী ১৬৭৯, ইবনু মাজাহ ২৮১৭।

৩৮৯০-[৩০] আনাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নারীদের পরে (জিহাদরত) ঘোড়ার চেয়ে অন্য কোনো জিনিস রসূলুল্লাহ -এর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ছিল না। (নাসায়ী)[১১৩০]

ব্যাখ্যা : (أَحَبَّ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ النِّسَاءِ) নারীদের পর রসূলুল্লাহ -এর নিকট অধিক প্রিয় বস্তু ছিল ঘোড়া।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন : অত্র হাদীসে ঘোড়ার উল্লেখ দ্বারা উদ্দেশ্য শত্রুর মোকাবিলায় আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য তিনি () ঘোড়া পছন্দ করতেন। নারীর সাথে ঘোড়ার উল্লেখ দ্বারা তার চরিত্রের পূর্ণতা বুঝানো উদ্দেশ্য। যেহেতু অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নাবী বলেছেন : সুগন্ধি এবং নারীদেরকে আমার প্রিয় বস্তু বানানো হয়েছে। এতে এ সন্দেহ জাগ্রত হতে পারে যে, নাবী উন্নত চরিত্রে কাজ পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র নারীদের নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। এ সন্দেহ দূর করার জন্য তিনি () ঘোষণা দিলেন যে, নারীগণ তাঁর নিকট প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও তিনি () আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রগামী এবং স্বয়ং যুদ্ধ করতে যত্নশীল। আর যুদ্ধে অংশ করার অর্থ নারীদের সাথে ব্যস্ত না থেকে তাদের পরিত্যাগ করার জন্য যে ধৈর্যের প্রয়োজন সে ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা তিনি দেখিয়েছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٨٩١ - [٣١] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَتْ بِيَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَوْسٌ عَرَبِيَّةٌ فَرَأٰى رَجُلًا بِيَدِهٖ قَوْسٌ فَارِسِيَّةٌ قَالَ: «مَا هٰذِهٖ؟ أَلْقِهَا وَعَلَيْكُمْ بِهٰذِهٖ وَأَشْبَاهِهَا وَرِمَاحِ الْقَنَا فَإِنَّهَا يُؤَيِّدُ اللّٰهُ لَكُمْ بِهَا فِي الدِّيْنِ وَيُمَكِّنُ لَكُمْ فِي الْبِلَادِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

৩৮৯১-[৩১] 'আলী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ -এর হাতে 'আরবীয় একটি ধনুক ছিল। তখন তিনি () দেখতে পেলেন অপর লোকের হাতে একটি পারস্যের (ইরানের) প্রস্তুতকৃত ধনুক। তিনি () বললেন, তোমার হাতে এটা কি? তা ফেলে দাও (ব্যবহার করো না)। তোমাদের এ ধরনের 'আরবীয় ধনুক এবং উন্নতমানের বর্শা ব্যবহার করা উচিত। কেননা এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে (দীনের পথে) সাহায্য করবেন এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন দেশে-শহরে-নগরে প্রতিষ্ঠিত করবেন। (ইবনু মাজাহ)[১১৩১]

ব্যাখ্যা : (وَعَلَيْكُمْ بِهٰذِهٖ وَأَشْبَاهِهَا وَرِمَاحِ...) তোমাদের কর্তব্য এই 'আরবীয় ধনুক এবং অনুরূপ ধনুক ব্যবহার করা। আল্লাহ তোমাদেরকে এ ধনুক দ্বারা দীন প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করছেন এবং তোমাদের দেশে স্থায়ী করে দিবেন।

ত্বীবী (রহ) বলেন : হয়ত বা সাহাবী মনে করেছিলেন 'আরবীয় ধনুকের চাইতে ফরাসী ধনুক অধিক মজবুত এবং এর দ্বারা নিক্ষিপ্ত তীর অনেক দূর পর্যন্ত নিক্ষেপ করা যাবে তাই তিনি 'আরবীয় ধনুকের উপর ফরাসী ধনুককে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। নাবী তার এ ধারণাকে অমূলক বলে তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে তোমাদের দীন রক্ষার জন্য সাহায্য করে থাকেন এবং তোমাদের দেশে তিনিই তোমাদেরকে বসবাস করার জন্য সুযোগ করে দেন। তোমাদের শক্তি অথবা প্রস্তুতির জন্য তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হও না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[১১৩০] **য'ঈফ :** নাসায়ী ৩৫৬৪, য'ঈফ আত্ তারগীব ৮০৩। কারণ এর সানাদে তাদলীস রয়েছে।

[১১৩১] **খুবই দুর্বল :** ইবনু মাজাহ ২৮১০, য'ঈফাহ্ ১৪৯৯, য'ঈফ আল জামি' ৫২৩১। কারণ এর সানাদে 'আবদুল্লাহ বিন বুস্‌র একজন দুর্বল রাবী আর আশ্'আস বিন সা'ঈদ একজন মাতরূক রাবী।

(٢) بَابُ اٰدَابِ السَّفَرِ

অধ্যায়-২ : সফরের নিয়ম-শৃঙ্খলা

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٨٩٢ - [١] عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوكَ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৮৯২-[১] কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ তাবূকের যুদ্ধে বৃহস্পতিবার রওয়ানা হয়েছিলেন। মূলত তিনি (ﷺ) বৃহস্পতিবার সফরে বের হওয়া পছন্দ করতেন। (বুখারী)[১১৩২]

ব্যাখ্যা : (وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ) তিনি (ﷺ) যুদ্ধের জন্য বৃহস্পতিবার রওয়ানা হওয়া পছন্দ করতেন। 'আল্লামাহ্ তূরিবিশতী বলেন : যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার জন্য নাবী ﷺ কর্তৃক বৃহস্পতিবার বেছে নেয়ার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে–

(১) এ দিনটি বারাকাতময় দিন। এ দিনে বান্দার 'আমালসমূহ আল্লাহর নিকট উপস্থাপন করা হয়। আর যুদ্ধের সফর আল্লাহর পথে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। তাই তিনি (ﷺ) পছন্দ করতেন এ দিনে আল্লাহর নিকট তার কোনো সৎ 'আমাল উপস্থাপন করা হোক তাই তিনি বৃপস্পতিবার সফর করতেন। (২) এ দিনটি সপ্তাহের সংখ্যা পূর্ণকারী দিন। (৩) তিনি (ﷺ) সুন্দর নাম দ্বারা ফাল গ্রহণ করা পছন্দ করতেন।

(الْخَمِيْسُ) শব্দের অর্থ সৈন্যবাহিনী, কেননা যে বাহিনী ৫টি উপদলের সমন্বয়ে গঠিত তাকে (الْخَمِيْسِ) তথা সেনাবাহিনী বলা হয়। তাইতো তিনি এ নামটিকে উত্তম জাল হিসেবে মনে করতেন। এতে আল্লাহ তা'আলা তাকে সংরক্ষণ করবেন এবং তার সেনাদলকে স্বীয় বেষ্টনীতে রাখবেন।

ক্বাযী 'ইয়ায আরো বলেন যে, خَمِيْسِ কে তিনি উত্তম কাল হিসেবে এজন্য গণ্য করতেন যে, এ দিনে তিনি তার শত্রু বাহিনীর ওপর বিজয় লাভ করবেন যাকে خَمِيْسِ বলা হয় অথবা এতে তিনি গনীমাতের এক-পঞ্চমাংশ তথা খুমুস অর্জনে সক্ষম হবেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

হাফিয ইবনু হাজার বলেন : নাবী ﷺ বৃহস্পতিবার সফরে বের হতে পছন্দ করতেন, এর অর্থ এটা নয় যে, তিনি (ﷺ) শুধুমাত্র বৃহস্পতিবারেই সফর করতেন বরং তিনি (ﷺ) অন্য দিনেও সফর করতেন। যেমন বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (ﷺ) কোনো কোনো সফরে শনিবারেও বের হয়েছেন।

(ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ২৯৫০; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬০২)

٣٨٩٣ - [٢] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهٗ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

[১১৩২] সহীহ : বুখারী ২৯৫০।

৩৮৯৩-[২] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : একাকী সফরের বিপদাশঙ্কার ব্যাপারে আমি যা জানি, তা যদি লোকেরা জানতো, তবে কোনো আরোহী (মুসাফির) রাতে একাকী সফরে বের হত না। (বুখারী)[১১৩৩]

ব্যাখ্যা : (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ...) মানুষ যদি জানতো একাকীত্বের মধ্যে কি ক্ষতি রয়েছে আমি যা জানি তাহলে কোনো আরোহী রাতে একাকী ভ্রমণ করত না।

'আল্লামাহ্ মুযহির বলেন : এককীত্বের মধ্যে ধর্মীয় ক্ষতি রয়েছে; কেননা তার সাথে জামা'আতে সলাত আদায় করার কেউ নেই, আর দুনিয়াবী ক্ষতিও রয়েছে, কারণ প্রয়োজনে তাকে সহযোগিতা করার কেউ নেই।

ত্বীবী (রহঃ) বলেন : হাদীসের প্রকাশমান অর্থানুযায়ী বলা উচিত ছিল কেউ একাকী ভ্রমণ করত না। কিন্তু নাবী (সাঃ) বলেছেন : কোনো আরোহী রাতে একাকী ভ্রমণ করত না। রাতের কথা এজন্য বলা হয়েছে, কেননা রাতে ক্ষতির আশংকা অধিক। আর আরোহী এজন্য বলা হয়েছে, যাতে এ ধারণা করা না হয় যে, আরোহী তো একা নয় কারণ তার সাথে বাহন আছে। এতে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, আরোহীর একাকী ভ্রমণের মধ্যে যদি ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তাহলে পদব্রজে একাকী ভ্রমণ করার মধ্যে ক্ষতির সম্ভাবনা আরো অধিক। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ইবনু হাজার বলেন : (مَا أَعْلَمُ) আমি যা জানি এর দ্বারা উদ্দেশ্য যে বিপদের কথা আমি জানি অর্থাৎ- একাকী ভ্রমণ করলে যে ধরনের বিপদ আসতে পারে– এ সম্পর্কে আমি যা জানি তা যদি "লোকেরা জানতো তাহলে কেউই একাকী ভ্রমণ করতো না"। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৯৯৮)

٣٨٩٤ -[٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৮৯৪-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কোনো কাফিলার সাথে যদি কুকুর কিংবা ঘণ্টা থাকে, তাহলে সেই কাফিলার সাথে মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) থাকে না। (মুসলিম)[১১৩৪]

ব্যাখ্যা : (لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً) ঐ জামা'আতের সঙ্গে মালাক (ফেরেশতা) থাকে না, অর্থাৎ রহমাতের মালাক থাকে না। এখানে সম্মানিত লেখকও সংরক্ষণকারী মালাক উদ্দেশ্য নয়। কারণ তারা সর্বদাই মানুষের সঙ্গে থাকেন এবং 'আমালনামা লিপিবদ্ধ করেন।

(فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ) যে দলের সাথে কুকুর অথবা ঘণ্টি থাকে। এখানে 'কুকুর' দ্বারা এমন কুকুর উদ্দেশ্য যা শিকারী অথবা পাহারা দেয়ার কুকুর নয়। কারণ এ জাতীয় কুকুর সঙ্গে রাখা বৈধ।

ইমাম নাবাবী বলেন : মালাক সঙ্গে না থাকার হিকমাত এই যে, 'ঘণ্টি' নিষিদ্ধ নাকূসের সমতুল্য যা কাফির সম্প্রদায় ব্যবহার করে থাকে। অথবা এর আওয়াজ অপছন্দনীয় তাই মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) তাদের সঙ্গী হয় না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহু মুসলিম ১৪ খণ্ড, হাঃ ২১১৩)

[১১৩৩] **সহীহ :** বুখারী ২৯৯৮, ইবনু মাজাহ ৩৭৬৮, আহমাদ ৪৭৪৮, দারিমী ২৭২১।

[১১৩৪] **সহীহ :** মুসলিম ২১১৩, আবূ দাঊদ ২৫৫৫, তিরমিযী ১৭০৩, আহমাদ ৭৫৬৬, দারিমী ২৭১৮, সহীহ আল জামি' ৭৩৪৪, সহীহ আত্ তারগীব ৩১১৫।

এটাও বলা হয় যে, যেহেতু বিনা প্রয়োজনে কুকুর পালন করা নিষিদ্ধ, তাই যে ব্যক্তি তা সঙ্গে রাখবে শাস্তি স্বরূপ রহমাতের মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ)-কে তাদের সঙ্গ দেয়া থেকে বিরত রাখা হবে। ফলে তারা রহমাতের মালাক সঙ্গে থাকার বারাকাত এবং তাদের দু'আ ও আল্লাহর আনুগত্য করতে সহযোগিতা পাওয়া হতে বঞ্চিত হবে। অথবা কুকুর নাপাক আর মালায়িকাহ্ পবিত্র তাই নাপাকের সঙ্গী হওয়া থেকে পবিত্র মালায়িকাহ্ বিরত থাকবে। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫৫২)

٣٨٩٥-[٤] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «اَلْجَرَسُ مَزَامِيْرُ الشَّيْطَانِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৮৯৫-[৪] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঘণ্টি (বা এ জাতীয় ঝুমঝুমি শব্দ) হলো শায়ত্বনের বাদ্যযন্ত্র। (মুসলিম)[১১৩৫]

ব্যাখ্যা : "ঘণ্টা শায়ত্বনের বাঁশী"। ত্বীবী (রহঃ) বলেন : جَرَسُ শব্দটি একবচন হওয়া সত্ত্বেও এর খবর বহুবচন আনা হয়েছে এজন্য যে, এর আওয়াজ অবিচ্ছিন্ন যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ তা নাড়াচাড়া করে। ঘণ্টার আওয়াজকে শায়ত্বনের সাথে সম্পৃক্ত করার কারণ এই যে, আওয়াজ মানুষকে আল্লাহর যিক্‌র এবং তার সম্পর্কে চিন্তা করা থেকে ব্যস্ত রাখে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫৫৩)

٣٨٩٦-[٥] وَعَنْ أَبِىْ بَشِيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّهٗ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ أَسْفَارِهٖ فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَسُوْلًا: «لَا تَبْقَيَنَّ فِىْ رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৮৯৬-[৫] আবূ বাশীর আল আনসারী রাঃ হতে বর্ণিত। একদিন তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কোনো এক সফরে ছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ একজনকে পাঠিয়ে কাফিলার মধ্যে এ ঘোষণা দিতে বললেন যে, কারো উটের গলায় যেন ধনুকের ছিলার মালা অবশিষ্ট না থাকে। অথবা বলেছেন, মালা থাকলে যেন তা কেটে ফেলা হয়। (বুখারী, মুসলিম)[১১৩৬]

ব্যাখ্যা : (لَا تَبْقَيَنَّ فِىْ رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ) কোনো উটের গলায় যেন ধনুকের ছিলার মালা অবশিষ্ট না থাকে। ক্বারী বলেন, উটের গলার মালা কেটে ফেলার নির্দেশ এজন্য দেয়া হয়েছে যে, তাতে ঘণ্টা ঝুলানো থাকতো। আর তা শায়ত্বনের বাঁশি যা রহমাতের মালাক (ফেরেশতা) সঙ্গী হতে বাধা প্রদানকারী। শারহুস্ সুন্নাতে উল্লেখ আছে যে, মালিক (রহঃ)-এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, নাবী ﷺ ধনুকের ছিলা দ্বারা তৈরি মালা কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন এজন্য যে, তা চোখ লাগা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঝুলানো হত। 'আরবের লোকেরা এ ধরনের কাজ করত এবং মনে করত যে, তা বালা-মুসীবাত হতে রক্ষা করবে। তাই নাবী ﷺ এ ধরনের মালা পড়াতে নিষেধ করেছেন। আর তাদেরকে অবহিত করেছেন যে, এ ধরনের কাজ আল্লাহর কোনো ফায়সালাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। আবার কেউ বলেছেন যে, ধনুকের ছিলা দ্বারা দেয়া মালাকে কেটে ফেলতে নির্দেশ দেয়ার কারণ এই যে, মালাতে তারা ঘণ্টা ঝুলাতো, তাই এ ধরনের মালা পড়ানোকেই নিষেধ করেছেন।

ইমাম নাবাবী বলেন : মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান এবং আরো অনেকে বলেছেন, এর অর্থ হলো তোমরা ধনুকের ছিলার মালা উটের গলায় পড়াবে না যাতে তা তার গলায় পেঁচিয়ে গিয়ে ফাঁসী না লাগে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩০০৫; শারহু মুসলিম ১৪ খণ্ড, হাঃ ২১১৫; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫৪৯)

[১১৩৫] সহীহ : মুসলিম ২১১৪, আহমাদ ৮৮৫১, সহীহ আল জামি' ৩১০৭, সহীহ আত্ তারগীব ৩১১৬।

[১১৩৬] সহীহ : বুখারী ৩০০৫, মুসলিম ২১১৫, আবূ দাউদ ২৫৫২, আহমাদ ২১৮৮৭, সহীহ আল জামি' ৭২০৭।

٣٨٩٧-[٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَقَّهَا مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَأَسْرِعُوْا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيْقَ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «إِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَبَادِرُوْا بِهَا نِقْيَهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৮৯৭-[৬] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা যখন শস্য-শ্যামল মৌসুমে সফর করবে, তখন জমিন হতে উটকে তার হাক্ব প্রদান করবে। আর যখন শুষ্ক মৌসুমে সফর করবে, তখন দ্রুতগতিতে চলবে। আর যদি রাতে কোথাও বিরতি নিতে হয়, তখন যান চলাচলের পথ হতে সরে অবস্থান নিবে। কেননা তা রাতে জন্তু-জানোয়ারের চলাচলের পথ ও বিষাক্ত প্রাণীর আবাসস্থল।

অপর এক বর্ণনায় আছে, তোমরা যখন শুষ্ক মৌসুমে সফর করবে, তখন (সওয়ারী দুর্বল ও ক্লান্ত হওয়ার আগেই) দ্রুত সফর শেষ করবে। (মুসলিম)[১১৩৭]

ব্যাখ্যা : (إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَقَّهَا مِنَ الْأَرْضِ) যখন তোমরা উর্বর জমিনের উপর দিয়ে সফর করবে তখন তোমরা তোমাদের উটকে ঐ জমিনের প্রাপ্য হাক্ব প্রদান করবে। অর্থাৎ- উর্বর জমিনের উপর দিয়ে উট নিয়ে সফর করার সময় কিছুক্ষণের জন্য উটকে উর্বর জমিনে ছেড়ে দিবে যাতে তার লতা-পাতা ও ঘাস খেতে পারে।

(وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَأَسْرِعُوْا عَلَيْهَا السَّيْرَ) যখন অনুর্বর জমিনের উপর দিয়ে সফর করবে তখন তোমরা উক্ত এলাকা দ্রুত অতিক্রম করবে, অর্থাৎ অনাবৃষ্টির কারণে জমিনে লতা-পতা না থাকলে অথবা জমিন অনুর্বর হওয়ার কারণে তাতে গাছ-পালা ও ঘাস না থাকলে তোমরা দ্রুত ঐ এলাকা ছেড়ে চলে আসবে। যাতে তোমাদের উট দুর্বল হওয়ার পূর্বেই তোমরা তোমাদের আবাসে পৌঁছতে সক্ষম হও।

(فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيْقَ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ...) তোমরা রাস্তায় অবতরণ করা থেকে বিরত থাকবে, কেননা রাতের বেলায় তা কীট-পতঙ্গের রাস্তা এবং তাদের আবাস। ইমাম নাবাবী বলেন : শেষ রাতে বিশ্রামের জন্য বাহন থেকে অবতরণ করাকে (تَعْرِيسٌ) বলা হয়। এটাও বলা হয় যে, বিশ্রামের জন্য অবতরণ করাকেই (تَعْرِيسٌ) বলা হয়। তা দিন বা রাতের যে কোনো অংশেই হোক না কেন। মোটকথা হলো নাবী ﷺ রাস্তা অবতরণ করা থেকে বারণ করেছেন। তার কারণ এই যে, কীট-পতঙ্গ ও বিষাক্ত এবং হিংস্র প্রাণী রাতের বেলা রাস্তায় চলা-ফেরা করে থাকে রাস্তা ভ্রমণকারীদের থেকে পরে যাওয়া দ্রব্য আহার করার জন্য। তাই নাবী ﷺ রাস্তা অবতরণ না করে রাস্তা ছেড়ে অবতরণ করতে বলেছেন যাতে মানুষ বিষাক্ত হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পারে।

(فَبَادِرُوْا بِهَا نِقْيَهَا) উটের মগজ তরতাজা থাকতেই তোমরা দ্রুত তা অতিক্রম কর। উটের শক্তি ও সক্ষমতা থাকতেই তোমরা অনুর্বর জমিন অতিক্রম কর। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহু মুসলিম ১৩ খণ্ড, হাঃ ১৯২৬; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫৬৬; তুহফাতুল আহওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৮৫৮)

[১১৩৭] **সহীহ :** মুসলিম ১৯২৬, আবূ দাউদ ২৫৬৯, তিরমিযী ২৮৫৮, আহমাদ ৮৪৪২, সহীহ আল জামি' ৫৮৯, সহীহ আত্ তারগীব ৩১২৫।

٣٨٩٨ - [٧] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِيْ سَفَرٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلٰى رَاحِلَةٍ فَجَعَلَ يَضْرِبُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهٖ عَلٰى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهٖ عَلٰى مَنْ لَا زَادَ لَهُ» قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ حَتّٰى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِيْ فَضْلٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৮৯৮-[৭] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা কোনো এক সফরে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি একটি দুর্বল উষ্ট্রীতে সওয়ারী হয়ে সেখানে উপস্থিত হলো এবং তাকে ডানে-বামে ঘুরাতে লাগল। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ (ﷺ) উপস্থিত সঙ্গীদেরকে উদ্দেশে বললেন, তোমাদের যার কাছেই একটি অতিরিক্ত সওয়ারী আছে, সে যেন যার কাছে সওয়ারী নেই তাকে দান করে দেয়। আর যার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য-সামগ্রী আছে, সেও যেন তা ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দেয় যার কাছে কোনো আহার্য নেই। অতঃপর তিনি (ﷺ) বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপারে এমনভাবে বর্ণনা করতে লাগলেন যে, আমরা মনে করলাম প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিসের উপর আমাদের কারো কোনো প্রকার অধিকার নেই। (মুসলিম)[১১৩৮]

ব্যাখ্যা : (مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهٖ عَلٰى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ) যার অতিরিক্ত বাহন আছে, সে তার অতিরিক্ত বাহনটি তাকে দিয়ে দেয় যার বাহন নেই।

(فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ حَتّٰى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِيْ فَضْلٍ) তিনি বিভিন্ন মালের কথা উল্লেখ করে অতিরিক্ত মাল দান করতে বললেন এতে আমাদের ধারণা হলো যে, অতিরিক্ত মালে আমাদের কোনো অধিকার নেই। অর্থাৎ তিনি বিভিন্ন প্রকারে মালের নাম উল্লেখপূর্বক সকল প্রকার মালের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ দান করার আদেশ করলেন। তাতে আমাদের মনে ধারণা জন্মালো যে, আমাদের কারো জন্যই প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল রাখার কোনো অধিকার নেই। অত্র হাদীসে মুখাপেক্ষী ব্যক্তিকে সাহায্য সহযোগিতার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি সফরের অবস্থায় মালের মুখাপেক্ষী হলে তাকে তার প্রয়োজন মিটানোর জন্য দান করা জরুরী যদিও সে স্বদেশে ধনী হোক না কেন। এমতাবস্থায় তাকে যাকাতের মাল দেয়াও বৈধ এবং তার জন্য তা গ্রহণ করাও বৈধ।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহু মুসলিম ১২ খণ্ড, হাঃ ১৭২৮)

٣٨٩٩ - [٨] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «اَلسَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذَا قَضٰى نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهٖ فَلْيُعَجِّلْ إِلٰى أَهْلِهٖ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৮৯৯-[৮] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : সফর হলো ‘আযাবের একটি অংশ মাত্র; যা তোমাদেরকে নিদ্রা, পানাহার হতে বিরত রাখে। সুতরাং যখনই কারো সফরের প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়, তখনই সে যেন অবিলম্বে পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসে।

(বুখারী, মুসলিম)[১১৩৯]

[১১৩৮] সহীহ : মুসলিম ১৭২৮, আবূ দাউদ ১৬৬৩, আহমাদ ১১২৯৩, সহীহ আল জামি‘ ৬৪৯৭।

[১১৩৯] সহীহ : বুখারী ৫৪২৯, মুসলিম ১৯২৭, ইবনু মাজাহ ২৮৮২, আহমাদ ৭২২৫, দারিমী ২৭১২, সহীহ আল জামি‘ ৩৬৮৬।

ব্যাখ্যা : (اَلسَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ) "সফর আযাবের একটি অংশ"। ইমাম নাবাবী বলেন : সফরকে আযাবের অংশ বলার কারণ এই যে, তাতে কষ্ট ক্লান্তি, রোদ ও ঠাণ্ডা সহ্য করার অসুবিধা ভোগ করা এবং ভয় আতঙ্ক সর্বোপরি স্বজনদের পরিত্যাগ করে অসহনীয় অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়, যা প্রকৃতপক্ষেই 'আযাব।

(فَإِذَا قَضٰى نَهْمَتَهٗ مِنْ وَجْهِهٖ فَلْيُعَجِّلْ إِلٰى أَهْلِهٖ) মুসাফির যখন তার সফরের প্রয়োজন মিটাবে সে যেন দ্রুত তার স্বীয় পরিবারের নিকট ফিরে আসে।

ইমামা খত্ত্বাবী বলেন : অত্র হাদীসে আবাসে অবস্থান করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যাতে জুমু'আহ্ ও জামা'আত না ছুটে যায় এবং পরিবার-পরিজন ও নিকটবর্তীদের হাক্ব বিনষ্ট না হয়।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহু মুসলিম ১৩ খণ্ড, হাঃ ১৯২৭)

٣٩٠٠-[٩] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّيَ بِصِبْيَانِ أَهْلِ بَيْتِهٖ وَإِنَّهٗ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَسُبِقَ بِيْ إِلَيْهِ فَحَمَلَنِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ جِيءَ بِأَحَدِ ابْنَيْ فَاطِمَةَ فَأَرْدَفَهٗ خَلْفَهٗ قَالَ: فَأُدْخِلْنَا الْمَدِيْنَةَ ثَلَاثَةً عَلٰى دَابَّةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৯০০-[৯] 'আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখনই সফর হতে ফিরে আসতেন, তখন তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য স্বীয় পরিবারস্থ ছেলে-মেয়েদেরকে উপস্থিত করা হতো। একদিন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সফর হতে আসলেন, তখন তিনি আমাকে তার সামনে বসিয়ে দিলেন। অতঃপর ফাত্বিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর পুত্রদ্বয়ের কোনো একজনকে আনা হলে তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে নিজের পিছনে বসালেন। তিনি ('আব্দুল্লাহ) বলেন, আমরা এমন অবস্থায় মাদীনায় প্রবেশ করলাম যে, (আমরা) একই সওয়ারীতে তিনজন আরোহী ছিলাম। (মুসলিম)[১১৪০]

ব্যাখ্যা : (تُلُقِّيَ بِصِبْيَانِ أَهْلِ بَيْتِهٖ) তাঁকে পরিবারের শিশুদের দ্বারা স্বাগতম জানানো হত। ইমাম নাবাবী বলেন : আগত মুসাফিরকে শিশুদের দ্বারা স্বাগতম জানানো সুন্নাত। আর আগমনকারী ব্যক্তির জন্য সুন্নাত হলো ঐ শিশুদেরকে স্বীয় বাহনে উঠিয়ে নিয়ে আসা যারা মুসাফিরকে স্বাগতম জানাতে যায়।

(শারহু মুসলিম ১৫শ খণ্ড, হাঃ ২৪২৮)

আল্লামাহ্ মুনযিরী বলেন : অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, বাহনের পিছনে যাত্রী উঠানো বৈধ এবং একই প্রাণীর উপরে তিনজন আরোহণ করা বৈধ যদি তা ঐ পশুর জন্য কষ্টকর না হয়।

('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫৬৩)

٣٩٠١-[١٠] وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّهٗ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُوْ طَلْحَةَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَفِيَّةُ مُرْدِفُهَا عَلٰى رَاحِلَتِهٖ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৯০১-[১০] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। একদিন তিনি এবং আবূ ত্বলহাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে (খায়বার অভিযান শেষে মাদীনায়) ফিরে আসেন। আর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে তখন একই সওয়ারীতে তাঁর পিছনে সফিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বসা ছিলেন। (বুখারী)[১১৪১]

[১১৪০] **সহীহ :** মুসলিম ২৪২৮, সহীহ আল জামি' ৪৭৬৫।

[১১৪১] **সহীহ :** বুখারী ৬১৮৫।

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ এবং তার সহাবীগণের এ আগমন ছিল খায়বার থেকে। 'শারহুস্ সুন্নাহ্'তে আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত আছে, আমরা খায়বার হতে আগমন করলাম। আর নাবী ﷺ-এর কোনো এক স্ত্রী তার বাহনের পিছনে ছিলেন। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, স্বীয় বাহনের পিছনে নিজের স্ত্রীকে বহন করা কোনো দোষণীয় বিষয় নয়। অবশ্যই স্ত্রীকে পর্দা করিয়ে নিতে হবে। (সম্পাদক)

٣٩٠٢-[١١] وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا وَكَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৯০২-[১১] উক্ত রাবী (আনাস رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলায় বাড়ী ফিরতেন না, বরং তিনি সকালে কিংবা সন্ধ্যায় ঘরে প্রবেশ করতেন। (বুখারী, মুসলিম)[১১৪২]

ব্যাখ্যা : (كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا) "রসূলুল্লাহ ﷺ (সফর থেকে আগমন করে) রাতের বেলা তার পরিবারের নিকট যেতেন না।" ইমাম নাবাবী বলেন : যে ব্যক্তি দীর্ঘ সফর শেষে বাড়ী ফিরবে তার জন্য এটা অপছন্দনীয় যে, সে হঠাৎ করে রাতের বেলা তার স্ত্রীর নিকট গমন করবে। তবে যার সফর নিকটবর্তী কোনো জায়গায় হয় এবং তার স্ত্রী আশা করে যে, তার স্বামী রাতেই ফিরে আসবে তার জন্য রাতের বেলা স্ত্রীর নিকট প্রবেশ করতে কোনো ক্ষতি নেই। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৭১২)

٣٩٠٣-[١٢] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا طَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৯০৩-[১২] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন দীর্ঘদিন সফরে থাকার দরুন পরিবারবর্গ হতে দূরে থাকে, তখন সে যেন রাতের বেলায় পরিবারের কাছে (ঘরে) প্রবেশ না করে। (বুখারী, মুসলিম)[১১৪৩]

ব্যাখ্যা : রাতের বেলা স্ত্রীর নিকট মুসাফির ব্যক্তি কেন প্রবেশ করবে না, এর কারণ পরবর্তী হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

٣٩٠٤-[١٣] وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَخَلْتَ لَيْلًا فَلَا تَدْخُلْ عَلٰى أَهْلِكَ حَتّٰى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৯০৪-[১৩] উক্ত রাবী (জাবির رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : (সফর হতে ফিরে) যখন তুমি রাতে ঘরে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করবে, তখন তুমি স্বীয় স্ত্রীর কাছে যেয়ো না। যতক্ষণ না স্বামী-সংস্রবহীনা স্ত্রী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে পারে এবং অবিন্যস্ত মাথায় চিরুনী দিয়ে পরিপাটি হতে পারে। (বুখারী, মুসলিম)[১১৪৪]

[১১৪২] সহীহ : বুখারী ১৮০০, মুসলিম ১৯২৮, আহমাদ ১২২৬৩, সহীহ আল জামি' ৪৮৬২।
[১১৪৩] সহীহ : বুখারী ৫২৪৪, সহীহ আল জামি' ৩৫৬।
[১১৪৪] সহীহ : বুখারী ৫২৪৬, মুসলিম ৭১৫, আহমাদ ১৪১৪৮, সহীহ আল জামি' ৭২৫।

ব্যাখ্যা : (فَلَا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ) "সফর থেকে আগমন করে রাতের বেলায়" তোমার স্ত্রীর নিকট যাবে না যতক্ষণ না সে ক্ষোরকার্য সম্পদান করে এবং এলোমেলো চুল পরিপাটি না করে। তূরিবিশতী বলেন : ক্ষৌরকার্য দ্বারা উদ্দেশ্য লজ্জাস্থানের লোম পরিষ্কার করা তা যেভাবেই হোক। অর্থাৎ স্ত্রী যেন স্বামীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায় স্বাগতম জানাতে পারে, এজন্যই হঠাৎ করে রাতের বেলা স্ত্রীর নিকট যেতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব স্ত্রী যদি স্বামীর আগমনের কথা আগে থেকেই জানতে পারে তাহলে স্ত্রীর নিকট রাতের বেলা প্রবেশ করতে সমস্যা নেই। কেননা নিষেধ করার কারণ বিদূরিত হয়েছে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ ৭ম খণ্ড, ৬১৬ পৃঃ ৬১৬; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৭৭৫)

٣٩٠٥-[١٤] وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৯০৫-[১৪] উক্ত রাবী (জাবির ﷺ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ যখন সফর হতে মাদীনায় ফিরে আসলেন, তখন একটি উট অথবা গরু যাবাহ করে খাওয়ালেন। (বুখারী)[১১৪৫]

ব্যাখ্যা : "নাবী ﷺ যখন মাদীনায় আগমন করলেন তখন তিনি একটি উট যাবাহ করলেন।" অর্থাৎ নাবী ﷺ যখন হিজরত করে মাদীনায় আগমন করলেন অথবা কোনো যুদ্ধ শেষে মাদীনায় এসে উপস্থিত হলেন তখন তিনি উট যাবাহ করলেন। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : সফর থেকে আগমন করার পর সাক্ষাৎ করতে আসা লোকজনদের জন্য মেহমানদারী করা সুন্নাত। ইবনুল মালিক বলেন : আগমনের পর মেহমানদারী করা সুন্নাত। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

ইবনু বাত্তল বলেন : ইমাম বা সরদার সফর থেকে আগমন করার পর তার সঙ্গীদের জন্য খাবারের আয়োজন করা সালাফদের নিকট মুস্তাহাব। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩০৮৯)

٣٩٠٦-[١٥] وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ لِلنَّاسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৯০৬-[১৫] কা'ব ইবনু মালিক ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ সফর হতে দিনের পূর্বাহ্নেই ফিরে আসতেন। আর যখনই আসতেন, তখন সর্বপ্রথম মাসজিদে প্রবেশ করে দু' রাক্'আত নাফল সলাত আদায় করতেন। অতঃপর সাক্ষাৎপ্রার্থী লোকেদের জন্য কিছু সময় অবস্থান করতেন।

(বুখারী, মুসলিম)[১১৪৬]

ব্যাখ্যা : (فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ) নাবী ﷺ সফর থেকে ফিরে এসে প্রথমে মাসজিদে প্রবেশ করতেন এবং দুই রাক্'আত সলাত আদায় করতেন। অর্থাৎ তিনি প্রথমে বাড়ীতে প্রবেশ না করে মাসজিদে প্রবেশ করতেন, অতঃপর তাহিয়্যাতুল মাসজিদ দুই রাক্'আত সলাত আদায় করার পর বসতেন।

(جَلَسَ فِيهِ لِلنَّاسِ) অতঃপর তাতেই লোকেদের জন্য বসতেন, অর্থাৎ লোকেদের সাথে কথা বলার জন্য এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য মাসজিদেই বসতেন।

(মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৭৭৮)

[১১৪৫] **সহীহ :** বুখারী ৩০৮৯।

[১১৪৬] **সহীহ :** বুখারী ৩০৮৮, মুসলিম ৭১৬, আবূ দাঊদ ২৭৮১, আহমাদ ১৫৭৭৫, দারিমী ১৫৬১।

٣٩٠٧-[١٦] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لِي: «اُدْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৯০৭-[১৬] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলাম। সফর হতে মাদীনায় ফিরে আসার পর তিনি আমাকে বললেন– যাও, মাসজিদে গিয়ে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করে নাও। (বুখারী)[১১৪৭]

ব্যাখ্যা : فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لِي: «اُدْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ» (জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন) আমরা যখন মাদীনায় আগমন করলাম, নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন মাসজিদে প্রবেশ করে সেখানে দুই রাক্'আত সলাত আদায় করো। অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, মুসাফিরের জন্য বাড়ীতে প্রবেশ করার আগে মাসজিদে প্রবেশ করে দুই রাক্'আত সলাত আদায় করা মুস্তাহাব। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٩٠٨-[١٧] عَنْ صَخْرِ بْنِ وَدَاعَةَ الْغَامِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا» وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهٗ أَوَّلَ النَّهَارِ فَأَثْرٰى وَكَثُرَ مَالُهٗ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

৩৯০৮-[১৭] সখ্‌র ইবনু ওয়াদা'আহ্ আল গামিদী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দু'আ করেন : হে আল্লাহ! আমার উম্মাতকে ভোরে বারাকাত ও প্রাচুর্য দান কর। রাবী বলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যখনই কোনো ছোট বা বড় সেনাদল পাঠাতেন, তখন তা দিনের প্রথমাংশেই পাঠাতেন। বর্ণনাকারী সখ্‌র একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। সুতরাং তিনিও তার ব্যবসা-বাণিজ্যের মালামাল দিনের প্রথমভাগেই পাঠাতেন। ফলে তিনি প্রচুর ধনবান ও সম্পদশালী হয়েছিলেন। (তিরমিযী, আবূ দাউদ ও দারিমী)[১১৪৮]

ব্যাখ্যা : (اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا) নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার দু'আয় বলতেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মাতের জন্য সকাল বেলাকে বারাকাতময় কর অর্থাৎ দিনের প্রথম ভাগে আমার উম্মাতকে অধিক কল্যাণ দান কর।

(وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ) সখ্‌র একজন ব্যবসায়ী ছিলেন, তিনি দিনের প্রথমাংশে তার ব্যবসার সামগ্রী প্রেরণ করতেন। মুযহির বলেন : দিনের প্রথম ভাগে সফর করা সুন্নাত। আর সখ্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু এ সুন্নাতের প্রতি খেয়াল রাখতেন এবং তার ব্যবসার মালপত্র দিনের প্রথম ভাগেই প্রেরণ করতেন ব্যবসার জন্য। ফলে তার সম্পদ বৃদ্ধি পায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত অনুসরণ করার জন্য আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দু'আ অবশ্যই গ্রহণীয়। তাই দিনের প্রথমাংশের ব্যবসার মধ্যেই বারাকাত নিহিত।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[১১৪৭] **সহীহ :** বুখারী ৩০৮৭।

[১১৪৮] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২৬০৬, তিরমিযী ১২১২, ইবনু মাজাহ ২২৩৬, দারিমী ২৪৭৯, সহীহ আল জামি' ১৩০০, সহীহ আত্ তারগীব ১৬৯৩।

٣٩٠٩ ـ [١٨] (صحيح لغيره) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوٰى بِاللَّيْلِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৯০৯-[১৮] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমরা রাতে সফরে বের হও। কেননা রাতের বেলায় জমিন সংকুচিত হয়। (আবূ দাঊদ)[১১৪৯]

ব্যাখ্যা : "তোমরা রাতে ভ্রমণ কর, কেননা রাতে জমিনকে সংকুচিত করা হয়"। 'আল্লামাহ্ মুযহির (রহ) বলেন : এর অর্থ হলো তোমরা শুধু দিনে ভ্রমণ করেই তুষ্ট থেকো না বরং রাত্রেও সফর করবে। কেননা রাত্রের সফর সহজ। কারণ ভ্রমণকারী ধারণা করে যে, সে অল্প রাস্তা অতিক্রম করেছে, প্রকৃতপক্ষে সে অল্প সময়ে অনেক রাস্তা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫৬৮)

٣٩١٠ ـ [١٩] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৩৯১০-[১৯] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব (রহঃ) তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : একজন আরোহী (সফরকারী) এক শায়ত্বন, দু'জন আরোহী দুই শায়ত্বন, কিন্তু তিনজন হলো একটি পরিপূর্ণ জামা'আত। (মালিক, তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও নাসায়ী)[১১৫০]

ব্যাখ্যা : (الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ) "একা ভ্রমণকারী আরোহী শায়ত্বন"। 'আল্লামাহ্ মুযহির (রহঃ) বলেন : অর্থাৎ- একা একা ভ্রমণ করা নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে দু'জন ভ্রমণকারী দু'টো শায়ত্বন। আর যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ কাজ করে সে শায়ত্বনের আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি শায়ত্বনের আনুগত্য করে সে যেন নিজেই একটি শায়ত্বন। এজন্যই একা ভ্রমণকারীকে শায়ত্বন বলা হয়েছে।

ইমাম খত্ত্বাবী বলেন : একা ভ্রমণকারী ব্যক্তি যদি সফরে মারা যায় তাহলে তার নিকট এমন কোনো ব্যক্তি উপস্থিত পাওয়া যাবে না যে, তাকে গোসল দেয়াবে এবং দাফন করবে। আর তার নিকট এমন ব্যক্তিও পাওয়া যাবে না যার নিকট তার মাল সম্পর্কে ওয়াসিয়্যাত করতে পারে এবং সফরে তার রেখে যাওয়া মাল তার পরিবারের নিকট পৌঁছিয়ে দিতে পারে এবং তার সংবাদ তার পরিবারের নিকট পৌঁছাতে পারে। আর যদি সফরে তিনজন একত্রে থাকে তাহলে পরস্পরে তাদের কাজে সহযোগিতা করতে পারবে এবং জামা'আত সহকারে সলাত আদায় করতে পারবে এতে করে তারা জামা'আতে সলাত আদায় করার সাওয়াবও সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবে। তাইতো তিনজনের কমে সফর করতে নিষেধ করা হয়েছে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬০৪; তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৬৭৪)

٣٩١١ ـ [٢٠] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَهُمْ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

[১১৪৯] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ২৫৭১, সহীহাহ্ ৬৮১, সহীহ আল জামি' ৪০৬৪, সহীহ আত্ তারগীব ৩১২২, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১৬৩০।

[১১৫০] **হাসান :** আবূ দাঊদ ২৬০৭, তিরমিযী ১৬৭৪, নাসায়ী ৮৮৪৯, আহমাদ ৬৭৪৮, মালিক ...৯৭, সহীহাহ্ ৬২, সহীহ আল জামি' ৩৫২৪, সহীহ আত্ তারগীব ৩১০৮।

৩৯১১-[২০] আবূ সা'ঈদ আল খুদ্‌রী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিনজন লোক যখন সফরে বের হবে, তখন তারা যেন একজনকে আমীর (নেতা) নির্বাচন করে নেয়। (আবূ দাঊদ)[১১৫১]

ব্যাখ্যা : (فَلْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَهُمْ) তাদের একজনকে আমীর বানিয়ে নিবে, অর্থাৎ- যখন জামা'আতবদ্ধভাবে সফর করবে (যার নিম্নসংখ্যা তিনজন) তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তম তাকে আমীর নিযুক্ত করবে।

'শারহুস্ সুন্নাহ্'তে উল্লেখ করা হয়েছে এ নির্দেশ দেয়ার কারণ এই যে, যাতে তারা সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারে এবং তাদের মধ্যে কোনো ধরনের মতভেদ সৃষ্টি না হতে পারে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ইমাম খত্ত্বাবী বলেন : অত্র হাদীসে এ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যদি দু'জন ব্যক্তি তৃতীয় কোনো এক ব্যক্তিকে তাদের দু'জনের মধ্যে কোনো বিষয়ে ফায়সালা করার জন্য শালিস নিযুক্ত করে এবং ঐ তৃতীয় ব্যক্তি ন্যায়সঙ্গতভাবে ফায়সালা করে তাহলে তার ফায়সালা কার্যকারী করা যাবে। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬০৬)

٣٩١٢ - [٢١] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

৩৯১২-[২১] ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সর্বোত্তম সফরসঙ্গী চারজন। উত্তম (ক্ষুদ্র) সৈন্যবাহিনী চারশত জন, উত্তম (বৃহৎ) সৈন্যবাহিনী চারহাজার জন। আর বারো হাজারের কোনো সৈন্য বাহিনী স্বল্প সংখ্যার কারণে কক্ষনো বিজিত হয় না।

(তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও দারিমী; ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব)[১১৫২]

ব্যাখ্যা : (خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ) "চারজনের দল উত্তম দল" অর্থাৎ তিনজনের বেশী লোক যে দলে থাকে সে দল উত্তম দল।

আবূ হামিদ বলেন : মুসাফির ব্যক্তি কখনো বাহন ও প্রয়োজন মুক্ত হয় না। মুসাফির যদি মাত্রা তিন হয় আর বাহনও সংরক্ষণ করতে হয় এবং প্রয়োজনও মিটাতে হয় তাহলে একজন প্রয়োজন মিটাতে গেলে এবং একজন বাহন সংরক্ষণে নিয়োজিত থাকলে মুসাফির একাকী হয়ে যাবে যার সাথে কোনো সঙ্গী থাকবে না ফলে সে আশংকামুক্ত থাকতে পারবে না এবং সঙ্গী না থাকার কারণে অন্তরের সংকীর্ণতা থেকেও মুক্ত থাকবে না।

মুযহির (রহ) বলেন : সঙ্গী যদি তিনজন না হয়ে চারজন হয় তবে তা উত্তম। কেননা সফরসঙ্গী সর্বসাকূল্যে তিনজন হলে তাদের মধ্যে একজন যদি অসুস্থ হয়ে পরে এবং সে তার কোনো এক সফরসঙ্গীকে তার ওয়াসী (ওয়াসিয়্যাত বাস্তবায়নকারী) নিযুক্ত করতে চায় তাহলে তার এই ওয়াসিয়্যাত সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য একজন মাত্র লোক বাকী থাকলো যা ওয়াসিয়্যাতের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। আর যদি চারজন থাকে তাহলে তার ওয়াসিয়্যাতের সাক্ষী হওয়ার জন্য দু'জন লোক বাকী থাকলো। যা সাক্ষী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। সফরসঙ্গী যখন অধিক হয় পরস্পরে সহযোগিতা করাও সহজ হয়। অনুরূপ অধিক সংখ্যক লোকের একত্রে সলাত আদায় করাও অধিক উত্তম।

[১১৫১] সহীহ : আবূ দাঊদ ২৬০৯, সহীহ আল জামি' ৭৬৩।

[১১৫২] সহীহ : আবূ দাঊদ ২৬১১, তিরমিযী ১৫৫৫, সহীহাহ্ ৯৮৯, সহীহ আল জামি' ৩২৭৮।

(وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ) বারো হাজার সৈন্যের দল সংখ্যাল্পতার জন্য পরাজয় বরণ করবে না, অর্থাৎ যে সৈন্য দলের সংখ্যা বারো হাজার হয় ঐ সেনা দল যদি পরাজয় বরণ করে তাহলে সে পরাজয়টা সংখ্যাল্পতার জন্য হবে না, অন্য কোনো কারণে হবে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬০৮)

٣٩١٣-[٢٢] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيرِ فَيُزْجِي الضَّعِيفَ وَيُرْدِفُ وَيَدْعُوْ لَهُمْ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৯১৩-[২২] জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে কাফিলার পিছনে থাকতেন, যেন তিনি দুর্বল সওয়ারীকে দ্রুত হাঁকিয়ে নিতে পারেন এবং অসমর্থ সওয়ারীকে নিজের সওয়ারীতে বসিয়ে নিতে পারেন এবং সর্বোপরি পুরো কাফিলার জন্য দু'আ করতে থাকতেন।

(আবূ দাউদ)[১১৫৩]

ব্যাখ্যা : (كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيرِ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রমণে পিছনে থেকে যেতেন, অর্থাৎ- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ভ্রমণে বের হতেন তখন তিনি তার সঙ্গীদের থেকে পিছনে থেকে যেতেন নম্রতার বহিঃপ্রকাশের জন্য এবং তাদের সহযোগিতা করার জন্য।

(فَيُزْجِي الضَّعِيفَ) দুর্বলকে পরিচালনা করতেন, অর্থাৎ- যার বাহন দুর্বল হয়ে পরতো তার বাহনকে পরিচালনা করতেন অন্যান্য সফর সঙ্গীদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য।

(وَيُرْدِفُ) তার বাহনের পিছনে চড়াতেন, অর্থাৎ- পদব্রজের কোনো ব্যক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে তাকে স্বীয় বাহনের পিছনে উঠিয়ে নিতেন।

(وَيَدْعُوْ لَهُمْ) তাদের জন্য দু'আ করতেন, অর্থাৎ- তাদের সকলের জন্য দু'আ করতেন, অথবা দুর্বলদের সহযোগিতা করতেন ও অন্যদের জন্য দু'আ করতেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬৩৬)

٣٩١٤-[٢٣] وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوْا مَنْزِلًا تَفَرَّقُوْا فِي الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هٰذِهِ الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذٰلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ». فَلَمْ يَنْزِلُوْا بَعْدَ ذٰلِكَ مَنْزِلًا إِلَّا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ حَتّٰى يُقَالَ: لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৯১৪-[২৩] আবূ সা'লাবাহ্ আল খুশানী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সহাবীগণ যখন সফরে কোথাও অবতরণ করতেন, তখন তাঁরা পাহাড়ের সংকীর্ণপথ ও পাহাড়ী এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করতেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের এভাবে সংকীর্ণপথ ও পাহাড়ী এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করা মূলত শায়ত্বনের কাজ। রাবী বলেন, এরপর হতে লোকেরা যখনই কোনো জায়গায় অবতরণ করত, তখন তারা পরস্পর এমনভাবে মিলেমিশে অবস্থান করত যে, একখানা কাপড় তাদের উপর জড়িয়ে দিলে সকলেই আবৃত হতো। (আবূ দাউদ)[১১৫৪]

[১১৫৩] সহীহ : আবূ দাউদ ২৬৩৯, সহীহাহ্ ২১২০, সহীহ আল জামি' ৪৯০১।

[১১৫৪] সহীহ : আবূ দাউদ ২৬২৮, মুসতাদরাক লিল হাকিম ২৫৪০।

ব্যাখ্যা : (إِنَّمَا ذٰلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ) তোমাদের এ কাজ শায়ত্বনের পক্ষ থেকে অর্থাৎ তোমাদের বিচ্ছিন্নতা শায়ত্বনের পক্ষ থেকে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকে ভয় দেখানোর জন্য এবং তার শত্রুদের তাদের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয়ার জন্য। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬২৫)

٣٩١٥-[٢٤] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: كُنَّا يَوْمَ بَدْرٍ كُلَّ ثَلَاثَةٍ عَلٰى بَعِيرٍ فَكَانَ أَبُوْ لُبَابَةَ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ زَمِيلَىْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَكَانَتْ إِذَا جَاءَتْ عُقْبَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَا: نَحْنُ نَمْشِيْ عَنْكَ قَالَ: «مَا أَنْتُمَا بِأَقْوٰى مِنِّيْ وَمَا أَنَا بِأَغْنٰى عَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمَا». رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

৩৯১৫-[২৪] 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাদ্‌র যুদ্ধের দিন আমাদের প্রতি তিনজনের জন্যে একটি উটের ব্যবস্থা ছিল, এমনিভাবে আবূ লুবাবাহ্ ও 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব (রাঃ) ছিলেন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে আরোহী। রাবী বলেন, যখন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পায়ে হাঁটার পালা আসতো তখন তারা বলতেন, আপনার হাঁটার পালায় আমরাই হাঁটব। উত্তরে তিনি (ﷺ) বলেন, আমি কি তোমাদের তুলনায় বেশী শক্তিশালী নই আর সাওয়াব প্রত্যাশাকারী হিসেবে আমি তোমাদের চেয়ে বেশী মুখাপেক্ষী। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[১১৫৫]

ব্যাখ্যা : (مَا أَنْتُمَا بِأَقْوٰى مِنِّيْ وَمَا أَنَا بِأَغْنٰى عَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمَا) দুনিয়াতে তোমরা আমার চাইতে অধিক শক্তিশালী নও এবং আমিও তোমাদের চেয়ে সাওয়াব হতে অমুখাপেক্ষী নই। অর্থাৎ- দুনিয়াতে তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করে অধিক লাভবান হতে পারবে না, যেহেতু তোমরা আমার চাইতে অধিক শক্তিশালী নও। আর তোমাদের মাধ্যমে যে সাওয়াব অর্জন করবে। পরকালে আমি সে সাওয়াব হতে অমুখাপেক্ষী নই। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, নাবী অত্র হাদীসে তার নম্রতা এবং তার সঙ্গীদের প্রতি সহানুভূতির চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٩١٦-[٢٥] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوْا ظُهُوْرَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ فَإِنَّ اللهَ تَعَالٰى إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلٰى بَلَدٍ لَمْ تَكُوْنُوْا بَالِغِيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوْا حَاجَاتِكُمْ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৯১৬-[২৫] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন : তোমরা নিজেদের জন্তু-জানোয়ারের পিঠকে মিম্বার বানিয়ে নিয়ো না। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এজন্য তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যেন তোমাদেরকে তারা যথাস্থানে পৌঁছে দেয়, যেখানে তোমরা অক্লান্ত কষ্ট ব্যতীত পৌঁছতে সক্ষম নও। আর আল্লাহ তা'আলা জমিনকেও তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন; সুতরাং তার উপরে তোমাদের অবস্থানের মাধ্যমে প্রয়োজন পূর্ণ করে নাও। (আবূ দাউদ)[১১৫৬]

ব্যাখ্যা : (لَا تَتَّخِذُوْا ظُهُوْرَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ) পশুর পিঠকে তোমরা মিম্বার বানাবে না। অর্থাৎ তোমরা পশু থামিয়ে তার পিঠে বসে বেচাকেনা বা এ জাতীয় কোনো কথা বলবে না। বরং তোমরা পশুর পিঠ থেকে নেমে তোমাদের প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে পুনরায় তার পিঠে আরোহণ করবে। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন :

[১১৫৫] হাসান : আহমাদ ৩৯০১, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪২৯৯, শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৬৮৬।

[১১৫৬] সহীহ : আবূ দাউদ ২৫৬৭, সহীহাহ্ ২২, সহীহ আল জামি' ২৬৯১।

এখানে مَنَابِرَ শব্দ দ্বারা দাঁড়ানোর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা 'আরবের লোকেরা যখন ভাষণ দিত তখন মিম্বারের উপর দাঁড়াতো। আর ক্বিয়াম অর্থাৎ দাঁড়ানো দ্বারা উদ্দেশ্য থামানো।

ইমাম খত্ত্বাবী বলেন : এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, নাবী ﷺ তার বাহনের উপর দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়েছেন। এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এমন কোনো প্রয়োজন যদি দেখা দেয় যা জমিনে দাঁড়িয়ে অর্জন করা সম্ভব নয় তাহলে পশুর পিঠের উপর দাঁড়ানো বৈধ। অতএব বিনা প্রয়োজনে পশুর পিঠের উপর দাঁড়িয়ে থেকে তাকে কষ্ট দেয়া অবৈধ।

(وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَاتِكُمْ) আল্লাহ জমিনকে তোমাদের জন্য বিছানা ও অবস্থানের জায়গা বানিয়ে দিয়েছেন, অতএব তাতেই তোমাদের প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন কর। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন, আল্লাহ তা'আলা জমিনকে যেহেতু অবস্থানের জায়গা বানিয়েছেন আর পশুকে বানিয়েছেন বাহন; অতএব জমিনেই তোমরা তোমাদের প্রয়োজনীয় কাজ কর পশুর পিঠে নয়।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫৬৪)

٣٩١٧ - [٢٦] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا لَا نُسَبِّحُ حَتّٰى نَحُلَّ الرِّحَالَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৯১৭-[২৬] আনাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন কোনো স্থানে অবতরণ করতাম, তখন জন্তু-জানোয়ারের পিঠ হতে সবকিছু নামিয়ে সলাত আদায় করতাম। (আবূ দাউদ)[১১৫৭]

ব্যাখ্যা : (كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا لَا نُسَبِّحُ حَتّٰى نَحُلَّ) আনাস রাঃ বলেন, আমরা যখন কোনো স্থানে অবতরণ করতাম পশুর পিঠ থেকে বোঝা নামানোর আগে সলাত আদায় করতাম না। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন : এখানে তাসবীহ দ্বারা উদ্দেশ্য চাশ্তের সলাত। অর্থাৎ সহাবীগণ সলাতের প্রতি যত্নবান হওয়া সত্ত্বেও বাহনের পিঠ থেকে মাল-পত্র নামিয়ে তাকে পরিত্রাণ দেয়ার আগে সলাত আদায় করতেন না। এটা ছিল পশুর প্রতি সহাবীদের দরদ ও সহানুভূতি প্রদর্শনের বহিঃপ্রকাশ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ইমাম খত্ত্বাবী বলেন : হাদীসের অর্থ হলো, আমরা বাহনের পিঠ থেকে মালপত্র নামানোর আগে চাশ্তের সলাত আদায় করতাম না। কোনো কোনো 'আলিমের মতে আরোহী নিজে খাওয়ার আগে বাহনের পশুকে আগে ঘাস পানি ইত্যাদি খাওয়ানো মুস্তাহাব। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫২)

٣٩١٨ - [٢٧] وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَمْشِيْ إِذَا جَاءَهُ رَجُلٌ مَعَهُ حِمَارٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! ارْكَبْ وَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا أَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ لِيْ». قَالَ: جَعَلْتُهُ لَكَ فَرَكِبَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৩৯১৮-[২৭] বুরায়দাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ পায়ে হেঁটে পথ চলছিলেন, তখন এক ব্যক্তি একটি গাধাসহ সেখানে উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এতে আরোহণ করুন! এই বলে সে পিছনে সরে গেল। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, না; এরূপ হবে না। তুমিই তোমার সওয়ারের সামনে বসার বেশী হাক্বদার। তবে যদি তুমি এ অধিকার আমার জন্য দাও (দিতে পারো)। তখন লোকটি বলল, আমি তা আপনাকে প্রদান করলাম। অতঃপর তিনি (ﷺ) আরোহণ করলেন। (তিরমিযী, আবূ দাউদ)[১১৫৮]

[১১৫৭] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২৫৫১।

ব্যাখ্যা : (أَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ لِيْ) তুমি তোমার পশুর অগ্রভাগের অধিক হাক্বদার যতক্ষণ সে অধিকার আমার জন্য ছেড়ে না দাও। এখানে صَدْرِ শব্দ দ্বারা পশুর পিঠের সে অংশ উদ্দেশ্য যা তার ঘাড়ের সঙ্গে মিলিত। অর্থাৎ আমি সামনের দিকে আরোহণ করব আর তুমি আমার পিছনে থাকবে তা হবে না। কেননা পশু যেহেতু তোমার, কাজেই তার সামনে বসার অধিকারও তোমারই। তবে সে অধিকার যদি ছেড়ে দাও তবে ভিন্ন কথা।

(قَالَ : جَعَلْتُهُ لَكَ فَرَكِبَ) লোকটি বলল, এ অধিকার আমি আপনাকে দিলাম; অতঃপর তিনি (ﷺ) সামনে আরোহণ করলেন। অর্থাৎ লোকটি যখন তার অধিকার রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য ছেড়ে দিলেন তখন তিনি ঐ পশুর সম্মুখভাগে আরোহণ করলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٩١٩ ـ[٢٨] وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «تَكُوْنُ إِبِلٌ لِلشَّيَاطِيْنِ وَبُيُوْتٌ لِلشَّيَاطِيْنِ». فَأَمَّا إِبِلُ الشَّيَاطِيْنِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا: يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ بِنَجِيْبَاتٍ مَعَهُ قَدْ أَسْمَنَهَا فَلَا يَعْلُوْ بَعِيْرًا مِنْهَا وَيَمُرُّ بِأَخِيْهِ قَدِ انْقَطَعَ بِهِ فَلَا يَحْمِلُهُ وَأَمَّا بُيُوْتُ الشَّيَاطِيْنِ فَلَمْ أَرَهَا كَانَ سَعِيدٌ يَقُوْلُ: لَا أُرَاهَا إِلَّا هٰذِهِ الْأَقْفَاصَ الَّتِيْ يَسْتُرُ النَّاسُ بِالدِّيْبَاجِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৯১৯-[২৮] সা'ঈদ ইবনু আবূ হিন্দ (রহঃ) আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একপ্রকারের উট শায়ত্বনের জন্য হয় এবং একপ্রকারের ঘরও শায়ত্বনের জন্য হয়। মূলত শায়ত্বনের উট হলো যা আমি দেখেছি; তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ খুব স্বাস্থ্যসম্মত উত্তম উট সঙ্গে নিয়ে সফরে বের হয়, কিন্তু নিজেও তাতে আরোহণ করে না এবং সে তার এমন ভাইয়ের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করে যার নিকট সওয়ারী নেই, আর তাকে আরোহণও করায় না। আর শায়ত্বনের ঘর, আমি তা দেখিনি। রাবী সা'ঈদ বলেন, আমার ধারণা, তাই শায়ত্বনের ঘর ঐ সমস্ত 'হাওদা'ই (আসন) হবে, যা লোকেরা মূল্যবান রেশমী কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখে। (আবূ দাঊদ)[১১৫৯]

ব্যাখ্যা : (تَكُوْنُ إِبِلٌ لِلشَّيَاطِيْنِ) "এক প্রকারের উট শায়ত্বনের জন্য" এর দ্বারা এমন উট উদ্দেশ্য যা পালন করা হয় অহংকার প্রদর্শন ও মাল বৃদ্ধির জন্য। এর দ্বারা শারী'আতসম্মত কোনো কাজ সম্পাদন করা উদ্দেশ্য নয় এবং এমন কোনো কাজেও ব্যবহার করা হয় না যা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়।

(وَبُيُوْتٌ لِلشَّيَاطِيْنِ) ঘর হবে শায়ত্বনের জন্য। অর্থাৎ- ঐ অতিরিক্ত ঘর যা প্রয়োজনহীন অথবা যা বানানো হয়েছে হারাম উপায়ে অর্জিত মাল দ্বারা অথবা যে ঘর নির্মাণ করা হয়েছে শুধুমাত্র সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জনের জন্য।

(فَلَا يَعْلُوْ بَعِيْرًا مِنْهَا) সে ঐ উটগুলোর কোনটিতে আরোহণ করে না, অর্থাৎ উটগুলোকে শুধুমাত্র সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যই লালন পালন করে, তাতে সে নিজেও আরোহণ করে না।

(وَيَمُرُّ بِأَخِيْهِ قَدِ انْقَطَعَ بِهِ فَلَا يَحْمِلُهُ) সে তার এমন ভাইয়ের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে যে পথ চলতে দুর্বল হয়ে পড়েছে, কিন্তু সে তার ঐ দুর্বল ভাইকে তাতে আরোহণ করায় না।

[১১৫৮] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ২৫৭২, তিরমিযী ২৭৭৩, সহীহ আল জামি' ১৪৭৮।

[১১৫৯] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ২৫৬৮, য'ঈফাহ্ ২৩০৩। কারণ এর সানাদটি বিছিন্ন; সা'ঈদ বিন আবূ হিন্দ আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه-এর সাক্ষাৎ পায়নি।

পশু সৃষ্টিই করা হয়েছে তার উপর আরোহণের মাধ্যমে তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য। অতএব সে যখন তার দুর্বল কোনো ভাইকে তাতে আরোহণ করায় না যে পথ চলতে অক্ষম এতে সে উক্ত উটকে উপকার সাধন হতে বিরত রাখার মাধ্যমে শায়ত্বনের আনুগত্য করল। সুতরাং তা যেন শায়ত্বনের জন্যই। ক্বাযী 'ইয়ায বলেন : শায়ত্বনের উট দ্বারা উদ্দেশ্য যে উট তার সঙ্গী নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ- "সেই মোটাসোটা উত্তম উট" যে ব্যক্তি সফরে তা নিজের সাথে রাখে কিন্তু নিজেও সে উটে আরোহণ করে না এবং প্রয়োজনের সময় অন্যকেও তার উপর আরোহণ করায় না। আর শায়ত্বনের জন্য ঘর দ্বারা উদ্দেশ্য সেই হাওদাজ যা রেশমের কাপড় দ্বারা তৈরি যা দাম্ভিক লোকেরা সফরে সঙ্গে নিয়ে যায়। এ ব্যাখ্যা করেছেন তাবি'ঈগণ।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫৬৫)

٣٩٢٠ـ[٢٩] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ فَبَعَثَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي النَّاسِ: «أَنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلًا أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا فَلَا جِهَادَ لَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৩৯২০-[২৯] সাহ্ল ইবনু মু'আয (রাঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে কোনো এক জিহাদে ছিলাম। পথিমধ্যে এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে লোকেরা অবস্থান করে যান চলাচল বন্ধ করে রেখেছিল। এতদশ্রবণে আল্লাহর নাবী (ﷺ) জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে ঘোষণা দিলেন, যে ব্যক্তি অন্যের অবস্থান বা যান চলাচল সংকীর্ণ বা বন্ধ করে, তার কোনো জিহাদ নেই। (আবূ দাউদ)[১১৬০]

ব্যাখ্যা : (أَنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلًا أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا فَلَا جِهَادَ لَهُ) অবশ্যই যে ব্যক্তি অবতরণস্থল সংকীর্ণ করে ফেলল অথবা চলার রাস্তা বিচ্ছিন্ন করে দিল তার কোনো জিহাদ নেই। অর্থাৎ বিশ্রামের জন্য অবতরণের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনের চেয়ে বেশী জায়গা নিয়ে অন্যের অবতরণের স্থানকে সংকীর্ণ করে ফেললো অথবা মানুষের চলাচলের রাস্তায় অবতরণ করে তাদের চলার পথে বিঘ্ন ঘটালো তার জিহাদ নেই, অর্থাৎ সে ব্যক্তি জিহাদের পূর্ণ সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে মানুষের ক্ষতি করার কারণে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬২৬)

٣٩٢١ـ[٣٠] وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا دَخَلَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوَّلُ اللَّيْلِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৩৯২১-[৩০] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন : সফর শেষে ফিরে আসার পর কোনো ব্যক্তির নিজ পরিবারে প্রবেশ করার উত্তম সময় হলো রাতের প্রথমভাগে। (আবূ দাউদ)[১১৬১]

ব্যাখ্যা : তূরিবিশতী এবং ক্বাযী 'ইয়ায বলেন : অত্র হাদীস এবং পূর্বে বর্ণিত হাদীস "যখন কোনো ব্যক্তি দীর্ঘদিন সফর শেষে বাড়ী ফিরে সে যেন রাতে প্রবেশ না করে", হাদীসদ্বয়ের মধ্যে বৈপরীত্য প্রকাশমান। এ দুই হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য এই যে, রাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ দ্বারা উদ্দেশ্য স্ত্রীকে সময় না দিয়ে তার সাথে নির্জনে মিলিত হবে না এবং প্রয়োজন মিটানোর চেষ্টা করবে না। বাড়ীতে প্রবেশ করা ও স্ত্রীর সাথে দেখা করা নিষিদ্ধ নয়। আর অত্র হাদীসে প্রথম রাতে প্রবেশ করা উত্তম বলার কারণ এই যে, মুসাফির

[১১৬০] **হাসান :** আবূ দাউদ ২৬২৯, আহমাদ ১৫৬৪৮।

[১১৬১] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২৭৭৭।

ব্যক্তি যখন অনেক দূরের সফর থেকে বাড়ী ফিরে আসে তখন স্বাভাবিকভাবেই সে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে থাকে। তাই সে যখন প্রথম রাতে বাড়ীতে ফিরে এসে তার প্রয়োজন মিটানোর সুযোগ পায় তখন তার শরীর হালকা হয় এবং মন প্রশান্তি লাভ করে, ফলে সে ভালোভাবে ঘুমাতে পারে। তাই প্রথম রাতে প্রবেশ করাকে উত্তম বলা হয়েছে। (মিরকাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৭৭৪)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٩٢٢ ـ [٣١] عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلٰى يَمِينِهِ وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلٰى كَفِّهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৯২২-[৩১] আবূ ক্বতাদাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ -এর নিয়ম ছিল সফরের সময় যখন রাতের শেষাংশে বিশ্রাম করতেন তখন ডান কাতে শুইতেন। আর যখন ফাজ্‌রের পূর্ব মুহূর্তে বিশ্রাম করতেন, তখন ডান হাতের বাহু জমিনে খাড়া করে রেখে তালুতে মাথা রাখতেন। (মুসলিম)[১১৬২]

ব্যাখ্যা : নাবী রাতের সফরে রাস্তায় বিশ্রামের জন্য অবতরণ করলেন রাত যদি বেশী থাকতো তাহলে ডান কাতে শুয়ে পড়তেন যাতে শরীর পূর্ণ বিশ্রাম নিতে পারে। আর ফাজ্‌র উদয় হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে অবতরণ করলে ডান বাহু খাড়া করে হাতের তালুর উপর ভর করে কাত হতেন যাতে ঘুম তার উপর প্রবল না হয়ে যায়। কেননা এতে সলাত ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

٣٩٢٣ ـ [٣٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِي سَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذٰلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَغَدَا أَصْحَابُهُ وَقَالَ: أَتَخَلَّفُ وَأُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ فَلَمَّا صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَآهُ فَقَالَ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغْدُوَ مَعَ أَصْحَابِكَ؟» فَقَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ فَقَالَ: «لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مَا أَدْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩৯২৩-[৩২] ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু রওয়াহাহ্ -কে একটি সৈন্যদলে (নেতা নিযুক্ত করে) পাঠালেন। সে সময় ছিল জুমু'আর দিন। তাঁর সঙ্গীরা ভোরেই রওয়ানা হয়ে গেল, কিন্তু ইবনু রওয়াহাহ্ বললেন, আমি রসূলুল্লাহ -এর সাথে জুমু'আর সলাত আদায় করে পরে সঙ্গীদের সাথে গিয়ে মিলিত হব। অতঃপর যখন তিনি রসূলুল্লাহ -এর সাথে জুমু'আর সলাত আদায় করলেন, তখন তিনি () 'আব্দুল্লাহকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে তোমার সঙ্গীদের সাথে ভোরে যেতে কিসে বিরত রেখেছে? তখন তিনি বললেন, আমি আপনার সাথে জুমু'আর সলাত আদায় করে পরে গিয়ে সঙ্গীদের সাথে মিলিত হবো, এ কারণে যাইনি। তখন তিনি () বললেন, তুমি যদি পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় কর, তবুও তোমার সঙ্গীদের সাথে ভোরে রওয়ানা হওয়ার মর্যাদা ও ফাযীলাত অর্জন করতে সক্ষম হবে না। (তিরমিযী)[১১৬৩]

[১১৬২] **সহীহ :** মুসলিম ৬৮৩।

[১১৬৩] **য'ঈফ :** তিরমিযী ৫২৭, আহমাদ ১৯৬৬। কারণ এর সানাদে হাজ্জাজ বিন আরতাত একজন দুর্বল রাবী।

ব্যাখ্যা : (لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَدْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتِهِمْ) তুমি যদি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদও ব্যয় কর তাহলে তাদের সাথে সকাল বেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার মর্যাদা অর্জন করতে পারবে না। অর্থাৎ জিহাদে যাওয়ার ফাযীলাত জুমু'আর সলাত আদায় করার চাইতে অনেক বেশী।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন : হাদীসের প্রকাশমান অর্থের দিকে লক্ষ্য করলে এটা বলা সঙ্গত যে, তাদের সকাল বেলা জিহাদের জন্য রওয়ানা হয়ে যাওয়াটা তোমার এ জুমু'আর সলাতের চাইতেও উত্তম। রসূলুল্লাহ ﷺ তা না বলে হাদীসে উল্লেখিত বাক্য বলেছেন আধিক্য বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ তিনি যা বললেন তার অর্থ হলো কোনো কল্যাণময় কাজই জিহাদে যাওয়ার সমকক্ষ নয়। কেননা জিহাদে যেতে বিলম্ব করলে অনেক কল্যাণ ছুটে যাওয়ার ভয় রয়েছে। (মিরকাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ২য় খণ্ড, হাঃ ৫২৭)

٣٩٢٤ ـ[٣٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمِرٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৩৯২৪-[৩৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে সফরের সাথে চিতাবাঘের চামড়া থাকে, তাদের সাথে রহমাতের মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) থাকে না।' (আবূ দাউদ)[১১৬৪]

ব্যাখ্যা : (لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمِرٍ) যে সফরকারী দলের সাথে চিতা বাঘের চামড়া থাকে ঐ দলের সাথ রহমাতের মালাক (ফেরেশতা) সঙ্গী হয় না। চিতা বাঘের চামড়া ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কেননা এতে অহংকার ও সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতা প্রকাশ পায়। অনুরূপ এটা অহংকারকারী বাদশাদের পোষাক। কারো মতেই বাঘের চামড়া দাবাগাত দ্বারা পবিত্র হয় না। সম্ভবত এর কারণ এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রের বাঘের চামড়া মৃত বাঘ থেকেই সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। কেননা তা শিকার করা কঠিন বিষয়। মোট কথা তা অপবিত্র। তাই যারা বাঘের চামড়া দ্বারা কোনো ধরনের পোষাক তৈরি করে বা তা ব্যবহার করে তাদের সাথে রহমাতের মালাক থাকে না। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

অত্র হাদীসের শিক্ষা : বাঘের চামড়া ব্যবহার করা মাকরূহ তথা নাজায়িয। বাড়ীতে বাঘের চামড়া রাখা নিন্দনীয়। কেননা বাঘের চামড়া ব্যবহারকারী মুসাফিরদের সাথে রহমাতের মালাক থাকে না এটা প্রমাণ করে যে, ঘরেও যদি তা পাওয়া যায় তাহলে মালাক ঐ ঘরে প্রবেশ করবে না। আর এটা এজন্য যে, তা ব্যবহার করা জায়িয নয়। ('আওনুল মা'বূদ ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪১২৬)

٣٩٢٥ ـ[٣٤] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَيِّدُ الْقَوْمِ فِي السَّفَرِ خَادِمُهُمْ فَمَنْ سَبَقَهُمْ بِخِدْمَةٍ لَمْ يَسْبِقُوهُ بِعَمَلٍ إِلَّا الشَّهَادَةَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ»

৩৯২৫-[৩৪] সাহ্ল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : খাদেমই হলো সফরের নেতা। সুতরাং যে ব্যক্তি সঙ্গীদের খিদমাতে অগ্রণী ভূমিকা রাখে; আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ ছাড়া অন্য কোনো 'আমাল দ্বারা কেউ উক্ত ব্যক্তির সমপর্যায়ের উচ্চ মর্যাদা লাভে সমর্থ হবে না। (বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান)[১১৬৫]

[১১৬৪] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৪১৩০, য'ঈফাহ্ ৬৬৮৭, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৮১৭। কারণ হাদীসটি মুনকার।

ব্যাখ্যা : (سَيِّدُ الْقَوْمِ فِي السَّفَرِ خَادِمُهُمْ) খাদেম হলো সফরের নেতা। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন : এর দু'টি অর্থ হতে পারে–

(১) নেতার এরূপই হওয়া উচিত। অর্থাৎ যিনি নেতা হবেন তিনি সফরে তার সঙ্গীদের খাদেম, কেননা তার কর্তব্য হলো তার সঙ্গীদের কল্যাণের দিকে খেয়াল রাখা এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখা।

(২) সফরে যিনি খাদেম তিনিই প্রকৃতপক্ষে নেতা যদিও প্রকাশ্যে তিনি তাদের মধ্যে মর্যাদায় ছোট।

(فَمَنْ سَبَقَهُمْ بِخِدْمَةٍ لَمْ يَسْبِقُوْهُ بِعَمَلٍ إِلَّا الشَّهَادَةَ) অতএব সফরে যে ব্যক্তি খিদমাতে অগ্রগামী হবে কেউই তাকে কোনো কাজের মাধ্যমে অতিক্রম করতে করতে পারবে না শাহাদাত ব্যতীত। অর্থাৎ সাওয়াবে এত বেশী অগ্রগামী হবে যে, একমাত্র আল্লাহর পথে শাহীদ হওয়া ছাড়া কেউ তার সাওয়াব অতিক্রম করতে পারবে না। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

(٣) بَابُ الْكِتَابِ إِلَى الْكُفَّارِ وَدُعَائِهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ

অধ্যায়-৩ : কাফির রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট পত্র প্রেরণ ও ইসলামের প্রতি আহ্বান

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٩٢٦-[١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلٰى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ وَبَعَثَ بِكِتَابِهٖ إِلَيْهِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ وَأَمَرَهٗ أَنْ يَدْفَعَهٗ إِلٰى عَظِيمِ بُصْرٰى لِيَدْفَعَهٗ إِلٰى قَيْصَرَ فَإِذَا فِيهِ: «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ إِلٰى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّوْمِ سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّيْ أَدْعُوْكَ بِدَاعِيَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرِيسِيِّيْنَ وَ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوْا: اشْهَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ﴾ [سورة ال عمران٣: ٦٤]». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: «مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ» وَقَالَ: «إِثْمُ الْيَرِيْسِيِّيْنَ» وَقَالَ: «بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ».

[১১৬৫] য'ঈফ : শু'আবুল ঈমান ৮০৫০, য'ঈফ আল জামি' ৩৩২৫। কারণ এর সানাদে আহমাদ বিন হুসায়ন এবং 'আলী বিন 'আবদুর রহীম উভয়েই অপরিচিত রাবী।

৩৯২৬-[১] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়ে দিহ্ইয়াতুল কালবী (রাঃ)-এর মাধ্যমে এ নির্দেশ দিয়ে (রোম সম্রাট) কায়সারের নামে পত্র প্রেরণ করেন, তা যেন অবশ্যই বাসরার (বর্তমানে ইরাকের) রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে অর্পণ করেন। আর সে যেন তা কায়সারের নিকট পৌঁছে দেয়। পত্রে লিখেছিলেন,

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি,

আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পক্ষ হতে রোমের রাষ্ট্রপ্রধান হিরাক্বল (হিরাক্লিয়াস)-এর প্রতি। যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে, হিদায়াতের অনুসরণ করেছে তাদের ওপর শান্তি বর্ষণ হোক! আমি তোমার নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করছি, ইসলামে প্রবেশ কর, শান্তিতে থাকবে। পুনরায় বলছি, ইসলাম ক্বূল কর, তবে আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ পুরস্কার (সাওয়াব) দান করবেন। আর যদি ইসলাম হতে বিমুখ হও, তাহলে সমস্ত প্রজাবৃন্দের পাপের বোঝাও তোমার ওপর ন্যস্ত হবে।

হে কিতাবধারীগণ! তোমরা এমন এক মৌলিক বাক্যের দিকে এসো, যাতে আমরা ও তোমরা সমবিশ্বাসী। আর তাই আমাদের সকলের ওপর কর্তব্য হলো এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদাত করব না এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শারীক স্থাপন করব না এবং আমরা পরস্পর একে অন্যকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে রব্ হিসেবে মেনে নিবো না। অতঃপর যদি তারা এ কথাগুলো মেনে না নেয়, তবে বলে দাও তোমরা সাক্ষী থাকো যে, আমরা মুসলিম। (বুখারী ও মুসলিম)[১১৬৬]

আর মুসলিম-এর এক বর্ণনার মধ্যে তিনটি বাক্যের পরিবর্তন হয়েছে। যেমন- আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পক্ষে হতে (অর্থাৎ- 'আবদুল্লাহ' শব্দ নেই), ইয়ারীসাইয়িন ('হামযা'-এর স্থলে 'ইয়া') এবং ("দা-'ইয়াতিল ইস্লা-ম"-এর স্থলে) "দি'আ-ইয়াতিল ইস্লা-ম" রয়েছে (এছাড়া তেমন একটা পার্থক্য নেই)।

ব্যাখ্যা : (وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرِيسِيِّيْنَ) "যদি তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে আরীসিয়্যিনদের গুনাহ তোমার ওপর বর্তাবে।" অর্থাৎ তুমি ইসলাম গ্রহণ করতে বিমুখ হও তাহলে তুমি নিজে তো গুনাহগার হবেই। সেই সাথে তোমার যারা অনুসারী তাদের গুনাহসমূহও তোমার ওপর বর্তাবে। এ থেকে এটাও বুঝা যায় যে, তোমার ইসলাম গ্রহণ করার কারণে যদি তোমার অনুসারীগণ ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে এর সাওয়াবও তুমি অর্জন করবে। 'আল্লামাহ্ নাবাবী বলেন : (أَرِيسِيِّيْنَ) বলতে কাদের বুঝানো হয় এতে অনেক মতভেদ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ মত এই যে, তারা হলো রোমের কৃষক সম্প্রদায়। এদের উল্লেখ করার মাধ্যমে সকল অনুসারীদের বুঝানো হয়েছে। কেননা সংখ্যায় তারাই ছিল বেশী। আর আনুগত্যের বেলায়ও তারাই অগ্রগামী। বাদশাহ ইসলাম গ্রহণ করলে তারাও ইসলাম গ্রহণ করবে আর বাদশাহ ইসলাম গ্রহণ করা হতে বিরত থাকলে তারাও তা থেকে বিরত থাকবে।

(শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৭৭৩)

﴿وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ﴾ "আমাদের মাঝে কেউই যেন আল্লাহকে বাদ দিয়ে একে অপরকে রব্ বানিয়ে না নেয়।" অর্থাৎ- আমরা এটা বলব না যে, 'উযায়র আল্লাহর পুত্র, মাসীহ ('ঈসা আলায়হিস সালাম) আল্লাহর পুত্র, ইয়াহূদী 'আলিমগণ যে সমস্ত হালাল হারামের নতুন নতুন বিধান চালু করেছে আমরা তার আনুগত্য করব না। কেননা তারা সকলেই আমাদের মতই মানুষ।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১ম খণ্ড হাঃ ৭)

[১১৬৬] **সহীহ :** বুখারী ৭, মুসলিম ১৭৭৩, তিরমিযী ২৭১৭, আহমাদ ২৩৭০।

অত্র হাদীসের শিক্ষা : (১) কুরআনের দু' একটি আয়াত নাপাক ব্যক্তিও পাঠ করতে পারে। (২) কুরআনের কিছু অংশ অমুসলিমদের নিকট প্রেরণ করা বৈধ।

٣٩٢٧-[٢] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلٰى كِسْرٰى مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلٰى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلٰى كِسْرٰى فَلَمَّا قَرَأَ مَزَّقَهُ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৯২৭-[২] উক্ত রাবী (ইবনু 'আব্বাস ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ (পারস্য বা ইরানের শাসনকর্তার উদ্দেশে) 'আব্দুল্লাহ ইবনু হুযাফাহ্ আস্ সাহমী ﷺ-এর মাধ্যমে কিস্‌রার নিকট লিখিত একটি পত্র পাঠিয়ে এ নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন তা বাহরাইনের শাসনকর্তার হাতে দেন আর তিনি (বাহরাইনের শাসক) যেন তা কিসরার নিকট পৌঁছে দেন। অতঃপর তিনি পত্রটি কিসরার নিকট পৌঁছালেন। যখন সে (কিসরা) তা পাঠ করল তখন (রাগস্বরে) পত্রটি ছিঁড়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলল। রাবী ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহঃ) বলেন, তার এ ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের ফলে রসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রতি বদ্‌দু'আ করলেন যে, আল্লাহ তা'আলা যেন তাদেরকে একেবারে খণ্ড-বিখণ্ড, টুকরা-টুকরা করে ফেলে। (বুখারী)[১১৬৭]

ব্যাখ্যা : (فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ) রসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য বদ্‌দু'আ করলেন এ বলে যে, তাদেরকে যেন ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হয়।

তূরিবিশতী বলেন : এর অর্থ হলো তাদের মধ্যে যেন সকল প্রকার বিভেদ সৃষ্টি করে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি রসূলের চিঠি ছিঁড়ে ফেলেছিল তার নাম আব্‌রাবীয ইবনু হুরমুয। তাকে তার পুত্র আনূশির্‌ওয়ান হত্যা করেছিল। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٩٢٨-[٣] وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلٰى كِسْرٰى وَإِلٰى قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلٰى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللّٰهِ وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِىْ صَلّٰى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৯২৮-[৩] আনাস ﷺ হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ কিসরা, ক্বায়সার, নাজাশী এবং অন্যান্য প্রত্যেক ক্ষমতাধর শাসনকর্তাদের নিকট পত্র পাঠিয়ে আল্লাহর (জীবন বিধানের) দিকে আহ্বান করেন। রাবী বলেন, যে নাজাশীর মৃত্যুতে নাবী ﷺ জানাযার সলাত আদায় করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি এ নাজাশী নন। (মুসলিম)[১১৬৮]

ব্যাখ্যা : (وَإِلَى النَّجَاشِيِّ) নাজাশীর নিকটও চিঠি পাঠান, তার নাম ছিল আসহামাহ্ হাবাশার বাদশাহ।

(وَإِلٰى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللّٰهِ) তিনি প্রত্যেক অহংকারী অমুসলিম শাসকের নিকট চিঠি লিখে আল্লাহর দীন ইসলাম ক্বূল করার দা'ওয়াত দেন। তিনি অন্য আর যাদের চিঠি লিখেন তাদের মধ্যে মুক্বাওকিস যিনি মিসর ও ইস্কান্দারিয়ার বাদশাহ ছিলেন, মুনযির ইবনু সারী যিনি 'উমানের (ওমানের) শাসনকর্তা, ইয়ামামার শাসনকর্তা, আল হারিস ইবনু আবূ শিম্‌র জারবা ও আবরূহের অধিবাসী এবং উকায়দির তাদের অন্তর্ভুক্ত।

[১১৬৭] **সহীহ :** বুখারী ৪৪২৪।

[১১৬৮] **সহীহ :** মুসলিম ১৭৭৪, তিরমিযী ২৭১৬।

(وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِيْ صَلّٰى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ) তিনি (ﷺ) যে নাজাশীর নিকট চিঠি লিখেন, তিনি সে নাজাশী নন যার সলাতুল জানাযাহ্ আদায় করেছিলেন। অতএব আসহামাহ্ এবং যার জানাযাহ্ তিনি আদায় করেছিলেন এ দু' নাজাশী দু'জন পৃথক ব্যক্তি। তবে তারা উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ

উল্লেখ্য যে, নাজাশী হাবাশার বাদশার উপাধি, তা কোনো ব্যক্তির নাম নয়। যেমন কিসরা পারস্যের বাদশার উপাধি, ক্বায়সার রূমের বাদশার উপাধি, ফির্'আওন ক্বিবত্বী বাদশাহর উপাধি। আলা 'আযীয মিসরের বাদশাহর উপাধি। (শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৭৭৪; তুহফাতুল আহওয়াজী ৭ম খণ্ড, হাঃ ২৭১৬)

٣٩٢٩ -[٤] وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلٰى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِيْ خَاصَّتِهٖ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَمَنْ مَعَهٗ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ: «اُغْزُوْا بِسْمِ اللّٰهِ قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ اُغْزُوْا فَلَا تَغُلُّوْا وَلَا تَغْدِرُوْا وَلَا تُمَثِّلُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلٰى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ فَأَيَّتَهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلٰى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوْا ذٰلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوْا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُوْنُوْنَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يُجْرٰى عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللّٰهِ الَّذِيْ يُجْرٰى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُوْنُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوْا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَقَاتِلْهُمْ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللّٰهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهٖ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللّٰهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهٖ وَلٰكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوْا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوْا ذِمَّةَ اللّٰهِ وَذِمَّةَ رَسُوْلِهٖ وَإِنْ حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلٰى حُكْمِ اللّٰهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلٰى حُكْمِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلٰى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِيْ: أَتُصِيبُ حُكْمَ اللّٰهِ فِيهِمْ أَمْ لَا؟». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৯২৯-[৪] সুলায়মান ইবনু বুরায়দাহ্ (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ যখনই কোনো বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনীর ওপর কাউকে আমীর (নেতা) নিয়োজিত করতেন, তখন তাকে বিশেষভাবে উপদেশ দিতেন, সে যেন আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং সফরসঙ্গী মুসলিম সৈন্যদের সাথে সদাচরণ করে। অতঃপর বলতেন, আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদে রওয়ানা হও এবং যারা আল্লাহর প্রতি কুফ্রী (বিদ্রোহ) করে, তাদের সাথে লড়াই কর, জিহাদে যাও। সাবধান! গনীমাতের মালে খিয়ানাত করো না। যখন তুমি কোনো মুশরিক শত্রুর সম্মুখীন হবে, তখন তাদেরকে তিনটি বিষয়ের প্রতি আহ্বান করবে। যদি তারা কোনো একটি মেনে নেয়, তুমি তখন তার গ্রহণযোগ্যতার স্বীকৃতি দিবে এবং তাদের ওপর আক্রমণ করা হতে বিরত থাকবে।

ক) প্রথমে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করবে, যদি তারা তা গ্রহণ করে, তখন তুমি তার স্বীকৃতি নিবে এবং তাদের ওপর আক্রমণ করা হতে বিরত থাকবে। অতঃপর তাদের স্বদেশ (দারুল হার্‌ব) হতে মুহাজিরীনদের আবাসভূমিতে (দারুল ইসলামে) চলে আসতে বলবে এবং এটাও জানিয়ে দেবে যে, যদি তারা হিজ্‌রত করে, তখন তারাও মুহাজিরীনদের ন্যায় সুযোগ-সুবিধা পাবে, আর মুহাজিরীনদের ন্যায় দায়-দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পিত হবে। কিন্তু তারা যদি স্বদেশ ত্যাগ করতে অস্বীকার করে, তখন তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, তাদের সাথে সেরূপ আচরণই করা হবে, যেরূপ আচরণ অন্যান্য গ্রাম্য মুসলিমদের সাথে করা হবে। অর্থাৎ আল্লাহর সেই বিধান তাদের ওপর কার্যকর করা হবে যা সকল মুসলিমের ওপর কার্যকর করা হয়ে থাকে। কিন্তু গনীমাতের মাল ও ফাই (বিনা যুদ্ধলব্ধ মাল) হতে তারা সাধারণত কোনো অংশ পাবে না। তবে এ ধন-সম্পদের অংশীদার তারা তখনই পাবে, যখন তারা মুসলিমদের সাথে সম্মিলিতভাবে জিহাদে শারীক হবে।

খ) আর যদি তারা তাতে (ইসলাম কুবূল করতে) অস্বীকার করে, তখন তাদের ওপর জিয্‌ইয়াহ্ (কর) ধার্য কর। যদি তারা তা মেনে নেয়, তখন তুমিও তা গ্রহণ কর এবং তাদের ওপর আক্রমণ করা হতে বিরত থাক।

গ) তবে তারা যদি তাতেও অস্বীকার করে, তখন আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে তাদের সাথে যুদ্ধ কর। আর যদি তুমি কোনো দুর্গবাসীদের অবরোধ কর এবং তারা তোমার সাথে আল্লাহ ও তার রসূলের দায়িত্বের উপর কোনো চুক্তিবদ্ধ হতে চায়, তখন তুমি তাদের সাথে আল্লাহ ও তার রসূলের দায়িত্বে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ো না; বরং তুমি ও তোমার সঙ্গীদের নিজ দায়িত্বে চুক্তিবদ্ধ হতে পারো। কেননা কোনো কারণে যদি উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করতে বাধ্য হও, তখন আল্লাহ ও তার রসূলের নামে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করার চেয়ে তোমার ও তোমার সঙ্গীদের কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা অনেক সহজসাধ্য। আর যদি তুমি কোনো দূর্গ অবরোধ কর এবং তারা তোমার নিকট আল্লাহর বিধানানুসারে ফায়সালার শর্তে অবরোধ তুলে নিতে আবেদন জানায়, তখন আল্লাহর বিধানের শর্তে তাদেরকে অব্যাহতি দিয়ো না; বরং তোমার সঙ্গীদের দায়িত্বে অব্যাহতি দিবে। কেননা তুমি তো জানো না, আল্লাহর বিধান (ফায়সালা) সঠিকভাবে তাদের ব্যাপারে প্রয়োগ করতে পারবে কিনা। (মুসলিম)[১১৬৯]

ব্যাখ্যা : (اُغْزُوْا فَلَا تَغُلُّوْا) তোমরা যুদ্ধ কর তবে খিয়ানাত করো না। অর্থাৎ গনীমাতের মাল সংরক্ষণ করবে। আমীরের অনুমতি ব্যতীত তা থেকে গ্রহণ করবে না।

(وَلَا تَغْدِرُوْا) বিশ্বাসঘাতকতা করো না। অর্থাৎ- ওয়া'দা দেয়ার পর তা ভঙ্গ করো না। এও বলা হয়ে থাকে যে, (لَا تَغْدِرُوْا) দ্বারা উদ্দেশ্য ইসলামের দিকে আহ্বান করার পূর্বে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না।

(وَلَا تُمَثِّلُوْا) অঙ্গহানী করো না। ফায়িক গ্রন্থে (لَا تُمَثِّلُوْا) এর অর্থ করা হয়েছে, তোমরা তাদের চেহারায় কালিমা লেপন করবে না এবং নাক কাটবে না।

(وَلَا تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا) ছোট শিশু হত্যা করো না। ইবনুল হুমাম বলেন : পাগল এবং শিশু যদি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে তাহলে তাদের হত্যা করা যাবে। অনুরূপভাবে রাজপুত্র এবং নির্বোধ বাদশাহও হত্যা করা যাবে। কেননা এতে তাদের শক্তি নির্মূল হবে।

(إِنْ فَعَلُوْا ذٰلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِيْنَ) তারা যদি তা (হিজরত) করে তাহলে তাদের তাই প্রাপ্য যা মুহাজিরগণের প্রাপ্য এবং তাদের ওপর সে দায়িত্ব যে দায়িত্ব মুহাজিরদের। অর্থাৎ-

---

[১১৬৯] **সহীহ :** মুসলিম ১৭৩১, আহমাদ ২৩০৩০।

মুশরিকরা যদি ইসলাম গ্রহণ করার পর কাফিরদের এলাকা ছেড়ে মুসলিম দেশে হিজরত করে চলে আসে তাহলে তারা মুহাজিরদের মতই সাওয়াব পাবে এবং ফাই তথা গনীমাতের মালে মুহাজিরদের মতই প্রাপ্য থাকবে। আর এ প্রাপ্য নাবী ﷺ-এর যামানায় অব্যাহত ছিল। মুহাজিরগণ যখন নাবী ﷺ-এর নির্দেশে জিহাদের জন্য বেড়িয়ে পড়ত তখন থেকেই তিনি তাদের যাবতীয় ব্যয় বহন করতেন। তাদের সংখ্যা শক্রদের তুলনায় যথেষ্ট হোক বা না হোক। আমীরের নির্দেশ মাত্র তাদের জিহাদে যাওয়া ওয়াজিব ছিল। কিন্তু যারা মুহাজির ছিলেন না তাদের ক্ষেত্রে তখনই যুদ্ধে যাওয়া ওয়াজিব হত যখন শত্রুর মুকাবিলা করার মতো যথেষ্ট সংখ্যক লোক না থাকত। وَعَلَيْهِمْ দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই।

(وَلٰكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلٰى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِيْ : أَتُصِيبُ حُكْمَ اللّٰهِ فِيْهِمْ أَمْ لَا؟) তুমি তাদেরকে তোমার ফায়সালা অনুযায়ী আত্মসমর্পণ করার সুযোগ দিবে। কেননা তোমার জানা নেই যে, তাদের ব্যাপারে তোমার ফায়সালা আল্লাহর ফায়সালা অনুযায়ী হবে কিনা? ইমাম নাবাবী বলেন, আল্লাহর ফায়াসালা অনুযায়ী আত্মসমর্পণের সুযোগ না দেয়ার নিষেধাজ্ঞা হারামের জন্য নয়। বরং এ নিষেধাজ্ঞা তানযীহের জন্য তথা এরূপ করা মাকরূহ। যারা বলেন যে, সকল মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত সঠিক নয় বরং মতভেদের ক্ষেত্রে একজন মুজতাহিদদের সিদ্ধান্ত সঠিক অত্র হাদীস তাদের পক্ষে দলীল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, ১৭৩১; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬০৯; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৬১৭)

٣٩٣٠-[٥] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفٰى: أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِيْ لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ انْتَظَرَ حَتّٰى مَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْأَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيْتُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ» ثُمَّ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৯৩০-[৫] 'আব্দুল্লাহ ইবনু আবূ আওফা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কোনো এক অভিযানে শত্রুর মুকাবিলায় অপেক্ষা করতে লাগলেন। অতঃপর সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে গেলে, তখন তিনি লোকেদের উদ্দেশে দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা শত্রুর মুকাবিলার আকাঙ্ক্ষা করো না; বরং আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা লাভের প্রার্থনা কর। তবে শত্রুর মুকাবিলা সংঘটিত হয়ে গেলে ধৈর্যধারণ করতে থাক। আর জেনে রাখ! তরবারির ছায়াতলেই জান্নাত অবস্থিত। অতঃপর তিনি (ﷺ) এ দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! তুমি কিতাব (আল কুরআন) অবতরণকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী এবং শত্রুবাহিনী দমনকারী! তুমি তাদের দমন কর এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য (জয়যুক্ত) কর। (বুখারী, মুসলিম)[১১৭০]

ব্যাখ্যা : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْأَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ) হে লোক সকল! তোমরা শত্রুর সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা করো না বরং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাও, অর্থাৎ শত্রুর অনিষ্ট হতে আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা কামনা কর।

(فَإِذَا لَقِيْتُمْ فَاصْبِرُوْا) যদি তাদের সাক্ষাৎ ঘটেই যায় তাহলে তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। অর্থাৎ যদি শত্রুর মুকাবিলা করতেই হয় তাহলে যে বিপদ ও অনিষ্টের মুখোমুখি তোমাদের হতে হবে তাতে তোমরা অধৈর্য হবে না, বরং ধৈর্য সহকারে তাদের মুকাবিলা করবে। ইমাম নাবাবী বলেন : শত্রুর সাক্ষাতের

[১১৭০] সহীহ : বুখারী ২৯৬৫, মুসলিম ১৭৪২, আবূ দাউদ ২৬৩১, সহীহ আল জামি' ২৭৫০।

আকাঙ্ক্ষা করতে নিষেধ করার কারণ এই যে, এতে অহংকার ও নিজের ওপর নির্ভরতা এবং শক্তি সামর্থ্যের উপর দৃঢ়তা প্রকাশ পায়, যার কোনটিই বৈধ নয়।

(أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ) জান্নাত তরবারির ছায়াতলে অর্থাৎ- মুজাহিদ ব্যক্তির ওপরে শত্রুর তরবারি উত্তোলন তার জান্নাতে যাওয়ার কারণ। নিহায়াহ্-এর গ্রন্থকার বলেন, এর দ্বারা যুদ্ধে শত্রুর তরবারির আঘাতের নিকটবর্তী হওয়ার ইঙ্গিত করা হয়েছে যাতে জিহাদের ময়দানে শত্রুর তরবারি তার উপরে উঠে এবং তার ছায়া তার উপর পতিত হয়।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহু মুসলিম ১২ খণ্ড, হাঃ ১৭৪২; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬২৮)

٣٩٣١ - [٦] وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْزُوْ بِنَا حَتّٰى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ إِلَيْهِمْ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلٰى خَيْبَرَ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ لَيْلًا فَلَمَّا أَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا رَكِبَ وَرَكِبْتُ خَلْفَ أَبِيْ طَلْحَةَ وَإِنَّ قَدَمِيْ لَتَمَسُّ قَدَمَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ قَالَ: فَخَرَجُوْا إِلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ وَمَسَاحِيْهِمْ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ قَالُوْا: مُحَمَّدٌ وَاللهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ فَلَجَئُوْا إِلَى الْحِصْنِ فَلَمَّا رَآهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ: «اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৯৩১-[৬] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন আমাদেরকে নিয়ে কোনো গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদে যেতেন, তখন ভোর অবধি আক্রমণ করতেন না। আর ভোর হলে আযানের আওয়াজের অপেক্ষায় থাকতেন, আর যদি আযান শুনতে পেতেন, তখন আক্রমণ করা হতে বিরত থাকতেন। আর আযান না শুনলে আক্রমণ করতেন। রাবী বলেন, আমরা খায়বারের যুদ্ধের জন্য বের হলোাম এবং রাতের বেলায় তথায় গিয়ে পৌঁছলাম। যখন ভোর হলো এবং আযান শোনা গেল না তখন আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সওয়ার হলেন এবং আমি ও ত্বলহা এর পিছনে সওয়ার হলোাম। আমার পায়ের সাথে নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পা মুবারক স্পর্শ করছিল। (আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন) এমন সময় খায়বারের অধিবাসীরা (ক্ষেত-খামারে কাজের উদ্দেশে) কাস্তে, কোদাল ও ঝুড়ি ইত্যাদি নিয়ে এগিয়ে এলো এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে দেখতে পেয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল, এই যে মুহাম্মাদ! আল্লাহর ক্বসম! মুহাম্মাদ ও তাঁর পঞ্চবাহিনী (সম্পূর্ণ দল) নিয়ে এসে পড়েছে। অতঃপর দৌড়িয়ে দুর্গের ভিতরে আশ্রয় গ্রহণ করল। তিনি (আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন তাদের এরূপ অবস্থা প্রত্যক্ষ করলেন, তখন বলে উঠলেন– আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, খায়বারের ধ্বংস নিশ্চিত। এভাবে আমরা যখন কোনো জাতির আঙিনায় অবতীর্ণ হই, তখন যেই জাতিকে পূর্বাহ্নে সতর্ক করা হয়েছে তাদের সকাল দুর্ভাগ্যজনকভাবে খারাপ হয়ে থাকে। (বুখারী, মুসলিম)[১১৭১]

ব্যাখ্যা : (فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ) যদি আযান শুনতে পেতেন তাহলে তাদের থেকে বিরত থাকতেন, অর্থাৎ সলাতের প্রতি আহ্বান শুনতে পেলে তিনি তাদের ওপর অক্রমণ করা এবং মাল নেয়া থেকে বিরত থাকতেন।

(وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ) আর আযান না শুনতে পেলে তাদের ওপর আক্রমণ করতেন।

[১১৭১] **সহীহ :** বুখারী ৬১০, মুসলিম ১৩৬৫, আহমাদ ১২৬১৮।

ক্বাযী 'ইয়ায বলেন : নাবী ﷺ আক্রমণ করার ক্ষেত্রে নিশ্চিত হতেন এবং সতর্কতা অলম্বন করতেন এজন্য যে, ঐ জনপদে কোনো মু'মিন থাকতে পারে। আর হঠাৎ করে কোনো জনপদে আক্রমণ করলে মু'মিনদের অজান্তে তাদের ওপর আক্রমণ হতে পারে। ইমাম খত্ত্বাবী বলেন : আযান দীন ইসলামের একটি প্রতীক যা পরিত্যাগ করা অবৈধ। কোনো জনপদের লোকজন আযান পরিত্যাগের ব্যাপারে একমত হলে মুসলিম শাসকের জন্য বৈধ তাদের ওপর আক্রমণ করা।

(إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ) আমরা যখন কোনো জনপদের আঙ্গিনায় অবতরণ করি তখন ঐ জনপদের কাফির সম্প্রদায়ের সকাল খারাপই হয়। অর্থাৎ- মুসলিম সম্প্রদায় অথবা নাবীগণ যখন কোনো জনপদে আগমন করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তখন ঐ জনপদের লোকেদের অকল্যাণ হয়। কেননা সতর্ক করা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণ না করার ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে হত্যা ও আক্রমণের শাস্তি তাদের ওপর এসে উপস্থিত হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٩٣٢ - [٧] وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْقِتَالَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ انْتَظَرَ حَتّٰى تَهُبَّ الْأَرْوَاحُ وَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৯৩২-[৭] নু'মান ইবনু মুক্বর্রিন রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অসংখ্য জিহাদে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে শারীক ছিলাম। তিনি (ﷺ) যদি দিনের প্রথমভাগে আক্রমণ না করতেন, তবে (দুপুর গড়িয়ে) মৃদু বাতাস প্রবাহিত হওয়া ও সলাতের ওয়াক্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করে যুদ্ধ শুরু করতেন। (মুসলিম)[১১৭২]

ব্যাখ্যা : (انْتَظَرَ حَتّٰى تَهُبَّ الْأَرْوَاحُ وَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ) "তিনি অপেক্ষা করতেন বায়ু প্রবাহের এবং সলাতের সময়ের।" অর্থাৎ- তিনি দিনের প্রথম ভাগে যুদ্ধ শুরু না করে থাকলে দুপুরে যুদ্ধ শুরু না করে সূর্য ঢলে গিয়ে সলাতের সময় হলে এবং বায়ু প্রবাহিত হলে তখন যুদ্ধ শুরু করতেন। কারণ কাফিরগণ সূর্যের 'ইবাদাত করে থাকে। যখন সূর্য ঢলে যায় এবং বায়ু প্রবাহিত হয় তখন সূর্যের তেজ অনেকটা কমে যায় এবং তা অস্তমিত হওয়ার দিকে ঝুকে পড়ে। তাই নাবী ﷺ সূর্য ঢলে গিয়ে সলাতের সময় হওয়ার অপেক্ষা করতেন। যেহেতু এ সময়টা আল্লাহর 'ইবাদাতকারীদের সময় এবং সাজদাকারীর দু'আ ক্ববূলের সময়।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٩٣٣ - [٨] عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ انْتَظَرَ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৯৩৩-[৮] নু'মান ইবনু মুক্বর্রিন রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে জিহাদে শারীক ছিলাম এবং তাঁকে দেখেছি, তিনি (ﷺ) দিনের প্রথমভাগে কোনো যুদ্ধে লড়াই শুরু করতে না পারলে অপেক্ষা করতেন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া এবং মৃদু বাতাস প্রবাহিত হওয়া, আর আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণের সময় হওয়া পর্যন্ত। (আবূ দাঊদ)[১১৭৩]

[১১৭২] সহীহ : বুখারী ৩১৬০, তিরমিযী ১৬১৩।

[১১৭৩] সহীহ : আবূ দাউদ ১৬১৩।

ব্যাখ্যা : (وَيَنْزِلَ النَّصْرُ) "এবং সাহায্য অবতীর্ণ হয়" অর্থাৎ- বিজয়ের বায়ু প্রবাহিত হয়। অথবা মুজাহিদগণ সলাতের মধ্যে আল্লাহর সমীপে বিজয়ের জন্য আবেদন করার ফলে বিজয় অবতরণ হয়, অর্থাৎ বিজয়ের সময় আসে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪২)

হাদীসের প্রকাশমান অর্থ এই যে, সূর্য ঢলে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতেন যাতে সলাতের সময় হয় আর তখন দু'আ ক্বূল হওয়ার আশা করা যায়।

অনুরূপভাব সূর্য ঢলে যাওয়ার পর বায়ু প্রবাহিত হয় যা বিজয়ের বায়ু যেমনটি ঘটেছিল খন্দাকের যুদ্ধে। ফলে এই সময়ের বায়ু বিজয়ের বলে পরিগণিত হয়েছে। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬৫২)

٣٩٣٤ - [٩] وَعَنْ قَتَادَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْسَكَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ قَاتَلَ فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ أَمْسَكَ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَاتَلَ حَتّٰى الْعَصْرِ ثُمَّ أَمْسَكَ حَتّٰى يُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ يُقَاتِلُ قَالَ قَتَادَةُ: كَانَ يُقَالُ: عِنْدَ ذٰلِكَ تَهِيجُ رِيَاحُ النَّصْرِ وَيَدْعُو الْمُؤْمِنُونَ لِجُيُوشِهِمْ فِي صَلَاتِهِمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩৯৩৪-[৯] ক্বতাদাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) সূত্রে নু'মান ইবনু মুক্বররিন (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছি। আমি তাঁকে দেখতাম, তিনি (ﷺ) ফাজ্‌রের সময় হলে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ হতে বিরত থাকতেন। যখন সূর্য উদিত হয়ে যেত, তখন যুদ্ধ শুরু করতেন। আবার মধ্যাহ্ন হলে যুদ্ধ বন্ধ রাখতেন, যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ত। আবার সূর্য যখন পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ত, তখন (যুহরের সলাত আদায় করে) 'আস্‌রের ওয়াক্ত পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতেন। অতঃপর 'আস্‌রের সলাতের জন্য বিরতি দিতেন এবং সলাত শেষে পুনরায় যুদ্ধ শুরু করতেন। (রাবী ক্বতাদাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন) সহাবায়ে কিরামগণ বলতেন, সে সময় আল্লাহর পক্ষ হতে বিজয়ের বাতাস প্রবাহিত হতো। আর মু'মিনগণ তাদের সলাতে নিজেদের সৈন্যদলের জন্য দু'আ করতেন। (তিরমিযী)[১১৭৪]

ব্যাখ্যা : (كَانَ يُقَالُ: عِنْدَ ذٰلِكَ تَهِيجُ رِيَاحُ النَّصْرِ) বলা হয়েছে, এ সময় বিজয়ের বায়ু প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ- সহাবীগণ বলতেন যে, নাবী (ﷺ) সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার হিকমাত এই যে, সূর্য ঢলার পর থেকে বিজয়ের বায়ু প্রবাহিত হয়। সহাবীদের এ কথা সমর্থন করে নাবী (ﷺ)-এর এ বাণী «نُصِرْتُ بِالصَّبَا» পূবালী বায়ু দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে।

(وَيَدْعُو الْمُؤْمِنُونَ لِجُيُوشِهِمْ فِي صَلَاتِهِمْ) আর মুসলিমগণ সলাতের মধ্যে তাদের সেনাবাহিনীর বিজয়ের জন্য দু'আ করতেন। অর্থাৎ- তারা সলাত শেষে অথবা সলাতের ভিতরেই ইসলামী বাহিনীর বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করতেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৬১২)

٣٩٣٥ - [١٠] وَعَنْ عِصَامٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَرِيَّةٍ فَقَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلَا تَقْتُلُوْا أَحَدًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ

[১১৭৪] য'ঈফ : তিরমিযী ১৬১২।

৩৯৩৫-[১০] ‘ইসামুল মুযানী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে এক অভিযানে সৈন্যদলের সাথে পাঠিয়ে উপদেশ দিলেন যে, যখন তোমরা কোনো অঞ্চলে মাসজিদ দেখবে কিংবা আযান শুনবে, তখন সে অঞ্চলে কাউকেও হত্যা করবে না (সাবধানতা অবলম্বন করবে)। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ)[১১৭৫]

ব্যাখ্যা : ইসলামী প্রতীকের কোনো আলামত সম্পর্কে যখন নিশ্চিত অবহিত হতে পারবে তা কর্মগতই হোক অথবা বক্তব্যগতই হোক তখন তোমরা কাউকেই হত্যা করবে না যতক্ষণ যতক্ষণ পর্যন্ত মু'মিনদের মধ্যে থেকে কাফিরদেরকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক না করা যায়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ইমাম শাওকানী বলেন : অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, কোনো এলাকায় মাসজিদ থাকাটাই প্রমাণ করে যে, ঐ অঞ্চলের লোক মুসলিম। (‘আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬৩২)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٩٣٦ - [١١] عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ قَالَ: كَتَبَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلٰى أَهْلِ فَارِسَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلٰى رُسْتَمَ وَمِهْرَانَ فِيْ مَلَأِ فَارِسَ. سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُوْنَ فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمًا يُحِبُّوْنَ الْقَتْلَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَا يُحِبُّ فَارِسُ الْخَمْرَ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى. رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ.

৩৯৩৬-[১১] আবূ ওয়ায়িল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলিম সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রাঃ)-এর পক্ষ হতে এক যুদ্ধাভিযানে পারস্যবাসীদের (ইরানীদের) নিকট পত্র লিখে পাঠালেন– *বিস্‌মিল্লা-হির রহমা-নির রহীম*, মুসলিম সেনাপতি রুস্তাম ও মিহরান-এর প্রতি। সত্য সঠিক পথের অনুসরণকারীদের প্রতি সালাম। অতঃপর জেনে রাখ! আমরা তোমাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করছি। যদি তোমরা অস্বীকার কর, তাহলে নতি স্বীকার করে স্বহস্তে জিয্‌ইয়াহ্ আদায় কর। আর যদি তা আদায় করতেও অস্বীকার কর, তবে জেনে রেখ! আমার সঙ্গে এমন এক সৈন্যবাহিনী রয়েছে, যারা আল্লাহর পথে নির্দ্বিধায় জীবন দানকে তেমনি ভালোবাসে যেমনি পারস্যবাসী মদ্যপানকে ভালোবেসে থাকে। সত্য সরল অনুসারীদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[১১৭৬]

ব্যাখ্যা : (إِلٰى رُسْتَمَ وَمِهْرَانَ فِيْ مَلَأِ فَارِسَ) পারস্যের নেতৃবৃন্দের মধ্যে হতে রুস্তম ও মিহরানের প্রতি مَلَأِ এমন মর্যাদাপূর্ণ ও নেতৃস্থানীয় লোকেদের বলা হয় যাদের কথামত সমাজের লোকজন উঠে বসে।

(فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمًا يُحِبُّوْنَ الْقَتْلَ) (فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَا يُحِبُّ) (فَارِسُ) (الْخَمْرَ) তোমরা যদি ইসলাম গ্রহণ অথবা জিয্‌ইয়াহ্ প্রদান করতে অস্বীকার কর তাহলে জেনে রাখ যে, আমার সাথে এমন একদল লোক রয়েছে যারা মৃত্যুকে তেমন ভালোবাসে পারসস্যের লোকেরা যে রকম মদ ভালোবাসে। অর্থাৎ পানীয়

[১১৭৫] **য‘ঈফ :** তিরমিযী ১৫৪৯, আবূ দাঊদ ২৬৩৫, আহমাদ ১৫৭১৪। কারণ এর সানাদে ইবনু ইসাম আল মুযানী একজন মাজহূল রাবী।

[১১৭৬] **য‘ঈফ :** শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৬৬৮, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৩৭৩৩।

হিসেবে মদ বিস্বাদ হলেও তা পান করার পর যে মজা পায় সে কারণে মদ্যপ-মদ ভালোবাসে, তেমনিভাবে নিহত হওয়া যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় ও কষ্টকর তথাপি মু'মিনগণ নিহত হতে ভালোবাসে এজন্য যে, যুদ্ধের ময়দানে প্রাণ দেয়া সাময়িকভাবে কষ্টকর কিন্তু এর পরিণাম অত্যন্ত সুস্বাদু এবং স্থায়ী। আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন : তোমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও, এ কথা না বলো, আমার সাথে এমন একদল লোক রয়েছে যারা মৃত্যুকে ভালোবাসে এ কথা বলার অর্থ হলো আমার সঙ্গীগণ সাহসী বীর, তারা যুদ্ধে পারঙ্গম মৃত্যুকে তারা পরোয়া করে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(٤) بَابُ الْقِتَالِ فِي الْجِهَادِ

অধ্যায়-৪ : যুদ্ধাভিযানে হত্যার বর্ণনা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٩٣٧ - [١] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا؟ قَالَ: «فِي الْجَنَّةِ» فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৯৩৭-[১] জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের দিন জনৈক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন। আচ্ছা বলুন! আমি যদি এ যুদ্ধে মারা যাই, তবে আমার অবস্থান কোথায় হবে? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন, জান্নাতে। এমতাবস্থায় তিনি নিজের হাতের খেজুরগুলো (যা খাচ্ছিলেন) ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, অতঃপর জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে শাহাদাত বরণ করলেন। (বুখারী, মুসলিম)[১১৭৭]

ব্যাখ্যা : হাদীসের শিক্ষণীয় বিষয়, শাহীদ ব্যক্তির জন্য জান্নাত প্রমাণিত। কল্যাণের ব্যাপারে দ্রুত অগ্রগামী হওয়া, অন্তরের আনুকূল্যতা ঠিক রাখতে গিয়ে কল্যাণ থেকে বিমুখ হওয়া যাবে না।
(শারহু মুসলিম ১৩শ খণ্ড, হাঃ ১৮৯৯)

(فَأَيْنَ أَنَا) অর্থাৎ- অতঃপর আমি কি জান্নাতে থাকব নাকি জাহান্নামে? (قَالَ: «فِي الْجَنَّةِ» فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ) তিনি বলেন, জান্নাতে। অতঃপর সে নিজ হাতের খেজুরসমূহ ফেলে দিল। অর্থাৎ শাহাদাত বরণ করে জান্নাতে প্রবেশের সৌভাগ্যের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার জন্য হাতের খেজুর ফেলে দিয়ে যুদ্ধে বের হলেন।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٩٣٨ - [٢] وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرّٰى بِغَيْرِهَا حَتّٰى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ يَعْنِي غَزْوَةَ تَبُوكَ غَزَاهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا وَعَدُوًّا كَثِيرًا فَجَلّٰى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

[১১৭৭] **সহীহ :** বুখারী ৪০৪৬, মুসলিম ১৮৯৯, আহমাদ ১৪৩১৪।

৩৯৩৮-[২] কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যথারীতি অভ্যাস ছিল, তিনি কোনো নির্দিষ্ট যুদ্ধাভিযানে যাওয়ার সংকল্প করলে তা মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখে অন্যদিকে ইঙ্গিত করতেন। কিন্তু তাবূক যুদ্ধে যাওয়ার সময় প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে সফর, দুর্গম মরুপথ এবং শত্রু সংখ্যার বিশালতার কারণে রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুসলিমদের সম্মুখে ব্যাপারটি স্পষ্ট করে ব্যক্ত করলেন, যাতে তারা এ দুর্গম অভিযানের জন্য পরিপূর্ণরূপে প্রস্তুতি নিতে পারে (মনোবল না হারায়)। তাই তিনি (সাঃ) স্বীয় লক্ষ্যস্থল সহাবীদেরকে জানিয়ে দিলেন। (বুখারী)[১১৭৮]

ব্যাখ্যা : (أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ) কুশমীহানী (রহঃ)-এর বর্ণনাতে «أُهْبَةَ عَدُوِّهِمْ» এসেছে। أُهْبَةَ বলতে ঐ বস্তুকে বোঝায়, সফর এবং যুদ্ধের জন্য লোকেরা যার মুখাপেক্ষী হয়। (ফাতহুল বারী ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৪১৮)

(إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا) নিহায়াহ্ গ্রন্থে আছে- অন্য কিছুর মাধ্যমে মূল বিষয়টিকে আড়াল করে নিতেন, ঐ ব্যাপারে ইঙ্গিত দিতেন বিষয়টিকে সংশয়মুক্ত করে দিতেন যে, তিনি অন্য কিছুর ইচ্ছা করছেন। ইবনুল মালিক বলেন, অর্থাৎ তিনি অন্য কিছুর মাধ্যমে মূল বিষয় আড়াল করে নিতেন, তিনি প্রকাশ করতেন যে, তিনি অন্য কিছুর উদ্দেশ্য করছেন, এতে স্বীয় সঙ্কল্পে দৃঢ়তা শত্রু পক্ষের উদাসীনতা এবং ঐ বিষয় সম্পর্কে গুপ্তচরের অবহিত হওয়া এবং সে ব্যাপারে শত্রুদেরকে সংবাদ দেয়া থেকে নিরাপদ থাকা যেত। উদাহরণ স্বরূপ তিনি মাক্কায় যুদ্ধের ইচ্ছা করলেন, কিন্তু তিনি মানুষকে খায়বারের অবস্থা, তার পথসমূহের ধরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। আমি অমুক স্থানের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ইচ্ছা করছি এ কথা স্পষ্ট বলতেন না, কেননা এক স্থানের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মনস্থ করে ভিন্ন কথা বলা স্পষ্ট মিথ্যা, এটা বৈধ নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٩٣٩-[٣] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَلْحَرْبُ خَدْعَةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৯৩৯-[৩] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যুদ্ধ হলো ছল-কৌশল। (বুখারী, মুসলিম)[১১৭৯]

ব্যাখ্যা : (خَدْعَةٌ) "খা" বর্ণে, যবর অথবা পেশ দিয়ে আর উভয় ক্ষেত্রে "দাল" বর্ণে সাকিন দিয়ে অথবা "খা" অক্ষরকে পেশ আর "দাল" অক্ষরকে যবর দিয়ে পড়া যায়।

নাবাবী (রহঃ) বলেন : 'আরবী ভাষাবিদগণ এ কথার উপর একমত হয়েছে যে, প্রথম উচ্চারণটি সর্বাধিক স্পষ্ট, এমনকি সা'লাব বলেন, আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, এটা নাবী (সাঃ)-এর ভাষা। এ ব্যাপারে আবূ যার হারবী এবং কায়যায দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন, আর দ্বিতীয় উচ্চারণটিকে সংরক্ষণ করা হয়েছে (অধিক প্রসিদ্ধ) এভাবে আসীলী এর বর্ণনাতে আছে। এক কথায় শব্দটির বিভিন্ন উচ্চারণ আছে। মুনযিরী অন্য একটি উচ্চারণ বর্ণনা করেছেন তা হলো خُدَعَةٌ শব্দটি خادع এর বহুবচন তখন এর অর্থ হবে যোদ্ধারা ধোঁকার গুণে গুণান্বিত। যেন তিনি বলেছেন, যোদ্ধারা ধোঁকায় পতিত।

নাবাবী (রহঃ) বলেন : যুদ্ধে কাফিরদেরকে ধোঁকা দেয়া বৈধ হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত যেভাবেই তা সম্ভব হোক। তবে এতে অঙ্গীকার অথবা নিরাপত্তা ভঙ্গের কারণ থাকলে তা বৈধ হবে না।

ইবনুল 'আরবী বলেন : যুদ্ধে ধোঁকা প্রদান ইঙ্গিত করা ও ওঁৎ পেতে থাকার মাধ্যমে এবং অনুরূপ কিছুর মাধ্যমে সংঘটিত হয়।

[১১৭৮] **সহীহ :** বুখারী ৪৪১৮, সহীহ আত্ তারগীব ২৯২৪।

[১১৭৯] **সহীহ :** বুখারী ৩০৩০, মুসলিম ১৮৩৯, আবূ দাউদ ২৬৩৬, তিরমিযী ১৬৭৫, আহমাদ ১৪৩০৮।

ইবনুল মুনীর বলেন : যুদ্ধের অর্থ হলো ধোঁকা দেয়া অর্থাৎ উত্তম যুদ্ধ হলো ধোঁকা দেয়া, কেননা এতে পরস্পর অভিমুখী হওয়ার বিপদ ছাড়াই অর্থাৎ লোক ক্ষয় না করে বিজয় অর্জিত হয়।

ওয়াকিদী উল্লেখ করেন : (اَلْحَرْبُ خَدْعَةٌ) 'যুদ্ধ ধোঁকা দান' এ কথাটি নাবী ﷺ সর্বপ্রথম খন্দাকের যুদ্ধে বলেছেন। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩০৩০)

মিরক্বাতুল মাফাতীহে অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে- ধোঁকা দান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- যুদ্ধের বিষয় একটি ধোঁকা দানের মাধ্যমে শেষ হয়, যুদ্ধের দ্বারা ধোঁকায় পতিত ব্যক্তিকে ধোঁকা দেয়া হয়, অতঃপর তার পা পিচ্ছিল খায়, এমতাবস্থায় সে এর কোনো সংশোধনী পায় না এবং অব্যাহতির সুযোগ পায় না। হাদীস দ্বারা যেন ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা হলো।

শারহু মুসলিমে আছে, হাদীসে তিনটি বিষয়ে মিথ্যা বলার বৈধতা বিশুদ্ধভাবে সাব্যস্ত হয়েছে, তিনটির একটি হলো- যুদ্ধে মিথ্যা বলা। ত্বাবারী বলেন : যুদ্ধে মিথ্যা বলা বৈধ বলতে দু' ধরনের অর্থের সম্ভাবনা রাখে, এমন কথা বলা যা প্রকৃত মিথ্যা নয়, কেননা প্রকৃত মিথ্যা অবৈধ। প্রকৃত মিথ্যা বলা বৈধ, তবে ইঙ্গিতের উপর সীমাবদ্ধ থাকা উত্তম। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞাত। (শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৭৩৯)

দ্রঃ 'আওনুল মা'বূদ [৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬৩৪] এবং তুহফাতুল আহওয়াযী [৫ম খণ্ড, হাঃ ১৬৭৫]।

٣٩٤٠-[٤] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْزُوْ بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهٗ إِذَا غَزَا يَسْقِيْنَ الْمَاءَ وَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحٰى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৯৪০-[৪] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখনই কোনো যুদ্ধাভিযানে বের হতেন তখন উম্মু সুলায়ম رضي الله عنها (আনাস رضي الله عنه-এর মা) এবং অন্যান্য আনসারী মহিলাগণ জিহাদে শামিল থাকতেন। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এ সমস্ত মহিলাগণ সৈন্যদেরকে পানি পান করাতেন এবং আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করতেন। (মুসলিম)[১১৮০]

ব্যাখ্যা : নাবাবী (রহঃ) বলেন : উপরোক্ত হাদীসে সেবা-শুশ্রূষা তাদের মাহরাম ও তাদের স্বামীদের জন্য ছিল। আর যে চিকিৎসা তারা ছাড়া অন্যদের জন্য ছিল তাতে ক্ষতস্থান ছাড়া অন্যস্থানে হাতের স্পর্শ হতো না। ইবনুল হুমাম বলেন, চিকিৎসা এবং পানি পান করানোর জন্য যুদ্ধে বৃদ্ধ মহিলাদের নিয়ে যাওয়া উত্তম। আর যদি সহবাসের প্রয়োজন থাকে, তাহলে স্বাধীনা নারীকে না নিয়ে দাসীদের নিয়ে যাওয়া উত্তম। তারা সরাসরি যুদ্ধে জড়াবে না, কেননা এতে মুসলিমদের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। তবে একান্ত প্রয়োজন হলে ভিন্ন কথা। যেমন উম্মু সুলায়ম رضي الله عنها হুনায়নের যুদ্ধের দিন যুদ্ধ করেছিলেন, নাবী ﷺ তার এ যুদ্ধকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। যেমন তিনি (ﷺ) বলেন, «لَمُقَامُهَا خَيْرٌ مِنْ مُقَامِ فُلَانٍ» অর্থাৎ- "তার অবস্থান অমুকের অবস্থান অপেক্ষা উত্তম।" কতক পরাজিতদেরকে উদ্দেশ্য করছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

'আওনুল মা'বূদে অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় খত্ত্বাবী বলেন, এ হাদীসে দয়া ও খিদমাত গ্রহণ স্বরূপ মহিলাদের নিয়ে যুদ্ধে বেরিয়ে যাওয়া বৈধ হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে। ('আওনুল মা'বূদে ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫২৮)

অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় তুফহাতুল আহওয়াযীতে আছে, আমরা সম্প্রদায়কে পানি পান করাতাম, তাদের সেবা করতাম, নিহত ও আহতদেরকে মাদীনাতে ফিরিয়ে আনতাম। আহমাদ, মুসলিম এবং ইবনু মাজাতে উম্মু 'আতিয়্যার হাদীসে এসেছে, উম্মু 'আতিয়্যাহ্ বলেন, আমি আল্লাহর রসূলের সাথে সাতটি যুদ্ধে

[১১৮০] **সহীহ :** মুসলিম ১৮১০, আবূ দাউদ ২৫৩১, তিরমিযী ১৫৭৫।

উপস্থিত ছিলাম, আমি যোদ্ধাদের পেছনে তাদের মাল-পত্রের কাছে থাকতাম, তাদের জন্য খাদ্য তৈরি করতাম, আহতদের চিকিৎসা করতাম, পক্ষাঘাত ব্যক্তিদের পরিচালনা করতাম। এ সকল হাদীসে ঐ ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে যে, এ সকল কল্যাণকর কাজের জন্য মহিলাদের যুদ্ধে নিয়ে যাওয়া বৈধ, জিহাদ মহিলাদের ওপর আবশ্যক নয়। আহমাদ ও বুখারীতে 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর হাদীস এ ব্যাপারে প্রমাণ বহন করছে। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! আমরা দেখতে পাচ্ছি জিহাদ সর্বোত্তম 'আমাল। এখন আমরা কি জিহাদ করবো না? তিনি (ﷺ) বললেন : তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হলো কবূল হাজ্জ।

ইবনু বাত্ত্বল বলেন, 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর হাদীস ঐ কথার উপর প্রমাণ বহন করছে যে, নারীদের ওপর জিহাদ ফারয নয়, তবে «أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ» "সর্বোত্তম জিহাদ কবূল হাজ্জ" তাঁর এ উক্তিতে তা নেই। বুখারীর এক বর্ণনাতে এসেছে (جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ) 'তোমাদের জিহাদ হাজ্জ', তবে তা প্রমাণ করছে না যে, জিহাদে তাদের স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার অধিকার নেই। জিহাদ তাদের জন্য এ কারণে আবশ্যক নয় যে, এতে তাদের পর্দা বিনষ্ট হয়, পর পুরুষদের সংস্পর্শতা লাভ হয়। এ কারণে জিহাদ অপেক্ষা হাজ্জ তাদের জন্য উত্তম। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৫৭৫)

٣٩٤١-[٥] وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلُفُهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَأُدَاوِي الْجَرْحَى وَأَقُوْمُ عَلَى الْمَرْضٰى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৯৪১-[৫] উম্মু 'আত্বিয়্যাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে সাতটি জিহাদে অংশগ্রহণ করেছি। মুজাহিদগণ যখন ময়দানে যুদ্ধরত থাকতেন, তখন আমি তাঁবুতে তাদের যুদ্ধাস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ করতাম, খাবার তৈরি করতাম এবং আহত সৈন্যদের পরিচর্যা ও রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করতাম। (মুসলিম)[১১৮১]

٣٩٤٢-[٦] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৯৪২-[৬] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) জিহাদে মহিলা ও শিশুদেরকে হত্যা করা হতে বিরত থাকতে বলেছেন। (বুখারী, মুসলিম)[১১৮২]

ব্যাখ্যা : ইবনুল হুমাম বলেন : বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ 'আবদুল্লাহ বিন 'উমার থেকে বর্ণনা করেন, (যুদ্ধের ময়দানে) জনৈক মহিলাকে নিহতবস্থায় পাওয়া গেলে, নাবী (ﷺ) মহিলা ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করলেন। তিনি আরো বলেন, আমি মনে করি মহিলা ও শিশুদেরকে হত্যা করা হারাম হওয়া সর্বজনস্বীকৃত। আবূ বাক্র (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি যখন আবূ সুফ্ইয়ান-এর পুত্র ইয়াযীদকে শামে পাঠালেন তখন তাকে উপদেশ দিয়ে বললেন : "তোমরা শিশু, মহিলা ও বৃদ্ধদেরকে হত্যা করবে না"। তিনি বলেন, তবে আমরা যাদের কথা বলেছি তাদের মধ্য হতে যারা যুদ্ধ করবে তাদের হত্যা করা হবে। নিঃসন্দেহে যেমন পাগল, শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ ও পাদরীদেরকে হত্যা করা যাবে না, তবে বাচ্চা এবং পাগলকে যুদ্ধের অবস্থাতে পাওয়া গেলে তাদের হত্যা করা হবে। আর মহিলা, পাদরী এবং তাদের অনুরূপরা

[১১৮১] **সহীহ** : মুসলিম ১৮১২, ইবনু মাজাহ ২৮৫৬, আহমাদ ২০৭৯২, দারিমী ২৪২২।

[১১৮২] **সহীহ** : বুখারী ৩০১৫, মুসলিম ১৭৪৪, তিরমিযী ১৫৬৯, ইবনু মাজাহ ২৮৪১, আহমাদ ৪৭৩৯, দারিমী ২৫০৫।

যখন যুদ্ধ করবে তখন তাদেরকে বন্দির পর হত্যা করা হবে, *আর রাণী মহিলাকে হত্যা করা হবে যদিও সে যুদ্ধ না করে থাকে।* এভাবে বাচ্চা রাজা ও নির্বোধ রাজাকে হত্যা করা হবে, কেননা বাদশার হত্যাতে তাদের আগ্রহের ভাঙ্গন রয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ইমাম নাবাবী বলেন : মহিলা ও শিশুরা যখন যুদ্ধে না জড়াবে তখন তাদেরকে হত্যা করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে বিদ্বানগণ একমত। তবে তারা যদি যুদ্ধ করে তাহলে জুমহূর বিদ্বানদের মত হলো- তাদেরকে হত্যা করা হবে, আর কাফির বৃদ্ধরা যদি যুদ্ধের ব্যাপারে কৌশল এঁটে থাকে তাহলে তাদেরকেও হত্যা করা হবে অন্যথায় তাদের এবং পাদরীদের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। মালিক এবং আবূ হানীফাহ্ বলেন, তাদেরকে হত্যা করা যাবে না। আর শাফি'ঈ এর মাযহাবে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হলো- তাদেরকে হত্যা করা হবে। (শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৭৪৪)

٣٩٤٣-[٧] وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُوْنَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ قَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ». وَفِىْ رِوَايَةٍ: «هُمْ مِنْ اٰبَائِهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৯৪৩-[৭] স'ব ইবনু জাস্‌সামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, যদি কোনো মুশরিক পরিবারের ওপর রাতে অতর্কিত আক্রমণকালে মহিলা ও শিশুগণ সেই আক্রমণের শিকার হয়ে আহত বা নিহত হয়– তাদের ব্যাপারে আপনি কি বলেন? তিনি (সাঃ) বললেন, তারাও তাদের অন্তর্ভুক্ত। অপর এক বর্ণনায় আছে, তারাও তাদের পিতা-মাতাদের অন্তর্ভুক্ত। (বুখারী, মুসলিম)[১১৮৩]

ব্যাখ্যা : মুসলিমের শারহ-তে আছে, হাদীসে ذَرَارِيِّ বলতে মহিলা এবং শিশু বুঝায়। এখানে উদ্দেশ্য শিশু এবং বাচ্চা ছেলে হোক বা মেয়ে হোক। (قَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ») মহিলা এবং বাচ্চারা পুরুষদেরই অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ- মহিলা এবং বাচ্চাদেরকে যখন আলাদা করা সম্ভব হবে না তখন তারা পুরুষদের হুকুমের আওতাভুক্ত। সুতরাং হত্যা না করার বিষয়টি শনাক্ত করার উপর নির্ভরশীল। একমতে বলা হয়েছে, মহিলা ও শিশুদেরকে দাস বানানো উদ্দেশ্য। ক্বাযী বলেন : নাবী (সাঃ)-এর দ্বারা তাদেরকে বন্দি করা ও দাস বানানো বৈধতা উদ্দেশ্য করেছেন। যেমন বলা যায় যদি তারা দিনে যোদ্ধাদের কাছে এসে প্রকাশ্যে তাদের সাথে যুদ্ধ করে অথবা হত্যার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য ছাড়াই রাত্রের অন্ধকারে তাদেরকে হত্যা করা হয়ে থাকে তাহলে ক্ষতিপূরণ নেই এবং হত্যা করাতে কোনো দোষ নেই। কেননা তারাও কাফির, তাদেরকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকা কেবল ঐ সময় আবশ্যক যখন তা সহজসাধ্য হয়, আর এ কারণেই তারা যদি তাদের মহিলা ও সন্তানদের মাধ্যমে আত্মরক্ষার পথ অবলম্বন করে তাহলে তাদের ব্যাপারে কোনো পরোওয়া করা হবে না।

ইবনুল হুমাম বলেন : তাদেরকে তীর নিক্ষেপ করাতে কোনো দোষ নেই, যদিও তাদের মাঝে কোনো মুসলিম বন্দি অথবা ব্যবসায়ী থাকে, বরং যদি তারা মুসলিম বন্দী ও মুসলিম শিশুদের মাধ্যমে আত্মরক্ষা করে, আর তাদেরকে তীর নিক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকলে মুসলিমরা পরাজিত হবে এ কথা বুঝতে পারে অথবা এ কথা বুঝতে না পারে উভয় সমান। তবে মুসলিম বন্দী ও শিশুদেরকে লক্ষ্যবস্তু করা যাবে না। কিন্তু এ অবস্থায় তাদেরকে তীর নিক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকলে মুসলিমদের পরাজয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে

[১১৮৩] **সহীহ :** বুখারী ৩০১২, মুসলিম ১৭৪৫,আহমাদ ১৬৪২২।

তাদেরকে লক্ষ্যবস্তু বানানো যাবে। এটা হামান বিন যিয়্যাদ-এর উক্তি। এরপরও যদি তারা তীর নিক্ষেপ করে আর এতে কোনো মুসলিম তীরবিদ্ধ হয় তাহলে এক্ষেত্রে হামান বিন যিয়্যাদ-এর মতে দিয়াত এবং কাফফারাহ্ লাগবে। আর শাফি'ঈ-এর মতে কাফ্ফারাহ্ লাগবে এক্ষেত্রে একমত। আর দিয়াতের ক্ষেত্রে দু মত। মুহাম্মাদ বলেন : ইমাম যখন কোনো দেশ জয় করবে এবং তার জানা থাকবে যে, তাতে মুসলিম অথবা যিম্মি আছে, তাহলে তাদের কাউকে এ সম্ভাবনার কারণে হত্যা করা বৈধ হবে না যে, ঐ লোকটি মুসলিম অথবা যিম্মি।

আর কাফির বৃদ্ধদের মাঝে যদি রণকৌশল সম্পর্কে অভিমত পেশকারী কোনো ব্যক্তি থাকে তাহলে তাদেরকে হত্যা করা হবে, অন্যথায় তাদের ব্যাপারে এবং পাদরীদের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। মালিক ও আবূ হানীফাহ্ বলেন, তাদেরকে হত্যা করা হবে না, শাফি'ঈ-এর মাযহাবে সর্বাধিক বিশুদ্ধ হলো তাদেরকে হত্যা করা হবে। এ হাদীসে পাওয়া যায় যে, দুনিয়াতে কাফিরদের সন্তানদের হুকুম তাদের পিতৃপুরুষদের হুকুমের মতো। পক্ষান্তরে যখন তারা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে মারা যাবে তখন পরকালীন বিষয়ে তাদের ব্যাপারে তিনটি মত। বিশুদ্ধ মত হলো- নিঃসন্দেহে তারা জান্নাতে থাকবে, দ্বিতীয়ঃ জাহান্নামে তৃতীয়ঃ তাদের বিষয়ে কোনো ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রকাশ করা যাবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ইবনু বাত্ত্বল এবং অন্যান্য 'আলিমগণ বলেন : এ ব্যাপারে সকল বিদ্বানগণ একমত যে, মহিলা ও শিশুদেরকে হত্যা করা যাবে না। মহিলাদেরকে হত্যা না করা মূলত তাদের দুর্বলতার কারণে, আর শিশুদেরকে হত্যা না করা মূলত কুফরী কর্মের পাপ লিপিবদ্ধের বয়সে উপনীত না হওয়ার কারণে। তাদেরকে অবশিষ্ট রেখে সার্বিক উপকার লাভের কারণে, হয় দাস বানানোর মাধ্যমে অথবা যার ব্যাপারে মুক্তিপণ দেয়া বৈধ তার ব্যাপারে মুক্তিপণ দেয়ার মাধ্যমে। হাযিমী সা'ব ইবনু জাস্সামাহ্-এর হাদীসের বাহ্যিকতার উপর ভিত্তি করে মহিলা ও শিশুদেরকে হত্যা করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে মত প্রকাশ করেছেন, তিনি দাবী করেছেন সা'ব-এর হাদীস নিষেধাজ্ঞার হাদীসসমূহের রহিতকারী। তার এ বক্তব্য গরীব। যতক্ষণ পর্যন্ত খাস হাদীস বর্ণিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত 'আম্মের প্রতি 'আমাল করা বৈধ হওয়ার দলীল অত্র হাদীস। কেননা সহাবীগণ মুশরিকদের হত্যা করার উপর প্রমাণ বহনকারী 'আম্ তথা ব্যাপক দলীলসমূহ অবলম্বন করেছেন, অতঃপর নাবী ﷺ যখন মহিলা ও শিশুদেরকে হত্যা করা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন তখন তারা এ ব্যাপকতাকে খাস হাদীস দ্বারা নির্দিষ্ট করেছেন। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩০১২)

শারহু মুসলিমে আছে, হাদীসটি রাত্রিতে আক্রমণ করা বৈধ হওয়া এবং যাদের কাছে দা'ওয়াত পৌছেছে তাদেরকে না জানিয়ে তাদের ওপর আক্রমণ করা বৈধ হওয়ার উপর প্রমাণ আছে।

(শারহু মুসলিম ১২তম খণ্ড, হাঃ ১৭৪৫)

আওনুল মা'বূদে আছে, কুসতুলানী বলেন : তাদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা উদ্দেশ্য নয়, বরং যখন তাদেরকে হত্যা করা ছাড়া পুরুষদেরকে হত্যা করা সম্ভব হবে না তখন তাদেরকে হত্যা করতে হবে অন্যথায় মহিলা এবং শিশুদেরকে হত্যা করা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞাজনিত স্পষ্ট হাদীসসমূহের মাঝে সমন্বয় সাধনে মহিলা ও শিশুদেরকে হত্যার পন্থা বর্জন করা সম্ভব হলে তাদেরকে হত্যা করা হতে বিরত থাকতে হবে।

('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬৬৯)

٣٩٤٤ ـ[٨] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيْرِ وَحَرَّقَ وَلَهَا يَقُوْلُ حسَّانُ:

وَهَانَ عَلٰى سَرَاةِ بَنِيْ لُؤَيٍّ حَرِيْقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيْرُ.

وَفِيْ ذٰلِكَ نَزَلَتْ ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى أُصُوْلِهَا فَبِإِذْنِ اللّٰهِ﴾ [سورة الحشر٥٩:٥]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৯৪৪-[৮] ইবনু 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বানী নাযীর সম্প্রদায়ের খেজুর বাগান কেটে ফেলতে ও জ্বালিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। এতদসম্পর্কে (প্রখ্যাত ইসলামী কবি) হাস্সান ইবনুস্ সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু কবিতা আবৃত্তি করেন যার দুই চরণ–

"বানী লুয়াই সম্প্রদায়ের সম্মানিত নেতৃবর্গের পক্ষে বুওয়াইরাহ্-এর সর্বত্র প্রজ্জ্বলিত আগুন বরই সুখপ্রদ হয়েছে।" আর উক্ত ঘটনার প্রেক্ষাপটে কুরআনের এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, "যে সমস্ত খেজুর গাছসমূহ তোমরা কেটে ফেলেছ বা যেগুলো তাদের কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহর সম্মতিক্রমেই করেছ"– (সূরাহ্ আল হাশ্র ৫৯ : ৫)। (বুখারী, মুসলিম)[১১৮৪]

ব্যাখ্যা : ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى أُصُوْلِهَا فَبِإِذْنِ اللّٰهِ﴾ এ ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে, নিশ্চয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদের খেজুর বাগান কাটতে নির্দেশ করলেন তখন তারা বলল : হে মুহাম্মাদ! তুমি জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে নিষেধ করতে এখন খেজুর বৃক্ষ কাটা ও তা জালিয়ে দেয়ার কারণ কি? তখন অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়, কাফিরদের ক্রোধ বৃদ্ধি করার উদ্দেশে। তাদের ঘর-বাড়ী ধ্বংস করা, তাদের বৃক্ষসমূহ কর্তন করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করা হয়েছে এ ঘটনা থেকেই। নাবাবী বলেন : কুরআনে উল্লেখিত لِيْنَةٍ দ্বারা 'আজ্ওয়া ছাড়া সকল প্রকার খেজুর বৃক্ষ উদ্দেশ্য।

অত্র হাদীসে কাফিরদের বৃক্ষ কাটা ও জ্বালিয়ে দেয়ার বৈধতা প্রমাণ করে। এটি জুমহূরের মত। একমতে বলা হয়েছে, বৈধ হবে না। ইবনুল হুমাম বলেন : এটা বৈধ হবে, কেননা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর শত্রুদের ধ্বংস করা এবং তাদের আগ্রহ ভেঙ্গে দেয়া, আর এ পন্থার মাধ্যমে তা অর্জন হয়। সুতরাং তারা তাদের সম্ভাব্যতা অনুযায়ী জ্বালিয়ে দিবে, বৃক্ষ কেটে দিবে, শস্য নষ্ট করবে। তবে এটা ঐ সময় করা হবে যখন এ পন্থা ছাড়া অন্য পন্থায় তাদের পাকড়াওয়ের ব্যাপারে প্রবল ধারণা না জাগবে। আর বাহ্যিক দিক যদি এমন হয় যে, তারা পরাজিত হবে এবং মুসলিমদের বিজয় সুনিশ্চিত তখন এ ধরনের কাজ করা মাকরূহ, কেননা তা অপ্রয়োজনীয় স্থানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির নামান্তর, আর প্রয়োজন ছাড়া তা বৈধ করা হয়নি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

আওযা'ঈ এবং আবূ সাওর একে মাকরূহ মনে করেছেন, আর তারা উভয়ে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন যে, আবূ বাক্র রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন কাজ না করতে তার সৈন্যবাহিনীকে উপদেশ দিয়েছেন। এর উত্তরে বলা হয়েছে : আবূ বাক্র রাদিয়াল্লাহু আনহু তা অবশিষ্ট রাখাকে কল্যাণজনক মনে করেছিলেন বিধায় তা অবশিষ্ট রাখতে উপদেশ দিয়েছিলেন, কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন নিশ্চয় তা মুসলিমদের হবে ফলে তিনি তা তাদের জন্য অবশিষ্ট রাখার ইচ্ছা করেছেন। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬১২)

ইমাম আহমাদ বলেন : যুদ্ধ যদি এমন স্থানে হয় যা থেকে যোদ্ধারা মুক্তি পেতে পারে না অর্থাৎ- সৈন্যবাহিনী কখনো আগুন জ্বালানো এবং বিনাশ সাধনের মুখাপেক্ষি হয়, এমতাবস্থায় তারা তা থেকে বাঁচতে পারে না তখন এটা বৈধ।। পক্ষান্তরে প্রয়োজনহীনভাবে আগুন জ্বালানো যাবে না, এভাবে যখন তা তাদের জন্য খুবই ক্ষতিকর হবে তখন তা ধ্বংস করা যাবে না। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৫৫২)

[১১৮৪] **সহীহ :** বুখারী ৪০৩১-৩২, মুসলিম ১৭৪৬।

٣٩٤٥ - [٩] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْنٍ: أَنَّ نَافِعًا كَتَبَ إِلَيْهِ يُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَغَارَ عَلٰى بَنِي الْمُصْطَلِقِ غَارِّيْنَ فِي نَعَمِهِمْ بِالْمُرَيْسِيعِ فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৯৪৫-[৯] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আওন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাফি' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) [ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মুক্ত দাস] তাঁকে লিখে জানান, 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে বলেছেন, একদিন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বানী মুসত্বালিক্ব-এর ওপর অতর্কিতভাবে আক্রমণ করেন, যখন তারা মুরয়সী' নামক স্থানে নিজেদের গবাদিপশু নিয়ে বিভোর ছিল। ফলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাদের মধ্যে যুদ্ধ করার সক্ষম লোকেদেরকে হত্যা করেন এবং নারী ও শিশু-কিশোরদেরকে বন্দী করলেন। (বুখারী, মুসলিম)[১১৮৫]

ব্যাখ্যা : (الْمُقَاتِلَةَ) এর দ্বারা এখানে ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য যে ব্যক্তি যুদ্ধ করার উপযুক্ত। আর সে হলো জ্ঞানবান প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি। (الذُّرِّيَّةَ) এ শব্দ দ্বারা মহিলা ও শিশু উদ্দেশ্য। ইবনুল মালিক বলেন : অত্র হাদীসে কাফিরদের উদাসীন থাকাবস্থায় তাদেরকে হত্যা করা, তাদের সম্পদ গ্রাস করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে দলীল আছে।

ইবনুল হুমাম বলেন : বুখারী, মুসলিমে ইবনু 'আওন থেকে বর্ণিত আছে : আমি নাফি'র কাছে পত্র লিখলাম, এমতাবস্থায় আমি তাকে যুদ্ধের পূর্বে মানুষকে ইসলামের দিকে দা'ওয়াত দেয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করি তখন তিনি আমার কাছে লিখলেন, এটা কেবল ইসলামের সূচনালগ্নে ছিল। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বানূ মুস্ত্বালিক্বে আক্রমণ করেছিলেন এমতাবস্থায় যে, তারা উদাসীন ছিল, তাদের প্রাণীগুলো পানি পান করছিল, এ আক্রমণে তিনি যোদ্ধাদেরকে হত্যা করলেন, মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করলেন, সেদিন তিনি জুওয়াইবিয়্যাহ্ বিনতু হারিস-কে লাভ করেন। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ ব্যাপারে আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আর তিনি ঐ বাহিনীতে ছিলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

শারহু মুসলিমে আছে- যে সকল কাফিরদের কাছে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছেছে আক্রমণের ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক না করেই তাদের ওপর আক্রমণ চালানো বৈধ হওয়ার ব্যাপারে তিনটি মত। এ কথা মা'যূরী এবং ক্বাযী বর্ণনা করেন।

একটি হলো- সতর্ক করা আবশ্যক। এ মতটি মালিক এবং অন্যান্যদের মত, এবং এটা দুর্বল মত।। দ্বিতীয়, সতর্ক করা আবশ্যক নয়, আর এটা তার অপেক্ষাও দুর্বল অথবা বাতিল। তৃতীয়, যদি তাদের কাছে দা'ওয়াত পৌঁছে না থাকে তাহলে আবশ্যক আর পৌঁছে থাকলে আবশ্যক নয়, তবে মুস্তাহাব আর এটাই বিশুদ্ধ মত, এ মত পোষণ করেছেন ইবনু 'উমার-এর গোলাম নাফি', হাসান বাসরী, সাওরী, লায়স, শাফি'ঈ, আবূ সাওর, ইবনুল মুনযির ও জুমহূর। ইবনুল মুনযির বলেন : এটা অধিকাংশ বিদ্বানদের উক্তি, বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ এ অভিমতকেই সমর্থন করে।

অত্র হাদীস প্রমাণ করে, 'আরবদেরকে দাস বানানো বৈধ, কেননা বানু মুসত্বালিক্ব খুযা'আহ্ গোত্রের অন্তর্গত 'আরব বংশোদ্ভূত। এটা ইমাম শাফি'ঈ-এর নতুন মত, আর এটাই সঠিক। আরও এ মত পোষণ করেছেন ইমাম মালিক, তাঁর সকল সাথীবর্গ, আবূ হানীফাহ্, আওযা'ঈ এবং জুমহূর বিদ্বানগণ। বিদ্বানদের একটি দল বলেন : তাদের দাস বানানো যাবে না এটা ইমাম শাফি'ঈ-এর প্রবীণ মত।

(শারহু মুসলিম ১২তম খণ্ড, হাঃ ১৭৩০; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬৩০)

[১১৮৫] **সহীহ :** বুখারী ২৫৪১, মুসলিম ১৭৩০, আহমাদ ৪৮৫৭।

٣٩٤٦ - [١٠] وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَنَا يَوْمَ بَدْرٍ حِيْنَ صَفَفْنَا لِقُرَيْشٍ وَصَفُّوْا لَنَا: «إِذَا أَكْثَبُوْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبْلِ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «إِذَا أَكْثَبُوْكُمْ فَارْمُوْهُمْ وَاسْتَبْقُوْا نَبْلَكُمْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَحَدِيْثُ سَعْدٍ: «هَلْ تُنْصَرُوْنَ» سَنَذْكُرُهُ فِيْ بَابِ «فَضْلِ الْفُقَرَاءِ». وَحَدِيْثُ الْبَرَاءِ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَهْطًا فِيْ بَابِ «الْمُعْجِزَاتِ» إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰى.

৩৯৪৬-[১০] আবূ উসায়দ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাদ্‌রের যুদ্ধের দিন যখন আমরা সারিবদ্ধ হয়ে কুরায়শদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলাম এবং তারাও আমাদের মুকাবিলায় সারিবদ্ধ হয়েছিল, তখন নাবী ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, যখন তারা তোমাদের খুব সন্নিকটবর্তী হবে তখনই তাদের ওপর তীর নিক্ষেপ করবে।

অপর এক বর্ণনায় আছে, যখনই তারা তোমাদের খুব কাছাকাছি এসে যাবে, তখনই তীর ছুঁড়তে থাকবে এবং কিছু তীর সংরক্ষিত রাখবে। (বুখারী)[১১৮৬]

মিশকাত গ্রন্থকার বলেন, মূল মাসাবীহ গ্রন্থে সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস যার প্রথম বাক্য "তোমরা কি সাহায্যপ্রাপ্ত?" তা আমি "ফাকীরদের ফাযীলাত" অধ্যায়ে এবং অপর একটি হাদীস বারা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, "রসূলুল্লাহ ﷺ এক সময় একটি দল পাঠিয়েছিলেন" হাদীসটি আমি ইন্‌শা-আল্ল-হ "মু'জিযা"র অধ্যায়ে বর্ণনা করব।

ব্যাখ্যা : (إِذَا أَكْثَبُوْكُمْ) অর্থাৎ- তারা যখন তোমাদের এ পরিমাণ কাছাকাছি হয় যে, তোমাদের তীরগুলো তাদের কাছে পৌঁছবে। বুখারীর অন্য বর্ণনাতে আছে, (إِذَا أَكْثَبُوْكُمْ فَارْمُوْهُمْ) অর্থাৎ- তোমরা তীর নিক্ষেপে তাড়াতাড়ি করবে না এবং দূর থেকেও নিক্ষেপ করবে না, কেননা কখনো তা লক্ষভ্রষ্ট হয়।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

আবূ দাউদ-এর বর্ণনাতে এসেছে «يَعْنِيْ غَشُوْكُمْ» অর্থাৎ "তারা যখন তোমাদেরকে ঘিড়ে নিবে।" আর এটা উদ্দেশের সাথে, সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। একে সমর্থন করছে ইবনু ইসহাক্ব-এর বর্ণনা, "নিঃসন্দেহে আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর সহাবীদেরকে নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, তারা যখন তোমাদের নিকটবর্তী হবে তখন তীর দ্বারা তাদেরকে তোমাদের থেকে সরিয়ে দিবে। ইবনু ফারিস বলেন : অর্থাৎ- তারা যখন তোমাদের কাছাকাছি হবে এবং তোমাদেরকে তাদের ব্যাপারে সক্ষম করে দিবে তখন তোমরা তাদেরকে তীর নিক্ষেপ করবে।

(فَارْمُوْهُمْ وَاسْتَبْقُوْا نَبْلَكُمْ) অর্থাৎ তিনি অবশিষ্টতার অনুসন্ধান করেছেন। দাঊদী বলেন, (ارْمُوْهُمْ) এর অর্থ হলো, তোমরা প্রস্তর নিক্ষেপ কর, কেননা তা যখন দলের মাঝে নিক্ষেপ করা হবে তখন তা লক্ষভ্রষ্ট হবে না। তিনি বলেন, (اسْتَبْقُوْا نَبْلَكُمْ) এর অর্থ হলো- পারস্পরিক সংঘাত সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তীর নিক্ষেপ না করে তা সংরক্ষণ কর । এভাবে তিনি বলেন এবং অন্য কেউ বলেন, অর্থাৎ তোমাদের কিছু তীর তাদেরকে নিক্ষেপ করবে, সমস্ত তীর না। আমার কাছে যা স্পষ্ট হচ্ছে তা হলো নিঃসন্দেহে (اسْتَبْقُوْا نَبْلَكُمْ) তাঁর এ উক্তির অর্থ তার (ارْمُوْهُمْ) এ উক্তির সাথে সম্পর্কিত নয়। এটা কেবল মুশরিক বা মুসলিমদের নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত তীর নিক্ষেপ বিলম্ব করার ব্যাপারে নির্দেশের মাধ্যমে উদ্দেশ্যকে বর্ণনা করে দেয়ার

[১১৮৬] **সহীহ :** বুখারী ২৯০০।

মত। অর্থাৎ- তারা যখন দূরে থাকবে তখন অধিকাংশ তীর তাদের কাছে পৌছবে না। অতএব তারা যখন এমন অবস্থাতে পরিণত হবে যে অবস্থাতে অধিকাংশ তীর নিক্ষেপ করা হলে তীর তাদের কাছে পৌছা সম্ভব তখন নিক্ষেপ করবে। (ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৯৮৪)

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٩٤٧-[١١] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: عَبَّأَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِبَدْرٍ لَيْلًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩৯৪৭-[১১] 'আব্দুর রহমান ইবনু 'আওফ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাদ্‌র যুদ্ধে নাবী ﷺ আমাদেরকে রাতের প্রহরেই প্রস্তুত করেছেন। (তিরমিযী)[১১৮৭]

ব্যাখ্যা : (بِبَدْرٍ لَيْلًا) অর্থাৎ- কাতারগুলো সোজা করলেন এবং আমাদের প্রত্যেককে এমন স্থানে দাঁড় করালেন রাতে তার জন্য যা উপযোগী হবে, যাতে দিনের জন্যও তা উপযোগী হয়।
(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৬৭৭)

٣٩٤٨-[١٢] وَعَنِ الْمُهَلَّبِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنْ بَيَّتَكُمُ الْعَدُوُّ فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ: حٰمٓ لَا يُنْصَرُوْنَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৩৯৪৮-[১২] মুহাল্লাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (খন্দাকের যুদ্ধের সময়) শত্রুরা যদি রাতের বেলায় তোমাদের ওপর আক্রমণ করে, তখন তোমাদের সাংকেতিক ধ্বনি হবে حٰمٓ لَا يُنْصَرُوْنَ *"হা-মীম্ লা- ইউন্সারূন"*। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ)[১১৮৮]

ব্যাখ্যা : (أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ:) আল্লাহর রসূল ﷺ খন্দাকের যুদ্ধে এটা বলেছেন− এ তথ্যটি সাইয়িদ জামালুদ্দীন উল্লেখ করেছেন, (فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ)। ক্বাযী বলেন, অর্থাৎ- এ কথাটি তোমাদের প্রতীক যার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের সাথীবর্গকে চিনবে, মূলত (شِعَارُ) বলতে ঐ প্রতীক, ব্যক্তি তার বন্ধুকে চেনার জন্য যা স্থাপন করে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

আবূ দাঊদে মাজহূলের শব্দ কর্তৃক بُيِّتُّمْ এসেছে, "তোমরা যদি রাতে আক্রান্ত হও" অর্থাৎ শত্রুরা যদি রাতে তোমাদের হত্যার উদ্দেশে আক্রমণ করে এবং তোমরা শত্রুর সাথে মিশ্রিত হয়ে যাও।

ইবনুল আসীর বলেন, রাতে কাউকে না জানিয়ে কোনো উদ্দেশ্য করা এবং হঠাৎ পাকড়াও করাকে تَبْيِيْتٌ বলা হয়। ('আওনুল মা'বূদে ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৫৯৪)

(حٰمٓ لَا يُنْصَرُوْنَ) খত্ত্বাবী বলেন : এর উদ্দেশ্য হলো সংবাদ দেয়া, যদি এ অংশটি দু'আ অর্থে ব্যবহৃত হত তাহলে অবশ্যই তা (لَا يُنْصَرُوْا) এভাবে জযম বিশিষ্ট হত, এটা দ্বারা কেবল সংবাদ প্রদান উদ্দেশ্য, যেন ব্যক্তি বলল, (والله إنهم لا ينصرون) আল্লাহর শপথ নিঃসন্দেহে তাদেরকে বিজয় দেয়া হবে না।

[১১৮৭] **য'ঈফ :** তিরমিযী ১৬৭৭। কারণ এর সানাদে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব একজন মুদাল্লিস রাবী।

[১১৮৮] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ২৫৯৭, তিরমিযী ১৬৮২, আহমাদ ১৬৬১৫, সহীহাহ্ ৩০৯৭, সহীহ আল জামি' ১৪১৪। তবে আহমাদ-এর সানাদটি দুর্বল।

'আবদুল্লাহ বিন 'আব্বাস হতে বর্ণনা করা হয়েছে, নিশ্চয় তিনি বলেন, (حٰمٓ) আল্লাহর নামসমূহ থেকে একটি নাম, যেন ব্যক্তি আল্লাহর শপথ করে বলল, (إنهم لا ينصرون) নিঃসন্দেহে তাদেরকে বিজয় দেয়া হবে না।

নিহায়াহ্ গ্রন্থকার বলেন, এর অর্থ হলো, (اللهم لا ينصرون) হে আল্লাহ! তাদেরকে বিজয় দেয়া হবে না। এর দ্বারা সংবাদ প্রদান উদ্দেশ্য দু'আ উদ্দেশ্য নয়। একমতে বলা হয়েছে : নিশ্চয় ঐ সূরাগুলো যার শুরুতে (حٰمٓ) আছে তা এমন সূরাহ্ যার বিশেষ মর্যাদা আছে। সুতরাং তিনি এটা বুঝালেন যে, এ বাক্য উল্লেখ করা হয়েছে তার বিশেষ মর্যাদার কারণে যাতে তা দ্বারা আল্লাহর সাহায্য কামনার মাধ্যমে বিজয় অর্জন করা যায়। ('আওনুল মা'বূদ হাঃ ২৫৯৪)

মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহতে আরও বলা হয়েছে, (لا ينصرون) এমন একটি বাক্য যেন তিনি (ﷺ) বলেছেন, তোমরা (حٰمٓ) বল। তখন প্রতি উত্তরে বলা হয়েছে, যখন আমরা এটা বলব তখন কি হবে? তখন তিনি (ﷺ) বলেছেন, (لا ينصرون) তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٩٤٩ـ[١٣] وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِينَ: عَبْدَ اللهِ وَشِعَارُ الْأَنْصَارِ: عَبْدُ الرَّحْمٰنِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৯৪৯-[১৩] সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাজিরদের সাংকেতিত চিহ্ন ছিল 'আবদুল্লাহ' আর আনসারদের সংকেত ছিল 'আব্‌দুর রহমান'। (আবূ দাঊদ)[১১৮৯]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে মুহাজিরদের উভয়ের প্রতীকী চিহ্নের মাঝে পার্থক্য করার উদ্দেশ্য তাদের উভয়ের মর্যাদার ভিন্নতা প্রকাশ করা, সম্ভবত এটা অন্য কোনো যুদ্ধে ছিল। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

'আওনুল মা'বূদে আছে- যুদ্ধে তাদের ঐ প্রতীকী চিহ্ন পার্থক্য করার উদ্দেশ্য যাতে করে কে মুহাজির আর কে আনসার তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। (আওনুল মা'বূদ ৫ম খন্ড হাঃ ২৫৯২)

٣٩٥٠ـ[١٤] وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ أَبِيْ بَكْرٍ زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ فَبَيَّتْنَاهُمْ نَقْتُلُهُمْ وَكَانَ شِعَارُنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ: أَمِتْ أَمِتْ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৯৫০-[১৪] সালামাহ্ ইবনুল আক্‌ওয়া' (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা নাবী (ﷺ)-এর সময় আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর নেতৃত্বে এক অভিযানে শত্রুর ওপর রাতের বেলায় আক্রমণ করি, তখন আমাদের সংকেত ছিল "আমিত আমিত" অর্থাৎ- (হে আল্লাহ!) শত্রুদেরকে ধ্বংস কর (মৃত্যু দাও)। (আবূ দাঊদ)[১১৯০]

ব্যাখ্যা : (كَانَ شِعَارُنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ: أَمِتْ أَمِتْ) অর্থাৎ- ঐ রাতে আমাদের প্রতীকী চিহ্ন ছিল (أَمِتْ أَمِتْ) গুরুত্বারোপের জন্য শব্দটি বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা উদ্দেশ্য হলো- এ শব্দটি ঐ শব্দের অন্তর্ভুক্ত যা বারংবার উল্লেখ করা হয়। একমতে বলা হয়েছে, সম্বোধিত সত্বা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। কেননা তিনি মৃত্যুদানকারী, সুতরাং অর্থ হলো- হে সাহায্যকারী! তুমি মৃত্যু দাও"।

[১১৮৯] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ২৫৯৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩০৫২। কারণ এর সানাদে হাজ্জাজ বিন আরত্বত একজন দুর্বল রাবী।

[১১৯০] **হাসান :** আবূ দাঊদ ২৬৩৮, আহমাদ ১৬৪৯৮।

আর শারহুস্ সুন্নাতে আছে, "হে সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি! তুমি হত্যাযজ্ঞ চালাও, এ ক্ষেত্রে সম্বোধিত ব্যক্তি যোদ্ধা"। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٩٥١ ـ [١٥] وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَّادٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَكْرَهُوْنَ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِتَالِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৯৫১-[১৫] ক্বয়স ইবনু 'উব্বাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সহাবীগণ যুদ্ধের সময় হৈ-হুল্লোড় বা হট্টগোল করাটা অপছন্দ করতেন। (আবূ দাউদ)[১১৯১]

ব্যাখ্যা : (يَكْرَهُوْنَ الصَّوْتَ) "তারা আওয়াজ অপছন্দ করত।" আল্লাহর যিক্র ছাড়া তারা সাধারণ আওয়াজ অপছন্দ করতেন। মুযহির বলেন : যোদ্ধাদের অভ্যাস তাদের আওয়াজ উঁচু করা, হয় নিজেদের বড়ত্ব প্রকাশ করার জন্য অথবা আওয়াজের আধিক্যতার মাধ্যমে নিজেদের আধিক্যতা প্রকাশ করার জন্য অথবা শত্রুদেরকে ভয় দেখানোর জন্য অথবা "আমি যুদ্ধ অনুসন্ধানকারী বীর" এ কথা বলার মাধ্যমে বীরত্ব প্রকাশের জন্য। সহাবীগণ এ ধরনের কিছু বলে আওয়াজ উঁচু করাকে অপছন্দ করতেন, কেননা এ ধরনের আওয়াজ দ্বারা সুউচ্চ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় না, বরং তারা তাকবীর ধ্বনি দ্বারা আওয়াজ উঁচু করত, কেননা এতে ইহকাল ও পরকালের সফলতা আছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

নায়ল গ্রন্থকার বলেন : অত্র হাদীসে এ প্রমাণ আছে যে, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আওয়াজ উঁচু করা, বেশি হৈচৈ করা, চিৎকার করা মাকরূহ। সম্ভবত তাদের অপছন্দ করার কারণ এজন্য যে, ঐ সময়ে আওয়াজ করা কখনো ভয় ও ব্যর্থতার ইঙ্গিত বহন করে যা চুপ থাকার বিপরীত। কেননা চুপ থাকা দৃঢ়তার প্রতি নির্দেশক, বীরত্বের বাঁধন। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬৫৩)

٣٩٥٢ ـ [١٦] وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اُقْتُلُوْا شُيُوْخَ الْمُشْرِكِيْنَ وَاسْتَحْيُوْا شَرْخَهُمْ» أَيْ صِبْيَانَهُمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৩৯৫২-[১৬] সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : তোমরা যুদ্ধের মাঠে বয়োঃবৃদ্ধ মুশরিকদেরকে হত্যা কর এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের অর্থাৎ শিশু-কিশোরদের হত্যা করো না (জীবিত রাখ)। (তিরমিযী, আবূ দাউদ)[১১৯২]

ব্যাখ্যা : (اُقْتُلُوْا شُيُوْخَ الْمُشْرِكِيْنَ) বাক্য দ্বারা শিশুদের বিপরীত ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। দুর্বল বৃদ্ধকে হত্যা করা যাবে না, তবে যখন সে পরামর্শদাতা হবে তখন ভিন্ন কথা।

(اسْتَحْيُوْا شَرْخَهُمْ) "তাদের শিশুদেরকে জীবিত রাখবে"। নিহায়াহ্ গ্রন্থে যা আছে, তা একে সমর্থন করছে। «الشَّرْخُ» বলতে ঐ সকল শিশু যারা প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছেনি, আর «اِسْتِحْيَاء» এর ব্যাখ্যা হলো দাস বানানোর স্বার্থে তাদের জীবিত রাখা। সুতরাং এটা রূপক অর্থ- আর তাদেরকে অবশিষ্ট রাখা থেকে উদ্দেশ্য হলো- তাদেরকে দাস বানানো ও তাদের দ্বারা সেবা নেয়া উদ্দেশ্য।

[১১৯১] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ২৬৫৬, য'ঈফাহ্ ৪২৮৯।

[১১৯২] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ২৬৭০, তিরমিযী ১৫৮৩, আহমাদ ২০১৪৫। কারণ এর সানাদে ক্বতাদাহ্ ও হাসান উভয় রাবীই 'আন্'আনাহ্ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আবূ 'উবায়দ বলেন, «الشُّيُوخ» দ্বারা তাদের মাঝে ধৈর্যের অধিকারী ব্যক্তি, যুদ্ধ করতে সক্ষম এমন ব্যক্তি উদ্দেশ্য করেছেন, এমন বৃদ্ধদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়নি, যাদেরকে বন্দী করলে তাদের মাধ্যমে সেবা করার উপকার লাভ করা যায় না।

হাদীসে ব্যবহৃত «الشَّرْخُ» শব্দ দ্বারা ধৈর্যের অধিকারী ঐ সকল যুবক উদ্দেশ্য, যারা কর্তৃত্ব ও সেবা করার উপযোগী। আবূ বাক্‌র বলেন, «الشَّرْخُ» বলা হয় যৌবনের সূচনাকে। বিদ্বানগণ এ হাদীসটির যে বিশ্লেষণ করে থাকে তার মাঝে এটাই সর্বোত্তম বিশ্লেষণ। যাতে হাদীসটি এ অধ্যায়ে আনাস-এর যে হাদীস আছে তার বিরোধিতা না করে আর তার থেকে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো, «لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا» "তোমরা দুর্বল বৃদ্ধকে হত্যা করো না"।

(شُيُوخَ الْمُشْرِكِيْنَ) অর্থাৎ বীরত্বের অধিকারী, যুদ্ধে পারদর্শী শক্তিশালী পুরুষ, ঐ সকল দুর্বল পুরুষ নয়, যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি। সুতরাং শিশুদেরকে হত্যা করা ও মহিলাদেরকে হত্যা করা হারাম।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৫৮৩)

٣٩٥٣ -[١٧] وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أُسَامَةُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ عَهِدَ إِلَيْهِ قَالَ: «أَغِرْ عَلٰى أُبْنٰى صَبَاحًا وَحَرِّقْ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৯৫৩-[১৭] 'উরওয়াহ্ [ইবনুয্ যুবায়র] (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসামাহ্ (ইবনু যায়দ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নির্দেশ দিয়েছেন : 'উব্‌না' বস্তির ওপর প্রত্যুষে অতর্কিত আক্রমণ কর এবং তাদের সব কিছু (ঘরবাড়ি ও গাছপালা) জ্বালিয়ে দাও। (আবূ দাঊদ)[১১৯৩]

ব্যাখ্যা : (عَلٰى أُبْنٰى) আসকালান ও রামলার মাঝামাঝি ফিলিস্তীনের একটি স্থান।

তূরিবিশতী বলেন : জুহায়নাহ্ শহরের একটি স্থান। ইবনুল হুমাম বলেন : একমতে বলা হয়েছে, নিশ্চয় তা একটি গোত্রের নাম।

(صَبَاحًا) অর্থাৎ তাদের উদাসীন থাকার অবস্থায় হঠাৎ করে, অসতর্ক থাকাবস্থায়।

(وَحَرِّقْ) অন্য বর্ননায় (ثُمَّ حَرِّقْ) এসেছে, অর্থাৎ তাদের শস্য, তাদের বৃক্ষ ও তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দাও।

ইবনুল হুমাম বলেন : ইমাম যখন যুদ্ধ ময়দান হতে ফিরে আসার ইচ্ছা করবে আর তার সাথে যোদ্ধাদের চতুস্পদ জন্তু থাকবে। এমতাবস্থায় শত্রু থেকে অর্জিত চতুস্পদ জন্তু ইসলামী দেশে নিয়ে আসতে সক্ষম না হলে সেগুলো যাবাহ করবে, অতঃপর সেগুলো জ্বালিয়ে দিবে সেগুলো হত্যা করবে না। তা জ্বালিয়ে দেয়া হবে কেবল কাফিরদের উপকার লাভের পথকে বন্ধ করে দেয়ার জন্য। আর তা বিল্ডিং নষ্টকরণের মতো, আর এ মহৎ উদ্দেশে জ্বালিয়ে দেয়া যাবাহের পূর্বে জালিয়ে দেয়ার বিপরীত, কেননা তা নিষেধ করা হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬১৩)

٣٩٥٤ -[١٨] وَعَنْ أَبِيْ أُسَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ: «إِذَا أَكْثَبُوْكُمْ فَارْمُوْهُمْ وَلَا تَسُلُّوا السُّيُوْفَ حَتّٰى يَغْشَوْكُمْ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

[১১৯৩] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ২৬১৬, ইবনু মাজাহ ২৮৪৩। কারণ এর সানাদে সলিহ বিন আবুল আখযার একজন ত্রুটিযুক্ত রাবী।

৩৯৫৪-[১৮] আবূ উসায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : শত্রুরা যখন তোমাদের খুব সন্নিকটবর্তী চলে আসে তখন তাদের ওপর তীর বর্ষণ কর। আর তারা তোমাদের ওপর ঝাপিয়ে না পড়া পর্যন্ত তরবারি উন্মুক্ত করো না। (আবূ দাঊদ)[১১৯৪]

ব্যাখ্যা : (حَتّٰى يَغْشَوْكُمْ) অর্থাৎ তারা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের নিকটবর্তী না হয়, যাতে তোমাদের তরবারি তাদের নাগালে পেতে পারে। (আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬৬১)

٣٩٥٥ - [١٩] (حسن صحيح) وَعَنْ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيْعِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةٍ فَرَأٰى النَّاسَ مُجْتَمِعِيْنَ عَلٰى شَيْءٍ فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ: «أُنْظُرُوْا عَلٰى عَلَامَ اجْتَمَعَ هٰؤُلَاءِ؟» فَقَالَ: عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيْلٍ فَقَالَ: «مَا كَانَتْ هٰذِهٖ لِتُقَاتِلَ» وَعَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ: «قُلْ لِخَالِدٍ: لَا تَقْتُلِ امْرَأَةً وَلَا عَسِيْفًا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৯৫৫-[১৯] রবাহ ইবনুর্ রবী' (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোনো এক যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে ছিলাম। তখন তিনি (ﷺ) বহু সংখ্যক লোকেদেরকে এক জায়গায় জড়ো হতে দেখে জনৈক ব্যক্তিকে লোকেদের ভিড় করার কারণ জানতে পাঠালে লোকটি এসে বলল, একজন মহিলার লাশকে কেন্দ্র করে লোকেরা জড়ো হয়েছে। এ কথা শুনে তিনি (ﷺ) বললেন, এ মহিলাটি তো এমন নয় যে, সে আমাদের বিরুদ্ধে লড়বে। বর্ণনাকারী বলেন, এ সেনাদলের অগ্রাধিনায়ক ছিলেন খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (রাঃ)। অতঃপর তিনি (ﷺ) জনৈক ব্যক্তিকে এই বলে পাঠালেন– খালিদকে বলে দাও! কোনো মহিলা এবং চাকরদেরকে হত্যা করো না। (আবূ দাঊদ)[১১৯৫]

ব্যাখ্যা : (عَسِيْفًا) অর্থাৎ কর্মচারী, খিদমাতে নিয়োজিত ব্যক্তি, আর এর চিহ্ন হলো অস্ত্রমুক্ত থাকা। হাদীসটি অন্য শব্দেও এসেছে, অতঃপর তিনি বলেন, فَقَالَ: «مَا كَانَتْ هٰذِهٖ لِتُقَاتِلَ» সাবধান, এ মহিলাটি এমন নয় যে, যুদ্ধ করবে? (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

খত্ত্বাবী বলেন : হাদীসটিতে ঐ ব্যাপারে প্রমাণ আছে যে, মহিলা যখন যুদ্ধ করবে তখন তাকে হত্যা করতে হবে, আপনি কি লক্ষ্য করছেন না যে, মহিলাকে হত্যা করা হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে যে কারণটি তিনি উল্লেখ করেছেন তা হলো মহিলা যুদ্ধ করে না, সুতরাং যখন সে যুদ্ধ করবে তখন তা মহিলাকে হত্যা করা বৈধ হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করবে। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬৬৬)

٣٩٥٦ - [٢٠] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «اِنْطَلِقُوْا بِاسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ لَا تَقْتُلُوْا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا صَغِيْرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَغُلُّوْا وَضُمُّوْا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوْا وَأَحْسِنُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

[১১৯৪] য'ঈফ : আবূ দাঊদ ২৬৬৪। কারণ এর সানাদে ইসহাক্ব বিন নাজীহ একজন মাজহূল রাবী আর মালিক বিন হামযাহ্ একজন মাসতূর রাবী।

[১১৯৫] সহীহ : আবূ দাঊদ ২৬৬৯, সহীহাহ্ ৭০১।

৩৯৫৬-[২০] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমরা আল্লাহর নামে, আল্লাহর সাহায্যে এবং তাঁর রসূলের দীনের উপর রওয়ানা হয়ে যাও। সাবধান! বয়োঃবৃদ্ধ, ছোট শিশু, বালক-বালিকা এবং কোনো মহিলাকে হত্যা করো না। গনীমাতের মালে খিয়ানাত করো না এবং গনীমাতের সমস্ত মাল আমীরের (নেতার) নিকট একত্রিত করবে, পরস্পর সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকবে এবং সদাচরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন। (আবূ দাউদ)[১১৯৬]

ব্যাখ্যা : «الشَّيْخَ الْفَانِيْ» (অতিবৃদ্ধ) 'যাকে হত্যা করা হবে না' এমন ব্যক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ ব্যক্তি যে যুদ্ধ করার ব্যাপারে ক্ষমতা রাখে না, দু'দল একত্রিত হওয়ার সময় শ্লোগান দিতে পারে না, গর্ভবতীকরণে সক্ষম নয়, কেননা সক্ষম ব্যক্তির মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন হয়। অতঃপর মুসলিমদের বিরুদ্ধে যোদ্ধাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এটা যাখীরাহ্ গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন।

শায়খ আবূ বাক্র الرَّازِيُّ فِيْ كِتَابِ الْمُرْتَدِّ فِيْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ (আর্ রাযী কিতাবুল মুরতাদ্দি ফী শারহিত্ব ত্বহাবী)-তে একটু বেশি উল্লেখ করেছেন যে, বৃদ্ধ যখন পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হবে তখন আমরা তাকে হত্যা করব আর তার মতো ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করব যে পূর্ণ জ্ঞান থাকাবস্থায় মুরতাদ হয়ে যাবে। আর যাকে আমরা হত্যা করব না সে হলো ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি, যে ভালো-মন্দের পার্থক্যকারী জ্ঞানীদের সীমা বহির্ভূত। তখন এ ব্যক্তি পাগলের স্তরে থাকবে, বিধায় আমরা তাকে হত্যা করব না। এমন পাগল যখন মুরতাদ হয়ে যাবে তাকেও আমরা হত্যা করব না। ডান হাত যার কর্তিত, যার হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কর্তিত তাকেও আমরা হত্যা করব না।

সীয়ারে কাবীরে উল্লেখ আছে, খ্রীষ্টান ধর্মযাজককে তার গীর্জাতে হত্যা করা যাবে না। আর ইয়াহূদীদের গির্জাসমূহের ঐ সকল অধিবাসীদেরও হত্যা করা যাবে না যারা মানুষের সাথে উঠা-বসা করে না। তবে তারা যদি মানুষের সাথে উঠা-বসা করে তাহলে তাদেরকে হত্যা করতে হবে, যেমন খ্রীষ্টান ধর্মযাজকরা। মালিক তার মুয়াত্ত্বাতে ইয়াহ্ইয়া বিন সা'ঈদ থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ বাক্র শামের (সিরিয়ার) দিকে সৈন্যবাহিনী পাঠালেন, তখন আবূ বাক্র ইয়াযীদ বিন আবূ সুফ্ইয়ান-এর সাথী হয়ে বাড়ী থেকে বের হয়ে তাকে বললেন, "নিশ্চয় আমি তোমাকে দশটি বিষয়ের ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছি– তুমি শিশু, মহিলা, অতিবৃদ্ধ হত্যা করবে না, ফলদার বৃক্ষ কাটবে না, বকরী হত্যা করবে না, গাভী হত্যা করবে না, তবে খাওয়ার উদ্দেশে যাবাহ করতে পার, কোনো কিছু জ্বালিয়ে দিবে না, আবাদ ভূমিকে নষ্ট করবে না, মা ও সন্তানের মাঝে বিচ্ছিন্ন করবে না, কাপুরুষতার পথ অবলম্বন করবে না ও আত্মসাৎ করবে না।" (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

'আওনুল মা'বূদে (৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬১১) আছে, (وَلَا اِمْرَأَةً) অর্থাৎ- মহিলা যখন যোদ্ধা অথবা রাণী না হবে।

٣٩٥٧ ـ[٢١] وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ تَقَدَّمَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَتَبِعَهُ ابْنُهُ وَأَخُوهُ فَنَادٰى: مَنْ يُبَارِزُ؟ فَانْتَدَبَ لَهُ شَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ؟ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لَنَا فِيكُمْ إِنَّمَا أَرَدْنَا بَنِيْ عَمِّنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُمْ يَا حَمْزَةُ! قُمْ يَا عَلِيُّ! قُمْ يَا عُبَيْدَةُ بْنَ الْحَارِثِ». فَأَقْبَلَ

[১১৯৬] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ২৬১৪, য'ঈফ আল জামি' ১৩৪৬। কারণ এর সানাদে খালিদ বিন ফিরয একজন দুর্বল রাবী।

حَمْزَةُ إِلَى عُتْبَةَ وَأَقْبَلْتُ إِلَى شَيْبَةَ وَاخْتَلَفَ بَيْنَ عُبَيْدَةَ وَالْوَلِيدِ ضَرْبَتَانِ فَأَثْخَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ثُمَّ مِلْنَا عَلَى الْوَلِيدِ فَقَتَلْنَاهُ وَاحْتَمَلْنَا عُبَيْدَةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

৩৯৫৭-[২১] 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাদ্‌র যুদ্ধের দিন (মুশরিকদের পক্ষে) 'উত্‌বাহ্ ইবনু রবী'আহ্ সর্বপ্রথম সম্মুখে অগ্রসর হলেন। অতঃপর তার অনুসরণ করে পিছু নিল তার পুত্র (ওয়ালীদ) ও তার ভাই (শায়বাহ্)। অতঃপর সে পরস্পর যুদ্ধের জন্য ঘোষণা দিল, কে আছ যে আমাদের মুকাবিলা করবে? তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে কয়েকজন আনসারী যুবক এগিয়ে গেল। 'উতবাহ্ জিজ্ঞেস করল, তোমরা কারা? যুবকেরা তাদের পরিচয় দিল। তখন 'উতবাহ্ বলল, তোমাদের সাথে মুকাবিলা করা আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই; বরং আমরা তো আমাদের চাচাত ভাইদেরকে চাই। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে হামযাহ্! তুমি যাও, হে 'আলী! তুমি যাও এবং হে 'উবায়দাহ্ ইবনু হারিস! তুমি যাও। অতঃপর হামযাহ্ 'উতবার দিকে অগ্রসর হয়ে তাকে হত্যা করলেন। আর আমি শায়বার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করলাম। আর 'উবায়দাহ্ ও ওয়ালীদ-এর মধ্যে পাল্টাপাল্টি আক্রমণ চলতে লাগল এবং পরস্পরের মধ্যে মারাত্মকভাবে হতাহত হতে লাগল। অতঃপর 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ অবস্থা দেখে আমরা তৎক্ষণাৎ ওয়ালীদ-এর ওপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করলাম এবং 'উবায়দাহ্-কে আহত অবস্থায় উঠিয়ে নিয়ে এলাম। (আহমাদ, আবূ দাঊদ)[১১৯৭]

ব্যাখ্যা : শারহুস্ সুন্নাহ্‌তে আছে, অত্র হাদীসে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরস্পর কুস্তির বৈধতা আছে ইমাম যখন অনুমতি দিবে তখন কুস্তি বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্বানগণ মতানৈক্য করেননি। যখন কুস্তি ইমামের অনুমতিক্রমে না হবে তখন তা বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্বানগণ মতানৈক্য করেছেন। একদল তা বৈধ সাব্যস্ত করেছেন, আর ইমাম মালিক ও শাফি'ঈ এ মত সমর্থন করেছেন। কেননা আনসারীরা যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে বেরিয়ে গিয়েছিল, আর যখন একজন তার সাথীর ক্ষেত্রে অক্ষম হয়েছিল তখন হামযাহ্, 'আলী এবং 'উবায়দাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহুম এগিয়ে এসেছিল। এ ব্যাপারে উক্তি করেছেন শাফি'ঈ, আহমাদ ও ইসহাক্। আওযা'ঈ বলেন, কুস্তিতে কেউ কাউকে সাহায্য করবে না, কেননা কুস্তি এমনই হয়ে থাকে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

খত্ত্বাবী বলেন : হাদীসের সারমর্ম হলো, নিঃসন্দেহে কুস্তি ইমামের অনুমতি ও বিনা অনুমতি– উভয় অবস্থাতে বৈধ হওয়ার উপরে হাদীসটি প্রমাণ বহন করছে। কেননা হামযাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কুস্তি অনুমতিসাপেক্ষে ছিল, আর আনসারীরা বের হয়ে এসেছিল, এমতাবস্থায় তাদের জন্য কোনো অনুমতি ছিল না। আর নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদের কাজ অস্বীকার করেননি। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬৬২)

٣٩٥٨-[٢٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً فَأَتَيْنَا الْمَدِينَةَ فَاخْتَفَيْنَا بِهَا وَقُلْنَا: هَلَكْنَا ثُمَّ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ نَحْنُ الْفَرَّارُونَ. قَالَ: «بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ وَأَنَا فِئَتُكُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ نَحْوَهُ وَقَالَ: «لَا بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ» قَالَ: فَدَنَوْنَا فَقَبَّلْنَا يَدَهُ فَقَالَ: «أَنَا فِئَةُ الْمُسْلِمِينَ».

[১১৯৭] সহীহ : আবূ দাঊদ ২৬৬৫।

وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ: كَانَ يَسْتَفْتِحُ وَحَدِيْثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ «ابْغُوْنِيْ فِيْ ضُعَفَائِكُمْ» فِيْ بَابِ «فَضْلِ الْفُقَرَاءِ» إِنْ شَآءَ اللهُ تَعَالٰى.

৩৯৫৮-[২২] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে একটি সৈন্যবাহিনীতে পাঠালেন। কিন্তু আমাদের সাথীরা পালিয়ে গেল, ফলে আমরা মাদীনায় ফিরে এসে আত্মগোপন করলাম। আর আমরা (মনে মনে) বলতে লাগলাম, আমরা ধ্বংস হয়ে গেছি। অতঃপর আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল (সাঃ)! আমরা তো যুদ্ধ হতে পলায়নকারী। তখন তিনি (সাঃ) বললেন, না, এরূপ নয়, বরং তোমরা তো পুনঃআক্রমণকারী। আমি তোমাদের দলে (পেছনে) রয়েছি। (তিরমিযী)[১১৯৮]

আবূ দাউদ-এর বর্ণনাও অনুরূপ। অবশ্য সেখানে হাদীসের শেষ বাক্য হলো, "না তোমরা পলায়নকারী নও; বরং পুনঃআক্রমণকারী।" বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তাঁর নিকটে গেলাম এবং তাঁর হাত চুমু দিলাম। তখন তিনি (সাঃ) বললেন, আমিই মুসলিমদের পশ্চাতের দল। গ্রন্থকার বলেন, শীঘ্রই আমরা উমাইয়্যাহ্ ইবনু 'আব্দুল্লাহ-এর বর্ণিত হাদীস যার শুরু হলো, "তারা বিজয় প্রত্যাশা করছিল"। আর আবুদ্ দারদা-এর বর্ণিত হাদীস যার শুরু "তোমরা আমাকে তোমাদের দুর্বলদের মধ্যে সন্ধান কর" ইন্‌শা-আল্ল-হ "ফাকীর-গরীবদের মর্যাদা" অধ্যায়ে বর্ণনা করব।

ব্যাখ্যা : (فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً) ক্বাযী বলেন : অর্থাৎ "তারা এড়িয়ে গেল"। তবে ইবনু 'উমার (রাঃ) যদি النَّاسُ দ্বারা মুসলিম বাহিনীর শত্রুদের উদ্দেশ্য করে থাকেন, তাহলে এখানে حَيْصَةً দ্বারা উদ্দেশ্য হবে আক্রমণ করা, অর্থাৎ তারা একযোগে আমাদের ওপর আক্রমণ করল, চক্কর দিল। অতঃপর আমরা তাদের সাথে পরাজিত হলোাম। আর যদি السرية উদ্দেশ্য করেন তাহলে حَيْصَةً দ্বারা উদ্দেশ্য হবে প্রত্যাবর্তন করা, অর্থাৎ- তারা মাদীনাতে আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশে শত্রুদের থেকে ফিরে গেল, তথা পলায়ন করল। আর এ অর্থেই মহান আল্লাহর বাণী, "আর তা থেকে তারা কোনো পলায়নস্থল পাবে না।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১২১)

জাওহারী-এর উক্তি «حَاصَ عَنْهُ» অর্থাৎ- সে তা থেকে সরে গেল। বন্ধুদেরকে বলা হয় «حَاصُوا عَنِ الْأَعْدَاءِ» অর্থাৎ- শত্রুদের থেকে সরে যাও। আর শত্রুদেরকে বলা হয়, তোমরা পরাজয় বরণ কর।

আর ফায়িক্ব গ্রন্থে আছে, «فَحَاصَ حَيْصَةً» অর্থাৎ- অতঃপর সে পরাজয় বরণ করল। এক বর্ণনাতে আছে, «فَجَاضَ» আর তা হলো সরে যাওয়া, ঢালুতে অবতরণ করা। নিহায়াহ্ গ্রন্থকার বলেন : «فَحَاصَ الْمُسْلِمُوْنَ حَيْصَةً» অর্থাৎ- তারা পলায়নের উদ্দেশে প্রদক্ষিণ করল।

(هَلَكْنَا) অর্থাৎ- আমরা পলায়নের মাধ্যমে অবাধ্যতা প্রকাশ করেছি, অতএব আমরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। এটা তাদের থেকে এ ধারণাবশত যে, সাধারণত যুদ্ধ থেকে পালায়ন করা কাবীরাহ্ গুনাহের আওতাভুক্ত। (الْعَكَّارُوْنَ) অর্থাৎ- যুদ্ধের দিকে বারংবার প্রত্যাবর্তনকারী, তার আশে-পাশে চলাফেরাকারী। অনুরূপভাবে নিহায়াতে আছে, এর অর্থ হলো- যুদ্ধের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

(وَأَنَا فِئَتُكُمْ) নিহায়াহ্ গ্রন্থে আছে, الْفِئَةُ বলতে মূলত মানুষের দল, যে দল সৈন্যবাহিনীর পেছনে থাকে। অতঃপর তাদের ওপর যদি কোনো ভয় থাকে অথবা পরাজয়ের আশঙ্কা থাকে তাহলে তারা তার কাছে আশ্রয় নেয়।

[১১৯৮] **য'ঈফ** : আবূ দাউদ ২৬৪৭, তিরমিযী ১৭১৬, আহমাদ ৫৩৮৪, ইরওয়া ১২০৩। কারণ এর সানাদে ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ একজন দুর্বল রাবী।

ফায়িক্ব গ্রন্থে আছে- নাবী ﷺ-এর বাণী (أَنَا فِئَتُكُمْ) এক্ষেত্রে মহান আল্লাহর বাণীর ﴿أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ﴾ অর্থাৎ- "অথবা নিজ দলে আশ্রয় গ্রহণ করার লক্ষ্যে"- (সূরাহ্ আল আনফাল ৮ : ১৬) এ দিকে গিয়েছে। এর মাধ্যমে পলায়নের ক্ষেত্রে তিনি তাদের আপত্তিকে সহজ করেন, অর্থাৎ- তোমরা আমার কাছে আশ্রয় নিয়েছ, সুতরাং তোমাদের কোনো ত্রুটি নেই।

শারহুস্ সুন্নাহ্তে আছে, 'আবদুল্লাহ বিন মাস্'উদ বলেন : যে ব্যক্তি তিনজনের মোকাবেলা করা থেকে পলায়ন করবে তাহলে সে পলায়ন করেনি। আর যে ব্যক্তি দু'জনের বিরুদ্ধে লড়াই করা থেকে পলায়ন করবে, তাহলে সুনিশ্চিত সে পলায়ন করেছে। আর যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা কাবীরাহ্ গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি দু'জনের মোকাবেলা করা থেকে পলায়ন করবে তার জন্য পলায়নের সময় ইঙ্গিতের মাধ্যমে সলাত আদায় করা বৈধ নয়, কেননা সে অবাধ্য, যেমন চোর অবাধ্য। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(الْعَكَّارُوْنَ) অর্থাৎ- তোমরা যুদ্ধের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, তার পাশে প্রদক্ষিণকারী, যখন আপনি কোনো কিছুর আশে-পাশে প্রদক্ষিণ করবেন, সেখান থেকে চলে যাওয়ার পর পুনরায় সেখানে ফিরে আসবেন তখন 'আরবীতে বলা হবে «عكرت على الشيئ»। আসমা'ঈ বলেন, আমি এক বেদুঈনকে দেখলাম সে তার কাপড় থেকে উকুন বের করছে, অতঃপর বুরগূছ হত্যা করে উকুনটিকে ছেড়ে দিচ্ছে। সুতরাং আমি বললাম, আপনি এমন করছেন কেন? তখন বেদুঈন বলল, আমি অশ্বারোহীকে হত্যা করছি, অতঃপর পদাতিক বাহিনীর পর ঘুরে আক্রমণ করব। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬৪৪)

(بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ سَرِيَّةٍ) নিহায়াহ্ গ্রন্থকার বলেন, اَلسَّرِيَّةُ বলতে সৈন্যবাহিনীর একটি অংশকে বুঝায় যা সংখ্যায় সর্বোচ্চ চারশত। যে অংশটিকে শত্রুর কাছে পাঠানো হয়। এর বহুবচন হলো اَلسَّرَايَا। একে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে, কেননা এরা সৈন্যবাহীর সারাংশ, তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত, উৎকৃষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত।

(هَلَكْنَا) অর্থাৎ যুদ্ধ হতে পলায়ন করে আমরা কাবীরাহ্ গুনাহ করার ফলে ধ্বংস হয়ে গেছি। আবূ দাউদ-এর বর্ণনাতে আছে- অতঃপর লোকেরা পালিয়ে গেল, আর যারা পালিয়েছিল তাদের মাঝে আমি একজন। এরপর আমরা যখন মাদীনায় প্রবেশ করলাম তখন বললাম, আমরা কি করব? আমরা তো যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করেছি, আমরা গজবে পতিত হয়েছি। অতঃপর আমরা বললাম, আমরা মাদীনাতে আত্মগোপন করে থাকব, ফলে কেউ আমাদেরকে দেখবে না। তিনি বলেন, এরপর আমরা মাদীনায় প্রবেশ করে বললাম, যদি আমরা আমাদের নিজেদেরকে আল্লাহর রসূলের সামনে উপস্থাপন করি, আর যদি আমাদের তাওবাহ্ করার সুযোগ থাকে তাহলে আমরা সেখানে অবস্থান করব আর এছাড়া অন্য কিছু হয় তাহলে আমরা চলে যাব। তিনি বলেন, অতঃপর আমরা আল্লাহর রসূলের অপেক্ষায় ফাজ্‌রের সলাতের পূর্বে বসলাম, অতঃপর তিনি বেরিয়ে এলে আমরা তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, আমরা পলায়নকারী..... শেষ পর্যন্ত। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫ম খণ্ড, হাঃ ১৭১৬)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٩٥٩-[٢٣] عَنْ ثَوْبَانَ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُرْسَلًا

৩৯৫৯-[২৩-] সাওবান ইবনু ইয়াযীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ত্বায়িফবাসীদের ওপর আক্রমণকালে মিনজানীক্ব (কামান) স্থাপন করেছেন। (তিরমিযী মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন)[১১৯৯]

ব্যাখ্যা : (الْمَنْجَنِيْقَ) এমন এক যন্ত্র যার মাধ্যমে পাথর নিক্ষেপ করা হয়। (عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ) অর্থাৎ- উপত্যকায় অবস্থিত সাক্বীফ গোত্রের শহর যার সর্বপ্রথম শহর লুক্বায়ম, শেষ শহর রাহ্ত। একে ত্বায়িফ নামকরণ করার কারণ হলো এ এলাকাটি নূহ 'আলায়হিস্ সালাম-এর প্লাবনে পানির উপর ভেসে ছিল। অথবা জিবরীল 'আলায়হিস্ সালাম একে সহ বায়তুল্লাহ ত্বওয়াফ করেছেন অথবা এটা শামদেশে (সিরিয়ায়) ছিল। অতঃপর ইবরাহীম 'আলায়হিস্ সালাম-এর দু'আতে আল্লাহ তা'আলা হিজাযে স্থানান্তর করেন। ক্বামূস-এ এভাবেই আছে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(٥) بَابُ حُكْمِ الْأُسَرَاءِ

অধ্যায়-৫ : যুদ্ধবন্দীদের বিধিমালা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٩٦٠ - [١] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَجِبَ اللّٰهُ مِنْ قَوْمٍ يُدْخَلُوْنَ الْجَنَّةَ فِي السَّلَاسِلِ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «يُقَادُوْنَ إِلَى الْجَنَّةِ بِالسَّلَاسِلِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৯৬০-[১] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা সে সকল লোকেদেরকে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন, যাদের শিকল পরিহিত অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, শিকল পরিহিত অবস্থায় জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। (বুখারী)[১২০০]

ব্যাখ্যা : (يُدْخَلُوْنَ الْجَنَّةَ فِي السَّلَاسِلِ) অর্থাৎ- তাদেরকে বন্দী অবস্থায় বলপূর্বক, অনিচ্ছায় শিকল এবং রশিতে করে পাকড়াও করা হবে। অতঃপর তারা ইসলামী ভূখণ্ডে প্রবেশ করবে এবং আল্লাহ তাদেরকে ঈমান দান করবেন, ফলে তারা এর বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর ব্যক্তি হিসেবে ইসলামের সান্নিধ্যে আসার কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

একমতে বলা হয়েছে, (السَّلَاسِلِ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যা তারা প্রত্যাখ্যান করে, অর্থাৎ নিজেদের হত্যাকরণ, স্ত্রী ও সন্তানদের বন্দীকরণ, বাড়ী-ঘর ধ্বংসকরণ এবং ঐ সকল বিষয় যা ব্যক্তিকে ইসলামে প্রবেশে বাধ্য করে, যা জান্নাতে প্রবেশের কারণ। আর (السَّلَاسِلِ) দ্বারা সত্যকে আকর্ষণ করাও উদ্দেশ্য হতে পারে, বিশেষ করে যার দ্বারা তিনি তাঁর বান্দাদেরকে পথভ্রষ্টতা থেকে হিদায়াতের দিকে টানবেন, প্রকৃতির গর্তে অবতরণ করা থেকে সুউচ্চ মর্যাদার মাধ্যমে জান্নাতুল মা'ওয়ার দিকে আরোহণ করতে। আমি (গ্রন্থকার) বলব, এভাবে (السَّلَاسِلِ)-এর অর্থের মাঝে আছে অন্তরের অপছন্দনীয়তা, অর্থাৎ দারিদ্র্যতা,

---

[১১৯৯] মাওযূ' : তিরমিযী ২৭৬২। কারণ এর সানাদে 'উমার বিন হারূন একজন মাতরূক রাবী।

[১২০০] সহীহ : বুখারী ৩০১০।

অসুস্থতা, উদাসীনতা, সকল শরীরিক বিপদসমূহ, আত্মিক সুখের অনুপস্থিতি। কেননা এটা আত্মিক উন্নত অবস্থার দিকে এবং পরকালীন উচ্চস্থানের দিকে টানে, আর এ দিকেরই অন্তর্ভুক্ত হলো সন্তানাদির লেখা-পড়াকে অপছন্দ করা।

জামিউস্ সগীরে আছে, আমাদের প্রভু এমন সম্প্রদায়ের কারণে আশ্চর্যান্বিত হন যাদেরকে শিকলসমূহে করে জান্নাতের দিকে হাকিয়ে নেয়া হবে। তৃবারানী-এর বর্ণনাতে আবূ উমামাহ্ ও আবূ নু'আয়ম থেকে বর্ণিত, তারা আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, "আমি এমন সম্প্রদায়ের কারণে আশ্চর্যান্বিত হই যাদেরকে শিকলে করে জান্নাতের দিকে হাকিয়ে নেয়া হয়, অথচ তারা তা অপছন্দ করে।" (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ইবনুল জাওযী বলেন : এর অর্থ হলো তাদেরকে বন্দী করা হবে, বেঁধে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর তারা যখন ইসলামের বিশুদ্ধতা জানতে পারবে তখন স্বেচ্ছায় তারা ইসলামে প্রবেশ করবে, অতঃপর জান্নাতে প্রবেশ করবে। সুতরাং এক্ষেত্রে বন্দী ও কয়েদী হওয়ার ব্যাপারে বাধ্য করাই প্রথম কারণ, বাধ্য করার ব্যাপারে যেন ধারাবাহিকতা প্রয়োগ করা হয়েছে, যা জান্নাতে প্রবেশের কারণ। এখানে উদ্ভূত বিষয়কে তার কারণের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

ত্বীবী বলেন : 'শিকল দ্বারা' এখানে ঐ আকর্ষণ উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা রাখছে, যাকে হিদয়াতের প্রতি আল্লাহ আকর্ষণ করবেন, যিনি তাঁর বান্দাদেরকে মুক্তি দিতে পথভ্রষ্টতা থেকে হিদায়াতের দিকে, প্রবৃত্তির গর্তে অবতরণ করা থেকে মর্যাদাসমূহে আরোহণ করার দিকে টেনে আনবেন। তবে আ-লি 'ইমরান-এর তাফসীরে হাদীসটি ঐ দিকে নির্দেশনা করছে যে, গলায় শিকল পরানো বিষয়টি তার বাস্তবতার উপর প্রমাণ বহন করছে।

আর ইব্রাহীম হার্বী এ শব্দটির প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছেন, অর্থাৎ তাদেরকে জোর করে ইসলামের দিকে পরিচালনা করা হবে, আর এটা তাদের জান্নাতে প্রবেশের কারণ হবে। সেখানে কোনো শিকল থাকবে এমন নয়। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩০১০)

٣٩٦١ - [٢] وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَهُوَ فِيْ سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِه يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اُطْلُبُوْهُ وَاقْتُلُوْهُ». فَقَتَلْتُهٗ فَنَفَّلَنِيْ سَلَبَهٗ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৯৬১-[২] সালামাহ্ ইবনুল আক্ওয়া' (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী (সাঃ) (নাজ্দ এলাকায়) এক সফরে ছিলেন। তখন মুশরিকদের একজন গুপ্তচর (রসূল (সাঃ)-এর কাছে) এসে সহাবীগণের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলে সরে পড়ল। এতদশ্রবণে নাবী (সাঃ) বললেন, লোকটিকে খুঁজে বের করে হত্যা কর। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকে (গুপ্তচরকে) হত্যা করলাম এবং তিনি (সাঃ) তার সঙ্গে থাকা মাল আমাকে দান করলেন। (বুখারী, মুসলিম)[১২০১]

ব্যাখ্যা : ক্বাযী বলেন : عَيْنٌ (চোখ) বলতে এখানে গুপ্তচর উদ্দেশ্য। একে এ নামে নামকরণ করার কারণ হলো গুপ্তচরের কাজ চোখের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, অথবা দর্শনের প্রতি তার অধিক গুরুত্ব দেয়ার কারণে, দর্শনে তার নিবিষ্ট হওয়ার কারণে যেন তার সমস্ত শরীর চোখে পরিণত হয়েছে।

[১২০১] **সহীহ :** বুখারী ৩০৫১, মুসলিম ১৭৫৪, আবূ দাউদ ২৬৫৩, ইরওয়া ১২২২।

(سَلَبَهٗ) অর্থাৎ তার উপর যে কাপড়, অস্ত্র আছে তা উদ্দেশ্য। এ নামে একে নামকরণ করার কারণ হলো, তা ব্যক্তি থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। ইবনুল হুমাম বলেন : এভাবে তার বাহন, তার উপর গদি, যন্ত্র স্বরূপ যা আছে, তার সাথে প্রাণীর উপর আরও যা সম্পদ আছে এবং তার অনুরূপ স্বর্ণ, রৌপ্য থেকে আরও যা আছে।

ত্বীবী (রহঃ) বলেন : (فَنَفَّلَنِىْ) অর্থাৎ- তিনি আমাকে অতিরিক্ত দান করলেন, নাফ্‌ল বা অতিরিক্ত বলতে ঐ দান গনীমাতের যে সম্পদের মাধ্যমে তাকে বিশেষিত করা হয় এবং তার নির্দিষ্ট অংশের উপর বেশি দেয়া হয়। শারহুস্ সুন্নাতে আছে- অত্র হাদীসে এ প্রমাণ রয়েছে যে, নিরাপত্তা ছাড়া বিধর্মী রাষ্ট্র থেকে যে ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবেশ করবে তাকে হত্যা করা বৈধ। আর মুসলিম রাষ্ট্রে আশ্রয়প্রাপ্ত কাফিরদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি কাফিরদের পক্ষে গুপ্তচর বৃদ্ধি করবে, তার তরফ থেকে এ ধরনের আচরণ অঙ্গীকার ভঙ্গের শামিল, তাই তাকে হত্যা করতে হবে। আর এ ধরনের কাজ কোনো মুসলিম ব্যক্তি করলে তাকে হত্যা করা বৈধ হবে না বরং তাকে ধমক দিতে হবে, অতঃপর যদি অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতার দাবী করে এবং এ ধরনের কাজ পূর্বে তাদের থেকে সংঘটিত না হয়ে থাকে, তাহলে এ ধরনের ব্যক্তি থেকে পাশ কাটিয়ে যেতে হবে। এটা ইমাম শাফি'ঈ-এর উক্তি।

অত্র হাদীসে আরও প্রমাণ আছে যে, নিহত ব্যক্তির সঙ্গের সম্পত্তি হত্যাকারীর প্রাপ্য। ইবনুল হুমাম বলেন : নাফ্‌ল দান বলতে ইমাম কর্তৃক যোদ্ধাকে তার অংশের অধিক দান করা, অতিরিক্ত দানের মাধ্যমে যুদ্ধের প্রতি উৎসাহিত করা ইমামের জন্য মুস্তাহাব। সুতরাং ইমাম বলবে, "যে ব্যক্তি কাফির যোদ্ধাকে হত্যা করবে তার সঙ্গের সামগ্রী হত্যাকারীর জন্য।" অথবা সৈন্যবাহিনীকে বলবে, আমি গনীমাতের সম্পদ তোমাদের জন্য এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করার পর অবশিষ্ট সম্পদের অর্ধেক অথবা এক-চতুর্থাংশ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করলাম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

মুসলিমে 'ইকরামার বর্ণনাতে উল্লেখ করা হয়েছে, "অতঃপর সে লোকটি" উটটি বেঁধে লোকেদের সাথে খাদ্য খেতে এগিয়ে গেল এবং তাকাতাকি করতে থাকল। আর দুপুরে আমাদের মাঝে দুর্বলতা ছিল তা অবলোকন করে হঠাৎ লোকটি দ্রুতবেগে চলে যেতে থাকল।"

নাবাবী বলেন : অত্র হাদীসে কাফিরশত্রু গুপ্তচরকে হত্যা করার বৈধতা রয়েছে। আর এতে সকলে একমত।

কুরতুবী বলেন : অত্র হাদীসে সৈন্যবাহিনী গনীমাতের সম্পদ যা লাভ করেছে তার সমস্তই তাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা ইমাম তা দান করার অধিকার রাখেন, এ প্রমাণ আছে। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩০৫১)

٣٩٦٢ -[٣] وَعَنْهُ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هَوَازِنَ فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلٰى جَمَلٍ أَحْمَرَ فَأَنَاخَهٗ وَجَعَلَ يَنْظُرُ وَفِيْنَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ مِنَ الظَّهْرِ وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُّ فَأَتٰى جَمَلَهٗ فَأَثَارَهٗ فَاشْتَدَّ بِهِ الْجَمَلُ فَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ حَتّٰى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَأَنَخْتُهٗ ثُمَّ اخْتَرَطْتُ سَيْفِيْ فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ ثُمَّ جِئْتُ بِالْجَمَلِ أَقُوْدُهٗ وَعَلَيْهِ رَحْلُهٗ وَسِلَاحُهٗ فَاسْتَقْبَلَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟» قَالُوْا: اِبْنُ الْأَكْوَعِ فَقَالَ: «لَهٗ سَلَبُهٗ أَجْمَعُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৯৬২-[৩] উক্ত রাবী (সালামাহ্ ইবনুল আক্ওয়া' রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে 'হাওয়াযিন' গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। (যুদ্ধরত অবস্থায়) একদিন আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে দুপুরে খাবার খাচ্ছিলাম, তখন একজন (অপরিচিত) লোক একটি লালবর্ণের উটে সওয়ার হয়ে সেখানে আসলো এবং উটটি এক জায়গায় বসিয়ে এদিক-সেদিক দেখতে লাগল। আমাদের মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা ছিল এবং আমাদের সওয়ারীও ছিল কম, তাই কেউ ছিল পদাতিক। অতঃপর লোকটি সন্তর্পণে স্বীয় উটের কাছে এসে দ্রুতগতিতে উটটি হাঁকাতে লাগল। বর্ণনাকারী (সালামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তার এরূপ অবস্থা দেখে আমিও তৎক্ষণাৎ তার পিছু ছুটলাম। অবশেষে তার উটের লাগাম ধরে ফেললাম এবং তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করলাম। অতঃপর আমি তার উটসহ যা কিছু মাল ছিল সমস্ত কিছু নিয়ে এলাম। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য লোকজন আমার দিকে এগিয়ে আসলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, লোকটিকে কে হত্যা করেছে? তখন লোকেরা বলল, আক্ওয়া'-এর পুত্র (সালামাহ্)। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ঐ নিহত লোকটির সমস্ত মাল-সামান সেই পাবে। (বুখারী, মুসলিম)[১২০২]

ব্যাখ্যা : (هَوَازِنُ) তীর নিক্ষেপে প্রসিদ্ধ এমন একটি গোত্র যাদের তীর সাধারণত লক্ষভ্রষ্ট হতো না। তারা হুনায়নে ছিল, আর তা ত্বায়িফের নিকটে 'আরাফার পেছনে একটি উপত্যকা।

একমতে বলা হয়েছে, তার মাঝে এবং মাক্কার মাঝে তিন মাইল দূরত্ব ছিল। অত্র এলাকার দিকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভ্রমণ ছিল শাও্ওয়ালের ছয় রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর রোজ শনিবার। তখন তিনি মাক্কাহ্ বিজয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

(فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحّٰى) "যখন আমরা দুপুরের খাবার খাচ্ছিলাম।" نَتَضَحّٰى শব্দটি الضَّحَاءِ থেকে গৃহীত যার অর্থ দিনের প্রথম প্রহরের পরবর্তী সময়। নিহায়াহ্ গ্রন্থকার বলেন : এ ক্ষেত্রে মূল হলো 'আরবরা ভ্রমণ থেকে প্রস্থানের ক্ষেত্রে যখন তারা পথ চলত তখন তারা এমন ভূখণ্ডের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করত যেখানে ঘাস থাকত তখন তাদের কেউ বলত, তোমরা উটের প্রতি দয়া কর। যাতে এ চারণভূমি থেকে খেতে পারে, অতএব «التَّضْحِيَةُ» শব্দটি অনুগ্রহ প্রদর্শনের অর্থে করা হয়েছে, উদ্দেশ্য যাতে উট পরিতৃপ্ত অবস্থায় বাড়ী ফিরতে পারে। এরপর এ শব্দটির প্রয়োগ বিস্তৃতি লাভ করে। এমনকি বলা হলো, অর্থাৎ যে ব্যক্তি উটকে বাড়ী নিয়ে আসার সময় তথা الضُّحٰى -এর সময় খেত তার ক্ষেত্রে هُوَ يَتَضَحّٰى উক্তি প্রয়োগ হতে থাকল, অর্থাৎ যে এ সময় খায়। একমতে বলা হয়েছে, এর অর্থ হলো «نُصَلِّي الضُّحٰى» অর্থাৎ- আমরা যুহার সলাত আদায় করছিলাম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(فَاسْتَقْبَلَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ) উল্লেখিত হাদীসাংশে সৈন্য বাহিনীকে অভ্যর্থনা জানানো এবং যে ব্যক্তি ভালো কাজ করবে তার গুণকীর্তন করার প্রমাণ আছে। মুসলিমদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়নি এবং তাদের থেকে নিরাপত্তাও লাভ করেনি এমন কাফির গুপ্তচরকে হত্যা করা বৈধ। আর এটা সকল মুসলিমদের ঐকমত্যে।

নাসায়ী-এর বর্ণনাতে আছে, "নিশ্চয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ লোকটিকে অনুসন্ধান করা ও হত্যা করার ব্যাপারে তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।" আর চুক্তিতে আবদ্ধ ও নিরাপত্তাপ্রাপ্ত কাফির গুপ্তচরের ব্যাপারে মালিক ও আওযা'ঈ বলেন, এ ব্যক্তি চুক্তি ভঙ্গকারীতে পরিণত হবে, অতঃপর মুসলিম চাইলে তাকে দাসে পরিণত করবে অথবা তাকে হত্যা করাও বৈধ হবে।

[১২০২] **সহীহ :** বুখারী ৩০৫১, মুসলিম ১৭৫৪, আবূ দাঊদ ২৬৫৪, আহমাদ ১৬৫৩৬।

জুমহূর বিদ্বানগণ বলেন, এর মাধ্যমে তার অঙ্গীকার ভঙ্গ হবে না। আর মুসলিম গুপ্তচরের ব্যাপারে শাফি'ঈ, আওযা'ঈ, আবূ হানীফাহ্, কতিপয় মালিকী মতাবলম্বী এবং জুমহূর বিদ্বানগণ বলেন : ইমাম প্রহার করা, আটক করা এবং অনুরূপ যা কিছু মনে করেন তার মাধ্যমে তাকে ধমক দিবেন, তবে তাকে হত্যা করা বৈধ হবে না। (শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৭৫৪)

٣٩٦٣ -[٤] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلٰى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَجَاءَ عَلٰى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «قُوْمُوْا إِلٰى سَيِّدِكُمْ» فَجَاءَ فَجَلَسَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ هٰؤُلَاءِ نَزَلُوْا عَلٰى حُكْمِكَ». قَالَ: فَإِنِّيْ أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَأَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ. قَالَ: «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «بِحُكْمِ اللهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৯৬৩-[৪] আবূ সা'ঈদ আল খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সা'দ ইবনু মু'আয (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর ফায়সালা মেনে নেয়ার শর্তে (ইয়াহূদী) বানূ কুরয়যাহ্ গোত্র দুর্গ থেকে বের হয়ে আসলো, তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) (সা'দ ইবনু মু'আয (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে আনার জন্য) লোক পাঠালেন। এমতাবস্থায় সা'দ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) একটি গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে আসলেন। যখন তিনি কাছে আসলেন, তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) উপস্থিত লোকেদের উদ্দেশে বললেন, তোমাদের নেতার দিকে গমন কর। তখন সা'দ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) এসে বসলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) (সা'দ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করে) বললেন, এরা তোমার ফায়সালা মেনে নেয়ার শর্তে দুর্গ খুলে বের হয়ে এসেছে। সুতরাং তুমি তাদের সম্পর্কে ফায়সালা দাও। তখন সা'দ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বললেন, এদের ব্যাপারে আমার ফায়সালা হচ্ছে, যুদ্ধ করতে সক্ষমদেরকে হত্যা করা হোক এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করা হোক। অতঃপর এ রায় শুনে তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলে উঠলেন, তাদের ব্যাপারে তুমি বাদশাহ্‌র (আল্লাহর) ফায়সালা মুতাবিক বিচার করেছ। অপর এক বর্ণনাতে আছে, তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও হুকুম অনুসারেই রায় দিয়েছ। (বুখারী, মুসলিম)[১২০৩]

ব্যাখ্যা : ফাতহুল বারীতে আছে, «فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ» এখানে মাসজিদ বলতে ঐ জায়গা উদ্দেশ্য যা নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বানূ কুরয়যাহ্-এর অবরোধের দিনগুলোতে তাদের এলাকাতে সলাত আদায়ের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। এর দ্বারা মাদীনাতে অবস্থিত মাসজিদে নাবাবী উদ্দেশ্য নয়।

(قُوْمُوْا إِلٰى سَيِّدِكُمْ) দীর্ঘ হাদীসের মাঝে 'আলক্বামাহ্ বিন ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর সানাদে মুসনাদে আহমাদ কর্তৃক 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর মুসনাদে এসেছে, "আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন : অতঃপর সা'দ যখন আগমন করল তখন নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরা তোমাদের সাইয়্যিদ (নেতার)-এর দিকে এগিয়ে যাও, অতঃপর তাকে নামাও।"

(لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ) বুখারীতে «حَكَمْتَ فِيهِ بِحُكْمِ اللهِ» এসেছে। মুহাম্মাদ বিন সালিহ্-এর বর্ণনাতে «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمُ الْيَوْمَ بِحُكْمِ اللهِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سماوات» অর্থাৎ "আজ তুমি তাদের ব্যাপারে আল্লাহর ঐ ফায়সালা অনুযায়ী ফায়সালা দিয়েছ যার মাধ্যমে তিনি সাত আকাশের উপর থেকে ফায়সালা দিয়েছেন" উল্লেখ আছে।

[১২০৩] **সহীহ :** বুখারী ৩০৪৩, মুসলিম ১৭৬৯, আবূ দাউদ ৫২১৫, আহমাদ ১১১৬৮।

ইবনু ‘আয়িয-এর কাছে জাবির-এর হাদীসে আছে, “অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, হে সা‘দ! তুমি তাদের ব্যাপারে ফায়সালা দাও, তখন সা‘দ বলল, ফায়সালা দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রসূলই বেশি অধিকার রাখেন। তিনি (ﷺ) বললেন, তাদের ব্যাপারে ফায়সালা দিতে আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।” আর ‘আলক্বামাহ্ বিন ওয়াক্কাস-এর মুরসাল সানাদে ইবনু ইসহাক্ব-এর বর্ণনাতে আছে, «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ» “নিঃসন্দেহে তুমি তাদের মাঝে সাত আকাশের উপর থেকে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ফায়সালা দিয়েছ। আল্লাহর ফায়সালা অনুযায়ী ফায়সালা দিয়েছ।”

(ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড, হাঃ ৪১২১)

নাবাবী বলেন : «قُوْمُوا إِلٰى سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ» হাদীসাংশে মর্যাদার অধিকারীকে মর্যাদা দান করা এবং তারা যখন আগমন করবে তখন তাদের জন্য দাঁড়িয়ে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করার প্রমাণ আছে। এভাবে দাঁড়ানো মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে জুমহূর বিদ্বানগণ প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

ক্বাযী বলেন : এটা নিষিদ্ধ দণ্ডায়মানের অন্তর্ভুক্ত নয়। নিষেধাজ্ঞা কেবল ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে বসে থাকাবস্থায় তার কাছে মানুষেরা দাঁড়ায় এবং তার বসে থাকা পর্যন্ত তারা দাঁড়িয়েই থাকে।

শারহু মুসলিম প্রণেতা বলেন : আমি বলব, সম্মানিত আগমনকারীর জন্য দাঁড়ানো মুস্তাহাব। এ ব্যাপারে অনেক হাদীস এসেছে। এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে স্পষ্ট কোনো কিছু বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হয়নি। এ ব্যাপারে বিদ্বানদের আলোচনাসহ প্রতিটি বিষয়কে একটি অংশে একত্রিত করেছি। এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা যে সন্দেহে সৃষ্টি করেছে সে সম্পর্কে আমি তাতে উত্তর দিয়েছি আর আল্লাহ সর্বজ্ঞাত।

(শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৭৬৮)

٣٩٦٤ ـ[٥] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِيْ حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» فَقَالَ: عِنْدِىْ يَا مُحَمَّدُ! خَيْرٌ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلٰى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتّٰى كَانَ الْغَدُ فَقَالَ لَهُ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» فَقَالَ: عِنْدِىْ مَا قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلٰى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ. فَتَرَكَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتّٰى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ لَهُ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» فَقَالَ: عِنْدِىْ مَا قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلٰى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَطْلِقُوْا ثُمَامَةَ» فَانْطَلَقَ إِلٰى نَخْلٍ قَرِيْبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ يَا مُحَمَّدُ! وَاللهِ مَا كَانَ عَلٰى وَجْهِ الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوْهِ كُلِّهَا إِلَيَّ وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ دِيْنٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِيْنِكَ فَأَصْبَحَ دِيْنُكَ أَحَبَّ الدِّيْنِ كُلِّهٖ إِلَيَّ وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ كُلِّهَا إِلَيَّ. وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِيْ وَأَنَا أُرِيْدُ الْعُمْرَةَ

فَمَاذَا تَرٰى؟ فَبَشَّرَهٗ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَمَرَهٗ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهٗ قَائِلٌ: أَصَبَوْتَ؟ فَقَالَ: لَا وَلٰكِنِّيْ أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَاللهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتّٰى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاخْتَصَرَهُ الْبُخَارِيُّ

৩৯৬৪-[৫] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (৬ষ্ঠ হিজরীতে) একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) নাজ্‌দ গোত্রের অভিমুখে একদল অশ্বারোহী সৈন্য পাঠালেন। তারা বানী হানীফাহ্ গোত্রীয় ইয়ামামাবাসীদের সরদার সুমামাহ্ ইবনু উসাল নামে এক ব্যক্তিকে ধরে আনল। অতঃপর তারা তাকে মাসজিদে নাবাবীর একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে সুমামাহ্! তুমি কি মনে করছ? সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমি কল্যাণ কামনা করছি, যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন তবে একজন খুনীকে হত্যা করবেন। আর যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তবে অবশ্যই একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকেই অনুগ্রহ করবেন। আর যদি ধন-সম্পদের অভিলাষী হন, তাও চাইতে পারেন, তাও প্রদান করা হবে। এমতাবস্থায় তার কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে রেখে চলে গেলেন। আবার পরদিন এসেও তাকে অনুরূপভাবে জিজ্ঞেস করলেন, হে সুমামাহ্! তুমি কি প্রত্যাশা করছ? সে বলল, আমি তাই প্রত্যাশা করি যা আপনাকে পূর্বে বলেছি। যদি আমার প্রতি দয়া করেন, তবে একজন কৃতজ্ঞকেই দয়া করবেন। আর যদি আমাকে হত্যা করেন, তবে একজন খুনীকেই হত্যা করলেন। আর যদি ধন-সম্পদ চান, তবে তাও আপনাকে দেয়া হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এভাবে তৃতীয় দিন আসলেন আজও তিনি ((সাঃ)) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে সুমামাহ্! তুমি কি প্রত্যাশা করছ? সে বলল, আমি তাই প্রত্যাশা করি যা আপনাকে পূর্বেই বলেছি। যদি আমার প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হন, তবে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির প্রতিই অনুকম্পা করবেন। আর যদি আমাকে হত্যা করেন, তবে একজন খুনীকেই হত্যা করবেন। আর যদি ধন-সম্পদ চান, তবে আপনাকে তাই দেয়া হবে। এবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তোমরা সুমামাকে ছেড়ে দাও। অতঃপর সে মাসজিদের নিকটেই একটি খেজুর বাগানে প্রবেশ করল এবং গোসল করে মাসজিদে প্রবেশ করল এবং ঘোষণা করল, "আশ্‌হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহূ ওয়া রসূলুহ"। অতঃপর সে অকপটে বলে উঠল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহর কৃস্‌ম! পৃথিবীর বুকে আপনার চেহারা অপেক্ষা আর কারো চেহারা আমার নিকট এত অধিক ঘৃণিত ছিল না। কিন্তু এখন আপনার চেহারা আমার কাছে সকলের চেয়ে প্রিয় হয়ে গেছে। আল্লাহর কৃস্‌ম! আপনার দীনের (ধর্মের) অপেক্ষা অধিক ঘৃণিত দীন আমার নিকট কোনটি ছিল না। কিন্তু এখন আপনার দীনই আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় দীন। আল্লাহর কৃস্‌ম! আপনার শহরের চেয়ে অধিক ঘৃণ্য শহর আমার নিকট আর কোনটি ছিল না, কিন্তু আপনার শহর আমার নিকট সর্বোত্তম হয়ে গেছে। আপনার অশ্বারোহীগণ আমাকে এমন সময় ধরে এনেছে, যখন আমি 'উমরাহ্ পালন করার উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিলাম। এখন আপনি আমাকে কি করতে হুকুম দেন? তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে (ইসলাম গ্রহণের) সুসংবাদ এবং 'উমরাহ্ পালনের আদেশ দিলেন। এরপর যখন সে মাক্কায় পৌঁছল, তখন জনৈক ব্যক্তি তাকে বলল, তুমি কী ধর্মত্যাগী বেদীন হয়ে গেছ? উত্তরে সে বলল, তা হবে কেন? বরং আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহর কৃস্‌ম! রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুমতি ছাড়া ইয়ামামাহ্ হতে তোমাদের নিকট গমের একটি দানাও পৌঁছবে না। (মুসলিম; বুখারীতে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হয়েছে)[১২০৪]

[১২০৪] সহীহ : বুখারী ৪৩৭২, মুসলিম ১৭৬৪, আবূ দাউদ ২৬৭৯, ইরওয়া ১২১৬।

ব্যাখ্যা : ثُمَامَةُ (সুমামাহ্) প্রথম দিনে তার উক্তির। (إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ) অর্থাৎ- "আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন তাহলে একজন খুনীকেই হত্যা করবেন।" এ অংশকে অগ্রবর্তী করা এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে এ অংশকে বাক্যের অপর অংশদ্বয়ের মাঝে নিয়ে আসাটা এমন এক কৌশলী পদ্ধতি যা সুমামার বিচক্ষণতার দিকে নির্দেশ করছে, কেননা সুমামাহ্ প্রথম দিনে যখন নাবী ﷺ-এর রাগ অবলোকন করলেন, তখন তাকে সান্ত্বনা স্বরূপ হত্যার বিষয়টি অগ্রবর্তী করলেন। অতঃপর সে যখন দেখল নাবী ﷺ তাকে হত্যা করল না, তখন সে নিজের ওপর নাবী ﷺ-এর অনুগ্রহ করার আশা করল। অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে তার এ (إِنْ تَقْتُلْ) উক্তিকে পিছিয়ে আনলেন। (ফাতহুল বারী ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৩৭২)

«الصَّبْوُ» «قَالَ لَهُ قَائِلٌ. أَصَبَوْتَ؟» (সব্উ) বলতে বায়হাক্বী-এর তাজুল মাসাদীরে আছে- অজ্ঞতার দিকে ধাবমান হওয়া। নিহায়াহ্ গ্রন্থে আছে, ব্যক্তি যখন এক ধর্ম থেকে আরেক ধর্মের দিকে বেরিয়ে যায় তখন 'আরবীতে (صَبَأَ فُلَانٌ) বলা হয়।

(فَقَالَ : لَا وَلٰكِنِّىْ أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ) অর্থাৎ- "অতঃপর তিনি বলেন, না, "আমি ধর্মত্যাগ করিনি" বরং আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছি।" অতঃপর আপনি যদি বলেন, কিভাবে সুমামাহ্ না বলল? অথচ সে শির্‌ক হতে তাওহীদের দিকে বের হয়েছে। আমি (মিরক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা) বলব : এটা বিজ্ঞতাপূর্ণ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত, যেন সে বলেছে, আমি দীন হতে বের হইনি। কেননা তোমরা এমন কোনো দীনের উপর নও যে, আমি তা থেকে বের হয়ে যাব, বরং আমি আল্লাহর দীনে প্রত্যাবর্তন করেছি এবং আল্লাহর রসূলের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছি। অর্থাৎ নাবী ﷺ পূর্ব থেকে ইসলামের সাথে সম্পর্কিত, আর আমি নতুন করে সম্পৃক্ত হলোাম।

নাবাবী বলেন : ذا دم শব্দটির দু'টি অর্থ হতে পারে- (১) খুনী, অর্থাৎ আমার ওপর হত্যার অভিযোগ আছে। (২) আমার রক্ত মূল্যবান। অর্থাৎ আমাকে হত্যা করা হলে এ হত্যার পরিশোধ নেয়ার লোক আছে। তবে প্রথম অর্থটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। তিনি আরো বলেন : এ হাদীসে বন্দীকে বেঁধে রাখা, তাকে আটকিয়ে রাখা এবং কাফিরকে মাসজিদে প্রবেশ করানো বৈধ হওয়ার প্রমাণ আছে। এতে আরও আছে- কাফির ব্যক্তি যখন ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করবে তখন ঐ ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করতে হবে, গোসলের জন্য বিলম্ব করা যাবে না। আর কারো জন্য বৈধ হবে না তাকে তা বিলম্বকরণে অনুমতি দেয়া। আমাদের মাযহাব (মিরক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা) হলো, শির্‌কে থাকালীন সময়ে এ ব্যক্তির দেহে অপবিত্রতা থাকলে তার গোসল করা আবশ্যক। পূর্বে এ কারণে গোসল করুক বা না করুক উভয় সমান। আমাদের কতক সাথীবর্গ বলেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সে গোসল করে থাকলে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে, আর তার দেহে জানাবাত (স্বপ্ন দোষ হওয়া, স্ত্রী সহবাস করা) না থাকলে তার গোসল করা মুস্তাহাব।

আহমাদ ও অন্যান্যগণ বলেন : তার ওপর গোসল করা আবশ্যক। তিনি (ﷺ) বারংবার তিনদিন প্রশ্ন করাতে বন্দীদের থেকে যাদের ইসলাম গ্রহণের আশা করা যায় তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন ও নিজ হৃদয়ের নম্রতা প্রকাশ রয়েছে, ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে যাদের অনুসরণ করবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

«أَطْلِقُوْا ثُمَامَةَ» : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ইবনু ইসহাক্ব-এর বর্ণনাতে আছে- «قَالَ قَدْ عَفَوْتُ عَنْكَ يَا ثُمَامَةُ, وأعتقتك» তিনি বলেছেন, হে সুমামাহ্! আমি তোমার প্রতি ক্ষমাপ্রদর্শন করেছি এবং তোমাদেরকে স্বাধীন করে দিয়েছি। ইবনু ইসহাক্ব তার বর্ণনাতে আরেকটু বৃদ্ধি করে বলেন, সুমামাহ্ যখন বন্দীদশায় ছিলেন তখন সেবকরা নাবী ﷺ-এর পরিবারে খাদ্য দুধ যা ছিল সকল কিছু একত্র করল কিন্তু ঐ খাদ্য সুমামার

পেটের কিছুই হলো না। অতঃপর সুমামাহ্ যখন ইসলাম গ্রহণ করল তখন তার কাছে তারা খাদ্য আনলে সুমামাহ্ অল্প খেল। অতঃপর এ দেখে তারা আশ্চর্যান্বিত হলে নাবী ﷺ বললেন, "নিশ্চয় কাফির সাত পেটে খায় আর মু'মিন এক পেটে খায়।"

(فَبَشَّرَهُ) "অতঃপর তিনি সুমামাকে সুসংবাদ দিলেন।" অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ সম্পর্কে অথবা তাকে জান্নাত, তার গুনাহ মোচন সম্পর্কে সুসংবাদ দিলেন। সুমামার অত্র হাদীসে অনেকগুলো উপকারিতা আছে, সেগুলোর মাঝে ফাতহুল বারীতে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো- অপরাধীর ক্ষমার বিষয়টি বড় করে দেখা। কেননা সুমামাহ্ বলেছে, এক মুহূর্তেই সুমামার ক্রোধ ভালোবাসাতে পরিণত হয়েছে। দয়াপ্রদর্শন ক্রোধ দূর করে, ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত করে। নিঃসন্দেহে কাফির ব্যক্তি যখন কল্যাণকর কাজের ইচ্ছা করবে, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করবে, তখন ঐ কল্যাণজনক কাজে অটল থাকা তার জন্য শারী'আতসম্মত। এতে আরো আছে, কাফির রাষ্ট্রের দিকে সৈন্যবাহিনী পাঠানো এবং তাদের মাঝে যাকে পাওয়া যাবে তাকে বন্দী করা, তাকে বন্দী দশার উপর রেখে দেয়া এবং তাকে হত্যা করার ক্ষেত্রে ইমামের স্বাধীনতা রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮ম খণ্ড, হাঃ ৪৩৭২)

ইমাম শাফি'ঈ-এর মাযহাব হলো, মুসলিম ব্যক্তির অনুমতিক্রমে কাফির ব্যক্তিকে মাসজিদে প্রবেশ করতে দেয়া বৈধ। সে কিতাবধারী কাফির হোক অথবা অন্যান্য কাফির হোক। 'উমার বিন 'আবদুল 'আযীয, কৃতাদাহ্ এবং মালিক বলেন, তা বৈধ নয়। আবূ হানীফাহ্ বলেন : আহলে কিতাব বা কিতাবধারীদের ক্ষেত্রে বৈধ, অন্যদের জন্য বৈধ নয়। সকল ক্ষেত্রে আমাদের (মিরকাতুল মাফাতীহ প্রণেতা) দলীল এ হাদীসটি এবং মহান আল্লাহর এ বাণী "নিঃসন্দেহে মুশরিকরা অপবিত্র, সুতরাং তারা যেন মাসজিদে হারামের নিকটবর্তী না হয়"– (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ২৮)। অতএব মুশরিকদের মাসজিদে প্রবেশের নিষিদ্ধের বিষয়টি মাসজিদে প্রবেশের সাথে নির্দিষ্ট। আমরা বলব, মুশরিক ব্যক্তির হারামে প্রবেশ করার সুযোগ নেই। [আর আল্লাহ সর্বজ্ঞাত' (শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৭৬৪)

٣٩٦٥-[٦] وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ: «لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৯৬৫-[৬] জুবায়র ইবনু মুত্ব'ইম رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বাদ্র যুদ্ধে বন্দীদের ব্যাপারে বলেছেন, আজ যদি মুত্ব'ইম ইবনু 'আদী জীবিত থাকত এবং এ সমস্ত দুর্গন্ধময় লোকেদের ব্যাপারে আমার কাছে সুপারিশ করতেন, তাহলে আমি তার সুবাদে তাদেরকে ছেড়ে দিতাম। (বুখারী)[১২০৫]

ব্যাখ্যা : (فِيْ هَؤُلَاءِ النَّتْنٰى) "এ সকল দুর্গন্ধময় লোকেদের ব্যাপারে"। নাবী ﷺ ঐ কাফিরদেরকে দুর্গন্ধময় বলে সাব্যস্ত করেছেন। এটা মূলত তাদের অপবিত্র থাকার কারণে, যা তাদের কুফ্রী থেকে অর্জিত।

(لَتَرَكْتُهُمْ لَهٗ) অর্থাৎ- "অবশ্যই তার কারণে তাদেরকে ছেড়ে দিতাম"। ক্বাযী বলেন : সে হলো মুত্ব'ইম বিন 'আদী বিন নাওফাল বিন 'আব্দ মানাফ, আল্লাহর রসূলের দাদার চাচাতো ভাই। আল্লাহর রসূলের প্রতি তার সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল। কেননা আল্লাহর রসূল ﷺ যখন ত্বায়িফ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন তখন তার কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং সে তাঁর থেকে মুশরিকদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। তাই তিনি (ﷺ) বললেন যে, মুত্ব'ইম বিন 'আদী যদি জীবিত থাকত, তাহলে ঐ ব্যাপারে সুপারিশের ক্ষেত্রে

[১২০৫] সহীহ : বুখারী ৩১৩৯, আবূ দাউদ ২৬৮৯, আহমাদ ১৬৭৩৩।

মুত্ব'ইম যথেষ্ট হত। আরও সম্ভাবনা রাখছে যে, নাবী ﷺ-এর মাধ্যমে মুত্ব'ইম-এর ছেলে জুবায়র-এর অন্তরের স্বাচ্ছন্দ্যতা ও ইসলামে তার ভালোবাসা উদ্দেশ্য করেছেন। অত্র হাদীসে রসূল ﷺ-এর অবস্থার বড়ত্ব বর্ণনা ও এ সকল কাফিরদের অবস্থার তুচ্ছতা বর্ণনা সম্পর্কে উপস্থাপন করা হয়েছে এমনভাবে যে, তাঁর প্রতি মুশরিকের সহযোগিতা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে কোনো ব্যাপারে ছাড় দিতে পরোয়া করেন না।

একমতে বলা হয়েছে, অত্র হাদীসে উত্তম প্রতিদানের বর্ণনা এবং কৌশল ধার্য করার বৈধতা রয়েছে। ইবনুল হুমাম বলেন : অত্র হাদীস দ্বারা ইমাম শাফি'ঈ-এর মাযহাব অনুযায়ী অনুগ্রহ করা বৈধ হওয়ার উপর প্রমাণ গ্রহণ করা হয়েছে যা অন্যান্য ইমামদের মতের বিপরীত।

নাবী ﷺ সংবাদ দিয়েছেন যে, মুত্ব'ইম বিন 'আদী যদি তাঁর কাছে কাফির বন্দীদের ব্যাপারে আবেদন করত, নিঃসন্দেহে তিনি (ﷺ) তাদেরকে মুক্তি দান করতেন। এ কথাটি উহ্য অবস্থার উপর প্রয়োগ করা থেকে যুদ্ধবন্দী কাফিরদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা শারী'আতসম্মতভাবে বৈধ প্রমাণিত হচ্ছে। যার সাথে তাকে সম্পর্কিত করা হয়েছে তা সংঘটিত না হওয়ার কারণে শারী'আতসম্মতভাবে তা সংঘটিত হওয়ার বৈধতাকে অস্বীকার করছে না, আর এটাই এখানে উদ্দেশ্য। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩১৩৯)

খত্ত্বাবী বলেন : অত্র হাদীসে কোনো মুক্তিপণ ছাড়া বন্দীকে ছেড়ে দেয়া এবং তার ওপর অনুগ্রহ করার প্রমাণ আছে। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬৮৬)

٣٩٦٦ -[٧] وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ مُتَسَلِّحِيْنَ يُرِيْدُوْنَ غِرَّةَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ فَأَخَذَهُمْ سِلْمًا فَاسْتَحْيَاهُمْ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَأَعْتَقَهُمْ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى ﴿وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ﴾ [سورة الفتح ٤٨ : ٢٤]. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৩৯৬৬-[৭] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন মাক্কার আশিজন অস্ত্রধারী ঘাতক দল তান্'ঈম পাহাড়ের আড়াল হতে রসূলুল্লাহ ﷺ ও তার সহাবীগণের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করার জন্য নীচে নেমে অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু নাবী ﷺ তাদেরকে বিনা মুকাবিলায় বন্দী করে ফেললেন এবং পরে তাদেরকে জীবিত ছেড়ে দিলেন।

অপর সূত্রে বর্ণিত আছে, তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন, অর্থাৎ- "আল্লাহ সে মহান সত্তা, যিনি মাক্কার অদূরে তাদের (কাফিরদের) হাত তোমাদের ওপর হতে এবং তোমাদের হাত তাদের ওপর হতে বিরত রেখেছেন। (মুসলিম)[১২০৬]

ব্যাখ্যা : (مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ) কামূসে আছে- তান্'ঈম মাক্কাহ্ থেকে তিন অথবা চার মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থান, বায়তুল্লাহর পথে হিল্ অঞ্চলের সীমানার নিকটবর্তী স্থান, এ নামে একে নামকরণ করার কারণ হলো এর ডান পাশে আছে নু'আয়ম পর্বত, বাম পাশে আছে না'ঈম পর্বত আর উপত্যকার নাম না'মান।

(فَأَخَذَهُمْ سِلْمًا) হুমায়দী বলেন : এর অর্থ হলো, الصُّلْحُ বা সন্ধি করা। ক্বাযী বলেন : سِلْمًا শব্দটিকে সীন ও লাম বর্ণে যবর দিয়ে سَلَمًا পড়া যায় এবং 'সীন' বর্ণে যের এবং লাম বর্ণে সাকিন দিয়ে سِلْمًا-ও পড়া

[১২০৬] **সহীহ :** মুসলিম ১৮০৮, তিরমিযী ৩২৬৪, আহমাদ ১২২৫৪।

যায়। এ ক্ষেত্রে (فَأَخَذَهُمْ سَلَمًا) বাক্যাংশটির অর্থ তিনি তাদেরকে বন্দী করলেন। খত্ত্বাবী বলেন : উক্ত পঠন রীতিতে سَلَمًا শব্দ থেকে উদ্দেশ্য আত্মসমর্পণ, আনুগত্য। যেমন মহান আল্লাহর বাণী, "আর তারা তোমাদের কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠায়"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৯০)।

ইবনুল আসীর বলেন : ঘটনার সাথে এটা সর্বাধিক মিল। কেননা তাদেরকে সন্ধির মাধ্যমে গ্রেপ্তার করা হয়নি, তাদেরকে কেবল দাপটের মাধ্যমে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা অপারগ হয়ে নিজেদেরকে সোপর্দ করেছে।

﴿...وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ﴾ ত্বীবী বলেন : মুসলিমদের ওপর মুশরিকদের হঠাৎ আক্রমণ করার ইচ্ছা করার পর তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা থেকে মুসলিমদেরকে বিরত রাখা এবং তাদের আক্রমণ হতে মুসলিমদের নিরাপদে রাখা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত। যদি আল্লাহ তাদের অন্তরে তাদের প্রতি দয়া, অনুকম্পা সৃষ্টি না করতেন তাহলে নিরাপত্তা অর্জন হতো না।

আমি (মিরক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা) বলব : একে মহান আল্লাহর "অতঃপর তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি বরং আল্লাহ তাদেরকে হত্যা করেছেন"– (সূরাহ্ আল আনফাল ৮ : ১৭) এ বাণীর সাথে তুলনাকরণ সর্বাধিক সামঞ্জস্যশীল। বায়যাভী তাঁর তাফসীরে বলেন : ওটা হলো- 'ইকরিমাহ্ বিন আবূ জাহ্ল পাঁচশত লোক নিয়ে হুদায়বিয়ার উদ্দেশে বের হলে আল্লাহর রসূল ﷺ খালিদ বিন ওয়ালীদকে সৈন্যবাহিনী দিয়ে প্রেরণ করলেন, অতঃপর তিনি তাদেরকে পরাস্ত করে মাক্কার প্রাচীর বেষ্টনী এক জায়গাতে প্রবেশ করান, অতঃপর ফিরে আসেন।

সা'ঈদ ইবনু জুবায়র বলেন : ইবনু জারীর এবং ইবনু আবূ হাতিম একে ইবনু আবূ আবযা থেকে বর্ণনা করেছেন। আমি (মিরক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা) বলব : এটাই মহান আল্লাহর ﴿بِبَطْنِ مَكَّةَ﴾ এ বাণীর সাথে উপযোগী। একমতে বলা হয়েছে, এ আয়াত দ্বারা মাক্কাহ্ বিজয় উদ্দেশ্য। আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করেছেন যে, মাক্কাহ্ বলপূর্বক বিজয় করা হয়েছে। বায়যাভী বলেন : এটা দুর্বল, কেননা সূরাটি এর পূর্বে অবতীর্ণ করা হয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٩٦٧ -[٨] وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ فَقُذِفُوا فِي طَوِيٍّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلٰى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرٍ الْيَوْمَ الثَّالِثَ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهٖ فَشَدَّ عَلَيْهَا رَحْلَهَا ثُمَّ مَشٰى وَاتَّبَعَهٗ أَصْحَابُهٗ حَتّٰى قَامَ عَلٰى شَفَةِ الرَّكِيِّ فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ اٰبَائِهِمْ: «يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ! وَيَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ! أَيَسُرُّكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ؟ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟» فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُوْلُ مِنْهُمْ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لَا يُجِيْبُوْنَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَزَادَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ قَتَادَةُ: أَحْيَاهُمُ اللّٰهُ حَتّٰى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهٗ تَوْبِيْخًا وَتَصْغِيْرًا وَنِقْمَةً وَحَسْرَةً وَنَدَمًا.

৩৯৬৭-[৮] ক্বতাদাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু আবূ ত্বলহাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, বাদ্‌র যুদ্ধ শেষে আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২৪ জন কুরায়শ নেতার লাশ (কূপে ফেলার) ব্যাপারে নির্দেশ দেন। অতঃপর বাদ্‌র প্রান্তরে একটি নোংরা দুর্গন্ধময় কূপে তাদের লাশ ফেলা হলো। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কোনো গোত্রের ওপর বিজয় লাভ করতেন, তখন সে যুদ্ধস্থলে তিনরাত অবস্থান করতেন। বাদ্‌র প্রান্তেও তৃতীয় দিনে তাঁর নির্দেশে সওয়ারীর গদি বাঁধা হলো। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিকে কিছু পথ পায়ে হেঁটে চললেন, সহাবীগণও তাঁর পশ্চাদানুসরণ করলেন। পথিমধ্যে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ কূপের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং তাতে নিক্ষিপ্ত কুরায়শ সরদারদের মৃতদেহ ও তাদের বাপ-দাদার নাম ধরে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে লাগলেন, হে অমুকের পুত্র অমুক! হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমরা কি এখন বুঝতে পেরেছ, আল্লাহ ও তার রসূলের কথা মেনে চললে তোমরা খুশি হতে পারতে? আমাদের রব আমাদের সঙ্গে (বিজয়ের) যে ওয়া'দাহ্ করেছিলেন, আমরা তা সঠিকভাবে পরিপূর্ণরূপে পেয়েছি। তোমরাও কি এখন তোমাদের রবের ঘোষণা (কুফরীর পরিণাম ভয়াবহ দুরাবস্থা) সঠিকভাবে প্রত্যক্ষ করেছ? তখন 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি আত্মাবিহীন লাশের সাথে কী কথা বলছেন? জবাবে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে মহান সত্তার ক্বসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আমি যা বলছি তা তোমরা তাদের অপেক্ষা বেশি শুনতে পাচ্ছ না।

অপর এক বর্ণনাতে আছে, তোমরা তাদের অপেক্ষা অধিক শুনতে পাওনি। তবে পার্থক্য এই যে, তারা জবাব দিতে পারে না। (বুখারী, মুসলিম)[১২০৭]

বুখারীর বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে যে, বর্ণনাকারী ক্বতাদাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথাগুলো শুনার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জীবিত করে দিয়েছিলেন যেন তারা ভর্ৎসনা, লাঞ্ছনা, অপমান, অনুশোচনা ও লজ্জা অনুভব করতে পারে।

ব্যাখ্যা : (فِىْ طَوِيٍّ) অর্থাৎ কূপে সুদৃঢ় পাথর দ্বারা প্রলেপ দেয়া। অর্থাৎ কূপের কিনারা পাথর দিয়ে উঁচু করে বাঁধাই করা। তূরিবিশ্‌তী বলেন : الْقَلِيبِ الْبِئْرِ (প্রলেপ দেয়া) এবং বি'রে طَوِيٍّ (প্রলেপহীন) এর মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে?

আমি (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা) বলব : বর্ণনাকারী হয়ত একটি শব্দকে অপর শব্দের সমার্থবোধক শব্দ হিসেবে প্রয়োগ করেছেন। এমতাবস্থায় বর্ণনাকারী জানত না যে, উভয় শব্দের মাঝে পার্থক্য আছে। আরও সম্ভাবনা রাখছে যে, সহাবী ধারণা করেছেন যে, কূপটি প্রলেপ দেয়া ছিল অথচ কূপটি প্রলেপহীন ছিল। আরও সম্ভাবনা রয়েছে যে, তাদের কতককে প্রলেপ দেয়া কূপে আর কতককে প্রলেপ ছাড়া কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

(فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا) "নিঃসন্দেহে আমাদের প্রভু আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমরা তা সত্য হিসেবে পেয়েছি।" অর্থাৎ- তোমাদের ওপর আমাদের বিজয়ের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তা পেয়েছি।

(فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟) তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে শাস্তির যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এটা তাদেরকে তিরস্কারস্বরূপ প্রশ্ন। মুযহির বলেন : তোমরা আল্লাহর শাস্তির দিকে পৌছার পর কি মুসলিম হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করছ।

[১২০৭] **সহীহ :** বুখারী ৩৯৭৬, মুসলিম ২৮৭৫, আহমাদ ১৬৩৫৯।

ত্বীবী বলেন : আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য যা তোমাদের হাত ছাড়া হয়েছে তার জন্য কি তোমরা হতাশাগ্রস্ত হচ্ছ, চিন্তিত হচ্ছ? নাকি হচ্ছ না? আর তোমাদের প্রতি আমাদের উক্তি স্মরণ করছ? তা হলো- নিশ্চয় আল্লাহ তার দীনকে সকল দীনের উপর বিজয় দান করবেন, তাঁর ওয়ালীদের সাহায্য করবেন, তাঁর শত্রুদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। নিঃসন্দেহে আমাদের প্রভু আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমরা তা সত্য হিসেবে পেয়েছি।

(يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا؟) অর্থাৎ- "হে আল্লাহর রসূল! আপনি এমন দেহের সাথে কথা বলছেন যাতে কোনো আত্মা নেই, সুতরাং তা কিভাবে আপনাকে উত্তর দিবে?" (مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُوْلُ مِنْهُمْ) অর্থাৎ- "আমি যা বলছি তা তোমরা তাদের অপেক্ষা বেশি শুনতে পাও না।" অন্য বর্ণনাতে আছে, (مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لَا يُجِيْبُوْنَ) অর্থাৎ- "তোমরা তাদের অপেক্ষা বেশি শুনতে পাও না তবে তারা উত্তর দেয় না।"

নাবাবী (রহঃ)-এর শারহু মুসলিম আছে, মাযিরী বলেন : একমতে বলা হয়েছে, এ হাদীসের বাহ্যিকতার প্রতি 'আমাল করলে মৃত ব্যক্তি শুনতে পায়– এ কথা প্রমাণিত হয়, তবে এতে দৃষ্টি নিবন্ধনের বিষয় আছে। কেননা এ হাদীসের বাহ্যিক দিক এ লোকেদের ব্যাপারে খাস। তবে ক্বাযী এ মতকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, কূপে নিক্ষেপিত নিহত কাফিরদের শ্রবণ করাতে ঐ অবস্থার উপর চাপিয়ে দিতে হবে যে অবস্থার উপর ক্বব্‌রের শাস্তিও প্রতিহত করার কেউ নেই। এমন ফিত্‌নার হাদীসগুলো সম্পর্কে মৃতদের শ্রবণ করাকে চাপিয়ে দেয়া হয়। আর তা হলো তাদেরকে জীবিত করার মাধ্যমে তাদের অংশসমূহের প্রতি ওয়াহী করার মাধ্যমে, ওয়াহী সম্পর্কে তারা অনুভব করে এবং ঐ সময়ে শুনতে পায় যে সময়কে আল্লাহ উদ্দেশ্য করেন।

মাযিরী বলেন : এটাই পছন্দনীয়। ইবনুল হুমাম হিদায়ার শারহতে বলেন : জেনে রাখা উচিত যে, হানাফী মাশায়েখদের অধিকাংশ ঐ মতের উপর আছে যে, ঈমান পর্বে তারা যা স্পষ্ট করেছে সে আলোকে মৃত ব্যক্তি শুনতে পায় না। যদি কোনো ব্যক্তি শপথ করে তার সাথে কথা বলবে না। অতঃপর সে মারা যাওয়ার পর তার সাথে কথা বললে শপথ ভঙ্গ হবে না, কেননা শপথ সংঘটিত হয় যে ব্যক্তি কথা বুঝে তার উত্তর প্রদান অনুসারে অথচ মৃত ব্যক্তির অবস্থা এরূপ নয়।

আমি (মিরক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা) বলব : এটা তাদের তরফ থেকে ঐ কথার উপর নির্ভরশীল যে, ঈমানের নির্ভরতা জনসাধারণ যা বুঝে তার উপর। সুতরাং এ থেকে বাস্তব শ্রবণ না করা আবশ্যক হয়ে পড়ছে না। যেমন তারা ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছে, যে ব্যক্তি শপথ করে যে, গোশ্‌ত খাবে না। অতঃপর সে মাছ খেল যদিও আল্লাহ মাছকে টাটকা গোশত বলে নামকরণ করেছেন। তিনি বলেন, তারা কখনো এ হাদীস সম্পর্কে উত্তর প্রদান করেছে যে, এ হাদীসটি 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে প্রত্যাখ্যাত। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি করে এ কথা বলবেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ﴾ অর্থাৎ- "তুমি ক্বব্‌রস্থদেরকে শুনাতে পারবে না"– (সূরাহ্ আল ফা-ত্বির ৩৫ : ২২)। ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى﴾ "নিঃসন্দেহে তুমি মৃতকেও শুনাতে পারবে না।" (সূরাহ্ আন্ নাম্‌ল ২৭ : ৮০)

আমি (মিরক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা) বলব : হাদীসটি মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ্। এ হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করা ঠিক হবে না। বিশেষ করে এর মাঝে ও কুরআনের মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা 'মৃত' বলতে কাফিররা উদ্দেশ্য আর "শুনাতে পারবে না" কথাটি উপকৃত না হওয়া উদ্দেশ্যর উপর প্রতিষ্ঠিত সাধারণ শ্রবণের উপর নয়, যেমন মহান আল্লাহর বাণী- "তারা বধির, বোবা, অন্ধ; সুতরাং তারা বুঝবে না"– (সূরাহ্

আল বাক্বারহ্ ২ : ১৮) অথবা শ্রবণের পর ধারাবাহিক উত্তর না পাওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। "তুমি মৃতদেরকে শুনাতে পারবে না"– (সূরাহ্ আন্ নাম্‌ল, ২৭ : ৮০)। মহান আল্লাহর এ বাণীর ক্ষেত্রে বায়যাভী (রহঃ) বলেন, যখন তাদেরকে সত্য থেকে বাধা দেয়া হয়েছে তখন তাদের উপমা হলো তাদের চেতনা। "নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে শোনান"– (সূরাহ্ আল ফা-ত্বির ৩৫ : ২২)। অর্থাৎ- তার হিদায়াত শোনান, অতঃপর তাকে তাঁর আয়াত বুঝার জন্য, তাঁর উপদেশ কর্তৃক উপদেশ গ্রহণের তাওফীক্ব দেন। "আর আপনি ক্ববরস্থদেরকে শুনাতে পারবেন না"– (সূরাহ্ আল ফা-ত্বির ৩৫ : ২২)। আয়াতটি "নিঃসন্দেহে আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে পথপ্রদর্শন করতে পারবেন না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে পথপ্রদর্শন করতে পারেন"– (সূরাহ্ আল ক্বাসাস ২৮ : ৫৬) এ আয়াতের শ্রেণীভুক্ত। অতঃপর তিনি বলেন, নাবী ﷺ এ বক্তব্যটি একটি মু'জিযাহ্ ও কাফিরদের ওপর পরিতাপ বৃদ্ধিকরণ স্বরূপ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

«بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدَ» صَنَادِيدَ শব্দটি এর বহুবচন, এর অর্থ- বীর নেতা। সা'ঈদ বিন বাশীর থেকে ইবনু 'আয়িযে এসেছে, তিদিন ক্বাতাদাহ্ থেকে বর্ণনা করেন, (بِبِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ) এ বর্ণনা (أربعة وعشرين) বর্ণনার বিপরীত নয়। কেননা اَلْبِضْعُ শব্দকে চারের উপরেও প্রয়োগ করা হয়। বারা-এর হাদীসে আছে যে, বাদ্‌র যুদ্ধে নিহত কাফিরদের সংখ্যা সত্তরজন ছিল। কালীবে বা কূপে যাদেরকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তারা ছিল তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, অতঃপর কুরায়শদের কিছু। আর অবশিষ্ট নিহতদেরকে অন্যান্য কূপে নিক্ষেপ করলেন। ওয়াকিদী বর্ণনা করেন, উল্লেখিত কূপ এক কাফির ব্যক্তি খনন করেছিল সুতরাং রসূল ﷺ এ সকল কাফিরকে ঐ কূপে নিক্ষেপ করাই উপযুক্ত মনে করেছেন।

(ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড, হাঃ ৩৯৭৬; শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ২৮৭৫)

٣٩٦٨ - [٩] وَعَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِيْنَ فَسَأَلُوْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ: «فَاخْتَارُوْا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ». قَالُوْا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا. فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَثْنٰى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ جَاؤُوْا تَائِبِيْنَ وَإِنِّيْ قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذٰلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُوْنَ عَلٰى حَظِّهِ حَتّٰى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَفِيْءُ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ» فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّا لَا نَدْرِيْ مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوْا حَتّٰى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ». فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوْا إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرُوْهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوْا وَأَذِنُوْا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৯৬৮-[৯] মারওয়ান (ইবনু হাকাম) ও মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) হতে বর্ণিত। হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করার পর যখন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাদের প্রতিনিধি দল এসে সম্পদ এবং বন্দীদের ফেরত চাইল, তখন তিনি (ﷺ) বললেন, বন্দী অথবা ধন-সম্পদ– এ দু'টির যে কোনো একটি গ্রহণ করতে পার। এমতাবস্থায় তারা বলল, আমরা আমাদের বন্দীদেরকে ফিরে পেতে চাই। এতদশ্রবণে রসূলুল্লাহ ﷺ সহাবীগণের উদ্দেশে দাঁড়িয়ে প্রথমে আল্লাহ তা'আলার হাম্‌দ ও যথাযথ প্রশংসা

করে বললেন, শোন! তোমাদের যে সমস্ত ভাইয়েরা (হাওয়াযিনবাসীরা) কুফ্‌রী হতে প্রত্যাবর্তন করে তাওবার মাধ্যমে আমাদের নিকট এসেছে, আর আমি তাদের বন্দীদেরকে ফেরত দেয়া উত্তম মনে করি। অতএব, তোমাদের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টিচিত্তে তাদের বন্দীদেরকে ফেরত দিতে চায়, তারা যেন ফেরত দিয়ে দেয়। আর তোমাদের মধ্যে যারা স্বীয় অংশ সংরক্ষণ করতে চায় (স্বেচ্ছায় ফেরত দিতে সম্মত নয়) তারা যেন এ অঙ্গীকারের উপর ফেরত দেয় যে, পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে 'ফাই' (যুদ্ধলব্ধ মাল) সর্বপ্রথম দান করবেন, তা হতে আমি তাদেরকে তা পরিশোধ করব। এ কথা শুনে উপস্থিত জনতা সমস্বরে বলে উঠল, হে আল্লাহর রসূল! আমরা স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে (শর্তহীনভাবে) তাদেরকে মুক্তি দিলাম। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ বিরাট জনসমুদ্রের মধ্যে তোমাদের কে অনুমতি দিল আর কে দিল না, তা আমি সঠিকভাবে জানতে পারছি না। অতএব তোমরা স্বীয় অবস্থানে ফিরে যাও এবং তোমাদের দলের নেতারা এসে যেন তোমাদের মতামত আমার নিকট পৌঁছে দেয়। অতঃপর এ নির্দেশে সকলে নিজ নিজ অবস্থানে ফিরে গেল এবং স্বীয় দলপতির সাথে আলোচনাসাপেক্ষে নিজেদের মতামত রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে জানাল যে, তারা স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে (নিঃশর্তভাবে) মুক্তি দিতে অনুমতি দিয়েছে। (বুখারী)[১২০৮]

ব্যাখ্যা : মুযহির বলেন : আল্লাহর রসূল ﷺ বন্দীদেরকে প্রতিনিধি দলের হাতে ফেরত দেয়ার ক্ষেত্রে সহাবীদের কাছে অনুমতি চেয়েছেন, কেননা তাদের সম্পদ ও বন্দী যোদ্ধাদের মালিকানায় পরিণত হয়েছে, আর তারা যার মালিক হয়েছে তা তাদের অনুমতি ছাড়া দেয়া বৈধ হবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ইবনু বাত্ত্বল বলেন : প্রতিনিধি ছিল হাওয়াযিন গোত্রের দূত। তারা তাদের বন্দীদের ফেরত নেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিনিধি দলকে মধ্যস্থাতাকারী বানিয়ে ছিল, আর নাবী ﷺ সহাবী এবং প্রতিনিধি দলের মাঝে মধ্যস্থতাকারী।

খত্ত্বাবী বলেন : অত্র হাদীসে প্রতিনিধি নিয়োগকারীর পক্ষে প্রতিনিধির স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ আছে। কেননা অত্র হাদীসে নেতাগণ প্রতিনিধিদের স্তরে। আবূ ইউসুফও এ মত পোষণ করেছেন; আবূ হানীফাহ্ এবং মুহাম্মাদ একে শাসকের সাথে শর্তারোপ করেছেন। মালিক, শাফি'ঈ এবং ইবনু আবূ লায়লা বলেন : প্রতিনিধি নিয়োগদাতার পক্ষে প্রতিনিধির স্বীকারোক্তি বিশুদ্ধ হবে না। হাদীসে বৈধতার কোনো প্রমাণ নেই, কেননা হাদীসে বর্ণিত নেতাগণ প্রতিনিধি নন, বরং তারা আমীরদের মতো। [আল্লাহ সর্বজ্ঞাত]

অত্র হাদীসে "পরিশেষে আল্লাহ সর্বপ্রথম আমাদেরকে যা দান করবেন তা থেকে তা পরিশোধ করব।" রসূল ﷺ-এর এ উক্তির কারণে অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ধার নেয়ার ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করা হয়েছে।

তবে এ মাসআলাতে প্রসিদ্ধ মতানৈক্য আছে। (ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ২৩০৭)

সারাংশ হলো- নাবী ﷺ-এর নিজের মালিকানাতে যা বরাদ্ধ ছিল তা ফেরত দেয়ার মাধ্যমে তিনি তাদের আবেদনে সাড়া দিলেন। আর «أَحَبَّ الكلام أصدقه» বলতে সত্য কথা, সত্য প্রতিশ্রুতি সর্বাধিক প্রিয়। সুতরাং যা তিনি মানুষকে বলেন তা সত্য এবং তিনি যা মানুষকে প্রতিশ্রুতি দেন তা পূর্ণ করা তার ওপর আবশ্যক। দাস মুক্তি পর্বে বুখারীর শব্দ- অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, «إن معي من ترون وأحب الحديث إلى أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبي وقد كنت إستأنيت بهم» অর্থাৎ- "নিঃসন্দেহে আমার সাথে ঐ সকল বন্দীই আছে যাদেরকে তোমরা দেখছ, আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় কথা হলো সত্য কথা। অতঃপর তোমরা দু'টি অংশের একটি নির্বাচন কর, হয় সম্পদ না হয় বন্দী। আর তাদের

[১২০৮] **সহীহ :** বুখারী ২৩০৭, আহমাদ ১৮৯১৪, ইরওয়া ১২১১।

ব্যাপারে আমি বিলম্ব করেছি।" নাবী ﷺ যখন ত্বায়িফ থেকে এসেছেন তখন দশ রাত্রির অধিক তাদের জন্য অপেক্ষা করেছেন..... আল হাদীস।

আর তাঁর «إستأنيت بهم» এ উক্তির অর্থ- আমি বন্দীর বণ্টনের বিষয় পিছিয়ে দিয়েছি যাতে হাওয়াযিন প্রতিনিধি উপস্থিত হয়। কিন্তু তারা উপস্থিত হতে বিলম্ব করল। নাবী ﷺ বন্দীদেরকে বণ্টন করা বাদ রেখে ত্বায়িফের অভিমুখী হয়ে ত্বায়িফ নগরীকে ঘেরাও করলেন। অতঃপর সেখান থেকে জিয়িরানাহ্-এর দিকে ফিরে আসলেন, অতঃপর সেখানে গনীমাতসমূহ বণ্টন করলেন। আর তাঁর কাছে হাওয়াযিন প্রতিনিধি আসলো, পরে তিনি তাদের নিকটে বর্ণনা করলেন তিনি তাদের জন্য দশ রাত্রির অধিক অপেক্ষা করেছেন, এভাবে গায়াতুল মাকসূদে সংক্ষিপ্তভাবে আছে। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬৯০)

٣٩٦٩-[١٠] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كَانَتْ ثَقِيفٌ حَلِيفًا لِبَنِيْ عُقَيْلٍ فَأَسَرَتْ ثَقِيفٌ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلًا مِنْ بَنِيْ عُقَيْلٍ فَأَوْثَقُوْهُ فَطَرَحُوْهُ فِي الْحَرَّةِ فَمَرَّ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنَادَاهُ: يَا مُحَمَّدُ! يَا مُحَمَّدُ! فِيمَ أُخِذْتُ؟ قَالَ: «بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكُمْ ثَقِيفٍ» فَتَرَكَهٗ وَمَضٰى فَنَادَاهُ: يَا مُحَمَّدُ! يَا مُحَمَّدُ! فَرَحِمَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَجَعَ فَقَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟» قَالَ إِنِّيْ مُسْلِمٌ. فَقَالَ: «لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ». قَالَ: فَفَدَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَسَرَتْهُمَا ثَقِيفٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৯৬৯-[১০] 'ইমরান ইবনু হুসায়ন رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বানী সাক্বীফ ছিল বানী 'উক্বায়ল-এর মিত্র গোত্র। একদিন বানী সাক্বীফ-এর লোকেরা অন্যায়ভাবে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'জন সহাবীকে বন্দী করল। বন্দীর প্রতিশোধ স্বরূপ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীগণ বানী 'উক্বায়ল-এর এক ব্যক্তিকে সুযোগ পেয়ে বন্দী করে মাদীনার অদূরে 'হার্‌রাহ্' নামক মরু প্রান্তরে ফেলে রাখলেন। অতঃপর তিনি (ﷺ) তার সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় সে চিৎকার দিয়ে বলল, হে মুহাম্মাদ! হে মুহাম্মাদ! কি অপরাধে আমাকে বন্দী করা হয়েছে? তিনি (ﷺ) বললেন, তোমার মিত্র গোত্র সাক্বীফ গোত্রের অপরাধে। এটা বলে তিনি (ﷺ) সম্মুখে অগ্রসর হলেন। লোকটি আবারও হে মুহাম্মাদ! হে মুহাম্মাদ! বলে তাকে আহ্বান করতে লাগল। এতে তাঁর মনে দয়ার উদ্রেক হলো। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে? লোকটি বলল, আমি মুসলিম হয়েছি। তিনি (ﷺ) বললেন, এ স্বীকারোক্তি তুমি যদি তোমার স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব থাকাকালীন সময়ে বলতে, তবে তুমি পূর্ণরূপে সাফল্য লাভ করতে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ঐ দু'জন মুসলিম বন্দীর বিনিময়ে ছেড়ে দিলেন, যাদেরকে বানী সাক্বীফ বন্দী করে রেখেছিল। (মুসলিম)[১২০৯]

ব্যাখ্যা : (فَأَسَرَتْ ثَقِيفٌ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ) অন্য নুসখাতে আছে, "নাবী ﷺ-এর সহাবীদের অন্তর্ভুক্ত দু'জন লোক" এর পরিবর্তে আল্লাহর রসূলের সহাবীগণ 'আক্বীল বংশের একজন লোককে আটক করল। তাদের নিয়ম ছিল মিত্রের অপরাধের কারণে মিত্রের কাউকে পাকড়াও করা। সুতরাং তাদের নিয়ম অনুযায়ী তিনি (ﷺ) এ কাজ করলেন। ইবনুল মালিক একে উল্লেখ করেছেন।

[১২০৯] **সহীহ :** মুসলিম ১৬৪১, আহমাদ ১৯৮৯৪।

(قَالَ : «بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكُمْ ثَقِيفٍ») তোমাদের মিত্র সাক্বীফ গোত্রের অপরাধের কারণে। আল্লাহর রসূল ﷺ এবং সাক্বীফ গোত্রের মাঝে পারস্পরিক সন্ধি চুক্তি ছিল। অতঃপর সাক্বীফ গোত্র যখন তাদের সন্ধি ভঙ্গ করল এবং বানূ 'আক্বীল তা অসমীচীন মনে করল না। অথচ বানূ 'আক্বীল সাক্বীফ গোত্রের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল, চুক্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে তারা সাক্বীফ গোত্রের মতো সাব্যস্ত হলো। সুতরাং সহাবীগণ 'আক্বীল গোত্রের লোকটিকে সাক্বীফ গোত্রের অপরাধের কারণে পাকড়াও করল।

একমতে বলা হয়েছে, এর অর্থ হলো- তোমাকে পাকড়াও করা হয়েছে যাতে তোমার মাধ্যমে আমরা তোমার মিত্র সাক্বীফ গোত্রের অপরাধ প্রতিহত করতে পারি। এর উপর প্রমাণ বহন করছে যে, পরবর্তীতে সাক্বীফ গোত্রের আটক করা ঐ দু' মুসলিম ব্যক্তির মুক্তিপণ হিসেবে বানূ 'আক্বীল গোত্রের লোকটিকে উপস্থাপন করা হয়েছিল।

(أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ) অর্থাৎ- দুনিয়াতে দাসত্ব হতে মুক্তির মাধ্যমে, পরকালে জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাধ্যমে তুমি সফল হতে।

ইবনুল মালিক বলেন : এতে ঐ ব্যাপারে প্রমাণ আছে যে, কাফির ব্যক্তি যখন বন্দীত্বে পতিত হয়, অতঃপর দাবী করে যে, সে ইতিপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছে তাহলে প্রমাণ ছাড়া তার ঐ কথা গ্রহণ করা হবে না। আর যদি বন্দী হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাকে হত্যা করা হারাম এবং তাকে দাস বানানো বৈধ। আর যদি বন্দী হওয়ার পর জিয্‌ইয়াহ্ দিতে সম্মত হয় তাহলেও তাকে হত্যা করা হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে মতানৈক্য আছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ) এর অর্থ হলো- বন্দী হওয়ার পূর্বে তুমি যখন তোমার বিষয়ের মালিক ছিলে তখন যদি তোমার ইসলাম গ্রহণের কথা বলতে তাহলে পূর্ণরূপে সফলকাম হতে। কেননা তুমি যদি বন্দী হওয়ার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করতে তাহলে তোমাকে বন্দী করা বৈধ হতো না, কেননা তুমি মুসলিম হওয়ার কারণে বন্দী হওয়া থেকে নিরাপদ থাকা ও মালিক হওয়ার সুযোগ গ্রহণের মাধ্যমে সফলকাম হতে। পক্ষান্তরে যখন বন্দী হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণের কথা বললে তখন তোমাকে হত্যা করার সুযোগ রহিত হয়ে যাবে। আর দাস বানানো, অনুগ্রহ করা ও মুক্তিপণ দেয়ার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাধীনতা স্থায়ী থাকবে।

অত্র হাদীসে মুক্তিপণ দেয়ার বৈধতা রয়েছে, আর বন্দী ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ বন্দী থেকে যোদ্ধাদের অধিকার রহিত করবে না, বন্দী হওয়ার পূর্বে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তার হুকুমের বিপরীত।

(শারহু মুসলিম ১১শ খণ্ড, হাঃ ১৬৪১)

অত্র হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যশীল আবূ দাউদ-এর «قال : نأخذك بجريرة خلفائك» এ হাদীসাংশের ব্যাখ্যায় 'আওনুল মা'বূদে যা এসেছে তা হলো- ইমাম খত্ত্বাবী বলেন : বিদ্বানগণ এর বিশ্লেষণে মতানৈক্য করেছেন। অতঃপর তাদের কতকে বলেছেন, এটা ঐ কথার উপর প্রমাণ বহন করছে যে, তারা বানূ 'আক্বীলের সাথে ঐ কথার উপর চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যে, তারা মুসলিমদের এবং তাদের কোনো মিত্রের মুকাবেলা করবে না। অতঃপর তাদের মিত্ররা চুক্তি ভঙ্গ করেছে। এমতাবস্থায় বানূ 'আকীল তার অসম্মতি জানায়নি, ফলে বানূ সাক্বীফের অপরাধের কারণে বানূ 'আক্বীলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যরা বলেন, এটা কাফির ব্যক্তি তার কোনো অঙ্গীকার নেই, তাকে গ্রেপ্তার করা, বন্দী করা এবং হত্যা করা সবই বৈধ।

('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩৩০৬)

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٩٧٠-[١١] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِيْ فِدَاءِ أُسَرَائِهِمْ بَعَثَتْ زَيْنَبُ فِيْ فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بِمَالٍ وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا كَانَتْ عِنْدَ خَدِيجَةَ أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلٰى أَبِي الْعَاصِ فَلَمَّا رَاٰهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيْدَةً وَقَالَ: «إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوْا لَهَا أَسِيْرَهَا وَتَرُدُّوْا عَلَيْهَا الَّذِيْ لَهَا» فَقَالُوْا: نَعَمْ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَخَذَ عَلَيْهِ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَ زَيْنَبَ إِلَيْهِ وَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: «كُوْنَا بِبَطْنِ يَأْجَجَ حَتّٰى تَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ فَتَصْحَبَاهَا حَتّٰى تَأْتِيَا بِهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৩৯৭০-[১১] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাক্কার কাফিরগণ যখন বাদ্‌রে তাদের বন্দীদের মুক্তির জন্য রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট মুক্তিপণ পাঠাল, তখন (রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কন্যা) যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তার স্বামী আবুল 'আস-এর মুক্তির জন্যও কিছু মাল পাঠালেন। তন্মধ্যে একটি হার ছিল যার মালিক ছিলেন খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। আবুল 'আস-এর সাথে যায়নাব-এর বিয়ের সময় বিবি খাদীজাহ্ উপহার স্বরূপ হারটি যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে দিয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হারটি দেখে (বিবি খাদীজার স্মৃতিচারণে) অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন এবং সহাবীগণকে বললেন, যদি তোমরা সমীচীন মনে কর তাহলে যায়নাবের কয়েদি (আবুল 'আস)-কে ছেড়ে দাও এবং যায়নাব যে সমস্ত ধন-সম্পদ পাঠিয়েছে তাও তাকে ফেরত দিয়ে দাও। এতে সহাবীগণ সম্মতি প্রকাশ করলে, আবুল 'আস মুক্ত হয়ে গেল। অবশ্য তাকে মুক্তি দেয়ার সময় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার নিকট হতে এ অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, যায়নাবকে মাদীনায় তাঁর নিকট আসার পথে যেন বাধা সৃষ্টি না করে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যায়দ ইবনু হারিসাহ্ ও একজন আনসারীকে মাক্কায় পাঠালেন এবং তাদেরকে বলে দিলেন, তোমরা মাক্কার অনতিদূরে (প্রায় আট কিলোমিটার দূরে তান্'ঈম-এর নিকটবর্তী) "ইয়া'জাজ" নামক স্থানে অবস্থান করবে। যায়নাব সে পর্যন্ত এসে পৌঁছলে তোমরা উভয়ে তার সঙ্গী হবে এবং তাকে মাদীনায় নিয়ে আসবে। (আহমাদ, আবূ দাউদ)[১২১০]

ব্যাখ্যা : (لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِيْ فِدَاءِ أُسَرَائِهِمْ) অর্থাৎ- বাদ্‌রের দিন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তাদের ওপর বিজয় লাভ করলেন, অতঃপর তাদের কতককে হত্যা করলেন এবং কতককে বন্দী করলেন, আর তাদের থেকে মুক্তিপণ দাবী করলেন।

(رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيْدَةً) অর্থাৎ- যায়নাব-এর দূরত্ব ও একাকীত্বের কারণে তার প্রতি সদয় হলেন। খাদীজার যুগ ও তার সঙ্গীর কথা স্মরণ করলেন, কেননা হারটি খাদীজার গলায় ছিল।

(وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَخَذَ عَلَيْهِ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَ زَيْنَبَ إِلَيْهِ) অর্থাৎ- নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবুল 'আস-এর কাছ থেকে যায়নাব-কে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে পাঠাতে এবং মাদীনাতে হিজরত করার ব্যাপারে তাকে অনুমতি দিতে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন। ক্বাযী বলেন : যায়নাব ছিল আবুল 'আস-এর অধীনে, নবূওয়াতের পূর্বে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যায়নাব-কে আবুল 'আস-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন।

[১২১০] **হাসান :** আবূ দাউদ ২৬৯২, আহমাদ ২৬৩৬২, ইরওয়া ১২১৬।

(بِبَطْنِ يَأْجَجَ) তান্'ঈম-এর কাছাকাছি একটি স্থান। একমতে বলা হয়েছে, মাসজিদে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আন্হা)-এর সামনে একটি স্থান। ক্বাযী বলেন : হারাম অঞ্চলের আশ-পাশের উপত্যকাসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি উপত্যকা। আর উপত্যকা বলতে জমিনের নীচ স্থান। সীবাওয়াইহি বলেন : এটি মাক্কার একটি স্থান।

(فَتَصْحَبَاهَا حَتّٰى تَأْتِيَا بِهَا) অর্থাৎ- তাকে মাদীনাতে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। আশরাফ বলেন : অত্র হাদীসে প্রমাণ আছে- কোনো মুক্তিপণ গ্রহণ ছাড়াই বন্দীর প্রতি দয়া করা বৈধ। আর ঐ ব্যাপারে প্রমাণ আছে যে, ফিত্নার আশঙ্কা না থাকলে গায়র মাহরাম মহিলার সাথে পথে দুই বা ততোধিক পুরুষ প্রেরণ করার অধিকার ইমামে আ'যামের আছে। ক্বারী বলেন : আমি বলব, মহিলার সাথে মাহরাম পুরুষ থাকা অথবা নির্ভরযোগ্য মহিলা থাকা বৈধ হওয়ার কারণে দলীল গ্রহণের বিষয়টি বিতর্কিত। আর এটা মাহরাম ছাড়া সফর করা নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

ইসাবাহ্ গ্রন্থে আছে, আবুল 'আস হলো- রবী' বিন 'আবদুল 'উয্যা বিন 'আব্দ শামস্ বিন 'আব্দ মানাফ। তার মা হালাহ্ বিনতু খুওয়াইলিদ। আল্লাহর রসূলের কন্যা যায়নাব ছিল আবুল 'আস বিন রবী'-এর অধীনে। অতঃপর তিনি হিজরত করলেন আর আবুল 'আস তার দীনের উপর থেকে গেল। ঐকমত্য পোষণ করা হয়েছে যে, আবুল 'আস ব্যবসার উদ্দেশে শামের দিকে বের হলো, অতঃপর যখন সে মাদীনার নিকটবর্তী হলো তখন কতিপয় মুসলিম তার দিকে বেরিয়ে যেতে, অতঃপর তার সাথে যা আছে তা গ্রহণ করতে এবং তাকে হত্যা করতে ইচ্ছা করল। অতঃপর এ সংবাদ যায়নাব-এর কাছে পৌছলে যায়নাব বলল, হে আল্লাহর রসূল! মুসলিম অঙ্গীকার কি এক অঙ্গীকার নয়? আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ। তখন যায়নাব বললেন, আমি সাক্ষ্য দিলাম যে, আমি আবুল 'আসকে আশ্রয় দিয়েছি। অতঃপর আল্লাহর রসূলের সহাবীগণ তার কাছে গিয়ে তাকে বলল, হে আবুল 'আস! তুমি কুরায়শ বংশের সম্মানিত স্থানে অবস্থান করছ, তুমি আল্লাহর রসূলের চাচাতো ভাই এখন তোমার কি ইসলাম গ্রহণের চিন্তা-ভাবনা আছে? ইসলাম গ্রহণ করলে তুমি মাক্কাবাসীদের সম্পদ থেকে তোমার সাথে যা আছে তুমি তা গনীমাত হিসেবে লাভ করবে। আবুল 'আস বলল, তোমরা যে ব্যাপারে আমাকে আদেশ করছ তা কতই না নিকৃষ্ট, তুচ্ছ বস্তুর কারণে আমার দীনকে বর্জন করতে, এ বলে আবুল 'আস চলতে থাকল। পরিশেষে মাক্কাতে আগমন করে প্রত্যেক অধিকারীর কাছে তার অধিকার পৌছিয়ে দিল। অতঃপর দাঁড়িয়ে বলল, হে মাক্কাবাসী! আমি কি আমার দায়িত্ব পূর্ণ করেছি। তারা বলল, হে আল্লাহর রসূল! হ্যাঁ। তখন আবুল 'আস বলল, নিঃসন্দেহে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া 'ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য কেউ নেই, আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল! অতঃপর তিনি হিজরত করে মাদীনায় আগমন করলে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথম বিবাহ অনুযায়ী যায়নাব-কে তার কাছে ফিরিয়ে দিলেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٩٧١ - [١٢] وَعَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا أَسَرَ أَهْلَ بَدْرٍ قَتَلَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِيْ مُعَيْطٍ وَالنَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ وَمَنَّ عَلٰى أَبِيْ عَزَّةَ الْجُمَحِيِّ. رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ إِسْحَاقَ فِي «السِّيْرَةِ»

৩৯৭১-[১২] উক্ত রাবী ('আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আন্হা)) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাদ্‌র যুদ্ধে যখন কুরায়শদেরকে বন্দী করলেন, তখন 'উক্বাহ্ ইবনু আবূ মু'আয়ত্ব ও নায্‌র ইবনু হারিস-কে হত্যা করেন। আর আবূ 'আয্‌যাতুল জুমাহী-কে মুক্তিপণ ব্যতীত এমনিই ছেড়ে দেন।

(শারহুস্ সুন্নাহ্, শাফি'ঈ, ইবনু ইসহাক্ব-এর 'সীরাত' গ্রন্থে)[১২১১]

[১২১১] য'ঈফ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৭১১, ইরওয়া ১২১৪।

ব্যাখ্যা : (قَتَلَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَالنَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ) হিদায়াতে আছে- বন্দীদের ক্ষেত্রে ইমামের ইখতিয়ার আছে- চাইলে তাদেরকে হত্যা করবে। ইবনুল হুমাম বলেন : যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করবে না, যেহেতু তিনি (ﷺ) বন্দী হত্যা করেছেন, তাই 'উক্ববাহ্ বিন আবূ মু'আয়ত এবং অন্যান্যকে তাঁর হত্যাকরণে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা তাদের হত্যাকরণের মাধ্যমে তাদের থেকে সংঘটিত বিশৃঙ্খলার মূলোৎপাটিত হয়েছে। আর যদি চান তাহলে তাদেরকে দাস বানাবেন। কেননা এতে মুসলিমদের কল্যাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের অকল্যাণ প্রতিহতকরণ রয়েছে।

এজন্যই আমরা বলেছি, কোনো যোদ্ধার জন্য কোনো বন্দীকে নিজে নিজে হত্যা করার অধিকার নেই। কেননা এ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার ইমামের। তিনি যদি চান তাহলে তাদেরকে মুসলিমদের নিরাপত্তা স্বরূপ স্বাধীন অবস্থায় ছেড়ে দিবে। 'উমার (রাঃ) বড় দলের ক্ষেত্রে এটা করেছেন, তবে 'আরবের মুশরিক এবং মুরতাদ যখন বন্দী হয় তখন তাদের বিষয় আলাদা। কেননা তাদের থেকে কোনো ট্যাক্স গ্রহণ করা হবে না এবং তাদেরকে দাস বানানো বৈধ হবে না। বরং হয় ইসলাম গ্রহণ, নতুবা তরবারি। অতঃপর বন্দীরা যদি বন্দীত্বের পর ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে আমরা তাদেরকে হত্যা করব না। তবে তাদেরকে দাস বানানো বৈধ। তবে যদি গ্রেপ্তারের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে থাকে তবে ভিন্ন কথা, তখন তাদেরকে দাস বানানো যাবে না, তারা স্বাধীনে পরিণত হবে। কেননা এটা তাদের মাঝে মালিকত্বের কারণ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ।

(وَمَنَّ عَلٰى أَبِي عَزَّةَ الْجُمَحِيِّ) অর্থাৎ- মুক্তিদানের মাধ্যমে আবূ আয্যা আল জুমাহী-কে অনুগ্রহ করলেন। মিরক্বাতে বিগত হয়েছে, এ হুকুম রহিত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٩٧٢-[١٣] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا أَرَادَ قَتْلَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ قَالَ: مَنْ لِلصِّبْيَةِ؟ قَالَ: «النَّارُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৩৯৭২-[১৩] ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন 'উক্ববাহ্ ইবনু আবূ মু'আয়ত্ব-কে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন তখন সে বলে উঠল, (আমাকে হত্যা করা হলে) আমার ছোট ছোট সন্তান-সন্ততিদের কি উপায় হবে? উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, আগুন। (আবূ দাঊদ)[১২১২]

ব্যাখ্যা : (مَنْ لِلصِّبْيَةِ؟) অর্থাৎ- "আমার বাচ্চাদের দায়িত্ব কে নিবে?" তাদের লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কে নিবে? অথচ তুমি তাদের দায়িত্বশীলকে হত্যা করছ।

قَالَ : «النَّارُ» দু'টি উদ্দেশের সম্ভাবনা রাখছে। ১. আগুন যদি জমিন হওয়ার উপযোগী হয় তাহলে তাই। ২. বিজ্ঞপদ্ধতিতে উত্তর প্রদান, অর্থাৎ- তোমার জন্য আগুন। অর্থাৎ- তুমি তোমার নিজের বিষয়ে গুরুত্ব দাও এবং আগুন থেকে তোমার জন্য যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে সেজন্য গুরুত্ব দাও। সন্তানদের বিষয়ে চিন্তা পরিত্যাগ কর, কেননা তাদের দায়িত্বশীল ঐ আল্লাহ যার ওপর আছে জমিনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর রিয্ক্বের দায়িত্ব। এটাই এখানে উদ্দেশ্য। একে ত্বীবী বর্ণনা করেছেন। তবে সর্বাধিক প্রকাশমান হলো- প্রথমটিই লক্ষ্য। কেননা এ দ্বিতীয় অর্থটি যদি উদ্দেশ্য করা হত তাহলে তিনি (ﷺ) অবশ্যই বলতেন, আল্লাহ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[১২১২] হাসান : আবূ দাঊদ ২৬৮৬।

٣٩٧٣-[١٤] وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ جِبْرِيْلَ هَبَطَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: خَيِّرْهُمْ يَعْنِيْ أَصْحَابَكَ فِيْ أُسَارٰى بَدْرٍ: اَلْقَتْلَ وَالْفِدَاءَ عَلٰى أَنْ يُّقْتَلَ مِنْهُمْ قَابِلًا مِثْلُهُمْ» قَالُوا الْفِدَاءَ وَيُقْتَلَ مِنَّا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ

৩৯৭৩-[১৪] 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : জিব্‌রীল (আলায়হিস্ সালাম) এসে আমাকে বললেন, আপনার সহাবীগণকে (বাদ্‌রের বন্দীদের ব্যাপারে) এ অধিকার দিয়ে দিন, তারা ইচ্ছা করলে বন্দীদেরকে হত্যা করতে পারবে, আর যদি মুক্তিপণ স্বরূপ ধন-সম্পদের বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দিতে চায়, তাও পারবে। কিন্তু মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিলে, আগামীতে কাফিরদের সমপরিমাণ (৭০ জন) নিজেদের মধ্য হতে শাহীদ হবে। অতঃপর সহাবীগণ বললেন, মুক্তিপণ আমরা গ্রহণ করলাম এবং আমাদের মধ্য হতে (আগামীতে সমপরিমাণ) শাহীদ হবে। (তিরমিযী; তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব)[১২১৩]

ব্যাখ্যা : (اَلْقَتْلَ وَالْفِدَاءِ) অর্থাৎ- তোমরা বন্দীদেরকে হত্যাও করতে পার অথবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়েও দিতে পার। অর্থাৎ (قَابِلًا) অর্থাৎ- আগত আগামী বছরে আর আগামী বছর বলতে যে বছরে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। (مِثْلُهُمْ) অর্থাৎ- কাফিরদের থেকে যে সংখ্যা মুক্তি দেয়া হবে, তত সংখ্যায় আগামী যুদ্ধে মুসলিমদের মধ্য হতে শাহীদ হবে আর পূর্বে বাদ্‌র যুদ্ধে কাফিরদের সত্তরজনকে হত্যা এবং সত্তরজনকে বন্দী করা হয়েছিল।

(وَيُقْتَلَ مِنَّا) অর্থাৎ- আগামী বছর আমাদের থেকে তাদের অনুরূপ হত্যা করা হবে। অর্থাৎ- আমাদের পছন্দ হলো- তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা, আর আমাদের মধ্য হতে কতক নিহত (শাহীদ) হওয়া। অতঃপর মুসলিমরা বাদ্‌রের দিন কাফিরদের থেকে যতজনকে মুক্তি দিয়েছিল উহুদের দিন মুসলিমদের থেকে সে পরিমাণ হত্যা করা হয়। আর বাদ্‌রের দিন কাফিরদের সত্তরজনকে হত্যা করা হয় এবং সত্তরজনকে বন্দী করা হয়।

মুসলিম এবং তিরমিযী 'আবদুল্লাহ বিন 'আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, তারা বাদ্‌রের দিন যখন বন্দীদেরকে বন্দী করল, তখন আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন, "তোমরা এ সকল বন্দীদের ব্যাপারে কী অভিমত পেশ কর?" তখন আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! এরা চাচাতো ভাই এবং নিকটাত্মীয়! আমি তাদের থেকে আপনার কর্তৃক মুক্তিপণ গ্রহণের বিষয়টি ভাবছি, ফলে তা কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষে শক্তি স্বরূপ হবে। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক্ব দিবেন, এ আশা করা যায়। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে খত্তাব-এর ছেলে! আপনি কী ভাবছেন? আমি বললাম, না, আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যা ভেবেছে আমি তা ভাবিনি। তবে আপনি আমাদেরকে সুযোগ দিবেন, এ কথা ভাবছি যাতে তাদের গর্দান উড়িয়ে দিতে পারি। কেননা এরা কুফ্‌রীর মূল নেতা। অতঃপর আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যা বলেছেন তা ইচ্ছা করলেন, আমি যা বলেছি তা ইচ্ছা করেননি। এদের হত্যা করা হলে কুফ্‌র নির্মূল হবে। যখন পরবর্তী দিন আসলো তখন আমি দেখলাম আবূ বাক্‌র এবং আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বসে কাঁদছেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে সংবাদ দিন কোন্ জিনিসের কারণে আপনি এবং আপনার সাথী কাঁদছেন? তখন উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি ঐ জন্য কাঁদছি যা তোমার সাথীবর্গের সম্মুখীন

[১২১৩] **সহীহ :** তিরমিযী ১৫৬৭।

হয়েছে বন্দীদের থেকে তারা মুক্তিপণ গ্রহণ করার কারণে। তারা ঐ বৃক্ষটি অপেক্ষা অতি নিকটে তাদের শাস্তির সম্মুখীন হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আয়াতটির শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন।

বায়যাভী বলেন : আয়াতটি ঐ ব্যাপারে প্রমাণ বহনকারী যে, নাবীগণ মুজতাহিদ, কখনো তাদের ভুল হয়ে থাকে তবে ভুলের উপর তারা স্থির থাকেন না। আল্লাহ তা'আলার বাণী, "আল্লাহর তরফ থেকে যদি কোনো সিদ্ধান্ত গত না হতো"– (সূরাহ্ আল আনফাল ৮ : ৬৮), অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে যদি লাওহে মাহফূযে কোনো সিদ্ধান্তের প্রমাণ গত না হতো, আর তা হলো ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ভুলকারীকে শাস্তি না দেয়া, অথবা বাদ্রের যোদ্ধাদেরকে শাস্তি না দেয়া, অথবা এমন সম্প্রদায়কে যাদের নিকটে এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা স্পষ্ট করা হয়নি, অথবা যে মুক্তিপণ তারা গ্রহণ করেছে তা অচিরেই তাদের জন্য হালাল হয়ে যাবে। আয়াতে ব্যবহৃত ﴿لَمَسَّكُمْ﴾ অর্থ- তোমরা যে মুক্তিপণ গ্রহণ করেছ সে কারণে তোমাদেরকে মহাশাস্তি গ্রাস করত। আয়াত ও হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধনে এ বলাও সম্ভব যে, প্রথমত বন্দীদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করার ঐচ্ছিকতা সাধারণভাবে স্বীকৃত ছিল। অতঃপর পরবর্তীতে তা শর্তসাপেক্ষে ঐচ্ছিকতায় পরিণত হয়। [আল্লাহ সর্বজ্ঞাত] (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৫৬৭)

٣٩٧٤-[١٥] عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِيْ سَبْيِ قُرَيْظَةَ عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَكَانُوْا يَنْظُرُوْنَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعَرَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ فَكَشَفُوْا عَانَتِيْ فَوَجَدُوْهَا لَمْ تُنْبِتْ فَجَعَلُوْنِيْ فِي السَّبْيِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. وَالدَّارِمِيُّ

৩৯৭৪-[১৫] 'আত্বিয়্যাতুল কুরাযী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমিও বানী কুরায়যার বন্দীদের মধ্যে ছিলাম। আমাদেরকে নাবী (ﷺ)-এর সম্মুখে উপস্থিত করা হলো। সহাবীগণ বন্দীদের সতর খুলে দেখেন। যার গুপ্তাঙ্গের লোম উঠেছে তাকে হত্যা করা হয়, আর যার লোম প্রকাশ পায়নি তাকে হত্যা করা হয়নি। ফলে তাঁরা আমার সতর খুলে দেখলেন যে, আমার গুপ্তাঙ্গের লোম উঠেনি। তাই আমাকে হত্যা না করে বন্দীদের মধ্যে রেখে দিলেন। (আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ, দারিমী)[১২১৪]

ব্যাখ্যা : (فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعَرَ قُتِلَ) অর্থাৎ- যার নাভির নীচে চুল গজিয়েছে তাকে হত্যা করা হয়েছে, কেননা নাভির নীচে চুল গজানো প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আলামাত। সুতরাং সে যোদ্ধাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ) কেননা এ ধরনের মানুষ শিশুদের অন্তর্ভুক্ত। এ অর্থটি তাদের কাছে সংশয়পূর্ণ হচ্ছে যারা মুসলিম এবং কাফিরদের মাঝে পার্থক্য করে থাকে আর এটা ঐ সময় যখন নাভীর নীচে চুল গজানোকে কাফিরদের ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে নির্ধারণ করে থাকে আর মুসলিমদের ক্ষেত্রে তা বিবেচনা করা হয় না। কারণ কাফিরদের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া বয়সের দৃষ্টিকোণ থেকে জানা যায় না, আর তাদের কথাও গ্রহণ করা সম্ভব নয়, কেননা তারা নিজেদের থেকে হত্যার বিধান প্রতিহত করার উদ্দেশে ঐ ব্যাপারে তারা মিথ্যা বলবে। আর এজন্যই তাদের সংবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে মুসলিম এবং তাদের সন্তানদের বয়সের পরিমাণ সম্পর্কে জানা সম্ভব, কেননা তাদের জন্মের সময় সংরক্ষিত। তাদের জন্মের সময়ের তারিখ দেয়া আছে, জানা আছে। এ ব্যাপারে তাদের সংবাদ গ্রহণযোগ্য। এ কারণেই মুশরিকদের ক্ষেত্রে চুল গজানোকে বিবেচনা করা হয়েছে। [আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত] এ উক্তিটি খত্ত্বাবীর।

[১২১৪] সহীহ : আবূ দাউদ ৪৪০৪, ইবনু মাজাহ ২৫৪১, তিরমিযী ১৫৮৪, আহমাদ ১৮৭৭৬।

তূরিবিশ্‌তী বলেন : কেবল মুশরিকদের ক্ষেত্রে নাভীর নীচে চুল গজানোকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার জন্য বিবেচনা করা হয়েছে এটা মূলত জরুরী হিসেবে। এমতাবস্থায় যদি কাফিরদেরকে তাদের বয়সের পরিমাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় তাহলে তারা সত্য বলবে না, কেননা এতে তারা ধ্বংস দেখছে।

(আওনুল মা'বূদ ৯ম খণ্ড, হাঃ ৪৩৯৫; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৫৮৪; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٩٧٥-[١٦] وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: خَرَجَ عُبْدَانٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِي الْحُدَيْبِيَةَ قَبْلَ الصُّلْحِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَوَالِيهِمْ قَالُوْا: يَا مُحَمَّدُ! وَاللّٰهِ مَا خَرَجُوْا إِلَيْكَ رَغْبَةً فِيْ دِيْنِكَ وَإِنَّمَا خَرَجُوْا هَرَبًا مِنَ الرِّقِّ. فَقَالَ نَاسٌ: صَدَقُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! رُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ: «مَا أُرَاكُمْ تَنْتَهُوْنَ يَا مَعْشَرَ! قُرَيْشٍ حَتّٰى يَبْعَثَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ عَلٰى هٰذَا». وَأَبٰى أَنْ يَرُدَّهُمْ وَقَالَ: «هُمْ عُتَقَاءُ اللّٰهِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৯৭৫-[১৬] 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার দিন সন্ধিচুক্তি হওয়ার পূর্বে কুরায়শদের কিছুসংখ্যক গোলাম মাক্কাহ্ হতে মাদীনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকটে চলে আসলো। পরে তাদের মালিকেরা তাঁর (রসূল (সাঃ)-এর) নিকট লিখে পাঠাল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহর কৃসম! তারা তোমার দীনের (ধর্মের) প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়নি; বরং তারা দাসত্বের শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে মুক্তি প্রাপ্তির উদ্দেশে আমাদের নিকট হতে পালিয়েছে। কয়েকজন সহাবীও (অনুরূপ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তাদের মালিকেরা সত্যই বলেছে, কাজেই তাদেরকে তাদের মালিকের নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিন। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, হে কুরায়শগণ! আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা তোমাদের আভিজাত্যের অহমিকা তথা গোঁড়ামি এখনও ছাড়নি, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এই গোঁড়ামির দরুন ঘাড়ে আঘাত হানার জন্য কাউকে পাঠাবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তা ছাড়বেও না। অতঃপর তিনি (সাঃ) গোলামদেরকে ফেরত পাঠাতে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকৃতি জানিয়ে ঘোষণা দিলেন, তারা সকলেই আল্লাহর মুক্তকৃত বান্দা।

(আবূ দাউদ)[১২১৫]

ব্যাখ্যা : (فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ) তূরিবিশ্‌তী বলেন : আল্লাহর রসূল (সাঃ) কেবল এ কারণে রাগ করেছেন যে, তারা তাদের ব্যাপারে ধারণার বশবর্তী হয়ে শারী'আতের হুকুমের বিরোধিতা করেছে এবং তারা তাদের মুশরিক বন্ধুদের দাবী অনুপাতে মুশরিক বন্ধুদের প্রতি সাক্ষ্য দিয়েছে যে, তারা দাসত্ব থেকে পলায়নের উদ্দেশে মাক্কাহ্ থেকে বেরিয়ে এসেছে, ইসলামের প্রতি আগ্রহী হয়ে নয়। তাদের মাঝে শারী'আতের হুকুম ছিল, তারা ইসলামের রজ্জুতে আশ্রয় নিয়ে কাফির দেশ হতে বের হওয়ার দ্বারা স্বাধীনে পরিণত হয়েছে, তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত দেয়া বৈধ হবে না। তাদের বন্ধুদের প্রতি তাদের সাহায্য করা যেন শত্রুদের পক্ষে সাহায্য করা।

(مَا أُرَاكُمْ تَنْتَهُوْنَ يَا مَعْشَرَ! قُرَيْشٍ) ত্বীবী বলেন : এতে বিরাট ধমক রয়েছে যেমন তাদের বিরত থাকা সম্পর্কে অবগতিকে অস্বীকার করেছেন এবং তাদের বিরত না হওয়ার স্থায়িত্বকে উদ্দেশ্য করেছেন।

('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬৯৭; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[১২১৫] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২৭০০।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٩٧٦-[١٧] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلٰى بَنِيْ جَذِيمَةَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُوْلُوا: أَسْلَمْنَا فَجَعَلُوا يَقُوْلُوْنَ: صَبَأْنَا صَبَأْنَا فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ إِلٰى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيْرَهٗ حَتّٰى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيْرَهٗ فَقُلْتُ: وَاللّٰهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيْرِيْ وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِيْ أَسِيْرَهٗ حَتّٰى قَدِمْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْنَاهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ» مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৯৭৬-[১৭] ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বানী জাযীমাহ্-এর বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠালেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন। কিন্তু তারা "আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি" সঠিকভাবে বাক্যটি উচ্চারণ না করে "আমরা স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করেছি" এ বাক্যটি উচ্চারণ করতে থাকে। এমতাবস্থায় খালিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করতে লাগলেন এবং বন্দীদেরকে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। একদিন তিনি আমাদের প্রত্যেককে স্বীয় বন্দীদেরকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। আমি (বর্ণনাকারী) বললাম, আল্লাহর কুসম! আমি আমার বন্দীকে হত্যা করব না এবং আমার সাথীরাও কেউ তাদের বন্দীকে হত্যা করবে না। অতঃপর ঘটনাটি আদ্যোপান্ত নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট বর্ণনা করলাম। এতদশ্রবণে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর দু' হাত উপরে উঠিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! খালিদ-এর কৃত অপরাধ হতে আমি তোমার নিকট আমার দায়মুক্তি ঘোষণা করছি। এভাবে দু'বার বললেন। (বুখারী)[১২১৬]

ব্যাখ্যা : (وَدَفَعَ إِلٰى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيْرَهٗ حَتّٰى إِذَا كَانَ يَوْمٌ) ত্বীবী বলেন : অর্থাৎ- তিনি আমাদের কাছে বন্দী হস্তান্তর করলেন এবং তাকে ঐ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে নির্দেশ দিলেন যেদিন তিনি বন্দীকে হত্যার ব্যাপারে আমাদেরকে নির্দেশ দিবেন। অতঃপর তিনি বন্দীদের হত্যার ব্যাপারে আমাদেরকে নির্দেশ করলেন।

(حَتّٰى قَدِمْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ) ত্বীবী বলেন : এখানে ভাষ্য গোপন আছে- আর তা হলো আমাদের কোনো ব্যক্তি তার বন্দীকে হত্যা করবে না। বরং সে তাকে ঐ পর্যন্ত সংরক্ষণ করবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহর রসূলের কাছে আগমন না করব। অতঃপর আগমন করা পর্যন্ত আমরা সংরক্ষণ করেছি।

(اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ) খত্ত্বাবী বলেন : আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেবল বন্দীদের صَبَأْنَا উক্তি থেকে কি উদ্দেশে তা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তাদের ক্ষেত্রে খালিদ-এর ধীরস্থিরতা বর্জন এবং তাড়াতাড়ি করাকে অপছন্দ করলেন। কেননা الصَّبَأُ এর অর্থ এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মের দিকে বের হয়ে যাওয়া- এ কারণে মুশরিকরা আল্লাহর রসূলকে 'সবী' বলে ডাকত। আর এটা মূলত তার নিজ ধর্মের বিরোধিতা করার কারণে। অতএব তাদের صَبَأْنَا উক্তি থেকে এ উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা রাখছে যে, আমরা আমাদের দীন হতে ইসলাম ছাড়া অন্য দীন ইয়াহূদী, অথবা খ্রীষ্টান অথবা অন্য কোনো ধর্মের দিকে বের হয়ে গেছি। এ

[১২১৬] সহীহ : বুখারী ৪৩৩৯, নাসায়ী ৫৪০৫, আহমাদ ৬৩৮২।

উক্তি যেহেতু ইসলাম ধর্মের দিকে স্থানান্তর হওয়ার ক্ষেত্রে স্পষ্ট নয়, তাই খালিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদের হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। কেননা ইসলাম গ্রহণ করার কারণে রক্তপাত বন্ধ হওয়ার শর্তসমূহ পাওয়া যায়নি। আরও সম্ভাবনা রাখছে যে, খালিদ ধারণা করেছে, তারা আনুগত্যের প্রতি অবজ্ঞা করে 'ইসলাম' শব্দ উচ্চারণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

খত্ত্বাবী বলেন : খালিদ মুজতাহিদ হওয়ায় খালিদের কর্মের কারণে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে শাস্তি দেননি। এ সত্ত্বেও তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খালিদ-এর কর্ম থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে দু'আ করার হিকমাত হলো এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, তিনি খালিদকে এ কাজ করার অনুমতি দেননি। আর তিনি তা করেছেন এ আশঙ্কায় যে, কেউ ধারণা করতে পারে যে, খালিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বন্দী হত্যা করায় তাঁর অনুমতি রয়েছে। আর পরবর্তীতে অন্য যে কেউ এমন কাজে যাতে তিরস্কৃত হয়।

ইবনুল বাত্ত্বল বলেন : মুজতাহিদ ব্যক্তির ফাতাওয়া যদি বিদ্বান দলের ফাতাওয়ার বিপরীত হয়- এ ক্ষেত্রে যদিও মুজতাহিদ ব্যক্তি হতে পাপ রহিত হয়ে যায় তথাপিও অনেকের কাছে ভুলকারী ব্যক্তির জরিমানা আবশ্যক। এটা মতানৈক্যপূর্ণ। আর যা স্পষ্ট তা হলো- কোনো কাজ থেকে নিজেকে মুক্তি দাবী করা ঐ কাজের কর্তার পাপকে আবশ্যক করে না। জরিমানাকেও আশ্যক করে না, কেননা ভুলকারী ব্যক্তির পাপ মার্জনা করা হয় যদিও তার কাজ প্রশংসিত না হয়। (ফাতহুল বারী ১৩শ খণ্ড, হাঃ ৭১৮৯)

(٦) بَابُ الْأَمَانِ

অধ্যায়-৬ : নিরাপত্তা (আশ্রয়) প্রদান

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٩٧٧ - [١] عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِىْ طَالِبٍ قَالَتْ: ذَهَبْتُ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهٗ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهٗ تَسْتُرُهٗ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ فَقَالَ: «مَنْ هٰذِهٖ؟» فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِىْ طَالِبٍ فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ» فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهٖ قَامَ فَصَلّٰى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِىْ ثَوْبٍ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! زَعَمَ ابْنُ أُمِّىْ عَلِيٌّ أَنَّهٗ قَاتِلٌ رَجُلًا أَجَرْتُهٗ فُلَانَ بْنَ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ» قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ وَذٰلِكَ ضُحًى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ: قَالَتْ: أَجَرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَحْمَائِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «قَدْ أَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ».

৩৯৭৭-[১] উম্মু হানী বিনতু আবূ ত্বালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি মাক্কাহ্ বিজয়ের বৎসর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে দেখলাম তিনি গোসল করছেন এবং তার কন্যা ফাত্বিমাহ্ একটি চাদর দিয়ে তাঁকে আড়াল করে রাখছেন। আমি তাকে সালাম করলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, কে এই মহিলা? উত্তরে বললাম, আমি আবূ ত্বালিব-এর কন্যা উম্মু হানী। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে উম্মু

হানী! তোমার আগমন কল্যাণ হোক। তিনি (ﷺ) গোসল শেষ করে এক বস্ত্রে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করে সলাত আদায় করতে দাঁড়ালেন এবং আট রাক্‘আত সলাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি (ﷺ) সলাত আদায় শেষ করলে, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার ভাই ‘আলী এমন একজন লোককে হত্যা করতে চায় যাকে আমি আশ্রয় দিয়েছি। সে হলো, হুবায়রাহ্-এর পুত্র অমুক। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে উম্মু হানী! তুমি যাকে নিরাপত্তা দান করেছ, আমিও তাকে নিরাপত্তা দান করলাম। উম্মু হানী رضي الله عنها বলেন, এটা ছিল পূর্বাহ্নের (চাশ্তের) সলাত। (বুখারী ও মুসলিম)[১২১৭]

আর তিরমিযী-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, উম্মু হানী رضي الله عنها বলেন, আমি আমার স্বামীর পক্ষের দু'জন নিকটাত্মীয়কে আশ্রয় দিয়েছি। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমরাও তাকে আশ্রয় দান করলাম।

ব্যাখ্যা : ইবনুল মুনযির বলেন : মহিলা কর্তৃক নিরাপত্তা দান বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে সকল বিদ্বানগণ একমত। তবে ঐ উক্তি ছাড়া যা ‘আবদুল মালিক, অর্থাৎ- ইমাম মালিক-এর সাথী ইবনুল মাজিশূন যা বর্ণনা করেছেন তা ছাড়া। ইবনুল মাজিশূন বলেন : নিরাপত্তার বিষয় ইমামের কাছে। এর বিরোধী যা বর্ণিত হয়েছে তা তিনি বিশেষ ব্যাপার বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইবনুল মুনযির বলেন : নাবী ﷺ-এর উক্তি «يَسْعٰى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ» অর্থাৎ- তাদের যিম্মাদারিত্ব তাদের সর্বনিম্ন ব্যক্তিকেও পরিব্যপ্ত করবে। এতে এ কথকের উদাসিনতার উপর প্রমাণ আছে।

ইবনুল মাজিশূন-এর উক্তির মতো উক্তি সাহনূন থেকে এসেছে, তিনি বলেন : তা ইমাম পর্যন্ত, যদি তিনি তা বৈধতা দেন তাহলে তা বৈধ আর যদি তিনি তাকে ফিরিয়ে দেন তাহলে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

(ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩১৭১)

‘আওনুল মা‘বূদে আছে, «صلى سبحة الضحى ثماني ركعات» নাবাবী বলেন : যুহার সলাতের হাদীসের মধ্যে এটাই সর্বাধিক স্পষ্ট যা সহীহাতে আছে। তিনি বলেন, এর দ্বারা চাশ্তের সলাত উদ্দেশ্য। এর দ্বারা অত্র হাদীসের মাধ্যমে দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে ক্বাযী ‘ইয়ায ও অন্যান্যের অবস্থান প্রতিহত হচ্ছে। আর তাদের বক্তব্য এই যে, উম্মু হানী নাবী ﷺ-এর সলাতের সময় সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন তার নিয়্যাত সম্পর্কে নয়। সুতরাং সম্ভবত ঐ সলাতটি মাক্কাহ্ বিজয়ের ব্যাপারে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় স্বরূপ ছিল, আবূ দাউদের এ হাদীসের সানাদ বুখারীর শর্তে বিশুদ্ধ।

আহমাদ ইবনু সালিহ বলেন : এর উদ্দেশ্য হলো- আহমাদ বিন সালিহ এবং আহমাদ বিন ‘আম্র-এর শব্দের ভিন্নতা উল্লেখ করা। আহমাদ বিন সালিহ তার শব্দ سبحة الضحى উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ- তিনি (ﷺ) মাক্কাহ্ বিজয়ের দিন চাশ্তের আট রাক্‘আত সলাত আদায় করেছেন। ইবনুস্ সার্হ এটা উল্লেখ করেননি। বরং তিনি বলেছেন, তিনি (ﷺ) মাক্কাহ্ বিজয়ের দিন আট রাক্‘আত সলাত আদায় করেছেন।

(‘আওনুল মা‘বূদ ৩য় খণ্ড, হাঃ ১২৮৬)

(ذَهَبْتُ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهٗ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهٗ تَسْتُرُهٗ بِثَوْبٍ) অর্থাৎ- আমি মাক্কাহ্ বিজয়ের বছর আল্লাহর রসূলের কাছে গেলাম, অতঃপর তাকে গোসলরত অবস্থায় পেলাম আর তাঁর কন্যা তাঁকে কাপড় দ্বারা আড়াল করছিল। এতে মাহরাম নারীর উপস্থিতিতে পুরুষের গোসল বৈধ হওয়ার দলীল রয়েছে, তবে শর্ত এই যে, ঐ পুরুষ ও মহিলার মাঝে কাপড় বা অন্য কিছুর পর্দা থাকতে হবে।

(শারহু মুসলিম ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ৩৩৬)

[১২১৭] সহীহ : বুখারী ৩১৭১, মুসলিম ৩৩৬, তিরমিযী ২৭৩৪, আহমাদ ২৭৩৮৮।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٣٩٧٨ـ[٢] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَأْخُذُ لِلْقَوْمِ» يَعْنِيْ تُجِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৩৯৭৮-[২] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একজন নারীও তার (কাফির) গোত্রের জন্য নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। অর্থাৎ- সে মুসলিমদের পক্ষে আশ্রয় দিতে পারে। (তিরমিযী)[১২১৮]

ব্যাখ্যা : («إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَأْخُذُ لِلْقَوْمِ» يَعْنِيْ تُجِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ) অর্থাৎ- একজন মহিলাও স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য নিরাপত্তা নিতে পারে, এক কথায় মুসলিম নারীর পক্ষে সম্প্রদায়ের জন্য নিরাপত্তা গ্রহণ বৈধ। ইবনুল হুমাম বলেন : আবূ দাঊদ স্বীয় সানাদে 'আয়িশাহ্ সিদ্দীক্বা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেন। তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন : «إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتُجِيرُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» অর্থাৎ- "নিঃসন্দেহে মহিলা মু'মিনদের ব্যাপারে নিরাপত্তা গ্রহণ করতে পারে।"

ইমাম তিরমিযী "মহিলা কর্তৃক নিরাপত্তা দান" এ সম্পর্কে একটি অধ্যায় বেঁধেছেন। তিনি বলেন, আমাদের কাছে ইয়াহ্ইয়া বিন আকসাম হাদীস বর্ণনা করেছেন, হাদীসটি তিনি আবূ হুরায়রাহ্ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন, আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : «إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَأْخُذُ لِلْقَوْمِ» "নিশ্চয় মহিলা সম্প্রদায়ের জন্য নিরাপত্তা নিতে পারে।" অর্থাৎ- মুসলিমদের ওপর স্বীয় সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দিবে। তিনি বলেন, এটি হাসান, গরীব হাদীস। তিনি তার 'ইলালুল কুবরা' গ্রন্থে বলেন, আমি মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল-কে এ হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করেছি। উত্তরে তিনি বলেছেন, এটা বিশুদ্ধ হাদীস। অত্র অধ্যায়ের হাদীসসমূহের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহর রসূলের কন্যা যায়নাব কর্তৃক আবুল 'আস-কে নিরাপত্তা দানের হাদীস। নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, «أَلَا وَإِنَّهُ يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ» অর্থাৎ- "জেনে রাখ অবশ্যই সর্বনিম্ন ব্যক্তি মুসলিমদের ওপর নিরাপত্তা দান করবেন।" ত্বারানী একে দীর্ঘাকারে বর্ণনা করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ইমাম তিরমিযী অন্য সানাদে একটি হাদীস এনেছেন যা 'আক্বীল বিন আবূ ত্বালিব-এর গোলাম আবূ মুররাহ্ উম্মু হানী থেকে বর্ণনা করেন, উম্মু হানী বলেন, আমি আমার শ্বশুর বংশীয় দু'জন লোককে আশ্রয় দিয়েছি। অতঃপর আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি যাকে নিরাপত্তা দান করেছ আমরাও তাকে নিরাপত্তা দান করেছি।" আবূ 'ঈসা বলেন, এটি হাসান সহীহ হাদীস। এর উপরে বিদ্বানগণের 'আমাল রয়েছে। তারা মহিলা কর্তৃক নিরাপত্তা দানকে বৈধ ঘোষণা দিয়েছেন। আর তা আহমাদ, ইসহাক্ব-এর উক্তি। তারা উভয়ে মহিলা ও দাস উভয়ের নিরাপত্তা দানকে বৈধ ঘোষণা করেছেন। 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি দাস কর্তৃক নিরাপত্তা দানকে বৈধ ঘোষণা করেছেন। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৫৭৯)

٣٩٧٩ـ[٣] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ أَمَّنَ رَجُلًا عَلٰى نَفْسِه فَقَتَلَهٗ أُعْطِيَ لِوَاءَ الْغَدْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

[১২১৮] হাসান : তিরমিযী ১৫৭৯।

৩৯৭৯-[৩] 'আম্‌র ইবনুল হামিক্ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : কোনো ব্যক্তিকে কেউ যদি নিরাপত্তা দান করার পর তাকে হত্যা করে, ক্বিয়ামাতের দিন উক্ত আশ্রয় দানকারীকে বিশ্বাসঘাতকতার পতাকা প্রদান করা হবে। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[1219]

ব্যাখ্যা : (فَقَتَلَهُ أُعْطِيَ لِوَاءَ الْغَدْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) হাদীসের এ অংশ উপস্থিত লোকেদের সামনে তাকে অপমানিত করার ইঙ্গিত রয়েছে। শারহু ইবনুল হুমামে আছে- সাধারণত বিশ্বাসঘাতকতা হারাম। যেমন বুখারীতে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে এসেছে যা 'আবদুল্লাহ বিন 'আম্‌র ইবনুল 'আস কর্তৃক বর্ণিত। চারটি বৈশিষ্ট্য যার মাঝে থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক্ব। যে ব্যক্তি কথা বলার সময় মিথ্যা বলবে, যখন ওয়া'দা করবে তখন তা ভঙ্গ করবে, যখন কোনো চুক্তি করবে তখন তাতে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, আর যখন ঝগড়া করবে তখন সত্য থেকে অসত্যের দিকে ফিরে যাবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٩٨٠ -[٤] وَعَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّوْمِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيْرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ حَتّٰى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ فَجَاءَ رَجُلٌ عَلٰى فَرَسٍ أَوْ بِرْذَوْنٍ وَهُوَ يَقُوْلُ: اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لَا غَدْرَ فَنَظَرُوْا فَإِذَا هُوَ عَمْرُو ابْنُ عَبَسَةَ فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحُلَّنَّ عَهْدًا وَلَا يَشُدَّنَّهُ حَتّٰى يَمْضِيَ أَمَدُهُ أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ». قَالَ: فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৩৯৮০-[৪] সুলায়ম ইবনু 'আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও রোমীয়দের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, কিন্তু উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বেই মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রোমীয়দের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। কেননা চুক্তির মেয়াদ শেষ হতেই যেন তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালাতে পারে। ঠিক সে সময়ই জনৈক ব্যক্তি 'আরবী অথবা তুর্কী ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে বলতে বলতে আসছিলেন, *'আল্ল-হু আকবার' 'আল্ল-হু আকবার'* চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করতে হবে, বিশ্বাসঘাতকতা করা যাবে না। তিনি নিকটে আসলে লোকেরা তাকিয়ে দেখলেন, তিনি ছিলেন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিশিষ্ট সহাবী 'আম্‌র ইবনু 'আবাসাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। অতঃপর মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে কথাগুলো বলার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো সম্প্রদায়ের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে, তবে সে যেন তা ভঙ্গ না করে এবং শক্তও না করে, যে পর্যন্ত না মেয়াদ অতিবাহিত হয় অথবা পূর্বাহ্নে তাদেরকে স্পষ্টভাবে চুক্তি ভঙ্গের সংবাদ না দেয়। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজের লোকেদেরকে নিয়ে ফিরে আসলেন। (তিরমিযী, আবূ দাউদ)[1220]

ব্যাখ্যা : (فَجَاءَ رَجُلٌ عَلٰى فَرَسٍ أَوْ بِرْذَوْنٍ) ত্বীবী বলেন, الْفَرَسِ দ্বারা এখানে 'আরবীয় ঘোড়া উদ্দেশ্য আর بِرْذَوْنٍ দ্বারা তুর্কী ঘোড়া উদ্দেশ্য।

(وَكَانَ يَسِيْرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ) অর্থাৎ- চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় রোম দেশের কাছাকাছি হয়ে থাকার জন্য চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদের দিকে অগ্রসর হন।

[1219] **সহীহ :** শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৭১৭, ইবনু মাজাহ ২৬৮৮।

[1220] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২৭৫৯, তিরমিযী ১৫৮০,সহীহাহ্ ২৩৫৭।

(وَهُوَ يَقُولُ : اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لَا غَدَرَ) অর্থাৎ- তোমাদের থেকে চুক্তি যেন পূর্ণতা লাভ করে, কোনো প্রকার যেন বিশ্বাসঘাতকতা সৃষ্টি না হয়। অর্থাৎ- আল্লাহ প্রেমী ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মাত কর্তৃক বিশ্বাসঘাতকতায় জড়িত হওয়া অসম্ভব। শারহুস্ সুন্নাহতে আছে- 'আম্‌র বিন 'আবাসাহ্ এটা কেবল এজন্য অপছন্দ করেছেন যে, মু'আবিয়াহ্ যখন তাদের সাথে নির্দিষ্ট এক সময় পর্যন্ত সন্ধি করলেন তখন তিনি নিজ দেশে অবস্থান করছিলেন। তাই রোম দেশের দিকে তার অগ্রসর হওয়াটা চুক্তির নির্দিষ্ট সময় সম্পন্ন হওয়ার পর সংঘটিত হতে হবে। যেমন চুক্তিতে উল্লিখিত সময় শেষ হওয়ার আগে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না, তেমনি সময় শেষ হওয়ার আগে যুদ্ধের জন্য অগ্রসরও হওয়া যাবে না। যেহেতু মু'আবিয়াহ্-এর সফর সন্ধির অন্তর্ভুক্ত দীনগুলোতে সংঘটিত হয়েছে, তাই 'আম্‌র রাঃ একে বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে গণ্য করেছেন। পক্ষান্তরে সন্ধিকারী যদি সন্ধি ভঙ্গ করে তাদের থেকে খিয়ানাত প্রকাশ পায় তাহলে প্রতিপক্ষের অধিকার আছে তাদের উদাসীন অবস্থায় তাদের ওপর আক্রমণ করা।

(وَلَا يَشُدَّنَّهُ) অর্থাৎ- এ বাক্যাংশ দ্বারা চুক্তি পরিবর্তন না করার ব্যাপারে আধিক্যতা উদ্দেশ্য করেছেন, চুক্তি রক্ষার ক্ষেত্রে আধিক্যতা ও গুরুত্ব প্রদানে কোনো বাধা নেই। অর্থাৎ- কোনক্রমেই চুক্তি পরিবর্তন করবে না এবং তা ভঙ্গ করবে না।

(أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ) অর্থাৎ- প্রতিপক্ষকে প্রকাশ্য বলে দিবে যে, সে প্রতিপক্ষ থেকে খিয়ানাতের আশঙ্কায় চুক্তি ভঙ্গ করেছে। যাতে তার প্রতিপক্ষ তার সাথে চুক্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে সমান হতে পারে। এটা যেন তার থেকে বিশ্বাসঘাতকতা স্বরূপ না হয়। আর এটা মূলত মহান আল্লাহর এ বাণীর কারণে, অর্থাৎ- "আর আপনি যদি কোনো সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা করেন তাহলে তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি একইভাবে তাদের দিকে ছেড়ে দিন"– (সূরাহ্ আল আনফাল ৮ : ৫৮)। মুযহির বলেন : সে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, সন্ধি উঠে গেছে। তখন উভয় দল ঐ জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমান।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৫৮০; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৭৫৫)

٣٩٨١-[٥] وَعَنْ أَبِيْ رَافِعٍ قَالَ : بَعَثَتْنِيْ قُرَيْشٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أُلْقِيَ فِيْ قَلْبِي الْإِسْلَامُ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّيْ وَاللّٰهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا قَالَ : «إِنِّيْ لَا أَخِيْسُ بِالْعَهْدِ وَلَا أَحْبِسُ الْبُرُدَ وَلٰكِنِ ارْجِعْ فَإِنْ كَانَ فِيْ نَفْسِكَ الَّذِيْ فِيْ نَفْسِكَ الْاٰنَ فَارْجِعْ». قَالَ : فَذَهَبْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْلَمْتُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৩৯৮১-[৫] আবূ রাফি' রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন কুরায়শরা আমাকে মাদীনায় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে পাঠিয়েছিল। আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখামাত্রই ইসলামের মহানুভবতা আমার অন্তরে গেঁথে গেল। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কৃসম, আমি আর তাদের (কুরায়শদের) কাছে কখনো ফিরে যাব না। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, আমি চুক্তি ভঙ্গ করি না এবং কোনো দূতকেও বন্দী করি না। তবে তুমি এখন চলে যাও। তোমার অন্তরে বর্তমানে ইসলাম গ্রহণের যে আগ্রহ আছে তা যদি চলে যাওয়ার পরও এ অবস্থায় (ইসলাম) জাগরুক থাকে, তখন তুমি চলে এসো। আবূ রাফি' রাঃ বলেন, আমি চলে গেলাম। অতঃপর নাবী ﷺ-এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করলাম।

(আবূ দাঊদ)[১২২১]

[১২২১] সহীহ : আবূ দাঊদ ২৭৫৮, আহমাদ ২৩৮৫৭, সহীহাহ্ ৭০২, সহীহ আল জামি' ২৫২১০।

ব্যাখ্যা : (فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُلْقِيَ فِيْ قَلْبِيَ الْإِسْلَامُ) অর্থাৎ- তাঁকে দেখামাত্র আমার অন্তরে ইসলামের প্রতি সত্যায়ন এবং ইসলামের প্রতি ভালোবাসা গেঁথে গেল। ত্বীবী বলেন : অত্র হাদীসাংশে এ কথা বিদ্যমান যে, অন্তরে ইসলাম প্রবেশ তাঁকে দর্শনের পর বিলম্বিত হয়নি। উল্লেখিত উক্তি আবূ রাফি'-এর বিচক্ষণতা ও ধূর্ততা ও সঠিক দৃষ্টির প্রমাণ বহন করে। আর আল্লাহর রসূল ﷺ-কে এ মু'জিযা দ্বারা সন্নিবেশিত করা হয়েছে যে, অনড় দৃষ্টি নিক্ষেপকারী তাঁর দিকে দৃষ্টি দিলেই ঈমান আনত।

«فارجع ثم أسلم» অর্থাৎ- অতঃপর কাফিরদের কাছ থেকে আমাদের কাছে ফিরে আসবে। এরপর ইসলাম গ্রহণ করবে। কেননা এখন যদি তোমার ইসলাম মেনে নিয়ে তোমাকে তাদের কাছে ফিরিয়ে না দেই তাহলে অবশ্যই আমি বিশ্বাসঘাতকতা করে ফেলব- এটা ইবনুল মালিক বলেছেন। এতে আছে ইসলাম গ্রহণ করাতে বিশ্বাসঘাতকতা হয় না। বরং এ থেকে উদ্দেশ্য হলো যখন তাকে আটক করা আপত্তিকর তখন সে ইসলাম গ্রহণ না করে কাফিরদের কাছে ফিরে যাবে, কেননা এ পন্থাই সর্বাধিক উপযুক্ত। অতঃপর সে সঠিক পন্থায় সত্যের দিকে ফিরে আসবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

অত্র হাদীস থেকে বুঝা যায়, দূতদেরকে হত্যা করা যাবে না, আটকও করা যাবে না। (সম্পাদক)

٣٩٨٢-[٦] وَعَنْ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلَيْنِ جَاءَا مِنْ عِنْدِ مُسَيْلِمَةَ: «أَمَا وَاللهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৩৯৮২-[৬] নু'আয়ম ইবনু মাস্'ঊদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একদিন (নাবূওয়াতের মিথ্যা দাবিদার) মুসায়লিমাহ্ কায্যাব-এর পক্ষ হতে দু'জন ব্যক্তি তাঁর নিকট আসলে তিনি (ﷺ) তাদেরকে বললেন, আল্লাহর কুসম! দূতকে হত্যা করার যদি বিধান থাকত, তাহলে এখনই আমি তোমাদের শিরোচ্ছেদ করতাম। (আহমাদ, আবূ দাউদ)[১২২২]

ব্যাখ্যা : (أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلَيْنِ) তাদের দু' ব্যক্তির একজন হলো- 'আবদুল্লাহ বিন নাওয়াহাহ্। দ্বিতীয় জন হলো ইবনু উসাল। (مِنْ عِنْدِ مُسَيْلِمَةَ) মুসায়লিমাহ্ হলো নাবূওয়্যাতের দাবীতে প্রসিদ্ধ মিথ্যাবাদী।

(وَاللهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ) তূরিবিশ্‌তী বলেন : ওটা এ কারণে যে, তারা যেভাবে চিঠি পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত অনুরূপ চিঠির জওয়াব পৌঁছিয়ে দেয়াও তাদের দায়িত্ব। তাই তাদের ওপর আবশ্যক হয়ে গেছে উভয় বিষয়কে সম্পন্ন করা। তাদের আটক বা হত্যা করা হলে তারা তাদের লক্ষ্য প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে বিশ্বাসঘাতকতার চিহ্নে চিহ্নিত হয়ে যাবে অথচ আল্লাহর নাবী ﷺ মানুষের মাঝে এ থেকে সর্বাধিক দূরে ছিলেন। তাছাড়া দূতদের আসা যাওয়ার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ রয়েছে। যখনই তাদেরকে বন্দী করা, অপছন্দনীয় উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের সম্মুখীন হওয়া বৈধ ঘোষণা করা হবে তখন তা বিরোধী দু'টি দলের মাঝে যোগাযোগের উপায় রোধ হয়ে যাবে। আর এতে রয়েছে ফিত্‌নাহ্ এবং বিশৃঙ্খলা, যা জ্ঞানবান ব্যক্তির কাছে গোপনীয় নয়।

(لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا) এটা তিনি (ﷺ) তাদেরকে কেবল এজন্য বলেছেন যে, তারা তাঁর উপস্থিতিতে বলেছে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুসায়লিমাহ্ আল্লাহর রসূল। একমতে বলা হয়েছে, দূতদেরকে হত্যা করা

[১২২২] হাসান : আবূ দাউদ ২৭৬১, আহমাদ ৩৭৬১, সহীহ আল জামি' ১৩৩৯। তবে আহমাদ-এর সানাদটি দুর্বল।

বৈধ না হওয়ার বিধান আল্লাহ তা'আলার অর্থাৎ- "আর মুশরিকদের কেউ যদি আপনার কাছে আশ্রয় চায় তাহলে আপনি তাকে আশ্রয় দিন"– (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৫); এ বাণী থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

আবূ দাঊদ-এর বর্ণনায় আছে, মুসায়লিমাহ্-এর দূতদ্বয়কে রসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি বল? তারা জওয়াবে বলল, «نَقُوْلُ كَمَا قَالَ» অর্থাৎ- আল্লাহর রসূল ﷺ মুসায়লিমার দূতদ্বয়কে মুসায়লিমাহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে দূতদ্বয় বলল, মুসায়লিমাহ্ যেমন বলে আমরাও তেমন বলি। অর্থাৎ- মুসায়লিমাহ্ আল্লাহর রসূল। আর নাবী ﷺ-এর উপস্থিতিতে এটা বলা দূতদ্বয়ের তরফ থেকে কুফ্‌রী ও ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়া।

মুসনাদে আহমাদে আছে- নু'আয়ম বিন মাস্'ঊদ আল আশজা'ঈ থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি বলেন, মিথ্যুক মুসায়লিমার পত্র যখন পাঠ করা হয়েছে তখন আমি তা শুনেছি, সে সময় আল্লাহর রসূল ﷺ প্রেরিত দূতদ্বয়কে বললেন, "তোমরা কি বল?" দূতদ্বয় বলল, আমরা ঐ রকম বলি যেমন মুসায়লিমাহ্ বলেছে। অতঃপর আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "আল্লাহর শপথ! দূতদেরকে হত্যা করা যায় না। এমনটি যদি না হতো তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের গর্দানকে উড়িয়ে দিতাম।" অত্র হাদীসে ঐ ব্যাপারে প্রমাণ আছে যে, কাফিরদের থেকে প্রেরিত দূতদেরকে হত্যা করা হারাম। যদিও তারা ইমামের উপস্থিতিতে কুফ্‌রীর বাক্য উচ্চারণ করে। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৭৫৮)

٣٩٨٣ -[٧] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِيْ خُطْبَةٍ: «أَوْفُوْا بِحَلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهٗ لَا يَزِيْدُهٗ يَعْنِي الْإِسْلَامَ إِلَّا شِدَّةً وَلَا تُحْدِثُوْا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عَمْرٍو وَقَالَ: حَسَنٌ.

وَذُكِرَ حَدِيْثُ عَلِيٍّ: «اَلْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ» فِيْ «كِتَابِ الْقِصَاصِ».

৩৯৮৩-[৭] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন। একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর খুত্ববায় বললেন : তোমরা জাহিলিয়্যাত যুগের সন্ধি বা কুসমসমূহ রক্ষা করে চল। কেননা, ইসলাম চুক্তিকে আরো শক্তিশালী করে। আর ইসলাম ক্ববূলের পর নতুন করে কোনো প্রকার চুক্তি করো না। (তিরমিযী)[১২২৩]

হাদীসটি হুসায়ন ইবনু যাক্ওয়ান-এর সানাদে 'আম্‌র হতে বর্ণনা করেন। অতঃপর বলেন, হাদীসটি হাসান।

আর 'আলী হতে বর্ণিত হাদীসটি "সমগ্র মুসলিমের খুন (প্রাণ) এক সমান" ক্বিসাস পর্বে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা : (أَوْفُوْا بِحَلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ) জাহিলী যুগে পারস্পারিক সহযোগিতার উপর শপথ চুক্তি বিদ্যমান ছিল, যা আল্লাহ তা'আলার "তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর"– (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ১); এ বাণীর দ্বারা জানা যায়। তবে তা আল্লাহ তা'আলার অর্থাৎ- "আর তোমরা পুণ্য ও আল্লাহ ভীরুতার ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা কর, পাপ ও সীমালঙ্ঘনতার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না"– (সূরাহ্ আল

[১২২৩] হাসান : তিরমিযী ১৫৮৫, আহমাদ ৬৯৩৩, সহীহ আল জামি' ২৫৫৩।

মায়িদাহ্ ৫ : ২); এ বাণীর সাথে শর্তযুক্ত। «إِلَّا شِدَّةً» কেননা ইসলাম চুক্তি অপেক্ষাও শক্তিশালী। সুতরাং যে ব্যক্তি শক্তিশালী রক্ষাকারীকে আঁকড়িয়ে ধরবে সে দুর্বল রক্ষাকারী থেকে আলাদা থাকবে, অমুখাপেক্ষী থাকবে।

নিহায়াহ্ গ্রন্থে আছে, حَلْف-এর আসল হলো- পরস্পর সহযোগিতা ও একমতের উপর চুক্তি করা। অতঃপর জাহিলী যুগে গোত্রসমূহের মাঝে ফিত্নাহ্ ও হত্যার উপর যে শপথ ছিল ঐ সম্পর্কে ইসলামে আল্লাহর রসূলের «لَا حَلِفَ فِي الْإِسْلَامِ» অর্থাৎ- "ইসলামে কোনো শপথ নেই" এ বাণীর মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে জাহিলী যুগে যে শপথ নির্যাতিতকে সাহায্য করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখা এবং অনুরূপ ভালো কাজের উপর ছিল। ঐ শপথ সম্পর্কেই আল্লাহর রসূল ﷺ «أَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً» অর্থাৎ- "জাহিলী যুগে যে শপথ ছিল ইসলাম কেবল তার গুরুত্বকেই বৃদ্ধি করেছে" এ বাণী উপস্থাপন করেছেন।

(وَلَا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ) "নতুন করে কোনো সহযোগিতা চুক্তি করো না" অর্থাৎ- কেননা পারস্পারিক সহযোগিতা আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম যথেষ্ট।

ত্বীবী (রহঃ) বলেন : حِلْفًا শব্দটি অনির্দিষ্ট যা দু'টি দিকের সম্ভাবনা রাখছে, দু'টির একটি শব্দটি দ্বারা জাত বুঝানো উদ্দেশ্য। তখন (لَا تُحْدِثُوا حِلْفًا) এর অর্থ হবে, তোমরা যে কোনো ধরনের শপথ করবে না অপর দিকটি হলো- শ্রেণী বুঝানো উদ্দেশ্য।

আমি (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ প্রণেতা) বলব : দ্বিতীয় দিকটি স্পষ্ট। আর একে সমর্থন করছে মুযহির-এর উক্তি, অর্থাৎ- তোমরা যদি জাহিলী যুগে কতক কতককে সাহায্য করার এবং কতক কতক থেকে উত্তরাধিকারী হওয়ার শপথ করে থাক, অতঃপর যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে থাক, তাহলে তোমরা তা পূর্ণ করবে। কেননা ইসলাম তোমাদেরকে তা পূর্ণ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করে, তবে তোমাদের কতক থেকে উত্তরাধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামে নতুন করে চুক্তি করো না।

ইবনুল হুমাম বলেন : যখন কোনো ব্যক্তি কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে এবং কোনো মহিলা স্বাধীন মহিলাকে অথবা কাফিরকে, অথবা একটি দলকে অথবা দূর্গ বা শহরের অধিবাসীকে নিরাপত্তা দিবে তাদের নিরাপত্তাদান বিশুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। কোনো মুসলিম ব্যক্তির পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ হবে না। এ ব্যাপারে মূল হলো এ হাদীসটি। একে আবূ দাউদ সংকলন করেছেন, যা 'আম্র বিন শু'আয়ব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তার দাদা বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন :

«الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ» তথা মুসলিমদের রক্ত পরস্পর সমান হবে।

অর্থাৎ- উচুশ্রেণীর ব্যক্তির দিয়াত নীচু শ্রেণীর ব্যক্তির দিয়াতের অপেক্ষা বেশি হবে না, তাদের সর্বাধিক নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তি নিরাপত্তাদানের ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করলে তা তাদের ওপর শ্রেণীর ব্যক্তির ওপরও বর্তাবে।

আর ইবনু মাজার শব্দ আর তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি তাদের ওপর নিরাপত্তা দান করবে। এমতবস্থায় তারা অন্যদের ওপর একটি হাত স্বরূপ, অর্থাৎ- তাদের সত্বা অন্যদের সহকারে ক্ষমতার দিক থেকে একটি যন্ত্র স্বরূপ, তাদের পারস্পারিক সহযোগিতার দিক থেকে একটি অঙ্গ স্বরূপ। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٣٩٨٤ - [٨] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ ابْنُ النَّوَّاحَةِ وَابْنُ أُثَالٍ رَسُوْلَا مُسَيْلِمَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُمَا: «أَتَشْهَدَانِ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ؟» فَقَالَا: نَشْهَدُ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَلَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُوْلًا لَقَتَلْتُكُمَا». قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ: فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّسُوْلَ لَا يُقْتَلُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

৩৯৮৪-[৮] ইবনু মাস্‘ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন ইবনু নাও্ওয়াহাহ্ ও ইবনু উসাল নামক দুই ব্যক্তি মুসায়লিমাহ্ কায্‌যাব-এর দূত হয়ে নাবী (সাঃ)-এর নিকট আসলেন। তিনি (সাঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি যে আল্লাহর রসূল, তোমরা কি তা সাক্ষ্য দাও? তারা উভয়ে বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুসায়লিমাহ্ আল্লাহর রসূল। অতঃপর নাবী (সাঃ) বললেন, বরং আমি আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। তারপর বললেন, যদি কোনো দূতকে হত্যা করা আমার বিধান থাকত, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে হত্যা করতাম। ‘আবদুল্লাহ বলেন, তখন হতে এ বিধি-বিধানই প্রচলিত রয়েছে যে, কোনো দূতকে হত্যা করা যায় না। (আহ্‌মাদ)[১২২৪]

ব্যাখ্যা : (فَقَالَ لَهُمَا: أَتَشْهَدَانِ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ؟) আল্লাহর রসূল (সাঃ) যেন তাদের মুসলিম হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও এর মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের দিকে দা‘ওয়াত দেয়ার ইচ্ছা করেছেন।

(نَشْهَدُ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ رَسُوْلُ اللّٰهِ) এর দ্বারা তারা উভয়ে উদ্দেশ্য করেছে যে, তারা মুসায়লিমার অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত, অন্য কারো অনুসারী নয়। ত্বীবী বলেন : এটা এমন এক উত্তর যা প্রশ্নের অনুকূল নয়, প্রকৃত বিষয়ের অনুকূল নয়। কেননা আল্লাহর রসূল (সাঃ) তাঁর (أَتَشْهَدَانِ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ؟) এ উক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন যে, আমি রিসালাতের দাবী করেছি এবং মু‘জিযাহ্ দ্বারা তা সত্যায়ন করেছি। সুতরাং এ ব্যাপারে তোমরা স্বীকৃতি দাও। অতঃপর তাদের উক্তি, «نَشْهَدُ إِلَخْ» এ অর্থকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, কেননা তারা মু‘জিযার মাধ্যমে রিসালাত প্রমাণিত হওয়াকে অস্বীকার করেছে, তাই তাদের উত্তর ছিল নির্বোধীয় নিয়ম-নীতির অন্তর্ভুক্ত।

(فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ) বাহ্যিকভাবে বুঝা যাচ্ছে এ সম্বন্ধ দ্বারা জাত উদ্দেশ্য। অন্য কপিতে وَرَسُوْلِهٖ উক্তি একে সমর্থন করছে। ত্বীবী বলেন, এতে পূর্বোক্ত অর্থের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। যেখানে তিনি বলেননি, «آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَبِيْ» আমি আল্লাহ ও আমার প্রতি ঈমান এনেছি। বরং বলেছেন وَرَسُوْلِهٖ অর্থাৎ- যে ব্যক্তি রিসালাতের দাবী করবে এবং মু‘জিযাহ্ দ্বারা তা প্রমাণিত করবে, সে যেই হোক না কেন। এটা লেখকের কথা, অর্থাৎ- অন্যথায় নাবী (সাঃ)-এর সাথে পরে যে রিসালাতের দাবী করবে তার পক্ষে তা বৈধ হবে না। এ কারণে আমাদের কতিপয় (আহনাফ) বিদ্বান বলেছেন, “যে ব্যক্তি রিসালাতের দাবীকারীকে

[১২২৪] **য‘ঈফ :** আহমাদ ৩৭৬১। কারণ এর সানাদে আবুন্ নায্‌র হাশিম বিন আল ক্বাসিম মাস্‘ঊদী হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন তার স্মৃতিশক্তি ভ্রষ্ট হওয়ার পর।

বলবে মু'জিযাহ্ প্রকাশ করুন, নিঃসন্দেহে সে কুফ্রী করবে"। অতঃপর ত্বীবী বলেন : তারা যেন নাবী ﷺ কর্তৃক মুসায়লিমাকে রিসালাতে শারীক করার প্রত্যাশা করেছে। অতঃপর নাবী ﷺ স্বয়ং সকল রসূলদের প্রতি ঈমান আনার কথা বলে দূতদ্বয়ের আশাকে নাকচ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ- কোনো মতেই তাদের দাবী রিসালাতের অর্থের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং নাবী ﷺ-এর কথা বিজ্ঞপূর্ণ নিয়ম-নীতির অন্তর্ভুক্ত। রিসালাতে মুসায়লিমার অংশ থাকার ব্যাপারে তাদের আশাবাদী হওয়া ভাবার স্থান রয়েছে, কেননা যদি তারা ওটা উদ্দেশ্য করত, তাহলে অবশ্যই তারা আমাদের নাবী ﷺ-এর রিসালাতকেও স্বীকৃতি দিত। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞাত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(٧) بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ وَالْغُلُوْلِ فِيْهَا

অধ্যায়-৭ : গনীমাতের সম্পদ বণ্টন এবং তা আত্মসাৎ করা

গনীমাত হলো ঐ সম্পদ যা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের মাধ্যমে (তাদের নিকট থেকে) অর্জিত হয় এটা নাফ্ল থেকে 'আম বা ব্যাপক, আর ফাই হলো গনীমাত থেকে 'আম্। কেননা আহলে শির্ক থেকে মুসলিমদের হাতে অর্জিত সকল সম্পদই গনীমাত। আবূ বাক্র আর্ রাযী (রহঃ) বলেন, গনীমাত ফাই. জিয্ইয়াহ্ও ফাই, সন্ধি চুক্তিবদ্ধের সম্পদও ফাই, জমির খিরাজ বা খাজনাও ফাই; কেননা এর প্রত্যেকটি মুশরিকদের নিকট থেকে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের হাতে সমর্পণ করেছেন। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী উল্লেখ করেছেন, ফুকাহাগণের অনেকের মতে মুশরিকদের নিকট থেকে যে মালই গ্রহণ বৈধ সেটাই 'ফাই'।

'আল্লামাহ্ ইবনুল হুমাম (রহঃ) বলেন : যুদ্ধের মাধ্যমে মুশরিকদের নিকট থেকে যা নেয়া হয় তাকে গনীমাত বলা হয়। আর যুদ্ধ ছাড়া যা অর্জিত হয় যেমন জিয্ইয়াহ্, খিরাজ ইত্যাদি তাকে 'ফাই' বলা হয়।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٣٩٨٥-[١] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا ذٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ رَأَى ضُعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৯৮৫-[১] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাদের পূর্বে কারো জন্য গনীমাতের মাল (ভোগ করা) জায়িয ছিল না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখে তা আমাদের জন্য জায়িয করে দিয়েছেন। (বুখারী, মুসলিম)[১২২৫]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি তৃতীয় অনুচ্ছেদে উল্লেখিত আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত ৪০৩০ নং হাদীসের অংশ বা সংক্ষিপ্ত রূপ। আরো প্রয়োজনীয় কিছু কথা এখানে আলোচিত হলো পূর্বকালের মু'মিনদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা গনীমাতের মাল গ্রহণ করা বৈধ ছিল না। যুদ্ধে বিজয় হলে তারা গনীমাতের সম্পদগুলো

[১২২৫] **সহীহ :** বুখারী ৩১২৪, মুসলিম ১৭৪৭, আহমাদ ৮২০০, সহীহাহ্ ২৭৪২।

একত্রিত করে রাখতো, অতঃপর আসমান থেকে আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিতো। এতে তারা বুঝে নিতো যে, তাদের যুদ্ধ আল্লাহ কৃবূল করেছেন। এ উম্মাত দুর্বল ও অক্ষম, তাই আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে তাদের জন্য গনীমাতের মাল বৈধ এবং পবিত্র করে দিয়েছেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩১২৪; শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৭৪৭)

٣٩٨٦ -[٢] وَعَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَضَرَبْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ عَلٰى حَبْلِ عَاتِقِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعْتُ الدِّرْعَ وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِيْ ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِيْ فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَمْرُ اللّٰهِ ثُمَّ رَجَعُوْا وَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ» فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِيْ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَهُ فَقُمْتُ فَقَالَ: «مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟» فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَجُلٌ: صَدَقَ وَسَلَبُهُ عِنْدِيْ فَأَرْضِهِ مِنِّيْ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: لَا هَا اللّٰهِ إِذًا لَا يَعْمِدُ أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللّٰهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَدَقَ فَأَعْطِهِ» فَأَعْطَانِيْهِ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِيْ بَنِيْ سَلِمَةَ فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৯৮৬-[২] আবূ ক্বতাদাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়ন অভিযানে আমরা নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে অংশগ্রহণ করলাম। যখন আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলাম, তখন (যুদ্ধের প্রথম দিকে) মুসলিমদের বিশৃঙ্খলার দরুন পরাজয়ের লক্ষণ দেখা দিল। এমন সময় আমি দেখলাম, এক মুশরিক জনৈক মুসলিম সৈন্যের উপর চড়ে বসেছে, তৎক্ষণাৎ আমি পিছন থেকে তার গর্দানে তরবারি মেরে তার লৌহবর্ম কেটে ফেললাম। তখন সে আমাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরল, আমি যেন তা হতে মৃত্যুর গন্ধ পেলাম। ক্ষণিক পরেই সে আমাকে ছেড়ে দিল। এরপর আমি 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর সাক্ষাৎ পেলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস করলাম, লোকজনের (যুদ্ধের) অবস্থা কোন্ পর্যায়ে? তিনি বলেন, সবকিছু আল্লাহর হুকুম। অতঃপর মুসলিমগণ পুনরায় (বিজয় বেশে) ফিরে আসলেন। আর নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এক জায়গায় বসে ঘোষণা করলেন, আজ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কাফিরদের মধ্যে যাকে হত্যা করেছে এবং ঐ হত্যার সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে, সেই উক্ত নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সবকিছু পাবে। আবূ ক্বতাদাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমি দাঁড়িয়ে বললাম, কেউ কি আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে? এ কথাটি বলে আমি বসে পড়লাম। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) পূর্বের ন্যায় ঘোষণা করলেন, আর আমিও দাঁড়িয়ে বললাম, কেউ কি আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে? এ কথা বলে আমি আবারও বসে পড়লাম। এরপর নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আবারও পূর্বের ন্যায় ঘোষণা করলেন, আর আমি এবারও পূর্বের ন্যায় একই কথার পুনরাবৃত্তি করলাম। তখন তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ ক্বতাদাহ্! তোমার কি হয়েছে (বারবার উঠছ এবং কি যেন বলে বসছ কেন)? তখন আমি ঘটনার আদ্যোপান্ত খুলে বললাম, এমন সময় জনৈক ব্যক্তি বলে উঠল, আবূ ক্বতাদাহ্ সত্য কথাই বলেছেন এবং সেই নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সমস্ত মালামাল আমার আয়ত্তেই আছে, আপনি তাকে অন্য কিছুর বিনিময়ে সন্তুষ্ট করে দিন (আর আমিই তা ভোগ করব)। এ কথা শুনে আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলে উঠলেন, আল্লাহর ক্বসম! তা কক্ষনো হতে পারে না। আল্লাহর সিংহসমূহের একটি সিংহ যে আল্লাহ ও তার রসূলের পক্ষে যুদ্ধ করেছে, তাকে বঞ্চিত করে তার

প্রাপ্য তথা নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত মাল তোমাকে দেয়া হবে, এটা কক্ষনো হতে পারে না। তখন নাবী ﷺ বললেন, আবূ বাক্র যথার্থই বলেছেন। তুমি ঐ নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত মাল আবূ ক্বতাদাহ্-কে দিয়ে দাও। নাবী ﷺ-এর নির্দেশে তখন সে সমুদয় মাল আমাকে দিয়ে দিল। আবূ ক্বতাদাহ্ رضي الله عنه বলেন, ঐ মাল বিক্রি করে আমি বানূ সালামার একটি খেজুরের বাগান ক্রয় করলাম। আর ইসলাম গ্রহণের পর এটাই আমার অর্জিত প্রথম সম্পত্তি। (বুখারী, মুসলিম)[১২২৬]

ব্যাখ্যা : হুনায়ন মাক্কাহ্ ও ত্বায়িফের মাঝখানে একটি স্থান। ৮ম হিজরী সনে মাক্কাহ্ বিজয়ের ১৯ দিন পরে ৬ই শাও্ওয়াল রসূলুল্লাহ ﷺ হুনায়নের উদ্দেশে রওনা হন। এ যুদ্ধে মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ১২০০০। যুদ্ধের শুরুতে মুসলিমদের কিছুটা বিপর্যয় ঘটে, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের চূড়ান্ত বিজয়ের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটান।

جَوْلَةٌ শব্দের অর্থ هَزِيمَةٌ পরাজয় হওয়া। মুল্লা 'আলী আল ক্বারী (রহঃ) বলেন : الْجَوْلَةُ এর অর্থ হলো هَزِيمَةٌ قَلِيلَةٌ সামান্য পরাজয়, কিছুটা পরাজয়, পরাজয় পরাজয় ভাব হওয়া। الْجَوَلَانُ فِي الْحَرْبِ যুদ্ধের ময়দানে ঘূর্ণায়ন, যুদ্ধের ময়দানে নিজ অবস্থানস্থল থেকে সরে পড়া।

'আল্লামাহ্ তূরিবিশ্তী (রহঃ) বলেন : এ যুদ্ধে প্রথম দিকে মুসলিমগণ ক্ষণিকের জন্য বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিলেন, এ কথাটি সহাবীগণ هَزِيمَةٌ 'পরাজয় বরণ' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা অপছন্দ করেছেন, তাই তারা جَوْلَةٌ শব্দে তা প্রকাশ করেছেন। কেননা এ শব্দটির অর্থও পরাজয় তবে তা স্থায়ী এবং দীর্ঘ সময়ব্যাপী নয়। বর্ণনাকারী আবূ ক্বতাদাহ্ (রহঃ)-এর কথা : 'আমি তার লৌহবর্ম কেটে ফেললাম, অতঃপর সে আমার দিকে ফিরে আসলো এবং আমাকে এমনভাবে চেপে ধরলো যে, আমি মৃত্যুর গন্ধ পেলাম।' এটি একটি কিনায়া শব্দ দ্বারা اِسْتِعَارَةٌ করা হয়েছে, এখানে শব্দের রূপক অর্থ বা পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে; সুতরাং তার কথার অর্থ হলো : আমি মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম, আমার প্রাণ বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল। এরপর আমার আঘাতের কারণে সে যখন নিস্তেজ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো, তখন আমাকে ছেড়ে দিল।

যুদ্ধের বিধান হলো, যে কোনো কাফিরকে হত্যা করবে, সে প্রমাণসাপেক্ষে নিহত ব্যক্তির সঙ্গে থাকা অস্ত্র-শস্ত্র ও অন্যান্য যাবতীয় সামগ্রীর অধিকারী হবে। নাবী ﷺ আবূ ক্বতাদাহ্-এর জন্য একাধিকবার সাক্ষ্য চান, একজন তার সাক্ষ্য প্রদান করে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আবূ ক্বতাদাহ্ তাকে হত্যা করেছে, আর ঐ নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সামগ্রী আমার কাছেই রয়েছে। আপনি আমার পক্ষ থেকে তাকে বুঝিয়ে অথবা কিছু দিয়ে সন্তুষ্ট করে দিন, এ সম্পদ আমিই ভোগ করি। আবূ বাক্র رضي الله عنه বললেন, না তা হবে না। সে আল্লাহর সিংহ, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষে যুদ্ধ করেছে। সুতরাং তার হাতে নিহত ব্যক্তির সম্পদ নাবী ﷺ তোমাকে দিতে পারেন না। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আবূ বাক্র ঠিকই বলেছেন। এরপর তিনি ঐ সম্পদ ফেরত দিলেন।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : এ হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাফি'ঈ, লায়স প্রমুখ ইমাম ও ফাকীহ বলেন, নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ পেতে হলে তার পক্ষে সাক্ষীর প্রয়োজন, নিজে নিজে হত্যার দাবী করলেই যথেষ্ট হবে না। কিন্তু ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, হত্যাকারীর একক দাবীর ভিত্তিতেই তাকে পরিত্যক্ত সম্পদ দেয়া হবে। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ একজনের কথার ভিত্তিতেই তাকে দিয়েছেন, তাকে

[১২২৬] **সহীহ :** বুখারী ৪৩২১, মুসলিম ২, আবূ দাউদ ২৭১৭।

শপথও করাননি। ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) আরো বলেন, নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের হাক্বদার হত্যাকারী, এ হাদীস তারও দলীল।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেন : ইমাম যদি তাকে নাফ্‌ল হিসেবে প্রদান করেন তবেই সে হাক্বদার হবে অন্যথায় নয়। 'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহঃ) বলেন, এ ব্যাপারে ফাকীহগণ মতবিরোধ করেছেন; ইমাম মালিক, আহমাদ, আওযা'ঈ, সাওরী প্রমুখসহ আরো কতিপয় ইমাম ও ফাকীহ বলেন, সেনাদলের আমীর যুদ্ধের পূর্বে বলুন অথবা না বলুন হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির সম্পদ পাবেন। তারা বলেন, এটা নাবী ﷺ-এর শাশ্বত ফাতাওয়া এবং শারী'আতের সুসাব্যস্ত বিধানের খবর। নাবী ﷺ বলেন, "যে কাউকে হত্যা করবে তার জন্যই নিহতের পরিত্যক্ত সম্পদ।" পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও শাফি'ঈ (রহঃ) বলেন : সেনাদলের আমীর বা ইমামের পূর্বানুমতি ছাড়া হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির সম্পদ পাবে না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী হাঃ ৪৩২১; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৫৬২; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৭১৪)

[বর্তমানে ইসলামী যুদ্ধ তেমন একটা নেই বললেই চলে; উপরোক্ত রাষ্ট্রের বেতনভোগী সৈন্যরা যুদ্ধ করে থাকে, তারা এই গনীমাতের অংশ পাবে কিনা, এ নিয়ে অনেক কথা। সুতরাং এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরিহার করা হলো।] –সম্পাদক

٣٩٨٧ـ[٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَسْهَمَ لِلرَّجُلِ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৯৮৭-[৩] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ (মুজাহিদ) ব্যক্তি ও তার ঘোড়ার জন্য গনীমাতের মাল তিন ভাগে বণ্টন করেছেন। ব্যক্তির জন্য এক-তৃতীয়াংশ এবং ঘোড়ার জন্য দুই-তৃতীয়াংশ। (বুখারী, মুসলিম)[১২২৭]

ব্যাখ্যা : ইমাম যুহরির বলেন : হাদীসের মূল 'আরবী ইবারতে لَهُ শব্দের 'লাম' অক্ষরটি تَمْلِيك 'মালিকানা' এর অর্থ প্রদান করেছে। আর لِفَرَسِهِ এর 'লাম' বর্ণটি سَبَب 'কারণ' এর অর্থ প্রদান করেছে। সুতরাং অধিক অংশ তার ঘোড়ার কারণে। মূল কথা ঘোড় সওয়ারী যোদ্ধা নিজের এবং ঘোড়ার অংশসহ মোট তিন অংশ পাবে, আর পদাতিক পাবে এক অংশ (তার নিজের)। অত্র হাদীসের ভিত্তিতে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস সহ তাবি'ঈ হাসান বাসরী, মুজাহিদ, ইবনু সীরীন, 'উমার ইবনু 'আবদুল আযীয, ফাকীহ ও ইমামদের মধ্যে ইমাম মালিক, শাফি'ঈ, আহমাদ, ইসহাক্ব, আওযা'ঈ, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ সহ বহু সংখ্যক ইমাম ও ফাকীহ এই মতই পোষণ করেন যে, ঘোড় সওয়ারের জন্য তিন ভাগ, পদাতিকের জন্য এক ভাগ। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেন, ঘোড় সওয়ারীর জন্য দুই ভাগ মাত্র। এক অংশ নিজের এক অংশ ঘোড়ার– এই মোট দুই অংশ। [এখানেও বিস্তারিত আলোচনা পরিহার করা হলো]

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৭৬২; ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২০৬৩; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৫৫৪; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৭৩০)

٣٩٨٨ـ[٤] وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا؟ فَقَالَ لِيَزِيدَ: اُكْتُبْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا سَهْمٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا.

[১২২৭] **সহীহ :** বুখারী ২৮৬৩, মুসলিম ১৭৬২, আবূ দাঊদ ২৭৩৩, আহমাদ ৪৪৪৮, ইরওয়া ১২২৬।

وَفِيْ رِوَايَةٍ: كَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِيْ: هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَغْزُوْ بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ فَقَدْ كَانَ يَغْزُوْ بِهِنَّ يُدَاوِيْنَ الْمَرْضٰى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَأَمَّا السَّهْمُ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৯৮৮-[৪] ইয়াযীদ ইবনু হুরমুয (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন (খারিজী নেতা) নাজদাতুল হারূরী ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট পত্র লিখে জানতে চাইল, যদি কোনো নারী বা গোলাম জিহাদে অংশগ্রহণ করে তারা গনীমাতের মালে অংশ পাবে কিনা? তখন ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) ইয়াযীদকে বললেন, তাকে লিখে দাও, তাদের কোনো নির্ধারিত অংশ নেই। তবে ইমাম তাদেরকে সামান্য কিছু মাল দিতে পারেন।

অপর এক বর্ণনায় আছে, ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) তাকে লিখে পাঠিয়েছেন যে, তুমি আমার কাছে জানতে চেয়েছ যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিহাদে নারীদেরকে সঙ্গে নিয়েছেন কিনা এবং তাদেরকে গনীমাতের মালের অংশ দিতেন কিনা? তিনি (সাঃ) নারীদেরকে সঙ্গে নিতেন এ উদ্দেশে যে, তারা অসুস্থ ও আহত মুজাহিদদের পরিচর্যা ও সেবা-শুশ্রূষা করবেন, এতে তাদেরকে গনীমাত হতে সামান্য কিছু দেয়া হতো, নিয়মিত অংশাধিকার দেননি। (মুসলিম)[১২২৮]

ব্যাখ্যা : নাজদাতুল হারুরী হলো (ইরাক্বের) খারিজী সম্প্রদায়ের সর্দার। হারূরী ইরাক্বের কুফা নগরীর সন্নিকটে একটি গ্রাম। এখানেই খারিজী ভ্রান্ত দলের উদ্ভব হয়। তারা খলীফাতুল মুসলিমীন ‘আলী (রাঃ)-এর দল ত্যাগ করে ভিন্নদল ও মতবাদ ক্বায়িম করে এবং এই হারূরী নামক স্থানে সমবেত হয়।

শিশু, নারী এবং দাস-দাসীরা যদি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাদের সৈনিকদের মতো নির্ধারিত হিস্যা বা অংশ নেই, তবে তারা رضخ (কিছু পরিমাণ সম্পদ) অনুদান পাবে। খারিজী সর্দার ইবনু ‘আব্বাসকে পত্র পাঠিয়ে জানতে চান যে, নারীরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারবে কিনা? যদি কোনো নারী ও কৃতদাস যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তবে তাদের গনীমাতের কোনো অংশ আছে কিনা? ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) ইরাক্বের গভর্নর ইয়াযীদকে পত্র লিখে জানালেন যে, তুমি তাকে জানিয়ে দাও যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) নারীদের সেবা শুশ্রুষা করার জন্য যুদ্ধে নিতেন, কিন্তু তাদের গনীমাতের নির্দিষ্ট কোনো অংশ দেয়া হতো না।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৮২২ পৃঃ নং ১৬০; ‘আওনুল মা‘বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৭২৪)

٣٩٨٩-[٥] وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِظَهْرِهٖ مَعَ رَبَاحٍ غُلَامِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهٗ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْفَزَارِيُّ قَدْ أَغَارَ عَلٰى ظَهْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقُمْتُ عَلٰى أَكَمَةٍ فَاسْتَقْبَلْتُ الْمَدِيْنَةَ فَنَادَيْتُ ثَلَاثًا يَا صَبَاحَاهُ ثُمَّ خَرَجْتُ فِيْ آثَارِ الْقَوْمِ أَرْمِيهِمْ بِالنَّبْلِ وَأَرْتَجِزُ وَأَقُوْلُ:

أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ.

فَمَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ حَتّٰى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ بَعِيرٍ مِنْ ظَهْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَّا خَلَّفْتُهٗ وَرَاءَ ظَهْرِيْ ثُمَّ اتَّبَعْتُهُمْ أَرْمِيهِمْ حَتّٰى أَلْقَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِيْنَ بُرْدَةً وَثَلَاثِيْنَ رُمْحًا يَسْتَخِفُّوْنَ وَلَا يَطْرَحُوْنَ

[১২২৮] সহীহ : মুসলিম ১৮১২।

شَيْئًا إِلَّا جَعَلْتُ عَلَيْهِ اٰرَامًا مِنَ الْحِجَارَةِ يَعْرِفُهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَتّٰى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَحِقَ أَبُوْ قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَتَلَهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُوْ قَتَادَةَ وَخَيْرُ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ». قَالَ: ثُمَّ أَعْطَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَهْمَيْنِ: سَهْمَ الْفَارِسِ وَسَهْمَ الرَّاجِلِ فَجَمَعَهُمَا إِلَيَّ جَمِيْعًا ثُمَّ أَرْدَفَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ رَاجِعَيْنِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৯৮৯-[৫] সালামাহ্ ইবনুল আক্ওয়া' (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বীয় গোলাম রবাহ-কে উট ইত্যাদির তত্ত্বাবধানে (মাদীনার বাইরে) পাঠালেন, আমিও তার সাথে ছিলাম। ভোর হতে না হতেই আকস্মিক আক্রমণ করে (গাত্ফান গোত্রের অন্যতম দলনেতা) 'আব্দুর রহমান ফাযারী রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উটগুলো লুট করে নিয়ে গেল। (সালামাহ্ বলেন) আমি একটি উচ্চ টিলার উপরে উঠে মাদীনার দিকে মুখ করে তিনবার উচ্চৈঃস্বরে 'ইয়া সবাহাহ্' (বিপদ সংকেত) বলে চিৎকার করলাম। অতঃপর আমি লুণ্ঠনকারী শত্রুদলের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে করতে তাদেরকে ধাওয়া করলাম। আর ছন্দ আবৃত্তি করতে থাকলাম– 'আমি আক্ওয়া'-এর স্বনামধন্য পুত্র, আজ মাতৃদুগ্ধ স্মরণের দিন'।

অবশেষে আমি তাদের প্রতি অবিরাম তীর নিক্ষেপ করতে করতে অগ্রসর হতে লাগলাম এবং লুণ্ঠিত উটগুলো আমার পশ্চাতে ফেলে রেখে পুনরায় তীর নিক্ষেপ করতে করতে তাদের পিছনে ছুটলাম। পরিশেষে (আমার আক্রমণে তারা অতিষ্ঠ হয়ে) শরীরের বোঝা লাঘবের নিমিত্তে ত্রিশটির অধিক চাদর, কম্বল ও ত্রিশটি বর্শা শরীর হতে ফেলে দ্রুত পালিয়ে গেল। অতঃপর আমি প্রতিটি চাদর কম্বল ও বর্শার উপরে পাথর চাপা দিয়ে এই চিহ্ন রেখে গেলাম যেন রসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তার সাথীরা এ কথা বুঝতে পারেন যে, এ সমস্ত জিনিসগুলো আমিই শত্রুদের নিকট হতে করায়ত্ব করেছি। এতক্ষণে আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তার সাথীদেরকে দেখতে পেলাম। এমন সময়ে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ঘোড়সওয়ার আবূ ক্বতাদাহ্ (রাঃ) 'আব্দুর রহমান ফাযারীকে সম্মুখে পেয়ে হত্যা করে ফেললেন। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) উৎসাহের সাথে বললেন, আবূ ক্বতাদাহ্ হলো আমাদের ঘোড়সওয়ারীদের মধ্যে উত্তম, আর পদাতিকের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সালামাহ্ ইবনুল আক্ওয়া'। সালামাহ্ (রাঃ) বলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে দু'-তৃতীয়াংশ দিলেন। এক অংশ অশ্বারোহীর এবং আরেক অংশ পদাতিকের। অতঃপর মাদীনায় প্রত্যাবর্তনকালে রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে তার 'আয্বা নামক উটের উপরে তার পিছনে বসিয়ে নিলেন। (মুসলিম)[১২২৯]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো সালামাহ্ ইবনুল আক্ওয়া'-কে রসূলুল্লাহ (ﷺ) দু'ভাবে অংশ দিয়েছেন, অশ্বারোহী হিসেবে এবং পদাতিক হিসেবে। যদিও সে পদাতিক ছিল, কেননা গনীমাত অর্জনে তার ভূমিকা ছিল মুখ্য। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৭ম খণ্ড, ৫০৪ পৃঃ)

٣٩٩٠-[٦] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوٰى قِسْمَةِ عَامَّةِ الْجَيْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[১২২৯] **সহীহ :** মুসলিম ১৮০৭।

৩৯৯০-[৬] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যুদ্ধে প্রেরিত কোনো কোনো সৈন্যকে বিশেষভাবে সাধারণ সৈন্যদের অংশ অপেক্ষা নাফ্ল স্বরূপ অতিরিক্ত কিছু গনীমাত দিতেন। (বুখারী, মুসলিম)[১২৩০]

ব্যাখ্যা : গনীমাত বণ্টনের সাধারণ নীতির পরও ইমাম বা আমীর কোনো সৈনিককে নাফ্ল হিসেবে অতিরিক্ত সম্পদ দিতে পারেন। এরূপ দেয়ার প্রমাণে অত্র হাদীসটি দলীল হতে পারে।
(বিস্তারিত দেখুন- ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩১৩৫; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৭৪৩)

٣٩٩١ -[٧] وَعَنْهُ قَالَ: نَفَّلَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ نَفَلًا سِوٰى نَصِيبِنَا مِنَ الْخُمُسِ فَأَصَابَنِيْ شَارِفٌ وَالشَّارِفُ: الْمُسِنُّ الْكَبِيْرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৯৯১-[৭] উক্ত রাবী (ইবনু 'উমার (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) গনীমাতের পঞ্চমাংশ হতে আমরা যা পেতাম তা ব্যতীত নাফ্ল স্বরূপ অতিরিক্ত কিছু আমাদের দিয়েছেন। সেই নাফ্ল থেকে আমার ভাগে একটি 'শারিফ' পড়েছিল। 'শারিফ' বলা হয় বয়স্ক বড় উটকে। (বুখারী, মুসলিম)[১২৩১]

ব্যাখ্যা : নাফ্ল বলা হয় 'ফারয' বা নির্ধারিত অংশের অতিরিক্তকে। এখানে যুদ্ধলব্ধ সম্পদে সৈনিকদের নির্ধারিত হিস্যা বা অংশের অতিরিক্ত সম্পদকে নাফ্ল বলা হয়েছে।

সৈনিকদের প্রাপ্য নির্ধারিত অংশ পাওয়ার পরও নাবী (সাঃ) তাদের নাফ্ল বা অতিরিক্ত কিছু অংশ দিতেন। নির্ধারিত অংশের অতিরিক্ত কিছু দেয়া আমির বা ইমামের ইখতিয়ার, তিনি যাকে উপযুক্ত মনে করবেন যতটুকু মনে করবেন দিবেন। এটা সৈনিকের অধিকার নয়।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৭৫০)

٣٩٩٢ -[٨] وَعَنْهُ قَالَ: ذَهَبَتْ فَرَسٌ لَهٗ فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُوْنَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِيْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَبَقَ عَبْدٌ لَهٗ فَلَحِقَ بِالرُّوْمِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُوْنَ فَرَدَّ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৯৯২-[৮] উক্ত রাবী (ইবনু 'উমার (রাঃ)) হতে বর্ণিত। একদিন তাঁর (ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর) একটি ঘোড়া কোথাও চলে গেলে শত্রুরা (রোমকরা) তাকে ধরে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে মুসলিম বাহিনী ঐ শত্রুদেরকে পরাজিত করে, অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সময়ে সেই হারানো ঘোড়াটি ইবনু 'উমার (রাঃ)-কে ফেরত দেয়া হয়।

অপর এক বর্ণনায় আছে, তাঁর (ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর) একটি গোলাম পালিয়ে রোম দেশে চলে যায়। পরবর্তীতে মুসলিমরা তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সময়ের পরে খালিদ ইবনু ওয়ালীদ উক্ত গোলাম ইবনু 'উমার (রাঃ)-কে ফিরিয়ে দেন। (বুখারী)[১২৩২]

ব্যাখ্যা : ইবনু মালিক (রহ) বলেন : পলাতক গোলামের কেউ মালিক হবে না, কেউ যদি তাকে পায় অথবা বন্দী করে তবে তার কর্তব্য হলো মালিককে ফেরত দেয়া। বিজিত এলাকায় তাকে গনীমাত হিসেবে

[১২৩০] **সহীহ :** বুখারী ৩১৩৫, মুসলিম ১৭৫০, আবূ দাউদ ২৭৪৬, আহমাদ ৬২৫০।

[১২৩১] **সহীহ :** মুসলিম ১৭৫০।

[১২৩২] **সহীহ :** বুখারী ৩০৬৭, আবূ দাউদ ২৬৯৯, ইবনু মাজাহ ২৮৪৭।

পেলে গনীমাতের সম্পদ হিসেবে তা বণ্টন হবে না বরং মালিক ফেরত পাবে। যেমনটি ইবনু 'উমারকে ফেরত দেয়া হয়েছিল।

ইবনুল হুমাম (রহঃ) বলেন : কোনো মুসলিম অথবা যিম্মির মুসলিম গোলাম যদি পালিয়ে দারুল হার্‌বে প্রবেশ করে, আর তারা এটাকে ধরে নেয়, তবে ইমাম আবূ হানীফার মতে তারা এর মালিক হবে না, কিন্তু আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ)-এর মতে তারা এর মালিক হবে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩০৬৭)

* গোলামের প্রচলন বর্তমানে নেই, তাই বিস্তারিত ব্যাখ্যা বর্জন করা হলো। (সম্পাদক)

٣٩٩٣-[٩] وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْنَا: أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْكَ؟ فَقَالَ: «إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ وَاحِدٌ». قَالَ جُبَيْرٌ: وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِيُّ ﷺ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِي نَوْفَلٍ شَيْئًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৯৯৩-[৯] জুবায়র ইবনু মুত্ব'ইম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি ও 'উসমান ইবনু 'আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট গিয়ে বললাম, আপনি খায়বারের পঞ্চমাংশ হতে বানী মুত্ত্বালিবকে (স্বীয় আপনজন হিসেবে) মাল দিলেন, কিন্তু আমাদেরকে (বানী নাওফাল ও 'আব্‌দ শামস্-কে) বঞ্চিত করলেন। অথচ আমরা ও তারা আপনার নিকট একই মান-মর্যাদার অধিকারী। উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, অবশ্যই বানী হাশিম ও বানী মুত্ত্বালিব এক ও অভিন্ন। বর্ণনাকারী (জুবায়র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বানী 'আব্‌দ শামস্ ও বানী নাওফাল-কে তা হতে কিছু দেননি। (বুখারী)[১২৩৩]

ব্যাখ্যা : জুবায়র ইবনু মুত্ব'ইম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সম্ভ্রান্ত কুরায়শ বংশের লোক ছিলেন! তার উপনাম ছিল আবূ মুহাম্মাদ আল্ কারশী আন্ নাওফালী। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খায়বারের গনীমাত থেকে সহাবীদের প্রচুর সম্পদ প্রদান করেন। বানী মুত্ত্বালিবদের খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) থেকে সম্পদ প্রদান করলে জুবায়র ইবনু মুত্ব'ইম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! বংশ মর্যাদার দিক থেকে আমরা তো আপনার নিকট বানী মুত্ত্বালিব-এর সাথে একই অবস্থানে, আপনি বানী মুত্ত্বালিব-কে খুমুস থেকে সম্পদ দিলেন আর আমাদের বাদ দিলেন? নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ, বানু হাশিম এবং বানী মুত্ত্বালিব একই, এই বলে তিনি এক হাতের অঙ্গুলি অন্য হাতের অঙ্গুলির মধ্যে প্রবেশ করালেন।

হাশিম, মুত্ত্বালিব, 'আব্‌দ শামস্ ও নাওফাল– এ চারজনই 'আব্‌দ মানাফ-এর পুত্র। জুবায়র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাওফাল-এর বংশধর, 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) 'আব্‌দে শামস্-এর বংশধর, আর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বানু হাশিম-এর বংশধর। 'আব্‌দে মানাফ হলো রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চতুর্থ পর্যায়ের দাদা। সুতরাং সকলেই মূলে এক বংশ। ইসলামের প্রাথমিককালে কুরায়শগণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খানদান বানী হাশিম-এর বিরুদ্ধে একত্র হয়ে শি'আবে আবী ত্বালিব নামক স্থানে অন্তরীণ করে রাখে। এ সময় বানু মুত্ত্বালিব তাদের প্রতি দয়াপ্রদর্শন করেন এবং তাদের দুর্দশায় এগিয়ে আসেন। বানী নাওফাল ও বানী 'আব্‌দ শামস্ মানাফ-এর বংশধর হলেও হাশিমী ও মুত্ত্বালিবীদের সাথে সহযোগিতা করেনি, তাই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উক্ত খান্দান দু'টিকে নিজের নিকটতম আত্মীয়দের মধ্যে ধরেননি এবং তাদের জন্য অংশ নির্ধারণ করেননি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[১২৩৩] **সহীহ :** বুখারী ৪২২৯।

٣٩٩٤ -[١٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلّٰهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৯৯৪-[১০] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমরা যে কোনো জনবসতিতে (যুদ্ধবিগ্রহ ব্যতীত) আধিপত্য বিস্তার কর, সেখানের সম্পদে সকলের সাথে তোমাদের অংশের অধিকার রয়েছে। আর যে জনবসতির অধিবাসীগণ আল্লাহ ও তার রসূলের অবাধ্য হয়, তখন তোমরা যুদ্ধের মাধ্যমে তা জয়ী হও। আর সেখানের সম্পদে আল্লাহ ও তার রসূলের এক-পঞ্চমাংশ রয়েছে এবং অবশিষ্ট তোমাদেরই জন্য। (মুসলিম)[১২৩৪]

ব্যাখ্যা : সে সমস্ত এলাকার অমুসলিম মুসলিম বাহিনীর সাথে যুদ্ধ না করে আত্মসমর্পণ করবে এবং বশ্যতা স্বীকার করে কোনো সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হবে তাদের সম্পদ হলো ফাই, সকলের তাতে হাক্ব রয়েছে। পক্ষান্তরে যুদ্ধের মাধ্যমে পদানত অমুসলিম এলাকা থেকে প্রাপ্ত সম্পদ হলো গনীমাত; এর এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও তার রসূলের জন্য, অবশিষ্ট সম্পদ কেবলমাত্র উক্ত অভিযানে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যেই বণ্টিত হবে। অবশ্য ইমাম শাফি'ঈ বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ 'ফাই' এর মধ্যেও খুমুস নির্ধারণের পক্ষপাতি।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৭৫৬; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ৩০৩৪)

٣٩٩٥ -[١١] وَعَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৯৯৫-[১১] খাওলাহ্ আল আনসারিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : এমন কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহ প্রদত্ত মাল অন্যায়ভাবে গ্রাস করতে চায়! জেনে রাখ, এ শ্রেণীর লোকেদের জন্য ক্বিয়ামাতের দিন জাহান্নামের আগুন অবধারিত রয়েছে। (বুখারী)[১২৩৫]

ব্যাখ্যা : (مَالِ اللهِ) 'আল্লাহর মাল' বলতে গনীমাতের মাল, 'ফাই'-এর মাল এবং যাকাতের মাল।

(يَتَخَوَّضُونَ) এর অর্থ তারা অনধিকার প্রবেশ করে, অনধিকার চর্চা করে ইত্যাদি। উদ্দেশ্য হলো গনীমাতের মালের উপর অনাধিকার চর্চা করা এবং তা খরচ করা।

তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন। যদি তারা এটাকে হালাল মনে করে খরচ করে থাকে তবে তারা চির জাহান্নামী। আর যদি তা না করে তবে আল্লাহর ইচ্ছা মোতাবিক নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত জাহান্নাম ভোগ করবে।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٣٩٩٦ -[١٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ: «لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ

[১২৩৪] সহীহ : মুসলিম ১৭৫৬, আবূ দাউদ ৩০৩৬, আহমাদ ৮২১৬, সহীহ আল জামি' ২৭৩৭।

[১২৩৫] সহীহ : বুখারী ৩১১৮, আহমাদ ২৭৩১৮, সহীহ আল জামি' ২০৭৩।

فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَغِثْنِي فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَغِثْنِي فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَغِثْنِي فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفُقُ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَغِثْنِي فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَغِثْنِي فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ». وَهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَهُوَ أَتَمُّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৯৯৬-[১২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে গনীমাত খিয়ানাত করা যে, মারাত্মক অপরাধ এবং তার পরিণাম ফল যে, খুব ভয়াবহ– এ সম্পর্কে নাসীহাত করার পর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলেন, ক্বিয়ামাতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকেও এ অবস্থায় দেখতে না পাই, সে স্বীয় কাঁধের উপর চিৎকাররত একটি উটসহ উপস্থিত হয়ে বলতে থাকবে, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে রক্ষা করুন! আর আমি বলব, আজ আমার কিছু করার নেই। আমি তো আল্লাহর বিধান আগেই (দুনিয়াতে) জানিয়ে দিয়েছি। তিনি (সাঃ) আরো বললেন, আমি তোমাদের কাউকে ক্বিয়ামাতের দিন এ অবস্থায় দেখতে না পাই যে, সে স্বীয় কাঁধের উপর চিৎকাররত একটি বকরী বহন করে আসবে, আর আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে রক্ষা করুন। আমি বলব, আমার কিছু করার নেই। আমি তো আল্লাহর বিধান আগেই জানিয়ে দিয়েছি। তিনি (সাঃ) আরো বললেন, আমি তোমাদের কাউকে ক্বিয়ামাতের দিন এ অবস্থায় দেখতে না পাই যে, সে স্বীয় কাঁধের উপর চিৎকাররত একটি মানুষকে বহন করে আসবে, আর আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে রক্ষা করুন। আমি বলব, আমার কিছু করার নেই। আমি তো আল্লাহর বিধান আগেই জানিয়ে দিয়েছি। তিনি (সাঃ) আরো বললেন, আমি তোমাদের কাউকে ক্বিয়ামাতের দিন এ অবস্থায় দেখতে না পাই যে, সে স্বীয় কাঁধের উপর এলোমেলো বিশিষ্ট কাপড়-চোপড় বহন করে আসবে, আর আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে রক্ষা করুন। আমি বলব, আমার কিছু করার নেই। আমি তো আল্লাহর বিধান আগেই জানিয়ে দিয়েছি। তিনি (সাঃ) আরো বললেন, আমি তোমাদের কাউকে ক্বিয়ামাতের দিন এ অবস্থায় দেখতে না পাই যে, সে স্বীয় কাঁধের উপর জড়ো সম্পদ বহন করে আসবে, আর আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে রক্ষা করুন। আমি বলব, আমার কিছু করার নেই। আমি তো আল্লাহর বিধান আগেই জানিয়ে দিয়েছি। (বুখারী, মুসলিম; তবে শব্দবিন্যাস মুসলিম-এর, আর এটাই বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ হাদীস)[১২৩৬]

ব্যাখ্যা : الْغُلُولَ 'গুলূল' শব্দের অর্থ الْخِيَانَةُ فِي الْغَنِيمَةِ গনীমাতের মাল খিয়ানাত করা, আত্মসাৎ করা, চুরি করা। কেউ কেউ বলেছেন, (يَتَخَوَّضُونَ) ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ সকল চোরাই বা আত্মসাৎকৃত সম্পদই الْغُلُولَ। মোট কথা হারাম পন্থায় সংগৃহীত অর্থই গুলূল।

ক্বিয়ামাত দিবসে প্রত্যেকেই তার আত্মাসাৎকৃত বস্তু ঘাড়ে নিয়ে উঠবে। সেটি যদি কোনো প্রাণী হয় তাহলে বিকট চিৎকার করতে থাকবে, আর যদি অন্য কোনো জড় বস্তু হয় তবে সেটাও তার ঘাড়ে ভীষণভাবে

[১২৩৬] **সহীহ :** বুখারী ৩০৭৩, মুসলিম ১৮৩১, আহমাদ ৯৫০৩, সহীহ আল জামি' ৭১৭৩, সহীহ আত্ তারগীব ১৩৪৭।

চেপে বসবে, ফলে সে চিৎকার করে নাবী ﷺ-এর কাছে সাহায্যপ্রার্থী হবে। নাবী ﷺ সবাইকে বলবেন, আমি আজ তোমাদের কিছুই করতে পারব না। আমি তো আল্লাহর বিধান পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি, অর্থাৎ আত্মসাতের পরিণতির কথা তোমাদেরকে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি, তোমরা সে কথা কানে নাওনি, তাই আজ আমি তোমাদের পক্ষে কোনো সুপারিশ করতে পারব না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৭ম খণ্ড, ৫১৬ পৃঃ)

٣٩٩٧-[١٣] وَعَنْهُ قَالَ: أَهْدٰى رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ غُلَامًا يُقَالُ لَهٗ: مِدْعَمٌ فَبَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلًا لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذْ أَصَابَهٗ سَهْمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهٗ فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «كَلَّا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِىْ أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا». فَلَمَّا سَمِعَ ذٰلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৯৯৭-[১৩] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি (বানী দুবার গোত্রীয়) মিদ্‘আম নামক একটি গোলাম রসূলুল্লাহ ﷺ-কে হাদিয়্যাহ্ স্বরূপ দেন। এক যুদ্ধে সে সওয়ারীর উপর হতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাওদা বা গদি নামাচ্ছিল। অকস্মাৎ কোথা থেকে একটি অজ্ঞাত তীর এসে তার গায়ে বিধঁল এবং এটাই তাকে হত্যা করে ফেলল; তখন লোকেরা বলে উঠল, তার জন্য জান্নাত মুবারক হোক। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কক্ষনো না। সেই মহান সত্তার কৃসম, যার হাতে আমার প্রাণ। খায়বার যুদ্ধে গনীমাতের মাল হতে বণ্টন ব্যতিরেকে যে চাদরটি সে আত্মসাৎ করেছে, তা তার উপর অগ্নিরূপে দগ্ধ করবে। এ কথা শুনে এক ব্যক্তির জুতার একটি কিংবা দু'টি ফিতা যা অন্যের অগোচরে লুকিয়ে রেখেছিল, তা নাবী ﷺ-এর নিকট এনে পেশ করল। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, এই একটি ফিতা বা দু'টি ফিতার কারণেও জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত আগুন হবে। (বুখারী, মুসলিম)[১২৩৭]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুসলিম গোলাম মিদ্‘আম আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমাতরত অবস্থায় (শত্রুদের) তীরবিদ্ধ হয়ে শাহাদাৎ বরণ করেন। সহাবীগণ তার মৃত্যুকে সৌভাগ্যের মৃত্যু মনে করেন এবং তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু সে খায়বারের গনীমাতের মাল বণ্টনের আগেই সামান্য একখানা চাদর গ্রহণ করায় আল্লাহর নাবী ﷺ সহাবীগণের দাবী প্রত্যাখ্যান করে বলেন, আল্লাহর শপথ! কক্ষনো নয়, সে খায়বারের গনীমাত থেকে বণ্টন ছাড়াই যে চাদরখানা হস্তগত করেছে সেটা আগুন হয়ে তাকে দগ্ধ করবে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, «إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ» ‘আমি তাকে জাহান্নামে দেখছি’। সামান্য একখানা চাদর আত্মসাতের কারণে তার (আল্লাহর নাবীর) খিদমাত এবং (আল্লাহর রাস্তায় জীবন দিয়ে) শাহীদ হওয়াও তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

আত্মসাৎকৃত বস্তুটিই আগুন হবে অথবা ঐ আত্মসাৎকৃত বস্তুটি তার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ১১শ খণ্ড, হাঃ ৬৭০৭)

[১২৩৭] **সহীহ :** বুখারী ৬৭০৭, মুসলিম ১১৫, আবূ দাঊদ ২৭১১, নাসায়ী ৩৮২৭, সহীহ আল জামি‘ ৭০৬৫।

٣٩٩٨ -[١٤] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَ عَلٰى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهٗ كَرْكَرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «هُوَ فِي النَّارِ» فَذَهَبُوْا يَنْظُرُوْنَ فَوَجَدُوْا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৯৯৮-[১৪] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কার্‌কারাহ্ নামক জনৈক ব্যক্তি যুদ্ধে নাবী (সাঃ)-এর আসবাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। সে (যুদ্ধে) নিহত হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, সে জাহান্নামী। এটা শুনে লোকেরা তার মাল-সামানের সন্ধান করতে গিয়ে দেখতে পেল যে, সে গনীমাতের মাল হতে একটি জুব্বা (পোশাক) খিয়ানাত করেছে। (বুখারী)[১২৩৮]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আসবাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণকারী নিশ্চয় বিশস্ত ব্যক্তিই ছিলেন। সহাবী তো বটেই, উপরন্ত তার খাদিম। তিনি গনীমাতের সম্পদ থেকে একটি 'আবা অর্থাৎ জুব্বা, অথবা চাদর আত্মসাতের কারণে জাহান্নামী হয়েছেন! তাহলে বিশাল বিশাল সম্পদ আত্মসাৎকারী সাধারণ মানুষের কি উপায় হতে পারে? (সম্পাদক)

٣٩٩٩ -[١٥] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهٗ وَلَا نَرْفَعُهٗ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৩৯৯৯-[১৫] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুদ্ধ চলাকালে আমরা মধু ও আঙ্গুর ইত্যাদি পেতাম, কিন্তু তা বায়তুল মালে (সরকারী কোষাগারে) জমা না দিয়ে নিজেরা ভোগ করতাম। (বুখারী)[১২৩৯]

ব্যাখ্যা : যুদ্ধের ময়দানে সৈনিকেরা খাদ্যদ্রব্য ফলমূল গনীমাত হিসেবে যা অর্জন করবে তা বায়তুল মালে জমা দানের পূর্বেই আমীরের অনুমতি ছাড়া খেলে তা কোনো পাপ হবে না। খাওয়ার পর অবশিষ্ট যা থাকে তা অবশ্যই বায়তুল মালে জমা দিতে হবে। সহাবীগণ যুদ্ধের ময়দানে অর্জিত মধু, আঙ্গুর ইত্যাদি বণ্টনের জন্য রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট জমা না দিয়েই খেতেন। ফুকাহাদের সর্বসম্মত মত হলো মুজাহিদগণ দারুল হার্‌বে অবস্থানকালে গনীমাতের সম্পদ 'খাদ্যদ্রব্য, ফলমূল' বায়তুল মালে জমা দানের পূর্বেই প্রয়োজন মতো খেয়ে নিতে পারবে। তবে ব্যক্তিগতভাবে জমা রাখা বা সংরক্ষণ করা অথবা বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া যাবে না। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ ৭ম খণ্ড, ৫১৯ পৃঃ; ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩১৫৪)

٤٠٠٠ -[١٦] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: أَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَالْتَزَمْتُهٗ فَقُلْتُ: لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هٰذَا شَيْئًا فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَبَسَّمُ إِلَيَّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَذُكِرَ الْحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ «مَا أُعْطِيكُمْ» فِي بَابِ «رِزْقِ الْوُلَاةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪০০০-[১৬] 'আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফ্‌ফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধের দিন আমি একটি চর্বিভর্তি থলি পেয়ে উঠিয়ে নিলাম আর (মনে মনে) বলতে লাগলাম, আজ আমি এটা হতে অন্য কাউকেও ভাগ দেব না। এমন সময় পাশে তাকিয়ে দেখি রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[১২৪০]

[১২৩৮] সহীহ : বুখারী ৩০৭৪, ইবনু মাজাহ ২৮৪৯, আহমাদ ৬৪৯৩, সহীহ আত্ তারগীব ১৩৪৪।

[১২৩৯] সহীহ : বুখারী ৩১৫৪।

এ সম্পর্কে আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে, "শাসনকর্তাদের (কর্মচারীদের) মজুরি" অধ্যায়ে।

ব্যাখ্যা : 'আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন একজন জলীলুল কাদ্র সহাবী, আহলে সুফ্ফার অন্যতম সদস্য। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দশজন সহাবীকে বাসরায় শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন তিনি তাদের অন্যতম ছিলেন।

তিনি খায়বারের যুদ্ধে চর্বিভর্তি একটি থলি তুলে নিয়ে প্রকাশ্যে অথবা মনে মনে বলেন, এটা আমি নিয়ে নিবো, এ থেকে কাউকে কিছুই দেবো না। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার কথা শুনে মুচকি মুচকি হাসলেন এবং তাকে কিছুই বললেন না।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : তিনি ঐ দিনে থলির প্রতি এত বেশী মুহতাজ ছিলেন যে, সেটা ছাড়া তার চলতই না। তার এই অধিক প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝেই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে নিষেধ করেননি, বরং মৃদু হাসি দিয়েছেন।

ইবনুল মালিক (রহঃ) বলেন : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, ইসলামী যোদ্ধারা গনীমাতের মাল থেকে (খাদ্যদ্রব্য যা রয়েছে তা থেকে) প্রয়োজন পরিমাণ অর্থাৎ ক্ষুধা নিবারণ হয় এ পরিমাণ খাদ্য নিতে পারবে। অনুরূপ শরীরে মালিশের জন্য অথবা জ্বালানীর জন্য তৈল বা তৈল জাতীয় দ্রব্যও গ্রহণ করতে পারবে।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩১৫৩; শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৭৭২)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٠٠١ - [١٧] عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ فَضَّلَنِيْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ أَوْ قَالَ: فَضَّلَ أُمَّتِيْ عَلَى الْأُمَمِ وَأَحَلَّ لَنَا الْغَنَائِمَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪০০১-[১৭] আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আমাকে সমস্ত নাবীগণের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী করেছেন অথবা বলেন, আমার উম্মাতকে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী করেছেন অন্য সকল উম্মাতের ওপরে এবং আমাদের জন্য গনীমাতের মাল হালাল করেছেন। (তিরমিযী)[১২৪১]

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সকল নাবী ও রসূলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব মর্যাদা দান করেছেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "আদাম (আলায়হিস সালাম) এবং তাঁর পরে যত নাবী ও রসূল রয়েছেন ক্বিয়ামাতের দিন তারা সকলেই আমার পতাকাতলে সমবেত হবেন।" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খুলবেন।

রাবী বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হয় তো এ কথাও বলেছেন, আমার উম্মাতকে সকল উম্মাতের ওপর মর্যাদা দেয়া হয়েছে। সেটা এভাবে যে, আল্লাহর বাণী : "তোমরাই হলো শ্রেষ্ঠ উম্মাত"– (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান ৩ : ১১০)। কেউ কেউ বলেছেন, এ উম্মাতের শ্রেষ্ঠত্ব (মুহাম্মাদ) শ্রেষ্ঠ রসূলের কারণে।

[১২৪০] **সহীহ :** বুখারী ৩১৩৫, মুসলিম ১৭৭২, আবূ দাউদ ২৭০২, নাসায়ী ৪৪৩৫, আহমাদ ১৬৭৯০।

[১২৪১] **হাসান :** তিরমিযী ১৫৫৩।

পূর্বে কোনো জাতির জন্য গনীমাতের মাল ভক্ষণ করা বৈধ ছিল না। উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য এটা হালাল করা হয়েছে, এটা এ উম্মাতের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে হয়েছে।

পূর্বের এক হাদীসে উল্লেখ হয়েছে, আমাদের দুর্বলতা এবং অক্ষমতার কারণেই আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য গনীমাতের মাল বৈধ করে দিয়েছেন। উভয় হাদীসের দ্বন্দ্ব সমাধানে বলা হয়েছে, উম্মাতের শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিশেষত্ব তাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতার কারণেই, সুতরাং এ শ্রেষ্ঠত্বের কারণে গনীমাতের মালও গ্রহণ তার জন্য বৈধ করা হয়েছে। অতএব দুই বর্ণনায় কোনো বিরোধ নেই।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৫৫৩)

٤٠٠٢ - [١٨] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَوْمَئِذٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ: «مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهٗ سَلَبُهٗ» فَقَتَلَ أَبُوْ طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِيْنَ رَجُلًا وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৪০০২-[১৮] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) সেদিন তথা হুনায়ন-এর যুদ্ধের দিন ঘোষণা করেন, যে কেউ কোনো কাফিরকে হত্যা করবে সে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সমস্ত মালের অধিকারী হবে। (বর্ণনাকারী বলেন) আবূ ত্বলহাহ্ (রাঃ) সেদিন একাই বিশজন কাফিরকে হত্যা করেছেন এবং তিনি তাদের সমস্ত মাল-সামানের অধিকারী হয়েছেন বা তাদের সমস্ত মাল গ্রহণ করেছেন। (দারিমী)[১২৪২]

ব্যাখ্যা : আবূ ত্বলহাহ্ হলো আনাস (রাঃ)-এর মা উম্মু সুলায়ম-এর স্বামী। তিনি হুনায়নের যুদ্ধে বিশজন কাফিরকে হত্যা করেছিলেন, ফলে তিনি বিশজনের পরিত্যক্ত সম্পদই পেয়েছিলেন। এটা তার গনীমাতের অংশ ছাড়াই অর্জিত হয়েছিল। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৭১৫)

٤٠٠٣ - [١٩] وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى فِي السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ. وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪০০৩-[১৯] 'আওফ ইবনু মালিক আল আশ্‌জা'ঈ ও খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) নির্দেশ দিয়েছেন : হত্যাকৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সমস্ত মালের অধিকারী হবে হত্যাকারী মুজাহিদ এবং উক্ত মাল-সামান হতে তিনি (ﷺ) এক-পঞ্চমাংশ বের করেননি। (আবূ দাঊদ)[১২৪৩]

ব্যাখ্যা : যুদ্ধে শত্রুপক্ষ থেকে অর্জিত সম্পদই গনীমাত। কিন্তু রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ঘোষণা "নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ হত্যাকারী পাবে" মোতাবেক তিনি কোনো নিহত ব্যক্তির সম্পদকে (হত্যাকারীর হাতে সমর্পণ না করে) সাধারণ গনীমাতের মালের অন্তর্ভুক্ত করেননি, আর তা পঞ্চম অংশে ভাগ না করে সর্বসাকূল্য হত্যাকারীকে দিয়ে দিয়েছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৭১৮)

٤٠٠٤ - [٢٠] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: نَفَّلَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ سَيْفَ أَبِيْ جَهْلٍ وَكَانَ قَتَلَهٗ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

[১২৪২] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ২৭১৮, দারিমী ২৫২৭, আহমাদ ১২১৩১।

[১২৪৩] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ২৭২১, ইরওয়া ১২২৩।

৪০০৪-[২০] 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বাদ্‌রের যুদ্ধের দিন আবূ জাহ্‌ল-এর তরবারি পুরস্কার স্বরূপ দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনিই (ইবনু মাস্'ঊদ) আবূ জাহ্‌ল-কে হত্যা করেছেন। (আবূ দাঊদ)[১২৪৪]

ব্যাখ্যা : গনীমাতের সুনির্ধারিত অংশ ছাড়াই রসূলুল্লাহ (ﷺ) আবূ জাহ্‌ল-এর তরবারিখানা 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ)-কে প্রদান করেন। এটা তাকে দেন নাফ্‌ল বা অতিরিক্ত হিসেবে। বাদ্‌রের যুদ্ধে দুই আনসারী ছেলে মা'আয ও মু'আওয়ায আবূ জাহিলকে আঘাত করে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে ভূপাতিত করেন, অতঃপর 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) তার শিরোচ্ছেদ করেন। বিস্তারিত বিবরণ ৪০২৮ নং হাদীসে দেখুন।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৭১৯)

٤٠٠٥ - [٢١] وَعَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ قَالَ: شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَاتِي فَكَلَّمُوا فِي رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَكَلَّمُوْهُ أَنِّي مَمْلُوْكٌ فَأَمَرَنِي فَقُلِّدْتُ سَيْفًا فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقْيَةً كُنْتُ أَرْقِي بِهَا الْمَجَانِينَ فَأَمَرَنِي بِطَرْحِ بَعْضِهَا وَحَبْسِ بَعْضِهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ إِلَّا أَنَّ رِوَايَتَهُ انْتَهَتْ عِنْدَ قَوْلِهِ: الْمَتَاعِ

৪০০৫-[২১] আবুল লাহ্‌ম-এর আযাদকৃত গোলাম 'উমায়র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার মুনীবের সাথে খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমার মালিকগণ রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে আমার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করে অনুমতি নিয়েছেন এবং আমি যে গোলাম এটাও তাঁকে জানিয়েছেন। অতঃপর আমাকে মুজাহিদদের সঙ্গে থাকার নির্দেশ দিলেন। পরে আমাকে আমার তরবারি ঝুলিয়ে দেয়া হলো। কিন্তু আমার (শারীরিক গঠন খাটো হওয়ার কারণে) তরবারি হিঁচড়ে টেনে চলতাম। তিনি আমাকে ঘরের (তৈজসপত্র জাতীয়) কিছু মাল দেয়ার হুকুম করলেন। বর্ণনাকারী ('উমায়র (রাঃ)) বলেন, আমি ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে কিছু চিকিৎসা করতাম এবং তা দ্বারা পাগল-মাতালের ঝাড়-ফুঁক করতাম। সুতরাং আমি ঝাড়-ফুঁকের সেই মন্ত্রগুলো (দু'আগুলো) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে পড়ে শুনালে তিনি (ﷺ) তার কিছু বাদ দেয়ার আর কিয়দংশ পাঠের অনুমতি দিয়েছেন। (তিরমিযী ও আবূ দাঊদ; অবশ্য আবূ দাঊদে [বর্ণনা শেষ হয়েছে [الْمَتَاعِ] শব্দের নিকট] সেখানে 'মন্ত্রের' কথাটি উল্লেখ নেই। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ)[১২৪৫]

ব্যাখ্যা : কৃতদাস বা গোলাম যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলে তার জন্য গনীমাতের নির্ধারিত হিস্যা বা অংশ নেই, তবে রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের কিছু দিতেন। আবূ লাহ্‌ম-এর গোলাম 'উমায়র-কেও রসূলুল্লাহ (ﷺ) খায়বারের যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে কিছু দিয়েছেন।

কুরআন-হাদীসের বাক্য দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা বৈধ। কুরআন ও সহীহ হাদীসের বাইরে বিকৃত অর্থ অথবা দুর্বোধ্য বাক্য দ্বারা ঝাড় ফুঁক করা বৈধ নয়।

'উমায়র (রাঃ) কিছু বাক্য দ্বারা জিনে ধরা পাগলকে ঝাড়-ফুঁক করে চিকিৎসা করতেন। ঐ বাক্যগুলো রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট পেশ করলে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আপত্তিকর শব্দ বা বাক্যাংশ বাদ দিতে বলেছেন।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৭২৭; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৫৫৭)

[১২৪৪] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ২৭২২। কারণ এর সানাদে রাবী আবূ 'উবায়দাহ্ তার পিতা হতে শ্রবণ করেননি, তাই সানাদটি মুনক্বতি'।

[১২৪৫] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ২৭৩০, তিরমিযী ১৫৫৭, নাসায়ী ৭৫৩৫, আহমাদ ২১৯৪০।

٤٠٠٦ - [٢٢] وَعَنْ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ قَالَ: قُسِمَتْ خَيْبَرُ عَلٰى أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَسَمَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ فِيهِمْ ثَلَاثُمِائَةِ فَارِسٍ فَأُعْطِيَ الْفَارِسُ سَهْمَيْنِ وَالرَّاجِلُ سَهْمًا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ: حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ أَصَحُّ فَالْعَمَلُ عَلَيْهِ وَأَتَى الْوَهْمُ فِيْ حَدِيْثِ مُجَمِّعٍ أَنَّهٗ قَالَ: ثَلَاثُمِائَةِ فَارِسٍ وَإِنَّمَا كَانُوْا مِائَتَيْ فَارِسٍ

৪০০৬-[২২] মুজাম্মা' ইবনু জারিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধিতে যেসব সহাবী উপস্থিত ছিলেন, খায়বার যুদ্ধের মালে গনীমাত তাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা ১৮ (আঠারো) ভাগে বণ্টন করেন। সৈন্য সংখ্যা ছিল পনেরশ'। তন্মধ্যে অশ্বারোহী ছিলেন তিনশত'। অতএব অশ্বারোহীদেরকে দু'ভাগে এবং পদাতিকগণকে একভাগ হিসেবে প্রদান করেন। (আবূ দাঊদ)[১২৪৬]

ইমাম আবূ দাঊদ বলেন : 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর এ হাদীসটি অধিক গ্রহণযোগ্য। এ হাদীস বর্ণনাকারী ভুলক্রমে অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা তিনশ' বলেছেন, অথচ তারা ছিলেন মাত্র দু'শ।

ব্যাখ্যা : প্রথম অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বুখারী-মুসলিমের সহীহ হাদীস 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার থেকে বর্ণিত হয়েছে (হাদীস নং ৩৯৮৭) অত্র হাদীসের খেলাফ। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) ও হানাফীগণ ছাড়া সকলেই উক্ত সহীহ হাদীসের পক্ষে ঘোড় সওয়ারদের জন্য তিন ভাগ এবং পদাতিকদের এক ভাগ বা এক অংশ বলে মনে করেন।

মুজাম্মা' বিন জারিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত অত্র হাদীসটি আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) ও তার অনুসারীদের পক্ষে প্রামাণ্য দলীল। কিন্তু হাদীসটি দুর্বল। ইমাম আবূ দাঊদ হাদীসটি বর্ণনা করে নিজেই বলেছেন, "ইবনু উমার-এর হাদীসটি অধিক সহীহ, আর অধিকাংশ ইমামের 'আমালও তদনুযায়ী। পক্ষান্তরে মুজাম্মা'-এর বর্ণিত হাদীসটির মধ্যে ভুল আছে, কেননা তিনি বলেছেন, অশ্বারোহী সৈন্য ছিলেন তিনশত, অথচ তারা ছিলেন মাত্র দুইশত। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৭৩৩)

٤٠٠٧ - [٢٣] وَعَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ نَفَّلَ الرُّبُعَ فِي الْبَدْأَةِ وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪০০৭-[২৩] হাবীব ইবনু মাস্‌লামাহ্ আল ফিহ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে কোনো এক যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। যারা যাওয়ার পথে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়েছে, তাদেরকে গনীমাতের এক-চতুর্থাংশ এবং যারা ফেরার পথে যুদ্ধ করে, তাদেরকে এক-তৃতীয়াংশ নাফ্‌ল স্বরূপ প্রদান করেন। (আবূ দাঊদ)[১২৪৭]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনুল মালিক (রহঃ) বলেন : মুজাহিদরা অভিযানে বের হওয়ার পরে যদি কোনো অগ্রদলে মূলদল পৌঁছার আগেই শত্রু বাহিনীর মুখোমুখি হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধে বিজয়ী হয় তাহলে তাদের জন্য গনীমাতের এক-চতুর্থাংশ রয়েছে (নাফ্‌ল বা অতিরিক্ত হিসেবে)। আর অন্য সকল সৈন্যের জন্য রয়েছে চার ভাগের তিন ভাগ, যাতে তারাও সাধারণ সৈনিক হিসেবে অংশ পাবে। আর যুদ্ধ থেকে ফেরার

[১২৪৬] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ২৭৩৬, আহমাদ ১৫৪৭০।

[১২৪৭] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ২৭৫০।

পথে মূল সৈন্য দলের কোনো ক্ষুদ্র অংশ যদি শত্রুর মোকাবিলা করে বিজয় অর্জন করে তাহলে তারা গনীমাতের সাধারণ অংশের সাথে সাথে অতিরিক্ত কষ্টের কারণে অতিরিক্ত এক-তৃতীয়াংশ লাভ করবে।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৭ম খণ্ড, ৫২৫ পৃঃ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৭৪৬)

٤٠٠٨ - [٢٤] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ وَالثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ إِذَا قَفَلَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪০০৮-[২৪] উক্ত রাবী (হাবীব ইবনু মাসলামাহ্ রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধলব্ধ মালের এক-পঞ্চমাংশ বের করার পর অবশিষ্ট এক-চতুর্থাংশ এবং যুদ্ধ হতে ফেরার সময় এক-পঞ্চমাংশ বের করার পর এক-তৃতীয়াংশ নাফ্‌ল স্বরূপ প্রদান করেন। (আবূ দাঊদ)[১২৪৮]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি পূর্বের হাদীসটির ব্যাখ্যা স্বরূপ, অর্থাৎ পূর্বদল ও পশ্চাৎদল যারা মূলবাহিনী ছাড়াই যুদ্ধে বিজয়ী হবে তারা গনীমাতের পঞ্চমাংশের সাধারণ অংশের সাথে সাথে অতিরিক্ত হিসেবে আরো এক-চতুর্থাংশ এবং এক-তৃতীয়াংশ লাভ করবে। ইবনুল মালিকও এমনটিই বলেছেন।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৭ম খণ্ড, ৫২৫ পৃঃ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৭৪৬)

٤٠٠٩ - [٢٥] وَعَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيِّ قَالَ: أَصَبْتُ بِأَرْضِ الرُّوْمِ جَرَّةً حَمْرَاءَ فِيهَا دَنَانِيرُ فِي امْرَةِ مُعَاوِيَةَ وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ: مَعْنُ بْنُ يَزِيدَ فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْطَانِيْ مِنْهَا مِثْلَ مَا أَعْطَى رَجُلًا مِنْهُمْ ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَا نَفَلَ إِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ» لَأَعْطَيْتُكَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪০০৯-[২৫] আবুল জুওয়াইরিয়্যাহ্ আল জারমী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মু'আবিয়াহ্ রাঃ-এর শাসনামলে রোমকদের সাথে যুদ্ধে স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি লালবর্ণের একটি কলস লাভ করি। তখন আমাদের সেনাপতি ছিলেন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীগণের একজন বানী সুলায়ম গোত্রীয় মা'ন ইবনু ইয়াযীদ। অতএব আমি উক্ত মুদ্রার কলসটি তাঁর নিকট নিয়ে এলাম। তখন তিনি (রাঃ) উক্ত মুদ্রাগুলো সমস্ত মুসলিমদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন এবং তাদের প্রত্যেককে যে পরিমাণ দিলেন আমাকেও সে পরিমাণই দিলেন। অতঃপর বললেন : আমি যদি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমনটি বলতে না শুনতাম যে, "খুমুস (পঞ্চমাংশ) বের করার পরই নাফ্‌ল দিতে হয়, তবে আমি তোমাকে তা হতে অবশ্যই নাফ্‌ল স্বরূপ দিতাম"।
(আবূ দাঊদ)[১২৪৯]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মা'ন ইবনু ইয়াযীদ আবূ জুওয়াইরিয়্যাহ্ আল্ জারমী-কে অন্য সকলের মতো অংশ দিয়েছেন। যদিও তিনি এককভাবে উক্ত কলস পেয়েছেন। মা'ন ইবনু ইয়াযীদ বণ্টনের পর বললেন যে, আমি রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি "এক-পঞ্চমাংশের পর নাফ্‌ল বা অতিরিক্ত হিসেবে দেয়া হয়" তথা- তিনি বুঝাতে চাইলেন নাফ্‌ল বা অতিরিক্ত পঞ্চমাংশ থেকে হয়ে থাকে, তন্মধ্যে চারটি অংশ যোদ্ধাদের মাঝে যথানিয়মে বণ্টিত হয়। আর বাকী এক অংশ থেকে ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান চাইলে অতিরিক্তি

[১২৪৮] **সহীহ** : আবূ দাঊদ ২৭৪৯।

[১২৪৯] **সহীহ** : আবূ দাঊদ ৭২৫৩, আহমাদ ১৫৮৬২।

হিসেবে কাউকে দিতে পারেন। আর তা হয়ে থাকে যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ। তবে যে সম্পদ ফাই হিসেবে অর্জিত হয় তাতে কোনো নাফ্‌ল থাকে না। তাই তো মা'ন ইবনু ইয়াযীদ আবূ জুয়াইরিয়্যাহ্-কে ফাই হিসেবে অর্জিত সম্পদ সকলের মতো অংশ দিয়েছেন, অতিরিক্ত কিছুই দেননি।

আর আমাদের কতিপয় ব্যাখ্যাকার বলেন যে, হাদীসের বর্ণনাকারী মনে করেন, পাঁচ ভাগ করার পরে এক পঞ্চমাংশ থেকে নাফ্‌ল বা অতিরিক্ত হিসেবে দেয়া হয়ে থাকে। আর তা ইমামের ইখতিয়ারে থাকে।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৭৫০)

٤٠١٠ - [٢٦] وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَدِمْنَا فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَنَا أَوْ قَالَ: فَأَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لِأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلَّا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا جَعْفَرًا وَأَصْحَابَهُ أَسْهَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪০১০-[২৬] আবূ মূসা আল আশ্'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন খায়বার জয় করেছেন, তখন আমরা (হাবশাহ্ হতে) আগমন করেছি। তিনি (সাঃ) খায়বারের গনীমাত হতে আমাদেরকেও দিয়েছেন। অথবা (আবূ মূসা (রাঃ)) বলেছেন : উক্ত গনীমাত হতে তিনি (সাঃ) আমাদেরকেও দিয়েছেন। তবে যারা খায়বার যুদ্ধে উপস্থিত ছিল না আমাদের ব্যতীত এমন আর কাউকেও গনীমাত হতে অংশ দেননি। অবশ্য যারা যুদ্ধের সময় তাঁর সাথে অংশগ্রহণ করেছিল শুধু তাদেরকে দিয়েছেন। এছাড়া অনুপস্থিতদের মধ্যে যারা আমাদের নৌকায় ছিলেন, অর্থাৎ- জা'ফার ইবনু আবূ ত্বালিব এবং তাঁর সহযোদ্ধা মুজাহিদদের সাথে গনীমাতের অংশ প্রদান করেন। (আবূ দাঊদ)[১২৫০]

ব্যাখ্যা : খায়বার বিজয়ে যারা অংশগ্রহণ করেননি, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের গনীমাতের অংশ প্রদান করেননি। তবে হাবাশাহ্ হিজরত থেকে সদ্য ফেরা দলটিকে অংশ প্রদান করা হয়েছিল। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন জা'ফার ইবনু আবূ ত্বালিব, বর্ণনাকারী আবূ মূসা আল আশ্'আরীও তাদের একজন ছিলেন। তারা নৌকা যোগে লোহিত সাগর পারি দিয়ে মাদীনায় পৌঁছলেন। এদেরকে আসহাবুস্ সাফীনাহ্ বলা হয়। তারা যখন ফিরে আসেন তখনই খায়বার বিজয় হচ্ছিল, কিন্তু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ তাদের হয়নি। তথাপি রসূলুল্লাহ (সাঃ) যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের সাথে তাদেরও গনীমাতের অংশ প্রদান করেন।

মাক্কায় কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কতিপয় মুসলিম আল্লাহর রসূলের অনুমতিক্রমে আফ্রিকা মহাদেশের হাবাশায় হিজরত করেন। এদিকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহর নির্দেশক্রমে মাক্কাহ্ থেকে মাদীনায় হিজরত করেন এবং একটি ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন করেন। দীর্ঘদিন নির্বাসন জীবনের পর হাবাশায় হিজরতকারী দলটি যখন ইসলামের শৌর্যবীর্যের এবং একের পর এক বিজয়ের খবর পেলেন তখন তারা মাদীনায় ফিরে এলেন। ঘটনাক্রমে এই সময়েই খায়বার বিজয় চলছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের আগমনে ভীষণ খুশী হয়ে পড়েন এবং (নাবী (সাঃ)-এর সাথে) খায়বার বিজয়ে অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদেরকেও গনীমাতের অংশ প্রদান করেন।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহঃ) বলেন : রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের গনীমাতের অংশ দেন এজন্য যে, তারা গনীমাতের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব অর্জনের পূর্বেই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। এটা ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর একটি মতও বটে। তিনি বলেন, কেউ যদি যুদ্ধ শেষে গনীমাত বণ্টনের পূর্বে শারীক হয় তাহলে সেও গনীমাতের অংশ

[১২৫০] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ২৭২৫, বুখারী ২৫০২, মুসলিম ৩১৩৬।

পাবে। ইবনু ত্বীন (রহঃ) বলেছেন, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের অনুমতিক্রমেই রসূলুল্লাহ ﷺ তাদের গনীমাত প্রদান করেছিলেন। 'আল্লামাহ্ খত্ত্বাবী-এর মত হলো, রসূলুল্লাহ ﷺ তার নিজের জন্য নির্ধারিত এক-পঞ্চমাংশ থেকে তাদের দিয়েছিলেন।

এটাও সম্ভব যে, সর্বসাকুল্য গনীমাত থেকে বণ্টন ছাড়াই রসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কিছু দিয়েছিলেন।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড হাঃ ২৭২২)

٤٠١١ -[٢٧] وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تُوُفِّيَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَذَكَرُوْا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ» فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذٰلِكَ فَقَالَ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِيْ سَبِيلِ اللهِ» فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهٗ فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُوْدَ لَا يُسَاوِيْ دِرْهَمَيْنِ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

৪০১১-[২৭] ইয়াযীদ ইবনু খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জনৈক সহাবী খায়বারের যুদ্ধের দিন মৃত্যুবরণ করেন। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে, তিনি (ﷺ) বললেন : তোমরা তোমাদের সহযোদ্ধার জানাযাহ্ আদায় করে নাও। এ নির্দেশ শুনে উপস্থিত লোকজনের মুখমণ্ডল বিবর্ণ আকার ধারণ করল। এমতাবস্থায় তিনি (ﷺ) বললেন : তোমাদের এ সঙ্গী আল্লাহর পথে (গনীমাতের মাল) খিয়ানাত করেছে। (বর্ণনাকারী বলেন) অতঃপর আমরা তার আসবাবপত্র তল্লাশি করলাম, তখন তাতে ইয়াহূদীদের একটি হার পেলাম, যার মূল্য দুই দিরহামের মূল্যমানও ছিল না।

(মালিক, আবূ দাঊদ ও নাসায়ী)[১২৫১]

ব্যাখ্যা : হাদীসে বর্ণিত মৃত ব্যক্তির নাম সঠিকভাবে জানা যায়নি। তার মৃত্যু সংবাদ যখন রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানানো হলো তখন তিনি উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে তার জানাযার সলাত আদায়ের জন্য নির্দেশ করলেন, নিজে জানাযাহ্ আদায় করলেন না। মূল কারণ না জেনে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর অস্বীকৃতিতে সহাবীগণ ভীত হয়ে গেলো, ফলে তাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে উঠলো। রসূলুল্লাহ ﷺ তাদের মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরে বললেন, তোমাদের এ সাথী তো আল্লাহর রাস্তায় গনীমাতের মাল খিয়ানাত করেছে।

এই খিয়ানাতের কারণে তার জানাযার সলাত আদায় করতে আল্লাহর রসূল বিরত হয়েছিল।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৭০৭)

٤٠١٢ -[٢٨] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلَالًا فَنَادٰى فِي النَّاسِ فَيَجِيئُوْنَ بِغَنَائِمِهِمْ فَيُخَمِّسُهٗ وَيُقَسِّمُهٗ فَجَاءَ رَجُلٌ يَوْمًا بَعْدَ ذٰلِكَ بِزِمَامٍ مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هٰذَا فِيمَا كُنَّا أَصَبْنَاهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَالَ: «أَسَمِعْتَ بِلَالًا نَادٰى ثَلَاثًا؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِيءَ بِهٖ؟» فَاعْتَذَرَ قَالَ: «كُنْ أَنْتَ تَجِيءُ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَنْ أَقْبَلَهٗ عَنْكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

[১২৫১] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ২৭১০, নাসায়ী ১৯৫৯, ইবনু মাজাহ ২৮৪৮, ইরওয়া ৭২৬, আহমাদ ১৭০৩১, মালিক ১০১০। আলবানী (রহঃ) বলেন : এর সানাদে আবূ 'আমরাহ্ একজন মাজহূল রাবী।

৪০১২-[২৮] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যখনই গনীমাতের মাল লাভ করতেন তখন বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে সকলের উদ্দেশে ঘোষণা করার জন্য নির্দেশ করতেন, আর লোকেরা তাদের স্ব-স্ব গনীমাত নিয়ে জমা করতো। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সমস্ত মাল হতে (বায়তুল মালের) এক-পঞ্চমাংশ বের করতেন এবং অবশিষ্টগুলো লোকেদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। একদিন এক ব্যক্তি খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) বের করার এবং সমস্ত মাল বণ্টন করে দেয়ার পর পশমের একটি লাগাম নিয়ে এসে বলল : হে আল্লাহর রসূল! এটাও কি গনীমাতের মাল বলে বিবেচ্য হবে, যা আমি পেয়েছিলাম। তার কথা শুনে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন : বিলাল যে ইতোঃপূর্বে তিনবার ঘোষণা করেছিল, তখন এটা আনলে না কেন? সে বিভিন্ন (দুর্বল) ওযর পেশ করল। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন : যাও! তুমি এটা নিয়ে যাও, ক্বিয়ামাতের দিন এ রশি নিয়েই তুমি উপস্থিত হবে। আমি তোমার নিকট হতে এটা গ্রহণ করব না। (আবূ দাঊদ)[১২৫২]

ব্যাখ্যা : লোকটি বিলম্বে গনীমাতের সম্পদ জমা দিতে আসলে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তা গ্রহণ করলেন না, এর কারণ হলো তার নিকটের ঐ বস্তুটি সমগ্র মুজাহিদের অর্জিত গনীমাতের একটি অংশ এবং ওটাতে রয়েছে তাদের সকলের অংশ ওটা ছাড়াই সমগ্র গনীমাতের মাল বণ্টন হয়ে গেছে, এখন ঐ একটি বস্তু কিভাবে বণ্টন করবেন? তাই রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, এখন ওটা তোমার হাতেই থাক, ক্বিয়ামাতের দিন তুমি নিজে ওর জওয়াবদিহী করবে। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ; আফ্লাতুল কায়সার অনূদিত মিশকাত ৮ম খণ্ড, ১০১ পৃঃ)

٤٠١٣ ـ[٢٩] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ حَرَّقُوْا مَتَاعَ الْغَالِّ وَضَرَبُوْهُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪০১৩-[২৯] 'আম্র ইবনু শু'আয়ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম), আবূ বাক্র ও 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) গনীমাতে খিয়ানাতকারীর সমস্ত মাল জ্বালিয়ে দেন এবং তাকে প্রহার করেন। (আবূ দাঊদ)[১২৫৩]

ব্যাখ্যা : কারো মালের মধ্যে খিয়ানাতের মাল পাওয়া গেলে ইমাম সমীচীন মনে করলে তার খিয়ানাতের মাল জ্বালিয়ে দিতে পারেন। অবশ্যই এটা বিশেষ অবস্থায়।

কতিপয় আহলে 'ইল্ম তথা বিদ্বান যেমন হাসান বাসরী (রহঃ) এ মত পোষণ করেছেন যে, তার সম্পদ জ্বালিয়ে দেয়া হবে। তবে যদি ঐ খিয়ানাতের সম্পদের মধ্যে জীব-জন্তু অথবা কুরআনের নুসখা থাকে তাহলে তা জ্বালানো যাবে না। আহমাদ, ইসহাক্ব প্রমুখ ইমাম ও ফাকীহ বলেন, কোনো সম্পদই পোড়ানো যাবে না; কেননা এগুলো গনীমাতের মাল, যাতে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের অংশ রয়েছে। তাদের অংশ তাদের হাতে ফেরত দেয়া উচিত। সে যদি ওটা নষ্ট করে তবে জরিমানা দিতে হবে। তবে ইমাম মালিক, শাফি'ঈ এবং আবূ হানীফাহ্-এর সাথীদের মত হলো এ হাদীস ধমকি ও শাসনমূলক, ওয়াজিব হিসেবে নয়।

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, এ হাদীস ছাড়া এতদসম্পর্কীয় অন্য হাদীস এসেছে, যেখানে জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ নেই। শারহুস্ সুন্নাহ্ গ্রন্থে রয়েছে, মাতানের দিক থেকে অর্থাৎ মূল বক্তব্যে হাদীসটি গরীব।

[১২৫২] **হাসান :** আবূ দাঊদ ২৭১২, সহীহ আত্ তারগীব ১৩৪৮।

[১২৫৩] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ২৭১৫। কারণ ইমাম বুখারী (রহঃ) রাবী যুহায়র বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে বলেছেন যে, তার থেকে শাম তথা সিরিয়াবাসীদের বর্ণনাকৃত সকল হাদীস মুনকার। আর এ হাদীসে তার থেকে বর্ণনাকারী আল ওয়ালীদ হলেন সিরিয়ার অধিবাসী।

হাফিয শামসুদ্দীন ইবনুল ক্বইয়িম (রহঃ) বলেন, এ হাদীসের ইল্লত বা ত্রুটি হলো এটি যুহায়র ইবনু মুহাম্মাদ 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব থেকে বর্ণনা করেছেন; এ যুহায়র হলো য'ঈফ। ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) বলেন, যুহায়র মাজহূল বা অপরিচিত ব্যক্তি। সুতরাং হাদীসটি সানাদের দিক থেকেও য'ঈফ।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৭১২)

٤٠١٤ -[٣٠] وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ يَكْتُمْ غَالًّا فَإِنَّهٗ مِثْلُهٗ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪০১৪-[৩০] সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি খিয়ানাতকারীর বিষয়াদি গোপন করে, সেও তার অনুরূপ (অপরাধী)। (আবূ দাঊদ)[১২৫৪]

ব্যাখ্যা : রাষ্ট্রীয় সম্পদ কাউকে খিয়ানাত করতে দেখলে তার উচিত আমীর কিংবা ইমাম বা দায়িত্বশীলদের নিকট প্রকাশ করা। যদি তা না করে তবে পাপের ক্ষেত্রে সেও খিয়ানাতকারীর অংশীদার হবে। 'আল্লামাহ্ মুনযিরী এ হাদীসের উপর নিরবতা অবলম্বন করেছেন।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৭১৩)

٤٠١٥ -[٣١] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ شَرَى الْمَغَانِمِ حَتّٰى تُقْسَمَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪০১৫-[৩১] আবূ সা'ঈদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ গনীমাতের মাল বণ্টনের পূর্বে কেনা-বেচা করতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী)[১২৫৫]

ব্যাখ্যা : ক্বাযী 'ইয়ায (রহঃ) বলেন : গনীমাতের মাল বণ্টনের আগে বিক্রয় নিষেধ, এর কারণ হলো ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য মালিকানা সত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে হয়, গনীমাতের সম্পদ বণ্টনের আগে যেহেতু মালিকানাই প্রতিষ্ঠিত হয় না, সুতরাং তা কিভাবে বিক্রয় শুদ্ধ হবে? ইবনুল মালিক (রহঃ) বলেন, এমনকি কেউ যদি গনীমাতের বণ্টনের আগে তার অংশ বিক্রয় করে তবু- ঐ ক্রয় বিক্রয় শুদ্ধ হবে না। কেননা বণ্টনের পূর্ব পর্যন্ত তার অংশ মাজহূল বা অজ্ঞাত থাকে। অজ্ঞাত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ও শুদ্ধ হয় না।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৫৬৩)

٤٠١٦ -[٣٢] وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: نَهٰى أَنْ تُبَاعَ السِّهَامُ حَتّٰى تُقْسَمَ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৪০১৬-[৩২] আবূ উমামাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : গনীমাতের মাল বণ্টনের পূর্বে (কিয়দংশও) বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। (দারিমী)[১২৫৬]

٤٠١٧ -[٣٣] وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَصَابَهٗ بِحَقِّهٖ بُوْرِكَ لَهٗ فِيْهِ وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيْمَا شَاءَتْ بِهٖ نَفْسُهٗ مِنْ مَالِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لَيْسَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

[১২৫৪] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ২৭১৬, য'ঈফ আত্ তারগীব ৮৪৬। কারণ এর সানাদে খুবায়ব একজন মাজহূল রাবী আর জা'ফার বিন সা'দ একজন দুর্বল রাবী।

[১২৫৫] **সহীহ :** তিরমিযী ১৫৬৩।

[১২৫৬] **সহীহ :** দারিমী ২৫১৯।

৪০১৭-[৩৩] খাওলাহ্ বিনতু কুয়স (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : অবশ্যই এ (যুদ্ধলব্ধ) মাল দুনিয়াতে মোহনীয় ও আকর্ষণীয়। তবে যে ব্যক্তি তা ন্যায়সঙ্গতভাবে অর্জন করে তাতে তার বারাকাত হয়। আবার এমন অনেক লোকও আছে, যে আল্লাহ ও তাঁর রসূল-এর সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার করে না তথা খিয়ানাত করে, তার জন্য ক্বিয়ামাতের দিন জাহান্নামের আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই। (তিরমিযী)[১২৫৭]

ব্যাখ্যা : দুনিয়ার মাল-ধনকে সুমিষ্ট, শ্যামল, চাক-চিক্যময় বস্তুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। সবুজ-শ্যামল বস্তু মানুষের কাছে আকর্ষণীয় ও লোভনীয় হয় ঠিক তদ্রূপ দুনিয়ার মাল-সম্পদও লোভনীয় বস্তু। মিষ্টি যেমন মানুষের কাছে লোভনীয় সুস্বাদু, দুনিয়ার সম্পদও তাই। 'আরবেরা নি'আমাতসমূহকে সবুজ বস্তু বলে থাকে। অথবা এটা দ্রুত হাত থেকে চলে যাওয়ার কারণে একে خَضِرَةٌ 'সবুজ' বলা হয়েছে। কষ্টক্লেশে সৎ পথে তা উপার্জন করলে আল্লাহ তাতে বারাকাত দান করেন। পক্ষান্তরে অন্যায়ভাবে উপার্জন করলে (যেমন গনীমাতের সম্পদ যথেচ্ছা গ্রহণ) ও তা ব্যয় করলে বা তসরূপ করলে ক্বিয়ামাতের দিন তার পরিণতি হবে জাহান্নামের আগুন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ২৩৭৪)

ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন : দুনিয়ার সম্পদ হলো ঐ স্বর্গের ন্যায় যার মুখে রয়েছে বিষাক্ত জৈব-লালা এবং উপকারী প্রতিষেধক লালা। একজন সচেতন ব্যক্তি তার অনিষ্টতা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে এবং তাকে এড়িয়ে চলবে, আর ওটাতে যে উপকারী প্রতিষেধক রয়েছে তা কিভাবে সংগ্রহ করা যায় সেটা জানবে। পক্ষান্তরে একজন নির্বোধ ব্যক্তি তার ক্ষতির মুখোমুখিই হবে শুধু।

٤٠١٨ - [٣٤] (حسن الإسناد) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ وَهُوَ الَّذِي رَأَى فِيهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ

৪০১৮-[৩৪] ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাদ্‌র যুদ্ধের দিন যুলফাক্বার নামক তরবারি নিজের জন্য গনীমাত হতে নাফ্‌ল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। (আহমাদ, ইবনু মাজাহ্)[১২৫৮]

ইমাম তিরমিযী অতিরিক্ত এটাও বর্ণনা করেছেন যে, এটা হলো সেই তরবারি যা তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উহুদ যুদ্ধের দিন স্বপ্নে দেখেছেন।

ব্যাখ্যা : (ذُوْا الْفَقَارِ) যুলফাক্বার নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তরবারির নাম। ذُوْ অর্থ : বিশিষ্ট, অধিকারী, فَقَارِ মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ড যেমন ছোট ছোট জোড়া হাড়ের দ্বারা গঠিত হয় রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঐ তরবারিখানা মেরুদণ্ডের হাড়ের ন্যায় জোড়া চিহ্ন বিশিষ্ট ছিল। এর জন্য তার নাম রাখা হয়েছিল 'যুলফাক্বার।' বাংলা কবিতায় তাকে যুলফাক্বারও বলা হয়েছে।

কথিত আছে, এটা 'আস ইবনু মুনাব্বিহ্-এর তরবারি ছিল, সে বাদ্‌র যুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসে কাফির অবস্থায় 'আলীর হাতে নিহত হয়, অতঃপর তার ঐ তরবারিখানা গনীমাতের মাল হিসেবে জমা হয় এবং নাফ্‌ল হিসেবে তা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসে। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো এক সময় এটা 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাতে তুলে দেন। 'আলী এই তরবারি নিয়ে উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং এর পূর্ণ হাক্ব আদায় করেন।

[১২৫৭] **সহীহ :** তিরমিযী ২৩৭৪, আহমাদ ২৭০৫৪, সহীহাহ্ ১৫৯২, সহীহ আল জামি' ২২৫১।

[১২৫৮] **হাসান :** তিরমিযী ১৫৬১, ইবনু মাজাহ ২৮০৮, আহমাদ ২৪৪৫।

নাবী ﷺ-এর স্বপ্নের ঘটনা যা আহমাদ, হায়সামী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন তা সহীহ নয়।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৫৬১)

٤٠١٩ -[٣٥] وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى إِذَا أَخْلَقَهٗ رَدَّهَا فِيهِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪০১৯-[৩৫] রুওয়াইফি' ইবনু সাবিত رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে যেন মুসলিমদের গনীমাতে প্রাপ্ত সওয়ারীর উপরে আরোহণ না করে, এমনকি আরোহণ করে একেবারে দুর্বল ও অচল করে, পরে তা ফেরত দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, সে যেন মুসলিমদের গনীমাতের মাল থেকে পোশাক পরিধান না করে, এমনকি পোশাক পরে একেবারে পুরাতন ও জীর্ণ করে, পরে তা ফেরত দেয়।
(আবূ দাঊদ)[১২৫৯]

ব্যাখ্যা : এখানে الْفَيْءِ দ্বারা গনীমাত উদ্দেশ্য। আল্লাহ ও ক্বিয়ামাত দিবসে বিশ্বাসী মু'মিনের জন্য বৈধ নয় যে, সে প্রয়োজন ছাড়া গনীমাতের সম্পদ কোনো উট অথবা ঘোড়া নিয়ে নিবে, আর তাতে আরোহণ করে করে দুর্বল কৃশকায় করে ফেলবে, অতঃপর ফেরত দিবে। অনুরূপ গনীমাতের সম্পদ থেকে কোনো পরিধেয় বস্ত্র নিয়ে পরিধান করে তা পুরাতন করে ফেরতও দিবে না। মানবিক প্রয়োজনে এগুলো ব্যবহারের দরকার হলে তবে তা বিধিমত ব্যবহার করবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৭ম খণ্ড, ৫৩৩ পৃঃ)

٤٠٢٠ -[٣٦] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفٰى قَالَ: قُلْتُ: هَلْ كُنْتُمْ تُخَمِّسُوْنَ الطَّعَامَ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيْهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪০২০-[৩৬] মুহাম্মাদ ইবনু আবুল মুজালিদ (রহঃ) 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ আওফা رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি সহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আপনারা কি খাদ্যজাত দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ বায়তুল মালে (সরকারী কোষাগারে) জমা করতেন? তারা বললেন : খায়বার যুদ্ধে আমরা খাদ্যদ্রব্য লাভ করি, অতঃপর লোকেরা এসে যার যার প্রয়োজন অনুপাতে নিয়ে যেত।
(আবূ দাঊদ)[১২৬০]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের ব্যাখ্যা সামনে আসছে। নিজের খাদ্য চাহিদা বা ক্ষুধা মিটানো পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করা বৈধ।

٤٠٢١ -[٣٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ جَيْشًا غَنِمُوْا فِيْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ طَعَامًا وَعَسَلًا فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الْخُمُسُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

[১২৫৯] **হাসান :** আবূ দাঊদ ২৭০৮, আহমাদ ১৬৯৯৭, দারিমী ২৫৩১, সহীহ আল জামি' ৬৫০৭। তবে দারিমীর সানাদটি দুর্বল।
[১২৬০] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ২৭০৪।

৪০২১-[৩৭] ইবনু 'উমার হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ -এর যুগে একটি সৈন্যবাহিনী গনীমাতের মাল হতে কিছু খাদ্যদ্রব্য ও মধু পেয়েছিল, অথচ তাদের থেকে 'খুমুস' (এক-পঞ্চমাংশ) নেয়া হয়নি। (আবূ দাঊদ)[১২৬১]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ -এর যুগে খাদ্যদ্রব্য এবং মধু এগুলোর খুমুস নেয়া হতো না। খাদ্যদ্রব্য দ্বারা বিভিন্ন প্রকার শস্যদানা, খেজুর, যব ইত্যাদি বুঝানো হয়।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬৯৮)

٤٠٢٢ - [٣٨] وَعَنِ الْقَاسِمِ مَوْلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ الْجَزُوْرَ فِي الغَزْوِ وَلَا نُقَسِّمُهٗ حَتّٰى إِذَا كُنَّا لَنَرْجِعُ إِلٰى رِحَالِنَا وَأَخْرِجَتُنَا مِنْهُ مَمْلُوْءَةٌ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪০২২-[৩৮] 'আবদুর রহমান ইবনু খালিদ-এর গোলাম ক্বাসিম নাবী -এর জনৈক সহাবী হতে বর্ণনা করেন। তিনি () বলেছেন : যুদ্ধের সময় আমরা উটের গোশ্‌ত খেতাম, কিন্তু তা বণ্টন করতাম না। এমনকি যখন আমরা যুদ্ধ শেষে নিজেদের তাঁবুতে ফিরে আসতাম, তখন আমাদের খাদ্যভাণ্ডারগুলো উক্ত গোশ্‌তে পরিপূর্ণ থাকত। (আবূ দাঊদ)[১২৬২]

ব্যাখ্যা : এটাও পূর্বের হাদীসের ব্যাখ্যানুরূপ। গনীমাতের সম্পদ থেকে উটের মতো একটি বড় খাদ্য প্রাণীও যুদ্ধের ময়দানে যাবাহ করে সৈন্যরা বায়তুল মালের খুমুস বণ্টন না করেই প্রয়োজন মতো পেট ভরে খেতেন, অনেকে গোশত পাত্রে তুলে সেনা ছাওনী বা তাঁবুতে নিয়ে যেতেন।

দারুল হার্‌ব থেকে পাওয়া খাদ্য সামগ্রীর বিষয়ে ফাকীহগণ মতবিরোধ করেছেন।

সুফ্‌ইয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন : যা কিছুই পাওয়া যাক না কেন তাই ইমামের নিকট জমা দিতে হবে, তা না দিয়ে নিজেরা ইচ্ছামত ভক্ষণ বা ব্যবহার করা যাবে না। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতও এটাই। ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর দু'টি মতের একটি এর পক্ষেই। কিন্তু তার দ্বিতীয় মতটি হলো দারুল হার্‌ব এ কিছু পাওয়া গেলে সেটা তার বা তাদের, এটা তারা নিয়ে নিতে পারবে। ইমাম আওযা'ঈও এমনি মত প্রকাশ করেছেন। তবে তিনি আরো বলেছেন, ঐ সম্পদ সে বিক্রি করতে পারবে না, সে শুধু খেতে পারবে। যদি বিক্রি করে তবে ওটার মূল্য মুসলিমদের গনীমাতের ভাণ্ডারে জমা দিতে হবে। ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, অল্প পরিমাণ খাদ্য বস্তু যেমন গোশত, রুটি ইত্যাদি নেয়া বা পরিবারের লোকেদের খাওয়ানোর অনুমতি আছে। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৭০৩, মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٠٢٣ - [٣٩] وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ: «أَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمِخْيَطَ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوْلَ فَإِنَّهٗ عَارٌ عَلٰى أَهْلِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

৪০২৩-[৩৯] 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী বলেছেন : তোমরা গনীমাতে প্রাপ্ত সুঁচ-সুতা পর্যন্ত জমা দিয়ে দাও। সাবধান! গনীমাতের মালে খিয়ানাত করা হতে বিরত থাকো। কেননা তা ক্বিয়ামাতের দিন খিয়ানাতকারীর জন্য লাঞ্ছনা-অপমান ভোগের কারণ হবে। (দারিমী)[১২৬৩]

[১২৬১] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ২৭০১।

[১২৬২] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ২৭০৬। কারণ এর সানাদে ইবনু হারশাব একজন মাজহূল রাবী।

[১২৬৩] **হাসান :** দারিমী ২৫৩০।

ব্যাখ্যা : সুঁই এবং সুতার মতো একটি ক্ষুদ্র বস্তুও গনীমাতের সম্পদ নিজের কাছে রাখা যাবে না বরং তা গনীমাতের ভাণ্ডারে জমা দিতে হবে। অন্যথায় এই ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ বস্তুটিই কিয়ামাতের দিন অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যেমন পূর্বে আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ৩৯৯৬ নং হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে।
(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٠٢٤ - [٤٠] وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ.

৪০২৪-[৪০] আর নাসায়ী হাদীসটি 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন।[১২৬৪]

٤٠٢٥ - [٤١] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ: دَنَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ بَعِيرٍ فَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ سَنَامِهٖ ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهٗ لَيْسَ لِيْ مِنْ هٰذَا الْفَيْءِ شَيْءٌ وَلَا هٰذَا وَرَفَعَ إِصْبَعَهٗ إِلَّا الْخُمُسَ وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ عَلَيْكُمْ فَأَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمِخْيَطَ» فَقَامَ رَجُلٌ فِيْ يَدِهٖ كُبَّةٌ شَعَرٍ فَقَالَ: أَخَذْتُ هٰذِهٖ لِأُصْلِحَ بِهَا بَرْذَعَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمَّا مَا كَانَ لِيْ وَلِبَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكَ». فَقَالَ: أَمَّا إِذَا بَلَغَتْ مَا أَرٰى فَلَا أَرَبَ لِيْ فِيهَا وَنَبَذَهَا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪০২৫-[৪১] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। একদিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উটের কাছে গিয়ে তার কুঁজের চুলের গোস্বা ধরে বললেন : হে লোক সকল! এ সমস্ত গনীমাতের মালে আমি মালিক নই। এমনকি এ চুলের গোস্বারও আমি মালিক নই। তিনি তাঁর অঙ্গুলি উঠিয়ে বললেন : শুধু এক-পঞ্চমাংশ রয়েছে। আর সে এক-পঞ্চমাংশও তোমাদের মাঝে বণ্টন করা হবে। সুতরাং সুঁচ-সুতা থাকলেও তা জমা দিয়ে দাও। এটা শুনে জনৈক ব্যক্তি একগুচ্ছ পশম হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে বলল : হে আল্লাহর রসূল! আমি তো আমার সওয়ারীর গদির নিচের কম্বলটি সেলাই করার জন্য এটা নিয়েছি। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : অবশ্যই এটার মধ্যে আমার ও বানী 'আবদুল মুত্ত্বালিব-এর যে পরিমাণ অংশ রয়েছে, তা তোমাকে দান করলাম। এটা শুনে লোকটি বলে উঠল, এই একগুচ্ছ পশমের অবস্থা যদি এ পর্যায়ে পৌঁছে, তখন তো আর আমার এটার কোনই প্রয়োজন নেই। এ বলে সে পশম গুচ্ছটি ছুঁড়ে ফেলে দিলো।
(আবূ দাঊদ)[১২৬৫]

ব্যাখ্যা : ইমাম খত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন : এ গনীমাতের মাল কম হোক আর বেশি হোক সবই গনীমাতের ভাণ্ডারে জমা দিতে হবে এবং সেটা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বণ্টন হবে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও ইচ্ছা করে কাউকে বণ্টনবিহীন কোনো কিছু প্রদান করেননি এবং কেউ নিজেও (ছোট বড় যাই হোক বণ্টনবিহীন) গ্রহণ করবে না। তবে খাদ্য হলে সেটা স্বতন্ত্র কথা, ক্ষুধা নিবারণের জন্য প্রয়োজন মতো সেখান থেকে নেয়ার অনুমতি আছে। আল্লাহর রসূল সহাবীর এক টুকরা সুতা গ্রহণ যা দিয়ে ছালা সেলাই হবে মাত্র, তাও অনুমোদন করেননি। এমনকি তিনি এ কথাও বললেন যে, আমার এবং বানী 'আবদুল মুত্ত্বালিব-এর অধিকার তোমাকে না হয় ছেড়ে দিলাম কিন্তু অন্যান্য যোদ্ধাদের অংশ তোমাকে কে দান করবে? আর আমি তো তাদের অংশ তোমাকে দিতে পারি না! ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৬৯১)

[১২৬৪] হাসান : নাসায়ী ৩৬৮৮।

[১২৬৫] হাসান : আবূ দাঊদ ২৬৯৪, আহমাদ ৬৭২৯, সহীহ আল জামি' ৭৮৭৩।

٤٠٢٦ - [٤٢] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلٰى بَعِيرٍ مِنَ الْمَغْنَمِ فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ الْبَعِيرِ ثُمَّ قَالَ: «وَلَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هٰذَا إِلَّا الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ فِيكُمْ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪০২৬-[৪২] 'আম্‌র ইবনু 'আবাসাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ গনীমাতের একটি উটকে (সুত্‌রাহ্ হিসেবে) সামনে রেখে আমাদেরকে নিয়ে সলাত আদায় করলেন। সালাম ফিরিয়ে উটটির পাঁজরের চুলগুচ্ছ ধরে বললেন : গনীমাতের এ সম্পদ হতে এক-পঞ্চমাংশ ব্যতীত এ চুলগুচ্ছ পরিমাণও রাখার অধিকার তোমাদের কারো নেই। আর সে এক-পঞ্চমাংশও তোমাদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। (আবূ দাঊদ)[১২৬৬]

ব্যাখ্যা : উটকে সামনে রেখে সলাত আদায়ের কারণ হলো উটকে সুতরাহ্ বানানো। পশম ধরে দেখানোর উদ্দেশ্য হলো পশমের মতো সামান্য বস্তুও বণ্টনবিহীন আমার জন্য হালাল নয়। গনীমাতের চার অংশ তোমাদেরই মাত্র এক অংশ আমি পাবো, তাও আমি ওটা তোমাদের মধ্যেই বণ্টন করে দেই।

'আল্লামাহ্ শাওকানী (রহঃ) বলেন : ইমাম পাঁচ ভাগের এক অংশ নিবে বাকী পাঁচ ভাগের চার অংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দিবে। ইমামের পাঁচ ভাগের এক অংশও তার নিজের একার নয় বরং ওটা কিতাবুল্লাহর বিধান মোতাবেক মুসলিমদের মাঝে বণ্টন করা ওয়াজিব।

('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৭৫২)

٤٠٢٧ - [٤٣] وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: لَمَّا قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبٰى بَيْنَ بَنِيْ هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَتَيْتُهُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! هٰؤُلَاءِ إِخْوَانُنَا مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ لَا نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِمَكَانِكَ الَّذِيْ وَضَعَكَ اللّٰهُ مِنْهُمْ أَرَأَيْتَ إِخْوَانَنَا مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَنَا وَإِنَّمَا قَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ وَاحِدَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّمَا بَنُوْ هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ هٰكَذَا». وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ نَحْوُهُ وَفِيهِ: «إِنَّا وَبَنُو الْمُطَّلِبِ لَا نَفْتَرِقُ فِيْ جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ» وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

৪০২৭-[৪৩] জুবায়র ইবনু মুত্ব'ইম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকটাত্মীয়ের অংশটি বানী হাশিম ও বানী মুত্ত্বালিব-এর মধ্যে বিতরণ করলেন, তখন আমি ও 'উসমান ইবনু আফ্‌ফান (রাঃ) তাঁর নিকট গিয়ে বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আমরা আমাদের বানী হাশিম-এর ভাইদের সামাজিক সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করছি না। কেননা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তাদের মধ্যেই সৃষ্টি করেছেন। তবুও (অনুগ্রহপূর্বক) বলুন, আপনি তো আমাদের মুত্ত্বালিবী ভাইদেরকেও দিলেন, আর আমাদের (বানী 'আব্‌দ শামস্ ও বানী নাওফালকে) বাদ দিয়েছেন, অথচ সম্পর্কের দিক হতে (জাত-গোত্রে) আমরা

[১২৬৬] **সহীহ** : আবূ দাঊদ ২৭৫৫, ইরওয়া ১২৪০।

উভয়ে একই। উত্তরে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : প্রকৃতপক্ষে বানী হাশিম ও বানী মুত্ত্বালিব এক ও অভিন্ন– এটা বলে তিনি (ﷺ) উভয় হাতের অঙ্গুলিসমূহ একটি আরেকটির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন। (শাফি'ঈ)[১২৬৭]

আবূ দাঊদ ও নাসায়ী'র বর্ণনাও অনুরূপ। তবে তাতে উল্লেখ আছে, তিনি (ﷺ) বলেছেন : আমরা এবং বানী মুত্ত্বালিব ইসলাম পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে অভিন্ন ও একাত্মরূপে রয়েছি– এই বলে তিনি (ﷺ) হাতের অঙ্গুলিসমূহ পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের ব্যাখ্যা প্রথম অনুচ্ছেদ ৩৯৯৩ নং হাদীসের ব্যাখ্যায় দেখুন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٤٠٢٨ ـ [٤٤] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: إِنِّيْ وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ فَإِذَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ حَدِيْثَةٍ أَسْنَانُهُمَا فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُوْنَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا فَغَمَزَنِيْ أَحَدُهُمَا فَقَالَ: يَا عَمِّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ فَمَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِيْ؟ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَئِنْ رَأَيْتُهٗ لَا يُفَارِقُ سَوَادِيْ سَوَادَهٗ حَتّٰى يَمُوْتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا فَتَعَجَّبْتُ لِذٰلِكَ قَالَ: وَغَمَزَنِي الْاٰخَرُ فَقَالَ لِيْ مِثْلَهَا فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلٰى أَبِيْ جَهْلٍ يَجُوْلُ فِي النَّاسِ فَقُلْتُ: أَلَا تَرَيَانِ؟ هٰذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِيْ تَسْأَلَانِيْ عَنْهُ قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفِهِمَا فَضَرَبَاهُ حَتّٰى قَتَلَاهُ ثُمَّ انْصَرَفَا إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ: «أَيُّكُمَا قَتَلَهٗ؟» فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهٗ فَقَالَ: «هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟» فَقَالَا: لَا فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى السَّيْفَيْنِ فَقَالَ: «كِلَاكُمَا قَتَلَهٗ». وَقَضٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِسَلَبِهٖ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ وَالرَّجُلَانِ: مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪০২৮-[৪৪] 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বাদ্‌র যুদ্ধের দিন সৈনিকদের কাতারে দাঁড়িয়ে আমার ডানে-বামে তাকিয়ে দেখি যে, আমি দু'জন কমবয়সী আনসার যুবকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। তখন আমি মনে মনে এ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করলাম : আহা! কতই না উত্তম হত, যদি আমি এ দু'জনের চেয়ে বীর যোদ্ধার মাঝখানে দাঁড়াতাম। এমন সময় তাদের একজন আমাকে খোঁচা মেরে বলল, চাচাজান! আপনি কি আবূ জাহ্‌লকে চিনেন? আমি বললাম : হ্যাঁ, চিনি, তবে বৎস! তাকে তোমার কি প্রয়োজন? সে বলল, আমি শুনেছি সে না-কি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে গালি দেয়। আল্লাহর ক্বসম! আমি যদি তাকে দেখতে পাই, তবে আমাদের মধ্যে (তথা আমার ও আবূ জাহ্‌ল-এর মধ্যে) একজনের নির্ধারিত মৃত্যু না ঘটা পর্যন্ত আমরা উভয়ে পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হব না। 'আবদুর রহমান বলেন : তার এ কথা শুনে আমি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলোম। ঠিক এমনি সময়ে অপর তরুণটিও আমাকে অনুরূপ খোঁচা মেরে একই কথার পুনরাবৃত্তি করল। আমাদের কথা-বার্তা শেষ না হতেই হঠাৎ দেখতে পেলাম আবূ জাহ্‌ল

[১২৬৭] হাসান : মুসনাদ আশ্ শাফি'ঈ ৮/১৪৬, নাসায়ী ৪১৩৭। তবে শাফি'ঈ-এর সানাদটি দুর্বল।

লোকেদের মাঝে ঘুরাফেরা করছে। তখন আমি তরুণদেরকে বললাম : তোমরা উভয়ে যার ব্যাপারে আমার কাছে জানতে চাচ্ছ, ঐ হলো সে ব্যক্তি। আমার কথা শুনামাত্রই তারা উভয়ে তলোয়ার হাতে দ্রুতবেগে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করে ফেলল। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ছুটে এসে ঘটনাটি তাঁকে জানাল। তিনি (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছ? তারা উভয়েই বলল : "আমিই তাকে হত্যা করেছি।" এবার তিনি (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন : আচ্ছা! তাকে হত্যা করার পর তোমরা কি স্বীয় তলোয়ার মুছে ফেলেছ? তারা বলল, না। অতঃপর তিনি (ﷺ) তাদের তলোয়ার দেখে বললেন : তোমরা উভয়েই তাকে হত্যা করেছ। এই বলে তিনি (ﷺ) ঘোষণা দিলেন, তার (আবূ জাহ্‌ল-এর) পরিত্যক্ত মালের অধিকারী হবে মু'আয ইবনু 'আম্‌র ইবনুল জামূহ (রাঃ)। এ তরুণদ্বয় ছিলেন মু'আয ইবনু 'আম্‌র ইবনুল জামূহ ও মু'আয ইবনু 'আফ্‌রা (রাঃ)। (বুখারী ও মুসলিম)[১২৬৮]

ব্যাখ্যা : আবূ জাহ্‌ল-কে হত্যায় তিনজন অংশগ্রহণ করেন। তারা হলেন, মা'আয ও মু'আওয়ায এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাঃ)। রসূলুল্লাহ ﷺ আবূ জাহ্‌ল-এর পরিত্যক্ত সম্পদ মা'আযকে (রাঃ) প্রদান করেন। কেননা তিনিই সর্বাগ্রে আবূ জাহলকে তরবারি মেরে ঘায়েল করেন। পরে মু'আওয়াযও তার সাথে অংশ নেন, অর্থাৎ তরবারি মারেন। এবং উভয়ে মিলে তাকে ধরাশয়ী করে ফেলেন। কিন্তু তখনও জান বের হয়নি এমন সময় রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আবূ জাহ্‌ল-এর খবর কে আনতে পারে? তখন 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) দৌড়ে গিয়ে দেখেন সে অচেতন হয়ে পড়ে আছে, তখনই তিনি লাফ দিয়ে গিয়ে তার বুকের উপর বসে দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। তারা দু'জনই রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তাকে হত্যার দাবী করেন। রসূলুল্লাহ ﷺ উভয়কেই বলেন, তোমরা দু'জনই হত্যা করেছ। অগ্রগামিতা এবং ভূমিকা একজনের চেয়ে অন্য জনের বেশি হওয়া এবং সাওয়াব কম বেশি সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ তাদের উৎসাহিত করা এবং মনঃতৃপ্তি বা অন্তরে প্রশান্তিদানের জন্য বলেছেন, তোমরা দু'জনই হত্যা করেছ। এরা দু'জন মাতৃশারীক বৈপিত্রেয় ভাই ছিলেন, তাদের মা ছিলেন আফরা, এ জন্য কোনো কোনো সময়, বলা হয় আফরার দুই পুত্র।

এ হাদীস থেকে শিক্ষা হলো বয়সে ছোট এবং শারীরিকভাবে দুর্বল ব্যক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে নেই, কারণ তার দ্বারাও বড় বড় কাজ সংঘটিত হতে পারে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٠٢٩ ـ [٤٥] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ: «مَنْ يَنْظُرُ لَنَا مَا صَنَعَ أَبُوْ جَهْلٍ؟» فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَوَجَدَهٗ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتّٰى بَرَدَ قَالَ: فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهٖ فَقَالَ: أَنْتَ أَبُوْ جَهْلٍ فَقَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوْهُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: فَلَوْ غَيْرُ أَكَّارٍ قَتَلَنِيْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪০২৯-[৪৫] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাদ্‌র যুদ্ধের শেষে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আবূ জাহ্‌ল-এর অবস্থাটি আমাদেরকে কে জানাতে পারবে? এ ঘোষণা শুনামাত্রই ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) চলে গেলেন এবং গিয়ে দেখলেন যে, 'আফ্‌রা-এর দু' পুত্র তাকে এমনভাবে আঘাত করেছে যে, সে নিস্তেজ অবস্থায় পড়ে আছে। (আনাস (রাঃ) বলেন) অতঃপর ইবনু মাস্'উদ তার দাঁড়ি টেনে ধরে বললেন : তুমিই কি আবূ জাহ্‌ল? আবূ জাহ্‌ল বলল, তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ, এতে আনন্দোল্লাস বা কৃতিত্বের কী আছে?

[১২৬৮] **সহীহ :** বুখারী ৩১৪১, মুসলিম ১৭৫২, আহমাদ ১৬৭৩।

অন্য এক সূত্রে বর্ণিত আছে, আবূ জাহ্‌ল (আক্ষেপ ও অনুশোচনা ভরে) বলল, আমাকে যদি চাষীর ছেলেরা ব্যতীত অন্য কেউ হত্যা করত (তবে সান্ত্বনা পেতাম)। (বুখারী ও মুসলিম)[১২৬৯]

ব্যাখ্যা : আবূ জাহ্‌ল-এর হত্যা কাহিনী বিস্তারিতভাবে হাদীসের বিধৃত হয়েছে। পুনরায় তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিঃপ্রয়োজন। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‌'উদ (রাঃ) আবূ জাহ্‌ল-এর বুকের উপর বসে দাঁড়ি ধরে জিজ্ঞেস করলেন, তুই কি আবূ জাহল? তখন সে আক্ষেপ করে বলল, (فَلَوْ غَيْرُ أَكَّارٍ قَتَلَنِيْ) হায়! আমাকে চাষীরা ব্যতীত অন্যরা যদি হত্যা করত!

أَكَّارٍ শব্দের অর্থ কৃষক বা চাষী। মাদীনার আনসারগণ সাধারণত কৃষিজীবী ছিলেন; আর মাক্কার লোকেরা ছিল ব্যবসায়ী। সেই হেতু মাক্কার লোকেরা মাদীনার লোকদের তাচ্ছিল্যের নজরে দেখতো। আবূ জাহলের দুঃখ হলো মাক্কার কোনো লোক তাকে হত্যা না করে মাদীনার চাষীর ছেলেরা তাকে হত্যা করলো। মৃত্যুকালে এটা ছিল তার ভীষণ অনুতাপ ও আক্ষেপ! (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৮০০)

٤٠٣٠ - [٤٦] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ: أَعْطَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فَتَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْهُمْ رَجُلًا وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ وَاللهِ إِنِّيْ لَأُرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَوْ مُسْلِمًا» ذَكَرَ سَعْدٌ ثَلَاثًا وَأَجَابَهُ بِمِثْلِ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ: «إِنِّيْ لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلٰى وَجْهِهٖ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَنَرٰى: أَنَّ الْإِسْلَامَ الْكَلِمَةُ وَالْإِيْمَانُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪০৩০-[৪৬] সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্বক্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ একদল লোককে (হুনায়ন যুদ্ধের গনীমাত) বণ্টন করছিলেন, আর সেখানে আমি বসা ছিলাম। কিন্তু তিনি (ﷺ) তাদের মধ্যে এমন একজনকে (জুআইল-কে) দিলেন না। অথচ আমার অনুমান, সে লোকটিই ছিল তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ও যোগ্য ব্যক্তি। আমি দাঁড়িয়ে বললাম : (হে আল্লাহর রসূল!) আপনি অমুককে এই মাল থেকে বঞ্চিত করার কারণ কি? আল্লাহর ক্বসম! আমি তো তাকে মু'মিন হিসেবেই জানি। উত্তরে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : বরং মুসলিম (বলো)। এভাবে সা'দ (রাঃ) কথাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলে তিনি (ﷺ)-ও তিনবার তাকে অনুরূপ উত্তর দিলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : (শুনো!) আমি অবশ্যই ব্যক্তি বিশেষকে দান করি, যদিও অন্য লোক আমার নিকট অধিক প্রিয় হয়ে থাকে। এ আশঙ্কায় এরূপ করি, যেন আল্লাহ তা'আলা তাকে উপুড় করে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ না করে ফেলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[১২৭০]

বুখারী ও মুসলিম-এর অপর বর্ণনাতে আছে– ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেছেন : আমরা মনে করি 'ইসলাম' হলো মুখে কালিমাহ্ উচ্চারণের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেয়া, আর 'ঈমান' হলো নেক 'আমাল (বাস্তবায়ন) করা।

ব্যাখ্যা : সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) যে সহাবী সম্পর্কে মু'মিন হওয়ার সাক্ষ্য দান করেন, তার নাম হলো জুআয়ল ইবনু আমির আয্ যুমায়রী (রাঃ)।

[১২৬৯] **সহীহ :** বুখারী ৪০২০, মুসলিম ১৮০০।

[১২৭০] **সহীহ :** বুখারী ২৭, মুসলিম ১৫০, আহমাদ ১৫৭৯।

ঈমানের সম্পর্ক হবে অন্তরের সাথে আর ইসলামের সম্পর্ক হলো বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এর সাথে অর্থাৎ আ'মাল বিল আরকানের সাথে। কৃলব বা অন্তরের বিশ্বাস হলো অদৃশ্য বস্তু; এর 'ইল্‌ম একমাত্র আল্লাহর নিকটই রয়েছে। সুতরাং মানুষ সেই বিষয়ে জানতে পারে না এবং তার উপর হুকুমও লাগাতে পারে না। তার বাহ্যিক অবস্থা বা কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে মুসলিম বলাই শ্রেয়। পবিত্র কুরআনুল কারীমেও এর ভিত্তি রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "মরুবাসীরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি বা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, (আপনি তাদের) বলুন, তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি; বরং বলো, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি অর্থাৎ বশ্যতা স্বীকার করেছি।" (সূরাহ্ আল হুজুরাত ৪৯ : ১৪)

দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় হলো : মু'মিনের সাক্ষ্য দান সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দান করলেন না, তার কারণ হলো যেহেতু তাদের ঈমান মযবুত, সুতরাং তাদের কিছু না দিলেও তারা ঈমান থেকে বিচ্যুত হবে না অথবা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর কোনো অভিযোগ তুলবে না। পক্ষান্তরে যাদের দান করেছেন তাদের অন্তরে ঈমানের প্রতি ভালোবাসা ও মহব্বত গাঢ় ও দৃঢ় করার জন্য করেছেন। আর তারা যাতে ঈমান ও ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে কুফরীতে ফিরে না যায় বরং ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٠٣١ - [٤٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَامَ يَعْنِيْ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ: «إِنَّ عُثْمَانَ انْطَلَقَ فِيْ حَاجَةِ اللهِ وَحَاجَةِ رَسُوْلِهٖ وَإِنِّيْ أُبَايِعُ لَهٗ» فَضَرَبَ لَهٗ رَسُوْلُ اللهِ بِسَهْمٍ وَلَمْ يَضْرِبْ بِشَيْءٍ لِأَحَدٍ غَابَ غَيْرَهٗ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪০৩১-[৪৭] ইবনু 'উমার ﷺ হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বাদ্‌র যুদ্ধের দিন দাঁড়িয়ে বললেন : 'উসমান (ইবনু 'আফ্‌ফান) আল্লাহ ও তাঁর রসূল-এর উদ্দেশে বের হয়েছে, সুতরাং তার পক্ষ হতে আমি বায়'আত করছি। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্যও এ গনীমাতের একাংশ রেখেছেন। অথচ বাদ্‌র যুদ্ধে অনুপস্থিত আর কাউকে তিনি (ﷺ) গনীমাতের ভাগ দেননি। (আবূ দাউদ)[১২৭১]

ব্যাখ্যা : 'উসমান ﷺ ছিলেন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা রুকাইয়্যার স্বামী। বাদ্‌র যুদ্ধের সময় নাবী নন্দীনী রুকাইয়্যাহ্ ﷺ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার সেবা-শুশ্রুষার এমন কোনো লোক ছিল না যাকে রেখে 'উসমান ﷺ যুদ্ধে যোগদান করবেন। এ অবস্থা দেখে স্বয়ং রসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই তাকে যুদ্ধে যাওয়া থেকে বারণ করেন। যুদ্ধের জন্য সবাই যখন রসূলুল্লাহর হাতে হাত রেখে বায়'আত করতে লাগলেন তখন আল্লাহর নাবী নিজের ডান হাতকে বাম হাতের মধ্যে রেখে বললেন, এটা 'উসমান-এর বায়'আত।

'উসমান ﷺ যেহেতু আল্লাহর রসূলের হুকুম পালন করেছেন, সুতরাং তার বাড়ীতে অবস্থানও আল্লাহর রাস্তায় বলে বিবেচনা করা হয়েছে। আর বাদ্‌রের গনীমাতে তাকে অংশ দান করা হয়েছে। এটা তার একান্ত বিশেষত্বের কারণে করা হয়েছে। (মির্‌ক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٠٣٢ - [٤٨] وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَجْعَلُ فِيْ قَسْمِ الْمَغَانِمِ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيْرٍ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

[১২৭১] সহীহ : আবূ দাউদ ২৭২৬।

৪০৩২-[৪৮] রাফি‘ ইবনু খদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) গনীমাতের মাল বণ্টনে দশটি বকরী একটি উটের সমপরিমাণ গণ্য করতেন। (নাসায়ী)[১২৭২]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (সাঃ) গনীমাতের মাল বণ্টনে একটি উট দশটি বকরীর সমান ধরে বণ্টন করতেন। এটা মূল্যের বিবেচনায় না গোশতের বিবেচনায় তা উল্লেখ নেই। কুরবানীর ক্ষেত্রেও এমনটি বলা হয়েছে, সেই ভিত্তিতে কেউ কেউ গোশতের বিবেচনায় এই সমতার কথা উল্লেখ করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٠٣٣ - [٤٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتْبَعْنِيْ رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا وَلَا أَحَدٌ بَنٰى بُيُوْتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوْفَهَا وَلَا رَجُلٌ اشْتَرٰى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُوْرَةٌ وَأَنَا مَأْمُوْرٌ اَللّٰهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا فَحُبِسَتْ حَتّٰى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَاءَتْ يَعْنِي النَّارَ لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا فَقَالَ: إِنَّ فِيْكُمْ غُلُوْلًا فَلْيُبَايِعْنِيْ مِنْ كُلِّ قَبِيْلَةٍ رَجُلٌ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهٖ فَقَالَ: فِيْكُمُ الْغُلُوْلُ فَجَاؤُوْا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعَهَا فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا». زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ: «فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ قَبْلَنَا ثُمَّ أَحَلَّ اللهُ لَنَا الْغَنَائِمَ رَأٰى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪০৩৩-[৪৯] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : এক নাবী জিহাদে যাওয়ার প্রাক্কালে গোত্রের লোকেদের উদ্দেশে এ নির্দেশ দিলেন, যে সদ্য বিয়ে করেছে কিন্তু এখনও বাসর শয্যা যাপন করেনি, বরং সে বাসর যাপনের প্রত্যাশী, সে যেন আমার সাথে জিহাদে না যায়। আর ঐ ব্যক্তিও যেন আমার সাথে না যায়, যে ঘরের ভিত্তি স্থাপন করেছে, কিন্তু এখনও ছাদ উঠায়নি। আর এমন ব্যক্তিও যাবে না, যে বকরী বা উষ্ট্রী ক্রয় করেছে তার বাচ্চা প্রসবের অপেক্ষায় আছে। অতঃপর তিনি জিহাদে বের হয়ে যখন (প্রতিপক্ষ) জনপদের নিকটবর্তী হলেন, তখন ‘আস্‌র সলাতের সময় হলো অথবা সলাতের সময় প্রায় শেষ হয়ে এলো। এমতাবস্থায় তিনি সূর্যকে লক্ষ্য করে বললেন : ‘তুমি নির্দেশপ্রাপ্ত’ আর ‘আমি নির্দেশিত’– এই বলে তিনি দু‘আ করলেন : হে আল্লাহ! তুমি তাকে (সূর্যকে) আমাদের জন্য থামিয়ে দাও। অতঃপর আল্লাহর হুকুমে বিজয় লাভ হওয়া পর্যন্ত সূর্যের গতি স্থগিত হয়ে গেল। অতঃপর গনীমাতের মালসমূহ এক জায়গায় স্তূপ করলেন। আর তা জ্বালাবার জন্য আগুন এসেও তাকে গ্রাস করল না। তখন তিনি বললেন : নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে কেউ খিয়ানাত করেছ। সুতরাং তোমাদের মধ্যকার প্রত্যেক গোত্রের একজন করে আমার সাথে শপথ করতে হবে। ফলে শপথ করতে গিয়ে জনৈক ব্যক্তির হাত নাবীর হাতের সাথে জড়িয়ে গেল। অতঃপর নাবী বললেন : অবশ্যই তোমার গোত্রের কেউ খিয়ানাত করেছে। পরিশেষে তারা গাভীর মাথার মতো স্বর্ণের একটি মাথা এনে স্তূপের মধ্যে রাখল। আর তখনই আগুন এসে সমস্ত মালগুলো গ্রাস করে ফেলল।

[১২৭২] সহীহ : নাসায়ী ৪৩৯১, আহমাদ ১৫৮১৩।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি (ﷺ) বলেছেন : আমাদের পূর্বে কোনো উম্মাতের জন্য গনীমাতের মাল ভোগ করা হালাল ছিল না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য গনীমাত হালাল করে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখেই আমাদের জন্য তা ভোগ করা হালাল করে দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[১২৭৩]

ব্যাখ্যা : যে নাবী এই জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি হলেন মূসা আলায়হিস্‌ সালাম-এর খাদিম বা সাথী ইউসা ইবনু নূন।

বাসরহীন নব বিবাহিত, বসতহীন নব ভবন নির্মাতা প্রভৃতি ব্যক্তিদের যুদ্ধে না নেয়ার কারণ তারা স্বতস্ফূর্তভাবে এবং দৃঢ়চিত্তে যুদ্ধ করতে পারবে না, ফলে যে কল্যাণ ছিল তা তিরোহিত হবে।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : গুরুত্বপূর্ণ কার্যের দায়িত্বভার দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে মুক্ত দৃঢ় ব্যক্তির হাতেই দেয়া উচিত। যাদের চিত্ত ঘর-বাড়ী ও স্ত্রী-পুত্রের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত তাদের যুদ্ধ চেতনা দুর্বল, তাই তিনি তাদের যুদ্ধে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রদান করেননি।

সূর্যের গতি থেমে যাওয়া একটি অলৌকিক ঘটনা। আমাদের প্রিয় নাবী ﷺ-এর জন্যও দু'বার সূর্য থেমে গিয়েছিল।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, পূর্ব জাতির জন্য গনীমাতের সম্পদ ব্যবহার বৈধ ছিল না। আকাশ থেকে আগুন এসে ওটা জ্বালিয়ে দিতো। এতে বুঝা যেতো তাদের এটি ক্ববূল হয়েছে। আর যদি ওটা থেকে আত্মসাৎ করা হতো তবে আগুন আসতো না। তখন অনুসন্ধান করে যে নিয়েছে সে নিজে ওটা জমা দিলে অথবা তার নিকট থেকে ফিরিয়ে এনে গনীমাতের অন্যান্য মালের সাথে জমা করলে আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিতো। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; শারহু মুসলিম ১২শ খণ্ড, হাঃ ১৭৪৭)

٤٠٣٤ -[٥٠] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ عُمَرُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا: فُلَانٌ شَهِيدٌ وَفُلَانٌ شَهِيدٌ حَتّٰى مَرُّوْا عَلٰى رَجُلٍ فَقَالُوْا: فُلَانٌ شَهِيدٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «كَلَّا إِنِّيْ رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِيْ بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ» ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! اِذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ: أَنَّهٗ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُوْنَ ثَلَاثًا» قَالَ: فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ: أَلَا إِنَّهٗ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُوْنَ ثَلَاثًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪০৩৪-[৫০] ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বলেছেন যে, খায়বার যুদ্ধের দিন নাবী ﷺ-এর কয়েকজন সহাবী এসে নিহত মুসলিমদের বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, অমুক অমুক শাহীদ হয়েছে। পরিশেষে তারা আরো একজন সম্পর্কেও বললেন, অমুকও শাহীদ হয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কক্ষনো না। গনীমাতের মাল হতে একটি কম্বল অথবা বলেছেন একটি জুব্বা খিয়ানাতের দায়ে আমি তাকে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হতে দেখছি। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে ইবনুল খত্ত্বাব! যাও, লোকেদেরকে তিনবার ঘোষণা শুনিয়ে দাও, মু'মিন ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে না। 'উমার

[১২৭৩] **সহীহ :** বুখারী ৩১২৪, মুসলিম ১৭৪৭।

(রাঃ) বলেন : আমিও এ ঘোষণা তিনবার প্রচার করলাম যে, মু'মিন ছাড়া কেউ জান্নাতের অধিকারী হবে না (জান্নাতে প্রবেশ করবে না)। (মুসলিম)[১২৭৪]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের ব্যাখ্যাও পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। গনীমাতের একখানা চাদর অথবা জুব্বা খিয়ানাতের কারণে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে শাহীদ হওয়ার পরও জাহান্নামে যেতে হয়েছে।

আল্লাহর রসূল ﷺ এ কথাও ঘোষণা দিতে বলেন, "মু'মিন ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" এখানে মু'মিন বলতে আদনা (ন্যূনতম) মু'মিনও একবার জান্নাতে যাবেই, আর প্রথম পর্যায়েই জান্নাতে প্রবেশের জন্য কামিল মু'মিন হতে হবে।

ইবনুল মালিক (রহঃ) বলেন : পরিভাষায় মু'মিন হলো যিনি মুহাম্মাদের প্রতি এবং তিনি (ﷺ) যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি ঈমান আনা বা বিশ্বাস স্থাপন করা। যে গনীমাতের সম্পদ আত্মসাৎ করলো সে যেন তার আনিত বিধানকে বিশ্বাস করলো না। নাবী ধমকী হিসেবে তাদের মু'মিন বলেননি।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৫৭৪)

(٨) بَابُ الْجِزْيَةِ

অধ্যায়-৮ : জিয্ইয়াহ্-এর বর্ণনা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٠٣٥ - [١] عَنْ بَجَالَةَ قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: فَرِّقُوْا بَيْنَ كُلِّ ذِىْ مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوْسِ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوْسِ حَتّٰى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوْسِ هجَرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

وَذُكِرَ حَدِيْثُ بُرَيْدَةَ: إِذَا أَمَّرَ أَمِيْرًا عَلٰى جَيْشٍ فِىْ «بَابِ الْكِتَابِ إِلَى الْكُفَّارِ».

৪০৩৫-[১] বাজালাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আহনাফ ইবনু ক্বয়স-এর চাচা জায ইবনু মু'আবিয়াহ্ (রাঃ)-এর সহযোগী (সচিব) ছিলাম। তখন 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব-এর মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে আমাদের নিকট পত্রযোগে তাঁর নির্দেশ আসলো যে, অগ্নিপূজকদের (মাজূসীদের) পারস্পরিক বিবাহ বন্ধনে মাহরাম (রক্ত সম্পর্কীয়) থাকলে তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করে দাও। 'উমার (রাঃ) প্রথমদিকে অগ্নিপূজকদের নিকট হতে জিয্ইয়াহ্ গ্রহণ করেননি। পরবর্তীতে 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রাঃ) যখন সাক্ষ্য দিলেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ 'হাজার' নামক জায়গার অগ্নিপূজকদের নিকট হতে জিয্ইয়াহ্ আদায় করেছেন, তখন তিনিও গ্রহণ করতে লাগলেন। (বুখারী)[১২৭৫]

[১২৭৪] সহীহ : মুসলিম ১১৪, আহমাদ ২০৩, সহীহ আত্ তারগীব ১৩৪৬, দারিমী ২৫৩২।

[১২৭৫] সহীহ : বুখারী ৩১৫৬।

বুখারী'র অপর এক বর্ণনাতে বুরয়দাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, "তিনি (ﷺ) যখন কোনো ব্যক্তিকে কোনো সৈন্যবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করতেন" হাদীসটি "কাফিরদের নিকট পত্র প্রেরণ" অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা : (فَرِّقُوْا بَيْنَ كُلِّ ذِىْ مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوْسِ) মাজূসীদের মধ্যকার মাহরামদের পৃথক করে দাও। অর্থাৎ ইসলামের বিধানানুযায়ী যাদের মধ্যে বিবাহ করা হারাম– এ রকম কোনো বিবাহ মাজূসীদের মধ্যে হয়ে থাকলে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করে দাও। যেমন- মা, বোন, কন্যা ইত্যাদি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

খত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন : 'উমার (রাঃ) মাজূসীদের মধ্যকার মাহরামের মাঝের বিয়ে বিচ্ছেদ করার উদ্দেশ্য হলো তারা যেন এ ধরনের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয় এবং তাদেরকে এ ধরনের কাজে বাধা প্রদান করা হয়। (ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাঃ ৩১৫৬)

(أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوْسِ هَجَرَ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) 'হাজার' অঞ্চলের মাজূসীদের নিকট থেকে জিয্ইয়াহ্ নিয়েছিলেন। হাজার বাহরায়ন-এর রাজধানীর নাম। ইবনুল হুমাম বলেন : হাজার বাহরায়নের একটি শহরের নাম। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন : হাজার ইয়ামানের একটি শহরের নাম যা বাহরায়নের নিকটবর্তী। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

অধিকাংশ 'আলিমগণের মতে মাজূসীগণ আহলে কিতাব নয় তা সত্ত্বেও তাদের কাছ থেকে জিয্ইয়াহ্ গ্রহণ করা হয়ে থাকে হাদীসের দলীলের ভিত্তিতে, যেমন নাকি ইয়াহূদী ও নাসারাদের থেকে জিয্ইয়াহ্ নেয়া হয়ে থাকে কুরআনের দলীলের ভিত্তিতে। এটাও বলা হয়ে থাকে যে, তারা আহলে কিতাব।

('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ৩০৪১)

ইমাম মালিক, আওযা'ঈ এবং তাদের সমমনাদের মতে সকল কাফিরের নিকট থেকে জিয্ইয়াহ্ গ্রহণ করা বৈধ। অত্র হাদীস তাদের দলীল। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতে 'আরব মুশরিক ও মাজূসী ব্যতীত অন্য সকল কাফিরদের থেকে জিয্ইয়াহ্ গ্রহণ করা বৈধ।

ইমাম শাফি'ঈ-এর মতে শুধুমাত্র আহলে কিতাব এবং মাজূসীদের নিকট থেকে জিয্ইয়াহ্ গ্রহণ করা বৈধ। তারা চাই 'আরবী হোক অথবা অনারবী হোক। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৫৮৬)

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٠٣٦-[٢] عَنْ مُعَاذٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا وَجَّهَهٗ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهٗ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْنِىْ مُحْتَلِمٍ دِيْنَارًا أَوْ عَدْلَهٗ مِنَ الْمُعَافِرِيِّ: ثِيَابٌ تَكُوْنُ بِالْيَمَنِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪০৩৬-[২] মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন তাঁকে ইয়ামানে (শাসনকর্তা নিযুক্ত করে) পাঠালেন, তখন প্রত্যেক (অমুসলিম) প্রাপ্তবয়স্ক হতে এক দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) অথবা তার সমপরিমাণ ইয়ামানের তৈরি মু'আফিরী কাপড় আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। (আবূ দাউদ)[১২৭৬]

ব্যাখ্যা : (أَمَرَهٗ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْنِىْ مُحْتَلِمٍ دِيْنَارًا أَوْ عَدْلَهٗ مِنَ...) রসূলুল্লাহ (ﷺ) মু'আয (রাঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি যেন প্রত্যেক বালেগের নিকট থেকে এক দীনার অথবা তার সমমূল্যের মা'আফিরী কাপড় জিয্ইয়াহ্ হিসেবে গ্রহণ করে।

[১২৭৬] সহীহ : আবূ দাউদ ৩০৩৮।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : অত্র হাদীসের অর্থ থেকে বুঝা যায় যে, বালেগ পুরুষ ব্যতীত অন্য কারো নিকট থেকে জিয্ইয়াহ্ নেয়া যাবে না। ইবনুল হুমাম বলেন : নারী, শিশু ও পাগলের উপর সর্বসম্মতক্রমে জিয্ইয়াহ্ নেই। অনুরূপভাবে অন্ধ, বিকলাঙ্গ এবং উপার্জনে অক্ষম বৃদ্ধের ওপরও কোনো জিয্ইয়াহ্ নেই। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(دِيْنَارًا أَوْ عَدْلَهُ) এক দীনার অথবা তার সমপরিমাণ। তূরিবিশতী বলেন : عَدْلَهُ আইন বর্ণে যবার দিয়ে এর অর্থ তার সমপরিমাণ অন্য কোনো বস্তু। মুখতাসারুল নিহায়াহ্-এর গ্রন্থকার বলেন, আইনবর্ণ যবার অথবা যের দিয়ে عَدْلٌ ও عِدْلٌ উভয়টির অর্থ সমপরিমাণ। এও বলা হয়ে থাকে যে, আইন বর্ণে যবার দিয়ে عَدْلٌ বলা হয় তখন যখন সমজাতীয় বস্তু পরিমাণে সমান হয়। আর আইন বর্ণে যের দিয়ে عِدْلٌ বলা হয় তখন যখন ভিন্ন জাতীয় বস্তু পরিমাণে সমান হয়।

খত্ত্বাবী বলেন : عَدْلَهُ অর্থাৎ এক দীনার সমমূল্যের কাপড়। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ৩০৩৬)

٤٠٣٧ -[٣] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جِزْيَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৪০৩৭-[৩] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : একই দেশে (বিপরীতমুখী) দু' ক্বিবলার লোক বসবাস করা সঙ্গত নয় এবং কোনো মুসলিম থেকে জিয্ইয়াহ্ নেয়া হবে না। (আহমাদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[১২৭৭]

ব্যাখ্যা : (لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ) "একই ভূখণ্ডে দু' ক্বিবলাহ্ একত্রে হওয়া সম্ভব নয়।" তূরিবিশতী বলেন : একই ভূখণ্ডে দু' ধর্মের লোক বিজয়ী হতে পারে না। মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে কাফিরদের মাঝে বসবাস করবে। কেননা কোনো মুসলিম যদি তা করে তাহলে সে নিজেকে মুসলিম দেশে যিম্মির মতো করে ফেললো। আর মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে এ ধরনের যিল্লতি নিয়ে বসবাস করবে। আবার কোনো অমুসলিম মুসলিম দেশে জিয্ইয়াহ্ ব্যতীত বসবাস করতে পারবে না। সেই সাথে তাকে স্বীয় ধর্ম প্রচার করার সুযোগ দেয়া যাবে না।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৩য় খণ্ড, হাঃ ৬৩৩; মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جِزْيَةٌ) "মুসলিমের ওপর জিয্ইয়াহ্ নেই" এর দ্বারা উদ্দেশ্য সে ভূমি, যে ভূমি বিজয় করা হয়েছে সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে এবং তার অধিবাসীদের ওপর করারোপ করা হয়েছে এই শর্তে যে, নির্ধারিত করের বিনিময়ে তারা উক্ত ভূমির মালিক থেকে যাবে। তবে যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাদের ভূমির উপর থেকে কর রহিত হয়ে যাবে এবং ব্যক্তির ওপর থেকে জিয্ইয়াহ্ রহিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি কোনো ভূমি যুদ্ধ করে বিজয় করা হয় অথবা জমির মালিকানা মুসলিমদের হবে– এই শর্তে সন্ধি চুক্তি করা হয় এবং ঐ ভূমিতে অমুসলিমগণ বাস করবে কর দেয়ার বিনিময়ে তাহলে এ কর অব্যাহত থাকবে তা কোনভাবেই রহিত হবে না যদিও তার অধিবাসীগণ পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ অথবা মৃত্যুবরণ করে।

ইবনুল হুমাম বলেন : যে যিম্মির উপর জিয্ইয়াহ্ ধার্য আছে সে যদি বৎসর পূর্ণ হওয়ার পরও ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার থেকে জিয্ইয়াহ্ রহিত হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে সে যদি বৎসরের মাঝখানে ইসলাম

[১২৭৭] **দুর্বল :** তিরমিযী ৬৩৩, আবূ দাউদ ৩০৫৩, আহমাদ ১৯৪৯, য'ঈফাহ্ ৪৩৭৯, য'ঈফ আল জামি' ৬২৩৯। কারণ এর সানাদে ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ একজন দুর্বল রাবী।

গ্রহণ করে তাহলে তার জিয্‌ইয়াহ্‌ রহিত হয়ে যাবে। তবে ইমাম শাফি'ঈ-এর মতে তার ওপর ঐ বৎসরের কর থেকে যাবে। সে বৎসরের মাঝখানে ইসলাম গ্রহণ করুক অথবা বৎসরের শেষে ইসলাম গ্রহণ করুক। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ইমাম খত্ত্বাবী বলেন : মুসলিমদের ওপর জিয্‌ইয়াহ্‌ নেই– এর দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে :

১. এখানে জিয্‌ইয়াহ্‌ অর্থ ভূমিকর। অর্থাৎ যদি কোনো ইয়াহূদীর আয়ত্তে এমন ভূমি থাকে যার ওপর কর ধার্য আছে সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার ওপর থেকে জিয্‌ইয়াহ্‌ রহিত হয়ে যাবে এবং ঐ ভূমির করও রহিত হয়ে যাবে। এটাই সুফ্‌ইয়ান সাওরী এবং ইমাম শাফি'ঈ-এর অভিমত।

২. যে যিম্মি বৎসরের কিয়দংশ পার হয়ে যাওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করে তার নিকট থেকে বৎসরের ঐ অংশের জিয্‌ইয়াহ্‌ আদায় করা হবে না। যেমন কোনো মুসলিম যদি বৎসরের কিছু অংশ চলে যাওয়ার পর তার পশুপাল বিক্রি করে তাহলে তার নিকট থেকে ঐ বৎসরের পশুর যাকাত আদায় করা হবে না। কেননা বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর পশুতে যাকাত ওয়াজিব হয়। আর সে পশু বিক্রি করেছে বৎসর পূর্ণ হওয়ার আগেই। তাই তার ওপর ঐ পশুতে যাকাত ওয়াজিব হয়নি। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ৩০৫১)

٤٠٣٨ - [٤] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ إِلٰى أُكَيْدِرِ دُوْمَةَ فَأَخَذُوْهُ فَأَتَوْا بِهٖ فَحَقَنَ لَهٗ دَمَهٗ وَصَالَحَهٗ عَلَى الْجِزْيَةِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪০৩৮-[৪] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে দূমাহ্‌-এর শাসক উকায়দির-এর বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠালে, তারা তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসেন। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার খুন মাফ করে দিলেন এবং জিয্‌ইয়াহ্‌ আদায়ের শর্তে তার সাথে চুক্তিবদ্ধ হন। (আবূ দাউদ)[১২৭৮]

ব্যাখ্যা : (أُكَيْدِرِ دُوْمَةَ) "দূমাহ্‌ অঞ্চলের উকাইদির" দূমাহ্‌ শামের কোনো শহর অথবা কোনো দুর্গের নাম যা তাবূকের নিকটবর্তী এলাকায় অবস্থিত। উকাইদির দূমাহ্‌ অঞ্চলের বাদশাহর নাম। তিনি হলেন উকাইদির ইবনু 'আব্দুল মালিক আল কিন্দী। তিনি খৃষ্টান ধর্মের অনুসারী ছিলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার বিরুদ্ধে সেনাদল প্রেরণ করেছিলেন। এই সেনাদলের মুহাজিরদের নেতৃত্বে ছিলেন আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আর গ্রাম্য লোকেদের নেতৃত্বে ছিলেন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। এ সেনাদলটি চাঁদনী রাতে দুর্গের নিকট পৌঁছে।

তখন উকাইদির তার স্ত্রীর সাথে দুর্গের ছাদে ছিলেন। কোনো কারণে তিনি তার ভাই এবং স্বীয় পরিবারের লোকেদের সাথে নীচে নেমে আসলে মুসলিম বাহিনী তাকে ধরে নিয়ে যায় এবং তার ভাইকে হত্যা করে ফেলে।

(فَحَقَنَ لَهٗ دَمَهٗ) "তার রক্ত নিষেধ করলেন।" অর্থাৎ তাকে হত্যা করতে নিষেধ করে তার রক্ত সংরক্ষণ করলেন।

(وَصَالَحَهٗ عَلَى الْجِزْيَةِ) "জিয্‌ইয়াহ্‌ প্রদানের শর্তে তার সাথে সন্ধি চুক্তি করেন।" ফলে পরবর্তীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তিনি একজন উত্তম মুসলিমে পরিণত হন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

খত্ত্বাবী বলেন : দূমার উকাইদির এক 'আরব ব্যক্তি ছিলেন। তাকে গাস্‌সানও বলা হয়।

[১২৭৮] হাসান : আবূ দাউদ ৩০৩৭।

অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, 'আরবদের নিকট থেকেও জিয্ইয়াহ্ গ্রহণ করা বৈধ। যেমনটি অনারবদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করা বৈধ। ইমাম আবূ ইউসুফ-এর মতে 'আরবদের নিকট থেকে জিয্ইয়াহ্ গ্রহণ করা বৈধ নয়। ইমাম মালিক, আওযা'ঈ ও শাফি'ঈ-এর মতে 'আরব ও অনারব জিয্ইয়ার ক্ষেত্রে সবাই সমান। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ৩০৩৫)

٤٠٣٩ - [٥] وَعَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ جَدِّهٖ أَبِيْ أُمِّهٖ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الْعُشُوْرُ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ عُشُوْرٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ

৪০৩৯-[৫] হার্ব ইবনু 'উবায়দুল্লাহ (রহঃ) তাঁর নানার মাধ্যমে তিনি তাঁর বাবা হতে বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়াহূদী ও নাসারাগণ (খ্রীষ্টানেরা) দশমাংশ 'উশূর (কর) আদায় করতে বাধ্য থাকবে, কিন্তু মুসলিমের ওপর 'উশূর নেই। (আহমাদ ও আবূ দাউদ)[১২৭৯]

ব্যাখ্যা : (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ عُشُوْرٌ) মুসলিমদের ওপর 'উশূর নেই। ইবনুল মালিক (রহঃ) বলেন : এখানে عُشُوْرٌ দ্বারা উদ্দেশ্য ব্যবসায়ী মালের উপর ধার্য কর। জমিনে উৎপাদিত শস্যের 'উশূর উদ্দেশ্য নয়। খত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন : মুসলিমদের নিকট থেকে ফসলের 'উশূর ব্যতীত ব্যবসায়ী মালের কোনো কর নেই। ইয়াহূদী, নাসারাদের ওপর 'উশূর প্রযোজ্য। এর দ্বারা উদ্দেশ্য তাদের সাথে যে শর্তের ভিত্তিতে সন্ধি চুক্তি হয়েছে সে চুক্তি অনুযায়ী জিয্ইয়াহ্ এবং ব্যবসায়ী মালেও কর দিবে। যদি সন্ধির সময়ে এ ধরনের চুক্তি না হয়ে থাকে তাহলে জিয্ইয়াহ্ ব্যতীত কোনো কর দিবে না। ইমাম শাফি'ঈ-এর মতানুসারে ইয়াহূদী ও নাসারাদের জমিনে উৎপাদিত ফসলে তাদের কোনো 'উশূর নেই। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতে তারা যদি তাদের দেশে মুসলিম ব্যবসায়ীদের থেকে কর নিয়ে থাকে তাহলে আমরাও তাদের কাছ থেকে কর তথা 'উশূর নিবো। আর তারা যদি তা না নিয়ে থাকে তাহলে আমরাও নিবো না।

(মির্ক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ৩০৪৪)

٤٠٤٠ - [٦] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّا نَمُرُّ بِقَوْمٍ فَلَا هُمْ يُضَيِّفُوْنَا وَلَا هُمْ يُؤَدُّوْنَ مَا لَنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ وَلَا نَحْنُ نَأْخُذُ مِنْهُمْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنْ أَبَوْا إِلَّا أَنْ تَأْخُذُوْا كُرْهًا فَخُذُوْا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪০৪০-[৬] 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রসূল! (যুদ্ধাভিযানে) আমরা কখনো কখনো এমন জনপদের উপর দিয়ে যাই যারা আমাদের আতিথেয়তা করে না, এমনকি তাদের ওপর আমাদের জন্য যতটুকু সহানুভূতি করা কর্তব্য তারা তাও পালনে অনীহা করে। আর আমরাও জোরপূর্বক তাদের নিকট হতে কিছু আদায় করি না। উত্তরে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : (তোমাদের সংকটাপন্ন অবস্থায়) যদি তারা স্বেচ্ছায় আদায় না করে, তবে তোমরা (প্রয়োজন অনুপাতে) জোরপূর্বক আদায় করতে পার। (তিরমিযী)[১২৮০]

[১২৭৯] **য'ঈফ** : আবূ দাউদ ২৭০৬, আহমাদ ১৫৮৯৫, য'ঈফ আল জামি' ২০৫০। কারণ বাক্র বিন ওয়ায়িল গোত্রের জনৈক ব্যক্তি হয় হার্ব, অন্যথায় তিনি অপরিচিত।

[১২৮০] **সহীহ** : তিরমিযী ১৫৮৯।

ব্যাখ্যা : (إِنْ أَبَوْا إِلَّا أَنْ تَأْخُذُوا كُرْهًا فَخُذُوا) "বাধ্য না করলে যদি তারা তোমাদের প্রাপ্য দিতে অস্বীকার করে তাহলে তাদেরকে বাধ্য করো।" অর্থাৎ তোমাদের যে অধিকার রয়েছে তাদের ওপর, যেমন : মেহমানদারী করা, নগদে অথবা বাকীতে পণ্য বিক্রয় করা তারা যদি এর কোনটাই না করে তাহলে বলপূর্বক তোমরা তাদের কাছ থেকে অধিকার আদায় করে নিবে। ইবনুল মালিক উল্লেখ করেছেন যে, মুহীউস্ সুন্নাহ্'য় বলা হয়ে থাকে যে, মুসলিমদের এই পথ অতিক্রম ছিল যিম্মিদের নিকট দিয়ে। আর তাদের ওপর শর্ত ছিল যে, কোনো মুসলিম বাহিনী তাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলে তাদের কর্তব্য ঐ মুসলিম বাহিনীর মেহমানদারী করা। যদি কারো ওপর এরূপ শর্ত না থাকে এবং মুসলিম বাহিনীও কারো সাহায্য নিতে বাধ্য না হয় তাহলে অন্যের মাল বলপূর্বক নেয়া অবৈধ। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

খত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন : নাবী ﷺ-এর যুগে যখন বায়তুল মাল ছিল না তখন মুসলিম বাহিনীকে সহযোগিতা করা এবং তাদের মেহমানদারী করা সকলের কর্তব্য ছিল। অতঃপর যখন বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আর মুসলিমদের মালের মধ্যে অন্যের কোনো অধিকার নেই। ইবনু বাত্ত্বল বলেন : ইসলামের প্রথম যুগে এ ধরনের সহযোগিতা বাধ্যতামূলক ছিল। পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে গিয়েছে। ইমাম নাবাবী বলেন : ইমাম আহমাদ এবং লায়স অত্র হাদীসের বাহ্যিক অর্থই গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ মেহমানের মেহমানদারী করা বাড়ীওয়ালার কর্তব্য। স্বেচ্ছায় মেহমানদারী না করলে মেহমান বলপূর্বক তার হাক্ব আদায় করে নিবে।

জুমহূর 'আলিমগণ এ হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ না করে তারা এর ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্নভাবে :

১. মুসলিম বাহিনী যদি কারো সহযোগিতা নিতে বাধ্য হয় তাহলে তাদের মেহমানদারী করা ওয়াজিব, নচেৎ নয়।

২. হাদীসের অর্থ হলো তারা যদি তোমাদের মেহমানদারী না করে তাহলে তাদের সম্মানহানীমূলক কথা অন্যের কাছে বলতে পারো।

৩. এটা ইসলামের প্রাথমিক যুগের অবস্থা, পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে গেছে।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৫৮৯)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٠٤١ - [٧] عَنْ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلٰى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيْرَ وَعَلٰى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا مَعَ ذٰلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِيْنَ وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. رَوَاهُ مَالِكٌ

৪০৪১-[৭] আসলাম (রহঃ) হতে বর্ণিত। 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব رضي الله عنه স্বর্ণের মালিকগণের ওপর চার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) এবং রৌপ্যের মালিকগণের ওপর চল্লিশ দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) জিয্ইয়াহ্ নির্ধারণ করেছেন। এছাড়াও তিনদিন মুসলিমদের আতিথেয়তা করাও তাদের ওপর বাধ্যতামূলক করেছেন। (মালিক)[১২৮১]

ব্যাখ্যা : (مَعَ ذٰلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِيْنَ وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) এর সাথে অতিরিক্ত মুসলিমদের খাদ্যের ব্যবস্থা করা এবং তিন দিনের মেহমানদারী করা। অর্থাৎ জিয্ইয়ার অতিরিক্ত শর্তযুক্ত করা। শারহুস্ সুন্নাতে উল্লেখ

[১২৮১] সহীহ : মালিক ৬২৩, ইরওয়া ১২৬১।

আছে যে, যিম্মীদের থেকে ১ দীনারেরও অধিক জিয্ইয়াহ্ নেয়া এবং মুসলিম যাত্রী দলের জন্য মেহমানদারীর শর্তে সন্ধিচুক্তি করা বৈধ। তবে মেহমান এবং তাদের ঘোড়ার সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে এবং লোকেদের খাদ্যমান এবং পশুর জন্য খাবারের প্রকারও উল্লেখ থাকা আবশ্যক। তবে ধনী ও মধ্যম শ্রেণীর যিম্মীদের জন্য মেহমানের সংখ্যার পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য করা যাবে। (মির্ক্বাতুল মাফাতীহ)

(٩) بَابُ الصُّلْحِ

অধ্যায়-৯ : সন্ধি স্থাপন

الصلح দ্বারা উদ্দেশ্য المصالحة অর্থাৎ পরস্পর দু' দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন। ইবনুল হুমাম বলেন : ইমাম যদি মনে করেন যে, শত্রুপক্ষের মালের বিনিময়ে অথবা মাল ব্যতিরেকেই সন্ধি করার মধ্যে কল্যাণ নিহিত আছে তাহলে তিনি সন্ধি করতে পারেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন : "তারা যদি শান্তির (সন্ধির) দিকে ঝুঁকে পড়ে তাহলে তুমি সেদিকে ঝুঁকে পড়ো।" (সূরাহ্ আল আন্ফাল ৮ : ৬১)

যদিও আয়াতে কল্যাণের কথা উল্লেখ নেই তথাপি ফাকীহগণ একমত যে, মুসলিমদের কল্যাণ আছে বলে ইমামের নিকট সাব্যস্ত হলে তবেই শুধুমাত্র সন্ধি করা বৈধ। আর যদি সন্ধির মধ্যে কোনো কল্যাণ পরিলক্ষিত না হয় তাহলে সন্ধি করা বৈধ নয়।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٠٤٢ -[١] عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَا : خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِيْ بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ وَسَارَ حَتّٰى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِيْ يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهٖ رَاحِلَتُهٗ فَقَالَ النَّاسُ : حَلْ حَلْ خَلَأَتِ الْقَصْوَاءُ خَلَأَتِ الْقَصْوَاءُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «مَا خَلَأَتِ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلٰكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ» ثُمَّ قَالَ : «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَا يَسْأَلُوْنِيْ خُطَّةً يُعَظِّمُوْنَ فِيْهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا» ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتّٰى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيَةِ عَلٰى ثَمَدٍ قَلِيلِ الْمَاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا فَلَمْ يُلْبِثْهُ النَّاسُ حَتّٰى نَزَحُوْهُ وَشُكِيَ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْعَطَشُ فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهٖ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوْهُ فِيْهِ فَوَاللهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتّٰى صَدَرُوْا عَنْهُ فَبَيْنَا هُمْ كَذٰلِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِيْ نَفَرٍ مِنْ خُزَاعَةَ ثُمَّ أَتَاهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلٰى أَنْ قَالَ : إِذْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «اُكْتُبْ . هٰذَا مَا قَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ». فَقَالَ سُهَيْلٌ : وَاللهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ مَا

صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ وَلٰكِنْ اُكْتُبْ : مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «وَاللّٰهِ إِنِّيْ لَرَسُوْلُ
اللّٰهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُوْنِيْ اُكْتُبْ : مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ» فَقَالَ سُهَيْلٌ : وَعَلٰى اَنْ لَّا يَأْتِيَكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلٰى
دِيْنِكَ إِلاَّ رَدَدْتَهٗ عَلَيْنَا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِأَصْحَابِهٖ : «قُوْمُوْا فَانْحَرُوْا ثُمَّ
احْلِقُوْا» ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : ﴿يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ
مُهَاجِرَاتٍ﴾ [سورة الممتحنة ٦٠:١٠] الْاٰيَةَ. فَنَهَاهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى أَنْ يَّرُدُّوْهُنَّ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَّرُدُّوا الصَّدَاقَ ثُمَّ رَجَعَ
إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَجَاءَهٗ أَبُوْ بَصِيْرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ فَأَرْسَلُوْا فِيْ طَلَبِهٖ رَجُلَيْنِ فَدَفَعَهٗ إِلَى الرَّجُلَيْنِ
فَخَرَجَا بِهٖ حَتّٰى إِذَا بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ نَزَلُوْا يَأْكُلُوْنَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ فَقَالَ أَبُوْ بَصِيْرٍ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ : وَاللّٰهِ إِنِّيْ
لَأَرٰى سَيْفَكَ هٰذَا يَا فُلَانُ جَيِّدًا أَرِنِيْ أَنْظُرْ إِلَيْهِ فَأَمْكَنَهٗ مِنْهُ فَضَرَبَهٗ حَتّٰى بَرَدَ وَفَرَّ الْاٰخَرُ حَتّٰى أَتَى الْمَدِيْنَةَ
فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُوْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَقَدْ رَأٰى هٰذَا ذُعْرًا» فَقَالَ : قُتِلَ وَاللّٰهِ صَاحِبِيْ وَإِنِّيْ لَمَقْتُوْلٌ
فَجَاءَ أَبُوْ بَصِيْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «وَيْلُ أُمِّهٖ مِسْعَرُ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهٗ أَحَدٌ» فَلَمَّا سَمِعَ ذٰلِكَ عَرَفَ أَنَّهٗ سَيَرُدُّهٗ
إِلَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتّٰى أَتٰى سِيْفَ الْبَحْرِ قَالَ : وَانْفَلَتَ أَبُوْ جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ فَلَحِقَ بِأَبِيْ بَصِيْرٍ فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ
مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِيْ بَصِيْرٍ حَتّٰى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ فَوَاللّٰهِ مَا يَسْمَعُوْنَ بِعِيْرٍ
خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَى الشَّامِ إِلَّا اعْتَرَضُوْا لَهَا فَقَتَلُوْهُمْ وَأَخَذُوْا أَمْوَالَهُمْ فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
تُنَاشِدُهُ اللّٰهَ وَالرَّحِمَ لَمَّا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَمَنْ أَتَاهُ فَهُوَ اٰمِنٌ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪০৪২-[১] মিস্‌ওয়ার ইবনু মাখরামাহ্‌ ও মারওয়ান ইবনুল হাকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন : নাবী (ﷺ) হুদায়বিয়াহ্‌-এর বৎসর এক হাজারেরও অধিক সহাবীসহ মাদীনাহ্‌ হতে (মাক্কাভিমুখে) রওয়ানা হলেন এবং যুল হুলায়ফাহ্‌ নামক স্থানে এসে কুরবানীর পশুর গলায় চামড়ার মালা পরালেন এবং পশুর গলার পাশে ধারালো অস্ত্র দ্বারা হালকা জখম করে উক্ত স্থানে রক্ত মেখে দিলেন আর সেখান হতে 'উমরার ইহরাম বেঁধে অগ্রসর হলেন। পথিমধ্যে তাঁর উষ্ট্রী এক উপত্যকায় বসে পড়ল, যেখান দিয়ে মাক্কায় যাতায়াত করে। তখন লোকেরা হাল-হাল বলে উষ্ট্রীকে উঠাতে চেষ্টা করল, কিন্তু উষ্ট্রীকে উঠাতে ব্যর্থ হলো। তারা বলতে লাগল, 'ক্বস্‌ওয়া' (উষ্ট্রীর নাম) জিদ করেছে, 'ক্বস্‌ওয়া' জিদ করেছে। তখন নাবী (ﷺ) বললেন : 'ক্বস্‌ওয়া' জিদ করেনি এবং এটা তার স্বভাবজাতও নয়; বরং যিনি হাতিকে আটকিয়েছিলেন, তিনি একেও আটকিয়েছেন। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন : সে সত্তার ক্বস্‌ম, যার হাতে আমার জীবন! আল্লাহর পবিত্র স্থানের মর্যাদা রক্ষার্থে তারা (কুরায়শরা) আমার নিকট সম্মানপ্রদর্শনের লক্ষ্যে যে কোনো শর্তারোপ করতে চাইবে, আমি তা গ্রহণ করে নিব। অতঃপর তিনি (ﷺ) উষ্ট্রীকে ধমকের স্বরে উঠতে বললে তা সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়াল (দ্রুত চলতে লাগল)। এবার তিনি (ﷺ) মাক্কার সরাসরি পথ হতে সরে ভিন্নপথে সম্মুখপানে অগ্রসর হতে লাগলেন। অবশেষে হুদায়বিয়ার প্রান্তে স্বল্প পানির কূপের নিকট এসে অবতরণ করলেন।

Contents

লোকেরা তা হতে অল্প অল্প করে পানি তুলে নিলেও কিছুক্ষণ পরেই তা শেষ হয়ে গেল এবং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে পিপাসার অভিযোগ করল। এমতাবস্থায় তিনি (ﷺ) স্বীয় থলি হতে একটি তীর বের করে বললেন, একে কূপটির মধ্যে ফেলে দাও। (বর্ণনাকারী বলেন) আল্লাহর কৃসম! তীর নিক্ষেপমাত্রই কূপের পানি পরিপূর্ণ হয়ে উপচে পড়তে লাগল। ফলে তারা সকলে উক্ত স্থান ত্যাগ করা পর্যন্ত তা হতে আত্মতৃপ্তির সাথে পানি পান করল। তারা যখন পানি পান করা ইত্যাদিতে মশগুল ঠিক তখন খুযা'ঈ গোত্রপতি বুদায়ল ইবনু ওয়ারাক্বা স্বীয় খুযা'আহ্ গোত্রের কতিপয় লোকজনসহ সেখানে উপস্থিত হলো। সে চলে গেলে 'উরওয়াহ্ ইবনু মাস্'উদ আসলো।

(পরবর্তী ঘটনা) ব্যাখ্যা করে বর্ণনাকারী বলেন, পরিশেষে সুহায়ল ইবনু 'আম্র এসে উপস্থিত হলো। অতঃপর নাবী ﷺ ('আলী ؓ-কে) বললেন : "লিখো, এটা আল্লাহর রসূল, মুহাম্মাদ ﷺ-এর পক্ষ থেকে সম্পাদিত সন্ধিপত্র।" এ কথা শুনে সুহায়ল বলে উঠল, আল্লাহর কৃসম! যদি আমরা আপনাকে আল্লাহর রসূল বলে জানতাম, তাহলে কক্ষনো আপনাকে বায়তুল্লাহ যিয়ারত করা হতে বাধা সৃষ্টি করতাম না এবং আপনার সাথে যুদ্ধও করতাম না, বরং আপনি এভাবে লিখুন "আবদুল্লাহ-এর পুত্র মুহাম্মাদ-এর পক্ষ হতে"। তার কথা শুনে নাবী ﷺ বললেন : আল্লাহর কৃসম! আমি নিশ্চয় আল্লাহর রসূল, যদিও তোমরা আমাকে অস্বীকার করো। আচ্ছা! (হে 'আলী!) মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ লিখো। সন্ধিপত্র লেখা হচ্ছিল, তখন সুহায়ল বলে উঠল, অন্যান্য শর্তাবলীর সাথে এটাও লেখা হোক যে, যদি আমাদের কোনো লোক (মাক্কাহ্ হতে) আপনার নিকট যায় তাকে অবশ্যই মাক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দিতে হবে, যদিও সে আপনার দীনে (ধর্মে) বিশ্বাসী হয়।

বর্ণনাকারী বলেন : সন্ধিপত্র লেখা শেষ হলে রসূলুল্লাহ ﷺ সহাবীগণের উদ্দেশে বললেন : উঠো, তোমরা তোমাদের সাথে নিয়ে আসা পশু কুরবানী করে দাও এবং তারপর মাথা মুড়িয়ে ফেলো (তথা ইহরাম হতে হালাল হয়ে যাও)। এরপর কতিপয় মু'মিনাহ্ মহিলা হিজরত করে তার নিকট আসলো, তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন, অর্থাৎ- "হে মু'মিনগণ! কোনো মু'মিন মুসলিম নারী হিজরত করে তোমাদের নিকট আসলে তাদেরকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে নাও।" এ আয়াত দ্বারা সে সকল মুসলিম রমণীদেরকে ফেরত পাঠাতে আল্লাহ নিষেধ করে নির্দেশ দিলেন যে, তাদের মুহর ফেরত দাও। অতঃপর নাবী ﷺ মাদীনায় ফিরে আসলেন। এ সময় আবূ বাসীর নামে কুরায়শের এক ব্যক্তি মুসলিম হয়ে (মাক্কাহ্ হতে মাদীনায়) নাবী ﷺ-এর নিকট আসলো। অন্যদিকে কুরায়শরাও তার সন্ধানে মাদীনায় দু'জন লোক পাঠাল। (সন্ধির শর্তানুযায়ী) নাবী ﷺ আবূ বাসীরকে তাদের কাছে সোপর্দ করলেন। তারা আবূ বাসীরকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হলো। "যুল্‌হুলায়ফাহ্" নামক স্থানে পৌঁছে নিজেদের খাদ্য (খেজুর) খাওয়ার জন্য সওয়ারীর হতে নামলো, তখন আবূ বাসীর তাদের একজনকে বলল : হে অমুক! আল্লাহর কৃসম! তোমার তরবারি তো দেখছি খুবই আকর্ষণীয় এবং মূল্যবান? আমাকে একটু দাও দেখি, ভালো করে দেখে নেই? লোকটি তরবারিটি আবূ বাসীর-এর হাতে দিলো, সে তাকে ভালোভাবে ধরে তা দ্বারা তাকে এমনভাবে আঘাত করল যে, সে সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করল। আর অপর লোকটি পালিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে মাদীনায় এসে মাসজিদে নাবাবীতে আশ্রয় নিলো। তাকে দেখেই নাবী ﷺ বললেন : এ লোকটি দেখে মনে হচ্ছে ভীত-সন্ত্রস্ত। সে নাবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে বলল : আল্লাহর কৃসম! আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে, সুযোগ পেলে হয়ত আমাকেও হত্যা করত। এখন আমাকে বাঁচান! লোকটির পিছনে আবূ বাসীরও এসে সমুপস্থিত হলো। তাকে দেখে নাবী ﷺ আক্ষেপের সাথে বললেন : "তার মায়ের প্রতি আক্ষেপ! সে তো যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিতে চায়। যদি তার সাথে আরও লোকজন থাকতো। যখন সে এ কথা শুনলো, তখন আবূ বাসীর বুঝতে পারল যে, নাবী

ﷺ তাকে পুনরায় কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। এটা বুঝে সে নীরবে সেখান হতে বের হয়ে সোজা সাগরের উপকূলের দিকে চলে গেল এবং সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করল।

বর্ণনাকারী বলেন : ইতোমধ্যে সুহায়ল-এর পুত্র আবূ জান্দাল বন্দীমুক্ত হয়ে আবূ বাসীর-এর সাথে মিলিত হলেন। এভাবে মাক্কার কুরায়শদের নিকট হতে কোনো মুসলিম পালিয়ে আসতে সক্ষম হলে সেও সরাসরি গিয়ে আবূ বাসীর ও তার সঙ্গীদের সাথে একত্রিত হত। এভাবে ক্রমাগত সেখানে একটি গেরিলা বাহিনী গড়ে উঠল। আল্লাহর কৃসম, যখনই তারা শুনতে পেত যে, কুরায়শদের কোনো তেজারতি কাফিলা সিরিয়ার অভিমুখে রওয়ানা হয়েছে, তখনই তারা উক্ত কাফিলার ওপর অতর্কিত হামলা চালাত এবং তাদেরকে হত্যা করে তাদের মাল-সম্পদ সবকিছু ছিনিয়ে নিয়ে যেত। এমতাবস্থায় অতিষ্ঠ হয়ে কুরায়শগণ নাবী ﷺ-এর নিকট এ প্রস্তাব পাঠাল যে, তিনি (ﷺ) যেন আত্মীয়তার সহানুভূতি ও আল্লাহর ওয়াস্তে আবূ বাসীর ও তার সঙ্গীদেরকে লুটতরাজ হতে বিরত রাখেন এবং সত্বর আবূ বাসীর-কে সেখান হতে ফিরিয়ে আনেন। সাথে সাথে এটাও জানিয়ে দিলো যে, এখন হতে মাক্কার কোনো মুসলিম মাদীনায় নাবী ﷺ-এর নিকট আসলে তাকে আর ফেরত দিতে হবে না। অতঃপর নাবী ﷺ আবূ বাসীর ও তার সাথীদেরকে আনতে লোক পাঠালেন (তখন তারা সবাই মাদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন)। (বুখারী)[১২৮২]

ব্যাখ্যা : (عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ) "হুদায়বিয়ার বৎসর"। মুহিব্বুত্ব ত্ববারী (রহঃ) বলেন : হুদায়বিয়াহ্ মাক্কার নিকটবর্তী একটি গ্রামের নাম। যার অধিকাংশ এলাকা হারামের অন্তর্ভুক্ত। আর তা মাক্কাহ্ থেকে নয় মাইল দূরে অবস্থিত। তবে এর কিছু অংশ হারামের বাহিরে। তাই বুখারীর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, হুদায়বিয়াহ্ হারামের বাহিরে অবস্থিত। এ জায়গাকে বৎসরের সাথে সম্বন্ধ করার কারণ এই যে, নাবী ﷺ-কে ঐ বৎসর মাক্কায় প্রবেশে বাধা প্রদান করা হলে তিনি হুদায়বিয়াতে তার সঙ্গীদেরকে নিয়ে অবস্থান করেছিলেন এবং মাক্কার মুশরিকদের সাথে সন্ধি চুক্তি করেছিলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৭৩১, ২৭৩২)

(وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ) সেখানে তিনি 'উমরাহ্ সম্পাদনের জন্য ইহরাম বাঁধলেন। অর্থাৎ যুল্‌হুলায়ফাতে পৌঁছানোর পর কুরবানীর পশুর গলায় মালা পড়িয়ে তার চুঁচের ডান অথবা বামপাশে আঘাত করে রক্ত বের করলেন যাতে লোকেরা বুঝতে পারে যে, পশুটি কুরবানীর জন্য নির্ধারিত। অতঃপর তিনি 'উমরাহ্ পালনের নিমিত্তে ইহরাম বাঁধলেন তথা 'উমরার নিয়্যাত করলেন।

(خَلَأَتِ الْقَصْوَاءُ) কৃস্‌ওয়া উটনীটি কোনো কারণ ছাড়াই বসে পড়েছে অর্থাৎ উটনীটি অসুস্থ বা দুর্বল না হওয়া সত্ত্বেও বসে পড়েছে।

(وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ) "এটা তার অভ্যাস নয়।" অর্থাৎ কৃস্‌ওয়া উটনী কখনো অসুস্থতা দুর্বল না হলে বসে পড়ে না।

(وَلٰكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيْلِ) বরং হস্তী বাহিনীকে বাধা দানকারী তাকে বাধাদান করেছেন। অর্থাৎ কা'বাহ্ ঘর ধ্বংস করতে ইচ্ছুক আবরাহার হস্তী বাহিনী যিনি থামিয়ে দিয়েছিলেন সেই মহান আল্লাহ তা'আলাই এ উটনীটিকে থামিয়ে দিয়েছেন। তাই উটনীটি বসে পড়েছে যা তার অভ্যাসের বিপরীত।

(لَا يَسْأَلُوْنِيْ خُطَّةً يُعَظِّمُوْنَ فِيْهَا حُرُمَاتِ اللّٰهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ) "তারা যদি এমন কোনো পরিকল্পনা উপস্থাপন করে যা দ্বারা আল্লাহর মর্যাদাসম্পন্ন বস্তুকে মর্যাদা দেয়া হয় তাহলে আমি তাদের সে পরিকল্পনা গ্রহণ করবো।" ক্বাযী 'ইয়ায বলেন : এর অর্থ হলো এই যে, মাক্কাবাসীগণ যদি আমার নিকট এমন কোনো বিষয়

[১২৮২] **সহীহ :** বুখারী ১৬৯৪।

উপস্থাপন করে যার মাধ্যমে তারা আল্লাহর দেয়া মর্যাদা পূর্ণ বিষয়ের যেমন ইহরাম ও মুহরিমের মর্যাদা প্রদানের ইচ্ছা পোষণ করে তাহলে আমি তাদের সে বিষয় মেনে নিবো। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

সুহায়লী বলেন : (إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا) হাদীসের এই বাক্য বর্ণনার ক্ষেত্রে কোনো বর্ণনাতেই إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى শব্দের উল্লেখ নেই। অথচ ভবিষ্যতের কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে নাবী ﷺ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى বলতে নির্দেশিত। অতঃপর তিনি এর জবাব দিয়েছেন এই বলে যে, যেহেতু এ ক্ষেত্রে এমন কোনো কাজ করা আবশ্যক ছিল, তাই তিনি إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى বলেননি। কিন্তু তার এ জবাব সমালোচনামুক্ত নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা নাবী ﷺ-কে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি মাক্কাতে প্রবেশ করবেন এই বলে যে, «لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ» "আল্লাহ চাহে তো তুমি অবশ্যই মাসজিদে হারামে নিরাপদে প্রবেশ করবে" এখানে তিনি নিশ্চিত প্রবেশ করবেন– এ কথা বলার পরেও বলেছেন : إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী ﷺ-কে সর্বাবস্থায় إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى বলা শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব জবাব এই যে, নাবী ﷺ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى বলেছিলেন কিন্তু বর্ণনাকারীগণ তা বর্ণনা করেননি। অথবা এই ঘটনা ঘটেছিল إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى বলার নির্দেশ দেয়ার আগে। যদিও যে সূরাতে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা মাক্কী সূরাহ তবুও এটা বিচিত্র নয় যে, এ নির্দেশ সম্বলিত আয়াত পরে নাযিল হয়েছে যা অনেক সূরার ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। (ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৭৩১, ২৭৩২)

(وَاللّٰهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ) "আল্লাহর ক্বসম! আমরা যদি জানতাম আপনি আল্লাহর রসূল তাহলে আমরা আপনাকে বায়তুল্লাহ ত্বওয়াফ করতে বাধা দিতাম না।" অর্থাৎ আমরা যদি এটা জানতাম যে, প্রকৃতপক্ষেই আপনি আল্লাহর রসূল তাহলে 'উমরার উদ্দেশে বায়তুল্লাহর ত্বওয়াফ করতে আমরা আপনাকে কোনো প্রকার বাধা দিতাম না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

(وَيْلُ أُمِّهِ) "তার মায়ের সর্বনাশ হোক।" এটি এমন এক শব্দ যা দ্বারা তিরস্কার করা হয়। তবে 'আরবরা কারো প্রশংসা জ্ঞাপনের জন্যও এ শব্দটি প্রয়োগ করে থাকে। তখন এর প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া হয় না। বাদীউয্ যামান বলেন : 'আরবগণ تَرِبَتْ يَمِيْنُهُ শব্দটি কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যবহার করে থাকে। অনুরূপভাবে তারা (وَيْلُ أُمِّهِ) শব্দটি ব্যবহার করে থাকে কিন্তু তার প্রকৃত অর্থ অর্থাৎ তিরস্কারের উদ্দেশ্য নয়। অনুরূপ اَلْوَيْل শব্দটি শাস্তি, যুদ্ধ এবং ধমক দেয়ার উদ্দেশেও ব্যবহার হয়ে থাকে।

(ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৭৩১, ২৭৩২)

(مِسْعَرُ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ) তার সাথে কেউ থাকলে সে তো যুদ্ধ শুরু করে দিবে। খত্ত্বাবী বলেন : নাবী ﷺ যেন তার এ বিশেষণ বর্ণনা করেছেন যে, এ লোকটিকে যদি কেউ সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে আসে তাহলে অবশ্যই যুদ্ধ বাধিয়ে দিবে। এতে তার প্রতি পালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে যাতে তাকে কাফিরদের নিকট ফিরিয়ে না দিতে হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৭৬২)

(فَلَمَّا سَمِعَ ذٰلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ) আবূ বাসীর যখন নাবী ﷺ-এর উক্ত বক্তব্য শুনলেন তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাকে তাদের কাছেই ফেরত পাঠাবেন।

ক্বাযী 'ইয়ায বলেন : আবূ বাসীর তা বুঝতে পেরেছিলেন রসূল ﷺ-এর বক্তব্য (مِسْعَرُ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ) থেকে। কেননা তার এ বক্তব্য এটা বুঝায় যে, তিনি তাকে আশ্রয় দিবেন না এবং সাহায্যও করবেন না। মুশরিকদের কবল থেকে তার মুক্তির একটি পথ আর তা হলো তার কোনো সহযোগীকে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

(حَتّٰى اَجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ) এমনি করে পালিয়ে যাওয়া একদল লোক একত্র হলো, عِصَابَةٌ শব্দটি ৪০ জন পর্যন্ত লোকের দলকে বুঝায়। তবে এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ٤٠ عِصَابَةٌ-এর অধিক লোক বুঝানোর জন্যও ব্যবহার হয়ে থাকে। কেননা ইবনু ইসহাক্ব-এর বর্ণনানুযায়ী আবূ বাসীর-এর সাথে যারা মিলিত হয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল ৭০ জনের মতো। সুহায়লী মনে করেন যে, তাদের সংখ্যা তিনশতে পৌঁছেছিল। (ফাতহুল বারী ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৭৩১, ২৭৩২; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৭৬২)

٤٠٤٣-[٢] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: صَالَحَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلٰى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: عَلٰى اَنَّ مَنْ أَتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَدَّهٗ إِلَيْهِمْ وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُّوْهُ وَعَلٰى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِلٍ وَيُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ وَالسَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِهٖ فَجَاءَ أَبُوْ جَنْدَلٍ يَحْجِلُ فِىْ قُيُوْدِهٖ فَرَدَّهٗ إِلَيْهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪০৪৩-[২] বারা ইবনু 'আযিব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ হুদায়বিয়ার দিন তিনটি শর্তের উপর মুশরিকদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন– [১] মাক্কার কোনো মুশরিক (ইসলাম গ্রহণ করে) তাঁর নিকট (মাদীনায়) এসে পড়লে তাকে কুরায়শদের নিকট ফেরত দিতে হবে। আর মাদীনাহ্ হতে কোনো মুসলিম (মুরতাদ হয়ে) তাদের নিকট চলে গেলে তাকে মুসলিমদের নিকট ফেরত দিতে হবে না, [২] আগামী বৎসর মুসলিমরা শুধুমাত্র তিনদিনের জন্য মাক্কায় আসতে পারবে, [৩] মাক্কায় প্রবেশের সময় যুদ্ধাস্ত্র তরবারি এবং তীর, ধনুক ইত্যাদি কোষবদ্ধ রাখতে হবে। সন্ধিপত্র সম্পাদিত হওয়ার পরক্ষণেই (সুহায়ল ইবনু 'আম্‌র-এর পুত্র) আবূ জান্দাল হাত পায়ে শৃঙ্খলাবস্থায় সেখানে এসে উপস্থিত হলো। কিন্তু নাবী ﷺ (সন্ধিপত্রের শর্তানুযায়ী) তাকে মুশরিকদের নিকট ফেরত দেন। (বুখারী ও মুসলিম)[১২৮৩]

ব্যাখ্যা : (وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ وَالسَّيْفِ) মুহাম্মাদ ﷺ মাক্কায় প্রবেশকালে কোষবদ্ধ তরবারি সাথে রাখতে পারবে। جُلُبَّانِ বলা হয় চামড়ার এমন থলেকে যার মধ্যে কোষবদ্ধ তরবারি চাবুক এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতি রাখা হয়। অতঃপর তা হাওদাজের পিছনের কাঠের সাথে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। মোট কথা হচ্ছে, 'আরবদের এটা অভ্যাস ছিল যে, তারা কখনো তরবারি ব্যতীত সফর করতো না। চাই যুদ্ধাবস্থায় হোক আর নাই হোক। তাই তৃতীয় শর্তারোপ করা হয় যে, মুহাম্মাদ ﷺ মাক্কায় প্রবেশকালে তরবারি তো সাথে রাখতে পারবেন তবে তা থাকবে কোষবদ্ধ। তরবারি কোষমুক্ত রাখতে পারবে না।

ইবনুল মালিক বলেন : তৃতীয় শর্তের উদ্দেশ্য হলো মুসলিমগণ মাক্কাতে তরবারি কোষমুক্ত অবস্থায় প্রবেশ করবে না যা যুদ্ধের প্রস্তুতি বুঝায়। আর তারা এ শর্তারোপ এজন্য করে যাতে বুঝা যায় যে, মাক্কাবাসী ও মুসলিমগণের মধ্যে কোনো যুদ্ধ নেই। যাতে এ ধারণা না জন্মে যে, তারা মাক্কাতে বলপূর্বক প্রবেশ করতে পেরেছে। আর নাবী ﷺ এ সকল শর্ত মেনে চুক্তি সম্পাদনের কারণ ছিল মুসলিমগণের মাঝে তখনো দুর্বলতা ছিল। ক্বারী বলেন : ইবনু মালিক-এর এ ব্যাখ্যা ভুল। কেননা মুসলিমদের মাঝে তখন দুর্বলতা ছিল না। কেননা মুসলিমদের সংখ্যা তখন দুই হাজারের কাছাকাছি ছিল। আর তারা সবাই 'আরবের সাহসী বীর। আর বাদ্‌রে মাত্র ৩১৩ জন 'আরবযোদ্ধা মাক্কাবাসী ১০০০ মুশরিকের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। বরং এ শর্ত মেনে সন্ধি করার কারণ ছিল এই যে, মুসলিমগণ তখন ইহরাম অবস্থায় হারাম অঞ্চলে ছিলেন। যে অবস্থায়

[১২৮৩] **সহীহ :** বুখারী ২৬৯৮, মুসলিম ১৭৮৩, আবূ দাউদ ১৮৩২।

ঐ স্থানে যুদ্ধ করা যায় না। তাই নাবী ﷺ হারাম এলাকার মর্যাদা রক্ষার্থে সন্ধি চুক্তির শর্তগুলো মুসলিমদের প্রতিকূলে হলেও তা মেনে চুক্তি করেছিলেন সুদূরপ্রসারী কল্যাণের জন্য। যা পরবর্তীতে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ, 'আওনুল মা'বূদ ৩য় খণ্ড, হাঃ ১৮২৯)

٤٠٤٤ - [٣] وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ قُرَيْشًا صَالَحُوا النَّبِيَّ ﷺ فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ مَنْ جَاءَنَا مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَكْتُبُ هٰذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪০৪৪-[৩] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। কুরায়শগণ নাবী ﷺ-এর সাথে সন্ধি করল এবং তারা তাতে এ শর্তারোপ করল, যদি তোমাদের (মুসলিমদের) কোনো লোক আমাদের কাছে (মাক্কায়) আসে, তবে তাকে আমরা তোমাদের নিকট ফেরত দেব না। আর আমাদের (কুরায়শদের) কোনো লোক (মাদীনায়) চলে গেলে তোমরা তাকে আমাদের নিকট ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। এটা শুনে সহাবীগণ (ক্রোধান্বিত হয়ে) বলে উঠলেন : হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি এ শর্তও লিখতে বলছেন? তিনি (ﷺ) দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন : হ্যাঁ। কেননা আমাদের নিকট হতে যে ব্যক্তি (স্বেচ্ছায়) তাদের নিকট চলে যাবে, তাকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রহমাত হতে বঞ্চিত করবেন। আর তাদের কোনো ব্যক্তি যদি আমাদের নিকট চলে আসে, আশা করা যায় (তাকে ফেরত দেয়ার দরুন) আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই তার মুক্তির একটা পথ বের করে দেবেন।(মুসলিম)[১২৮৪]

ব্যাখ্যা : (إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا) আমাদের মধ্য থেকে যারা তাদের কাছে যাবে আল্লাহ তা'আলা তাকে তার রহমাত থেকে বঞ্চিত করবেন। আর যে ব্যক্তি তাদের মধ্য থেকে ইসলাম গ্রহণ করে আমাদের কাছে আসবে আর শর্তানুযায়ী যদি আমরা তাকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেই তাহলেও আল্লাহ তা'আলা তার মুক্তির ব্যবস্থা করবেন।

ত্বীবী (রহঃ) বলেন : (إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ) "যে ব্যক্তি আমাদের কাছ থেকে তাদের কাছে চলে যাবে" এ বাক্যটি পূর্বে উল্লেখিত نعم শব্দের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ সন্ধি চুক্তির এ শর্ত "মুসলিমদের মধ্য থেকে কেউ যদি মাদীনাহ্ থেকে পালিয়ে মাক্কাহ্ গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে তাহলে মুশরিকগণ তাকে মুসলিমদের কাছে ফেরত পাঠাবে না। পক্ষান্তরে মুশরিকদের মধ্য থেকে কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করে মাদীনায় পালিয়ে আসে তাহলে মুসলিমগণ তাকে মাক্কায় ফেরত পাঠাতে বাধ্য থাকবে।" এ শর্ত শুনার পর মুসলিমগণ বলেছিলেন, আমরা এমন শর্ত লিখবো যা মুসলিমদের স্বার্থের প্রতিকূলে এবং তা একটি অসম চুক্তি? রসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন : হ্যাঁ, তা লিখো এবং কেন লিখতে রাজী হলেন তার ব্যাখ্যা দিলেন এই বলে যে, আমাদের মধ্য থেকে যারা চলে যাবে.....। সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, উপরে বর্ণিত শর্তানুসারে চুক্তি হতে যাচ্ছে এমন কথা শুনে 'উমার رضي الله عنه নাবী ﷺ-এর কাছে এসে তাকে বললেন : আপনি কী সত্য নাবী নন? নাবী ﷺ বললেন : হ্যাঁ (আমি সত্য নাবী)। 'উমার رضي الله عنه বললেন : আমরা কি সত্যের উপর আর আমাদের শত্রুগণ বাতিলের উপর নয়? নাবী ﷺ বললেন : হ্যাঁ (তোমার কথা সঠিক) 'উমার رضي الله عنه তখন বললেন : তাহলে আমাদের এ সঠিক ধর্মকে এত নীচে নামাচ্ছেন কেন? কেন এ অসম চুক্তি করছেন? তখন নাবী ﷺ বললেন : আমি আল্লাহর রসূল, আমি তার অবাধ্য হতে পারি না। আর তিনি অবশ্যই আমাকে সাহায্য করবেন। 'উমার رضي الله عنه আবার

[১২৮৪] সহীহ : মুসলিম ১৭৮৪, আহমাদ ১৩৮২৭।

বললেন : আপনি কি আমাদের বলতেন না যে, আমরা অতি সত্বরই বায়তুল্লাহতে যাবো এবং আমরা তা ত্বওয়াফ করবো? তিনি (ﷺ) বললেন : হ্যাঁ, তবে আমি কি বলেছি যে, এবারই সেখানে যাবো? তখন 'উমার (রাঃ) বললেন : না, আপনি তা বলেননি। এবার রসূল ﷺ বললেন : তুমি অবশ্যই বায়তুল্লাহতে যাবে এবং তা ত্বওয়াফ করবে। অতঃপর 'উমার (রাঃ) আবূ বাক্র (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে সে প্রশ্নগুলো করলেন যে প্রশ্ন রসূল ﷺ-কে করেছিলেন। আবূ বাকর (রাঃ) রসূল ﷺ-এর মতই জবাব দিলেন। 'আলিমগণ বলেন : নাবী ﷺ-কে 'উমারের এ প্রশ্ন দীনের প্রতি সন্দেহের কারণে ছিল না বরং তার কাছে যে বিষয়টি অস্পষ্ট ছিল তা প্রকাশ করার উদ্দেশেই ছিল এ প্রশ্ন। আর 'উমার-এর প্রশ্নের উত্তরে আবূ বাক্র (রাঃ) যা বলেছিলেন তা ছিল আবূ বাক্র (রাঃ)-এর মহান মর্যাদা ও তার গভীর জ্ঞানের প্রমাণ। এমনকি সকল বিষয়েই তার মর্যাদা অন্যের চাইতে বেশী। কারণ এখানে প্রমাণ পাওয়া যায় 'উমার (রাঃ) যা অনুধাবন করতে পারেননি আবূ বাক্র (রাঃ) তা অনুধান করতে পেরেছিলেন। তাই তার জবাব রসূল ﷺ-এর জবাবের মতই ছিল। তবে এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যায়, রসূল ﷺ যখন 'উমার (রাঃ)-এর প্রশ্নের উত্তরে বললেন : আমি আল্লাহর রসূল, আমি তার অবাধ্য হতে পারি না এবং অবশ্যই তিনি আমাকে সাহায্য করবেন। এরপরও 'উমার (রাঃ) কেন আবূ বাক্র (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন? এর জবাব এই যে, আবূ বাক্র (রাঃ)-এর নিকট এ বিষয়ে কি জ্ঞান আছে তা জানার জন্য তিনি তাকে প্রশ্ন করেছিলেন। "আমি আল্লাহর রসূল, আমি তাঁর অবাধ্য হতে পারি না" রসূল ﷺ-এর এ বক্তব্যে স্পষ্ট জানা যায় যে, হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি আল্লাহর নির্দেশেই হয়েছিল। মুসলিমদের দুর্বলতার কারণে নয়। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٠٤٥ -[٤] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فِيْ بَيْعَةِ النِّسَاءِ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ: ﴿يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ [سورة الممتحنة ٦٠: ١٢]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

فَمَنْ أَقَرَّتْ بِهٰذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا: «قَدْ بَايَعْتُكِ» كَلَامًا يُكَلِّمُهَا بِهٖ وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُهٗ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ.

৪০৪৫-[৪] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ নারীদের বায়'আত গ্রহণকালে কুরআন মাজীদের এ আয়াতের আলোকে পরীক্ষা করতেন– অর্থাৎ- "হে নাবী! যখন মু'মিন রমণীগণ আপনার কাছে বায়'আত করতে আসে...."– তাদের মধ্যে যে রমণী আয়াতে উল্লিখিত শর্তাবলী মেনে চলার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হত তিনি (ﷺ) তাকে বলতেন : আমি তোমাকে মুখে কথার মাধ্যমে বায়'আত করে নিয়েছি। আল্লাহর কুসম! বায়'আত গ্রহণকালে তাঁর হাত কোনো রমণীর হাত স্পর্শ করেনি। (বুখারী ও মুসলিম)[১২৮৫]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ) অবশ্যই রসূলুল্লাহ ﷺ মু'মিনাহ্ মহিলাদের পরীক্ষা নিতেন। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন : নাবী ﷺ কর্তৃক মু'মিনাহ্ মহিলাদের পরীক্ষা ছিল এরূপ : তিনি তাদেরকে শপথ করতে বলতেন, তারা তাদের স্বামীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন না। মুসলিম কোনো পুরুষের প্রতি তাদের কোনো আকর্ষণ নেই, কোনো ভূমির বিপরীতে অন্য কোনো ভূমির প্রতি আগ্রহ নেই, স্বীয় আবাস ছেড়ে যাওয়ার মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি। একমাত্র ইসলামের আকর্ষণে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ভালোবাসার কারণে দেশত্যাগ করেছেন। তারা যদি এসব বিষয়ে শপথ করে তা মেনে নিতো

[১২৮৫] **সহীহ :** বুখারী ২৭১৩, মুসলিম ১৮৬৬, আহমাদ ২৬৩২৬।

তাহলে রসূল ﷺ তাদেরকে ফেরত পাঠাতেন না। বরং উক্ত মহিলার স্বামীকে তার মুহরানা ফিরিয়ে দিতেন এবং তারা যা ব্যয় করেছে তাও ফিরিয়ে দিতেন।

(فَمَنْ أَقَرَّتْ بِهٰذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا : «قَدْ بَايَعْتُكِ») যে সকল মহিলা আয়াতে বর্ণিত শর্ত মেনে নিতো তাকে তিনি (ﷺ) বলতেন, তোমার বায়'আত আমি গ্রহণ করেছি। বায়'আত গ্রহণের জন্য তিনি (ﷺ) কোনো মহিলার হাত ধরতেন না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

হাদীসের শিক্ষা : ১. মহিলাদের বায়'আত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের সাথে শুধুমাত্র কথায় বায়'আত গ্রহণ করা হয়। তাদের হাত বায়'আত গ্রহণকারী ইমামের হাতের সাথে স্পর্শ করবে না।

২. পুরুষের বায়'আত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ইমাম তাদের হাত ধরবেন।

৩. প্রয়োজনে অপরিচিত মহিলার সাথে কথা বলা এবং তাদের কথা শ্রবণ করা বৈধ।

৪. মহিলাদের কণ্ঠস্বর আওরাতের (পর্দার) অন্তর্ভুক্ত নয়।

৫. বিনা প্রয়োজনে মাহরাম নয় এমন মহিলার শরীর স্পর্শ করা বৈধ নয়।

(শারহু মুসলিম ১৩শ খণ্ড, হাঃ ১৮৬৬)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٠٤٦ ـ [٥] عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ : أَنَّهُمُ اصْطَلَحُوْا عَلٰى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِيْنَ يَأْمَنُ فِيْهَا النَّاسُ وَعَلٰى أَنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوْفَةً وَأَنَّهُ لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪০৪৬-[৫] মিস্ওয়ার ও মার্ওয়ান رضي الله عنهم হতে বর্ণিত। তারা (কুরায়শরা) মুসলিমদের সাথে (হুদায়বিয়াহ্-তে) দশ বৎসরের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখতে সন্ধিপত্র করেছিল, যেন জনসাধারণ নিশ্চিন্তে এবং নিরাপদে থাকতে পারে। তাতে এটাও উল্লেখ ছিল যে, আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করব না এবং পরস্পরের মধ্যে গোপনে বা প্রকাশ্যে কেউ চুরি বা বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নেব না। (আবূ দাউদ)[1286]

ব্যাখ্যা : (اصْطَلَحُوْا عَلٰى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِيْنَ) 'তারা দশ বছর যুদ্ধ নয়' চুক্তি করেছিল। অর্থাৎ মাক্কার মুশরিকগণ নাবী ﷺ-এর সাথে হুদায়বিয়াতে দশবছরের জন্য যুদ্ধ নয় চুক্তি করেছিল। এ চুক্তিতে বানূ বাক্র মাক্কার কুরায়শদের পক্ষ গ্রহণ করে। আর খুযা'আহ্ গোত্র নাবী ﷺ-এর পক্ষ নেয়। চুক্তির পর সতের বা আঠার মাস অতিবাহিত না হতেই বানূ বাক্র যারা কুরায়শদের পক্ষ নিয়েছিল তারা খুযা'আহ্ গোত্রের ওপর আক্রমণ চালায় যারা নাবী ﷺ-এর পক্ষাবলম্বন করেছিল। আর যুদ্ধে কুরায়শগণ খুযা'আদের বিরুদ্ধে বাক্র গোত্রকে সাহায্য করে এই ভেবে যে, রাতের বেলার আক্রমণে কে কাকে সাহায্য করেছে কেউ তা দেখতে পাবে না। তাই তারা বানূ বাক্রকে অস্ত্র এবং বাহন দিয়ে সাহায্য করে। এদিকে খুযা'আহ্ গোত্রের পক্ষ থেকে 'আম্র ইবনু মালিক এ সংবাদ নিয়ে নাবী ﷺ-এর কাছে চলে গিয়ে তাকে বিষয়টি অবহিত করলে নাবী ﷺ 'আম্রকে বলেন : হে 'আম্র! তোমাকে সাহায্য করা হবে। অতঃপর নাবী ﷺ মুসলিমদের মাক্কাহ্ আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিতে বললেন এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন তিনি যেন বিষয়টি মাক্কার কাফিরদের থেকে আড়াল করে রাখেন। এভাবেই মাক্কাহ্ বিজয়ের ঘটনা ঘটে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[1286] হাসান : আবূ দাউদ ২৭৬৬, আহমাদ ১৮৯১০।

(وَعَلٰى اَنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوْفَةً) চুক্তির মধ্যে এও ছিল যে, আমাদের দরজা বন্ধ থাকবে। ইমাম শাওকানী 'নায়লুল আওত্বার'-এ বলেন : অর্থাৎ ইতোপূর্বে আমাদের মাঝে যুদ্ধের যে সমস্ত কারণ রয়েছে সেজন্য আমরা কেউ কাউকে দোষারোপ করবো না। বরং আমাদের মাঝে যে চুক্তি হয়েছে তা সংরক্ষণ করবো।

(لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ) "চুরিও হবে না এবং খিয়ানাতও হবে না।" অর্থাৎ লোকজন একে অপর থেকে জান ও মালের নিরাপত্তা লাভ করবে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে।

('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৭৬৩)

٤٠٤٧ - [٦] وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَنْ اٰبَائِهِمْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهٗ أَوْ كَلَّفَهٗ فَوْقَ طَاقَتِهٖ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيْجُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪০৪৭-[৬] সফ্ওয়ান ইবনু সুলায়ম (রহিমাহুল্লাহ) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কিছু সংখ্যক সহাবীর সন্তানদের হতে বর্ণনা করেন। তারা তাঁদের পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো লোকের ওপর অন্যায়-যুল্‌ম করে যার সাথে তার সন্ধি হয়েছে, অথবা তার কোনো ক্ষতি সাধন করে, অথবা সাধ্যাতীত তাকে কষ্ট দেয়, অথবা তার কাছ থেকে জোরপূর্বক কোনো কিছু আদায় করে, ক্বিয়ামাতের দিন আমিই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করব। (আবূ দাউদ)[১২৮৭]

ব্যাখ্যা : (مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا) "যে ব্যক্তি অঙ্গীকারাবদ্ধ ব্যক্তির প্রতি যুল্‌ম করবে"। অর্থাৎ যিম্মী অথবা ইসলামী রাষ্ট্রে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে এমন ব্যক্তির ওপর যুল্‌ম করবে।

(أَوِ انْتَقَصَهٗ أَوْ كَلَّفَهٗ) "অথবা সাধ্যের চেয়ে বেশী কষ্ট চাপিয়ে দিবে।" অর্থাৎ জিয্ইয়াহ্ অথবা কর আদায়ের ক্ষেত্রে যুল্‌ম করবে এভাবে যে, যার ওপর জিয্ইয়াহ্ ওয়াজিব নয় তার জিয্ইয়াহ্ আদায় করবে অথবা যা ওয়াজিব তার চাইতে অধিক আদায় করবে।

(أَنَا حَجِيْجُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) ক্বিয়ামাত দিবসে আমি তার বিরুদ্ধে লড়বো। অর্থাৎ বিচার দিবসে আমি মাযলূমের পক্ষ নিয়ে যালিমের বিরুদ্ধে দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করবো।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মাবূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ৩০৫০)

٤٠٤٨ - [٧] وَعَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَنَا: «فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ» قُلْتُ: اَللهُ وَرَسُوْلُهٗ أَرْحَمُ بِنَا مِنَّا بِأَنْفُسِنَا قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! بَايِعْنَا تَعْنِيْ صَافِحْنَا قَالَ: «إِنَّمَا قَوْلِيْ لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِيْ لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَمَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ

৪০৪৮-[৭] উমায়মাহ্ বিনতু রুক্বয়ক্বাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক মহিলার সাথে আমিও নাবী (ﷺ)-এর কাছে বায়'আত করলাম। তখন তিনি (ﷺ) আমাদেরকে বলেছেন : আমি তোমাদের নিকট হতে এমন কিছু বিষয়ের শপথ নিলাম, যা পালনে তোমরা সক্ষম। আমি বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদের জন্য আমাদের নিজেদের চেয়ে অধিক দয়াময়। অতঃপর আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আমাদেরকে বায়'আত করে নিন। অর্থাৎ- (পুরুষদের ন্যায়) আমাদের হাতে হাত ধরে বায়'আত গ্রহণ

[১২৮৭] **সহীহ** : আবূ দাউদ ৩০৫২, সহীহাহ্ ৪৪৫, সহীহ আল জামি' ২৬৫৫, সহীহ আত্ তারগীব ৩০০৬।

করুন। তিনি (ﷺ) বললেন : শুনো, আমার মুখের বাণী (কথা) দ্বারা একশত মহিলার বায়'আত গ্রহণ করা, একজন মহিলার বায়'আত গ্রহণ করার অনুরূপ। (তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ্ ও মুয়াত্ত্বা মালিক)[১২৮৮]

ব্যাখ্যা : («فَقَالَ لَنَا : «فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ) তিনি আমাদের বললেন : সাধ্যানুযায়ী তোমরা যা পারো অর্থাৎ তোমরা যে শর্তের উপর বায়'আত করলে সাধ্যানুযায়ী তা পালন করবে।

(قُلْتُ : اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَرْحَمُ بِنَا مِنَّا بِأَنْفُسِنَا) আমরা আমাদের নাফসের প্রতি যত না দয়াশীল আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদের প্রতি তার চাইতে অধিক দয়াশীল। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদের স্বার্থের দিকে আমাদের চাইতে অধিক লক্ষ্য রাখেন। আর এটা এজন্য যে, তিনি ও তাঁর রসূল আমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।

(يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! بَايِعْنَا) হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদের বায়'আত নিন। অর্থাৎ আপনি কথার মাধ্যমে তো আমাদের অঙ্গীকার নিয়েছেন। এবার আমাদের হাতে হাত রেখে অঙ্গীকার নিন যেরূপ পুরুষদের হাতে হাত রেখে অঙ্গীকার নিয়ে থাকেন।

(إِنَّمَا قَوْلِىْ لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِىْ لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ) একশত মহিলার সাথে আমার কথা বলা এক মহিলার সাথে কথা বলার মতই। অর্থাৎ যেহেতু আমি মহিলাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নেয়ার ক্ষেত্রে তাদের হাত স্পর্শ করি না শুধু কথা বলার মাধ্যমে তার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়ে থাকি, তাই তাদের একজনের সাথে যেমন কথা বলি অনুরূপ একশত জনের সাথেও শুধুমাত্র কথাই বলি। কোনো মহিলার হাতের সাথে হাত মিলিয়ে অঙ্গীকার গ্রহণ করি না। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৪র্থ খণ্ড, হাঃ ১৫৯৭)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٠٤٩ -[٨] عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: اِعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ فَأَبٰى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوْهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتّٰى قَاضَاهُمْ عَلٰى أَنْ يَدْخُلَ يَعْنِىْ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ يُقِيْمُ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوْا: هٰذَا مَا قَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ. قَالُوْا: لَا نُقِرُّ بِهَا فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مَنَعْنَاكَ وَلٰكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ: «أَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ». ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِىْ طَالِبٍ: «اُمْحُ: رَسُوْلَ اللّٰهِ» قَالَ: لَا وَاللّٰهِ لَا أَمْحُوْكَ أَبَدًا فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ فَكَتَبَ: «هٰذَا مَا قَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ: لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ بِالسِّلَاحِ إِلَّا السَّيْفَ فِى الْقِرَابِ وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهٗ وَأَنْ لَّا يَمْنَعَ مِنْ أَصْحَابِهٖ أَحَدًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيْمَ بِهَا» فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوْا: قُلْ لِصَاحِبِكَ: اُخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[১২৮৮] **সহীহ** : তিরমিযী ১৫৯৭, নাসায়ী ৪১৮১, ইবনু মাজাহ ২৮৭৪, মালিক ১৯০৮, মুসনাদে আহমাদ ২৬৪৬৬, ২৭০০৭, সহীহাহ্ ৫২৯, মালিক ১৮৪২, ইবনু হিব্বান ৪৫৫৩, হুমায়দী ৩৪১, মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪/৭১।

৪০৪৯-[৮] বারা ইবনু 'আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যুলক্বি'দাহ্ মাসে 'উমরার উদ্দেশে (মাদীনাহ্ হতে) রওয়ানা হলেন। কিন্তু মাক্কাবাসীরা তাকে মাক্কাহ্ প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করল। পরিশেষে তাদের সাথে এ চুক্তি সম্পাদিত হলো যে, তিনি (ﷺ) আগামী বৎসর তিনদিনের জন্য মাক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন। অতঃপর যখন সন্ধিপত্র লেখা হচ্ছিল তখন লেখা হলো, "এটা সেই সন্ধিপত্র যা আল্লাহর প্রেরিত রসূল মুহাম্মাদ-এর পক্ষ হতে সম্পাদিত"। তখন মাক্কাবাসীরা আপত্তি করে বসল : "আমরা তো আপনাকে আল্লাহর রসূল হিসেবে স্বীকার করি না। যদি আমরা আপনাকে আল্লাহর রসূল হিসেবে বিশ্বাস করতাম, তাহলে আপনাকে তো বাধাই দিতাম না; বরং আপনি হলেন "আবদুল্লাহ-এর পুত্র মুহাম্মাদ"। জবাবে তিনি (ﷺ) বললেন : আমি আল্লাহর রসূল ও 'আবদুল্লাহ-এর পুত্র মুহাম্মাদ! অতঃপর তিনি (ﷺ) 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব (রাঃ)-কে বললেন : "রসূলুল্লাহ" শব্দটি মুছে ফেলো। 'আলী (রাঃ) বললেন : আল্লাহর কৃসম! আপনার এ নাম আমি কক্ষনো মুছব না। অতঃপর তিনি (ﷺ) নিজেই কাগজ নিয়ে লিখে দিলেন "এটা 'আবদুল্লাহ-এর পুত্র মুহাম্মাদ-এর পক্ষ হতে সন্ধিপত্র"। অথচ তিনি (ﷺ) ভালোভাবে লেখতেও জানতেন না। তাতে উল্লেখ ছিল, তিনি (ﷺ) যুদ্ধাস্ত্রসহ মাক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন না। কেবলমাত্র তরবারি কোষবদ্ধ রাখতে পারবেন। আর (মাক্কাহ্ হতে) তাঁর কোনো আপনজন তাঁর অনুগমন করলে তাকে (মাক্কার) বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে না এবং যদি তাঁর কোনো সঙ্গী মাক্কায় থেকে যেতে চায়, তাকেও তিনি বাধা দিতে পারবেন না। অতঃপর পরবর্তী বৎসর যখন তিনি (ﷺ) মাক্কায় প্রবেশ করলেন এবং নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেল তখন তারা 'আলী (রাঃ)-এর নিকট এসে বলল : তোমার সাথীকে আমাদের এখান থেকে প্রস্থান করতে বলো। কেননা নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। অতঃপর নাবী (ﷺ) (সকল সহাবীসহ) মাক্কাহ্ হতে বের হয়ে গেলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[১২৮৯]

ব্যাখ্যা : (رَسُوْلُ اللهِ) 'রসূলুল্লাহ' শব্দটি মুছে ফেলো। অর্থাৎ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ বাক্য থেকে مُحَمَّدٌ শব্দ রেখে দিয়ে رَسُوْلُ اللهِ শব্দটি মুছে ফেলো।

(كَتَبُوْا : هٰذَا مَا قَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ) অতঃপর তিনি লিখলেন, এটা সেই চুক্তিপত্র যার ফায়সালা করেছেন আল্লাহর রসূল (ﷺ)। অত্র হাদীসে উল্লেখিত শব্দ (فَأَخَذَ فَكَتَبَ) তিনি তা নিলেন এবং লিখলেন সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, নাবী (ﷺ) স্বয়ং লিখেছেন। তবে এ অর্থ গ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই যে, রসূল (ﷺ) আদেশ করেছেন আর লেখক তা লিখেছেন। অর্থাৎ রসূল (ﷺ) 'আলী (রাঃ)-কে رَسُوْلُ اللهِ শব্দ মুছে ফেলতে বললেন, আর 'আলী (রাঃ) তা মুছে ফেলতে অস্বীকার করলেন। তখন নাবী (ﷺ) তা নিজের হাতে নিয়ে নেন এবং স্বয়ং رَسُوْلُ اللهِ শব্দ নিজ হাতে মুছে দেন। অতঃপর তিনি 'আলী (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলে 'আলী (রাঃ) লিখলেন।

(فَلَمَّا دَخَلَهَا) অতঃপর তিনি যখন সেখানে প্রবেশ করলেন, অর্থাৎ চুক্তি অনুযায়ী যখন তিনি (ﷺ) পরবর্তী বৎসর মাক্কাতে প্রবেশ করলেন।

(وَمَضَى الْأَجَلُ) এবং নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গেলো। অর্থাৎ চুক্তির শর্তানুযায়ী তিন দিন চলে যাওয়ার উপক্রম হলো (فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ) তখন নাবী (ﷺ) বেরিয়ে গেলেন অর্থাৎ নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার আগেই অথবা নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার মুহূর্তে তিনি মাক্কাহ্ থেকে বেরিয়ে গেলেন। অর্থাৎ নাবী (ﷺ) চুক্তির শর্ত রক্ষা করেছেন তা ভঙ্গ করেননি। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

[১২৮৯] সহীহ : বুখারী ২৬৯৯, মুসলিম ১৭৮৩, আহমাদ ১৮৬৩৫, দারিমী ২৫৪৯।

(١٠) بَابُ إِخْرَاجِ الْيَهُوْدِ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ

অধ্যায়-১০ : 'আরব ভূখণ্ড হতে ইয়াহূদীদের বিতাড়ন

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٠٥٠-[١] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «اِنْطَلِقُوْا إِلٰى يَهُوْدٍ» فَخَرَجْنَا مَعَهٗ حَتّٰى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ أَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا اِعْلَمُوْا أَنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ وَأَنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هٰذِهِ الْأَرْضِ. فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهٖ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪০৫০-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা মাসজিদে নাবাবীতে বসে ছিলাম। এমন সময় নাবী (সাঃ) বের হয়ে এসে বললেন : ইয়াহূদী জনপদে চলো। সুতরাং আমরা তাঁর সঙ্গে রওয়ানা হলোাম এবং তাদের শিক্ষালয়ে উপস্থিত হলোাম। অতঃপর নাবী (সাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন : হে ইয়াহূদী জাতি! তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো, তবেই নিরাপত্তা বা আশ্রয় লাভ করবে। জেনে রাখো, সারা বিশ্বের ভূখণ্ড আল্লাহ ও তাঁর রসূল-এর একচ্ছত্র অধিকারে। আমি তোমাদেরকে এ ভূখণ্ড ('আরব উপদ্বীপ) হতে বহিষ্কার করার সংকল্প করেছি। অতএব তোমরা কোনো জিনিস বিক্রি করতে চাইলে তা বিক্রি করতে পারো (সুযোগ দেয়া হলো)। (বুখারী ও মুসলিম)[১২৯০]

ব্যাখ্যা : (جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ) অতঃপর আমরা যখন বায়তুল মিদরাসে আসলাম। ক্বাযী 'ইয়ায বলেন : الْمِدْرَاسِ এর দু'টি অর্থ হতে পারে–

১. শিক্ষক যিনি পাঠ দান করেন অর্থাৎ আমরা যখন আহলে কিতাবদের পাঠদানকারী শিক্ষকের বাড়ীতে আসলাম। ২. পাঠশালা, অর্থাৎ এমন জায়গা যেখানে আহলে কিতাবগণ তাদের কিতাবসমূহ পাঠ করে থাকে এবং তা শিক্ষা করে।

(فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ) নাবী (সাঃ) সেখানে দাঁড়ালেন। অর্থাৎ নাবী (সাঃ) সেখান থেমে গেলেন এবং বসে না পড়ে দাঁড়িয়েই থাকলেন।

(فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ أَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا) অতঃপর তিনি বললেন, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম গ্রহণে করো তাহলে নিরাপত্তা লাভ করবে। অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করলে দুনিয়ার অপমান এবং পরকালের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে।

ত্বীবী (রহঃ) বলেন : تَسْلَمُوْا শব্দটি যদিও সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা লাভ করা বুঝায় তথাপি এখানে নির্দিষ্ট অর্থ উদ্দেশ্য যা অবস্থার প্রেক্ষাপট দ্বারা বুঝা যায়। অর্থাৎ তোমরা ইসলাম গ্রহণ করলে নির্বাসনের কষ্ট থেকে রেহাই পাবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ৩০০১)

[১২৯০] **সহীহ :** বুখারী ৩১৬৭, মুসলিম ১৭৬৫, আবূ দাউদ ৩০০৩, আহমাদ ৯৮২৬, সহীহ আল জামি' ৭৯৮৬।

(اِعْلَمُوْا أَنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ) জেনে রাখবে, এ জমিন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের। অর্থাৎ এ জমিন প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর তিনি তার মালিক। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "জমিন একমাত্র আল্লাহ তা'আলার, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে তার উত্তরাধিকার প্রদান করেন"– (সূরাহ্ আল আ'রাফ ৭ : ১২৮)। আর রসূল ﷺ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে জমিনের মালিক।

(وَأَنِّىْ أُرِيْدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هٰذِهِ الْأَرْضِ) আমি তোমাদের অত্র এলাকা থেকে নির্বাসনে পাঠানোর ইচ্ছা করেছি অর্থাৎ আমি 'আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আর এখানে ইয়াহূদী থেকে উদ্দেশ্য বানী নাযীর-কে বহিষ্কার এবং বানী নাযীর-কে হত্যা করার পর মাদীনাহ্ ও তার আশেপাশের অবস্থিত ইয়াহূদীগণ উদ্দেশ্য। কেননা অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষ দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন। আর বানী নাযীর-কে বহিষ্কার করা হয় ৪র্থ হিজরীতে এবং বানূ কুরায়যাহ্-কে হত্যা করা হয় ৫ম হিজরীতে। অতএব আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত ইয়াহূদী দ্বারা উদ্দেশ্য তারাই যারা আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه ইসলাম গ্রহণের সময় মাদীনাহ্ ও তার আশেপাশে অবস্থিত ছিল।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ৩০০১)

(فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهٖ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ) অতএব তোমাদের মধ্যে যাদের মাল আছে তারা যেন তা বিক্রয় করে ফেলে। অর্থাৎ যে সমস্ত মাল বহন করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় যেমন ঘর-বাড়ী ও বৃক্ষসমূহ ইত্যাদি। সেগুলো যেন তারা বিক্রয় করে ফেলে। ইমাম খত্ত্বাবী বলেন : অত্র হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী দলীল পেশ করেছেন যে, কোনো ব্যক্তিকে কিছু বিক্রয় করতে বাধ্য করা হলে সে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। তবে অত্র হাদীসে ইয়াহূদীদের বিক্রয়টি নিরুপায় ব্যক্তির বিক্রয়ের সাথে অধিক সাদৃশ্য রাখে। কেননা বাধ্য তো তাকে বলা যায় যে বিক্রয় করতে না চাইলেও তা বিক্রয়ে বাধ্য করা হয়। আর এখানে ইয়াহূদীরা যদি বিক্রয় না করে তা ফেলে যেতো তাহলে তাদেরকে তা বিক্রয় করতে বাধ্য করা হতো না। অতএব নিরুপায় বিক্রয় বৈধ আর বাধ্য করা হলে সে বিক্রয় বৈধ নয়।

ইমাম নাবাবী বলেন : ইমাম মালিক ও শাফি'ঈ এবং অন্যান্য ইমামগণের মতে 'আরব উপদ্বীপ থেকে কাফিরদের বহিষ্কার করা ওয়াজিব। অতএব তাদেরকে 'আরব উপদ্বীপে বসবাস করতে দেয়া নাজায়িয। তবে ইমাম শাফি'ঈ এ হুকুমকে শুধুমাত্র হিজাযের জন্য খাস মনে করেন। কিন্তু তারা এ অঞ্চলে যাতায়াত করতে পারবে মাক্কাহ্ ছাড়া । মাক্কাতে কোনো কাফিরকে প্রবেশ করার সুযোগ দেয়া যাবে না কোনো অবস্থাতেই না। গোপনে তারা মাক্কায় প্রবেশ করলে বহিষ্কার করা ওয়াজিব। এমনকি কেউ গোপনে প্রবেশ করে সেখানে মারা যাওয়ার পর দাফন করা হলে তার লাশ ক্ববর থেকে উত্তোলন করে মাক্কার বাহিরে নিয়ে দাফন করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত লাশের মধ্যে কোনো পরিবর্তন বা পঁচন না ধরে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফাহ্ হারাম অঞ্চলে কাফিরদের প্রবেশ বৈধ মনে করেন। জুমহূর 'আলিমদের দলীল হলো আল্লাহর বাণী : "মুশরিকগণ তো নাপাক, অতএব তারা মাসজিদে হারামের নিকটবর্তী হতে পারবে না"– (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ২৮)।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٠٥١ - [٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ عُمَرُ خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عَامَلَ يَهُوْدَ خَيْبَرَ عَلٰى أَمْوَالِهِمْ وَقَالَ: «نُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللّٰهُ». وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَاءَهُمْ فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلٰى ذٰلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِيْ أَبِي الْحُقَيْقِ فَقَالَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَتُخْرِجُنَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ وَعَامَلَنَا عَلَى الْأَمْوَالِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَظَنَنْتَ

أَنِّىْ نَسِيْتُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: «كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُوْ بِكَ قَلُوْصُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ؟» فَقَالَ: هٰذِهٖ كَانَتْ هُزَيْلَةً مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ فَقَالَ كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ مَالًا وَإِبِلًا وَعُرُوْضًا مِنْ أَقْتَابٍ وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذٰلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪০৫১-[২] ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খুত্বাহ্ দানকালে দাঁড়িয়ে বললেন : অবশ্যই রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খায়বারের ইয়াহূদীদের সাথে চুক্তির শর্তানুযায়ী তাদের খামারে কাজ করার সুযোগ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন : আল্লাহ তা'আলা যতদিন তোমাদের এখানে রাখেন, আমরাও তোমাদেরকে রাখব। ('উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন) এখন আমি তাদেরকে বহিষ্কার করার দৃঢ়সংকল্প করেছি। অবশেষে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, তখন এ সংবাদ পেয়ে আবুল হুক্বায়ক্ব গোত্রের এক ইয়াহূদী এসে বলল : হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি আমাদেরকে বহিষ্কার করবেন? অথচ আপনি জানেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে এখানে অবস্থানের অনুমতি দিয়েছেন এবং মালের বিনিময়ে আমাদের কাজ করিয়েছেন। উত্তরে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন : তুমি কি মনে করো যে, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সে কথাটি ভুলে গেছি? তোমাকে যখন খায়বার হতে বিতাড়িত করা হবে তখন তোমার উটগুলো তোমাকে নিয়ে রাতের পর রাত ছুটতে থাকবে, এমতাবস্থায় তোমার অবস্থা কিরূপ হবে? লোকটি বলল : তা তো আবুল ক্বাসিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাস্যোস্পদ উক্তি ছিল। এবার 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন : হে আল্লাহর শত্রু! সাবধান! নিঃসন্দেহে তুমি মিথ্যা বলছ। অতঃপর 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদেরকে খায়বার হতে বিতাড়িত করলেন এবং তিনি উট ও অন্যান্য আসবাবপত্র যেমন- উটের পিঠে বসার পালান ও রশি ইত্যাদির দ্বারা তাদের ফল-ফলাদির মূল্য পরিশোধ করে দেন। (বুখারী)[১২৯১]

ব্যাখ্যা : (نُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ) আমরা তোমাদের (খায়বারে) ততদিন থাকতে দিবো যতদিন আল্লাহ তোমাদের থাকতে দেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যতদিন তোমাদের বহিষ্কার করার নির্দেশ না দেন ততদিন আমরা তোমাদের সেখানে থাকতে দিবো। ইবনুল মালিক (রহঃ) বলেন : এর অর্থ হলো যতদিন তোমরা জিয্ইয়াহ্ দিতে থাকবে ততদিন আমরা তোমাদের সেখানে থাকতে দিবো।

(وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَاءَهُمْ) আমি তাদের বহিষ্কার করা মনস্থ করেছি। অর্থাৎ তাদেরকে বহিষ্কার করার মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে বলে আমি মনে করি। এ বক্তব্যটি 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর।

(أَتَاهُ أَحَدُ بَنِيْ أَبِي الْحُقَيْقِ) 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট আবুল হুক্বায়ক্ব-এর সন্তানদের মধ্য থেকে কোনো একজন আগমন করলো। অর্থাৎ তাদের নেতা অথবা তাদের মধ্যে বয়সে বড় একজন 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট এসে বললো :

(يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَتُخْرِجُنَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ وَعَامَلَنَا عَلَى الْأَمْوَالِ؟) হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আমাদের বহিষ্কার করতে চান অথচ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে বসবাস করার অনুমতি দিয়েছেন এবং মালের বিনিময়ে আমাদের কাজ করিয়েছেন। অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের স্বীয় গৃহে থাকার বিষয়টি মেনে নিয়েছেন এবং আমাদেরকে তার জমিনে শ্রমিক নিয়োগ করেছেন। অথচ আপনি আমাদের বহিষ্কার করতে চাচ্ছেন।

(فَقَالَ عُمَرُ: أَظَنَنْتَ أَنِّىْ نَسِيْتُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ) 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন : তুমি কি মনে করো আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সে কথাটি ভুলে গিয়েছি।

[১২৯১] সহীহ : বুখারী ২৭৩০।

(كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ) তোমার কি অবস্থা হবে যখন তোমাকে খায়বার থেকে বের করে দেয়া হবে? অর্থাৎ তোমাদেরকে খায়বার থেকে বহিষ্কার করা হবে, এটা তো রসূল ﷺ-এরই কথা। আর আমি তা ভুলিনি।

(فَقَالَ: هٰذِهٖ كَانَتْ هُزَيْلَةً مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ) তখন ইয়াহূদীবর্গ বললো : এটা তো আবুল ক্বাসিম ﷺ-এর ঠাট্টামূলক কথা ছিল। অর্থাৎ তিনি আমাদেরকে বহিষ্কার করার উদ্দেশে এ কথা বলেননি। বরং তা বলেছিলেন হাসি তামাশামূলকভাবে।

(فَقَالَ كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللّٰهِ) তখন 'উমার رضي الله عنه বললেন : হে আল্লাহর দুশমন! তুমি মিথ্যা বলছো। অর্থাৎ তোমার দাবী রসূল ﷺ ঠাট্টামূলকভাবে বলেছিলেন। বাস্তবে তা সত্য নয়। বরং তিনি সঠিক কথাই বলেছিলেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তোমাদেরকে খায়বার থেকে বহিষ্কার করা হবে। (فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ) অতঃপর 'উমার رضي الله عنه তাদেরকে বহিষ্কার করে দিলেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٠٥٢ - [٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَوْصٰى بِثَلَاثَةٍ: قَالَ: «أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ أَوْ قَالَ: فَأُنْسِيتُهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪০৫২-[৩] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকালের সময় তিনটি বিষয়ে ওয়াসিয়্যাত করে যান। [১] 'আরব উপদ্বীপ হতে মুশরিকদেরকে (বিধর্মীদেরকে) বহিষ্কার করবে, [২] প্রতিনিধি বা দূতকে আমি যেভাবে আতিথেয়তা করি, তোমরাও অনুরূপভাবে করবে। ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه বলেন : তৃতীয়টির ব্যাপারে তিনি (ﷺ) নিজেই নীরব রয়েছেন, অথবা তিনি (ﷺ) বলেছেন, অতএব তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)[১২৯২]

ব্যাখ্যা : (وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ) "সাক্ষাৎ করতে আসা প্রতিনিধি দলকে মেহমানদারী করবে যেভাবে আমি মেহমানদারী করতাম।" অর্থাৎ সাক্ষাৎপ্রার্থী প্রতিনিধি দল যতদিন অবস্থান করবে ততদিন পর্যন্ত তাদের যা প্রয়োজন তা প্রদান করবে।

ইমাম নাববী বলেন : 'আলিমগণ বলেন, প্রতিনিধি দলকে উপঢৌকন দেয়া এবং তাদের মেহমানদারী করার নির্দেশ নাবী ﷺ প্রদান করেছেন তাদের মনোতুষ্টি এবং অন্যদের হৃদয় আকৃষ্ট করার এবং সফরে সাহায্য করার জন্য।

ক্বাযী 'ইয়ায বলেন : আলিমগণ বলেন যে, প্রতিনিধি দল মুসলিম অথবা কাফির যেই হোক না কেন তাদের মেহমানদারী করতে হবে। (শারহু মুসলিম ১১শ খণ্ড, হাঃ ১৬৩৭)

তূরিবিশতী (রহঃ) বলেন : প্রতিনিধি দলের মেহমানদারী করার নির্দেশ প্রদান এজন্য করেছেন যে, প্রতিনিধি দল স্বীয় গোত্রের বার্তাবাহক। তাকে আকৃষ্ট করার মাধ্যমে তার গোত্রের হৃদয় আকৃষ্ট হবে এবং অসন্তুষ্ট হলে তার গোত্র অসন্তুষ্ট হবে। আর প্রতিনিধি দল আসে ইমামের নিকট, তাই তার কর্তব্য হলো আল্লাহর দেয়া সম্পদ জনগণের কল্যাণে ব্যবহার করা। আর প্রতিনিধি দলের সম্মান ও মেহমানদারীর মধ্যে জনগণের কল্যাণ নিহিত।

[১২৯২] **সহীহ :** বুখারী ৩০৫৩, মুসলিম ১৬৩৭, আবূ দাউদ ৩০২৯, আহমাদ ১৯৩৫, সহীহাহ্ ১১৩৩, সহীহ আল জামি' ২৩১।

(وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ) তৃতীয় বিষয় থেকে তিনি নীরব থেকেছেন। অর্থাৎ ইবনু 'আব্বাস বলেন : নাবী ﷺ বক্তব্যের শুরুতে যদিও বলেছিলেন আমি তোমাদেরকে তিনটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি কিন্তু তৃতীয় বিষয়টি তিনি আর বলেননি। অথবা ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه বলেছেন, তৃতীয় বিষয়টি রসূল ﷺ তো বলেছিলেন কিন্তু আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আমার তা স্মরণ নেই।

ইমাম নাবাবী বলেন : ক্বাযী 'ইয়ায বলেছেন, হতে পারে যে, তৃতীয় বিষয়টি ছিল এই "আমার ক্বরকে তোমার পূজার সামগ্রী তথা পূজার স্থানে পরিণত করো না।"

এ বিষয়টি ইমাম মালিক তার মুয়াত্ত্বা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ইয়াহূদীদের বহিষ্কারের বিষয়ের সাথে আর ঐ হাদীসটির বর্ণনাকারী হলেন 'উমার رضي الله عنه। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٠٥٣ - [٤] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ حَتّٰى لَا أَدَعَ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ: «لَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ».

৪০৫৩-[৪] জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব رضي الله عنه আমাকে বলেছেন, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি (ﷺ) বলেছেন : নিশ্চয় আমি 'আরব ভূখণ্ড হতে ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে বহিষ্কার করব। এমনকি মুসলিম ছাড়া আর কাউকে এখানে রাখব না। (মুসলিম)[১২৯৩]

অপর এক বর্ণনাতে আছে, ইন্‌শা-আল্ল-হ আমি যদি বেঁচে থাকি নিশ্চয় 'আরব ভূখণ্ড হতে ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে বের করে দেব।

ব্যাখ্যা : (حَتّٰى لَا أَدَعَ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا) "সেখানে মুসলিম ব্যতীত অন্য কাউকে থাকতে দিবো না।" অর্থাৎ 'আরব উপদ্বীপ একমাত্র মুসলিমদের আবাসভূমি। সেখানে কোনো অমুসলিম থাকবে না।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, (لَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ)

আমি যদি বেঁচে থাকি তাহলে আল্লাহ চাহে তো 'আরব উপদ্বীপ থেকে সকল ইয়াহূদী নাসারাদের বহিষ্কার করে দিবো। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

لَيْسَ فِيْهِ إِلَّا حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «لَا تَكُوْنُ قِبْلَتَانِ» وَقَدْ مَرَّ فِيْ بَابِ الْجِزْيَةِ.

এ অধ্যায়ে ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত, "দুই ক্বিবলার জনগণ একত্রে থাকতে পারে না"– এ হাদীসটি ছাড়া অন্য কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। আর উক্ত হাদীসটি পূর্বোল্লিখিত 'জিয্‌ইয়াহ' অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

[১২৯৩] **সহীহ :** মুসলিম ১৭৬৭, তিরমিযী ১৬০৬, সহীহ আল জামি' ৫০৫৩।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٠٥٤ - [٥] عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَجْلَى الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلٰى أَهْلِ خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الْيَهُوْدَ مِنْهَا وَكَانَتِ الْأَرْضُ لَمَّا ظُهِرَ عَلَيْهَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ فَسَأَلَ الْيَهُوْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَتْرُكَهُمْ عَلٰى أَنْ يَكْفُوا الْعَمَلَ وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «نُقِرُّكُمْ عَلٰى ذٰلِكَ مَا شِئْنَا» فَأُقِرُّوْا حَتّٰى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ فِىْ إِمَارَتِهٖ إِلٰى تَيْمَاءَ وَأَرِيْحَاءَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪০৫৪-[৫] ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হিজায ('আরব ভূখণ্ড) হতে ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে বিতাড়িত করেছেন। প্রকৃত বিষয় হলো– রসূলুল্লাহ ﷺ যখন খায়বার বিজয় করেন তখন সেখানকার ইয়াহূদীদেরকে তথা হতে বহিষ্কার করতে চেয়েছিলেন। কেননা তিনি (ﷺ) যে জায়গা জয় করেন, তখন সে জায়গা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও সমস্ত মুসলিমের অধিকারে চলে আসে। তখন ইয়াহূদীরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আবেদন করল, তাদেরকে এ শর্তে সেখানে বহাল রাখা হোক যে, তারা নিজেদের কায়িক শ্রমের বিনিময়ে ফল-ফসলাদির অর্ধেক গ্রহণ করবে। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হ্যাঁ, তবে যতদিন আমরা চাইব ততদিন তোমাদেরকে বহাল রাখব। ফলে তারা সেখানে থেকে গেল। পরিশেষে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খিলাফাতকালে তাদেরকে তায়মা ও আরীহা-এর দিকে বিতাড়িত করেছেন।

(বুখারী ও মুসলিম)[১২৯৪]

ব্যাখ্যা : (أَجْلَى الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ) 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ইয়াহূদী এবং নাসারাদের হিজাযের ভূমি থেকে বহিষ্কার করেন।

(أَجْلَاهُمْ عُمَرُ فِىْ إِمَارَتِهٖ إِلٰى تَيْمَاءَ وَأَرِيْحَاءَ) 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে তাঁর খিলাফাতকালে খায়বার থেকে বহিষ্কার করে তায়মা এবং আরীহাতে পাঠিয়ে দেন। তায়মা এবং আরীহা 'আরব উপদ্বীপেরই অংশ। অতএব রসূল ﷺ-এর বাণী ইয়াহূদী নাসারাদের 'আরব উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কার করবো। বাক্যে 'আরব উপদ্বীপ দ্বারা হিজায উদ্দেশ্য। এজন্যই 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে হিজায থেকে বের করে 'আরব উপদ্বীপের অন্তর্গত তায়মাও আরীহাতে প্রেরণ করেন। (শার্হু মুসলিম ১০ম খণ্ড, হাঃ ১৫৫১)

(١١) بَابُ الْفَيْءِ

অধ্যায়-১১ : ফাই (বিনাযুদ্ধে প্রাপ্ত শত্রুদের সম্পদ)-এর বর্ণনা

আল্ মুগরিব গ্রন্থকার বলেন : ফাই বলা হয় ঐ সম্পদকে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর কোনো ভূমি যখন মুসলিমদের অধিকারে চলে যায় তখন এ ভূমিতে বসবাসকারী কাফিরদের কাছ থেকে যা গ্রহণ করা হয় তাই হলো ফাই।

[১২৯৪] **সহীহ** : বুখারী ৩১৫২, মুসলিম ১৫৫১, আহমাদ ৬৩৬৮।

মাফাতীহ গ্রন্থকার বলেন : যুদ্ধ না করেই মুসলিমগণ কাফিরদের নিকট থেকে যে সম্পদ অর্জন করে তাকে ফাই বলা হয়। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশাতে তিনি স্বীয় ইচ্ছা মতো ফাই এর মাল ব্যয় করার অধিকারী ছিলেন। তা থেকে নিজ পরিবারের জন্য ব্যয় করতেন। সেনাবাহিনী প্রস্তুত, মেহমানের মেহমানদারী করা এবং প্রতিনিধি দলের লোকেদের সম্মানার্থে ব্যয় নির্বাহ এ মাল থেকেই করতেন। পরবর্তীতে তা 'উমার (রাঃ) বায়তুল মালের অন্তর্ভুক্ত করে মুসলিমদের কল্যাণে ব্যয় করতেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٠٥٥ - [١] عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِنَّ اللهَ قَدْ خَصَّ رَسُوْلَهُ ﷺ فِيْ هٰذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ثُمَّ قَرَأَ ﴿مَا أَفَاءَ اللهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ﴾ [سورة الحشر ٥٩ : ٦] إِلٰى قَوْلِهِ ﴿قَدِيْرٌ﴾ فَكَانَتْ هٰذِهِ خَالِصَةً لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلٰى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هٰذَا الْمَالِ. ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪০৫৫-[১] মালিক ইবনু আওস ইবনুল হাদাসান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (রাঃ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা এ 'ফাই'টি বিশেষভাবে তাঁর রসূল-এর জন্য খাস করে দিয়েছেন, যাতে অন্য কারো অধিকার নেই। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন– ﴿مَا أَفَاءَ اللهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ...﴾ অর্থাৎ- "আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলকে 'ফাই' হিসেবে (বিনাযুদ্ধে) যা কিছু দিয়েছেন তার জন্য ঘোড়া বা সেনাবাহিনী পরিচালনা করতে হয়নি; বরং আল্লাহ তা'আলা তার রসূলগণকে যার বিরুদ্ধে ইচ্ছা করেন বিজয় দান করেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর উপরই সর্বশক্তিমান।" সুতরাং এ মাল-সম্পদ ছিল রসূলুল্লহ ﷺ-এর জন্য নির্ধারিত। তাই তিনি (ﷺ) উক্ত মাল-সম্পদ হতে পরিবার-পরিজনের জন্য পূর্ণ এক বৎসরের খোরপোষ আদায় করতেন এবং অবশিষ্ট যা থাকত তা সদাক্বার খাতে তথা রাষ্ট্রীয় জনকল্যাণমূলব বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)[১২৯৫]

ব্যাখ্যা : (فَكَانَتْ هٰذِهِ خَالِصَةً لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ) (ফাই এর) এ মাল রসূল ﷺ-এর জন্য নির্ধারিত ছিল। অর্থাৎ রসূল ﷺ-এর পরে ইমামদের জন্য তা স্বেচ্ছায় ব্যয় করার অধিকার নেই, যেরূপ রসূল ﷺ-এর জন্য ছিল। বরং ইমামদের কর্তব্য তা তারা ব্যয় করবে দরিদ্র মুহাজির, আনসার এবং তাদের অনুসারীদের মাধ্য এবং মুসলিমদের কল্যাণে।

(يُنْفِقُ عَلٰى أَهْلِهِ) নাবী ﷺ তা থেকে তাঁর স্ত্রী, সন্তানাদি এবং তাঁর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সকলের জন্য ব্যয় করতেন।

(نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ) তাদের এক বৎসরের প্রয়োজনীয় ব্যয় তা থেকে জমা রাখতেন। ইমাম সুয়ূত্বী বলেন : অত্র হাদীস ঐ হাদীসের বিরোধী নয় যাতে বলা হয়েছে যে, «أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ» তিনি (ﷺ) আগামীকালের জন্য কিছু জমা রাখতেন না। কেননা ادخار বলা হয় ঐ মালকে যা নিজের জন্য জমানো হয়। আর এখানে বলা হয়েছে তার পরিবারের লোকজনদের জন্য। অর্থাৎ তিনি নিজের জন্য জমা করেননি।

[১২৯৫] **সহীহ :** বুখারী ৩০৯৪, মুসলিম ১৭৫৭।

ইমাম নাবাবী বলেন : অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, এক বৎসরের প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী জমা রাখা বৈধ। আর তা তাওয়াক্কুল বিরোধী নয়। 'উলামাগণ এ বিষয়ে একমত যে, স্বীয় উপার্জন থেকে এক বৎসরের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্য জমা রাখা বৈধ। আর যদি বাজার থেকে ক্রয় করতে হয় এবং বাজারে খাদ্যের সঙ্কট থাকে তাহলে তা বৈধ নয়। বরং তখন দৈনন্দিন খরচের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করবে।

(فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ) অবশিষ্ট মাল আল্লাহর মাল হিসেবে রেখে দিতেন। অর্থাৎ স্বীয় পরিবারের জন্য ব্যয়ের নিমিত্তে রেখে দেয়া মালের পর অবশিষ্ট মাল তিনি মুসলিমদের কল্যাণে ব্যয় করতেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٠٥٦ -[٢] وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيْرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِمَّا لَمْ يُوْجِفِ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ خَاصَّةً يُنْفِقُ عَلٰى أَهْلِهٖ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৪০৫৬-[২] 'উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বানী নাযীর-এর সম্পদসমূহ সে সমস্ত সম্পদের মধ্যে গণ্য, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলকে 'ফাই' হিসেবে দান করেছেন, তা অর্জন করতে মুসলিমেরা ঘোড়াও দৌড়ায়নি এবং সেনাবাহিনীও পরিচালনা করতে হয়নি। সুতরাং তা ছিল রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য খাসভাবে নির্ধারিত। তিনি (ﷺ) এ সম্পদ হতে তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য এক বৎসরের খোরপোষে ব্যয় করতেন, অবশিষ্ট যা থাকত তা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধাস্ত্র ও সওয়ারী প্রভৃতি ক্রয় করার কাজে ব্যয় করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)[১২৯৬]

ব্যাখ্যা : (ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ) তার পরিবারের খরচের জন্য রাখার পর অবশিষ্ট যা থাকতো তা দ্বারা তিনি অস্ত্র ও পশু ক্রয় করতেন আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য প্রস্তুতি হিসেবে। মুগরিব গ্রন্থকার বলেন, ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন : الْكُرَاعِ দ্বারা উদ্দেশ্য ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর। ইবনুল হুমাম বলেন : উল্লেখিত বাক্যের অর্থ হলো- অবশিষ্ট মাল ব্যয় করা। বিষয়টি তার প্রতি ন্যস্ত ছিল। তা তিনি মুসলিমদের কল্যাণে যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করতেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٠٥٧ -[٣] عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهٗ فِيْ يَوْمِهٖ فَأَعْطَى الْاٰهِلَ حَظَّيْنِ وَأَعْطَى الْأَعْزَبَ حَظًّا فَدُعِيْتُ فَأَعْطَانِيْ حَظَّيْنِ وَكَانَ لِيْ أَهْلٌ ثُمَّ دُعِيَ بَعْدِيْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَأُعْطِيَ حَظًّا وَاحِدًا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪০৫৭-[৩] 'আওফ ইবনু মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যখনই কোনো 'ফাই'-এর ধন-সম্পদ আসতো, তখন তিনি অবিলম্বে সেদিনই তা বণ্টন করে দিতেন। অবশ্য বণ্টনের মধ্যে এ

[১২৯৬] **সহীহ :** বুখারী ২৯০৪, মুসলিম ১৭৫৭, আবূ দাউদ ২৯৬৫, নাসায়ী ৪১৪০, তিরমিযী ১৭১৯, আহমাদ ১৭১।

নিয়ম-নীতি অবলম্বন করতেন যে, যার পরিবার-পরিজন আছে তাকে দু'ভাগ এবং অবিবাহিতের জন্য একভাগ দিতেন। একদিন আমাকে ডেকে 'ফাই'-এর দু'ভাগ দিলেন। কেননা আমি বিবাহিত ছিলাম। আমার পরে 'আম্মার ইবনু ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে ডেকে তাকে দেয়া হলো একভাগ (কারণ তিনি ছিলেন অবিবাহিত)। (আবূ দাউদ)[১২৯৭]

ব্যাখ্যা : (أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ فِيْ يَوْمِه) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যাস এই ছিল যে, যখন তাঁর নিকট 'ফাই-এর মাল আসতো তিনি তা সেদিনই বণ্টন করতেন। অর্থাৎ 'ফাই' এর মাল থেকে নিজ পরিবারের জন্য খরচের পরিমাণ মাল রাখার পর অবশিষ্ট মাল সাথে সাথেই বণ্টন করতেন বিলম্ব না করে।

(فَأَعْطَى الْأَهِلَ حَظَّيْنِ) পরিবারওয়ালাকে দু' বণ্টন দিতেন। أَهِلٌ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি বিবাহিত অর্থাৎ পরিবার আছে। ইমাম শাওকানী নায়লুল আওত্বারে বলেন : অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, বায়তুল মাল থেকে ভাতা দেয়ার ক্ষেত্রে গ্রহীতার পরিবারের লোক সংখ্যার বিষয়টি খেয়াল রাখা প্রয়োজন। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৯৫১)

٤٠٥٨ - [٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَوَّلَ مَا جَاءَهُ شَيْءٌ بَدَأَ بِالْمُحَرَّرِيْنَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪০৫৮-[৪] ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি, তাঁর কাছে 'ফাই'-এর ধন-সম্পদ আসলে সর্বপ্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামদেরকে দিতেন। (আবূ দাউদ)[১২৯৮]

ব্যাখ্যা : (بَدَأَ بِالْمُحَرَّرِيْنَ) 'ফাই' বণ্টনের ক্ষেত্রে মুহাররার দ্বারা শুরু করতেন। খত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন : মুহাররার দ্বারা উদ্দেশ্য মুক্ত গোলাম। কারো কারো মতে তারা হলো মুকাতাব। অর্থাৎ যাদের মুক্ত করার জন্য তাদের মনীবগণ তাদের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ প্রদানের চুক্তি করেছেন। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

ক্বাযী শাওকানী বলেন : অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, 'ফাই' এর মাল বণ্টনের ক্ষেত্রে মুক্ত গোলাম বা মুকাতাবদের অগ্রাধিকার দেয়া মুস্তাহাব। ('আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৯৪৯)

٤٠٥٩ - [٥] وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِظَبْيَةٍ فِيْهَا خَرَزٌ فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ أَبِيْ يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪০৫৯-[৫] 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। একদিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ('ফাই' হতে) মুক্তা জাতীয় মূল্যবান রঙিন পাথরভর্তি একটি থলি আসলো, যা তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বাধীনা ও মুক্তকৃতা বাঁদীদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমার পিতা (আবূ বাক্র রাযিয়াল্লাহু আনহু)-ও তাঁর খিলাফাতকালে স্বাধীনা ও গোলামের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। (আবূ দাউদ)[১২৯৯]

ব্যাখ্যা : (أُتِيَ بِظَبْيَةٍ فِيْهَا خَرَزٌ) তার নিকট হরিণের পশমী চামড়ার ছোট থলে নিয়ে আসা হলো যাতে পুতি বা মুক্তার দানা ছিল।

[১২৯৭] সহীহ : আবূ দাউদ ২৯৫৩, সহীহ আল জামি' ৪৬৪২।

[১২৯৮] হাসান : আবূ দাউদ ২৯৫১।

[১২৯৯] সহীহ : আবূ দাউদ ২৯৫২।

(فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ) তিনি তা আযাদ ও দাসীদের মাধ্যমে বণ্টন করলেন। অর্থাৎ তখন যারা তার নিকট উপস্থিত ছিল। আযাদ্ বা দাসী তাদের মাঝে তা বণ্টন করলেন।

(كَانَ أَبِي يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ) আমার বাবাও তা আযাদ দাসদের মধ্যে বন্টন করতেন। দাস-দাসী বলতে উদ্দেশ্য মুক্ত গোলাম অথবা মুকাতাব গোলাম উদ্দেশ্য। কেননা পূর্ণাঙ্গ দাসদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তাদের মনীবদের ওপর। বায়তুল মালের উপর তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নয়।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ, 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৯৫০)

٤٠٦٠ -[٦] (حسن موقوف) وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمًا الْفَيْءَ فَقَالَ: مَا أَنَا أَحَقُّ بِهٰذَا الْفَيْءِ مِنْكُمْ وَمَا أَحَدٌ مِنَّا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا أَنَّا عَلٰى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَسْمِ رَسُوْلِهٖ ﷺ فَالرَّجُلُ وَقِدَمُهٗ وَالرَّجُلُ وَبَلَاؤُهٗ وَالرَّجُلُ وَعِيَالُهٗ وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهٗ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

৪০৬০-[৬] মালিক ইবনু আওস ইবনুল হাদাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) 'ফাই' সম্পর্কে আলোচনাকালে বললেন : এ 'ফাই'-এর মধ্যে আমার অধিকার তোমাদের চেয়ে বেশি নয় এবং তোমাদের কেউই অন্য কারো চেয়ে বেশি হাক্বদার নয়। তবে আমরা সকলেই আল্লাহর কিতাব ও রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বণ্টন নিয়ম-নীতি অনুযায়ী আমাদের স্ব-স্ব মর্যাদায় পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি (ইসলাম গ্রহণ আগে হওয়ায়) প্রথম সারির প্রবীণ মুসলিম। আবার কেউ আছে অনেক জিহাদে তার শ্রম-সাধনা ও কুরবানীর অবদান রয়েছে। আবার কেউ এমনও আছে যার পরিবার-পরিজনের লোক সংখ্যা বেশি। আর এমন লোকও আছে যার প্রাপ্তির তুলনায় প্রয়োজন অত্যধিক। (আবূ দাঊদ)[১৩০০]

ব্যাখ্যা : (مَا أَنَا أَحَقُّ بِهٰذَا الْفَيْءِ مِنْكُمْ) 'ফাই' এর মালে আমি তোমাদের চাইতে অধিক হাক্বদার নই। অর্থাৎ আমি খলীফাহ্ হওয়া সত্ত্বেও 'ফাই' এর মালের প্রাপ্যের ক্ষেত্রে আমার হাক্ব তোমাদের মতই। আমি রসূলের মতো ব্যক্তিগতভাবে আমার পরিবারের জন্য তা থেকে কিছু ব্যয় করার অধিকার রাখি না। যেমনটি রসূলের অধিকার ছিল।

(إِلَّا أَنَّا عَلٰى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ) আমরা সবাই আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত স্তর অনুযায়ী ওটাতে অধিকার রাখি। আর তা হলো দরিদ্র মুহাজির, দরিদ্র আনসার, অতঃপর সকল মুসলিম। তূরিবিশতী বলেন : 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর অভিমত এই যে, 'ফাই' এর মালে খুমুস অর্থাৎ পঞ্চমাংশ নেই। বরং 'ফাই' এর সম্পূর্ণ মালই বায়তুল মালের। আর তা মুসলিমদের কল্যাণ অনুসারে ব্যয় করা হবে। তবে মুসলিমদের মর্যাদা অনুযায়ী ওটাতে অধিকারে তারতম্য রয়েছে।

(فَالرَّجُلُ وَقِدَمُهٗ) অতএব কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণে অগ্রবর্তী হলে তার অধিকার অগ্রবর্তীর কারণে।

(وَالرَّجُلُ وَبَلَاؤُهٗ) কোনো ব্যক্তি ইসলামের জন্য তার শ্রম দেয়া ও প্রচেষ্টায় অগ্রগামীতার কারণে তার অধিকার।

(وَالرَّجُلُ وَعِيَالُهٗ) কোনো ব্যক্তির তার পরিবারের লোক সংখ্যার অধিকারের কারণে তার হাক্ব এবং (وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهٗ) কোনো ব্যক্তির প্রয়োজন অনুসারে বায়তুল মালে তথা খায়বারের মালে তার হাক্ব রয়েছে।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৯৪৮)

[১৩০০] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ২৯৫০, আহমাদ ২৯২। কারণ এর সানাদে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব একজন মুদাল্লিস রাবী।

٤٠٦١ - [٧] وَعَنْهُ قَالَ: قَرَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ﴾ حَتّٰى بَلَغَ ﴿عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ﴾ [سورة التوبة ٩:٦٠] فَقَالَ: هٰذِهِ لِهٰؤُلَاءِ. ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَاعْلَمُوْا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ﴾ حَتّٰى بَلَغَ ﴿وَابْنِ السَّبِيْلِ﴾ [سورة الأنفال ٨:٤١] ثُمَّ قَالَ: هٰذِهِ لِهٰؤُلَاءِ. ثُمَّ قَرَأَ ﴿مَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرٰى﴾ حَتّٰى بلغ ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ [سورة الحشر ٥٩:٧] ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَالَّذِيْنَ جَاؤُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [سورة الحشر ٥٩:١٠] ثُمَّ قَالَ: هٰذِهِ اسْتَوْعَبَتِ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً فَلَئِنْ عِشْتُ فَلَيَأْتِيَنَّ الرَّاعِيَ وَهُوَ بِسَرْوِ حِمْيَرَ نَصِيبُهُ مِنْهَا لَمْ يَعْرَقْ فِيهَا جَبِينُهُ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

৪০৬১-[৭] উক্ত রাবী (মালিক ইবনু আওস ইবনুল হাদাসান রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন 'উমার রাঃ ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للفقراء...﴾ অর্থাৎ- "নিশ্চয় সদাক্বাহ্ গরীব ও মিসকীনের জন্য" শেষ পর্যন্ত পাঠ করে বললেন : যাকাত কেবলমাত্র এ আয়াতে বর্ণিত খাতসমূহের জন্যই সুনির্ধারিত। অতঃপর ﴿وَاعْلَمُوْا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ অর্থাৎ- "নিশ্চয় গনীমাত যা তোমরা অর্জন কর" শেষ পর্যন্ত এ আয়াতটি পাঠ করে বললেন : গনীমাতের খুমুস তথা এক-পঞ্চমাংশ, যা এ আয়াতের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে, এটা কেবলমাত্র নাবী ﷺ-এর নিকটাত্মীয়দেরই প্রাপ্য অধিকার। তারপর তিনি পাঠ করলেন ﴿مَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ﴾ অর্থাৎ- "এবং যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বিনা যুদ্ধে দান করেন" শেষ পর্যন্ত। অতঃপর পাঠ করলেন ﴿وَالَّذِيْنَ جَاؤُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ অর্থা- "এবং যারা পরে এসেছে" শেষ পর্যন্ত। এ আয়াতগুলো শুধুমাত্র মুসলিমদের অধিকারভুক্ত করা হয়েছে। অতএব আমি যদি বেঁচে থাকি তাহলে 'সারবি হিম্‌ইয়ার' নামক দূরবর্তী স্থানে যে রাখাল বসবাস করে, তার কাছেও তার ন্যায্য প্রাপ্য অংশ পৌঁছে যাবে। অথচ এ সম্পদ অর্জন করতে তার কপালের ঘাম ঝরাতে হবে না। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[১৩০১]

ব্যাখ্যা : 'উমার রাঃ-এর মতানুসারে যাকাত ও 'উশ্‌রের মাল বণ্টিত হবে কুরআনে বর্ণিত আট শ্রেণীর মধ্যে তাতে অন্য কারো অধিকার নেই। আর গনীমাতের মাল এক-পঞ্চমাংশ বায়তুল মালের তথা আল্লাহর রসূলের জন্য। তিনি তা ব্যয় করবেন তার ইচ্ছানুযায়ী। তারপর খলীফাগণ ব্যয় করবে মুসলিমদের কল্যাণে। আর 'ফাই' এর মাল পুরাটাই রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাক্ব। তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তা ব্যয় করবেন। অতঃপর খলীফাগণ তা ব্যয় করবে মুসলিমদের কল্যাণে। তাতে খুমুস বা এক-পঞ্চমাংশ নেই। এটাই সকল 'উলামাগণের অভিমত। তবে ইমাম শাফি'ঈ-এর মতে তার এক-পঞ্চমাংশ বায়তুল মালের আর বাকী চার অংশ রসূল ﷺ-এর জন্য নির্ধারিত । (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

٤٠٦٢ - [٨] وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ فِيمَا احْتَجَّ فِيهِ عُمَرُ أَنْ قَالَ: كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثُ صَفَايَا بَنُو النَّضِيرِ وَخَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ فَكَانَتْ حَبْسًا لِنَوَائِبِهِ وَأَمَّا فَدَكُ فَكَانَتْ حَبْسًا لِأَبْنَاءِ السَّبِيْلِ وَأَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَّأَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ: جُزْئَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَجُزْءًا نَفَقَةً لِأَهْلِهِ فَمَا فَضَلَ عَنْ نَفَقَةِ أَهْلِهِ جَعَلَهُ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

[১৩০১] সহীহ : শারহুস্ সুন্নাহ্ ২৭৪০।

৪০৬২-[৮] উক্ত রাবী (মালিক ইবনু আওস ইবনুল হাদাসান) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ('আলী ও 'আব্বাস -এর মধ্যে নাবী -এর [মীরাস] পরিত্যক্ত সম্পদ নিয়ে বিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে 'উমার -এর নিকট তার মীমাংসা জানতে চাইলে) 'উমার এভাবে দলীল পেশ করেন যে, রসূলুল্লাহ -এর নিকট তাঁর ব্যক্তিগত তিনটি ভূখণ্ড ছিল, তা হলো– বানী নাযীর (হতে প্রাপ্ত ভূমি), খায়বার ও ফাদাক। তবে বানী নাযীর-এর ভূমির আয় হতে নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয়-নির্বাহ করতেন। আর 'ফাদাক' ভূমির আয় মেহমান মুসাফিরদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু খায়বারের আয়কে তিনভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন– দু'ভাগ মুসলিম জনসাধারণের জন্য এবং একভাগ নিজের পরিবার-পরিজনের খোরপোষে খরচ করতেন। এরপরও পরিবারের খরচ মিটিয়ে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকত তা দরিদ্র মুহাজিরীনদের মাঝে বিতরণ করে দিতেন। (আবূ দাঊদ)[১৩০২]

ব্যাখ্যা : (كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثَلَاثُ صَفَايَا) রসূলুল্লাহ -এর জন্য তিনটি বস্তু নির্ধারিত ছিল।

খত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন : الصَّفِيُّ সেই বস্তু, গনীমাতের মাল বণ্টন করার পূর্বে ইমাম তা থেকে যা নিজের জন্য নিয়ে থাকে যেমন দাস-দাসী, ঘোড়া, তরবারি ইত্যাদি। নাবী -এর গনীমাতের মাল এক-পঞ্চমাংশ নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও তা বণ্টনের পূর্বে তিনি তা থেকে তার ইচ্ছানুযায়ী কোনো কিছু নির্বাচন করতে পারতেন তার নিজের জন্য। এটা রসূল -এর জন্য খাস ছিল। তার পরবর্তীতে কোনো ইমামের জন্য তা বৈধ নয়।

(فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ فَكَانَتْ حَبْسًا لِنَوَائِبِه) বানূ নাযীর থেকে অর্জিত মাল তার প্রয়োজন মিটানোর জন্য নির্দিষ্টভাবে আবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ মেহমান, প্রতিনিধি দল অস্ত্র ও পশু ক্রয়ের নিমিত্তে তা আবদ্ধ ছিল।

(وَأَمَّا فَدَكُ فَكَانَتْ حَبْسًا لِأَبْنَاءِ السَّبِيْلِ) ফাদাকের মাল ছিল পথিকদের জন্য। অর্থাৎ ফাদাক থেকে অর্জিত মাল পথিকদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য নির্দিষ্টভাবে গচ্ছিত ছিল।

(جُزْئَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَجُزْءً نَفَقَةً لِأَهْلِه) খায়বারের মালের দু' অংশ ছিল মুসলিমদের জন্য আর এক অংশ ছিল নাবী -এর পরিবারের খরচ মিটানোর জন্য। রসূল খায়বারের মালকে তিন ভাগে ভাগ করার কারণ এই যে, খায়বার অঞ্চলে অনেক গ্রাম ছিল, তার কিছু অংশ বলপূর্বক অর্থাৎ যুদ্ধ করে বিজয় করা হয়। যাতে নাবী -এর জন্য ছিল এক-পঞ্চমাংশ। আর কিছু বিনাযুদ্ধে সন্ধির মাধ্যমে বিজিত ছিল। আর তা ছিল ফাই যা রসূলের জন্য খাস। অতএব ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের দাবী অনুযায়ী তিনি () সমস্ত মালকে তিন ভাগ করেন। এক ভাগ তাঁর নিজের জন্য। আর দু' ভাগ মুসলিম বাহিনীর জন্য।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৯৬৫)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٠٦٣ -[٩] عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ جَمَعَ بَنِيْ مَرْوَانَ حِيْنَ اسْتُخْلِفَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَتْ لَهٗ فَدَكُ فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا وَيَعُوْدُ مِنْهَا عَلٰى صَغِيْرِ بَنِيْ هَاشِمٍ وَيُزَوِّجُ مِنْهَا أَيِّمَهُمْ وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا فَأَبٰى فَكَانَتْ كَذٰلِكَ فِيْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَتّٰى مَضٰى لِسَبِيْلِه فَلَمَّا وَلِيَ أَبُوْ

[১৩০২] সানাদটি হাসান : আবূ দাঊদ ২৯৬৭।

بَكْرٍ عَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَيَاتِهِ حَتّٰى مَضٰى لِسَبِيلِهِ فَلَمَّا أَنْ وُلِّيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَمِلَ فِيهَا بِمِثْلِ مَا عَمِلَا حَتّٰى مَضٰى لِسَبِيلِهِ ثُمَّ اقْتَطَعَهَا مَرْوَانُ ثُمَّ صَارَتْ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَرَأَيْتُ أَمْرًا مَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاطِمَةَ لَيْسَ لِي بِحَقٍّ وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي رَدَدْتُهَا عَلٰى مَا كَانَتْ. يَعْنِي عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৪০৬৩-[৯] মুগীরাহ্ [ইবনু যিয়াদ মুসিলী] (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয (রহঃ) খলীফাহ্ নিযুক্ত হয়েই মারওয়ান-এর সন্তান-সন্ততিদের উদ্দেশে বললেন : নিশ্চয় রসূলুল্লাহ ﷺ ফাদাক ভূমির আয় নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করতেন। এছাড়া বানী হাশিম-এর শিশু-কিশোরের জন্যও তা হতে ব্যয় করতেন এবং তাদের অবিবাহিতদের বিবাহ-শাদিতে ব্যয় করতেন। তখন ফাত্বিমাহ্ (রাঃ) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট চাইলেন যে, উক্ত ফাদাক ভূমি তাঁকে দেয়া হোক, কিন্তু তিনি (ﷺ) তা দিতে অস্বীকার করলেন। ফলে তা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় অনুরূপভাবেই পরিচালিত হয়ে আসছিল। অতঃপর আবূ বাক্র (রাঃ) যখন খলীফাহ্ নিযুক্ত হলেন, তিনিও তাতে সেই নিয়ম-নীতিই অবলম্বন করলেন, যে নীতি রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত অবলম্বন করেছিলেন। পরিশেষে এ অবস্থায় রেখে তিনিও ইন্তিকাল করলেন। অতঃপর যখন 'উমার ইবনুল খত্ত্বাব (রাঃ) খলীফাহ্ নিযুক্ত হলেন, তখন তিনিও তার মধ্যে সে অনুরূপ নীতি অবলম্বন করলেন– যা তাঁর পূর্বসূরী দু'জন (নাবী ﷺ ও আবূ বাক্র (রাঃ)) অবলম্বন করেছিলেন। এরূপ অবস্থায় রেখে তিনিও ইন্তিকাল করলেন। পরে ('উসমান (রাঃ)-এর খিলাফাতকালে) মারওয়ান উক্ত 'ফাদাক' ভূমিকে নিজের ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করল। অতঃপর যখন 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয (রহঃ) খলীফাহ্ নিযুক্ত হলেন, তখন তিনি এতদসম্পর্কে বললেন : রসূলুল্লাহ ﷺ যা স্বীয় কন্যা ফাত্বিমাহ্ (রাঃ)-কে দেননি, অতএব আমি দেখছি কোনো অবস্থাতেই তার মধ্যে আমারও ব্যক্তিগত কোনো অধিকার নেই। সুতরাং তিনি উপস্থিত (মারওয়ান ও 'উমাইয়াহ্-এর) বংশধরদের উদ্দেশে বললেন, আমি তোমাদেরকে সাক্ষ্য করে ঘোষণা করছি যে, আমি 'ফাদাক' পুনরায় ঐ অবস্থায় ফেরত দিয়ে দিলাম, যে অবস্থায় তা রসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্র (রাঃ) এবং 'উমার (রাঃ)-এর সময়ে ছিল। (আবূ দাঊদ)[১৩০৩]

ব্যাখ্যা : (وَيَعُودُ مِنْهَا عَلٰى صَغِيرِ بَنِي هَاشِمٍ) ফাদাকের অর্জিত মাল থেকে বানী হাশিমদের ইয়াতীমদের জন্য ব্যয় করতেন। অর্থাৎ বানী হাশিম-এর ছোট বাচ্চাদের জন্য সে মাল থেকে ব্যয় করতেন। আর যখন তাদের দেয়া মাল শেষ হয়ে যেতো তারা রসূল ﷺ-এর কাছে ফিরে আসলে তিনি আবার তা থেকেই তাদের দান করতেন।

(وَيُزَوِّجُ مِنْهَا أَيِّمَهُمْ) এ মাল দ্বারা স্বামীহীনদের বিবাহ দিতেন। অর্থাৎ কারো বিবাহের প্রয়োজন হলেই ঐ মাল থেকে বিবাহের ব্যয় মিটাতেন তথা বিবাহের ব্যবস্থা করতেন।

(حَتّٰى مَضٰى لِسَبِيلِهِ) এভাবেই তিনি তার পথে চলে যান।

ত্বীবী (রহঃ) বলেন : উক্ত বাক্য দ্বারা রসূল ﷺ-এর মৃত্যুর ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ঐ মাল উপরে বর্ণিত পন্থায় ব্যয় করা হতো।

[১৩০৩] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ২৯৭২। কারণ এর সানাদে মুগীরাহ্ বিন মুকসিম মুদাল্লিস রাবী আর সানাদটি মুনকতি'।

(ثُمَّ اقْتَطَعَهَا مَرْوَانُ) অতঃপর মারওয়ান ইবনুল হাকাম তা বিভিন্ন অংশে বণ্টন করেন। অর্থাৎ 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফাতকালে মারওয়ান ফাদাকের ভূমি বিভিন্ন ভাগে বণ্টন করে এক ভাগ তার নিজের জন্য রাখেন। আর অন্যান্য অংশ তার অনুসারীদের মাঝে বণ্টন করেন।

(ثُمَّ صَارَتْ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ) অতঃপর খিলাফাতের দায়িত্ব অথবা ফাদাকের কর্তৃত্ব 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয-এর নিকট ফিরে আসে।

(فَرَأَيْتُ أَمْرًا مَنَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاطِمَةَ) অতঃপর আমি দেখলাম ফাদাক এমন একটা ভূমি যা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর কন্যা ফাত্বিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কেও দেননি। অর্থাৎ ফাদাকের ভূমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কারো মাঝে বণ্টন না করে তা সাধারণ মুসলিমদের কল্যাণের জন্য রেখেছিলেন।

(لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ) তাতে আমার কোনো অধিকার নেই। অর্থাৎ উক্ত ভূমিতে কারো কোনো ব্যক্তিগত অধিকার নেই। যদিও তিনি খলীফাহ্ হোন না কেন।

(وَإِنِّيْ أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ رَدَدْتُهَا عَلٰى مَا كَانَتْ) আমি সাক্ষী রাখছি যে, আমি ঐ ভূমি পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দিলাম। অর্থাৎ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আবূ বাক্‌র এবং 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফাতকালে উক্ত ভূমি থেকে অর্জিত সম্পদ যেভাবে ব্যয় করা হতো এখনও তা সেভাবেই ব্যয় করা হবে। এতে কারো ব্যক্তিগত কোনো অধিকার নেই।

(মিরক্বাতুল মাফাতীহ; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড, হাঃ ২৯৭০)

فتح الباري بشرح صحيح البخاري

بشرح جامع الترمذي

بشرح الإمامين السيوطي والسندي

الجزء الأول

دار الحديث

الجزء الأول

Contents

تحقيق
مشكاة المصابيح

(المجلد ٤)
[العربي و بنغالي]

تأليف :

ولى الدين أبو عبد اللّٰه محمد بن عبد اللّٰه الخطيب العمري التبريزي (رح)

تحقيق :

علامة محمد ناصر الدين الألبانى (رح)

الترجمة والمراجعة من اللجنة العلمية

حديث أكاديمي

(مؤسسة التعليم والبحوث والنشر)